কেণ্টের মেটেরিয়া মেডিকা

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

ডাঃ সুধীররঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ডি. এন. দে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও

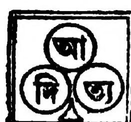
হাসপাতাল এবং

বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা।



আদিত্য প্রকাশালয়

২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলিকাতা-৯



প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী—১৯৬০

প্রকাশক ঃ
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
আদিত্য প্রকাশালয়
২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

১৫০ টাকা

কেণ্টের মেটেরিয়া মেডিকা

KENTER MATERIA MEDICA

(A Book on Medical Science in Bengali Language)

By Dr. Sudhir Ranjan Bhattacharyya

Rupees—One Hundred Fifty Only.

সূচীপত্র

ঔষধ সূচী	পৃষ্ঠা

ঔষধ সূচী	পৃষ্ঠা

৫৮৩

হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা

অ্যাব্রোটেনাম

(Abrotanum)

এই মূল্যবান ওষুধটি প্রায়শই ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। **ব্রায়োনিয়া** এবং **রাসটক্সের** দ্বারা যে সব অসুস্থতা নিরাময় করা যায় সেইরূপ অবস্থা বা লক্ষণে এই ওষুধটিরও প্রয়োজন হতে পারে ; তবে এই ওষুধটির বিশেষ নির্দিষ্ট লক্ষণগুলিই এর প্রয়োগ নির্দেশ করে থাকে। পূর্বে রোগীর ডায়রিয়া বা পেটখারাপে ভোগার ইতিহাস এবং তার সঙ্গে বাত বা রিউম্যাটিক অবস্থা, হার্টের ইরিটেশন বা উত্তেজনা, এপিসট্যাক্সিস বা নাক দিয়ে রক্তপড়া, লালচে বা রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব, মানসিক ভীতি বা উদ্বেগ ও দেহের কম্পন প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে হঠাৎ ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে উপরোক্ত লক্ষণগুলি দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রে অ্যাব্রোটেনাম প্রয়োগ করতে হবে। যে কোন অস্থি-সন্ধিতে বাত বা রিউম্যাটিজম্ এর লক্ষণ হঠাৎ চাপা পড়ে হার্টের অসুখের তীব্রতা দেখা দিলে '**লিডাম**', '**অরাম**' ও '**ক্যালমিয়া**'র সঙ্গে এই ওষুধটির লক্ষণে খুব মিল দেখা যায়।

শিশুদের ম্যারাস্মাস্ বা কৃশতায় এটি খুব ফলপ্রদ এবং প্রায়ই ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এই ওষুধটিতে কৃশতা নিম্নাঙ্গ থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে উপরের দিকে বিস্তৃত হয়, যার ফলে মুখমণ্ডল সবচেয়ে শেষে আক্রান্ত হয় এবং এই লক্ষণটি '**লাইকোপোডিয়াম,**' '**নেট্রাম মিউর**' এবং '**সোরিনাম**'-এর ঠিক বিপরীত।

প্লুরিসির ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী '**ব্রায়োনিয়া**' ব্যবহারে বিফল হলে এই ওষুধটি তা সারাতে সক্ষম। এক মহিলা মৃত্যুশয্যায় শুয়েছিলেন। তাঁর শ্বাসকষ্ট, উদ্বেগ, ঠাণ্ডা ঘাম ও হৃৎপিণ্ডে বেদনা দেখা দিয়েছিল এবং বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে ঘিরে তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন। রোগীকে দেখতে গিয়ে জানা গেল যে তিনি বেশ কয়েকমাস ধরে একদিকের হাঁটুতে বাতের কষ্টে ভুগছিলেন, তাঁকে ক্রাচের সাহায্যে চলাফেরা করতে হ'ত এবং বর্তমান অসুখের কয়েকদিন আগে তিনি বিশেষ একটি 'লিনিমেণ্ট' বা মালিশ ব্যবহার করে দ্রুত আরোগ্য (?) লাভ করেন। আব্রোটেনাম প্রয়োগে এই মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এই ওষুধটি পাকস্থলীতে ক্ষতযুক্ত বেদনা ও জ্বালা এবং সন্দেহজনক বমন করা অবস্থাকেও সারাতে সক্ষম হয়েছে।

'মেটাস্টেসিস্' অ্যাব্রোটেনামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি আপাতরোগ থেকে অপর কোন রোগে পরিবর্তন ঘটলে এই ওষুধটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'মাম্পস' বা প্যারোটিড্ গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ থেকে অণ্ডকোষ বা স্তনে প্রদাহ পরিবর্তিত হ'লে সাধারণত '**কার্বোভেজ**' বা '**পালসেটিলা**'য় তা সারানো যায়, কিন্তু ঐসব ওষুধ বিফল হ'লে 'অ্যাব্রোটেনাম' তা সারিয়েছে।

ডায়রিয়া বা পেটখারাপ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার পরে অর্শ এবং বাতের তরুণ অবস্থার সঙ্গে যে কোন স্থান থেকে রক্তপাত ঘটতে থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই এই ওষুধটির কথা মনে করতে হবে।

এই ওষুধের রোগী ঠাণ্ডা বায়ু ও ঠাণ্ডা জলো আবহাওয়ায় খুব সংবেদনশীল হয়ে থাকে। সে প্রায়ই পিঠের ব্যথায় কষ্ট পায় এবং লক্ষণগুলি রাত্রে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

ছোট ছেলেদের 'হাইড্রোসিল' এই ওষুধে নিরাময় করা যায়। শিশুদের নাভী থেকে রক্তপাত বন্ধ করতেও এই ওষুধটি সক্ষম।

রোগী ডায়রিয়া অথবা কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগে; যাদের কোষ্ঠবদ্ধতা আছে তারা প্রায়ই বাত বা রিউম্যাটিজ্‌ম্‌ এ কষ্ট পায় কিন্তু যাদের ডায়রিয়া থাকে তারা অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, ডায়রিয়া বন্ধ হ'লেই তাদের কষ্ট বেড়ে যায়। **'নেট্রাম সালফ'** ও **'জিঙ্কাম'**-এর মতই ডায়রিয়া থাকা অবস্থায় রোগী অনেক ভাল বোধ করে।

দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত ডিম্বকোষ বা ওভারী এবং অস্থি-সন্ধিতে তীব্র বেদনা এই ওষুধটির একটি প্রধান লক্ষণ।

অ্যাসেটিক অ্যাসিড
(Acetic Acid)

ফেকাশে ও রুগ্‌ণদেহীদের, বিশেষত যে সব রোগী দীর্ঘদিন ধরে দুর্বল ও যক্ষ্মায় আক্রান্ত, তাদের বিভিন্ন উপসর্গে এই ওষুধটি কার্যকরী। শীর্ণতা, দুর্বলতা, রক্তাল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য, তীব্র পিপাসা ও প্রচুর পরিমাণে হাল্কা রঙের প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হয়। কামোত্তেজনার মত দেহ গরম হয়ে ওঠা ও দেহের বিভিন্ন অংশে আসা-যাওয়া করার মত দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি, অল্পবয়সী যুবতীদের 'ক্লোরোসিস' বা রক্তাল্পতায় পাণ্ডুবর্ণ হওয়া, সাধারণ ভাবে দেহে জলজমা বা শোথের অবস্থা, কীট-পতঙ্গের হুল ফোটানো বা কামড়ানোর কুফল প্রভৃতি এই ওষুধটি দ্বারা সারানো যায়। ক্লোরোফর্মের কুফল দূর করবার জন্য 'ভিনিগার' একটি পুরানো ওষুধ। কোষ্ঠকাঠিন্যের সঙ্গে রক্তপাত ঘটলে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। এই ওষুধটিতে দেহের বিভিন্ন অংশের 'মিউকাস মেমব্রেন', যেমন নাক, পাকস্থলী, পায়ু বা রেক্টাম, ফুসফুস ও অন্যান্য ক্ষত থেকে রক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। রোগী শীতকাতুরে হয়ে থাকে।

মানসিক দিক থেকে রোগী হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে অথবা তার মধ্যে মানসিক শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়; মা তার আপন সন্তানদেরও চিনতে পারে না, সাম্প্রতিক কালের ঘটনাও সে ভুলে যায়; মানসিক যাতনা ভোগ করে, সর্বদাই কোন না কোন বিপদের কথা তার মনে আসে; তার মনে হয় যেন কোন বিপদ-আপদ আসন্ন, সেইজন্য সে খুব খিটখিটে হয়ে পড়ে এবং সর্বদাই কোন না কোন বিষয়ে অভিযোগ-অনুযোগ জানায়।

দুর্বল ও অ্যানিমিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের হঠাৎ হঠাৎ মূর্চ্ছাভাব, মাথাধরা, মুখমণ্ডল ফেকাশে ও মোমের মত সাদা হয়ে যাওয়া, 'এপিসট্যাক্সিস' বা নাক দিয়ে রক্তপড়া, একদিকের গাল ফেকাশে কিন্তু অপরদিক লালচে, গলায় বা ল্যারিংক্স-এ ডিপথেরিয়া, অদম্য পিপাসা, পাকস্থলীতে খুব স্পর্শ কাতরতা, রক্তবমন, যে কোন ভুক্তদ্রব্য বমি হয়ে যাওয়া, পাকস্থলীতে ক্ষত ; গরম ও টক ঢেকুর ওঠা ; ফেনাযুক্ত বমি ; কামড়ানো ব্যথা ; পাকস্থলী ফুলে ওঠা ও সর্বদা পেট পাকানো, জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ, পেটে বা পাকস্থলীর উপর চাপ দিয়ে শুলে কমে যায়।

পেটে খুব ব্যথা, ফুলে ওঠা, বায়ুজমা বা 'ফ্লাটুলেন্স' অথবা শোথ বা 'ড্রপসি' দেখা যায়, স্পর্শে বেদনা বোধ হয় ; ডায়রিয়ায় পাতলা, রক্তমেশানো মল বা টাটকা রক্ত পড়ে ; অর্শে প্রচুর রক্তপাত ঘটে ; পুরাতন বা দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া দেখা যায়।

জলের মত প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয়ে থাকে। প্রস্রাবে 'সুগার' থাক বা না থাক, তীব্র পিপাসা, দুর্বলতা ও ফেকাশে ভাব বা 'পেলর' ও মাংসপেশীতে শীর্ণতা থাকলে 'ডায়াবেটিস' রোগের চিকিৎসায় ওষুধটি খুবই কার্যকরী হতে দেখা গেছে।

বীর্যপাতজনিত দুর্বলতা, যৌনাঙ্গের শৈথিল্য ও পায়ে ফোলা ভাব দেখা যায়।

জরায়ু থেকে রক্তপাত, প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব অথবা জলের মত পাতলা ঋতুস্রাব খুব কম পরিমাণ ঋতুস্রাবের সঙ্গে 'ক্লোরোসিস' প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ল্যারিংক্স-এর দুর্বলতা, ঘঙ্ঘঙে কাশি বা ক্রুপ, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি দেখা যায়। এই ওষুধটি অনেক ক্ষেত্রে ল্যারিংক্স-এর ডিপথেরিয়া সারিয়েছে ; স্বরভঙ্গের সঙ্গে 'মিউকাস মেমব্রেনে' ফেকাশে ভাব ; দুর্বল ও ফেকাশে রোগী, যারা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের দীর্ঘস্থায়ী, শুকনো ও খক্‌খকে কাশি, হাত ও পায়ে ফোলা বা ঈডিমা, ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্ট অথবা রাত্রে ঘাম হওয়া। ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠা, বুক ও পেটে জ্বালা, বুকের ভিতরে ঘড়ঘড় করা ; 'ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস' প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

হাত-পায়ে দুর্বলতা ও অসাড়ভাব, ফোলাভাব, রিউম্যাটিজ্‌ম্ অথবা ড্রপসি এবং সেই সঙ্গে ডায়রিয়া থাকতে পারে।

এটি দীর্ঘদিন ক্রিয়াশীল একটি ধাতুগত ওষুধ এবং খুব ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে প্রয়োগ করলে খুব ভাল ফল দেয়। ভিনিগার, কফি, লবণ প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণের কিছু কিছু কুফল থাকলেও তারা ওষুধ হিসাবে বেশ ফলপ্রদ এবং যে সব ক্রনিক রোগ নিরাময় করা কঠিন তাদের চিকিৎসায় ঐসব ওষুধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

অ্যাকোনাইটাম নেপেলাস
(Aconitum Napellus)

অ্যাকোনাইট স্বল্পসময়ের জন্য কার্যকরী একটি ওষুধ। এর লক্ষণগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। খুব বেশি পরিমাণে এই ওষুধটির ব্যবহারে মারাত্মক বিষাক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং রোগীর মৃত্যু না ঘটলে খুব দ্রুত সৃষ্ট রোগ লক্ষণগুলি চলে যায় ; ফলে

রোগী অনতিবিলম্বে রোগমুক্ত হয়। এই ওষুধ ব্যবহারের পরিণতিতে কোন ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের সৃষ্টি হয় না। খুব বড় একটা ঝড়ের মত এই ওষুধের ক্রিয়া দ্রুত সৃষ্টি হয় এবং খুব দ্রুতই আবার মিলিয়ে যায়। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে ঐ সব দুর্বলতা বা রোগ লক্ষণগুলি কি ধরনের এবং কোন্ ধরনের রোগীতে ঐরূপ অবস্থা বা হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া রোগ লক্ষণগুলি দেখা যাবে। যদি হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা লক্ষ্য করি তা হলে স্মরণ করা যাবে যে তীব্র ধরনের রক্তোচ্ছ্বাসযুক্ত বা 'প্লেথোরিক' ব্যক্তিদের ঠাণ্ডা লাগলে তারা মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথচ যারা দুর্বল, প্রায়ই নানা ধরনের অসুখে ভোগে তারা যে কোন তীব্র ও তরুণ (অ্যাকিউট) রোগে আক্রান্ত হলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে কিন্তু তারা খুব মারাত্মকভাবে এবং হঠাৎ ঐ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয় না। এইসব দেখে এবং অ্যাকোনাইটের হঠাৎ দেখা দেওয়া লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই দেখা যাবে যে যারা অ্যাকোনাইটের মত লক্ষণে আক্রান্ত হয় তারা সবাই 'প্লেথোরিক' ধরনের। বলবান ও ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি এবং শিশু যারা সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই অসুস্থ হয় না কিন্তু খুব বেশি বা তীব্র ধরনের ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের দেহের আচ্ছাদনের স্বল্পতার জন্য, হঠাৎ আবহাওয়ার খুব বেশি পরিবর্তনে, দীর্ঘদিন ধরে ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো উত্তুরে হাওয়ায় তাদের ঠাণ্ডা লেগে যায়। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতার জন্য অথবা শীতকালের তীব্র ঠাণ্ডা ও শুকনো হাওয়াতে খুব দ্রুত এমনকি রাত্রের আগেই তীব্র ধরনের লক্ষণসহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এইসব ধরনের 'প্লেথোরিক' ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি, যাদের মজবুত হৃৎপিণ্ড, খুব কার্যকরী মস্তিষ্ক এবং রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থাও খুব দৃঢ় তারা মারাত্মক ধরনের ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা লেগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অ্যাকোনাইটের প্রয়োজন হবে।

প্রদাহের পরবর্তী লক্ষণসমূহ সাধারণত অ্যাকোনাইট-এ দেখা যায় না। ঝড়টা এত দ্রুত চলে যায় যে তাতে কেবলমাত্র প্রাথমিক অবস্থাটারই প্রাবল্য থাকে। ঐ সব তীব্রভাবে আক্রান্ত রোগীর দেহে হঠাৎ দেখা দেওয়া রক্তাধিক্য বা রক্তোচ্ছ্বাস ওষুধটির সুফলে দ্রুত সেরে যায়। রোগীর আকস্মিক ও বিভীষিকাময় মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলেও রোগ নিরাময় দ্রুত সংঘটিত হয়। সুতরাং 'ডানহাম' সাহেবের মতই এটাকে হঠাৎ ওঠা ও দ্রুত সরে যাওয়া ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই ওষুধটির সম্পর্কে তাঁর মেটেরিয়া মেডিকায় আলোচনা খুবই কবিত্বময় এবং মূল্যবান।

সব আক্রমণই শুষ্ক ধরনের ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ দেখা দেয়। 'প্লেথোরিক' শিশুদের হঠাৎ মস্তিষ্কে খুব বেশি রক্তাধিক্য ও উচ্চ জ্বর অথবা তড়কা বা 'কনভালসন' দেখা দেয়। এই রকম হঠাৎ তীব্রধরনের আক্রমণ দেহের যেকোন যন্ত্রাংশ বা 'অর্গ্যান' যথা মস্তিষ্ক, ফুসফুস, লিভার, রক্তসঞ্চালন প্রণালী, কিডনী প্রভৃতিতে দেখা দিতে পারে। যে সব রোগলক্ষণ হঠাৎ শীতকালের খুব বেশি ঠাণ্ডায় অথবা গ্রীষ্মকালের অত্যধিক গরমে দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ। ওষুধটিতে শীতকালে

মস্তিষ্ক ও ফুসফুস আক্রান্ত হওয়া এবং গ্রীষ্মকালে পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ ও গোলযোগের লক্ষণ দেখা যায়। আমরা জানি 'প্লেথরিক' বা যাদের দেহে রক্তাধিক্য রয়েছে তারা হঠাৎ অতিরিক্ত গরমে কি মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের এই হঠাৎ আক্রমণের ভয়াবহতা খুবই ভীতিকর। প্রদাহের সঙ্গে রক্তসঞ্চালন প্রণালী খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে ; হার্টের ক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, মস্তিষ্কের ভয়াবহ গোলযোগ, তীব্র শক্ বা মানসিক আঘাত ও ভয় দেখা দেয়।

অ্যাকোনাইটের তীব্র অবস্থার সঙ্গে যে সব মানসিক লক্ষণ দেখা দেয় তারা খুব দ্রুতই আবার চলে যায়। রোগী তার অসুস্থতার ভয়াবহতা নিজেই অনুভব করতে পারে, কারণ, সে খুব বেশি স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে থাকে। তার চেহারা ও হাবভাবের মধ্যেই 'ভীতি' প্রকট হতে দেখা যায়। তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এত তীব্র হয় যে প্রথমেই তার মনে হয় যেন সে মারা যাচ্ছে। এই মৃত্যুভয় তাকে আরও ভীত করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে সে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বাভাষও ঘোষণা করে। এইরূপ তীব্র মৃত্যুভয়, এই ভীতিকর উদ্বেগ ও আতঙ্ক, অস্থিরতা, আক্রমণের তীব্রতা ও আকস্মিক দ্রুততা দেখলে তা সম্ভবত অ্যাকোনাইটের বিষক্রিয়ার ফল অথবা ঐরূপ ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইটের প্রয়োজন বলে মনে হবে। কোন ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইটের এইরূপ বিষক্রিয়ার মত লক্ষণ দেখা গেলে ওষুধটির ক্ষুদ্রতম ডোজের প্রয়োগ করতে হয়। ওষুধটির ক্রিয়াকাল যে খুবই ক্ষণস্থায়ী সে কথাটা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

দেহের যেকোন স্থানেই প্রদাহ দেখা যেতে পারে, তাই পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী রোগীর চেহারা, আচার-আচরণ প্রভৃতিকেই প্রাধান্য দিতে হবে, যেমন, তার মুখমণ্ডলের চেহারা, মানসিক লক্ষণ, অস্থিরতা, আক্রমণের তীব্রতা প্রভৃতি। অ্যাকোনাইট-এ ভয় ও উদ্বেগের লক্ষণ এত প্রবল থাকে যে অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাট ও কম গুরুত্বপূর্ণ মানসিক লক্ষণগুলি তাদের জন্য ঢাকা বা চাপা পড়ে যায়। রোগী বন্ধুদের প্রতি তার প্রীতি বা ভালবাসা হারিয়ে ফেলে, তাদের প্রতি সে আর কোন আকর্ষণই বোধ করে না, মানসিক দিক থেকে সে যেন উদাসীন হয়ে পড়ে।

যে সব লক্ষণের কথা এখানে বর্ণনা করা হ'ল, মেটেরিয়া মেডিকাতে তা একমাত্র অ্যাকোনাইট ছাড়া অন্য কোন ওষুধেই দেখা যাবে না, অন্য ওষুধের সঙ্গে অ্যাকোনাইটের তুলনা করলেই এটা বোঝা যাবে। অন্য কোন কোন ওষুধের কিছু কিছু লক্ষণ অ্যাকোনাইটের সঙ্গে মিললেও সমবেতভাবে সে সব লক্ষণ কেবল মাত্র অ্যাকোনাইটে, দেখা যায়। মানসিক লক্ষণের কথা ধরলে দেখা যাবে যে তাদের তীব্রতাই প্রধান। ডিলিরিয়ামের ক্ষেত্রে তীব্র উত্তেজনা, তীব্র ভয় ও উদ্বেগ বা আশঙ্কা দেখা দেয়, ভয় ও উদ্বেগে রোগী কেঁদে ফেলে, মনে হয় সে ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে. রোগী কেন কাঁদছে সেটা হয়ত প্রথমে বোঝা যাবে না। অ্যাকোনাইটের এই 'ভয়' অন্যান্য মানসিক লক্ষণের সঙ্গে মিশে থাকে, রোগী খিটখিটে হয়ে পড়ে, বিলাপ করে, ভীষণ রেগে যায়, জিনিসপত্র ছোঁড়ে বা ভাঙ্গচুর করে এবং তার সঙ্গে একটা উন্মত্তভাব ও আতঙ্ক মিশে থাকে।

রোগী বেদনা ও যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে ওঠে। এই বেদনা বা যন্ত্রণা যেন আঘাত লাগা, বিঁধে যাওয়া, কেটে যাওয়া বা সূচ ফোটানোর মত বোধ হয়। স্নায়ু আক্রান্ত হয়ে স্নায়বিক বেদনা হ'লে তা খুবই তীব্র ধরনের হয়, রোগীর মনে হয় যেন তার ভীষণ একটা কিছু হয়েছে, তা না হ'লে এত কষ্ট হ'ত না। প্রামাণ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে রোগী মৃত্যুর নির্দিষ্ট দিন বা সময় ঘোষণা করে। এর প্রধান কারণ, রোগের ভয়াবহতা ও তীব্রতা তাকে মুহ্যমান করে তোলে। অ্যাকোনাইটের এই ধরনের মানসিক লক্ষণ নিউমোনিয়া, দেহের যে কোন অংশের যেমন, কিডনী, লিভার, অন্ত্র প্রভৃতির প্রদাহে সর্বদাই দেখা যাবে।

এই সব লক্ষণের সঙ্গে 'ডিজিনেস' অর্থাৎ মাথাঘোরার সঙ্গে হতবুদ্ধিভাব সর্বদাই থাকে, সামান্য নড়াচড়া বা এপাশ-ওপাশ করলেই 'মাথাঘোরা' দেখা দেয়। এক ভদ্রমহিলা কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়ে হঠাৎ রাস্তায় কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়োতে শুরু করেন এবং এত তীব্র মাথাঘোরায় আক্রান্ত হন যে তাঁর গাড়ীর কাছেও পৌঁছোতে পারেন না। ভয় থেকে মাথাঘোরা এবং হঠাৎ পাওয়া ভয় থেকেই যায়। এই ভীতিটা থেকে যাওয়ায় **'ওপিয়ামের'** দিকে সেজন্য আমাদের চিন্তা আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু ভয় থেকে সৃষ্ট যে কোন উপসর্গ, ভয় থেকে মস্তিষ্কের প্রদাহ, ভয় থেকে মাথাঘোরা, এমন কি ভয় থেকে দেহের যে কোন অংশে রক্তাধিক্য ঘটা অ্যাকোনাইটের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ভয় থেকে সব ধরনের অনুভূতিতেই গোলযোগ দেখা দিতে পারে, সব কিছুই যেন ঘুরে চলেছে বলে রোগীর মনে হবে।

মাথাধরা বর্ণনাতীতভাবে তীব্র হয়। মস্তিষ্কে, মাথার তালুতে ছিঁড়ে যাওয়া, জ্বলে যাওয়া এবং তার সঙ্গে ভীতি, উদ্বেগ ও জ্বর থাকতে পারে; হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে, নাকের সর্দি বসে গিয়ে মাথাধরা দেখা দিতে পারে। 'প্লেথরিক' রোগীদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে, শুকনো ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, শীতকালের ঠাণ্ডার মধ্যে বেড়ানো, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতির জন্য হঠাৎ সর্দি বন্ধ হয়ে চোখের উপরের অংশে তীব্র বেদনা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটে মাথাধরা এবং সেই সঙ্গে উদ্বেগ ও আশঙ্কা, মুখমণ্ডল গরম হয়ে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

চোখের বিভিন্ন উপসর্গে অ্যাকোনাইট প্রয়োজন হতে পারে। চোখে হঠাৎ প্রদাহ, রক্তাধিক্য, রক্তজমা হয়ে লাল হওয়া, চোখ ও তার চারপাশের সব টিসুতেই হঠাৎ প্রদাহ, কনজাংকটিভাইটিস প্রভৃতি হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে অথবা শুকনো ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় দেখা দিতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরেই এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, যে কোন প্রদাহের প্রথমাবস্থায় অ্যাকোনাইট দিতে হবে। প্রায় সব পুস্তকে এই কথা লেখা থাকলেও এটি ঠিক নয়, কারণ কোন্ ধরনের কনস্টিটিউশন অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক গঠন, বা কি কারণে ঐ প্রদাহ সৃষ্টি হয়েছে সে কথা ঐ সব বইয়ে লেখা নেই। কাজেই ঐ ভাবে রোগের চিকিৎসা করা ঠিক নয়। প্রতিক্ষেত্রে এই অ্যাকোনাইট প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ আছে কিনা সেটা বিচার করে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্য ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

যে কোন জ্বরের প্রথমাবস্থায় অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করার একটা প্রবণতা প্রাচীন-পন্থী চিকিৎসকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, কিন্তু এই পদ্ধতিটিও ভুল।

অ্যাকোনাইট-এ চোখের প্রদাহ হঠাৎ ও এত দ্রুত ঘটে যে কি করে সেটা সম্ভব তা ভেবে অবাক হতে হয়। চোখ খুব বেশি ফুলে ওঠে কিন্তু তা থেকে কোন রস বা স্রাব বেরোয় না, অথবা খুব সামান্য একটা তরল স্রাব বা মিউকাস দেখা যেতে পারে। হঠাৎ দেখা দেওয়া প্রদাহের সঙ্গে ঘন রস বা পুঁজের মত বেরোলে তা কখনও অ্যাকোনাইট-এর লক্ষণ নয়। অ্যাকোনাইটের প্রদাহের কোন প্রতিফলন হয় না, প্রদাহের পরবর্তী ফলস্বরূপ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিলে, অন্য ওষুধের কথা চিন্তা করতে হবে। জ্বরের সঙ্গে অ্যাকোনাইটের রোগীর বিশেষ চেহারা ও চরিত্রগত মিল না থাকলে সেক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট ব্যবহার করা চলবে না। অ্যাকোনাইটের জ্বরের সঙ্গে আলোয় চোখে স্পর্শকাতরতা থাকে, জ্বরের সঙ্গে খুব বেশি অস্থিরতা দেখা দেয়, চোখের দৃষ্টি পলকহীন হয় এবং পিউপিল সংকুচিত অবস্থায় থাকে, চক্ষু গোলকের গভীর অংশে তীব্র ধরনের কামড়ানো ব্যথা ও প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে তবেই অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করা যাবে। কোন প্রদাহ দীর্ঘস্থায়ী হলে, পেকে যাবার মত লক্ষণ অথবা মিউকাস মেমব্রেনে পুঁজ সৃষ্টি হলে কখনই সেটা অ্যাকোনাইটের লক্ষণ নয়। স্কারলেট জ্বর, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি রক্তদূষণের মত অবস্থায় কখনও অ্যাকোনাইটের প্রয়োগ করা চলে না, কারণ ঐ সব ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইটের তীব্রতার লক্ষণ থাকে না। ঐ সব ক্ষেত্রে স্নায়বিক উত্তেজনা বা ইরিটেশনের বদলে আচ্ছন্নতা বা অবসন্নতা থাকে, ত্বকে গোলাপী আভা থাকে কিন্তু অ্যাকোনাইটে ত্বক উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারণ করবে। 'জাইমোসিস' বা দেহে বাহিরাগত জীবাণু বৃদ্ধিজনিত কোন রোগের জন্য অ্যাকোনাইটের ব্যবহার চলে না, কারণ অসুস্থ দেহে জীবাণু বৃদ্ধি ঘটার মত কোন লক্ষণ বা ইতিহাস জানা যায় না। নীচু ধরনের কোন 'কণ্টিনিউড' বা 'একজ্বরী' অবস্থায় অ্যাকোনাইটের কথা চিন্তা করা যায় না। অ্যাকোনাইটের জ্বর সাধারণত খুব হঠাৎ দেখা দেয়, স্বল্পস্থায়ী ও তীব্র ধরনের হয়, সবিরাম বা 'ইণ্টারমিটেণ্ট' ধরনের জ্বর এই ওষুধে দেখা যায় না। কোন সবিরাম জ্বরের প্রথম আক্রমণের তীব্রতায় অনেকক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট প্রয়োগের প্রয়োজন মনে হলেও শীঘ্রই দ্বিতীয় বা পরবর্তী আক্রমণে সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে, অ্যাকোনাইট প্রয়োগের পথও রুদ্ধ হবে। কোনও কোন ওষুধে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে রোগাক্রমণের লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু অ্যাকোনাইটে সেরূপ হয় না। হঠাৎ দেখা দেওয়া জ্বর একরাত্রেই কমে গেলে সেটাই অ্যাকোনাইটের জ্বর, তা না হলে বুঝতে হবে যে ভুলভাবে অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সে সব ক্ষেত্রে ওষুধটি রোগীর ক্ষতিও করতে পারে। রোগাবস্থার সমুদয় লক্ষণ বিচার করেই ওষুধ নির্বাচন করতে হয়; কোন্ কোন্ উপসর্গ ওষুধটির সঙ্গে মিলছে সেটা বিচার না করে কি কি উপসর্গ ওষুধটির সঙ্গে মিলছে না সেটাই বিচার্য।

অ্যাকোনাইটে চোখের প্রদাহ ও সেইসঙ্গে জ্বালা এবং হঠাৎ স্ফীতি দেখা দেয়; পাতা এত দ্রুত ফুলে যায় যে খুব কষ্ট করে চোখ খুলতে হয়; জোর করে ফরসেপ

দিয়ে চোখের পাতা খোলা হলে কয়েক ফোঁটা গরম জল বেরিয়ে আসবে কিন্তু কখনও পুঁজ হতে দেখা যাবে না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগেই এই অবস্থা ঘটে। দেহের যে কোন অংশের মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ ঘটলে সেখান থেকে রক্ত মেশানো জলের মত স্রাব নির্গত হয়। হঠাৎ ধমনী বা শিরায় রক্তাধিক্য বা 'এনগর্জমেণ্ট' ঘটে এবং তা ফেটে গিয়ে অথবা সূক্ষ্ম শিরা বা উপশিরা (ক্যাপিলারী) চুঁইয়ে রক্ত বা রস নির্গত হয়।

কানের প্রদাহও হঠাৎ দেখা দিতে পারে। কানে দপ্ দপ্ করা এবং তীব্র ধরনের কেটে যাবার মত ব্যথা বোধ হয়। উত্তরেব হিমেল হাওয়ায় বাইরে খেলাধূলো করে বা বেড়িয়ে আসার পরে শিশুটির প্রতি যথাযথ যত্ন না নেওয়া হলে সে চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে এবং বার বার কানের ভিতরে আঙ্গুল দিতে থাকে। দিনের বেলা বাইরের ঠাণ্ডায় ঘুরলে বিকেল বা সন্ধ্যাতেই এইরূপ আক্রমণ হতে দেখা যাবে, জ্বর এবং আতঙ্ক থাকে, এবং শিশুকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। এই কষ্ট বা যন্ত্রণা খুবই তীব্র হয়, কোনরূপ গোলমাল বা শব্দও সহ্য হয় না, কানের অনুভূতি এত তীব্র হয় যে গান-বাজনার শব্দও যেন তার দেহের প্রতিটি অঙ্গে ঢুকে পড়ছে বলে বোধ হয়। দেহের যে কোন অংশের স্নায়ুতেই এইরূপ স্পর্শকাতরতা দেখা যাবে। যে কোন উপসর্গেই আক্রমণের তীব্রতা ও ভয়াবহতা দেখা যাবে এবং রোগী খুব উদ্বিগ্ন ও খিটখিটে হয়ে পড়বে। কানে হুল ফোটানো, জ্বালা করা, চিরে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া বা কেটে যাবার মত ব্যথা বোধ হয়।

দিনের বেলা ঠাণ্ডা লাগার পরে রাত্রিতেই হঠাৎ ভীষণ-মাথাধরার সঙ্গে নাক থেকে জলের মত সর্দি বা 'কোরাইজা' দেখা দিলে এই স্বল্পস্থায়ী কিন্তু দ্রুত কার্যকরী ওষুধটি নির্বাচন করতে হয়। **'কার্বোভেজ'-এ** যে কোরাইজা দেখা যায় সেটা ঠাণ্ডা লাগার বেশ কয়েকদিন পরে ঘটে, **'সালফার'**-এ ও তাই দেখা যায়। 'কার্বোভেজ'-এ রোগী গরমে খুব বেশি উত্তপ্ত হবার পরেও গায়ের জামা-কাপড় খুলে না ফেলার জন্য তার ঠাণ্ডা লাগে। অ্যাকোনাইটে রোগী তার সামান্য জামা-কাপড়েই বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়িয়ে আসার পরে, এবং সে যদি 'প্লেথরিক' হয় তা হ'লে মধ্য রাত্রির আগেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

যে সব শিশু মোটা-সোটা এবং দেহে রক্তাধিক্য (প্লেথরা) থাকে, বিশেষ ভাবে তাদের 'কোরাইজায়' এই ওষুধটি প্রায়ই প্রয়োজন হয়। কিন্তু যেসব শিশু রুগ্ণ, দুর্বল ও ফেকাশে তাদের জন্য ওষুধটি উপযুক্ত নয়। এইসব রুগ্ণ, দুর্বল শিশুরা একটু দেরিতে আক্রান্ত হয়, তাদের দেহের প্রতিরোধ শক্তি এত দুর্বল যে তাদের দেহে উপসর্গগুলি দেখা দিতে দু-একদিন দেরি হয়। একই পরিবারের একটি দুর্বল ও রুগ্ণ শিশু এবং একটি স্বাস্থ্যবান শিশুকে যদি একই সঙ্গে ঠাণ্ডায় বেড়িয়ে এসে ঠাণ্ডা লাগানো হয় তা হলে একজনের প্রথম রাত্রিতেই ক্রুপ্ বা খুসখুসে কাশি দেখা দেবে এবং তাকে অ্যাকোনাইট দিতে হবে, কিন্তু অপর শিশুটি পরদিন সকালে আক্রান্ত হবে এবং তাকে **'হিপার'** দিতে হবে।

কোরাইজার সঙ্গে যে সব আনুষঙ্গিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে হ'ল, নাক

থেকে রক্তপড়া, মাথাধরা, উদ্বেগ ও ভয়। প্রধানত এই উদ্বেগ ও ভীতির বিশেষ একটা বহিঃপ্রকাশ অ্যাকোনাইটের রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই ওষুধটির নিউমোনিয়াতে রোগীর মুখমণ্ডলেই একটা বিশেষ ছাপ দেখা যায়, মুখের দিকে তাকালেই সেখানে একটা ভয়ানক উদ্বেগ বা আতঙ্কের চিহ্ন দেখা যাবে। মুখমণ্ডলের বহিঃ-প্রকাশের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেহের অভ্যন্তরে কি ঘটেছে সেটা বোঝা যায়; সুখ, দুঃখ, হতাশা প্রভৃতি একবার দৃষ্টিপাতেই আলাদা ভাবে বোঝা সম্ভব, সেই বিশেষ উদ্বেগ বা আতঙ্কের ছাপ আমরা দেখতে পাব।

'একদিকের গাল লালচে কিন্তু অপর দিকেরটা ফেকাশে এই অবস্থা অনেক ওষুধেই পাওয়া যায়, কিন্তু উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ, ভীতি, উত্তাপ, অস্থিরতা এবং যে আকস্মিকতার সঙ্গে তা আসে প্লেথরিক রোগীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত আগের দিনই যেখানে গাল শুকনো ও স্বাভাবিক ছিল, সেক্ষেত্রে এই একটি লক্ষণের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ভাবে নির্ভর করে অ্যাকোনাইট দিতে হবে। অন্য বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ থাকলে অবশ্য অ্যাকোনাইট ছাড়া অন্যান্য ওষুধের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। মুখমণ্ডলে স্নায়বিক বেদনায় মনে হয় যেন গরম দড়ি বা 'তার' মুখের যে কোন দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানোর ফলে মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা লাগে, ফলে প্রথমে মুখমণ্ডল অসাড় বোধ হয়, পরে তীব্র ধরনের বেদনা শুরু হয়। ছুরি দিয়ে কেটে দেবার মত বেদনায় সে চিৎকার করে বা কাঁপে; অ্যাকোনাইট এই বেদনার উপশম ঘটাবে। পিঁপড়ে চলার মত সুড়সুড় করা, হামাগুড়ি দিয়ে যেন কিছু চলেছে এরূপ বোধের সঙ্গে বেদনা অথবা বেদনাহীনতা পাওয়া যেতে পারে। মুখমণ্ডলে ভীষণ উত্তাপসহ জ্বর, শুয়ে থাকলে মুখের যে পাশ চাপা পড়ে সেদিকে ঘাম দেখা দেয় কিন্তু রোগী পাশ ফিরলে ঐ দিকটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুকনো হয়ে যায় এবং চাপা থাকা অংশে ঘাম হতে আরম্ভ করে।

দাঁতের যন্ত্রণায় এটি খুবই আরামদায়ক ওষুধ। দাঁতের বেদনায় এটি এতই ফলপ্রদ যে অনেকেই জানেন যে একটুখানি তুলোয় একফোঁটা অ্যাকোনাইট ফেলে পুরানো গর্ত হয়ে যাওয়া দাঁতে লাগালে সঙ্গে সঙ্গে বেদনা চলে যাবে। প্রায়ই ওষুধটি বেদনা বন্ধ করার জন্য সাময়িক ভাবে কাজে লাগে; কিন্তু দাঁতের যন্ত্রণার তীব্রতা যদি শুকনো অথচ ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে, 'প্লেথরিক' রোগীদের ক্ষেত্রে দাঁতের গর্তে তীব্র ধরনের কেটে যাওয়া, তীরের মত ছুটে চলা বেদনা দেখা দেয় তা হলে অ্যাকোনাইট সেই অবস্থাকে সারাতে সক্ষম। কখনও কখনও এই বেদনা সুস্থ দাঁত এমনকি সম্পূর্ণ দাঁতের পাটিতেও দেখা দেয়। যে কোন ভাবে ঠাণ্ডা লেগে দাঁতে তীব্র বেদনা দেখা দিলে এক ডোজ অ্যাকোনাইট ব্যবহারেই রোগী খুব দ্রুত আরাম বোধ করে, বেদনাও চলে যায়।

স্বাদের পরিবর্তন, পাকস্থলীর গোলযোগ, জলছাড়া সবকিছু তেঁতো লাগে এবং সেই জন্য অ্যাকোনাইটের রোগীর জল পানের জন্য তীব্র বাসনা থাকে, মনে হয় যেন সে প্রয়োজন মত যথেষ্ট পান করার মত জল পাচ্ছে না।

'জ্বালাবোধ' লক্ষণটি এই ওষুধে সর্বদাই পাওয়া যাবে, যে কোন ধরনের বেদনার সঙ্গেই জ্বালাবোধ থাকে, মাথায় জ্বালা, স্নায়ুগতিপথে জ্বালা, মেরুদণ্ড বরাবর জ্বালা, জ্বরের সঙ্গে জ্বালা বোধ, রোগীর মনে হয় যেন আক্রান্ত অংশ লঙ্কা বা মরিচ দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে।

গলার প্রদাহে অ্যাকোনাইট খুব ফলপ্রদ। গলায় জ্বালা, শুকনো ভাব, তীক্ষ্ম ও তীব্র বেদনা, টনসিল খুব লাল হয়ে ওঠে, মুখ গহ্বর ও গলার ভিতরে সবটাতেই ঐ রূপ লক্ষণ থাকতে পারে। মুখের ভিতরে তালু ভীষণভাবে ফুলে যেতে পারে, গলায় হঠাৎ দেখা দেওয়া যে কোন ধরনের তীব্র প্রদাহ হতে পারে, তবে কেবলমাত্র এতেই অ্যাকোনাইট বিবেচ্য নয়, অ্যাকোনাইটে ঐ ধরনের প্রদাহ থাকলেও ঐ ধরনের লক্ষণ আরও ৩০-৪০টি ওষুধে আছে এবং কোন চিকিৎসকই মাত্র ঐ সব লক্ষণ দেখেই অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করতে পারেন না। গলায় কি ধরনের উপসর্গ দেখা দিয়েছে সেটা বিবেচনা করতে হবে, তবে কোন চিকিৎসকের কাছেই রোগীর গলার ভিতরে কি পরিবর্তন হয়েছে সেটা দেখা মোটেই প্রধান নয়, প্রধান বিবেচ্য রোগী নিজে। চিকিৎসকের কাছে প্রদাহে আক্রান্ত অংশই প্রধান বিবেচ্য হলে তিনি কিভাবে লিভারের প্রদাহের চিকিৎসা করবেন? তিনি ত রোগীর আক্রান্ত লিভারটা দেখতে পারছেন না; কাজেই যে কোন বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কাছে রোগীর নিজস্ব ধাত বা প্রকৃতিই প্রধান বিবেচ্য হবে, তা হলেই ঐ সব অবস্থা ঘটার কারণও বোঝা যাবে। অ্যাকোনাইটের রোগীকে যদি পূর্বেই ভালভাবে বুঝে বা মনে ছবি এঁকে নেওয়া যায় তবেই ঠিকমত ওষুধটি প্রয়োগ করা যাবে।

গলায় যে কোন ধরনের ক্ষত থাকলেই ঢোক গিলতে কষ্ট হবে। অর্থাৎ রোগীর গলায় ঘা বা ক্ষত থাকাটাই চিকিৎসকের কাছে অ্যাকোনাইটের রোগী নির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি সেই রোগী 'প্লেথরিক' অবস্থায় হয়, যদি সে দিনের বেশ খানিকটা সময় খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানোর পরে রাত্রে তীব্র জ্বালা ও ছিঁড়ে যাবার মত বেদনাসহ গলার ক্ষতের জন্য রাত্রে সে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে, ঢোক গিলতে পারে না, খুব বেশি জ্বর দেখা দেয় এবং ঠাণ্ডা জলের খুব পিপাসা থাকে এবং প্রচুর জল পান করে, যদি সে খুব একটা উদ্বেগের সঙ্গে জ্বরের ঘোরে থাকে তা হলেই সে অ্যাকোনাইট প্রয়োগের উপযুক্ত রোগী।

পাকস্থলীর উপসর্গের সঙ্গে রোগীকে খুবই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন দেখায়। খুব ভীতিকর বেদনা; জ্বালা করা ও ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, আতঙ্ক ও তার সঙ্গে অস্থিরতা, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হওয়া প্রভৃতি থাকে। গরমে উত্তপ্ত হবার পরে ঠাণ্ডা লাগার বদলে বাইরের শীতলতায় ঠাণ্ডা লেগে পাকস্থলী আক্রান্ত হয়; বরফ শীতল জলে স্নানের ফলে, বিশেষত স্বাস্থ্যবান শিশু, যাদের মস্তিষ্ক উগ্র হয়ে আছে তাদের বমি হওয়া, ওক্ ওঠায় মনে হয় যেন ভিতরের সব কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসবে। বমির সঙ্গে টাটকা উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত ওঠে। পাকস্থলীর গোলযোগের সঙ্গে জ্বরে রোগী তেঁতো জিনিস, মদ, বীয়ার, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি খেতে চায় কিন্তু তা পাকস্থলীতে

পেঁছালেই বমি হয়ে যায় , কটু, ঝাল বা উগ্র জিনিস খেতে চায়, কোন কিছুই তার মুখে যথেষ্ট তেঁতো মনে হয় না । তবুও খাদ্যের স্বাদ তার মুখে তেঁতো লাগে, জল ছাড়া সব কিছুই তেঁতো বোধ হয় ।

'গ্যাসট্রিক ক্যাটার' বা পাকস্থলীতে তীক্ষ্ম ও খুব দ্রুত সৃষ্টি হওয়া একধরনের প্রদাহ, ওক ওঠা, পিত্তবমি অথবা রক্তবমি হয়, পাকস্থলী খালি থাকলে বমি করার চেষ্টা দেখা গেলেও কিছুই ওঠে না । এই লক্ষণের সঙ্গে আশঙ্কা ও উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং মৃত্যুভয় থাকে ।

লিভারের প্রদাহে অ্যাকোনাইট একটি কার্যকরী ওষুধ, বার বার দেখা দেওয়া আক্রমণে নয়, হঠাৎ ঘটা প্রথম আক্রমণে এটি ফলপ্রদ হবে । লিভারের ভয়ানক প্রদাহের সঙ্গে তীব্র ধরনের ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা ও জ্বালাও পরে দেখা দেয় অস্থিরতা, আতঙ্কজনিত কষ্ট, অনবরত বিলাপ করা, মৃত্যুভয়, মুখমণ্ডলের লালবর্ণ, চোখে চক্-চকে ভাব এবং তীব্র পিপাসা !

পেটের গোলযোগে তীরের বা বন্দুকের গুলি ছুটে যাবার মত ঝিলিক দেওয়া ব্যথা, জ্বালা, হুল ফোটানোর মত ব্যথা, বিশেষত শীতল আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে উপসর্গের সৃষ্টি হলে দেখা দেয় । উপসর্গটা কোথায় দেখা দিচ্ছে বা ঘটছে বা তার বদলে সে প্রকৃতই অ্যাকোনাইটের রোগী কিনা সেটাই আমাদের দেখা উচিত । পেটের কোন যন্ত্র বা অর্গ্যানেই আমরা প্রদাহ পেতে পারি, সেটা 'ক্যাটারাল' বা শ্লেষ্মাজনিত ভয়াবহ প্রদাহ হতে পারে । এটা অন্ত্রের নিচের দিকের অংশ অথবা রেক্টাম বা পায়ুতে দেখা যেতে পারে এবং তখন ডিসেণ্ট্রি বা আমাশয়ের লক্ষণ পাওয়া যাবে । আমাশয়ের ক্ষেত্রে কমোড বা পায়খানার প্যানে টাটকা রক্ত এবং অল্পকিছু আম বা মিউকাস দেখতে পাব । রোগীর পক্ষে পায়খানা ছেড়ে চলে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, অল্প রক্তবমি অথবা রক্ত মেশানো আম মলের সঙ্গে বেরোয় । রোগী প্রায় সব ক্ষেত্রেই বলে যে সে আজ রাত্রে অথবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে । হাব-ভাবে মনে হয় যেন সে মৃত্যুর একটা অনুভূতি সে বুঝতে পারছে । তার সারা দেহে ও মনে একটা ক্লেশের ছাপ থাকে কিন্তু কোঁথানি, পেটে ক্যাম্প বা সংকোচনজনিত ব্যথা এবং মলত্যাগের ইচ্ছা খুবই হয় । জলের মত পাতলা মল থাকলে হেরিঙ সাহেব খুব গুরুত্ব দিলেও সেটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না কিন্তু টাটকা রক্ত ও আমে ভীষণ কোঁথানির সঙ্গে নির্গত হলে অথবা শিশুদের গ্রীষ্মকালীন পেটের গোলযোগে অল্প পরিমাণে সবুজ রঙের আম, হঠাৎ জ্বরের সঙ্গে টাটকা রক্ত বা ঘাসের মত সবুজ মল যদি বেরোতে দেখা যায় এবং ঐ সব শিশু যদি উজ্জ্বল গোলাপী আভাযুক্ত গঠনের হয় তা হলে ঐ সব উপসর্গে অ্যাকোনাইট প্রযোজ্য হবে । শিশুদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্ত্রে গোলযোগ অতিরিক্ত গরমে দেখা দেয় । উত্তাপে শিশুর লিভারে প্রদাহ হবার ফলে মলে দুধের মত সাদা ও পুটিং এর মত আঠালো হয়, শিশুটি হলদেটে হয়ে যায় এবং পেটের বেদনায় চিৎকার করে কাঁদে ।

মূত্রনলী ও কিডনীর গোলযোগেও অ্যাকোনাইট কার্যকরী যদি প্রদাহ ও রক্ত

মেশানো প্রস্রাব থাকে। প্রস্রাব খুব কম বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে ; মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমে থাকলেও নির্গত হয় না অথবা তৈরিই হয় না। কোনও শক্ থেকে প্রস্রাব আটকে যেতে পারে। সদ্যোজাত শিশুদের শক্ থেকে প্রস্রাব আটকে গেলে অ্যাকোনাইট খুবই ফলপ্রদ হয়। মূত্রথলীতে প্রদাহের সঙ্গে কেটে যাওয়া বা ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, জ্বালা করা বেদনা ; প্রস্রাব গরম, কালচে লাল বর্ণের হয়, লাল অথচ পরিষ্কার অথবা রক্ত মেশানো থাকে। শিশুদের ঠান্ডা লেগে হঠাৎ প্রস্রাব আটকে যাওয়া এবং তার সঙ্গে কান্না ও অস্থিরতা দেখা যায়। বয়স্ক লোক অথবা শিশু যেই হোক না কেন তার মূত্রথলির প্রদাহের সঙ্গে অ্যাকোনাইটের প্রকৃত মানসিক লক্ষণ থাকা দরকার।

হঠাৎ দেখা দেওয়া তীব্র ধরনের অর্কাইটিস বা অন্ডকোষের প্রদাহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইটে নিরাময় হয়। প্লেথরিক অবস্থার লোকেদের ঠান্ডায় অথবা যে কোন ভাবে খুব বেশি ঠান্ডা লেগে অন্ডকোষের প্রদাহে অ্যাকোনাইট নির্দিষ্ট ওষুধ। কিন্তু গনোরিয়ার স্রাব বন্ধ হয়ে সাধারণত অর্কাইটিস হলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে না।

মহিলারা তাদের অনুভূতিপ্রবণতার জন্য স্বাভাবিকভাবেই অ্যাকোনাইট প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সাধারণত স্নায়বিক কারণে শক হলে, ভয় থেকে উপসর্গ সৃষ্টি হ'লে এই ওষুধটি প্রয়োজন হয়। সাধারণত যে সব কারণে পুরুষরা রোগাক্রান্ত হয়, সেসব ছাড়াও কতকগুলি অন্যকারণে মেয়েরা অসুস্থ হয়ে থাকে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ভয় থেকে প্রদাহ সৃষ্টি হতে কমই দেখা যায় কিন্তু স্বাস্থ্যবতী, 'প্লেথরিক' ও উত্তেজনাপ্রবণ মেয়েদের ভয় থেকে জরায়ু, ওভারি বা ডিম্বকোষের প্রদাহ প্রায়ই দেখা যায়। ভয় থেকে গর্ভপাত বা 'অ্যাবরসন' প্রায়ই ঘটে ; ঐসব ক্ষেত্রে অনেক আগে থেকে অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করলে গর্ভপাত হওয়া বন্ধ করা যাবে। ভয় বা আকস্মিক কোনও ভাবাবেগ রোগাক্রমণের সঙ্গে অ্যাকোনাইটের সুচ ফোটানো, জ্বালা করা ও ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা থাকতে দেখতে পারি। কোন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা যদি বলেন, "ডাক্তারবাবু, গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, গর্ভাবস্থাতেই আমি মারা যাব" এই ক্ষেত্রে এটিই এই ওষুধটি প্রয়োগের প্রধানতম লক্ষণ। ঐরূপ ভয়ের চিত্রটি খুবই অদ্ভুত এবং এটা থেকেই মহিলাটির প্রকৃত স্বভাব ও প্রকৃতি প্রকাশ পাবে, রোগিণী তার মৃত্যুর দিনটি ঘোষণা করে। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায়ই অ্যাকোনাইট প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, কারণ প্রায়ই ভয় পেয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

প্লেথরিক ধরনের মহিলাদের যৌনাঙ্গের প্রদাহ প্রায়ই ঘটে। পুরুষ অপেক্ষা মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট বেশি কাজে লাগে। ঐ সব মহিলারা স্বাস্থ্যবতী, উত্তেজনাপ্রবণ ও খুব অনুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকে। শুকনো কিন্তু ঠান্ডা বায়ুতে ঠান্ডা লেগে পুরুষদের কোনও প্রদাহ হ'লে ওষুধটি কাজ দেবে এবং ঐ সদ্য

ও প্রথম ঘটা প্রদাহে তীব্র জ্বরকে যে কত দ্রুত অ্যাকোনাইট প্রয়োগে ঘর্মাবস্থায় নিয়ে এসে রোগীকে আরাম দেওয়া যায় সেটা সত্যিই বিস্ময়কর।

খুব কষ্টকর ও প্রলম্বিত প্রসবের পরে তীব্রধরনের 'ভ্যাদাল ব্যথা' বা 'আফটার পেইন' এ জ্বরের সঙ্গে খুব তীক্ষ্ন ধরনের, দ্রুতগতিতে ঝিলিক দেওয়ার, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হয়। জরায়ু থেকে উজ্জ্বল লাল রঙের রক্তস্রাব ও তার সঙ্গে মৃত্যুভয় দেখা দেয়। সন্তান প্রসবের পরবর্তী অবস্থায় ঠাণ্ডা লেগে উপসর্গ দেখা দিলে অ্যাকোনাইট খুব ভাল ফল দেয় তবে এর সঙ্গে সন্তানপ্রসবের পরবর্তী অবস্থার জ্বর বা 'পিওপেরাল ফিভার'কে এক করে দেখে ভুল করলে চলবে না। প্রথমাবস্থায় সম্ভবত মহিলার স্তন আক্রান্ত হয়ে দুধ নির্গমন বন্ধ হয়ে গিয়ে জ্বর হয়েছে কিন্তু যে ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবের পরে জরায়ু থেকে স্রাব বা 'লোচিয়া' বন্ধ হয়ে উপসর্গ দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট প্রযোজ্য নয়।

সদ্যোজাত শিশুদের জন্মের সময় ফরসেপ ব্যবহারের জন্য অথবা খুব কষ্টকর প্রসবের ফলে শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার গোলযোগ এবং জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্বর এসে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট খুবই উপযুক্ত। প্রস্রাব আটকে যাওয়া লক্ষণটি অ্যাকোনাইটে এত বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে তখন অন্য কোন ওষুধের কথা চিন্তা করবারই প্রয়োজন হয় না। তবে সন্তান প্রসবের পরে মায়েদের প্রস্রাব আটকে গেলে প্রধানত **'কস্টিকাম'** ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

ক্রুপ বা ঘুংড়ি কাশির জন্য অ্যাকোনাইট খুব ভাল ওষুধ যদিও অনেকক্ষেত্রেই তা ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু প্লেথরিক শিশুদের হঠাৎ ঘুংড়ি কাশি যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে সেই রাত্রেই দেখা দেয় তা হলে এই ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হবে। সম্ভবত দিনের বেলা ঠাণ্ডা লেগে রাত্রের প্রথম ভাগে এত দ্রুত উপসর্গ দেখা দেওয়া অন্য কোন ওষুধেই দেখা যাবে না। আজ ঠাণ্ডা লেগে আগামীকাল সকাল বা সন্ধ্যায় ক্রুপ কাশি দেখা দিলে প্রধানত **'হিপারের'** কথা ভাবতে হবে। এই ওষুধটিতে শিশু ভগ্ন স্বাস্থ্যের হয় এবং বার বার ক্রুপ ধরনের কাশিতে ভোগে। **'স্পঞ্জিয়া'**-তেও অনুরূপ লক্ষণ থাকে তবে যে সব ক্ষেত্রে রুগ্ণ শিশুর সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লেগে যায় তাদের তুলনায় **স্পঞ্জিয়ার** শিশু কিছুটা অন্য ধরনের হয়ে থাকে। অ্যাকোনাইট এবং **স্পঞ্জিয়ার** ক্রুপ কাশি আলাদা করে বোঝা একটু কষ্টকর, কারণ কাশির সঙ্গে আতঙ্কজনিত হাবভাব দুটি ওষুধেই দেখা যায়। অ্যাকোনাইটের ক্রুপ কাশি খুব তীব্র ধরনের হয়, একই সঙ্গে ল্যারিংক্স-এ প্রদাহ, সংকোচন বা স্প্যাজম্ খুব দ্রুত দেখা দেয়। **'স্পঞ্জিয়াতে'** প্রদাহ অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং ল্যারিংক্সের প্রদাহ ও সংকোচন ধীরে ধীরে দেখা দেয়। **স্পঞ্জিয়াতে** শিশুটি রাত ১১টা নাগাদ শ্বাসকষ্ট ও দম্ আটকা অবস্থায় ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়লেও অ্যাকোনাইটের মত ততটা তীব্র ধরনের জ্বরজনিত উত্তেজনা অথবা শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ থাকে না। অ্যাকোনাইটের কাশি শুকনো ধরনের হলেও সামান্য একটু তরল শ্লেষ্মা উঠতে পারে। **স্পঞ্জিয়াতে** কিন্তু ঐ কাশি একেবারেই শুকনো; মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ থাকলেও তা শুকনোই

থাকে। অ্যাকোনাইটের ক্রুপ কাশিতে ল্যারিংক্স খুব স্পর্শকাতর হয়, শুকনো কিন্তু শীতল আবহাওয়ায় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে ক্রুপ কাশি হয়ে রাত্রির প্রথম ভাগেই শিশুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়।

শ্বাসক্রিয়ার গোলযোগ, হাঁপানির মত ফুসফুসের 'ব্রঙ্কিয়োল'-এ সংকোচন প্রভৃতি 'অ্যাকোনাইট' সৃষ্টি করতে পারে। ক্যাপিলারী ব্রঙকাইটিস, প্লেথরিক ব্যক্তিদের হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে অথবা শক্ থেকে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে অ্যাকোনাইট প্রযোজ্য। স্নায়বিক ভাবে দুর্বল বা নার্ভাস, সহজেই উত্তেজিত হয়ে নানা ধরনের উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এমন প্লেথরিক ধরনের মহিলাদের শ্বাসকষ্টে অ্যাকোনাইট প্রকৃষ্ট ওষুধ। খুব কষ্টকর ও দ্রুত শ্বাস এবং তার সঙ্গে উদ্বেগ বা ভীতির লক্ষণ থাকে, হাঁপানির শ্বাসকষ্টের মত অবস্থার সঙ্গে ব্রঙকাস বা ব্রঙ্কিয়োল-এর মিউকাস মেমব্রেনে শুষ্কতা দেখা যায়। রোগীর শ্বাসকষ্ট এত তীব্র হয় যে হঠাৎ সে বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসতে বাধ্য হয়; হৃৎপিণ্ডে তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে দ্রুত গতির পাল্‌স্ (ফ্লাটারিং), দুর্বল ও ঢব্ ঢব্ করা অবস্থা হয়, রোগী গলা চেপে ধরে বিছানায় উঠে বসে, গায়ের ঢাকা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়; মধ্যরাত্রির পূর্বে এই ধরনের শ্বাসকষ্ট হঠাৎ আরম্ভ হয়, ত্বক খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তীব্র পিপাসা, তীব্র ভয় সব কিছু একসঙ্গে দেখা দেয়।

শ্বাসকষ্টে রোগী শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ বোধ করে, হার্টে হঠাৎ খুব ব্যথা হয়, তীব্রধরনের দম্ আটকা ভাব থাকে, ভয় ও আতঙ্ক থেকে তার দেহ প্রচুর ঘামে হয়ে ভিজে যায়। কিন্তু তবুও তার ত্বক গরমই থাকে; ভয় ও আতঙ্ক থেকেই তার জ্বর ও ঘাম হয়ে থাকে এবং তার পাল্‌স্ বা নাড়ী সুতোর মত ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

শ্বাসত্যাগের সময় রোগী অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করে। ল্যারিংক্স-এ সংকোচন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শ্বাসগ্রহণের সময় দেখা দেয় সেইজন্য সে শ্বাসগ্রহণের সময় বেশি কষ্ট বোধ করে; একনাগাড়ে শুকনো খুক্‌খুক্ করা কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং নিউমোনিয়ার মত বিভিন্ন গোলযোগ দেখা যায়। অ্যাকোনাইট খুব দ্রুত প্লুরা, ফুসফুস, শ্বাসযন্ত্রের ছোট ছোট বায়ু পথ প্রভৃতিতে প্রদাহ সৃষ্টি করে। নিউমোনিয়ায় এইরূপ আকস্মিক ভাবেই প্রদাহ হয়ে এত মারাত্মক হয়ে পড়ে যে 'মিউকাস মেমব্রেন' থেকে রক্ত চোঁয়াতে থাকে, চেরী ফলের মত লালবর্ণ ধারণ করে অথবা শ্লেষ্মা সাদাটে বা টক্‌টকে নানা বর্ণের হয়। অস্থিরতা ও আতঙ্কের তীব্রতার সঙ্গে রোগী যখন তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ঘোষণা করে তা থেকেই অ্যাকোনাইটের রোগী চেনা যাবে। নিউমোনিয়াতে অ্যাকোনাইট-এ সাধারণত বাম ফুসফুসের উপরের অর্ধাংশে আক্রমণ ঘটে। প্রদাহের তীব্রতায় গলা, ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়া, ব্রঙ্কাস প্রায় সব জায়গা থেকে রক্ত চোঁয়াতে থাকে এবং মুখ ভরে রক্ত উঠতে পারে, প্রদাহের সঙ্গে বুকে খুব ব্যথা থাকে; ঝিলিক দেওয়া, ছিঁড়ে যাবার ও জ্বালা করা ব্যথায় চিৎভাবে কিছুটা উঁচু হয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়, চিৎ হয়ে ছাড়া কোনদিকে পাশ ফিরে শুতে পারে না, কারণ তাতে তার কষ্ট বেশি হয়। কাশির সঙ্গে যে রক্ত ওঠে সেটা যক্ষ্মার মত নয়, এই রক্ত

আপনা থেকেই সামান্য কাশির সঙ্গে উঠে আসে। অনেকে ভুল করে রুগ্ণ ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের ব্যক্তিদের 'হিমপটেসিস' বা কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠায় অ্যাকোনাইটের কথা ভাবতে পারেন কিন্তু ঐ অবস্থার জন্য অনেক ভাল ভাল ওষুধ আছে। অ্যাকোনাইটে শুকনো কাশি, বুকের ভিতরে সর্বত্র একটা শুকনো অনুভূতির সঙ্গে রোগী প্রচুর পরিমাণ ঠাণ্ডা জল পান করে এবং একটু পরেই তীব্র একটা দমকা কাশির সঙ্গে অল্প একটু রক্ত ওঠে সঙ্গে খুব অল্প একটু শ্লেষ্মা থাকতে পারে।

নিউমোনিয়াতে সাধারণত যে শ্লেষ্মা ওঠে তা অনেকটা লোহার মরচের মত, যেন শ্লেষ্মার সঙ্গে মরচে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐরূপ শ্লেষ্মা **'ব্রায়োনিয়া,' 'রাসটক্স'** এবং আরও কয়েকটি ওষুধে দেওয়া যায়, কিন্তু অ্যাকোনাইটে শ্লেষ্মার সঙ্গে যে রক্ত ওঠে সেটা চেরীফলের মত অথবা উজ্জ্বল, টাটকা রক্তের মত রঙের হয় এবং অনেকক্ষেত্রে টাট্‌কা রক্ত প্রচুর পরিমাণে নির্গত হতে দেখা যাবে।

অ্যাকোনাইটের সব প্রদাহ স্থানে যেন গরম জল ঢালা হচ্ছে এরূপ অনুভূতি হয়, যেন উষ্ণ রক্ত ঐ অংশে এসে জমা হচ্ছে অথবা গরম একটা ঝাপ্‌টা ঐ অংশে লাগছে বলে মনে হয়। স্নায়ুর গতিপথ বরাবর গরম অথবা শীতল অনুভূতি হতে পারে।

জ্বরের তীব্রতার সময় নাড়ী পূর্ণ, ধনবান ও যেন লাফাচ্ছে, এরূপ বোধ হয়। আক্রমণের প্রথমাবস্থায় যখন খুব উদ্বেগ ও স্নায়ুর চাপ বেশি থাকে তখন নাড়ী খুব দুর্বল থাকে কিন্তু হার্টের ক্রিয়া পরিপূর্ণ ভাবে স্থাপিত হলে নাড়ী বা পাল্‌স্‌ সবল হয়ে পড়ে।

মেরুদণ্ড বরাবর ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, ঘাড়ে শক্তভাব ও বেদনায় মনে হয় যেন মেরুদণ্ড বেয়ে কোন পোকা হেঁটে যাচ্ছে। পোকা হেঁটে যাবার মত অনুভূতিটা ঠাণ্ডা লেগে অথবা হঠাৎ বেশি ঠাণ্ডায় দেহ শীতল হয়ে যাবার ফলে দেখা দেয়। ঐ ধরনের হঠাৎ দেখা দেওয়া উপসর্গের সঙ্গে হাতে কাঁপুনি, হঠাৎ ঘটা প্রদাহের সঙ্গে হাতের আঙুলে কিছু চলে বেড়াচ্ছে এরূপ বোধ ও বেদনা, হাত ও পা বরফের মত ঠাণ্ডা থাকা কিন্তু হাতের তালু গরম প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। কখনও কখনও হাত গরম কিন্তু পা ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। অস্থি-সন্ধিতে বাতজনিত অবস্থার প্রথম আক্রমণ, হঠাৎ খুব বেশি ঠাণ্ডা লেগে তীব্র ধরনের বেদনা, জ্বর ও আতঙ্কজনিত অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে অ্যাকোনাইট প্রয়োগ করতে হবে।

কাঁপুনি, সুড়সুড় করা, মাংসপেশীতে আক্ষেপ বা কনভালসন, স্নায়ুর প্রদাহ বা নিউরাইটিস যদি প্লেথরিক লোকেদের হয় তা হলে অ্যাকোনাইট খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। স্নায়ুর গতিপথে অসাড়তা, ও সুড় সুড় করা অনুভূতি বিশেষভাবে অগভীর অংশে দেখা দেয়, স্নায়ুর ভিতরে প্রদাহ, স্নায়বিক উত্তেজনা ও অত্যধিক অস্থিরতা থাকে।

'অ্যাকোনাইটের' সঙ্গে **'সালফার'**-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। সালফারে অ্যাকোনাইটের মত অনেক লক্ষণই দেখা যায়। ধনবান ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের পুরাতন

পীড়ায় যেখানে সালফার প্রয়োজন, তাদের হঠাৎ দেখা দেওয়া তরুণ পীড়ায় অ্যাকোনাইট প্রযোজ্য। যে সব আকস্মিক ভাবে দেখা দেওয়া পীড়ার প্রথম আক্রমণে অ্যাকোনাইট প্রয়োজন, বার বার অনুরূপ আক্রমণ ঘটতে থাকলে সেখানে **'সালফার'** প্রয়োজন হতে পারে।

অ্যাকোনাইটের পরে **'আর্ণিকা'** ও **'বেলেডোনা'** অনেকক্ষেত্রে ভাল ফল দেয়। যে সব ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট প্রয়োগের পরও কিছু কিছু উপসর্গ থেকে যায় তাদের দূর করতে অবস্থা ভেদে **আর্নিকা, বেলেডোনা, ইপিকাক, ব্রায়োনিয়া** অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে **সালফার** প্রয়োগের প্রয়োজন হবে।

অ্যাকোনাইটের অনেকগুলি ডোজ অথবা বেশি শক্তিশালী ডোজ প্রয়োগের ফলে রোগীর আক্রমণের তীব্রতার উপশম যদি খুব ধীরে হতে থাকে অথবা রোগী যদি নিজেই ভুলভাবে অ্যাকোনাইট গ্রহণ করে থাকে তা হলে **'কফিয়া'** অথবা **"নাক্সভমিকা"** প্রয়োগে সেই কুফল দূর করা যায়।

অ্যাকটিয়া রেসিমোসা (ব্ল্যাক স্নেক রুট)
(Actaea Racemosa)

এই ওষুধটি খুব ভালভাবে পরীক্ষিত না হলেও এর কতকগুলি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় দিক রয়েছে। ওষুধটি পরীক্ষার সময় মানুষের দেহের, বিশেষ করে মেয়েদের দেহের ও মনের কিছু অবস্থা যেমন হিস্টিরিয়া, বাতজনিত অবস্থা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া গেছে। এই ওষুধের রোগী সর্বদাই খুব শীতকাতুরে; খুব অল্পেতেই তার ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় সে খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়ে ফলে দেহের সব অস্থি-সন্ধি ও মাংসপেশী ছাড়া স্নায়ুর গতিপথেও বাতজনিত অবস্থা দেখা দেয়। সাধারণ স্নায়বিক গোলযোগের সঙ্গে ঐচ্ছিক ক্ষমতার ভারসাম্য কমে যায় অথবা ঐচ্ছিক ক্ষমতায় খুব বেশি গোলযোগ ঘটে যেটা হিস্টিরিয়ার প্রধান লক্ষণ, এই সব লক্ষণের সঙ্গে বাতরোগ বা বা রিউম্যাটিজম্ দেখা দেয়। বাতের বেদনায় ক্ষতের মত অনুভূতি, কাঁপুনি, অসাড়তা ও মাংসপেশীতে ঝাঁকানি বোধের সঙ্গে মাংসপেশীতে শক্তভাব বা টান ভাব দেখা দেয়।

ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতার জন্য মহিলাদের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড ও লিভার, জরায়ু প্রভৃতি বড় বড় যন্ত্রাদি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ঐ সব উপসর্গ দেখা দেয় (**ডালকামারা**)। মাথা ছাড়া দেহের অন্য অংশ ঠাণ্ডায় বেশি স্পর্শকাতর হয়, এবং উপসর্গগুলিও সাধারণভাবে ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পায়। মাথাধরা অবশ্য ঠাণ্ডা বা খোলা হাওয়ায় কম থাকে কিন্তু এই লক্ষণটি অন্যান্য উপসর্গের তুলনায় ব্যতিক্রম, কারণ সেগুলি ঠাণ্ডায় বেড়ে যায়।

মানসিক উপসর্গ অন্যান্য শারীরিক উপসর্গের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়। মানসিক দিক থেকে খুব বেশি বিষণ্ণতা বা শোকাচ্ছন্নতায় সে কাতর হয়ে পড়ে।

রোগী 'সোরিনাম' ও 'পালসেটিলা'-র মত চুপচাপ বসে দুঃখে কাতর হয়ে চোখের জল মোছে। এই অবস্থা একটু পরেই চলে যেতে পারে অথবা নড়াচড়া করলে, ভয় পেলে, উত্তেজিত হলে অথবা ঠাণ্ডা লেগে বেড়ে যেতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাংসপেশীতে একটা ক্ষতের মত টন্ টন্ করা, থেঁতলে যাবার মত অনুভূতির সঙ্গে টেনে ধরা এবং ঝাঁকানি লাগার মত বোধ হয়। এই অবস্থা হঠাৎ দেখা দিয়ে নার্ভাস ও হিস্টিরিয়া ধরনের মেয়েদের বিষণ্ণ করে তোলে এবং সে কোন কথাবার্তা না বলে চুপচাপ মনমরা হয়ে বসে থাকে ; প্রশ্ন করলে সে কেঁদে ফেলে বা বিভিন্ন ভাবে তার দুঃখ প্রকাশ করে। মাথাধরার সঙ্গে খুব বেশি বিষণ্ণতা থাকে, মানসিক লক্ষণে পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়। তার শারীরিক ও মানসিক লক্ষণগুলি পরিবর্তনশীল হয়, অন্যান্য উপসর্গও একটা কমে গেলে অপরটা পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়। এই ধরনের হিস্টিরিয়া ও বাতে আক্রান্ত রোগীর হাত-পা কাঁপাকে 'কোরিয়া'-র মত বোধ হয়, বাতজনিত অবস্থা হয়ত একদিনের মধ্যে 'কোরিয়ায়' (স্নায়বিক কারণে হাত-পা কাঁপা) পরিবর্তিত হয় এবং সেই অবস্থায় দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশীতে টন্‌টন্ করা বেদনা, ঝাঁকুনি লাগা, ক্ষতের মত বেদনা ও অসাড়বোধ প্রায়ই একত্রে দেখা দেয়।

'কোরিয়া'-র বিশেষ কতকগুলি লক্ষণীয় দিক আছে। বিশেষ কোনও আবেগ বা ঠাণ্ডা লাগার ফলে মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি দেখা দেয়। দেহের কোন একটা অংশে চাপ পড়লে সেই অংশে ঝাঁকুনি বা কাঁপুনি দেখা দেবে। এই ধরনের নার্ভাস হিস্টিরিয়া ও বাতে আক্রান্ত রোগীদের সব সময় 'কোরিয়া' থাকে না, কিন্তু রাত্রে শোবার সময় দেহের যেদিকটা চাপা থাকে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি বা ঝাঁকানি শুরু হয় ফলে রোগী ঘুমোতে পারে না। চিৎ হয়ে শুলে তার পিঠে ও কাঁধের মাংসপেশীতে ঝাঁকানি শুরু হয়, সে যে কোন একপাশ ফিরে শুলে একটু পরেই চাপা থাকা অংশের মাংসপেশীতে কাঁপুনি বা ঝাঁকানি আরম্ভ হয়। এই সময় সে খুব অস্থির, নার্ভাস ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তার মনে নানা ধরনের কল্পনা দেখা দেয় এবং দেহে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা বোধ করে, কারণ, কোনভাবে শুয়ে থেকেই সে বিশ্রাম করতে পারে না বা আরাম পায় না। অনেক ক্ষেত্রেই তার দেহের মাংসপেশীতে এত বেদনা ও টাটানি বোধ হয় যে সে শুয়ে থাকতে পারে না, কখনও অসাড়তা, আবার কখনও ঝাঁকানি বা কাঁপুনি দেখা দেয়।

রোগীর মধ্যে খুব বেশি ভয়, মানসিক ক্লেশ ও অস্থিরতা দেখা দেয় ; মৃত্যুভয়, উত্তেজনা ও সন্দেহপ্রবণতা থাকে। ওষুধের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু আছে মনে করে সে ওষুধ খেতে চায় না। নার্ভাস ও হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাদের উন্মত্ততা বা 'ম্যানিয়া', সন্তানপ্রসবের পরে সৃষ্টি হওয়া 'পিওরপেরাল ম্যানিয়া' এই ওষুধটি সারাতে সক্ষম। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগার ফলে 'পিওরপেরাল ম্যানিয়া' হ'লে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। বাতজনিত অবস্থা চলে যাবার পরে মানসিক বিভিন্ন ধরনের লক্ষণের প্রকাশ এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; বাত সেরে যাবার পরে

রোগিণীর মানসিক উপসর্গ বেড়ে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাত খুব তাড়াতাড়ি সেরে গিয়ে মানসিক কোন উপসর্গ দেখা না দিয়ে 'ডায়রিয়া' দেখা দিতে পারে; অন্ত্রে খুব টাটানি ও কামড়ানো ব্যথা থাকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জরায়ু থেকে স্রাব আরম্ভ হয়ে রোগীকে আরাম দেয়। কোনভাবে সে আরাম বোধ না করলে অ্যাব্রোটেনামের মত তার নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেবে। কোন না কোন স্রাব, ডায়রিয়া বা মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হলে সে আরাম বোধ করে, তা না হলে তার নানা ধরনের মানসিক উপসর্গ দেখা দেবে, সে বিষণ্ণ হয়ে পড়বে অথবা মানসিক উত্তেজনা দেখা দেবে। বিষণ্ণতায় রোগীর মনে হয় যেন একটা কালো মেঘ তাকে ঢেকে রেখেছে বা ঘিরে রয়েছে এবং সেটা যেন তার মাথার উপরে ভার বা বোঝার সৃষ্টি করছে।

এই ওষুধের মাথাধরা লক্ষণটি বাতজনিত। মাথার সবটাতে ক্ষতের মতে টাটানি ব্যথা, মাথার পিছন দিকে অক্ষিপুটে টাটানি ব্যথা; মাথার চাঁদিতে টাটানি ব্যথায় মনে হয় যেন মাথার তালু উড়ে যাবে, মস্তিষ্কের উপর দিয়ে যেন ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই মাথাধরা ঠাণ্ডা হাওয়ায় কম বোধ হয়। ঠাণ্ডা লেগে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, শীতল আর্দ্র আবহাওয়ায় মাথাধরায় বোধ হয় যেন মাথার পিছন দিকে ঘাড় পর্যন্ত বল্টু বা মোটা পেরেকে বিঁধে যাচ্ছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েদের ঘাড়ের পিছন দিকে খুব ব্যথা বোধ হতে দেখা যায়। মাথাধরার সঙ্গে চক্ষুগোলকে টাটানি ব্যথায় চোখ যে কোন দিকে ঘোরাতে কষ্ট হয়।

পেটে ক্ষতের মত টাটানি ব্যথা দেখা দিতে পারে। ডায়রিয়া বা পাতলা মলের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। ডায়রিয়ার সঙ্গে অন্য যে কোন শারীরিক উপসর্গ একটি কমে গিয়ে অপরটি পর্যায়ক্রমে দেখা যায়।

মহিলাদের যৌনাঙ্গের বিভিন্ন উপসর্গে 'অ্যাকটিয়া' ভাল ফল দেয়। ওষুধটি সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রচলিত একটি কথা শোনা যায় যে এটি 'প্রসব'কে সহজতর করে এবং সেইজন্য অনেকে রুটিন হিসাবে ওষুধটির মাদারটিংচার অথবা ২য় বা ৩য় ডাইলিউশন ব্যবহার করেন, কিন্তু কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেই এরূপভাবে ওষুধ প্রয়োগ করা অনুচিত। একথা ঠিক যে ওষুধটিতে প্রসবকালীন অবস্থার প্রায় সব লক্ষণ আছে, তবুও অবস্থানুযায়ী ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলি পাওয়া গেলে তবেই এটি ব্যবহার করা উচিত।

জরায়ু অঞ্চলে এ পাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত একটা কিছু বিঁধে যাবার মত ব্যথা, যেন কিছু বেরিয়ে আসছে, কিছু যেন জরায়ুকে নিচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এরূপ বোধ হয়। ঐরূপ লক্ষণে ওষুধটি জরায়ুর 'প্রল্যাপ্স্' এ খুবই উপযোগী। যদি ওষুধটি রোগীর অবস্থার সঙ্গে যদি সাধারণ ভাবে মিলে যায় তা হলে এই ঠেলে নিচের দিকে বেরিয়ে আসার মত বোধটা চলে যাবে, রোগী আরাম বোধ করবে, ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে তার জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ সেরে গিয়ে সে

আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। তবে প্রল্যাপ্স্ হ'লেই ওষুধটি প্রয়োগ করা চলে না, রোগীর পক্ষে এই ওষুধটি প্রযোজ্য কিনা সেটা বিচার করে প্রয়োজন মত প্রয়োগ করতে হবে, তবেই সুফল পাওয়া যাবে।

হিস্টিরিয়া বা বাতে আক্রান্ত মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাবে নানারূপ গোলযোগ, যেমন, অনিয়মিত, প্রচুর পরিমাণে, কম পরিমাণে অথবা ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধও থাকতে পারে। ঋতুস্রাবের সঙ্গে সর্বদাই তীব্র বেদনা থাকে, 'স্রাব যত বেশি হয় ব্যথাও তত বেশি' এই লক্ষণটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ, সাধারণত দেখা যায় যে ঋতুস্রাব আরম্ভ হলে ব্যথা কমে যায়, কিন্তু এই ওষুধটিতে ঋতুস্রাবের সময় প্রধান মানসিক লক্ষণ, তীব্র ধরনের বাতজ লক্ষণ, হাত-পায়ে খুব বেশি সংকোচন এবং স্নায়ুসংক্রান্ত গোলযোগ, মৃগীরোগজনিত মাংসপেশীতে আক্ষেপ প্রভৃতি বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগী খুব শীতকাতুরে এবং সর্বদা দেহ ভালভাবে ঢেকে বা চাপা দিয়ে রাখতে চায়। রিউম্যাটিজ্ম্ বা বাতরোগ এবং কষ্টকর ঋতুস্রাব বা 'ডিসমেনোরিয়া' থাকতে পারে। জরায়ু এবং ডিম্বকোষ বা ওভারীতে টাটানি ব্যথা, সব জায়গাতেই অসাড়তা, মোচড়ানো বা থেঁতলানোর মত ব্যথাবোধ ও বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব এই ওষুধটির বৈশিষ্ট্য, সেইজন্য কেউ কেউ সঠিক ভাবেই এই অবস্থাকে 'রিউম্যাটিক ডিসমেনোরিয়া' বা 'বাতজ কষ্টকর ঋতুস্রাব' আখ্যা দিয়েছেন।

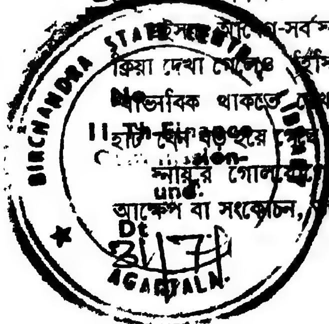
অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নার্ভাস, চঞ্চল ও বাতজ ধাতুবিশিষ্ট মহিলাদের দেহের মাংসপেশীতে ঝাঁকানি, কাঁপুনি এবং অন্যান্য উপসর্গগুলি একের পর এক পর্যায়ক্রমে এতই লক্ষণীয় ভাবে দেখা দেয় যে মনে হয় উপসর্গগুলি পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়াই ঐ রোগীর বৈশিষ্ট্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ওষুধের রোগীদের মধ্যে দেখা যায় যে অন্যান্য সব উপসর্গ চলে যাবার পরে গা-বমিভাব বা 'নসিয়া' শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রোগী হিস্টিরিয়া ধাতুগ্রস্ত ছিল এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তার সবসময় গা-বমি ভাব দেখা দিচ্ছে। এই রোগীর ক্ষেত্রে 'পালসেটিলা'-র মতই সর্বদা পরিবর্তনশীল লক্ষণ, যেমন, কিছু কিছু লক্ষণ যখন খুব বেশি তীব্র থাকে তখন অন্যান্য কিছু উপসর্গ বা লক্ষণ সাময়িক ভাবে কম থাকতে দেখা যাবে। কোন মহিলা হয়ত আজ বিশেষ এক ধরনের লক্ষণ নিয়ে এসেছে কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে সে হয়ত অন্য কতকগুলি লক্ষণ বা উপসর্গ নিয়ে উপস্থিত হবে। এইসব ক্ষেত্রে বার বার রোগীর প্রাপ্ত সব লক্ষণগুলিকে একত্রে বিচার-বিবেচনা করে তবেই ওষুধ নির্বাচন করতে হবে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা করা বেশ কষ্টকর, কারণ, প্রায়ই তাদের লক্ষণসমূহ পরিবর্তিত হয় তা ছাড়া ঐ ধরনের রোগীরা অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসককে ভুল পথে চালিত করে।

প্রসব বেদনার প্রথমাবস্থায় শীতভাব ও কাঁপুনি দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে হিস্টিরিয়ার লক্ষণও থাকতে পারে; ব্যথা বন্ধ হয়ে যায় অথবা অনিয়মিত ভাবে আসে, ফলে প্রসবে বিলম্ব বা ব্যাঘাত ঘটে, প্রসব-দ্বারের বিস্তার ঠিকমত হয় না, কিন্তু যখন ব্যথাটা নিয়মিত হয়, তখন বেদনার ধরন দেখে মনে হবে যে প্রসব বেশ সন্তোষজনক

ভাবেই হবে, কারণ, ঐ ব্যথা নিয়মিত ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং প্রসব-দ্বারও দুই-তৃতীয়াংশ প্রশস্ত হয় ; কিন্তু হঠাৎ রোগিণী চিৎকার করে ওঠে ও কোমর চেপে ধরে, কারণ, তার ব্যথা জরায়ু, কোমর অথবা জঙ্ঘার দিকে সরে গেছে। এইরূপ অবস্থায় এই ওষুধটি প্রসব বেদনাকে নিয়মিত করে প্রসবকে সফল করে তুলবে। প্রসবের সময় এই সব মহিলারা কোনও ভাবাবেগ বা উত্তেজনার কথা শুনলেই তাদের প্রসব-বেদনা কমে বা থেমে যায়। প্রসব হয়ে যাবার পরেও লোকিয়া আরম্ভ হবার পরে যদি ঐ ধরনের কোন আবেগ বা উত্তেজনার কথা রোগী শোনে তা হলে তার 'লোকিয়া' বন্ধ হয়ে যায়, পেটে ক্র্যাম্প বা মোচড়ানো ব্যথা ও ভ্যাদাল-ব্যথা বা 'আফটার-পেইন' আরম্ভ হবে এবং স্তনে দুধ আসবে না, সারাদেহে কামড়ানো, মোচড়ানো, টাটানো ব্যথা দেখা দেবে, সঙ্গে জ্বরও আসতে পারে। **'কলোফাইলামের'** সঙ্গে এই ওষুধটির তুলনা করা যায়। কলোফাইলামে সন্তান ধারণের সঙ্গে যুক্ত সব যন্ত্রাদিতে বিশেষ ধরনের দুর্বলতা থাকে ; ঐ দুর্বলতা থেকে সে বন্ধ্যা হতে পারে অথবা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রথম ২-৩ মাসের মধ্যেই তার সন্তান বিনষ্ট (অ্যাবরসন) হয়ে যায় ; প্রসব বেদনা খুব দুর্বল থাকে, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় তাদের প্রসব-বেদনার মত উরু, পা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত টাটানি ব্যথা ছড়িয়ে যায়। জরায়ুতে স্বাভাবিক সংকোচন না থাকায় (ইনারসিয়া) রক্তস্রাব হতে থাকে, মাংসপেশী ও লিগামেন্টগুলি ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে, একটা ভারবোধের সঙ্গে জরায়ুর প্রল্যাপ্স্‌ও ঘটতে পারে ; 'সাব ইভোলিউশন' বা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর গঠনে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে না ; হাজাকর শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া থাকতে পারে ; ঋতুস্রাব বেশি আগে অথবা অধিক বিলম্বে দেখা দেয়। রোগিণী ঠাণ্ডায় খুব সংবেদনশীল হয় এবং দেহে কাপড়-চোপড় ঢাকা দিয়ে রাখতে চায়। এই লক্ষণটি 'পালসেটিলা'র বিপরীত। রোগিণী **'ইগনেশিয়া'**-র মত হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হতে পারে এবং সর্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে ; 'অ্যাকটিয়া'-র মতই সে রিউম্যাটিক হয় তবে কেবল ছোট ছোট 'জয়েন্ট' বা অস্থি-সন্ধিগুলি প্রধানত আক্রান্ত হতে দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে সে ভ্যাদাল ব্যথায় আক্রান্ত হয় এবং সেই বেদনা কুঁচকির কাছে 'ইন্‌গুইন্যাল' অঞ্চলে দেখা দেয়। বাতে তার পিঠে খুব শক্ত বা টান্ টান্ ভাব, অস্থিরতা ও নিদ্রাহীনতার সঙ্গে মেরুদণ্ডে সংবেদনশীলতা প্রভৃতি থাকে। যে সব কিশোরীর মাসিক ঋতুস্রাব বিলম্বে দেখা দেয় তাদের 'কোরিয়া' বা স্নায়বিক কারণে হাত-পা কাঁপা থাকলে এই ওষুধটি [illegible] সক্ষম।

এইসব আবেগ-সর্বস্ব রোগিণীদের খুব দ্রুতগতির পালস্, হার্টের অনিয়মিত ক্রিয়া দেখা গেলেও হিস্টিরিয়াজনিত বেশির ভাগ লক্ষণের সঙ্গে কিন্তু হার্টের ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকতে দেখা যায় ; তবে হার্টের অবস্থান-স্থলে একটা টন্‌টন্ করা ব্যথা ও হার্ট যেন বড় হয়ে গেছে এরূপ অনুভূতি থাকতে পারে।

স্নায়ুর গোলযোগে পূর্বের বর্ণনারই পুনরাবৃত্তি করতে হয় : হিস্টিরিয়াজনিত আক্ষেপ বা সংকোচন, তড়কা বা কনভালসন, পায়ে কাঁপুনির জন্য খুব কষ্ট হয়।



অসাড়ভাব এত তীব্র থাকে যে মনে হয় যেন পক্ষাঘাত হয়েছে, প্যারালিসিসের মত দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

এই ওষুধটির ৩০, ২০০, ১০০০ অথবা তারও উঁচু শক্তির একটিমাত্র ডোজেই ভাল ফল পাওয়া যায়। এই ওষুধটির সঙ্গে **'পালসেটিলা'**, **'সিপিয়া'**, **'নেট্রাম-মিউর'**, **'লিলিয়াম টিগ্'**, **'কলোফাইলাম'** এবং **'ইগনেশিয়া'** প্রভৃতি ওষুধের তুলনা করা যায়।

ইসকিউলাস হিপ্পোক্যাস্টেনাম
(Aesculus Hippocastenum)

এই ওষুধটিতে বিশেষ এক ধরনের 'প্লেথরা' বা রক্তাধিক্যজনিত অবস্থা দেখা দেয় এবং সেইজন্য মস্তিষ্কেও রক্তাধিক্য ঘটে।

ইসকিউলাসের উপসর্গগুলি নিদ্রার সময় বেড়ে যায় কাজেই রোগী ঘুম ভেঙ্গে ওঠার পরেই লক্ষণগুলি নজরে আসে; বিচলিত মন নিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গে, অবাক হয়ে সে এদিক-ওদিক তাকায়, নিজের পরিচিতদেরও চিনতে পারে না, সে যে সব জিনিস দেখছে তার কোন অর্থই সে বুঝতে পারে না এবং সে যে কোথায় আছে তাও যেন তার কাছে বোধগম্য নয়। **'লাইকোপোডিয়ামের'** মত যে সব শিশু ঘুম ভেঙ্গে উঠে হতভম্ব ও ভীত হয়ে পড়ে, তাদের জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী। এই ওষুধটিতে খুব বিষন্নভাব, খিটখিটে ভাব, স্মৃতিশক্তি লোপ ও কাজকর্মে বিরূপতা দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে তার দেহের বিভিন্ন অংশের শিরায় রক্তাধিক্য ঘটার মত অনুভূতি হয়ে ঐ সব লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে শিরায় রক্তাধিক্য ও বেশি রক্ত জমা হয়ে থাকা বা 'স্টেসিস' অবস্থা হয় এবং কখনও কখনও তা ঘুমের মধ্যে বা শোবার পরে বেড়ে যায় এবং ব্যায়াম বা শারীরিক কসরৎ করলে আরাম বোধ হয়। কিছুটা পরিশ্রমের পরে, চলাফেরা করলে বা কর্মে নিযুক্ত থাকলে এই লক্ষণগুলি চলে যায়। যে সব ব্যক্তির মধ্যে প্যালপিটেশন বা হার্ট দপ্‌দপ্ করা অনুভূতি হাত-পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘুমের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধব্‌ধব্ শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে বোধ হয়, তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হবে।

ওষুধটির প্রুভিং বা পরীক্ষার সময় যেহেতু মানসিক লক্ষণগুলি বেশি প্রকট হতে দেখা যায়, সেইজন্য ঐ ধরনের লক্ষণযুক্ত উপসর্গই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। হ্যানিম্যান মানসিক লক্ষণের উপরই আমাদের বেশি দৃষ্টি দিতে বলেছেন, কারণ মানসিক লক্ষণ দ্বারাই মানুষকে ভালভাবে বোঝা বা জানা যায়। ইসকিউলাস প্রুভিংয়ের সময় খুব সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত লক্ষণ না পাওয়া গেলেও এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বা মূল চাবি-কাঠিটি পেয়েছি। খুব বেশি খিটখিটে ভাব থেকেই অনেক-গুলি মানসিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। খিটখিটে ভাব ও মানসিক অবসাদ অনেক

ওষুধেই দেখা যায় এবং তাদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন মানসিক লক্ষণের সৃষ্টি হয়। মনের অনেক লক্ষণের তুলনায় এগুলি অনেক গভীর থেকে আসে। যে সব লক্ষণ 'স্মৃতিশক্তি' থেকে আসে তারা 'বুদ্ধি' থেকে আসা লক্ষণের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ; আবার বুদ্ধি থেকে সৃষ্ট লক্ষণের চেয়ে রোগের উপসর্গগুলি, কোন দ্রব্য বা বিষয়ে রোগীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাল লাগা-মন্দলাগা প্রভৃতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন খিটখিটে রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা যা চায় বা পছন্দ করে তা পেলে আর তাদের খিটখিটেভাব থাকে না। সে রোগী চায় যে অন্যেরা তার সঙ্গে কথা বলুক তার সঙ্গে যখন অন্যেরা কথা বলে তখন সে মোটেই খিটখিটে ভাব দেখায় না। কিন্তু যা সে পছন্দ করে না তা করা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে খিটখিটে ভাব দেখা দেবে। এইরূপ মনোভাব খুব গভীর থেকে আসে, সে যা চায় সেটা অন্তর থেকেই চায় এবং এই অন্তর থেকে চাওয়া ইচ্ছাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব। রোগী তার পছন্দমত বস্ত্র বা অবস্থা না দেখলে বিষন্ন হয়ে পড়ে এবং এই বিষন্নতা এতই গভীর যে তার রোগীকে মানসিক ভাবে অব্যবস্থিত চিত্ত করে তুলতে পারে।

অব্যবস্থিতচিত্ততা বা বুদ্ধিভ্রংশের সঙ্গে মাথাঘোরা বা 'ভার্টিগো' অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তবে এই ভার্টিগো এবং মানসিক ভাবে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ার মধ্যে বেশ খানিকটা প্রভেদ থাকে। বুদ্ধিভ্রংশ বা অব্যবস্থিতচিত্ততা দেখা দেয় বুদ্ধির কোন বিকলন থেকে, অনুভূতির কোন গোলযোগ থেকে নয়। হাঁটা-চলা করতে গিয়ে মাথা টলে যাওয়া এবং মানসিক গোলযোগের দরুন কিছুক্ষণের জন্য ঠিকভাবে চিন্তা করার শক্তি চলে যাওয়া অবস্থা দুটিকে সহজেই আলাদা করে বোঝা যায়। মাথাঘোরা বা ভার্টিগোতে 'সবকিছু যেন ঘুরছে' এরূপ একটা বোধ দেখা দেয় যেটা অনুভূতি গ্রাহ্য। অনেক রেপার্টরিতে ভুলবশত মনোবিকলন বা বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থা ও মাথাঘোরা বা ভার্টিগো এই দুটি অবস্থাকেই অনুভূতি গ্রাহ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রোগীর বর্ণিত বা বলা উপসর্গগুলির সঠিক অর্থ বুঝে নেওয়া চিকিৎসকের পক্ষে একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। রোগী হয়ত বলছে, রাস্তায় চলার সময় তার মাথা ঘোরে (ডিজিনেস) অথবা তার মনে হয় যেন মাথার ভিতরে সব কিছু ঘুরছে, কিন্তু তার মন সম্পূর্ণভাবেই সুস্থ ও কর্মক্ষম, বেশ বড় একটা যোগ অঙ্ক সে নির্ভুল ভাবেই কষে ফেলতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে রোগী যা বলে আর যা বোঝাতে চায় সে দুটোয় অনেক প্রভেদ ; ঐসব ক্ষেত্রে রোগী প্রকৃত পক্ষে কি বোঝাতে চায় সেটাই বিবেচ্য। রোগীরা অনেকক্ষেত্রে 'ডিজিনেস' বা হতবুদ্ধি ভাবের কথা মুখে বললেও সেটা হয় মোটেই হতবুদ্ধিভাব নয়, হয়ত রোগী মনের দিক থেকে একটা বিচলিত ভাব বা 'কনফিউসন্' বোধ করে অথবা মুখে কনফিউসনের কথা বললেও আসলে সে রাস্তায় চলতে গিয়ে মাথা টলে যাবার কথাই বোঝাতে চায়।

এই ওষুধটিতে **'পালসেটিলা'** এবং **'ক্যালিকার্বের'** মত দেহের কোনও অংশে ঝিলিক দেওয়া বা ছুটে চলার মত ব্যথা দেখা যায় ; চঞ্চল, তীক্ষ্ন, তীরের গতির মত, কেটে বা ছিঁড়ে যাবার মত একটা ঝিলিক দেওয়া ব্যথা যেন দেহের একস্থান থেকে

অন্য স্থানে ছড়িয়ে যায় ; কখনো কখনো মনে হয় ব্যথাটা যেন খুবই অগভীর অংশে, ঠিক ত্বকের নিচেই হচ্ছে, কখনো কখনো ব্যথাটা স্নায়ুর গতিপথ ধরেও ছুটে যায় বলে মনে হয়।

'মাথাধরা' এই ওষুধটির একটা প্রধান উপসর্গ। মাথায় ভারবোধের সঙ্গে কামড়ানো ব্যথায় মনে হয় যেন মস্তিষ্ককে চেপে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যথা বিশেষভাবে মাথায় পিছন দিকে দেখা দেয় এবং মনে হয় মাথাটা পিষে যাচ্ছে; তীব্রধরনের কামড়ানো ব্যথায় মস্তিষ্ক যেন পূর্ণ বা ভারী বোধ হয়। মাথার সামনের অংশেও ভারী বোধ সহ মাথাধরা, ডান দিক থেকে বাম দিকে যাওয়া ব্যথার সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন কপালের ত্বক কুঁকড়ে যাচ্ছে। মাথার ভারী বা পূর্ণতাবোধের সঙ্গে কপালের তীব্র ধরনের কামড়ানো বা চিবানোর মত ব্যথা, ডান চোখের উপরে ব্যথা, ডানদিকের অক্ষিগোলকের উপরের অংশে স্নায়বিক বেদনা হতে পারে। মাথার তালু বা 'প্যারাইটাল' অস্থির বাম অংশে তীরের মত ছুটে চলা ব্যথা পরে ডান দিকেও ছড়িয়ে যেতে দেখা যায় ; মাথার তালুতে পিঁপড়ে হেঁটে যাবার মত সুড় সুড় করা অনুভূতি হয়। রোগীকে ভালভাবে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে যে তার দেহের যে কোন অংশের ত্বকেই সুড় সুড় করা, চুলকানো এবং কিছু যেন ছুটে যাচ্ছে এরূপ বোধ হয়।

ইসকিউলাস চোখের পক্ষে, বিশেষত চোখের 'হিমারয়েড্‌স্' অবস্থায় খুব ফলপ্রদ। 'হিমারয়েড্‌স্' অর্থে চোখের শিরা বা ধমনীগুলির স্ফীতি, চোখ খুব লাল বর্ণ হওয়া, তার সঙ্গে চোখ থেকে প্রচুর জলপড়া, জ্বালা করা ও রক্তাধিক্য ঘটার অবস্থা বোঝানো হচ্ছে। চোখের অতিরিক্ত রক্ত চলাচলের জন্য ব্যথা, অক্ষিগোলকে ক্ষতের মত টনটন করা, কামড়ানো বা চিবানোর মত, তীক্ষ্ন ও তীরের গতিতে ছুটে চলা ব্যথা থাকে। ইসকিউলাসের যে কোন রোগীর মধ্যেই হুল ফোটানোর মত, তীরের গতিতে ছুটে যাওয়া, কামড়ানো বা চিবানোর মত ব্যথা, সুড় সুড় করা এবং তার সঙ্গে পূর্ণ বা ভারী বোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যাবে। এই পূর্ণতা বোধের সঙ্গে স্ফীতিমা বা ফোলাভাবের লক্ষণ থাকে না তবে একটা টান্‌টান্ ভাব থাকে। শিরার গোলযোগে অন্যান্য ওষুধের মতই ইসকিউলাসেও গরম সেক্ বা গরম জলে স্নান করলে উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যাবে, গরম জলে স্নানের পরে দুর্বলতাবোধ, গরম আবহাওয়ায় দুর্বলতা, যে কোন ধরনের গরমের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং ঠাণ্ডায় আরামবোধ, শীতলতা পছন্দ করা লক্ষণ দেখা যায়। এই লক্ষণটি '**পালসেটিলা**'র অনুরূপ। '**পালসেটিলা**'তে শীতল হাওয়ায় শিরাগুলি কুঁকড়ে গিয়ে রক্তাধিক্য কমে যাওয়ায় রোগী অনেকটা আরাম বোধ করে, কিন্তু গরম আবহাওয়ায় বা গরমজলে স্নান করলে শিরাগুলি আবার রক্তাধিক্যে ফুলে ওঠে। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করলে **পালসেটিলার** রোগী কখনো কখনো আরাম বোধ করে কিন্তু 'টার্কিস বাথ' অর্থাৎ উষ্ণ 'ভাপ'-এ স্নান সাধারণভাবে তার কাছে অসহ্য বোধ হয়। ইসকিউলাসের অনেক লক্ষণই অনুরূপ। এখানেও রোগী প্রায়ই ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভাল বোধ করে। অনেকক্ষেত্রে

উষ্ণতা বা তাপে ইসকিউলাসের লক্ষণ, বিশেষত ছোট ছোট হুল বেঁধানোর মত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়। এই অগভীর ধরনের ব্যথা প্রায় সর্বদাই গরমে কম বোধ হয় কিন্তু দেহের গভীরে উৎপন্ন উপসর্গগুলিতে ঠাণ্ডায় আরাম বোধ হতে দেখা যাবে। পালসেটিলাতে মাথার তালু ও দেহের অন্যান্য অংশে হুল ফোটানোর মত ব্যথায় আক্রান্ত অংশে গরম সেকে আরাম বোধ হয় যদিও রোগী নিজে ঠাণ্ডায় থাকতে চায়; অনুরূপভাবে ইসকিউলাসেও হুল ফোটানো ব্যথা গরম সেকে কম থাকে যদিও প্রধানত রোগী ঠাণ্ডায় আরাম বোধ করে, তবে বাত ও শিরাজনিত গোলযোগে ঠাণ্ডায়, আর্দ্র আবহাওয়ায় উপসর্গগুলি বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। আবার **'সিকেলি-কর'**-এ দেখা যায় যে স্নায়ুর গতিপথ ধরে চলা তীক্ষ্ম বেদনায় গরম সেক্ লাগালে আরাম বোধ হয় কিন্তু রোগী নিজে ঠাণ্ডা হাওয়ায় থাকতে চায়, অথবা আক্রান্ত অংশটি ছাড়া দেহে কোন আবরণ রাখতে চায় না, আক্রান্ত অংশটিকে অবশ্য উষ্ণ রাখতে চায়। এই একই ধরনের অবস্থা **'ক্যাম্ফর'**-এও দেখা যায়; ব্যথার তীব্রতা বা কনকনানির সময় রোগী ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে চায় এবং গরম সেক পছন্দ করে, কিন্তু ব্যথাটা কমে গেলেই সে দরজা-জানালা সব খুলে দিতে বলবে এবং দেহের আচ্ছাদনও খুলে ফেলে সহজভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে চাইবে।

কোথাও রক্ত জমা হ'লে সাধারণত সেখানটা বেগুনী বা নীলচে হ'য়ে ফুলে উঠতে দেখা যায়! 'ইসকিউলাস' গলায় প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং তার বৈশিষ্ট্য এই যে আক্রান্ত অংশটি খুব গাঢ় বা কালচে বর্ণের হয়, 'ভেরিকোজ ভেইন' ও ক্ষত সৃষ্টি হবার একটা প্রবণতা ওষুধটিতে থাকে এবং আক্রান্ত অংশের চারপাশে ছাই বা হাল্কা কৃষ্ণবর্ণের একটা ছাপ ঘিরে থাকতে দেখা যায়। শিরায় রক্ত জমে ক্ষত বা ভেরিকোজ আলসারের চারপাশে বেগুনী রঙের 'এরিওলা' বা সামান্য উঁচুভাব থাকলে ইসকিউলাসে তা আরোগ্য হবে। অর্শের আক্রান্ত অংশে ফোলা জায়গাটি বেগুনী রঙের হয়, মনে হয় যেন সেখানটা পেকে গিয়ে পুঁজ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। অর্শের প্রদাহ অবস্থায় এই ওষুধটি বিশেষ কার্যকরী হয় না। কোন কোন ওষুধে সামান্য প্রদাহেও খুব বেশি লাল বর্ণ সৃষ্টি হয়, সব কিছুই তীব্র ও দ্রুত হয় কিন্তু এই ওষুধটিতে সবকিছুই ধীরে ধীরে হয়, স্বাভাবিক ক্রিয়া কমে যায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া কষ্টসাধ্য হয় এবং শিরাগুলিতে বেশি রক্ত জমা হয়ে থাকে (কনজেস্সন্)।

টক, তেঁতো এবং তেলতেলে বা চর্বির মত ঢেকুর ওঠে, বমি করতে ইচ্ছা হয়, বুকে জ্বালা করে এবং খাবার পরে খাদ্য মুখ ভর্তি হয়ে উঠে আসে। এই ওষুধটিতে হজমের এইরূপ বিভিন্ন গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং উপরোক্ত লক্ষণের জন্য ওষুধটিকে **'ফসফরাস' ও 'ফেরাম মেট'**-এর সঙ্গে একই গোত্রীয় বলে ধরে নেওয়া যায়। রোগী কোন খাদ্য গ্রহণে সঙ্গে সঙ্গে অথবা সামান্য পরেই তা টক হয়ে যায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ভুক্তদ্রব্য বমি হয়ে উঠে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত টক্ ঢেকুর উঠতেই থাকে। অনুরূপ লক্ষণ **'ফসফরাস', 'ফেরাম,' 'আর্সেনিক, ইসকিউলাস** এবং আরও দু'একটি

ঔষধে পাওয়া যায়। ইসকিউলাসে পাকস্থলীতে কনজেস্‌শন এবং ক্ষত সৃষ্টি হবার লক্ষণও দেখা যায় ; পাকস্থলীতে সবসময়ই একটা ক্লেশ বা কষ্ট এবং জ্বালা বোধের সঙ্গে বমি করবার প্রবণতা দেখা যায়, পাকস্থলীতে 'আলসার' বা ক্ষত হলে এই অবস্থা আমরা দেখতে পাব।

'অ্যাবডোমেন' বা পেটে দীর্ঘদিন স্থায়ী পুরানো গোলযোগ, ডানদিকের 'হাইপোকণ্ড্রিয়াম' বা পেটের উপরিভাগ, 'রেক্টাম' বা পায়ু প্রভৃতিতে 'পোর্টাল ভেইন' এর 'স্টেসিস' বা রক্ত জমে থাকা অবস্থার লক্ষণ, হজমশক্তি কমে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, মলত্যাগের সময় অথবা একটু কোঁথ দিলেই মলদ্বার ঝুলে পড়ে বা বেরিয়ে আসে (প্রোল্যাপসন) ডান দিকের হাইপোকণ্ড্রিয়ামে পূর্ণতাবোধের সঙ্গে খুব ক্লেশদায়ক অর্শ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। খাবার পরে অন্ত্র বা রেক্টামে অস্বস্তি, রেক্টামে যেন ছোট ছোট কাঠির টুকরো খোঁচা দেয় এবং যেন একটা খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে এরূপ বোধ ও জ্বালা, 'রক্তপাতহীন' বা 'ব্লাইণ্ড' ধরনের অর্শে বিভিন্ন কষ্টকর উপসর্গ দেখা দেয়, শিরাগুলি ফুলে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, অনেক ক্ষেত্রে রক্তপাতসহ অর্শও হতে দেখা যায়। রেক্টামের বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে ক্ষতের মত যন্ত্রণা বা 'সোরনেস্‌', তীব্র বেদনা, মলত্যাগের ইচ্ছা, প্রথমে কালচে ও পরে সাদাটে মল ত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে লিভারের 'এনগর্জমেণ্ট' বা রক্ত জমা হবার অবস্থা সূচিত হয় এবং এর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে।

পিঠেও নানাধরনের গোলযোগ বা উপসর্গ দেখা দেয়, বিশেষত পিঠের নিচের অংশে, কোমর, জঙ্ঘা বা 'হিপ্‌' ও 'সেক্রাম' অংশে, পিঠের প্রায় সর্বত্র ও ঘাড়ের পিছনে টাটানি বেদনা দেখা যেতে পারে। 'হেমারয়েড্‌স্‌' বা অর্শের সঙ্গে মাথা, ঘাড়ের পিছনে, মস্তিষ্কের নিচের অংশে বেদনা ও মাথাধরা প্রভৃতিও হতে পারে এবং ঐরূপ অর্শের রোগী হাঁটা-চলা করতে গেলেই তাদের 'হিপ্‌' ও 'সেক্রাম' বরাবর টাটানি বা কামড়ানো ব্যথা শুরু হয়, হাঁটা-চলা করতে গেলে এরূপ বেদনা ইসকিউলাসের একটি খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ এবং 'হিমারয়েড্‌স্‌' ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে এই লক্ষণটি থাকতে দেখা যাবে।

সর্বদাই মাথায় ভারবোধ ও মাথাধরা এবং সেজন্য চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে ; বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানো বা হাঁটাচলা করা খুবই কষ্টকর হয়। ইসকিউলাসের পিঠে ব্যথায় যাঁরা কষ্ট পান তাঁদের বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে হলে বেশ কয়েকবার চেষ্টার পরে সফল হ'তে দেখা যাবে। এই ধরনের লক্ষণ **'সালফার'** ও **'পেট্রোলিয়াম'**-এ আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে **'অ্যাগারিকাস'** প্রয়োগেও এই অবস্থা লক্ষণ অনুযায়ী সারানো যায়।

মেয়েদের 'পেলভিস' এর নানা গোলযোগের সঙ্গে টেনে ধরার মত ব্যথায় অনেক ক্ষেত্রে ইসকিউলাস প্রয়োজন হয়। 'পেলভিসে' টেনে ধরা ব্যথার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শ্বেত প্রদর বা লিউকোরিয়া ও হাঁটা-চলা করার সময় কোমরে চেপে ধরার মত ব্যথা দেখা দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসকিউলাস তা নিরাময় করবে। ঋতুস্রাবের পূর্বে ও

সময়ে রোগিণীর মনে হয় যেন তার জরায়ুতে খুব বেশি রক্তজমা হয়ে রয়েছে, যেন তলপেটটা ভর্তি হয়ে রয়েছে। ঋতুস্রাব কালে জঙ্ঘা অঞ্চলে খুব বেদনা, জরায়ুতে টাটানি ব্যথার সঙ্গে তলপেটের মাঝামাঝি অংশে (হাইপোগ্যাসট্রিয়াম) দপ্ দপ্ করা. দীর্ঘস্থায়ী শ্বেতস্রাব ঘন, গাঢ়, হলদেটে ও চট্চটে হতে দেখা যায়; সেক্রাম থেকে 'হিপ্' বোন এর 'ইলিয়াম' পর্যন্ত একটা অসাড়তা বোধ হয়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় জরায়ুতে ক্ষতের মত টাটানি ব্যথা, পরিপূর্ণতাবোধ প্রভৃতির সঙ্গে জরায়ুটাকে যেন অনুভব করতে পারে এবং তার সঙ্গে চলাফেরা করবার সময় পিঠের একদিক থেকে অপরদিকে আড়াআড়ি ভাবে চলা বেদনা বোধ হয়।

ইসকিউলাসে 'গাউট' বা গেঁটে-বাত জনিত বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে; সব অস্থি-সন্ধিতে গেঁটে-বাত, ও স্নায়বিক বেদনা হয়, বেদনা বিশেষভাবে কনুই থেকে হাত পর্যন্ত সর্বত্র দেখা যায়। চিরে যাওয়া বা বিদীর্ণ করা, ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা যে কোন স্থানে হ'তে পারে এবং সেই বেদনা গরম সেক-এ কিছুটা কম হয়। উরু এবং পায়ের 'ভেরিকোজ ভেইন' ইসকিউলাসে সারানো যায় (**ফ্লোরিক অ্যাসিড**)। গলায় ঠাণ্ডা লেগে ক্ষত হয়ে তা সেরে যাবার পরেও ঐ অংশের শিরা স্ফীত থেকে গেলে এই ওষুধটি তা সারাতে পারে। চোখের বিশেষ কোন উপসর্গ সেরে যাবার পরেও চোখের শিরায় স্ফীতি থেকে যেতে পারে। বাতজনিত উপসর্গের সঙ্গেও 'ভেরিকোজ ভেইন' থাকতে পারে। যে সব রোগীর অর্শের প্রবণতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রায়ই কাজে লাগে এবং এই ধরনের রোগীদের 'অর্শপ্রবণ ধাতুগ্রস্ত' বলা হয়।

ঈথুজা সাইনাপিয়াম

(Aethusa Cynapium)

ঈথুজা ওষুধটি কথা জানা যাবার আগে শিশুদের 'কলেরা ইনফ্যাণ্টাম' নামে বিশেষ এক ধরনের কলেরায় খুব পাতলা মল ও বমি হয়ে বেশির ভাগ শিশুই মারা যেত, কারণ, ঐ ধরনের ভয়াবহ অবস্থা অন্য কোন ওষুধে বিশেষ দেখা যায় না। রোগটির সূত্রপাতেই শিশুর মুখমণ্ডলে যেন মৃত্যুর ছায়া পড়ত এবং ঐ অবস্থায় রোগীর জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম যে দু-একটি মাত্র ওষুধের কথা পাঠ্যপুস্তকে আছে তাদের মধ্যে ঈথুজা অন্যতম। শিশুদের গ্রীষ্মকালে হঠাৎ দেখা দেওয়া ঐরূপ অবস্থার সঙ্গে খুব বেশি অবসাদও দেখা দেয়। শিশুটির বিছানার তোয়ালে বা কাঁথা না দেখা পর্যন্ত তার মা হয়ত বুঝতেই পারেন না যে তাঁর শিশুসন্তানটি অসুস্থ, কারণ, মাত্র ২-১ ঘণ্টা পূর্বেও সে সুস্থ ছিল; কিন্তু গ্রীষ্মকালে শিশু-কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় শিশুটি দুধ খাওয়াবার একটু পরেই তা পাকস্থলীতে পেঁৗছে ছানার মত হয়ে যাবার আগেই আধা ছানা কাটা ও আধা তরল অবস্থায় তা বমি হয়ে উঠে আসে, সঙ্গে পাতলা, হলদেটে সবুজ ও আম মল

বেরোয়। শিশুটির চেহারায় যেন মৃত্যুর ছাপ পড়ে; তার মুখ ফেকাশে হয়ে চুপসে যায়, ঠোঁটের চারপাশে নীলচে সাদাটে দাগ পড়ে, চোখ বসে যায় এবং নাকের চারপাশটাও চুপ্‌সে যায়। শিশুটি অবসাদজনিত নিদ্রায় ডুবে থাকে। ঘুম থেকে জেগে উঠে সে আবার দুধ খায় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা আবার আধা ছানা আধা তরল অবস্থায় বমি হয়ে উঠে আসে এবং শিশুটি তীব্র অবসাদ ও দেহে মৃত্যুর ছাপ নিয়ে দীর্ঘ ঘুমে ঢলে পড়ে। ঈথুজা প্রয়োগ করতে না পারলে শিশুটি দু তিন দিনের মধ্যেই বিশ্বনিয়ন্তার কাছে পৌঁছে যাবে। এইটিই ঈথুজার মূল চিত্র।

এই ওষুধটিতে ডিলিরিয়াম, মানসিক উত্তেজনা, নানা ধরনের মানসিক গোলযোগ প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী ভাবে মস্তিষ্কজনিত উপসর্গের সঙ্গে দেখা দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, পরে তাদের পাকস্থলীর স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, অন্ত্রও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ফলে সে যা কিছু খায় তা হয় উঠে আসে নতুবা অজীর্ণ অবস্থায় অন্ত্রের মধ্য দিয়ে নিচের দিকে নেমে যায়। মা খাওয়াবার সময় শিশুর প্রতি ঠিকমত যত্ন না নেবার জন্যই এরূপ হয়, কারণ দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই শিশু কাঁদলেই মা তার মুখে স্তনের বোঁটাটি গুঁজিয়ে দেন অথবা দুধ খাইয়ে দেন। অথচ এভাবে যখন তখন শিশুদের খাওয়ানো একেবারেই উচিত নয়। একবার খাবার পরে শিশুটি দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার মত সময় লাগে সেই খাদ্য হজম হতে এবং আরও আধঘণ্টা পাকস্থলীর বিশ্রাম প্রয়োজন, তারপরে শিশুটি কাঁদলে বুঝতে হবে যে তার খিদে পেয়েছে, তখন তাকে খেতে দিলে তা সহজেই হজম হবে। এর থেকে কম সময়ের ব্যবধানে শিশুকে খাওয়ানো খুবই বদ অভ্যাস। কাজেই শিশুকে প্রথমে এক চামচ দুধ খাওয়াবার পরে তা আংশিক ভাবে হজম হতে না হতেই আবার এক চামচ, তার কিছুক্ষণ পরে আবার এক চামচ, তার কিছুক্ষণ পরে আবার একচামচ এরূপ ভাবে খাওয়াও সমান ক্ষতিকর। শিশু তার খাদ্য তুলে ফেলতে আরম্ভ করে এবং তাতে টক গন্ধ থাকে, এর পরে প্রথম যে গ্রীষ্মের গরম হাওয়া আসে তাতে শিশুর মাথার নানা উপসর্গ দেখা দেয়। খুব শক্ত ধাতের শিশুরাই কেবল এই ধরনের খারাপ অভ্যাস কিছুটা সহ্য করতে পারে; তাই ঐরূপ অভ্যাস বন্ধ করতেই হবে। এখন দেখা যাচ্ছে যে বেনিয়মে খাওয়ানো শিশুদের ক্ষেত্রে ঈথুজা কার্যকরী হয়। মস্তিষ্কের গোলযোগ থেকে যখন হজমশক্তি সম্পূর্ণ থেমে যায় সেই অবস্থার জন্য যে কটি কার্যকরী ওষুধ আছে তাদের মধ্যে ঈথুজা প্রধান। এই ধরনের রোগীর প্রধানত শিশুদের চিকিৎসায় চিকিৎসককে ডাকা হলেও 'ঈথুজা স্টেট' অর্থাৎ মস্তিষ্কের গোলযোগ থেকে অথবা উত্তেজনার জন্য হজম শক্তি কমে বা থেমে যাওয়া অবস্থা বড়দের ক্ষেত্রেও দেখা যেতে পারে। যারা অনবরত কিছু না কিছু খেয়ে চলে, একসঙ্গে প্রয়োজনমত খাদ্য গ্রহণ না করে বার বার একটু একটু করে যেন ঠুকরে ঠুকরে খায়, যারা সব সময় পকেটে বিস্কুট বা অন্য কোন খাবার রেখে যখন তখন তাই খায় এবং যতদিন পর্যন্ত তাদের হজমশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট না হয় ততদিন পর্যন্ত এভাবেই খেয়ে চলে তাদের বদহজম বা 'ডিসপেপসিয়া'কে ঈথুজা নিরাময় করতে পারে। মাথার গোলযোগ থেকে যাদের হজমশক্তি কমে যায়, যাদের মাথায়

গরম থাকে, বমি ও ঘাম হয়ে রোগী অবসাদগ্রস্তভাবে দীর্ঘ ঘুমে ঢলে পড়ে, তাদের পক্ষে এটি কার্যকরী।

শিশুদের তড়কা বা 'কনভাল্সন্' ঈথুজায় আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের গোলযোগে পাকস্থলীর কোন উপসর্গ সৃষ্টি না হয়ে 'কনভালসন' দেখা দিতে পারে, তাদের হাত ভেজা ও চট্‌চটে হয়, চেহারায় মৃত্যুর ছাপ, ঘাম, তীব্র অবসাদ ও ঘুমে আচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। কনভালসনের সঙ্গে খুব বেশি দুর্বলতা, অবসাদ এবং নিদ্রাহীনতাও থাকতে পারে। বমি ও পাতলা মলের সঙ্গে কনভালসনে শিশুটি এপাশ-ওপাশ করে।

ঈথুজার রোগীর মুখমণ্ডল ও চেহারায় একটা বিশেষ ধরনের যে ছাপ পড়ে সেটা সহজেই লক্ষ্য করা যায়, কাজেই প্রশ্ন করে জানার খুব বেশি কিছু দরকার হয় না এবং সেইজন্য রোগী দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধটি নির্বাচন করা সম্ভব। রোগীর বাইরের চেহারাতেই ঈথুজার লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে চিকিৎসক খুব তাড়াহুড়ো ওষুধ নির্বাচন করেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ঠিক নয়, তিনি এমন অনেক কিছুই একত্রে দেখতে ও বুঝতে পারেন যেটা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। বাইরে থেকে দেখতে বেশ স্বাস্থ্যবান একজন লোক, যিনি নিজে বেশ ভাল আছেন বলে মনে করেন, তিনি আপনার সঙ্গে দুপুরের খাবার জন্য বেরোলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই আপনি দেখলেন যে ভদ্রলোকের সব সময় একটু নাকটানা অভ্যাস আছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি তার বিষয়ে একটা লক্ষণ জানতে পারলেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি আপনাকে কিছু বলছেন না। একটু পরেই, খাবার সময় হঠাৎ দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হওয়ায় ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। আপনি দ্বিতীয় একটি লক্ষণ পেলেন, তারপর তিনি আপনাকে বললেন যে তিনি কতটা খেতে পারেন, কোন্ কোন্ খাবার তাঁর ভাল লাগে এবং খাবার পর তিনি কতটা ভাল বোধ করেন। আপনি হয়ত নিজেই লক্ষ্য করেছেন যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে আহার করেন। আপনি তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন কথা বলেননি বা কোন কথা জানতেও চাননি। খাবার শেষে আপনি যখন তাঁকে দুধটা এগিয়ে দিলেন তখন তিনি বললেন যে তিনি দুধ খেতে পারেন না, দুধ খেলেই তাঁর পেট খারাপ হয়, তাই তিনি দুধ খাবার কথা ভাঁবতেই পারেন না। ঐ ভদ্রলোককে ডাক্তার খানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করা যাবে না একথা কি ঠিক? এই ধরনের রোগীর জন্য 'নেট্রাম কার" ছাড়া অন্য কোন ওষুধের কথাই ভাবা যায় না। যে সব রোগী তাদের উপসর্গ বা লক্ষণগুলি সঠিকভাবে বলে না বা বোঝাতে পারে না, অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলে বা একসঙ্গে খেতে গেলে অর্থাৎ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে তার সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়।

অ্যাগারিকাস মাসকারিয়াস
(Agaricus Muscarius)

দেহের বিভিন্ন অংশে টেনে ধরা ব্যথা বা ফিক ব্যথা ও কাঁপুনি এই দুটি এই ওষুধটির লক্ষণগুলির মধ্যে সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি এবং হাত ও পায়ে মাঝারী অথবা মৃদু কম্পন এই দুটি লক্ষণ যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই থাকতে দেখা যায়। মাংসপেশীতে টান ধরা ভাব এত বেশি ব্যাপক হয় যে এটা পরিপূর্ণ ভাবে সৃষ্টি হওয়া 'কোরিয়া' রোগ বলে মনে হতে পারে। 'কোরিয়া'-র সব ধরনের উপসর্গই এতে পাওয়া যায়, এবং ওষুধটি 'কোরিয়া' রোগকে সারাতে সক্ষম হতে দেখা গেছে। দেহের যে কোন স্থানে পোকা হেঁটে চলার মত একটা সুড়সুড় করা অনুভূতিতে মনে হয় যেন পিঁপড়ে হেঁটে যাচ্ছে শুধু ত্বকের উপর দিয়েই নয়, মাংসপেশীতেও ঐরূপ বোধ হয়। ঐ স্থানে একটা চুলকানি বোধ হয় এবং চুলকালে ঐ চুলকানি ভাব অন্য জায়গায় সরে যায়। শীতলতা বোধ, শীতল অথবা গরম সূচ বিঁধে যাবার মত বোধ, দেহের রক্তচলাচল যে সব অংশে দুর্বল সেই সব অংশে কাঁটা বা সূচ বেঁধার এবং জ্বালা করার মত বোধের সঙ্গে কান, নাক, হাত ও আঙ্গুলের পিছন দিক, পায়ের আঙ্গুল প্রভৃতিতে লালচে ছোট ছোট ছাপ পড়ে এবং ঐসব স্থানে তুষার-ক্ষতের মত জ্বালা ও চুলকানি দেখা দেয়। 'চিলব্লেইন' বা ঠাণ্ডা লেগে কোন রকম উদ্ভেদ দেখা না দিলেও আক্রান্ত স্থানে চুলকানি বোধ থাকলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। রোগী ঠাণ্ডায় খুব বেশি সংবেদনশীল ও নার্ভাস প্রকৃতির হয়ে থাকে. তার চুলকানির মত, ত্বক খোঁটার মত শিরশির করা প্রভৃতি অনুভূতি মানসিক পরিশ্রমে বাড়ে এবং শারীরিক পরিশ্রমে কমে যায়। দেহের যে কোন উপসর্গ বিশেষত স্পাইন্যাল কর্ড সংক্রান্ত উপসর্গ যৌন সঙ্গমের পরে বেড়ে যাওয়া লক্ষণটি অ্যাগারিকাসের বৈশিষ্ট্য। নার্ভাস প্রকৃতির বিবাহিতা যুবতীদের হিস্টিরিয়াজনিত মূর্চ্ছা বা অন্যান্য উপসর্গ যৌন সঙ্গমের পরে দেখা দিলে এই ওষুধটি খুব কার্যকরী হবে।

মানসিক লক্ষণগুলিতে খুব বেশি পরিবর্তনশীলতা, খিটখিটে ভাব, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি দেখা যায় এবং ঐসব উপসর্গ দীর্ঘ সময় ধরে লেখাপড়া করা বা অধিক মানসিক পরিশ্রমের জন্য দেখা দিয়ে থাকে, মনে হয় যেন মস্তিষ্ক খুব ধীরে ধীরে পূর্ণতা পেয়েছে। শিশুদের কথা বলা বা হাঁটা-চলা করতে শেখাও বিলম্বিত হয়। **'নেট্রাম মিউর'**-এর কথা বলতে শেখায় বিলম্ব এবং **'ক্যালকেরিয়া কার্ব'**-এর হাঁটতে শেখায় বিলম্ব এই দুটি লক্ষণই এই ওষুধটিতে দেখা যায়। ক্যালকেরিয়া কার্ব-এ হাঁটা-চলা করতে শেখায় বিলম্বের কারণ অস্থি গঠনের দুর্বলতা। অ্যাগারিকাসে এই বিলম্বের কারণ মানসিক গঠনের ত্রুটি, মন খুব ধীরে ধীরে পরিণত হওয়া। শিশুদের দেহে টান ধরা ভাব ও দ্রুত মূর্চ্ছা যাওয়া. নার্ভাস প্রকৃতির মেয়েদের বয়ঃসন্ধির পূর্বে কোন কারণে ভর্ৎসিত হয়ে মানসিক উত্তেজনা ও শক্ হয়ে

কনভাল্‌সন্‌ হওয়া প্রভৃতি কারণে মানসিক গঠনে পূর্ণতা পেতে বিলম্ব হলে এই ওষুধটি প্রয়োজন হয়। শিশু কিছুই মনে রাখতে পারে না, প্রায়ই ভুল করে এবং সব কিছু শিখতেই তার বিলম্ব হয়। নার্ভাস ধরনের লোকেরা নিজের লেখা পড়বার সময় লেখা ও বানানে ভুল দেখতে পায়। তাদের মানসিক গঠন এমন যে কোন একটা বিষয় বুঝতে বা ধারণা করতে বিলম্ব হয়, ভুল শব্দ যেন তার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। রোগীর সম্পূর্ণ মন এবং অনুভূতিই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে মনে হয়, তারা অলস ও বোকা-সোকা হয় এবং মাঝে মাঝে ডিলিরিয়ামের মত ভুল বকে, তাদের মনের এই বিচলিত অবস্থা বা কনফিউসনে অনেকটা যেন মাতালের মত উন্মত্ততা বলে বোধ হয়। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যে অবস্থা হয়, অনেকটা যেন তেমনি বোধ হয়। সে অনেকটা যেন বোকা বা মূর্খের মত কথা বলে বা কাজ করে, গান গায়, এবং যখন-তখন শিস্‌ দেয়, ভবিষ্যৎবাণী করে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের হয়, তারা পারিপার্শ্বিক বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ে, যারা ধীর-স্থির ও নম্র স্বভাবের তারা গম্ভীর, একগুঁয়ে ও দাম্ভিক হয়ে পড়ে।

রোগীর পক্ষে দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশীর ক্রিয়া ও দেহ চালনার মধ্যে সংযোগ সাধন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে, মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থাও ঠিক ভাবে হয় না, হাত ও আঙ্গুল নাড়াচাড়া করায় জড়তা বা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। মেয়েরা হাত থেকে জিনিস-পত্র ফেলে দেয়, জিনিসপত্র ধরা হাতের আঙ্গুল হঠাৎ খুলে যাবার জন্য প্রায়ই হাত থেকে জিনিসপত্র পড়ে যাওয়া লক্ষণে ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ। **'এপিস'**-এ ও ঐরূপ লক্ষণ পাওয়া যায় তবে এই ওষুধটি একে অপরের বিপরীত। 'অ্যাগারিকাসের' রোগী সর্বদা আগুন বা উনুনের পাশে থাকতে চায় কিন্তু 'এপিস'-এ রোগী সর্বদাই রান্নাঘর থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে। কাজের মধ্যে এই এলোমেলো ভাবের কারণ উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক ও শারীরিক। এইসব প্রতিটি পরিবর্তন রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে যোগ সূত্রের কাজ করে। অ্যাগারিকাসের রোগী কখনো কখনো মূর্খ, বোকা-সোকা এবং কদর্য বা অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের হয়, আবার কখনো তারা খুব কর্মকুশল, নিপুণ ও শিল্পীর মত কবিত্বময় হয়; বিনা চেষ্টাতেই, বিশেষত রাত্রে সে কবিতা মুখস্থ বলে যায়! সকালে সে খুব ক্লান্ত বোধ করে ও শ্লথ হয়ে পড়ে এবং এই অবস্থা দুপুর পর্যন্ত চলতে পারে। তার মানসিক লক্ষণগুলি সকালে বৃদ্ধি পায় এবং সন্ধ্যার দিকে কমে যায়! রোগী ঘুমালে দেহের সব ঝাঁকানি ও কাঁপুনি থেমে যায়। খোলা হাওয়ায় ঘুরলে তার মাথা ঘোরে, সে সর্বদাই শীতকাতুরে হয় এবং তার মানসিক বিশৃঙ্খলা ও মাথাঘোরা অবস্থা একত্রে মিলেমিশে থাকতে দেখা যায়।

স্পাইন্যাল কর্ডের বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে মাথাধরার বেদনায় মনে হয় যেন সূচালো বরফ অথবা হিমশীতল সূচ তার মাথায় ছোঁয়ানো বা ঢোকানো হচ্ছে। এরূপ অনুভূতি দেহের অন্যান্য অংশেও দেখা যেতে পারে! মাথাব্যথায় মনে হয় যেন পেরেক বা সূচালো কিছু বিঁধছে। সকালের দিকে কালচে, গাঢ়, বা অল্পখানিকটা

রক্তপাত হতে পারে, তবে সে রক্ত এতই ঘন যে ফোঁটাও পড়ে না। মাথায় খুব শীতল বোধ, মাথার তালুতে অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি থাকতে পারে; চুলকালে বা আঁচড়ালে জায়গাটা বেশি ঠাণ্ডা বোধ হয়। দেহের যেকোন অংশে কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানো বা সুড়সুড় করা বোধ থাকে এবং সেখানটা না চুলকে পারা যায় না, আর চুলকালেই সেখানটা বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়া যেন ঐ স্থানের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বলে বোধ হয়। 'কোরিয়া'-র মত মাথাটা সবসময় নড়াচড়া করে, মাথার তালুতে চুলকানো ভাব সকালে বিছানা ত্যাগের সময়ই বিশেষভাবে দেখা দেয়, এখানেও আমরা সাধারণভাবে সকালের দিকে উপসর্গের বৃদ্ধি দেখতে পাই। অনেক ক্ষেত্রে মাথার তালুতে স্পষ্ট হয়ে ওঠা উদ্ভেদ, মামড়ী পড়া অবস্থার 'একজিমা' প্রভৃতিও দেখতে পাই।

চোখে কুঁচকে যাওয়া ও ঝাঁকানি লাগা ভাব অ্যাগারিকাসে দেখা যায়। রোগী তাকালে তার চোখ যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত সর্বদাই এদিক-ওদিক নড়ে, সে দৃষ্টি স্থির করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তার দৃষ্টি অস্থিরভাবে নড়াচড়া করে, ঘুমের সময়ই কেবল চোখের এই অবিরাম নড়াচড়া অবস্থাটা বন্ধ থাকে। চোখের এই ধরনের লক্ষণ **সাইকিউটা, আর্সেনিক, সালফার, পালসেটিলা** প্রভৃতি ওষুধেও আরোগ্য হয়, তবে ওষুধ নির্বাচনের পূর্বে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে। অ্যাগারিকাসে চোখের দৃষ্টিতে নানা ধরনের ভুল রঙ ও দৃশ্য ফুটে ওঠা, চোখের সামনে দৃশ্য যেন ছুটে বেড়াবার জন্য লেখা-পড়া করতে অসুবিধা, যে জিনিস যেখানে থাকবার কথা সেটা সেখানে যেন নেই এরূপ বোধ, চোখের সামনে কালো মাছির মত কিছু দেখা, সব জিনিস চোখে দুটো করে দেখা, চোখের নড়াচড়া করার ক্ষমতা অনিয়মিত বা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়া, 'পিউপিল' ছোট বা বড় হয়ে যাওয়া, যেন কুয়াশা বা মাকড়সার জাল দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছে বলে মনে হওয়া, স্প্যাজম বা টান্‌ধরা ভাবের জন্য চোখে ঝাঁকুনি লাগা বা কুঁচকে যাবার মত বোধ, 'কোরিয়া'-র মত চোখের নড়াচড়া এবং চোখে রঙ ও দৃশ্যের দৃষ্টি-বিভ্রম প্রভৃতি বিশেষ ধরনের লক্ষণ পাওয়া যায়।

দেহের যে কোন স্থানে তুষার-ক্ষতের মত লাল হওয়া, জ্বালা ও চুলকানো, ঠাণ্ডায় হাত-পা ফাটা বা চিলব্লেইন'-এর মত অনুভূতি প্রভৃতি যে কোন উপসর্গের সঙ্গে দেখা যায়। রোগী কানে কম শোনে, এমনকি বমিও হতে পারে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে খুব আস্তে বলা কথা বা শব্দ বেশ স্পষ্ট শুনতে পায়। সকালের দিকে রোগী অলস, বোকা-সোকা ও পরিশ্রান্ত থাকে কিন্তু সন্ধ্যার দিকে সে বেশ ঝক্‌ঝকে, উচ্ছল, কর্মপটু, কবিত্বময় ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে যায়, মেধাবী ছাত্রের মত সে গভীর রাত্রেই উঠে পড়ে এবং নানা ধরনের কাজ বা খেলাধুলা করতে চায়।

নাক থেকে রক্তপড়া এবং দুর্গন্ধ স্রাব হতে দেখা যায়। যক্ষ্মাপ্রবণ ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের মতই দীর্ঘস্থায়ী পুরানো স্রাব নির্গত হয় এবং তার সঙ্গে নাকে শুষ্কতা ও

মামড়ী পড়ার মত অবস্থা থাকলে অ্যাগারিকাস তা নিরাময় করতে সক্ষম। যক্ষ্মার প্রাথমিক অবস্থাকেও এই ওষুধটি সারাতে পারে। নাক তুষার-ক্ষতের মত লাল হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী ও পুরানো সর্দি-কাশি, দীর্ঘদিন ধরে যারা মদ্যপায়ী তাদের নাকের ডগায় লাল ভাব প্রভৃতি সারাতে এই ওষুধটি **'লিডাম'** এবং **'ল্যাকেসিসের** মতই কার্যকরী হয়।

কোন কোন লোক তাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজ কর্মের সময় বেশ কম পটু থাকে, কিন্তু তাদের স্বাভাবিক কাজের বাইরে নতুন কোন কাজ করতে গেলেই তারা যেন বোকা-হাবার মত হয়ে পড়ে এবং বিশেষভাবে এরূপ অবস্থা সকালের দিকে দেখা যায়। রোগী সকালের দিকে নতুন কোন কাজের চিন্তাভাবনাই করতে পারে না, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে ঐসব কাজই সে বেশ পটুতার সঙ্গে করতে পারে; কফি, চা বা মদজাতীয় কোন পানীয় গ্রহণের পরে যেমন লোকে কাজে উৎসাহী হয়ে পড়ে, অ্যাগারিকাসের এই রোগীও অনেকটা যেন তেমনি হয়ে থাকে। মাদক দ্রব্যের কুফল দূর করতে ওষুধটি বেশ কার্যকরী। **'জিঙ্কাম'** এবং এই ওষুধটিতে মেরুদণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হতে দেখা যায় এবং দুটিতেই যে কোন উত্তেজক পানীয় বা খাদ্য গ্রহণের পর উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যাবে।

মৃগীজনিত 'কনভালসন' অথবা হিস্টিরিয়াজনিত মূর্চ্ছারোগের সঙ্গে মুখে ফেনা ওঠা, দেহ পিছন দিকে বেঁকে শক্ত হয়ে ওঠা বা 'ওপিসথোটোনস', মুখমণ্ডলের মাংসপেশীতে টানধরা প্রভৃতি অবস্থাকে অ্যাগারিকাস সারাতে পারে। মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর যে কোন একটি ক্ষুদ্র মাংসপেশী অথবা কয়েকটি মাত্র মাংসতন্তুতে মৃদু কম্পন আরম্ভ হতে পারে এবং পরে সেগুলি থেমে গিয়ে অন্য কোনও মাংস-তন্তু একই ভাবে কাঁপে এবং এই ধরনের লক্ষণে রোগী যেন পাগলের মত হয়ে যায়। এইরূপ অবস্থা অ্যাগারিকাসের মত **'নাক্সভমিকা'**-তে ও দেখা যায়।

দাঁত যেন খুব লম্বা হয়ে গেছে বলে বোধ হয় এবং স্পর্শে খুব সংবেদনশীল হয়। জিহ্বায় মৃদু কম্পন, টানধরা, ঝাঁকানি লাগার মত হওয়া, কথা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, কথা জড়িয়ে যায়। জিহ্বা শুকনো ও কম্পমান থাকে। শিশুদের কথা বলতে শেখা কষ্টকর হয়। জিহ্বার নিচের অংশের জোড় বা 'ফ্রেনাম'-এ 'ফ্যাগেডিলা'র মত পুঁজযুক্ত ক্ষত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। মুখে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, মার্কারিজনিত ক্ষত হতে পারে। স্তন্যপায়ী শিশুদের মত বড়দের মুখেও ছোট ছোট ফোস্কার মত হতে দেখা যায়। গলায় পুরানো ক্ষত, টনসিল আক্রান্ত হয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া, পাকস্থলীতে দাঁত দিয়ে কাটা বা চিবানোর মত ব্যথায় মনে হয় যেন খিদে পেয়েছে কিন্তু খাদ্য গ্রহণের কোন ইচ্ছা থাকে না।

বায়ুনিঃসরণ, কষ্টকর ঢেকুর ওঠা, পেট খুব বেশি ফুলে ওঠা বা টিম্প্যানাইটিস, পেটের ভিতরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ ও নানা ধরনের গোলযোগ দেখা দিতে পারে; দুর্গন্ধ-যুক্ত বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে পেটে গুড় গুড় শব্দ হয় এবং মনে হয় যেন পেটের ভিতরে বায়ু বজ্‌ বজ্‌ শব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কোন কিছু খেলেই তা অজীর্ণ হয়ে যায়, পেটে

শব্দ যুক্ত গ্যাস ওলট-পালট করে এবং যেমন পেটে কিছু বিঁধছে এরূপ বেদনা বোধ হয় ; নির্গত বায়ু বা মলে ভীষণ দুর্গন্ধ থাকে ; টাইফয়েডে পেটে টিম্প্যানাইটিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় ; খারাপ ধরনের টাইফয়েডের সঙ্গে মাংসপেশীতে কাঁপুনি ও ঝাঁকানি লাগা, পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা, শীর্ণতা ও নানা মানসিক লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

প্রাতঃকালীন ডায়রিয়া, প্রচুর গরম বায়ু নিঃসরণ (**অ্যালো**), সঙ্গে রেক্টামে জ্বালা, পাতলা মল ও খুব কোঁথানি দেখা দেয় ; মলত্যাগের তীব্র বাসনা, মলত্যাগের পূর্বে সময়ে ও পরে মনে হয় যেন মলদ্বার ফেটে যাবে (**মার্কসল, সালফার**)। মলদ্বারে আকস্মিকভাবে তীব্র ধরনের ব্যথা দেখা দেয়। রোগী মলত্যাগে বিলম্ব সহ্য করতে পারে না, একটি অস্বস্তিকর, ফেটে যাবার মত অনুভূতি হয়। মলত্যাগের পূর্বে পেটে কেটে যাওয়া, ফেটে যাবার, কিছু বিঁধে যাবার মত বোধ হয়, টাটানি দেখা দেয় ও মলদ্বারে বেদনাদায়ক কোঁথানি বা 'টেনেসমাস' থাকে ; মলত্যাগের সময় পেটে ব্যথা ও বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে মলদ্বারে জ্বালা, টন্‌টন্‌ করা, তীক্ষ্ণধরনের কেটে যাবার মত ব্যথা, ঘাম প্রভৃতি দেখা দেয় ; কুঁচকি থেকে পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া বেদনা মলত্যাগের পরেও চলতে থাকে। মলত্যাগের পরে মাথাধরা কমে যায় কিন্তু মলদ্বারে কামড়ানো, ব্যথা ও কোঁথানি থাকে, মলদ্বারে কেটে যাবার মত ব্যথা, তলপেটে মোচড়ানো ব্যথা, পেট ফুলে ওঠা, পেট ও নাভির চারপাশে ভার বোধ ; বুকেও ব্যথা দেখা দেয় ; মলত্যাগের পরে কোঁথানি ও টাটানি বেড়ে যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে রেক্টামে পক্ষাঘাতের মত অসাড়বোধের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়, মল খুব শক্ত থাকে এবং মলত্যাগের জন্য খুব জোরে বেগ দিতে হয় কিন্তু তবুও মল বেরোতে চায় না। পায়ের দিকে পক্ষাঘাতের সূত্রপাতের সঙ্গে মাংসপেশীতে সংকোচন ও মেরুদণ্ডে জ্বালা বোধ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব বেশি চেষ্টার পরেও মল না বেরোনোর জন্য চেষ্টা করা ছেড়ে দেবার পরে অসাড়ে মল বেরিয়ে এসেছে। এই লক্ষণটি কেবলমাত্র **আর্জেন্টাম নাইট্রিকামে** (মল ও প্রস্রাব) আছে বলেই পূর্বে জানা ছিল। মলের মত মূত্রত্যাগেরও খুব চেষ্টা করতে হয়। প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে। মূত্রত্যাগের সময় তা ঠাণ্ডা বোধ হওয়া এই ওষুধটির একটি প্রধান লক্ষণ। প্রস্রাব মূত্রথলী থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে সরু ধারায় বা ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, বেগ বাড়াবার জন্য তলপেটে অথবা ইউরেথ্রাতে চাপ দিতে হয়। প্রস্রাব জলের মত পরিষ্কার, উজ্জ্বল হলুদ, কালচে হলুদ হয় এবং গরমও থাকে ; লাল, ছেঁড়া ছেঁড়া উলের মত অথবা ধুলোর মত থিথানি পড়তে পারে। সকাল থেকে দুপুরের আগে পর্যন্ত প্রস্রাব জলের মত স্বচ্ছ, বিকালের দিকে দুধ বা ঘোলের মত হয়, লালচে অথবা সাদাটে থিথানি (ম্যাগনেসিয়া ফসফেটের জন্য) এবং উপরে সরের মত ভাসতে দেখা যায়। প্রস্রাবে ফসফেট থাকে, প্রস্রাব দুধের মত সাদা হয়, পেট্রোলের মত তেলতেলে কিছু যেন উপরে ভাসে। যে সব রোগী বাত, গেঁটে-বাত অথবা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত তাদের প্রস্রাব কমে যায়, রোগী খুব ক্ষীণ, ফেকাশে ও

শীতল ধাতুর হয় এবং যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা থাকে। প্রস্রাব কমে গিয়ে মাথাধরা আরম্ভ হতে পারে। রোগী সাধারণত কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগে কিন্তু, কোষ্ঠ পরিষ্কার হলে তার মাথাধরা কমে যায়। **ফ্লোরিক অ্যাসিড**'-এ প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব ত্যাগ করতে পারলে রোগীর মাথাধরা দেখা দেয়।

মেয়েদের স্তনে দুধ আসা একদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়ে মস্তিষ্ক অথবা মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ স্নায়ুতন্ত্র বা স্পাইন্যাল কর্ডে রক্তাধিক্য ঘটে। দেহের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রোগের সংক্রমণ বা 'মেটাসটেসিস' ঘটতে পারে; বিশেষত স্তনে দুধ আসা বন্ধ হয়ে গিয়ে অন্য-উপসর্গ দেখা দিলে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হবে।

জননেন্দ্রিয়-যন্ত্রসমূহ কুঁকড়ে যায় ও শীতল বোধ হয়। পুরুষ ও মহিলাদের যৌন-যন্ত্রাদির উপসর্গের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, এই ওষুধটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রুভিংয়ের সময় স্ত্রী যৌন-যন্ত্রাদি বিষয়ে বিস্তারিত লক্ষণ সংগ্রহ করা হয়নি, তবে পুরুষদের জননেন্দ্রিয় সম্পর্কিত লক্ষণের সঙ্গে স্ত্রী অঙ্গের যন্ত্রাদির লক্ষণ সমূহে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি মহিলাদের মতই যৌন-সংসর্গে বৃদ্ধি পায়। যৌন উত্তেজনা, অত্যধিক যৌনসংসর্গ প্রভৃতির জন্য মহিলাদের মধ্যে মূর্চ্ছাভাব এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়। হাত-পা কাঁপা, সংকোচন প্রভৃতির মত অ্যাগারিকাসের অন্যান্য লক্ষণগুলি যৌন সঙ্গমের পরে খুব বেড়ে যায়, কারণ, যৌন সম্পর্কীয় ক্রিয়াদি স্পাইন্যাল কর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্পাইন্যাল কর্ডের সঙ্গে যুক্ত সকল ধরনের উপসর্গই যৌন সঙ্গমের পরে বৃদ্ধি পায় বা তাদের অবনতি হয়।

পুরুষদের ক্ষেত্রে, সঙ্গমের পরে যৌনাঙ্গে জ্বালাবোধ এবং সেটা যৌনাঙ্গের ভিতরে হেজে যাওয়া অথবা 'সেমিনাল ফ্লুইড' নির্গমনের সময় গরম থাকে বলে হতে পারে, এই অবস্থা কেবলমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। সঙ্গমে বীর্য নির্গমনের সময় প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডে জ্বালাবোধ, সঙ্গমের পূর্বে ও সময়ে খুব বেশি উত্তেজনা কিন্তু ঠিক বীর্য নির্গমনের সময় সেই উত্তেজনা কমে লিঙ্গ শিথিল হয়ে যাবার ফলে যৌন-মিলন আনন্দবিহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যে সব ব্যক্তির স্পাইন্যাল কর্ডের দুর্বলতা আছে এবং যে সব নার্ভাস ধরনের লোকেদের দেহের সর্বত্র ঝিন্ ঝিন্ করা, যেন পিঁপড়ে বা অনুরূপ কিছু হেঁটে যাচ্ছে এরূপ বোধ থাকে, তাদের মধ্যেই এই ধরনের নিরানন্দময় যৌন সঙ্গম ও অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায়। যে সব ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে প্রস্রাব-দ্বার দিয়ে স্রাব নির্গমন, 'গ্লিট' সহ পুরোনো গনোরিয়া প্রভৃতির জন্য নানা ধরনের চিকিৎসা করিয়েও সুফল পাননি তাদের ঐসব উপসর্গ এই ওষুধটি দ্বারা নিরাময় করা যাবে। এই ওষুধের রোগীর লিঙ্গ শীতল ও বিশুষ্ক থাকে, অণ্ডকোষে খুব বেদনাদায়ক টান্‌টান্ ভাব দেখা দেয়। পুরাতন 'গ্লিট' অবস্থায় লিঙ্গের ভিতরে সব সময় চুলকায়, সুড়্‌সুড়্ করে এবং প্রস্রাবের শেষ ফোঁটাটি অনেকক্ষণ ধরে আটকে

থাকে। এই অবস্থায় অন্যান্য ওষুধের তুলনায় অ্যাগারিকাস ও **'পেট্রোলিয়াম'** ওষুধ দুটি অধিক ফলপ্রদ হবে।

অনেক চিকিৎসক মহিলাদের জরায়ু পথে যেন কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসছে এরূপ বোধ সহ বেদনায় **'পালসেটিলা'**, **'সিপিয়া'** প্রভৃতি ব্যবহার করেন, কিন্তু যাদের স্পাইন্যাল কর্ডের ইরিটেশন প্রভৃতির সঙ্গে যেন যৌন-যন্ত্রাদি টেনে বের করে আনা হচ্ছে এরূপ বোধ হবে তাদের পক্ষে অ্যাগারিকাস সবচেয়ে ভাল ফল দেবে। লম্বা, পাতলা, নার্ভাস ও চঞ্চল ধরনের মহিলাদের দেহে সুড় সুড় করা বা কোন কিছু গা বেয়ে উঠছে বা হাঁটছে এরূপ অনুভূতি থাকলে অ্যাগারিকাস অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় মাথাধরা, দাঁতে ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যে কোন উপসর্গই ঋতুস্রাবের আগে বা পরের তুলনায় ঋতুস্রাব আরম্ভ হলে বেশি বেড়ে যেতে দেখা যাবে। ঋতুস্রাব শেষ হবার মুখে হার্টের গোলযোগ এবং জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ বা ঠেলে বেরিয়ে আসা অবস্থা দেখা দিতে পারে।

'লিউকোরিয়া' বা সাদাস্রাব প্রচুর পরিমাণে, কালচে, রক্ত মেশানো ও হাজাকর হতে দেখা যায়। এই অবস্থায় এই ওষুধটির সঙ্গে 'ফ্লোরিক অ্যাসিড'-এর কথাও বিবেচনা করা উচিত, কারণ এদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। দুটি ওষুধেই প্রচুর পরিমাণ হাজাকর সাদাস্রাব হতে দেখা যায়, স্রাব এত হাজাকর হয় যে যৌনাঙ্গের যেখানে ঐ স্রাব লাগে সেখানেই হেজে গিয়ে দগদগে হয়ে ওঠে, ফলে রোগীর পক্ষে হাঁটাচলা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। **'ফ্লোরিক অ্যাসিড'**-এ স্নায়বিক লক্ষণ ছাড়াও মাথাধরা প্রস্রাব করলে কমে যেতে অথবা প্রস্রাব পেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব করতে না পারলে মাথাধরা হতে অথবা প্রচুর পরিমাণে হাজাকর সাদাস্রাব হয়ে থাকে।

বুকের বিভিন্ন ধরনের অসুখে অ্যাগারিকাস খুব ভাল কাজ করলেও এই ওষুধটির কথা কমই ভাবা হয়ে থাকে। ফুসফুসে যক্ষ্মার মত অবস্থাকে ওষুধটি সারিয়েছে। বুকে শ্লেষ্মার সঙ্গে রাত্রিতে ঘাম এবং স্নায়ুজনিত উপসর্গ দেখা যায়। সামান্য কয়েকবার কাশির দমক পরে হাঁচিতে এসে শেষ হয়। খুঁৎখুঁনিযুক্ত কাশির সঙ্গে সন্ধ্যার দিকে ঘাম, কাশির সঙ্গে নাড়ীর গতি দ্রুত থাকা, কাশিতে পুঁজের মত শ্লেষ্মা ওঠা প্রভৃতি সকালের দিকে এবং চিৎ হয়ে শুলে বৃদ্ধি পায়। যক্ষ্মা রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় ওষুধটি খুবই কার্যকরী। এক ব্যক্তির উপর **'টিউবারকিউলিনাম'** ওষুধটা পরীক্ষা করতে গিয়ে, সে খুব বেশি সংবেদনশীল থাকায়, প্রথম ডোজটি তাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল। ঐ ওষুধের প্রুভিং-এর সময় ঐ ব্যক্তি এত শীর্ণ হয়ে পড়ে যে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সে মরতে চলেছে। বেশ কিছুদিন ধৈর্যের সঙ্গে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখার পরে তার দেহে অ্যাগারিকাসের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তা থেকেই এই ওষুধ দুটির মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং হেরিঙ্ সাহেবের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অ্যাগারিকাসের সঙ্গে যক্ষ্মারোগপ্রবণ ধাতুর সম্পর্ককে ঐ পরীক্ষাটি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অ্যাগারিকাস ঐ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে এবং সে বেশ মোটা-সোটা হয়ে যায়।

অ্যাগারিকাসে স্নায়বিক প্যালপিটেশন বা বুক ধড়ফড় করা অবস্থা হয় এবং তা সন্ধ্যার দিকে বাড়ে। হার্টের শক্ ও উত্তেজনা বা শিহরণ, হার্টের স্প্যাজ্ম্ বা খেঁচুনি, ঝাঁকানি লাগার মত অবস্থা ও অন্যান্য বিভিন্ন উপসর্গই এই ওষুধটি দিয়ে সারানো যায়। আকস্মিক কোন গোলমাল বা তীব্র শব্দে, ঢেকুর উঠলে, কাশি হলে, চিৎ হয়ে বা বামদিকে চেপে শুলে এই শক দেখা দেয় এবং রাত্রিতে, জ্বরের মধ্যে তা বেড়ে যায় ; অনেক ক্ষেত্রে এই শকের লক্ষণগুলি পেট, পিঠ, হাত-পা প্রভৃতি অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। বুকের বাইরের অংশে ওষুধটির সাধারণ লক্ষণ হিসাবে সুড় সুড় করা অথবা পিঁপড়ের মত কিছু যেন হেঁটে যাচ্ছে এরূপ বোধের কথা জানা যেতে পারে।

পিঠে নানা ধরনের বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের সবটাতেই খুব শক্ত ও টান্ধরা ভাব থাকতে পারে। পিঠ বাঁকাতে গেলে মনে হয় যেন মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে, মনে হয় যেন পিঠে খুব শক্ত কিছু বাঁধা আছে। মেরুদণ্ডের গভীরে সুড় সুড় করা, তীব্র ধরনের দ্রুতগামী ঝিলিক দেওয়ার মত ও জ্বালা করা ব্যথা দেখা যায়, ব্যথা পিঠ বেয়ে উপরে ওঠে ও নিচে নামে, মেরুদণ্ড স্পর্শে, বিশেষভাবে ঘাড়ের পিছনে এবং দুটি 'স্ক্যাপুলা'র মধ্যবর্তী অংশে খুব স্পর্শকাতরতা দেখা যায়। স্পাইন্যাল ইরিটেশনের ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডে গরম সেক্ সহ্য হয় না। অনেকক্ষেত্রে মৃগীরোগের মত পিঠ বরাবর যেন শীতল বায়ু ছড়িয়ে পড়ছে বলে বোধ হয়, মনে হয় যেন দেহে বরফ লাগানো বা ছোঁয়ানো হচ্ছে। দেহে শীতল অনুভূতি, পিঠে শীতকাতরতা, সুড়সুড় করা, পোকা বা পিঁপড়ে হাঁটার মত অনুভূতি দেখা দেয় ; কখনো কখনো পিঠের ত্বকে অসাড়ভাবও থাকে। ব্যথা বেশির ভাগই ঘাড়ের পিছনে ও কোমরের নিচের (লাম্বো সেক্রাম) অংশে দেখা দেয় এবং ঐ ব্যথা যৌন-সঙ্গমের সঙ্গে সম্পর্কিত। লাম্বার ও সেক্রাম অংশে বেদনা প্রধানত পরি[illegible] ওঠা-বসা করা প্রভৃতিতে বৃদ্ধি পায়, সেক্রামের ব্যথায় মনে হয় যেন ওখানে আঘাত করা হয়েছে, যেন ঐ স্থানটা ভেঙ্গে যাবে। মেয়েদের কোমরের নিচে বা জঙ্ঘায় ব্যথা হতে দেখা যায়।

বাহু, হাত-পা প্রভৃতি অংশে সাধারণভাবে সংকোচন বোধ হয়, সেখানে অসাড়তা, 'কোরিয়া'র মত কাঁপুনি, এখানে-সেখানে জ্বালাবোধ, বিশেষ বিশেষ অংশে শীতলতা ও পক্ষাঘাতের মত বোধ হয়। অস্থি-সন্ধির বাত অথবা গেঁটে বাত হতে পারে। পায়ের দিকে পক্ষাঘাত, কাঁপুনি ও দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যায়। হাতে খুব জ্বালা ও চুলকানি বোধ হয়, মনে হয় যেন হাত বরফের মত জমে গেছে। ছোট অস্থি-সন্ধি বা জয়েণ্টে রক্ত সঞ্চালন কম হওয়ায় ঐ সব অংশে তুষার-ক্ষতের মত লক্ষণ দেখা দেয়। হাত, পায়ের আঙ্গুল শক্ত ও অনমনীয় হয়ে পড়ে।

দেহের বিশেষভাবে নিম্নাঙ্গের হাড় বিশ্রামের সময় যেন ভেঙ্গে যাবে বলে বোধ হয়, মনে হয় যেন 'টিবিয়া' ভেঙ্গে যাবে। টিবিয়ায় কামড়ানো ব্যথা হয়। ছোট ছোট শিশুদের হাত-পায়ে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া ব্যথা দেখা দেয় এবং হাত ও পায়ে এত ঠাণ্ডা

বোধ হয় যে তারা আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়! অস্থিতে বেদনা ও পায়ের ভার বোধ হয়, দেহের নিম্নাঙ্গে, পায়ের দিকে ব্যথা, কামড়ানো, হুল বা সূচ বেঁধার মত ব্যথা গরম সেক্-এ এবং নড়াচড়া করলে কম থাকে।

মহিলারা অন্তঃসত্ত্বা হবার পরেই পায়ের দিকে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। এই অবস্থা প্রতিবার অন্তঃসত্ত্বা হ'লেই দেখা দেয় এবং রোগিণী শয্যায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় অ্যাগারিকাসের দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়বে। পায়ে ভার বোধ, যেন ভারী কিছু পায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ব'লে বোধ হয়। পায়ের দিকে ঝাকুনি লাগার মত নড়াচড়া লক্ষ্য করা যেতে পারে।

অ্যাগনাস ক্যাসটাস
(Agnus Castus)

এই অত্যাশ্চর্য ওষুধটি প্রায়ই আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকে। অত্যধিক যৌন অত্যাচার এবং গোপনীয় দোষসমূহে যারা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে বা স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে তাদের বিভিন্ন উপসর্গে এই ওষুধটির কথা ভাবা উচিত। রোগাটে, ফেকাশে চেহারার যে সব লোক নিজেদের অতীত জীবনের বদঅভ্যাসের জন্য দুঃখিত, বিষণ্ণ থাকে তাদের জন্য ওষুধটি ফলপ্রদ। এই ওষুধটি পুরুষ ও মহিলা সবার পক্ষেই সমানভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। যৌন দুর্বলতা, যৌনাঙ্গের শিথিলতা ও সব ধরনের যৌন ক্রিয়াতেই বিকৃতি দেখা দেয়।

কোন এক মহিলা পূর্বে বহুবার যৌন অত্যাচার করেছে, বিবাহের পরে তার কোনরূপ যৌন উত্তেজনাই হ'ত না; তাকে এই ওষুধটি দিয়ে নিরাময় করা গেছে। পরে সে অন্তঃসত্ত্বা হয় কিন্তু তার স্তনে দুধ না আসায় পুনর্বার অ্যাগনাস প্রয়োগের তিন সপ্তাহ পরে তার স্তনে দুধ আসে।

স্তনে দুধ আসার পরে তা আবার বন্ধ হয়ে গেলে, উপরের বর্ণনা মত যৌন অত্যাচারের কথা জানা গেলে এবং মহিলাটি বিষণ্ণ থাকলে যদি বিরূপ কোন লক্ষণ না থাকে, তা হলে এই ওষুধটি তাকে রোগমুক্ত করবে।

জরায়ু থেকে রক্তস্রাব এবং যুবতীদের বন্ধ হয়ে যাওয়া ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে যৌন অত্যাচারের ইতিহাস পাওয়া গেলে, ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। ভ্যাজাইনা বা যৌনদ্বার খুব শিথিল থাকে, প্রায়ই প্রল্যাপ্স্ বা ঝুলে পড়া বা বাইরে বেরিয়ে আসার মত হয় এবং তার সঙ্গে ডিমের সাদা অংশের মত প্রচুর পরিমাণে 'লিউকোরিয়া' হয়ে থাকে।

দয়ালু কিন্তু বিষাদ-মলিন যে যুবকটি জীবনের পূর্বভাগের কুকর্মের জন্য বর্তমানে ভগ্নহৃদয়, নতুন বিয়ের পরেই সে নিজেকে পুরুষত্বহীন দেখতে পায়। তার গনোরিয়া হয়েছিল, সে খুব যৌন অত্যাচার করেছে এবং এখন তার যৌনাঙ্গ শিথিল ও শীতল হয়ে পড়েছে, মলত্যাগের সময় লিঙ্গ থেকে বীর্য ও প্রস্টেটের রস নির্গত

অর্থাৎ রেতঃস্খলন হয়। তার সুন্দরী, যুবতী স্ত্রীর সাহচর্যে তার কামোত্তেজনা বা লিঙ্গোদ্‌গম হয় না। অল্প কিছুদিন পূর্বেও তার গুপ্তকর্মে সাফল্য ছিল কিন্তু এখন কেবলমাত্র সকালের দিকে ছাড়া আর লিঙ্গোদ্‌গম হয় না। এই ধরনের কারণ জনিত অবস্থায় নানা ধরনের কষ্টকর লক্ষণ যেমন স্মৃতিশক্তি লোপ, হতাশা, আত্মহত্যা করবার বাসনা বা চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় এবং খিটখিটে মেজাজ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এইসব রোগীদের মধ্যে মাথাধরা, চোখে আলো সহ্য না হওয়া বা ফটোফোবিয়া এবং বিভিন্ন স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। ত্বকে কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকায় বা সুড়সুড় করে। মাথা, মুখমণ্ডল ও দাঁতে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হতে পারে। খুব সহজ-পাচ্য খাদ্য ছাড়া সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলেই তার পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দেয় এবং খুব গা-বমি ভাব থাকে। দেহের মাংসপেশী থলথলে হয়ে যায়, রক্তাল্পতা হয় লিম্ফগ্রন্থিগুলি, বিশেষত প্লীহা বড় হয়ে ওঠে। দিন দিন তার দেহ থলথলে ও ফোলা ফোলা হয়ে পড়তে থাকে। তার পেটের বিভিন্ন ভিসেরা (লিভার, প্লীহা প্রভৃতি) বড় হয়ে ঝুলে পড়ে; রেক্টাম-এ ক্রমশ দুর্বলতা বেড়ে গিয়ে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়; মলত্যাগের জন্য খুব চাপ বা জোর দিতে হয় কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাতে বিশেষ ফল হয় না, মল **সাইলিসিয়া, স্যানিকিউলা, থুজার** মত একটুখানি বেরিয়ে পুনর্বার ভিতরে ঢুকে যায়; মল বেশ বড় ও কঠিন থাকে। মলদ্বারে চুলকায়, তীক্ষ্মধরনের ব্যথা হয় এবং প্রস্রাবের মত গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়। মলদ্বার হেজে যায়। প্রায়ই রোগীর খুকখুকে কাশি দেখা দেয় এবং ঘাম হয়। তার হাত ও পা শীতল ও ক্লান্ত বোধ হয়। রোগী শীতকাতুরে থাকে এবং চুপচাপ শান্তভাবে থাকতে চায়। যে কোন পরিশ্রম বা নড়া-চড়া তার উপসর্গগুলিকে বাড়িয়ে তোলে। এইধরনের লোকেদের 'নিউরাসথেনিয়া' বা স্নায়ু দৌর্বল্য থাকলে অ্যাগনাস প্রযোজ্য।

এইল্যান্থ্যাস গ্ল্যান্ডুলোসা
(Ailanthus Glandulosa)

বিশেষ ধরনের জীবাণুঘটিত রোগ যেমন ডিপথেরিয়া, স্কারলেট ফিভার, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতিতে রক্তদূষণজনিত লক্ষণে সে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়। স্কারলেট জ্বরের মত ম্যালিগন্যান্ট বা মারাত্মক ধরনের রোগেই এই ধরনের অসুস্থতা বা রোগলক্ষণ বেশি দেখা যায়। ঐ জ্বরে স্বাভাবিক উদ্ভেদ না বেরিয়ে তার বদলে এখানে-সেখানে কিছু কিছু রক্তবর্ণের বা গোলাপী রঙের ছোপ বা দাগের মত পড়ে। স্বাভাবিকভাবে উদ্ভেদ না বেরিয়ে বা চাপা পড়ে গিয়ে দাঁতের মাড়ি ও নাক থেকে রক্তপাত এবং ভয়াবহ স্ফীতি দেখা দেয়। রোগীর চেহারা বেগুনে বা কালচে হয়ে যায় এবং মুখে হতবুদ্ধিভাবের ছাপ পড়ে; চোখে রক্তাধিক্য, এমনকি চোখ থেকে রক্তপাতও ঘটতে পারে।

রোগীর চেহারায় যে অবসাদের ছাপ পড়ে প্রকৃতপক্ষে সেটা বোধশক্তি বিলোপের চিহ্ন। গলার ভিতরে বেগুনি রঙের 'প্যাচ' এবং আক্রান্ত অংশটিতে 'ব্যাপটীসিয়া'-র মত একটা ফোলা ভাবও দেখা যাবে। দেহের রক্তের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের দ্রুত বিনষ্টি ঘটে এবং যে রক্ত চুঁইয়ে বেরোয় সেটা কালচে দেখায়। আক্রান্ত শিশু হতচেতন ভাবে পড়ে থাকে এবং তাকে জাগানো বা ওঠানো বেশ কষ্টকর হয়। কখনো কখনো আঙ্গুলের ডগায় অথবা দেহের অন্যান্য স্থানে ফোস্কার মত হয়, মুখ ও নাক থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। শিশুটি খুব দ্রুত মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কখনো কখনো রোগটি সামান্য একটু জ্বর দিয়ে শুরু হয়, কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে অথবা স্বাভাবিক কিছু কিছু উপসর্গ চাপা পড়ে গিয়ে অবাস্থাটা খারাপ ধরনের টাইফয়েডে পরিণত হয়। প্রথমে সামান্য রেমিটেণ্ট ধরনের জ্বর থাকলেও পরে খুব অবসাদ, খুব দ্রুত হৃৎস্পন্দন, দেহে বেগুনি বা নীলচে রঙ অর্থাৎ দেহের অংশের শিরায় রক্তাধিক্য ঘটে ত্বকে বেগুনি রঙ নিয়ে আসে এবং চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠতে দেখা যায়। কোন স্বল্পবিরাম বা রেমিটেণ্ট জ্বরের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যখন মারাত্মক জটিল সব উপসর্গ, হতবুদ্ধিভাব ও ত্বকে চাকা চাকা দাগ দেখা দেয় তখন সেটা যে মারাত্মক কোন জীবাণুঘটিত ও রক্তদূষণের জন্যই হয়েছে সেটা বুঝতে আর অসুবিধে হবার কথা নয়।

এইরূপ অবস্থার সঙ্গে যে মানসিক লক্ষণ দেখা দেয় সেগুলিও খুব লক্ষণীয়। রোগী জেগে থাকলেও যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে বলে মনে হয়। শিশুর মনে হয় যেন তার চারপাশে ইঁদুর বা ঐ জাতীয় কিছু ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন তার দেহ বেড়ে উঠছে, তাই সে কান্নাকাটি করে। তার স্মৃতিশক্তি কমে যায়, একটু আগেই যে কথা বলা হয়েছে সে কথাও সে ভুলে যায়, যে ঘটনা পূর্বে ঘটেছে সে সব সে ভুলে যায় অথবা যেন সে সব কথা সে কোথাও পড়েছে বলে মনে হয়, পূর্বে যা কিছু ঘটেছে সবই যেন স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে বলে বোধ হয়। কোনরূপ মানসিক প্রচেষ্টাতেই সে মনঃসংযোগ করতে পারে না। কোন প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে না, যেন সে তন্দ্রা বা অর্ধচেতন অবস্থায় আছে এবং পরে সম্পূর্ণ চেতনাহীন হয়ে পড়ে। রোগী দেহের অবসাদে সর্বদাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। খুববেশি খিটখিটে ভাব, অর্ধচেতন অবস্থা এবং সব শেষে সম্পূর্ণভাবে হতচেতন বা অজ্ঞান হয়ে পড়া, ডিলিরিয়ামে ভুল বকা, বিড় বিড় করে কথা বলা প্রভৃতির সঙ্গে অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে যেটা সাধারণত যে কোন জটিল জীবাণুঘটিত বা 'জাইমোটিক' রোগে দেখা যায়। ডাঃ ওয়েলস তৎকালে ব্রুকলিনে এপিডেমিক অবস্থার স্কারলেট ফিভারে এই ওষুধটি ব্যবহার করে অনেক জ ন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ওষুধটি মারাত্মক ধরনের স্কারলেট ফিভারকে মৃদু বা সাধারণ অবস্থায় নিয়ে আসতেও সক্ষম।

পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত লক্ষণগুলি ছাড়াও ওষুধটিতে চুলপড়া এবং রাত্রে চোখ বন্ধ করলে চোখের সামনে আলোর ঝলকানি দেখা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যাবে। চোখের

তারা বা পিউপিল বড় ও প্রসারিত হয়ে থাকে, নাক থেকে প্রচুর পরিমাণে পাতলা, বর্ণহীন রক্তমেশানো স্রাব নির্গত হয়, খুব বেশি অবসাদ ও চেহারায় খুব অসুস্থতার ছাপ পড়ে, মুখমণ্ডল মেহগনির মত কালচে বাদামী হয়ে পড়ে সেটা স্কারলেট জ্বর চাপা পড়ে থাকলে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে বেগুনি, ফোলা ফোলা ও হতবুদ্ধিভাব দেখা যায়। ওষুধটি বেশি ব্যবহৃত না হ'লেও প্রয়োজনে খুব কার্যকরী হয়ে থাকে। মারাত্মক ধরনের স্কারলেট জ্বর বা অনুরূপ অবস্থায়, বিশেষত এপিডেমিকের সময় এই ওষুধটি খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মারাত্মক বা ম্যালিগন্যান্ট ধরনের স্কারলেট জ্বরে দেহের বিভিন্ন স্থানে, আঙ্গুলের ডগায় ফোস্কা হয়ে শিশুটি যদি বেঁচে থাকে তা হলে ঐ ফোস্কা ফেটে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হবে। এগুলি জীবাণুঘটিত জটিল বা জাইমোটিক অবস্থা। মারাত্মক স্কারলেট ফিভারের মত উদ্ভেদ বেরিয়ে না এলেও আঙ্গুলের চাপে দেহের ত্বকে সাদাটে ছাপ পড়ে যায় এবং ঐ ছাপ মিলিয়ে যেতেও বেশ দেরি হয়। এইরূপ জাইমোটিক অবস্থা যত দেখা দেবে দেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াও ততই শিথিল হয়ে পড়বে এবং সেই অবস্থায় এই ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়। কোন উদ্ভেদ না থাকলেও ত্বকে রক্তাধিক্য বা কনজেস্‌শন থাকে এবং সেটা শিরায় রক্ত জমে থাকার দরুন হয়। কয়েকটি ওষুধে এইরূপ লক্ষণ থাকলেও **'ভেরেট্রাম ভিরিডি'** ভ্যাসো-মোটর প্যারালিসিস সৃষ্টি করায় ত্বকে চাপ দিলে দীর্ঘ-স্থায়ী ছাপ বা দাগের সৃষ্টি হয়। এইসব জাইমোটিক বা জীবাণুঘটিত অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই বাসি বা পচা মাংসের মত ভীষণ দুর্গন্ধ রোগীর গায়ে পাওয়া যায় এবং সেইরূপ অবস্থায় এই ওষুধটি নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

রোগীর গলায় খুব বেশি স্ফীত ও গাঢ় লাল অথবা বেগুনি রঙ দেখা যায়। ডিপথেরিয়ার সঙ্গে খুব বেশি অবসাদ থাকে। গলার ভিতরে সাদাটে ভাব ও ফোলা, টনসিল বড় হয়ে ওঠা ও তার গায়ে ক্ষত বা আলসারে ভর্তি থাকতে দেখা যায়। গলা ও টনসিল দেখে মনে হয় যেন ঐ অংশে চাপ দিলে শোথের মত দেবে গিয়ে গর্তমত হয়ে যাবে। এই ধরনের জটিল জীবাণুঘটিত বা জাইমোটিক উপসর্গের প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ ধরনের ডায়রিয়া হয় এবং মলে খুব দুর্গন্ধ থাকে। এই অবস্থায় রোগটা যাই হোক না কেন ঘাড়ের পিছনে ও মাথায় ব্যথা হতে দেখা যাবে।

রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, অনিয়মিত ও ভারী হয়ে পড়ে, হাত ও পায়ের তলায় জ্বালার জন্য সেখানে ঠাণ্ডা কিছু লাগাতে বা হাত ও পা ঠাণ্ডায় রাখতে চায়; মনে হয় যেন পা বেয়ে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে অথবা যেন একটা সাপ পা বেয়ে উঠছে। এই সব জটিল ধরনের অসুস্থতার সঙ্গে খুব দ্রুত দেখা দেওয়া অবসাদ, বমি, ক্ষীণ ও দ্রুতগতির পাল্‌স্ এবং ত্বকে বেগুনি বা কালচে আভা দেখা দেয়। মস্তিষ্ক থেকে হাত-পায়ের দিকে বিদ্যুতের মত একটা শিহরণ বয়ে যায়। শীত, উত্তাপ ও ঘাম থাকে এবং শীতভাব সকাল ৮টা নাগাদ আসে। শীতভাবের সময় খাদ্য বমি হয়ে উঠে যায় এবং জঙ্ঘার দিকে কিছু বিঁধে যাবার মত বেদনা বোধ হয়। শীতভাবের পরেই মারাত্মক ধরনের উদ্ভেদ, বিশেষভাবে মুখমণ্ডল ও কপালে দেখা দেয়।

শীতভাবের সঙ্গে খুব খিদে, পেটে শূন্যতা বোধ এবং ঘাড়ের পিছনে, পিঠে ও জঙ্ঘা-সন্ধিতে অসহ্য বেদনা দেখা দেয় এবং সাধারণত এর পরেই তীব্র ধরনের রক্তাধিক্য ও মাথায় পূর্ণতাবোধের সঙ্গে উত্তাপ অবস্থা আসে।

হামজ্বর অথবা স্কারলেট জ্বর যাই হোক না কেন তাতে হামের মত মিলিয়ারী উদ্ভেদ স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে না এসে এখানে-সেখানে ছোট ছোট বৃত্তে 'প্যাচ্', এর মত হয় ও কালচে দেখায়; আঙ্গুলের চাপে অদৃশ্য হয়ে খুব ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসে; তাদের মাঝে, বিশেষত কপাল, ঘাড় ও বুকে ছোট ছোট ফোস্কার মত দেখা দেয়। দুদিন ধরে অল্প দু'চারটা উদ্ভেদের সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা ও মৃদু জ্বর থাকে! টাইফয়েড জ্বরে ত্বকের নিচে যেমন 'পেটেকী' বা রক্তজমা হওয়া অবস্থা দেখা যায়, উদ্ভেদগুলিও সেই ধরনের হয়। স্কারলেট জ্বরে উদ্ভেদগুলি খুব বিস্তৃত ভাবে, একটু নীলচে আভা নিয়ে বেরোয় এবং সাদাটে হয়ে থেকে যায়। একে 'টাইফয়েড স্কারলেটিনা' বলা হয়। এর সঙ্গে যে খারাপ ধরনের জ্বর থাকে তাতে **'সালফার,' 'ফসফরাস,' 'বেলেডোনা', 'ব্যাপটিসিয়া'** অথবা **'ল্যাকেসিস'** প্রয়োগ করা প্রয়োজন হতে পারে। স্কারলেট জ্বরের রোগী দেখে ঐ রোগে যে সব ওষুধ ব্যবহৃত হয় বলে জানা আছে সেগুলির কথা মনে না এলে রোগীর অবস্থা ও লক্ষণের সঙ্গে মেলে এমন ওষুধের কথাই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কোন উদ্ভেদ দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে এটা **'অ্যাকোনাইটের'** উদ্ভেদ, কিন্তু অ্যাকোনাইট-এ এই ধরনের জীবাণুঘটিত স্বল্প উদ্ভেদ দেখা যায় না। **বেলেডোনাও** এখানে উপযুক্ত নয়, কারণ এই ওষুধে উদ্ভেদগুলি 'সিডেনহ্যাম' উদ্ভেদের মত খুব চক্‌চকে ও মসৃণ থাকে। **পালসেটিলাতে** অবশ্য হামের মত উদ্ভেদ দেখা যায় এবং তা খারাপ ধরনের জ্বরের সঙ্গে বেরোয়, কিন্তু সে জ্বর টাইফয়েড জ্বরের মত অতটা খারাপ ধরনের হয় না, কাজেই **পালসেটিলাকেও** এই অবস্থায় বাদ দেওয়া যায়। জটিল ধরনের জীবাণু-ঘটিত বা জাইমোটিক অবস্থায় অবসাদ, ঘুমের পরে বৃদ্ধি, হতবুদ্ধিভাব, ডিলিরিয়াম প্রভৃতি লক্ষণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের **'ল্যাকেসিসে'র** কথা মনে আসবে। আবার অন্য এক ধরনের স্কারলেট জ্বরে যেখানে উদ্ভেদগুলি খুব কম বেরোয়, আক্রান্ত শিশুটিকে নাক ও ঠোঁটের ত্বক খুঁটতে দেখা যায়, সে ফেকাশে হয়ে পড়ে এবং অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকে, প্রস্রাব প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এইরূপ অবস্থায় **'এরাম ট্রিফাইলাম'**-এর কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে আসবে। অপর একটি ক্ষেত্রে 'এইল্যান্থাসে'র মত চেহারায় বেগুনি রঙের ছাপ, জটিলতা, গলায় ক্ষত প্রভৃতির সঙ্গে খুব ঠাণ্ডা জল পানের ইচ্ছা এবং যেন অনবরত তার গলায় ঠাণ্ডা জল ঢালা হতে থাকে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে। এইরূপ অবস্থায় নিশ্চিতভাবেই **'ফসফরাস'** প্রয়োগ করা যায়। এইসব ধরনের জটিল রোগে অনেক কিছুই জানবার বা বুঝবার আছে, সেজন্য ধৈর্য ধরে সবকিছু শোনা, পড়াশোনা করা এবং অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

অ্যালিয়াম সিপা
(Allium Cepa)

প্রধানত 'ঠাণ্ডা লাগা' অবস্থাতেই অ্যালিয়াম সিপা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নাকে গলায়, ল্যারিংক্স-এ, ব্রঙ্কিয়াল টিউব প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে এই 'ঠাণ্ডা লাগা' অবস্থার প্রকারভেদ আছে। ঠাণ্ডা লাগার ফলে রোগীর নাক থেকে জল পড়া, ল্যারিংক্স-এর প্রদাহ, কাশি প্রভৃতি প্রায় সব উপসর্গই গরমে, গরম ঘরে থাকলে বৃদ্ধি পায় ; ল্যারিংক্স-এর ভিতরে সুড়সুড় করা ভাবটাই কেবল মাত্র ঠাণ্ডা শ্বাস গ্রহণে আরাম বোধ হতে দেখা যাবে। রোগী সাধারণভাবে গরমে সংবেদনশীল এবং ঠাণ্ডা পছন্দ করে থাকে বলে অনেক সময় ঐ ঠাণ্ডায় তার কাশি বেড়ে যায়। রোগীর নাক থেকে জলপড়া বা 'কোরাইজা,' ঠাণ্ডা লাগা এবং অন্যান্য উপসর্গ সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। এই দুটিই অ্যালিয়াম সিপার প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

যেকোন ঋতুতেই ঠাণ্ডা লাগায় পেঁয়াজ বেশ ফলপ্রদ সেইজন্য বৃদ্ধারা কানে ব্যথা হলে কানে পেঁয়াজ বেঁধে রাখতেন, গলায় সুড়সুড় করা ও ক্ষতের মত বেদনায় গলার চারপাশেও পেঁয়াজ বেঁধে রাখাটায় মোটেই আশ্চর্যের কিছু নেই। যে কোন ঋতুতেই ঠাণ্ডা ও আর্দ্র এবং যেন দেহে বিঁধছে এরূপ শীতল বায়ুতে কোরাইজা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির মত অ্যালিয়াম সিপার উপসর্গ দেখা দেয়, নাকের ভিতরে দগ্‌দগে হয়ে ওঠা, চোখ থেকে প্রচুর পরিমাণ হাজাকর জলের মত পড়ে। নাকের ভিতরটা হাজাকর স্রাবের জন্য দগ্‌দগে হয়ে যায় এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেটা নেমে গিয়ে ল্যারিংক্সকে আক্রমণ করে এবং তা গলা ও বুকেও নেমে আসে। গলায় বা ল্যারিংক্সে সুড়সুড় করার জন্য এবং রাত্রে শুলে কাশি বেড়ে যায়। উষ্ণ ঘরে অথবা সন্ধ্যার দিকে অ্যালিয়াম সিপার উপসর্গ সবচেয়ে বেশি বেড়ে যেতে দেখা যায়। কাশলে ল্যারিংক্স-এ ব্যথা হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন প্রত্যেকবার কাশির সময় গলার ভিতরে বাঁকানো হুকের মত কিছু একটা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবার কাশির সঙ্গে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, হাঁচি, সব জায়গার মিউকাস মেমব্রেন-এ দগ্‌দগে ভাব প্রভৃতি উষ্ণ ঘরে এবং সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি পেতে দেখলে সেই ঠাণ্ডা লাগা অবস্থা বা 'কোল্ড'কে পেঁয়াজ থেকে তৈরি এই ওষুধটি এত দ্রুত আরোগ্য করে তুলতে পারে যে সেটা ভাবলে খুব অবাক লাগে।

'কোরাইজার প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া হাঁচি দেখা যায়। জলের মত একটা রস নাক থেকে ঝরতে থাকে, তাতে নাকে খুব জ্বালা করে, উপরের ঠোঁট ও নাকের নিচের ও দুইপাশের ফোলা অংশ হেজে যায় এবং ঐসব জায়গা লাল ও দগ্‌দগে হয়ে ওঠে। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে নাক থেকে যে স্রাব বেরোয় সেটা হাজাকর হলেও চোখ থেকে নির্গত জলটা কিন্তু একেবারেই হাজাকর নয়। 'ইউফ্রেসিয়া'তে আমরা এর ঠিক বিপরীত লক্ষণ দেখতে পাব, সেখানে

চোখের জল যেটা বেরোয় সেটা হাজাকর কিন্তু নাকের স্রাব হাজাকর থাকে না। অ্যালিয়াম সিপাতে হাজাকর স্রাবের জন্য নাকের ভিতরের চুল ঝরে যায় এবং সেখানে খুব কনজেসশন হয়ে দপদপ্ করে ও জ্বালা বোধ হয়। এই ধরনের দপ্দপ্ করা ব্যথা মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। চোয়াল ও মুখমণ্ডলেও এই বেদনা থাকে। মাথাধরায় মাথায় ভারবোধ, মাথার পিছনদিকে 'অক্সিপিটাল অস্থির কাছে বেদনা; তীব্র ধরনের মাথাধরায় ফেটে যাওয়া, ছিঁড়ে পড়া, মাথায় দপ্দপ্ করা ব্যথার সঙ্গে রোগীর চোখে আলো সহ্য হয় না।

এই ওষুধটিতে উপসর্গগুলি প্রথমে বাম দিকে শুরু হয়ে পরে ডানদিকে বিস্তৃত হয়। প্রথমে বাম দিকের নাক বন্ধ হওয়া, নাক থেকে জলের মত হাজাকর স্রাব নির্গমনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ডান দিকের নাক আক্রান্ত হয়। শীতল ও আদ্র বায়ু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে বয়ে এসে এই বিশেষ ধরনের 'ঠান্ডা লাগা' অবস্থার সৃষ্টি করে। নাক থেকে প্রচুর স্রাব নির্গমন, চোখ থেকে অশ্রুপাত, খাদ্যগ্রহণে অনীহা এবং খোলা হাওয়ায় কাঁপুনি ও কাশি প্রভৃতি দেখা দেয়। প্রতি বছর আগস্ট মাসে সকালের দিকে নাক থেকে জলপড়া, সঙ্গে তীব্র ধরনের হাঁচি, এবং বিশেষ একধরনের 'হে ফিভার' ফুলের ও পীচ ফলের গন্ধে রোগীকে খুব সংবেদনশীল হতে দেখলে সেই অবস্থাকে এই ওষুধটি নিরাময়ে সক্ষম। লক্ষণে সাদৃশ্য পাওয়া গেলে 'হে ফিভারে' কয়েক দিনের মধ্যেই ওষুধটি দ্বারা নিবারিত হবে। তবে যেহেতু ঐ রোগটি পুরাতন কোন একটি রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সোরা বিষের জন্যই এটা দেখা দেয় সেই জন্য রোগটি প্রাথমিক আক্রমণ নিবারিত হবার পরে রোগীর ধাতুগত বা কন্স্টিটিউশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় একটি অ্যান্টিসোরিক ওষুধ প্রয়োগ করেই রোগটিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যাবে, তা না হলে একবার কমে গিয়েও পুনরায় পরের ঋতুতে যথারীতি রোগটি দেখা দেবে। একথা সত্যি যে 'ফিভারের' তীব্র অবস্থায় প্রয়োজনীয় ধাতুগত ওষুধটি নির্বাচন করা খুব কষ্টকর, কারণ তখন এটিকে একটি 'অ্যাকিউট' রোগ বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাশি, উদ্ভেদ নির্গমন প্রভৃতির মত এটিও সোরা বিষেরই একটি লক্ষণ মাত্র। নাকে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তা একটি পুরাতন বা 'ক্রনিক' রোগের একটি অংশ, যা যে কোন একটি বিশেষ ঋতুতে প্রকাশ পেয়েছে এবং সেই অবস্থাটা হয়ত অ্যালিয়াম সিপার অনুরূপ। আবার এমনও দেখা গেছে যে এখন যে ধরনের লক্ষণে অ্যালিয়াম সিপা ভাল ফল দিয়েছে, পরের ঋতুতে সেই একই ধরনের লক্ষণে ওষুধটিতে কোন উপকারই হবে না। কাজেই হে ফিভারের তরুণ ও তীব্র আক্রমণে সাময়িক ভাবে অ্যালিয়াম সিপা বা অন্য কোন ওষুধ কার্যকরী হলেও রোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরী কোন অ্যান্টি-সোরিক ওষুধের প্রয়োগ অনিবার্য।

অ্যালিয়াম সিপার 'কোরাইজা' অবস্থায় প্রদাহ দ্রুত কান, গলা ও ল্যারিংক্স এ ছড়িয়ে পড়ে। গলা থেকে একটা ঝাঁকানি দেওয়া ব্যথা কানের ভিতর দিকে বা 'ইউস্টেসিয়ান টিউব' পর্যন্ত আসে, তীব্র ধরনের কানে ব্যথার সঙ্গে কান থেকে পুঁজও

বেরোতে দেখা যায় ; কানের মধ্যে ঘণ্টার মত শব্দ হওয়া, কপাল থেকে কান পর্যন্ত আসা সূচ ফোটানোর মত ব্যথা প্রভৃতি থাকতে পারে। মাথার গভীর অংশে মোটা সুতোর মত যেন কিছু টানা হচ্ছে সেই ধরনের ব্যথা ; ল্যারিংক্স-এর প্রদাহ, 'কোরাইজা' বা নাক দিয়ে জল পড়া, হুপিং কাশি প্রভৃতির সঙ্গে কানে সূচ ফোটানো ও ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা থাকে। কানের বেশির ভাগ উপসর্গের জন্য '**পালসেটিলা**' কার্যকরী হয়। সংবেদনশীল শিশুরা কানের ব্যথায় কেঁদে উঠলে বা অন্য নানা উপসর্গে '**পালসেটিলা**' উপযোগী, কিন্তু যে সব শিশু খুব খিটখিটে, কোন কিছু চাইবার পর সেটা পেলেও সন্তুষ্ট না হয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে, যে তাকে সেবা-শুশ্রূষা করে তাকেও হয়ত রেগে গিয়ে চড় মেরে বসে, সেইরূপ শিশুর কানের ব্যথায় '**ক্যামোমিলা**' প্রয়োজন। **পালসেটিলা, ক্যামোমিলা** এবং অ্যালিয়াম সিপার সাহায্যে শিশুদের বেশির ভাগ কানের ব্যথাই সারানো যেতে পারে।

'অ্যালিয়াম সিপা'-র '**ঠাণ্ডালাগা**' অবস্থায় চোখ থেকে যে অশ্রুপাত হয় সেটা একটুও হাজাকর নয়, চোখের জল গাল বেয়ে গড়াবার জন্য গাল হেজে যায় না, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে, উষ্ণঘরে প্রচুর পরিমাণে জল চোখ থেকে ঝরতে দেখা যাবে।

শিশুদের পেটে ব্যথা বা 'কলিক'-এও ওষুধটি খুব কার্যকরী। পেটে কেটে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া ও টেনে ধরার মত ব্যথায় শিশুটি বেঁকে, কুঁকড়ে যেন ছোট হয়ে যায়। তলপেটে তীব্র কেটে যাওয়ার মত টাটানি ব্যথায় সে চিৎকার করে কাঁদে। এই পেটের ব্যথা লিভার অঞ্চলে আরম্ভ হয়ে সারা পেটেই ছড়িয়ে যায় এবং নাভি অঞ্চলে এসে স্থির হয়ে থাকে এবং উঠে বসলে ব্যথাটা বেড়ে যায়। পেটে গ্যাস হয়েও ব্যথা হতে পারে। হজমের গোলমাল, বমি হওয়া ও পেটে গ্যাস হওয়া প্রভৃতি যদি হুপিংকাশির সঙ্গে দেখা যায় তা হলে এই ওষুধটি আশ্চর্যজনক ভাবে সুফল দেবে। শিশুটির দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ হবে ও পেটের ব্যথায় সে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাবে। শিশুদের মলদ্বারে জীর্ণ, ছেঁড়া-খোঁড়া ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে রক্তপাত হতে দেখা গেলেও অ্যালিয়াম সিপা সেই অবস্থা সারাতে পারে।

হঠাৎ গলায় শ্লেষ্মাজনিত কর্কশতা, ল্যারিংক্স থেকে প্রচুর শ্লেষ্মা ও প্রদাহের সঙ্গে বিশেষ ধরনের কাশিতে যেন ল্যারিংক্স ছিঁড়ে যাচ্ছে অথবা গলার ভিতরে আঁকশির মত কিছু দিয়ে যেন টেনে আনা হচ্ছে এরূপ বোধ যেন প্রতিবার কাশতে গেলেই হয়। সুড়সুড় করার সঙ্গে স্বরের কর্কশতা দেখা দেয়। কাশির সময় টেনে ধরা ও ছিঁড়ে যাবার মত বোধের জন্য শিশুটি ভয়ে কাঁপতে থাকে। শ্বাসের সঙ্গে ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণের জন্য কাশি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, আবার উষ্ণ বায়ুর ঝাপটাতে শিশুটির গলার ভিতরে সুড়সুড় করা অবস্থা এত বেড়ে যায় যে সে অনবরত কাঁপতে থাকে। কাশি ঠাণ্ডা বায়ু এবং উষ্ণ ঘরে বেড়ে যায়। 'ঠাণ্ডালাগা' অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে নিচের দিকে নেমে গিয়ে ব্রঙ্কাইটিসের সৃষ্টি করতে পারে এবং তার সঙ্গে জ্বর ও দ্রুতগতির পালস্ পাওয়া যাবে। ল্যারিংক্স-এ সুড়সুড় করা, শীতল বায়ুতে

শ্বাস গ্রহণ, উষ্ণ ঘর, সন্ধ্যার দিকে কাশি বৃদ্ধি পাওয়া এবং গলায় টেনে ছেঁড়ার মত ব্যথা থাকে তবে সেই অবস্থাকে অ্যালিয়াম সিপা অবশ্যই সারাবে। কাশিটা হুপিং-কাশি ও ক্রুপের মত আক্ষেপযুক্ত হতে দেখা যায়। অ্যালিয়াম সিপার ক্রুপ কাশির উপর ক্রিয়ার একটি বিশেষ রেকর্ড আছে, বনাঞ্চলে যেখানে কোন চিকিৎসক নেই, প্রাচীন মহিলারা ক্রুপ কাশি হলে শিশুর গলার চারপাশে পেঁয়াজ বেঁধে ঝুলিয়ে দিতেন এবং সেটা বেশ কার্যকরী হত।

ওষুধটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গলায় কর্কশতার সঙ্গে ঘণ্টা বাজার মত ঘঙ্ ঘঙে ও আক্ষেপযুক্ত কাশি, অনবরত গলার ভিতরে সুড়সুড় করার জন্য দেখা দেয়। এই কাশির জন্য গলার ভিতরে দগ্‌দগে ভাব ও বিদীর্ণ হয়ে যাবার মত এত তীব্র ব্যথা হয় যে রোগী তার কষ্টের জন্য ভীত হয়ে কাশি চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে, সে গলা চেপে ধরতে বাধ্য হয় এবং তার মনে হয় যে কাশতে গেলেই তার গলার ভিতরে ছিঁড়ে যাবে। এই অবস্থাটা '**অ্যাকোনাইট**' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে হঠাৎ ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো হাওয়া লেগে শিশু বা রোগী মধ্যরাত্রির আগেই গলায় কর্কশতা ও ঘঙ্ঘঙে কাশি নিয়ে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে এবং গলা চেপে ধরতে বাধ্য হয়। কাজেই অ্যালিয়াম সিপার পরিবর্তে **অ্যাকোনাইট** কার্যকরী হতে পারে না।

আঘাতজনিত নিউরাইটিস্, যা অনেক ক্ষেত্রে দেহের কোন অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়া বা 'অ্যাম্পুটেশন্' করা হলে দেখা দেয়, সেই ধরনের নিউরাইটিস বা স্নায়বিক প্রদাহ ও বেদনায় এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। এই নিউরাইটিসে অসহ্য বেদনা রোগীকে খুব দ্রুত ক্লান্ত ও শক্তিহীন করে ফেলে।

অ্যালো
(Aloe)

ইসকিউলাসের মত 'অ্যালো'তে শিরায় বিশেষ একধরনের রক্তাধিক্য ঘটা বা 'এনগর্জমেণ্ট' অবস্থা হয় যাতে সর্বদেহেই শক্ত ভাব ও পরিপূর্ণতাবোধ দেখা দেয়; তবে প্রধানত 'পোর্টাল সিস্টেম' অর্থাৎ লিভারের সঙ্গে যুক্ত শিরাগুলিতেই এই ধরনের রক্তাধিক্য দেখা দেওয়ার জন্য লিভার, অ্যাবডোমেন বা পেটের সর্বত্রই এবং রেক্টাম বা পায়ুতে এই পূর্ণতা বা ভারবোধের মত অনুভূতি হয়ে থাকে এবং তার সঙ্গে হিমারয়েড্স্ বা **অর্শ** দেখা দেয়। এই ওষুধটিতে '**নাক্সভমিকার**' মতই পেটের ব্যথায় রোগী মলত্যাগের জন্য ছুটতে বাধ্য হয়, নাভির চারপাশে কেটে যাওয়া এবং খামচে ধরার মত ব্যথা হয়; এই ব্যথা রেক্টামের দিকে নেমে আসে এবং ছুরি দিয়ে কেটে দেবার মত বোধ হতে থাকে। আমাশয় এবং পেট খারাপের মত উপসর্গ থাকে। পেট খারাপ অবস্থায় পাতলা, হলদেটে, দুর্গন্ধ ও হাজাকর মল হুড়হুড় করে বেরোয় এবং তার সঙ্গে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা দেখা দেয়, মলদ্বারে

ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বেগ হলে মলত্যাগে দেরি করতে পারে না, একটু অন্যমনস্ক হ'লেই অসাড়ে মল বেরিয়ে আসে, সামান্য বায়ু নিঃসরণের সময়ও প্রচুর পরিমাণ মল বেরিয়ে আসে। 'অ্যালোর পেট খারাপ বা ডায়রিয়ার সঙ্গে পেটটি ফুলে ওঠে, গ্যাস হয়ে পেটটা ভর্তি ও টান্‌টান্ বোধ হয়, সেজন্য তাকে বার বার মলত্যাগের জন্য ছুটতে হয়; শিশুরা হাঁটা-চলা করতে গিয়ে অসাড়ে আম মেশানো ছোট ছোট হলদে ফোঁটার মত মল ছড়ায়, মায়েরা অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে শাস্তি দিলেও তাদের পক্ষে এই অসাড়ে মলত্যাগ বন্ধ রাখা সম্ভব হয় না, কারণ তাদের মলদ্বারের মাংসপেশী বা স্ফিংকটারের সংকোচন ক্ষমতা কমে যায়। কেবলমাত্র ডায়রিয়াতেই যে এরূপ অবস্থা দেখা যায় তা নয়, অনেকক্ষেত্রে মার্বেল-এর মত শক্ত ছোট ছোট টুকরোর মত মলও অসাড়ে বেরোয়, যা সব সময় রোগী বুঝতেও পারে না। রক্তপাত-যুক্ত অর্শের সঙ্গে রেক্টাম ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে এবং মলদ্বার বেরিয়ে ঝুলে পড়ে। কিছু খেলে বা পান করার পরেই পায়খানায় ছুটতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অকালে শুক্তি বা ঝিনুকের শাঁসালো মাংস খেয়ে পেট খারাপ হতে দেখা যায় এবং সেজন্য অনেক চিকিৎসক 'লাইকোপোডিয়াম' দেবার কথা ভাবেন, কারণ শুক্তি বা ঝিনুকের মাংসের বিষক্রিয়াকে 'লাইকোপোডিয়াম' দূর করতে পারে। গ্রীষ্মকালে শুক্তির মাংসে অনেক ক্ষেত্রেই ভয়ানক বিষক্রিয়া হতে দেখা যায় এবং শুক্তি খাবার ফলে গা-বমিভাব, বমি করা, বার বার পাতলা মলত্যাগ করা প্রভৃতি উপসর্গ **লাইকো-পোডিয়ামে** নিরাময় করা যাবে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে যদি শুক্তি খাবার কুফলে কলেরার মত অসাড়ে ভেদ-বমি প্রভৃতি ঘটতে দেখা যায় তা হলে সেক্ষেত্রে 'অ্যালো'ই নির্দিষ্ট ওষুধ।

এই ওষুধটি ভালভাবে পরীক্ষিত নয় সেজন্য পূর্বে যেসব লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেগুলি সাধারণভাবে রোগীর কাছ থেকে বা 'ক্লিনিক্যাল' পাওয়া। শিরায় এই ওষুধটির ক্রিয়া অনেকটাই 'সালফার'-এর অনুরূপ। **'কেলিবাইক্রম', 'সালফার'** ও 'অ্যালো' ওষুধগুলি পাশাপাশি রেখে বিচার-বিবেচনা করলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর ক্রিয়া ও লক্ষণে তাদের একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

ওষুধটির মানসিক লক্ষণগুলির মধ্যে 'রোগী যেন জানত যে সে এক সপ্তাহের মধ্যেই মারা যাবে', 'জীবন তার কাছে দুর্বিষহ', 'রোগী একেবারেই নড়া-চড়া করতে চায় না' এসব কথা বর্ণিত হলেও এ দিয়ে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে এর প্রভেদ বোঝা মুস্কিল। তবে দেখা যায় যে ব্যথা, বিশেষত পেটে ব্যথার মধ্যে রোগী খুব বেশি উত্তেজিত ও খিটখিটে হয়ে পড়ে, তখন সে কাউকেই সহ্য করতে পারে না, সবকিছুর উপরেই যেন তার বিদ্বেষ।

পেটের গোলযোগে পোর্টাল ভেইন-এ রক্ত জমা হয়ে থাকা বা স্টেসিসের মতই মাথাতেও কনজেসশন হয়, মাথায় যন্ত্রণা কপালের একপাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে দেখা দেয় এবং গরমে, গরম সেক্-এ তা বেড়ে যায় এবং ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা লাগালে আরাম বোধ হয়। রোগী ঠাণ্ডা ঘরে থাকতে চায়; তার মনে হয়

যেন তার দেহ উত্তপ্ত ও মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটেছে, তার দেহের ত্বক প্রায়ই গরম ও শুকনো থাকে ; রাত্রিতে শয্যায় সে গায়ে কোন আচ্ছাদন রাখতে চায় না ; হাত-পায়ে জ্বালাবোধ হয়। হাত গরম কিন্তু পা ঠাণ্ডা অথবা হাত ঠাণ্ডা, পা গরম এই অবস্থা পর্যায়ক্রমে থাকতে দেখা যায়। তার মাথা খুব গরম বোধ হয় এবং ঠাণ্ডা বরফের মত কিছু মাথায় লাগাতে চায়। জ্বর না হয়েও তার মাথা ও দেহের বাইরের দিকে উত্তপ্ত বোধ হয়ে থাকে, দেহের বিভিন্নস্থানে কনজেসশন হবার জন্য-ই এরূপ উত্তাপ ও পরিপূর্ণতা বোধ হয়। দেহের যে কোন স্থান থেকে, অন্ত্র, মূত্রথলী প্রভৃতি থেকে শিরার রক্ত অর্থাৎ একটু কালচে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে ; শিরায় রক্ত বেশি জমা হয়ে গিয়ে 'ভেরিকোজ' অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ত্বক গরম থাকে ; চোখ, মুখ, গলা, প্রভৃতি গরম থাকে ও জ্বালা করে। মলদ্বার শুকনো মনে হয় এবং সেখানটা খুব জ্বালা করে ও হেজে যায়।

নৈশভোজনের পরে পেটের ভিতরে গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায়। ডায়রিয়া না থাকলেও, এমন কি কোষ্ঠবদ্ধতাতেও কিছু খাওয়া বা পান করার পরে পেটে 'কলিক' ব্যথা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে 'বীয়ার' পান করে তাদের বিভিন্ন উপসর্গে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। বীয়ার খেয়ে ডায়রিয়া হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'অ্যালোর' লক্ষণ পাওয়া যায় ; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে 'কেলিবাইক্রম'ও প্রয়োজন হয়। পাকস্থলীতে চাপ পড়ার মত অবস্থার সঙ্গে ঢেকুর ওঠা লক্ষণটি ক্যাপিলারী ও ভেইন এ রক্তাধিক্য বা এনগর্জ-মেণ্ট দেখা দেয়, রক্তবমি ও মলের সঙ্গে অন্ত্র থেকে রক্ত বেরোনো প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

পেটের ডানদিকে লিভার অঞ্চলে খুব ব্যথা, জ্বালা ও উত্তাপ বোধ হয়, খুব ফোলা ও পূর্ণতাবোধ থাকে। এই ওষুধটি লিভারের উপসর্গে খুবই কার্যকরী। **'সালফার'** -র মত এটি ততটা দীর্ঘস্থায়ীভাবে কাজ করে না, তবে অনেকক্ষেত্রেই ওষুধটি সাময়িকভাবে আরাম দেবার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং **সালফার, সালফ্-অ্যাসিড কেলিবাইক্রম** অথবা **সিপিয়ার** পূর্বে বা পরে একে অপরের পরিপূরক বা 'কম্‌প্লিমেণ্টারী' হিসাবে কাজ করে থাকে, লিভারের গোলযোগে যখন লিভার অঞ্চলে ফোলাভাব, পরিপূর্ণতা বোধ ও সূচ ফোটানোর ব্যথার সঙ্গে ত্বক শুকনো, গরম ও জ্বালাকর থাকে সেই অবস্থায় 'অ্যালো' প্রারম্ভিক কাজে বেশ সফল হয়ে থাকে। 'অ্যালো'তে জ্বরও থাকতে পারে তবে ত্বকে এই উত্তাপ ও শুকনো বোধ জ্বর ছাড়াই দেখা দেয় এবং এটা 'সোরিক' অবস্থার রোগীর মধ্যেই দেখা যায়। ওষুধটি সুপরীক্ষিত নয় বলে এতে কোনরূপ উদ্ভেদ হয় কিনা জানা যায় না, তবে খুব-সম্ভবত সেরূপ ক্ষেত্রে ওষুধটি একটি ভাল 'অ্যাণ্টি-সোরিক' হিসাবে স্থান পাবে। এই ওষুধটি **'সালফারের'** মত দীর্ঘস্থায়ী ও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ধাতুগত ওষুধ নয় তবে এটি **'অ্যাকোনাইট'** অথবা **'বেলেডোনার'** মত অতটা সাময়িকভাবে ক্রিয়াশীলও নয়। এই ওষুধটিতে উপসর্গগুলি মাঝারি ধরনের দ্রুততায় দেখা দেয়। **ব্রায়োনিয়া'র**

সঙ্গে সেদিক থেকে এই ওষুধটির অনেকটাই মিল আছে। **'ব্রায়োনিয়া** ও **'সালফারের** মত ততটা গভীরভাবে কাজ করতে পারে না।

পেটে পরিপূর্ণতা, ফুলে ওঠা এবং গুড় গুড় করা লক্ষণ এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোগীর মনে হয় যেন পেটটা ফেটে যাবে এবং গুড় গুড় শব্দ এত জোরে হয় যেন ঘরের উপস্থিত সবাই সেটা শুনতে পাচ্ছে। পেটে গুড় গুড়, বজ্ বজ্ শব্দ হয়েই চলে, বজ্‌বজ্ শব্দ মল বেরোনোর সময়ও শোনা যায়, তার সঙ্গে গুড় গুড় শব্দে বায়ু নিঃসরণ হয়, বায়ু নিঃসরণের পরও পেট একই রকম ফুলে থাকে, কোন আরাম হয় না। পেটের একপাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত বেদনা জঙ্ঘায়ও দেখা দেয় ; মনে হয় যেন পেটের মাঝখানটা আড়াআড়িভাবে ফেটে যাবে। এইরূপ বেদনার সঙ্গে পেটে ভর্তিভাব, বজ্ বজ্, গুড় গুড় শব্দ ও ভিতর থেকে বাইরের দিকে চাপ বোধ হয়। উপর পেট ও নাভির চারপাশে মোচড়ানো, কামড়ানোর মত ব্যথায় রোগী উঠে বসে পেটের উপর ঝুঁকে থাকলে কিছুটা আরাম বোধ করে। পেটের ভিতরে একটা দুর্বলতা ও অস্বস্তিবোধের সঙ্গে মনে হয় যেন ডায়রিয়া হতে যাচ্ছে। এই দুর্বলতাটা অনেক সময় এত তীব্র হয় যে রোগী পেট খারাপ অবস্থাতেই শয্যায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং তখন সেই অবস্থায় **'পডোফাইলামের'** মত অবসাদ দেখা যায়। **পডো**-র রোগীর পেট খুব বেশি ফুলে উঠে, খুব তোড়ে মল বেরোয়. খুব শব্দ করে বায়ু নিঃসরণ হয়, পেটের ভিতরে খুব বেশি গুড় গুড় শব্দ হয় এবং উপসর্গগুলি ভোর চারটা নাগাদ দেখা দিয়ে থাকে। **'সালফারের'** মতই 'অ্যালো'তেও রোগী ডায়রিয়ায় মলত্যাগের জন্য ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে ছুটতে বাধ্য হয় এবং কখনো কখনো সে পায়ের জ্বালায় পা থেকে আচ্ছাদন সরিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডায় রাখে। পেটের সবটাতেই, বিশেষ করে দুইধারে ও নাভির দু'পাশে খুব ব্যথা ও দুর্বলতা দেখা যায় এবং পেটে এত বেশি স্পর্শকাতরতা থাকে যে রোগী কোনভাবে থেকেই স্বস্তি পায় না। সকালে ও বিকেলে বারবার ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয়, পেটে তেমনই একটা ব্যথা ও ভার বোধ বা নিরেট বোধ হতে দেখা যাবে।

ডায়রিয়া ছাড়াই মহিলাদের পেটের অন্যান্য উপসর্গ দেখা যেতে পারে। রোগীর মনে হয় যেন একটা গোঁজ তার পেটের নিচের দিকের সম্মুখ ভাগের হাড় অর্থাৎ 'সিম্ফিসিস পিউবিস' থেকে মেরুদণ্ডের শেষাংশ বা 'কক্সিস' এর মধ্যবর্তী অংশে আটকানো আছে। তার কোমর থেকে কুঁচকি পর্যন্ত সন্তান প্রসবের মত একটা ব্যথা বোধ হয় এবং সেটা উঠে দাঁড়ালে খুব বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন স্থায়ী জরায়ুর প্রল্যাপ্স্-এর সঙ্গে পূর্ণতাবোধ, দেহের ত্বকে বা বাইরের অংশে উত্তাপ বোধ, প্রাতঃকালীন ডায়রিয়ার প্রবণতা, জরায়ুকে যেন টেনে নামানো হচ্ছে এবং তলপেটের মাঝামাঝি অংশে একটা গোঁজ আটকে থাকার মত অনুভূতি পাওয়া গেলে 'অ্যালো' সেই অবস্থাকে সারিয়ে তুলতে পারবে।

বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা হয়, কিন্তু উষ্ণ বায়ু নিঃসরণ ছাড়া মল বেরোয় না, গরম বায়ু নিঃসরণের পরে সাময়িকভাবে মলত্যাগের ইচ্ছা কমে গেলেও, ইচ্ছাটা খুব

দ্রুতই আবার ফিরে আসে। দীর্ঘদিন ধরে যারা কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগেন তাঁদের ক্ষেত্রেও বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু সামান্য একটু বায়ু নিঃসরণ ছাড়া আর কিছুই না বেরোনো অবস্থা দেখা গেলে ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। অনুরূপ অবস্থায় **'নেট্রাম সালফ'**ও কার্যকরী হয়। 'অ্যালো'তে পাতলা জলের মত মলের সঙ্গে শক্ত গুটুলির মত দেখা যায় অথবা ছোট ছোট মার্বেলের গুলি বা ভেড়ার নাদির মত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ শক্ত ছোট ছোট গুলির মত মল দীর্ঘক্ষণ মলত্যাগের কোন ইচ্ছা না থাকায় না বেরিয়ে হঠাৎ অসাড়ে বেরিয়ে যায় এবং কাপড় নষ্ট হয়। মলদ্বারে সম্পূর্ণ অসাড়তায় মল বেরোবার সময়ও রোগী অনেক ক্ষেত্রে সেটা বুঝতে পারে না।

'অ্যালো'র অনেক উপসর্গের সঙ্গে আমাশয়ের লক্ষণ দেখা যায়, রেক্টাম ও কোলনের নিচের অংশে তীক্ষ্ম বেদনা, হলদেটে, জেলির মত আম বা মিউকাস এবং রক্ত বেরোয়। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ শ্লেষ্মার মত বা জেলির মত মিউকাস ছাড়া মলে আর কিছুই থাকে না। অ্যালো'তে অর্শে আঙ্গুরের থলোর মত ঝুলে থাকতে দেখা যায়, তার সঙ্গে খুব চুলকানি ও জ্বালা থাকায় রোগী ঘুমোতে পারে না, মলদ্বারে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচাতে বাধ্য হয়। আক্রান্ত স্থানে ঠাণ্ডা কিছু লাগালে তবেই রোগী কিছুটা আরাম বোধ করে, কিন্তু কোনরূপ মলম লাগালে জ্বালা বেড়ে যেতে দেখা যাবে। **'সালফারের'** রোগীও কোন কিছু লাগানো সহ্য করতে পারে না, মলম বা প্রলেপের মত কিছু লাগালে সেটা তার দেহে বিষের মত কাজ করে, তার দেহে চুলকানির মত উদ্ভেদ বেরিয়ে আসে।

দেহের কোন অংশের মিউকাস মেমব্রেন'-এ প্রদাহ হলে সেখানে পুরু জেলির মত মিউকাসের একটি আস্তর জমা হয়। আক্রান্ত স্থানে ক্ষত বা আলসারের সৃষ্টি হলে সেখানে জেলির মত পুরু ও ঘন, অনেকক্ষেত্রে চামড়ার মত শ্লেষ্মার সৃষ্টি হয় ও নির্গত হতে দেখা যায়। অনেক সময় রেক্টামে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে শক্ত কেকের মত মলে জেলির মত শ্লেষ্মা জড়ানো অবস্থায় বেরোয়। **'গ্র্যাফাইটিস'**-এ শ্লেষ্মা জড়ানো মলকে 'ডিমের সাদা অংশ জমাট বাঁধা' অবস্থার মত দেখায়। অনেক ক্ষেত্রে 'অ্যালো'তে মলত্যাগের আগে রেক্টামে জমে থাকা খানিকটা জেলির মত পুরু শ্লেষ্মা বা মিউকাস বেরোয়। এই ধরনের লক্ষণের সঙ্গে রেক্টামের ও এনাস বা মলদ্বারের স্ট্রিকচার বা ফেটে গিয়ে কুঁচকে থাকা অবস্থা দেখা গেলে 'অ্যালো' সেটা সারিয়েছে। এইরূপ স্ট্রিকচার থাকায় রেক্টাম থেকে মল 'এনাস' বা মলদ্বারে পেঁছোতে বাধা পায়, কিন্তু দিনে অন্তত তিন-চার বার রেক্টামে মল এসে জমা হবার দরুন রোগী মলদ্বারে জমে থাকা শ্লেষ্মা বা মিউকাস ত্যাগ করবার জন্য পায়খানায় ছুটতে বাধ্য হয়। এবং খুব চেষ্টার পরে যে মল বেরোয় সেটা খুব সরু নলের মত এবং পরিমাণেও বেশ কম। অনেকে বলে থাকেন যে আমাদের ওষুধে স্ট্রিকচার সারে না, কিন্তু ঠিকমত লক্ষণ মিলিয়ে 'অ্যালো' বা অন্য প্রয়োজনীয় ওষুধটি প্রয়োগ করতে পারলে স্ট্রিকচার সারানো সম্ভব, কারণ, ওষুধটির ক্রিয়ায় আক্রান্ত স্থানের

প্রদাহ প্রাকৃতিক নিয়মেই সুস্থ হয়ে উঠবে এবং রেক্টাম ও মলদ্বারের পথ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। 'ইউরেথ্রা' বা লিঙ্গ এবং রেক্টাম বা পায়ুর স্ট্রিকচার-এ এরূপ নিরাময় হবার ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটতে দেখা গেছে।

অ্যালুমেন
(Alumen)

'অ্যালুমিনা'-র মত এই ওষুধটিও দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা ও শিথিলতা সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হয়। দেহের দূরতম অংশ, বিশেষত রেক্টাম ও মূত্রথলীতে এই ধরনের দুর্বলতা দেখা যায়। 'কোলন' বা বৃহদন্ত্রের শেষভাগ ও রেক্টামের অক্ষমতার জন্য সেখান থেকে মল নিচের দিকে নামতে বা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। মূত্রথলীর ক্রিয়া কমে যাবার জন্য প্রস্রাব নির্গমনও খুব কষ্টকর হয়ে থাকে, প্রস্রাব ত্যাগের পরেও মূত্রথলী অর্ধেকটা পূর্ণ অবস্থায় থেকে যায়। প্রস্রাব খুব ধীরে ধীরে বেরোতে থাকে এবং রোগী যখন প্রস্রাব ত্যাগের জন্য উঠে দাঁড়ায় তখন **'হিপার'**-এর মত প্রস্রাব লম্বভাবে নিচে পড়ে, এর থেকেই মূত্রথলী ও মূত্র পথের শিথিলতা বোঝা যায়। পক্ষাঘাতের মত অবস্থা শিরাগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত হবার ফলে 'ভ্যাসোমোটর প্যারালিসিস' অথবা দেহের গভীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

দেহের কোথাও প্রদাহ হলে সে-জায়গাটা শক্ত হয়ে ওঠা এই ওষুধটির অপর একটি বিশেষ লক্ষণ। যেসব ওষুধে এই ধরনের লক্ষণ দেখা যায় তারা প্রায় সবাই ক্যান্সারের মত অবস্থায় কাজে লাগে কারণ ক্যান্সারে এই রকম শক্ত হয়ে যাবার প্রবণতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। 'অ্যালুমেন'-এ আলসার বা ক্ষত এবং তার সঙ্গে শক্ত হয়ে যাবার প্রবণতা থাকে অথবা 'কার্টিলেজ' এর মত যে সব জায়গায় রক্ত চলাচল ব্যবস্থা দুর্বল সেখানকার ত্বকের উপর মামড়ী পড়ার মত হয়ে বেশ বড় একটা শক্ত পিণ্ডের মত সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। ঐ মামড়ীর নিচে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ভ্যাসোমোটর প্যারালিসিসের জন্য সেখানকার তন্তুগুলি সহজে সারতে চায় না বলে ঐরূপ মামড়ী পড়তে দেখা যায়। 'এপিথেলিওমা' ও অন্যান্য ধরনের ক্যান্সার জাতীয় টিউমারের লক্ষণ এই ওষুধটিতে আছে। জীবনে অর্থাভাবে মানুষ তার দেহ গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সঠিকভাবে পায় না, ফলে দেহের গঠনে টিস্যুগুলিতে এমন কিছু দুর্বলতা বা অভাব থেকে যায় যার ফলে দেহের ধাতুগত বৈশিষ্ট্যও সেই ভাবে গড়ে ওঠে এবং সেইজন্য প্রদাহে আক্রান্ত অংশ সামান্য একটু উত্তেজনা বা বিশেষ কারণ ঘটলে সেখানটা শক্ত হয়ে যায়। এভাবেই যক্ষ্মা, ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। এই ওষুধটিতে টিস্যু গঠনে অনুরূপ দুর্বলতা এবং শক্ত হয়ে যাবার প্রবণতা প্রভৃতি থেকে ক্যান্সার গঠনের

লক্ষণ দেখা যায়। এটি একটি দীর্ঘ দিন ধরে দেহের গভীরে কার্যকরী অ্যাণ্টি-সোরিক ওষুধ।

জরায়ু এবং স্তনে ঐরূপ শক্ত হয়ে ওঠার প্রবণতা থাকে। আক্রান্ত অংশে প্রথমে প্রদাহ হয়ে পরে বন্দুকের গুলির মত খুব শক্তভাব নেয়, দেহের অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডেও এই শক্তভাব বিস্তৃত হয়, তবে টন্সিলেই এই শক্তভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অ্যালুমেন এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে সেজন্য 'সাম্যের বিধি' অনুযায়ী ওষুধটি ঐরূপ অবস্থা ও লক্ষণ সারাতে বা দূর করতেও পারে। যে সব শিশু ও কিশোরদের ঠাণ্ডা লাগলেই গলা আক্রান্ত হয় এবং টন্সিল অস্বাভাবিক রকমের বড় ও শক্তভাব নেয় তখন এই ওষুধটি সেই অবস্থাকে সারিয়ে তুলবে। **'ব্যারাইটা কার্ব'** এও অনুরূপ লক্ষণ আছে। অনুরূপ লক্ষণ থাকলেও ধাতুগত লক্ষণ ও চরিত্র ভেদে কেউ হয়ত **'সালফার'**, কেউ **'ক্যালকেরিয়া কার্ব'**, আবার কেউ বা **'ক্যালকেরিরা আয়োড'** এর রোগী বলে আমাদের প্রতীয়মান হবে। ঠিকমত রোগীর ধাতুগত বৈশিষ্ট্যটি ধরতে পারলে ওষুধ নির্বাচনে আর অসুবিধে থাকে না, রোগটি যেন সেরে গেছে বলে আমরা তখন ধরে নিতে পারি।

এই ওষুধটি আংশিকভাবে পরীক্ষিত হলেও এর মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে যা আমরা সচরাচর দেখতে পাই এবং সেখানেই ওষুধটির বিষয়ে জানবার গুরুত্ব রয়েছে। এই ওষুধটিতে দু-একটি মাত্র মানসিক লক্ষণ দেখা যায়। আরও বেশি মানসিক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য পাবার জন্য বিশেষভাবে সংবেদনশীল লোকেদের উপর ওষুধটির উচ্চশক্তি পরীক্ষা ও ব্যবহার করা প্রয়োজন।

অ্যালিউমেন-এর মাথার বিষয়ে কয়েকটি লক্ষণ খুব লক্ষণীয় ও মূল্যবান। মাথার তালুতে জ্বালা ও ব্যথার সঙ্গে মনে হয় যেন বিরাট ভারী কিছু মাথার খুলির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। মাথায় জ্বালা এত বেশি থাকে যে রোগী ঘনঘন ঠাণ্ডা কিছু মাথায় লাগাতে চায়, মাথার কাপড় বার বার ভিজিয়ে নিতে চায়। রোগীর মাথায় এই ভার ও চাপ দেওয়া বোধটা মাথা চেপে ধরলে কমে যায়। মাথার তালুতে ভার ও চাপ পড়ার মত ব্যথা চেপে ধরলে বা বাইরে থেকে চাপ দিলে কমে যাবার মত অদ্ভুত লক্ষণ **'ক্যাকটাস'** ওষুধটিতেও পাওয়া যায়। খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অদ্ভুত এবং সচরাচর দেখা যায় না সেইরূপ লক্ষণ অনেক ওষুধেই আমরা দেখতে পাই, সেইজন্য রোগীর ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য বিশেষ দিকগুলির দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। মাথার তালুতে চেপে ধরার মত বোধের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মূত্রথলীর উত্তেজনাজনিত উপসর্গে ভুগছেন এমন একজনকে 'অ্যালিউমেন' সারিয়ে তুলেছে।

ভার্টিগো অর্থাৎ চারপাশটা যেন ঘুরছে এরূপ বোধ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে দেখা দেয়, তার সঙ্গে পাকস্থলীর উপরিভাগে দুর্বলতা বোধ হয়। চোখ খুললে এবং ডানদিকে পাশ ফিরে শুলে ভার্টিগো কম বোধ হয়। ডানদিকে ফিরে শুয়ে থাকলে বুকের ধক্ ধক্ শব্দ বা প্যাল্পিটেশন হতে থাকে; এই লক্ষণটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

কারণ সাধারণভাবে রোগী বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে তবেই প্যালপিটেশন হবার কথা, যেটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিন্তু ডান দিকে ফিরে শুলে প্যালপিটেশন হওয়া 'অ্যালিউমেন' ওষুধটিরই বিশেষ লক্ষণ।

মাংসপেশীর ক্রিয়ায় ধীরগতি ও শৈথিল্য দেহের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া এই ওষুধটির অপর বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি। এর ফলে বাহু ও পায়ে দুর্বলতাবোধ হয়। কোষ্ঠবদ্ধতায় মাঝে মাঝে মলত্যাগের ইচ্ছা হলেও কিছুই বেরোয় না অথবা বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত রোগীর মলত্যাগের কোন ইচ্ছা নাও হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মল বাইরে বের করে দেবার ক্ষমতাই থাকে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিফল চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত হয়ত কয়েকদিন পরে খুব শক্ত এবং মার্বেলের গুলির মত ছোট ছোট কতকগুলি মল একত্রে বেরিয়ে আসে। খুব শুকনো, শক্ত ও বড় আকারের অথবা ভেড়ার মলের মত অথবা মার্বেলের গুলির মত ছোট আকারে মল বেশ কিছুদিন বাদে বাদে বেরোনো এই ওষুধটির অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মলত্যাগের পরেও অনেক সময় রোগীর মনে হয় যেন রেক্টাম তখনও ভর্তি রয়েছে। রেক্টামের দুর্বলতা বা পক্ষাঘাতের অবস্থার জনাই রোগীর পক্ষে পায়ু থেকে মল বার করা কষ্টসাধ্য হয় এবং সেইজনাই রেক্টামে মল থেকে যাবার মত অনুভূতিও দেখা দেয়। রেক্টামে ক্ষত এবং তা থেকে রক্তক্ষরণও হতে দেখা যায়। অর্শে আক্রান্ত অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হবার জন্য খুব ব্যথা থাকে এবং সেই টনটনে ব্যথা প্রতিবার মলত্যাগের পরও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত থেকে যায়।

দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে স্রাব বা রস নির্গমন ওষুধটিতে দেখা যাবে। যে সব রোগীর সহজেই ঠাণ্ডা লেগে কান-গলা ফোলে অর্থাৎ যারা স্ক্রফুলা ধাতুগ্রস্ত ও যাদের দেহে সোরা বিষ আছে-তাদের চোখ থেকে অনেকদিন ধরে হলদেটে কিন্তু হাজাকর নয় এমন রস বেরোয়, দীর্ঘদিন ধরে ভ্যাজাইনা এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ইউরেথ্রা থেকে হলদেটে স্রাব, দীর্ঘস্থায়ী বেদনাহীন গনোরিয়া প্রভৃতি দেখা যায় এবং সেই রস বা স্রাবের সঙ্গে মেয়েদের ভ্যাজাইনা, সারভিক্স অথবা জরায়ুতে ক্ষত হয়ে সেখানে ছোট ছোট অংশে শক্ত হয়ে ওঠার প্রবণতা থাকে। গনোরিয়ার গ্লীট অবস্থায় স্রাব সাদাটে না হয়ে হলদে হয় এবং ইউরেথ্রার ভিতরে ছোট ছোট অংশে শক্তভাব দেখা দেয় এবং রোগীর কাছে সেগুলি লাম্প বা এক একটি শক্ত ঢিলের মত বোধ হয়। এই অবস্থায় অ্যালিউমেন ওষুধটি খুবই কার্যকরী হবে। কিন্তু সময়মত ওষুধটি না পেলে রোগীর ইউরেথ্রার ঐ ক্ষত হয়ে শক্তভাব নেওয়া অংশগুলি সরু হয়ে স্ট্রিকচারের সৃষ্টি হবে। 'অ্যালিউমেন-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ক্ষত ও শক্তভাব সৃষ্টি করা ছাড়াও বিভিন্ন অংশের শিরাগুলি আক্রান্ত হয়। ফলে শিরাগুলিতে রক্তাধিক্য হয়ে 'ভেরিকোজ' অবস্থা ও রক্তক্ষরণ, প্রদাহে আক্রান্ত অথবা ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ প্রভৃতি দেখা যাবে।

মাথায় নানা ধরনের স্নায়বিক বেদনা দেখা দিতে পারে। এই ধরনের ব্যথা সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখা দেয়। চোখে প্রদাহ অথবা রক্ত জমে যাওয়া অবস্থা

ও ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতা ও ঘন পুঁজ হয়ে চোখ জুড়ে যাওয়া, মোমবাতির আলোয় চোখে সবকিছু দুটি করে দেখা ; নাকের বামদিকের ভিতরের অংশে পলিপ, 'লুপাস' অথবা ক্যান্সারের মত ; মুখমণ্ডলের চেহারা মৃতের মত হয়, ঠোঁট নীলবর্ণ ধারণ করে, জিহ্বায় বিশেষ ধরনের ক্ষত বা সিরাস', মাড়ি থেকে রক্তপাত, মাড়ি দাঁত থেকে সরে যাওয়া, দাঁতের ক্ষত ও আলগা হয়ে পড়া, মাড়িতে স্কার্ভি রোগের মত ক্ষত, মুখের ভিতরে জ্বালা করা ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত লালা ঝরা, মিউকাস মেমব্রেনের শুষ্কতা এবং বরফের মত ঠাণ্ডা, জলের জন্য তীব্র পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

পেটে গ্যাস বা ফ্লাটুলেন্স হতে দেখা যায়। অন্ত্র স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে না পারায় এবং মোচড়ানোভাব থাকায় রোগীর পেটে সংকোচন ও কলিক ব্যথা দেখা দেয়, যেন পেটে কিছু ঢোকানো হচ্ছে বা ছিঁড়ে নেওয়া হচ্ছে এরূপ বেদনার সঙ্গে পেট ও নাভি যেন ভিতরের দিকে টেনে ধরা হচ্ছে এরূপ বোধ হয়। যে সব লোক সাদা সীসে নিয়ে কাজ করে তাদের দেহে 'সীসা'র বিষক্রিয়ায় ঐরূপ লক্ষণ দেখা যায় এবং সেইসব ক্ষেত্রে **'প্লাম্বাম'** এবং এই ওষুধটি একে অন্যের কুফল বিনষ্ট করতে বা অ্যাণ্টিডোট হিসাবে কাজ করতে পারে, 'সীসা'র বিষক্রিয়া ও সংবেদনশীলতা 'অ্যালুমেন' দ্বারা নিশ্চিতভাবে দূর করা যায়। রং নিয়ে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে প্রায় সীসা'তে এত বেশি সংবেদনশীলতা দেখা দেয় যে তারা রংয়ের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কিন্তু এই ওষুধটি প্রয়োগে তারা নিরাময় হয়ে পুনরায় তাদের রংয়ের কাজে ফিরে যেতে সক্ষম হয়ে থাকে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে জরায়ুতে ভারবোধ পিছন দিকে চাপ সৃষ্টি করে, 'ভ্যাজাইনা'তে ছোট ছোট ফুস্কুড়ির মত বেরোয় ; প্রচুর পরিমাণ সাদাস্রাব, দেহের শীর্ণতা ও হলদেটে ভাব, জরায়ু শক্ত হয়ে যাবার মত অবস্থা বা 'ইনডিউরেশন', ক্ষত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতির জন্য মহিলা যৌন সঙ্গমে অপারগ হয়ে পড়ে, কারণ তাতে খুব বেদনা বোধ হয়!

বার বার ঠাণ্ডা লেগে দীর্ঘদিন ধরে গলার স্বর বিনষ্ট হওয়া, প্রচুর পরিমাণ হলদে শ্লেষ্মা ওঠা, গলায় কিছু কিছু হলদে শ্লেষ্মা জমে থাকা প্রভৃতির সঙ্গে সন্ধ্যার দিকে বিছানায় শুলে অথবা সকালের দিকে কাশি হতে দেখা যায় ; তবে কাশি হওয়া 'অ্যালুমেন'-এর রোগীর পক্ষে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করবার যোগ্য নয় কারণ গলার ভিতরে ছোট ছোট ক্ষত হবার ফলে যে কোন ধরনের কাশি হওয়া স্বাভাবিক।

যে সব বৃদ্ধ বা বৃদ্ধারা প্রতিদিন সকালে প্রচুর পরিমাণ দড়ির মত শ্লেষ্মা, বুকে ঘড়ঘড় করা, কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা ও বুকে খুব দুর্বলতা বোধের জন্য শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গে কষ্ট পায় তাদের পক্ষে 'অ্যালুমেন' খুব উপকারী। এদিক থেকে ওষুধটি **'অ্যাণ্টিম-টার্টারিকামের** অনুরূপ।

'অ্যালুমিনা-র সঙ্গে 'অ্যালুমেন' এর অনেকটা মিল বা সম্পর্ক আছে, সেইজন্য এই ওষুধটি আরও ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে মেরুদণ্ড ও স্নায়ুজনিত অনেক বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যাবে। মেরুদণ্ডে দুর্বলতা ও শীতলতা বোধে রোগীর

মনে হয় যেন পিঠের দিকে শীতল জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে, স্ক্যাপুলার নিচের কোণের দিকে ও ঘাড়ে বেদনা ও দুর্বলতা থাকে। **অ্যালুমিনার** মতই এই ওষুধটিতে হাত বা পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার মত কিছু দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়। মেরুদণ্ডের দুর্বলতার জন্য আঙ্গুলের জড়তা, হাত থেকে জিনিস-পত্র পড়ে যাওয়া, রাত্রে পায়ের দিকে বেদনা বা টন্‌টন্‌ করা, অসাড়তা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যাবে। হাঁটুর নিচের অংশে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার মত বোধ, হাঁটতে গেলে পায়ের তলায় সামান্য চাপ লাগলেই সংবেদনশীলতা, পা ভাল ভাবে ঢেকে রাখলেও অসাড় ও শীতলবোধ প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধটিতে থাকতে পারে।

রোগীর দেহের সর্বত্র যেন রক্ত ছুটে বেড়াচ্ছে এরূপ অনুভূতির জন্য সে রাত্রে ঘুমোতে পারে না। অনেক লক্ষণই ঘুমের মধ্যে দেখা দেয়। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ও ঠাণ্ডায় খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়া প্রভৃতিও 'অ্যালুমেন' এ দেখা যায়।

অ্যালুমিনা
(Alumina)

'অ্যালুমেন'-এর পরবর্তী অবস্থায় 'অ্যালুমিনা' খুব ভাল ফল দেয়, এই ওষুধ দুটির প্রকৃতিও অনেকটা একই ধরনের, কাজের দিক থেকেও **'অ্যালুমেন'**-এর অসম্পূর্ণ কাজ অ্যালুমিনা সম্পূর্ণ করে তোলে, কারণ ওষুধ দুটির একই ধাতুর থেকে সৃষ্টি। কোন রোগীর মধ্যে **'অ্যালুমেন'**-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও যদি তার মানসিক লক্ষণগুলি 'অ্যালুমিনা'র মত হয় তা হলেও ঐ রোগীকে নিশ্চিন্তেই **'অ্যালুমেন'** প্রয়োগে নিরাময় করা যাবে, কারণ দুটি ওষুধের মধ্যেই মূল ধাতু হিসাবে 'অ্যালুমিনিয়াম' রয়েছে।

অ্যালুমিনার মানসিক লক্ষণ হিসাবে দেখা যায় যে রোগীর বুদ্ধি-বিকলন হবার ফলে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিচার-বিবেচনা করা এমনকি জিনিস বা বিষয়টি ঠিকমত বুঝতে পারাও সম্ভব হয় না। কোন বিষয়ে তার জানা থাকলেও সেটা সত্য হলেও তার কাছে অসত্য বা অবাস্তব বলে মনে হয়। সে যে কথা বলে সেটা যেন অন্যের বক্তব্য, যেটা সে নিজ চোখে দেখেছে, সেটা যেন অন্য কেউ দেখছে অথবা যেন সে নিজেকে অপরে রূপান্তরিত করে তবেই বিষয়টি শুনতে বা বলতে বা দেখতে পারে বলে মনে হয়; অর্থাৎ রোগীর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটা বিচলিত ভাব 'কনফিউসন' কাজ করে। কোন কিছু লিখতে বা পড়তে গেলে সে ভুল করে, লেখায় সে যে শব্দটি ব্যবহার করতে চায় সেটি না করে অন্য একটি ভুল শব্দ ব্যবহার করে। রোগীর ভাবনা-চিন্তা ও বুদ্ধির মধ্যে একটা সুশৃংখল বন্ধনের অভাব দেখা যায়।

আর এক দিকে রোগীর মধ্যে সর্ব বিষয়ে খুব ব্যস্ততা দেখা যায়। তার মনে হয় সময় যেন কাটছেই না, সব কিছুই যেন ধীরে চলেছে, বিলম্বে চলেছে। রোগীর

মধ্যে এক বিশেষ ধরনের 'ইম্পালস্' অর্থাৎ আবেগ বা তাড়না কাজ করে। কোথাও রক্তপাত ঘটতে দেখলেই সে ঐ আবেগের তাড়নায় শিহরিত হয়ে উঠে ; ছুরি বা অন্য যে কোন অস্ত্র যা দিয়ে মানুষ খুন করা যায় সেরূপ কিছু দেখলেই রোগীর মনে নিজেকে হত্যা করবার প্রবৃত্তি জাগে ঐ 'ইম্পাল্স্' এরই তাড়নায়।

'অ্যালুমিনা'র রোগী সর্বদাই বিষণ্ণ থাকে। সর্বদাই ব্যস্ততার সঙ্গে তার মধ্যে বিলাপ করা, বিরক্তি বোধ ও ক্লেশের চিহ্ন দেখা যায়। এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলে সে ভাল থাকবে এরূপ বোধের জন্য সে অন্য জায়গায় চলে যেতে বা পালিয়ে যেতে চায়। রোগীর নানা ধরনের ভয়, কল্পনা প্রভৃতি মনে জাগে এবং সেজন্য তার মনে হয় যেন সে সব কিছু ভুলে যাচ্ছে, সে এত ভীত হয়ে পড়ে যে সে নিজের নামও যেন ভুলে যায়, তার মনে হয় যেন সে পাগল হয়ে যাবে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে তার বেশির ভাগ মানসিক লক্ষণ বেড়ে যায়, সকালের দিকে বিষণ্ণতায় সে কেঁদে ফেলে ; কখনো কখনো সে বেশ ধীর, স্থির ও শান্ত থাকে আবার কখনো সে খুব ভীত, আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ; পর্যায়ক্রমে রোগীর মধ্যে এইরূপ বিপরীত ভাব দেখা দেয়। রোগী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব আশঙ্কিত থাকে, তার মনে হয় যেন কোন খারাপ কিছু বা দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে।

অ্যালুমিনা রোগীর মধ্যে স্নায়ুর উপসর্গ বা লক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ। মেরুদণ্ডের স্নায়ুর উপর ক্রিয়ার জন্য হাত-পা প্রভৃতি অংশের মাংসপেশীতে দুর্বলতা দেখা দেয়, সারা দেহেই এই দুর্বলতা থাকতে পারে। ইসোফেগাসে দুর্বলতার জন্য কিছু গিলতে কষ্ট, দুর্বলতা ও পক্ষাঘাতের মত অবস্থার জন্য বাহু নাড়াচাড়া করা কষ্টকর হয়, দেহের যে কোন একদিকের পক্ষাঘাত, পায়ের দিকের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত, মূত্রথলী, রেক্টাম প্রভৃতিতে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা ও দুর্বলতা প্রথমে দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু পক্ষাঘাতের মত অবস্থা থেকে পরে সম্পূর্ণভাবে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

রোগীর সব ধরনের অনুভূতি কমে যায়। স্নায়ুর উপলব্ধি ক্ষমতা কমে যাবার দরুন বহিরঙ্গের কোথাও একটা পিন বা সূচ বিঁধিয়ে দিলেও প্রথমবার রোগী সেটা বুঝতে পারে না, যতক্ষণ না আবার ঐরূপ পিন বা সূচ ফুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে ধীরে ধীরে রোগীর অনুভব শক্তিগুলি কমে গিয়ে তার বুদ্ধির চেতনার বিলোপ বা শৈথিল্য ঘটে। রোগীর মনে সব ধরনের অনুভূতি বা চেতনার ছাপ খুব বিলম্বে পড়ে।

পক্ষাঘাতের জন্য দুর্বলতা দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে দেখা দেয়। মূত্রথলীর ক্রিয়ায় ধীর গতি বা শিথিলতার জন্য প্রস্রাব ত্যাগে সেই লক্ষণ দেখা যায়। মূত্রত্যাগের জন্য অনেকক্ষণ বসে থাকার পরে খুব ধীরে ধীরে মূত্র বেরোতে থাকে, অনেকক্ষেত্রে থেমে থেমে একটু একটু করে বেরোয়, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে অসাড়ে এবং থেমে থেমে ফোঁটা ফোঁটা করে বেরোতেও দেখা যায়। মলদ্বার অথবা রেক্টামেও এরূপ শৈথিল্য ও ধীরগতি থাকে। ঐ অংশে

পক্ষাঘাতের মত অবস্থা ঘটার জন্য প্রচুর শক্ত অথবা নরম মল জমে থাকলেও মাংসপেশীর অক্ষমতায় তা বেরোতে পারে না এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা যায়। ওষুধটিতে সাধারণত শক্ত মল দেখা গেলেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থার জন্য নরম মলও বেরোতে না পারা বা কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। পূর্ববর্ণনা মত মানসিক লক্ষণের সঙ্গে খুব শক্ত, বড় ও দলা বা লাম্প ধরনের মল দেখা গেলে 'অ্যালুমিনা' সেই অবস্থাকে নিরাময় করবে। নরম মল ত্যাগ করবার জন্যও রোগীকে খুব চেষ্টা ও জোর দিতে হয়, মল ত্যাগের জন্য অনেকক্ষণ ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে, পেটের মাংসপেশীর সাহায্যে নিচের দিকে চাপ সৃষ্টি করে, শেষ পর্যন্ত ঘেমে ও ক্লান্ত হয়ে যাবার পর হয়ত অল্প একটু নরম মল বেরোয় এবং রোগীর মনে হয় যে অনেকটা মলই রয়ে গেছে।

নরম মল ত্যাগের জন্য খুব চেষ্টা ও জোরের কথা অন্য আর কয়েকটি ওষুধেও দেখা যায়। কোন রোগীর পক্ষে যদি জেগে থাকা খুব কষ্টকর বোধ হয়, যদি সে বলে যে সে সব সময়ই ঘুমিয়ে থাকতে পারে, না ঘুমিয়ে তার পক্ষে একটি লাইনও পড়া সম্ভব নয়, সেই সঙ্গে যদি তার মুখ এত শুকনো থাকে যে তার জিহ্বা মুখের তালুতে সেঁটে যায় এবং এই ধরনের রোগীর যদি নরম মলত্যাগে খুব জোর বা স্ট্রেইনিং লাগে এবং কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই তার মূর্চ্ছা যাবার প্রবণতা, বদ্ধঘরে অস্বস্তি-বোধ ও ঠাণ্ডা জায়গায় সব ধরনের উপসর্গের বৃদ্ধি ঘটা প্রভৃতি জানা যায় তা হলে সেক্ষেত্রে **'নাক্স-মস্কেটা'** প্রয়োগে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। কোন মহিলার ক্ষেত্রে রজঃস্রাব দীর্ঘক্ষণ ধরে চুঁইয়ে পড়া, খুব দুর্বলতা, ফেকাশে হয়ে পড়া, গ্যাসে পেট ফুলে থাকা, প্রচুর ঢেকুর ওঠা সত্ত্বেও কোনরূপ আরাম বোধ না হয়ে যত বেশি বায়ুনিঃসরণ হয় ততই কষ্ট বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে যদি নরম মলত্যাগে খুব বেশি কোঁথানি বা জোর লাগার কথা জানা যায় তা হলে রোগীকে অবশ্যই **'চায়না'** দিতে হবে। এত কথা বলার কারণ এই যে রেক্টাম অথবা মলদ্বারের দুর্বলতা বা অক্ষমতায় মলত্যাগে অসুবিধার উপর নির্ভর করে আমরা ওষুধ নির্বাচন করতে পারি না, ওষুধ নির্বাচনের জন্য আমাদের রোগীর বিশেষ বিশেষ চরিত্রগত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের উপরই নির্ভর করতে হবে, সেই ভাবেই আমরা একটি রোগীকে অপরের থেকে আলাদা করে চিনে নিতে পারি।

প্রায় সর্বদাই মাথাঘোরা লক্ষণ এই ওষুধটিতে দেখা যায়। রোগী কাঁপে, টলমল করে এবং সর্বদাই যেন তার চারপাশের সব কিছু ঘুরছে বলে বোধ হয়। খুব ক্লান্ত অথবা খুব ভগ্ন দেহ ও রুগ্ণ বৃদ্ধদের মাথাঘোরা, চোখ বন্ধ করলেই মাথা ঘুরতে শুরু করা প্রভৃতি দেখা যায়। 'লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়া'র মত অবস্থা 'অ্যালুমিনা' সৃষ্টি করতে পারে। পায়ের তলায় অসাড়তা, বিদ্যুতের মত ঝিলিক দেওয়া ব্যথা, চোখ বন্ধ করলেই মাথাঘোরা, চলতে গেলেই টলতে থাকা এবং সংযোগ রক্ষাকারী ক্ষমতার গোলযোগ প্রভৃতিও সৃষ্টি করবার ক্ষমতা এই ওষুধটির আছে, অ্যালুমিনা প্রয়োগে এই অবস্থা সারিয়ে তোলা যায়। পুরাতন এবং দীর্ঘস্থায়ী

বিদ্যুতের মত ঝিলিক দেওয়া ব্যথাকে **'অ্যালুমিনিয়াম মেটালিকাম'** দিয়ে বন্ধ করতে পারা গিয়েছে, রোগীর দেহের বিশেষ বিশেষ জয়েণ্ট বা অস্থি-সন্ধির রিফ্লেক্স এর আশ্চর্যজনক উন্নতি ঘটেছে এবং এইভাবে রোগীর উন্নতি ঘটেছে।

'অ্যালুমিনা'র বেশির ভাগ উপসর্গ বা লক্ষণ সকালে বিছানা ছাড়ার পরই বেড়ে যায়। শয্যাত্যাগের কিছুক্ষণ পরে হাঁটা-চলা করে দেহ কিছুটা উষ্ণ হয়ে ওঠার পরে রোগীর প্রস্রাব কিছুটা ভালভাবে হলেও বিছানা ছাড়ার পরই প্রস্রাবত্যাগ খুব ধীরে এবং আস্তে আস্তে হতে দেখা যায়। সকালের দিকে তার হাত-পা বেশি আড়ষ্ট বা শক্ত বোধ হয়, মানসিক জড়তাও সকালে বেশি থাকে। সকালে বিছানা ছাড়ার সময় তার মনের বিচলিত ভাবের জন্য সে যে কোথায় আছে তাও সে যেন বুঝতে পারে না; সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে শিশুদের মধ্যে বিশেষ ভাবে এই হতচকিত বা বিচলিত ভাব 'অ্যালুমিনা', **'ইসকিউলাস'** ও **'লাইকোপোডিয়ামে'** দেখতে পাওয়া যাবে।

গা-বমিভাব ও বমনের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মাথাধরা অবস্থা এই ওষুধটিতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা লাগলেই রোগীর মাথা ধরে। মিউকাস মেমব্রেনের শুষ্কতার সঙ্গে নাক বন্ধ হয়ে থাকা, ঘন হলদে কফ্ বেরোনোর পরেই পাতলা জলের মত শ্লেষ্মা নাক থেকে বেরোয় এবং চোখের উপরের অংশে, কপালে বেদনা মাথার ভিতরে ছড়িয়ে যায়, তার সঙ্গে গা-বমিভাব ও বমি হতে দেখা যায়। শুয়ে থাকা অবস্থায় মাথাধরা কম থাকে বা কমে যায়। অন্য কোন রোগের উপসর্গ হিসাবে 'সিকহেডেক' এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানের মাথাধরা হতেও দেখা যায়। যে সব ব্যক্তি দুর্বল, রুগ্ণ ও ভগ্ন-স্বাস্থ্যের অধিকারী, যারা স্ক্রুফুলাস অর্থাৎ সহজেই যাদের ঠাণ্ডা লেগে গলা ও অন্যান্য অংশের গ্ল্যাণ্ড ফুলে যায় সেইরূপ সোরা-ধাতুগ্রস্তদের পক্ষে অ্যালুমিনা উপযুক্ত।

রোগী খুব শ্লেষ্মা-প্রবণ থাকে ; তার ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেন আক্রান্ত হয়, সে সব সময় গয়ের তোলে, নাক ঝাড়ে এবং চোখ থেকেও স্রাব নির্গত হয়। চোখের দৃষ্টি কমে যায়, মনে হয় যেন কুয়াশার মধ্য দিয়ে দেখার মত তার চোখের দৃষ্টির দুর্বলতায় তার চোখে চশমার কাঁচ নির্ধারণ করা কষ্টকর হয়। নাকের ভিতরে ঘন ও শক্ত শ্লেষ্মা ও মামড়ী পড়ার মত হয় ; গলার ভিতরে, ফ্যারিংক্স-এ ছোট ছোট ডিম্ ডিম্ হয়ে ফুলে যায় ও প্রদাহ হয়। ফ্যারিংক্স-এ শুষ্কতা ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের মত বেদনা ও স্পর্শকাতরতা থাকে। খাবার গিলতে গেলে হুল ফোটার মত বোধের সঙ্গে মনে হয় যেন গলার ভিতরে কাঠির মত কিছু আটকে আছে। রাত্রে বিশ্রামের সময় গলায় দাঁড়ির মত শ্লেষ্মা জমে থাকে এবং সেই অবস্থা ল্যারিংক্স ও বুক পর্যন্ত বিস্তৃত হবার জন্য রোগীর দীর্ঘস্থায়ী শুকনো খক্‌খকে কাশি দেখা যায়। কিছু গিলতে গেলে রোগী কষ্টবোধ করে, খাবার গলা দিয়ে নামার সময় সে সেটা অনুভব করতে পারে। পাকস্থলী, অন্ত্র এবং রেক্টামেও শ্লেষ্মা জমার লক্ষণ থাকে, নরম ও কষ্টকর মলত্যাগের সময়ও কিছুটা মিউকাস জমে থাকে। মূত্রথলী, কিডনী ও ইউরেথ্রাতেও এরূপ শ্লেষ্মার

প্রবণতা দেখা যায় এবং পুরাতন গনোরিয়া ও 'গ্লিট' অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়, হলদে স্রাব বেদনাহীন অবস্থায় বেরোয়। ভ্যাজাইনা থেকে সাদা ও হলুদ মিশ্রিত রঙের স্রাব নির্গত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা হাজাকর হতে দেখা যায়।

রোগীর ত্বকে নানা ধরনের উদ্ভেদ দেখা যেতে পারে! ত্বক শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়, উদ্ভেদ বেরিয়ে ত্বক পুরু হয়ে ওঠে ও আক্রান্ত অংশ শক্ত হয়ে পড়ে, সেখানে ক্ষত হয়, ফাটা ফাটা হয়ে রক্তও বেরোতে পারে। উদ্ভেদগুলি বিছানার গরমে বেড়ে যায় ও রক্ত বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত চুলকাতে থাকে। **'মেজেরিয়ম', 'আর্সেনিকাম', ডলিকস্'** ও অ্যালুমিনাতে ত্বক চুলকায় এবং রক্ত বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত চুলকাতেই থাকা লক্ষণ দেখা যাবে, রক্ত বেরোলে তবেই চুলকানি কম হয়। ঐ চুলকানো জায়গায় মামড়ী পড়ে মনে হয় যেন উদ্ভেদ বেরিয়েছে। আক্রান্ত স্থান শুকোতে আরম্ভ করলেই চুলকানি আবার শুরু হয় এবং জায়গাটা চুলকাতে চুলকাতে দগ্‌দ্‌গে হয়ে উঠলে তবেই রোগী আরাম বোধ করে। কোন উদ্ভেদের জন্য ত্বক চুলকায় না উদ্ভেদ না হলেও ত্বকে চুলকানি থাকে সে কথা সব বইয়েতে পরিষ্কারভাবে লেখা থাকে না, ফলে তরুণ চিকিৎসকদের পক্ষে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে উদ্ভেদের সঙ্গেই চুলকানো লক্ষণটি একত্রে দেখা দেয়, এবং সেজন্য উদ্ভেদের ধরনটি বুঝতে তাদের ভুল হয়। এই ওষুধটিতে দেখা যায় যে প্রথমে ত্বক পুরু ও শক্ত হয়ে ওঠে, সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়, ক্ষতের নিচেও শক্তভাব থাকে। ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেন উভয়েরই ঢিলেঢালা অবস্থার সঙ্গে শক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেন-এ শুষ্কতা ও জ্বালাবোধ প্রায় সর্বত্রই দেখা যাবে।

চোখের পাতার মিউকাস মেমব্রেন পুরু হয়ে ওঠে, সেখানে বহুদিনের পুরানো ডিম ডিম বা গ্রানুলার অবস্থা দেখা যায়। চোখের পাতার লোম ঝড়ে পড়ে, দেহের যে কোন অংশের লোম বা চুল ঝরে যেতে দেখা যাবে, মাথার চুল বেশি উঠে যেতে দেখা যাবে। কানে ভন্ ভন্ করার মত বিভিন্ন ধরনের শব্দের সঙ্গে কানে শোনার ক্ষমতায় গোলযোগ, কান থেকে পুঁজ পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

দেহের যেকোন অংশের ত্বক বা মিউকাস মেমব্রেনে শক্তভাব সৃষ্টি হবার জন্য লিউপাস, এপিথেলিওমা প্রভৃতি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে এবং অ্যালুমিনা, **অ্যালুমেন, আর্সেনিক, ল্যাকেসিস, সালফার** ও **কোনিয়াম** প্রভৃতি ওষুধে এরূপ অবস্থা দেখা যায় এবং লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগে ঐ ওষুধগুলি ঐ অবস্থাকে সারাতেও সক্ষম হয়েছে। মুখমণ্ডল ও অন্যান্য অংশের ত্বকে কিছু হেঁটে বা হামাগুড়ি দিয়ে চলার মত বোধ, উষ্ণ অবস্থায় বিশেষভাবে চুলকানো ও টান টান বোধ, মুখমণ্ডল ও দেহের আঢাকা অংশে ডিমের সাদা অংশ, রক্ত অথবা মাকড়শার জালের আটকে থাকার মত বোধ হয়। মুখে যেন মাকড়শার জাল আটকে আছে এরূপ অনুভূতি অ্যালুমিনা ছাড়াও **বোর‍্যাক্স** এবং **ব্যারাইটা কার্ব** ওষুধে পাওয়া যায়। ঐরূপ অস্বস্তিকর অনুভূতির জন্য রোগী প্রায় সব সময় তার মুখমণ্ডল হাত বা রুমাল দিয়ে ঘষে এবং নার্ভাস

ভাবে হাতের পিছনদিক চুলকাতে থাকে ; এই জন্য ভুল করে রোগীকে নার্ভাস বলে বোধ হতে পারে।

ঠাণ্ডা লেগে দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গ সৃষ্টি এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘদিন স্থায়ী ও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল অ্যাণ্টি-সোরিক হিসাবে এই ওষুধটির সঙ্গে **সাইলিসিয়া, গ্র্যাফাইটিস** ও **সালফার**-এর অনেক সাদৃশ্য আছে। এই ওষুধটি প্রয়োগে আক্রান্ত টিসুতে পরিবর্তন এসে খুব ধীরে ধীরে উপসর্গ সারিয়ে তোলে এবং রোগী যে আরোগ্যলাভ করছে সেটা বুঝতেও হয়ত কয়েক মাস লেগে যেতে পারে, কিন্তু সেজন্য ওষুধ পরিবর্তন করা ঠিক নয়। **প্লাম্বাম**-এর পক্ষাঘাতজনিত অবস্থাতেও এইরূপ ঘটতে দেখা যাবে। **কিউরারী** নামে খুব ভাল ভাবে পরীক্ষিত ওষুধেও এইরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। বিশেষভাবে পিয়ানো বাদকদের হাত ও আঙ্গুলের দুর্বলতায়, কিছুক্ষণ বাজাবার পরে আঙ্গুলগুলি যেন তার স্বাভাবিক ভাবে চলতে চায় না এরূপ বোধ অ্যালুমিনা, **প্লাম্বাম** ও **কিউরারীতে** দেখা যাবে। কিউরারীতে বিশেষভাবে এক্সটেন্সর (যে মাংসপেশী আঙ্গুল সোজা করে ছড়িয়ে রাখতে সাহায্য করে) তাদের দুর্বলতার জন্য এবং অ্যালুমিনা আঙ্গুলের 'ফ্লেক্সর' (আঙ্গুল ভাঁজ বা মুঠো করার কাজে ব্যবহৃত মাংসপেশী) ও 'এক্সটেনসর' এই উভয় ধরনের মাংসপেশীর দুর্বলতাতেই ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

আলু অন্যান্য ধরনের শ্বেতসার খেলে উপসর্গ বেড়ে যাওয়া এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলু খেলেই হজমের গোলযোগ, ডায়রিয়া, গ্যাস হওয়া, কাশি বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি ছাড়াও নুন, ভিনিগার, মদ, যে কোন উত্তেজক পানীয় এবং লঙ্কা খেলেও উপসর্গ বেড়ে যাবার লক্ষণও ওষুধটিতে দেখা যায়। উত্তেজক পানীয় গ্রহণে উপসর্গ বেড়ে যাওয়া লক্ষণটি মেরুদণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর কার্যকারিতা '**জিঙ্কাম**'-এর মত আরও কয়েকটি ওষুধে দেখা যায়। জিঙ্কামের রোগী মদ খেলেই তার সব উপসর্গ এত বেড়ে যায় যে সে মদ্যপান করা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

পেট ও পাকস্থলীর গোলযোগ, পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, টক ও তেতো ঢেকুর ওঠা, সামান্যতম খাদ্য গ্রহণেও বদহজম দেখা দেওয়া, বমির সঙ্গে ভুক্তদ্রব্য, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সঙ্গে জলও উঠে আসতে দেখা যায়। পাকস্থলী গ্যাসে খুব ফুলে ওঠে, লিভারের নানা ধরনের গোলযোগের সঙ্গে পেটের উপরের দুই দিক, বিশেষ করে ডান দিকে লিভার অঞ্চলে বেশি অস্বস্তি ও কষ্টবোধ হয়ে থাকে। সীসার বিষক্রিয়া **অ্যালুমেন**-এর মত এই ওষুধটিও অ্যাণ্টিডোট্ হিসাবে কার্যকরী হয়। সীসা নিয়ে যারা কাজ করে, রং ও তুলির কাজে নিযুক্ত লোকেরা সীসার বিষক্রিয়ায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে ; সীসা ধাতুটিতে যারা খুব সংবেদনশীল ও উপসর্গে আক্রান্ত হয় তাদের জন্য অ্যালুমিনা খুবই ফলপ্রদ হয়।

মলদ্বারের মিউকাস মেমব্রেন মলত্যাগে খুব বেশি চাপ বা জোর লাগার জন্য পুরু হয়ে ওঠে ও ফুলে থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় আরও বেশি কোঁথান ও চাপ পড়ার ফলে মলদ্বার ছিন্ন হয়ে সেখানে 'ফিসার' সৃষ্টি হয়। মিউকাস মেমব্রেন-এ

এরূপ পরিবর্তন ও ফিসার হতে দেখলে অ্যালুমিনা প্রয়োগে সেই ফিসার সারানো যাবে। যাদের ত্বক বা মিউকাস মেমব্রেন-এ ক্ষত সৃষ্টি হয়ে শক্ত বা 'ইণ্ডিউরেট' অবস্থা সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকে তাদের কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক এবং অনুরূপ অবস্থার সঙ্গে রেক্টাম ও মলদ্বারের পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণে নিশ্চিত ভাবে অ্যালুমিনা প্রয়োগ করে কোষ্ঠবদ্ধতা ও ফিসার দুইই সারিয়ে তোলা যায়। **নাইট্রিক অ্যাসিড, কস্টিকাম** এবং **গ্র্যাফাইটিস** ও ফিসার সারাবার খুব ভাল ওষুধ, ঐ সব ওষুধ কিভাবে মানুষের উপরে, তার দেহের বিভিন্ন যন্ত্র ও টিসুর উপর কাজ করে মেটেরিয়া মেডিকা ভালভাবে প'ড়ে সেটা জানা যাবে।

এই ওষুধটির প্রস্রাব ও মলত্যাগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষদের জননেন্দ্রিয়তে দুর্বলতা, পুরুষত্বহীনতা, রাতে রেতঃস্খলন প্রভৃতি যৌনাঙ্গের অত্যাচার বা অতিব্যবহারে ঘটে থাকে। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড ফোলার সঙ্গে 'পেরিনিয়াম' অংশে পূর্ণতাবোধ, সঙ্গমের পরে প্রস্টেট অঞ্চলে অস্বস্তিবোধ, বীর্যপাতের সময়ে বা বীর্যপাতের পরে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেওয়া, সঙ্গমের ইচ্ছা কমে যাওয়া বা একেবারেই না থাকা, যৌনাঙ্গের পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ ওষুধটিতে পাওয়া যায়, মলত্যাগের সময় প্রস্টেট-রস বেরিয়ে আসা এবং রাত্রে লিঙ্গোদ্গমে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণও থাকে।

এই ওষুধটি মহিলাদের বিভিন্ন স্রাবজনিত উপসর্গে কার্যকরী হতে দেখা যায়। সাদা হলদেটে ধরনের প্রচুর পরিমাণে হাজাকর সাদা স্রাব বা লিউকোরিয়া এত বেশি পরিমাণে হতে দেখা যায় যে তা ঊরু দিয়ে গড়িয়ে নামে এবং ঐ সব জায়গা লাল হয়ে ফুলে যায়। জরায়ুর মুখ বা 'অস্'-এ ক্ষত হয়। মিউকাস মেমব্রেন সংবেদনশীল থাকায় সহজেই সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ঢিলেঢালা লিগামেণ্টগুলির জন্য টেনে ধরার মত একটা অনুভূতি হয় ; পেলভিসের ভিতরের বিভিন্ন ভিসেরাতে একটা ওজন বা ভারবোধ হতে দেখা যায়। স্রাব সাধারণত বেশ গাঢ় ও হলুদ হতে দেখা গেলেও অনেক ক্ষেত্রে অ্যালবুমিনের মত, ডিমের সাদা অংশের মত এবং দড়ির মত লম্বা হয়ে পড়তে দেখা যাবে এবং সেগুলি হাজাকর হয়। ৪০ বছর বা তার কাছাকাছি বয়সের মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার প্রাক্কালে শীর্ণতার সঙ্গে অল্প পরিমাণ ঋতুস্রাব ও খুব বেদনা হতে দেখা যায়। ঋতুস্রাবের পরে রোগিণী দৈহিক ও মানসিক দুদিক থেকেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই সব লক্ষণের সঙ্গে গনোরিয়ায় আক্রান্ত উপসর্গ কোন ওষুধ দিয়ে সাময়িক ভাবে কমিয়ে রাখা বা 'প্যালিয়েসন্'-এর কথা জানা গেলে অ্যালুমিনা খুবই ফলপ্রদ হবে। যে সব স্রাব বার বার ফিরে আসে এবং **পালসেটিলার** সাহায্যে অথবা অন্য কোন ওষুধের সাহায্যে (গনোরিয়ায় **থুজার** মত) সাময়িকভাবে তা দমিত রাখা হয়েছে, তা হলে পুরুষ অথবা মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই অ্যালুমিনা প্রয়োগ করতে হয়। ঐ ধরনের রোগী খুব ক্লান্ত, ভগ্ন স্বাস্থ্যের ও দুর্বল থাকে। বিস্তৃতভাবে রোগীর বিষয়ে সব জানা গেলে দেখা যাবে যে

পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতার সঙ্গে তার স্রাব বার বার ফিরে আসে। পুরুষদের স্রাবে কোন বেদনা থাকে না, গনোরিয়ার স্রাব মাঝে মাঝে দেখা দেয়, পরিমাণে খুব কম হয় এবং বেদনাশূন্য থাকে।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যদি কোষ্ঠবদ্ধতা এমন মহিলাদের মধ্যে দেখা দেয় যাদের পূর্বে কোষ্ঠবদ্ধতায় কখনো কষ্ট পেতে হয়নি এবং সেই সঙ্গে অ্যালুমিনার পূর্ব বর্ণনামত বিশেষ লক্ষণ অর্থাৎ রেক্টামের অক্ষমতা, মল বার করে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাবে পেটের মাংসপেশী দ্বারা নিচের দিকে চাপ সৃষ্টি করতে হওয়া, মাংসপেশীতে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা থাকার জন্য অনেকক্ষণ ধরে কোঁথ পাড়তে হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে সেক্ষেত্রে 'অ্যালুমিনার' প্রয়োজন হয়। নবজাত অথবা মাত্র কয়েক মাসের শিশুর মধ্যে এরূপ লক্ষণ ও কোষ্ঠবদ্ধতায় এই ওষুধটি খুবই উপকারী।

গলায় কর্কশতা, স্বরভঙ্গ বা গলার স্বর বিনষ্ট যদি পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতার জন্য দেখা দেয় তাহলে এই ওষুধটির প্রয়োজন হবে। এই ওষুধটির কাশি ও বুকের উপসর্গজনিত লক্ষণগুলিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সব সময় একটা শুকনো, খক্‌খকে কাশি বছরের পর বছর ধরে চলতে দেখা যায়। ঐরূপ শুকনো খক্‌খকে কাশি **'আর্জেণ্ট-মেট'**-এও আছে। তবে এই কাশি ও দুর্বলতা 'আর্জেণ্টমেট'-এ দিনের বেলায় দেখা যায় কিন্তু 'অ্যালুমিনা'তে ঐ কাশি সকালের দিকে ঘুম থেকে উঠলেই দেখা দেয়। এই ওষুধটির কাশি খুব কষ্টকর। অনেকক্ষণ ধরে কাশতে কাশতে রোগীর দম প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মত হয়, কাশতে কাশতে সে বমি ও প্রস্রাব করে ফেলে, কাশতে কাশতে কোন কোন ক্ষেত্রে হাঁচিও হতে দেখা যায়। গাইয়ে অথবা যারা স্বরকে খুব বেশি ব্যবহার করে তাদের গলার মাংসপেশীর পক্ষাঘাতের মত হয়ে স্বর বন্ধ বা বিনষ্ট হওয়া ক্ষেত্রে 'অ্যালুমিনা' ওষুধটির কথা জানবার আগে 'আর্জেণ্ট মেট' অনেকে ব্যবহার করে কিছু কিছু সুফল পেয়েছেন। যে সব গাইয়ে গান গাইতে আরম্ভ করে প্রথমে গলার স্বরে দুর্বলতা বোধ করেন কিন্তু কিছুক্ষণ গলা সাধার পরে যদি তাদের স্বর ঠিক হয়ে যায় তা হলে ঐ সব ক্ষেত্রে **'রাসটক্স'** দিতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গায়ক গান শুরু করলে তার গলায় শ্লেষ্মা এসে জমে এবং ঐ শ্লেষ্মা তুলে না ফেলা পর্যন্ত সে ঠিকমত গলা ব্যবহার করতে পারে না এবং তার গলা বসে যায়। এরূপক্ষেত্রে **'ফসফরাস'** নির্দিষ্ট ওষুধ। বুকের ভিতরে ক্ষতের মত অনুভূতি, কথা বললে আরও বেড়ে যাওয়া, মাংসপেশীর দুর্বলতায় ফুসফুসও দুর্বল বলে রোগীর মনে হওয়া, যে কোন ধরনের ঝাঁকানি লাগলে বুকের কষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ অ্যালুমিনায় দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধটিতে পিঠ ও হাত-পায়ের বিভিন্ন উপসর্গে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে, সেগুলি পুনর্বার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ঐসব লক্ষণের মধ্যে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার মত অনুভূতি, মেরুদণ্ডের বিশেষ বিশেষ অংশে সংবেদনশীলতা, কোথাও কোথাও এত জ্বালাবোধ হয়, মনে হয় যেন গরম

লোহা মেরুদণ্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতার সঙ্গে মেরুদণ্ড বরাবর ছিঁড়ে যাওয়া, চিরে যাওয়ার মত বেদনা প্রভৃতি প্রধান। হাঁটতে গেলে পায়ের তলায় ব্যথা লাগে, মনে হয় যেন সেখানটা খুব নরম ও ফুলে আছে। হাঁটু কাঁপা, হাঁটতে গেলে পায়ের গোড়ালিতে অসাড়তা, বসে থাকলে পায়ে ঝিন্‌ঝিন্‌ করা বোধ, বাহু ও পায়ের দিকে ভারীবোধ, শক্তি কমে গিয়ে যেন অবসাদ দেখা দেয়, গেঁটে বাতের রোগীদের বাতজনিত অথবা আঘাত লেগে পক্ষাঘাত, দেহ ও মনের উত্তেজনা, সব কাজে চলতে-ফিরতে বিলম্ব, কোন কাজই দ্রুত করতে না পারা, বিভিন্ন অঙ্গ অনিচ্ছাকৃত ভাবে নড়াচড়া করা প্রভৃতি লক্ষণ ওষুধটিতে দেখা যায়।

ঘুমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখার ফলে নিদ্রায় ব্যাঘাত ও অস্থিরতা দেখা দেয়। ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে রোগী চমকে ওঠে, বিড়বিড় করে অথবা কাঁদে। পক্ষাঘাতের দুর্বলতার জন্য ঘুমের মধ্যে ঘাড়ের মাংসপেশী মাথাটা পিছনদিকে টেনে বেঁকিয়ে দেয়।

রোগীর দেহের উত্তাপের অভাব এবং শীতলতা দেখা যায় কিন্তু তবুও রোগী খোলা হাওয়ায় থাকতে চায়। তার দেহে ভালভাবে কাপড়-চোপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হলেও সে খোলা হাওয়া পছন্দ করে। তার হাত ও পায়ের দিকে রক্তচলাচল ব্যবস্থা খুব দুর্বল থাকায় ঐ সব অঙ্গ সর্বদা শীতল থাকে এবং সেখানে ফাটা ফাটা ও ফিসার বা নালীঘায়ের মত হয় এবং রক্তপাত ঘটে। শুকনো কিন্তু ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অ্যালুমিনার রোগীর উপসর্গ বেড়ে যায়। এবং কখনো কখনো ভেজা আর্দ্র আবহাওয়ায় অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে।

এই ওষুধটিতে জ্বরের উপসর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। দুর্বল ও রুগ্‌ণ লোকদের রাত্রে এবং সকালের দিকে ঘাম হতে দেখা যায়, সকালের দিকে অল্প একটু শীতভাব ও পিপাসা থাকে।

ত্বকে দীর্ঘস্থায়ী ও পুরানো শুষ্কতা, কিন্তু ঘাম কম ও কদাচিৎ দেখা দেওয়া ওষুধটির আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণটি **'ক্যালকেরিয়া'**-র ঠিক বিপরীত, কারণ এই ওষুধটিতে প্রচুর ঘাম হতে দেখা যায়। অ্যালুমিনাতে পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা, পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়া ও তীব্র ধরনের অবসাদ থাকলেও ঘাম হতে বিশেষ দেখা যায় না। রোগী খুব বেশি আচ্ছাদনে ঢেকে রাখলেও তার ঘাম হয় না, কিন্তু দেহ গরম হয়ে গিয়ে চুলকাতে থাকে, যেন তার দেহে ঘাম হবার ক্ষমতাই নেই। ত্বকের শুষ্কতার জন্য বিভিন্ন অংশের ত্বকে এবড়ো-খেবড়ো ভাব ও ফিসার দেখা দেয়; হাতের পিছন দিকের ত্বক শুষ্কতার জন্য পুরু হয়ে ওঠে এবং শীতল আবহাওয়ায় বা শীতকালে তার হাত খুব ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে।

অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া
(Ambra Grisea)

সামগ্রিক ভাবে এই ওষুধটির কথা চিন্তা করলে মনে হবে যেন আমরা এমন একজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা পড়ছি যে অপরিণত বয়সেই বার্ধক্যে পৌঁছেছে, যে সব লক্ষণ আশি বছর বয়সের লোকের মধ্যে থাকা উচিত সেটা যেন পঞ্চাশ বছর বয়সের এক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এই ওষুধটিতে এমন ধরনের কাঁপুনি ও দুর্বলতা দেখা যায় যেটা বার্ধক্যে ছাড়া সম্ভব নয়। বৃদ্ধ বয়সে যে ধরনের কাঁপুনি, টলমল ভাব ও মনের স্বপ্নাতুর ভাব দেখা যায়, ভুলোমনা হয়ে পড়ে, কথা বলার সময় এক বিষয়ে বলতে বলতে বিষয়ান্তরে চলে যায়, একটি প্রশ্ন করে তার উত্তর পাবার আগেই অন্য প্রশ্ন করে, এই ওষুধটির রোগীতে সেইরূপ অবস্থা দেখা যাবে। মনের এইরূপ অবস্থাকে বিচলিত ভাব বা কনফিউশন না বলে স্বপ্নাতুর ভাব বলা যায়। কোন যুবকের মধ্যে এইরূপ লক্ষণ দেখা গেলে এই ওষুটির কথা ভাবতে হবে। বর্তমান কালের উচ্চশিক্ষিত উচ্চকোটি মহিলাদের অনেকের মধ্যে এই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। ঐসব রোগীর মধ্যে এমন এক ধরনের স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা যায় যে 'অ্যাম্ব্রা' সেই অবস্থাকে নিরাময় করতে পারে। মানসিক অবসাদ হঠাৎ তীব্র ও কঠোর মেজাজে পারবর্তিত হওয়া এই ওষুধের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। এ অবস্থাটাও বার্ধক্যে দেখা যায়। মনের খুব উত্তেজিত অবস্থার পরেই অবসাদ; দুঃখ, শোক, আনন্দ এবং লোকেদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে প্রবৃত্তি দেখা যাবে। রোগীর অধিকাংশ উপসর্গ সকালে বেড়ে যায়। সকালে ঘুম থেকে বিচলিত মনের অবস্থা ও স্বপ্নাতুর ভাব নিয়ে জেগে ওঠে এবং সন্ধ্যার দিকে রোগীর মধ্যে উন্মত্তভাব লক্ষণ দেখা যায়।

বৃদ্ধদের একধরনের মাথাঘোরা বা ভার্টিগোতে ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়। রোগীর এত বেশি মাথাঘোরা ও হতবুদ্ধি ভাব হয় যে সে রাস্তায় বেরোতে পারে না, বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেও তাকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর উঠতে হয়। এই বিশেষ ধরনের মাথাঘোরা বৃদ্ধ বয়সে অথবা অপরিণত বয়সে বার্ধক্যে পৌঁছালে তবেই দেখা যাবে। এই ধরনের লোকের কোন কিছু চিন্তা ভাবনা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এবং সেইসব ভাবনা-চিন্তাকে স্মরণে আনার জন্য তাকে অস্বাভাবিকভাবে কয়েকবার চেষ্টা চালাতে হয়, তবেই সে ঐ বিষয়ে পুনর্বার মনঃসংযোগ করতে পারে। কিন্তু যখন রোগীর পক্ষে ঐরূপ মনঃসংযোগ করা সম্ভব হয় না তখন নানা ধরনের লক্ষণ **'নেট্রাম মিউর'**-এ আছে তবে ঐ ওষুধটিতে বিশেষত্ব এই যে রোগী অতীতের নিরানন্দময় ঘটনা বা বিষয়ের কথা রাত্রে জেগে থেকে চিন্তা করে আনন্দ বোধ করে। কিন্তু 'অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া'তে রোগী ঐরূপ চিন্তা করতে বাধ্য হয়, স্বইচ্ছায় ঐরূপ চিন্তা করে না। নানা ধরনের মূর্তি, কাল্পনিক মুখ ও ভয়ানক বা বীভৎস কল্পনা এসে

তাকে জেগে থাকতে বাধ্য করে। এই ধরনের অবস্থা ও মাথাঘোরা, ব্যবসায়িক গোলযোগের জন্য মাথায় রক্তাধিক্য ও মস্তিষ্কের অবসাদ বা স্নায়বিক অবসাদ থেকে ঘটতে দেখা যায়।

অন্য কোন লোকের উপস্থিতি এবং কারো সঙ্গে কথাবার্তা বললে রোগীর উপসর্গ বেড়ে যাওয়া এই ওষুধটির অপর একটি বিশেষত্ব। পায়খানা পেলেও সেবিকা বা অপর কারও উপস্থিতিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করলেও রোগী মলত্যাগ করতে পারে না, উপস্থিত ব্যক্তি বা সেবিকাকে সরিয়ে দিলে তবেই তার পক্ষে মলত্যাগ করা সম্ভব হয়। **'নেট্রাম মিউর'** ওষুধটিতে দেখা যায় যে অপরের উপস্থিতিতে রোগীর পক্ষে প্রস্রাব করা সম্ভব হয় না। আশে পাশে কেউ থাকলে প্রস্রাব বেরোতেই চায় না। অ্যাম্ব্রাতে দেখা যায় রোগী অপরের সাহচর্য্যে তার মুখে রক্তাধিক্য, দেহে কাঁপুনি, স্নায়বিক উত্তেজনা প্রভৃতি দেখা দেয়, মনের বিকলন বা কনফিউসনের অবস্থার জন্য তার ভাবনা-চিন্তা অদৃশ্য হয়ে যায়, রোগী খুব বিষণ্ণ ও মানসিক ভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, দিনের পর দিন ধরে কান্নাকাটি করে। পূর্বে যে ব্যক্তি বেশ সুস্থ ও সবল ছিল, তার কাজকর্ম বা ব্যবসায়ে কোনরূপ ঝঞ্ঝাট থেকে শক্ হয়ে তার মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা, কাঁপুনি বা শিহরণ এবং কখনো কখনো উন্মত্তের মত আচরণ করতে দেখা যেতে পারে। কর্মস্থলের গোলযোগ অথবা একের পর এক মৃত্যু ঘটতে দেখে রোগীর মনে যে আঘাত লাগে তাতে সে জীবন ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ে, তার মধ্যে মানসিক অবসাদ ও অপরিণত বয়সে বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দিলে 'অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া' প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী।

সকালের দিকে এবং খাবার পরে রোগীর অনেক উপসর্গ বেড়ে যেতে বা দেখা দিতে দেখা যায়। ভার্টিগো-র সঙ্গে মাথার তালুতে ভারবোধ ঘুমোলে আরও বেড়ে যায়। ভার্টিগোর জন্য রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয় এবং তখন পাকস্থলীতে অস্বস্তি ও দুর্বলতা দেখা দেয়।

আমরা যদি এই ওষুধটির স্নায়বিক লক্ষণগুলির দিকে তাকাই তা হলে দেখতে পাব যে কোন রকম গান-বাজনাই রোগী সহ্য করতে পারে না, গান-বাজনা শুনলে সে কাঁপতে থাকে, তার মানসিক উপসর্গ বেড়ে যায়, তার পিঠে কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে এরূপ বেদনা বোধ করে। গান-বাজনায় তার দেহে নানারূপ শারীরিক লক্ষণও দেখা দেয়। তার দেহে যে সব উপসর্গ দেখা যায় তার অনেকগুলির দেহের যে কোন একদিকে দেখা দেয়। মাথার ডানদিকে কোন একটা নির্দিষ্টস্থানে স্পর্শ করলে বেদনা ও অসাড়তা বোধ হয়। অসাড়ত্ব ও অনুভূতি কমে যাওয়া ওষুধটির অনেক উপসর্গের সঙ্গেই দেখা যাবে, এর সঙ্গে থাকে রক্ত চলাচলের দুর্বলতা।

চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সবকিছু আবছা দেখছে বলে মনে হয় কিন্তু আপাত কোন পরিবর্তন বা চোখের কোন ত্রুটি ছাড়াই এরূপ হতে পারে। চোখের এই দৃষ্টির আচ্ছন্নতা স্নায়বিক কারণে বার্ধক্যজনিত

পক্ষাঘাত এগিয়ে আসার লক্ষণ সূচিত করে। দেহের সর্বত্র চুলকানি বোধের সঙ্গে চোখের পাতায় অঞ্জান হলে যেরূপ চুলকানি ও সুড়সুড় করা বোধ হবার কথা তেমনি বোধ হতে দেখা যাবে।

মাথার দুধার থেকে শুরু হওয়া চেপে ধরার মত মাথাধরাতে টেনে ধরা, ছিঁড়ে যাবার মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা যেন মাথার ভিতরে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে, যেন ছুরি চালানো হচ্ছে এরূপ বোধ হয়। এই মাথাধরা যেকোন ধরনের পরিশ্রমে বেড়ে যায় এবং চুপচাপ শুয়ে থাকলে কম থাকে। নাক ঝাড়তে গেলে মাথাধরা, বামদিকের কপালে এবং চোখে বেদনা, ডান চোখে জ্বালা করা, বেদনা প্রভৃতি খাবার পরে এবং চোখ থেকে বেশি জল পড়লে বেড়ে যায়। প্রুভিং এর সময় এইসব লক্ষণ পাওয়া গেলেও পাঠ্য পুস্তকগুলির বেশির ভাগেই এইসব লক্ষণের কথা বলা হয়নি, তবে ঐসব লক্ষণকেও এই ওষুধটির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বলে ধরতে হবে।

রোগীর কানে শোনার ক্ষমতাও কমে যায়। যে স্নায়ু কানে শোনার ক্ষমতাকে চালিত করে সেই স্নায়ুতে এত বেশি বিকৃতি দেখা দেয় যে রোগীর কানে গান-বাজনার শব্দ প্রবেশ করলে সে কষ্টবোধ করে, তার উপসর্গ বেড়ে যায়। একথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে গান-বাজনা শুনলেই রোগীর কাশি আরম্ভ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেটা সত্যিই ঘটে। গান-বাজনার শব্দে দেহের বিশেষ কোন অংশে, পিয়ানোর টুংটাং শব্দে বিশেষ ভাবে ল্যারিংক্স-এ অস্বস্তি ও সংবেদনশীলতার লক্ষণটি আমরা **'ক্যালকেরিয়া'-তে** দেখতে পাই।

অ্যাম্ব্রার রোগীর প্রচুর রক্তপাত ঘটতে দেখা যেতে পারে। সকালের দিকে নাক থেকে প্রচুর রক্তপাত অর্থাৎ সকালের দিকে উপসর্গ বৃদ্ধির লক্ষণটি দেখা যায়। রক্তচলাচলে দুর্বলতার জন্য মিউকাস মেমব্রেন থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে চুঁইয়ে রক্তপাত হতে দেখা যায়। নাকের ভিতরটা শুকনো, চক্‌চকে ও কুঁকড়ে যাবার মত দেখায়, ভোরবেলায় বিছানায় থাকতেই নাক থেকে রক্তপাত হয়ে তা শুকিয়ে নাকে জমে থাকতেও দেখা যেতে পারে।

মুখের ভিতর ও ঠোঁট শুকনো থাকলেও পিপাসা থাকে না। খাবার বা পানীয় গিলতে গেলে গলার ভিতরে কামড়ে ধরার মত বেদনা ও ক্ষতের মত দগ্‌দগে বোধ হয়। উপসর্গগুলি খাবার পরে, উষ্ণ পানীয়, বিশেষত উষ্ণ দুধ পানে বেড়ে যায়, কাশি দেখা দেয়, গলায় যেন কিছু আটকে আছে এরূপ বোধ কিছু খেলেই দেখা দেয়। গলায় শ্লেষ্মা জমে থাকে এবং সেটা কেশে তুলে ফেলতে চেষ্টা করলে গলার ভিতরে কিছু দিয়ে যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এরূপ বোধ ও বমি হয়ে যাওয়ার মত লক্ষণ পাওয়া যাবে। পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ, লিভারের গভীর কোন অঞ্চলে চাপবোধ প্রভৃতি সকালে, কিছু খাবার পরে অথবা মলত্যাগের পরে বেড়ে যায়। পেটের ভিতরটা কোন কোন সময়ে পেটের ভিতর যে কোন পাশে শীতল বোধ হতে দেখা যাবে।

বৃদ্ধদের কোষ্ঠবদ্ধতায়, বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা থাকলেও কিছুই বেরোয়

না। এর ফলে রোগী খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, মলত্যাগের চেষ্টা করবার সময় অপর কেউ উপস্থিত থাকলে সেটা তার অসহ্য বোধ হয়। স্বাভাবিক ভাবে মলত্যাগ করলেও সে খুব দুর্বল পেটে একটা চাপবোধ ও শূন্যতাবোধ করে কিন্তু এরূপ বোধ বায়ু নিঃসরণ হলে বা ঢেকুর উঠলে কমে যায়।

রক্ত মেশানো প্রস্রাব ও লালচে থিতানি পড়তে দেখা যায়। প্রস্রাব যখন বেরোয় তখন সেটা ঘোলাটে, হলদে-বাদামী হয় এবং বাদামী রঙের থিতানি পড়ে। প্রস্রাব প্রচুর পরিমাণে হলেও প্রস্রাবের সময় ইউরেথ্রা বা মেয়েদের ভালভাতে জ্বালা, চুলকানি ও সুড় সুড় করার মত বোধ হয়। অণ্ডকোষের থলি বা স্ক্রোটামে ভীষণ চুলকায়। সঙ্গমের কোনরূপ ইচ্ছা ছাড়াই সকালের দিকে তীব্র ধরনের লিঙ্গোদ্গম হতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গে অসাড়বোধও থাকতে পারে। এই ধরনের অস্বস্তি ও বিরক্তিকর উপসর্গ **'ইগনেসিয়া'** এবং **'নেট্রাম মিউর'** এও দেখা যায়। ওষুধ নির্বাচনের সময় রোগীর সাধারণ লক্ষণের বা উপসর্গের সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিশেষত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি মিলিয়ে তবেই প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করতে হবে।

ওষুধটিতে একবার ঋতুস্রাব শেষ হয়ে পরবর্তী ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার মধ্যবর্তী সময়ে প্রচুর রক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। মলত্যাগের সময় জোরে চাপ সৃষ্টি করতে গেলে ভ্যাজাইনা থেকে রক্তস্রাব হয় অথবা সামান্য একটু পরিশ্রম এমনকি হাঁটা-চলা করলেও রক্তস্রাব হতে পারে। ঋতুস্রাবের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর বাম পায়ের শিরায় রক্ত জমে গিয়ে নীল হয়ে উঠতে এবং সেই সঙ্গে ঐ পায়ে চাপধরা ব্যথা হতে দেখা যায়। শুয়ে থাকলে জরায়ু সংক্রান্ত উপসর্গের বৃদ্ধি, ঋতুস্রাব সময়ের সাতদিন বা তারও আগেই শুরু হয়ে প্রচুর পরিমাণে চলতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে তীব্র ও কষ্টদায়ক চুলকানি ভাব, যৌনাঙ্গে ক্ষতের মত বোধ প্রভৃতি থাকে।

নার্ভাস বা স্নায়বিক উত্তেজনা ও অবসাদের লক্ষণের সঙ্গে ডিসপ্নিয়া বা শ্বাস কষ্টও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, হার্টের উপসর্গ ও হাঁপানির মত অবস্থা ঘটতে দেখা যায়। যৌন সঙ্গমের সময় বা সঙ্গম আরম্ভ করতে গেলেই হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে চুলকানো, আঁচড়ে দেবার মত অথবা সুড়সুড় করা অনুভূতির সঙ্গে শিশু বা বৃদ্ধদের কাশি, হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট, তীব্র ধরনের আক্ষেপযুক্ত কাশির সঙ্গে ঘন ঘন ঢেকুর তোলা ও গলার স্বর কর্কশ হয়ে যাওয়া লক্ষণও ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। হুপিং কাশির মত দমকা কাশি, অল্প পরিশ্রমেই হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট, গান-বাজনা শুনলে, উত্তেজনা হলে কাশি, কাশির সঙ্গে মাথায় রক্ত বেড়ে ওঠা, চিন্তা করলে অথবা কোন কারণে উদ্বিগ্ন হলেও কাশি দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যায়।

এইসব লক্ষণের সঙ্গে রোগী দিন দিন শীর্ণ ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে। প্রায়ই রোগীর বুকের গভীর অংশের বামদিকে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, দগ্‌দগে

ও চুলকানোর মত অনুভূতি দেখা দেয়, সামান্য পরিশ্রমেই রোগীর প্যালপিটেশন শুরু হয়, সামান্য উত্তেজনা, গান-বাজনা অথবা কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করতে গেলেই বুক ধড়ফড় করে। হাত বা পায়ের দিকে ধমনীর দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি ও প্যালপিটেশনের জন্য রোগীর বুকে চাপবোধ ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

রোগীর হাত-পায়ে অসাড় বোধ হয়, সামান্য চাপ পড়লেই ঐ সব অঙ্গে ঝিন্‌-ঝিন্‌ করে, কাঁপে, শীতলবোধ হয় এবং শক্তভাব দেখা দেয়। আঙ্গুলের নখ শুকিয়ে কুঁকড়ে যায় এবং সহজেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ঘুমোতে গেলে বাহু, হাতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে। পায়ের দিকে ভারবোধ, পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণের জন্য রোগী যেন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, যেন অকাল বার্ধক্য দেখা দিচ্ছে বলে মনে হয়। এই ওষুধটি প্রয়োগ করে হাত-পায়ের ঝিঁ ঝিঁ ধরা, রক্ত চলাচলের দুর্বলতা ও সেই সঙ্গে মাংসপেশীর দুর্বলতা বা ক্ষমতা লোপ প্রভৃতি অবস্থা সারানো যায়। যে সব শিশু খুব বেশি নার্ভাস, দুর্বল ও সহজে খেপে যায়, উত্তেজিত হয়ে পড়ে, যে কোন বয়সের জীর্ণ ব্যক্তি এবং বৃদ্ধদের মধ্যেও অনুরূপ লক্ষণ থাকলে অ্যাম্ব্রা প্রযোজ্য।

অ্যামোনিয়াম কার্বনিকাম
(Ammoniun Carbonicum)

আমরা যদি প্রাচীন রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ীই কেবল চিকিৎসা করতাম তা হলে 'অ্যামন কার্ব' ওষুধটিকে কেবল মাত্র মূর্চ্ছা যাওয়া এবং অনুরূপ দু-একটি ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতাম। কিন্তু এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল, অ্যাণ্টিসোরিক ও ধাতুগত ওষুধ। এটি দ্রুত রক্তের উপাদানে পরিবর্তন এনে দেহ ও মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্কার্ভিরোগের মত ধাতুপ্রবণ অবস্থা নিয়ে আসতে পারে। এই ওষুধটিতে যে রস বা স্রাব ঘটতে দেখা যায় তা সবই হাজাকর, রোগীর লালা হাজাকর হওয়ায় তা ঠোঁটে ও মুখে ফাটা ফাটা, শুকনো ও মামড়ীপড়া ক্ষতের সৃষ্টি করে। চোখের জলও হাজাকর থাকায় চোখের পাতা শুকনো, ফাটা-ফাটা ও খর খরে হয়ে যায়। মলও হাজাকর হয়ে মলদ্বারের কাছে হাজার সৃষ্টি করে। মহিলাদের মাসিকস্রাব ও সাদাস্রাব হাজাকর হওয়ায় যৌনাঙ্গ হেজে গিয়ে দগ্‌দগে ও ক্ষতযুক্ত হয়ে পড়ে। ত্বকের কোথাও ক্ষতসৃষ্টি হলে তার হাজাকর রসে আক্রান্ত অংশের আশ-পাশেও হেজে যেতে দেখা যাবে।

এই ওষুধটিতে যে রক্তপাত দেখা যায় তা কালচে, বেশি তরল এবং সহজে তা জমে যায় না ; নাক, জরায়ু, মূত্রথলি, অন্ত্র যে কোন স্থান থেকেই এই ধরনের রক্ত-পাত হতে পারে। দেহের ত্বকে নানা ধরনের ফুট ফুটে দাগ বা ছাপ এবং ফেকাশে ভাব দেখা দেয়।

হৃৎপিণ্ডের উপর ওষুধটির ক্রিয়ায় যে প্যালপিটেশন হয় তা যেন বাইরে থেকেই শোনা যায় এবং যে কোন রকম নড়াচড়ায় সেই দপ্ দপ্ করা অবস্থা বেড়ে যায়. সেই সঙ্গে থাকে খুব বেশি অবসাদ। প্রাচীন কালের চিকিৎসকরা জানতেন যে অ্যামন কার্ব শ্বাসকষ্টের সঙ্গে হার্টের গোলযোগ, খারাপ ধরনের নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে ভাল ফল দেয়। খারাপ অবস্থার নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় তীব্র অবসাদ ও হার্ট ফেইলিওর দেখা দিলে এই ওষুধটি আশ্চর্যজনক ভাবে ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে। প্রাচীনপন্থীরা ওষুধটিকে উত্তেজক বা স্টিমুলেণ্ট হিসাবে ব্যবহার করলেও আমরা হোমিওপ্যাথি মতে ওষুধটির উচ্চশক্তির একটি মাত্র ডোজ দিয়েই সুফল পেতে পারি।

রক্তদূষণ বা রক্তে বিষক্রিয়া, ইরিসিপেলাস, খারাপ ধরনের স্কারলেট জ্বর ও সেই সঙ্গে অবসাদ, খুব বেশি শ্বাসকষ্ট প্রভৃতিতে যখন মনে হয় যে রোগীর হার্ট অচল হয়ে পড়তে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় অ্যামন কার্ব খুব কার্যকরী হবে। এই সব লক্ষণের সঙ্গে রক্তবাহী নলে পক্ষাঘাতের মত অবস্থার জন্য ত্বকের এখানে সেখানে একধরনের অস্বাভাবিক ছাপ ছাপ দাগ, গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় হয়ে ওঠা, মুখমণ্ডল কালচে ও ফোলা ফোলা হওয়া প্রভৃতিও থাকতে পারে। এরূপ অবস্থায় অ্যালোপ্যাথি মতে অ্যামন কার্ব বহু যুগ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং ওষুধটির কার্যকারিতাই এটিকে হোমিওপ্যাথি মতে ব্যবহৃত হবার পথ দেখিয়েছে।

খুব বেশি দুর্বলতা, হার্টের দুর্বলতা, শীর্ণতা প্রভৃতির সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে উপসর্গগুলি ঠিকমত প্রকাশিত না হলে এবং ওষুধ প্রয়োগে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলে এই ওষুধটির কথা বিবেচনা করতে হবে। প্যালপিটেশন ও শ্বাসকষ্ট নড়াচড়া করতে গেলেই বেড়ে যাওয়ায় রোগী শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এই ধরনের লক্ষণ যুক্ত এক রোগিণীকে আমি বেশ কিছুদিন ধরে চিকিৎসা করছিলাম। কিন্তু তার খুব একটা উন্নতি হচ্ছিল না বলে তাকে একজন স্নায়ুবিদ্যাবিশারদের চিকিৎসায় ছয় সপ্তাহ রাখা হয়। কিন্তু সেখানেও কোন উন্নতি না হওয়ায় রোগিণীকে একজন হার্ট স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তাকে পরীক্ষা করে বলেন যে রোগিণীর হার্ট খুব ভাল না থাকলেও কোনরূপ যান্ত্রিক গোলযোগ নেই, তাই এ ক্ষেত্রে তাঁর কিছু করণীয় নেই, এরপরে রোগিণীকে অন্যান্য নানা বিষয়ে বিশারদ চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তার দেহে কোথাও কোন যান্ত্রিক ত্রুটি ধরতে পারেননি। কিন্তু মহিলা হাঁটতে পারতেন না, তাঁর একটু শুকনো খক্‌খকে কাশি থাকলেও সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়. কিন্তু রোগিণীর কষ্ট থেকেই যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আবার আমার চিকিৎসায় আসেন। এবং আমি তাঁকে অ্যামন কার্ব দিয়ে আঠারো মাস পর্যবেক্ষণে রাখি। এখন ঐ রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পর্বতে চড়ছে, তার ইচ্ছে মত যে কোন কাজ করছে এবং সাংসারিক দৈনন্দিন কাজে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। স্নায়বিক দুর্বলতা ও অবসাদ এবং অন্য যে কোন অবস্থা বা ডায়াগনোসিস তার উপর আরোপ করা হোক না কেন, তার একটি মাত্র ওষুধ অর্থাৎ

এই ওষুধটির প্রয়োজন ছিল। এ থেকেই বোঝা যাবে যে এই ওষুধটির দীর্ঘ স্থায়ী ও গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল ক্ষমতার জন্য ছয় সপ্তাহ থেকে দুই মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে রোগিণীর ক্রমশ উন্নতি ঘটেছে।

প্রতিবার ঋতুস্রাব কালে খুব বেশি অবসাদ দেখা দেয়। ঋতুস্রাবের সময় প্রথম দিনেই কলেরা অথবা কলেরার মত লক্ষণসহ প্রচুর পরিমাণে পাতলা মল ত্যাগ করা, কখনো কখনো 'ভেরেট্রাম'-এর মত খুব বেশি অবসাদের সঙ্গে বমন, দেহে শীতলতা, নীল হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। তবে এই শ্বাসকষ্ট হাঁপানির মত অবস্থাজনিত শ্বাসকষ্ট নয়, এই শ্বাসকষ্ট হার্টজনিত, হার্টের দুর্বলতার জন্য হয়ে থাকে; কিন্তু অ্যামন কার্বেও হাঁপানির সঙ্গে অনুরূপ সকল উপসর্গ দেখা যাবে। ঘর উষ্ণ বা গরম থাকলে শ্বাসকষ্ট ও দম বন্ধ হয়ে যাবার মত হয়; শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য খোলা ঠাণ্ডা হাওয়াপূর্ণ স্থানে যেতে চায়। হাঁপানিজনিত শ্বাসকষ্টে ঠাণ্ডার রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়তে দেখা যাবে, তার দেহের বিভিন্ন উপসর্গ ও মাথাধরা ঠাণ্ডায় বেড়ে যায়।

দেহের বিভিন্ন অংশের অস্থিতে কামড়ানো ব্যথা ওষুধটির একটি সাধারণ লক্ষণ। হাড়ের কামড়ানো ব্যথায় মনে হয় যেন সেই হাড়টি ভেঙ্গে যাবে। প্রতিবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে অথবা মাসের মধ্যে যে দিন তাপের পরিবর্তন ঘটে সেইদিনই দাঁতে তীব্র ধরনের কামড়ানো, টনটন করা ব্যথা দেখা দেয়। দাঁতের গোড়া অথবা চোয়ালেও কামড়ানো ব্যথা হতে দেখা যায়। মাথার চুল ঝরে যাওয়া, আঙ্গুলের নখ হলদেটে হয়ে পড়া, মাড়ি দাঁত থেকে সরে যাওয়া ও সেখান থেকে রক্তপাত ঘটা, দাঁত আলগা হয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ স্কার্ভি রোগের ধাতুগ্রস্ত লোকেদের মধ্যে দেখা গেলে এই ওষুধটি স্মরণীয়।

হিস্টিরিয়ার লক্ষণ ওষুধটিতে আছে এবং স্বাভাবিকভাবেই অনেক স্নায়বিক ভাবে দুর্বল বা নার্ভাস ধরনের মহিলা সঙ্গে এক শিশি অ্যামোনিয়া রেখে দেয়। কারণ কোন বদ্ধ জায়গায় গেলেই তার মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয় এবং তখন তাকে অ্যামোনিয়া শুঁকতে হয়। মৃদু ধরনের মূর্চ্ছাভাবটা হিস্টিরিয়াজনিত নয়, এটা মহিলার সংবেদনশীল প্রকৃতির জন্য হয়ে থাকে। তবে এই মূর্চ্ছাভাব বড় ও গভীর আকারে হবে। হিস্টিরিয়াজনিত মূর্চ্ছাভাব অ্যামোনিয়া শুঁকলে কমে যায়। অ্যামন কার্ব ওষুধটি হার্টের ক্রিয়াকে অনুপ্রাণিত করে রোগীকে আরাম দিয়ে থাকে।

এই ওষুধটিতে দৈহিক ক্ষমতা কমে যাওয়া বা অবসাদ দেখা দেয়। রোগী খুব কান্নাকাটি করে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যায়, উদ্বেগ, অস্বস্তি ও অবসাদ নড়াচড়া করলে দেখা দেয়। রোগীর কানে শোনার ক্ষমতা খুব সংবেদনশীল হতে দেখা যায়। অপরের কথাবার্তা শুনলেও তার উপসর্গ দেখা দেয়। ভেজা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তার দৈহিক ও মানসিক উপসর্গ বেড়ে যায় কারণ ঐরূপ আবহাওয়ায় রোগী সংবেদনশীল হয়ে থাকে। তার গেঁটে বাতের যন্ত্রণা, স্নায়বিক উপসর্গ, অবসাদ, হার্টের উপসর্গ, শ্বাসকষ্ট, মাথাধরা প্রভৃতি সবই ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দেখা

দেয়। রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা ভিজে ও আর্দ্র আবহাওয়ায় অথবা আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময় দেখা দেয়, মনে হয় যেন তার মস্তিষ্ক কপাল ও চোখের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে। কপালে দপ্ দপ্ করা ও আঘাত করার মত ব্যথায় মনে হয় যেন মাথাটা ফেটে যাবে। এই ধরনের মাথার যন্ত্রণা, বিশেষত ঋতুস্রাবের সময় যে মাথাধরা দেখা দেয় সেটা হাঁটা-চলা করলে বা উপর-নিচে ওঠা-নামা করলে বেড়ে যায়, সকালের দিকেও মাথাধরা বেড়ে যেতে দেখা যায়। মাথার যন্ত্রণাসহ এই সব লক্ষণ 'অ্যামন কার্ব'-এর সঙ্গে '**ল্যাকেসিস**' ওষুধটির মধ্যে দেখা গেলেও এই ওষুধ দুটি একে অপরের প্রতিষেধক বা অ্যাণ্টি-ডোট হিসাবে কাজ করে, কারণ ল্যাকেসিসে একই ধরনের অবসাদ থাকে। পুরানো পাঠ্য বইয়েতে এই সম্পর্কটিকে শত্রু ভাবাপন্ন বা 'ইনিমিকাল' বলা হয়েছে অর্থাৎ যখন উচ্চশক্তির ল্যাকেসিস প্রয়োগে রোগীর উপসর্গ কমে যায় তারপরে অ্যামন কার্ব ঐ উপসর্গ নিরাময়ে সক্ষম হয় না, কিন্তু ল্যাকেসিসের নিচু শক্তি ব্যবহারে যদি বিষক্রিয়া দেখা দেয় তখন এই ওষুধটি তার দোষ বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে। তবে সেক্ষেত্রে ওষুধটির উঁচু শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সাপে কামড়ালে কোন লোকের চেহারায় যে সব উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা দেয় সেইরূপ একই ধরনের লক্ষণ এই ওষুধটি মানুষের দেহে সৃষ্টি করতে পারে; সেই জন্য এই ওষুধটিকে সাপের কামড়ে যে সব উপসর্গ দেখা যায় তা নিরাময়ে বহু বার ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে, তবে সব ক্ষেত্রেই যে এই ওষুধটি প্রাণ বাঁচাতে সফল হয়েছে সেটা ঠিক নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে উপকারে লেগেছে সেটা অবশ্য স্বীকার্য। ভাল করে বিবেচনা করে না দেখে ওষুধটিকে **ল্যাকেসিসের** অ্যাণ্টিডোট হিসাবে যখন-তখন ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু রক্তে বিষক্রিয়া, জীব-জন্তুর কামড়ে বিষাক্ত অবস্থার সৃষ্টি ও জটিল জীবাণুঘটিত বা জাইমোসিস্ প্রভৃতির সঙ্গে 'ঈল্যাপ্স'-এর মত কালচে রক্ত বেরোতে দেখলে এই ওষুধটি ব্যবহার করতে হবে। সাপের কামড়ের জন্য কালচে ধরনের রক্ত বেরোতে দেখা যায় যা জমাট বাঁধে না।

এই ওষুধটিতে চোখের নানা ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। মাথাধরার সঙ্গে চোখের সামনে আলোর ঝলক্ দেখা, সব জিনিস দুটো করে দেখা, চোখে আলো সহ্য না হওয়া; যেমন চোখের সামনে বড় বড় কালো দাগের মত ভাসে এরূপ বোধ বিশেষ-ভাবে সেলাই করার পরে দেখা দিতে পারে। যে ধরনের ধাতুর কথা পূর্বে বলা হয়েছে সেরূপ ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের চোখে ঐ ধরনের লক্ষণ থাকলে এই ওষুধটি ছানিকে সারাতে পারে। অ্যামন কার্ব-এর রোগীর চোখে জ্বালা, টন্‌টন্ করা এবং চোখ খুব লাল হয়ে যেতে দেখা যায়।

ওষুধটি শ্রবণশক্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, রোগী কানে কম শোনে এবং কান থেকে হাজাকর স্রাব বা পুঁজ বেরোতে দেখা যায়।

নাকে শ্লেষ্মার প্রবণতা ও স্কার্ভির মত লক্ষণ থাকতে পারে। নাক থেকে যে কফ বেরোয় সেটা হাজাকর থাকে। নাকের উপর দিকে তীব্র বেদনাময় মনে হয় যেন মস্তিষ্ক নাকের উপরের অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। সকালে হাত-মুখ ধোবার

সময় নাক থেকে রক্ত পড়ে। রোগীর অনেক উপসর্গই স্নান করলে বেড়ে যায়, স্নানের পরে ত্বকের এখানে-সেখানে লাল চাকাচাকা দাগের মত হতে দেখা যায়, নাক থেকে অথবা দেহের যেকোন স্থান থেকে রক্তপাতও স্নানের পরে ঘটতে পারে; স্নানের পরে হার্টের প্যালপিটেশন খুব বেড়ে যায়।

গলায় ম্যালিগন্যান্ট ধরনের স্কারলেট জ্বরের মত অথবা ডিপথেরিয়া এবং অনুরূপ জটিল জীবাণুঘটিত বা জাইমোটিক অবস্থায় যে রকম লালচে বা গোলাপী আভা, ফোলা ও ক্ষত, সেখান থেকে রক্তপাত, গ্যাংগ্রিন বা পচন ধরা প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে খুব বেশি অবসাদ, টনসিল ও অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি, গলার বাইরে অন্যান্য স্থানের সঙ্গে ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে দলা পাকানো বা বলের মত হয়ে উঠতে দেখা যায়। ডিপথেরিয়াতে নাক বন্ধ হয়ে গিয়ে শিশু দম আটকা অবস্থায় ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে। এখানেও আমি বা এই ওষুধটির সঙ্গে **'ল্যাকেসিসের'** লক্ষণে বেশ কিছু মিল দেখতে পাই, কারণ ঘুমোবার সামান্য পরেই শিশু দম আট্‌কা অবস্থায় জেগে ওঠে। ডিপথেরিয়া ও বুকের গোলযোগের সঙ্গে খুব বেশি অবসাদ এবং ঘুমের পরে উপসর্গ বৃদ্ধির লক্ষণগুলি দেখা যেতে পারে।

মাসিক ঋতুস্রাব খুব ঘন ঘন বা তাড়াতাড়ি দেখা দেয়, স্রাব কালচে ও প্রায় চাকা বাঁধা অবস্থায় বেরোয়। শ্বেতপ্রদর হাজাকর হয়ে থাকে এবং পেট ও ভ্যাজাইনাতে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, যৌনাঙ্গে স্ফীতি, সব পেলভিক ভিসেরাতে টন্‌টন্‌ করা অনুভূতি প্রভৃতির জন্য অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মনে হয় যেন পেলভিসের অভ্যন্তরস্থ সব জায়গা দগ্‌দগে হয়ে রয়েছে এবং এই ধরনের অনুভূতি বিশেষভাবে ঋতুস্রাবের সময় দেখা দেয়।

শ্লেষ্মার আধিক্য ও কাশির সঙ্গে বুকে ও শ্বাসনলে ঘড়ঘড় শব্দ হওয়া, বুকে চাপ-বোধের জন্য এবং শ্লেষ্মায় ফুসফুস ও শ্বাসনল প্রায় ভর্তি হয়ে থাকার জন্য শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে রক্তাধিক্যের সঙ্গে যে শ্লেষ্মা জমে আছে সেটা তুলে ফেলতে কষ্ট, খুব বেশি ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ ও দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ ছাড়াও অ্যামন কার্ব ওষুধটি যক্ষ্মা রোগের শেষ অবস্থায় সাময়িক আরাম দিতে সক্ষম হয়; যদি খুব বেশি শীতলতা, অবসাদ ও দুর্বলতা দেখা দেয় তা হলে ওষুধটির একটি মাত্র ডোজেই কাজ হবে। বুকের ভিতরে অস্বস্তি ও দুর্বলতা বোধ লক্ষণটি **'স্ট্যানাম'**-এও দেখা যায়। **'অ্যান্টিম টার্ট'** এর মত এই রোগীও খুব জোরে কাশতে পারে না এবং বুকের ভিতরে দুর্বলতার জন্য শ্লেষ্মা তুলে ফেলতেও পারে না।

এই ওষুধটির বেশির ভাগ উপসর্গকে ভোর তিনটা নাগাদ শুরু হতে দেখা দিতে দেখা যাবে। কাশি ঐরূপ সময়ে আরম্ভ হয়। যে সব বৃদ্ধ শ্লেষ্মাজনিত বুকের কষ্টে ভোগেন তাঁদের প্যালপিটেশন ও অবসাদের সঙ্গে কাশিও ভোর তিনটে নাগাদ বেড়ে যেতে দেখা যাবে এবং শ্বাসকষ্ট ও ঘাম নিয়ে ঐ সময়ে তাঁদের ঘুম থেকে উঠে পড়তে হয়। হার্টের দুর্বলতা, পাল্‌স্‌ প্রায় অনুভব করতেই না পাবার মত অবস্থা, মুখমণ্ডল ফেকাশে ও শীতল হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

তীব্র ধরনের জাইমোটিক গোলযোগ, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, স্কারলেট জ্বর, ইরিসিপেলাস প্রভৃতির সঙ্গে বা শেষের দিকে দেহের ক্লান্তি এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার অভাব প্রভৃতি দেখা যায়। এই সব লক্ষণে তীব্র ধরনের অবসাদে রোগীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়বে যখন সুনির্বাচিত ওষুধও ভাল ফল দিতে পারে না তখন **'আর্সেনিকাম'**-এর মত এই ওষুধটিও ফলপ্রদ হয়ে থাকে। রোগীর সঙ্গীন অবস্থায় ও অবসাদে হার্টফেইলিওরে সে মারা যাবার পূর্বেই সময় মত 'অ্যামন কাব' প্রয়োগ করতে পারলে হয়ত তার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হত।

খোলা হাওয়ায় ভ্রমণে উপসর্গের বৃদ্ধি, শিশুদের স্নানে অনিচ্ছা, বাতজনিত বেদনা বিছানার গরমে কমে যাওয়া বা আরাম পাওয়া, উষ্ণ ঘরে থাকলে মাথাধরা কমে যাওয়া, স্নান করলে উপসর্গগুলির পুনরাবির্ভাব, নাক থেকে রক্তপাত, হাত নীলচে হয়ে যাওয়া, শিরায় স্ফীতি, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এবারে রোগীর ত্বকের বিষয়ে আসা যাক। তার দেহ স্কারলেটিনার উদ্ভেদের জন্য যেমন হয় তেমনি লাল হয়ে পড়ে। চেপ্টা ধরনের স্কারলেটিনার সঙ্গে ঘুমের মত আচ্ছন্নতা, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা; বৃদ্ধদের ইরিসিপেলাসের সঙ্গে মস্তিষ্ক-জনিত উপসর্গ দেখা দেওয়া প্রভৃতি অবস্থায় অথবা ইরিসিপেলাস, কার্বঙ্কল প্রভৃতি উদ্ভেদ সুনির্বাচিত ওষুধেও আশাপ্রদ ফল দেখা যায় না তখন এই ওষুধটির কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

অ্যামোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম
(Ammonium Muriaticum)

এই ওষুধটিতে রোগী মাঝে মাঝেই তার দেহে, শিরা বা ধমনীর মধ্যে একটা ফুটন্ত অবস্থার মত বোধ করে। সে ঠাণ্ডায় স্পর্শকাতর হয়, অনেক উপসর্গই খোলা হাওয়ায় বেড়ে যেতে দেখা যায়। দেহে মাঝে মাঝে রক্তাধিক্যজনিত উত্তাপ ও পরে ঘাম হতে দেখা যেতে পারে। মিউকাস মেমব্রেনে জ্বালা ও হেজে যাবার মত অবস্থা হয়, বিভিন্ন অংশের টেন্ডনে টানধরা বা ছোট হয়ে যাবার মত বোধ প্রভৃতি থাকে। এটি গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল একটি ওষুধ। এই ওষুধে বিশেষ ধরনের কিছু কিছু মানসিক লক্ষণ দেখা যায়। কিছু কিছু লোকের প্রতি উদ্বেগ, ভয় ও বিদ্বেষ, মাথায় স্নায়বিক অথবা বাতজনিত বেদনা, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, মাথায় দুই পার্শ্বে সূচ ফোটানো এবং ছিঁড়ে পড়ার মত যন্ত্রণা, মাথার তালু ও অন্যান্য অংশে চুলকানো, হামের মত উদ্ভেদ দেহের বিভিন্ন অংশে দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। একটি আবরণে আবদ্ধ ছানির (ক্যাপসুলার ক্যাটার্যাক্ট) সঙ্গে ওষুধটির অন্যান্য লক্ষণ পাওয়া গেলে সেই ছানি এই ওষুধটি দ্বারা সারানো যায়। চোখের সামনে হলদে হলদে ছোপের মত দেখা, অল্প আলো বা জ্যোৎস্নার আলোতে অক্ষিগোলক

ও চোখের পাতায় জ্বালাবোধ, উজ্জ্বল আলোতে চোখের সামনে কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থার মত বোধ, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরলে কানের ভিতরে জ্বালা করা, কানে কম শোনা, ডান কান, গলা ও ল্যারিংক্স-এ শ্লেষ্মা বা রস সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধটিতে দেখা যায়।

খুব বেশি হাঁচি, নাক থেকে জ্বালাকর জলের মত স্রাব নির্গমন সত্ত্বেও নাক বন্ধ হয়ে থাকা, কোরাইজার সঙ্গে ল্যারিংক্স-এ জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। কোরাইজার সঙ্গে জ্বালা এবং ঠাণ্ডা লেগে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গে পুরানো মতে ওষুধটি খুবই ব্যবহৃত হত এবং অনেক ক্ষেত্রে সুফলও পাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে ওষুধটি আর সে ভাবে ব্যবহৃত হয় না। এই ওষুধটির লক্ষণসমূহ ভালভাবে যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

অনেক উপসর্গের সঙ্গেই মুখমণ্ডলের ফেকাশে বা বিবর্ণভাব দেখা যায়। মুখমণ্ডলের বিভিন্ন হাড়ে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, সাবম্যাক্সিলারী এবং প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, মুখ, ঠোঁট প্রভৃতিতে **অ্যামন কার্ব**-এর মত জ্বালা। ... হেজে যাবার মত অবস্থা, জিহ্বা ফুলে থাকা, 'সোর থ্রোট' এর সঙ্গে খুব জ্বালা ও চট্‌চটে বা আঠালো শ্লেষ্মা, ঘাড়ে ও ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডে দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি, খুব বেশি ফুলে যাওয়া, মুখের বিবর্ণভাব, গলার ভিতরে সূচ ফোটানোর মত অনুভূতি, পিপাসাসহ অথবা পিপাসা না থাকা অবস্থায় কোন কিছু গিলতে গেলে খুব বেশি কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়।

ভুক্ত দ্রব্য যেমনটি খাওয়া হয়েছিল তেমনি অবস্থায় উগার ও বমি হয়ে যাওয়া, ও সেই সঙ্গে ফ্লাটুলেণ্ট অবস্থায় পেটে পূর্ণতাবোধের সঙ্গে খিদেবোধ হওয়া, পাকস্থলী এবং প্লীহাতে শূন্যতাবোধের সঙ্গে কামড়ানো ব্যথাবোধ, পেটের ভিতরে জ্বালা, সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, বায়ু জমে পেট ফুলে থাকা, অন্ত্রের ভিতরে খুব বেশি গড়গড় শব্দ হওয়া, কুঁচকি বা ইঙ্গুইন্যাল অঞ্চলে খুব বেদনা, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় পেটে ও পিঠে ব্যথা, পেটটি বড়, ঢিলেঢালা ও ভারী কিন্তু পায়ের দিকটা সরু বা রুগ্ণ থাকা, রেক্টাম ও মলদ্বার হেজে যাওয়া এবং জ্বালা করা বিশেষ ভাবে মলত্যাগের সময় বোধ হওয়া, পেরিনিয়ামে সূচবেঁধা, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, মল খুব শক্ত ও টুকরো টুকরো দেখায় এবং মলত্যাগের সময় খুব কষ্ট, পেটের মাংসপেশীকে কাজে না লাগিয়ে মলত্যাগ করা সম্ভব না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণযুক্ত অ্যামোনিয়ার মত এই ওষুধটিতেও খুব বেদনাদায়ক অর্শ থাকতে দেখা যাবে। ডায়রিয়াতে মল যখন রক্ত মেশানো, জলের মত এবং ছেঁড়া ছেঁড়া আম বা শ্লেষ্মাযুক্ত থাকে অথবা সকালের দিকে সবুজ, আম মেশানো মল দেখতে পেলে এই ওষুধটি তা সারাতে পারবে। **অ্যামন কার্ব**-এর মত এই ওষুধটিতেও ঋতুস্রাবের সময় ডায়রিয়া ও বমি হতে দেখা যায়। এই ওষুধটি প্রস্টেটের বৃদ্ধি, ও জরায়ু বড় হয়ে গেলে তা সারাতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতি মাসেই ঋতুস্রাব সময়ের আগে দেখা দেয়, সেই সঙ্গে পেটে ও পিঠে ব্যথা

থাকে। **অ্যামন কার্ব**-এর মতই ঋতুস্রাবে রক্ত কালচে ও জমাট বাঁধা অবস্থায় বেরোয় ; ঋতুস্রাবের সময় প্রায়ই অন্ত্র অথবা রেক্টাম থেকে রক্তস্রাব এবং কলেরার মত লক্ষণ থাকতে দেখা যাবে।

জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, প্রচুর পরিমাণে সাদাস্রাব হয় কিন্তু তাতে কোন বেদনা থাকে না। পেটের এবং ঋতুস্রাবের সব ধরনের লক্ষণের সঙ্গে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ ও সেই সঙ্গে পেটে গুড়গুড় করে শব্দসহ কলিক বেদনা দেখা যেতে পারে। এই ধরনের লক্ষণ প্রধানত ফেকাশে, রুগ্ণ ও দুর্বল চেহারার মহিলাদের মধ্যে দেখা যাবে।

শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ ল্যারিংক্স এবং ব্রঙ্কিয়াল টিউব পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সূচ বেঁধা, ছিঁড়ে যাওয়া ও জ্বালা দেখা দেয়। গলার স্বরে কর্কশতা ও স্বর নষ্ট হওয়ার সঙ্গে ল্যারিংক্স-এ জ্বালাবোধ থাকে। রোগী বার বার কেশে ল্যারিংক্স থেকে শ্লেষ্মা তোলে। কোনরকম কায়িক পরিশ্রম করলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। খোলা বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুকে চাপ বা ভারবোধ হয়, ল্যারিংক্স-এর মধ্যে সর্বদা সুড়সুড় করার জন্য কাশি, রোজই বারবার ফিরে আসা দম আটকানো কাশি ; যে সব দুর্বল রোগীদের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হবার মত অবস্থা হয় তাদের রোজ শুকনো কাশি ও নাড়ি বা পালস্ দ্রুত হতে দেখা গেলে এই ওষুধটি প্রয়োজন হতে পারে।

কোমরের কাছে ও পিঠে তীব্র ধরনের কামড়ে ধরার মত ব্যথা রাত্রে বেড়ে যায়, দুই কাঁধের মাঝখানটা ঠাণ্ডা বোধ হয়।

হাত-পায়ের দিকে টেনে ধরা, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, যেন হাত-পা কেউ টেনে ধরছে এরূপ বোধ, পায়ের দিকের মাংসপেশী ও টেনডনে টান্‌টান্ ভাব, হাঁটতে গেলে উরুর পিছন দিকে টান্‌ভাব, রাত্রে বিছানায় শুলে পা ঠাণ্ডা বোধ হওয়া, রাত্রের শেষভাগে বেশি পরিমাণ ঘাম দেখা দেওয়া, মাঝে মাঝে দেহে রক্তাধিক্যের জন্য উত্তাপ ও জ্বর হওয়া প্রভৃতিও এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধটিতে প্রুভিং এর সময় যে সব লক্ষণ দেখা গেছে সেগুলি যদি পাঠক ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেন তা হলে দেখতে পাবেন যে এখানে বর্ণনা করা হয়নি এমন লক্ষণও প্রুভিংয়ের সময় পাওয়া গেছে।

অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টালি
(Anacardium Orientale)

এই ওষুধটির রোগীর মধ্যে অদ্ভুত সব ভাবনা-চিন্তা দেখতে পাওয়া যাবে। রোগীর মানসিক অবস্থা খুব দুর্বল ও প্রায় জড়বুদ্ধির মত হয়ে থাকে। তার মনে হয় যেন সে স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে, সব কিছুই তার কাছে বিস্ময়কর বোধ হয়, কোন কিছুর অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয়ে থাকে। রোগীর মধ্যে খুব খিটখিটে ভাব, সব কিছুতেই বিরক্তি দেখা যাবে, এবং সে অভিশাপ দিতে থাকে। তার স্মৃতিশক্তি

এত দুর্বল থাকে যে অল্প সময় পূর্বের কথা বা ঘটনাও সে মনে করতে পারে না। তার সব ধরনের অনুভূতি যেন নষ্ট বা অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে বোধ হয় এবং সে যেন স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে মনে হয়। মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, পর্যায়ক্রমে মানসিক বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেওয়া, বুদ্ধির জড়তা ও মনের ঢিলেঢালা বা আলগাভাব থেকে যায়। তার নিজের মধ্যেই যেন একটা বৈপরীত্য থাকে এবং তার প্রকৃতি বা চরিত্রেই যেন একটা অস্থির চিত্ততা দেখা যায়। সে কখন কি করবে সেটা স্থির করতে পারে না, কোন কিছু করতে গিয়ে ইতস্তত করে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত কিছুই করে উঠতে পারে না, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ সেটাও যেন সে ঠিক করতে সক্ষম হয় না। যেন অপর কেউ বা কোন শক্তি তাকে এটা-ওটা করতে আদেশ করছে, যেন সে একটি শুভ এবং একটি অশুভ শক্তির মধ্যে বাস করছে, যেন অশুভ শক্তি তাকে কোন খারাপ কাজে লাগাতে চায় কিন্তু শুভশক্তি তাকে সেই অন্যায় বা খারাপ কাজে বাধা দেয়। কাজেই রোগীর মধ্যে এই দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

রোগীর মধ্যে নানা ধরনের কল্পনা ও মতিভ্রম দেখা দেয়, তার মনে হয় যেন তার এক কাঁধে একটি দৈত্য এবং অপর কাঁধে একটি দেবদূত বসে আছে। তার মন বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে থাকে এবং অপরকে গালাগাল বা অভিশাপ দেবার অদম্য-ইচ্ছা দেখা যায়; যখন তার ভাব গম্ভীর হবার কথা তখন সে হয়ত হাসতে আরম্ভ করে। রোগীর অন্তরে উদ্বেগ দেখা দেয় এবং তার মধ্যে শুভ এবং অশুভ শক্তির দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত অশুভ শক্তি পরাজিত হয়ে থাকে। অ্যানাকার্ডিয়াম প্রয়োগে সুস্থ দেহে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাতে এই দুই শক্তির উপস্থিতি এবং অশুভ শক্তির আধিপত্যে ব্যক্তি অন্যায়-অবিচার ও মন্দ কাজে প্ররোচিত হয়ে থাকে। মানুষের মনের উপর ওষুধটির ক্রিয়া থেকে আমরা অনেক শিক্ষালাভ করতে পারি। অ্যানাকার্ডিয়াম, অরাম এবং আর্জেন্টাম ওষুধগুলি মনের উপর যে অদ্ভুত ধরনের সব লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে তা থেকে আমি অনেক কিছুই শিখেছি। মানুষের মনের উপর ওষুধগুলির ক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ সেইভাবেই আমরা অপ্রাসঙ্গিক অনুমান বা কল্পনাকে বাদ দিয়ে প্রকৃত সত্যটি জানতে বা বুঝতে পারব।

অ্যানাকার্ডিয়ামের রোগীর মনে হয়, সে যা কিছু দেখছে তা কিছুই সত্য বা বাস্তব নয়, যেন সবই স্বপ্ন বা কল্পনা। তার মনে বিশেষ কতকগুলি স্থির বিশ্বাস বা ধারণা জন্মায়। তার মনে হয় যেন তার মধ্যে দ্বৈতসত্তা বিরাজ করছে, যেন একটি সত্তা তার দেহ এবং অপরটি তার মন। তার মনে হয় যেন তার পাশে অপরিচিত কেউ রয়েছে, যেন দুটি সত্তার একটি ডান দিকে এবং অপরটি বাম দিকে রয়েছে, এইরূপ দ্বৈতসত্তার অনুভূতি যেন তাকে পাগল করে তোলে। রোগীর বোধশক্তি ও মেজাজ ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। এখন সে যা দেখছে একটু পরেই সেটা তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। এখন রোগী তার যে শিশু সন্তানকে দেখছে একটু পরেই তার মনে হবে যে সে তার শিশু সন্তান নয়। এখন সে কল্পনাটাকে

সে সত্য বলে মনে করছে একটু পরেই সেটা তার কাছে বিভ্রম বলে প্রতীয়মান হবে। যখন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কিছুটা বিপর্যস্ত হয় তখনই বিভ্রম বা ইলিউশন দেখা দেয়। রোগী যাকে দৈত্য বলে মনে করছে, তার বুদ্ধি তাকে বলবে সেটা সত্য হতে পারে না, কিন্তু একটু পরেই সে ঐ দৈত্যকে তাড়িয়ে দিতে বলবে।

রোগীর বুদ্ধি যখন বিপর্যস্ত হয়ে তার মনকে বিপথগামী করে সেইরূপ লক্ষণ আমরা অ্যানাকার্ডিয়াম ছাড়াও **হায়োসায়ামাস**, **স্ট্র্যামোনিয়াম** এবং **বেলেডোনায়** দেখতে পাই। যখন কোন ওষুধ মানুষকে দিয়ে কিছু করাতে চায় সেটা তার ইচ্ছাকে অভিভূত করে থাকে, এবং যখন সেটা তার বুদ্ধিকে অভিভূত করে তখন সেটা তার জ্ঞান বা ধীশক্তির উপর কাজ করে থাকে। ওষুধ মানুষের এই ইচ্ছা, জ্ঞান ও বুদ্ধি সবার উপরই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

রোগীকে অনেক ক্ষেত্রে নির্জীব ও ভগ্নহৃদয় হতে দেখা যায়, কেউ তাকে বশ করে নেবে তাই ভেবে সে ভীত হয়, ঘরে চোর ঢুকছে ভেবে তাকে খুঁজতে থাকে, যেন শত্রুরা তার অনিষ্ট করতে আসছে এরূপ চিন্তায় সে সব কিছুতেই ভয় পায়। রোগী সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকে, কিছুতেই তার শান্তি নেই। যেন পৃথিবীর সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে। এই ভেবে সে নিজের ইচ্ছে মত শব্দ করে বা ইচ্ছেমত চলতে চায়। সে ভীষণ ভীতু। সব সময়ই কোন না কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটবার আশঙ্কায় সে ভীত থাকে। সেই জন্য তাকে দুঃখী, বিষণ্ণ ও গোমড়া মুখে থাকতে দেখা যায়। সে খুবই অসামাজিক, কারো সঙ্গে সে মেলামেশা করতে চায় না এবং নিজের স্মৃতিশক্তি কমে যাবার কথা বলে, সামান্য কারণেই সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। রোগীর মনে সে জীবন্ত অবস্থায় আছে এই বোধটাই কমে যাওয়া বা না থাকা এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে কোনরূপ দুঃখ বা অনুতাপ না করেই সে অপরকে দৈহিক আঘাতে জর্জরিত করতে পারে, তাতে তার কোন ভাবান্তর হয় না, এই সব লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে রোগী খুব নিষ্ঠুর, অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুষ্টু প্রকৃতির হয়ে থাকে।

ওষুধটিতে মানসিক উত্তেজনার কুফলজনিত লক্ষণ পাওয়া যায়। রোগী খুব দুর্বল মনের হয়ে থাকে, ভয় ও বিভিন্ন অনুভূতি দমিত হবার ফলেই এটা দেখা দেয়। কোন বিশেষ ধর্মের বিষয়ে অস্বাভাবিক গোঁড়ামি বা উন্মত্ততা দেখা দিতে পারে এবং সেটা রোগীর দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্ট। এদিক থেকে ওষুধটির সঙ্গে **'হায়োসায়ামাস'**-এর সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখা যাবে।

রোগীর অনেক উপসর্গই কিছু খাবার পরে কমে যেতে দেখা যায়। যার দেহের এখানে-সেখানে গোঁজের মত কিছু যেন চাপ দেয় বলে বোধ হয়, তার মাথায়, চোখে, নাভিতে এবং মেরুদণ্ড বরাবর নিচের দিকে ঐরূপ চাপ বোধ হতে দেখা যেতে পারে। সব কিছুই তার কাছে যেন অনেক দূরের বস্তু বলে বোধ হয়। সব জিনিসই তার কাছে অদ্ভুত লাগে, কখনো কখনো সেটা ভৌতিক বা অলৌকিক বলে বোধ হতে দেখা যায়। রোগীর নাকে গন্ধের অনুভূতিতে বিভ্রমের ফলে সব কিছুতে কাঠ

পোড়া গন্ধ অথবা পায়রার মলের মত গন্ধ তার নাকে আসে। পুরানো ও দীর্ঘস্থায়ী কোরাইজা থাকতে দেখা যায়।

রোগীর দেহে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা গেলেও তার মানসিক লক্ষণগুলিই প্রধান বলে বিবেচিত এবং মানসিক লক্ষণগুলি ছাড়া এই ওষুধটির প্রয়োগের কথা ভাবাই যায় না। তবে সাধারণত দেখা যায় যে মানসিক লক্ষণগুলির প্রাধান্যের সঙ্গে দৈহিক লক্ষণগুলিও প্রকাশিত হচ্ছে।

রোগীর দেহে খুব কাঁপুনি ও পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। টিটেনাস, এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগ প্রভৃতিতে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। রোগীর মনে হয় যেন তার দেহের যেকোন অংশ, মাথা প্রভৃতিতে ঘোড়ার নাল বা অনুরূপ গোলাকার শক্ত কোন কিছু দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে অথবা গোঁজের মত কিছু তার দেহের বিশেষ কোন অংশে রয়েছে।

এই ওষুধের উদ্ভেদগুলি অনেকাংশে **'রাসটক্সে'র** মত হয়; ইরিসিপেলাসের মত উদ্ভেদ কালচে, ছাই ছাই বর্ণের ও মারাত্মক ধরনের হয়ে থাকে। এই ওষুধটি **রাসটক্সের** বিষক্রিয়ার অ্যান্টিডোট রূপে কাজ করে। দেহের সর্বত্র উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে। জলপূর্ণ বড় বড় ফোস্কা প্রায়ই দেখা যায়। উদ্ভেদগুলিতে খুব বেশি চুলকায়। **নেট্রাম মিউরের** মত এই ওষুধটিতে হাতের তালুতে আঁচিল হতে দেখা যায়। রোগীর ত্বকে খুব বেশি জ্বালাবোধ হতে দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটির বেশির ভাগ লক্ষণের জন্য এটিকে **রাসটক্স-গোষ্ঠীর** সমগোত্রীয় বলে মনে হবে।

অ্যান্টিমোনিয়াম ক্রুডাম
(Antimonium Crudum)

এই ওষুধটি প্রুভিং এর সময় যেসব লক্ষণ পাওয়া গেছে তাতে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করা যায় সে সব লক্ষণগুলিই যেন পাকস্থলীতে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে। রোগীর দেহে যে কোন ধরনের উপসর্গই দেখা দিক না কেন, তার সঙ্গে পাকস্থলীর কোন না কোন উপসর্গ থাকবেই। তার পাকস্থলীকে বেদনা হয়ে গা-বমিভাব বা নসিয়া দেখা দেয়; মাথাধরার সঙ্গেও পাকস্থলী-সংক্রান্ত গোলযোগ থাকে; অপর দিকে তার পাকস্থলীতে গোলযোগ ঘটার ফলে তার দেহে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। যে সব রোগীর উপসর্গসমূহ পাকস্থলী-সংক্রান্ত গোলযোগের দরুন দেখা দেয় তাদের প্রায়ই এই ওষুধটি প্রয়োজন হবে।

যে ধরনের ধাতুযুক্ত লোকেদের জন্য এই ওষুধটি প্রয়োজন হতে দেখা যায় তাদের মানসিক লক্ষণগুলিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। ঐ ধরনের লোকেদের মনের একটা গুরুতর অবস্থা দেখা দেয়, তাদের মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাই থাকে না। যে রোগীর বাঁচার কোন ইচ্ছাই থাকে না, জীবন যাদের কাছে দুর্বহই মনে হয় সেই সব রোগী চিকিৎসকের কাছে খুবই গুরুতর বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। রোগী ডাক্তার বাবুর কাছে এসে বলে যে সে মরলেই ভাল হয়, সেরূপ রোগীকে কোন চিকিৎসকই

চাইবেন না, এ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে ঐ রোগীর এমন কোন অন্তর্নিহিত গোলযোগ বা কষ্ট আছে যা দূর করা বেশ কষ্টকর। কোন কিছু যেন রোগীকে ভয় পাইয়ে দেয় এবং এরূপ অনেকক্ষেত্রেই রোগী সত্যি সত্যি মারা যায়। 'রোগী বেঁচে থাকতে ঘৃণাবোধ করে। টাইফয়েডের মত দীর্ঘস্থায়ী ও খারাপ ধরনের বিরাম-হীন জ্বরে এরূপে লক্ষণ দেখা যায়। এই ওষুধটিতে টাইফয়েডের মত তীব্র অবসাদ ছাড়াও বিরাম হীন, সবিরাম এবং রেমিটেণ্ট ধরনের জ্বর থাকতে দেখা যায়। এই অবসাদ অনেকটা **'আর্সেনিকের** মত, তবে 'আর্সেনিকে' প্রচণ্ড রকমের মৃত্যুভয় থাকে কিন্তু এই ওষুধটিতে জীবনের প্রতি ঘৃণাবোধ থাকতে দেখা যাবে। 'আর্সেনিকে তীব্র অস্থিরতা থাকে কিন্তু এই ওষুধটিতে অস্থিরতা বিশেষ থাকে না। 'আর্সেনিকে অবশ্য পিপাসা থাকবে কিন্তু এই ওষুধটিতে পিপাসা একেবারেই থাকে না। কাজেই এই দুটি ওষুধেই খুব বেশি অবসাদ এবং বিরামহীন জ্বর থাকতে দেখা গেলেও অন্যান্য লক্ষণে এত বেশি পার্থক্য থাকে যে সহজেই এই ওষুধ দুটির রোগীদের পৃথক ভাবে চেনা যায়। যে সব কিশোরী মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে ক্লোরোসিস বা বিশেষ ধরনের রক্তশূন্যতা দেখা দেবার মত অবস্থা হয় তাদের মধ্যে এই ধরনের টাইফয়েড জ্বর হতে দেখা যায়। ঐ সব রোগীর মধ্যে জীবনের প্রতি যে ঘৃণা থাকে সেটা মূর্চ্ছারোগ বা মৃগী রোগের মত অবস্থা থেকে দেখা দেয়। কারণ ঐ সব রোগীর মধ্যে তীব্র অবসাদ, এবং হঠাৎ দেখা দেওয়া দুর্বলতা ও মূর্চ্ছাভাব থাকে। এই অবস্থার সঙ্গে আর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যেতে পারে যেটা হয়ত একই সঙ্গে দেখা না দিয়ে কিছুদিন পরে অথবা মাঝে মাঝে দেখা দেবে; খুব কোমল আলো, রংকরা কাচের ভিতর থেকে আসা অথবা চাঁদের আলোর মত কোমল আলো এই সবে সহজে উত্তেজিত হওয়া, নার্ভাস, হিস্টিরিয়ার মত রোগে আক্রান্ত রোগী বা কিশোরীরা তা সহ্য করতে পারে না, ঐ ধরনের কোমল আলোতে তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে; চাঁদের আলোতে ঐ ধরনের মেয়েরা খুব অনুভূতি প্রবণ হয়ে পড়ে। যারা অসুস্থ এবং যাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে গেছে; তাদের মধ্যেই এই ধরনের লক্ষণ থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। এই ধরনের মানসিক অবস্থা ও লক্ষণের সঙ্গে অ্যান্টিম ক্রুডে পাকস্থলী সংক্রান্ত গোলযোগ দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে এই ওষুধটিতে গেঁটে-বাত অথবা বাত বা রিউম্যাটিক অবস্থা থাকতে দেখা যায়, আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যার লক্ষণেরও পরিবর্তন ঘটে, ঠাণ্ডা আর্দ্র আবহাওয়ায়, ঠাণ্ডা জলে স্নানে, উপসর্গের বৃদ্ধি এবং উত্তাপ ও উষ্ণজলে স্নানে আরামবোধ হতে দেখা যাবে। এ ছাড়াও তেঁতো স্বাদের মদ অথবা যেকোন ধরনের উত্তেজনাকর পানীয় গ্রহণেও রোগীর উপসর্গগুলি বৃদ্ধি হয়ে থাকে। মদ জাতীয় পানীয়তে রোগীর শারীরিক লক্ষণ যেমন গেঁটে বাতের উপসর্গগুলি বেড়ে যায় কিন্তু রোগী খুব অল্পেতেই মাতালের মত হয়ে গেলে তুলনামূলকভাবে তার মানসিক লক্ষণগুলি সে রকম বাড়ে না। তেঁতো মদ খেলে তার গেঁটেবাতের ব্যথা

ও কামড়ানোভাব বেড়ে যায়. এই কারণে মাথাধরাও দেখা দেয় এবং তেঁতো মদের জন্য তার পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গগুলি খুব বেশি বৃদ্ধি পায়।

এই ধরনের রোগী রাতে, আর্দ্র আবহাওয়ায় এবং যেকোন আর্দ্র ও ঠাণ্ডা স্থানে খারাপবোধ করে ; চুপচাপ শান্ত ভাবে শুয়ে থাকলে, গরম সেক্ লাগালে আরাম-বোধ করলেও অত্যধিক গরম, বিকিরিত তাপ ও উষ্ণ ঘরে তার কষ্ট বেড়ে যেতে দেখা যাবে। রোগীর অনেক উপসর্গ সূর্যের আলোকে অথবা চুল্লীর ঝাঁঝাঁর খোলা থাকলে দেখা দেয়। খোলা উনুনের আগুন অ্যাণ্টিমক্রুডের রোগীর মোটেই সহ্য হয় না। হুপিং কাশিতে আক্রান্ত শিশুটি আগুনের দিকে তাকালেই কাশি বেড়ে যায়। এই ধরনের লক্ষণগুলি খুবই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। এগুলির পিছনে কোন দার্শনিক কল্পনা বা অনুমান সাপেক্ষ ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেও এগুলি সত্য এবং আমাদের তা মেনে নিতে হবে।

রোগীর গেঁটে বাতজনিত কষ্ট হঠাৎ হঠাৎ এত পরিবর্তিত হয় যে তখন একদিন বা একটি রাত্রির মধ্যেই রোগীকে বেশ কয়েকদিন ধরে অনবরত বমি করতে দেখা যায় ; গাউটের ব্যথা পুনরায় আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত এই বমি করতে থাকা অবস্থা চলতেই থাকে। এখন ভাবলে অবাক হতে হয় যে রোগীর পায়ের দিকের বাত বা গেঁটেবাত-জনিত ব্যথা বন্ধ হলে কত দ্রুত তার পাকস্থলীর গোলযোগ শুরু হয়ে যায়।

এই ওষুধটিতে নাক, পাকস্থলী, রেক্টাম বা পায়ু প্রভৃতি অংশে শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ তেঁতো স্বাদের মত পানে এবং দেহে ঠাণ্ডা লাগলে শুরু হতে দেখা যায়। রাত্রে নাক বন্ধ হয়ে গিয়ে শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়ে থাকে। যখনই সে খুব বেশি উত্তপ্ত কোন ঘরের মধ্যে যায় তখনই তার নাক বন্ধ হয়ে যায় ; তার নাক থেকে শ্লেষ্মা নির্গমন বা কোরাইজা দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক হতে দেখা যায়, কারণ সে খুবই দুর্বল ধাতুর এবং তার দেহের রক্ত চলাচল ব্যবস্থাও বেশ দুর্বল হয়ে থাকে। কোরাইজা যখন পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী হয় তখন তা রাত্রের দিকে বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে মাথাধরা বা মাথায় যন্ত্রণা থাকে। শ্লেষ্মা নির্গমন কমে গেলে অথবা নাকের ভিতর শুকিয়ে গেলে রোগীর মাথাধরা আরও বেড়ে যায় ; তার মাথায় স্নায়বিক বেদনা বা নিউরালজিয়া, পাকস্থলীতে পিষে গুঁড়িয়ে নেবার মত ব্যথা ও বেশি কষ্টের সঙ্গে বমিও হতে দেখা যাবে। প্রায়ই রোগীর মাথা ধরে এবং বাড়ীর লোকেরা এটাকে পাকস্থলীজনিত মাথাধরা বলে অভিহিত করেন কিন্তু এই উপসর্গটি ঠাণ্ডা লেগে দেখা দেয় এবং তার ফলে ঘন স্রাব শুকিয়ে যায় এবং নাকের ভিতর টেনে নেওয়া বায়ুতে নাকের ভিতরে যেন আগুনের মত জ্বালাবোধ হয়। কখনো কখনো একবার অনেকটা বমি হয়ে গেলে এই উপসর্গটি কমে যায় কিন্তু মাথাধরাটা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, এ রকম একবার বমির পরে এটা কমে না ; তবে বেশ কিছুদিন ধরে বমি হতে থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে মাথাধরা কমে যেতেও দেখা গেছে। অনেক ওষুধে দেখা যায় যে বমি হয়ে গেলে রোগী মাথাধরায় আরাম বোধ করে কিন্তু এই ওষুধটিতে দীর্ঘদিন ধরে বমি করা হতে থাকায় সে অবসন্ন ও অবসাদগ্রস্ত

হয়ে পড়ে, তার কষ্ট কমে না। হাঁটা-চলা করলে, রাত্রের দিকে রোগীর মাথাধরা বেড়ে যায় ; সে চুপচাপ শুয়ে থাকলে, খোলা হাওয়ায় তার মাথার যন্ত্রণা কম থাকে কিন্তু উষ্ণ ঘরে ঢুকলে বা থাকলে খুব বেশি উত্তাপে এবং বিকিরিত তাপ ও আলোতে এই উপসর্গটি বেড়ে যায়। দেখা যাচ্ছে যে রোগীর শ্লেষ্মাপ্রবণতা, মাথা-ধরা এবং পাকস্থলীর গোলযোগ জনিত লক্ষণগুলি একই সঙ্গে থাকতে দেখা যায় এবং রোগী খুব দুর্বল ও অসুস্থ থাকার জন্য ঐ সব লক্ষণ আলাদা আলাদা ভাবে পাওয়া সম্ভব হয় না, কাজেই রোগীর সব লক্ষণগুলি বিবেচনা করেই ওষুধ নির্বাচন করতে হবে।

মিউকাস মেমব্রেন থেকে দুধের মত সাদাটে রস বা শ্লেষ্মা বেরোনো বা জমে থাকা, বিশেষত জিহ্বায় এরূপ লক্ষণ থাকা এই ওষুধটির অপর একটি বিশেষত্ব, রোগীর জিহ্বায় দুধের মত সাদা একটি প্রলেপ থাকতে দেখা যাবে। যে কোন রোগের যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই এই লক্ষণটি দেখতে পাওয়া যায়। শিশুদের পাকস্থলীর গোলযোগ, পাকস্থলীর গোলযোগ সংক্রান্ত জ্বর, যে কোন ধরনের জ্বরের সঙ্গে বমি হওয়া, সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগ, টাইফয়েড জ্বরে পাকস্থলীর উত্তেজনা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই রোগীর জিহ্বা সাদা থাকতে দেখা যাবে। সামান্য একটু কারণেই তার গা গুলিয়ে ওঠে ও গলা যেন বন্ধ হয়ে যায়। খাবারের প্রতি ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা, খাবার দেখলে বা খাবারের গন্ধেও সে বিরক্ত হয়। এই লক্ষণগুলি অনেকটা **আর্সেনিকের** মত।

রোগী রাত্রে শোবার আগে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে, সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখা যায় যে তার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে, সে একটা কথাও বলতে পারছে না। গলায় ব্যথা না থাকায় সকালে কথা বলতে যাবার আগে সে বুঝতে পারে না যে তার গলার স্বর বন্ধ হয়েছে। গলায় সংকোচন বা ল্যারিংক্স-এর স্প্যাজম্ বা আক্ষেপ থেকে এরূপ ঘটতে পারে। ঠাণ্ডা লাগা অবস্থাটা কোন কোন সময় গলা হয়ে নিচের দিকে ট্রেকিয়া, ব্রঙ্কাস ও ফুসফুসে নেমে গিয়ে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতিও সৃষ্টি করতে পারে।

শুকনো ও খক্‌খকে কাশির দমক ধীরে ধীরে ক্রমশ কমে আসতে দেখা যায়। কাশির প্রথম দমকটি খুবই তীব্র থাকে, যেন তার বুকের খাঁচাটা বেদনায় ঝরঝরে হয়ে যাবে বোধ হয় ; এই দমকটি কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্তও থাকতে দেখা যায়, কিন্তু পরবর্তী কাশির দমক বা প্যারিক্সজম্‌গুলি ক্রমশ অপেক্ষাকৃত কম তীব্র হতে দেখা যাবে এবং শেষের দিকে কাশির কোন দমক ছাড়াই শুকনো খক্‌খকে কাশি থাকে। ব্রঙ্কাইটিস, হুপিংকাশি প্রভৃতি যে কোন রোগেই যদি কাশির দমকটির তীব্রতায় সম্পূর্ণ দেহটা যেন নড়-বড়ে বোধ হয়, তার সঙ্গে জিহ্বায় দুধের মত সাদা প্রলেপ থাকতে দেখা যায়, এবং সেইসঙ্গে পাকস্থলী সংক্রান্ত গোলযোগ থাকে তা হলে সেক্ষেত্রে অ্যাণ্টিম ক্রুড-ই নির্দিষ্ট ওষুধ। ওষুধটি প্রয়োগে খুব দ্রুত রোগীর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাবে। কাশির তীব্রতায় বুকের

ভিতরে যে ক্ষতের মত, আঁচড়ে যাবার মত বেদনা থাকে সেটা খুবই দ্রুত কমে যাবে।

এই রোগীর পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গগুলির দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সব সময় গা-বমিভাব বা নসিয়া পাকস্থলীর ভিতরে একটা দলার মত বা বলের মত কিছু রয়েছে বলে মনে হওয়া, সব সময়েই পাকস্থলী যেন অতিরিক্ত বেশি ভর্তি হয়ে আছে বলে বোধ হওয়া, ষেন সে খুব বেশি খেয়ে ফেলেছে বোধ হতে দেখা যায়, যদিও সে হয়ত সে সময় কিছুই খায়নি। পাকস্থলী শূন্য থাকলেই রোগীর মনে হয় যেন সেটা খুব ফুলে আছে; এরূপ ফুলে থাকা বোধের সঙ্গে বমি হয়ে পেটে যা কিছু আছে তা বমি হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে ওক্ ওঠা, গা-বমি ভাব, পাকস্থলীতে ভারবোধের মত অস্বস্তি চলতে থাকে। বমি হবার ফলে রোগী কোনরূপ আরামই বোধ করে না বরং সে আরও অবসন্ন বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

লিভার বা তার যে কোন অংশে প্রদাহ হয়ে শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। গল-ব্ল্যাডার বা পিত্তথলি অঞ্চলে বেদনা থাকে। লিভারে বিদীর্ণ হওয়া, ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা হতে পারে। এই সব লক্ষণের সঙ্গে জণ্ডিসও হতে দেখা যায়।

পেটে তীব্র ধরনের ব্যথা, জ্বালা, খুব বেশি ফোলাভাব থাকতে পারে। পেটের ফোলা ভাবের সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন 'স্ক্রু' এর মত কিছু যেন ক্রমশ ভিতরে ঢুকে গিয়ে পেটে টান্‌টান ভাব বাড়িয়ে তুলছে! টাইফয়েডের টিম্প্যানাইটিসের মত পেটের ফোলা ভাবের সঙ্গে, পেটে ফ্লাটুলেন্স বা খুব গ্যাস হলে অথবা গ্রীষ্মকালীন ডায়ারিয়ার সঙ্গে আমরা উপরে বর্ণিত বিশেষ লক্ষণটি পেতে পারি। পাকস্থলীর গোলযোগজনিত লক্ষণের সঙ্গে জিহ্বায় সাদা প্রলেপ প্রভৃতি যদি বিশেষভাবে টকে যাওয়া মদ পানে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে, বাতে বা গাউটে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে যাদের হাতের আঙ্গুলের গাঁটগুলিতে গিট গিট হয়ে বা নডিউলের মত ফোলা ও শক্ত হয়ে ওঠা ভাব দেখা যায় এবং সেগুলিতে কোন বেদনা থাকে না এরূপ দেখা যায় এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রে যদি খুব বেশি ফোলা ও বেদনাবোধ থাকে তা হলে এই ওষুধটির কথা অবশ্যই স্মরণীয়।

এই ওষুধটিতে বিশেষ এক ধরনের ডায়রিয়া বা পেট খারাপ হতে দেখা যায়। কখনো কখনো ডায়রিয়ায় থলথলে ও দলা পাকানো বা লাম্প-এর মত অথবা পাতলা মলও থাকে। টকো মদ পান করে ডায়রিয়া হতে পারে। মলত্যাগ করতে রোগীর বহুক্ষণ সময় লাগে। সে দ্রুত মলত্যাগের জন্য পায়খানায় যায় কিন্তু সামান্য একটু নরম ও পাতলা মলের সঙ্গে দলা পাকানো কিছুটা মল বেরোয়! কিছুক্ষণ পরেই তাকে আবার ঐ ধরনেরই মলত্যাগের জন্য দ্রুত ছুটতে হয়, গ্রীষ্মকালীন ডায়রিয়াতে এইরূপ অবস্থা দেখা যায়; যতক্ষণে অন্ত্রে জমে থাকা মল সবটা বেরিয়ে না যায় ততক্ষণ রোগীকে বার বার মলত্যাগের জন্য ছুটতে হয় এবং শেষের দিকে খুব বেশি কোঁথানি ও শূলানি বা টেনেসমাস থাকতে দেখা যায়। ঐ ধরনের ডায়রিয়া শেষ

পর্যন্ত আমাশয় বা ডিসেণ্ট্রিতে পর্যবসিত হয়, রেক্টাম ও কোলনে প্রদাহের সঙ্গে খুব যন্ত্রণা, টেনেসমাস, মলত্যাগের জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে চেষ্টা করা এবং খুব বেশি অবসাদ থাকতে দেখা যাবে।

গেঁটে বাতপ্রবণ ধাতুগ্রস্ত অবস্থায় যারা দীর্ঘদিন ভোগে তাদের খুব কষ্টকর ধরনের অর্শ দেখা দিতে পারে। অর্শে ক্ষতের মত টনটন্ করা ব্যথা, ঠাণ্ডা ও ভিজে আবহাওয়ায় প্রদাহ হয়ে অথবা ঠাণ্ডা জলে স্নান করার জন্য প্রদাহ হয়ে অর্শের বেদনা বেড়ে যাওয়া অথবা বোকার মতো টকো মদ পান করা বা টকে যাওয়া খাদ্য গ্রহণের ফলেও উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়!

পাকস্থলী, অন্ত্র, রেক্টাম এবং অর্শের উপসর্গ সবই টকো মদ, টকফল, দুষ্পাচ্য খাদ্য গ্রহণে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে অথবা ভিজে স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বেড়ে যেতে দেখা যাবে।

রোগীর পেলভিসের ভিতরের সব যন্ত্রাদিই ঢিলেঢালা বা আলগা হয়ে পড়ে, বিশেষভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ঢিলেঢালা অবস্থার সঙ্গে পেলভিসের নিচের দিকে টেনে ধরার মত অনুভূতি থাকতে দেখা যায় এবং রোগিণীর মনে হয় যেন ঐ সব যন্ত্রাদি বাইরে বেরিয়ে বা পড়ে যাবে। জরায়ুর প্রল্যাপ্স-এর সঙ্গে লিউকোরিয়ার মত সাদাস্রাব হতেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। ওভারি বা ডিম্বকোষে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েদের মত বেদনা ও সুড়সুড় করা বা উত্তেজনার ভাব পাওয়া যেতে পারে। যে সব মহিলা বিদ্বেষপরায়ণ, প্রতিশোধস্পৃহাজনিত উপসর্গে কষ্ট পায় এবং প্রায় স্বপ্নাতুর থাকে তাদের ক্ষেত্রে ওষুধটি বিশেষ ভাবে ফলপ্রদ হয়।

এই ওষুধটিতে ঘাম হতে দেখা যাবে, প্রচুর পরিমাণে, অবসন্ন করে ফেলার মত ও রাত্রের দিকে ঘাম হয়, যেমনটি আমরা কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগে দেখতে পাই তেমনি ধরনের ঘাম, সামান্য পরিশ্রমে, অত্যধিক গরমে, সামান্য একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও তার দেহ ঘামে ভিজে যায় এবং তা থেকে পরে ঠাণ্ডা লাগে।

রোগীর ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতা দেখা যায় এবং তা থেকে আঁচিল, ত্বকে শক্ত গুলির মত হওয়া বা ক্যানোসাইটিস, নখ, চুল প্রভৃতি খারাপ বা বিনষ্ট হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। নখের নিচে শক্ত, শিংএর মত উঁচু ও সরু হয়ে ওঠা এক ধরনের মাংসপিণ্ড সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে খুব বেদনা থাকে। আঙুলের ডগারও এই ধরনের মাংসপিণ্ড সৃষ্টি হতে পারে, ত্বকে সামান্য চাপ পড়লেই সেখানটা শক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়, অথবা সেখানটায় টাটানো একটা ব্যথার সৃষ্টি হয়। কর্মরত লোকেদের পায়ের তলার ত্বকে অস্বাভাবিক একধরনের পুরু হয়ে যাবার প্রবণতা অনেক সময় দেখা যায়। ঐরূপ অবস্থায় হাঁটাচলা করতে গেলে পায়ের তলায় টন্ টন্ করা ব্যথাবোধ হয় কারণ ঐ শক্ত হয়ে যাওয়া ত্বকের নিচে অনেকগুলি মুখ যুক্ত ছোট ছোট কড়ার সৃষ্টি হয় এবং সেগুলিতে খুব সংবেদনশীলতা থাকে। হাতে আঁচিল সৃষ্টি হওয়া, চুল অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়া, ত্বকে লালচে রঙে

ঘেরা পুঁজওয়ালা ফোস্কা বা পাসটিউল সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

প্রুভিংএর সময় ওষুধটিতে যে সব লক্ষণ পাওয়া গেছে সেগুলি ভাল করে জেনে নিয়ে রোগীর দেহের ও মনের সম্পূর্ণ চিত্রটি যদি তার সঙ্গে আমরা মিলিয়ে দেখি তা হলেই 'অ্যাণ্টিম ক্রুড' সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি জানতে বা বুঝতে পারব।

অ্যাণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম
(Antimonium Tartaricum)

অ্যাণ্টিম টার্ট ওষুধটি পড়ে প্রথমে যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে সেটা রোগীর মুখমণ্ডলেই প্রকাশিত হতে দেখব। তার মুখমণ্ডল ফেকাশে ও রুগ্ণ, নাকটি শুকিয়ে যেন ভিতরে ঢুকে গেছে, চোখ যেন গর্তে যাবার মত বসা, এবং চোখের চার পাশে গাঢ় রঙের গোল ছাপ পড়ে। ঠোঁট ফেকাশে ও শুকিয়ে কুঁকড়ে যাবার মত হয়। নাসারন্ধ্র বড় হয়ে যায় ও 'ঝুলকালির' মত কালচে দেখায়। মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা ঘামে ভেজা থাকে এবং ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। রোগীর অসুস্থতা বা কষ্টের ছাপ তার মুখমণ্ডলেই দেখা যায়। যে ঘরে রোগী বাস করে সে ঘরে দুর্গন্ধ বা পচা গন্ধের চেয়েও ঝাঁঝালো গন্ধের জন্য মনে হয় যেন সেখানে মৃত্যুর ছায়া এসে পড়েছে। রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা উদ্বিগ্ন হয়ে ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে। এই অবস্থায় চিকিৎসক গিয়ে উপস্থিত হয়ে তার কর্তব্য খুব দ্রুত রোগীর সব লক্ষণ জেনে ও দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করা। অবশ্য রোগীর বর্তমান অবস্থানজনিত কারণে চিকিৎসকের ওষুধ নির্বাচনকালে যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় সেটাতে কিছুটা বাধা পড়বেই কিন্তু তবুও চিকিৎসককে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ঠিকমত চালিয়ে যেতে হবে।

এখন আমাদের জানা দরকার যে কোন্ ধরনের উপসর্গ বা লক্ষণ এই ওষুধটিতে আমরা দেখতে পাব। প্রথমত যে সব রুগ্ণ, ভগ্ন স্বাস্থ্যের ধাতুবিশিষ্ট লোকেরা প্রায়ই শ্লেষ্মাপ্রবণ হয় সেরূপ শিশু বা বৃদ্ধদের পক্ষে ওষুধটি উপযুক্ত। তাদের ব্রোঙ্কিয়া ও ব্রঙ্কিয়াল টিউব-এ খুব বেশি শ্লেষ্মা জমে এবং আমরা বাইরে থেকেই রোগীর বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শুনতে পাব। মৃত্যুর সময় রোগীর ঘরে উপস্থিত থাকলে যে ধরনের ঘড় ঘড় শব্দ পাওয়া যায়, এই ঘড় ঘড় শব্দটাও অনেকটা সেই রকম। রোগী মাঝে মাঝেই মুখভর্তি করে হাল্কা বা সাদাটে রঙের শ্লেষ্মা ফেলে। প্রথম দিকে এরূপ দেখা গেলেও বুকের ভিতরে শ্লেষ্মা বার বার এত বেশি এসে জমে ও শ্বাস পথ বন্ধ করে রাখে যে পরে রোগীর খুব শ্বাসকষ্ট বা দম আটকা অবস্থা হয় এবং সে তখন আর ঐ জমা শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে পারে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরনের অসুখে এরকম হতে পারে। প্রথমদিকে এরূপ অবস্থা খুব দ্রুত ঘটতে দেখা যাবে এবং তার সঙ্গে খুব বেশি অবসাদ মাত্র তিন-চারদিন বা এক সপ্তাহের

রোগ ভোগের মধ্যেই দেখা যায়। এই অবস্থার প্রথমদিকে রোগীর মধ্যে ততটা মারাত্মক রুগ্ণ অবস্থার ছাপ, দেহ ঠাণ্ডা হয়ে পড়া বা ঠাণ্ডা ঘাম এবং অ্যাণ্টিম ক্রুডের মত বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ পাওয়া যায় না। এই ওষুধটিতে রোগী খুব দুর্বল থাকে এবং তার দেহে প্রতিক্রিয়ারও অভাব ঘটতে দেখা যায়। ব্রঙ্কাইটিসের সঙ্গে নিউমোনিয়া হ'লে সাধারণভাবে মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহের জন্য শুকনো অথবা খুব সামান্য একটু শ্লেষ্মা বেরোতে দেখা যায়। এই অবস্থা যদি মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে খুব মারাত্মক হয়ে পড়ে তা হলে রোগী খুব দুর্বল ও অবসন্ন এবং ঢিলেঢালা হয়ে পড়বে কিন্তু এরূপ প্রাথমিক অবস্থায় অ্যাণ্টিম টার্ট প্রয়োজন হয় না। এরূপ অবস্থায় **ব্রায়োনিয়া** ও **ইপিকাক** সুফল দিতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন মত ঐ ওষুধগুলি ব্যবহারের পরও যদি রোগীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হয়ে দুর্বলতা, অবসন্নতা, দেহে প্রতিক্রিয়ার অভাব প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ বাইরে থেকেই শোনা যায় তবে সেই অবস্থায় এই ওষুধটির প্রয়োজন হবে।

ইপিকাক-এ বুকে ঘড় ঘড় শব্দ থাকে তবে এই ওষুধে ঐ শ্লেষ্মা তুলে ফেলার যথেষ্ট ক্ষমতা ফুসফুসের থাকে এবং শ্লেষ্মাজনিত ঘড় ঘড় শব্দ রোগের প্রথম অবস্থা থেকেই থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এই ওষুধটিতে ঐ অবস্থা রোগে বেশ কিছুদিন ভোগার পরে দেখা দেয়। তা ছাড়া খুব বেশি অবসাদ, শীতলতা ও ঢিলে ঢালা ভাবের সঙ্গে কাশিতে গলা বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা ও কাশির সঙ্গে ওক্ ওঠার মত হতেও দেখা যায় এবং সেইরূপ মারাত্মক অবস্থায় মনে হয় যেন রোগী মরতে চলেছে। রোগীর কাশির শব্দ ও অবস্থা দেখেই তার ফুসফুসের দুর্বলতা, শ্লেষ্মা তুলে ফেলার ক্ষমতা কমে যাবার কথা বোঝা যায়। গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণের পরেই ফুসফুস থেকে শ্বাসত্যাগ বা কফ তুলে ফেলার ক্ষমতা ঠিকমত হয় কিন্তু অ্যাণ্টিম টার্টে আমরা সেরূপ অবস্থা দেখতে পাব না। রোগীর বুক শ্লেষ্মায় ভর্তি থাকে এবং বুকে ঘড় ঘড় শব্দ পাওয়া যায় কিন্তু শ্লেষ্মা সেরকম বেরোয় না অর্থাৎ রোগী শ্লেষ্মা ঠিকমত কাশির সঙ্গে তুলে ফেলতে অক্ষম হয়ে পড়ে অথবা অল্প একটু শ্লেষ্মা উঠলেও রোগীর তাতে কোন আরাম হয় না বা শ্বাসকষ্ট লাঘব হয় না। তার ফুসফুসের শ্বাস ত্যাগের ক্ষমতা কমে যাবার ফলে দেহে কার্বলিক অ্যাসিডের বিষক্রিয়ায় রোগী মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। নিউমোনিয়ার প্রাথমিক শীত ও প্রদাহ অবস্থায় খুব বেশি দুর্বলতা, অবসাদ প্রভৃতি থাকলেও তখন এই ওষুধটি কাজে লাগবে না কিন্তু যখন এক্জুডেসন অবস্থায় ফুসফুসে খুব বেশি শ্লেষ্মা জমতে শুরু করে, খুব অবসাদ ও দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার অভাব প্রভৃতি দেখা দেয় তখন এই ওষুধটির প্রয়োজন হবে! **অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, ইপিকাক** এবং **ব্রায়োনিয়া** তে রোগের তীব্রতা বা ভয়াবহতা প্রথমদিকেই দেখা যায় অ্যাণ্টিম টার্টে তার বিপরীত অবস্থা দেখা যাবে। অল্প জ্বর, ঠাণ্ডা ঘাম, দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, দেহের ঢিলেঢালা ভাব ও চেহারায় ভীষণ রুগ্ণতার ছাপ থাকে। সাধারণত এই ওষুধের রোগী গেঁটে বাতে ভোগে, দীর্ঘস্থায়ী কোন রোগে ভুগে খুব দুর্বল ও জীর্ণ হয়ে পড়ে, দেহ,

মুখ ফেকাশে বা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং অস্থি-সন্ধিগুলি ফুলে বড় হয়ে যায়। প্রতিবার ভেজা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় তার বুকে শ্লেষ্মা প্রচুর পরিমাণে জমে; ফলে বুকের ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ নিয়ে অবসন্ন অবস্থায় রোগীকে শয্যাগ্রহণ করতে হয়। যে সব শিশুকে ঠাণ্ডা, ভিজে ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, বর্ষাকালের ঝড়ো আবহাওয়ায় অথবা মেঘলা দিনে ঘন ঘন ব্রঙ্কাইটিস-এ আক্রান্ত হতে দেখা যায়, তাদের রোগের প্রাথমিক অবস্থাটা তত বেশি তীব্র বা ভয়াবহ না হলেও তাদের বুকে ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া অবস্থাটা চলতে থাকে। এই ওষুধের রোগীর বুকে বার বার ঐরূপ ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা জমতে দেখা যায় এবং তারা শীতকাতুরে ও ফেকাশে থাকে। যে সব সবলদেহী শিশুর বুকে শ্লেষ্মা জমে ঘড় ঘড় শব্দ হলেও তারা ততটা দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে না, কিন্তু বুকের ঘড়ঘড়ানি থেকেই যায় তাদের পক্ষে **কেলিসালফ** ওষুধটি উপযুক্ত। কিন্তু অ্যাণ্টিমটার্টে বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দের সঙ্গে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়া লক্ষণটি থাকে এবং এখানেই এই ওষুধটির সঙ্গে **কেলি সালফের** পার্থক্য। যে সব বৃদ্ধ বহুদিন ধরে শ্লেষ্মাজনিত কষ্টে ভুগছে তাদের মধ্যে এরূপ দুর্বলতা দেখা যায়। প্রতিবার শীতকালে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়ায় তার বুকে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। ঘন সাদাটে শ্লেষ্মা বহুক্ষণ কেশে তবে তুলতে পারে এবং সেই সঙ্গে খুব শ্বাসকষ্টে সে বিছানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রোগী বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না, শ্বাসকষ্টের জন্য তাকে উঠে বসে থাকতে হয় এবং তাকে বাতাস করার জন্য কাউকে তার কাছে থাকতে হয়। এরূপ অবস্থায় অ্যাণ্টিমটার্ট প্রয়োগে রোগী কিছুটা আরাম পেয়ে থাকে। এই ধরনের রোগীর শ্লেষ্মা যদি বেশ ঘন ও হল্‌দে হয় তা হলে **অ্যামোনিয়াকাম** তাকে বেশ কয়েকটি শীত ঋতুর জন্য ভাল থাকতে সাহায্য করবে। শীতকালীন ঐরূপ উপসর্গের সঙ্গে অ্যাণ্টিম টার্টের শ্লেষ্মা সাদাটে থাকতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে খুব বেশি অবসাদ, থাকে। ঠাণ্ডা ঘাম, দেহের শীতলতা, বিবর্ণতা ও মুখমণ্ডলে নীলচে ভাব থাকতে দেখা যাবে। এগুলিই এই ওষুধটি ব্যবহারের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

নানাধরনের বেদনা ও যন্ত্রণার লক্ষণ এই ওষুধটিতে দেখা যায়। অ্যাণ্টিমোনিয়াম ক্রুডাম কে অবলম্বন করে অ্যাণ্টিম টার্টের অনেক লক্ষণ গড়ে উঠেছে এবং সেই জন্য এর অনেক লক্ষণই অ্যাণ্টিম ক্রুডের মত হয়। দেহ পরিশ্রমে বা অন্য কোন ভাবে গরম হয়ে উঠলে দেহে বেশি কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া হলে রোগীর উপসর্গ বেড়ে যাবে। অ্যাণ্টিম টার্টের রোগীকে অনেক সময় গায়ের কাপড়-চোপড় ফেলে বিছানায় বসে থাকতে দেখা যায়। তারা কাঁধের বা গলা বা ঘাড়ের দিকেও কাপড়-চোপড় রাখতে চায় না। অনেক সময় সহজে শ্বাস গ্রহণের জন্য রাত্রির পোশাকও খুলে রাখতে দেখা যায়। উক্ত ঘরে রোগীর দম আটকা ভাব বোধ হয়। এই লক্ষণটি অ্যাণ্টিম ক্রুড থেকেই নেওয়া বা পাওয়া। অ্যাণ্টিম ক্রুডের মতই এই ওষুধটিতেও মিউকাস মেমব্রেন সাদা মিউকাস বা শ্লেষ্মায় ঢেকে থাকতে দেখা যাবে। তা ছাড়া কেউ তাকে কোন বিষয়ে জড়িয়ে আলোচনা করুক অথবা অন্য কোন ভাবে তাকে

বিরক্ত করুক সেটা সে মোটেই চায় না। সব কিছুই তার কাছে যেন অতিরিক্ত বোঝার মত বোধ হয়। শিশুরা অসুস্থ অবস্থায় কেউ তাদের স্পর্শ করলে, তাদের সঙ্গে কথা বললে, এমনকি তাদের দিকে তাকালেও বিরক্ত হয়। তারা একা নির্জনে থাকতেই পছন্দ করে। ছোট শিশুদের মধ্যে সর্বদাই একটা শোকাতুর ভাবে ঘ্যান ঘ্যান করা বা বিলাপ করার প্রবণতা থাকে এবং অনেকক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই বিলাপ করা চলতে দেখা যায়; বুকে ঘড় ঘড় শব্দের সঙ্গেও এই বিলাপ করা অবস্থা চলে। রোগীর মধ্যে বিরক্তি ও উত্তেজিত হয়ে পড়ার ভাব প্রায় সব সময়ই চোখে পড়বে। রোগী যত বিরক্ত হয় ততই তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় ফলে রোগী আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে রোগী খুব বেশি উদ্বিগ্ন থাকে কারণ তার চেহারা ও হাব-ভাবের মধ্যেই এমন একটা বোধের পরিচয় পাওয়া যায় যেন সে মারা যাচ্ছে! রোগীর বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা জমে গিয়ে তার শ্বাসকষ্ট ও দম আটকা বোধ দেখা দেয় এবং সেই অবস্থায় যে কোন ভাবে তার অবস্থার উন্নতি না ঘটে ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকলে তার মৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক। **লাইকোপোডিয়ামের** মত রোগীর নাকের দুই পাশ ফুলে ফুলে উঠতে থাকে এবং রোগীর এই অবস্থায় এই ওষুধটির সঙ্গে **লাইকোপোডিয়ামের** অনেক লক্ষণেরই মিল থাকতে দেখা যায়।

অ্যান্টিম টার্টে নানা ধরনের মাথাধরা হতে দেখা যায় কিন্তু অ্যান্টিমোনিয়ামের মাথাধরা অবস্থায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে **অ্যান্টিম ক্রুড** বেশি কাজে লাগে এবং গোল যোগে অ্যান্টিম টার্ট বেশি প্রয়োজন হয়। দুটি ওষুধেই পাকস্থলী সংক্রান্ত গোলযোগ লক্ষ্য করা যায়, যেমন সব সময় গা-বমি ভাব, বমি হওয়া, বদ হজম ইত্যাদি। অ্যান্টিম টার্টে পাকস্থলীর গোলযোগের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকে; সব জিনিসের প্রতি তার ঘৃণা থাকে, খাদ্যের প্রতি ঘৃণার এমন কি জলও বমি হয়ে উঠে যায়। তবে এই রোগীর মধ্যে অনেক বাধ্যতা থাকে এবং তাকে কোন ভাবে শান্ত রাখতে পারলে, সব কষ্ট ও যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে ঘুমিয়ে পড়বে অথবা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছবে যখন তার কোন কিছু অনুভব করার ক্ষমতাই লোপ পাবে। কাশতে কাশতেও সে ঘুমোয়, শ্বাসকষ্টের মধ্যেও তার নাক ডাকে এবং সেদিক থেকে লক্ষণগুলি অনেকটাই **অ্যান্টিম ক্রুডের** মত থাকে, তবে অ্যান্টিম ক্রুডে মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ হলে সেখানে ততটা বেশি শ্লেষ্মা বা মিউকাস জমতে দেখা যায় না, তা ছাড়া ঐ রোগীর মধ্যে অ্যান্টিম টার্টের মত অতটা দৈহিক ভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থা থাকে না; ওষুধটির প্রুভিংয়েও ততটা নিরাশা থাকে না, রোগীর চেহারাতেও অ্যান্টিমটার্টের মত ভীতিকর অবস্থা দেখা যাবে না।

সাধারণ ভাবে চিকিৎসায় অ্যান্টিমটার্ট ওষুধটিকে প্রধানত বুকের মিউকাস মেমব্রেন সংক্রান্ত গোলযোগে ব্যবহার করা হয়; কিন্তু এই ওষুধটিতে দেহের সর্বত্রই মিউকাস মেমব্রেনের গোলযোগে নিষ্ক্রিয় অবস্থা থাকতে দেখা যাবে। চোখ থেকে সাদাটে রস বা মিউকাস নির্গমন, চোখের দৃষ্টি স্থির, নিষ্প্রভ ও ভাসাভাসা দেখায়;

গনোরিয়াজনিত অপথ্যালমিয়া বা চোখ ওঠা প্রভৃতি ছাড়াও বাতজনিত উপসর্গগুলি এই ওষুধটির অন্য একটা দিক আমাদের দৃষ্টিতে তুলে ধরে যেটা অনেকটাই অ্যাণ্টিম ক্রুডের মত। অস্থিসন্ধিগুলি আক্রান্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে সেখানে রস জমে ড্রপসি বা শোথের মত অবস্থার সৃষ্টি করে। সব জয়েণ্টেই শোথের মত ফোলা দেখা যেতে পারে। গাউটজনিত রস সঞ্চয় বিশেষ ভাবে ঠাণ্ডা ভিজে ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ঘটতে দেখা যায়। চোখের লক্ষণগুলির সঙ্গে এই ধরনের গাউটের লক্ষণও থাকে। জয়েণ্টে রস সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে চোখেও রস সঞ্চার হয় এবং এই গেঁটে-বাতজনিত উপসর্গ দেহের সর্বত্রই কিছু না কিছু গোলযোগ ঘটায়। আক্রান্ত স্থানের মিউকাস মেমব্রেন প্রদাহ হয়ে লাল হয়ে যাবার বদলে ফেকাশে থাকে ও ঢিলেঢালা দেখায়, সেখান থেকে সহজেই রস সৃষ্টি হয়ে গড়াতে থাকে। বুকের ভিতরে এই রূপ অবস্থা দেখা যায়। তবে এই অবস্থায় **আর্সেনিকের** মত অথবা অন্যান্য অ্যাকিউট বা তরুণ অবস্থার ওষুধের মত ততটা জ্বালা ও দগ্‌দগে ভাব থাকে না যদিও **আর্সেনিকের** মত এই ওষুধটিতেও খুব বেশি অবসাদ, উদ্বেগ, ঠাণ্ডা ঘাম প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

গেঁটেবাতজনিত অবস্থায় দাঁতও আক্রান্ত হতে দেখা যায়, রোগীর দাঁতে ও বাতজনিত বেদনা ও অস্থি-সন্ধিতে বেদনা থাকে, দাঁতে শ্লেষ্মা জড়ানো থাকতে দেখা যায়।

নানা ধরনের উপসর্গের সঙ্গে রোগীর পেটেও নানা ধরনের গোলযোগ দেখা দেয়, তার গা-বমি ভাব, হজম শক্তি কমে যাওয়া এবং খাদ্যের প্রতি ঘৃণা বা বিরক্তি দেখা যায়। পাকস্থলীতে যে কোন খাদ্য গেলেই বমি এমন কি এক চামচ জলও উঠে যায়। বেশির ভাগ উপসর্গের সঙ্গেই এই ওষুধেই রোগীর পিপাসা থাকতে দেখা যাবে। এই রোগীর পিপাসা থাকলে সেটি একটি ব্যতিক্রম। রোগীকে একগ্লাস জল পান করতে দিলেও সে খুব বিরক্তি বোধ করে! এবং সেটা প্রকাশও করে থাকে। ব্রঙ্কাইটিসের মত উপসর্গের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা জমা হয়ে বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া ও পিপাসাশূন্যতা এই ওষুধটিতে থাকবে তবে দু-একটি ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা কোন জিনিসের প্রতি অদম্য ইচ্ছাও থাকতে পারে। টক জিনিস, টক ফল প্রভৃতি খাবার ইচ্ছা হয় এবং সে সব খেলে রোগী আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। অ্যাণ্টিম ক্রুডের মত এই ওষুধটিতেও ভিনিগার, টক ফল, টক খাদ্য ও পানীয়, টকো মদ প্রভৃতি গ্রহণে উপসর্গ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হতে দেখা যাবে। দুধ বা যে কোন বলকারী পানীয় গ্রহণেই রোগীর অনীহা থাকে, দুধ খেলেই রোগী বেশি অসুস্থ বোধ করে, তার গা-বমিভাব ও বমি শুরু হয়। পাকস্থলী ও পেটের সবটা গ্যাস জমে খুব ফুলে ওঠে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলযোগের সঙ্গে সব সময়ই গা-বমি ভাব থাকে এবং সাধারণ গা-বমি ভাব বা নসিয়া থেকে এ লক্ষণটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভয়াবহ ধরনের এই নসিয়া যে কোন খাদ্য বা পানীয়ের প্রতি ঘৃণা, কোন কিছু তার পাকস্থলীতে গেলে সে মরে যাবে এরূপ ধারণা থেকে দেখা দেয়। খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি রোগীর এই ঘৃণার

জন্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই দুর্বলতায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া শ্বাসকষ্টে ভোগে। তাকে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতে বললে তার এই শ্বাসকষ্ট আরও বেড়ে যায়। এই ওষুধটিতে যে বমি হবার লক্ষণ থাকে তার সঙ্গে তীব্র ধরনের ওক্ ওঠা, গলায় আটকে যাওয়া এবং বমি করার জন্য খুব চেষ্টা বা কষ্ট করতে হয়। রোগীর পাকস্থলীতে যেন তড়কা বা কনভালসনের মত অবস্থা হয় এবং বার বার চেষ্টার পরে হয়ত একটু একটু বমি উঠে আসে, তার সঙ্গে কিছুটা শ্লেষ্মা মেশানো থাকে। বমির সঙ্গে সাদাটে, দড়ির মত, কখনো রক্ত মেশানো ঘন শ্লেষ্মা উঠতে দেখা যায়। কখনো কখনো আঠালো শ্লেষ্মা এবং পিত্ত বমির সঙ্গে উঠতে দেখা যায়। ইসোফেগাস ও মুখ থেকে এই ধরনের ঘন, দড়ির মত এবং সাদাটে শ্লেষ্মা তুলে ফেলার সময় অনেক ক্ষেত্রে রোগীর শ্বাসবন্ধ অবস্থা হতে পারে, কারণ পাকস্থলী থেকে শ্লেষ্মা অথবা পিত্ত মেশানো শ্লেষ্মা তুলে ফেলার সময় অসম্ভব কষ্টকর চেষ্টা করে যেতে হয়। বমির প্রথমাংশে শুধু কিছুটা শ্লেষ্মা ওঠে, পরে অনেক চেষ্টায় পিত্ত পাকস্থলীতে উঠে আসার ফলে ঐ পিত্তের জন্যই এক নাগাড়ে বমি হতে থাকে। খুব বেশি বমি করার চেষ্টার জন্য পাকস্থলীতে কিছুটা রক্তও আসে ফলে বমিতে রক্ত মেশানো থাকতে দেখা যায়। দেহের যে কোন অংশের মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত বা আলসারেসন হতে পারে, পাকস্থলীতে রক্তপাত যুক্ত ক্ষত হলে বমির সঙ্গে রক্ত উঠতে দেখা যাবে।

দীর্ঘদিন ধরে যারা মদ্যপায়ী, **অ্যান্টিম ক্রুডের** মত এই ওষুধটিও তাদের পক্ষে সুফলদায়ী হয়ে থাকে। ঐ ধরনের মদ্যপায়ীরা প্রায়ই খুব জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্বল হয় এবং একটুতেই তাদের ঠাণ্ডা লাগে। বেশ কিছুদিন ধরে দৈহিক অত্যাচার চালাবার ফলে তারা ঢিলেঢালা ও শীতল হয়ে পড়ে, সামান্য কারণেই তাদের ঠাণ্ডা লেগে যায়, তাদের বুকের ভিতরে শ্লেষ্মা ভর্তি হয়ে যায়। তখন তারা বমি করতে থাকে, শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে বমি করতে দেখা যায়, তাদের বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় প্রায়ই অ্যান্টিম টার্ট প্রয়োজন হয় আর উপসর্গগুলি যখন প্রধানত পাকস্থলী-সংক্রান্ত হয় সে ক্ষেত্রে **অ্যান্টিম ক্রুড** কাজে লাগে। শ্বাসকষ্টের সঙ্গে ক্রমশ বেড়ে ওঠা আশঙ্কা বা উদ্বেগ, শীতলতা ও অবসাদ, দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপানের জন্য অবসাদ অ্যান্টিম টার্টে থাকে; দীর্ঘদিন ধরে যারা বাত বা গেঁটে বাতজনিত উপসর্গে কষ্ট পায়, দীর্ঘদিন মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং যাদের স্বাস্থ্য রুগ্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে তাদের পক্ষে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে! রুগ্ণ ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের শিশু, যাদের চেহারায় বেশি বয়সের ছাপ পড়তে দেখা যায় তাদের পক্ষেও ওষুধটি উপযোগী। সহজেই তাদের ঠাণ্ডা লেগে বুকের উপসর্গ, বুকে খুব বেশি ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা জমা হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গে একটি বিশেষ ধরনের অস্বস্তি ও উদ্বেগ থাকতে দেখা যায় তবে ঐ উদ্বেগ সবসময় যে বেদনা থেকেই দেখা দেয় তা নয়, এই উদ্বেগ রোগীর

পাকস্থলী বা সম্পূর্ণ দেহেই বিশেষ এক ধরনের শূন্যতা বা মৃতের মত ঝিমিয়ে পড়ার মত বোধ থেকে দেখা দেয়, যেন সে মরে যাচ্ছে এরূপ বোধ হতে থাকে। এর সঙ্গে গা-বমি ভাব, লিভারে কনজেস্‌সন বা রক্তাধিক্য ও বমিও পিত্ত ওঠা লক্ষণগুলি থাকতে পারে।

দেহের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত অন্ত্রে কেটে যাওয়া, ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়া অথবা খিমচি দেবার মত ব্যথাবোধ হতে দেখা যায়। এই ধরনের কলিক ব্যথার সঙ্গে পেটে ফোলাভাব, গ্যাস জমে ফোলা অথবা রক্তের জলীয় অংশ পেরিটোনিয়ামে জমে ফোলা বা টিম্প্যানাইটিস অবস্থা হয়! ব্যথা খুবই তীব্র ধরনের হয়ে থাকে। যে কোন অ্যান্টিমোনিয়ামেই ড্রপসি বা শোথের মত দেহের বিভিন্ন অংশে ফোলাভাব থাকতে পারে। অ্যান্টিম টার্টেও অনুরূপ লক্ষণ থাকে। প্রাচীন পদ্ধতিতে নিউমোনিয়া ও জ্বরের চিকিৎসায় অ্যান্টিম টার্ট ব্যবহারের পরে তিন চার মাস ধরে রোগীর পায়ের দিকে জল জমে ফুলে থাকতে দেখা যেত, অথবা জ্বরজনিত ক্ষত বা 'ফিভার সোর' হতে দেখা যেত, সেটা ভগ্ন স্বাস্থ্যের লোকেদের জ্বরের পরে পায়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতরূপে দেখা দেওয়া অ্যান্টিমোনিয়ামের ব্যবহারের ফলে প্রায় সর্বক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যাবে। ঐ ক্ষত সহজে সারে না এবং আমাদের পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসিত না হলে হয়ত সারা জীবনই ঐ ক্ষত রোগীর দেহে থেকে যাবে।

এপিস মেলিফিকা

(Apis Mellifica)

এই ওষুধটিতে দেহের বহিরঙ্গে এত বেশি লক্ষণ দেখা যায়, সেইজন্য আমরা সেই ধরনের লক্ষণের কথাই আগে আলোচনা করব। দেহের যে কোনস্থানের ত্বকে এক ধরনের পুরু উদ্ভেদ, অনেক ক্ষেত্রে গোলাপী আভাযুক্ত উদ্ভেদ দেখা দেয়। উদ্ভেদগুলি অমসৃণ হয় এবং আঙ্গুলের সাহায্যে সহজেই সেই অমসৃণভাব বোঝা যায়। উত্তাপে রোগী খুব অস্বস্তি ও কষ্টবোধ করে এবং উদ্ভেদ থাক বা না থাক, তার ত্বক স্পর্শে খুব বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। ত্বকের যে কোন স্থানে গুটি বা নাডিউলের মত ছোট ছোট পিণ্ড বেরোতে এবং আবার মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। এরপরে এখানে-সেখানে চাক্ বা প্যাচের আকারে ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহে আক্রান্ত ত্বকের অংশ মাথায়, ছোট ছোট টিউমারের মত গুটি মুখমণ্ডলে, চোখের পাতা প্রভৃতি অংশে দেখা দিতে পারে! ইরিসিপেলাস দেহের যে কোন অংশেই খুব বেশি প্রদাহ নিয়ে দেখা দিতে পারে তবে প্রধানত মুখমণ্ডলেই সেই প্রদাহ ও তার সঙ্গে হুল বেঁধার মত ব্যথা জ্বালা ও ঈডিমা বা ফোলাভাব দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকে খুব বেশি ফোলা বা ড্রপসির মত অবস্থায় চাপ দিলে ঐ ফোলা অংশ বসে বা দেবে যেতে দেখব। রোগীর সর্বদেহেই এই ফোলাভাব বা 'জেনারাল এনাসারকা' দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল

খুব বেশি ফোলে, চোখের পাতা জলপূর্ণ থলির মত দেখায়, আলজিভ্ বা ইভিউলাও অনুরূপ ফোলা অবস্থায় ঝুলে পড়তে দেখা যায়, পেটের বাইরের অংশ খুব মোটা ও পুরু হয় এবং চাপ দিলে বসে যায় এবং যে কোন অংশের মিউকাস মেমব্রেন দেখলে মনে হয় যে তাদের উপর সামান্য চাপ দিলেই প্রচুর জল বা রস সেখান থেকে বেরোবে। যে কোন প্রদাহজনিত ফোলা অংশে চাপ দিলে বসে যাওয়া লক্ষণটি একটি খুব সাধারণ ঘটনা। সাধারণ ভাবে ঠাণ্ডায় কম থাকা এবং উত্তাপে বেড়ে যাওয়া লক্ষণটি দেখা যায়। এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণে, যে কোন প্রদাহে, হার্টের গোলযোগে, ড্রপসি বা শোথ অবস্থায়, গলায় ক্ষত প্রভৃতি সব অবস্থাতেই অনুরূপ লক্ষণ অর্থাৎ উত্তাপে উপসর্গ বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় আরামবোধ বা কম থাকা লক্ষণ দেখতে পাবে। অনেক ক্ষেত্রে গরম বা উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ ঘর, উষ্ণ কাপড়-চোপড়, আগুনের উত্তাপ প্রভৃতি সব ধরনের গরমেই রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। মস্তিষ্কজনিত উপসর্গে আক্রান্ত কোন রোগীকে উষ্ণজলে বা উষ্ণ বাষ্পে স্নান করালে তার কনভালসন বা তড়কার লক্ষণ দেখা দেবে, যে কোন মূর্চ্ছা ভাবেই উষ্ণ জলে বা উষ্ণ বাষ্পে স্নান রোগীর পক্ষে শুভ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে নবজাত শিশুর মস্তিষ্কে সামান্য রক্তাধিক্য হবার ফলে হাত-পায়ে অল্প অল্প সংকোচন ও তড়কার পূর্বলক্ষণে ঐ শিশুকে উষ্ণজলে বা ভাপে স্নান করানো হয়। কিন্তু যে সব শিশুর ঐরূপ অবস্থায় **ওপিয়াম** অথবা এপিস দরকার তাদের উষ্ণজলে স্নান করালে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য-জনিত ফিট্ বা মূর্চ্ছাভাব খুব বেশি বেড়ে যাবে, শিশুটি সাদা বা ফেকাশে হয়ে পড়বে। উত্তাপে কনভালসন বেড়ে যাওয়া অবস্থা **ওপিয়াম** ও এপিসে দেখা যায়। যে কোন ধরনের উপসর্গের সঙ্গে উত্তাপে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় আরাম পাওয়া লক্ষণ থাকলে এপিস প্রয়োগ করাই বিধেয়। গলার ডিপথেরিয়ার যখন রোগী কোনরূপ উষ্ণ পানীয় গ্রহণ করতে চায় না কিন্তু ঠাণ্ডা পানীয়, গিলতে কষ্ট হলেও সে চায় সেরূপ অবস্থাতে এপিস প্রয়োগে সারানো গিয়েছে।

এপিস-এ দেহের বহিরঙ্গে ড্রপসি, লালচে ধরনের উদ্ভেদ, আম-বাত বা আর্টিকেরিয়া, ইরিসিপেলাস প্রভৃতিতে প্রদাহ মিউকাস মেমব্রনে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তে দেখা যায়। দেহের বহিরঙ্গ বলতে আমরা ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনকে বোঝাতে চাই। মস্তিষ্ক, হার্ট ও অন্যান্য অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদিকে আমরা অন্তরস্থ বা ইনটারন্যাল অঙ্গ বুঝি এবং ঐ সব যন্ত্রাদির বহিরাবরণকে এক্সটারনাল বা বহিরঙ্গ বলি। এপিস্-এ এই এক্সটারনাল বা বহিরঙ্গ আক্রান্ত হতে দেখা যাবে। ত্বক ও তার কাছাকাছি অবস্থিত টিসু বা তন্তু এবং পেরিকার্ডিয়াম বা হার্টের বহিরাবরণ, মস্তিষ্কের বহিরাবরণ, পেটের যন্ত্রাদির বহিরাবরণ বা পেরিটোনিয়াম প্রভৃতি বিশেষ ধরনের প্রদাহ এপিস্-এ ঘটতে দেখা যায় এবং তার ফলে ড্রপসি, ক্যাটার বা শ্লেষ্মা জমা হওয়া এবং ইরিসিপেলাসের মত অবস্থা ঘটে। এই সব ধরনের প্রদাহের সঙ্গেই হুল বেঁধার মত, আগুনে ঝল্সে বা পুড়ে যাবার মত তীব্র ধরনের জ্বালার

সঙ্গে কখনো কখনো সূচ বেঁধা বা গোঁজের মত কিছু বিঁধে যাবার মত ব্যথাবোধের লক্ষণ এই ওষুধটিতে আমরা পেতে পারি।

এপিস্-এর মানসিক লক্ষণগুলি খুবই লক্ষণীয়। মানসিক অবস্থার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে উত্তাপে এবং উষ্ণঘরে রোগীর মানসিক উপসর্গ বেড়ে যায়; রোগীর মধ্যে খুব বেশি বিষণ্ণতা, কোন কারণ ছাড়াই দিন রাত্রি সব সময়ই রোগী কাঁদে এবং চোখের জল ফেলে, কোন ব্যর্থ আশার কথা চিন্তা করে রাত্রে ঘুমোতে পারে না, সব কিছুতেই সে উদ্বেগ বোধ করে। সব সময় কান্নাকাটি করার জন্য সে খুব অবসন্ন হয়ে পড়ে, বিষণ্ণতার সঙ্গে মনমরাভাব, খুব বেশি খিটখেটে মেজাজ দেখা যায় এবং রোগী যেন সবকিছুর মধ্যে কোন না কোন গোলমাল খুঁজে বেড়ায়, বোকার মত সে খুব সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে থাকে, তার মধ্যে কোনরূপ আনন্দ বা উল্লাস থাকে না। যাতে আনন্দ বা উৎফুল্ল হওয়া যায় সেরকম সব কিছুরই প্রতিই রোগী বা রোগিণী উদাসীন থাকে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বোকা, অতি চালাক অথবা শিশুসুলভ আচরণ করা, অথবা বেশি বয়সের মহিলাদের বোকার মত অনর্থক বক্ বক্ করা, শিশুদের মত কথা বলে চলা, যে কোন গুরুতর বিষয়েও অনুরূপ আচরণ করা প্রভৃতি ওষুধটিতে দেখা যায়। মানসিক অবস্থার আর এক দিকে শিশুদের মস্তিষ্কজনিত কারণে তীব্র ধরনের ডিলিরিয়াম ও ভুল বকা অবস্থা দেখা যেতে পারে। এবং শিশুটি ধীরে-ধীরে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। রোগী হতচেতন ভাবে শুয়ে থাকে; তার দেহের একদিকে সংকোচন এবং অপর দিকে কোন রূপ নড়াচড়াই করতে দেখা যায় না, মাথাটি এপাশ-ওপাশে গড়াগড়ি করে, অনেক সময় মাথা শক্ত ভাবে পিছন দিকে টেনে ধরার মত অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। চোখের তারা বা পিউপিল ছোট বা সংকুচিত অথবা বড় বা ডাইলেটেড অবস্থায় থাকতে পারে, চোখ খুব লাল থাকে, মুখে রক্তোচ্ছ্বাসজনিত চক্ চকে ভাব প্রভৃতির সঙ্গে হতচেতন ভাব অথবা অর্ধচেতন অবস্থায় রোগীকে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। মস্তিষ্কের কনজেস্সন, মেনিনজাইটিস, সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস প্রভৃতিতে যদি রোগীর উপসর্গ গরমে বা উত্তাপে বৃদ্ধি হতে দেখা যায় তা হলে এপিস ফলপ্রদ হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে ঘরটি বেশি উত্তপ্ত থাকলে ফেকাশে হয়ে পড়া এবং অনেক বেশি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে; পারলে শিশুটি তার গায়ের সব আবরণ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, খোলা উনুনের আগুন তার চোখে পড়ে তা হলে তার উপসর্গগুলি অনেক বেড়ে যায়, শিশুটিকে উষ্ণতা বা উনুনের কাছ থেকে যাতে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় সেজন্য, সে কান্নাকাটি শুরু করে। উত্তাপে এপিস-এর রোগীর সব লক্ষণই বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সারা গা ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে যেতেও দেখা যাবে কিন্তু তাতে তাদের দেহের উত্তাপ, জ্বালা বা জ্বরের কোন হ্রাস বা আরাম ঘটে না। প্রায়ই দেখা যায় যে রোগী বা শিশু তার মাথাটি বালিশে এপাশ-ওপাশ করে ঘোরাচ্ছে, দাঁত কড় মড় করছে, এবং তাদের চোখে চক্ চকে ভাব যেন কনভালসন আসছে সেরূপ অবস্থায় শিশুটি কখনো কখনো তার হাত

মাথার দিকে তুলে অর্ধ চেতন অবস্থায় হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে চিৎকার করে ওঠে। এতে বোঝা যায় যে তার মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা কনজেসশন হয়েছে এবং ঐ বিশেষ ধরনের কান্নাকে মস্তিষ্কজনিত কান্না (ব্রেইন ক্রাই) অথবা 'ক্রাই এলকেফালিক বলে। এই উচ্চ বা তীক্ষ্ন ধরনের চীৎকার এপিসের একটি প্রধান লক্ষণ। মস্তিষ্কজনিত গোলযোগে শিশু ঘুমের মধ্যেই এই ধরনের তীক্ষ্ন চীৎকার কেঁদে ওঠে।

এপিসে বিড় বিড় করে ভুল বকা, বাচালের মত একনাগাড়ে বকে চলা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। সব রকমের চিৎকার, তীক্ষ্ন স্বরে কান্নাকাটি করা অথবা নীচুস্বরে চীৎকার করা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। রোগীর মনে মৃত্যু সম্বন্ধে, মৃত্যুর ভয়াবহতায় এবং সন্ন্যাস বা এপোপ্লেক্সি রোগে আক্রান্ত হবার ভয় বা আতঙ্ক দেখা দেয়! রোগী যেন সর্বদা খুব ব্যস্ত, অস্থির থাকে, সর্বদা সে তার কাজের ধরন বদলায়, অসাবধান বা অপরিচ্ছন্নভাবে কাজকর্ম করে, তার হাত, পা, আঙ্গুল প্রভৃতিতে এইরূপ জড়তা বা অসাবধানতার লক্ষণ দেখা যায়। রোগীর সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রেই সংযোগের অভাবে নানা ধরনের গোলযোগের লক্ষণ পাওয়া যায়। রোগী চোখ বন্ধ করে হাঁটতে গেলে জড়তা এবং টলে টলে পড়ার লক্ষণ দেখা যেতে পাবে! এইসব লক্ষণ ছাড়াও এপিসের রোগীর চোখ বন্ধ থাকলে ডিজিনেস বা মাথাঘোরা ও হতচেতন ভাব দেখা যায়। ভয়, রাগ, বিরক্তি, ঈর্ষা অথবা দুঃসংবাদ শুনলে রোগীর কষ্ট বা উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, হঠাৎ খুব বেশি মানসিক আঘাত বা শক্ পেয়ে দেহের ডান দিকের সবটায় পক্ষাঘাত হতেও দেখা যেতে পারে।

এপিসের উপসর্গগুলি খুব দ্রুত এবং ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। দ্রুত ও ভয়াবহ অবস্থা রোগী অচেতন হয়ে না পড়া পর্যন্তই চলে! খুব বেশি সংবেদনশীল লোকেরা যেমন মৌমাছির হুলের বিষে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, এই ওষুধটিতে সেই ধরনের লক্ষণ দেখা যাবে। সাধারণ ভাবে যারা বেশি সংবেদনশীল নয় তাদের ক্ষেত্রে মৌমাছির হুলের বিষে সামান্য একটু ফুলে ওঠা ও জ্বালা হয়ে থাকে কিন্তু যারা বেশি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে মৌমাছির হুলের বিষে মারাত্মক অসুস্থতা দেখা দেয়। তাদের প্রথমে নসিয়া বা গা-বমিভাব ও উদ্বেগ দেখা দেয় যেন সে মরে যাচ্ছে এরূপ বোধে সে খুব বেশি আতঙ্কিত হয়; এর মিনিট দশেক পরেই হয়ত তার দেহে আর্টিকেরিয়া বা আম বাতের মত চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠে, ওগুলোতে হুল বেঁধার মত ব্যথা ও জ্বালাবোধ থাকে এবং রোগী ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে চায়, তার উপসর্গ দূর করার জন্য কিছু না করলে যেন সে মরে যাবে এই ভাবনায় সে ছটফট করে। এপিস ওষুধটি প্রুভিং এর সময় এই সব লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে। এই অবস্থার বিষনাশক বা অ্যান্টিডোট হচ্ছে **কার্বলিক অ্যাসিড**। এপিসের বিষক্রিয়া দূর করতে **কার্বলিক অ্যাসিড** প্রয়োগ করলে ওষুধটি প্রয়োগের পরেই রোগীর বোধ হয় যেন খুব শীতল একটা আরাম তার গলা বেয়ে নিচে নামছে। রোগী হয়ত বলবে যে সে তার আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত ওষুধের ডোজটি অনুভব করছে, আবার, কেউ হয়ত বলবে যে তার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সর্বত্রই সে ওষুধটিকে

অনুভব করতে পারছে। শুধু অ্যান্টিডোট নয় যে কোন ওষুধের প্রতিক্রিয়া রোগীর কাছে কিরূপ বোধের সৃষ্টি করে সেটা আগে থেকে জানা বা বোঝা গেলে আমাদের ওষুধ নির্বাচন করতেও অনেক সুবিধে হবে।

এপিসের লক্ষণগুলির সঙ্গে আমরা যদি ভালভাবে পরিচিত থাকি তা হলে চোখের অনেক উপসর্গ আমরা বিশেষজ্ঞ ছাড়াই সারাতে পারব। অনেকক্ষেত্রে লোশন, কস্টিক সলিউশন প্রভৃতি ব্যবহার করার ফলে চোখের রোগীকে অন্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়। কারণ প্রাচীন পদ্ধতিতে চোখের রোগে তামা ও সিলভার নাইট্রেট সলিউশন ব্যবহার করা হত, বর্তমানেও ঐরূপ ব্যবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। মনে রাখা দরকার, যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রোগীর দেহে প্রকাশিত চোখ, ফুসফুস অথবা দেহের যে কোন অঙ্গের বিভিন্ন লক্ষণ ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেন না তাঁরা চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকার উপযুক্ত নন। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে রোগীর চোখ, অথবা অন্য কোন অংশ মাত্র চিকিৎসকের লক্ষ্যবস্তু নয়, রোগীকে সমগ্রভাবে নিয়েই তার চিকিৎসা করতে হবে।

এপিস চোখের নানা ধরনের উপসর্গের জন্য খুব ভাল একটি ওষুধ। যে কোন রোগের সঙ্গে চোখের গভীরে সৃষ্টি হওয়া প্রদাহ এই ওষুধে দেখা যায়। যে সব প্রদাহ অনেকটা ইরিসিপেলাসের মত, মিউকাস মেমব্রেনে ও চোখের পাতায় পুরু হয়ে যাবার প্রবণতা, চোখে সাদা সাদা দাগ সৃষ্টি, অস্বচ্ছতা সৃষ্টি করে সে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রয়োজন হতে পারে। প্রদাহের সঙ্গে অস্বচ্ছতা 'প্যাচ'-এর মত অথবা বিস্তৃত হয়ে পড়া ধরনের হয়, চোখে রক্ত সঞ্চালনও বেড়ে যায়। প্রদাহের সঙ্গে চোখের পাতায় ফোলাভাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৌমাছির কামড়ে যেমন হয় তেমনি সবটা মুখমণ্ডলই ফুলে উঠতে দেখা যায়, চোখের পাতা খুব বেশি ফুলে ওঠে ও কাঁচা গরুর মাংসের মত দেখায় এবং চোখ থেকে খুব বেশি জল গাল বেয়ে পড়তে দেখা যায়, চোখে খুব জ্বালা ও হুল বেঁধানোর মত ব্যথা থাকে এবং ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুলে ঠাণ্ডা লাগালে চোখের কষ্টে আরামবোধ কিন্তু উত্তাপে বৃদ্ধি লক্ষণটি থাকবে। চোখের যেকোন পুরানো গোলযোগে খোলা উনুনের আগুনের দিকে তাকালে, বিকিরিত উত্তাপ প্রভৃতিতে বেড়ে যাওয়া লক্ষণ এবং রোগী চোখে ঠাণ্ডা কিছু লাগাতে চাওয়া এই ওষুধটির বিশেষত্ব। চোখের যেকোন উপসর্গ সাদা কোন জিনিস, বরফ প্রভৃতির দিকে তাকালে বেড়ে যেতেও দেখা যায়। অক্ষিগোলকের গভীরে সূচ ফোটানো, হুল বেঁধানো ও ছুটে চলা ব্যথা এবং খুব জ্বালা হয়ে থাকে। চোখে কনজেস্‌শন, আইরাইটিস, কনজাংকটিভাইটিস, বাত বা রিউম্যাটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিশেষধরনের অপথ্যালমিয়া, চোখে প্রদাহজনিত খুব বেশি পিঁচুটি পড়া প্রভৃতি অবস্থায় ওষুধটি প্রয়োজন হতে পারে। চোখ থেকে খুব গরম জলের মত উত্তপ্ত জল পড়া ও সঙ্গে জ্বালাবোধ থাকতে দেখা যায়। চোখ ও মুখমণ্ডলের ডান দিক থেকে বাম দিকে ছড়িয়ে যাওয়া ইরিসিপেলাসের প্রদাহ পিঠের ডান দিকের ভিসেরা বা যন্ত্রাদি প্রদাহ হয়ে পরে বাম দিকে বিস্তৃত

হওয়া, মেয়েদের ডান ওভারিতে প্রথমে প্রদাহ হয়ে পরে বাম ওভারি আক্রান্ত হওয়া, জরায়ুর ডান দিকটায় বিশেষভাবে আক্রমণ ঘটা প্রভৃতির মত দেহের বাম দিকের তুলনায় ডান দিকটা এই ওষুধে বিশেষভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। জ্বালা, যন্ত্রণা, হুল ফোটার মত ব্যথা প্রভৃতি সবই ডান দিক থেকে বাম দিকে ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ থাকে। স্কারলেট জ্বরের সঙ্গে বা পরে মধ্যকর্ণ বা 'মিডল্ ইয়ার' আক্রান্ত হতেও দেখা যায়।

এবার এপিসের গলার গোলযোগের কথায় আসা যাক। ডিপথেরিয়ায় গলায় পর্দার মত আবরণ সৃষ্টি খুব কম বা খুব ধীরে ধীরে পড়তে থাকলে সেই অবস্থা এপিস-এ নিরাময় করা যায়। ক্রমশ বেড়ে ওঠা ঐরূপ অবস্থায় গলার মিউকাস মেমব্রেনে খুব ফোলাভাব ও মুখের তালুতে জল ভর্তি ছোট থলের মত ফুলে ওঠা, গলা ও মুখের ভিতরে সর্বত্রই ফোলাভাব বা ঈডিমায় মনে হয় যেন সামান্য একটু খোঁচা বা টান লাগলেই সেখান থেকে জল বা রস গড়াতে থাকবে। মুখ ও গলার এই স্ফীতিতে ঠাণ্ডায় আরাম এবং উত্তাপে বেড়ে যাওয়া লক্ষণ থাকবে। সব ধরনের উষ্ণ খাদ্য ও পানীয়েই রোগীর অনীহা থাকে। জিহ্বা খুব বেশি ফুলে যায়, জিহ্বার ডান দিকটা বেশি ফোলে অথবা প্রথমে ডান দিকেই ফোলা দেখা দেয়। গলার বিভিন্ন ধরনের স্ফীতিতে লাল হয়ে ওঠা ভাবের সঙ্গে খুব জ্বালা ও হুল ফোটার মত ব্যথা হয়। গলায় প্রদাহ হয়ে ক্ষত সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। স্কারলেট জ্বর বা অনুরূপ কোন জ্বরও উদ্ভেদের সঙ্গে গলা ভীষণ ভাবে ফুলে যাওয়া ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার মত লক্ষণ এপিস-এ আছে। কোনরূপ উদ্ভেদ থাক বা না থাক স্কারলেট জ্বরে গলায় খুব বেশি প্রদাহ, মুখমণ্ডল খুব ফেকাশে, ত্বকে লালচে ভাব প্রভৃতির সঙ্গে উত্তাপে, উষ্ণ ঘরে উপসর্গের বৃদ্ধি, রোগী গায়ের কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলতে চায়, উষ্ণ ঘরে সে খুব সংবেদনশীল বা সেনসিটিভ থাকে। কোনরূপ উত্তাপ বা উষ্ণতাই রোগী সহ্য করতে পারে না। উত্তপ্ত হাওয়া তার গায়ে লাগলে সে দম-আটকা ভাব বা শ্বাসকষ্টবোধ করে; সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থাতেও সে কষ্টবোধ করে, বিশেষত যদি তাকে উষ্ণ ঘরে রাখা হয় অথবা গায়ে বেশি কাপড় বা আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা হয় তা হলে তার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। রোগী ঘরের সব দরজা-জানলা খোলা রাখা পছন্দ করে এবং ঠাণ্ডা সব কিছুই তার ভাল লাগে। স্কারলেট জ্বরে উদ্ভেদ ভালভাবে না বেরোলে রোগীর তড়কা বা কনভালসন দেখা দিতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় এপিস-এর সঙ্গে **কুপ্রাম, জিঙ্কাম** এবং **ষ্ট্রামোনিয়া** ওষুধগুলির কথাও চিন্তা ও তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। এপিসের রোগীকে উষ্ণ জলে বা উষ্ণ ভাপে স্নান করালে তার কনভালসন বেড়ে যেতে দেখা যাবে।

সকালের দিকে গলায় সংকোচন ও ছড়ে যাবার মত বোধ, গলায় ক্ষত ও স্ফীতি, হুল ফোটার মত ব্যথায় শক্ত খাবার গিলতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে দেহে কাঁপুনি, শিহরণ, অল্প জ্বরের সঙ্গে শীতভাব প্রভৃতি অবস্থায় রোগীকে একটু আরাম

দেবার জন্য তার দেহ ভাল ভাবে ঢেকে দিতে গেলে সে সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই ধরনের বিশেষ ও আশ্চর্যজনক লক্ষণ, যার কোন ব্যাখ্যা নেই তা এই ওষুধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

এপিসে বমি হওয়া, গা-বমিভাব, ওক্ তুলে বমি করা ও খুব উদ্বেগ থাকতে দেখা যায়। রোগী যা কিছু খায় সবই বমিতে উঠে আসে, পিত্ত-বমিও হতে দেখা যায়, তেতো ও টক স্বাদের জলের মত বমি হয়।

পেটের সর্বত্র ও হাইপোকণ্ড্রিয়ামে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা ব্যথা ও টান্ টান্ ভাব এপিসে থাকতে দেখা যাবে। এপিসের অনেক উপসর্গের সঙ্গেই টান্ টান্ বোধ লক্ষণটি থাকে। পেটে খুব গ্যাস জমে ফুলে ওঠা, টান্ টান্ ও পূর্ণতা বোধ হয় এবং পেটটি শক্ত হয়ে ড্রামের মত ফুলে যেতে দেখা যায়। পেরিটোনাইটিস, লিভারের প্রদাহ, পেলভিসের বিভিন্ন যন্ত্রাদির প্রদাহ প্রভৃতিতে পেটে খুব টান্‌টান্ ও শক্ত করে বেঁধে রাখার মত বোধ হতে পারে; তবে এই বেঁধে রাখার মত অনুভূতি বা 'টাইটনেস' সর্বত্র না হয়ে স্থানীয় ভাবে কোন একটি অংশে, যেখানে বেশি কনজেস্‌সন বা রক্তাধিক্য ঘটেছে সেখানে থাকতে দেখা যাবে। এই 'টাইটনেস্' বোধের জন্য রোগী ঠিকভাবে কাশতেও পারে না, তার মনে হয় কাশতে গেলেই বুঝি কিছু ছিঁড়ে যাবে। মলত্যাগের সময়ও রোগী বেশি চাপ বা জোর দিতে পারে না; বিশেষ ভাবে এই লক্ষণটি মহিলাদের পেট সংক্রান্ত গোলযোগে দেখা যায়, কারণ তার মনে হয় যে মলত্যাগের সময় বেশি জোর দিতে গেলে ভিতরে কিছু যেন ছিঁড়ে বা ভেঙ্গে আলগা হয়ে পড়বে। রোগীর বুকের ভিতরেও অনুরূপ লক্ষণ, অর্থাৎ জোরে কাশলে তার বুকের ভিতরে কিছু যেন ছিঁড়ে গিয়ে আলগা হয়ে পড়বে এরূপ বোধ হয়।

রোগীর লিভারে খুব স্পর্শকাতরতা, লিভার ও প্লীহার প্রদাহ, বুকের নিচের দিকের বাম অংশে বেদনা বেশি বোধ হওয়া, বুকের নিচের দিক থেকে বেদনা উপরের দিকে সম্প্রসারিত হওয়া, হাইপোকণ্ড্রিয়াম অর্থাৎ পেটের উপরের দুই ধারে বেদনায় রোগী সামনে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়। তার পাকস্থলীও স্পর্শকাতর থাকতে দেখা যায়। তার পেটের সর্বত্রই স্পর্শকাতরতাবোধ থাকে, হুল ফোটানোর মত ব্যথা জ্বালা ও ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা লক্ষণ পেটের সর্বত্রই থাকতে পারে, পাকস্থলীতে জ্বালাকর উত্তাপবোধ থাকতে দেখা যায়।

পেটের বাইরের দিকে ঈডিমার মত ফোলা ভাব, ড্রপসি বা অ্যানাসারকাও হতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকে খুব বেশি ফোলাভাব, চাপে বসে যাওয়া লক্ষণের সঙ্গে জ্বালা, হুল ফোটানোর মত ব্যথা ও অসাড় ভাব প্রভৃতি লক্ষণও থাকতে পারে।

পেটের ভিতরে অন্ত্রে যেন মোচড়ানো হচ্ছে এরূপ বোধের সঙ্গে পাতলা জলের মত মলত্যাগ বা ডায়রিয়া এপিসে আছে। মল হলদে, সবুজ, জলপাই রঙের ও জলের মত পাতলা হতে দেখা যায়। প্রতিদিন ছয় থেকে আটবার পাতলা জলের

মত মলত্যাগ এবং তাতে গলে যাওয়া মাংসের মত গন্ধ থাকে। শিশু ও নবজাতকদের মলে রক্ত, আম ও অজীর্ণ খাদ্য মেশানো এবং অনেকটা টমাটো সসের মত দেখতে বিশেষ একধরনের মল এপিস-এ দেখতে পাব। মলত্যাগের সময় মলদ্বার বাইরে ঝুলে পড়ে এবং **ফসফরাসের** ও **পালসেটিলার** মত খোলা থাকতে পারে। পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া, আমাশয় অন্ত্র থেকে রক্তপাত প্রভৃতি ওষুধে কোষ্ঠবদ্ধতা সাধারণত মাথার কোন উপসর্গ থাকলে তার সঙ্গে দেখা যাবে। মলত্যাগ না করেই রোগী বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে দেয়। মনে হয় যেন রোগীর অন্ত্রে পক্ষাঘাত হয়েছে, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কে কনজেস্সন এবং অ্যাকিউট ধরনের 'হাইড্রোকেফেলাস 'অর্থাৎ জল জমে মাথাটি বড় হয়ে গেছে' এরূপ দেখা যেতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের প্রস্রাব সংক্রান্ত গোলযোগও এপিস-এ দেখা যায়। প্রস্রাব খুব কম ও ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে। প্রস্রাব ত্যাগের আগে বেশ জোর দিতে হয় এবং তার পরে হয়ত কয়েক ফোঁটা কিছুটা উষ্ণ প্রস্রাব, রক্ত মেশানো ও জ্বালাকর প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে বেরোয়। মূত্রথলিতে অল্প কিছু প্রস্রাব জমলেই প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, ঘন ঘন ও অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ ইচ্ছা হতে দেখা যায় এবং কোষের দিকে হয়ত প্রস্রাব বন্ধই হয়ে যায় বা সাপ্রেসড্ থাকে। খুব ছোট ছোট শিশুদের অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব না করে থাকতে এবং মাথার উপরে হাত তুলে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ও দেহের কাপড়-চোপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলতে দেখতে দেখা যাবে। এই সব ক্ষেত্রে একডোজই এপিস প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। স্কারলেট জ্বরে যদি বেশি অ্যালবুমেন পাওয়া যায়। প্রস্রাবের যে কোন উপসর্গের সঙ্গে যৌনাঙ্গের স্ফীতি, ও ঈডিমার মত লক্ষণ দেখা যেতে পারে। বালক ও শিশুদের হাইড্রোসিলের সঙ্গে অথবা লিঙ্গের সামনের দিকে বেড়ে থাকা ত্বকের অংশে স্ফীতির সঙ্গে প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কম হতে দেখা যায়। প্রতিবার প্রস্রাব করতে গেলেই আগের বার প্রস্রাব ত্যাগের সময় তার যে ব্যথা লেগেছিল সে কথা মনে করে আগে থেকেই ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। কিডনী ও ইউরেটারের প্রদাহ, মূত্রথলি বা ব্লাডার ও ইউরেথ্রার প্রদাহ ও সম্পূর্ণ প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রাদিতে সুড় সুড় করা অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ অনেকটা **ক্যান্থারিসের** মত হতে দেখা যায় এবং এই ওষুধ দুটি একে অপরের বিষক্রিয়া নাশক বা অ্যান্টিডোটরূপে কাজ করে থাকে! এপিস-এ টন্‌টন্ করা, জ্বালা করা ও হুল ফোটানোর মত ব্যথা, কখনো কখনো অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন এক নাগাড়ে অল্প অল্প প্রস্রাবের সঙ্গে লিঙ্গে হুল ফোটানোর মত ব্যথাবোধ প্রভৃতি লক্ষণও পাওয়া যায়। প্রস্রাব ত্যাগের সময় বেদনাসহ রক্ত মেশানো প্রস্রাব ত্যাগ বা স্ট্রাংগেরী, প্রস্রাব ত্যাগের আগে ভয় করা, প্রস্রাব আটকে থাকা বা 'রিটেনসন' প্রভৃতি লক্ষণ এপিসে দেখা যাবে। এ কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে এই ওষুধটি প্রুভিংয়ের অনেক আগে থেকে অনেক প্রাচীন মহিলা শিশুর উপরোক্ত ধরনের প্রস্রাবের গোলযোগের লক্ষণে মৌচাক থেকে কয়েকটা মৌমাছি ধরে এনে তাদের গায়ে গরমজল ঢেলে দিয়ে সেই জলের এক চামচ জল আক্রান্ত শিশুকে খাওয়াতেন।

এপিসের প্রভিংয়ের পরে অনুরূপ লক্ষণে আমরা এপিসের প্রয়োগ করে থাকি। এপিসের রোগীর প্রস্রাব কম হয়, দুর্গন্ধ থাকে এবং অ্যালবুমেন ও রক্তকণিকা থাকতে দেখা যাবে। স্কারলেট জ্বর, ডিপথেরিয়ার সঙ্গে অথবা তাদের পরবর্তী অবস্থায় কিডনীর প্রদাহ ও অ্যালবুমিনিউরিয়া অর্থাৎ প্রস্রাবে অ্যালবুমেন থাকা প্রভৃতি দেখা যায় এবং ঐ সব অবস্থায় হোমিওপ্যাথি মতে এপিস বা অনুরূপ প্রয়োজনীয় ওষুধে রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা যায়। পুরুষ অথবা মহিলাদের যৌন-যন্ত্রাদির স্ফীতি বা ঈডিমা অবস্থায় এপিস খুবই উপযোগী। মেয়েদের ক্ষেত্রে এপিস অনেক সময়ই বড় বন্ধুর মত কাজ করে। মহিলাদের জরায়ু, ওভারি প্রভৃতির প্রদাহে এবং যৌনাঙ্গের ভিতরের বাইরের অনেক ভয়াবহ উপসর্গেই এই ওষুধটি লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগে সুফলদায়ী হয়ে থাকে। এই ওষুধটি অ্যাবরসন বা প্রথম তিন মাসের মধ্যে সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার প্রবণতা সারাতে পারে বা দূর করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে নানা রকম টোটকার সাহায্যে সন্তান বিনষ্ট করার চেষ্টার পরে পেটে তীব্র বেদনা জরায়ুতে দেখা দিলে এই ওষুধ প্রয়োগে সেই অবস্থা দূর করে অ্যাবরসন্ রোধ করতে পারবে। যে সব ক্ষেত্রে মেমব্রেন ফেটে যাবার আগেই একটু একটু রক্তস্রাব হয়ে অ্যাবরসনের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে যদি হুল ফোটানো ব্যথা, জ্বালা প্রভৃতির সঙ্গে রোগিণীকে গায়ে ঢাকা বা আচ্ছাদন না রাখতে চাওয়া ও উত্তাপ সহ্য না হওয়া অবস্থায় দেখা যায় তা হলে এপিস অবশ্যই সেই অ্যাবরসন বা তার প্রবণতাকে রোধ করতে সক্ষম হবে। এই ধরনের উপসর্গ বা অ্যাবরসন করানোর চেষ্টা 'আরগট' দিয়ে করা হয়, এপিসে তার বিষক্রিয়া দূর করতে পারা যাবে। মেয়েদের ডানদিকের ওভারিতে বিশেষভাবে জ্বালা ও হুল বেঁধানোর মত ব্যথার সঙ্গে প্রদাহ, ওভারি খুব বড় হয়ে যাওয়া, সিস্টএর আকার নেওয়া প্রভৃতিতে এপিস ফলপ্রদ ওষুধরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওভারির টিউমার, সিস্ট প্রভৃতিতে এপিসের বৈশিষ্টাপূর্ণ লক্ষণগুলি পাওয়া গেলে এপিস ঐ অবস্থা সারাতে পারে। ডানদিকের ওভারি অঞ্চলে খুব স্পর্শ-কাতরতা, ঋতুস্রাবের পূর্বে বা সময়ে জরায়ু ও ওভারিতে ছিঁড়ে যাওয়া, ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা, হুল বেঁধানোর মত অথবা টন্‌টন করা ব্যথা ও জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ উত্তাপে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। সাধারণভাবে যে কোন প্রদাহ ও ব্যথায় গরম সেঁক্ দিয়ে ব্যথা কমাবার চেষ্টা থাকে এবং তাতে কিছুটা আরামও হয় কিন্তু এপিস্‌এর রোগিণীর ব্যথা উত্তাপে আরও বেড়ে যাবে, কাজেই এই বিশেষ লক্ষণটি সহজেই আমাদের দৃষ্টিতে আসবে বা রোগিণী বা তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে জানা যাবে। কোনরূপ উত্তাপ বা গরম সেঁক সে সহ্য করতে পারে না, সেটা ছুড়ে ফেলে দেয়। কারণ গরমে বা উত্তাপে তার ব্যথা আরও বাড়ে। রোগিণীর ওভারি বড় হওয়া, ডান ওভারিতে ড্রপসির মত স্ফীতি, ওভারির টিউমার প্রভৃতিতে এপিস-এর প্রয়োজন হতে পারে।

অ্যাপোসাইনাম ক্যানাবিনাম
(Apocynum Cannabinum)

এই ওষুধটির সঙ্গে **এপিস** এর তুলনা করলে তাদের দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য চোখে পড়বে। অ্যাপোসাইনামের অনেক লক্ষণই এপিস-এর সঙ্গে মিল দেখা যাবে। বাতজনিত উপসর্গ, ড্রপসি বা শোথের মত অবস্থা, সেলুলার টিস্যুতে টিউমার সৃষ্টির মত লক্ষণ, প্রদাহ জনিত স্ফীতি ও ঈডিমা প্রভৃতিতে এই ওষুধ দুটির মধ্যে আশ্চর্যজনক মিল লক্ষ্য করা যায়। কেবল মাত্র হ্রাস ও বৃদ্ধির লক্ষণ অর্থাৎ ঠাণ্ডা ও উত্তাপের বিষয়টি বাদ দিলে ঐ ওষুধ দুটির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দুটি ওষুধেই একই ধরনের ড্রপসির লক্ষণ থাকায় রুটিন অনুযায়ী চিকিৎসা যাঁরা করেন তাঁরা প্রথমে **এপিস** তারপর অ্যাপোসাইনাম ও তারপর অন্য এমন ওষুধের কথা ভাবেন যা ড্রপসির পক্ষে উপকারী।

কিন্তু আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে এই ওষুধটিতে ঠাণ্ডায় উপসর্গের বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যাবে। রোগী নিজেও শীতে কাতর থাকে। ঠাণ্ডা সেঁক্‌এ তার উপসর্গ বেড়ে যায়। দেহের ফোলা ও ড্রপসির মত অবস্থায় সে শীতকাতর থাকে। খোলা হাওয়ায় সংবেদনশীল হয়। ঠাণ্ডা পানীয়ও তার সহ্য হয় না। ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে তার পাকস্থলীতে ব্যথার সঙ্গে বমিও হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের ফলে পেটে ব্যথা, পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা কোন কিছু থাকলে তার দেহের বিভিন্ন স্থানে অস্বস্তি প্রভৃতি লক্ষণ থেকেই এই ওষুধটির সঙ্গে **এপিস**-এর পার্থক্য চোখে পড়বে। যে কোন উপসর্গেই এপিসে ঠাণ্ডায় কষ্ট কম থাকা এবং অ্যাপোসাইনামে ঠাণ্ডায় উপসর্গে বেড়ে যাওয়া লক্ষণ চিকিৎসকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

অ্যাপোসাইনামে সব ধরনের রস বা স্রাব নির্গমন কমে যেতে দেখা যাবে। রোগীর প্রস্রাব কমে যায়। ঘাম কম হওয়ায় তার ত্বক শুকনো থাকে ; যে কোন উপসর্গই দেখা দিক না কেন এই ওষুধের রোগীর ঘাম হয় না। তার মনে হয় যেন তার ঘাম হলে সে ভাল হয়ে যেত। সে প্রচুর জলপান করে। সেই জল সেলুলার টিস্যুতে গিয়ে জমে শোথের মত অবস্থা সৃষ্টি করে কিন্তু তার দেহ থেকে বাড়তি জল বেরোয় না। তার প্রস্রাব কম হয়। ঘাম প্রায় হয়ই না, হলেও খুবই সামান্য। ফলে তার দেহের ত্বক শুকনো থাকে ও কখনো কখনো উত্তপ্তও থাকে কিন্তু রোগী শীতকাতুরে হয়। রোগীর ত্বকে খোসা ওঠা ও অমসৃণ ভাব থাকে। **এপিসের** রোগীর মধ্যেও ত্বক খুব বেশি শুকনো, প্রস্রাবের পরিমাণ কম হতে দেখা যায় কিন্তু সেই রোগীর সব উপসর্গ উত্তাপে খুব বেড়ে যায় এবং ঠাণ্ডায় কম থাকে। ড্রপসি, বাতজনিত অবস্থা ও অন্যান্য অনেক উপসর্গেই ওষুধটির মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। মস্তিষ্ক, পেরিকার্ডিয়াম, প্লুরা, পেরিটোনিয়াম প্রভৃতি রক্তের জলীয় অংশ বা সেরাম জমা হয়ে ড্রপসির মত অবস্থার সৃষ্টির ফলে অ্যাপোসাইনামে খুব কষ্ট ও অস্বস্তিবোধ থাকে। বাত বা রিউম্যাটিজমের প্রদাহজনিত অবস্থাও

অনেকাংশে **এপিস** এর মত অর্থাৎ সঙ্গে ড্রপসির মত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। অ্যাঙ্কল-জয়েন্ট, হাত ও পায়ের জয়েন্ট প্রভৃতির দেহের যে কোন জয়েন্ট বা অস্থি-সন্ধিতে প্রদাহ এবং ঐ আক্রান্ত অংশের ফোলা জায়গা **এপিসের** মতই চাপ দিলে বসে বা দেবে যেতে দেখা যাবে। কিন্তু কম প্রস্রাব হওয়া, ঘামের অভাব, জ্বরের মধ্যে সর্বদাই শীতভাবের জন্য রোগী ভাল করে কাপড়-চোপড় দিয়ে দেহ ঢেকে রাখতে চায় কিন্তু **এপিসের** রোগী দেহের আচ্ছাদন ফেলে দিতে বা দেহখানি খোলা রাখতে উন্মুখ থাকে। অনেকে হয়ত বলবেন যে এই একটিমাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করা চলে না ; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই লক্ষণটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও কেবলমাত্র এই লক্ষণটি দিয়ে সমগ্র রোগীটিকেই চেনা যাবে। আমরা এমন ওষুধ দেখেছি যেখানে রোগী উত্তাপে আরামবোধ করে ; সে উত্তাপ পছন্দ করে, উত্তাপ চায় তবুও বিশেষ কোন একটি অঙ্গে সে ঠাণ্ডা সেঁক্ লাগাতে চায়। এখন, রোগীর দেহে কোন্‌টি সাধারণ লক্ষণ আর কোন্‌টি বিশেষ বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ সেটা আলাদা করে বুঝতে না পারলে আমরা মেটেরিয়া মেডিকাকে গুলিয়ে ফেলব। কোন্ লক্ষণটি রোগীর নিজস্ব এবং কোন্‌টি একটি বিশেষ অঙ্গের লক্ষণমাত্র সেটা অবশ্যই আমাদের তুলনা করে আলাদা করে নিতে হবে। প্রচুর পিপাসার লক্ষণটি ড্রপসির সঙ্গে থাকে কিন্তু ঘাম প্রায় থাকেই না। এই লক্ষণটি অ্যাপোসাইনামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

এই ওষুধটি টাইফয়েড, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতির মত খারাপ ধরনের অসুখে খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। ঐরূপ অবস্থায় রোগী খুব অবসাদগ্রস্ত, খুব শীতকাতুরে, খুব বেশী অ্যানিমিক অর্থাৎ রক্তাল্পতায় ভোগে, খুব পিপাসা থাকে, প্রস্রাব খুব কমে যায় এবং ত্বক খুব শুকনো হয়ে পড়ে। রোগীর দেহে স্কারলেট জ্বর, টাইফয়েডে ভোগার পরে ড্রপসি বা শোথের মত ফোলাভাব দেখা দেয়, সে খুব শীর্ণ ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, দিন দিন তার দেহের মাংস যেন শুকিয়ে যেতে থাকে। তার খিদে থাকে না কিন্তু পিপাসায় সে খুব বেশী জল পান করে যেন জল ছাড়া তার আর কিছুই চাই না। ক্রমে তার দেহের ত্বকের নিচে জল জমে ত্বকে টান্ টান্ ভাব ও পূর্ণতার পরে শোথ বা ড্রপসির মত অবস্থা দেখা দেয়। এই অবস্থাটা **এপিসের** মত তবে এপিসে রোগী সর্বদাই উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে, সে দেহের সব আচ্ছাদন ফেলে বা সরিয়ে দিতে চায় এবং সব সময় ঠাণ্ডা জিনিস চায় বা পছন্দ করে।

অ্যাপোসাইনামের মানসিক লক্ষণ খুব বেশী জানা যায়নি। রোগী দেখে বা ক্লিনিক্যালি সামান্য দু'একটি সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায় যা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ওষুধটি হাইড্রোকেফেলাসের সঙ্গে স্টুপার বা হতচেতন ভাব সারিয়েছে কিন্তু প্রুভিংয়ের অভাবে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি যে মস্তিষ্কের কোন্ ধরনের অসুখে বা তার প্রাথমিক অবস্থায় ওষুধটি ভাল ফল দেবে। আমরা হয়ত কয়েক সপ্তাহ ধরে রোগভোগের পরে মাথা বালিশে নাড়াচাড়া বা এপাশ-ওপাশ করা

ও রোগী সাধারণ ভাবে শীর্ণ এরূপ লক্ষণ দেখতে পাই। ছোট শিশুদের এই উপসর্গের সঙ্গে শীত ও জ্বর ও তার মাথা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে দেখা যাবে, তার মাথার সামনের দিকের হাড়ের জোড় বা ফন্টানেলি প্রশস্ততর হতে থাকবে এইসব দেখে তারপর হয়ত আমরা যে সব ওষুধ ড্রপসি বা শোথে ভাল ফল দেয় তাদের কথা ভাবব এবং তখন স্বাভাবিক ভাবে অ্যাপোসাইনামের কথাও আমাদের মনে আসবে। কিন্তু কোন্‌রূপ প্রাথমিক অবস্থায় **এপিস** ফলপ্রদ হয় সেটা আমরা জানলেও এই ওষুধটির বিষয়ে সেটা আমাদের জানা নেই। হ্যানিম্যান প্রুভিংয়ের সময় প্রুভারদের প্রশ্ন ও প্রতি প্রশ্নের মধ্যেমে তাদের পছন্দ, অপছন্দ কোন্ সময় তাদের উপসর্গগুলি দেখা দিয়েছিল, এবং কখন বা কোথায় বা কিভাবে তা শেষ হ'ল সে বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিতেন। অনেক ওষুধ তিনি নিজের উপরেই প্রয়োগ করে তার লক্ষণ বা প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছেন। ধাতুগত ভাবে হ্যানিম্যান ছিলেন সংবেদনশীল, সব কিছু গভীরভাবে বুঝবার বা জানবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। নানা ওষুধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি বিশেষ একটি অন্তর্দৃষ্টিও লাভ করেছিলেন যেটা অন্য কোন ভাবে সম্ভব হত না। যাঁরা ওষুধগুলি ঠিকমত যত্নে, সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তাঁরা অন্য সবার চেয়ে ভালভাবে মেটেরিয়া মেডিকা জানতে ও শিখতে পারেন। বর্তমানে যাঁরা ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তাঁরা পাকস্থলীতে বেদনা, নসিয়া, মাথাধরা, পিঠে ব্যথা, পা ঠাণ্ডা থাকা এরূপ সাধারণ লক্ষণগুলিই লিখে রাখেন। আমাদের অনেক ওষুধই ঐরূপ ভাবে পরীক্ষিত ও তাদের সাধারণ লক্ষণগুলিই মাত্র লিখিত হয়েছে, কোন্ উপসর্গ কখন, কোথায়, কিভাবে বা কতটা দেখা দেয় অথবা লক্ষণগুলির কোন্‌টা কিসে বাড়ে বা কমে রোগীর পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে কোন কথা ঐ সব লেখায় পাওয়া যায় না। প্রুভারের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির কথাও থাকে না কারণ সেগুলিকে ভাবাবেগ বলে ধরে নেওয়া হয়। "ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিহ্বলতা, রোগীর মনে হয় যেন কান্না ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারে না" এই ধরনের লক্ষণ দ্বারা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে রোগী পুরুষ না মহিলা। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তাদের পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি প্রুভিংয়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত না হওয়ায় বুঝতে হবে যে ঐ ওষুধ আংশিক ভাবে পরীক্ষিত এবং ঐ সব বাহ্যিক উপসর্গে ঐ ওষুধ কাজে লাগবে।

হাইড্রোকেফেলাসের সঙ্গে বিহ্বলভাব বা হতচেতন ভাব রোগটির শেষের দিকে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে খুব বেশী অবসাদ, মাংসপেশীর শীর্ণতা, হাত-পায়ে আড়ষ্টভাব বা শক্ত হয়ে যাওয়ার মত অবস্থার সঙ্গে শোথের বা ড্রপসির মত লক্ষণ অ্যাপোসাইনামে দেখা যেতে পারে। হাইড্রোকেফেলাসের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে বেদনা স্নায়ুর গতিপথ বরাবর ছুটে চলতে এবং জয়েণ্ট আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এরূপ লক্ষণে এই ওষুধটির মত **এপিস** ও **ক্যালকেরিয়া কার্ব** এর মত গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। হাইড্রোকেফেলাসে ওষুধটি যে কার্যকরী হয়েছে তার প্রথম লক্ষণ হিসাবে রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ বেড়ে যেতে দেখা যাবে, যেটা

এতদিন খুবই কম হত। হাইড্রোকেফেলাসে চিকিৎসায় **টিউবারকিউলিনাম** ওষুধটি ভালভাবে পড়া দরকার।

রোগীর মুখমণ্ডলে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের ছাপ দেখা যায়। তার মুখমণ্ডলের খুব বেশি ফোলা ভাব বা স্ফীতি থাকে, চোখের নিচেও ফোলাভাব দেখা যায় যা চাপে বসে যায়। জিহ্বা খুব শুকনো থাকে এবং রোগী খুব পিপাসার্ত বোধ করে, এইরূপ লক্ষণে আর একটি ওষুধের কথাও মনে পড়া উচিত যেটা অনেক ক্ষেত্রে ভুল করা হয়। সে ওষুধটি **আর্স**। এই ওষুধটি অনুরূপ লক্ষণে অ্যাপোসাইনামের পূর্বে প্রয়োগ করবার প্রয়োজন হতে পারে। **আর্সে এপিস** ও অ্যাপোসাইনামের মত অনেক লক্ষণ আছে। এই ওষুধটিতে (**আর্স**) পেটে ফোলা ভাব ও শীতলতা এবং উত্তাপ, তীব্র উত্তাপে উপসর্গ কম থাকা লক্ষণটি দেখা যায়। সে খুব উষ্ণ বা উত্তপ্ত বা উত্তপ্ত ঘরে থাকতে চায় তবে এ ছাড়াও ঐ ওষুধটি মৃত্যুর মত ভয়াবহ অবসাদ, মৃত্যুভয়ের উদ্বেগ ও অসম্ভব রকমের অস্থিরতা লক্ষণগুলি থাকে যা **এপিস** বা অ্যাপোসাইনামে নেই। ঐ ওষুধটিতে রোগীর ঘরে ঢুকলেই একটি তীব্র দুর্গন্ধও পাওয়া যাবে যা ঐ ওষুধ দুটিতে নেই। এভাবে ওষুধগুলি নিয়ে আমাদের একটি একটি করে আলাদাভাবে পড়াশোনা করা প্রয়োজন, তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাও করা দরকার। যে সব ওষুধের সাধারণ লক্ষণে মিল থাকে তাদের পার্থক্য ধরতে হলে উত্তাপ ও ঠাণ্ডা কিসে উপসর্গ কমে বা বাড়ে সেদিকটা বিচার করে দেখতে হয়। এভাবেই আমরা কিছু ওষুধ পাই যাদের উপসর্গ ঠাণ্ডায় কমে, আবার আর এক ধরনের ওষুধে গরমে উপসর্গ কম হয়। আবার এমন কিছু ওষুধও পাব যাদের উপসর্গ গরম বা ঠাণ্ডা কোনটাতেই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এভাবেই আমাদের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা একের সঙ্গে অপরের লক্ষণে বিশেষ পার্থক্য বা প্রভেদ বুঝে নিতে হবে।

অ্যাপোসাইনামে ঘন, হলদে শ্লেষ্মা গলায় সৃষ্টি হতে দেখা যায়। খুব বেশি পিপাসা থাকে। বুকের দিকে আড়ষ্টতা বা শক্তভাব, পূর্ণতাবোধ যেন খুব বেশি ফুলে উঠেছে এরূপ বোধ হতে পারে। প্লুরায় স্ফীতি হলে বুকের বাইরের অংশে পাঁজরায় বাধা পাবার জন্য ফোলাটা বেশি বাড়তে না পারলেও ফুসফুসে ও নিচের দিকে ডায়াফ্রাম-এ চাপ সৃষ্টি করে ফলে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া শ্বাসকষ্ট ও কাশি দেখা দেয়। এই ওষুধটিতে **এপিসের** মতই রোগীকে উঠে বসতে হয়, সে শুয়ে থাকতে পারে না। যে কোন হাইড্রোথোরাক্স অর্থাৎ প্লুরায় অত্যধিক বায়ু জমে ফুলে ওঠা অবস্থায় রোগীকে বিছানায় উঠে বসতেই হয়, কারণ শুয়ে থাকলে তার ফুসফুসে বেশি চাপ পড়ে ও শ্বাস গমন-নির্গমন পথ সরু হয়ে পড়ে। প্লুরায় বেশি বায়ু জমে অথবা বেশি জল জমে থলের মত ফুলে যাওয়া অংশ যাতে ফুসফুসে বেশি চাপ না দেয় সেই জন্য রোগী বিছানায় উঠে বসে থাকতে বাধ্য হয়! তবে রোগী উঠে বসে থাকার ফলে জলপূর্ণ থলের মত ফুলে থাকা প্লুরা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে ডায়াফ্রাম মাংসপেশীর উপর চাপ সৃষ্টি করার ফলে পেটের ভিতরে অন্ত্রে ফোলা ভাব দেখা

দেয়। রোগী জেগে উঠলে এবং সারাদিনই পিপাসার্ত থাকে কিন্তু বেশি জল পান করতে চায় না। তার ঠাণ্ডা জলের জন্য পিপাসা থাকলেও ঠাণ্ডা জল পাকস্থলীতে বেদনা অথবা সেই ঠাণ্ডা জল পাকস্থলীতে গিয়ে উষ্ণ হবার আগেই বমি হয়ে উঠে যায়, অথবা তার পেট ফুলে যায়, ফলে রোগী ঠাণ্ডা জল পান করতে ভয় পায়। উষ্ণ পানীয় পেলে সে কিছুটা আরামবোধ করে। উষ্ণ পানীয় তাকে স্বস্তি ও আরাম দিলেও রোগীর ঠাণ্ডা জলের পিপাসা থাকতে দেখা যাবে।

এবারে ফুলে যাওয়া ও বমি হওয়ার কথায় আসছি। রোগীদের সেলুলার টিসুতে জল জমে তারা এতটা ফুলে যায় যে মনে হয় যেন পাকস্থলী থেকে রক্তে যাবার মত জল গ্রহণ আর সম্ভব নয়। তাদের সারা দেহই যেন জলে ভর্তি। ধমনী, শিরা, পাকস্থলী সবই পূর্ণ ও ফোলা থাকে, পাকস্থলীতে ফোলা থাকায় সে বমি করে ফেলে। সারা দেহে এই রূপ ফোলাভাব বা 'জেনারাল অ্যানাসারকা'র সঙ্গে পিপাসা বেশি থাকায় রোগী জল পান করে কিন্তু তা আবার বমি করে উঠিয়েও ফেলে। খাদ্যগ্রহণও তার পক্ষে খুব কষ্টকর হয়, যেন খাদ্য নামতেই চায় না, খাদ্য হজমও হয় না। এরূপ অবস্থা থেকে বিশেষ ধরনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। রোগীর মনে হয় যেন পেটের উপরের অংশে বা এপিগ্যাসট্রিয়ামে এবং বুকে চাপ পড়ছে, সেই জন্য যেন সে প্রয়োজন মত শ্বাস ক্রিয়া চালাতে বা নড়াচড়া করতেও পারে না। সামান্য একটুখানি খাবার খেলেই যেন তার পেট ফুলে যায় বা ভর্তি হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠেই সে কিছু খেতে চায়। তার খুব খিদেবোধ হয় কিন্তু একটুখানি কিছু খেলেই তার পেট ফুলে গেছে বলে বোধ হতে থাকে। তার পাকস্থলী জলে পূর্ণ থাকায় যে প্রচুর পরিমাণ জল, পিত্ত এবং ভুক্ত খাদ্য অজীর্ণ অবস্থায় বমি করে তুলে ফেলে। শেষ পর্যন্ত তার পাকস্থলীতে শোথের মত ফুলে থাকা অবস্হা হয় ও পাকস্হলীতেও একটুতেই উত্তেজনা বোধ হয়, যেন আর কোন কিছুই তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে বোধ হয়। শেষ পর্যন্ত তার অন্ত্রে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দেয়, তার কিডনী ঠিকভাবে কাজ করে না ফলে প্রস্রাব ও খুব কমে যায়। রোগীর জিহ্বায় প্রদাহ, সব মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ এবং সম্ভবত পাকস্থলীও প্রদাহ হয়ে ফুলে থাকে। তার সম্পূর্ণ পেটই ফুলে শোথ বা ড্রপসির মত অবস্হা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এর পরে অন্যরূপ এক পরিস্হিতি দেখা দেয়। মনে হয় যেন রোগীর দেহের বিভিন্ন যন্ত্র একের পর এক তাদের কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। জরায়ু ও ওভারি তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ করার জন্য ড্রপসির মত অবস্হার সঙ্গে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া বা অ্যামেনোরিয়া দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের লক্ষণ যেন পরবর্তী গোলযোগের সূচনা বলে মনে হয়, ঐ সব বিভিন্ন যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ড্রপসি দেখা দেয়। কোন মহিলার হয়ত দুর্বলতা, স্নায়বিক উত্তেজনা, মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকা প্রভৃতি উপসর্গের সঙ্গে পেটে স্পর্শকাতরতা, পেট ফুলে যাওয়া এবং পরে হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গেও ফুলে যাওয়া লক্ষণ দেখা দেবে।

ডায়রিয়ার মত অবস্থা যদি পর্যায়ক্রমে ড্রপসির মত অবস্থার সঙ্গে চলতে দেখা যায় তা হলে অ্যাপোসাইনাম তা সারাতে সক্ষম হয়। অনেক সময় ডায়রিয়া শুরু হলে অন্যান্য সব উপসর্গ চলে যেতে দেখা যায়। ডায়রিয়ার মত হলদে, জলের মত ও অসাড়ে প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। ড্রপসির একটি রোগীকে বেশী পরিমাণে অ্যাপোসাইনাম প্রয়োগের ফলে তার ডায়রিয়া শুরু হয় এবং তখন তার বড় হয়ে ওঠা প্লীহা ও ড্রপসির সব লক্ষণ আপাতভাবে কমে যায়, রোগী ভাল হয়ে গেছে বলে চিকিৎসক মনে করেন। এরূপ অবস্থায় ঐ রোগীকে আমার কাছে নিয়ে এলে আমি তাকে কোন ওষুধ না দিয়ে অপেক্ষা করতে বলি। শেষ পর্যন্ত তার দেহে অ্যাপোসাইনামের বিষক্রিয়া বন্ধ হলে সে হার্ট ফেইলিওরে মারা যায়। **ডিজিট্যালিসের** ক্রুড ডোজ বা অ্যালোপ্যাথিক ডোজের ব্যবহারেও অনুরূপ লক্ষণ দেখা যেতে পারে। এমন সময় আসবে যখন চিকিৎসক **ডিজিট্যালিসের** প্রয়োগ বন্ধ করতে বাধ্য হবেন এবং হার্ট ফেইলিওরে রোগী মারা যাবে। এই মৃত্যুর সঙ্গে ডিজিট্যালিসকে যুক্ত করা যায় না এবং চিকিৎসকও হয়ত বুঝতে পারবেন না যে ডিজিট্যালিস মৃত্যু ঘটাতে পারে।

দেহের ত্বক, কিডনী, অন্ত্র, জরায়ু প্রভৃতি সবারই ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবার ফলে ড্রপসি ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। প্রস্রাবের গোলযোগ খুবই কষ্টদায়ক হয়। রোগের প্রথমদিকে প্রস্রাব খুব কম হবার সঙ্গে আরও নানাবিধ উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। প্রস্রাব সৃষ্টি হয়ে তা মূত্রথলিতে আটকে থাকা বা রিটেনসন, প্রস্রাবের সময় খুব যন্ত্রণা, সর্বদাই প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। মূত্রথলি অনেকক্ষেত্রে আংশিক পূর্ণ থাকতে দেখা যায়, কিন্তু রোগী প্রস্রাব ত্যাগ করতে পারে না, রিটেনসনের সঙ্গে খুব বেশী প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা থাকে, হাত-পায়ের দিকে পক্ষাঘাতের লক্ষণের সঙ্গেও প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা প্রবল থাকতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকে প্রথমে ঝিন্ ঝিন্ করা ও অসাড়তা এবং পরে ঐসব অঙ্গের ক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া অবস্থায় কোন কোন রোগীতে বিছুদিন থাকার পর ড্রপসির লক্ষণ দেখা দিতে দেখা যাবে। এই ওষুধটিতে ড্রপসির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে প্রচুর স্রাব নির্গমন হতে দেখা যায়। প্রচুর পরিমাণ পাতলা মলত্যাগ অথবা কিডনীর আক্ষেপযুক্ত বা স্প্যাজমোডিক ক্রিয়ায় খুব বেশী পরিমাণ প্রস্রাব হতে থাকলে রোগী সাময়িকভাবে কিছুটা আরামবোধ করে। অনেকক্ষেত্রে প্রস্রাব এত বেশী হতে থাকে যে রোগী যেন বুঝতেই পারে না যে এত জল কোথা থেকে আসছে। আবার হঠাৎই প্রস্রাব বন্ধ হয়ে বা কমে যায়, টিস্যুগুলি সিরামে ভর্তি হয়ে যাবার ফলে ড্রপসির অবস্থা ফিরে আসে। এইসব উপসর্গ সাময়িক ভাবে কমে গিয়ে হার্টের ক্রিয়া ব্যাহত হয়। প্রস্রাব স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের মত মাত্র হয় কিন্তু তার সঙ্গে কিডনী, মূত্রথলি প্রভৃতিতে বিশেষ কোন বেদনা বা অস্বস্তি বোধ থাকে না। অনেকক্ষেত্রে প্রস্রাব কিডনীতে সৃষ্টিই হয় না অর্থাৎ সাপ্রেসড্ থাকে। মস্তিষ্কজনিত গোলযোগের সঙ্গে প্রস্রাব একেবারে বন্ধ

থাকতে দেখা যেতে পারে। যে সব শিশু প্রায়ই প্রস্রাব করে বিছানা ভিজিয়ে দেয় তাদের জন্য রুটিন হিসাবে এই ওষুধটি ব্যবহার করার রীতি ছিল এবং তাতে কিছু ফলও হ'ত। এই লক্ষণটি বিশেষ বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যালি জানা গেছে, তবে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ব্লাডারের উপর এই ওষুধটির ক্রিয়ার ফলে অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন সারানো সম্ভব। এই ওষুধে যৌনাঙ্গের যন্ত্রাদির ড্রপসিও দেখা যায়।

পূর্বে মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, অ্যামেনোরিয়া প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই ওষুধটিতে রক্তস্রাব বা রক্তপাত হবার প্রবণতাও দেখা যেতে পারে। দেহের যে কোন স্থান থেকে রক্তপাত হওয়া সম্ভব হ'লেও প্রধানত জরায়ু থেকে রক্তস্রাবই বেশী দেখা যায়। ঋতুস্রাব প্রচুর পরিমাণে, ঘনঘন এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী রক্তস্রাব এই ওষুধটিতে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাবে। রোগিণীর ঋতুস্রাব বা জরায়ু থেকে খুব বেশী রক্তস্রাব হবার ফলে খুব অ্যানিমিক হয়ে পড়ে এবং তারপরেই ড্রপসির লক্ষণ দেখা দেয়। রক্তপাতের পরে ড্রপসি দেখা গেলে প্রাচীন-পন্থী চিকিৎসকরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে **চায়না** প্রয়োগ করে থাকেন এবং ঐ ওষুধটি সাধারণভাবে বেশ কার্যকরী হওয়ায় তারা অন্য কোন ওষুধের কথা চিন্তা করেন না, কিন্তু অ্যাপোসাইনামেও রক্তপাত বা রক্তস্রাবের পরে ড্রপসি হতে দেখা যায়; অনেকক্ষেত্রেই অনুরূপ অবস্থায় এই ওষুধটির অন্যান্য লক্ষণও থাকে। দীর্ঘস্থায়ী মেনোরেজিয়া অথবা জরায়ু থেকে একনাগাড়ে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত রক্তস্রাব চলতে দেখা যায়। ঐ স্রাবের রক্ত বড় বড় দলা বা ক্লট হয়ে এবং কখনো কখনো তরল অবস্থায়ও বেরোয়। মাঝারী ধরনের রক্তস্রাব দু-একদিনের জন্য দেখা দিয়ে হঠাৎ তীব্রভাবে এমনই বেড়ে যায় যে. রোগিণী বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, সে চুপচাপ শান্তভাবে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। অনেকক্ষেত্রে তরল রক্তস্রাবের সঙ্গে ছেঁড়া ছেঁড়া মিউকাস মেমব্রেনের টুকরোও বেরোয়। মেনোরেজিয়া বেশ কিছুদিন ধরে একনাগাড়ে চলে অথবা কিছুদিন বাদে বাদে বা প্যারক্সিজম্যাল অবস্থায় দেখা দিতে পারে এবং রোগিণী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বা অবসাদগ্রস্ত না হয়ে পড়া পর্যন্ত চলতে থাকে। এইরূপ লক্ষণ **ফসফরাস, ইপিকাক** এবং **সিকেলি কর** ওষুধেও আছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনেক রক্ত জরায়ু থেকে বেরিয়ে যাবার পরে ঐ রক্তস্রাব থামে। এই ওষুধটির মত তরল রক্তস্রাব রোগী সম্পূর্ণ অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত বন্ধ না হওয়ার লক্ষণ আরও কিছু ওষুধে দেখা যায়। এর পরেই যে শ্বাসকষ্ট বা ডিসপ্নিয়া দেখা দেয় তার জন্য রোগীর পক্ষে আর শয্যায় শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না, এরূপ অবস্থা সাধারণত হাইড্রোথোর‍্যাক্স অর্থাৎ প্লুরায় খুব বেশী রস বা তরলস্রাব জমা হলে তবেই দেখা যাবে। এ ছাড়াও ঐ রোগী দীর্ঘসময় বসে থাকার ফলে ফুসফুসের নিচের অংশে রক্তাধিক্য ও রস জমা হবার প্রবণতা দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে ফুসফুসের নিচের দিকে জমা থাকা রস আরও বেড়ে গিয়ে ক্রমশ উপরে দিকে উঠে বায়ুপথে চাপ সৃষ্টি করার ফলে পেটের উপর অংশ বা

এপিগ্যাসট্রিয়ামে খুব বেশি চাপবোধ, ডিসপ্‌নিয়া বা শ্বাসকষ্ট গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা দেখা দেয় সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে সাঁই সাঁই শব্দ ও কাশিও শোনা যায়। এই ওষুধটিতে বুকে ঘড় ঘড় শব্দ অনেকটাই **টার্টার এমেটিক**-এর (অ্যাণ্টিম টার্ট) মত এবং ঐ ওষুধটিতেও শ্বাসকষ্ট ও বুকে ঘড় ঘড় শব্দের সঙ্গে রোগীর পক্ষে বিছানায় শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না।

রোগীর পাল্‌স্‌ বা নাড়ী খুব ক্ষীণ ও অনিয়মিত, যেন বোঝাই যায় না এইরূপ হয়ে পড়ে। রোগিণী শয্যার বালিশ থেকে মাথা তুললেই তার মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয় এবং পাল্‌স্‌ খুব দুর্বল ও ক্ষীণবোধ হয়। পেরিকার্ডিয়ামে ড্রপসি, খুব কষ্টকর প্যালপিটেশন বা হার্টের ধব্‌ ধব্‌ শব্দের অনুভূতি দেখা যায়।

আর্জেণ্টাম মেটালিকাম
(Argentum Metallicum)

এবারে আমরা মেটালিক সিলভারের আলোচনায় আসব। এটি খুব গভীর ভাবে কার্যকরী একটি ওষুধ এবং প্রাচীন কাল থেকেই এটিকে পথ নির্দেশক বা প্রতীক এবং একটি বিশেষ ওষধিগুণসম্পন্ন দ্রব্য বলে জানা আছে। এটি একটি মূল্যবান দ্রব্য বলে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। এটি একটি অ্যাণ্টি-সোরিক এবং এর বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অনুযায়ী আমি একে অ্যাণ্টিসাইকোটিক বলে মনে করি। এই ওষুধটি দেহের গভীরে স্নায়ু ও স্নায়ুতন্তু বা ক্ষিদের উপর ক্রিয়াশীল এবং উপসর্গগুলি স্নায়ু বরাবর দেখা দিয়ে থাকে। দেহের বিভিন্ন অংশের কার্টিলেজ বা কোমলাস্থি এই ওষুধে আক্রান্ত হয়। ওষুধটিতে কার্টিলেজের বৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি, জয়েণ্টগুলির কার্টিলেজ অংশের পুরু বা মোটা হয়ে পড়া, কানেরও কার্টিলেজ বেড়ে গিয়ে পুরু হয়ে ওঠা প্রভৃতি দেখা যায়। তা ছাড়া কার্টিলেজ টিস্যুর বৃদ্ধি ঘটিয়ে টিউমার জাতীয় উপসর্গও এই ওষুধটি সৃষ্টি করতে পারে। ওষুধটিকে নার্ভতন্তু, বিশেষত যে সব স্নায়ু দেহের বিভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদানে নিযুক্ত তাদের উপর কাজ করতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়ায় ওষুধটি নানা ধরনের পরিবর্তন ও ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের নরমভাব সৃষ্টি করে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর ওষুধটির ক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটি মানুষের অনুভূতিতে বিশেষ পরিবর্তন না ঘটিয়ে ঐচ্ছিক ক্ষমতার অল্প-স্বল্প পরিবর্তন নিয়ে আসে। তবে এটি স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ক্রমশ দুর্বল করে শেষে জড়বুদ্ধি করে ফেলতে পারে। যে কোন কষ্টকর উপসর্গের সঙ্গে রোগীর বিবেচনা শক্তিকে বিনষ্ট করে ফেলার ক্ষমতা এর আছে। দেহের যেকোন অংশে, মাথায়, পিঠে বা অন্যত্র মোচড়ানো, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথার সঙ্গে রোগীর স্মৃতি ও বিবেচনা শক্তিও আক্রান্ত হতে দেখা যাবে। তবে চিন্তা করার সামর্থ্য কমে যায়। যে সব লোক বিশেষভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে বেশি কাজে লাগায় তাদের মধ্যেই চিন্তাশক্তি কমে যাওয়া লক্ষণটি বেশি দেখা যায়। ব্যবসায়ী, ছাত্র, পাঠক, চিন্তাবিদ্‌ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে ঐরূপে আক্রান্ত হন। তার সব উপসর্গ

ঘুমোলে বেড়ে যায়। সামান্য মানসিক চিন্তায় তাদের ভার্টিগো বা মাথা ঘুরে যাওয়া লক্ষণটি দেখা দেয়। রাত্রে ঘুম ও বিশ্রামের পর তার উপসর্গ কমে যাবার বদলে আরও বেড়ে যায়, সে মানসিক অবসাদ আরও বেশি বোধ করে। শারীরিক ভাবেও দুর্বলতা দেখা দেয় ফলে তার পক্ষে ঘুম ভেঙ্গে ওঠার পরে নড়াচড়া করাও কষ্টকর বোধ হয়। ঐ অবস্থায় সে যদি নতুন কোন চিন্তা-ভাবনার কাজ করতে যায় তা হলে তার মাথা ধরে। বেশির ভাগক্ষেত্রে মাথা ধরায় তার মাথার সামনের দিকটা আক্রান্ত হতে দেখা গেলেও তার মাথার পিছন দিক বা অক্সিপুট অঞ্চলও আক্রান্ত হতে কখনো কখনো দেখা যেতে পারে।

দেহের বিভিন্ন অংশের, বিশেষভাবে পায়ের দিকের স্নায়ুতে ছিঁড়ে যাওয়া মোচড়ানো ব্যথা দেখা দেওয়া এই ওষুধটির অপর একটি বিশেষ লক্ষণ। রোগী যখন বিশ্রামে থাকে তখন তার মনে হয় যেন তার দেহের বিশেষ কোন অংশের স্নায়ু ছিঁড়ে টুকরো হয়ে যাবে এরূপ ব্যথা হয়। ঠাণ্ডা, ভিজে ও ঝড়ো আবহাওয়ায় রোগীর বাতজনিত উপসর্গ দেখা দেয়। আক্রান্ত অংশে খুব বেশি ফোলাভাব না থাকলেও বেদনা কার্টিলেজ ও স্নায়ুতেই বেশি দেখা দিয়ে থাকে। এই বেদনা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে রোগী চুপচাপ শান্তভাবে থাকতে পারে না, তাকে হাঁটা-চলা করতে বাধ্য হতে হয়। তার অনেক উপসর্গ নড়াচড়ায়, বিশেষত হাঁটা-চলা করায় কম থাকতে দেখা যাবে। রোগীর এই বেদনা প্রচুর পরিমাণ কফি পানে সাময়িক ভাবে চাপা পড়ে থাকলেও তার সব উপসর্গগুলি পরে আরও গুরুতর ভাবে দেখা দেয় এবং রোগীকে অকর্মণ্য করে ফেলে, তাকে শারীরিকভাবে অবসাদগ্রস্ত এবং মানসিক ভাবে দুর্বল করে। তার দেহের কার্টিলেজ, স্নায়ু ও অস্থিতে ছিঁড়ে যাওয়া বা মুচড়ে যাবার মত বেদনা তাকে বিধ্বস্ত করে ফেলে, যুবকরা যেন বৃদ্ধের মত জবুথবু হয়ে পড়ে এবং এই বেদনা নড়াচড়ায় কম বোধ হয়।

এই ওষুধটিতে বিভিন্ন ধরনের থিতানি পড়ার মত দ্রব্যের ইনফিলট্রেশন হতে দেখা যায়। কার্টিলেজে প্রদাহের পরে সেখানে থিতানির মত কিছু জমা হয়ে শক্ত শক্ত গুলির মত সৃষ্টি হয়। কার্টিলেজ বা উপাস্থি সৃষ্টিকারী টিসু খুব বেড়ে গিয়ে অস্থিসন্ধির কার্টিলেজকে মোটা ও পুরু করে তোলে। নাক ও কানের উপাস্থিও মোটা ও পুরু হয়ে যায়, এপিথেলিওমা সৃষ্টি হতেও দেখা যায়, 'এপিথেলিওমা' এবং 'সিরাস' এর মত ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমারে এই ওষুধটি সাময়িক ভাবে ভাল প্যালিয়েটিভের কাজ করে থাকে। জরায়ুর সারভিক্স অঞ্চলে সৃষ্ট এপিথেলিওমা এই ওষুধটি দিয়ে সারাবার রেকর্ডও পাওয়া যায়।

দেহের বিভিন্ন অংশে আলসারেশন বা ক্ষত সৃষ্টি হতেও এই ওষুধটিতে দেখা যাবে। প্রথমে কার্টিলেজে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে পরে তা সেলুলার টিসুর মাধ্যমে অন্যত্র বিস্তার লাভ করে এবং ঐ ক্ষত থেকে প্রচুর পরিমাণ রস বা স্রাব নির্গত হয়; ক্ষতগুলির নিচের অংশে অর্থাৎ বেস্-এ টিসু বেড়ে গিয়ে শক্ত হয়ে পড়তেও দেখা যায়।

এই ওষুধটিতে দু'দিকের অণ্ডকোষ বা টেসটিস্ই আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু ডান দিকের অণ্ডকোষে আক্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে ডান ওভারির তুলনায় বাম ওভারিকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত হতে দেখা যাবে। এটি একটি বিশেষ লক্ষণ যে পুরুষদের ডান দিকের অণ্ডকোষ বেশি আক্রান্ত হয় কিন্তু মহিলাদের বাম দিকের ওভারি বা ডিম্বকোষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

এই ওষুধটি বিভিন্ন ধরনের টিউমার, বড় হয়ে ওঠা ওভারি এবং বিভিন্ন টিসুর বিবৃদ্ধি সারাতে সক্ষম হয়েছে। যে সব রোগী শীতকাতুরে বা চিলি তাদের পক্ষে ওষুধটি কার্যকরী হয়। রোগী তার দেহ উষ্ণ রাখতে চায় এবং উত্তাপে উপসর্গ কম থাকে। মাথাধরার ক্ষেত্রে ওষুধটিতে উত্তাপ, চাপ বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে আরামবোধ হবার লক্ষণ দেখা যায়। মাথাধরায় রোগী কাপড় জড়িয়ে উষ্ণ রাখার চেষ্টা করে এবং তাতে কিছুটা আরামবোধ লক্ষণে ঐ মাথাধরা এই ওষুধে সারানো গেছে।

যে সব রোগীর দেহে স্বাভাবিক উত্তাপ বা 'ভাইটাল হিট' কম থাকে, ক্রমশ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে থাকে, খুব নার্ভাস ও সংবেদনশীল থাকে তাদের পক্ষে ওষুধটি অধিক ফলপ্রদ হয়। রোগী সর্বদা গরম চায়। যে সব মহিলার দেহে 'রূপা' ধাতুটির অভাব থাকে (**আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম** তুলনীয়) তাদের মধ্যে এমন অদ্ভুত সব লক্ষণ দেখা দেয় যার জন্য তারা তাদের বন্ধুদের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে, স্নায়ুজনিত বিশেষ ধরনের অবস্থায় তারা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হয়ে পড়ে, তাদের গভীরে স্নায়ুর গোলযোগ দেখা দেয় এবং ক্রমশ তারা তাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের উপর বেশি করে সংবেদনশীল বা সেনসিটিভ হয়ে পড়ে।

আর্জেণ্টাম মেটালিকামে মানসিক লক্ষণগুলি মানসিক বিহ্বলতা বা কনফিউশনের মত হয়, ভাবাবেগের মত অথবা ভয়, ক্রোধ, মানসিক কোন আঘাত থেকে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার মত লক্ষণ দেখা যায়, কারণ রোগী তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে খুব বেশি সংবেদনশীল থাকে এবং খুব সামান্য কোন কারণ ঘটলেই খুব বেশি বিরক্তি বোধ করে থাকে। দেহের বেদনায় সে ডিলিরিয়ামের মত ভুল বকতে শুরু করে, তবে এই ডিলিরিয়ামের মত অবস্থা, কোন খারাপ ধরনের জ্বরে যেমন অচেতন ভাবে হয়ে থাকে, এটা সে রকম নয়, রোগী রেগে যেন বন্যের মত হয়ে যায় এবং ভুল বকতে শুরু করে। মানসিক উত্তেজনায় খুব বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে সে আবোল-তাবোল বকতে থাকে। অনেক সময় তার কথাবার্তায় অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা একত্রে মিলেমিশে গিয়ে ঐরূপ দ্রুত আবোল-তাবোল বকতে থাকে। সব সময় তাকে নেশাগ্রস্তের মত মনে হয় এবং সে এক বিষয়ে কথা বলতে বলতে বিষয়ান্তরে চলে যায়, অনর্থক বক্ বক্ করে। কিছুক্ষণের জন্য তাকে দেখে মনে হয় যেন সে মানসিক দিক থেকে খুব গভীর ও কর্মক্ষম কিন্তু একটু পরেই সে কি বলছিল তা ভুলে যায়।

রোগী লোকসমাজে কথাবার্তা বলতে অস্বস্তিবোধ করে, কারণ সে স্বাভাবিক

ভাবে কথা বলতেই পারে না। মানসিক ভাবে সে দুর্বল এবং পূর্বে কোন বিষয়ে কথা বলছিল সেটা তার মনে থাকে না, খেই হারিয়ে ফেলে, তা ছাড়া কথা বললে তার উপসর্গ বেড়ে যায় বলে সে অনেক সময় কথা বলতে ভয় পায়। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হলে সে হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, তার মধ্যে স্নায়বিক কাঁপুনি বা শক্ দেখা দেয় এবং ঐরূপ শকের ফলে বৈদ্যুতিক শক লাগার মত দুর্বলতা দেখা দেয়। এই অবস্থা হঠাৎ দেখা দিতে পারে, তবে প্রধানত শুতে বা ঘুমোতে যাবার সময়ই এই অবস্থা বেশি দেখা দিয়ে থাকে। তার যখন মনে হয় যে তার সারাদিনের কাজ শেষ হয়েছে এখন সে বিশ্রাম নিতে পারে এবং যখন সে ঘুমোতে যায় বা কেবল মাত্র ঘুমিয়েছে সেই সময় হঠাৎ মানসিক শক্ পেয়ে সে জেগে ওঠে এবং হয়ত সারারাত ধরেই তার দেহে স্নায়বিক কাঁপুনি বা শিহরণ বয়ে চলে, তখন সে বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে হাঁটা-চলা শুরু করে তার দেহের পায়ের দিকের কাঁপুনি, ঝাঁকুনি লাগার মত অবস্থা প্রভৃতি দূর করবার চেষ্টা করতে থাকে। এইরূপ লক্ষণ এই ওষুধটির মত **আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম**-এও দেখা যায় এবং এরূপ অবস্থা আর্জেণ্টাম মেটালিকামে সারানো যায়। এই ওষুধটির পর্যবেক্ষণে হ্যানিমান ঘুমোতে গেলে শক লাগার গুরুত্বের কথা বলেছেন। রোগীর হাত ও পায়ে শক্ লাগে কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্ লাগলে সর্ব দেহেই ঝাঁকানি লাগবে। রোগী তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন থাকে, তার মনে হয় যেন তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে কারণ সে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও ক্রমশ তার মধ্যে অস্হিরতা বেড়ে চলে তবুও সে হাঁটা-চলা করতে কষ্টবোধ করে। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে গেলে তার খুব কষ্ট হয়। ঈশ্বরের আরাধনা করে এলে অথবা কোন আবদ্ধ বা উষ্ণ ঘরে গেলে তার মাথা ঘুরতে থাকে ও হতচেতন অবস্হা দেখা দেয়। মাথা ও অনুভূতি সংক্রান্ত গোলযোগে ঐরূপ ডিজিনেস একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, কারণ ঐরূপ লক্ষণ খুব বেশি ওষুধে দেখা যায় না। রোগী সাধারণত ঠাণ্ডায় কাতর থাকে এবং তার বাসগৃহের কোন বন্ধ ঘরে ঢুকলেই তার ডিজিনেস বা মাথা ঘুরে যাবার সঙ্গে হতচেতন ভাব দেখা দেয়।

এই ওষুধটিতে অবাক হবার মত একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়; ঠিক দুপুরে বেলা রোগীর অনেক উপসর্গ, তার বেদনা, মাথাধরা, শীতলভাব প্রভৃতি দেখা দিতে দেখা যায়। মহিলাদের ওভারিতে ঠিক দুপুরবেলা বেদনা দেখা দেয়। রোগীর হতচেতন ভাবের সঙ্গে মাথাঘোরা বা ভার্টিগোতে মনে হয় যেন সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মাথাধরা কপালের দিকে এবং অক্সিপিটাল অর্থাৎ মাথার পিছন দিকে দেখা দিতে দেখা যায়, মস্তিষ্কের একপাশে বেদনা, যে কোন একদিকের মাথাধরায় ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। মাথার গভীরে স্নায়বিক বেদনা প্রথমে যে কোন একটি পাশে তীব্রভাবে দেখা দেয়, যেন মস্তিষ্কের একধারের অর্ধেকটা আক্রান্ত হয়েছে। মাথাধরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডান দিকে ঘটে। যে সব ভগ্নস্বাস্থ্যের লোক সূর্যের তাপে খুব বেশি অবসাদগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের মাথাধরা অথবা

অন্যান্য উপসর্গে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। রোগীর মাথার তালু, কান এবং দেহের অন্যান্য স্থানে চুলকানি হতে দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানে তুষার-ক্ষতের মত চুলকানো ও জ্বালাবোধ হয়ে থাকে। এই ওষুধটিতে **অ্যাগারিকাসের** মত বিড়বিড় করে চুলকানো ও জ্বালা, পায়ের আঙ্গুল, কান প্রভৃতি অংশে চুলকায় কিন্তু ঐ অংশে চুলকেও আরামবোধ হয় না ; যে পর্যন্ত চুলকানোর জায়গা ছড়ে না যায়, সেখান থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত রস না গড়াতে থাকে ততক্ষণ রোগী ঐ স্থান চুলকাতে থাকে কিন্তু কোনরূপ আরামই বোধ করে না বা তার চুলকানোবোধ কমে না। কানের মধ্যে অনবরত আঙ্গুল ঢোকানো ও চুলকানোর জন্য কানের ভিতরে লাল দগ্‌দগে ভাব দেখা দেয়। ত্বকে সুড়সুড়, চিড়বিড় করার জন্য এবং জ্বালা ও চুলকাতে থাকায় রোগী ঐ আক্রান্তস্থানে ছড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুলকে চলে।

ওষুধটিকে অক্ষিগোলকের তুলনায় চোখের পাতার উপর বেশি ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়। চোখের দৃষ্টির উপর এটির ক্রিয়ায় দৃষ্টি কমে যাওয়া বা দৃষ্টি লোপ পেতে দেখা যায় ; কিন্তু ওষুধটি চোখের পাতায় টিসু বৃদ্ধি করে সেখানটা কার্টিলেজ-এর মত পুরু ও শক্ত করে তোলে, মিউকাস মেমব্রেনও মোটা বা পুরু এবং শক্ত হয়ে ওঠে যার ফলে চোখের পাতা খোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তারা ভিতর থেকে টেনে ধরার মত অবস্থায় এত জোরে বন্ধ থাকে যে বাইরে থেকে খুব জোরে না টানলে চোখের পাতা খোলাই যায় না, চোখের পাতায় প্রদাহ বা 'ব্লেফারাইটিস্' হয়ে ওখানটার টিসু বৃদ্ধি ও পুরু হয়ে যাবার ফলেই এরূপ হয়ে থাকে। চোখ থেকে প্রচুর রস বা জলের মত স্রাব বেরিয়ে থাকে। এই ওষুধটিতে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে আপনা আপনি প্রচুর শ্লেষ্মা বা স্রাব নির্গত হতে দেখা যায়, কখনো কখনো তা ঘন ও হলদেটে হয়ে থাকে কিন্তু মিউকাস মেমব্রেন যেন নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকায় সেখান থেকে নিজে নিজেই রস বা স্রাব গড়াতে থাকে। তবে এই ওষুধটির স্রাবের বৈশিষ্ট্য এই যে তা ঘন, বাদামী রঙের ও আঠালো হয়ে থাকে। কাশির সঙ্গে ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়া, ফুসফুস প্রভৃতি থেকে রোগী যে শ্লেষ্মা তোলে সেটা বাদামী রঙের। ভ্যাজাইনা, ইউরেথ্রা, চোখের যে কোন স্থান থেকেই স্রাব বা রস নির্গত হোক না কেন তা প্রধানত বাদামী রঙের হতে দেখা যাবে ; কেবল মাত্র দু-একটি ক্ষেত্রে তা হলদেটে হতে পারে। চোখের পাতার ইউরেথ্রা প্রভৃতিতে ক্ষত হলে সেখান থেকে হলদেটে ঘন রস বা স্রাব বেরোতে পারে কিন্তু ইউরেথ্রা ছাড়া অন্য সব স্থানের মিউকাস মেমব্রেনের গায়ে আমরা বাদামী রঙের স্রাব বা রসই দেখতে পাব। এই ওষুধটি দিয়ে পুরানো বা ক্রনিক গনোরিয়া সারানো গেছে। যদি আমরা ওষুধটির সাধারণ লক্ষণগুলির কথা চিন্তা করি তা হলে আমরা বুঝতে পারব যে ওষুধটি দেহের বিভিন্ন স্থানের কোথায় কি ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি করে এবং আমরাই বা কোথায় কি ধরনের লক্ষণ আশা করব ; যদি আমরা তার বিপরীত কিছু দেখি তবে সেটা ব্যতিক্রম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বলে ধরতে হবে। কিন্তু ভাল করে জেনে বুঝে তুলনামূলক আলোচনা করে আমাদের জানতে হবে কোন্‌টা সাধারণ

এবং কোন্‌টা বিপরীত বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। আর্জেণ্টাম মেটালিকামে এইরূপ একটি বিশেষ লক্ষণ রোগীর চুলকানো ভাব। তার কানে এতবেশি চুলকায় যে রক্ত না বেরিয়ে আসা পর্যন্ত রোগী চুলকানো বন্ধ করতে পারে না। এই চুলকানি কানের বাইরের অংশ থেকে ক্রমশ ভিতরের দিকে যায় এবং লাল হয়ে ফুলে যায় ও রক্ত না বেরোনো পর্যন্ত রোগী চুলকাতেই থাকে। কানের কার্টিলেজ অনেকটা গোলাকার ছোট বলের মত বা নডিউলার হয়ে পুরু ও মোটা হয়ে যায়; নাকের কার্টিলেজ-এও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নাকের কার্টিলেজ বৃদ্ধি হবার ফলে রোগীর শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হবার জন্য সার্জন ঐ বাড়তি কার্টিলেজের যে অংশ নাকের ভিতরে রয়েছে সেটা অপারেশন করে বাদ দিয়ে থাকেন। নাকের কার্টিলেজ বৃদ্ধির ঐরূপ অবস্থা এই ওষুধটি দিয়ে সারানো সম্ভব। নাকের অস্থির বৃদ্ধি, নাকের মিউকাস মেমব্রেন ও সেলুলার টিসুগুলি যা নাকের গঠনের কাজ করে তাদের বৃদ্ধি ও পুরু হয়ে ওঠা প্রভৃতি অবস্থায় এই ওষুধটিকে কার্যকরী হতে দেখা যায়। এই ওষুধটিতে প্রথমে টিসু বেড়ে পুরু ও মোটা হয়ে যায় এবং তারপরে জয়েণ্টে সিরাম জমা হতে দেখা যাবে। দেহের যে কোন অংশের কোমলাস্থি বা কার্টিলেজ-এর পচনক্রিয়া বা নেক্রোসিসে ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হতে দেখা যায়; তবে তার সঙ্গে ওষুধটির নির্দিষ্ট স্নায়বিক ও মানসিক লক্ষণ থাকা আবশ্যক। রোগীকে খুব অসুস্থ, ফেকাশে বা রক্তশূন্য ও পরিশ্রান্ত দেখায়। এইরূপ রুগ্ণ ও অসুস্থ লোকেদের বহু পূর্বেই আর্জেণ্ট মেট প্রয়োগের জন্য কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে আসা উচিত ছিল কিন্তু দেরি হ'লেও রোগীর অবস্থা খুব বেশি সঙ্গীন না হয়ে পড়লে ওষুধটিতে ভাল ফল আশা করা যায়।

রোগীর গলায় ভিতর থেকে টেনেধরা অথবা টান্‌ধরা ভাব থাকতে দেখা যায়; শ্বাসত্যাগের সময় গলার ভিতরে ক্ষত হয়ে দগ্‌দগে হয়ে যাবার মত বোধ হতে থাকে এবং সেই অনুভূতি ল্যারিংক্স পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে গলায় ক্ষতের মত বেদনা এবং কাশতে গেলে ল্যারিংক্স-এ দগ্‌দগে হয়ে যাবার মত অনুভূতি, সহজেই প্রচুর পরিমাণে বাদামী রঙের গয়ের ওঠা, মুখের ভিতর দিকে বা 'ফসিস' এর ডান ধারে টান্‌ধরাভাব থাকতে পারে।

আর্জেণ্ট মেট-এ নানা ধরনের পেট সংক্রান্ত গোলযোগ হতে দেখা যায়; পেটে ছড়ে যাওয়া বা ক্ষত হবার মত বেদনা, পেটের ভিতরকার বিভিন্ন টিসুতে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ, মিউকাস মেমব্রেনেও অনুরূপ প্রদাহ ও রক্তাধিক্য ঘটার ফলে ডায়রিয়া অথবা খুব গভীর থেকে আসা বা সৃষ্টি হওয়া কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ, মেসেণ্ট্রিক গ্ল্যাণ্ডের যক্ষ্মা, শীর্ণতা, দুর্বলতা ও কাঁপুনি দেহের যে কোন অংশে পক্ষাঘাত হবার মত বোধ, প্রস্রাবের গোলযোগের সঙ্গে পেটের ভিতরে ক্ষতের মত বেদনা ও টাটানি প্রভৃতি অবস্থা দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটিতে যক্ষ্মা, ক্যান্সার প্রভৃতি সৃষ্টি করার মত টিসু সৃষ্টি বা টিসুর পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা আছে। রোগীর মল বালির মত, শুকনো হতে দেখা যায়, অজীর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত মলও হতে পারে।

প্রস্রাবের রাস্তার যে কোন অংশের মিউকাস মেমব্রেনে রসস্রাবী প্রদাহ হতে পারে। এই ওষুধটি প্রয়োগে অ্যালবুমিনিউরিয়া, ডায়াবেটিসে প্রস্রাবে সুগার থাকা অবস্থা এবং কিডনীর অন্যান্য দেহ বিনষ্টকারী রোগ সারানো যায়। রুগ্ণ ও ভগ্নস্বাস্থ্যের লোকেদের প্রচুর পরিমাণে দেখতে অনেকটা ঘোলের মত প্রস্রাব হতে দেখা যেতে পারে। শিশু ঘুমের মধ্যেই প্রস্রাব করে ফেলে; তারা খুব ভগ্নস্বাস্থ্য ও নার্ভাস ধাতুগ্রস্ত হয় এবং ঘুমের মধ্যেই বিছানা নষ্ট করে।

পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জননেন্দ্রিয়ের উপর এই ওষুধটির নির্দিষ্ট ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে ওষুধটিতে অণ্ডকোষ এবং 'মিউকাস ট্রাক্ট' বা শ্লেষ্মাস্রাবীপথকে বিশেষভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অণ্ডকোষের টিসু বৃদ্ধি হয়ে শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যাবে; ডানদিকের টেসটিসে পিষে ফেলা বা গুঁড়িয়ে দেবার মত ব্যথা, হাঁটা-চলার সময় কাপড়ে লেগে ব্যথা আরও বেড়ে যায়, অণ্ড-কোষের প্রদাহের সঙ্গে টিসু বৃদ্ধি ঘটে, ক্রনিক অর্কাইটিসও দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটি দিয়ে এক রোগীর গনোরিয়ার পরে প্রথমে এপিডিডিমিস এবং পরে টেসটিসে ক্যান্সার হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন অবস্থায় সারানো গেছে। প্রদাহের সঙ্গে খুব বেশি শক্ত বা কঠিনভাব, ব্যথা, ফোলা, জ্বালা ও হুল বেঁধার মত যন্ত্রণা ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধটিতে অপর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ দেখা যায়; গনোরিয়ার প্রথমাবস্থা থেকেই একটু একটু করে দেখা দেওয়া কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলদেটে সবুজ রঙের স্রাব বেরোয় যেটা গত আট মাস ধরেই হয়ে চলেছে, এই লক্ষণটি একজন বিশেষ রোগীর কাছ থেকেই সংগৃহীত। সাধারণভাবে গনোরিয়ার প্রথমাবস্থায় হলদেটে সবুজ ও ঘন স্রাব প্রায় সব ক্ষেত্রেই থাকে তবে তা ক্রমশ হাল্কা হতে হতে শেষে ঘন অথবা পাতলা সাদা স্রাব বা 'গ্লিট' এ পরিণত হয়। কিন্তু আর্জেণ্ট মেট-এ এই স্রাব হলদেই থেকে যায়। সাধারণত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে শেষের দিক ব্যথা কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্রাবটা পাতলা ও হাল্কা রঙের হয়ে পড়ে কিন্তু এই ওষুধটিতে ব্যথা কমে যায়, ইউরেথ্রা ও মিউকাস মেমব্রেনে ব্যথার অনুভূতি না থাকায় বেদনাও থাকে না কিন্তু স্রাবটা পাতলা ও হাল্কা রঙের না হয়ে হলদে বা হলদেটে সবুজ এবং ঘনই থেকে যায়। এই ধরনের পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী ঘন ও হলদে স্রাবযুক্ত উপসর্গ সাধারণ ওষুধে সারানো যায় না, তাদের জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর ওষুধের প্রয়োজন হয়। আর্জেণ্টমেট, **অ্যালুমিনা অ্যালুমেন, সালফার** প্রভৃতি সেইরূপ বিশেষ শ্রেণীর ওষুধ যেগুলির কথা সাধারণত রোগের প্রথমাবস্থায় আমরা চিন্তা করি না, কিন্তু রোগীর ধাতুগত ও চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণই আমাদের এই ওষুধটি অথবা প্রয়োজনীয় অন্য উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচন করতে বাধ্য করবে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে ওভারি বা ডিম্বকোষের গোলযোগ, টিসু বৃদ্ধি, শক্ত বা কঠিন হয়ে পড়া, ওভারিতে রসের মত জমে 'সিস্ট' হওয়া, ওভারিতে টিউমার সৃষ্টি হয়ে

খুব বড় ও শক্ত হয়ে ওঠা, বিশেষভাবে বাম ওভারির গোলযোগ প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে যেখানে ডান দিকের টেসটিস আক্রান্ত হতে বেশি দেখা যায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেখানে ওষুধটিতে বাম ওভারি বেশি আক্রান্ত হতে দেখা যাবে। পিঠে এবং বাম ওভারিতে বেদনা, জরায়ুর প্রল্যাপ্স এর সঙ্গে বাম ওভারিতে বেদনা, বসে থাকা অবস্থায় কোমরে যন্ত্রণা প্রভৃতির সঙ্গে ডান ওভারির গোলযোগ থাকলে তাও এই ওষুধটি দিয়ে সারানো যেতে পারে।

এ সব ছাড়াও দুর্বলতা, দেহের সব মাংসপেশীর ঢিলেঢালা বা আলগা ভাব, কাঁপুনি প্রভৃতির সঙ্গে 'ব্রড লিগামেণ্ট' প্রভৃতি অন্য যে সব মাংসপেশী জরায়ুকে ঠিকভাবে ধরে রাখে তাদের ঢিলেঢালা ভাবের জন্য জরায়ু আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে বা জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ ঘটে। এরূপ অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ মাংসপেশীর ধারণ ক্ষমতা বা টোনাসিটি বাড়িয়ে কিভাবে জরায়ুকে আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। প্রল্যাপ্স্ এর সঙ্গে ভিতর থেকে টেনে ধরা বা ঝুলে পড়ার মতবোধ, যেন ভিতরকার সব কিছু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে এরূপ অনুভূতি হতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থার জন্য আর্জেণ্ট মেট একটি ভাল ওষুধ। প্রকৃত পক্ষে পেলভিসের ভিতরকার যন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্য, ভারী হয়ে ওঠা, টিস্যুর বৃদ্ধি ও শক্ত হয়ে ওঠার প্রবণতা, সারভিক্স বা জরায়ুর নিচের দিকের অংশে রক্তাধিক্য ও বৃদ্ধি, ক্ষত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতিতে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। সারভিক্সের এপিথেলিওমা হয়ে সেখানে জ্বালা করা, হুল ফোটানোর মত ব্যথা, প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত হলদেটে সবুজ স্রাব বা রক্ত মেশানো স্রাব প্রভৃতি দেখা গেলে সাময়িক ভাবে বা প্যালিয়েটিভ হিসাবে ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। মেনোরেজিয়া অথবা অত্যধিক ঋতুস্রাবের প্রবণতা, প্রচুর পরিমাণ ঋতুস্রাব হওয়া, প্রভৃতির সঙ্গে জরায়ুর রিল্যাক্সেশন বা ঢিলেঢালা হয়ে পড়ার লক্ষণে ওষুধটি ভাল কাজ দেয়। জরায়ুতে ক্ষত হয়ে ঘন ও হাজাকর স্রাব নির্গমন, কখনো কখনো তার সঙ্গে জল মেশানো রক্তের মত স্রাব ও অসহ্য ব্যথা, খুব বেশি দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব প্রভৃতিতে (**কেলি আর্স, কেলি ফস**) আর্জেণ্ট মেট খুবই উপকারী হয়ে থাকে। জরায়ুর সারভিক্স এর উপরের অংশ বা 'নেক'-এ খুব বেশি ফোলা, যেন তুলতুলে একটি মাংসপিণ্ডের মত হয়ে যেতে দেখা যায় এবং তার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের ক্ষত হতেও দেখা যেতে পারে। জরায়ুর 'সিরাস' জাতীয় ম্যালিগন্যাণ্ট ক্ষতে এই ওষুধটি প্রয়োগের তিনদিনেরও কম সময়ের মধ্যেই স্রাবের দুর্গন্ধ চলে যেতে দেখা গেছে। যখন কোন ওষুধ এভাবে কাজ করে, তার যে কোন গ্রোথ বা টিউমারের মত টিস্যু বৃদ্ধি বন্ধ করারও ক্ষমতা থাকে। সত্যি কথা বলতে, যে ক্যান্সারের মত অবস্থায় চৌদ্দ থেকে ষোল মাসের মধ্যেই রোগীর শেষ পরিণতি ঘটতে পারত সেটাকে এই ওষুধটি প্রয়োগে বাড়িতে দু-তিন বছর পর্যন্ত করা সম্ভব। ওষুধটি প্রয়োগের ফলে ক্ষতের বাড় বন্ধ হবে, ক্ষতের বিধ্বংসী ক্ষমতা কমানো যাবে এবং রোগীকে আরও দু-এক বছর কিছুটা আরামে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে ; কিন্তু ক্যান্সার যেহেতু

দুরারোগ্য এবং রোগীর আয়ু খুব সীমিত হয়ে পড়ে তাই এই রোগটির সম্পূর্ণভাবে নিরাময় সম্ভব হয় না।

এই ওষুধটির ল্যারিংক্স-এর উপর ক্রিয়া খুবই বিস্ময়কর। প্রদাহের সঙ্গ স্বর লোপ পাওয়া, জোরে চিৎকার করে কথা বলা অথবা গান করা বা অন্য যেকোন ভাবে গলার অত্যধিক ব্যবহারে যারা বাধ্য হয় তাদের স্বরলোপ ঘটতে দেখা যাবে। ল্যারিংক্স-এ অত্যধিক চাপ পড়ার ফলে সেখানে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দেয়। দেহের যে কোন স্থানের অত্যধিক পরিশ্রমজনিত উপসর্গ, পক্ষাঘাতের মত লক্ষণের প্রবণতা এই ওষুধটিতে ঘটতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থা ল্যারিংক্স, ফুসফুস অথবা যে কোন অংশেই দেখা দিতে পারে। এবং তারই পরিণতিতে স্বরলোপ লক্ষণটি আসে। বিভিন্ন অংশের টিসুতে বিবর্তন বা বৃদ্ধি ঘটান, ল্যারিংক্স-এর যক্ষ্মা প্রভৃতি হতে পারে। গায়ক, বক্তা, যারা খুব রুগ্ণ ও ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী, যারা খুব নার্ভাস প্রকৃতির হন এবং যাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হজমের গোলযোগ থাকে, তাদের মধ্যে সহজেই ল্যারিংক্স এর যক্ষ্মা হতে দেখা যায় এবং স্বরলোপ পায়। পরে এই অবস্থা ফুসফুসেও সংক্রামিত হবার ফলে তারা দিনদিন শীর্ণ হতে থাকে, রাত্রিতে ঘাম দেখা দেয়, এই ওষুধের রোগীর স্বর লোপ পাবার সঙ্গে গলায় ব্যথাও থাকা সাধারণত দেখা যায়।

গলায় ঠান্ডা লেগে গলা বসে যাওয়া লক্ষণও এই ওষুধে দেখা যায়। রোগী উঁচু স্বরে কোন কথা বলতে পারে না, সব সময় গলায় বা ল্যারিংক্স-এ সুড়সুড় করার ফলে কাশি দেখা দেয়। ল্যারিংক্স-এর উপরের অংশে ক্ষত ও দগ্‌দগে ভাব দেখা যেতে পারে! হাসলে রোগীর কাশি বেড়ে যায়; হাসার ফলে ল্যারিংক্স-এ সুড়সুড়ানিবোধ হয় এবং রোগী গলা খাঁকারি দিয়ে বাদামী রঙের শ্লেষ্মা তোলে। সুড়সুড়ানিবোধটা আরও গভীরে ছোট ছোট শ্বাসনলে হলে উচ্চরবে হাসিতে তার কাশি আরম্ভ হয় এবং সে গলা খাঁকারি দিয়ে বাদামী রঙের শ্লেষ্মা তুলে ফেলে। কথা বলা, হাসা বা গান করবার সময় যখনই তার স্বর একটু উঁচু হয় তখনই ট্রেকিয়া যেখানে দুভাগ হয়ে গেছে সেখানটা সুড়সুড় করতে থাকে ও সেখানে একটা ছোট ক্ষতের মত বোধ হয়। গলার স্বর অমসৃণ, খসখসে ও কর্কশ হয়ে পড়ে। যে সব যুবককে ভগ্ন ও জীর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য বৃদ্ধের মত দেখায় তাদের ল্যারিংক্স-এ যক্ষ্মায় ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। রোগীর শুকনো কাশির সঙ্গে অল্প একটুখানি বাদামী রঙের শ্লেষ্মা ওঠে। কাশিটা অনেক গভীর থেকে আসে এবং হাসলে, উঁচুস্বরে কথা বললে অথবা উষ্ণঘরে কাশি বেড়ে যায়। হাসলেই কাশি দেখা দেয় এবং ল্যারিংক্স-এ শ্লেষ্মা জমা হয়। এই ওষুধটির সাহায্যে এইরূপ বিরক্তিকর শুকনো কাশি এবং ল্যারিংক্স-এর যক্ষ্মা হবার প্রবণতা নিবারণ করা সম্ভব। এই ওষুধে সামান্য শুকনো খক্‌খকে কাশি হতে দেখা যায়; ব্রায়োনিয়াতে আমরা যে ধরনের তীব্র আক্ষেপসহ কষ্টকর কাশি দেখি তা কখনই আমরা এই ওষুধে পাব না। এই ওষুধের কাশির সঙ্গে সহজেই বাদামী রঙের শ্লেষ্মা উঠে আসতে দেখব, সামান্য

একবার গলা খাঁকারি দিলেই ল্যারিংক্স থেকে শ্লেষ্মা উঠে আসে ; এই ধরনের কাশি ও গলা খাঁকারি দিনের বেলা ও সন্ধ্যায় দেখা যায় এবং উষ্ণঘরে ঢুকলে তা বেড়ে যায় কিন্তু খোলা হাওয়ায় এবং নড়াচড়া করলে কম থাকে।

বুকের ভিতরে একটা দুর্বলতা ও অস্বস্তিবোধ থাকতে পারে। এই ধরনের দুর্বলতা মাত্র দুটি ওষুধে দেখা যায় এবং সহজে তাদের আলাদাভাবে চেনা কষ্টকর! স্বরে দুর্বলতা, বুকের ভিতরে দুর্বলতা, যেন শ্বাস-প্রশ্বাসেও কষ্ট হয়, কথা বলতে, কাশতে গেলেও এই কষ্টবোধ হয় কারণ বুকের মাংসপেশী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ওষুধ দুটি হচ্ছে আর্জেণ্ট মেট ও **স্ট্যানাম**। বুকের মাংসপেশীতে দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতার কথা রোগী প্রায় সব সময় চিন্তা করে, যক্ষ্মা রোগেও এইরূপ দুর্বলতা অর্থাৎ বুকের মাংসপেশীতে দুর্বলতাবোধ থাকতে দেখা যাবে। যেন বুকে প্যারালিসিসের মত দুর্বলতাবোধ হয়। এই দুর্বলতাবোধ **অ্যাণ্টিম টার্টের** তুলনায় একেবারে আলাদা। ঐ ওষুধটিতে বুকে ভয়াবহ দুর্বলতা রোগের প্রাথমিক বা অ্যাকিউট অবস্থায় দেখা দেয়। কিন্তু এই ওষুধটিতে দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গের সঙ্গে বুকে খুব বেশী দুর্বলতাবোধ হয় এবং রোগী অনেক সময় সেটা ভাল করে বোঝাতে পারে না, এসে হয়ত বলবে, ডাক্তারবাবু, আমার বুকের ভিতর খুব দুর্বলবোধ হয়।

এই ওষুধটিতে অনেক ধরনের হৃৎপিণ্ডজনিত গোলযোগ ঘটতে দেখা যায়। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে প্যালপিটেশন, বুকের মধ্যে একধরনের কাঁপুনির মত বোধ, বিশেষ একধরনের তির্‌তির্‌ করা কম্পন, দ্রুত পাখা নাড়ার মত অনুভূতি ও কাঁপুনি দেখা দেয়। এই কাঁপুনির মত বোধ সর্বদেহেই থাকতে পারে, হাত পায়ে কাঁপুনি, প্যালপিটেশনের সঙ্গে সারা দেহে কম্পনবোধ, ঘন ঘন প্যালপিটেশন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, রাত্রিতে মাথাধরার সঙ্গে প্যালপিটেশন ও সাধারণভাবে সর্বদেহে দুর্বলতাবোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। দুর্বলতাবোধ ক্রমশ বেড়ে যায়, প্যালপিটেশনের সঙ্গে হাঁটুতে কাঁপুনি দেখা দেয়। সাধারণ দুর্বলতায় রোগীর হাঁটু দুটি হাঁটতে বা চলতে গেলে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে ; হাতে ও পায়ের দিকে আড়ষ্টতা, অসাড়তা, যেন ঘুমিয়ে আছে ঐরূপবোধ হয় এবং তাদের ক্ষমতা লোপ পায়। বিশ্রামের সময় অধিকাংশ উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যাবে। বসে থাকলে পিঠে এবং হাত-পায়ে বেদনাবোধ হয় কিন্তু হাঁটা-চলা করলে সেই বেদনা কমে যায়। যত রকমের স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটা সম্ভব তার সবই এই ওষুধটিতে দেখা যাবে।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম

(Argentum Nitricum)

এই ওষুধটির লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তি সংক্রান্ত লক্ষণগুলিরই প্রাধান্য রয়েছে, এই ধাতুটিতে যেমন হয়ে থাকে, উপসর্গগুলির সীমিত আকারে গোলযোগ ঘটে। মানসিক লক্ষণের প্রাধান্য এই

ওষুধটিতে দেখা যায়। প্রথমত স্মৃতিশক্তি ও বিচারশক্তির গোলযোগ ঘটে; রোগীর বিভিন্ন কাজ ও পদ্ধতিতে কোন যৌক্তিকতা থাকে না। অযৌক্তিক ভাবে সে অদ্ভুত সব কাজ করে এবং অদ্ভুত সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়; বোকার মত, অবিবেচকের মত কাজ করে। নানা ধরনের ভ্রান্তি, মতিভ্রম ও কল্পনা তার মধ্যে দেখা যায়। নানারূপ কল্পিত দুঃশ্চিন্তায় বিশেষভাবে রাত্রিতে সে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে যার জন্য সে সব কাজেই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে, চুপচাপ থাকতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে অনবরত হাঁটা-চলা করতে থাকে; যত সে হাঁটে ততই তার ভিতরে আরও হাঁটার চিন্তা দেখা দেয়, ফলে খুব বেশী অবসন্ন হয়ে না পড়া পর্যন্ত সে হেঁটেই চলে। রোগীর মনে নানা ধরনের অদ্ভুত ধারণা, কল্পনা ও ভয়ের সৃষ্টি হয়। তার মনে এরূপ ধারণা জন্মে যেন সে মূর্চ্ছা যাবে অথবা খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়বে। তার মনে এমন অদ্ভুত ধারণা হয় যে সে যদি বিশেষ একটি রাস্তার বিশেষ একটি কোণ পর্যন্ত হেঁটে যায়, তা হলে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে. এই ভয়ে সে ঐ স্থান ছেড়ে অনেকটা পথ পর্যন্ত হাঁটতে থাকে, রাস্তার সেই কোণটিকে বাদ দিয়ে চলে, কারণ তার ভয় যে সে ওখানে গেলে অদ্ভুত 'কিছু' করে ফেলবে বা বেশী অসুস্থ হয়ে পড়বে! তার মানসিক শক্তি এত কমে যায় যে সে সহজেই সব ধরনের অনুভূতির শিকার হয়ে পড়ে। কোন ব্রীজ বা উঁচু জায়গা দিয়ে চলার সময় তার ভয় হয় যে সে হয়ত নিজেকেই মেরে ফেলবে, অথবা হয় উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়বে; অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মধ্যে ব্রীজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছাও দেখা দেয়; জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে তার মনে হয় যে ঐ জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লে খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার হবে এবং কখনো কখনো সে সত্যি সত্যিই জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়তে যায়। রোগীর মধ্যে মৃত্যুভয় থাকে, খুব বেশী উদ্বেগের সঙ্গে তার মনে হয় যে মৃত্যু খুবই কাছে এসে গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সে **অ্যাকোনাইটের** মত তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ও ঘোষণা করে। সময়ের দিকে তাকিয়ে সে বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে; কোন কিছু করতে গেলে. করার কথা ভাবলে, অথবা যে কাজ করার কথা আগেই স্থির আছে সেটা করতে গেলে তার মনে আশঙ্কা দেখা দেয়, অথবা কাজের নির্দিষ্ট সময়টি না আসা পর্যন্ত সে উদ্বেগের মধ্যে থাকে। রেলে চড়ে কোথাও যাবার কথা হলেই তার মধ্যে উদ্বেগ, ভয় ও স্নায়বিক কাঁপুনি শুরু হয় এবং রেলগাড়ীতে চড়ে বসার আগে পর্যন্ত ঐ অবস্থা চলতে থাকে। কারো সঙ্গে নির্দিষ্ট কোন স্থানে সাক্ষাতের কথা থাকলে সেই সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত সে এতই নার্ভাস ও উদ্বেগবোধ করে যে ঘামতে থাকে। এই নার্ভাস হয়ে পড়ে ঘামতে থাকা লক্ষণটি উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত হলে আরও বেড়ে যায়। সে সহজেই উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে, ফলে দেহের বিভিন্ন অংশে বেদনা শুরু হতে পারে। সে খুব বেশী রেগে গেলে তার মাথায় যন্ত্রণা, কাশি, বুকে ব্যথা ও দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা দেয়। ঐরূপ অবস্থায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে তার অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। বিয়ে বাড়ি, থিয়েটার দেখতে যাওয়া বা অন্য কোথাও যাবার কথা

হলেই তার উদ্বেগ, ভয়, ডায়রিয়া প্রভৃতি দেখা দেয়। এইরূপ নার্ভাস প্রকৃতির লোকেদের পক্ষে ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়। রোগী যে বোকার মত আচরণ করছে নিজেই সেটা বুঝতে পারে এবং তার আচরণের সপক্ষে অদ্ভুত যুক্তি দেখায়। রোগীর মধ্যে বিষন্নতা, মনমরা ভাব এবং বিহ্বলতা দেখা দেয়। তার স্মৃতিশক্তিও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। খুব উঁচু বাড়ি দেখলে তার মাথা ঘুরতে থাকে ও হতচেতন ভাব দেখা দেয়, মাথাঘোরা অবস্থা চোখ বন্ধ করলে দেখা দেয় অথবা বেড়ে যায়। মাথাঘোরা অবস্থার সঙ্গে কানে গুন গুন শব্দ শুনতে পাওয়া, খুব বেশী দুর্বলতা এবং কাঁপুনি প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়।

স্নায়বিক অবসাদ ও বেশী মানসিক পরিশ্রমের ফলে ধাতুগত ভাবে মাথাধরা দেখা দিতে পারে। মানসিক অবসাদ, মাথাধরা, স্নায়বিক উত্তেজনা, কাঁপুনি; ব্যবসায়ী, ছাত্র এবং যারা মস্তিষ্কের কাজে নিযুক্ত থাকে, অভিনেতা প্রভৃতি যাদের জনসাধারণের সামনে অনেকক্ষণধরে ভালভাবে অভিনয় করার জন্য উত্তেজিত অবস্থায় থাকতে হয় সেই সব ধরনের লোকেদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি অধিকতর উপযোগী। দীর্ঘক্ষণ উত্তেজিত অবস্থায় থাকার জন্য ঐ ধরনের লোকেদের মধ্যে দুর্বলতা, কাঁপুনি, পক্ষাঘাতের মত অবস্থা, অসাড়ভাব, দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়ায় গোলযোগ, প্যালপিটেশন, সারা দেহে দপ্ দপ্ করা অনুভূতি এবং এই ওষুধের পক্ষে উপযুক্ত মানসিক অবস্থা দেখা দেয়। সারা দেহের বিভিন্ন অংশের যন্ত্রাদিতে গোলযোগ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত রোগীর স্নায়বিক দুর্বলতা ও অন্যান্য স্নায়বিক উপসর্গ চলতে থাকে। রোগীর পাকস্থলীতে খাদ্য জীর্ণ হবার কাজ ব্যাহত হয়, সে যা কিছু খায় সবই যেন গ্যাসে পরিণত হয়, তার পেট ফুলে যায় এবং বেদনাবোধ হতে থাকে। বুকে প্যালপিটেশন ছাড়াও রক্তসঞ্চালন পদ্ধতিতে খুব বেশী গোলযোগ দেখা দেয়। রোগীর ধমনী ও শিরাগুলিতে রক্তাধিক্যবশত পূর্ণতাবোধও সর্ব দেহে দপ্ দপ্ করার মত অনুভূতি হতে থাকে। রক্ত সঞ্চালনে নিযুক্ত যন্ত্রাদি অর্থাৎ শিরা ও ধমনীগুলিতে নানা ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে। ধমনীতে এথেরোমা-জনিত ক্ষয়, শিরায় স্ফীতি, ভেরিকোজ ভেইন প্রভৃতি অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় রোগী হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ায় রক্তসঞ্চালনে শিথিলতা ঘটে এবং তার ফলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে ও নীলচে হয়ে যায়, রোগীর ঠোঁটও শীতল ও নীলচে হয়ে পড়ে এবং এই সমস্ত ধরনের লক্ষণই মানসিক উত্তেজনা ঘটলে, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে গেলে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, অথবা কোন পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মসূচী পালন করতে গেলে বেড়ে যেতে দেখা যাবে। প্রধানত স্নায়বিক নানা ধরনের উপসর্গে ওষুধটি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে; রোগীর মেরুদণ্ডের ভিতরকার স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন লক্ষণ, হাতে-পায়ে মোচড়ানো ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা যা লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়াতে পাওয়া যায় সেইরূপ বেদনা, বিদ্যুতের ঝলকানি অথবা গুলি ছুটে যাবার মত দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া বেদনা প্রভৃতি দেখা যায়। **পালসেটিলার** মতই এই ওষুধটিতে রোগীর

বেশীর ভাগের মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ দেখা যায় ; সে ঠাণ্ডা পছন্দ করে ; ঠাণ্ডা পানীয়, ঠাণ্ডা খাদ্য, বরফ, আইস-ক্রিম প্রভৃতি তার খুব প্রিয় ; সে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে চায়, উষ্ণঘরে তার দম আটকাবোধ হয়। উষ্ণ কাপড়-চোপড়ে তার শ্বাসকষ্ট হয়, দরজা, জানালা সব খুলে রাখতে চায়, বদ্ধঘরে থাকলে অথবা অন্যেরা ঘরে থাকলে তার দম-আটকা ভাব বা শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, যার জন্য উপাসনাগৃহ, অপেরা বা আনন্দ উপভোগের জন্য যে সব স্থানে অনেক লোকের জমায়েত হয় সেখানে সে কষ্টবোধ করায় যেতে চায় না, ঘরেই থেকে যায় ; বিশেষ কোন স্থান বা জনবহুল জায়গায় যেতে সে ভয় পায়।

এই ওষুধটিতে দেহের যেকোন স্থানে ক্ষত হতে দেখা যায় তবে প্রধানত মিউকাস মেমব্রেনেই ক্ষত বেশী সৃষ্টি হয়ে থাকে। গলার ভিতরে ক্ষত, চোখের পাতায়, কর্নিয়াতে, মূত্রথলিতে ক্ষত হতে দেখা যায়। জরায়ু, ভ্যাজাইনা ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কোমল অঙ্গে ক্ষত হবার প্রবণতা থাকে। ক্ষত হবার এই প্রবণতা বেশ অদ্ভুত বলে মনে হবে। প্রাচীন পদ্ধতিতে যে সব ক্ষতস্থান পুড়িয়ে বা কটারাইজ করে দেওয়াই রীতি এই ওষুধটি সেই ধরনের ক্ষত নিরাময় করতে পারে। আমরা জানি যে **ফসফরাসের** ক্ষতে খুব বেশী জ্বালা ও ক্ষত সৃষ্টির প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়, ক্ষতকে আরও গভীরে যেতে সাহায্য করে, কিন্তু আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামে সেই ক্ষত সারিয়ে তোলে। মিউকাস মেমব্রেনে লাল ও উঁচু হয়ে ওঠা, ছোট ছোট গুটির মত বা গ্রানুলেশন হওয়া, আক্রান্ত স্থানের শিরা-ধমনী স্ফীত হওয়া, লালচে-গোলাপী রঙ ধরা এবং ঐ স্থান খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়া এই ওষুধটির লক্ষণ ; মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের উপসর্গ ঋতুস্রাবের আগে এবং সময়ে দেখা দেয় ; ঐ সময়ে তার সব ধরনের উপসর্গ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে ; যদি সে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামের রোগী হয় তা হলে ঋতুস্রাব কালেই তার উপসর্গ সর্বাধিক থাকতে দেখা যাবে। ঐ সময়ে সে খুব কষ্টকর ও কম পরিমাণ ঋতুস্রাবে বা ডিসমেনোরিয়া, স্নায়বিক উত্তেজনা, হিস্টিরিয়ার মত উপসর্গ অথবা অস্বাভাবিক ভাবে বেশী রক্তস্রাবে কষ্ট পায়। এই ওষুধে রক্তপাত বা রক্তস্রাব ঘটার একটা প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। ক্ষত থেকে রক্তপাত, নাক থেকে, বুকের ভিতর থেকে, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত ঘটতে পারে। প্রচুর পরিমাণে লিউকোরিয়া বা সাদা স্রাব, খুব বেশী ঋতুস্রাব, মেনোরেজিয়া, সাধারণত যে কোন মিউকাস মেমব্রেন থেকে, জরায়ু থেকে রক্তপাত, রক্ত-বমি হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। পাকস্থলীতে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত ও সেখান থেকে বমির সঙ্গে রক্তপাত হতে থাকলে এই ওষুধটি তা নিরাময় করতে সক্ষম।

ঋতুস্রাবের সময় বিভিন্ন উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া ও অন্তর্বর্তী সময়ে, অপেক্ষাকৃত ভাল থাকা লক্ষণটি ওষুধটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রোগীর প্যালপিটেশন, বিশেষ ধরনের কাঁপুনি, ত্বকের শীতলতা, শীতল ঠাণ্ডা হাওয়া পছন্দ করা যদিও তার ঠোঁট নীল হয়ে ওঠে, হাত-পায়ের শীতলতা, পায়ের হাঁটু এবং হাতের কনুই পর্যন্ত শীতল থাকতে দেখা যায় তবুও রোগী ঠাণ্ডা জিনিস চায় এবং ঠাণ্ডা পছন্দ

করে। এই ধরনের লক্ষণ ঋতুস্রাবের সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিশেষ দেখা যায় না। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এই যে রোগী ডানদিকে ফিরে শুয়ে থাকলে তার প্যালপিটেশন খুব বেড়ে যায় বলে ডান দিকে ফিরে শুতে পারে না। বাম দিকে ফিরে শুলে প্যালপিটেশন বেড়ে যাওয়া লক্ষণ আমরা অনেক ওষুধেই পাই কিন্তু ডানদিক চেপে শুলে প্যালপিটেশন বেড়ে যাওয়া লক্ষণ খুব বেশী ওষুধে দেখা যায় না, কেবলমাত্র **অ্যালুমেন, ব্যাডিয়াগা, ক্যালমিয়া, ক্যালি নাইট্রি, লিলিয়াম টিগ, প্লাটিনা** এবং **স্পাইজিলিয়াতে** ঐ লক্ষণটি থাকতে পারে। এই লক্ষণটি খুব অদ্ভুত, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং কদাচিৎ দেখা যায়। এই লক্ষণটি হার্ট সংক্রান্ত এবং তা অন্যান্য প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গে এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যায়। এই অদ্ভুত লক্ষণটির জন্য রোগী অন্য পাশে ফিরে শুতে অথবা উঠে হাঁটাচলা করতে বাধ্য হয়। রোগী বলে যে ডানদিকে চেপে শুলে তারা সারা দেহেই দপ্ দপ্ করা অনুভূতির সঙ্গে বুকে খুব বেশী ধপ্ ধপ্ করা অনুভূতি হয়। কাজেই এই ধরনের বিশেষ লক্ষণের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা খুব জরুরী। মনে রাখা দরকার যে ফ্লাটুলেন্স বা পেটে গ্যাস হবার মত অবস্থায় আমাদের যত ওষুধ আছে তাদের মধ্যে এটি প্রধান ওষুধ। গ্যাসে রোগীর পেট এত ফুলে ওঠে যে মনে হয় যেন ফেটে যাবে, বায়ু নিঃসরণে অথবা ঢেকুর উঠলেও বিশেষ কোন আরামবোধ হয় না।

রোগীর এক ধরনের ধারণা জন্মায় যে তার মনে হয় যে সে যে কাজই করতে যাক না কেন তা বিফল হবে। হাঁটা-চলা করতে গেলে উদ্বেগে সে মূর্চ্ছা যায় এবং সেই ভয়ে সে আরও দ্রুত হাঁটা-চলা করে। এই ওষুধের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রোগীর বুদ্ধি-বৃত্তি সংক্রান্ত উপসর্গের প্রাধান্য দেখা যাবে।

এই ওষুধে মাথাধরা রক্তাধিক্যজনিত, মাথায় মাঝারী ধরনের দপ্ দপ্ করা ব্যথা, ঠাণ্ডা লাগলে এবং শক্ত করে বেঁধে রাখলে কম হয়। মানসিক পরিশ্রম, উত্তেজনা প্রভৃতি কারণে মাথা ধরে এবং তার সঙ্গে মাথাঘোরা, গা গুলোনো বা গা-বমিভাব এবং বমি হতে দেখা যায়। মাথার ডান দিকে ভারবোধ, কেটে যাওয়া, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ও দপ্ দপ্ করা অনুভূতি থাকে। মনে হয় যেন মাথাটা খুব বড় হয়ে গেছে।

চোখে নানা ধরনের উপসর্গ ও লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। চোখে ক্ষত হয়ে স্রাব নির্গমন ও ঠাণ্ডায় কম হওয়া লক্ষণ সাধারণভাবে পাওয়া যাবে। চোখের সব উপসর্গই উষ্ণ ঘরে গেলে বেড়ে যায়, উনুনের পাশে গেলে খুব বেশী হয়। চোখে ঠাণ্ডা লাগানো বা ঠাণ্ডা জলে ধুলে আরামবোধ হয়। আলোতে খুব বেশী কষ্ট হয়, চোখে কোনরূপ আলো সহ্য হয় না, উষ্ণঘরে চোখের এই কষ্ট আরও বাড়ে এবং রোগী ঠাণ্ডা ও অন্ধকার ঘরে থাকা পছন্দ করে। চোখের শিরা ও ধমনী খুব ফুলে যায় এবং সেখানে টিউমার সৃষ্টি হবার মত অবস্থা দেখা দেয়, চোখ খুব লাল হয়ে ওঠে এবং হেজে দগ্‌দগে হয়ে যাবার মত দেখায়। শিরা বা ধমনী পাকিয়ে গিয়ে

কেমোসেস অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে যায়। নবজাত শিশুদের কর্নিয়ায় ক্ষত হয়ে চোখের পাতা প্রচুর পরিমাণ ঘন স্রাবে জুড়ে থাকতে দেখা যায়। খুব সূক্ষ্ম সেলাই অথবা খুব সূক্ষ্ম ছাপার অক্ষরের দিকে বেশীক্ষণ ধরে তাকালে চোখে 'আলোকভীতি বা ফটোফোবিয়া দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে চোখে রক্তাধিক্য ঘটার জন্য হঠাৎ কাছের দৃষ্টি কমে যায়, এবং সেটা বার্ধক্যজনিত নয়। স্বাভাবিক ভাবে রোগী যে দূরত্বে রেখে লেখা বা বই পড়ার কাজ করতে পারত, হঠাৎ দেখা যাবে যে এখন একটু বেশী দূরে থেকে সেই লেখা বা পড়ার কাজ তার পক্ষে সহজতর হচ্ছে, এই অবস্থা যদি শিশু অথবা যুবকদের মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয় এবং সেটা রক্তাধিক্য জনিত হয় তা হলে এই ওষুধে সে অবস্থার নিরাময় হবে। কাছের দৃষ্টি এই সব রোগীর কাছে অস্পষ্টবোধ হয়।

ঈডিমা বা ত্বকের নিচে রস জমে ফুলে ওঠা অবস্থা এই ওষুধে দেখা যায় অর্থাৎ ওষুধটিতে ড্রপসি বা শোথের মত ফুলে যাওয়া অবস্থা দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডলে অনেক উপসর্গ লক্ষণীয় হয়ে থাকে। রোগীর মুখমণ্ডলে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দেয়, মুখমণ্ডল শুকিয়ে যেন বসে যায়, ফেকাশে অথবা নীলচে দেখায় যেন বুড়োদের মুখ বলে মনে হয়। মুখমণ্ডলে নীলচে ভাব, শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে ওঠা এবং নাড়ী বা পালস্ এত ক্ষীণ হয় যে প্রায় বোঝাই যায় না।

গলার কথায় আসতে গেলে প্রথমেই আঁচিল সৃষ্টির কথা বলতে হয়। এই ওষুধটিতে আঁচিল সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়। গলার ভিতরে আঁচিলের মত, ছোট ছোট গুটির মত, পলিপের মত জন্মাতে দেখা যায়। ঐরূপ গুটি বা আঁচিল যোনাঙ্গ এবং মলদ্বারেও সৃষ্টি হতে পারে, কাজেই অনুরূপ সাইকোটিক ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ওষুধটি উপযোগী, সাইকোটিক ধাতুগ্রস্তদের মধ্যে যে ধরনের রস বা স্রাব নির্গত হয়ে থাকে তা সবই এই ওষুধটিতে আছে।

রোগীর ঢোক গিলতে গেলে মনে হয় যেন গলার ভিতরে কাঠি বা গোঁজের মত কিছু রয়েছে। এরূপ লক্ষণ **হিপার**-এও আছে। গলায় প্রদাহ হয়ে ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতা দেখা যায়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামে রোগী অনুরূপ লক্ষণে ঠাণ্ডা ঘরে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় থাকতে চায় এবং ঠাণ্ডা খাদ্য বা পানীয় চায় কিন্তু **হিপারে** রোগী উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ ঘর, উষ্ণ কাপড়-চোপড়, দেহ ও গলা আবৃত রাখা পছন্দ করে, তার একটি হাত বিছানা ও ঢাকনার বাইরে বেরিয়ে এলেও তার কষ্ট হয়, গলায় বেদনা শুরু হয়। এদিক থেকে ওষুধ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হলেও গলার ভিতরে কাঠি বা গোঁজ থাকার মত বোধ দুটি ওষুধেই দেখা যায়। শুকনো ও দীর্ঘস্থায়ী শ্লেষ্মার সঙ্গে গলায় কাঠি বা গোঁজের মত অনুভূতি **অ্যালুমিনা** এবং **নেট্রাম মিউর** এ আছে কিন্তু গলায় লাল হয়ে ওঠা ও টিউমারের মত প্রবণতা এই ওষুধ দুটিতে নেই, এরূপ অবস্থায় আর্জেণ্ট নাইট ও **হিপারই** উপযুক্ত; আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামে কাঠির মত বোধ অনেকটা মাছের কাঁটা বেঁধার মত হয়ে থাকে। গলায় মাছের কাঁটা বিঁধে যাবার মত অনুভূতিতে **নাইট্রিক অ্যাসিড, হিপার** এবং এই ওষুধটি

প্রধান। গলায় দীর্ঘস্থায়ী রক্তাধিক্য থেকে ক্ষত হওয়া, গলায় শ্লেষ্মা জনিত স্বর লোপ, গলার মিউকাস মেমব্রেনে টিউমারের মত সৃষ্টি হবার প্রবণতা ও ভোকাল কর্ডের পক্ষাঘাতের মত অবস্থা ঘটতে দেখা যায়।

ক্ষুধামান্দ্য এবং পানীয় গ্রহণে অনীহা এই ওষুধটির অপর একটি লক্ষণ। রোগী চিনি বা মিষ্টি খেতে ভালবাসে। রোগীর মনে হয় যে মিষ্টি তাকে খেতেই হবে, কিন্তু মিষ্টি বেশী খাবার জন্য সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার ঢেকুর ওঠে, ফ্লাটুলেন্স বেড়ে যায়, পাকস্থলী থেকে টক ঢেকুর ওঠে। মিষ্টি জিনিস সে পছন্দ করলেও তা তার হজম হয় না, তার পেট খারাপ বা ডায়রিয়া দেখা দেয়। চিনি বেশী খাবার জন্য উপসর্গ এত বেড়ে যায় যে যে সব মায়েদের শিশু মায়ের দুধ খায় তাদের মায়েরা বেশী চিনি বা মিষ্টি খেলে ঐ শিশুর পাতলা সবুজে রঙের মলসহ ডায়রিয়া দেখা দেয়। আমি এমন একটি রোগী দেখেছিলাম যার শিশু সন্তানের মার্কসলের মত, ঘাসের মত সবুজে রঙের মল বেরোত, ক্যামোমিলা, আর্সেনিক এবং মার্কুরিয়াসে ঘাসের মত সবুজ রঙের মল থাকতে দেখা যায়, আরও কিছু ওষুধে ঐরূপ সবুজ রঙের মল দেখা যেতে পারে। প্রথমে আমি রুটিন মাফিক মার্কউরিয়াস, আর্সেনিক এবং ক্যামোমিলা প্রয়োগ করে ঐ শিশুর ক্ষেত্রে কোন ফল পাইনি। পরে আমি জানতে পারি যে শিশুটির মা খুব বেশী মিষ্টি খান। তিনি নিজে সে কথা বলতে না চাইলেও তাঁর স্বামী সেকথা স্বীকার করেন। তারপরে শিশুটিকে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম প্রয়োগে এবং মায়ের মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে তবেই শিশুটিকে আরোগ্য করা সম্ভব হয়েছিল। এই ওষুধটিতে চিনি বা মিষ্টি খাবার প্রতি খুব বেশী ঝোঁক বা ইচ্ছা থাকতে দেখা যাবে। অনেক ওষুধেই মিষ্টি খাবার দিকে ঝোঁক থাকতে দেখা যায় কিন্তু যারা বেশী মিষ্টি খায় তাদের অধিকাংশেরই তাতে বিশেষ কোন কষ্ট বা উপসর্গ দেখা দেয় না। এটা বেশ আশ্চর্যের বিষয় যে বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে দুধ, চিনি, নুন, ভাতের মাড় বা শ্বেতসার, আলু প্রভৃতি খেলে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদি কেউ বলে যে শ্বেতসার, ডিম, চিনি প্রভৃতির সঙ্গে এক চামচ খাদ্য ও তাকে অসুস্থ করে তোলে তা হলে সেই লক্ষণটি সত্যই অদ্ভুত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ ঐরূপ বিশেষ কোন খাদ্য খেলে রোগীর পাকস্থলীতেই যে কেবল গোলযোগ দেখা দেবে তা নয়, ঐরূপ খাদ্য সম্পূর্ণভাবে রোগীকে অসুস্থ করে তোলে। যদি ঐরূপ কোন বিশেষ খাদ্য খেয়ে কারও ডায়রিয়া দেখা দেয়, তবে সেটাকে স্থানীয় কোন উপসর্গ বলে ধরে নিলে ভুল হবে, কারণ ডায়রিয়া হবার আগে রোগী নিজে সম্পূর্ণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে; ডায়রিয়া দেখা দেওয়া সেই অসুস্থতার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং যেহেতু ঐ ধরনের খাদ্য গ্রহণে শরীরে সাধারণ ভাবে অসুস্থতার সৃষ্টি করে সেজন্য সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে খোঁজ খবর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আবশ্যক।

রোগীর বমি কাপড়ে বা বিছানায় লাগলে সেখানে কালচে দাগ পড়ে যায়। ভুক্তদ্রব্য একনাগাড়ে বমি হয়ে উঠে যায়, পাকস্থলী খালি না হওয়া পর্যন্ত বমি হতে

থাকে। **ফসফরাস** ও **ফেরাম**-এর মত ঢেকুরে বায়ু ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণ খাদ্যও মুখ ভর্তি হয়ে উঠে আসতে দেখা যায়।

ঢেকুর বা উদ্গার উঠলে রোগী কিছুটা আরামবোধ করে, তবে সব সময়ই সেটা হয় না। পেটে গ্যাস জমে উপর দিকে ওঠে এবং ঘন ঘন ঢেকুর উঠতে দেখা যায়। এই ওষুধটির উদ্গার অনেকটা **চায়নার** মত। **কার্বো ভেজ**-এ উদ্গার উঠলে রোগী বেশ কিছুক্ষণের জন্য আরামবোধ করে, তবে **কার্বো ভেজ**-এ দেখা যায় যে গ্যাসে পেট এত বেশী ফুলে ওঠে মনে হয় যেন পেট ফেটে যাবে, ঢেকুরও সহজে বেরোতে চায় না, অনেক চেষ্টার পরে, অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের পরে শূন্য ঢেকুর ওঠে এবং তখন রোগী বেশ কিছুটা আরামবোধ করতে থাকে। **চায়না**-তে গ্যাসে পেট ফুলে থাকে এবং মাঝে মাঝে অল্প অল্প ঢেকুর ওঠে কিন্তু তাতে রোগীর কোনরূপ আরামবোধ বা কষ্টের লাঘব হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মনে হয় যে একটু একটু করে ঢেকুর ওঠায় তার কষ্ট আরও বেড়ে যায়। আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামেও কখনো কখনো ঐরূপ লক্ষণ থাকে। এই ওষুধটিতে পাকস্থলীজনিত উপসর্গে প্রায় সব ক্ষেত্রে ঢেকুর উঠতে দেখা যায়। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে একসঙ্গে অনেকটা গ্যাস বেশ জোরে বেরিয়ে আসে, বেশ শব্দ করে ঢেকুর ওঠে ; প্রত্যেক বার খাবার পরই গা-বমি ভাব দেখা দেয় এবং বমি করবার কষ্টকর প্রচেষ্টা থাকে। আমি এই ওষুধটির রোগীকে একই সঙ্গে বমি ও মলত্যাগ করতে দেখেছি, যেন অনেকটা কলেরা মরবাসের মত বমি ও পাতলা মল জোরের সঙ্গে বেরিয়ে আসে এবং রোগী তখন খুব অবসাদগ্রস্ত, অবসন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। বমি অনেক ক্ষেত্রে বাদামী রঙ মেশানো, তুলো বা আম জড়ানোর মত অথবা গুঁড়োকফির মত রঙের হতে দেখা যায়।

রোগীর পাকস্থলী, লিভার এবং পেটের সর্বত্রই বেদনা থাকতে দেখা যায়। গ্যাস ভর্তি হয়ে বা ফ্লাটুলেন্সের কষ্টকর পেটের গোলযোগ, পাকস্থলীতে প্রদাহ, ক্ষত হওয়া, কষ্টকর ধরনের ডায়রিয়া ও তার সঙ্গে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের প্রচুর পরিমাণে আঠালো, রক্ত মেশানো ও বেদনাযুক্ত মল বেরোয় এবং তার সঙ্গে খুব কোথানি বা টেনেসমাস থাকে। স্তন্যপানের পরেই শিশুদের ডায়রিয়া দেখা দেয়। ডায়রিয়া ও ডিসেণ্ট্রির সঙ্গে ছেঁড়া ছেঁড়া আঁশ বা তুলোর মত কিছু যেন মলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, রেক্টামের ছাঁচের মত মিউকাস মেমব্রেনের টুকরো টুকরো অংশও মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। রাত্রিতে সবজে পাতলা মলের সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ও খুব শব্দযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হতে দেখা যেতে পারে।

একনাগাড়ে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যেতে দেখা যায়। প্রস্রাবের ইচ্ছা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে খুব সহজে ও স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব বেরোয় না। ইউরেথ্রা থেকে রক্তস্রাব, লিঙ্গোদ্গমে বেদনা, গনোরিয়া প্রভৃতি থাকতে পারে। গনোরিয়াতে খুব বেশী বেদনার সঙ্গে পুরুষদের লিঙ্গোদ্গমে বেদনা লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে ভ্যাজাইনাতে ক্ষতের মত খুব বেশি টন্‌টন্ করা ব্যথা, যৌনাঙ্গের

নরম অংশে স্ফীতি ও টিউমার হবার মত শক্ত ভাব দেখা যায়। প্রস্রাব করতে গেলে ভ্যাজাইনাতে ক্ষতের মত বেদনা ও রক্তমেশানো স্রাব বেরোতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে অণ্ডকোষের প্রদাহ বা অর্কাইটিস, বিশেষভাবে কোন স্রাব বা রস নিষ্ক্রমণ বন্ধ হবার ফলে দেখা দিতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে ওভারি এবং পেলভিস্-এর ভিতরে অন্যান্য যন্ত্রাদির প্রদাহ, ক্ষতের মত টনটনে ব্যথা, ভ্যাজাইনাকে রক্তস্রাব, জরায়ুতে ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে যৌন সঙ্গমে কষ্ট বা একেবারেই সম্ভব না হওয়া লক্ষণ থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে জরায়ুর ভিতরে বা আশেপাশে কাঠি বা রুপোর টুকরো আছে বলে বোধ, বিশেষভাবে যে সব ক্ষেত্রে ক্ষত আছে সেই সব ক্ষেত্রেই এই ধরনের লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। 'সারভিক্স' বা 'অস' অংশে ক্ষত সহ জরায়ুর প্রলাপ্স, অল্প সময় স্থায়ী রক্তস্রাব, পাকস্থলী ও পেটের অনাত্র তীরের গতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা, মেট্রোরেজিয়া অর্থাৎ প্রতিমাসেই দু-তিনবার করে অথবা ঘন ঘন এবং অল্প দিনের ব্যবধানে ঋতুস্রাব, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নার্ভাস প্রকৃতির মেয়েদের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেওয়া, ঋতুস্রাব বন্ধ বা কমে যাওয়া অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নানা ধরনের উপসর্গ এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

হার্ট ও পালসের ব্যাপারে উদ্বেগ ও তার সঙ্গে প্যালপিটেশন, সারা দেহে দপ্‌দপ্ করা অনুভূতি, সামান্য মানসিক আবেগ অথবা হঠাৎ কায়িক পরিশ্রমে তীব্র ধরনের প্যালপিটেশন আরম্ভ হওয়া, প্যালপিটেশনে কিছুটা আরামবোধ করবার আশায় বুকে বা হার্টের জায়গায় জোরে হাত দিয়ে চেপে রাখা, হার্টের ক্রিয়া অনিয়মিত ও মাঝে মাঝে থেমে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

রোগী বসে থাকলে কোমরে লাম্বার অঞ্চলে বেদনা হয় কিন্তু উঠে দাঁড়ালে এবং হাঁটা-চলা করলে সেই বেদনা কমে যায়। গ্যাস বা ফ্লাটুলেন্সের জন্য পিঠে ব্যথা, মেরুদণ্ডে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা ব্যথা, রাত্রিতে পিঠে বেদনাবোধ লাম্বার অঞ্চলে খুব বেশী ভারবোধ প্রভৃতি এবং লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়াতে ওষুধটি বেশ ফলপ্রদ হয়।

খুব বেশী অস্থিরতা ও বিভিন্ন ধরনের স্নায়বিক লক্ষণ দেখা যায়। দেহ মাঝে মাঝে কাঁপে, 'কোরিয়া' অবস্থার সঙ্গে পায়ে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা খুব বেশী অস্থিরতার জন্য কনভালসন, সব সময় স্নায়ুর দুর্বলতাজনিত মূর্চ্ছাভাব, ও দেহে কাঁপুনির মত অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণও ওষুধটিতে থাকতে দেখা যেতে পারে।

রোগীর ঘুমের বিষয়েও কিছু লক্ষণ দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে কষ্টকর দুঃস্বপ্ন, ভীতিকর স্বপ্ন দেখা, উত্তেজিত হয়ে চমকে ঘুম থেকে ওঠা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কষ্টকর ও ভীতিকর লক্ষণ ঘুমের মধ্যে থাকতে দেখা যায়। নানা ধরনের কুকর্ম ও ভয়াবহ বিষয়ের স্বপ্ন দেখা এবং সে সব যেন তার জীবনেই ঘটবে এরূপ ভাবা, যে সব বন্ধুর বিচ্ছেদ ঘটেছে তাদের স্বপ্নে দেখা প্রভৃতি ওষুধটির বৈশিষ্ট্য।

সকালে প্রাতঃভ্রমণের সময় হাতে-পায়ে মোচড়ানোর, থেঁতলানোর মত ব্যথা,

বুকে কামড়ানোর মত ব্যথা, প্রভৃতি দেখা যায়। রোগী এত বেশি নার্ভাস যে রাতে ভালভাবে ঘুমোতেই পারে না।

দেহে ইরিসিপেলাসের মত 'বেডসোর' হতে পারে। দ্রুতগতির যানবাহন, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতিতে চড়লে প্যালপিটেশন ও এত বেশি উদ্বেগ দেখা যায় যে রোগী গাড়ী ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে।

দেহে গোলাপী আভাযুক্ত উদ্ভেদ, যেমনটি খারাপ ধরনের স্কারলেট জ্বর বা অন্যান্য জটিল ধরনের জীবাণুঘটিত রোগে দেখা যায় তেমনি ধরনের উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম এই ওষুধটির স্বাভাবিক বিষক্রিয়া নাশক বা অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করে! যে সব ক্ষেত্রে গলার ক্ষত, সারভিক্সের ক্ষত অথবা চোখের পাতার ক্ষত সে সব ক্ষেত্রে সিলভার নাইট্রেটের সাহায্যে পুড়িয়ে বা কটারাইজ করা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে **নেট্রাম মিউর** ওষুধটির লক্ষণ পাওয়া গেলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে। নেট্রাম মিউর ওষুধটি ঐরূপ কুকর্মের কুফল দূর করতে স্বাভাবিক অ্যান্টিডোট হিসাবে ফলপ্রদ হবে।

আর্নিকা মণ্টেনা
(Arnica Montana)

আর্নিকার রোগী সদাই বিষন্ন থাকে, একা থাকতে চায়, অপরের সঙ্গে কথা বলা ও মেলামেশা করা পছন্দ করে না। রোগীর মনের এমন একটা অবস্থা হয় যে সে কারো সঙ্গেই কথা বলতে চায় না, তা ছাড়া তার দেহে এমন একটা টনটনে ব্যথা থাকে যে কেউ স্পর্শ করলেও তার কষ্ট হয়; এই দুই ধরনের কারণে রোগী কারও সঙ্গেই মেলামেশা করতে চায় না। রোগী সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, বিষন্ন বা মনমরা হয়, সে খুবই ভীতু প্রকৃতির হয়ে থাকে, সহজেই ভয় পায় ও নানা কল্পনা তার মধ্যে দেখা দেয়। তার মনে হয় যেন হার্টের কোন রোগ হয়েছে, অথবা তার দেহে কোন ক্ষতিকর গভীর ধরনের রোগ আশ্রয় নিয়েছে, অথবা যেন তার দেহে পচন শুরু হয়েছে এই ধরনের অদ্ভুত সব ধারণা বা কল্পনা তার মধ্যে দেখা দেয়। সে নানা ধরনের ভীতিকর স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন দেখে, যে সে কাদা-মাটিতে পড়ে গেছে, যেন ডাকাত এসেছে এই ধরনের স্বপ্ন দেখে সে খুব ভীত হয়ে পড়ে, তার মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙ্গে যায়, সে বুক চেপে ধরে এবং তার চেহারায় ভীষণ ভয় পাবার মত লক্ষণ দেখা দেয়। এই সময়ে হঠাৎ তার মধ্যে মৃত্যুভয় জাগে, যেন হঠাৎই সে মরে যাবে এরূপ বোধ হওয়ায় সে খুব বেশি বিষন্ন, মনমরা ও ভীত হয়ে পড়ে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং ঘুমিয়ে পড়ে, ভয় পেয়ে আবার ঘুম ভেঙ্গে লাফিয়ে ওঠে, মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে ডাক্তার ডাকতে বলে! এরূপ অবস্থা রাত্রির পর রাত্রি ধরে চলে যদিও দিনের বেলা তারা মোটামুটি ভাল থাকে।

এই ধরনের লক্ষণগুলি সবই মানসিক, দৈহিক দিক থেকে তাকে সুস্থই বলা চলে সেজন্য অন্যের সহানুভূতিও সে পায় না। যাদের দেহে পূর্বে কোনরূপ আঘাত লেগেছে বা যারা কোন রেল দুর্ঘটনা বা অনুরূপ কোন দুর্ঘটনায় মানসিক আঘাত বা শক্ পেয়েছে, অথবা আঘাতে দেহের কোথাও ছ'ড়ে বা থেঁতলে গেছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। রোগীর এই ভয়, ভয়ে বার বার ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা, হঠাৎ মৃত্যু ঘটার ভয়, চোখ-মুখে সেই ভয়ের ছাপ থাকা প্রভৃতি লক্ষণ ওপিয়ামে ও দেখা যায়। তবে ওপিয়ামে ঐরূপ ভয় দিন অথবা রাত্রি সর্বদাই থাকে কিন্তু আর্নিকায় এই ধরনের ভয়ের লক্ষণ কেবল মাত্র রাত্রিতেই স্বপ্নের মধ্যে দেখে, দিনের বেলা রোগী অপেক্ষাকৃতভাবে ভাল থাকে।

জাইমোটিক ধরনের কোন রোগের সঙ্গে তীব্র ধরনের জ্বর অথবা কোন দুর্ঘটনা বা আঘাত লাগার পরে জ্বর হলে রোগী খুব বেশি অবসাদগ্রস্ত, বোকার মত হতভম্ব অথবা অচেতন হয়ে পড়ে। অজ্ঞান বা অচেতন অবস্থায় কোন প্রশ্ন করলে রোগী তার সঠিক উত্তর দিয়ে আবার অচেতন ভাবে ঝিমিয়ে পড়ে, অথবা উত্তর দেবার সময় সঠিক শব্দটি খুঁজে না পেয়ে ইতস্তত করে এবং তারপরে কোমা অবস্থায় ফিরে যায়। রোগীকে ডেকে ওঠালে সে ডাক্তার বাবুর দিকে তাকিয়ে বলে যে সে মোটেই অসুস্থ নয়, তার জন্য ডাক্তারের কোন প্রয়োজন নেই, যদিও সে ভয়ানক ভাবে অসুস্থ। আমি এমন একজন আর্নিকার রোগী দেখেছিলাম যে কালচে রঙের রক্তের মত অনেকটা বমি করে খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার মুখমণ্ডলে জাইমোটিক ধরনের অসুস্থতার জন্য নানা রকম ফুটফুটে দাগ বা ছাপ পড়েছিল, সে এত মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তার মৃত্যু আসন্ন; কিন্তু সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল্ যে সে অসুস্থ নয়, আমাকে তার প্রয়োজন নেই, আমি যেন বাড়ি চলে যাই। সে যখন সুস্থ ছিল তখন সে বেশ বন্ধু-বৎসল ও দয়ালু ছিল এবং আমাকেও ভালভাবে চিনত, দেখা হলে আমার সঙ্গে করমর্দন করত কিন্তু এখন অসুস্থ অবস্থায় সে আমাকে দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে চলে যেতে বলছে। রোগীর মানসিক আঘাত বা 'শক্'টা এতই বেশি যে সে যেন ডিলিরিয়ামের ঘোরে রয়েছে। কথা বলার পরে সে অচেতন ভাবে বিছানায় ঝিমিয়ে পড়ল এবং তখন তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে শুধু আর্তনাদ করবে। সে চায় যেন সবাই তাকে একা রেখে সেখান থেকে চলে যায়, যেন কেউ তাকে বিরক্ত না করে। সে তখন কোনরূপ কথাবার্তা চালাতেই অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। 'শক্' তাকে সম্পূর্ণভাবে যেন বিধ্বস্ত করে ফেলেছে, তার রক্তসঞ্চালন পদ্ধতিতেও গোলযোগ ঘটিয়েছে। যখন কোন সবিরাম অথবা বিরামহীন জ্বরে টাইফয়েডের লক্ষণ দেখা দেয়, যখন রোগীর জিহ্বা চক্‌চক্ করতে থাকে, তার দাঁতে ময়লা বা সাড্‌স পড়ে, তার সারা দেহে টন্‌টনে ব্যথা দেখা দেয় এবং রোগীর প্রায় খাবি খাবার মত অবস্থা দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে পূর্বে বর্ণনা মত মানসিক লক্ষণ থাকে তা হলে আর্নিকা প্রয়োগে রোগ আর বাড়তে পারবে না, 'টাইফয়েড স্টেট' আর দেখা দেবে না। যে সব স্কারলেট জ্বরে উদ্ভেদ ঠিকমত না

বেরিয়ে বসে যায়, যখন তার দেহ ফেকাশে নানা ধরনের ফুটফুটে বা লালচে দাগ দেহে ফুটে থাকে, রোগী সব সময় বিছানায় এ পাশ-ওপাশ করে তার সঙ্গে রোগীর বিশেষ ধরনের মানসিক লক্ষণ, যেমন মনমরা বা বিষণ্ণ ভাব, বোকার মত হতভম্ব ভাব প্রভৃতি দেখা যায় সে সব ক্ষেত্রে আর্নিকা ফলপ্রদ হবে। ওষুধটি খুবই ভাল ও সুফলদায়ী হলেও অনেকে ওষুধটির লক্ষণগুলি ঠিকমত বুঝতে না পেরে ভুলভাবে ব্যবহার করে থাকেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ওষুধটির ব্যবহার কেবল মাত্র থেঁতলানো ব্যথার জন্য সীমিত রাখা হয়। কিন্তু ওষুধটি বিশেষ বিশেষ ঋতুতে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাধান্য সেখানে অথবা সবিরাম জ্বরে খুবই ফলপ্রদ। জ্বরের শীতাবস্থায় রক্তাধিক্য ঘটার ফলে যে মারাত্মক ধরনের লক্ষণ দেখা দেয় তার সঙ্গে অচেতনা, অবসাদ, ত্বকে ছাপছাপ দাগ এবং যে রক্তাধিক্য হঠাৎ দেখা দেয় এবং তার সঙ্গে খুব উদ্বেগ থাকে সেখানে ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়। ঐ ধরনের উপসর্গে আর্নিকা, **ল্যাকেসিস** অথবা অনুরূপ গভীরভাবে ক্রিয়াশীল কোন ওষুধের প্রয়োজন হয়। এ কথা মোটেই সত্য নয় যে ঐ সব উপসর্গে কুইনাইন প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। এই ধরনের রোগী আমি বহু বছর ধরে আমার চিকিৎসায় দেখেছি এবং অসংখ্য রোগী দেখেছি যাদের রক্তাধিক্যজনিত শীতভাব এসেছে কিন্তু তাদের জন্য কুইনাইন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি। কুইনাইন রোগটি সারতে পারে না, তাকে চেপে দেয় মাত্র। কিন্তু আমাদের গ্লোবিউলের সাহায্যে এই ধরনের রোগ নিশ্চিত ভাবে, নিরাপদে ধীরে ধীরে রোগটিকে সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তুলবে। যে সব রোগীকে কুইনাইন এবং আর্সেনিকের মত ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের পরবর্তী অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে তারা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই তাদের রক্তাধিক্য ও নানা ধরনের ভয়াবহ উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

এই ওষুধের রোগীর রাত্রিতে হার্টজনিত কষ্টের সঙ্গে অনতিবিলম্বে মৃত্যু ঘটার আশংকা ও তীব্র ভয় দেখা দেয়। মৃত্যুর বিষয়ে এই আশংকা ও ভীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং হার্টের কোনরূপ যান্ত্রিক ত্রুটি থাক বা না থাক ঐ ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। রাত্রিতে যখন আর কিছু রোগীর কাছে আসা সম্ভব নয় তখন এই ভয়াবহ আশংকা ও ভয় তার উপরে ভর করে। ভয়ংকর ধরনের রক্তাধিক্যে রোগীর সেরিবেলাম এবং স্পাইন্যাল কর্ডের উপর দিকের অংশ আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

রোগী হতচেতনভাবে থাকা অবস্থায় অসাড়ে রস বা স্রাব নির্গমন হতে দেখা যায়। 'কোমা' ও অচেতনতার রোগী এমন ভাবে শুয়ে থাকে যেন সে মরে গেছে। এই ধরনের লক্ষণ টাইফয়েডের মত খারাপ ধরনের রোগে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে ডিলিরিয়াম, এমন কি ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস্ বা ডিলিরিয়ামের সঙ্গে হাতে-পায়ে আক্ষেপযুক্ত কাঁপুনির মত লক্ষণ দেখা গেলে আর্নিকা ফলপ্রদ হতে পারে। অসুস্থ অবস্থায় রোগী খুব বেশি হতাশ ও উদাসীন হয়ে পড়ে, তার মধ্যে বিষণ্ণতাযুক্ত উদ্বেগ, খিটখিটে ভাব প্রভৃতি দেখা দেয়। কাউকে তার দিকে আসতে দেখলে,

তাকে আঘাত করবে মনে করে রোগী ভীত হয়। এই ভীতি শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই থাকে।

রোগীর উপরের বর্ণনাময় মানসিক লক্ষণগুলি বিবেচনার পরে আমরা রোগীর শারীরিক অবস্থার দিকে এবার দৃষ্টি দেব। রোগীর সারা দেহেই একটা থেঁতলানো ব্যথাবোধ হতে দেখা যাবে। কোন থেঁতলানো স্থানে বোকার মত আর্নিকা টিংচারের মত লাগালে সেটা ক্ষতস্থান নিরাময়ের বদলে ছাপ ছাপ দাগ সৃষ্টি করবে। আর্নিকা বেশী ডোজ খাওয়ালেও দেহের বিভিন্নস্থানের ত্বকে রক্ত জমে যাবার মত বা একিমোসিস হয়ে ছাপ ছাপ দাগ ও থেঁতলে যাবার মত বেদনা প্রভৃতি দেখা দেবে। দেহের কোথাও থেঁতলে গেলে সেখানে ক্যাপিলারী থেকে. কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বড় শিরা বা ধমনী থেকে রক্তপাত হয়ে ত্বকের নিচে জমে গিয়ে সেখানটা নীলচে এবং পরে ধীরে ধীরে হলদেটে হয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু আর্নিকার রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার সারা দেহে আঘাত লাগা অথবা কেউ যেন মেরেছে এরূপ বোধের সঙ্গে ক্ষতের মত টন্‌টন্‌ করা অথবা থেঁতলে যাবার মত ব্যথা থাকে। রোগী একভাবে শুয়ে থাকতে পারে না, বার বার বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। রোগীকে এভাবে বার বার এপাশ-ওপাশ করতে দেখে স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে যে রোগী এত অস্থির কেন? এইরূপ অস্থিরতা দেখে প্রথমেই আমাদের মনে **রাস-টক্স** ওষুধটির কথা মনে হবে। **আর্সেনিকাম**-এও খুব বেশী অস্থিরতা ও উদ্বেগ থাকে এবং সেজন্যই রোগী বার বার নড়াচড়া করে। **রাসটক্সের** রোগীর সারা দেহেই একটা বেদনা ও অস্বস্তিবোধ থাকে বলে সে একভাবে স্থির হয়ে থাকতে না পেরে নড়াচড়া করে। আর্নিকার রোগীর সারা দেহে ক্ষতের মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা এতবেশি থাকে যে একভাবে সে একটু সময় শুয়ে থাকার পরই আবার অন্যদিকে নড়েচড়ে শুতে বাধ্য হয়। রোগীকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে সে বার বার নড়াচড়া করে কেন, তা হলে সে উত্তর দেবে যে বিছানাটা তার কাছে খুব শক্ত বলে বোধ হয়, এভাবেই সে তার দেহের টন্‌টনে ব্যথার কথা হয়ত বোঝাতে চায়। ঐ রোগীর চেয়ে কিছুটা বেশী বুদ্ধিমান রোগী অনুরূপ অবস্থায় হয়ত বলবে যে তার গায়ে এত বেশি টন্‌টনে ব্যাথাবোধ হয় যেন কেউ তাকে লাঠিপেটা করেছে বা আঘাত করে থেঁতলে দিয়েছে। এই ধরনের লক্ষণ টাইফয়েডে, বিশেষ ধরনের সবিরাম জ্বরে, নিচু ধরনের বিরামহীন জ্বর বা রেমিটেন্ট ফিভারে অথবা দেহে আঘাত লেগে সত্যি সত্যি থেঁতলে গেলে পাওয়া যেতে পারে। আর্নিকার রোগী বার বার নড়াচড়া করে এবং প্রতিবারেই পাশ ফেরার সময় তার মনে হয় যে এবার সে একটু আরাম পাচ্ছে কিন্তু সেটা খুবই ক্ষণিকের জন্য; একটু পরেই তাকে আবার পাশ ফিরতে হয়। **রাসটক্সে** দেখা যায় যে রোগী যত বেশী শুয়ে থাকে ততবেশী অস্থিরতা দেখা দেয় এবং দেহের বেদনাও তত বাড়ে সেইজন্য তার মনে হয় যে সে নড়াচড়া না করলে ব্যথায় সে উঠে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। **রাসটক্সের** রোগী নড়াচড়া করলে তার ব্যথা ও অস্বস্তিবোধ চলে যায়, আর আর্নিকার রোগী নড়াচড়া

বা পাশ ফিরলে সাময়িকভাবে একটুক্ষণের জন্য টন্‌টনে ব্যথা কম হয়। **আর্সেনিকাম**-এ রোগীকে সর্বদাই অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে দেখা যাবে, তাকে খুব বেশি অসুস্থ, বন্যের মত দেখায় এবং সে খুব বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ঐ উদ্বেগ তাকে বার বার নড়াচড়া করতে বাধ্য করে, কোনরূপে বিশ্রামই সে পায় না। **রাসটক্স** ও আর্নিকার রোগী প্রতিবার সামান্য নড়াচড়া করলে একটু আরাম পায়।

আর্নিকায় খুব অল্পেতেই রক্তপাত ঘটতে দেখা যায়, তার শিরা ও ধমনীগুলি ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছে বলে বোধ হয় এবং সহজেই নীলচে দাগ হয় এবং ত্বকের নিচে, মিউকাস মেমব্রেনে রক্তপাত হয়, কোন স্থানে প্রদাহ হলে সেখান থেকেও সহজেই রক্তপাত হতে দেখা যায়। এই ওষুধের রোগীকে শ্লেষ্মাপ্রবণ হতে দেখা যাবে এবং সে কাশলেই কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে আসতে পারে। বুক ও গলা থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা তুললে তার সঙ্গে ছিট্ ছিট্ রক্ত বা খুব ছোট ছোট রক্তের দলা বেরোতে দেখা যায়। তার প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বেরোতে অথবা দেহের যে কোন পথ থেকে রক্তপাত হতে দেখা যেতে পারে। কারণ তার শিরা ও ধমনীর ভিতরের দেয়ালের তন্তুতে প্রয়োজনীয় ধারক ক্ষমতা বা 'টেনাসিটি' কমে যাবার ফলে সেখান থেকে একটু একটু করে রক্ত চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে।

রোগীর সারা দেহে একটা আড়ষ্টতা, টন্‌টন্ করা ও থেঁতলে যাবার মতবোধ দেখা যায়; বাতজনিত বেদনাও আড়ষ্টতায় জয়েণ্টে ক্ষতের মত টাটানো ব্যথা ও স্ফীতি দেখা দেয়। কোন রোগের তরুণ বা অ্যাকিউট অবস্থা আরও মারাত্মক হয়ে উঠলে আমরা পূর্ব বর্ণনামত মানসিক লক্ষণ পাব এবং সেই সঙ্গে মাংসপেশীতে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া টাটানো ব্যথা থাকবে। আর্নিকায় ক্ষতের মত টাটানো ব্যথা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা থাকতে দেখা যায় সেই জন্য কোনরূপে আঘাতজনিত টাটানো ব্যথা, থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, জয়েণ্ট, পিঠে আঘাতজনিত ব্যথা ও শক্ পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে ওষুধটি খুব ভাল ফল দেয়, তাই অনুরূপ অবস্থায় আর্নিকাই প্রথম ওষুধটি বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। পায়ের গোড়ালী অথবা অ্যাঙ্কল মুচড়ে গিয়ে ব্যথা ও ফোলায় আর্নিকা ফলপ্রদ হয় এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রোগী স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা-চলা করতে পারে। কোন অস্থি-সন্ধি মুচড়ে গেলে এবং সেখানে ফুলে কালচে হয়ে উঠতে দেখা গেলে খুব অল্প সময়ে তা এই ওষুধটি প্রয়োগে সেরে যাবে এবং রোগী আরামবোধ করবে। উঁচু শক্তির আর্নিকা খাওয়ালে থেঁতলে যাওয়া অবস্থা দ্রুত সারানো যায়, ঐরূপ অবস্থায় আর্নিকা লোকাল মালিশে কোন ফল হয় না, তবে ঐরূপ অবস্থার পরে আক্রান্ত স্থানের টেন্‌ডনে যে দুর্বলতা দেখা দেয় সেটা এই ওষুধে সারবে না, তখন **রাসটক্স** এই ওষুধটির স্বাভাবিক পরবর্তী ওষুধ বলে প্রয়োগ করতে হবে। জয়েণ্টের আক্রান্ত স্থানের দুর্বলতা ও স্পর্শকাতরতা যদি থেকে যায় তা হলে রাসটক্সের পরে **ক্যালকেরিয়া** প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী **কস্টিকাম, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** অথবা অন্য ওষুধেরও প্রয়োজন হতে পারে, কারণ আর্নিকা, **রাসটক্স** ও **ক্যালকেরিয়ার** সঙ্গে ঐ

ওষুধগুলির কিছুটা নিকট সম্পর্ক আছে। আর এক ধরনের আঘাতজনিত বিশেষ লক্ষণে **লিডাম** এবং **হাইপেরিকাম** প্রয়োগের কথাও বিবেচনা করতে হবে।

গাউট বা গেঁটে বাতের মত কিছু কিছু পুরানো রোগে আর্নিকা খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। দীর্ঘস্থায়ী বা পুরানো গাউটে আক্রান্ত অস্থি-সন্ধি থেকে নতুন নতুন অস্থি-সন্ধিতে ক্ষতযুক্ত বেদনার মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা ছড়িয়ে পড়াই রীতি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে বৃদ্ধ দাদু হয়ত ঘরের এক কোণে বসে আছেন হঠাৎ তিনি নাতিকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে হয়ত চিৎকার করতে থাকবেন, ওরে দূরে থাক, আমার কাছে আসিস না।" রোগী চায় না কেউ তাকে স্পর্শ করুক বা কেউ তার কাছে আসুক, তার মনে হয় কেউ তার কাছে এলেই তাকে আঘাত করবে, ব্যথা লাগিয়ে দেবে। রোগীর অস্থি-সন্ধি এত বেশী স্পর্শকাতর ও বেদনাময় হয়, যে তার ভয় হয় যে কেউ তার কাছে এলেই তাকে আঘাত করবে বা ব্যথা দেবে। এই ধরনের রোগীকে আর্নিকা প্রয়োগে তার ব্যথা, স্পর্শকাতরতা সারিয়ে দেওয়া যাবে।

এই ওষুধটিতে ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহ ঘটতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলের কোথাও ইরিসিপেলাসের সঙ্গে আর্নিকার মত মানসিক লক্ষণ পেলে এবং সেই সঙ্গে টন্‌টন্‌ করা অথবা সারা দেহেই থেঁতলে যাবার মত ব্যথা থাকতে দেখা গেলে আর দেরি না করে তাকে আর্নিকা দিতে হবে। ক্ষতের মত টাটানো ও থেঁতলানোর মত ব্যথা ও বিশেষ ধরনের মানসিক লক্ষণ আর্নিকাকে অন্য যে কোন ওষুধ থেকে পৃথক করে চিনিয়ে দেবে। মূত্রথলি, কিডনী, লিভার প্রভৃতির প্রদাহ, এমনকি নিউমোনিয়াতেও সারা দেহে টাটানো ও থেঁতলানোর মত ব্যথা এবং বিশেষ মানসিক অবস্থার লক্ষণ থাকলে ওষুধটি যে কি আশ্চর্যজনক ভাবে ফলপ্রদ হয় সেটা ভাবলেও অবাক হতে হয়। যদিও আর্নিকাতে কখনো নিউমোনিয়া সৃষ্টি করতে দেখা যায়নি কিন্তু শ্লেষ্মার মরচে রঙ, বুকের ভিতরে টাটানো ব্যথা, ও শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, কাশিতে গলা আটকে যাওয়া এবং দেহের সর্বত্র থেঁতলে যাবার মত ব্যথা এবং তার সঙ্গে খুব বেশি প্রদাহ হলে যেমন হয় তেমনই অচেতনতা ও আর্নিকার বিশেষ মানসিক লক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়াও এই ওষুধে সারবে। আর্ণিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন রোগ বা তার বিশেষ কোন লক্ষণের কথা চিন্তা না করে আমাদের রোগীর দৈহিক ও মানসিক লক্ষণই একমাত্র বিচার্য বলে ধরে নিতে হবে।

আর্নিকার রোগী মাংস, ঝোল ও দুধ খেতে চায় না। বিশেষ বিশেষ সময়ে তার খুব পিপাসা থাকতে দেখা যায়, যেমন, সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থায় রোগীর পিপাসা থাকে কিন্তু অন্য সময়ে তার একেবারেই পিপাসা থাকে না। বমিতে কালচে লাল জমাট বাঁধা, কালির মত কালচে দ্রব্য উঠে আসতে দেখা যায়, মুখ তেঁতো হয়ে থাকে এবং তার সঙ্গে গলায়, বুকে সর্বত্র টাটানো ব্যথাবোধ হতে দেখা যায়।

পেটের ভিতরের বিভিন্ন যন্ত্রাদি, লিভার, অন্ত্র প্রভৃতিতে প্রদাহ ও টিউমার সৃষ্টি হবার মত প্রবণতা আর্নিকায় দেখা যায়, সেই সঙ্গে পেট ফুলে যাওয়া বা

টিম্প্যানাইটিস, অবসাদ, অস্বস্তিবোধ ও ক্ষতের মত এত বেশী টাটানো ব্যথা থাকে যে রোগীকে স্পর্শই করা যায় না। এরূপ অবস্থা টাইফয়েডেও থাকতে দেখা যায়। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ হলেই সর্বদা যে সার্জনের কাছে ছুটতে হবে তার কোন মানে নেই। **ব্রায়োনিয়া, রাসটক্স, বেলেডোনা**, আর্নিকা ও অনুরূপ ওষুধে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস আরোগ্য লাভ করতে পারে ; হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ভালভাবে জানা ও বোঝা থাকলে কথায় কথায় অ্যাপেণ্ডিসাইটিস বা অনুরূপ অন্য কোন প্রদাহের জন্য সার্জনের কাছে ছোটার কোন প্রয়োজন হয় না।

'দুর্গন্ধ' আর্নিকার একটি বিশেষ লক্ষণ। ঢেকুর ও বায়ু নিঃসরণে দুর্গন্ধ, মলে ভীষণ দুর্গন্ধ থাকে। প্রতিদিন রাত্রে বা রাত্রিকালীন ডায়রিয়া, ঘুমের মধ্যে অসাড়ে মল ত্যাগ, মলে অজীর্ণ খাদ্য এবং ঘন, রক্ত মেশানো ও চট্‌চটে শ্লেষ্মা বা মিউকাস দেখা যায়। খুব বেশী দুর্গন্ধযুক্ত মলের সঙ্গে কালচে রক্ত দেখা যেতে পারে ; এখানে আমরা মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্ত চুঁইয়ে আসার লক্ষণটি দেখি। কালচে জলের মত মলের সঙ্গে কালচে বমি হতেও দেখা যেতে পারে। কায়িক পরিশ্রমের পরে প্রস্রাব আটকে যাওয়া বা রিটেনসন, অত্যধিক পরিশ্রম, আঘাত লাগা মস্তিষ্কের সংকোচন বা আঘাতজনিত ঝাঁকানির ফলে অথবা গুরুতর কোন দুর্ঘটনার পরে প্রস্রাব আটকে যেতে পারে। প্রস্রাব বাদামী, কালির মত কালচে বা গাঢ় রঙের হয়। কিডনীতে ছুরি বিঁধিয়ে দেবার মত অনুভূতি ও সেইরূপ বেদনা, প্রস্রাবে অম্লত্ব বা অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া এবং স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বেশী হতে বা বেড়ে যেতে দেখা যাবে।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে আর্নিকার কিছু বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। দেহের সর্বত্র যে সংবেদনশীলতা, টাটানি ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা সেটা পেটের ভিতরে অবস্থিত যন্ত্রাদিতে, জরায়ু ও পেলভিসের অন্যান্য যন্ত্রে আরও বেশী হতে দেখা যায়, ভ্রূণের নড়াচড়ায় সংবেদনশীলতা, 'টাটানো ও থেঁতলানোর মত ব্যথা এত বেশী বোধ হয় যে রোগিণী সারারাত জেগে থাকতে বাধ্য হয়। আর্নিকা প্রয়োগে ঐরূপ স্পর্শকাতরতা ও টাটানো ব্যথা চলে যাবে এবং রোগিণীর পক্ষে ভ্রূণের নড়াচড়া আর তেমনভাবে আলাদা করে বোঝা সম্ভব হবে না। ভ্রূণটি বেশী নড়াচড়া করে বলেই এইরূপ ব্যথা ও কাতরতা দেখা দেয় তা ঠিক নয়, প্রকৃতপক্ষে রোগিণীর সংবেদনশীলতা ও বেদনার অনুভূতি খুব তীব্র হয়ে ওঠার জন্য ঐরূপ বোধ হয়ে থাকে। সন্তান প্রসবের পরে অনবরত ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব ত্যাগ করতেও দেখা যেতে পারে।

আর্নিকার সাধারণ লক্ষণ হিসাবে দেহ শীতল কিন্তু মাথাটি গরম থাকতে দেখা যায়। রোগীর সম্পূর্ণ দেহ, হাত-পা প্রভৃতি সর্বত্রই ঠাণ্ডা কিন্তু মাথা উত্তপ্তবোধ হয়। যে কোন হঠাৎ দেখা যাওয়া রক্তাধিক্যের আক্রমণে, রক্তাধিক্যজনিত শীতাবস্থা, এবং রক্তাধিক্যজনিত সাবিরাম জ্বরে এরূপ দেখা যেতে পারে। কখনো কখনো দু-এক দিন আগে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখা, ভয় পাওয়া ও হতচেতন ভাব বা বিহ্বলতা এবং তার সঙ্গে গায়ে টাটানো ব্যথা ছাড়া অন্য কোন বিশেষভাবে সতর্কতার মত লক্ষণ ছাড়াই

হঠাৎ কোন মারাত্মক আক্রমণের সূচনা বলে ধরা যায়। ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা পেলে ক্রমশ রোগীর দেহে টাটানো ব্যথা ও থেঁতলানোর মত অনুভূতি দিন দিন আরও বেড়ে যেতে দেখা যাবে। শিশুদের মারাত্মক ধরনের জ্বরের সঙ্গে তড়কা বা কনভালসনের প্রবণতায় তার দেহ শীতল কিন্তু মাথাটি গরম থাকতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ চিকিৎসক এইরূপ দেহ শীতল কিন্তু মাথাটি উত্তপ্ত থাকতে দেখলে প্রথমেই **বেলেডোনার** কথা ভাবেন। মনে রাখা দরকার যে আর্নিকায়, বিশেষভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় তারা স্পর্শ করা একেবারেই পছন্দ করে না, মা তার পা বা হাত ধরলেও সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, তা হলে সে ক্ষেত্রে আর্নিকাই নির্দিষ্ট ওষুধ। একটু ভালভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে শিশুটি সারা গায়েই ক্ষতের মত টাটানো ব্যথার জন্য সে ঐরূপ করে, তা ছাড়া শিশুটির গায়ের কাপড়-চোপড় বা জামা খুললেই দেখা যাবে যে তার দেহের এখানে-সেখানে হাল্কা ছাপ ছাপ দাগের মত দেখা যাবে এবং এই লক্ষণটি আর্নিকা প্রয়োগের পক্ষে আরও সাহায্য করবে।

হুপিং কাশির পক্ষে আর্ণিকা খুবই প্রয়োজনীয় ওষুধ। স্পর্শ করলে উপসর্গ বেড়ে যাওয়া, সারা দেহে টাটানো এবং থেঁতলানোর মত ব্যথা, আক্ষেপযুক্ত কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মায় রক্ত মেশানো বা কাশিতে যে শেলষ্মা ওঠে তার সঙ্গে রক্তও ওঠে, বমিতে ওঠা খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে কালচে রঙের শেলষ্মা জড়ানো থাকে। এর সঙ্গে শিশুটির মানসিক অবস্থাটিও কল্পনা করে নেওয়া যায়। সে খুব রুক্ষ মেজাজের ও খিটখিটে ধরনের হয়। কাঁদলে বা রেগে গেলে, তাকে বেশী নাড়াচাড়া করলে বা উপরে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি করলে শিশুর কাশি খুব বেড়ে যায়। রাত্রিতে কাশির দমক বেশি হয়। হুপিং কাশিতে কাশির দমক আসবার আগেই টাটানো ব্যথার ভয়ে শিশু কাঁদতে থাকে। অন্য যে কোন উপসর্গের সঙ্গে এরূপ লক্ষণ দেখা গেলে আর্নিকা প্রয়োগ করা যায়। হুপিং কাশির সঙ্গে বুকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, প্লুরিসির বেদনায় যদি বুকে শ্লেষ্মা বেশী থাকে তা হলে, নিউমোনিয়া অন্য বা যেকোন প্রদাহ অবস্থাতেই অনুরূপ লক্ষণে আর্নিকা প্রযোজ্য। এই ওষুধটিতে হৃৎপিণ্ডের ফ্যাটি ডিজেনারেশনের মত দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গ, হার্ট অঞ্চলে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা বাম দিক থেকে বুকের ডান দিকে ছড়িয়ে যায়। রোগী খুব শ্রান্ত, অবসন্ন থাকে এবং সেই সঙ্গে দেহে ক্ষতের মত টাটানো ও থেঁতলানো ব্যথায় সে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়, কিন্তু বিছানা তার কাছে খুব শক্ত বলে মনে হয়।

এই ওষুধটির সব ধরনের লক্ষণ ভালভাবে জানা থাকা প্রয়োজন, কারণ অনেক ছোট ছোট বা সূক্ষ্ম লক্ষণও দেখা যাবে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাকোনাইটের পরে এই ওষুধটি ভাল কাজ দেয় এবং আর্নিকা, অ্যাকোনাইট, ইপিকাক ও ভেরেট্রাম পরস্পরের পরিপূরক বা কম্‌প্লিমেণ্টারীরূপে কাজ করে থাকে।

আর্সেনিকাম অ্যালবাম
(Arsenicum Album)

হ্যানিম্যানের সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যত ওষুধের ঘন ঘন ব্যাপক-ভাবে ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়েছে আর্সেনিকাম তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন পদ্ধতিতে এই ওষুধটিকে 'কাউলারস সলিউশন' রূপে অপব্যবহার করবার বহুল প্রচলিত রীতি দেখা যায়।

মানুষের দেহের সব অংশের উপরই আর্সেনিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে ; দেহের যে কোন অঙ্গ বা বিভাগের কাজের ক্ষমতার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উত্তেজনা সৃষ্টি অথবা ঐ অংশের ক্ষমতা একেবারে লোপ বা কমিয়ে দেবার ক্ষমতা এই ওষুধটির আছে। যে সব ওষুধ ভালভাবে পরীক্ষিত তারা খুব ভালভাবেই আমাদের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করতে পারে। কার্যকরী ক্ষমতার জন্য এবং এটির বিশেষধরনের অপব্যবহারের জন্য আর্সেনিককে সহজেই মানুষের দেহে পরীক্ষা করে তার কি ফল হবে সেটা সাধারণ ভাবে জানা যায়। যদিও আর্সেনিক দেহের সর্বত্রই তার কার্যকরী ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারে তবুও এর বিশেষ কতকগুলি লক্ষণীয় দিক রয়েছে। ভীতি, উদ্বেগ, অস্থিরতা, অবসাদ, জ্বালা করা এবং খুব বেশী দুর্গন্ধ থাকা এই ওষুধটির প্রধান লক্ষণ। রোগীর দেহের বাইরের অংশ বা ত্বক ফেকাশে, ঠাণ্ডা, চটচটে এবং ঘামে ভিজে থাকে এবং চেহারায় মৃতদেহের মত ছাপ পড়ে। যে কোন পুরাতন পীড়ার সঙ্গে খুব বেশী অবসন্নতা, অ্যানিমিয়া, দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভোগার চিহ্ন, সিফিলিসের লক্ষণ এবং যারা ঠিকমত খাবার পায় না সেই সব রোগীর পক্ষে এই ওষুধটি খুব কার্যকরী হতে দেখা যায়।

আর্স-এ যে উদ্বেগ থাকতে দেখা যায় তার সঙ্গে ভয় মিশে থাকে, তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করার প্রবণতা, হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেওয়া মানসিক বিকৃতি ও উন্মত্ততা প্রভৃতির জন্যও উদ্বেগ থাকে। এই ওষুধটিতে নানা ধরনের বিভ্রম ও পাগলামির লক্ষণ এবং সেটা হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়ে ডিলিরিয়াম ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বিষণ্ণতা প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিরাজমান থাকে। রোগী এত বিমর্ষ হয়ে পড়ে যে জীবনের প্রতি তার বীতস্পৃহা ও ঘৃণা জন্মে, সে মরে যেতে চায় এবং অ্যার্সেনিকের রোগীকে অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করতেও দেখা যায়, আত্মহত্যা করবার প্রবণতা খুব বেশী থাকে। উদ্বেগ থেকেই অস্থিরতা দেখা দেয় এবং সেজন্য রোগী সব সময়ই নড়াচড়া করে থাকে, যদি বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা থাকে তা হলে রোগী বার বার জায়গা বদল করে, শিশু একবার তার সেবিকার কাছে, তারপর মার কোলে, তারপর আবার অন্য কারও কোলে যাবার চেষ্টা করে। বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা না থাকলে রোগী বার বার বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকে, আর যতক্ষণ তার ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ সে বিছানা থেকে উঠে বসে থাকে অথবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে সরে বসে তারপর যখন খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। তার অস্থিরতার বেশীর ভাগটাই মানসিক, উদ্বেগজনিত অস্থিরতা অথবা মানসিক

ক্লেশে তার মনে যেন মৃত্যু ঘটার মত আতঙ্ক দেখা দেয়। তার মনে হয় যেন বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয় ; দেহের কোন যন্ত্রণা বা ব্যথার জন্য তার এইরূপ মানসিক ক্লেশ দেখা দেয় না, এটা ঘটার কারণ বিশেষ ধরনের উদ্বেগের সঙ্গে মিশে থাকা অস্থিরতা ও বিষন্নতা। যে কোন রোগের বা উপসর্গের সঙ্গেই এইরূপ উদ্বেগ-জনিত অস্থিরতা ও অবসাদ দেখা যাবে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় একটা অস্বস্তি-বোধ অবসাদগ্রস্ত না হয়ে পড়া পর্যন্ত থাকতে দেখা যায়। বিছানায় শোয়া অবস্থায় প্রথমদিকে রোগী তার সারা দেহই নাড়াচাড়া করে, কিন্তু অবসাদের জন্য পরে সে কেবল তার হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পারে, তার পরে দুর্বলতা ও অবসাদ যখন খুব বেশী হয় তখন আর কোনরূপ নড়াচড়া করাই তার পক্ষে সম্ভব হয় না। মনে হয় যে অস্থিরতা ও উদ্বেগের স্থান তখন অবসাদে পর্যবসিত হয়েছে এবং তখন রোগী যেন মৃতের মত পড়ে থাকে, যেন তার মৃত্যু আসন্ন, টাইফয়েড বা অনুরূপ কোন রোগে এরূপ অবস্থা দেখা গেলে আর্সেনিকামের প্রয়োজন হবে। প্রথমে উদ্বেগজনিত অস্থিরতা ও ভয় এবং পরে দুর্বলতা এলে অবসাদগ্রস্ত অবস্থা দেখা দেয়।

অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে জ্বালাবোধ লক্ষণটি এই ওষুধের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। মস্তিষ্কে জ্বালাবোধের জন্য রোগী ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে ফেলতে চায়। মাথার ভিতরে উত্তাপবোধের সঙ্গে দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি ঠাণ্ডা জলে স্নানে কম হয় কিন্তু বাতজনিত অবস্থায় মাথার তালু ও বাইরের স্নায়ুতে জ্বালাবোধ হলে তা উত্তাপে কমে যায়। রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরার সঙ্গে মাথার ভিতরে গরম ও জ্বালাবোধ, মনে হয় যেন মাথাটা ফেটে যাবে, মুখমণ্ডল রক্তোচ্ছ্বাসে উত্তপ্ত হয়ে থাকে ; এরূপ লক্ষণসহ মাথাধরায় ঠাণ্ডা লাগালে বা ঠাণ্ডা সেঁক্‌এ অথবা খোলা হাওয়ায় কমে যেতে দেখা যাবে। আমি এমন একটি রোগীকে দেখেছিলাম যে তার দেহ গরম রাখার জন্য সারা দেহে ভাল ও বেশী করে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে ঘরের মধ্যে বসেছিল কিন্তু মাথার রক্তাধিক্য কমাবার জন্য ঘরের জানালা খুলে তার কাছে বসেছিল, মাথায় খোলা হাওয়া লাগাবার জন্য। কাজেই এই ওষুধটির বিশেষ লক্ষণ হিসাবে দেহে ভাল করে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে গরম রাখলে এবং মাথার ভিতর অংশে ঠাণ্ডায় এবং মাথার বাইরের অংশে উত্তাপে বা ভালভাবে আচ্ছাদিত রাখলে সাধারণভাবে আরামবোধ হতে দেখা যাবে। মুখমণ্ডল ও চোখের নিউরালজিয়া বা স্নায়বিক বেদনা উত্তাপে কম থাকতে দেখা যায়।

পাকস্থলী, মূত্রথলি, ফুসফুস, ভ্যাজাইনা সর্বত্রই জ্বালাবোধ থাকতে পারে, কখনো কখনো ফুস্‌ফুসে গ্যাংগ্রীনের মত প্রদাহের আশঙ্কা দেখা দিলে অথবা নিউমোনিয়ার বিশেষ কোন অবস্থায় আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালাবোধও হতে পারে। গলার ভিতরে এবং সব স্থানের মিউকাস মেমব্রেনে জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়। ত্বকে জ্বালাবোধের সঙ্গে খুব চুলকানিবোধ থাকে, রোগী চুলকে ত্বকে ঘায়ের মত করে ফেলে এবং তারপর ঐ জায়গায় জ্বালা শুরু হলে চুলকানিবোধ কমে যায়, কিন্তু তীব্র জ্বালাবোধ একটু কমলেই চুলকানিবোধ পুনরায় দেখা দেয়। সারারাতই

চুলকানিবোধ ও জ্বালা পর্যায়ক্রমে একের পর এক চলতে থাকে, ফলে রোগীর বিশ্রাম বা ঘুম হয় না।

আর্সেনিকের রস সৃষ্টি বা স্রাব নিঃসরণ সবই হাজাকর হয়ে থাকে, স্রাব বা রস যেখানে লাগে সেখানে হেজে যায় এবং জ্বালা করে। নাক ও চোখের স্রাবে আক্রান্ত অংশের চারপাশটা লাল হয়ে যায়, এবং এরূপে অবস্থা যেকোন স্রাব-নির্গমন পথেই দেখা যাবে। ক্ষত থাকলে সেখানে জ্বালার সঙ্গে পাতলা রক্ত মেশানো স্রাবে ঐ স্থানের আশপাশটা হেজে গিয়ে লাল হয়ে ওঠে; ঐ স্রাবে পচা দুর্গন্ধ থাকে। দেহের কোন স্থান পচে উঠলে বা গ্যাংগ্রীন হলে যে ধরনের দুর্গন্ধ পাওয়া যায় আর্সেনিকের স্রাবেও সেই ধরনের দুর্গন্ধ থাকতে দেখা যায়। মলে পচা মাংসের বা পচা রক্তের মত দুর্গন্ধ, জরায়ুর যে কোন স্রাব, ঋতুস্রাব, লিউকোরিয়া, মল, প্রস্রাব, গয়ের প্রভৃতি সব রস বা স্রাবেই পচা দুর্গন্ধ থাকতে দেখা যায়। ক্ষতস্থানেও পচা মাংসের মত দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

আর্সেনিক-এ রক্তপাত হবার একটা প্রবণতা থাকে। সহজেই যে কোন স্থান থেকে রক্তপাত হতে দেখা যেতে পারে। বমির সঙ্গে রক্ত, গলা ও ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠা প্রভৃাত দেখা যায়। প্রদাহ যখন খুব তীব্র অবস্থায় থাকে তখন আক্রান্ত মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তপাত, অন্ত্র, কিডনী, মূত্রথলি, জরায়ু প্রভৃতি যেখানেই মিউকাস মেমব্রেন আছে সেখান থেকে রক্তপাত ঘটার সম্ভাবনা থাকে; রক্তপাত হওয়া রক্ত কালচে দেখায়, ঐ রক্ত এবং যে কোন স্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে।

গ্যাংগ্রীন অথবা গ্যাংগ্রীনের এবং ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আর্সেনিকের আছে। দেহের যে কোন অংশে ইরিসিপেলাস হওয়া অথবা আঘাত লেগে কেটে বা ছড়ে যাওয়া যে কোন স্থানে হঠাৎ গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। দেহের ভিতরের যে কোন অর্গ্যান বা যন্ত্রে গ্যাংগ্রীন, ইরিসিপেলাস অথবা যে কোন ধরনের মারাত্মক প্রদাহ এই ওষুধে ঘটতে দেখা যায়। ঐ ধরনের প্রদাহ যে কোন কারণে, যে কোন রোগেই ঘটুক না কেন প্রদাহটিতে যদি মারাত্মক অবস্থা বা ম্যালিগন্যান্ট হবার মত প্রবণতা থাকে তা হলে অবশ্যই আর্সেনিকের কথা ভাবতে হবে। অন্ত্রে কয়েকদিন ধরে প্রদাহ চলার পরে ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, বমির সঙ্গে রক্তের দলা বা ক্লট বেরোনো, অন্ত্রে অসহ্য জ্বালা ও পেট ফুলে টিম্প্যানাইটিসের মত অবস্থা হলে তাতে গ্যাংগ্রীনজনিত প্রদাহের মত এত দ্রুত বেড়ে ওঠা ভয়াবহ অবস্থা ও সেই সঙ্গে খুব বেশী উদ্বেগ, অবসাদ, মৃত্যুভয় ও শীতবোধ হতে থাকে যে রোগীকে খুব ভালভাবে উষ্ণ কাপড়-চোপড়ে ঢেকে রাখতে হয়। এই ধরনের প্রদাহজনিত অবস্থায় যদি উত্তাপে আরামবোধ হতে দেখা যায় তা হলে সে আর্সেনিকামের রোগী বলে নিশ্চিতভাবে ধরা যায়। সিকেলিতেও অনুরূপ অবস্থা দেখা যেতে পারে, তাতেও ঐ রকম টিম্প্যানাইটিসের অবস্থা, ক্ষত হওয়া ও অবসাদ, সব স্রাবে দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত জমাট রক্ত বেরোনো ও খুব জ্বালা থাকতে দেখা যায় কিন্তু সিকেলি-র রোগী সর্বদাই গায়ে কোনরূপ আচ্ছাদন না রেখে দেহ খোলা অবস্থায় রাখতে চায়,

সব কিছু ঠাণ্ডা পছন্দ করে, জানালা খোলা রাখতে চায়। এই দুটি ওষুধের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে **সিকেলিতে** রোগী ঠাণ্ডা চায় বা পছন্দ করে কিন্তু আর্সেনিকাম-এ রোগী উত্তাপ পছন্দ করে। হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে এ ভাবেই আমরা একটি ওষুধ থেকে অন্যটির পার্থক্য ঠিক করে তারপর তা প্রয়োগ করে থাকি। ফুসফুসের গ্যাংগ্রীনজনিত প্রদাহের সঙ্গে শীতভাব, অস্থিরতা, অবসাদ, উদ্বেগ এবং মৃত্যুভয় প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে রোগী যে ঘরে আছে সে ঘরে ঢুকলেই একটা তীব্র দুর্গন্ধ, রোগী শ্লেষ্মা তুলে প্যানে ফেলেছে সেটাতে দুর্গন্ধযুক্ত কালচে শ্লেষ্মা প্রভৃতির সঙ্গে যদি দেখা যায় যে রোগী তার দেহ বেশ ভালভাবে ঢেকে উষ্ণ রাখতে চাইছে তা হলে আমরা আর্সেনিকাম ছাড়া অন্য কোন ওষুধের কথা ভাবতেই পারব না। মূত্রথলির প্রদাহ অথবা অন্য যে কোন রোগ বা অবস্থায় পূর্ব বর্ণনামত লক্ষণ পাওয়া গেলে আমরা সেই রোগীকে আর্সেনিকাম খেতে দেব, এবং তাতে দ্রুত প্রদাহজনিত অবস্থা বা গ্যাংগ্রীনের মত পচনশীল অবস্থা কমে আসবে।

এই ওষুধটির মানসিক অবস্থায় প্রথম দিকে উদ্বেগজনিত অস্থিরতা থেকে পরে ডিলিরিয়াম এমন কি উন্মত্ততার মত অবস্থাও সৃষ্টি হতে দেখা যায়; রোগীর বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি দুয়েরই গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সে মনে করে যে সে নিশ্চয়ই মরে যাবে, বা তার মরে যাওয়া উচিত। আর্সেনিকে অল্প পরিমাণে কিন্তু বার বার মুখ ভিজিয়ে রাখার মত জল পিপাসা থাকা একটি বিশেষ লক্ষণ। **ব্রায়োনিয়া**-র সঙ্গে আর্সেনিকের তুলনা করার সময় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে ব্রায়োনিয়াতে রোগী অনেকক্ষণ বাদে বাদে এক একবার অনেকটা করে জলপান করে, কিন্তু আর্সেনিকের রোগী ঘন ঘন একটু একটু করে জল পান করে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অদম্য পিপাসাও দেখা যায়।

রোগীর মনে মৃত্যু এবং তার উপসর্গ বা রোগ সারবে না, এরূপ চিন্তা থাকে। নানা ধরনের চিন্তা যেন তার মনে ভীড় করে থাকে, তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অথবা যে কোন একটি ভাবনা বা চিন্তাকে আশ্রয় করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না, নানা ধরনের দুশ্চিন্তায় রোগী উদ্বিগ্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। ডিলিরিয়ামের ঘোরে বিছানায় নানা ধরনের ক্ষতিকর পোকা আছে মনে করে, বিছানার চাদর খোঁটে, ঘুমের মধ্যেই ডিলিরিয়াম ও উন্মত্তভাবে জোরে জোরে ভুল বকে, চিৎকার করে কাঁদে বা বিলাপ করে, জোরে দাঁত কিড়মিড় করে, ঘুমের মধ্যেই ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে, ভয়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হয়ত বাথরুম বা পায়খানায় গিয়ে লুকিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দেয়, রোগীর মনে হয় যে তার পাপের পশরা পূর্ণ হয়ে গেছে এবার তাকে শাস্তি পেতেই হবে, তার রক্ষা পাবার আর কোন আশা নেই। এইভাবে একেবারে উন্মাদ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে ধর্মীয় বিষয়ে চিন্তা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে একেবারে ধীর, স্থির, শান্ত হয়ে যায়, কারও সঙ্গে কথা বলতেও চায় না। রোগীর বিভিন্ন অবস্থায় এইরূপ বিভিন্ন ধরনের মানসিক লক্ষণ দেখা দেয় এবং আমাদের সামগ্রিকভাবে সব লক্ষণ বিচার করেই ওষুধ

নির্বাচন করতে হবে। আর্সেনিকে যে কোন অ্যাকিউট অবস্থায় বরফ শীতল জলপানের তেষ্টা, কখনো খুব অল্প পরিমাণে বার বার জল পান করে মুখ ভেজাবার জন্য তেষ্টা অথবা কখনো বা প্রচুর পরিমাণে জল পানের জন্য অদম্য পিপাসা থাকে কিন্তু যে কোন ক্রনিক অবস্থা বা উপসর্গের সঙ্গে রোগীকে সম্পূর্ণভাবে পিপাসাহীন থাকতে দেখা যাবে। আর্সেনিকের ম্যানিয়া বা উন্মত্ততার ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায় যে ক্রনিক অবস্থায় রোগী একেবারে ধীর, স্থির, শান্ত থাকে কিন্তু অ্যাকিউট অবস্থায় তার মধ্যে উদ্বেগজনিত অস্থিরতা ও মৃত্যুভয় ইত্যাদি ছিল।

আর্সেনিকের মানসিক লক্ষণের মধ্যে 'ভীতি' একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ; একা থাকতে ভয়, একা থাকলেই কিছু যেন তাকে আঘাত করবে সেইরূপ ভয়, দারুণ ভয়ের জন্য সে সর্বদা সঙ্গী চায়, একা থাকতে চায় না, কারণ অন্যের সঙ্গে কথা বললে সে তার ভয়টা ভুলে থাকতে পারে ; কিন্তু উন্মত্তভাব বেড়ে গেলে তখন সে আর কোন লোকজনের সঙ্গে থাকা বা কথা বলা মোটেই পছন্দ করে না। অন্ধকারে এবং রাত্রিতে, যখন অন্ধকার আসন্ন সেই সময়ে রোগীর খুব বেশি ভয় হতে থাকে এবং অনেক উপসর্গই রাত্রিতে বা অন্ধকারে বেড়ে যেতে দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে রোগীর বিশেষ বিশেষ উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। তার ব্যথা, যন্ত্রণা, মাথাধরা ইত্যাদি সকালের দিকে বাড়তে দেখা গেলেও বেশীর ভাগ উপসর্গ দুপুর ১-২ টা বা রাত ১-২ টার মধ্যে বেড়ে যেতে বা খুব বেশী হতে দেখা যায়। সন্ধ্যার পরে বা রাত্রে বিছানায় শুলে রোগীর উদ্বেগ বা আতঙ্ক খুব বেশী হয়।

অনেক ক্ষেত্রে রোগী মনে করে যে সে পূর্বে সে তার বন্ধু-বান্ধবদের অপমান করেছে, সেইজন্য সে তাদের কারও সঙ্গে দেখা করতে চায় না। রোগীর মধ্যে খুব বেশী মানসিক অবসাদ, বিষণ্ণতা, মনমরা ভাব ও হতাশা দেখা দেয়। একা থাকলেই তার মৃত্যু ভয় দেখা দেয়, সে বিছানায় শুতে গেলেও উদ্বেগ ও অস্থিরতার সঙ্গে মৃত্যুভয়ও থাকে। রাত্রে আতঙ্ক ও মৃত্যুভয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, এই আতঙ্ক রোগীর হৃৎপিণ্ড জনিত। তার মানসিক ও হৃৎপিণ্ডজনিত উদ্বেগ একই সঙ্গে দেখা দিতে পারে। রাত্রে হঠাৎ উদ্বেগ ও মৃত্যুভয়ে দম আটকা অবস্থায় রোগী বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, তার শ্বাসকষ্ট, হার্টজনিত দমআটকা ভাব এবং অনেক ক্ষেত্রে হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট রাত্রিতে বিশেষভাবে দেখা দিতে পারে। সন্ধ্যার পরে অথবা মধ্যরাত্রির পরে ঐ ধরনের শ্বাসকষ্ট বা অন্য উপসর্গ দেখা দেয়। উদ্বেগ, অস্থিরতা, মৃত্যুভয় শীতলতা ও শীতল ঘামে তার দেহ ভিজে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ ; অনেক ক্ষেত্রে রোগীর উদ্বেগ বা আতঙ্ক, যেন সে কাউকে হত্যা করেছে সেইরূপ হতে দেখা যায়। কাউকে যেন সে খুন করেছে এবং অফিসার তাকে হয়ত বন্দী করতে আসছে এই ধরনের ভয়ের সঙ্গে তার মনে হয় যেন তার কোন একটা বিপদ আসন্ন ; সর্বদা এরূপ মানসিক উদ্বেগ, অস্থিরতা ও ভয়ে অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যায় প্ররোচিত হয়।

এই ধরনের মানসিক অবস্থায় রোগী সর্বদা খুব শীতকাতর থাকে, যেন তার

দেহ বরফের মত ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে, সেইজন্য সে সর্বদা দেহ গরম রাখার জন্য প্রচুর কাপড়-চোপড় পরে থাকে এবং উনুনের পাশে ঘোরাফেরা করে। অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধ, অসমর্থ অনেক আর্সেনিক রোগীকে দেখা যায় যারা সর্বদাই শীতকাতুরে, কিছুতেই যেন তাদের দেহ উষ্ণ হয় না, তারা মোমের মত ফেকাশে হয়ে পড়ে এবং কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে তাদের মধ্যে ড্রপসির লক্ষণ দেখা দেয়। আর্সেনিকে ত্বকে ফোলাভাব, শোথের মত অবস্থা, হাত-পায়ে জল জমে ফুলে যাওয়া, চোখ, মুখমণ্ডল ফুলে যায় এবং চাপ দিলে বসে যাওয়া লক্ষণ থাকে। আর্সেনিকে চোখের উপর পাতার তুলনায় নিচের পাতায় ফোলা ও জলজমা হতে বেশী দেখা যাবে, কিন্তু **কেলি কার্ব**-এ চোখের নিচের পাতার তুলনায় উপরের পাতায় বেশী ফুলতে বা জল জমতে দেখা যাবে। অনেকক্ষেত্রে **কেলি কার্বের** সঙ্গে আর্সেনিকের লক্ষণে অনেক সাদৃশ্য থাকে, সেক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষণের সাহায্যেই তাদের আলাদা করে চিনে নিতে হয়।

আর্সেনিকের মাথাধরায় 'পিরিয়ডিসিটি' বা একটা নির্দিষ্ট' সময়ে বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপসর্গ দেখা দেওয়া লক্ষণটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যে কোন রোগ বা উপসর্গের সঙ্গেই এই 'পিরিয়ডিসিটি' থাকতে পারে, সেই জন্য ম্যালেরিয়ায় আর্সেনিক খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। আর্সেনিকের উপসর্গগুলি একদিন অন্তর, তিন দিন অন্তর, সাত দিন অন্তর অথবা দু' সপ্তাহ বাদে বাদে দেখা দিতে দেখা যায়। মাথাধরাও ঐরূপ বৃত্তের আকারে বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দিয়ে থাকে। রোগ অ্যাকিউট অবস্থায় থাকলে তা দেখা দেবার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান কম হয় অর্থাৎ একদিন, দুদিন, তিন দিন অন্তর দেখা দেয় কিন্তু রোগটি যত পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী হয় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানও তত বেড়ে যেতে দেখা যাবে। আরও কয়েকটি ওষুধে এরূপ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপসর্গ দেখা দিতে দেখা গেলেও **চায়না** এবং আর্সেনিকাম-এ তা অনেক বেশী লক্ষণীয়। এই ওষুধটি ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে অনেকটা একই ধরনের লক্ষণ প্রকাশ করে, তবে একথাও সত্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই **চায়নার** তুলনায় আর্সেনিক অনেক বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কারণ ম্যালেরিয়া এপিডেমিকের সময় **চায়না** অপেক্ষা আর্সেনিকের লক্ষণযুক্ত রোগই বেশী দেখা যায়।

আর্সেনিকের মাথাধরার বিশেষত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে; এই ওষুধটির প্রকৃতিতেই অবস্থার অদলবদল থাকতে দেখা যায়। রোগীর দেহের উপসর্গে সে সর্বদা দেহ ভালভাবে ঢেকে গরম রাখতে এবং উষ্ণ ঘরে থাকতে চায়, কিন্তু তার মাথার উপসর্গে যদিও দেহে সে উত্তাপ পছন্দ করে, মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালা, বা মাথায় খোলা হাওয়া পছন্দ করে থাকে। **ফসফরাস**-এও এই ধরনের লক্ষণের বিভিন্নতা দেখা যায়; সেক্ষেত্রে রোগীর মাথা ও পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গ ঠাণ্ডায় কম থাকে অর্থাৎ মাথার উপসর্গে সে মাথায় ঠাণ্ডা লাগতে চায় এবং পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গে শীতল খাদ্য ও পানীয় পছন্দ করে কিন্তু দেহের অন্যসব উপসর্গে

সে গরম পছন্দ করে, গরম লাগালে ঐ উপসর্গগুলি কম থাকতে দেখা যাবে। বাইরে ঠাণ্ডায় বেরোলেই ফসফরাসের রোগীর বুকের গোলযোগ থাকলে কাশি শুরু হয়। আবার বিভিন্ন অবস্থায় রোগীর এই মোডালিটি বা উপসর্গের হ্রাস-বৃদ্ধি বদলে যেতেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কোন রোগীর একই সঙ্গে স্নায়বিক বেদনা অথবা বাতজনিত উপসর্গসহ বেদনা যদি তার মাথায়ও ছড়িয়ে যায় তা হলে সেক্ষেত্রে সে মাথাটিও ভালভাবে ঢেকে বা কাপড় জড়িয়ে রাখে কারণ তখন তার ঐ ধরনের মাথার ব্যথা গরমে কম থাকতে দেখা যায় কিন্তু যেখানে রক্তাধিক্য-জনিত মাথার উপসর্গ দেখা দেয় সেখানে রোগী মাথায় খুব ঠাণ্ডা লাগাতে বা ঠাণ্ডা জল ঢালতে চাইবে। আর্সেনিকের রোগীর মাথাধরা ঠাণ্ডা জলে, যত বেশী সম্ভব ঠাণ্ডা সেঁক লাগালে আরামবোধ হয় কিন্তু মাথাধরা যখন অস্থি-সন্ধিতে ও হাত-পায়ে স্ফীতি ও ঈডিমার লক্ষণ দেখা দেয় তখন সে উত্তাপে আরামবোধ করবে, দেহ ভাল করে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাইবে, উষ্ণ বায়ু ও উষ্ণ ঘরে থাকতে পছন্দ করবে, কিছুদিন এই অবস্থায় বাতজনিত উপসর্গ থাকার পরে ধীরে ধীরে তা আপনা আপনি কমে গিয়ে আবার মাথাধরা বা মাথার যন্ত্রণা ফিরে দেখা দেবে, এরূপ অবস্থাকেই আমি অবস্থার 'অদল-বদল' বা 'অলটারেশন অব স্ট্রেটস' বলেছি। অবস্থার অদল-বদল দুটি আলাদা রোগ পর্যায়ক্রমে একের পর আর একটি দেখা দিতে পারে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ লক্ষণেরও অদল-বদল হতে দেখা যায়, যা আর্সেনিক ছাড়া অন্য আরও কিছু ওষুধে দেখা যেতে পারে। একজন রোগীর মাথার উপরিভাগে অ্যালুমেন-এর মত ভারবোধ-জনিত কষ্ট দেখা দিয়েছিল, কয়েক সপ্তাহ ধরে সে ঐ উপসর্গে ভুগছিল এবং মাথার উপর খুব জোরে চাপ দিলে ঐ বেদনা ও ভারবোধ কিছুটা আরাম পেতে এবং নানা ভাবে মাথার উপরে খুব চাপ বা ওজন দিয়ে রাখার উপায় ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রাত্রিতে ঐরূপ মাথার যন্ত্রণা কমে যাবার পরে পরদিন সকালে বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা নিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গে। রোগীর মাথার উপরিভাগে বেদনার সঙ্গে তার মূত্রথলিতে উত্তেজনা ও সুড়সুড় করা বোধ একে অপরের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে দেখা দিচ্ছিল। ঐ অবস্থা অ্যালুমেন প্রয়োগে সারানো গেছে। অ্যান্টি-সোরিক অনেক ওষুধেই এই ধরনের পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া অবস্থা দেখা যায়। কাজেই রোগীকে সামগ্রিকভাবে লক্ষণ অনুযায়ী বিচার না করে যে কোন একটি উপসর্গের চিকিৎসায় হয়ত সাময়িক কিছুটা উপকার হতে পারে কিন্তু হোমিও-প্যাথিতে সেভাবে চিকিৎসা করা রীতি বিরুদ্ধ কাজ। প্রথম বারেই রোগীর সব ধরনের উপসর্গ বা অসুস্থতার সামগ্রিক চিত্রটি না পাওয়া গেলে কয়েকবার তাকে দেখে, ভালভাবে খোঁজ নিয়ে তবেই তার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধটি সঠিকভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হবে। আর্সেনিকে মাথার উপসর্গ রোগীর অন্যান্য দৈহিক উপসর্গের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আসতে দেখা যাবে। অন্যান্য কয়েকটি ওষুধে মানসিক লক্ষণের সঙ্গে রোগীর দৈহিক লক্ষণসমূহ পর্যায়ক্রমে আসতে দেখা যেতে পারে।

পডোফাইলামে মাথাধরা বা মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে ডায়রিয়া পর্যায়ক্রমে আসতে দেখা যায় এবং যে কোন সময়ে এর যে কোন একটিকে থাকতে দেখা যাবে। **আর্নিকাতে** মানসিক লক্ষণের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে জরায়ু-সংক্রান্ত লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেয়; আর্নিকার জরায়ু সংক্রান্ত লক্ষণ হয়ত রাত্রিতে কমে যায় এবং তখন রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রাধান্য থাকে; তার মন ভারী, বিষণ্ণ ও মেঘলা আকাশের মত ঘোলাটে হয়ে পড়ে। এই ধরনের লক্ষণগুলি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তবেই পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়ায় অন্যান্য অবস্থার কথা জানা সম্ভব হয়। কেননা প্রুভিংয়ের সময় একই ব্যক্তির মধ্যে সব ধরনের পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া অবস্থা আমরা পাব না; একজনের মধ্যে যে ধরনের লক্ষণ দেয়, অন্য একজনের মধ্যে হয়ত অন্য আর এক ধরনের লক্ষণ দেখা দেবে, কিন্তু একটি ওষুধে দুই ধরনের লক্ষণই দেখা গেলে সেই ওষুধটি ঐ দুই ধরনের লক্ষণের পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া অবস্থাকে সারাতে পারবে।

আর্সেনিকের একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া মাথাধরায় মাথার যে কোন অংশেই যন্ত্রণা হতে পারে। রক্তাধিক্যজনিত এই ধরনের মাথাধরার সঙ্গে দপ্ দপ্ করা অনুভূতি, উদ্বেগ ও অস্থিরতা থাকে; মাথা গরমবোধ হয় এবং রোগী মাথায় ঠাণ্ডা কিছু লাগালে আরাম পায়। কপালে যন্ত্রণার সঙ্গে দপ্ দপ্ করা, আলো, যে কোন ধরনের নড়াচড়া প্রভৃতিতে বেদনা বেড়ে যায় এবং অস্থিরতা, উদ্বেগ প্রভৃতির জন্য রোগী নড়াচড়া করতে বাধ্য হয়। বেশীর ভাগ মাথাধরা অবস্থার সঙ্গে গা-বমিভাব ও বমি হবার লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে দু-সপ্তাহ অন্তর দেখা দেওয়া মাথাধরায় রোগী খুব কাতর হয়ে পরে; রোগী ফেকাশে, শীতকাতুরে ও রুগ্ণ হয়ে থাকে। শীতকাতুরে হলেও তার মাথায় সে ঠাণ্ডা কিছু লাগাতে বা খোলা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে চায়। যে কোন তরুণ অবস্থায় রোগীর বার বার অল্প একটু একটু করে জলপানের তৃষ্ণা থাকে কিন্তু পুরানো রোগের সঙ্গে কোনরূপে পিপাসাই থাকে না। মাথায় যে কোন একপাশে, আধ কপালে মাথাধরা প্রভৃতি অবস্থায় নড়াচড়া বেড়ে যায় কিন্তু ঠাণ্ডা খোলা হাওয়ায় ঘুরলে বা ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে মাথার যন্ত্রণা কমে যায়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে হাঁটা-চলা করতে গেলেই তার মাথার ভিতরে একটা ঢেউয়ের মত বেদনার অনুভূতি, শিহরণ বা কম্পন অথবা যেন মস্তিষ্ক আলগা হয়ে গেছে এরূপ বোধ হতে দেখা যায়। মাথার পিছন দিকে অক্সিপিটাল অঞ্চলে ভয়াবহ বেদনায় রোগীর যেন আঘাত লেগে মুর্চ্ছা যাবার অথবা হতভম্ব হয়ে পড়ার মত অবস্থা হয়। ঐ ধরনের মাথার যন্ত্রণা মধ্যরাত্রির পরে হঠাৎ কোন উত্তেজনা অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে দেখা দেয়। রৌদ্রে হাঁটা-চলা করে অথবা অন্য যে কোন ভাবে দেহ উত্তপ্ত হবার ফলে রোগীর মাথায় রক্তাধিক্য ঘটে। এইরূপে মাথার যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে। **নেট্রাম মিউর** ওষুধটিতেও এই ধরনের 'পিরিয়ডিসিটি' এবং অন্যান্য অনুরূপ লক্ষণ থাকে; ঐ ওষুধটিতেও রক্তাধিক্যজনিত মাথার যন্ত্রণা হাঁটা-চলা

করায় ও দেহ উত্তপ্ত হওয়ায় ঘটে, বিশেষত রৌদ্রের তাপে ঘুরলে ঐরূপ মাথার যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে। আর্সেনিকের মাথাধরা সাধারণত আলো এবং হৈচৈ বা গোলমালে বেড়ে যায় এবং অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকলে, দুটি বালিশের ওপরে অর্থাৎ মাথাটি একটু বেশী উঁচু করে শুয়ে থাকলে কম বোধ হতে দেখা যাবে। মাথাধরা অনেক ক্ষেত্রে দুপুরের খাবার পরে, ১-৩-টার মধ্যে দেখা দিতে দেখা যায়, বিকালের দিকে সবচেয়ে বেশী হয় এবং সারা রাত ধরে ঐ মাথার যন্ত্রণা থাকে; প্রায়ই তার সঙ্গে পেলর বা ফেকাশে ভাব, নসিয়া বা গা-বমি ভাব, অবসাদ এবং অসম্ভব দুর্বলতা থাকতে দেখা যায়। আর্সেনিকের এইরূপ রক্তাধিক্যজনিত মাথার যন্ত্রণা সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থায় হতে দেখা যায় এবং তখন রোগীর মনে হয় যেন মাথাটা ফেটে যাবে। শীতাবস্থায় উষ্ণ পানীয় ছাড়া অন্য কোন পিপাসা থাকে না, উত্তাপ অবস্থায় বার বার অল্প একটু একটু করে জলপানের তৃষ্ণা থাকে এবং ঘর্মাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে জলপানের জন্য পিপাসা হতে দেখা যাবে। সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থা ও উত্তাপ অবস্থায় দপ্ দপ্ করা মাথার যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়ে এবং উত্তাপ অবস্থার শেষ দিকে ক্রমশ কমতে থাকে এবং ঘর্মাবস্থা দেখা দিলে মাথার যন্ত্রণাও চলে যায়।

ক্রনিক মাথাধরা, রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা এবং ম্যালেরিয়াজনিত উপসর্গের সঙ্গে রোগীর দেহের ত্বকে কুঞ্চন বা শুকিয়ে যাবার মত দেখায়, বৃদ্ধ বয়সে ত্বকে যে ধরনের স্থায়ী কুঞ্চন হয় আর্সেনিকের রোগীর ত্বকেও সেরূপ দেখা যেতে পারে! রোগীর ঠোঁট ও মুখের মিউকাস মেমব্রেনে প্রায়ই ঐরূপ কুঞ্চন বা ভাঁজ হয়ে যেতে দেখা যায়; আর্সেনিকাম-এর ডিপথেরিয়াতেও গলার ভিতরে বা মুখের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেনে ঐ রূপ কুঞ্চন বা ভাঁজ পড়ার মত অবস্থা দেখা যাবে, এবং ভয়াবহ চরিত্রের ঐরূপ অবস্থার সঙ্গে খুব বেশী দুর্গন্ধ বা গ্যাংগ্রীনের মত পচা দুর্গন্ধ থাকতে দেখা যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী খুব বেশী দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত থাকায় অস্থিরতার জন্য রোগী তার দেহ নাড়াচাড়া করতে সক্ষম না হওয়ায় শুধু মাথাটি নাড়াচাড়া বা এপাশ-ওপাশ করে থাকে কিন্তু তাতে কোন আরাম না হওয়া সত্ত্বেও অস্থিরতা ও অস্বস্তির জন্য সে ঐরূপ ভাবে মাথাটি নাড়াচাড়া করে চলে। রোগীর মাথা ও মুখমণ্ডলে ঈডিমা দেখা দিতে পারে এবং স্ফীতিতে চাপ দিলে বসে যায় এবং কখনো কখনো কিরকির শব্দও হয়। রোগীর মাথার তালু এত বেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে যে সে মাথা আঁচড়াতে পারে না, মাথা আঁচড়াতে গেলেই রোগীর মনে হয় যেন চিরুনীটা গিয়ে মস্তিষ্কে আঘাত করছে বা মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

সংবেদনশীলতা বা স্পর্শকাতরতা আর্সেনিকের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এই ওষুধের রোগী ঘরের আসবাবপত্র ও পরিবেশ যথাযথ না থাকলে বিরক্ত হয়, এমনকি দেয়ালের কোন ছবি বা ফটোও যদি সামান্য একটু বেঁকে থাকে তাতেও সে খুব বিরক্তি বোধ করে, সে এতই খুঁতখুঁতে হয়ে পড়ে।

এই ওষুধটির চোখের লক্ষণেও অনেক বৈশিষ্ট্য থাকতে দেখা যায়, কনজাংকটি-ভাইটিসে চক্ষু গোলক ও চোখের পাতা আক্রান্ত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষত সৃষ্টি হয় সেখান থেকে পাতলা রক্তমেশানো স্রাব ক্রমশ ঘন হয়ে যেতে দেখা যায় এবং তা থেকে হাজাকর রস চোখের পাতায় হাজার মত সৃষ্টি করে, চোখ লাল হয়, চোখের পাতায় ছোট ছোট গুটির মত গ্রানুলেশন সৃষ্টি হয় এবং জ্বালা করে। কখনো কখনো ক্ষত অক্ষিগোলক বা কর্নিয়াতেও বিস্তৃত হয়; অনেক ক্ষেত্রে ঐ ক্ষতে আক্রান্ত স্থান শক্ত হয়ে গিয়ে অন্ধত্বও দেখা দিতে পারে। প্রদাহের সঙ্গে চোখের পাতায় ফোলা, বিশেষ ভাবে নিচের পাতায় থলের মত ফুলে উঠে থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল মোমের মত সাদাটে বা ফেকাশে হয়ে গিয়ে রোগীকে ভগ্নস্বাস্থ্যের ও রুগ্ণ এবং ড্রপসিতে আক্রান্তের মত দেখায়।

শ্লেষ্মার প্রবণতায় নাক ও গলার লক্ষণগুলি অনেক ক্ষেত্রে এত প্রবল হয়ে যে নাক ও গলার লক্ষণের মধ্যে প্রভেদ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে; আর্সেনিকের রোগীর সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তনেই তার খুব হাঁচি আরম্ভ হয়। সে খুব শীতকাতুরে থাকে এবং ঝড়ো আবহাওয়া অথবা ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, নাক থেকে সর্দি গড়াতে থাকে। এই ধরনের রুগ্ণ ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের লোকদের দেহ মোমের মত ফেকাশে থাকে এবং নাকের সর্দির সঙ্গে কোন উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকালে অন্ধের মত চোখে কিছুই দেখতে পায় না। তার নাকের সর্দির সঙ্গে গলা, ল্যারিংক্স এবং বুকের মধ্যের প্রদাহজনিত অবস্থা এবং খুব হাঁচি হতে দেখা যায়।

খুব পুরানো সর্দিতে একটুতেই নাক থেকে রক্তপাত, অনবরত হাঁচি, একটুতে ঠাণ্ডা লাগা, শীতকাতরতা প্রভৃতির সঙ্গে আর্সেনিকের রোগীকে ফেকাশে, ক্লান্ত, অস্থির, উদ্বিগ্ন হয়ে রাত্রে নানা ধরনের দুঃস্বপ্ন দেখা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে। আর্সেনিকে ক্ষত সৃষ্টি হবার একটা প্রবণতা দেখা যায়, প্রদাহে আক্রান্ত অংশের মিউকাস মেমব্রেন লাল হয়ে ফুলে ওঠে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সামান্য কারণেই নাক বা আক্রান্ত অংশ থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। নাকের পিছনের অংশে মামড়ী পড়ার লক্ষণও খুব বেশী দেখা যায়। গলার সোরথ্রোট থেকে ক্ষত, চোখে ঠাণ্ডা লেগে প্রদাহ থেকে ক্ষত, সর্দি হয়ে নাকের ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতা চোখে পড়বে। সিফিলিস, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগে অথবা কোন ক্ষত বিষাক্ত হয়ে, ইরিসিপেলাস, টাইফয়েড প্রভৃতির মত কোন জটিল জীবাণুঘটিত রোগ রক্তদূষণের ফলে রোগীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার পরে শ্লেষ্মাপ্রবণতা ও ক্ষত সৃষ্টির প্রবণতা হতে দেখা যায়। আর্সেনিকের রোগীর পায়ে ক্ষত, সাদা স্রাব অথবা যে কোন স্রাব হতে আরম্ভ করলে সে কিছুটা আরামবোধ করে থাকে। আধুনিক কালের চিকিৎসায় ক্ষতস্থান পুড়িয়ে বা কটারি করার পরে বাইরের ত্বকে ক্ষত মিলিয়ে যায় এরূপ অবস্থায় অথবা লিউকোরিয়া অথবা অন্য কোন স্রাব বন্ধ হয়ে বা চাপা পড়ে গিয়ে রোগী খুব দুর্বল ও অ্যানিমিক বা রক্তাল্পতায় ভোগে, সে খুব ফেকাশে

হয়ে পড়ে এবং শ্লেষ্মাজনিত স্রাব নির্গত হতে আরম্ভ করলে রোগীর উপসর্গ কিছুটা কম থাকতে দেখা যাবে। কোন ক্ষত ও তার রস নিঃসরণ বন্ধ হয়ে বা চাপা পড়ে যে সব উপসর্গ দেখা দেয় তাতে **সালফার, ক্যালকেরিয়া** এবং আর্সেনিক উপযোগী। প্রাণিজ কোন বিষাক্ত দ্রব্য থেকে ঐ রূপ ক্ষত বা স্রাব বন্ধ বা চাপা পড়লে আর্সেনিক বিশেষ ভাবে ফলপ্রদ হয়।

গলা ও টনসিলের প্রদাহ ও জ্বালাবোধের সঙ্গে ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি এবং গরম বা উষ্ণ পানীয় গ্রহণে আরামবোধের লক্ষণ আর্সেনিকে আছে। আক্রান্ত অংশের মিউকাস মেমব্রেনে লালভাব ও কুঞ্চিত হয়ে পড়া লক্ষণও থাকে। রোগী খুব বেশী অবসাদ-গ্রস্ত, উদ্বিগ্ন, দুর্বল ও অস্থির হয়ে পড়ে, জ্বর খুব একটা বেশি থাকে না তবে মুখের ভিতরটা শুকনো থাকতে দেখা যায়।

শ্লেষ্মার প্রবণতা ল্যারিংক্স-এ নেমে গিয়ে গলার স্বর কর্কশ ও ট্রেকিয়াতে জ্বালা, কাশলে ঐসব উপসর্গের বৃদ্ধি এবং তারপরে বুকের ভিতরে সংকোচন, হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট, শুকনো খক্‌খকে কাশি ও কোন গয়ের না ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। বিরক্তিকর কাশির সঙ্গে উদ্বেগ, অস্থিরতা, অবসাদ, অবসন্নতার সঙ্গে ঘাম হওয়া প্রভৃতি লক্ষণও থাকে। বুকের ভিতরে সংকোচনবোধের সঙ্গে খুব বেশী চাপ-বোধ ও সাঁই সাঁই শব্দ, কখনো কখনো কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা, কোন কোন ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার সঙ্গে মরচে রঙের শ্লেষ্মা বা গয়ের ওঠা প্রভৃতির সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন তার দম্ আটকে যাবে! হাজাকর শ্লেষ্মা ওঠে এবং তার সঙ্গে বুকে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা এবং তার সঙ্গে কাশির সঙ্গে রক্ত এবং লিভারের রঙের অর্থাৎ কালচে বাদামী রঙের শ্লেষ্মা উঠতে দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধটিতে রক্তপাত ঘটার একটা প্রবণতা আছে। যে কোন মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায় এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেই রক্ত উজ্জ্বল লাল রঙের হয়ে থাকে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গ্যাংগ্রীনের মত অবস্থা সৃষ্টি হলে কালচে ও লিভারের টুকরোর মত ছোট ছোট দলা বা ক্লটে রক্ত বেরোয়। বমি ও মলেও বুকের শ্লেষ্মার মত ঐরূপ কালচে ছোট ছোট রক্তের দলা বেরোতে দেখা যায়. শ্লেষ্মায় খুব দুর্গন্ধ থাকে এবং মনে হয় যেন বুকের ভিতর গ্যাংগ্রীনের মত পচন শুরু হয়েছে। অনেক সময় পাতলা জলের মত গয়েরের সঙ্গে রক্তের ছোট ক্লট বেরোতে দেখা যায়। গয়ের বা শ্লেষ্মা অনেকটা শুকনো কুলের রসের মত পাতলা ও তার মাঝে মাঝে কালচে ছোট ছোট রক্তের দলা থাকে এবং সেই সঙ্গে রোগী বেশ কিছুক্ষণ অস্থিরতায় ভোগার পরে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ফেকাশে দেখায় এবং প্রায়ই ঠাণ্ডা ঘামে দেহ ভিজে যেতে দেখা যায়।

পাকস্থলীর উপসর্গের আলোচনায় এলে দেখা যাবে উপসর্গগুলি সবই পাকস্থলীর প্রদাহ বা গ্যাসট্রাইটিসজনিত, রোগী যা কিছু খায় সবই বমি করে তুলে দেয়, এমন কি এক চামচ জলপান করলে তাও উঠে যায়, পাকস্থলীতে এতই উত্তেজনাকর অবস্থা হয়, তার সঙ্গে খুব বেশী অবসাদ, তীব্র ধরনের আশঙ্কা বা উদ্বেগ, ও মুখের

মধ্যে শুকনোভাব থাকে। কোন কোন সময় অল্প একটু গরম জল পান করলে খুব সামান্য সময়ের জন্য রোগী একটু আরামবোধ করে কিন্তু দু-এক মিনিট পরেই তাও বমি হয়ে উঠে যায়। বমির সঙ্গে পিত্ত ও রক্ত উঠতে পারে; অন্ত্রেও নানা ধরনের গোলযোগ দেখা যায়। পেরিটোনাইটিস, পেট ফুলে ওঠা, টিম্প্যানাইটিসের মত অবস্থা প্রভৃতিতে রোগীকে স্পর্শ করা বা আক্রান্ত শিশুকে কোলে করা পছন্দ হয় না, কিন্তু অস্থিরতার জন্য রোগী বা শিশু চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারে না, পরিশেষে রোগী এতবেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে অস্থিরতার বদলে তখন অবসন্নতায় রোগী যেন ঝিমিয়ে পড়ে থাকে। রোগীর মল পাতলা, রক্ত মেশানো এবং পচা মাংসের মত দুর্গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়। কুলের রসের মত পাতলা মল, জলের মত, বাদামী বা কালচে রঙের মল বেরোয় এবং তাতে তীব্র ধরনের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। পেটে বেদনার সঙ্গে আমাশা বা ডিসেণ্ট্রির মত অবস্থার সঙ্গে খুব বেশী কোঁথানি থাকতে দেখা যেতে পারে এবং পেটে ব্যথা গরম লাগালে বা গরম সেঁক্‌এ কমে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাকস্থলী ও অন্ত্রে গ্যাংগ্রীনের মত অবস্থা হয়ে ঘন, রক্তমেশানো এবং খুব দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব বেরোতে দেখা যায়, পেট থেকে সব ভুক্ত দ্রব্যই বমি হয়ে উঠে যায় এবং রোগী খুব উষ্ণ ঘরে, দেহ ভালভাবে আচ্ছাদিত করে, পেটে গরম সেঁক্ দিতে এবং গরম পানীয় গ্রহণ করতে চায়। তার চেহারায়, দেহের গন্ধ সবই উৎকট ধরনের বা মৃতের মত হয় এবং তা খুব ঝাঁঝালো হয়ে যেন নাকে ঢোকে। এরূপ অবস্থায় রোগী যদি তার দেহের কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে, ঠাণ্ডা ঘরে, দরজা জানলা খোলা রাখতে, ঠাণ্ডা জলে গা স্পঞ্জ কয়তে ও বরফের মত ঠাণ্ডা পানীয় চায় তা হলে সেক্ষেত্রে **সিকেলি**-ই নির্দিষ্ট ওষুধ।

ছোট ছোট শিশুদের গ্রীষ্মকালীন উপসর্গসমূহে আর্সেনিকের কিছু কিছু লক্ষণে মিল দেখলেই যখন তখন এই ওষুধটি ব্যবহার করা ঠিক নয়, কারণ ঐসব ক্ষেত্রে আর্সেনিকের নির্দিষ্ট ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলি ছাড়াই দু-একটি সাধারণ লক্ষণের উপর নির্ভর করে এই ওষুধটির প্রয়োগের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগ নিরাময় না হয়ে কিছু কিছু উপসর্গ চাপা পড়ে যাওয়ায় অন্য কোন ওষুধ প্রয়োজন মত নির্বাচন করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই ওষুধটিতে প্রায়ই ডায়রিয়া এবং ডিসেণ্ট্রির লক্ষণ থাকতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে দেহের ফেকাশে ভাব, উদ্বেগ, অস্থিরতা, খুব বেশী অবসাদ, মলে এবং রোগীর দেহে অসহ্য দুর্গন্ধ ও যেন মৃত্যুর ছায়া দেখা যায়। ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা, অল্প পরিমাণে আমজড়ানো, কালির মত কালচে রঙের পাতলা মল অনেক ক্ষেত্রে অসাড়ে নির্গত হতে দেখা যায়। অসাড়ে মল নির্গমন সাধারণত খুব বেশী দুর্বলতা ও অবসন্নতার লক্ষণ এবং টাইফয়েড বা অনুরূপ জটিল ও বিশেষ ধরনের জীবাণুঘটিত বা জাইমোটিক রোগে অসাড়ে মল নির্গমন, প্রস্রাবও অসাড়ে হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ আর্সেনিকে পাওয়া যেতে পারে।

ঘন ঘন অনেকটা করে মলত্যাগ বা পারজিং কখনো কখনো আর্সেনিকে দেখা

গেলেও ত কখনই **পডোফাইলাম** এবং **ফসফোরিক** অ্যাসিডের মত থাকে না ; মাঝে মাঝে অল্প একটু একটু মল ও বায়ু নিঃসরণ হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কলেরার মত দেহের অবসন্নভাবের সঙ্গে অল্প পরিমাণে, আমজড়ানো, সাদাটে রঙের মল নির্গত হতে দেখা যায়। কলেরার প্রাথমিক অবস্থায় খুব বেশী বমি ও মল নির্গমনে সাধারণত আর্সেনিক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না তবে পরে বমি ও মলের পরিমাণ কমে গিয়ে রোগী যখন খুব বেশী অবসাদগ্রস্ত হয়ে 'কোমা'র মত অবস্থা দেখা দেয়, রোগীর দেহে যখন শ্বাস-প্রশ্বাস চলা ছাড়া জীবিত মানুষের আর কোন লক্ষণই প্রায় থাকে না সেইরূপ অবস্থায় আর্সেনিক প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। শিশু কলেরায় খুব বেশী অবসাদ, ঝিমিয়ে যাবার মত অবস্থা। চেহারায় মৃত্যুর ছায়া, শীতলতা, দেহে শীতল ঘাম হতে থাকা, খুব ঝাঁঝালো ও পচা মাংসের মত বা মৃতদেহের মত গন্ধ রোগীর দেহে, ঘরে, মল, বমি ও প্রস্রাবেও পাওয়া যেতে পারে। রেক্টাম ও মলদ্বারে খুব জ্বালা কুন্থন বা টেনেসমাস, বার বার মলত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে পেটে ব্যথা এবং সেই সঙ্গে খুব বেশী উদ্বেগ, মানসিক ক্লেশ প্রভৃতির জন্য রোগী মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারে না, এর সঙ্গে দেখা দেয় ভীষণ অস্থিরতা ; রোগীর মলত্যাগের সময় ছাড়া অন্য সময়ে বার বার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, এক বার গিয়ে চেয়ারে বসে, আবার বিছানায় এসে বসে বা শুয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরানো অর্শে মলত্যাগের সময় অর্শের বলি বেরিয়ে পড়ে এবং তা অনেকটা আঙ্গুরের থলের মত দেখায়, মলত্যাগের পরে মলদ্বারে ও অর্শের বলিতে আগুন পুড়ে যাবার মত জ্বালা ও যন্ত্রণার সঙ্গে খুব বেশী অবসন্নতায় রোগী বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। অর্শের বলি এবং মলদ্বার গরম, শুকনো থাকে এবং সেখান থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। রেক্টামে ফিসার, মলদ্বারে চুলকানি এবং একজিমার মত উদ্ভেদ হয়ে খুব জ্বালা হতে দেখা যায়।

ব্যথার সঙ্গে জ্বালা ও সুচ ফোটানোর মত অনুভূতি আর্সেনিকের একটি বিশেষ লক্ষণ। অনেক সময় রোগীর মনে হয় যেন তার দেহের সব জায়গায় লাল গরম হয়ে ওঠা সুচ বিঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এইরূপ গরম ও লাল সুচ বিঁধে যাবার মত অনুভূতি বিশেষভাবে মলদ্বারে ও অর্শের জায়গায় থাকতে দেখা যায়।

এই ওষুধটিতে কখনো কখনো ভয়াবহ কম্পন বা রাইগর শীতভাব থাকতে দেখা যায় এবং রোগীর মনে হয় যেন তার ধমনী ও শিরার মধ্য দিয়ে রক্তের বদলে বরফের মত শীতল জল বয়ে চলেছে। এরপরে জ্বরে তার সব দেহ খুব বেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন তার দেহে ঘাম দেখা দেওয়ার আগে পর্যন্ত রোগীর মনে হয় যেন শিরা ও ধমনীর মধ্য দিয়ে গরম জলের স্রোত বইছে। তারপর ঘাম দেখা দিলে তার দেহ শীতল হয়, তখন তার জ্বর, গায়ে ব্যথা প্রভৃতি কমে গেলেও অবসাদ যেন আরও বেড়ে যায়। ঘর্মাবস্থায় রোগীর জল পিপাসা খুব বেড়ে যায়, তখন অদম্য পিপাসায় রোগীর তৃষ্ণাও যেন মিটতে চায় না। শীতাবস্থায় রোগী উষ্ণ পানীয় চায় এবং জ্বর অবস্থায় পিপাসা খুব কম থাকে।

যৌনাঙ্গে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভেদের সঙ্গে জ্বালায় আর্সেনিক একটি বিশেষ ফলপ্রদ ওষুধ। সিফিলিসজনিত ছোট ক্ষতে জ্বালা, লিঙ্গের সম্মুখের ত্বকে অথবা লেবিয়ায় হারপিসের মত উদ্ভেদ, স্যাংকার অথবা স্যাংকারের মত ক্ষতে খুব জ্বালা, ব্যথা ও সূচ বেঁধার মত অনুভূতির সঙ্গে যেসব ক্ষত সহজে সারতে চায় না বরং ক্রমশঃ অন্যত্র ছড়িয়ে যেতে থাকে অর্থাৎ ফ্যাগেডিনার মত বিস্তার লাভ করা ধরনের ক্ষতের সঙ্গে দুর্গন্ধ থাকে। ঐ সব ধরনের ক্রমশ বড় হয়ে যাওয়া ক্ষত থেকে অল্প অল্প পাতলা, জলের মত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বা রস গড়াতে থাকে এবং সেইসব ক্ষত সহজে সারতে চায় না। যে সব বিউবোতে অপারেশনের পরে ক্ষতস্থান লাল ও দগ্দগে হয়ে থাকে এবং ইরিসিপেলাসের মত দেখায় সেই সব ক্ষেত্রে আর্সেনিক প্রয়োগে সুফল পাওয়া যেতে পারে ; ক্ষতগুলিতে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা ও খুব স্পর্শকাতরতা থাকে।

পুরুষ ও মহিলাদের জননেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণও এই ওষুধটিতে দেখা যায়। পুরুষের লিঙ্গে ড্রপসির মত ফোলাভাব, লিঙ্গটি ভীষণভাবে ফুলে যায়, মনে হয় যেন একটি জলপূর্ণ থলের মত ; অণ্ডকোষের থলির ত্বকে খুব ফোলাভাব ও আর্দ্রতা দেখা যায়। মেয়েদের লেবিয়া অংশ খুব ফুলে যায় এবং তার সঙ্গে খুব জ্বালা, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ও শক্ত ভাব থাকে। পুরুষ বা মহিলাদের ঐসব অর্গ্যানে ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহ, সিফিলিসের মত ক্ষত প্রভৃতির সঙ্গে জ্বালা, সূচ বেঁধার মত তীক্ষ্ম বেদনা প্রভৃতি থাকে। মহিলাদের যৌনাঙ্গে ফোলাসহ অথবা ফোলা ছাড়াই তীব্র জ্বালা ও ব্যথা ও ভ্যাজাইনা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, ভ্যাজাইনা শুকনো থাকে ও খুব চুলকায়! লিউকোরিয়ার স্রাব ঊরু অথবা অন্য যেখানেই লাগে সেখানটা হেজে গিয়ে খুব চুলকায় ও জ্বালা করে। পাতলা, জলের মত সাদাটে স্রাব অনেক সময় এত বেশী বেরোতে থাকে যে তা গড়িয়ে ঊরু বেয়ে নামতে থাকে এবং সে জায়গা হেজে যায়, চুলকায় ও খুব বেশী জ্বালা করতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ সাদাস্রাব মাসিক ঋতুস্রাবের সঙ্গে মিশে মিশে একত্রেও বেরোতে দেখা যাবে এবং তা খুব হাজাকর হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে থাকে : রুগ্ণ, অবসাদগ্রস্ত, নার্ভাস প্রকৃতির এবং যে সব মেয়েদের গায়ের ত্বক ও মুখমণ্ডলে কুঞ্চন ও ভাঁজ পড়ে, ক্লান্ত ও উদ্ভ্রান্তের মত দেখায় তাদের অ্যামেনোরিয়া দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই আর্সেনিক অ্যানিমিয়ার একটি ভাল ওষুধ বলে বিবেচিত হয় এবং এটিকে অ্যানিমিয়াতে, **ফেরামের** মতই সুফলদায়ী বলে মনে করা হয়ে থাকে, কাজেই উপরোক্ত ধরনের ফেকাশে মহিলাদের অ্যানিমিয়াতে আর্সেনিক যে ফলপ্রদ হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ঋতুস্রাবের সময় রেক্টামে সূচ বেঁধার মত অনুভূতি ; ঘন, হলদেটে ও হাজাকর লিউকোরিয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। সন্তান প্রসবের পরে রিটেনসন অথবা সাপ্রেসনের জন্য প্রস্রাব আটকে থাকা অথবা প্রস্রাব আদৌ সৃষ্টি না হওয়া অবস্থায় আর্সেনিকের মত অনেক ক্ষেত্রে **কাস্টিকামও** ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। অবশ্য ঐরূপ অবস্থায় অন্য যে কোন ওষুধের তুলনায় **অ্যাকোনাইট** অনেক বেশী প্রযোজ্য হবে যদি দেখা যায় যে নবজাত শিশুটির প্রস্রাব বন্ধ থাকে; তবে সে সব ক্ষেত্রেই নির্বাচিত ওষুধটির নির্দিষ্ট বিশেষ লক্ষণগুলি থাকা প্রয়োজন। অন্য বিশেষ কোন লক্ষণ না পাওয়া গেলে **অ্যাকোনাইট** ও **কস্টিকম** ওষুধ দুটির লক্ষণসমূহ ভাল করে পড়ে, বিচার-বিবেচনা করে তারপর প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করতে হবে। মহিলাদের জরায়ু ও স্তনে ক্যান্সারজনিত ক্ষত ও অন্যান্য উপসর্গে আর্সেনিক সাময়িকভাবে কষ্ট লাঘবের জন্য প্যালিয়েটিভ হিসাবে ভাল ফল দেয়। ঐসব অবস্থার রোগ যা সারানো যাবে না সেসব ক্ষেত্রে জ্বালা, সূচ বেঁধার মত ব্যথা প্রভৃতি সবই অদৃশ্য হয়ে যায় এবং রোগী প্রায় মৃতের মত পড়ে থাকে; ঐসব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্যালিয়েটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আর্সেনিকে গলার স্বর বিনষ্ট হওয়া, ল্যারিংক্স-এর প্রদাহ, শুকনো খস্‌খসে বিরক্তিকর কাশিতে কোন শ্লেষ্মা উঠতে দেখা যাবে না সেইরূপ অবস্থা দেখা যায়। দীর্ঘস্থায়ী হাঁপানিজনিত শ্বাসকষ্ট বিশেষভাবে নার্ভাস প্রকৃতির এবং মধ্যরাত্রের পরে দেখা দেয়, রোগী প্রায়ই ঠাণ্ডায় কষ্ট পায়, ফেকাশে হয়ে যায়, বুকে শুকনো সাঁই সাঁই শব্দ পাওয়া যায়, তারা শ্বাসকষ্টে বিছানায় উঠে বসে বুক চেপে ধরে থাকতে বাধ্য হয় এবং খুব বেশী উদ্বেগ, অস্থিরতা ও অবসাদ থাকে।

আর্সেনিকে হার্টের বিভিন্ন গোলযোগের সঙ্গে খুব বেশী দুর্বলতা, প্যালপিটেশন, সামান্য পরিশ্রম বা উত্তেজনাতেই বুকে ধক্ ধক্ করা অনুভূতি, এণ্ডোকার্ডাইটিসের সঙ্গে প্রতিটি হার্টের স্পন্দন যেন বুকে এসে ধাক্কা দেয় এরূপ বোধ অথবা সিঙ্কোপ বা রক্তচলাচল ও শ্বাসক্রিয়া মাঝে মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার স্বাভাবিক ভাবে চলা প্রভৃতি অবস্থা দেখা যেতে পারে। যে কোন হৃৎপিণ্ড জনিত উপসর্গের সঙ্গে আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণ থাকলে, 'অ্যানজাইনা পেকটোরিস,' বাতজনিত হার্টের উপসর্গ হাইড্রোপেরিকার্ডিয়ামের সঙ্গে খুব বেশী উত্তেজনা, নাড়ী খুব দ্রুত, ক্ষীণ এবং কম্পমান হয়ে পড়ে, সারা দেহে নাড়ীর মত দপ্ দপ্ করা অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে রোগী খুব দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত থাকে, পালস সূতোর মত ক্ষীণ থাকে, তার দেহ ফেকাশে শীতল হয়ে পড়ে, ঘামে দেহ ভিজে যায় ও পালস খুব দুর্বলবোধ হয়; ঐরূপ অবস্থা যদি হার্টের বিশেষ কোন ত্রুটিজনিত না হয়, অর্থাৎ ঐসব উপসর্গ যদি সারাবার মত অবস্থায় থাকে তা হলে আর্সেনিক খুব ভাল ফল দেবে।

আমি আর্সেনিকের সবিরাম জ্বর সম্বন্ধে এখানে আলাদা করে কিছু বলতে চাই। এই ওষুধটিতে ভয়াবহ ধরনের শীতাবস্থা থাকতে দেখা যাবে এবং তার সঙ্গে খুব বেশী উত্তেজনা, মাথার যন্ত্রণা, অবসাদ, শুকনো মুখ, উষ্ণ পানীয় গ্রহণের ইচ্ছা এবং শীতকাতরতার জন্য রোগী দেহ ভালভাবে উষ্ণ কাপড়-চোপড়ে ঢেকে রাখতে চাইবে; তার সঙ্গে মানসিক উদ্বেগজনিত খুব বেশী অস্থিরতা ও অবসাদ থাকতে দেখা যাবে। তবে আর্সেনিকের শীতাবস্থা অনিয়মিত ভাবে, কোন নির্দিষ্ট

সময় না মেনে যে কোন সময় দেখা দেয়, কখনো বিকেলে, কখনো মধ্যরাত্রির পরে, আবার কখনো বা সকালে, দুপুরে বা ৩-৪টা নাগাদ দেখা দিতে পারে; তবে তার প্রকৃতিতে একটা পিরিয়ডিসিটি অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপসর্গের আগমনের লক্ষণ আর্সেনিকে আছে, সুতরাং অনিয়মিত ভাবে দেখা দেওয়াও এর একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এই ওষুধটির পিপাসা লক্ষণটিও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শীতাবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে খুব পিপাসা থাকলেও রোগীর ঠাণ্ডা কিছুই সহ্য হয় না, সুতরাং কেবলমাত্র গরম পানীয়, চা প্রভৃতি পান করতে চায়। জ্বর বা উত্তাপ অবস্থায় রোগীর পিপাসা বাড়ে কারণ তার মুখ তখন খুব শুকনো থাকে। জলপানে তার তৃষ্ণা মেটে না, কারণ সে বার বার অল্প একটু একটু জলে মুখ ভেজানোর মত ছাড়া বেশী জল একবারে পান করতে পারে না। এরপর ঘর্মাবস্থায় রোগী খুব বেশী অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় খুব বেশী পিপাসাবোধ করে, তার দেহ শীতল হলেও ঠাণ্ডা পানীয় বেশি পরিমাণে পান করতে চায়। শীতাবস্থার সঙ্গে তার দেহের প্রতিটি অস্থিতেই খুব কামড়ানো ব্যথাবোধ হতে থাকে, হাত ও পায়ের দিকেই প্রথমে ঐ ধরনের ব্যথা আরম্ভ হয়। তা ছাড়া শীতাবস্থায় রোগীর মাথায় রক্তাধিক্য ঘটে এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলের রঙ বেগুনে বা লালচে নীল দেখায় এর সঙ্গে ভীষণ অবসাদ ও উদ্বেগের লক্ষণে সহজে আর্সেনিকের লক্ষণ দেখা যাবে। আর্সেনিকের শীতাবস্থার উত্তাপ এবং ঘর্মাবস্থায় এত বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা যায় যে তার ভিতর থেকে অনেক সময় আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণ বেছে নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। **চায়না** এবং **কুইনাইন**-এও অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় এবং **চায়না** বা **কুইনাইন** প্রয়োগের পূর্বে তাদের নির্দিষ্ট বিশেষ লক্ষণ আগে বেছে নিতে হয়; আর্সেনিক ক্ষেত্রেও সেরূপ করা প্রয়োজন।

এই ওষুধটি যে সব উপাদানে তৈরী তাদের বিষয়ে ভাল ভাবে বিচার-বিবেচনা করে বলা যেতে পারে এই ওষুধটি গভীর ভাবে কার্যকরী একটি ধাতুগত ওষুধ। এর প্রধান প্রধান উপসর্গগুলি সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাত্রে অথবা গভীর রাত্রের পরে দেখা দিয়ে থাকে। হেকটিক অবস্থা অর্থাৎ ক্ষয় রোগের মত সন্ধ্যাকালীন জ্বর ও অনেকগুলি অ্যাবসেস বা বড় বড় ফোড়াও দেখা দিতে পারে। যক্ষ্মারোগে যেমন দেখা যায় সেইরূপ ধরনের খুব বেশী রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। যখন খুব বেশী শীত বা ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকে না তখন রোগী খোলা হাওয়ায় থাকতে পছন্দ করে, বন্ধ ঘরে সে খুব অস্বস্তিবোধ করে, সেই জন্য ঘরের দরজা-জানালা খুলে রাখতে চায়। এই ওষুধটিতে খুব বেশী শারীরিক উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। তার হাত-পা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সেইরূপ ঝিম্‌ঝিম্‌ করে এবং মনে করে যেন তার হাত বা পা দড়ি বা অনুরূপ কিছু দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। স্নান করলে তার ঠাণ্ডা লেগে যায় এবং উপসর্গ বেড়ে যায়। ক্যান্সারের মত উপসর্গে ওষুধটি খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং লিউপাস এবং এপিথেলিওমা জাতীয় উপসর্গ সারাতে পারে। ক্লোরোটিক মেয়ে অর্থাৎ যে সব মেয়েরা ঋতুস্রাবজনিত বিশেষ ধরনের

রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়াতে ভোগে তাদের নানা ধরনের উপসর্গে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে, ঐ ধরনের মেয়েদের কোরিয়াজনিত মাংসপেশীর কম্পনকে এই ওষুধটি সারাতে পারে। কোন কোন রোগীকে **আর্সেনিকামের** মত ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল আবার কাউকে বা **আয়োডিন**-এর মত গরমে বা উত্তাপে সংবেদনশীল হতে দেখা যায়, অর্থাৎ এই ওষুধটিতে গরম ও ঠাণ্ডা উভয়েই সংবেদনশীলতা দেখা যাবে। ঠাণ্ডা বায়ু এবং ঠাণ্ডা ও ভিজে আবহাওয়ায় রোগীর উপসর্গ বেড়ে যায় এবং নানা ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। ঠাণ্ডা লেগে তার সর্দি লাগে বা কোরাইজা দেখা দেয় এবং শ্লেষ্মাজনিত গোলযোগ দেখা দেয়। এই ওষুধটিতে দেহের বিভিন্ন অংশের পথমুখ বা অরিফিস-গুলিতে সংকোচন ঘটতে দেখা যাবে। হাত-পায়ে কনভালসনের মত আক্ষেপ বা খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। **আর্সেনিকামের** মত দেহের বাইরের এবং ভিতরের অংশে ড্রপসীর মত লক্ষণ ও খিদে পেলে উপসর্গ বৃদ্ধি এবং **আয়োডিনের** মত কিছু খেলে পরে রোগী আরামবোধ করে থাকে। যক্ষ্মা রোগজনিত দিন দিন মাংসপেশীর শীর্ণতা ও ওজন কমে যাওয়া, শিশুদের শীর্ণতায় সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই উপসর্গ ভীষণ ভাবে বেড়ে যেতে দেখা যায়।

যে সব মহিলাদের মধ্যে প্রায়ই মূর্চ্ছা যাওয়া অবস্থা দেখা যায় তাদের জন্য ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। দেহের বিভিন্নস্থানে পিঁপড়ে হেঁটে যাবার মত সুড় সুড় করা, যে কোন মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তপাত, দেহ খুব উষ্ণ বা উত্তপ্ত হবার মত বোধের সঙ্গে রোগী খোলা হাওয়ায় থাকতে চায়। সারা দেহে ভারীবোধ, দেহের যে কোন স্থানের টিসু শক্ত হওয়া বা ইনডিউরেশন, যে কোন গ্ল্যাণ্ড, যে কোন ক্ষত, ত্বকের উপসর্গ সর্বক্ষেত্রেই এই শক্তভাব দেখা যেতে পারে; গ্ল্যাণ্ড, অস্থি, সেরাস মেমব্রেন প্রভৃতিতে প্রদাহ, স্ফীতি ও শক্তভাব দেখা দিতে পারে। দেহের জলীয় অংশ কমে যাবার মত লক্ষণ থাকতে পারে, খুব বেশী ক্লান্তি, দৈহিক প্রতিক্রিয়ার অভাব প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে থাকলে এবং বেদনায় আক্রান্ত দিকে চেপে শুলে উপসর্গ আরও বেড়ে যেতে দেখা যাবে। মহিলাদের ঋতুস্রাবের সময় এবং নড়াচড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি হতে দেখা যায় কিন্তু তবু ও রোগী নড়াচড়া করতে চায়। যে কোন শ্লেষ্মাপ্রবণ অবস্থার শ্লেষ্মা বা রস সৃষ্টি বেড়ে যায়, শ্লেষ্মা ঘন, হলদেটে অথবা হলদেটে-সবুজ যেন মধুর মত হতে দেখা যায়। হাত-পায়ে অসাড়তার সঙ্গে হঠাৎ দেহের বিভিন্ন স্থানে রক্তোচ্ছ্বাস ও উত্তাপবোধ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। দেহের বিভিন্ন স্থানে থেঁতলানো ব্যথা, দেহের ভিতরে ও বাইরে জ্বালাবোধ, পক্ষাঘাতের মত বেদনায় চিমটি কাটা, সূচ বেঁধা, চাপ দেওয়া এবং ছিঁড়ে যাবার মত বোধ, **আয়োডিনের** মত দেহের ভিতর এবং বাইরের অংশে টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতির সঙ্গে পালস সরু, কঠিন, পূর্ণ, ও অনিয়মিত এবং মাঝে মাঝে সবিরাম অর্থাৎ একটি একটি বিট্ বাদ যেতেও দেখা যায়। **আর্সেনিকামের** মত জ্বালাবোধ লক্ষণটি প্রায়ই প্রবল থাকতে দেখা যায়। স্কার্ভিরোগের মত লক্ষণও দেখা যেতে পারে। বেদনায় রোগী খুব স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। দেহের ডান দিকের উপসর্গে

ওষুধটি বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। রোগী গ্রীষ্মের উত্তাপ এবং শীতের ঠাণ্ডায় বেশী সংবেদনশীল হয়ে থাকে। সিফিলিসের যে কোন অবস্থাতেই ওষুধটিকে ফলপ্রদ হতে দেখা যাবে। দেহের মাংসপেশীতে কম্পন ও সংকোচন প্রভৃতি হাঁটাচলায় বিশেষভাবে দ্রুত হাঁটাচলা করলে বেড়ে যেতে দেখা যায়। উষ্ণতা, উষ্ণবায়ু, উষ্ণঘর, উষ্ণ বিছানা, উষ্ণ আচ্ছাদন প্রভৃতি সবেতেই উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। খুব বেশী পরিশ্রান্তের মত অবসাদ, সকালে, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে, কায়িক পরিশ্রমে, ঋতুস্রাব কালে ও হাঁটাচলা করলে রোগী বেশী দুর্বলতাবোধ করে। ভিজে ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং উষ্ণ দাক্ষিণা বাতাসেও রোগীর উপসর্গ খুব বেড়ে যেতে দেখা যেতে পারে।

সব ধরনের উপসর্গের সঙ্গেই ক্রোধ এবং উত্তেজনা থাকতে দেখা যায়। কোন প্রশ্ন করলে রোগী তার জবাবই দিতে চায় না ; খুব বেশী উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং ভয় থাকে, উষ্ণ বিছানায় তার উপসর্গ বেড়ে যায় ; সকালে এবং সন্ধ্যায় মনের একটা বিচলিত ভাব বা কনফিউসন দেখা দেয়, রাত্রে ডিলিরিয়াম, মৃত ব্যক্তির বিষয়ে নানা ভ্রান্তিকর কল্পনা, প্রভৃতির লক্ষণ দেখা যেতে পারে ! বিষণ্ণতা রোগীকে হতাশ করে তোলে ; প্রায়ই সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে ; তার অনেক উপসর্গ মানসিক পরিশ্রমে বেড়ে যায় ; মনের খুব দুর্বলতা দেখা দেয়, সে মনে করে যেন সে পাগল হয়ে যাবে ; তার মন্দভাগ্য বিষয়ে এবং কোন লোকের সঙ্গ পেতে সে ভয় পায়। সাধারণতঃ সে শান্ত প্রকৃতির হলেও মাঝে মাঝে সে খুব ধৈর্যহীন এবং সব কাজই খুব দ্রুত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে ; বন্ধুদের প্রতি সে থাকে উদাসীন ; এই উদাসীন ভাব তার পারিপার্শ্বিক এবং সুখ বা আনন্দেও দেখা যায়। রোগীর কোন কাজ করতে ইচ্ছা করে না ; ক্রমশ যেন সে পাগল হয়ে যাবার দিকে এগিয়ে চলেছে ; হঠাৎ হঠাৎ কাউকে হত্যা করার একটা ভাবনা রোগীর মধ্যে দেখা দেয়, কখনো কখনো সে খুব বেশী কথা বলতে থাকে ; সে কখনো বিষণ্ণ, আবার কখনো উৎফুল্ল থাকে, মনের পরিবর্তনশীল অবস্থা হতে পারে, সব সময়েই তার মধ্যে একটা মানসিক অবসাদের লক্ষণ দেখা যায়। বিশেষ ভাবে কোনরূপ হৈ চৈ গোলমালের প্রতি সে খুব সংবেদনশীল থাকে। মেয়েদের খুব কান্নাকাটি করতে দেখা যায় ; হাঁটাচলা করবার সময় ভার্টিগো দেখা দেয়।

মস্তিষ্কে অধিক রক্তসঞ্চালন হলেও রোগীর মাথার তালু শীতলবোধ হয়। ত্বকের উদ্ভেদগুলিতে মামড়ী পড়া, একজিমার মত হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যায়। তার মাথার চুল উঠে যায় এবং মাথাটি খুব ভারীবোধ হয়। কোন উদ্ভেদ থাক বা না থাক মাথার তালুতে উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে। সকালে ও বিকেলে বেদনা, খোলা হাওয়ায় রোগের উপশম এবং উষ্ণঘরে বৃদ্ধি, কিছু খেলে কিছুটা আরামবোধ এবং খিদে পেলে কষ্ট বেশী হয়ে থাকে। নাকে সর্দি দেখা দিলে রোগীর মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয় বা বেড়ে যায়। ম্যালেরিয়ায় ভোগার পরে মাঝে মাঝে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মাথাধরা, হার্টের গোলযোগ, সিফিলিস প্রভৃতি রোগে সকালের

দিকে কপালে, চোখের উপরে এবং নাকের গোড়ায় যন্ত্রণা, মাথার পাশের দিকে, পিছন দিকে, তালুতে যন্ত্রণা, কপালের চেপে ধরার মত ব্যথায় রোগী ঘুমাতে পারে না ; মাথার যে কোন অংশে চেপে ধরা, থেঁতলানো, সুচ বেঁধানো বা ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হতে পারে। কপালে ঘাম হয় এবং মাথায় ও কপালে টিপ্‌টিপ করা ব্যথাবোধ হতেও দেখা যায়।

কনজাংকটাইভা এবং আইরিশে প্রদাহ সোরিক ও সিফিলিস ধাতুর লোকেদের চোখে শ্লেষ্মা প্রবণতা ; সামান্য কারণেই চোখ থেকে জল পড়া, শীতল বায়ুতে চোখ থেকে জল পড়া আরও বেড়ে যায় ; লেখাপড়ার কাজ করতে গেলে চোখে ব্যথা হয়, অক্ষিগোলক টন্‌টন্‌ করে, সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, অক্ষিগোলকে অবসাদ, পিউপিল বড় হয়ে থাকা, চোখ লাল হওয়া, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, চোখ বসে যাওয়া চোখের পাতায় স্ফীতি ও মৃদু সংকোচন, চোখে জন্ডিসের চিহ্ন, চোখে কম দেখা, চোখের দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়া, চোখের সামনে ঝিলিক দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত ও হাজাকর পুঁজের মত বেরোয় ; কানের ভিতরে গুনগুন শব্দ, জ্বালা করা, ঘণ্টা বাজার অথবা গর্জন করার মত শব্দ শোনা যায়। ইউসটেসিয়ান টিউব এবং মধ্য কর্ণের শ্লেষ্মা, কানের ভিতরে কামড়ানো, সুচ ফোটানো এবং ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হতে পারে, কানে তালা লাগার মত অনুভূতি, শোনার ক্ষমতা কমে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণও পাওয়া যায়।

দীর্ঘস্থায়ী সর্দিতে অনেক ক্ষেত্রেই নাক থেকে রক্ত মেশানো, সবুজ, ঘন, হলদেটে বা হলদে-সবুজ রঙের প্রচুর পরিমাণ হাজাকর স্রাব বেরোতে দেখা যায় ; মধুর মত স্রাব, পাতলা জলের মত সর্দি ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এলেই নাক থেকে সর্দি পড়া ও কাশি শুরু হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। হে ফিভারে এটি একটি খুব কার্যকরী ওষুধ। নাক শুকনো, নাক থেকে রক্তপড়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, নাকে ব্যথা, খুব হাঁচি হওয়া, গন্ধ পাওয়ার অনুভূতি লোপ, নাকের ভিতরে ফোলা, ক্ষত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতিও দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঠোঁট ও চোখের চারদিকে নীল দাগের মত পড়ে, মুখমণ্ডল বাদামী, মেটে মেটে বা ফেকাশে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে লাল ভাব, ফোলা ফোলা, জন্ডিসের চিহ্ন, হলদেটে দাগ, মুখমণ্ডল যেন বসে গেছে এমন শীর্ণ দেখায় মুখমণ্ডল, নাক প্রভৃতিতে অঞ্জনী, ফুসকুড়ি, পুঁজ ভর্তি ফোস্কার মত অথবা একজিমার মত উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে। চোয়ালের নিচের সব ম্যাক্সিলারী গ্লাণ্ডের স্ফীতি, মুখমণ্ডলে মৃদু সংকোচন প্রভৃতিও থাকতে পারে।

মুখে ঘা বা এপ্‌থি, মাড়ী থেকে সহজে রক্তপাত, ও জিহ্বায় ফাটা ফাটা দাগের মত দেখা যায়। জিহ্বায় সাদা বা বাদামী ছোপ পড়ে এবং রাত্রে ও ঘুমের মধ্যে জিহ্বা শুকিয়ে যায়, জিহ্বা যেন বড় হয়ে গেছে এমন বোধ হয়, মাড়ীতে প্রদাহ ও ব্যথা, কথা বলতে গেলে আটকে যায় বা তোতলার মত হয়। মুখের স্বাদ তেঁতো,

টক, নোনতা, মিষ্টি মিষ্টি অথবা মুখে কিছু যেন পচে গেছে তেমন বোধ হয়। দাঁত বড় হয়ে যাবার মত বোধ, দাঁতে ছিঁড়ে যাবার মত অথবা কনকন করা ব্যথা কিছু খাবার পরে আরও বেড়ে যেতে দেখা যাবে।

গলার ভিতরে শুকনো এবং কিছু আট্‌কে আছে বা দম আটকাবোধ, পর্দার মত পড়া, জ্বালা করা প্রভৃতির সঙ্গে অনবরত গলা খাঁকারি দিতে দেখা যায়; ঢোক গিলতে কষ্ট হয়, গলার ভিতরে ফোলা এবং সিফিলিসজনিত ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

খিদেবোধ বেশী হয়, এমনকি সবসময় খাই খাই ভাব থাকলেও খাদ্য গ্রহণে অনীহা, পাকস্থলীতে সংকোচন ও কোন কোন ক্ষেত্রে পাকস্হলী ফুলে উঠতে দেখা যায়। রোগী উত্তেজক খাদ্য বা পানীয় পছন্দ করে, পেটে শূন্যতাবোধ, টক জলীয় অথবা শূন্য উদ্গারসহ পেটে পূর্ণতাবোধও থাকতে পারে। ঘন ঘন গলায় অম্লতা-জনিত জ্বালা, খাবার পরেই পাকস্থলীতে ভারবোধ, বদহজম ও হিক্কা ওঠা, ক্রনিক গ্যাসট্রাইটিসে খাদ্য গ্রহণে প্রবল বিতৃষ্ণা; গা-বমিভাব কিছু খেলেই বেশী করে দেখা দেয়। খাবার পরে পেটে ব্যথা, জ্বালা, পেট মোচড়ানো, ছিঁড়ে যাওয়া বা কেটে যাবার মত ব্যথা থাকতে পারে; কাশতে গেলে পেটে টিপ্‌টিপ্‌ করা অনুভূতিসহ ওয়াক্‌ ওঠা, পাকস্হলীতে শক্ত করে বেঁধে রাখার মত অনুভূতি, সন্ধ্যার সময় খুব তৃষ্ণা, খাদ্য গ্রহণকালে তৃষ্ণা, অনেক সময় অদম্য তৃষ্ণা থাকে। পাকস্থলীতে কম্পন, এক নাগাড়ে বমি হতে থাকা, বমির সঙ্গে ডায়রিয়া, কোন কিছু খাবার পরে, জল, দুধ প্রভৃতি পানের পরে খুব বেশী বমি হওয়া, বমির সঙ্গে পিত্ত, রক্ত, ভুক্ত দ্রব্য উঠতে দেখা যায় এবং বমিতে হলদেটে, জলের মত পদার্থ ওঠে।

পেট বায়ুতে ভর্তি হয়ে ফুলে যায় ও প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়, পেটে গ্যাস জমা হয়ে আটকে থাকে এবং খুব বেশী গড় গড় শব্দ হয়। লিভার, প্লীহা, মেসেণ্ট্রিক গ্ল্যাণ্ড, কুঁচকির গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি বড় হতে দেখা যায়। লিভার, প্লীহা এবং অন্ত্রে প্রদাহও হতে পারে; লিভারের নানা ধরনের গোলযোগে এই ওষুধটিকে ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। খাবার পরে পেটে ব্যথা, ঋতুস্রাবের সময়, মলত্যাগকালে পেটে ব্যথা প্রভৃতিতে বাইরে থেকে উষ্ণ সেঁক্‌ লাগালে কিছুটা আরামবোধ হয়। লিভার, প্লীহা, পেটের উপরের দুইধারে বা হাইপোকণ্ড্রিয়ামে, পাকস্থলীর নিচের অংশ বা হাইপোগ্যাসট্রিয়াম বা তলপেটে, নাভির অঞ্চলে ব্যথা, জ্বালা, মোচড়ানো, টেনে ধরার মত ব্যথা, মলত্যাগের সময় পেটে কেটে যাবার মত বেদনা; লিভারে কেটে যাওয়া, চেপে ধরা এবং টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, পেটের উপর অংশের দুইধারে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, পেটের ভিতরে অস্থিরতাবোধ, প্লীহায় ক্ষতের মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

খুব কষ্টদায়ক কোষ্ঠবদ্ধতা, ডায়রিয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায় ক্রমে দেখা দেওয়া, খুব শক্ত, গিট্‌গিট মত এবং হাল্কা রঙের মল দেখা যায়। সকালে এবং খাবার পরে ডায়রিয়া দেখা দেয়; বৃদ্ধদের মল হাজাকর হতে দেখা যায়। সকালে এবং খাবার

পরে ডায়রিয়া দেখা দেয় ; বৃদ্ধদের মল হাজাকর হতে দেখা যায়। ডিসেন্ট্রিতে আম ও রক্ত জড়ানো মলের সঙ্গে খুব বেশী কোঁথানি বা টেনেস্‌মাস্‌, ডায়রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে, বার বার বা ঘন ঘন পাতলা জলের মত, হলদেটে বা সাদাটে এবং দুর্গন্ধযুক্ত মল হতে দেখা যাবে ; মলত্যাগের জন্য বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে কোন ফল হয় না, শুধু দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়। মলদ্বারে চুলকানি সহ এক্সটার্নাল পাইল্‌স্‌, মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা করা প্রভৃতি অবস্থাও থাকতে পারে।

মূত্রথলি ও কিডনীর উপরে এই ওষুধটি গভীরভাবে কাজ করে। 'এডিসনস' ডিজিজ- ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে। প্রস্রাব আটকে থাকা বা রিটেনসন, সব সময় অথবা ঘনঘন প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা বা চেষ্টা, রাত্রিতে বিশেষভাবে বেশী হতে দেখা যায় ; অনেক ক্ষেত্রে ফোঁটা ফোঁটা করে এবং অসাড়ে প্রস্রাব ত্যাগ করতে দেখা যাবে ; প্রস্রাব একদম সৃষ্টি না হওয়া বা সাপ্রেসন, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকা, প্রস্রাব ঘোলাটে, গাঢ় বা লালচে রঙের প্রচুর পরিমাণে অথবা খুব কম পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব বেরোতে দেখা যেতে পারে।

জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত নানা ধরনের উপসর্গ এবং লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। সকালের দিকে তীব্র ধরনের লিঙ্গোদ্গম কিন্তু পরে অসম্পূর্ণ অথবা একেবারেই লিঙ্গো-দ্গম না হওয়া অবস্থা দেখা যায়। হাইড্রোসিল এবং অণ্ডকোষ শক্ত হয়ে যাওয়া অবস্থা এই ওষুধটি দ্বারা সারানো যায়। লিঙ্গ এবং তার সামনের গ্লানস্‌ অংশে চুলকানো, যৌনাঙ্গে ঘাম হওয়া, রেতঃস্খলন, অণ্ডকোষ ফুলে যাওয়া, লিঙ্গে ক্ষত, স্যাংকার অথবা স্যাংকারের মত ক্ষতের সঙ্গে কুঁচকির গ্ল্যাণ্ড বড় হওয়া বা বিউবো হওয়া প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

মহিলাদের অনেক উপসর্গেই ওষুধটি খুব আরাম দিতে পারে। ওষুধটি জরায়ুর ক্যান্সারে লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধিরোধে সক্ষম হয়ে থাকে, জ্বালা ও দুর্গন্ধ কমিয়ে ক্ষতটির বিস্তার রোধ করে, অনেক ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থায় ওষুধটি প্রয়োগে আয়ুষ্কাল আরও চার বছরের মত বাড়িয়ে দিতে দেখা গেছে। ওভারীর প্রদাহ, স্ফীতি ও শক্ত হয়ে পড়া অবস্থাকে এই ওষুধটি দিয়ে সারানো যায়। সাদা স্রাব রক্তমেশানো ও হাজাকর, প্রচুর পরিমাণে ও জ্বালাকর হতে দেখা যায় ; ঋতুস্রাবের পর ঘন অথবা পাতলা, হলদেটে স্রাব হতে পারে ; ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে বা আটকে থাকা, প্রচুর পরিমাণ স্রাব হওয়া, দেরিতে অথবা ঘন ঘন দেখা দেওয়া স্রাব, ক্ষণস্থায়ী ঋতুস্রাবের সঙ্গে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে ; জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, ওভারীতে ব্যথা, বিশেষভাবে ডান ওভারী আক্রান্ত হওয়া, যৌনাঙ্গের বিভিন্ন অংশে ও ওভারীতে থেঁতলানো ব্যথা, জরায়ুর প্রল্যাপ্স, ওভারীতে স্ফীতি ; ওভারীর গ্রোথ বা টিউমার সৃষ্টি এই ওষুধটির সাহায্যে বন্ধ করা সম্ভব।

ল্যারিংক্স-এ ক্রুপ বা ঘুংড়িকাশির মত অবস্থা, শ্বাসপথে শুষ্কতা, ল্যারিংক্স এবং ট্রেকিয়াতে প্রদাহ ও প্রচুর শ্লেষ্মা সৃষ্টি, ল্যারিনজিসমাসের মত ল্যারিংক্স-এ

আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ও বেদনা, জ্বালা ও ক্ষতের দগ্‌দগে ভাব, ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে ক্ষতের মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, ল্যারিংক্স-এর যক্ষ্মা প্রভৃতি ঘটতে পারে। গলার স্বর কর্কশ, খস্‌খসে, দুর্বল ও শেষ পর্যন্ত লোপ পেতেও পারে, শ্বাসক্রিয়া দ্রুত হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট; রাত্রে, উপরে উঠতে হলে, পরিশ্রমে বা নড়াচড়ায় শ্বাস-কষ্ট বেশী হয়, তার সঙ্গে প্যালপিটেশন, অনিয়মিত শ্বাসক্রিয়া, বুকের ভিতরে ঘড় ঘড় করা, সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত ছোট ছোট ও দম আটকাভাবের শ্বাসক্রিয়া, রাত ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত হাঁপানির টানের কষ্ট থাকতে দেখা যায়। কাশি সকালে, সন্ধ্যায় এবং মধ্যরাত্রির পরে; হাঁপানির মত, ঘুংড়ি কাশির মত গভীর শুষ্ক ও অবসাদকর কাশি, জ্বরের সঙ্গে কাশি, গলা ও ল্যারিংক্স এ ও ট্রেকিয়াতে সুড়সুড় করা অনুভূতির জন্য কাশি; নরম, আলগা কাশি, আক্ষেপযুক্ত কাশি, দম্‌ আটকে যাবার মত কাশি নড়াচড়ায়, হাঁটাচলায়, কথা বলায়, উষ্ণ ঘরে বেড়ে যেতে দেখা যাবে। হুপিং কাশিও এই ওষুধের সাহায্যে সারানো যায়। সকালের দিকে বেশী করে শ্লেষ্মা বা গয়ের ওঠে; গয়ের রক্ত-জড়ানো, সবুজে-হলুদ প্রচুর পরিমাণে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে বেশ কষ্ট করে শ্লেষ্মায় রক্ত-জড়ানো দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ়, শক্ত ও আঠালো হলদেটে কফ্‌ বার করতে হয়; শ্লেষ্মায় পচা গন্ধযুক্ত স্বাদ, নোনতা বা মিষ্টি স্বাদের শ্লেষ্মা বেরোতে পারে।

বুকে হার্টের অঞ্চলে খুব উদ্বেগ, ব্রঙ্কিয়াল টিউবে শ্লেষ্মা, বুকে ও হার্ট সংকোচন বোধ, হার্টের ফ্যাটি ডিজেনারেশন প্রভৃতি অবস্থা দেখা যেতে পারে। স্তন বড় ও বেদনাযুক্ত হয়ে পড়ে। বুকের ভিতরে উত্তাপবোধ; ব্রঙ্কিয়াল টিউব, হার্টের এণ্ডোকার্ডিয়াম, পেরিকার্ডিয়াম, ফুস ফুস ও প্লুরায় প্রদাহ, হার্টের মারমার শব্দ, বুকের ত্বকে সুচ ফোটানের মত ব্যথা; বুকে চাপবোধ প্রভৃতি উষ্ণ ঘরে বেশী হয়। কাশতে গেলে বুকে, হার্টে চাপবোধ, সুচ ফোটানো ব্যথা, দগ্‌দগে ক্ষতের মত ব্যথাবোধ প্রভৃতি বেশী হয়; উত্তেজনায় বুকের দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি বা প্যালপিটেশন বেশী হয়, পরিশ্রমেও বেড়ে যেতে দেখা যায়। হার্টের ও ফুসফুসের পক্ষাঘাত, যক্ষ্মা রোগে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া অবস্থা প্রভৃতিতে ওষুধটি খুব ভাল কাজ দেয়; বগলের বা অক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধি, হার্টের কম্পন বা ট্রেমুলাস অবস্থা। অ্যাক্সিলাতে টিউমার, হার্ট ও বুকে খুব বেশী দুর্বলতাবোধ প্রভৃতি ওষুধটিতে দেখা যাবে।

ঋতুস্রাবের সময় পিঠ, লাম্বার অংশে ব্যথা, সেক্রাম ও ককসিক্স অংশেও বেদনা হতে বা থাকতে পারে।

হাত ও পায়ের দিকে শীতলতা, হাত, বাহু এবং পা, উরু প্রভৃতিতে মোচড়ানো ও সংকোচনবোধ; মামড়ীপড়া উদ্ভেদ, একজিমা, ফোস্কার মত হওয়া, হাত গরম থাকা, পরিশ্রমে বা ক্লান্তিতে যেমন হয়, হাত-পায়ে তেমনি ভারীবোধ; হিপ্‌জয়েণ্টে ক্ষয় বা রোগে; হাত-পা সর্বত্র চুলকানো, অসাড়বোধ, সব জয়েণ্ট বেদনা, গেঁটে বাত বা রিউম্যাটিজমের বেদনা পায়ে, হাতে, কনুই, কোমরের সন্ধি বা হিপ্‌, উরু, হাঁটু সর্বত্র টেনে ধরা, সুচ ফোটানো ব্যথা, কব্জি, ঘাড় প্রভৃতিতে এবং অস্থি-সন্ধিগুলিতে

ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, পায়ের দিকে পক্ষাঘাত, হাত ও পায়ে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেওয়া ; হাত-পা ও আঙ্গুলে আড়ষ্টতা বা শক্তভাব, ড্রপসীর মত স্ফীতি এবং কাঁপুনি হাত ও পায়ের দিকে ; হাত, বাহু প্রভৃতি এবং হাঁটুতে দুর্বলতাবোধ প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যেতে পারে।

প্রেম বিষয়ক, মৃতব্যক্তিদের স্বপ্ন দেখায় উদ্বেগ, যেন স্বপ্নেতে একেবারে বাস্তব ঘটনার মত দেখে এবং স্বপ্ন দেখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে রোগী খুব কষ্ট বোধ করে। অস্থিরতার জন্য ভাল ঘুম হয় না, সন্ধ্যার দিকে নিদ্রাহীনতা, মধ্যরাত্রির পরে নিদ্রাহীনতা, খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া প্রভৃতি অবস্থাও দেখা যেতে পারে।

রাত্রে বিছানায় থাকা অবস্থায় শীতবোধ, শীতাবস্থা দেহের বাইরে এবং ভিতরেও দেখা দেয় এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়। একদিন অন্তর অথবা দুইদিন অন্তর শীতভাবে দেহে যেন ঝাঁকুনি লাগে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া লক্ষণটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; উষ্ণ ঘরে থাকলেও শীতাবস্থায় কোন আরামবোধ হয় না। বিকালে ও রাত্রে জ্বর দেখা দেয়, শীতের সঙ্গে জ্বরভাব পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে শীত ও উত্তাপ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে, দেহের বাইরের অংশে শুকনো, উত্তাপ ও মাঝে মাঝে রক্তোচ্ছ্বাসের মত উত্তাপ দেখা দেওয়া, দীর্ঘস্থায়ী ও পুরানো সবিরাম জ্বরের সঙ্গে দেহের বাইরের অংশে শীতল কিন্তু ভিতরে উত্তাপ বোধ, জ্বরের সঙ্গে ঘাম না হওয়া এবং দেহে আচ্ছাদন বা কোনরূপ ঢাকা না রাখতে চাওয়া, হেকটিক বা সান্ধ্য জ্বর, সকালে ও রাত্রে ঘাম হওয়া, শীতল ও অবসাদকারী ঘাম নড়াচড়ায়, সামান্য পরিশ্রমে অথবা রাত্রিতে খুব বেশী হতে পারে।

ত্বকে অ্যানেসথিসিয়ার জ্বালা, জণ্ডিসের মত থাকা, লিভারজনিত দাগ এবং লালচে দাগ পড়তে পারে। স্পর্শে ত্বক ঠাণ্ডা বোধ হয়, ত্বক শুকনো এবং ঘাম সৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ত্বকে ফোঁড়া, পুঁজযুক্ত ফোস্কা, আর্দ্র, উদ্ভেদ, একজিমা, চুলকানো ও জ্বালা করা উদ্ভেদ, হারপিস, সোরাইসিস, শুকনো মামড়ী পড়া ও জ্বালা করা উদ্ভেদ, আমবাত বা আর্টিকেরিয়া প্রভৃতি দেখা যায়। সিফিলিসের উদ্ভেদ বাইরের স্থানিক চিকিৎসায় চাপা পড়ে গেলে তা এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো যায়। হাজা সৃষ্টিকারী, ইরিসিপেলাসের মত উদ্ভেদ, কোন উদ্ভেদ ছাড়াই ত্বকে চুলকানো বা ফরমিকেশন, ত্বকে শক্তভাব বা ইনডিউরেশন, চুলকানো, জ্বালা করা ও সূচ ফোটানোর মত অনুভূতি ; ত্বক খুব খসখসে বা অমসৃণ থাকা, পারপিউরা হেমোরেজিকান ত্বকে ড্রপসীর মত ফোলা, স্পঞ্জের মত তুলতুলে ভাব ; ত্বকে ক্ষত ও রক্তপাত বা রক্তস্রাবী ক্ষত, হাজাকর হলদেটে ও পাতলা জলের মত রস নির্গত হতে দেখা যায়। ক্যান্সারের ক্ষত, দীর্ঘস্থায়ী ও শক্ত হয়ে পড়া ক্ষত, খুব স্পর্শকাতর ও পুঁজ হওয়া ক্ষত, ক্ষতে টনটনে ব্যথা এবং পুরানো সিফিলিসজনিত ক্ষত প্রভৃতি অবস্থা ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

এরাম ট্রিফাইলাম

(Arum Triphyllum)

যে সব নীচু জলা জমিতে বুনো কচু জন্মায় যেখানে খেলাধুলো করতে গিয়ে অনেক কিশোর বয়সের ছেলেদের দেহে ঐ কচু গাছের রস লেগে বিশেষ একধরনের অনুভূতি হয়ে থাকে। একবার ঐ ধরনের কচুর একটি টুকরো খেয়ে আমার ঠোঁট, মুখ ও গলায় যে ধরনের সুড় সুড় করা ও গলা ধরে যাওয়া অনুভূতি হয়েছিল সেটা আমার এখনও মনে আছে। ঠোঁট, মুখ, নাক ও গলায় এক বিশেষ ধরনের সুড় সুড় করা ও কাঁটাবিঁধে খচ্ খচ্ করার মত অনুভূতি ও বেদনা হয়। ঐ ধরনের অনুভূতিসহ ছোট ছোট শিশু যখন বিশেষ কোন অ্যাকিউট রোগে ভোগে তখন এই ওষুধটি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। দেহের আক্রান্ত অংশ, ঠোঁট প্রভৃতিতে দগ্‌দগে ভাব, রক্তপাত ও তীক্ষ্ণ বেদনা সত্ত্বেও শিশু তার ঠোঁট চুলকোতে বা চিমটি কাটার মত করবে, মুখের চারপাশে চেপে ধরবে এবং নাকের ভিতরে আঙ্গুল ঢোকাতে থাকে। অনেক অ্যাকিউট রোগে, স্কারলেট জ্বর, গলার নানা ধরনের উপসর্গ যখন বিরামহীন জ্বর ও উদ্ভেদজনিত জ্বরের রূপ নেয় তখন সেইসব অবস্থায় ঐরূপ লক্ষণে এই ওষুধটি প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে গলায় ক্ষতসহ টন্‌টন্ করা ব্যথা, জটিল জীবাণুঘটিত উপসর্গ, ডিলিরিয়াম ও খুব উত্তেজনা এমন কি উন্মত্তভাবও দেখা দিতে পারে। মুখে, নাকে, গলায় এত বেশী সুড় সুড় করা বা খচ্ খচ্ করা অনুভূত দেখা দেয় যে শিশুটি নাক ও মুখের মধ্যে বার বার আঙ্গুল ঢোকাতে থাকে। ঠোঁটে চুলকাতে বা চিমটি কাটতে থাকে। ডিলিরিয়ামের মধ্যে আচ্ছন্ন থেকে বিড় বিড় করে ভুল বকা বা কারফলোগিয়া, বিছানার চাদর খোঁটা, সব সময় বিছানার চাদর বা কাপড়-চোপড় ধরে টানা বা খোঁটা অথবা আঙ্গুল দিয়ে যাহোক কিছু একটা ধরে টানাটানি করার সঙ্গে আচ্ছন্ন অবস্থায় বিড় বিড় করে চলা অবস্থা বা কারফলোগিয়া একটি মানসিক উপসর্গ। নাক চুলকোলে কেউ নাক চুলকোয় আবার কেউ বা নাকটা ঘষতে থাকে, এই দুটি অবস্থা কিন্তু একরকম নয়, একটিতে সরাসরি এবং অপরটিতে মন পরোক্ষভাবে কাজ করে।

দীর্ঘস্থায়ী বা পুরানো উপসর্গসমূহে এই ওষুধটির লক্ষণ কি ধরনের হতে পারে, অথবা আদৌ কোন কাজ হয় কিনা সেটা জানবার মত করে এই ওষুধটি ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। অ্যাকিউট ধরনের, জটিল জীবাণুঘটিত অবস্থায় এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা গেলেও ক্রনিক উপসর্গেও যে ওষুধটির কিছু সাফল্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুরানো কোন রোগের সঙ্গে মাথাধরা বা 'সিক হেডেক্' অবস্থায় এই ওষুধটি খুব বেশী ব্যবহৃত না হলেও বা সব মাথাধরা গরমে, উষ্ণ ঘরে থাকলে, উষ্ণ কাপড়-চোপড় পরা অবস্থায় খুব বেড়ে যায় সেসব ক্ষেত্রে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। মাথা উত্তপ্ত হয়ে ওঠা, মাথায়

রক্তাধিক্য, মাথার তালুতে একজিমার মত উদ্ভেদ ; নাক, চোখ ও চোখের পাতায় শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ প্রভৃতিতে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। নাক থেকে খুব বেশী সর্দি পড়া, নাক সর্দিতে বন্ধ হয়ে যাওয়া, বিশেষভাবে বাম নাসিকা বন্ধ থাকা, রাত্রে ঘুমের মধ্যে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হওয়া, রাত্রে খুব বেশী হাঁচির সঙ্গে প্রচুর হাজাকর সর্দি বেরোনো, লালা ঠোঁট বেয়ে গড়িয়ে যায় এবং ঠোঁটে দগ্‌দগে ভাব, তীক্ষ্ম বেদনা ও জ্বালাবোধ এবং ঠোঁট থেকে রক্তপাত হতে পারে। নাক থেকে যে সর্দি বেরোয় তা ঠোঁটের উপর অংশের ত্বকে লেগে সেখানটা লালচে হয়ে যায় এবং নাকের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেনকে হাজিয়ে দেয়। এইরূপ অবস্থা ডিপথেরিয়া, বিভিন্ন ধরনের গলায় ক্ষত, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতিতে দেখা যায় এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে এই ওষুধটির প্রয়োজন হতে পারে।

জিহ্বায় প্রদাহ ও তার সঙ্গে নাক থেকে হাজাকর সর্দি নির্গমন, জিহ্বার গোড়া, গলার ভিতরে ও তালুর নরম অংশে প্রদাহ, টনসিলের প্রদাহ, ঘাড়ের লিম্ফগ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি এবং প্রদাহের পরে গলার ভিতরে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতার জন্য কোন খাদ্য বা পানীয় গিলতে কষ্ট হওয়া, ফ্যারিংক্স ও ইসোফেগাস বেয়ে খাদ্য বা পানীয় নামার সময় বাধা পেয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসা প্রভৃতি লক্ষণ ডিপথেরিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের গলার ক্ষতের সঙ্গে দেখা যেতে পারে। সাধারণ সর্দি বা কোরাইজার মত অবস্থার সঙ্গে হাঁচি এবং তার সঙ্গে বার বার শীতভাব এবং **নাক্স, ইউপেটোরিয়াম, আর্নিকা, রাসটক্স,** ব্রায়োনিয়া এবং **আর্সেনিকামের** মত শীতাবস্থায় সারা দেহের অস্থিতে কামড়ানো ও হাড়গুলি যেন ভেঙ্গে যাবে এরূপ বোধ থাকতে দেখা যায়। যখনই দেখা যায় যে শিশুটি তার নাকের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয় বা ঠোঁট খুঁটতে থাকে তখনই অনেকে এই ওষুধটিকে রুটিন হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু **সিনা** ওষুধটিতেও অনুরূপ নাকে আঙ্গুল ঢোকানো বা ঠোঁট খোঁটা লক্ষণটি দেখা যায়। তবে **সিনাতে** অপেক্ষাকৃত বেশী রক্তাধিক্য ও স্নায়ুজনিত অবস্থা দেখা যাবে। এই ওষুধটিতে নাকের ভিতরে খুব বেশী ক্ষতের মত ও সর্দি অনেক বেশী হাজাকর হওয়ায় রোগীর নাকের ভিতরে যেন আগুনের মত জ্বালা করতে থাকে। তার নাকের ভিতরে বেশী দগ্‌দগে অবস্থা, সুড় সুড় করা প্রভৃতির সঙ্গে নাক থেকে হাজাকর সর্দি বেরিয়ে তার ঠোঁটের উপরের অংশে হাজা সৃষ্টি করে ; ঘাড়ের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড প্রায়ই বড় হয়ে থাকতে দেখা যায়, যখনই তার নাকে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয় তখনই তার ঘাড়ে ও প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি ও ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা অনুভূতি দেখা দেয় এবং বার বার নাকের ভিতরে আঙ্গুলে ঢোকাতে ইচ্ছে করে। ঠাণ্ডা লাগার ফলে নাক ও চোখের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী 'নেজাল ডাক্ট'এ প্রদাহ হয়ে চোখ থেকে জল গাল বেয়ে নামতে এবং নাকের ভিতরে সর্দি জমে যাবার জন্য কথা বলার সময় নাকীস্বর বেরোতে দেখা যায় ; নাকের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেন ফুলে গিয়ে সর্দি জমে নাক বন্ধ হয়ে থাকার জন্যই এরূপ নাকীস্বর বেরিয়ে থাকে, মুখমণ্ডলও ফুলে থাকতে দেখা যায়। নাক ও মুখমণ্ডলের বাম দিকটাতেই

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক ভাবে বেশী আক্রান্ত হতে দেখা যায় ; বাম নাক, বাম ল্যাক্রিম্যাল ডাক্ট প্রভৃতি বেশী আক্রান্ত হয়। উপরের ও নিচের ঠোঁট থেকে রক্তপাত হতে দেখা গেলেও শিশুটি তার ঠোঁট খুঁটেই চলে, ঠোঁট খুঁটতে নিষেধ করলে বা শিশুর হাত ঠোঁট থেকে সরিয়ে দিলে সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। ঠোঁট খুঁটতে গিয়ে বা নাকের ভিতরে বার বার আঙ্গুল ঢোকানোর জন্য ঐসব অংশে দগদগে ভাব বা ছড়ে যাবার মত হয়ে ব্যথা হতে থাকলেও শিশুটি তার নাকে আঙ্গুল ঢোকানো বা ঠোঁট খোঁটা বন্ধ করতে পারে না, কারণ ঐসব স্থানে খুব বেশী সুড়সুড় করা, বিড় বিড় করা বা চুলকানির মত বোধ হতে থাকে। ফলে রোগীর নাক, ঠোঁট, মুখগহ্বর সর্বত্রই ক্ষতের মত দগ্‌দগে ভাব দেখা যায়। টাইফয়েড জ্বরে সাধারণত প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের স্ফীতি দেখা যায় না, কিন্তু এই ওষুধটির ক্ষেত্রে টাইফয়েডের সঙ্গে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি, ডিপথেরিয়া, স্কারলেট জ্বর ও গলায় ক্ষতের সঙ্গে স্যালিভারী গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি, প্রদাহজনিত অবস্থা, গ্ল্যান্ডগুলি শক্ত হয়ে স্পর্শকাতর হয়ে পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। জিহ্বা লাল হয়ে ওঠে, জিহ্বার প্যাপিলিগুলি উঁচু হয়ে ওঠে এবং জিহ্বাটি যেন সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত ভাবে রয়েছে বলে মনে হয় ; দগ্‌দগে ভাবের সঙ্গে জিহ্বা থেকে রক্তপাত হয় এবং জিহ্বার চেহারা অনেকটা স্ট্রবেরী ফলের মত টস্‌টসে দেখায়। জিহ্বায় ফাটা ফাটা দাগ, জ্বালা ও বেদনা থাকতেও দেখা যেতে পারে। জিহ্বা, মুখগহ্বর ও গলার ভিতর পর্যন্ত দগ্‌দগে ভাব, ব্যথা ও জ্বালার জন্য রোগী কিছু পান করতে চায় না ; তার মুখ ও গলা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় ; মুখ থেকে হাজাকর নানা স্রাব বের হতেও দেখা যাবে। মুখগহ্বরে ডিপথেরিয়াজনিত ক্ষত, অ্যাপথিজনিত ক্ষত প্রভৃতির জন্য বিড় বিড় করা, সূচ ফোটার মত বেদনা প্রভৃতির সঙ্গে মুখগহ্বর, গলা প্রভৃতি অংশে ক্ষত সৃষ্টি ও সেখান থেকে রক্তপাত হতেও দেখা যায়।

সাধারণ টাইফয়েডে যে ধরনের ডায়রিয়া দেখা দেয়, এই ওষুধটিতে সেই ধরনের ডায়রিয়া থাকতে দেখা যায়, মল পাতলা, জলের মত, হলদেটে, কালচে-বাদামী অথবা 'কর্ন-মিল' বা বিশেষ এক ধরনের শস্য-দানা দিয়ে খাবার বানালে যে ধরনের হয়, অনেকটা সেই ধরনের হতে দেখা যায় এবং সেই মল হাজাকর হয়ে থাকে। পাতলা মল মলদ্বারে লেগে সেখানটা হেজে দগদগে হয়ে যায় ও জ্বালা করতে থাকে। টাইফয়েড জ্বরের অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে কুঁচকির কাছের অংশে আর্দ্র বা ভিজে ও হেজে যাওয়া অবস্থা দেখা যায়, 'ককসিক্স' অংশেও হেজে যাওয়া অবস্থা চোখে পড়বে।

গলার স্বরের বিভিন্ন গোলযোগ এই ওষুধটিতে দেখা যায়। গায়ক ও বক্তা যারা সাধারণত মঞ্চে উচ্চস্বরে গলা ব্যবহার করে থাকেন, কোন উকিল ৩-৪ ঘণ্টা ধরে কোন মামলায় বক্তৃতা করে কিছুক্ষণ পরে বাইরে এলে তার ঘর্মাক্ত দেহে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে যদি গলা বসে যায় বা গলার স্বর কর্কশ ও ফ্যাসফেসে শোনাতে থাকে, তাকে এক ডোজ এরাম ট্রিফাইলাম দিলে তার গলার স্বর আবার স্বাভাবিক হয়ে

উঠবে। গায়ক ও বক্তাদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গলার স্বর কর্কশ হয়ে পড়লে বা বসে গেলে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যাবে। অনেকে ভাবতে পারেন যে গলার স্বর কর্কশ হয়ে গেলে, কথা বলা বা উচ্চস্বরে গলার স্বরকে ব্যবহার করলে গলার স্বরের কর্কশতা আরও বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু **রাসটক্সের** গলার স্বরের ব্যবহার ও ল্যারিংক্স এর নড়াচড়া সূচিত করে।

রাসটক্সের রোগী প্রথমে তার গলার স্বর ব্যবহার করবার সময় তার স্বরে কর্কশতা দেখা গেলেও কিছুক্ষণ কথা বলা চালিয়ে গেলে তার স্বর ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসতে দেখা যায়, অর্থাৎ কিছুক্ষণ ধরে গলার স্বর ও ল্যারিংক্স এর ব্যবহারে তার গলার স্বরের কর্কশতা কমে যায়, এখানেও ঐ ওষুধটির বিশেষ লক্ষণ অর্থাৎ নড়াচড়ায় উপসর্গের আরাম বা কম হওয়া লক্ষণটি পাওয়া যায়। এরাম ট্রিফাইলামে **ফসফরাসের** মত ভোকাল-কর্ড থেকে কিছুটা শ্লেষ্মা বার করে দিতে পারলে গলার স্বরের কর্কশতা কমে যায়, কিন্তু **রাসটক্সে** সেরূপ হয় না কারণ সে ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লেগে গলায় দুর্বলতা ও পক্ষাঘাতের মত অবস্থা ঘটতে দেখা যায়। রাসটক্সে দেখা যায় যে টেনডন্ ও মাংসপেশীগুলিতে বাত বা রিউম্যাটিক দুর্বলতায় সেগুলি নড়াচড়া করতে গেলে শক্ত হয়ে যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ টেনডন ও মাংসপেশী নড়াচড়া করলে সেগুলি উত্তপ্ত হয়ে কষ্ট কমে যায়, গলার স্বরের ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটে থাকে।

কাশতে গেলে বুকের ভিতরে জ্বালা ও দগ্‌দগেবোধ পাকস্থলীর উপরের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেখা যায়। বুকে দগদগে অনুভূতি এবং ফুসফুসে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা ব্যথা হয়। অন্যান্য লক্ষণগুলি থেকে বোঝা যাবে যে রোগী বুকে জ্বালাবোধের কথা বললেও আসলে ট্রেকিয়াতে ও ব্রঙ্কিয়াল টিউবেই ঐ জ্বালা কাশতে গেলে দেখা দেয় এবং শ্লেষ্মার উপসর্গ প্রধানত ট্রেকিয়া এবং ব্রঙ্কাস দুটিতেই থাকতে দেখা যায়, তবে এই ওষুধটি নিউমোনিয়াও সারাতে পারে। যক্ষ্মারোগে এই ওষুধটি সাময়িক ভাবে আরামদায়ী বা প্যালিয়েটিভ হিসাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে। সাধারণ চাষীদের অনেক এই ওষুধটিকে ক্রুড অবস্থায় তাদের ঠাণ্ডা লেগে কাশি ও ফুসফুসের যক্ষ্মায় ব্যবহার করে সাময়িক ভাবে কিছুটা আরাম পায়। সেইজন্য অনেক চাষী বাড়ী বা বারান্দায় বুনো কচু বা ওল শুকিয়ে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখে এবং প্রয়োজনে ক্রিম ও চিনি মিশিয়ে ঐ শুকিয়ে যাওয়া বুনো কচু বা ওলের একটা টুকরো খেয়ে নেয়।

আমি আগেই বলেছি যে এই ওষুধটি মাথার বাম দিক, বাম নাসিকা, মুখমণ্ডলের বাম দিক প্রভৃতি অংশে বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়। ওষুধটি বুকের বামদিক এবং বাম ফুসফুসের উপসর্গেও অপেক্ষাকৃত ভাল ফল দেয়। বুকের বাম দিকে এবং বাম বাহুতে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করে। থোর্যাক্স এ শূন্যতাবোধের সঙ্গে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা অনুভূতি ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গিয়ে বাম ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

টাইফয়েডের মত জ্বরের সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আঙ্গুলের ডগা ও

শুকনো ঠোঁট খুঁটতে থাকা এই ওষুধটিতে বিশেষ লক্ষণ হিসাবে লক্ষ্য করা যায়।

এই ধরনের বেশীরভাগ উপসর্গের সঙ্গে রোগীর প্রভাব খুব কমে যায় বা সাপ্রেসড হতেও দেখা যায়। ঐ সব ক্ষেত্রে সাধারণত এই ওষুধটির সাহায্যে প্রভাব সৃষ্টিও নির্গমন হতে দেখলে বোঝা যাবে যে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়েছে।

স্কারলেট জ্বরে যত রকমের উদ্ভেদ দেখা যেতে পারে, অথবা টাইফয়েডে ত্বকের নিচে পেটেকী বা রক্তজমা হওয়া অবস্থা প্রভৃতির মত সব লক্ষণই এই ওষুধটিতে দেখা যায়।

অ্যাসাফিটিডা
(Asafoetida)

মানুষ ও পশুদের ক্ষেত্রে প্রাচীনকালে এই ওষুধটিকে নানাভাবে অপব্যবহার করা হত। প্রাচীনকালে অনেকের ধারণা ছিল যে এই ওষুধটির সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ করা যায়, সেইজন্য ঘোড়ার আস্তাবলে এটি ব্যবহার করা হত। ঘোড়ার মন মেজাজ ঠিক রাখার জন্য তাদের খাবারের শস্যদানার সঙ্গে এটি মিশিয়ে দেওয়া হত। তা ছাড়া মানুষের মধ্যে মূর্চ্ছাভাব, মৃগীরোগ ও নানা ধরনের স্নায়বিক গোলযোগ প্রভৃতি দূর করবার কাজে এই ওষুধটি ব্যবহৃত হত। এই ওষুধটি মানুষের দেহে পরীক্ষা করা বা প্রুভিংয়ে ওষুধটির ঐরূপ ব্যবহার সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই ওষুধটির রোগীর মুখমণ্ডলে ফোলা, ফোলা, বেগুনী আভা, মুখে রক্তোচ্ছ্বাসের মত অবস্থা, ফোলা ভাবের সঙ্গে কখনো কখনো ড্রপসী বা শোথের মত শিরার রক্ত জমে যাওয়া অবস্থায় মুখমণ্ডলে কালচে লাল ভাব অথবা কুয়াশাচ্ছন্নর মত দেখায়। এই ধরনের মুখমণ্ডলের অবস্থা **কার্বোএনিমেলিস**, **অরাম**, **কার্বোভেজ** এবং **পালসেটিলাতে**ও দেখা যেতে পারে, কিন্তু এই ওষুধটির ক্ষেত্রে ঐরূপ মুখমণ্ডলের অবস্থা হবার কারণ প্রধানত হার্টের গোলযোগ এবং শিরার রক্ত জমে যাওয়া অবস্থা হবার কারণ প্রধানত হার্টের গোলযোগ এবং শিরার রক্ত জমে যাওয়া অবস্থা বা ভেনাস স্টেসাসের জন্য হয়ে থাকে এবং এই ধরনের রোগীর উপসর্গ সারানো বেশ কষ্টকর। তাদের দেহের গভীরে নানা ধরনের গোলযোগ ঘটে ; রক্তপাত ঘটার সঙ্গে হঠাৎ প্রদাহ দেখা দেয়, দেহের যে কোন স্থানে ছোট ছোট ক্ষত হয়ে পেকে যায় এবং ক্ষত গভীর হয়ে পড়ে। দেহের যে কোন স্থানের হাড়ের বাইরের আবরণ বা পেরিঅস্টিয়ামে প্রদাহ বা পেরিঅস্টাইটিস সৃষ্টি ও স্ফীতি, টিবিয়ার মত অস্থি, যেখানে রক্ত চলাচল খুব সক্রিয়ভাবে হয় না সেই সব অস্থির পেরিঅস্টিয়ামে প্রদাহ ও স্ফীতি, কার্টিলেজ অংশে প্রদাহ ও টিউমার সৃষ্টি হবার মত টিসুবৃদ্ধির প্রবণতা এবং তার সঙ্গে ত্বকে বেগুনী রঙ ধরা, সুঁচ ফোটানোর মত ব্যথা, ড্রপসীর মত ফোলাভাব, ক্ষত হওয়া ও নালী ঘা বা ফিশ্চুলার মত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে, ক্ষত-গুলি খুব স্পর্শকাতর হয়ে থাকে।

রোগীর চেহারা মোটাসোটা, থলথলে ও গোলাপী আভা যুক্ত থাকায় তাদের

খুব বেশী অসুস্থতার লক্ষণ বাইরে থেকে তাদের চেহারায় বিশেষ বোঝা যায় না। রোগী খুব স্নায়বিক ধরনের হয়, তারা ব্যথা-বেদনায় খুব বেশী স্পর্শকাতর বা সংবেদনশীল থাকে এবং প্রায়ই মূর্চ্ছা যায় অথবা মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরোলে অথবা উত্তেজিত হলে তাদের মুখমণ্ডলে গোলাপী বা বেগুনী রঙের আভা দেখা যায়। বদ্ধঘরে ঢুকলে, উত্তেজিত হলে অথবা যে কোনভাবে তাদের মনে কোনরূপ অশান্তি বা গোলযোগ দেখা দিলেই তারা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো হাত-পায়ে খিঁচুনি বা ক্র্যাম্পও দেখা দেয়। তাদের দেহের ভিতরের হাড় থেকে বাইরের ত্বক পর্যন্ত সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হতে পারে অর্থাৎ ভিতর থেকে বাইরের দিকে ঐরূপ বেদনা দেখা দিয়ে থাকে। পেরিঅস্টিয়ামে উত্তেজনা এবং গ্ল্যাণ্ডে ফোলাভাব দেখা দেয় ; অনেক ক্ষেত্রে সিফিলিসে এইরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। রক্তসঞ্চালনের গোলযোগ, পেরিঅস্টাইটিস নেক্রোসিস, গ্ল্যাণ্ড বড় ও শক্ত হয়ে ওঠা, নার্ভের সিফিলিস ও মাথায় বিভিন্ন ধরনের ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ বা উপসর্গ ওষুধটিতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে সিফিলিসে ভুগছে এমন রোগীর মুখে শিরায় রক্ত জমাভাব, একটুতে রক্তপাত ঘটার প্রবণতা, ক্ষত হয়ে তা কালচে বা বেগুনী রঙ ধারণ করা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে যা অনেকটা **ল্যাকেসিসের** মত। পুরানো ক্ষত বেগুনী হয়ে ওঠে ও পুঁজ হবার প্রবণতা দেখা দেয়, কালচে হয়ে পড়ে এবং খুব বেদনাকর হয়। পুরানো শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের জায়গায় পুনরায় ক্ষত হবার মত অবস্থা সোরিক ও সিফিলিসে আক্রান্ত পুরানো রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। রোগীর বেশীর ভাগ উপসর্গ বিশ্রামের সময় দেখা দেয় এবং ধীরে নড়াচড়া করলে কম থাকে।

এই ওষুধটির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে নানা ধরনের স্রাব, শ্লেষ্মাজনিত স্রাব, ক্ষত থেকে রস পড়া, দেহের যেকোন স্থান থেকে পাতলা জলের মত স্রাব, এমন কি মলও জলের মত পাতলা হতে দেখা যায় এবং ঐসব স্রাবে খুব বেশী দুর্গন্ধ থাকে। হাত ও পেরিঅস্টিয়ামে, দেহের গভীরে চেপ্টা ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হয়ে তা থেকে পাতলা জলের মত এবং রক্তমেশানো ও ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত রস বা স্রাব নির্গত হতে দেখা যেতে পারে এবং তার সঙ্গে ভিতর থেকে বাইরের দিকে ছুটে আসা বা ঝিলিক দেওয়া ব্যথা থাকতে পারে। শিরায় রক্ত জমে থাকা অবস্থার সঙ্গে পুরানো সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়া অবস্থা একত্রে দেখা গেলে যে অবস্থা হবে সেইরূপ অবস্থা এই ওষুধটিতে দেখা যায়।

সিফিলিসে আক্রান্ত হলে যেমন রাত্রিতে টন্‌টন্ করা ব্যথা, হাড়ে রাত্রিকালীন বেদনা, পেরিঅস্টিয়ামে রাত্রিকালীন বেদনা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। ক্ষতগুলি গভীর হয় এবং তার ধারের অংশে নীলচে রঙের ছাপ থাকতে দেখা যেতে পারে ; ক্ষতের চারপাশ ঘিরে শিরা ফুলে থাকতে বা ভেরিকোজ ভেইন থাকতে দেখা যায়। হাড় ও পেরিঅস্টিয়ামে প্রদাহের সঙ্গে ক্ষতের চারপাশে নীলচেভাব থাকে। পেরিঅস্টিয়ামের প্রদাহের সঙ্গে ত্বকের সেঁটে থাকা বা 'এড্‌হেসন' অবস্থা থাকতে

দেখা যায়। দেহের বিভিন্নস্থানের গ্ল্যাণ্ডগুলিতে গরম, দপ্‌দপ্‌ করা ও তীরের মত ছুটে যাওয়া বেদনা, ঝাঁকুনি লাগার মত বেদনা প্রভৃতি অবস্থা পুরানো সিফিলিসের রোগী, সোরা এবং স্ক্রফুলা ধাতুগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে।

মাথার হাড়ের বেদনা অনেক ক্ষেত্রে খুব কষ্টকর হয়, পুরানো সিফিলিসে আক্রান্তদের মাথার হাড়ে বেদনা, সূচফোটানো অথবা গভীরে ঢুকে যাবার মত বেদনা হতে দেখা যায়। যে সব আক্রান্ত অংশে দলা পাকানো বা লাম্প অথবা ছোট ছোট গুটির মত নডিউল থাকতে দেখা যায় সে সব ক্ষেত্রে ওষুধটি দ্রুত কাজ করে। বাম দিকের কপালের উঁচু অংশে ছুটে যাওয়া বা ঝিলিক দেওয়া, সূচফোটানো অথবা ছিঁড়ে যাবার মত টনটনে ব্যথায় অনেক সময় রোগীর মনে হয় যেন মাথার ভিতরে পেরেক বা গোঁজের মত কিছু যেন ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের স্নায়বিক বেদনা সিফিলিস, হিস্টিরিয়া অথবা স্ক্রফুলাজনিত হয়ে থাকে এবং মাথার যে কোন স্থানে সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাওয়ার মত বেদনা থাকতে দেখা গেলেও কপালের উঁচু অংশেও কানের পাশের হাড়ের বেদনায় রোগীর বিশেষভাবে মনে হয় যেন পেরেক বা গোঁজের মত কিছু বিঁধিয়ে বা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এই বেদনা ভিতর থেকে বাইরের দিক পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়।

পুরানো সিফিলিসে আক্রান্তদের নানাধরনের চোখের উপসর্গেও ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। অক্ষিগোলকে, কর্নিয়াতে ক্ষত হওয়া এবং তাতে একটা অসাড়বোধের মত অনুভূতি, খোলা হাওয়ায় কষ্ট কম থাকা বা কমে যাওয়া, আইরিশের প্রদাহ হয়ে বা এবড়ো-খেবড়ো বা অমসৃণ হয় এবং সেখানে তীব্র ধরনের সূচ ফোটানো বেদনা ভিতর থেকে বাইরের দিক পর্যন্ত চলে আসতে দেখা যাবে। জ্বালা করা এই ওষুধটির একটি বিশেষ লক্ষণ। অক্ষিগোলকে জ্বালাবোধ এবং খোলা হাওয়ায় তা কম হওয়া, আইরিসের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষত পুরানো সিফিলিসে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে, কোরয়েড, রেটিনা এবং চোখের মিউকাস মেমব্রেন পর্যন্ত সর্বত্রই প্রদাহ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। চোখের বিভিন্ন অংশে ছিঁড়ে যাওয়া, সূচ-বেঁধার মত ব্যথা রাত্রিতে বেড়ে যায়, ক্ষতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথাও রাত্রে বাড়ে; জ্বালা করা ও সূচফোটানো ব্যথার সঙ্গে চোখে শুষ্কতা থাকার জন্য চোখের পাতা অক্ষিগোলকের উপরে যেন আটকে থাকে এবং চোখের বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। চোখের দৃষ্টিতে অস্পষ্টতা বা কুয়াশাচ্ছন্নতা, অথবা যেন চোখের সামনে কালো মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে বা মশার মত কিছু যেন সে চোখের সামনে উড়তে দেখে। চোখ থেকে পাতলা জলের মত, রক্তমেশানো এবং প্রায়ই খুব দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয়।

সিফিলিসের সেই মায়াজম্‌ কান ও তার হাড়কে আক্রমণ করতে দেখা যেতে পারে। ঐসব অস্থিতে ক্ষয় হবার ফলে কানে শোনার ক্ষমতা লোপ পেতে পারে, কানের ভিতরে জ্বালা এবং তার সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গমন,

ভিতর থেকে বাইরের দিকে আসা সূচ ফোটানোর মত ব্যথা প্রভৃতি থাকতে পারে।

নাক থেকে ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব বা সর্দি বেরোয়; নাকে অনেক ভিতরের অংশে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে; নাকের হাড়ের ক্ষয় বা কেরিজ, সিফিলিসজনিত নাক থেকে স্রাব নির্গমন বা ওজিনা; পচা গন্ধযুক্ত পুরাতন সর্দি প্রভৃতির জন্য অনেক ক্ষেত্রে নাসা-পথের গভীরে বন্ধ হয়ে গিয়ে যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বলে রোগীর মনে হয় এবং সেই সঙ্গে মাথার ভিতরে পূর্ণতাবোধ, বিশেষভাবে কোন গাড়ীতে চড়লে তখন দেখা দেয় (**অরাম, অরম মিউর**)।

অবশ বা অসাড়বোধ এই ওষুধের একটি লক্ষণ। মাথার তালুতে, মাথার গভীরে, যে কোন স্থানে অসাড় বা মৃতের মত বোধ ও সেইসঙ্গে বেদনা; বেদনার পরে অবশ-ভাব; অনেক ক্ষেত্রে ঘুমের পরে এইরূপে অসাড়বোধ হতে দেখা যাবে। অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষণের মধ্যে হিস্টিরিয়াজনিত উপসর্গ, কোরিয়ার মত বিশেষ কোন অঙ্গের নড়াচড়া প্রভৃতি নানাধরনের স্নায়বিক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। অনবরত কিছু চিবানোর মত করে মুখ নাড়াচাড়া করা, মুখ থেকে ফেনা ফেনা থুথু বেরোনো এবং সেই সঙ্গে জিহ্বার স্ফীতি, বুদ্ধিহীনের মত কথাবার্তা বলা, দাঁত কড়মড় করা, রাত্রে হঠাৎ হঠাৎ চমকে ওঠা, ঠোঁট, বিশেষভাবে নিচের ঠোঁট এবং মুখ-গহ্বরের মিউকাস মেমব্রেন ফুলে যাওয়া ও সেই সঙ্গে মুখে জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণও থাকতে পারে।

গলায় সিফিলিসজনিত উপসর্গের সঙ্গে জ্বালা করা, সূচ ফোটানো অথবা পেরেক বা গোঁজের মত কিছু বিঁধে বা গেঁথে যাবার মত বেদনাযুক্ত ক্ষত, কিছু গিলতে গেলে গলায় ব্যথা করা, ছোট একটা গোলা বা বলের মত কিছু যেন গলায় এসে আটকে আছে এরূপে বোধ (গ্লোবাস হিস্টিরিকাসের মত) গলায় আটকে গিয়ে শ্বাসকষ্ট বা চোকিং অবস্থায় রোগী বার বার ঢোক গিলতে থাকে। ইসোফেগাস এবং ট্রেকিয়ার নানাধরনের পুরানো উপসর্গ, ইসোফেগাসের স্প্যাজ্‌ম্‌, বল বা গোলার মত কিছু আটকে শ্বাসকষ্টের মত বোধ প্রভৃতি হিস্টিরিয়াজনিত লক্ষণ, ইসোফেগাসের ভিতরে শুষ্কতা ও জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

পাকস্থলীর গোলযোগে পেটে খুব বেশী বায়ু জমে এবং সেই বায়ু যখন বেরিয়ে আসে তখন অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে এত বায়ু কোথায় জমা ছিল? ডায়াফ্রাম মাংসপেশীতে সংকোচনজনিত হিক্কার মত ওঠা, ডায়াফ্রামে কোরিয়ার মত ঝাঁকুনি লাগা এবং সেই সঙ্গে ভট ভট শব্দে অনবরত ঢেকুরের সঙ্গে বায়ু ওঠা অবস্থায় রোগী সেই উদ্গার ওঠা কিছুতে বন্ধ রাখতে বা থামাতে পারে না; পাকস্থলী থেকে আপনা আপনি বন্দুকের মত শব্দ করে ঢেকুর ও বায়ু উঠতে থাকে। পাকস্থলীর উপরের অংশে টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি। খালি চোখে এর স্পর্শের সাহায্যেও সেটা বোঝা যায়, পেটে চেপে ধরা, সূচ ফোটানো বা কেটে যাবার মত ব্যথা এবং পেটে যে গ্যাস বা বায়ু জমা হয় তা নিচের দিকে না নেমে যেন সবটাই উপরের দিকে উঠে

উদ্গারের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। উদ্গারে রসুনের মত গন্ধ, স্বাদে পচা, বাসি চর্বি বা মাখনের মত এবং সর্বদাই তীব্র ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়। দুর্গন্ধ থাকা এই ওষুধের একটি প্রধান লক্ষণ। পাকস্থলীর উপর অংশে শূন্যতাবোধ, কিছু খাবার পরে নাড়ীর গতির মত টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি, পেট কামড়ানো, পেটে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, কলিক বেদনা, সামান্য বদহজম হলেই পেট খারাপ বা ডায়রিয়া হওয়া, খাবারের সামান্য একটু অনিয়ম হলেই পেটে ব্যথার সঙ্গে জলের মত পাতলা মলত্যাগ, পাতলা মলে তীব্র দুর্গন্ধ, কালচে-বাদামী রঙ ও খুব দুর্গন্ধ যুক্ত মল নির্গমনের পর রোগী আরামবোধ করতে থাকে।

যৌনাঙ্গ বা জননেন্দ্রিয়গুলিতে টেনে ধরার মত বোধ কোন গাড়ীতে চড়লে আরও বেড়ে যায়, জরায়ুতে বেদনা ও স্পর্শকাতর ক্ষত, মুখমণ্ডলে ফোলা ও থমথমে ভাব, বেগুনী আভাযুক্ত ধাতুর ব্যক্তিদের জরায়ুর ক্যান্সারের কষ্ট এই ওষুধটির সাহায্যে সাময়িকভাবে কমানো বা প্যালিয়েশন আনা সম্ভব হয়। দুর্বল থলথলে ও শিরায় রক্ত জমে যাওয়ার প্রবণতাযুক্ত মহিলাদের মধ্যে রক্তপাত ঘটা, মিসক্যারেজ প্রভৃতি হবার লক্ষণ দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা না হলেও কোন কোন মহিলাদের স্তনে দুধ এসে জমা হয় এবং এই বিরক্তিকর কিন্তু অদ্ভুত লক্ষণটি খুব কম ওষুধেই থাকে। এই ওষুধটিতে স্তনে দুধ কমে যেতেও দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রে সন্তান প্রসবের দশদিন পরে বুকের দুধ কমে যেতে দেখা গেলে এই ওষুধটি প্রয়োগের প্রয়োজন হবে।

এই ধরনের রোগী কখনো কখনো হিস্টিরিয়াজনিত হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়; নানা ধরনের শ্বাসের গোলযোগ, শ্বাসকষ্ট, ট্রেকিয়াতে হাঁপানির মত টানবোধ সারা জীবন ধরে দিনে অন্তত একবার হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট, বিশেষভাবে যে কোন সামান্য ধরনের পরিশ্রমে, যৌনসঙ্গমে অথবা তৃপ্তিকর খাদ্য গ্রহণের পরে দেখা দিতে বা দেখা যেতে পারে; **অ্যাম্ব্রার** মত যৌনসঙ্গমের পরে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। গলায় সুড়সুড়ি লাগার মত বোধের সঙ্গে অদম্য কাশি রাত্রিতে আরও বেশী হয়। এই ওষুধটির অনেক উপসর্গই রাত্রিতে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। এবং সিফিলিসের যে কোন উপসর্গই রাত্রে বেড়ে যায়। **মার্কিউরিয়াস, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসিড** প্রভৃতি সিফিলিস-বিরোধী ওষুধেও বেশীর ভাগ উপসর্গ রাত্রিতে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। বুকের বিভিন্ন উপসর্গের মধ্যে স্টারনামে চাপবোধ ও জ্বালা করা, খুব ভারী কিছু যেন বুকের উপর চাপানো হয়েছে এরূপ বোধ, বুকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, কিছুক্ষণ অন্তর হঠাৎ হঠাৎ বুকের ভিতরে এক এক জায়গায় তীব্র ধরনের সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা যেন ভিতর থেকে বাইরের দিকে চলে আসছে এরূপ বোধ হয়।

এই ওষুধটিতে বাত, রিউম্যাটিজম্ এবং গেঁটেবাতজনিত উপসর্গ, বিশেষ ভাবে স্নায়বিক ধাতুগ্রস্তদের মধ্যে দেখা যেতে পারে। স্নায়বিক ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের গেঁটে বাতের বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিলে রোগীর স্নায়বিক ধরনের লক্ষণগুলি

কমে বা চলে যায়; কারণ অস্থি-সন্ধিতে গেঁটেবাতজনিত দ্রব্য সঞ্চিত হওয়ায় এক ধরনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটার ফলেই স্নায়বিক লক্ষণগুলি চলে যেতে দেখা যায়।

অরাম মেটালিকাম
(Aurun Metallicum)

এই ওষুধটি সাধারণভাবে মন এবং দেহের বিভিন্ন টিসুর উপর ক্রিয়াশীল হয়। মানসিক লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ওষুধটিতে নানা ধরনের মানসিক বিকৃতি ঘটতে পারে। রোগীর নিজের জীবনের প্রতি ভালবাসা, বেঁচে থাকার আকর্ষণ বিকৃত হয়ে পড়ে; সে জীবনকেই ঘৃণা করে, মরে যেতে চায় এবং আত্মহত্যা করার নানা ধরনের উপায় খুঁজে বেড়ায়। রোগীর মানসিক পরিবর্তন এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে তার ইচ্ছা ও বুদ্ধিবৃত্তি যেন লোপ পায় এবং প্রাথমিক সূচনা হিসাবে প্রেম-প্রীতির প্রতি বিতৃষ্ণা ও মানসিক অবসাদ দেখা দেয়! বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছাই যেন আর তার থাকে না। সে এত বেশী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে সর্বদাই নিজকর্মের ত্রুটি খোঁজে, আত্ম-সমালোচনায় নিমগ্ন থাকে, যেন তার দ্বারা কোন কিছুই ভালভাবে করা সম্ভব নয়, সব কিছুই যেন তার কাছে ভুল বলে মনে হয়, তাই সে নিজের জীবনটাই ধ্বংস করতে, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে। রোগী মনে করে যে সে সব কাজেই অবহেলা করেছে, বন্ধুদের প্রতি অবহেলা; কাজের প্রতি অবহেলা করে সে পাপ করেছে, সেই জন্য তার বেঁচে থাকা উচিত নয়। রোগী তার এই ধরনের মানসিক চিন্তাকে কিছুতেই স্ববশে আনতে পারে না, সর্বদাই মনে মনে ঐরূপ মানসিক চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং মরে যেতে চায়। সব বিষয়ের খারাপ দিকটাই তার মনে জাগে, সর্বদাই কোন না কোন দুঃসংবাদ পাবার আশা করে, তার মনে হয় যে কোন কাজে হাত দিলেই সেটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তার ব্যবসায় তার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবেতেই তার বিরক্তি দেখা দেয় এবং সে ভীষণ ভাবে খিটখিটে হয়ে পড়ে। সামান্য কারণেই রেগে যায়, খুঁত খুঁত করে এবং অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। রোগীর মানসিক বিকৃতি তাকে পাগলামির পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং সে বিষণ্ণ ও হতাশা-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেউ তাকে বিরক্ত করলে বা কোন কারণে সে বিরক্ত হলে ভীষণ ক্রুদ্ধ ও উগ্র হয়ে পড়ে, রেগে গিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু করে দেয়। মার্কারি বা পারার অপ-ব্যবহারের ফলে মানসিক অবসন্নতা বা বিষাদ দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে কোন কোনরূপ উদ্বেগ, অত্যধিক দায়িত্ব, সম্পত্তি হারানো প্রভৃতি নানা কারণে এই ধরনের উন্মত্ততা বা পাগলামির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় পারা বা মার্কারী জাতীয় ওষুধের অপব্যবহারেও এইরূপ হওয়া সম্ভব। মার্কারী অপব্যবহারের ফলে লিভার বড় হয়ে যাওয়া, মানসিক অবসাদ বা বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধটিতেও দেখা যায়। অরামের লিভারের বিভিন্ন ধরনের

গোলযোগের সঙ্গে হার্টের গোলযোগ, অ্যান্ডোকাডাইটিস্, হার্টে ড্রপসীজনিত ফোলা, বাতজনিত হার্টের গোলযোগ প্রভৃতি এবং মানসিক অবসাদ, বিষন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই ধরনের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভালভাবে খোঁজ নিলে মার্কারী বা পারা জাতীয় ওষুধের অপব্যবহারের খবর পাওয়া যায়। এবং তার ফলেই হতাশা, ইচ্ছা শক্তি বিনষ্ট হওয়া এবং প্রেম-প্রীতি প্রভৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। তার পরেই তার বুদ্ধিবৃত্তির গোলযোগ ঘটে। তখন সে আত্মহত্যা করতে চায়। আর এক ধরনের দুর্বলতা ও ভেঙ্গে পড়া মানসিক অবস্থাও দেখা যায় যেখানে রোগীর বুদ্ধির গোলযোগের জন্য সে সঠিকভাবে কোন চিন্তা ভাবনা করতে পারে না, লোকজনের প্রতি তার ব্যবহার বা আচরণে কোন ত্রুটি দেখা যায় না, কিন্তু মানসিক অপ্রকৃতিস্থতা-বশত হঠাৎ বিশেষ কোন একটা কারণে উত্তেজিত হয়ে সে আত্মহত্যা করতে যায়। এই সব ক্ষেত্রে রোগীর বুদ্ধিবৃত্তি প্রথমে আক্রান্ত হয়ে পরে তার ইচ্ছাশক্তিকেও আক্রমণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর বুদ্ধিবৃত্তি মোটামুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে, তার কাজের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার ছাপও দেখা যায় তবু ও নিজ মনে তার মানসিক অবস্থায় হতাশা ও পৃথিবীর প্রতি ঘৃণাবোধ করতে থাকে। কাউকেই সে নিজের ঐরূপ মানসিক অবস্থার কথা বলে না, তারপর হয়ত একদিন তাকে ঘরের মধ্যে কাপড় গলায় বেঁধে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। যে কোন মানুষের মধ্যেই তার কোন জিনিসের প্রতি ভালবাসা, পছন্দ, অপছন্দ এবং সেই সব পছন্দ-অপছন্দ বা রুচির বিকৃতি বা অবদমন ঘটতে পারে কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তি তাকে তার সেই বিকৃতির কথা সবাইকে জানাতে বাধা দেবে। মানুষের ঐসব পছন্দ-অপছন্দ বা রুচিকে দেখা যায় না কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ চোখে পড়ে। সেটাকে সে লুকোতে পারে না। মানুষের রুচি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি তার মনের গভীরের বিষয়; অবামের পছন্দ-অপছন্দ, প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি ঐরূপ রোগীর অন্তরের বিষয়, বাইরে থেকে সেটা সঠিক ভাবে বোঝা বা জানা সম্ভব হয় না।

দুঃখ, শোক, বিফল প্রেম, ভয়, ক্রোধ, মতবিরোধ, ইন্দ্রিয় দমন প্রভৃতি কারণে উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। দেহের যে কোন স্থানে বেদনা এত তীব্র বোধ হয় যে রোগী জানালা থেকে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে চায়, সর্বদা মৃত্যুর কথা ভাবে, আত্মহত্যা করতে চায়। নিজের জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা দেখা দেয়, জীবনের কোন মূল্যই যেন তার কাছে নেই, সেইজন্য সে এই পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে, নিজের জীবন ধ্বংস করতে চায়।

এই ওষুধটিতে রিউম্যাটিক বা বাতজনিত বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ থাকতে দেখা যায়। বাতজনিত উপসর্গে বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে ফোলা, অস্থি ও কার্টিলেজ বা উপাস্থি আক্রান্ত হওয়া, পেরিঅস্টিয়ামে প্রদাহ, পেরিঅস্টিয়াম পুরু ও শক্ত হয়ে পড়া, জয়েন্টের কাছাকাছি কার্টিলেজ ও গ্ল্যান্ডগুলিতে ইনডিউরেশন বা শক্তভাব প্রভৃতি সিফিলিস অথবা মার্কারী বা পারায় আক্রান্ত হবার মত সব লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। পুরানো সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীর দেহের যে কোন অস্থি,

পায়ের হাড়, নাকের, কানের অথবা যে কোন ছোট হাড়ই ভেঙ্গে যেতে বা ভঙ্গুর হয়ে পড়তে পারে। সিফিলিস এবং পারায় আক্রান্ত রোগীর মতই রাত্রে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া, সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়ে সারা রাত্রি পর্যন্ত উপসর্গগুলি চলা প্রভৃতি লক্ষণ ওষুধটিতে দেখা যায়। তীব্র ধরনের বেদনা, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, হাড়ে কামড়ানো ব্যথায় মনে হয় যেন আক্রান্ত অংশের হাড় ভেঙ্গে যাবে। তবে এই ধরনের ব্যথা কোন অ্যাকিউট ধরনের জ্বরের সঙ্গে নয়, পুরানো সিফিলিসের জন্য হাড়ে আক্রমণের সঙ্গে দেখা গেলে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে। পেরিঅস্টিয়ামে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত বেদনা, অস্থি-সন্ধির বেদনার তীব্রতায় রোগীর পক্ষে নড়াচড়া করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আক্রান্ত অস্থিতে প্রদাহ ও ক্ষয় বা কেরিজ ঘটতেও দেখা যায়। এই ওষুধটিতে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্তাধিক্য বা অধিক রক্ত সঞ্চালন হতে দেখা যায়, কাজেই আক্রান্ত হাড় ও পেরিঅস্টিয়ামের রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা আক্রান্ত হওয়াও মোটেই অসম্ভব নয়। আক্রান্ত অংশের শিরা স্ফীত হয়ে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে সহজেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। শিরাগুলি পুরু ও তার দেহের টিসুতে বিবৃদ্ধি বা টিউমিফ্যাকসন ঘটে, দেহের সর্বত্রই রক্তাবহা শিরা বা ধমনীতে থিরু থিরু করে কাঁপুনি বা পাল্পেসশন অনুভব করা যায়, যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই রক্তবহা নালীতে পূর্ণতা বা 'এরিথিজম্'-এর লক্ষণ দেখা যেতে পারে। হাত-পায়ের শিরায় পূর্ণতা থেকে ক্রমশ দেহের বিভিন্ন অংশে স্ফীতি ও ড্রপসীর লক্ষণ এই ওষুধটিতে প্রায়ই দেখা যায়। লিভার ও হার্টের গোলযোগের জন্য হাত ও পায়ের দিকে ফোলা বা ঈডিমা এবং ফোলা অংশে সামান্য চাপ দিলেই সেই অংশ দেবে বা বসে যাবার মত লক্ষণ দেখা যেতে পারে। প্রথমদিকে একটা আপাত রক্তাধিক বা প্লেথোরা অবস্থার পরে দেহে নানা গোলযোগ ও উত্তেজনার ভাব দেখা দেয়। দেহে তীব্র ধরনের অর্গ্যাজিম্ বা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় দেহ ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেই উত্তাপ অবস্থা উত্তেজনার সঙ্গে ঝলকে ঝলকে দেখা দেয়। রোগী সব সময় হাত-পা নাড়ে এবং তার মনে হয় যেন সারা দেহে ভয়াবহ একটা কিছু ঘটতে চলেছে। হাত পা নাড়া বা ফিজেটি অবস্থা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার পরে আবার আরম্ভ হতে দেখা যায়। দেহে কোথাও কোন খারাপ বা শক্ত ধরনের উপসর্গ দেখা দেবার আগে ঐ ধরনের তীব্র উত্তেজনা বা অর্গ্যাজিম্ দেখা দেয়; অনেক ক্ষেত্রে হয়ত হার্টের কোন উপসর্গের সঙ্গে স্টারনামের পিছনে চাপবোধ ও শ্বাসকষ্ট দ্রুত হাঁটা-চলা করলে অথবা সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে দেখা দেয়, এণ্ডোকার্ডাইটিসে এই ধরনের লক্ষণ থাকতে পারে; লিভার বড় হয়ে যাওয়া, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকা, জরায়ুতে ক্যান্সার হওয়া অথবা অন্য যে কোন কঠিন ধরনের অসুস্থতার পূর্বে ঐ ধরনের তীব্র অর্গ্যাজিম্ দেখা দিতে পারে।

হাড়ের ভিতরে কিছু ঢুকিয়ে দেবার মত অসহ্য ব্যথায় রোগী ছটফট করে এবং রাত্রিতে ঐরূপ ব্যথায় রোগী বিছানা ছেড়ে উঠে হাঁটা-চলা করতে বাধ্য হয়; পুরানো সিফিলিসে অথবা পারার অপব্যবহারে এই ধরনের অস্থিতে বেদনা হতে

দেখা যায়। রোগী দীর্ঘদিন ধরে মার্কারী বা পারাজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করার ফলে তার লিভার বড় হয়ে ওঠে, অস্থিসন্ধিও বড় হয়ে ফুলে উঠতে দেখা যায়। এই ধরনের কষ্ট থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পাবার জন্য রোগী বিভিন্ন চিকিৎসকের দরজায় দরজায় ঘোরে। রোগটির সঙ্গে মার্কারী ব্যবহারজনিত লক্ষণগুলি এমন ভাবে রোগীর দেহে মিলেমিশে থাকে যে প্রথম বারের ওষুধ প্রয়োগে তার দেহে আরও গোলযোগের সৃষ্টি হয়। রোগীর দেহে মাঝে মাঝে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঐরূপ গোলযোগ দেখা দেয়। ঐ ধরনের উপসর্গে অরাম, **চেলিডোনিয়াম** এবং **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** ওষুধগুলির কথা বিবেচনা করতে হবে।

এই ওষুধটিকে গ্ল্যান্ডের, বিশেষভাবে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, কুঁচকির গ্ল্যান্ড, পেটের লিম্ফাটিক গ্ল্যান্ড প্রভৃতি দেহের প্রায় সব গ্ল্যান্ডজনিত উপসর্গে ভাল কাজ করতে দেখা যায়। ম্যামারী গ্ল্যান্ড বা স্তনের গ্রন্থি, অণ্ডকোষ, ডিম্বকোষ প্রভৃতি আক্রান্ত হয়ে বড় ও শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। অণ্ডকোষ বা টেস্টিসের পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ও বৃদ্ধি, স্তনের গ্ল্যান্ডে লাম্প-এর মত বৃদ্ধি, ঐসব গ্ল্যান্ডে টিউমার, জলপূর্ণ থলির মত হয়ে পড়া বা সিস্ট হওয়া, প্রভৃতি অবস্থা অরামের সাহায্যে সারানো যায়। হ্যানিম্যান নিজে এই ওষুধটি পোটেনটাইজ করে তার থেকে কিছুটা একজন রোগীকে দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় না, কিন্তু তিনি এই ওষুধটিকে ট্রাইচুরেট করে ১৫তম পোটেন্সি সৃষ্টি করে সেটা প্রয়োগ করায় সুফল দেখা দেয়। হ্যানিম্যান বলেছেন যে প্রথমদিকের ট্রাইচুরেশনের ডোজটা রোগ সারাবার পক্ষে সঠিক না হয়ে অনেক বেশী ছিল, সেইজন্য সেটা আরও উঁচু শক্তিতে নিয়ে গিয়ে ডোজটা কমিয়ে রোগ সারানোর পক্ষে উপযুক্ত করে তোলা হয় ফলে ঐ উঁচুশক্তিসম্পন্ন ওষুধটি তখন রোগীর দেহের বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তার দেহের গভীরে গিয়ে ক্রিয়াশীল হয়।

অরামের রোগী তাপ ও বিভিন্ন ধরনের জলবায়ুতে বা আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ পর্যালোচনা করলে রোগীকে সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে। রোগী খোলা আলো-বাতাস পছন্দ করে। উত্তাপের ক্ষেত্রে এই ওষুধটির সঙ্গে **পালসেটিলার** রোগীর অনেকটা সাদৃশ্য চোখে পড়বে, কিন্তু অরামের রোগী ধীর, স্থির, শান্ত না হয়ে বরং পালসেটিলায় ঠিক বিপরীত অর্থাৎ একগুঁয়ে ও কোপন স্বভাবের হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ক্রমশ বেড়ে-ওঠা তাপে রোগীর উপসর্গ বিশেষত মাথাধরা কম থাকে; চোখের ব্যথায় ঠাণ্ডাজলে আরামবোধ হয়; রোগী দেহ আলগা রাখতে বা দেহের আচ্ছাদন খুলে ফেলা পছন্দ করে না; কিন্তু তবুও রোগী **পালসেটিলার** মতই খোলা হাওয়া পছন্দ করে। উষ্ণ বায়ুতে রোগীর হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট কম থাকে। অনেক উপসর্গই স্নান করলে, বিশেষত ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে চলে যেতে দেখা যায়, কিন্তু যখন রোগী খুব বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে, যখন রক্তাধিক্যজনিত বিভিন্ন গোলযোগ, ধাতুগত অর্গ্যাজম্, পালসেশন বা দেহে টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি প্রভৃতি দেখা দেয় তখন সে ঘরের সব দরজা-জানালা খোলা রাখতে

চায়, খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরিয়ে আসতে চায়, দেহের আচ্ছাদন বা কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলতে চায়। উত্তেজিত হয়ে পড়লে ও পালসেশনের মত লক্ষণ দেখা গেলে রোগী খোলা হাওয়ায় আরামবোধ করে থাকে। এই ওষুধটিতে মহিলাদের বিশেষ কষ্টকর সময়টাতে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়ে পড়তে বা উত্তাপের ঝলক দেখা দিতে পারে এবং তারপরে ঘাম ও কখনো কখনো শীতবোধ হতে দেখা যায়।

এতক্ষণ এই ওষুধটির যে সব লক্ষণের কথা বলা হ'ল তা সবই রোগীর সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বা মানসিক লক্ষণকে নির্দেশ করে।

অরামের মাথার যন্ত্রণা খুবই তীব্র ধরনের হয়, যেন তা রোগীকে পাগল করে দেয়, অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ মাথাধরার সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন তার দেহের উপর দিয়ে বায়ু বয়ে চলেছে, কোন বাতাস না থাকলেও সে ঐ বায়ু কোথা থেকে আসছে তা দেখার জন্য এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে, রোগী খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। রোগীর মাথায় খুববেশী রক্তাধিক্য হয়ে মাথা উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও সে মাথাটি ভালভাবে কাপড়ে জড়িয়ে বা ঢেকে রাখতে চায়। মাথায় ক্ষতের মত অথবা থেঁতলে যাবার মত ব্যথাবোধ হয়, কখনো কখনো সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথার সঙ্গে জ্বালা এবং দপ্‌দপ্ করা বোধও থাকতে দেখা যায়। মাথায় রক্তাধিক্য-জনিত মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে মুখমণ্ডলে ফোলা ফোলা, চক্‌চকে ভাবের ও রক্তোচ্ছ্বাসের মত অবস্থাও থাকতে পারে। এই ধরনের মাথার যন্ত্রণা বা মাথাধরা সিফিলিসে আক্রান্তদের মধ্যে অথবা প্রায়ই যারা হৃৎপিণ্ডের কোন অসুখে ভোগে, তাদের মধ্যে দেখা যায়। মাথার পিছনের অংশে ব্যথার সঙ্গে হার্টের গোলযোগ, রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় শ্লথতা, মুখমণ্ডলে বেগুনী রঙের ছাপ, ত্বকের ধোঁয়াটে বা ছাই ছাই রঙের মত হয়ে পড়া চেহারা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। সিফিলিসে আক্রান্তের মত অস্থিতে বৃদ্ধি বা এক্স-অস্টোসিসও দেখা যায়। মাথার হাড়গুলি খুব স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে, পেরিঅস্টিয়ামও খুব সংবেদনশীল থাকে। সিফিলিস ও মার্কারীর কুফলজনিত উপসর্গের মত রোগীর মাথার চুল বেশী পরিমাণে উঠে যেতে থাকে, মাথায় টাক পড়ার মত অবস্থা, মাথার হাড়ের আক্রান্ত ও নেক্রোসিস হয়ে বিনষ্ট হয়ে থাকার মত অবস্থার সঙ্গে ঘটতে দেখা যায়। সিফিলিসে আক্রান্তদের মাথার চুল পড়ে গিয়ে যেমন টাক পড়ে যায় এবং মাথার তালুতে চক্‌চকে ভাব দেখা যায়, এই ওষুধটির রোগীরও তেমনি হয়; মাথার চুল ঝরে গিয়ে আর ওঠে না, মাথার টাকের মত অবস্থাই থেকে যায়। সাধারণ যে কোন অ্যাকিউট রোগে ভোগার ফলে চুল পড়ে বা উঠে গেলে মাথায় আবার চুল গজায় কিন্তু সিফিলিসে আক্রান্ত যুবক-যুবতীদের মাথার চুল উঠে গিয়ে মাথায় টাক পড়ে গেলে, সেই অবস্থাই সারাজীবন থাকে, নতুন করে আর চুল গজায় না।

চোখে নানাধরনের উপসর্গ, চোখ থেকে জলপড়া, চোখের বিভিন্ন আবরণী পর্দায় ক্ষত হয়ে পুঁজের মত বেরোনো, আইরাইটিস, চোখে দেখার সঙ্গে যুক্ত সব অংশেই বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সিফিলিস ও মার্কারীজনিত

উপসর্গের সঙ্গে এই ওষুধটির বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে গাউট ও অস্থি-সন্ধিতে গোলযোগ, হার্টের গোলযোগ প্রভৃতি কথাও মনে রাখতে হবে। চোখে আলো সহ্য না হওয়া বা ফটোফোবিয়া, চোখের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, গ্যাসবাতির আলোয় উজ্জ্বল ছোট ছোট কণার মত যেন চোখের সামনে ভাসে। চাঁদের আলোতে চোখের উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়। বড় বড় অক্ষরগুলিও স্পষ্ট ভাবে রোগী দেখতে পায় না; চোখের সামনে হলদেটে রঙের অর্ধেক চাঁদের মত কিছু যেন বাঁকা ভাবে চোখের সামনে ভাসতে দেখে, চোখের দৃষ্টির উপরের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার অংশে মাঝে মাঝে তারার মত উজ্জ্বল কিছু যেন ভেসে ওঠে। **ক্যালকেরিয়া**-তে চোখের একটি অদ্ভুত লক্ষণ পাওয়া যায়; ঐ রোগীর দৃষ্টির নিচের অংশে হঠাৎ হঠাৎ আলোর ঝলকের মত দেখা দেয়, ঐ আলোর ঝলক রোগীর চোখের সামনে এসে যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং পরে চোখের দৃষ্টির সর্বদিকেই রোগী তারার মত কিছু দেখতে পায়। অনেকক্ষেত্রে **ক্যালকেরিয়ার** রোগীর চোখের সামনে রকেটের মত কিছু ছুটে গিয়ে যেন পরে ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে পড়ে বলে বোধ হয়। বাম চোখের অর্ধেক অংশের সাহায্যে দেখা বা হেমিওপিয়া, অক্ষি-গোলক ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অবস্থা যেমনটি এক্স-অপথ্যালমিক গয়টারে দেখা যায়, তার সঙ্গে হার্টের বৃদ্ধিজনিত অবস্থাকে অরামের সাহায্যে সারানো গেছে। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রুতগতির পূর্ণ নাড়ী এবং এক্স-অপথ্যালমিক গয়টারজনিত অবস্থা অরাম এবং **নেট্রাম মিউরের** প্রয়োগে সারানো যেতে পারে। চোখে একভাবে তাকিয়ে থাকা, ভীষণ দৃষ্টি; আইরাইটিসে চোখের চারদিকে তীব্র ধরনের ব্যথায় মনে হয় যেন হাড়ের গভীরে বেদনা হচ্ছে. সিফিলিসে আক্রান্ত এবং মার্কারী ব্যবহারের কুফলে চোখে ঐ ধরনের লক্ষণ দেখা গেলে অরাম এবং **মার্কারী** ওষুধের ব্যবহারে সেই কুফল দূর করা সম্ভব। চোখের তারা দুটি সমান ভাবে বড় হয়; চোখ থেকে বেশী জল বা শ্লেষ্মা পড়ার প্রবণতা, কনজাংক্টাইভা, কোরয়েড, আইরিস এবং রেটিনাতে প্রদাহ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা দেওয়া উপসর্গ, চোখের চারদিকে, চোখের চারপাশের পাতলা হাড়ে বেদনা এবং মাথার হাড়ে বা স্কালে স্পর্শকাতরতা, পেরিঅস্টাইটিস, কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে পড়া প্রভৃতি অবস্থা এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

সিফিলিসে আক্রান্ত হলে অনেক ক্ষেত্রেই কানের উপসর্গ, কানের হাড় আক্রান্ত, ম্যাস্টয়েড প্রসেসের কেরিজ হয়ে কান থেকে পুঁজ, ভিতরের যে কোন অস্থিতে কেরিজ বা ক্ষয়, সেই সঙ্গে প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড ফুলে ওঠা ও স্পর্শকাতর হয়ে পড়া, গোলমাল, হৈচৈ সহ্য করতে না পারা, কিন্তু গান-বাজনায় কানের কষ্ট কম বোধ হওয়া লক্ষণ এই ওষুধটিতে পাওয়া যায়। কানে গুন্‌গুন্‌, বজ্‌বজ্‌ শব্দ শোনা এবং মাঝে মাঝেই কানে যেন রক্তোচ্ছ্বাসের মত বোধ হতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে কানের ভিতরে বাতাস বা জল ঢুকে যাবার মত বোধ হয়; কান ও নাকের

ভিতরে বিরক্তিকর শুষ্কতা প্রভৃতি সিফিলিস আক্রান্ত হবার মত সব লক্ষণ অরাম প্রয়োগে সারানো যায়, তবে অনেক ক্ষেত্রে স্কারলেট জ্বরের পরে কান থেকে পুঁজ পড়া বা অটোরিয়া, কানের পর্দা ও হাড় বিনষ্ট হওয়া অবস্থাও এই ওষুধটি সারাতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে কানে শোনার ক্ষমতা আর স্বাভাবিক হবে না। কোন রোগী কানের উপসর্গ নিয়ে এলে তাকে পরীক্ষা করে হয়ত দেখা যাবে যে তার কানের সব অংশই প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, মিউকাস মেমব্রেনে ও হাড়ে ক্ষত, অস্থিতে কেরিজ বা নেক্রোসিস এবং দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বেরোতে দেখা যাবে। রোগী হয়ত এসে বলবে যে তার কান থেকে পুঁজ পড়া বন্ধ করা ও কানে শোনার ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যই সে এসেছে। কিন্তু কানের ভিতরে ততটা বেশী ক্ষতি হয়ে গেলে কোন চিকিৎসাতেই রোগীর কানে শোনার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। আমরা হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসায় সামগ্রিকভাবে রোগীর চিকিৎসা করি এবং সেই চিকিৎসার ফলেই রোগীর দেহের আক্রান্ত যন্ত্রাংশ ও টিসু সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যে কোন চিকিৎসকেরই প্রধান কর্তব্য রোগীকে তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে সুস্থ করে তোলা। কিছু কিছু নাক ও কানের বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁরা কান বা নাক থেকে স্রাব নির্গত হতে দেখলে বাইরে থেকে বিশেষ কোন মালিশ বা ফোঁটা দেবার জন্য ওষুধ দিয়ে ঐ স্রাব বন্ধ করে দেন এবং তার পরিণতিতে রোগীর অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ে, সে যক্ষ্মা বা অনুরূপ কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। এই ধরনের চিকিৎসাকে কিছুতেই সুষ্ঠু বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা বলা চলে না।

অরামে নাকের নানা ধরনের গোলযোগের সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত সর্দি বেরোতে দেখা যায়। নাকের হাড়ে ক্ষয় বা নেক্রোসিস, সিফিলিসজনিত নেক্রোসিস হয়ে নাকের হাড় ও নাক বসে যাওয়া, নাকের হাড় ক্ষয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসা প্রভৃতি সিফিলিসজনিত উপসর্গের মত লক্ষণ অরাম **মার্কারী বা মার্কসল** এবং **হিপারে** দেখা যায়। **হিপার** প্রয়োগে এই ধরনের উপসর্গ আমি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সারিয়েছি। একটি রোগীর সিফিলিসের আক্রমণে তার নাকের হাড় নরম হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে পূর্বে পারা জাতীয় ওষুধ খুববেশী দেওয়া হয়েছিল। **হিপার** প্রয়োগে তার সিফিলিস সেরে যায় এবং নাকের হাড় বিনষ্ট হবার দরুন নাকটি আর স্বাভাবিক না হলেও কার্টিলেজের দ্বারা নাকটি কিছুটা শক্তভাব পায়। অরামের রোগীর নাক থেকে যে সর্দি বা কোরাইজা নির্গত হয় তা ডিমের সাদা অংশের মত ঘন হয়, সকালের দিকে নাকের ভিতরের গভীর অংশ বা পোস্টারিয়র নেরিস থেকে সর্দি বেরোতে দেখা যায়; নাকের ভাগটি **ল্যাকেসিসের** মত লাল ও আবের মত দেখায়। হার্টের ডানদিকের গোলযোগের দরুন ভেরিকোজ ভেইন দ্বারা ডগাটি গোল হয়ে ফুলে থাকা অবস্থা কোন কোন পুরনো মদ্যপায়ীদের মধ্যে এবং সাধারণ ভাবে হার্টের উপসর্গের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল লাল হয়ে ফুলে থাকে। অরাম প্রয়োগে নাকের দুই পাশের নরম অংশ ও ঠোঁটের এপিথেলিওমা সারানো যায় তবে সেই সঙ্গে নাক থেকে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গমন, নাকের হাড়

বিনষ্ট হওয়া, নাকে গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়া ও বেদনা, নাকের ভিতরে ক্ষত, বেদনা, ও আঠালো ভাব, নাকের ভিতরে মামড়ী পড়া, শুকনো সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে যাবার মত বোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লক্ষণের সঙ্গে রোগীকে শোকাচ্ছন্ন, বিষন্ন, জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়তে এবং যে কোন ভাবে আত্মহত্যা করতে বা মরবার চেষ্টা করতে দেখা যাবে।

চোখের নিচে ভাব, নাক ও ঠোঁটের চার ধারে নীলচে রঙ ও মুখমণ্ডলে লালচে আভা, হাঁটা-চলা করবার সময়ে ডানদিকে জাইগোমেটিক অস্থিতে যেন কিছু বিঁধে বা ঢুকে যাচ্ছে এরূপ বেদনা, দাঁতের কেরিজ বা ক্ষয়, রাত্রে দাঁতের কন্ কন্ করা বেদনা, মুখ থেকে বা নাক থেকে দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসের গন্ধ, গলায় ও মুখের তালু বা প্যালেটে ক্ষত, মুখের তালুর শক্ত অংশে গর্ত করা বা কিছু ঢুকে যাবার মত বেদনা, সিফিলিসজনিত ক্ষত প্রভৃতি উপসর্গ এবং সুরাপানের ইচ্ছা, মদ্যপায়ীদের মদ্য পানের ইচ্ছা এই ওষুধটির সাহায্যে দূর করা যেতে পারে।

এই ওষুধটির অপর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে লিভারে প্রদাহ হয়ে শক্ত হয়ে পড়া ও বড় হয়ে যাওয়া লিভারের গোলযোগের সঙ্গে হার্টের উপসর্গ দেখা দেওয়া। হার্ট ও লিভারের বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটতে দেখা যায়। হার্ট ও লিভারের গোলযোগের সঙ্গে পোর্টাল ও সমগ্র ভেনাস সিস্টেমের গোলযোগের দরুন রক্তসঞ্চালন প্রণালীতে গোলযোগ দেখা দেয় এবং তার ফলে লিভার ও হার্টের গোলযোগের সঙ্গে হতাশা ও নৈরাশ্য দেখা দেওয়া মোটেই বিচিত্র বা অসম্ভব নয়। অপর দিকে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ঐরূপ হতাশার বদলে ভাল হয়ে, সুস্থ হয়ে ওঠার আশা থাকতে দেখা যায়। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে হার্টের উপসর্গের সঙ্গে হতাশা দেখা গেলেও ফুসফুস-সংক্রান্ত উপসর্গে রোগীর মনে হতাশার বদলে আশার সঞ্চার হতে দেখা যাবে।

পেটে ড্রপসীর মত অবস্থা, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া, টেবিজ মেসেণ্ট্রিকা, দেহের প্রায় সব গ্ল্যাণ্ডেরই কম-বেশী আক্রান্ত হওয়া, যৌন-যন্ত্রাদিতে বিভিন্ন ধরনের গোলযোগ, টেস্টিস বা অণ্ডকোষের শক্ত হয়ে পড়া, প্রায়ই রাত্রিতে রেতঃস্খলন, পাপ কাজে লিপ্ত হবার জন্য বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেওয়া, হাইড্রোসিল, গনোরিয়ায় ভোগার পরে অণ্ডকোষের থলিতে ক্ষত হওয়া, পেরিনিয়াম অঞ্চলে জ্বালা ও সুচ বা হুল বেঁধার মত ব্যথা, মলদ্বারের পাশে কণ্ডাইলোমা সৃষ্টি, জরায়ু আক্রান্ত হয়ে শক্ত হয়ে পড়া, ঋতুস্রাব দেরিতে ও কম পরিমাণে হওয়া, জরায়ু শক্ত হয়ে ঝুলে পড়া বা প্রল্যাপ্স, সাদা, ঘন লিউকোরিয়া, একটু উঁচুতে থাকা জানালা খুলতে বা পর্দা লাগাতে গেলে অ্যাবরসন হয়ে যাবার প্রবণতা, সামান্য পরিশ্রম বা বাহু উপরে তুলে কোন কাজ করতে গেলে জরায়ু ও পেলভিসে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দেওয়া, বার বার অ্যাবরসন হবার ফলে জরায়ু শক্ত হয়ে ওঠা ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি অবস্থায় আরাম খুব কার্যকরী ওষুধ। এইরূপ অবস্থায় রোগীর মনে প্রেম-প্রীতির প্রতি বিতৃষ্ণা এবং অরামের মত ঐরূপ লক্ষণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে তাদের মধ্যে

একটা বিশেষ সম্পর্ক থাকতে দেখা যাবে এবং এই ভাবেই একটি নির্দিষ্ট ওষুধের খোঁজ করতে হয়। একজন চিকিৎসকের পক্ষেই এভাবে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিচার করে কোন্ ওষুধে ঐ ধরনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে সেটা বার করা সম্ভব। মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ভালবাসার প্রতি বিতৃষ্ণা ও নানা ধরনের মানসিক বিকৃতির লক্ষণ অরামে আছে।

অরামে হাঁপানি ও শ্বাসকষ্টের লক্ষণ হার্টের গোলযোগের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। সাধারণ ভাবে ফুসফুসের অথবা হার্টের গোলযোগে শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানির মত লক্ষণ ঘটতে পারে কিন্তু এই ওষুধটির শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানির মত লক্ষণ হার্টের গোলযোগ থেকেই দেখা যাবে।

এই ওষুধটিতে এক জয়েন্ট থেকে অন্য জয়েন্টে বেদনা ঘুরে ঘুরে দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত হৃৎপিন্ড আক্রান্ত হয়ে বেদনা সেখানে স্থায়ী হয়ে বসে। পুরানো বাতজনিত উপসর্গের শেষে অ্যানজাইনা পেক্টোরিসের বেদনা দেখা দেয়। বাতের বেদনা বিভিন্ন জয়েন্টে ঘুরে ঘুরে এসে পরে হার্ট আক্রান্ত হবার ফলে অ্যানজাইনার ব্যথা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা দেয়। এইরূপ অবস্থা বেশ কিছুদিন ধরে চলার পরে বুকের উপর লালচে ছোট ছোট ছোপ পড়ে এবং রোগী ডান দিকে চেপে শুয়ে থাকলে নিচের দিকে পারকাশনে 'ডাল' ঠক্‌ঠক্ করার মত শব্দ শোনা যাবে। বুকে প্যালপিটেশনের সঙ্গে খুববেশী উদ্বেগ, হার্টের অঞ্চলে খুববেশী চাপবোধ, একটু জোরে হাঁটলে অথবা সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলে ঐরূপ চাপবোধ বেশী হয় এবং সেই সঙ্গে পায়ের দিকে ফোলাভাব বা ঈডিমা দেখা দেয়।

অরাম মিউরিয়েটিকাম
(Aurum Muriaticum)

এই ওষুধটি দেহ ও মনের উপর গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। সুপ্ত অবস্থায় সিফিলিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই ওষুধটিতে খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের উপসর্গে এই ওষুধটির প্রয়োজন হতে দেখা যায়। এই ওষুধটিতে নানা ধরনের অস্থিতে বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয় যা রাত্রিতে খুব বেড়ে যায়। সিফিলিসে বহু দিন ধরে ভুগছে এমন রোগীদের দীর্ঘদিন ধরে মাকারী ও আয়োডিন জাতীয় ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করার ফলে রোগীদের মধ্যে যে শ্লেষ্মাপ্রবণতা বা ক্যাটারাল অবস্থা দেখা যায়, এই ওষুধটিতেও সেই ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। ওষুধটি রিউম্যাটিজম্ ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের অ্যাকিউট এবং ক্রনিক এই দুই ধরনের বাতজনিত অবস্থাতেই ভাল ফল দেয়। যে সব বাতজনিত জ্বরে অস্থিসন্ধি আক্রান্ত হয়ে সেরে যাবার পরে রোগীর প্রধান উপসর্গ হৃদপিণ্ডে দেখা দেয়, এবং যে সব উপসর্গের সঙ্গে হার্টের কোন না কোন রোগ দেখা দেয় তাদের পক্ষে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। হার্ট অথবা লিভারের গোলযোগ থেকে ড্রপসীর মত অবস্থা, স্কারলেট জ্বর অথবা যে কোন সবিরাম ধরনের জ্বরের পরে প্রসাবে,

অ্যালবুমিন থাকা, পুরানো সিফিলিসে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের মাংসপেশী দিন দিন জীর্ণ ও শীর্ণ হতে থাকে, গ্ল্যান্ড এবং অন্যান্য যে কোন প্রদাহ হবার পরে সেখানে শক্তভাব বা ইনডিউরেশন দেখা দেওয়া, গ্ল্যান্ডের ক্যান্সার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়। অস্থি ও পেরিঅস্টিয়ামের প্রদাহ, কেরিজ, এক্সঅস-টোসিস প্রভৃতি যদি সুপ্ত সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীকে মার্কারী প্রয়োগের পরে দেখা দেয়, যে কোন জয়েন্টের কেরিজের সঙ্গে রাত্রিতে কিছু বিঁধিয়ে বা ঢুকিয়ে দেবার মত, দাঁতে কাটা বা চিবানোর মত ব্যথা ; ছিঁড়ে খাওয়া, টেনে ধরা, খুব জোরে চেপে ধরা অথবা সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, বেশীর ভাগ ব্যথার সঙ্গেই জ্বালাবোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। কোন কোন উপসর্গ বিশ্রামে এবং কোন কোন উপসর্গ আবার নড়াচড়া করলে আরম্ভ হতে দেখা যাবে। ঠাণ্ডা ও ভিজে বা আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগীর উপসর্গ বা কষ্ট কম হতে দেখা যাবে। উষ্ণ বায়ু, উষ্ণ শয্যা, উষ্ণ ঘর, দেহে উষ্ণ আচ্ছাদন, খোলা হাওয়াতে থাকা অবস্থাতেও যে কোন ভাবে দেহ উত্তপ্ত হওয়া এবং সাধারণ ভাবে যে কোন উত্তাপে রোগীর উপসর্গ-গুলি বেড়ে যায়। কায়িক পরিশ্রম ও হাঁটা-চলায় রোগীর অনেক উপসর্গ বেড়ে যায়। হাঁটা চলা করা বা কায়িক পরিশ্রমের ফলে প্যালপিটেশন, দম আটকা ভাব ও খুববেশী দুর্বলতা দেখা দেয়। খোলা হাওয়ায় রোগীর উপসর্গ সাধারণ ভাবে কম থাকলে সে খোলা হাওয়ায়ও কোনরূপ পরিশ্রম বা ব্যায়াম করতে পারে না, দ্রুত হাঁটা-চলা করা রোগীর পক্ষে সম্ভব হয় না। রোগীর স্নায়বিক লক্ষণগুলি খুব লক্ষণীয়। খুব সহজেই তার উত্তেজনা দেখা দেয়, কোনরূপ হৈ-চৈ বা গোলমাল সে সহ্য করতে পারে না, একটু জোরে কথা বললে অথবা ঘুমের মধ্যেও রোগীকে চমকে উঠতে দেখা যাবে। হার্ট অথবা লিভারের গোলযোগ বা উপসর্গের সঙ্গে ঐ সব লক্ষণ থাকলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। দেহের সর্বত্র শিরায় পূর্ণতাবোধ এই ওষুধটির একটি বিশেষ লক্ষণ। গনোরিয়া এবং সিফিলিসের দীর্ঘস্থায়ী বা পুরানো উপসর্গের সঙ্গে দেহের যে কোন স্থানে একই সঙ্গে আঁচিল ও সিফিলিস ক্ষত দেখা গেলে এই ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়।

এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণ অনেকটাই **অরাম মেট্** এর মত। এটিতেও একই রূপ আত্মহত্যা করবার অভিলাষ থাকতে দেখা যায়। সর্বদাই রোগী তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা ক'রে মানসিক ভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখন সে মৃত্যু কামনা করে। জীবনের প্রতি তার ঘৃণাবোধ জাগে। রোগী কান্নাকাটি করে, কোন কাজেই তার মন লাগে না, সে আলস্যবোধ করে, পুরানো সিফিলিসের রোগী মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্তবোধ করে ; রোগী প্যালপিটেশনের সঙ্গে খুব বেশী উদ্বেগবোধ করে।

এই ওষুধটির রোগীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেয়াল ও ধারণা থাকতে দেখা যায়। সে খুববেশী খিটখিটে হয়, কোন ভাবেই তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না সবসময়ই সে বিরক্তিবোধ করে, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই রোগীর খুব অস্থিরতা

থাকতে দেখা যায়, খোলা হাওয়ায় ঘুরলে রোগী আরামবোধ করে বলে সে রাস্তায় ধীরে ধীরে হাঁটে, ঘরে থাকলে, বিশেষত উষ্ণ ঘরে তার উপসর্গ বেড়ে যায়। সে নিজের কষ্টের কথা ভাবলেই তার হার্টের বিট্ সবল ও দ্রুত হয়ে পড়ে। ভয়, বিরক্তি অথবা ইন্দ্রিয় দমনের ফলে উপসর্গের বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়। উপরোক্ত লক্ষণের সঙ্গে সিফিলিসজনিত তীব্র ধরনের মাথার যন্ত্রণা বা মাথাধরা, ও সেই সঙ্গে মাথাঘোরা, মাথার বাম দিকে তীব্র ধরনের যন্ত্রণা, কপালে খুববেশী বেদনা ও কামড়ানো ব্যথা, মাথার পিছন দিকে জ্বালাবোধ, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; মাথায় পালসেশন্ বা নাড়ীর গতির মত টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি প্রভৃতি এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো যায়। রোগীর কপাল উত্তপ্ত থাকে, মাথায় উত্তপ্ত এবং হাত ও পায়ের দিকে শীতল থাকতে দেখা যায়, বেদনা ঠাণ্ডা সেঁক্এ কমে যায়। পেরিঅস্টিয়ামে খুববেশী টন্টন্ করা ব্যথা ও মাথার খুলির হাড়ে এক্স-অস্টোসিস বা বৃদ্ধি, খুলিতে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ রাত্রিতে খুব বেড়ে যায়।

সিফিলিসজনিত দীর্ঘস্থায়ী চোখের উপসর্গ এই ওষুধে সারে। চোখের পাতার মিউকাস মেমব্রেন ও অক্ষিগোলক লাল হয়, পুরু হয়ে ওঠে এবং রক্তাধিক্য ঘটে। সকালের দিকে চোখ জুড়ে থাকতে দেখা যায়। সন্ধ্যার দিকে কৃত্রিম আলোতে চোখে কম দেখা, সিফিলিস অথবা স্কারলেট জ্বরে ভুগে ওঠার পরে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া, চোখের পাতার মার্জিনে দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ধরনের প্রদাহ, আমরোসিস বা চোখের কোনরূপ যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়াই, চোখে দেখতে না পাওয়া, চোখে জ্বালা করা বেদনা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

কানে গুন্ গুন্ অথবা ঘণ্টা বাজার মত শব্দ শোনা এবং পরে সম্পূর্ণ বধিরতা, কান দুটি যেন সম্পূর্ণ খোলা হয়ে পড়ে আছে এরূপ বোধ, কানের পিছনে একজিমা, রাত্রে কানের পিছনে জ্বালা ও চুলকানো প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে গান-বাজনা শুনলে কানের সব উপসর্গ কম থাকা লক্ষণটি এই ওষুধের একটি বিশেষত্ব।

যে সব রোগী উষ্ণঘরে থাকলে বেশী কষ্ট বোধ করে অথবা সংবেদনশীল হয় তাদের নাকের সর্দি বা শ্লেষ্মাপ্রবণতায় ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। এই ধরনের লক্ষণে ওষুধটি **পালসেটিলা** এবং **কেলি সালফিউরিকামের** সমগোত্রীয়, কারণ ঐ ওষুধ দুটিতেই রোগীর উপসর্গ খোলা হাওয়ায় কম থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধটির নাকের সর্দি বা স্রাব পাতলা অথবা পুঁজের মত ঘন, খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত এবং কখনো কখনো রক্ত মেশানো হয়ে থাকে; নাকের ভিতর অনেক শক্ত মামড়ী পড়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে হলুদ বা সবজে সর্দি বেরোয়। সিফিলিসজনিত দীর্ঘস্থায়ী এবং সহজে সারে না এমন সর্দি এই ওষুধটি সারাতে পারে; নাকের হাড়ে চেপে বা জোরে স্পর্শ করলে বেদনাবোধ হয়; নাকের হাড়ে কেরিজ, নাক ফুলে লাল হয়ে ওঠা, নাকের দুই ধারে ফোলা অংশে গভীর ফাটলের মত দেখা দেওয়া, সেখানে

লিউপাস বা যক্ষ্মাজনিত পুরানো ক্ষত ; জন্মগত সিফিলিসে আক্রান্ত শিশুর নাকে খাঁজ দেখা দেওয়া এবং গভীর শ্বাস নেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

মুখমণ্ডলে কোথাও কোথাও লালচে ছোপ এবং মুখমণ্ডলে ও ঘাড়ে ফেকাশে বা রক্তশূন্য চেহারা, বিশেষভাবে হার্টের উপসর্গের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়, সামান্য পরিশ্রমেই প্যালপিটেশন, হাঁটা-চলা করতে গেলে বুকে, স্টারনামের পিছনে চাপবোধ, বদ্ধঘরে ঢুকলে দম আটকা ভাব হওয়া, প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে রোগী ঠাণ্ডা হওয়া চায় এবং আস্তে আস্তে নড়াচড়া করলে রোগী আরাম বোধ করে। মুখমণ্ডলেরর ফেকাশে ভাবের সঙ্গে দুই গালে লালচে ছোপ দেখা দেওয়া অবস্থা যক্ষ্মা রোগের মত নয়, বরং হার্টের উপসর্গের সঙ্গে এই ধরনের লক্ষণ থাকতে দেখা যাবে। শিশুর মুখমণ্ডল বৃদ্ধের মত দেখায়, মুখমণ্ডলে ও গালে বয়ঃব্রণ দেখা দেওয়া, খুব রুগ্ণ ও দুর্বল রোগীর মুখমণ্ডলে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মত লালচে চেহারা, শিরায় রক্ত জমে থাকার জন্য মুখমণ্ডলে ঐরূপ লালচে ভাব দেখা দেওয়া, একটা আপাতঃ প্লেথোরা বা রক্তাধিক্যের লক্ষণ থাকা প্রভৃতি **অরামের** মত লক্ষণ এই ওষুধটিতেও দেখা যেতে পারে। **ফসফরাসের** মত নিচের চোয়ালের কেরিজ এবং ডানদিকের গালের হাড়ে বৃদ্ধি বা এক্সঅস্টো-সিসও দেখা যেতে পারে। ঠোঁটে জ্বালা ও ফোলাভাব থাকে, ঠোঁট ফুলে শক্ত হয়ে যায়, ঠোঁটে ক্যান্সারজনিত ক্ষত, সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ডের বেদনাদায়ক বৃদ্ধি বা ফোলা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

জিহ্বায় প্রদাহ হয়ে পড়ে শক্ত হয়ে যাওয়া বা ইনডিউরেশন, জিহ্বায় ক্যান্সার প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যায়। জিহ্বায় লাল, শুকনো ও হেজে যাবার মত ক্ষত, জিহ্বায় আঁচিল হওয়া এবং সেই সঙ্গে ধাতুর মত স্বাদ ও লালা ঝরা থাকতে দেখা যায়।

গলায় বেদনা ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, টনসিলে ক্ষত, গলায় প্রদাহের সঙ্গে শুষ্কভাব থাকতে দেখা যেতে পারে।

পাকস্থলী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হজমশক্তিও কমে যায়। খাবার পরে গা-বমিভাব, পেট ফুলে ওঠা ও ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। রোগী কফি, চা এবং মদে বিতৃষ্ণা বোধ করে। উদ্গারে পচা দুর্গন্ধ থাকে, সকালের দিকে গা-বমি ভাব দেখা দেয় কিন্তু জল খাবার গ্রহণের পরে সেই অবস্থা কমে যেতে দেখা যায়। সবজে রঙের তরল পদার্থ বমিতে উঠতে দেখা যায়। পাকস্থলীর প্রদাহ বা গ্যাসট্রাইটিস, পাকস্থলীতে ক্র্যাম্প বা সংকোচনবোধ, পাকস্থলীতে তীব্র বেদনা ও জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে খুববেশী তৃষ্ণা বা পিপাসা থাকে।

লিভার ও প্লীহা বড় হয়ে ওঠে। ক্রনিক প্রদাহ হয়ে লিভার শক্ত হয়ে পড়ে, লিভারে জ্বালাবোধ থাকে, লিভার অঞ্চলে শক্ত করে বেঁধে রাখার মত বোধ, লিভারের গোলযোগের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের কোন না কোন উপসর্গ দেখা দেওয়া এবং প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকা ; হাত ও পায়ের দিকে ড্রপসী বা শোথের লক্ষণ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে॥

পেটে জল জমা বা ড্রপসী, পেটে টেনে ধরার মত ব্যথা এবং গ্যাস হয়ে পেট ফুলে ওঠা, পেটে খুববেশী স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

প্রায়ই পাতলা মলত্যাগ করতে দেখা যায়। মল ধূমের বর্ণের, সাদাটে এবং পিত্তহীন অবস্থায় বেরোয়। ডায়রিয়ার সঙ্গে যে কোন ধরনের লিভারের গোলযোগ ব্রাইটস্ ডিজিজ প্রভৃতি হতে পারে। ডায়রিয়া রাত্রে বেড়ে যায়। অর্শে মলত্যাগের সময় রক্তপাত হয়; মলদ্বারের চারপাশে ভেজা ভেজা অবস্থাসহ প্রচুর আঁচিল দেখা দেওয়া, মলদ্বারের চারপাশ হেজে যাওয়া, মলদ্বারে নালী ঘা বা ফিশ্চুলা, মলদ্বারে বড় বড় আঁচিল, ক্ষত সৃষ্টি প্রভৃতি অবস্থা এই ওষুধটি প্রয়োগে সারানো যেতে পারে।

সারাদিন এবং রাত্রিতে বার বার প্রস্রাব, বিশেষভাবে রাত্রিতে আরও বেশী হতে দেখা যায়। প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, কখনো কখনো প্রস্রাবের বেগ ও গতি খুববেশী থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাব ঘোলাটে, লালচে তলানিযুক্ত হতেও দেখা যেতে পারে। যে সব পুরানো সিফিলিসের রোগী সঠিক চিকিৎসা না হওয়ায় পরে গনোরিয়াতেও আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে ওষুধটি প্রয়োজন হতে পারে। পুরুষদের লিঙ্গের সম্মুখ ভাগের ত্বকে বা প্রিপিউসে, অণ্ডকোষের থলিতে ক্যান্সার, লিঙ্গ, অণ্ডকোষের থলি অথবা মলদ্বারে বড় বড় আঁচিল হওয়া বাম কুঁচকিতে বিউবো, যৌনক্ষুধা লোপ পাওয়া, অণ্ডকোষ শক্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি থাকতে পারে।

জরায়ুর বৃদ্ধি ও খুববেশী শক্ত হওয়া, সারভিক্স অংশের ইনডিউরেশন বা শক্ত ভাব, জরায়ু ও ডিম্বকোষ বা ওভারির ক্রনিক প্রদাহ, ঋতুস্রাব কম সময়ের ব্যবধানে এবং বেশী পরিমাণে হয় এবং স্রাব হাজাকর হতে দেখা যায়; সাদাস্রাব হলদেটে এবং বেশী পরিমাণে হয়, জরায়ু ভারী হয়ে ঝুলে পড়ে বা প্রল্যাপ্স হয়; ভ্যাজাইনা ও লেবিয়াতে প্রদাহ, গনোরিয়ার সঙ্গে কুঁচকির গ্ল্যাণ্ড ফুলে থাকা, ভ্যাজাইনা ও লেবিয়াতে জ্বালা, চুলকানো ও উত্তপ্ত হয়ে ওঠা লক্ষণ প্রভৃতি থাকতে পারে।

উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করলে, কাপড়-চোপড়ের উষ্ণতায়, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলে এবং দ্রুত হাঁটা-চলা করলে দম আটকাবোধ, রাত্রিতে শ্বাসকষ্ট, রাত্রিতে মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে শুকনো কাশি, হৃদপিণ্ডজনিত কাশি, কোন কোন ক্ষেত্রে আলগা কাশির সঙ্গে ঘন ও, হলদেটে শ্লেষ্মা ওঠা; দ্রুত হাঁটা চলা করতে গেলে, সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে গেলে অথবা যে কোন ধরনের পরিশ্রমেই স্টারনামের পিছনে খুব কষ্টকর একটা চাপবোধ মনে হয় যেন ঐ অংশ ছিঁড়ে বা ভেঙ্গে যাবে, সেই বুকে দপ্ দপ্ করা প্যালপিটেশন; যে কোন ধরনের পরিশ্রম বা উত্তেজনায় প্যালপিটেশন দেখা দেওয়া, রোগীর সঙ্গে হঠাৎ কথা বললে প্যালপিটেশন, বুকের ভিতরে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো ব্যথা, হার্টে যন্ত্রণা; হার্টে টেনে ধরা, কেটে যাবার মত বেদনা, হার্টের অঞ্চলে তীব্র ধরনের চাপবোধ, হার্টজনিত অবসাদ, অ্যানজাইনা পেক্টোরিসের বেদনা, এণ্ডোকার্ডাইটিস, হার্টের দক্ষিণাংশের বৃদ্ধি,

মানসিক পরিশ্রমের ফলে প্যালপিটেশন, প্যালপিটেশনের জন্য ঘুমোতে না পারা, বাতজনিত হার্টের গোলযোগ, দুর্বল ও দ্রুতগতির নাড়ী, হার্টের গতিও দুর্বল হওয়া, মাথার পাশে এবং ঘাড়ে পালসেশন সবল থাকা, তীব্রগতিযুক্ত ও অনিয়মিত স্পন্দন যুক্ত হার্ট প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সকালের দিকে হাতে কাঁপুনি, বাহুতে শক লাগার মত বোধ, হাতের উপরের অংশ বা ফোর-আর্মে জ্বালা ও তীরগতিতে ছুটে বাওয়া বেদনা, কাঁধে, টেনে ধরার মত ব্যথা প্রভৃতি বিছানার উষ্ণতায় ও বিশ্রামে বৃদ্ধি পায়। কাঁধে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, বাহু ও হাতের আঙ্গুলের আড়ষ্টতা বা শক্ত হয়ে যাবার মত অবস্থা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

উরু, পা প্রভৃতি অংশে ড্রপসীজনিত ফোলা, টিবিয়াতে এক্স-অস্টোসিস বা বৃদ্ধি, পেরিঅস্টাইটিস, টিবিয়াতে খুববেশী স্পর্শকাতরতা, রাত্রিতে পায়ে ব্যথা, পায়ে জ্বালা করা, পায়ের পাতায় ব্যথা ও জ্বালা উষ্ণতায় এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়। হাঁটা-চলা করবার সময় পায়ের আঙ্গুলে কেটে যাবার মত বেদনা, পায়ের আঙ্গুলে জ্বালা, শীতল থাকা ও ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া, টেনে ধরা, কেটে বা ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, পায়ের দিকে শিরাজনিত রক্তাধিক্য প্রভৃতি অবস্থা থাকতে পারে।

প্যালপিটেশন এবং উত্তেজনার জন্য রোগী ঘুমোতে পারে না, চমকে ওঠায় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। রোগী ঘুমের মধ্যে তীব্র ধরনের, যন্ত্রণাদায়ক বিষন্নতার স্বপ্ন দেখে।

ব্যাপটিসিয়া
(Baptisia)

ব্যাপটিসিয়া অ্যাকিউট রোগে কার্যকরী হয়। প্রধানত এই ওষুধটির ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী, কাজেই যে সব উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী নয় সেই সব উপসর্গে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। আমরা যতদূর জানি এটি অ্যান্টি-সোরিক ওষুধ নয় এবং দেহ ও মনের গভীরে এর কোন কর্মক্ষমতা নেই। এই ওষুধটির সব অ্যাকিউট রোগ ও উপসর্গে জাইমোসিসের লক্ষণ, স্কারলেট জ্বর, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড ও গ্যাংগ্রিন জাতীয় উপসর্গের মত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। একটি বিষয়ে এই ওষুধটিতে কিছুটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, অন্যান্য ওষুধের তুলনায় এটিতে সেপটিক ধরনের লক্ষণ দ্রুত সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। **আর্স, ফসফরাস, রাসটক্স** এবং **ব্রায়োনিয়াম** জাইমোটিক উপসর্গগুলি সে তুলনায় অনেক ধীরে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু টাইফয়েডের লক্ষণ যদি খুব দ্রুত দেখা দেয় ও বেড়ে যায় সেই ধরনের টাইফয়েডে **ব্যাপটিসিয়া** ফলপ্রদ হয়, যে সব সাধারণ ধরনের টাইফয়েডে ভীতিকর কোন উপসর্গ থাকে না সে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটির প্রয়োজন হয় না। যখন কোন লোক ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে, ম্যালেরিয়া, দূষিত বা বিষাক্ত জল বা পানীয় গ্রহণে অথবা যে কোন জাইমোটিক বা সেপটিক কারণে খুববেশী অসুস্থ হয়ে শয্যায় আশ্রয়

নিতে বাধ্য হয় এবং কয়েক সপ্তাহের বদলে কয়েকটি দিনের মধ্যেই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে তাদের পক্ষেই ওষুধটি উপযুক্ত। পিওরপেরাল অবস্থা, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতির মত অবস্থায় যেখানে রক্তদূষণ বা সেপটিক অবস্থা থাকে সেই সব ক্ষেত্রেই **ব্যাপটিসিয়া** ভাল ফল দেয়। ঐ ধরনের সেপটিক অবস্থায় রেমিটেন্ট ধরনের জ্বরের সঙ্গে রোগী যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়া অবস্থায় শয্যালীন হয়ে পড়ে, কিন্তু ঐ রেমিটেন্ট ধরনের জ্বর হঠাৎই উঁচু বিরামহীন জ্বরে পর্যবসিত হয় এবং সেপটিক লক্ষণগুলি গুরুতর আকার নেয়, এভাবেই রোগীর উপসর্গ দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। প্রতিটি ওষুধকে তার গতিবেগ, রোগ লক্ষণ প্রকাশের সময়কাল, কত সময়ের ব্যবধানে লক্ষণ দেখা দেয়, তার নড়াচড়া, উপসর্গ প্রকাশের তীব্রতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হয় এবং প্রকাশিত লক্ষণের সাহায্যেই সে সব আমরা জানতে বা বুঝতে পারি। কোন ব্যক্তি হঠাৎ কোন খনি গর্ভে পড়ে গেলে, কোন জলাভূমি বা নরম কাদা-মাটিতে নিমজ্জিত হলে, দূষিত জলের নর্দমায় পড়ে গিয়ে দূষিত জল বা গ্যাস শ্বাসপথে ঢুকে গেলে, সে খুব দ্রুত অচেতন অবস্থায় পৌঁছোবে, ঐরূপ অবস্থার সূত্রপাত থেকেই সে হতচেতন হয়ে পড়বে, তার মুখমণ্ডলে নানা রঙের ফুট ফুট দাগ দেখা দেবে, তার দাঁতে সর্ডিজ্ বা ছাতা পড়তে দেখা যাবে যা টাইফয়েডের সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে প্রকাশ পাবে, টাইফয়েডের তুলনায় এই ধরনের রোগীর পেট অনেক কম সময়ের মধ্যেই ফুলে উঠতে দেখা যাবে। যারা ঐসব লক্ষণ পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত তাঁরা জানেন যে টাইফয়েড জ্বরে ঐ সব লক্ষণ কয়েকদিনের পরে দেখা দেবে কিন্তু সেই সব লক্ষণ ব্যাপটিসিয়ার ক্ষেত্রে হয়ত তৃতীয় দিনেই দেখা যাবে, রোগীর পেট এত কম সময়ের মধ্যেই ফুলে ওঠে, তার মুখ থেকে রক্ত ওঠে এবং মুখে পচা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। রোগীর দেহে ভীষণ দুর্গন্ধ হয় এবং ডিলিরিয়ামের লক্ষণ তার মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যেটা সাধারণত টাইফয়েডে বেশ কিছুদিন ভোগার পরে দেখা দেবার কথা তা মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা দেয়, যেন রোগী খুব দ্রুত সঙ্গীন অবস্থায় মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে। স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি রোগী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অবচেতনভাবে শয্যায় পড়ে থাকে। সে অবস্থায় তাকে জাগিয়ে তুললে ডিলিরিয়াম দেখা দেবে, রোগী অর্ধ অচেতনভাবে থেকে ভুল বকতে শুরু করবে। এইরূপ অবস্থায় টাইফয়েড জ্বর, স্কারলেট ফিভার, সার্জারীজনিত সেপটিক ফিভার অথবা পিওরপেরাল অর্থাৎ সন্তান প্রসবের পরে প্রসব পথে দূষণ হয়ে সেপটিক ধরনের জ্বর প্রভৃতি যে কোন অবস্থাতেই দেখা গেলে ব্যাপটিসিয়ার কথা অবশ্যই স্মরণীয়। জ্বর অবস্থায় রোগীর দিকে তাকালে, তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে, তাকে পাশ ফিরিয়ে শোয়ালে, তাকে জাগিয়ে তুলে কিছু বলতে চাইলে মনে হবে যেন সে প্রচুর মদ পান করে পড়ে আছে। ব্যাপটিসিয়ার রোগীকে দেখলে প্রথমে ঐ ধরনের একটা চিন্তাই মনে আসবে, কারণ তার চেহারার একটা হতচেতনভাব দেখা দেয়, তার মুখমণ্ডলে ফোলা ফোলা, বেগুনী রঙের বা নানারঙের ছিট্‌ছিট্ ছোপ

থাকতে দেখা যায়, তার মুখ থেকে রক্ত চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে, সেই জন্য রোগীকে অনেকটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ার মত দেখায়।

রোগীর মন যেন শূন্য হয়ে গেছে, সে কি বলছে তা যেন সে বুঝতে পারে না, তার মধ্যে একটা বিচলিত ভাব দেখা যায়; অর্ধচেতন অবস্থা থেকে তাকে জাগিয়ে তুললে সে কিছু বলার চেষ্টা করতে গিয়ে দু'একটি শব্দ উচ্চারণ করেই আবার হতচেতন বা স্টুপর অবস্থায় ঝিমিয়ে পড়ে। যে কোন ধরনের রোগ, প্রদাহ অথবা যে কোন অঙ্গ বা যন্ত্র আক্রান্ত হয়ে যদি ঐ ধরনের রক্তদূষণ এবং ঐ ধরনের মানসিক লক্ষণ সৃষ্টি করে, তা হলে রোগটা যাই হোক না কেন, সে ব্যাপটিসিয়ার রোগী।

এই ওষুধটির সব ধরনের স্রাবই পচা ও তীব্র ধরনের ঝাঁঝালো দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে, ঘাম হলে তাতে টক, দুর্গন্ধ ও ঝাঁঝালো গন্ধ থাকে, মনে হয় যেন সেই গন্ধ দেহের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সাধারণত ওষুধটিতে রোগীর দেহে ঘাম না থাকলেও একটা দুঃসহ গন্ধ রোগীর দেহ থেকে পাওয়া যায়। ঐ গন্ধটা এতটাই তীব্র যে রোগীর ঘর খোলা থাকলে সম্পূর্ণ বাড়িটাতেই সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। রোগীর মলেও খুব বেশী পচাটে দুর্গন্ধ থাকে এবং রোগীর ঘরে ঢুকতে গেলেই সে গন্ধটা নাকে এসে ধাক্কা দেয়।

এই ওষুধটিতে রোগীর মনের একটা অদ্ভুত বিচলিত অবস্থা বা কনফিউসন থাকতে দেখা যাবে। রোগী যেন তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়; তার মনে হয় যেন তার দেহে ও মনের মধ্যে নিজেরই দুটি রূপ রয়েছে। অচেতন অবস্থা থেকে রোগীকে জাগিয়ে তুললেই তার মনে এই দ্বৈতসত্তার অবস্থানের কথা জাগে এবং তখন সে শুয়ে শুয়েই যেন অপর সত্তাটির সঙ্গে কথা বলে চলে, আর মনে হয় যেন তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে হাতের বুড়ো আঙ্গুলের বিরোধ ঘটেছে, অথবা একটি যেন অপরটির সঙ্গে কথা বলছে, অথবা তার দেহ যেন টুকরো টুকরো হয়ে বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে এবং সে সেই টুকরোগুলো খুঁজছে। রোগীকে যদি ঐ সময় জিজ্ঞাসা করা যায় যে সে কি করতে চাইছে, তখন হয়ত সে উত্তর দেবে যে সে তার দেহের বিভিন্ন টুকরো অংশগুলো খুঁজে একত্রে জড়ো করতে চাইছে। কিন্তু কখনই সেই কাজে সফল হয় না, কারণ সে ডিলিরিয়ামে আচ্ছন্ন থেকেই ঐরূপ করে থাকে। রোগীকে জাগিয়ে না তুললে বেশীর ভাগ সময়েই সে অচেতন অবস্থায় থাকে এবং মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে ভুল বকে। রোগীকে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ার মত মনে হয়, মানসিক দিক থেকে সে ততটাই বিচলিত অবস্থায় থাকে। কখনো কখনো রোগীকে অচেতন বা স্টুপর অবস্থায় না থেকে খুব বেশী অস্থির ও নিদ্রাহীন অবস্থাতেও থাকতে দেখা যায়, তবে সেটা ব্যতিক্রম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগীকে বিছানায় একপাশ ফিরে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে থাকতে দেখা যাবে এবং তাকে ডাকলে বা তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে খুব বিরক্তি বোধ করে। আবার যখন সে আচ্ছন্নতার ঘোরে থাকে না তখন সে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে ছটফট করতে

থাকে। তখন সে নিদ্রাহীন অবস্থায় থেকে বিছানায় নিজের দেহের বিচ্ছিন্ন টুকরো-গুলো সে খুঁজতে থাকে, কিন্তু ঐ টুকরোগুলো না পাবার জন্যই যেন সে ঘুমোতে পারে না। ঘুমে রোগীর চোখ বন্ধ হয়ে এলেই তার মনে নানা ধরনের ভাবনা দেখা দেয়, বিশেষভাবে রাত্রিতে রোগী যেন বেশী হতচেতন হয়ে পড়ে। রোগীর মনে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করবার ইচ্ছাই থাকে না, মনটা খুব দুর্বল দুর্বল বোধ হয়। মনের এইরূপ অবস্থার সঙ্গে খুব দ্রুত অ্যাকিউট কোন রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। স্কারলেট ফিভার, ম্যালিগন্যান্ট ধরনের বিরামহীন জ্বর প্রভৃতি জাইমোটিক বা জটিল জীবাণুঘটিত উপসর্গ খুব দ্রুত দেখা দেয়। সুচিকিৎসা না হলে ১০-১২ দিনের মধ্যেই এই ধরনের রোগীর মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু সাধারণ টাইফয়েড জ্বরে ৪ সপ্তাহ বা তারও বেশী সময় ধরে রোগভোগের পরে, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। ব্যাপটিসিয়ার রোগীর রক্তাপাত কালচে ও দুর্গন্ধযুক্ত হতে দেখা যাবে। পচাটে দুর্গন্ধ সব ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে। এই ওষুধের রোগীর ডায়রিয়ায় মল পাতলা, জলের মত এবং হলদে রঙের হয়ে থাকে। মলের চেহারা অবিকল টাইফয়েডের রোগীর মত বার বার, নরম, হলদেটে, সুতোর আঁশ জড়ানোর মত অথবা শস্যদানা দিয়ে তৈরি পাতলা হলদেটে খাবারের মত দেখা যায়। তবে বেশীরভাগে ক্ষেত্রে এই ওষুধের মলের চেহারা কালচে বাদামী অথবা ধোঁয়াটে রঙের হতে দেখা যাবে। সৌভাগ্যবশত আমি যে সব টাইফয়েড রোগী দেখেছি তাদের মধ্যে অনেককেই ব্যাপটিসিয়া দিয়ে দ্রুত সারানো সম্ভব হয়েছে। যে সব মলের চেহারা শ্লেটের মত কালচে বা বাদামী সেই সব ক্ষেত্রে ব্যাপটিসিয়া বেশী ভাল ফল দিয়েছে। মলের গন্ধ যেন দেহে ঢুকে যাবার মত তীব্র ও ঝাঁঝালো হয়, তা ছাড়া এই ওষুধটির সাহায্যে জলের মত পাতলা ও শ্লেট রঙের মলযুক্ত ডায়রিয়া, মলে পচা মাংসের মত দুর্গন্ধ, মৃতদেহের মত গন্ধ ও খুব বেশী অবসাদগ্রস্ত অবস্থা সারানো সম্ভব হয়েছে। টাইফয়েড ছাড়াও সাধারণ ডায়রিয়ায় অনুরূপ মলের চেহারা ও দুর্গন্ধের সঙ্গে অবসাদ এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো যায়। এই অবসাদ ও দুর্বলতা খুব দ্রুত দেখা দেয়, মাত্র তিন দিনেই ঐরূপ ডায়রিয়া ও অবসাদে রোগী মৃতের মত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এই ওষুধটিতে মাথাধরার লক্ষণও থাকতে দেখা গেছে। গুরুতর কোন রোগে যেমন দেখা যায় তেমনি ধরনের রক্তাধিক্যজনিত মাথার যন্ত্রণা, কপালে, মাথার পিছনে বিশেষভাবে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মাথাধরা দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে ব্যাপটিসিয়া মাথাধরার ওষুধ নয়। কিন্তু যখন টাইফয়েড, স্কারলেট ফিভার প্রভৃতি খারাপ ধরনের জ্বরের সঙ্গে তীব্র ধরনের মাথাধরা দেখা দেয়, তখন এই ওষুধটির প্রয়োজন হতে পারে।

এই ওষুধটিতে চোখের উপসর্গের বিশেষ কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। চোখে কনজেস্সন হয়ে লাল হয়ে ওঠা, চোখে এবং পিছনের অংশে বেদনা প্রভৃতির মত কানে শোনা এবং নাকের নানা ধরনের গোলযোগও থাকতে পারে। তবে সে

সবই বিশেষ ধরনের জ্বরের সঙ্গে দেখা দেয়। কিন্তু রোগীর মুখমণ্ডলের দিকে তাকালেই ব্যাপটিসিয়ার লক্ষণ আমাদের নজরে পড়বে, মুখমণ্ডলের ভাবলেশহীন চেহারা দেখতে পাব। রোগীর হাব-ভাব, তার চোখ,তার মুখমণ্ডল সবেতেই সেইরূপ ছাপ থাকতে দেখা যাবে। মুখমণ্ডলে কালচে লাল রঙ ধারণ ও ভাবলেশহীনতার লক্ষণ পরিস্ফুট হবে। রোগীর মুখমণ্ডল গরম ও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় এমন রক্তোচ্ছ্বাস ও কালচে লাল বা বাদামী রঙের হয়ে থাকতে দেখা যাবে, মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ থাকবে, কপাল ও মুখমণ্ডলে সংকটকালীন ঘাম, দৃষ্টিতে উদ্বেগ ও ভয়ের চিহ্ন; রোগীকে ঘুম বা আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুললে মনে হবে যেন সে খুব ভীতিকর কোন স্বপ্ন দেখছিল।

রোগীর মুখ, দাঁত, জিহ্বা, গলা প্রভৃতি সর্বত্রই ব্যাপটিসিয়ার বিশেষ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। জিহ্বায় ফোলা, বেদনা ও দুর্গন্ধ এবং কালচে রক্ত দিয়ে যেন আবৃত মনে হবে, জিহ্বায় শুকনো, দগ্‌দগে, আড়ষ্টভাব, চামড়ার মত শক্ত দেখায়, অনেক ক্ষেত্রে জিহ্বা কাঠের মত, পোড়া চামড়ার মত ও ক্ষতযুক্ত থাকতেও দেখা যায়। ক্ষত হওয়ার লক্ষণটি এই ওষুধের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। মুখের ভিতর ক্ষত বা অ্যাপথাস প্যাচ, আলপিনের মাথার মত ছোট ছোট ক্ষত কালচে হয়ে সারা মুখে এমন ভাবে ছড়িয়ে থাকে যে মনে হয় যেন মুখের ভিতরে সবটাতেই যেন ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে; মুখে খুব দুর্গন্ধ থাকতে দেখা যায়, মুখ থেকে ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত লালা চুঁইয়ে পড়তেও দেখা যেতে পারে। গলায় ক্ষত হয়ে দগ্‌দগে হয়ে যায় এবং সেখানে থেকে রক্তপাত হয়। গলায় ডিপথেরিয়াজনিত স্রাব সৃষ্টি ও নির্গমন হতে পারে, গলার ক্ষতের চারধারের অংশ কালচে ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। গলার ভিতরে খুববেশী ফোলা ও কিছু গিলতে বেশ কষ্টবোধ হতে দেখা যাবে। গ্যাংগ্রীন জাতীয় ক্ষত মুখগহ্বর ও গলায় হলে ব্যাপটিসিয়া খুব উপযোগী হয়। 'ক্যাংক্রাম ওরিস' এর ক্ষত খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায় এবং আশপাশের টিসু বিনষ্ট করে, ফ্যাগেডিনার মত হয়। দাঁতে খুব দ্রুত সর্ডিস বা ময়লা জমে। রোগীকে কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর পরে জাগালে তার ঠোঁট ও মুখের কোণে শুকনো রক্তের ছোপ ও দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। রোগীর নাক, মুখ, গলা থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়, ঘন রক্ত চুঁইয়ে বেরোয় এবং খুব পচাটে দুর্গন্ধ থাকে। জিহ্বার মধ্যাংশ লাল ও খুব শুকনো থাকে; মুখগহ্বরের উপরের অংশ বা তালুতে খুব ফোলা ও অসাড়-বোধ থাকতে পারে, মুখে পচাটে ও গা বমি করার মত তেঁতো স্বাদ, জিহ্বায় কালচে আভা, শুকনো জিহ্বার মাঝখানটা বাদামী রঙের দেখানো, জিহ্বায় কালচে বাদামী রঙের পুরু প্রলেপ; জিহ্বায় হলদেটে সাদা ছোপ ও গভীর ফাটা ফাটা দাগ, সারা মুখেই ক্ষত প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগে যুবতী মায়েদের গলায় ক্ষত এবং স্তন্যপায়ী শিশুদের মুখের ঘা প্রভৃতির সঙ্গে ক্ষতের ছাই ছাই বা কালচে বা বাদামী রঙ, দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ক্ষতের সঙ্গে মুখে পচাটে দুর্গন্ধ এবং খুববেশী তাড়াতাড়ি অবসাদগ্রস্তভাব থাকলে সেই অবস্থা সারানো

যেতে পারে। তবে এইসব লক্ষণের সঙ্গে কোন জ্বর থাকে না। মুখে যে কোন ধরনের ক্ষত, অ্যাপথাস, কংক্রাম প্রভৃতির সঙ্গে ঘন লালায় ভিজে যেতে দেখা যায়, এইরূপে অবস্থা **মার্কারী** অর্থাৎ **মার্কিউরিয়াসেও** থাকতে দেখা যেতে পারে।

গলার ক্ষতে গ্যাংগ্রীন ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। এই সব ধরনের ক্ষতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তারা খুব দ্রুত সৃষ্টি হয় এবং বেদনাহীন থাকে, অসাড় বোধ হয়, যেন কোন অনুভূতিই তাতে থাকে না। কিন্তু এই ওষুধটিতে বেদনাযুক্ত গলার ক্ষতও হতে দেখা যাবে। মুখগহ্বর ও গলার ভিতরে কালচে লাল দেখায়, কালচে রঙের, এবং পচাটে গন্ধযুক্ত ক্ষত, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ও টনসিলে ফোলা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে টনসিল ও মুখের তালুর নরম অংশের ফোলা-ভাবের সঙ্গে কোনরূপ বেদনা না থাকতেও দেখা যেতে পারে; খুববেশী স্ফীতি, টিসুর বৃদ্ধি ও বেগুনী রঙ থাকতে পারে, ক্ষতগুলির চেহারা কখনো উজ্জ্বল লাল হবে না, বরং রঙটা যত বেশী গাঢ় ও কালচে হবে ততই সেটা ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণের সঙ্গে কোথাও মিউকাস মেমব্রেন বা কোন ক্ষতের চেহারায় উজ্জ্বল লালচে রঙ থাকতে দেখা যাবে না। **বেলেডোনার** মত এই ওষুধটির ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনে কোথাও উজ্জ্বল লাল বা গোলাপী রঙ দেখা যাবে না। **বেলেডোনাতে** উজ্জ্বল লাল রঙের সঙ্গে দু-একটি ক্ষেত্রে মেটে মেটে বা ছাই ছাই রঙ থাকতে দেখা গেলেও কখনই তা ব্যাপটিসিয়ার মত ততটা ব্যাপক নয়। ব্যাপটিসিয়ার মত পচাটে অবস্থা ও দুর্গন্ধও **বেলেডোনাতে** থাকে না। ইসোফেগাস থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত একটা সংকোচন বা কন্সট্রিকশন বোধ; প্রথমে ইসোফেগাসে স্প্যাজম বা আক্ষেপযুক্ত বেদনা দেখা দেয় এবং পরে সেখানে পক্ষাঘাতের মত অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেইরূপ অবস্থায় রোগীর গলা দিয়ে প্রথমে তরল পানীয় নামতে পারলেও সামান্য শক্ত খাদ্য একটুও সে গিলতে পারে না। শক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে তা ইসোফেগাসের মুখে গিয়ে দলা পাকিয়ে একটা লাম্প এর মত সৃষ্টি করে, ফলে রোগীর গলনালীতে একটা আটকে থাকা ভাব বোধ হয় এবং সে অনেক কষ্টে খাদ্যের আটকে থাকা দলাটা বমি করে তুলে ফেলে এবং তরল পানীয় ও জল গিলতে বাধ্য হয়। রোগী তরল পানীয় গিলতে পারে, কিন্তু সামান্য শক্ত খাদ্য একটুও গিলতে পারে না। **নেট্রাম মিউর** এবং আরো বেশ কিছু ওষুধে ইসোফেগাসের স্প্যাজম, সেইসঙ্গে স্নায়বিক উপসর্গ প্রভৃতি থাকতে দেখা যায় কিন্তু আর কোন ওষুধেই ব্যাপটিসিয়ার মত ইসোফেগাসের স্প্যাজম, পক্ষাঘাত ও খুব দ্রুত দেখা দেওয়া অবসাদ প্রভৃতির সঙ্গে তরল পানীয় গিলতে পারা কিন্তু শক্ত খাদ্য গিলতে অসমর্থ হওয়া লক্ষণ থাকতে দেখা যাবে না। ইসোফেগাসে উপর থেকে, পাকস্থলী পর্যন্ত কুঁকড়ে থাকা বা সংকোচন সেজন্য বার বার ঢোক গেলার চেষ্টা, গলায় ঘা হয়ে সংকোচনবোধ, কেবলমাত্র তরল পানীয় গিলতে পারা প্রভৃতি লক্ষণ ব্যাপটিসিয়াতে দেখা যেতে পারে। ছোট শিশু কোন শক্ত খাদ্যই গিলতে পারে না, শক্ত খাদ্য তার গলায় আটকে যায় সেইজন্য সে কেবলমাত্র দুধই পান করে এবং

কখনো কখনো পাতলা, জলের মত, দুর্গন্ধযুক্ত বমি বা মল দিবারাত্র ত্যাগ করতেও দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে ওষুধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুর্গন্ধ, চেহারায় মেটে মেটে বা ধূসর রঙ ও দ্রুত দেখা দেওয়া অবসাদের লক্ষণ থাকলে, আক্রান্ত শিশু বা বয়স্কদের রোগটা স্কারলেট জ্বর না ডিপথেরিয়া সেটা জানার কোন প্রয়োজন হয় না, যদি ঐ ধরনের লক্ষণের সঙ্গে টাইফয়েড জ্বর থাকে তা হলে বিশেষ কোন ওষুধের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। খাবার গলাধঃকরণে নিযুক্ত সব যন্ত্রাদি বা অংশের পক্ষাঘাত প্রভৃতি দেখা যায়। কোন ওষুধ নির্বাচন করবার পূর্বে তার কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশেষ লক্ষণ ও আনুষঙ্গিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তবেই সেই ওষুধটি সুনির্দিষ্টভাবে বেছে নেওয়া সম্ভব, এবং প্রতিটি চিকিৎসকের কাজ বা দায়িত্ব কেবল মাত্র সেই রকম সুনির্দিষ্টভাবে ওষুধ নির্বাচন ও প্রয়োগ করা।

এই ওষুধের রোগীর অ্যাবডোমেন, পাকস্থলী সবই ফুলে উঠতে দেখা যেতে পারে। লিভারের প্রদাহের সঙ্গে এরূপ অবস্থা হতে পারে। যে কোন পূর্ব বর্ণিত সঙ্গীন রোগের সঙ্গে পেট ফুলে ওঠা বা টিম্প্যানাইটিস, তলপেটের ডানদিকের অংশে কিছুটা জায়গায় খুববেশী টনটন্ করা ব্যথা ও খুববেশী পচাটে দুর্গন্ধ পাওয়া গেলে সেই ক্ষুদ্র অ্যাপেণ্ডিক্সের প্রদাহের অবস্থায় সার্জনের ছুরির সাহায্য নেবার প্রয়োজন হবে না, ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগেই রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব হবে।

খুব দুর্গন্ধযুক্ত ও খুব দুর্বলকারী ডায়রিয়া, অ্যাপথাস ডায়রিয়া অর্থাৎ ডায়রিয়ার সঙ্গে মলদ্বারের যে অংশ কিছুটা বাইয়ে বেরিয়ে আসে তার চারপাশে ছোট ছোট ক্ষত বা ঘা দেখা দেয়, ডায়রিয়াতে মল অসাড়ে নির্গত হওয়া, অসাড়ে প্রস্রাব ও মল নির্গমনের লক্ষণ ঐসব খারাপ বা সঙ্গীন ধরনের রোগের সঙ্গে দেখা দেওয়া, মলের সঙ্গে কালচে বাদামী শ্লেষ্মা বা মিউকাস ও রক্ত পড়তে পারে এবং খুব পচাটে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। এই ওষুধে ডিসেণ্ট্রি বা আমাশয়, সন্তানপ্রসবের পরে হঠাৎ লোচিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, সমগ্র পেটে খুববেশী স্পর্শকাতর বেদনা, সেই সঙ্গে ব্যাপটিসিয়ার রোগীর নির্দিষ্ট বিশেষ লক্ষণ হিসাবে খুববেশী দুর্গন্ধ, মুখমণ্ডলের চেহারায় বিশেষত্ব খুব দ্রুত দেখা দেওয়া অবসাদ প্রভৃতি ও বিশেষ ধরনের মানসিক লক্ষণ, খুব দ্রুত অবসন্ন ও হতচেতন হয়ে পড়া, মুখমণ্ডলের ভাবলেশহীন চেহারা প্রভৃতি পিওরপেরাল ফিভারের লক্ষণের সঙ্গে দেখা যেতে পারে। এইসব নানা ধরনের উপসর্গসহ পিওরপেরাল ফিভারে কয়েকদিন ভোগার পরেই রোগীর হাত-পায়ে খুব দুর্বলতা ও কাঁপুনি দেখা দেয়, জিহ্বা বার করলে সেটিও থির থির করে কাঁপতে দেখা যাবে, রোগী হাত উঁচু করলে সেটিও কাঁপে, হাত-পায়ের ঐরূপ কাঁপতে থাকা, সর্বদেহেই কাঁপুনি লক্ষ্য করা যেতে পারে। রোগীর অবসাদ বেড়ে যায়, তার চোয়াল ঝুলে পড়ে এবং সে চিৎ হয়ে অচেতন অবস্থায় শুয়ে থাকে, এবং সেই অবস্থায় তার মুখটি হাঁ করা অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে ঐরূপ অবস্থাতেই বিছানার পায়ের দিকে নেমে যায় এবং তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের পক্ষাঘাতজনিত

দুর্বলতা দেখা দেয়। এই ভাবেই রোগটির সঙ্গে অবসাদ ক্রমশ বেড়ে যেতে দেখা যাবে, কিন্তু ঐরূপ সঙ্গীন অবস্থাতে ও ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগে রোগীর ঐ পিওরপেরাল জ্বর দূর করা যায়। সুনির্বাচিত হলে অর্থাৎ ওষুধটির লক্ষণসমূহ সঠিক ভাবে বিচার করে ব্যাপটিসিয়া প্রয়োগ করলে টাইফয়েড জ্বর, অবসাদ ও কাঁপুনি, বিছানায় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকা, অর্ধ অচেতন অবস্থায় প্রায় মৃতের মত শয্যায় পড়ে থাকা, খুববেশী ঝিমুনিভাব বা আচ্ছন্নতা, অচেতন অবস্থায় ভুল বকা, সব ধরনের স্রাব বা রস নির্গমন দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া, রোগীর শ্বাস, মল, প্রস্রাব, যে কোন ক্ষত সবেতেই খুববেশী পচা দুর্গন্ধ, মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত প্রভৃতি সবই সারানো যেতে পারে।

ব্যারাইটা কার্বোনিকা
(Baryta Carbonica)

ব্যারাইটা কার্ব ওষুধটি সম্পূর্ণ ভাবে পরীক্ষিত বলে তার লক্ষণসমূহ পড়লে খুব চিত্তাকর্ষক বলে মনে হবে। এটি একটি বিশেষ ধাতুগত ওষুধ। এই ধরনের ওষুধ সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী ও উপর উপর ক্রিয়াশীল ওষুধের তুলনায় চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। তারা দীর্ঘস্থায়ী ও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল মায়াজমজনিত উপসর্গগুলি ধারণ করে থাকে। এই ওষুধটি অল্পবয়সের ছেলে-মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক গঠনের উপর কার্যকরী হয়। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এই ওষুধটিতে বামনাকৃতি কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ঐ কথাটির অর্থ সর্বদাই দেহের খর্বতা বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। 'ডোয়ার্ফিসনেস' কথাটি এখানে দৈহিক ও মানসিক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত বলে ধরতে হবে। মানসিক খর্বতার সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও যন্ত্রাদিরও খর্বতা বলে ধরতে হবে। প্রিকোসিটি বা অকালপক্কতা কথাটির সঠিক অর্থে নিলে অল্পবয়সী কোন ছেলে বা মেয়ের বয়সের অনুপাতে অধিক বুদ্ধি, মনের দিক থেকে অনেক বেশী পরিণত অবস্থা বোঝায়। সেই অর্থেই আমরা বলতে পারি যে এই ওষুধের রোগী ছেলে-মেয়েরা বয়সের তুলনায় অনেক বেশী পরিণত হবার বদলে ঠিক তার বিপরীত হয়ে থাকে এবং সেই অর্থেই 'ডোয়ার্ফিসনেস' বা খর্বাকৃতি বা 'বামনাকৃতি' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিশুদের সব ধরনের বোধ-বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক দেরিতে আসে। কথা বলতে শেখা, পড়াশুনা করা, কোন বিষয়ে বুঝতে শেখা বা ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারা, বয়সের অনুপাতে উপযুক্ত কাজকর্ম করতে শেখা বা পারা সবেতেই বিলম্ব হয়। অনেক সময় আমরা বলি যে **ক্যালকেরিয়া কার্ব**-এ দেরিতে হাঁটতে শেখা লক্ষণটি থাকে, কিন্তু ব্যারাইটা কার্ব-এও দেরিতে হাঁটতে শেখা লক্ষণটি থাকতে দেখা যায়, তবে তার কারণটি সম্পূর্ণ পৃথক। ব্যারাইটা কার্বের শিশুর পায়ের গঠন যথেষ্ট ভাল ও দৃঢ় থাকলেও তার হাঁটা-চলা করতে শেখায় বিলম্ব হয়ে থাকে। **ক্যালকেরিয়াতে** শিশুর হাত-পায়ের গঠনে দুর্বলতা, মাংসপেশীর থলথলে ভাব, হাড়ের গঠনে দুর্বলতা প্রভৃতি

কারণের জন্যই হাঁটাচলা করতে বিলম্ব হতে দেখা যায়। **ক্যালকেরিয়াতে** দেরিতে হাঁটা-চলা করতে শুরু করা এবং ব্যারাইটাতে হাঁটা-চলা করতে শেখায় বিলম্ব হওয়া লক্ষণ থাকবে। সেদিক থেকে ওষুধটি **বোরাক্স** এবং **নেট্রাম-মিউর**-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে থাকে। এই তিনটি ওষুধেই মস্তিষ্কের গঠনে একটা অদ্ভুত দীর্ঘসূত্রিতা বা ঢিলেঢালা ভাব দেখা যায়, যার জন্য ঐ ধরনের শিশুদের সব ধরনের কাজ শিখতে, তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠনে বিলম্ব হতে দেখা যায়। তবে এই তিনটি ওষুধের তুলনায় ব্যারাইটা কার্বে সব কিছু শেখা ও গঠনে বিলম্ব হওয়া লক্ষণটি অনেক বেশী পরিস্ফুট থাকতে দেখা যাবে।

চিকিৎসা করতে গিয়ে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের এমন কিছু মেয়েকে দেখা যাবে যারা শিশু বয়সে যে ধরনের কাজ করত, যে ভাবে কথাবার্তা বলত এখনও সেইভাবে কাজ করে, কথাবার্তা বলে। তাদের মধ্যে সেই ধরনের মানসিক ও দৈহিক গঠনের বিলম্ব বা ধীরগতি লক্ষ্য করা যাবে। রোগীর কাজ-কর্ম, ব্যবহার, আচার-আচরণ সবেতেই একটা শিশুসুলভ ভাব থাকে। তারা যুবা বয়সেও পুতুল নিয়ে খেলা করে এবং হাবা বা বোকার মত কথা বলে, তাদের মধ্যে যুবক-যুবতীর মত পরিণত অবস্থা দেখা যাবে না। এইরূপ অবস্থাকে মানসিক খর্বতা বলতে হবে। এই ধরনের গঠনের দুর্বলতা, মানসিক এবং দৈহিক উভয় দিকেই গঠনের দুর্বলতা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলি দেখা গেলে ব্যারাইটা কার্বের বিষয়ে জানতে বা বুঝতে আর কোন অসুবিধা হবে না। এই ধরনের কিছু কিছু লক্ষণ **গ্র্যাফাইটিস, সালফার** এবং **ক্যালকেরিয়াতে** পাওয়া গেলেও সে সবের সঙ্গে এই ওষুধটির লক্ষণগুলির তুলনাই চলে না। এই ওষুধটির রোগীর গঠনের ত্রুটি এই বলে মনে হয় যে এখানে শিশু বয়স থেকে পূর্ণ বয়স্ক যুবক-যুবতীতে পরিণত হবার জন্য প্রয়োজনীয় গঠন যেন বন্ধ হয়ে রয়েছে। এখানে আমি ক্ষুদ্রদেহী একটি মানুষের প্রসঙ্গে ব্যারাইটা কার্বের কথা চিন্তা করছি না, মানুষটির মানসিক খর্বতা, বুদ্ধি-বৃত্তি, বিকাশের খর্বতা এবং সেইসঙ্গে তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও যন্ত্রাদির গঠনের খর্বতার কথাই চিন্তা করব। মনে হয় যেন রোগীর বিভিন্ন অঙ্গ ও যন্ত্রাদির পক্ষাঘাত হয়েছে অথবা বিশেষ কোন একটি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের গঠন যেন বন্ধ হয়ে গেছে। যেন বিশেষ কোন একটি অঙ্গ বা যন্ত্রকে বাদ দিয়ে অন্যান্য অংশ যথারীতি যেন স্বাভাবিকভাবে গঠিত হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গতা পাচ্ছে। এইরূপ ক্ষেত্রেই এই ওষুধটির কথা মনে করতে হবে। দেহের যে কোন একটি অংশ বা যন্ত্র গঠনের অভাব, কিন্তু অন্যান্য অংশ স্বাভাবিকভাবে গঠিত হওয়া, দেহের যে কোন একটা দিকে গঠনের ত্রুটি কিন্তু অপর দিকটার গঠনে স্বাভাবিকতা লক্ষণ এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যাবে।

এই ওষুধটির পরবর্তী বৈশিষ্ট্য, দেহের বিভিন্ন লিম্ফগ্ল্যাণ্ডের উপর এর বিশেষ আকর্ষণ। দেহের যে কোন স্থানের গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠা ও শক্ত হয়ে পড়া; ঘাড়ের, কুঁচকির, পেটের ভিতরে অবস্থিত লিম্ফগ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি সবই আক্রান্ত হতে

পারে ; গলায় পাশে ঘাড়ের গ্ল্যান্ডগুলি বেড়ে গিয়ে শক্ত দানামত হয়ে যেন একটি মালার মত সৃষ্টি হয়। বিশেষ কয়েকটি লক্ষণের কথা যা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব, সেগুলি ছাড়া এই ওষুধটিতে আমরা একটা অদ্ভুত চেহারা দেখতে পাব। এটিতে শীর্ণতা দেখা যাবে—যারা আগে বেশ মোটা-সোটা, স্বাস্থ্যবান ছিল, তারা ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে যায়, তাদের দেহ যেন ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে। এই ওষুধের রোগীর পেটটি বেশ বড় হয়ে থাকে। যে সব শীর্ণকায় শিশুর দেহের বিভিন্ন গ্ল্যান্ড বড় থাকে, পেটটি বড় হয়ে ওঠে তাদের পক্ষে এই ওষুধটি উপযুক্ত। শীর্ণতায় দেহের বিভিন্ন অংশের টিস্যুর শীর্ণতা, হাত-পায়ের শীর্ণতা এবং মানসিক খর্বতার লক্ষণ থাকলে ব্যারাইটা কার্বের শীর্ণতা বা ম্যারাসমাস বুঝতে আর অসুবিধে থাকবে না।

এই ওষুধের রোগী শীতকাতুরে হয় ; ঠাণ্ডায় সে সংবেদনশীল থাকে, সর্বদা গায়ে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে রাখতে চায়। খুববেশী দুর্বলতার সঙ্গে ক্ষীণ নাড়ী ওষুধটির একটি বিশেষ লক্ষণ ; এই লক্ষণে রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয় ; বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে তার কষ্ট আরও বেড়ে যায়। খাবার পরে দুর্বলতা বেড়ে যেতে দেখা যায় ; তার মাথা-বেদনা নড়াচড়া করায় এবং খোলা হাওয়ায় থাকলে কম বোধ হবে। ঠাণ্ডায় তার উপসর্গসমূহ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। দেহে ঠাণ্ডা হাওয়া অথবা কোনভাবে ঠাণ্ডা লাগলে বড় হয়ে ওঠে গ্ল্যাণ্ডগুলি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে এবং সেগুলিতে রক্তাধিক্য ঘটে, টনসিল ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডগুলিও প্রতিটি ঠাণ্ডায় অথবা দেহে যে কোন ভাবে ঠাণ্ডা লাগলে বড় হয়ে ওঠে এবং শক্ত হয়ে পড়ে।

গ্ল্যান্ডের স্ফীতি ও শক্ত হয়ে পড়া ; গ্ল্যান্ডের প্রদাহ ও টিস্যুর বৃদ্ধি ও বিস্তারলাভ এই ওষুধটিতে দেখা যায়। গ্ল্যাণ্ডগুলি শক্ত থেকে আরও শক্ত হতে থাকে। ক্ষতগুলির ভূমিতল শক্ত হয়ে যায়, খোলা দিকের ধারগুলিতেও শক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। কোন শিশুর হামজ্বর, স্কারলেট জ্বর, মাম্পস, খারাপ ধরনের ঠাণ্ডা লাগা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে কোন ধরনের অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে তার দেহের গঠন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং খর্বাকৃতি বা 'ডোয়ার্ফিসনেস' দেখা দেয়, এই অবস্থাটা শিশুর জন্মগত নয়, এটা পরে সৃষ্টি হওয়া গঠন প্রক্রিয়া থেমে থাকা অবস্থা। ঐ অবস্থার ফলে পেট ছাড়া সারাদেহেই শীর্ণতা ও ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দেয়, কেবলমাত্র পেটটি ক্রমশ বেড়ে চলে। রোগের বা অসুস্থতার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে এই ধরনের লক্ষণকে গুরুত্ব না দিলে ভুল হবে, কারণ, বিভিন্ন লক্ষণের সাহায্যেই এই প্রাথমিক ধাপ বা অসুস্থতার মূল সূত্রপাতটি বোঝা যায়, এরপরে অন্যান্য উপসর্গ ও টিস্যুর পরিবর্তন ঘটে পরিণত অবস্থাটির সৃষ্টি হয়।

এই ওষুধটির আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে ঐ সব অবস্থা অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের উপর আরোপিত হয়ে থাকে। আমরা বলি যে এটা শিশুসুলভ অবস্থা, এটা অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের বা যুবক-যুবতীদের মধ্যে দেখা দেওয়া স্বাভাবিক

গঠন প্রক্রিয়া আটকে থাকা অবস্থা। এখন, এইরূপ অবস্থা শিশুকালে, যুবা বয়সে অথবা প্রৌঢ় বয়সেও দেখা দিতে পারে। আমাদের বুদ্ধির অগম্য এমন কোন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে যে কোন বয়সের শিশু, যুবা বা প্রৌঢ়দের চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়ে যায়; আমরা তাকে অকালে দেখা দেওয়া বার্ধক্য বলে থাকি। ম্যালেরিয়া, অত্যধিক কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপ প্রভৃতির জন্য দেখা দেওয়া দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গের সঙ্গে, অকালবার্ধক্যের লক্ষণ পাওয়া গেলে ব্যারাইটা কার্ব সেই অবস্থার উপশম ঘটাতে পারে। বার্ধক্যের ছাপ দ্রুত রোগীর মধ্যে দেখা দেয়। শিশুকাল ও বার্ধক্যের মধ্যে খুববেশী পার্থক্য থাকে না বলে বার্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলা হয়; কিন্তু তবুও সর্বদাই আমরা সত্তর বছরের কোন বৃদ্ধের মধ্যে শিশুসুলভ আচরণ দেখলে দুঃখ পাই, কিন্তু এরূপ অবস্থা আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। এইরূপ অবস্থাকে সাধারণত পাগলামি বলা চলে না, এটা শিশুসুলভ আচরণ; কাজে ও কথায় শিশুর মত ব্যবহার। সুতরাং অকালবার্ধক্যের অবস্থা দেখা গেলেও আমাদের ব্যারাইটা কার্বের কথা ভাবতে হবে।

ব্যারাইটা কার্বের সাহায্যে ফ্যাটি টিউমার, আবরণযুক্ত টিউমার, লিউপাস, দেহের বহিরাংশে দেখা দেওয়া যক্ষ্মাজাতীয় কোন টিউমার বা গ্রোথ, সারকোমা প্রভৃতি সারানো যায়; তা ছাড়া এই ওষুধটির সাহায্যে ক্যান্সারজাতীয় উপসর্গের ব্যথা ও কষ্ট কমিয়ে দিয়ে রোগীর জীবন আরও কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী করা যায়।

এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণগুলি খুব যত্নের সঙ্গে পড়াশোনা করা দরকার; দেহের বিভিন্ন টিসুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবস্থার বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাবে। কোন অপরিচিত লোক দেখলে ব্যারাইটা কার্বের শিশু আসবাবপত্রের পিছনে লুকোয়; যেন লজ্জায় বা ভয়ে সে ঐরূপ লুকিয়ে পড়ে। শিশু নানা ধরনের অদ্ভুত সব কল্পনা করে, যেন সবাই তার বিষয়ে আলোচনা করছে অথবা হাসাহাসি করছে। শিশুর দেহে ও মনে যেন কোন বাড় নেই। তাকে কোন কথা বলে বা বুঝিয়ে লাভ হয় না, সে বার বার একই ধরনের কাজ বা আচরণ করে চলে। হয় শিশুটি কোন কথা বুঝতে পারে না, অথবা সে সে সব কথা মনে রাখতে পারে না, নতুবা সে কোন একটা কথা বারবার বোঝালেও সেটাকে তার বুদ্ধি ও চিন্তা দিয়ে ধরে রাখতে পারে না; শিশুটির মা তার সন্তানটি হয়ত কোনদিনই কোন কিছু শিখতে পারবে না বলে মনে করেন। শিশুটির শিক্ষকও হয়ত অনুযোগ করেন যে তার বোধবুদ্ধির অভাব রয়েছে। শিশুটির মা অথবা তার শিক্ষক হয়ত সঠিক বিষয়টা বুঝতে পারেন না, কিন্তু একজন শিক্ষিত হোমিও-প্যাথের কাছে বিষয়টা সঙ্গে সঙ্গেই সহজবোধ্য হবে। যদি তার মেটেরিয়া মেডিকা জানা থাকে তা হলে এটি দুর্বল শিশুর গঠনপ্রক্রিয়া সে সহজেই বুঝতে পারবে, যে সব শিশুর রিকেট হতে যাচ্ছে, যারা খুব দুর্বল, যারা সর্বদাই অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল থাকে, সেই ধরনের শিশুকে কিছুক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করে তার বোধ-বুদ্ধি, পারঙ্গমতা, কোথায় এবং কিসে তার অভাব বা ত্রুটি এবং কিভাবে সেই অভাব

বা ত্রুটি দূর করা সম্ভব সে সব বোঝা যেতে পারে। ঐ ধরনের ধাতুগত অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে হলে ওষুধের শক্তিও মাত্রার বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ; কারণ, কারো হয়ত মাঝারী শক্তি ও মাত্রায় ওষুধ প্রয়োজন হবে, কারো খুব নিচু শক্তির আবার কারো বা খুব উঁচু শক্তির প্রয়োজন হবে। কাজেই ঐসব ছোট শিশুদের যা প্রয়োজন সেটা থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত নয়। এভাবেই আমরা তাদের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে, তাদের সম্পূর্ণরূপে সক্ষম করে তুলতে পারব।

পাঠ্য বইয়ে 'পরিচ্ছন্ন চেতনার অভাব' কথাটি পাওয়া যায়। ঐ কথাটির প্রকৃত অর্থটা বুঝতে, আমরা পূর্বে এই ওষুধটিতে যে সব কথা বলেছি, তাতে আর কোন অসুবিধে থাকা উচিত নয় ; এবং এ ব্যাপারটা অন্যান্য ওষুধের তুলনায় এই ওষুধটিতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখা দেয়। 'পরিচ্ছন্ন চেতনার অভাব' কথাটি বিশেষভবে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। ডিজিনেস বা হতচেতন ভাবের সঙ্গে যে মানসিকভাবে বিচলিত অবস্থা বা ফিউসন থাকে, এটা সে রকমের নয় ; এখানে রোগীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে অস্পষ্টতা বোঝায়। বুদ্ধিবৃত্তির উপরে এই ওষুধটির ক্রিয়া খুবই গভীর। রোগীর স্মৃতিশক্তির উপরেও এটি কার্যকরী ; প্রথমে খুব দুর্বলতার সঙ্গে ঐরূপ অবস্থা আরম্ভ হয়ে পরে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে মানসিক দিক থেকে একটা অস্পষ্টতা বা মেঘলাভাব থেকে ধাপে ধাপে বেড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতায় পর্যবসিত হতে দেখা যায়।

ব্যারাইটা কার্বের শিশুকে ডাক্তারখানায় নিয়ে এলে সে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে তাকাতে থাকে, সে এতটাই লাজুক ও ভীরু প্রকৃতির হয়। সামান্য কারণেই সে ভয় পায়, অপরিচিত কাউকে দেখলেই ভীত হয়ে পড়ে। অন্যান্য কিছু ওষুধে এই ধরনের লক্ষণ থাকলেও এই ওষুধে এই লক্ষণগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রোগীর মুখমণ্ডলে শুকনো ও কুঁকড়ে যাওয়া ভাব, চেহারায় একটা রুগ্ণতার ছাপ দেখা যায় ; এবং সেটা তার লাজুকতা ও ভীরুতারই লক্ষণ। শিশুটি খেলা-ধুলো করতে চায় না, চুপচাপ একধারে বসে থাকে। শিশুটি ছেলে হলে তার খেলার হাতুড়ী বা অন্য যন্ত্রপাতির বিষয়ে, এবং মেয়ে হলে তার পুতুলের বিষয়ে কোনরূপ উৎসাহবোধ করে না। সে চুপচাপ বসেই থাকে, কোন কিছু যে সে ভাবছে, তাও মনে হয় না, কারণ কোন কিছু ভাবনা-চিন্তা করবার ক্ষমতাই তার নেই। শিশুরা কোনরূপ আলাদা বিশেষত্ব নিয়ে অথবা কোন কিছু ভালভাবে বোঝার ক্ষমতার অভাব নিয়েই ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, সেইজন্য তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠনে ত্রুটি থেকে যায়। সর্বদাই তারা কোন না কোন ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি করে। [illegible] মত যেন কোন বিপদ ঘটতে যাচ্ছে সেইরূপ ভয় থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধের রোগী খুববেশী কল্পনাপ্রবণ হয়, নানা ধরনের কাল্পনিক দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে। সর্বদাই কোন না কোন উপসর্গ বা চাহিদার কথা ভেবে ভেবে সেই ভাবনাটা আরও বাড়িয়ে তোলে, যেন কোন বিপদ ঘটতে যাচ্ছে

বলে মনে করে। এই লক্ষণটি অনেকটা **আর্সেনিকামের** মত। শিশুরা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করা স্বভাবের হয়, নানা ধরনের বায়না করে। রোগী তার কষ্ট বা উপসর্গের কথা চিন্তা করলেই সেটা আরও বেড়ে যায় অথবা মানসিক লক্ষণ দেখা দেয়। যতই সে তার কষ্টের কথা চিন্তা করে তার কষ্টও তত বেড়ে যায়। খুববেশী মানসিক চিন্তা দীর্ঘদিন করার ফলে অকালবার্ধক্য বা মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে।

খুব কষ্টকর মাথার যন্ত্রণা, মস্তিষ্কে চাপবোধ, মস্তিষ্কে একটা আলগা বা ঢিলে হয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি ও মনে হয় যেন মস্তিষ্ক একপাশে ঢলে পড়েছে অথবা যেন মস্তিষ্ক উপরে উঠছে এবং নিচের দিকে নামছে এরূপ বোধ হতে পারে। মাথা নাড়াচাড়া করলে অথবা হঠাৎ মাথা ঝাঁকালে মস্তিষ্কে নড়াচড়া করার মত বোধ হয় এবং মনে হয় যেন মস্তিষ্ক এদিক ওদিক নড়াচড়া করছে এবং সেটা যেন মাথা নাড়াচাড়া করার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটছে। মাথায় চাপ-বোধের সঙ্গে মাথাধরা খোলা পরিচ্ছন্ন হাওয়ায় কম থাকে এবং উত্তাপে বেড়ে যায়। এই লক্ষণটি অন্যান্য উপসর্গের তুলনায় বিপরীত। ব্যারাইটা কার্বে সাধারণত বেশীর ভাগ উপসর্গ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে; রোগী সাধারণ ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগলে তার উপসর্গ সাধারণভাবে বৃদ্ধি পায় কিন্তু রোগীর মাথাধরা ঠাণ্ডা হাওয়ায় কম থাকতে দেখা যাবে। ব্যারাইটা কার্বের রোগীকে খুববেশী উত্তাপ এবং খুব বেশী ঠান্ডা উভয়েতেই সংবেদনশীল হতে দেখা যাবে। উষ্ণ আবহাওয়ায় তার উপসর্গ বেড়ে যায়। উষ্ণ আবহাওয়ায় তার মাথায় রক্তাধিক্য ঘটে এবং 'এপোপ্লেক্সি' বা সন্ন্যাস রোগের মত অবস্থা দেখা দিতে পারে। মাথার বিভিন্ন ধরনের উপসর্গের সঙ্গে সন্ন্যাসরোগ ঘটার মত অবস্থাও এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। দীর্ঘদিন সন্ন্যাসরোগে যারা ভুগছে তাদের মত পক্ষাঘাতজনিত অবস্থায় এই ওষুধটি স্নায়ুকে পুনরায় সক্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়ে থাকে। **ফসফরাসের** মত এই ওষুধটি মস্তিষ্কে কোথাও শিরা বা ধমনী ছিঁড়ে রক্তপাত হয়ে তা স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করে পক্ষাঘাত ঘটালে সেই অবস্থাকে নিরাময় করবার পক্ষে খুবই ভাল কাজ করে। রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা, চাপবোধ সহ মাথাধরায় মনে হয় যেন মস্তিষ্কেও খুব চাপ পড়েছে।

ছোট ছোট যে সব শিশুদের কথা আমরা আগে বলেছি, তাদের মাথায় নানা ধরনের উদ্ভেদ, মাথায় একজিমা প্রভৃতি বিশেষভাবে যদি কোন মলম বা মালিশ জাতীয় কিছু লাগাবার পরে দেখা দেয়, তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। মাথার তালুতে নরম ও আর্দ্র মামড়ী পড়া, তালুতে শুকনো ধরনের উদ্ভেদ দেখা দেওয়া, চুল উঠে যাওয়া, মাথায় টাক পড়া, মাথার উপসর্গের সঙ্গে এই ওষুধটির বিশেষ মানসিক অবস্থা, মানসিক খর্বতা, বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে ত্রুটি প্রভৃতি যদি বিশেষভাবে কোন প্রকার উদ্ভেদ বসে গিয়ে ঘটে তা হলে এই ওষুধটি অবশ্যই প্রযোজ্য।

এই ওষুধটিতে চোখের নানা ধরনের গোলযোগ ঘটতে দেখা যায়। চোখের পাতায়

ছোট ছোট গ্রানুলেশন, চোখের পাতা পুরু ও মোটা হয়ে যাওয়া, চোখের যেকোন টিস্যু ও মিউকাস মেমব্রেন পুরু হয়ে ওঠা, কর্নিয়াতে অস্বচ্ছতা, চোখের বিভিন্ন আবরণী পর্দার কোষবৃদ্ধি বা ইনফিলট্রেশন প্রভৃতি অবস্থা ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। চোখের ছানি, বিভিন্ন ধরনের চোখে কম দেখা অবস্থা, বিশেষভাবে কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে কিছুটা অস্বচ্ছ হয়ে পড়লে (**ব্যারাইটা আয়োড**) তা ব্যারাইটা কার্ব-এর সাহায্যে সারানো যেতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় রোগী চোখে আবছা দেখে, ঘোলাটে দৃষ্টির জন্য মনে হয় যেন কুয়াশা বা ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে দেখছে। কর্নিয়ায় ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, ছোট ছোট সাদাটে দাগ পড়ায় চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া প্রভৃতি হতে পারে। সকালের দিকে চোখের পাতা জুড়ে থাকতে দেখা যায়, চোখে আঞ্জনী হওয়া, চোখের উপরের পাতায় ভারবোধ, চোখের ভ্রূতে ভারবোধ ও সেই সঙ্গে মাথাধরায় মনে হয় যেন কপালটা নিচের দিকে ঝুঁকে চোখে চাপ সৃষ্টি করছে। এই ধরনের লক্ষণ **কার্বোভেজ কার্বো-এনিমেলিস** এবং **নেট্রাম মিউর**-এ আছে। এই ওষুধের রোগী কপাল দুহাতে চেপে ধরে প্রায়ই হয়ত বলবে যে তার মনে হচ্ছে যেন কপালটা তার চোখের উপর ঝুলে পড়ে চাপ সৃষ্টি করছে।

কানে বিভিন্ন ধরনের শব্দ শোনা যায়। শ্বাসক্রিয়ার সময় ঢোক গেলা অথবা কিছু চিবোনোর সময় বিশেষ ভাবে কানে কোন কিছু ফুটে যাবার মত এবং পাখীর ডানা ঝাড়ার মত ঝটপট্ শব্দ যেন রোগী শুনতে পায়; শুয়ে থাকা অবস্থায় এইরূপ শব্দ কম শোনা যায়। এই ওষুধটিতে প্রধানত ডান দিকের কান বেশী আক্রান্ত হতে দেখা যায়। শ্বাসপ্রক্রিয়ার সময় কানে বেগে ছুটে যাবার মত শব্দ শোনা, কানের কাছাকাছি অঞ্চলে উদ্ভেদ বেরোনো, কানের চারপাশের গ্ল্যান্ডে স্ফীতি, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের প্রদাহ হয়ে পড়া অবস্থা, প্রথম দিকে ফোলা অবস্থা, পরে শক্ত হয়ে বড় হয়ে থেকে যাওয়া অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ বড় গ্রোথ বা টিউমারের মত হয়ে যাওয়া প্রভৃতিও দেখা যেতে পারে। কানের গোলযোগের সঙ্গে ঘাড়ের অন্যান্য গ্ল্যান্ডও বড় হয়ে ফুলে থাকা অবস্থা হতে পারে। কানের নিচ থেকে ঘাড়ের দিকে লিম্ফ গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি ঘটে গিঁঠ দেওয়া বা পাকানো গুলির মত হতেও দেখা যায় (**ব্যারাইটা মিউর**, **টিউবারকুলিনাম**)। কখনও কখনও সাব-ম্যাক্সিলারী গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হয়ে বড় ও শক্ত হয়ে যায়। কখনো কখনো টন্সিলও বড় ও শক্ত হয়ে পড়ে। এই সব গ্ল্যান্ডেই প্রদাহ ও সংবেদনশীলতা এবং একটু ঠাণ্ডা লাগলেই কিছুটা বড় হয়ে উঠতে দেখা যাবে, অথবা হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনেও তাদের আক্রান্ত হতে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি সারাবার পক্ষে এই ওষুধটি খুবই কার্যকরী। পাঠ্যপুস্তকে গ্ল্যান্ডের পেকে ওঠা বা পুঁজ হবার কথা বলা থাকলেও আমি আমার দীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে গ্ল্যান্ডের পেকে ওঠা বা পুঁজ ওঠা অবস্থায় এই ওষুধটিকে বিশেষ ফলপ্রদ হতে দেখিনি। টন্সিল বড় হয়ে পেকে যাবার কথাও বইতে পাওয়া যায় কিন্তু আমি সেরূপ অবস্থা হতেও দেখিনি, তবে গ্ল্যান্ডের বড় হয়ে ফুলে যাওয়া এবং টিসু বৃদ্ধি

হওয়া বা ইনফিলট্রেশন হতে এই ওষুধটিতে প্রায়ই দেখা যায়। কোন কোন পরীক্ষক এই ওষুধটির প্রুভিংয়ের সময় হয়ত গ্ল্যাণ্ডের পেকে যাওয়ার মত অবস্থা পেয়ে থাকতে পারেন, তবে আমি ঐরূপ অবস্থা ঘটতে একেবারেই দেখিনি, তাই ঐরূপ অবস্থাকে এই ওষুধের লক্ষণ হিসাবে খুব একটা গুরুত্বও দিই না। তবে ঠাণ্ডা লেগে প্রদাহ, গ্ল্যাণ্ড বড় ও শক্ত হয়ে পড়া ও ক্রমশ টিসুর বৃদ্ধি ঘটা অবস্থা অবশ্যাই ঘটতে পারে। টনসিল আক্রান্ত হয়ে সেখানে প্রদাহ, ফুলে ওঠা, লাল হওয়া, বেদনা প্রভৃতি অ্যাকিউট অবস্থা কয়েক দিনের মধ্যে কমে গেলেও টনসিল কিছুটা বড় ও শক্ত হয়ে গিয়ে ঢোক গিলতে, খাবার গিলতে অথবা কথা বলতে কষ্ট হলে অনেক ক্ষেত্রে অপারেশনের সাহায্যে তাদের কেটে বাদ দেওয়া যেতে পারে। দু'তিনটি ক্ষেত্রে আমি আমার বিবেচনা অনুযায়ী নির্বাচিত ওষুধের সাহায্যে এই ধরনের টনসিলের বৃদ্ধি সারাতে সক্ষম না হওয়ায় পরে সার্জেনের সাহায্য নিয়ে রোগীর আত্মীয়রা শিশুটির ঐ বেড়ে ওঠা টনসিল কেটে বাদ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবুও আমি বিশ্বাস করি যে ঐ ধরনের টনসিল ও গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধি আমাদের ওষুধে সারানো সম্ভব। হোমিওপ্যাথী মতে হ্যানিম্যানের অর্গ্যানন থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে কোন নির্দিষ্ট ওষুধ নির্বাচন করবার মত লক্ষণ না পাওয়া গেলে আমাদের পক্ষে ওষুধ প্রয়োগের পরে খুব বড় কিছুর প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। কেবল মাত্র টনসিল বৃদ্ধি পাওয়াটা এমন কোন লক্ষণ নয় যার উপর নির্ভর করে নির্বাচন করতে গেলে বার বার অনুমানের উপর করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে প্রতিবারই বিফল হবার সম্ভাবনা থাকবে। ঐ ভাবে অনুমানের উপর নির্ভর করে ওষুধ নির্বাচন করা খুব খারাপ অভ্যাস, কিন্তু আমরা এমন অনেক শিশুকে বড় হওয়া টনসিল ছাড়া অন্য বিশেষ কোন লক্ষণ না থাকা অবস্থায় পাব এবং সে ক্ষেত্রে ওষুধ নির্বাচন করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়বে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে লক্ষণসমূহ দিয়ে আমরা রোগীর বৈশিষ্ট্য জানতে পারি, তার গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধি অথবা টিসুর পরিবর্তনকে নয়। যে কোন অবস্থাতেই সার্জনকে ডেকে দেহের আক্রান্ত কোন একটা অংশ কেটে ফেলা বা বাদ দিয়ে দেওয়া ধাতুগত ভাবে রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর হলেও বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে করতেই হয়। কোন গরীব রোগী বা ভৃত্য শ্রেণীর লোকেদের কাজকর্ম না করতে পেরে দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে থাকলে তাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে জীবন নির্বাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, কাজেই সেইসব ক্ষেত্রে অপারেশনের সাহায্যে যদি তারা দ্রুত কর্মক্ষম হতে পারে তবে সেটা অবশ্যই করতে দিতে হবে। আমাদের সঙ্গে সার্জনদেরও নিশ্চয়ই স্থান আছে, তবে চিকিৎসক হিসাবে আমাদের কাজটা আমরা যাতে প্রথমে সঠিকভাবে করতে পারি সেটা দেখতে হবে।

মুখমণ্ডলে নানা ধরনের উদ্ভেদ; মুখমণ্ডল রুগ্ণ, প্রায়ই বেগুনী রঙের, লাল এবং ফোলা ফোলা থাকতে দেখা যায় অথবা বৃদ্ধের মত শুকনো, জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়া অবস্থাও দেখা যেতে পারে। ছোট শিশুকে ক্ষুদ্র একটি বৃদ্ধের মত দেখায়, যেমনটি আমরা **নেট্রাম মিউর** এবং **ক্যালকেরিয়া কার্ব**-এ দেখি। মুখমণ্ডলের

উপসর্গ, দাঁতের, উপসর্গ এবং বিশেষ ভাবে গলার উপসর্গের সঙ্গে চোয়ালের নিচে ও ঘাড়ে গ্ল্যান্ডের স্ফীতি ও বড় হয় ওঠা অবস্থা থাকতে দেখা যায়। স্কারলেট জ্বরের পরে কানের রোগ সৃষ্টি হওয়া, প্যারোটিড ও সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যান্ড বড় ও শক্ত হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। স্কারলেট জ্বরের সঠিক ভাবে চিকিৎসা না হলে দেহে নানা ধরনের গোলযোগ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় রোগটিকে চাপা দেওয়া হলে অথবা নার্ভাস ধরনের হোমিও-প্যাথ যে নিজে ওষুধ প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতার জন্য অপেক্ষা না করেই একটার পর একটা ওষুধ প্রয়োগ করে চলে এবং তার ফলে স্কারেলট জ্বরের রোগীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে, তার কানের নানা উপসর্গ দেখা দেয়, তার বিভিন্ন গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিডনীও আক্রান্ত হয়। স্কারলেট জ্বরের পরে কানের উপসর্গ ও গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি ঘটলে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে এই ওষুধটির কথাও মনে রাখতে হবে।

বৃদ্ধদের জিহ্বার পক্ষাঘাত, জিহ্বার দুর্বলতা, জিহ্বায় কাঠিন্য বা শক্তভাব দেখা দেওয়া, অকাল বার্ধক্যের সঙ্গে দেহের মাংসপেশীর শীর্ণতা বা ক্ষয় প্রভৃতি এই ওষুধটিতে দেখা যায়।

এই ওষুধটিতে শ্লেষ্মা সৃষ্টির একটা প্রবণতা ও নাকে সর্দি, গলার ভিতরে, ল্যারিংক্স-এ শ্লেষ্মা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বৃদ্ধদের ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মা জমে বুকে ঘড় ঘড় করে প্রতিবার ঠাণ্ডা লেগে বুকের এই ঘড় ঘড় করা শব্দ আরও বেড়ে যাওয়া, শ্বাস ক্রিয়ার সঙ্গে বুকে ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া, বৃদ্ধদের বুকের ভিতরে এই ধরনের ঘড়-ঘড় শব্দ যে কয়েকটি ওষুধে পাওয়া যায় ব্যারাইটা কার্ব তাদের মধ্যে অন্যতম। এই প্রসঙ্গে **সেনেগা, অ্যামোনিয়াকাম** এবং **ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকাম** ওষুধগুলির তুলনা করা উচিত। কোন বৃদ্ধের মধ্যে সর্বদাই বুকে এই ধরনের ঘড়ঘড় শব্দ বা র‍্যাট্‌লিং, কোন অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের মধ্যে গ্রীষ্মকালে বেশ সুস্থ থাকলেও শীতকালে বুকে শ্লেষ্মায় ঘড়ঘড় করা শব্দ ছাড়া অন্য বিশেষ কোন লক্ষণ না পাওয়া গেলে **অ্যামোনিয়াকাম** প্রয়োগে তাকে আরাম দেওয়া যায়।

এই ওষুধটির গলায় ঘা বা সোরথোটে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। মুখগহ্বর ও টনসিলের সেলুলার টিসুর প্রদাহ, গলায় সাধারণভাবে শ্লেষ্মার প্রবণতা এই ওষুধটিতে দেখা যায়। গলার ভিতরে ছোট ছোট দানার মত বা গ্র্যানিউল সৃষ্টি হওয়া, সেই জন্য ল্যারিংক্স চক্‌চকে ও ঠাণ্ডা লাগলে গলা ও ফ্যারিংক্স ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা, প্রতিবার ঠাণ্ডায় টনসিলের প্রদাহ সৃষ্টি এবং শিশুদের প্রায়ই টনসিল বড় হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। শিশুদের টনসিল এবং দেহের অন্যান্য গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে খর্বতার লক্ষণ, কোন কিছু শিখতে বা বুঝতে বিলম্ব হওয়া লক্ষণ পাওয়া গেলে ব্যারাইটা কার্বের সাহায্যে সেই বড় হয়ে ওঠা টনসিল সারানো যাবে। তবে ঐ সবগুলি ধাতুগত লক্ষণ, এবং কেবল মাত্র টনসিলের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে ওষুধটি নির্বাচন করা হয় না। এই

ওষুধটিতে টনসিলের প্রদাহ থাকলেও তা কখনই **বেলেডোনার** মত তীব্র ধরনের এবং রাতারাতি দেখা দেয় না। খুব দ্রুত পেকে ওঠার মত লক্ষণও থাকে না। এই ওষুধটির গলার ক্ষত অনেকদিন ধরে ঠান্ডা লাগার ফলে একটু একটু করে ধীরে ধীরে দেখা দেয় এবং সেইভাবেই টনসিল বড় হওয়া, গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটে। ব্যারাইটা কার্বের টনসিলাইটিসের এটাই লক্ষণ, কিন্তু সে তুলনায় **বেলেডোনাতে** টনসিলের প্রদাহ খুববেশী দ্রুত সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। **হিপার**-এও দ্রুত টনসিলের প্রদাহ ও পেকে ওঠার প্রবণতা আছে। টনসিলের প্রদাহের সঙ্গে কানের উপসর্গ সৃষ্টি ও উত্তাপে আরামবোধ লক্ষণের জন্য **ক্যামোমিলা** একটি বিশেষ কার্যকরী ওষুধ, তবে এই ওষুধের রোগী খুব খিটখিটে ও সামান্য কারণেই রেগে যায়। বেদনা খুব তীব্রভাবে দেখা দেয় এবং উত্তাপে কম হতে দেখা যাবে। ঐ ওষুধের টনসিলের প্রদাহের সঙ্গে **বেলেডোনার** টনসিলের প্রদাহতে ভুল হতে পারে তবে ঐরূপ বিশেষ লক্ষণ থাকলে **ক্যামোমিলার** টনসিলের প্রদাহ স্থায়ীভাবে সারাবে। ব্যারাইটা কার্বে গলার ভিতরে গোঁজের মত কিছু যেন আটকে আছে, এরূপ বোধ হয়, অর্থাৎ টনসিল এত বেশী বড় হয়ে ওঠে যেন একটা বড় গোলা বা লাম্পের মত কিছু গলায় আটকে আছে বলে বোধ হয়। টনসিল ঐরূপ বড় হয়ে থাকার জন্য গলার স্বর পরিবর্তিত হয় রোগী খুব কষ্টবোধ করে। গলায় খুব জ্বালাবোধ হয়, তরল পানীয় ছাড়া আর কিছু খাওয়া বা গেলা রোগীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বড় হয়ে ওঠা টনসিল সব সময় গলার ভিতরে খোঁচা মারা বা সুড়সুড় করায় রোগীর গলায় প্রায় সব সময়ই আটকে থাকা ভাব ও আক্ষেপযুক্ত সংকোচনবোধের সঙ্গে টেনে ধরা ও ক্র্যাম্পের মত বেদনা হয়। কিছু গিলতে গেলে ইসোফেগাসেও সংকোচন ঘটে। বিশেষভাবে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ইসোফেগাসে এইরূপ সংকোচন ঘটার ফলে তাদের জীর্ণ-শীর্ণ ও রুগ্ণ দেহে কোন কিছু গেলা কষ্টকরও হয়ে পড়তে দেখা যাবে। খাদ্যের দলা একটুখানি নিচে নামার পরেই গলায় সংকোচন ঘটার ফলে রোগীর গলপথ আটকে বন্ধ হয়ে যাবার মত হয়। সামান্য খাদ্য গ্রহণ করতে গেলেও গলায় আটকে যাওয়া ও প্রায় শ্বাসরোধ হয়ে আসা লক্ষণ **কেলিকার্ব**, **গ্র্যাফাইটিস** এবং **মার্ককর**-এ বিশেষভাবে দেখা যায়। এইরূপ লক্ষণ ব্যারাইটা কার্বে থাকলেও **মার্ককর**-এ এই লক্ষণটি অপেক্ষাকৃত ভাবে অনেক বেশী প্রবল থাকতে দেখা যাবে।

ব্যারাইটা কার্ব-এ একই সঙ্গে খাবার বা পানীয় গিলতে গেলে কষ্ট হওয়া, ক্ষুধা-মান্দ্য, মুখের রুচি কম থাকা এবং পাকস্থলী সংক্রান্ত গোলযোগ প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। খাদ্য হজম করার ক্ষমতায় দুর্বলতা, খাবার পরে নানা ধরনের পাকস্থলীর গোলযোগে এবং খাদ্যগ্রহণে অনীহা দেখা দেয়, কখনো পাকস্থলীতে স্নায়বিক বেদনা, আবার কখনো পেট গ্যাসে ফুলে উঠতে দেখা যায়। খাবার পরেই পাকস্থলীতে কামড়ানো ব্যথা, পাকস্থলীতে খুববেশী দুর্বলতা বোধ হয়; সম্পূর্ণ পেটটাই শক্ত ও টান টান হয়ে পড়ে। মেসেন্টেরিক গ্ল্যান্ডগুলো স্ফীত ও শক্ত হয়ে যায়,

পেটটা যথেষ্ট বড় হয় এবং পেটের মাংসপেশীতে স্পর্শকাতরতা দেখা দেয়। এই ওষুধটির সাহায্যে প্রাথমিক অবস্থার 'টেবিজ মেজেণ্টিকা' সারানো যায়; শিশুদের হাত-পা সর্বত্রই শীর্ণতা, গ্ল্যান্ডগুলিতে গিট গিট হয়ে ফুলে থাকা এবং বুদ্ধিবৃত্তির খর্বতার লক্ষণের সঙ্গে পেটটি বড় হয়ে থাকা অবস্থা দেখা গেলে এই ওষুধটি সেই অবস্থাকে নিরাময় করতে পারে।

ব্যারাইটা কার্ব-এ বদ্ধমূল বা দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা যায়। মল ছোট ছোট গুটির মত শক্ত হয় এবং মলত্যাগে খুব কষ্ট হয়ে থাকে, মল খুব কঠিন থাকে এবং পরিমাণে কম হয়। রেক্টাম বা পায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ভাব এবং মল বা প্রস্রাব ত্যাগের সময় অর্শের বলি বেরিয়ে আসতেও দেখা যেতে পারে।

পুরুষদের জননেন্দ্রিয়তে কিছু কিছু অদ্ভুত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। রোগীর যৌন-ইচ্ছা এবং যৌন-ক্ষমতা দুই কমে যায়, যৌনাঙ্গ শিথিল ও পুরুষত্বহীন অবস্থায় থাকে। লিঙ্গে শিথিলতা, পুরুষত্বহীনতা, যৌন সঙ্গমে অনীহা, প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যাওয়া, অণ্ডকোষ শুকিয়ে ছোট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি অবস্থা থাকতে পারে। এই ওষুধটির সাহায্যে প্রস্রাবদ্বার দিয়ে, পুরানো গ্লীট-এর মত স্রাব নির্গমন সারানো যায়; দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী পুরানো, বেদনাহীন, সাদাটে গ্লীট-স্রাব হয়, তাতে খুব দুর্গন্ধ থাকে কিন্তু কোন প্রদাহ থাকে না; যৌনাঙ্গে অসাড়তাও দেখা যেতে পারে।

মহিলাদেরও নানা ধরনের গোলযোগ ঘটতে বা থাকতে দেখা যায়। বন্ধ্যাত্ব, ওভারীতে নড়াচড়া করার মত, স্তনে নড়াচড়া করার মত বোধ এবং সেই সঙ্গে ঐসব অঞ্চলের লিম্ফ্যাটিক বড় হয়ে যাওয়া এবং টিসু বৃদ্ধি বা ইনফিলট্রেশন প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। সাদাটে, ঘন, দীর্ঘস্থায়ী এবং বেশী পরিমাণে সাদাস্রাব নিষ্ক্রিয়ভাবে গড়িয়ে নামতে দেখা যায় এবং ঐরূপ সাদাস্রাব মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হবার এক সপ্তাহ আগে থেকে খুববেশী বেড়ে যেতেও দেখা যেতে পারে।

কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে ল্যারিংক্স-এ ধাতুগত দুর্বলতা, পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা থাকতে দেখা যায়। গলার স্বর সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় অথবা গলার স্বরে কর্কশতা ও ফ্যাসফেসে ভাব দেখা যায়। স্বর খুব নিচু এবং যেন খুব গভীর থেকে আসছে বলে মনে হবে। ধাতুগত দুর্বলতার অথবা পক্ষাঘাতের জন্য 'অ্যাফোনিয়া' বা বোবার মত গলার স্বর না থাকা বা বিনষ্ট হওয়া, ল্যারিংক্স-এ সব সময় ধোঁয়া, পীচ, গন্ধক প্রভৃতির ধোঁয়া বা ধুলো যেন শ্বাসগ্রহণের সময় ঢুকে যাচ্ছে এরূপ বোধ, গলার স্বরে কর্কশতার সঙ্গে একটা পুরানো শুকনো, খ্যাসখেসে বা ঘঙঘঙ করা কাশি প্রতি রাত্রেই থাকতে দেখা যায়। বৃদ্ধদের দম আটকা ধরনের কাশি দেখা দেয় এবং তা যেন ফুসফুসের পক্ষাঘাত ঘটার সূচনা প্রকাশ করে। বুকে অনেকটা শ্লেষ্মা জমে থাকলেও রোগীর পক্ষে তা কেশে তুলে ফেলা সম্ভব হয় না. বুকের বা অন্য যেকোন দুর্বলতার জন্যই এটা হয়ে থাকে। রাত্রিতে কাশির সঙ্গে হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট, ল্যারিংক্স এবং ট্রেকিয়াতে সুড়সুড় করার জন্য কাশি

আরম্ভ হওয়া লক্ষণ থাকতে পারে। কাশিতে ব্যারাইটা কার্বের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে রোগী অনবরত কাশতে থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে পেটের উপর চাপ দিয়ে উপুড় হয়ে না শোয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাশির কোন লাঘব হয় না, কিন্তু পেটের উপর ভর করে উপুড় হয়ে শুলে রোগীর কাশি বন্ধ হয়ে যায়। বাম দিকে ফিরে শুলে. বা উপসর্গের কথা চিন্তা করলে রোগীর বুকে দপ্দপ্ করা বা প্যালপিটেশন শুরু হয়; সামান্য পরিশ্রমেও প্যালপিটেশন দেখা দেয়। কোন কারণে উদ্বিগ্ন হলে, উত্তেজনা দেখা দিলে রক্তোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মাথায় বেশী টিপটিপ করা বা পালসেশন এবং সেই সঙ্গে নাড়ীর গতি দ্রুত হয়ে পড়তে দেখা যাবে। ক্লোরোটিক বা বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়াযুক্ত মেয়েদের প্যালপিটেশনেও ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে।

পিঠের মাংসপেশীতে টান টান বোধ, ঘাড়ের পিছন দিকের গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া, সারভাইক্যাল গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি, পিঠে ফ্যাটি টিউমার প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী না বললে হয়ত জানাই যেত না যে তার পিঠে একটা ফ্যাটি টিউমার আছে। ঐ রোগীকে তার ধাতুগত এবং অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগের কিছুদিন পরে হয়ত দেখা যাবে যে অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে তার পিঠের ফ্যাটি টিউমারটাও মিলিয়ে গেছে। আমরা হোমিওপ্যাথি মতে এভাবেই চিকিৎসা করে থাকি। কোন একটি টিউমার বা একটি কোন বিশেষ উপসর্গকে নির্ভর করে আমরা ওষুধ নির্বাচন না করে রোগীর সম্পূর্ণ ধাতুগত চরিত্র, তার স্বভাব, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি সব লক্ষণ বিচার করেই ওষুধ নির্বাচন করি। রোগী হয়ত ভাবে যে তার পিঠের টিউমারটাই চিকিৎসকের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এভাবেই সে একটি আঁচিল সারালে চিকিৎসকের বেশী গুণগান করে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সঠিক ওষুধ নির্বাচন ও প্রয়োগ করে রোগীর অসুস্থ জীবনীশক্তিকে আবার স্বাভাবিক করে তোলেন; এভাবেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠার ফলে তার দেহের অসুস্থ হয়ে পড়া কোষ বা টিসুগুলিতে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা ফিরে আসে এবং তখন ঐ চিকিৎসক খুব মহান বলে রোগীর কাছে মনে হয়। এই ওষুধটির সাহায্যে টিউমার, আঁচিল প্রভৃতি সারানো যায়, হাত বা পায়ে অথবা পিঠের আঁচিল এই ওষুধটি সারাতে পারে, হাতের পাতার আঁচিলও এই ওষুধটিতে সারে।

এই ওষুধটিতে গেঁটে বাত অথবা রিউম্যাটিজম্‌জনিত বেদনা ঠাণ্ডায় এবং শীতল আবহাওয়ায় বেড়ে যেতে দেখা যাবে। পায়ের পাতায় পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা, কাঁপুনি ও অসাড়ভাব দেখা দিতে পারে। পায়ের পাতায় দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হয়ে পায়ের তলায় ঘা বা ক্ষত হওয়া, কোন ভাবে পায়ের ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েও পায়ের পাতা ও পায়ের তলায় ঘা বা ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। উঠে দাঁড়ালে পায়ের পাতায় কাঁপুনি এবং হাঁটা-চলা করতে গেলে টান টান পড়ার মত অবস্থা, ঊরু, পা প্রভৃতি অংশে ছিঁড়ে যাওয়া, টেনে ধরার মত ব্যথা, হাঁটুতে হঠাৎ তীক্ষ্ম ধরনের ব্যথা প্রভৃতি এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যায়।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা
(Baryta Muriatica)

খুব গভীরভাবে ক্রিয়াশীল এবং ধাতুগত ওষুধের মধ্যে এটি অন্যতম ওষুধ হলেও এটিকে সাধারণত বেশী ব্যবহার না করে অবহেলিত রাখা হয়। হোমিওপ্যাথি মতের প্রাচীন চিকিৎসকগণ এটিকে বহুলভাবে ব্যবহার করতেন এবং সুফল পেতেন। মানসিক দুর্বলতা, উন্মত্ততা, গ্ল্যান্ডের স্ফীতি, যৌন উত্তেজনাসহ বেশ কিছু এমন লক্ষণ আছে যা ব্যারাইটা মিউর ছাড়া নিরাময় করা সম্ভব নয়। উপরোক্ত লক্ষণের সঙ্গে দিন দিন বেড়ে যাওয়া খুববেশী মাংসপেশীর দুর্বলতায় এই ওষুধটি প্রয়োগ না করলে আরোগ্য বিলম্বিত হয়ে পড়বে। এই ওষুধের উপসর্গগুলি সকালে, দুপুরের আগে, বিকালে, রাত্রে এবং মধ্যরাত্রির পরে বেড়ে যেতে দেখা যায়। লিম্ফ্যাটিক ও অন্যান্য গ্ল্যান্ড-সংক্রান্ত উপসর্গের উপরে এই ওষুধটির বিশেষ ক্রিয়া দেখা যাবে। রোগী খোলা হাওয়া পছন্দ করলেও প্রায়ই খোলা হাওয়াতে তার উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। এই ওষুধটির সাহায্যে এনিউরিজম বা কোন ধমনীর দেওয়ালে কোষবৃদ্ধি হয়ে টিউমারের মত সৃষ্টি হওয়া অবস্থাকে সারানো যেতে পারে। সাধারণভাবে দৈহিক উদ্বেগ এই ওষুধটির একটি প্রধান লক্ষণ। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলে শ্বাসকষ্ট, প্যালপিটেশন, দুর্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ বেড়ে যায়। **সালফারের** মত এই ওষুধের রোগীও স্নান করতে ভয় পায়। উপসর্গসমূহ প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগায় বা খোলা ঠাণ্ডা হওয়া লাগলে বেড়ে যেতে দেখা যায়। কনভালসন বা তড়কার মত লক্ষণ দেখা দেওয়া এই ওষুধটির একটি বিশেষ লক্ষণ। কনভালসনের সঙ্গে মাথাধরা, কানে কম শোনা বা বধিরতা, পাকস্থলীর জ্বালা ও বমি হওয়া, কনভালসন অবস্থায় সম্পূর্ণ চেতন অবস্থায় ইলেকট্রিকের শক লাগার মত অবস্থা, থেকে থেকে কনভালসনজনিত মাংসপেশীতে সংকোচন এবং শৈথিল্য ঘটা বা ক্লোনিক স্প্যাজম প্রভৃতি ঘটতে পারে। সহজে সারে না এমন ধরনের মৃগীরোগ এই ওষুধের সাহায্যে সারানো গেছে। শিরা ও ধমনীতে ফুলে ওঠা অবস্থা, দেহের শীর্ণতা এবং মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপসর্গ বরফপাতের সময় এবং বসন্তকালে বেড়ে যেতে দেখা যায়। সারাদেহে কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই সুড়সুড় করা, চুলকানো বা ফরমিকেশন, দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণতাবোধ, মিউকাস মেমব্রেন ও ক্ষত স্থান থেকে রক্তপাত ঘটা, দুর্বলতা ও ঢিলেঢালা ভাবের জন্য দেহের বাইরে ও ভিতরে একটা ভারবোধের মত অনুভূতি, গ্ল্যাণ্ড শক্ত হয়ে পড়া, গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ ও স্ফীতি, দেহে অপরিসীম দুর্বলতা বা অবসাদের জন্য রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়। মহিলাদের অনেক উপসর্গ ঋতুস্রাবের পূর্বে ও সময়ে দেখা দেয়। কিছু কিছু উপসর্গ নড়াচড়ায় কম থাকে; দেহের ভিতরে থেঁতলে যাবার মত বোধ, দেহের বিভিন্ন অংশে জ্বালাবোধ, দেহের ভিতরে কেটে যাবার মত বোধ অথবা যেন কিছু দিয়ে খোঁড়া বা গর্ত করা হচ্ছে এরূপ বোধ থাকা অসম্ভব নয়, দেহের বাইরের অংশে

চিবানোর মত ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটির বেদনাহীনতাই প্রধান লক্ষণ, বেদনা থাকাটাকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে হবে। হাত-পায়ের দিকে কনভালসন-জনিত ঝাঁকানি, গ্ল্যাণ্ডে ও স্নায়ু বরাবর সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, দেহের ভিতরে, মাংসপেশীতে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, দেহের যে কোন একধারে, বিশেষত বাম দিকের পক্ষাঘাত, দেহের অনেকাংশে চাপ দিলে বেদনাবোধ, পেটে ও হাত-পায়ে টিপ্‌টিপ্ করা বা পালসেশনের অনুভূতি, বৈদ্যুতিক শক্ লাগায় কনভালসন আরম্ভ হওয়া, বিশেষভাবে বাম দিকের উপসর্গ দেখা দেওয়া এবং সেগুলি বসে থাকলে বেড়ে যাওয়ায় রোগীকে শুয়ে পড়তে বাধ্য হওয়া, বেশীর ভাগ উপসর্গের ঘুমের মধ্যে দেখা দেওয়া, উঠে দাঁড়ালে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। গ্ল্যাণ্ডে বেদনাযুক্ত স্ফীতি, স্কারলেট জ্বরের পরে ড্রপসীর মত ফোলা, দেহের বিভিন্ন অংশে টানবোধ, কাঁপুনি, কুঁকড়ে যাবার মত বোধ; সারাদেহে দুর্বলতায় হাঁটা-চলা করতে, এমন কি একটি পা নাড়াতেও খুব কষ্ট হওয়া; মাংসপেশীতে দুর্বলতা, পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। রোগীর বেশীরভাগ কষ্ট ও উপসর্গ ভিজে আবহাওয়ায় বেড়ে যেতে দেখা যাবে। গ্ল্যাণ্ডের উপসর্গে এই ওষুধটি ও **কোনায়াম** পরস্পরের পরিপূরক ও অনেকটা একই ধরনের লক্ষণ এই দুটি ওষুধে থাকলেও ব্যারাইটা মিউর অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

রোগী অল্পতেই রেগে যায়, সন্ধ্যার দিকে, নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে এবং সেই সঙ্গে গা-বমিভাব, ওয়াক্‌ওঠা এবং পাকস্থলীতে চাপবোধ থাকতে দেখা যায়। যে সব শিশুর কোনকিছু শেখা বা বুঝতে বিলম্ব হয়ে, যে সব শিশু অন্যদের মত খেলাধুলো করতে চায় না, তাদের পক্ষে এই ওষুধটি উপযোগী। রোগীর পক্ষে কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বা মনঃসংযোগ করা সম্ভব হয় না। তার পারিপার্শ্বিক তার কাছে অপরিচিত এবং পরিবর্তিত বলে বোধ হয়; সে খুব ভীরু এবং কাপুরুষ ধরনের হয়, তার মনে এমন অদ্ভুত ধারণা জন্মায় যেন সে হাঁটুতে ভর করে হাঁটা-চলা করে। মনের দিকে নীরেট বা হতবাক হবার মত অবস্থা, মনে করে যেন সে মরে যাবে। কোন আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা ক'রে অথবা অপরিচিত মানুষের প্রতি তার ভীতি দেখা যায়; সে বোকার মত আচরণ করে; হাবার মত মূর্খতা, মানসিক জড়ত্ব, উদাসীনতা, উন্মত্ততা, প্রেমঘটিত উন্মত্ততা, বিশেষভাবে যেসব ক্ষেত্রে যৌন উত্তেজনা খুব প্রবল থাকার জন্য উন্মত্ততা দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। রোগী খামখেয়ালী হয়, মোটেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ধরনের হয় না। সন্ধ্যার দিকে উত্তেজিত বা খিটখিটে হয়ে পড়ে। যৌনসঙ্গমের প্রবল ইচ্ছা বা ইচ্ছা বেড়ে যাবার সঙ্গে পাগলামির, মহিলাদের যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হবার প্রবল বাসনাজনিত পাগলামি এই ওষুধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সকালের দিকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে রোগী কোন কথাবার্তা না বলে চুপচাপ বসে থাকে। শিশুরা ঘরের কোণে চুপচাপ বসে থাকে এবং প্রশ্ন করলে সংশয়পূর্ণ উত্তর দেয়। রোগী সহজেই চমকে ওঠে; সন্দিগ্ধমনা, কথাবার্তা বলতে অনিচ্ছুক প্রকৃতির হয়; সে ঘুমের মধ্যে কথা বলে;

অচেতন অবস্থা, মূর্চ্ছা যাওয়া, হাঁটা-চলা করতে গেলে মাথা ঘোরায় মনে হয় যেন সব কিছু তার চারপাশে ঘুরে চলেছে।

মাথার তালুতে সংকোচনবোধ, মাথার তালুতে উদ্ভেদে এটি খুবই ফলপ্রদ ওষুধ। পুরু ও মোটা, দুর্গন্ধযুক্ত মামড়ীপড়া, মাথার উপরের সবটাতেই একজিমা দেখা দেওয়া, এবং তা অক্সিপুট অঞ্চলের দুই পাশেও ছড়িয়ে যাওয়া, ঐ-সব উদ্ভেদে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজ হওয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে ফুস্কুড়ির মত দেখা দেওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে। মাথা এত ভারীবোধ হয় যে রোগী মাথা উঁচু বা সোজা করে রাখতে পারে না, কপাল এবং অক্সিপুট অংশেও ভারীবোধ, মস্তিষ্ক যেন ঢিলে বা আলগা হয়ে গেছে এমন বোধ হওয়া, মাথাটা নড়াচড়া করছে এরূপ বোধ প্রভৃতি ওষুধটিতে থাকতে পারে। সকালে বিছানা থেকে উঠলে মাথায় ব্যথা, বিকাল অথবা সন্ধ্যাতেও মাথার যন্ত্রণা, খোলা হাওয়ায় ঘুরলে, মাথার চুল বাঁধলে, খাবার পরে, শুয়ে থাকলে, চোখ এদিক ওদিক ঘোরালে, গোলমালে, চাপ পড়লে, নিচের দিকে ঝুঁকলে, হাঁটা-চলা করতে গেলে কপালে, মাথার পিছনের অংশে, মাথায় দুই পাশের দিকে অর্থাৎ টেম্পল্ অংশে যেন কিছু বিঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরূপ বেদনা, মাথায় থেঁতলানোর মত ব্যথা ও জ্বালা করা, মাথা ও কপালে চাপবোধে যেন বাইরের দিকে ভিতর থেকে ঠেলছে এরূপ মনে হওয়া, কপাল, অক্সিপুট, টেম্পল বা মাথার দুইধারে সূচ ফোটানোর মত বেদনা, মাথায় আঘাত লেগে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার মত অথবা মাথায় ঝন্‌ঝন্ করা ব্যথা, অক্সিপুট অংশে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, মাথায় আঘাত বা অন্য কোন ভাবে শক্ লাগা, মাথার তালুতে ক্ষত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

সকালের দিকে চোখের পাতা জুড়ে থাকা, চোখ থেকে রস বা পুঁজের মত স্রাব নির্গমন, স্ক্রফুলা ধাতুর ব্যক্তিদের চোখের প্রদাহ, চোখে চুলকানো ও তীক্ষ্ম ধরনের ব্যথা বা চাপবোধ, চোখের উপরের পাতায় পক্ষাঘাত, ফটোফোবিয়া বা চোখে আলো সহ্য না হওয়া ; চোখের তারা বা পিউপিল বড় হওয়া এবং নড়াচড়া না করা, চোখের পাতা লাল হয়ে ওঠা, চোখের শিরায় স্ফীতি, চোখের শক্ত হয়ে পড়ার মত অবস্থা, কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, চোখের পাতায় স্ফীতি ; চোখের বেশী ব্যবহার অর্থাৎ চোখের পরিশ্রমের ফলে চোখ ও মাথার বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেওয়া লক্ষণ অনেকটা **কোনিয়াম**-এর মত হয় ; চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, চোখের সামনে যেন কিছু কেঁপে কেঁপে চলে যায় এরূপ বোধ প্রভৃতি ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

দুই কানের পিছনে অ্যাবসেস দেখা দেওয়া, দুই কান থেকেই স্রাব নির্গমন, প্রচুর পরিমাণে, পচা পনীরের মত দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন স্রাব প্রভৃতি বিশেষভাবে স্কারলেট জ্বর অথবা অনুরূপ কোন রোগে ভোগার পরে দেখা দিলে এই ওষুধটির প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হতে পারে। কানের উপরে কোন উদ্ভেদ দেখা দেওয়া, কানে বার বার প্রদাহ হওয়া, অডিটারী ক্যানালে প্রদাহ, কানের ভিতরে সুড়সুড় করা, চুলকানো, কিছু চিবোতে অথবা গিলতে গেলে কানে বিভিন্ন ধরনের শব্দ শোনা, ইউসটেসিয়ান

টিউবে শ্লেষ্মা সৃটি হওয়া, কানে গুনগুন, ঠং ঠং অথবা সমুদ্রের গর্জনের মত সোঁ সোঁ শব্দ শোনা, দুই কানেতেই বেদনা, কানের গভীরে বেদনা, ডান কানে বেশী বেদনা হওয়া, গলার ক্ষতের সঙ্গে কানের বেদনা দেখা দেওয়া, যে কানে বেদনা সেদিকে চেপে শুলে বেদনা আরও বেড়ে যাওয়া, ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে বেদনা কম থাকা ; কানে টেনে ধরা, ছিঁড়ে যাওয়া, সূচ ফোটানোর মত বেদনা ; কানের পিছন অংশে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, কানে পালসেশন বা টিপ্‌টিপ করা অনুভূতি, কানের ভিতরে থির্‌-থির্‌ করে কাঁপা, মৃদু ধরনের হেঁচ্‌কানোর মত কানের ভিতরে টেনে ধরা প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে প্রথমে কানে কম শোনা এবং পরে সম্পূর্ণ বধিরতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

নাকে সর্দি হয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘন হলদেটে স্রাব নির্গমন, জ্বরের সঙ্গে অধিক পরিমাণ নাসাস্রাব বা কোরাইজা নির্গমন নাকের ভিতরে শুকনো ভাব, নাক থেকে রক্তপড়া বা এপিসট্যাক্সিস প্রভৃতি ঘটতে পারে। নাকের ভিতরে চুলকানো, নাক বন্ধ হয়ে থাকা, নাকের ভিতরে দগদগে ভাব, নাকের উপরের অংশের পাশে লাল একটি গুটির মত নডিউল হওয়া, নাকে সূচ বা হুল বেঁধানোর মত ব্যথা, ঘনঘন হাঁচি হওয়া, ঘুমের মধ্যে, ঘুম না ভাঙ্গা অবস্থাতেই হাঁচি প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

জ্বরের সময় মুখমণ্ডল লাল কিন্তু অন্য সময়ে ফেকাশে হয়ে থাকে। মুখমণ্ডলে টেনে ধরা এবং সংকোচনের মত স্প্যাজম দেখা দেয়। ঠোঁট শুকনো থাকে। কান থেকে পুঁজ পড়া বা অটোরিয়ার সঙ্গে সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড বড় ও শক্ত হয়ে ওঠে ; কপালে ও নাকে উদ্ভেদ দেখা দেয় ; মামড়ীযুক্ত ফুসকুড়ি, উদ্বিগ্ন চেহারার সঙ্গে মুখমণ্ডল গরম থাকতে দেখা যায়। স্কারলেট জ্বরের সঙ্গে ডানদিকের প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ, ঘাড় ও চোয়ালের গ্ল্যাণ্ড শক্ত ও স্ফীত হয়ে পড়ে, বিশেষভাবে ডানদিকের প্যারোটিড ও সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হতে দেখা যায়। গা-বমি ভাব এবং ডায়েরিয়ার সঙ্গে মুখমণ্ডলে টান্‌টান্‌ বোধ দেখা যেতে পারে।

মাড়ী থেকে রক্ত পড়ে। জিহ্বায় ফাটল ; সাদা থাকে। মুখ ও জিহ্বা সকালের দিকে শুকনো থাকে এবং জিহ্বায় প্রলেপ দেখা যায় ; আঠালো রস বা শ্লেষ্মায় মুখ ও জিহ্বা আবৃত থাকে ; মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় ; মার্কারী বা পারার মত অথবা পচাটে গন্ধ পাওয়া যায়। মুখে জ্বালা করে, মাড়িতে ঘা হয়। জিহ্বায় পক্ষাঘাতের মত অসাড়তায় প্রতিটি আক্রমণের সঙ্গে মুখ থেকে খুববেশী লালা ঝরতে দেখা যায়, কথা বলতে কষ্ট হয়। মাড়ী ও মুখের টাকরায় স্ফীতি ; মুখে তেঁতো, পচাটে, টক, মিষ্টি স্বাদ, যে কোন খাদ্যই পচাটে স্বাদের মনে হয়। জিহ্বায় ক্ষত, দাঁত আলগা হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে লালা ঝরে, দাঁতে টিপ্‌ টিপ্‌ করা পালসেশন হয়। দাঁতের ঐরূপ ব্যথা ও অনুভূতিতে রোগী রাত্রে বিছানায় ওঠে বসতে বাধ্য হয় ; এইরূপ অবস্থা মধ্যরাত্রির পরে এবং ঘুমের পরে দেখা দেয় ; সেই সঙ্গে ঝাঁকুনি লাগা, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনাও দেখা যেতে পারে।

গলা ও টনসিলের প্রদাহ, ঠাণ্ডা লেগে বার বার টনসিলাইটিস হওয়া ও গলার ভিতরে শুষ্কতা দেখা দিতে পারে। টনসিল বড় হওয়া, গলার ক্ষত বা ঘা হয়ে সেই সঙ্গে আলজিহ্বা লম্বাটে হয়ে পড়া, গলায় আঠালো শ্লেষ্মা সৃষ্টি হওয়া, গলা ও কানে বেদনা, বিশেষ ভাবে ডান দিকে বেশী হতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে লালা ঝরা, ঢোক গিলতে গেলে বেশী হয়ে থাকে; গলার ভিতরে যেন কিছু দিয়ে গর্ত করার মত খোঁড়া হচ্ছে এরূপ বোধও থাকতে পারে। টনসিল পেকে ওঠা বা পূঁজ হবার ফলে ঢোক গিলতে খুব কষ্ট হয়। টনসিলে স্ফীতি এবং গলায় সোর থ্রোট বা ঘা দেখা দেয়, ঘাড়ের বা সারভাইক্যাল অংশের গ্ল্যান্ড ফুলে শক্ত হয়ে পড়ে।

খুববেশী খিদে বোধ থাকে, কিন্তু রোগী খেতে চায় না; সে শুকনো রুটি খেতে চায়। পাকস্থলী ফুলে যায় এবং পাকস্থলীতে একটা খালি খালি বা শূন্যতাবোধ দেখা দেয়। কিছু খাবার পরে তেঁতো, জলের মত ঢেকুরের সঙ্গে উঠে আসে।

পাকস্থলী থেকে মাথা পর্যন্ত একটা গরম ঝাপটার মত ওঠে। শক্ত খাদ্য গ্রহণের পরে পাকস্থলীতে পূর্ণতা ও ভারীবোধ বুক জ্বালা করা, হিক্কা ওঠা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। রোগীর হজমশক্তি কম থাকায় খুব ধীরে ধীরে খাদ্য জীর্ণ হয় এবং পাকস্থলী দুর্বল থাকায় রোগী কেবল মাত্র সহজপাচ্য খাদ্য খেতে পারে; পাকস্থলীতে প্রদাহ থাকায় খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা দেখা দেয়, গা-বমি ভাব হয়। পাকস্থলীতে মোচড়ানো ব্যথা. খাবার পরে পেটে চাপবোধ, ঘায়ের মত, সূচ ফোটানো মত ব্যথা, ওয়াক্ ওঠা প্রভৃতি থাকতে পারে। পেটে টান্‌টান্ বোধ, শুকনো জিহ্বার সঙ্গে জল পিপাসা, শীতাবস্থায় খুববেশী জল পিপাসা দেখা দেয়। মাথা-ধরার সঙ্গে সকালের দিকে একনাগাড়ে বমি হতে থাকে. বমিতে পিত্ত, রক্ত, শ্লেষ্মা ও জলের মত ওঠে এবং সেই সঙ্গে পাতলা পায়খানা ও খুববেশী উদ্বেগ থাকতে দেখা যায়।

সম্পূর্ণ পেটই ফুলে উঁচু হয়ে উঠে। লিভার এবং মেজেণ্ট্রিক গ্ল্যাণ্ড বড় ও শক্ত হয়ে পড়ে। পেটে গ্যাস হয়ে পূর্ণতাবোধ ও শক্তভাব দেখা দেয়। খাবার পরে সকালে, মলত্যাগের পূর্বে পেটে ব্যথা; উপর পেটের দুই পাশের দিকে হাইপো-কণ্ড্রিয়াতে বেদনা; জ্বালা করা, মোচড়ানো, কেটে যাওয়া, সূচ ফোটার মত ব্যথা হাইপোকণ্ড্রিয়া ও কুঁচকির কাছে, ইঙ্গুইন্যাল অঞ্চলে ঐরূপ বেদনা দেখা দিতে পারে। পেটের ভিতরে ধমনীতে টিউমারের মত অবস্থা বা এনিউরিজম্-এ এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়। লিভারে স্ফীতি, ইঙ্গুইন্যাল গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি প্রভৃতি বিশেষভাবে গনোরিয়া চাপা পড়ে দেখা দিতে পারে এবং সেই সঙ্গে পেটে টানবোধ, ইঙ্গুইন্যাল অঞ্চলে ক্ষত হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা, মলত্যাগের কষ্ট হওয়া, মলত্যাগের কোন ইচ্ছা না থাকা; কঠিন আম জড়ানো মল, সাধারণত মলত্যাগের সময় কোন বেদনা থাকে না। পেট খারাপ বা ডায়রিয়া হলে তাও সাধারণত বেদনাহীন থাকে। ডিসেণ্ট্রি বা আমাশা

হলে রক্ত মেশানো আম, জেলির মত মল বার বার বেরোয়, কিন্তু তাতেও সাধারণত বেদনা থাকতে দেখা যায় না। খুব দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়। অন্ত্র ও রেক্টাম থেকে রক্তপাত, মলদ্বারের বহিরাংশের অর্শ বা এক্সটার্নাল পাইলস, প্রস্রাব ত্যাগের সময়ও বেরিয়ে আসে। মলদ্বারে চুলকায়, মলদ্বারে ভিজেভাব থাকে এবং অসাড়ে মলত্যাগ হতেও দেখা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে মলত্যাগের সময় অল্প ব্যথা এবং মলত্যাগের সময় ও পরে মলদ্বারে জ্বালা, চাপবোধ, টন্‌টন্‌ করা সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ও কোঁথানি থাকে। রেক্টাম এবং স্ফিংক্টার এনাই মাংসপেশীতে পক্ষাঘাতের মত অসাড়তা; রক্ত মেশানো, জেলীর মত, শক্ত, সবুজ, দুর্গন্ধযুক্ত, নরম, জলের মত পাতলা অথবা সাদাটে এবং কঠিন মলও নির্গত হতে দেখা যায়। মল হলদেটে, আমজড়ানো এবং মলের সঙ্গে ক্রিমিও বেরোতে দেখা যেতে পারে।

মূত্রথলীতে প্রদাহ, প্রস্রাব আটকে থাকা বা রিটেনসন, বার বার মূত্রত্যাগের প্রবল বাসনা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাব বেরোয় না। প্রস্রাব ত্যাগে কষ্ট হওয়া, রাত্রিতে এবং ঘাম হতে থাকলে বার বার প্রস্রাব হওয়া, রাত্রিতে অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে। প্রস্রাব দ্বার দিয়ে গ্লীটের মত স্রাব নির্গমন এবং ক্রনিক গনোরিয়া এই ওষুধের সাহায্যে সারানো যেতে পারে। প্রস্রাবকালে ইউরেথ্রা বা প্রস্রাব পথে বেদনা, প্রস্রাব গরম, দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর পরিমাণে হয় এবং তাতে সাদাটে তলানি পড়ে; জলের মত, হলদেটে প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবত্যাগের সময় খুববেশী বেগ বা জোর দিতে হয়।

অণ্ডকোষের বৃদ্ধি ও শক্ত হয়ে পড়া, গনোরিয়া চাপা পড়ে গিয়ে অণ্ডকোষের প্রদাহ, রেতঃস্খলন, যৌন সঙ্গমের ইচ্ছা বেড়ে যাওয়া অথবা খুব প্রবল হয়ে যাওয়া; ওভারী শক্ত হয়ে পড়া, সাদা স্রাব, বেদনাদয়ক বেশী পরিমাণে এবং খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ঋতুস্রাব দেখা দেওয়া; জরায়ুতে বেদনা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি হতে পারে।

ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ; সেখানে সুড় সুড় করা; গলার স্বর কর্কশ, ফ্যাসফেসে ও দুর্বল হয়ে পড়া; শ্বাসক্রিয়া দ্রুত, উদ্বেগসহ হাঁপানির মত টান্‌ যুক্ত, গভীর, কষ্টকর ও সঙ্গে কাশির জন্য রোগিণী বিছানায় উঠে বসতে বাধ্য হয়, বুকে ছোট ছোট ঘড় ঘড় শব্দ হয়।

দিনের বেলা, সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে এবং মধ্যরাত্রির পূর্বে কাশি দেখা দেয়; হাঁপানির মত শুকনো কাশি; ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে সুড়সুড় করার জন্য স্ক্রফুলা ধাতুর শিশুদের দীর্ঘস্থায়ী ও পুরোনো শুকনো কাশি; বুকের ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া, হুপিং কাশি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। সকালের দিকে প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে; আধা ঘন, হলদেটে শ্লেষ্মা ব্রঙ্কিয়াল টিউব থেকে উঠে আসতে দেখা যায়। হার্পিস জাতীয় উদ্ভেদে এবং শক্ত হয়ে পড়া অণ্ডকোষের সঙ্গে বুকে যক্ষ্মার মত উপসর্গ দেখা গেলে এই ওষুধের সাহায্যে তা নিরাময় করা সম্ভব। বুকে খুববেশী প্যালপিটেশন হওয়া, মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া প্রভৃতি অবস্থায় ওষুধটি খুব কার্যকরী হয়ে থাকে।

রোগীর হাত-পা ঠাণ্ডা থাকে, পায়ের আঙ্গুলে ক্র্যাম্প দেখা গেলে তা হাত-পা টেনে গুটিয়ে নিলে কমে যায়। হাত-পায়ের দিকে উদ্ভেদ, ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। হাত গরম থাকে। সারাদেহে খুব ভারবোধের জন্য রোগী শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। হাত-পায়ে চুলকানো, উরুতে চুলকানো, রাত্রিকালে বাহুতে বেদনা-হীন ঝাঁকানি দেখা দেয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হাত ও পায়ের দিকে তীব্র ধরনের ঝাঁকুনি বা জার্কিং লাগার মত বোধ ও সেই সঙ্গে কনভালসন দেখা দেওয়া; মাংসপেশীর শিথিলতা ও অবসাদ, হাতের আঙ্গুলে অসাড়বোধ, বাহু ও হাতের দিকে এবং উরুতে বেদনা, দেহের বামদিকে পক্ষাঘাত, পায়ের দিকে পক্ষাঘাত হওয়া, পায়ের পাতায় ঘাম হওয়া, পায়ের পাতায় ঘাম বসে গিয়ে উপসর্গ সৃষ্টি প্রভৃতি হতে পারে। কাঁধে পালসেশন্, হাত, উরু, হাঁটু, পা প্রভৃতি অংশে স্ফীতি, হাঁটুতে টান্‌বোধ, হাত-পা কাঁপা; বাহু, হাত, উরু, পা প্রভৃতি অংশে ফিক ব্যথা বা টানা-হেঁচড়া করার মত বোধ; পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, হাত ও পায়ের দিকে দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

রোগী নানা ধরনের স্বপ্ন দেখে; গুপ্ত প্রেমের উদ্বেগজনক, ভীতিকর, দুর্ভাগ্যজনক, আনন্দদায়ক এবং যেন একেবারে বাস্তব ঘটনার মত হুবহু স্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা; বিকালে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রে খাবার পরেই নিদ্রালুভাব; মধ্যরাত্রির পূর্বে নিদ্রাহীনতা, বার বার ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

সকালের দিকে, সন্ধ্যায় অথবা বিছানাতে থাকা অবস্থায় শীতবোধ; শীতকাতরতা; দেহের বাইরের অংশে শীতবোধ, প্রতি তৃতীয় দিনে খুববেশী শীতবোধে দেহে যেন ঝাঁকানি লাগে। সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে জ্বর দেখা দিতে পারে, জ্বরের উত্তাপে গায়ে জ্বালাবোধ হয়, উত্তাপ ও শীতকাতরতা; সারা দিন ধরে এবং রাত্রিতে দেহে শুকনো উত্তাপ থাকতে দেখা যায় অর্থাৎ ঘাম হয় না।

দেহের ত্বকে শুকনো ভাব, কামড়ানো ও জ্বালা করা, ত্বক শীতল থাকা; ত্বকে নানা ধরনের উদ্ভেদ, একজিমা, সারাদেহে হারপিস, ফুসকুড়ি হয়ে হলদেটে মামড়ী পড়া বা খোসা ওঠা, সূচ ফোটানোর মত বোধ, আমবাত বা আর্টিকেরিয়া, ইরিসিপেলাস, কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই ত্বকে চুলকানো বা সুড়সুড় করা, ত্বকের লোম খাড়া হয়ে ওঠা বা গায়ে কাঁটা দেওয়া ভাব; ত্বকে প্রদাহ, চুলকানো, স্ফীতি ও টান্‌টান্ বোধ; সারা দেহেই ছোট ছোট ক্ষত বা ঘা হওয়া, ত্বকের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, জ্বালাযুক্ত ক্ষত প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

বেলেডোনা
(Belladonna)

বেলেডোনা এমনই একটি ওষুধ যাতে দেহের বিভিন্ন অংশ ও যন্ত্রাদিতে ভয়ানক ও তীব্র ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্যবান ও প্লেথরিক অর্থাৎ যাদের দেহে রক্তাধিক্য আছে সেইরূপ লোক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পক্ষে ওষুধটি বিশেষভাবে

উপযোগী। মোটামুটি ভাল স্বাস্থ্যের, প্লেথরিক ও যথেষ্ট রক্তসঞ্চালন ক্রিয়াযুক্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের হঠাৎ কোন উপসর্গ দেখা দেয়। বেলেডোনার উপসর্গগুলি হঠাৎ আসতে দেখা যায়, অল্প সময়ের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থেকে হঠাৎই আবার উপসর্গগুলি চলে যেতে দেখা যাবে। বেদনা ও কষ্ট বা অসুস্থতা খুব হঠাৎ ভীষণ তীব্রতা নিয়ে দেখা দেয় এবং হঠাৎই চলে যায়। হঠাৎ ভীষণ ও তীব্র ধরনের ঠাণ্ডা লাগা অবস্থা দেখা দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থেকে আবার হঠাৎই মিলিয়ে যায়। বেলেডোনা বিশেষভাবে দেহের রক্তসঞ্চালন প্রণালী, হার্ট, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর ক্রিয়াশীল হয়।

রোগীর দেহে সর্বপ্রথম যে অবস্থাটা চোখে পড়ে তা হচ্ছে উত্তাপ। দেহের যে কোন যন্ত্রে বা যন্ত্রাংশে প্রদাহ, বিশেষভাবে মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও লিভারে প্রদাহ হতে দেখা যাবে। অন্যান্য যন্ত্রাদির সঙ্গে অন্ত্রেরও আক্রান্ত হওয়া বা গোলযোগ ঘটা অবস্থা দেখা যায়। ঐ সব প্রদাহের সঙ্গে তীব্র ধরনের উত্তাপ, উত্তাপের অস্বাভাবিকত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। অন্য যে কোন ওষুধের তুলনায় এই উত্তাপ বেলেডোনাতে অধিকভাবে প্রকট থাকতে দেখা যাবে। রোগীর দেহে উত্তাপ এত বেশী থাকে যে তার দেহে হাত রাখলে তা সঙ্গে সঙ্গেই তুলে নিতে হয়; এবং সেই তাপের স্মৃতি হাতের তালু ও আঙ্গুলে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই যেন থেকে যায়। বেদনা, প্রদাহ, অথবা অন্য যেকোন অসুস্থতা, রাত্রিতে দেখা দেওয়া ডিলিরিয়াম, প্রদাহের লক্ষণযুক্ত যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই ঐ ধরনের উত্তাপ থাকে। প্রদাহটা যেখানেই হোক না কেন রোগীর দেহে ঐরূপ তাপ দেখা যাবে। অবশ্য এমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুরূপ উত্তাপ সহ বিরামহীন জ্বর থাকতে দেখা যেতে পারে যেখানে বেলেডোনা উপযুক্ত নয়, কারণ, বেলেডোনাতে বিরামহীন জ্বর থাকতে দেখা যায় না। যদিও পুরানো পাঠ্য বইগুলিতে কোথাও কোথাও টাইফয়েড ও অন্যান্য বিরামহীন জ্বরের সঙ্গে ঐরূপ তীব্র ও প্রবল উত্তাপে বেলেডোনা প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে একথা সত্যি, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বেলেডোনাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই ওষুধটিতে কখনো বিরামহীন জ্বরের লক্ষণ থাকতে দেখা যাবে না। এই ওষুধটিতে রেমিটেণ্ট ধরনের জ্বর থাকতে দেখা যায়, টাইফয়েডের মত জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ ধীরে ধীরে দেখা দেয় না; বিরামহীন জ্বরের মত জ্বরের আগমন ও পতন এই ওষুধে থাকে না। আপনাদের যাতে ভুল না হয় সেজন্যই আমি এ কথা বার বার বলছি। আমাদের বিশ্ববিশ্রুত ডাঃ হেরিঙ টাইফয়েড জ্বরে ডিলিরিয়াম ও দেহের উত্তাপ বেলেডোনার মত প্রবল থাকলে বেলেডোনা প্রয়োগের কথাই বলেছেন। কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে বেলেডোনা প্রয়োগের ফলে ডিলিরিয়ামের প্রাবল্য কমে গিয়ে জ্বরের সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ খুববেশী বেড়ে যেতে দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে জ্বর না কমিয়ে আমরা হয়ত রোগীর অবস্থাটাকেই বেশী সঙ্গীন করে তুলব। টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম ও প্রবল উত্তাপের ক্ষেত্রে বেলেডোনা প্রয়োগের ফলে রোগীর অসুস্থতা দীর্ঘস্থায়ী হবে, সে অধিকতর অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ডাঃ হেরিঙ টাইফয়েড ও

ডিলিরিয়ামের যে রূপ অবস্থায় বেলেডোনা প্রয়োগের কথা বলেছেন সেরূপ ক্ষেত্রে বেলেডোনার পরিবর্তে স্ট্র্যামোনিয়াম খুব বেশী উপযোগী। উত্তাপের কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। বেলেডোনার উত্তাপ খুবই প্রবল ও তীব্র ধরনের হয়ে থাকে।

বেলেডোনার প্রদাহ ও জ্বরের সঙ্গে আরও কিছু কিছু বিশেষত্ব থাকে। প্রদাহে আক্রান্ত অংশ, বিশেষভাবে ত্বক খুববেশী লাল হয়ে ওঠে, এবং প্রদাহের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই লালভাব ক্রমশ ফিকে ও মলিন হতে থাকে; জ্বরের অগ্রগতির সঙ্গে রোগীর মুখমণ্ডলে নানা ধরনের ফুটফুট দাগ দেখা দেয়; কিন্তু বেলেডোনার প্রাথমিক অবস্থায় ত্বকে উজ্জ্বল লাল ও চকচকে ভাব থাকতে দেখা যাবে। প্রদাহে আক্রান্ত কোন স্থান দেখা গেলে সেখানটা লাল দেখা যাবে। গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহে গ্ল্যাণ্ডের উপরের চামড়ায় উজ্জ্বল লাল ছোপ ছোপ দাগ থাকে। প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ, সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতির প্রদাহে ত্বকের উপরে আগুনের মত উজ্জ্বল লাল আভা থাকতে দেখা যাবে। গলার ভিতরে উজ্জ্বল লালচে ভাব থাকতে দেখা যায়; সেখানকার মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ হয়ে ঐরূপ লাল হয়ে ওঠে। একটু পরে ঐ লালভাব চলে গিয়ে সেটা ধোঁয়াটে এবং শেষ পর্যন্ত ফুটফুট ছাপযুক্ত অবস্থায় থাকে এবং সেটাই বেলেডোনা ধাতুর বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রগত লক্ষণ। এই ওষুধের রোগ। ক্রমশ জটিল জীবাণুঘটিত কোন অবস্থার দিকে, স্কারলেট জ্বর, নিচু ধরনের কোন প্রদাহ যুক্ত জ্বরের মত অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়; প্রথমে খুববেশী রক্তাধিক্য বা কনজেশসন দেখা দিয়ে পরে ভ্যাসো-মোটর প্যারালিসিস অবস্থা ঘটে। প্রবল রক্তাধিক্য এবং নীলচে ভাব অথবা বেগুনী রঙ এবং ফুট্‌ফুট্‌ দাগের মত হতে দেখা যাবে।

বেলেডোনার অপর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রদাহ ও বেদনা আক্রান্ত স্থানে দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানে জ্বালা, প্রবল ধরনের জ্বালা করা লক্ষণ থাকে। বেলেডোনার গলার ক্ষতে আগুনের মত তীব্র জ্বালা, টনসিলের প্রদাহে আগুনের মত জ্বালাবোধ থাকে। ত্বকে জ্বালাবোধ, রোগীর কাছে জ্বলন্ত উত্তাপের মত বোধ হয় এবং চিকিৎসকও প্রবল উত্তাপ বুঝতে পারেন। স্কারলেট জ্বরে ত্বকে এইরূপ জ্বালা থাকে, পিত্তজ্বর বা রেমিটেণ্ট জ্বরের সঙ্গেও সেইরূপ বোধ থাকতে দেখা যাবে। যে কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের প্রদাহে ত্বকে জ্বালা করা. জ্বালাযুক্ত জ্বর, এবং আক্রান্ত অংশেও জ্বালা থাকে। মূত্রথলীতে প্রদাহের সঙ্গে জ্বালা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের সঙ্গে মাথায় জ্বালাবোধ, গলার ভিতরে অধিক রক্তসঞ্চালনের জন্য জ্বালা করা লক্ষণ দেখা দেয়। আক্রান্ত অংশে স্থানিকভাবে উত্তাপ ও জ্বালাবোধ থাকে। গ্যাসট্রাইটিসের সঙ্গে পেটে জ্বালা, লিভারের প্রদাহে লিভারে জ্বালা, লিভারে রক্তাধিক্য ও জণ্ডিস হয়ে লিভারে জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়। কাজেই এখানে আমরা তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—উত্তাপ, লাল হওয়া এবং জ্বালা থাকতে দেখি। এখন আমরা দেখব যে ঐ লক্ষণগুলি কিভাবে সম্পূর্ণ রোগাবস্থাকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে নতুন নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দেয়।

তবে সেটাই সব নয়। বেলেডোনাতে আমরা খুববেশী স্ফীতি ঘটতেও দেখি। প্রদাহে আক্রান্ত অংশ খুব দ্রুত ফুলে ওঠে, সেখানটা খুববেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে, খুব বেদনা থাকে এবং মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থানটা ছিঁড়ে বা ফেটে যাবে; আক্রান্তস্থানে চাপবোধযুক্ত বেদনা, সূচ ফোটানোর মত বেদনা ও জ্বালা বোধ দেখা দেয়। প্রদাহে আক্রান্ত ঐ অংশ উত্তাপে লাল হয়ে পড়া, জ্বালাবোধের সঙ্গে স্ফীতিও থাকে; সেখানে স্ফীতির সঙ্গে সূচ ফোটানোর মত বেদনা, জ্বালা-বোধ ও দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি হয়। দেহের যে কোন অংশে দপ্‌দপ্‌ করা, যে কোন অংশে রক্তাধিক্য ও প্রদাহের সঙ্গে দপ্‌দপ্‌ করা, রোগীর সারা দেহে, তার গলার পাশে ক্যারোটিড আর্টারীতে দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি হতে দেখা যাবে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যে শিশু যখন বিছানায় পড়ে থাকে তখন তার মাথা খুববেশী গরম থাকে। শিশু যদি কথা বলবার মত বড় হয় তা হলে সে মাথায় জ্বালা করার কথা বলবে এবং আমরা উত্তাপের সঙ্গে দপ্‌দপ্‌ করা অবস্থাও দেখতে বা অনুভব করতে পারব। মাথার পাশের দিকে টেম্পোরাল ও গলার পাশের ক্যারোটিড আর্টারীতে তীব্র ধরনের দপ্‌দপ্‌ করা বোঝা বা অনুভব করা যাবে; যেন ভিতরে বিরাট একটা আলোড়ন, বিরাট একটা ভূমিকম্পের মত অবস্থা ঘটছে বলে বোধ হবে। যদি মনে হয় যে দেহের সবকিছুতেই প্রবল ধাক্কা বা ঝাঁকুনি লাগছে তা হলে সেক্ষেত্রে বেলেডোনা প্রয়োগ করতে হবে। প্রবল বেদনা যেসব ওষুধে দেখা যায় তার মধ্যে বেলেডোনা একটি। এর রোগী বেদনায় খুববেশী স্পর্শকাতর হয়। মনে রাখতে হবে যে এই ওষুধের বেদনা হঠাৎ দেখা দেয়, অল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য থেকে আবার হঠাৎ চলে যায়। নিউরালজিয়া বা স্নায়বিক বেদনায়, যে কোন প্রদাহের অবস্থায়, যে কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের প্রদাহে অথবা যে কোন অবস্থাতেই এইরূপে হঠাৎ দেখা দেওয়া এবং আবার হঠাৎই চলে যাওয়া বেদনা দেখা যাবে। বেদনায় ছিঁড়ে যাওয়া, ঝিলিক দেওয়া, জ্বালা করা, সূচ ফোটানো, চাপ দেওয়া, তীক্ষ্ম ধরনের বেদনা সবই যেন একই সঙ্গে দেখা দেয়। এই সব ধরনের বৈশিষ্ট্য যেন একই সঙ্গে একটি আঁটি বাঁধা অবস্থার মত দেখা দিয়ে রোগীকে বেশী কষ্ট দেয়। রোগীর সব ধরনের বেদনা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়; আলোতে, ঝাঁকুনি লাগলে, ঠাণ্ডা লাগলে বেড়ে যায়। রোগী নিজেকে ভালভাবে কাপড়-চোপড়ে জড়িয়ে ঢেকে রাখতে চায়, এবং যে কোন ধরনের ঝড়ো হাওয়া বা ঠাণ্ডা লাগায় বেশী কষ্টবোধ করে। মাথার যন্ত্রণাও অন্যান্য বেদনার মত হয়, রোগীর মাথাধরায় মনে হয় যেন তার মস্তিষ্ক উপর-নিচে নড়াচড়া করছে, সামান্য দু-একপা হাঁটলেও তার মাথায় ছিঁড়ে পড়ার মত ও জ্বালাবোধ দেখা দেয়, প্রতিবার চোখ এপাশে-ওপাশে ঘোরালে অথবা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গেলে, বসা অবস্থা থেকে দাঁড়াতে গেলে, নিচু হয়ে বসতে গেলে অথবা যে কোন ধরনের নড়াচড়ায় তীব্র ধরনের বেদনা দেখা দেয়, মনে হয় যেন তার মাথা ফেটে যাবে, যেন তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে। নড়াচড়া করলে রোগীর দেহের আক্রান্ত স্থানে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মত দপ্‌দপ্‌ করতে শুরু করে

এবং রোগীর মনে হয় যেন আক্রান্ত অংশে হাতুড়ীর ঘা দেওয়া হচ্ছে। ঐরূপে অনুভূতিসহ বেদনায় রোগী আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করতে দেয় না। যদি ঐ স্থান স্পর্শ করা যায় তবে দপ্ দপ্ করা অবস্থা বোঝা যাবে। আক্রান্ত স্থানের ঢাকা খুলে দিলে বা উন্মুক্ত করলে রোগীর কষ্ট বেড়ে যায়। রোগীর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে মেঝেতে যে মৃদু কম্পন হয় তাতেও রোগী কষ্টবোধ করে। রোগী বিছানায় শুয়ে থাকার অবস্থায় বিছানায় সামান্য ঝাঁকানিতেও বেলেডোনার রোগীর কষ্ট বেড়ে যেতে দেখা যাবে। লিভারের প্রদাহে আক্রান্ত রোগীর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসক তার বিছানায় হাত রাখতে গেলেও রোগী তা সহ্য করতে পারে না, কারণ সেই সামান্য ঝাঁকুনি বা নড়াচড়াও তার সহ্য হয় না। পেটের যে কোন বেদনায়, জরায়ুর বেদনা, সন্তান প্রসবকালীন বেদনায় ঐরূপে একই ধরনের লক্ষণ থাকতে দেখা যাবে। নড়াচড়া অথবা ঝাঁকুনি লাগায় উপসর্গ বৃদ্ধি কেবল মাত্র প্রদাহজনিত অবস্থাতেই নয়, সেটা আরও বেশী সূক্ষ্ম হয়ে, স্নায়বিক স্পর্শকাতরতা বা 'নার্ভাস হাইপারস্থেসিয়ায়' রূপান্তরিত হয়। সন্তান প্রসব কালে কোন মহিলার দেহে কোথাও প্রদাহের কোন লক্ষণ না থাকলেও অত্যধিক স্পর্শকাতরতা বা স্পর্শানুভূতির আধিক্যের জন্য সে বাইরের হাওয়া যাতে ঘরে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য দরজা-জানালা সব বন্ধ করে রাখতে বলে, কেউ তাকে স্পর্শ করলে তাও তার সহ্য হয় না, তার বিছানা নাড়াচাড়া করা হোক সেটাও সে চায় না; সামান্য নড়াচড়া, কম্পন বা ঝাঁকুনিতে তার উপসর্গ বেড়ে যায়, তার দেহে কোথাও বিশেষ ধরনের স্পর্শকাতরতা না থাকলেও সে সামান্য নড়াচড়া বা ঝাঁকুনিতে খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। এই ধরনের কোন রোগী দেখতে গেলে বেলেডোনা ছাড়া প্রসব করানো খুবই কষ্টকর হয়ে পড়বে। কিন্তু বেলেডোনার একটি মাত্র ডোজ প্রয়োগেই এই সব উপসর্গ দ্রুত চলে যাবে, কারণ এই ওষুধটি খুব দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়। বিছানার ঝাঁকুনিতে উপসর্গ বৃদ্ধি লক্ষণে ওষুধ নির্বাচন সহজ হয়ে পড়ে। কোন রোগীর পিত্তথলির প্রদাহ বা পাথুরীজনিত বেদনার তীব্রতায় চিকিৎসককেও তার বিছানার কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করতে দেবে না, সে এত বেশী উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত থাকে যে তার বিছানার কাছে যেতে গেলেই সে তাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করবে; সামান্য ঝাঁকানি বা কাঁপুনি লাগলেও তার উপসর্গ বেড়ে যাওয়া লক্ষণটি এতই প্রবল থাকে যে রোগী তার বিছানাতে হাত রাখতেও নিষেধ করবে।

স্প্যাজম বা খিঁচুনি দেহের সর্বত্র সাধারণ ভাবে এবং যে কোন স্থানে স্থানিক ভাবে দেখা দিতে পারে। দেহের ছোট ছোট নালীপথে খিঁচুনি গোলাকৃতি তন্তুগুলিতে, টিউবিউলার বা বেলনাকৃতির যন্ত্রাদিতে, পিত্তথলির পাথুরীর বেদনার কথা যেমন বলা হয়েছে সেরূপ বেদনা ও খিঁচুনি হতে দেখা যায়। পিত্তথলির সঙ্গে যুক্ত সিস্টিক ডাক্টের গোলাকৃতি তন্তুতে একটা আটকে যাবার মত অবস্থার জন্য সেখান থেকে ছোট ছোট পাথুরীও বেরোতে বাধা পায়। সিস্টিক ডাক্টের ভিতরের নালীপথের মাধ্যমে ঐ জমে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরী সহজেই বেরিয়ে আসা সম্ভব হলেও

সেখানে ইরিটেশন বা সুড়সুড় করার জন্য খিঁচুনি দেখা দেবার ফলে পাথুরীগুলি বেরোতে না পেরে আটকে থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগীর জিহ্বায় একটি ডোজ বেলেডোনা প্রয়োগ করলে পিত্তথলির কাছে স্প্যাজম বন্ধ হয়ে সহজেই আটকে থাকা পাথুরী বেরিয়ে গিয়ে রোগীর বেদনা কমিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলবে। মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই তার পিত্তথলির পাথুরীজনিত বেদনা দূর হবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সাহায্যে পিত্তথলির পাথুরীজনিত কলিক সারানো মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। তবে সব ক্ষেত্রেই বেলেডোনার লক্ষণ থাকে না, কিন্তু যেখানে ভীষণ স্পর্শকাতরতা বেদনা থাকে সেখানে বেলেডোনা অবশ্যই রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবে।

শিশুদের কনভালসন বা তড়কার তীব্রতার সঙ্গে সাধারণত মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য থাকতে দেখা যাবে। দেহের ত্বকে সর্বদাই একটা জ্বর ভাব থাকে। তীব্র আলাতে, ঠাণ্ডাবায়ুর ঝাপটা লেগে, অথবা যে কোন ভাবে শিশুটির ঠাণ্ডা লেগে কনভালসন দেখা দিতে পারে। স্নায়বিক ভাবে দুর্বল বা নার্ভাস কিন্তু বুদ্ধিমান শিশু যাদের মাথাটি সুগঠিত অথবা বেশ গোলগাল ও বড় মাথাযুক্ত ছেলেদের অথবা যে সব মেয়েদের মাথার গড়ন অনেকটা ছেলেদের মত তাদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে কনভালসন দেখা দিলে, আলো নড়াচড়া অথবা ঠাণ্ডা লাগার ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের কনভালসন হলে বেলেডোনা প্রযোজ্য। এই ওষুধের রোগীরও **ব্রায়োনিয়ার** মত নড়াচড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। নড়াচড়ায় কনভালসন দেখা দেয়। নড়াচড়ায় বেদনা আরম্ভ হয়, নড়াচড়ার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেড়ে গিয়ে দপ্ দপ্ করা বোধ দেখা দেয়, নড়াচড়ায় নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয় এবং রোগীর কষ্ট বাড়িয়ে তোলে। বেলেডোনার কথা চিন্তা করলেই এই সব সাধারণ লক্ষণগুলির কথা মনে আসবে। বেলেডোনার রোগীর ক্ষেত্রে ঐ ধরনের বিশেষ সাধারণ লক্ষণগুলি অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যান্য ছোটখাট উপসর্গ বা লক্ষণ যাই থাক না কেন ওষুধটির পূর্ববর্ণিত বিশেষ লক্ষণগুলি অবশ্যই থাকতে হবে।

বেলেডোনার মানসিক লক্ষণগুলি আলোচনা করা বেশ চিত্তাকর্ষক। খুব তীব্র ধরনের জ্বরের সঙ্গে, পাগলামির মত উত্তেজনায় এবং ডিলিরিয়ামে এই মানসিক লক্ষণ-গুলি থাকতে দেখা যায়। উত্তেজনা সর্বত্রই দেখা দেয়। মানসিক লক্ষণের তীব্রতা ও ভয়াবহতা প্রায় সর্বক্ষেত্রে থাকতে দেখা যায়। বেলেডোনার মানসিক লক্ষণ সর্বদাই সক্রিয়, কখনো নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে না। বেলেডোনার ডিলিরিয়ামে রোগীকে কখনো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে দেখা যাবে না। রোগীকে যেন বন্য অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। সে সর্বদাই আঘাত করছে, কামড়াতে চাইছে, জিনিস-পত্র ভাঙ্গচুর করছে; অস্বাভাবিক কাজ করে চলেছে; সে নানা ধরনের অদ্ভুত আচরণ করে, যা করে, যা করা উচিত নয় তাই করে। সে তীব্র উত্তেজনাজনিত অবস্থায় থাকে। জ্বরের সঙ্গে এই ধরনের তীব্র মানসিক লক্ষণ দেখা দেয় এবং ডিলিরিয়ামের মধ্যে অল্পখানিকটা সহজপাচ্য খাদ্য খেলে তার ডিলিরিয়াম ও উত্তেজনা খানিকটা প্রশমিত হয়। এই অবস্থা খুববেশী দেখা না গেলে ও সহজ

পাচ্য খাদ্য গ্রহণের পরে ডিলিরিয়ামের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়া লক্ষণটি বেলেডোনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানসিক অবস্থার তীব্রতা ও ভয়াবহতার সঙ্গে রোগীর কাছে গেলে বেলেডোনার বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হিসাবে উত্তাপ, লাল হয়ে ওঠা ও জ্বালা করা লক্ষণ থাকতে দেখা যাবে।

বেলেডোনার রোগীর মনে নানাধরনের অদ্ভুত ভাবনা-কল্পনা দেখা দেয়। সে ভূত-প্রেত, অদৃশ্য আত্মা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা অফিসার, বন্য জীবজন্তু প্রভৃতি যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। জ্বরের প্রথম অবস্থায় ডিলিরিয়াম খুব তীব্র ধরনের এবং খুববেশী উত্তেজক রূপে দেখা দেয়, কিন্তু ঐ অবস্থা কিছুটা কমে যাবার পরে রোগী ঘুমিয়ে পড়ে, আধোঘুম আধোজাগা অথবা অর্ধচেতন ভাবে ঝিমানো বা অর্ধকোমা অবস্থায় শুয়ে থাকে। আপাতভাবে স্বপ্নের রাজ্যে যেন রয়েছে বলে মনে হয় এবং ঐরূপ অবস্থায় থেকেই সে মাঝে মাঝে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। রোগী ভীতিকর স্বপ্ন দেখে, যেসব বিষয়ে সে কথা বলে সেইসবই সে স্বপ্নে দেখতে পায়। যখন সে প্রকৃতই ঘুমিয়ে পড়ে অথবা তার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা বিশ্রামে থাকে, সেই সময় সে নানারূপ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখে ; কাল্পনিক দুঃস্বপ্ন দেখে ; যেন কোথাও আগুন লেগেছে এরূপ স্বপ্ন দেখে। রোগী ডিলিরিয়ামে দৈহিক ও মানসিক কষ্টবোধ করে। কখনো কখনো সে বোকার মত হয়ে যায় এবং অচেতন হয়ে পড়ে। তার সব কিছুর স্মৃতি যেন হঠাৎ হারিয়ে যায় এবং তার পরেই সে বন্য জন্তুর মত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যখন সে ঘুমিয়ে আছে বলে বোধ হয় তখনই সে ডিলিরিয়ামে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই ধরনের লক্ষণ প্রায়ই মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের জন্য ঘটে, খুব ছোট শিশুদের মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটতে দেখা যায় ; ঐ সব শিশু কথা বলতে পারলে মাথায় যেন হাতুড়ীর ঘা মারা হচ্ছে এরূপ বলবে। বেলেডোনার শিশু প্রায়ই খুববেশী অচেতন বা আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তার মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটে, চোখের তারা বড় হয়ে যায়, দেহের ত্বক গরম ও শুকনো থাকে ; মুখমণ্ডলে লাল আভা এবং ক্যারোটিডে দপ্‌দপ্ করা অবস্থা লক্ষ্য করা যাবে। শেষ পর্যন্ত যখন তার অচেতন বা আচ্ছন্ন ভাব আরও বেশী হয় তখন সে ফেকাশে হয়ে পড়ে, তার ঘাড় পিছন দিকে বেঁকে যায়, কারণ ঐরূপ অবস্থায় রোগীর মস্তিষ্কের নিচের অংশ বা বেস্ এবং মেরুদণ্ডের আক্রান্ত অবস্থার জন্য ঘাড়ের মাংসপেশীতে সংকোচন ঘটার ফলে তার মাথাটা পেছন দিকে যেন টেনে ধরা হয় এবং সে মাথা এদিক-ওদিক ঘোরাতে থাকে, চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা অবস্থা, চোখের তারা বড় হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। রোগীর এই ধরনের মানসিক অবস্থা স্কারলেট ফিভার, সেরিব্রো. স্পাইনাল মেনিনজাইটিস প্রভৃতি রোগের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়।

অনেকক্ষেত্রে আবার এই ধরনের মানসিক অবস্থা থেকে কিছু খাওয়াতে গেলে সে চামচেটা কামড়ে ধরে, কুকুরের মত ডেকে ওঠে, এমনকি জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার মত ভয়ঙ্কর কাজও করতে পারে। ঐরূপ উন্মত্ত অবস্থায় তাকে বিরত রাখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে বেঁধে রাখার প্রয়োজন হয়। তার মুখমণ্ডল লাল

হয়ে ওঠে, ত্বক খুব গরম হয়ে যায় এবং কখনো কখনো রোগী বলে যে তার সারা দেহেই জ্বালা করছে, অথবা মাথা খুববেশী গরম হয়ে থাকে এবং মাথায় জ্বালা বোধ হয়। ঐরূপ সময়ে তার পা খুব ঠাণ্ডা থাকে, রোগীর মাথা গরম কিন্তু পা ঠাণ্ডা অথবা হাত এবং পা বরফের মত ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। মনে হয় যেন রোগীর সব রক্ত মাথায় দিকে ছুটে চলেছে। তীব্র ধরনের উন্মত্ততার সঙ্গে সব ধরনের কাল্পনিক দৃশ্য দেখা ও মতিভ্রম ঘটতে দেখা যায়; ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, ভীতিকর সব দৃশ্য ও বিকৃত চেহারার মানুষ বা দৃশ্য দেখে। নানারূপ কাল্পনিক বস্তু দেখে সে ভয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। বেলেডোনার ডিলিরিয়ামে রোগী জানালা থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়, পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তার মনে হয় যে তার শুশ্রূষাকারী তাকে আঘাত দেবে, সেই জন্য সে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চায়। রোগীর তীব্র উন্মত্ততা ও ডিলিরিয়ামের মধ্যে ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক সব কাজ করতে দেখা যাবে। সেইজন্য বেলেডোনার রোগীকে ঐরূপ অবস্থায় বিশেষভাবে নজরে রাখতে হয় ও সে যাতে কোনরূপ ভীতিকর ও ধ্বংসাত্মক কাজ না করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনে বেঁধে রাখতেও হতে পারে। পাঠ্য পুস্তকে এই অবস্থাকে 'রেজ' ও 'ফিউরি' অর্থাৎ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধতা ও উন্মত্ততা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রোগী ভয়ঙ্কর ধরনের কাজ করতে চায়। সে বিলাপ করে, কাঠের চামচ দাঁতে কামড়ে ভেঙ্গে ফেলে, কাপ-ডিসও ভাঙচুর করে এবং কুকুরের মত ডাকে বা গর্জায়। কোন ছেলেকে হয়ত ভীষণভাবে অসুস্থ অবস্থায় ঘরের মধ্যে উন্মত্তের মত জোরে হাসতে ও দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যাবে। তাকে একটুকরো রুটি খেতে দিলে সেটাকে পাথরের টুকরো মনে করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে; ভীষণ ক্রুদ্ধ অবস্থায় সে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। সে কোনরূপে আলো সহ্য করতে পারে না, অন্ধকারে কিছুটা আরামবোধ করে। কখনো কখনো তীব্রতা ও ভয়ঙ্কর অবস্থার মাঝে মাঝে রোগীকে কিছুটা নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ অবস্থায় থাকতেও দেখা যায়। রোগের তীব্রতার সময় রোগী সব সময়ই ভয়ঙ্কর থাকে কিন্তু তারই মাঝে কখনো কখনো সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে বা বসে থাকে এবং তখন হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে ফেলে বা ভাঙ্গচুর করে, বিছানার চাদর টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করে।

ডিলিরিয়াম, জ্বর, বেদনা প্রভৃতি যে কোন উপসর্গের সঙ্গে রোগীর চম্‌কে ওঠা লক্ষণটি বেলেডোনাতে থাকতে দেখা যাবে। রোগী বৈদ্যুতিক শক্ লেগে যেন ঘুমের মধ্যে চম্‌কে ওঠে, সে ঘুমিয়ে পড়লেই তার সারাদেহে বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত একটা অনুভূতি হয়। কোন লোক তার কাছাকাছি এলেই সে ভয়ে চম্‌কে ওঠে। কাল্পনিক কোন বস্তুতে ভয় পাওয়া এবং তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা এই ওষুধটির যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই থাকতে পারে। এই ওষুধের ডিলিরিয়াম অথবা কনভালসনের রোগীর মুখমণ্ডলে ভীতির বিশেষ একটা ছাপ

লক্ষ্য করা যায়। রোগী খুববেশী উত্তেজিত অবস্থায় থাকে; নড়াচড়া করা অথবা আবেগ তার হৃৎস্পন্দনকে বাড়িয়ে দেয়।

একথা বলা যেতে পারে যে বেলেডোনার রোগী খুববেশী সংবেদনশীল, হাইপারস্থেসিয়া অবস্থায় থাকে; তার দেহের টিসুগুলিতে খুববেশী উত্তেজনা থাকে এবং এটাকে স্নায়ুকেন্দ্রের বেড়ে যাওয়া উত্তেজক অবস্থা বলা চলে। তার ফলে স্বাদ, গন্ধ, অনুভবশক্তি প্রভৃতি সব অনুভূতির ক্ষমতা বেড়ে যায়। রোগীর বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। সে আলো, কোনরূপ হৈচৈ বা গোলমাল, স্পর্শ করা, ঝাঁকুনি লাগা প্রভৃতি সহ্য করতে পারে না, ঐসব বিষয়ে সে খুব সংবেদনশীল থাকে। তার অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত সমুদয় প্রক্রিয়াটি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে ও খুববেশী উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। বেলেডোনার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হিসাবে স্নায়বিক উত্তেজনা থাকতে দেখা যায় এবং এই লক্ষণটি **ওপিয়াম** এর ওষুধের ঠিক বিপরীত, কেননা ওপিয়ামের রোগীর মধ্যে যে কোন প্রকার অনুভূতির অভাব থাকতে দেখা যাবে। বেলেডোনার ক্ষেত্রে রক্তাধিক্য যত বেশী হয় উত্তেজনাও ততই বেশী থাকে। অপর পক্ষে **ওপিয়ামের** ক্ষেত্রে রক্তাধিক্য যত বেশী হয়, উত্তেজনা ততটাই কম থাকতে দেখা যাবে। তবুও অন্যান্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ দুটির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। চোখ ও মুখমণ্ডলের চেহারায়, রোগজনিত দেহাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তন বা 'প্যাথলজিক্যাল' অবস্থায় ঐ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, রোগীর চেহারা প্রভৃতির উপরই কেবল নির্ভর করে এবং উপসর্গের তীব্রতার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে যদি আমাকে ওষুধ নির্বাচন করতে বলা হয় তা হলে আমার পক্ষে **ওপিয়াম** ও বেলেডোনার মধ্যে সঠিক ওষুধটি বেছে নেওয়া সম্ভব হবে না। এই দুটি ওষুধ প্রায়ই একে অপরের প্রতিরোধক বা অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করে। কিন্তু আমরা প্যাথলজির উপর নির্ভর করে ওষুধ নির্বাচন করি না, রোগীর লক্ষণের উপর নির্ভর করে করে থাকি, প্রতিটি রোগীর বিশেষ লক্ষণের সাহায্যে একটির সঙ্গে অপরটির পার্থক্য ভালভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তবেই সঠিক ওষুধটি নির্বাচন করে থাকি।

ঐরূপ উত্তেজনার সঙ্গে মাথাঘোরা বা ভার্টিগো দেখা দেয়; বিছানায় শোয়া অবস্থায় এপাশ-ওপাশ করলে, মাথা ঘোরালে হতচেতন ও মাথাঘোরা অবস্থা বা ডিজিনেস দেখা দেয়। রোগীর মনে হয় যেন তার পাশের সব কিছু ঘুরছে। মাথা-ঘোরা অবস্থার সঙ্গে পালসেশন্ বা টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি হয়। মাথাঘোরালে বা মাথা নাড়াচড়া করলে এই পালসেশনের অনুভূতি বেড়ে যায়, মাথাঘোরাও বেড়ে যায়। রোগী বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়, মাথাটা সামান্য উঁচু করতেও পারে না। এই ধরনের বেড়ে যাওয়া অনুভূতি বা সংবেদনশীলতা বিশেষ ভাবে মাথার চাঁদিতে বা স্কালপস-এ থাকতে দেখা যাবে; মেয়েদের ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থা বেশী ঘটে, সে মাথার চুল বাঁধতে, চুল আঁচড়াতেও কষ্টবোধ করে এবং সেজন্য সব সময় চুল খোলা অবস্থায় ছেড়ে রাখে। রোগীর মনে হয় যেন কেউ তার চুল ধরে

টানছে, তার মাথার তালুতে এত বেশী স্পর্শকাতরতা থাকে যে সে তার মাথার চুলে হাত দিতে দেয় না। কয়েকটি ওষুধে এই বিশেষ ধরনের সংবেদনশীলতা থাকতে দেখা যায়; **হিপারের** রোগী বেদনায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে; **নাইট্রিক অ্যাসিড**-এর রোগী রাস্তায় গাড়ি চলাচলের শব্দেও খুববেশী কষ্টবোধ করে; **কফিয়াতে** হাঁটা-চলা করার মৃদু শব্দেও উপসর্গ বেড়ে যায়; এই রোগী এত বেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে যে রোগী হয়ত তিন তলা থেকেই নিচের একতলার দরজা খুলে কেউ ঘরে প্রবেশ করলে তার কষ্ট বেড়ে যায় যদিও অন্য কারও পক্ষেই সেই প্রবেশের শব্দ শোনা বা বোঝা সম্ভব নয়। **নাক্সভমিকাতে** মৃদু পায়ে চলার শব্দেই রোগীর সারা দেহে বেদনা বৃদ্ধি পায়। বেলেডোনা-তে বেদনায় এই সব ধরনের সংবেদনশীলতাই দেখা যেতে পারে। এই রোগীর সম্পূর্ণ অনুভব প্রক্রিয়া বা সেনসোরিয়াম-এর শক্তি খুববেশী বেড়ে যায়। **ক্যামোমিলার** রোগীও বেদনায় খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং তার প্রতি আমাদের সহানুভূতি প্রকাশের দরকার হয় না, সে নিজেই ঐ অবস্থার বিরুদ্ধে কাজটা করে থাকে; কিন্তু বেলেডোনা অথবা **পালসেটিলা-র** রোগীকে দেখলে অথবা **নাইট্রিক অ্যাসিডের** ক্ষেত্রে রোগীর কষ্ট আমাদের অভিভূত করে।

বেলেডোনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উত্তেজিত অবস্থায় তার প্রতিক্রিয়া। এরূপ অবস্থায় ওষুধটি প্রয়োগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরামবোধ করে! অনেক ওষুধে এই প্রতিক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে দেখা দেয় কিন্তু বেলেডোনাতে সেটা খুব বেড়ে যায় অর্থাৎ দেহের প্রতিক্রিয়া ঘটার শক্তি বেড়ে যাবার ফলে রোগীর কষ্ট খুব দ্রুত কমে যায়। **নাক্সভমিকা** এবং **ইগ্নেসিয়া**-এও এইরূপ ঘটে থাকে। রোগের অ্যাকিউট অবস্থায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ক্রনিক অবস্থায় এই অনুভূতিপ্রবণতা বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে। **কুপ্রাম**-এ এই অনুভূতির প্রাধান্য, দেহের সর্বত্রই থাকতে দেখা যাবে। ঐ ওষুধটিতে আঁচিল, ত্বক, পলিপ সবই খুব সংবেদনশীল হয় এবং ওষুধটি প্রয়োগে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্য যে কোন ওষুধের আংশিক সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে সেগুলি প্রয়োগে কোন কাজই হবে না; ওষুধটির যত সূক্ষ্ম মাত্রা বা শক্তিই প্রয়োগ করা হোক না কেন তা খুববেশী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং রোগীর সব লক্ষণই কিছুটা বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগীর দেহের সবকিছুতেই গন্ধ বেড়ে যায়, সঠিকভাবে নির্বাচিত ওষুধও রোগ নিরাময়ের বদলে অসুবিধার সৃষ্টি করে। **কুপ্রাম** প্রয়োগে রোগীর এইরূপ অনুভূতির প্রাধান্য কমিয়ে আনা যায় এবং তখন সুনির্বাচিত ওষুধ সঠিক ভাবে কাজ করবে এবং সেই ওষুধের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু বেলেডোনার মত **কুপ্রামে** কনজেসসন বা রক্তাধিক্য ঘটতে দেখা যাবে না, কুপ্রামে বেশী জ্বরের সঙ্গে রক্তাধিক্য ও সংবেদনশীলতা থাকতে দেখা যায় না, বেলেডোনার দপ্-দপ্ করা বা থুবিং লক্ষণও থাকে না। তবে ঐ ওষুধটিতে ক্রনিক অবস্থা দেখা যেতে পারে। মহিলা ও শিশুদের মধ্যে হিস্টিরিয়াজনিত অবস্থার মত আবেগের প্রাবল্যও থাকে না তবে ঐ সব রোগী নিজেদের সঠিক ভাবে আয়ত্তেও রাখতে পারে না। সংবেদনশীল লোকেদের পক্ষে উপযোগী ওষুধ আছে, বিশেষ ভাবে যে

সব মহিলারা অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ তাদের উপযুক্ত ওষুধ আমাদের আছে। যে সব চিকিৎসক ঐ সব ধরনের রোগীর প্রতি যত্নশীল হয়, তাদের প্রকৃতি, তাদের চরিত্রগত বিশেষ গুণাগুণ বুঝে তাদের কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করে, তারা সমাজে অন্যান্য চিকিৎসক যতই নামী হোক না কেন, তাদের তুলনায় অধিক প্রভাবশালী হয়। সেই চিকিৎসককে সবাইকেই নিজের মত অনুভূতিপ্রবণতার মাপকাঠিতে বিচার করলে চলবে না, কারণ সেই চিকিৎসকের নিজের অনুভব শক্তি কম থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর রোগীরা অনেকেই বেশী সংবেদনশীল হতে পারে।

এই ধরনের অধিক সংবেদনশীলতা বেলেডোনার মাথাধরা বা মাথার যন্ত্রণায় থাকে। মাথায় ছুরি মারা, দপ্‌দপ্‌ করা, ঝিলিক দেওয়া ব্যথা প্রভৃতিকে রক্তাধিক্যের সঙ্গে থাকতে দেখা যাবে। এই সব রোগী নড়াচড়ায়, প্রতিটি ঝাকুনিতে, আলোতে, চোখের পলক ফেলায় অথবা ঝড়ো হাওয়ায় খুব সংবেদনশীল থাকে। যখন খুববেশী বেদনার জন্য রোগী তার মাথাটি এদিক-ওদিক ঘোরাতে বাধ্য হয়, কিন্তু সেইরূপ নড়াচড়ায় কোনরূপ আরাম না হয়ে মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে বেলেডোনা উপযুক্ত ওষুধ। কোন শিশুকে বিছানায় শোয়া অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটার জন্য তীব্র বেদনায় মাথাটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে দেখা যেতে পারে। সে মস্তিষ্কজনিত কারণে হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কিছুক্ষণ পরেই শিশুর ঘুম ভেঙ্গে যায়, সে মাথাটা নাড়াচাড়া করতে থাকে এবং কয়েক মিনিট অন্তরই জোরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে এবং সেটা মস্তিষ্কজনিত কান্না। শিশুটি এরপর আচ্ছন্ন বা অচেতন হয়ে পড়ে, তার মাথাটা পিছন দিকে বেঁকে যায়। মুখমণ্ডলে প্রথমে রক্তোচ্ছ্বাস ও পরে ফেকাশে ভাব দেখা যাবে। এটা স্টুপর বা অচেতন অবস্থা এবং সেই অচেতন অবস্থাতেই শিশু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মস্তিষ্কজনিত যে কোন অসুস্থতার ক্ষেত্রে শিশু বা রোগীকে পথ্য দেবার বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। তাকে এত বেশী পরিমাণে পথ্য দেওয়া উচিত নয় যাতে তা রোগীর পাকস্থলীতে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে, কেননা ঐ সব রোগীর পাকস্থলী সাধারণ ভাবেই দুর্বল অবস্থায় থাকে এবং সে বেশী কিছু হজম করতে পারে না। সেই জন্য তার খাদ্য বা পথ্য হাল্কা, সহজ পাচ্য ও পরিমাণে কিছুটা কম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাথায় খুব ভারবোধ হয়। মনে হয় যেন মাথায় ওজন চাপানো আছে এবং সেইজন্য মাথাটা পিছন দিকে বেঁকে ঝুঁকে থাকে। কখনো কখনো ঘাড়ের মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে মাথাটি পিছন দিকে ঝুঁকে থাকতে দেখা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী নিজেই মাথাটা পিছন দিকে ঝুলিয়ে রাখে, কারণ তাতে তার মাথার যন্ত্রণা বা মাথাধরা কিছুটা কম হয়। এবং যতক্ষণ মাথাটা পিছনদিকে ঝোঁকানো থাকে ততক্ষণই মাথার যন্ত্রণা কম থাকতে দেখা যায়। বসে, দাঁড়িয়ে অথবা নিচু হয়ে ঝুঁকে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে নিলে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। রোগীর তখন মনে হয় যেন তার মস্তিষ্ক মাথা থেকে বেরিয়ে পড়ে যাবে বা ঠেলে

বেরিয়ে আসবে। এইরূপ অবস্থায় মাথার যন্ত্রণা এত বেড়ে যায় যে মনে হয় যেন মাথায় ছুরি বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা হাতুড়ী ঠোকা হচ্ছে। এই ধরনের বর্ণনাই রোগী দিয়ে থাকে। মাথার ভিতরে পেরেক বা হাতুড়ী ঠোকা, ধারালো কিছু দিয়ে যেন কাটা বা ছেঁড়া হচ্ছে, কিন্তু এসবের সঙ্গে চাপবোধ ও দপ্দপ্ করা অনুভূতি থাকেই। বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে এই ধরনের সব অনুভূতি বেড়ে যায়। দপ্দপ্ করা ; পালসেশন বা নাড়ীর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিপ্‌টিপ্ করা মাথার খুলির টনটনে ব্যথায় আক্রান্ত জায়গায় যেন হাতুড়ী ঠোকা হচ্ছে এবং প্রতিটি হার্টের স্পন্দনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন হাতুড়ী ঠোকা একনাগাড়ে চলেছে বলে বোধ হয়। কখনো কখনো চুপচাপ বসে থাকলে বা শুয়ে থাকলে মাথার যন্ত্রণা কিছুটা কম হয় ; কিন্তু শোয়া বা বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালেই হাতুড়ী ঠোকার মত পালসেশন যুক্ত বেদনা আবার বেড়ে যায়। রোগীর মনে হয় যেন বেদনাটা মাথার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যায়, যেন মাথাটা বড় হয়ে যাচ্ছে এবং ভিতর থেকে যেন বাইরের দিকে চাপ পড়ছে। মাথার বাইরের দিকে চাপ দিলে এই ধরনের মাথার যন্ত্রণায় রোগী আরামবোধ করে ; হঠাৎ মাথা স্পর্শ করা বা হঠাৎ মাথায় চাপ দিলে ব্যথা বেশী হয় কিন্তু একটু একটু করে ক্রমশ চাপ বৃদ্ধি করে ব্যাণ্ডেজ করার মত অথবা মাথায় শক্তভাবে এঁটে থাকা টুপির মত চাপ দিয়ে রাখলে মাথার যন্ত্রণা বা মাথাধরা কম থাকে। হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লেগে, মাথা আঢাকা অবস্থায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকলে মাথাধরা আরম্ভ হয় ; কোন কোন ক্ষেত্রে চুল কাটালেই তীব্র ধরনের মাথার যন্ত্রণা শুরু হতে দেখা যায়। চুল কাটালেই কানের, বুকের, বাতের উপসর্গ প্রভৃতিও দেখা দিতে পারে ; রোগীর মাথা শীতলতায় এত বেশী সংবেদনশীল থাকে যে চুল কাটানো, খালি মাথায় ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রভৃতিতে রোগীর নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। এই ওষুধটির ক্ষেত্রে বলা চলে যে বিভিন্ন উপসর্গ প্রথমে মাথায় এবং পরে নিচের দিকে দেখা দেয়। পায়ের দিকের উপসর্গ, বাতজনিত অস্থি-সন্ধির বেদনা, স্ফীতি ও লালবর্ণ ধারণ করা প্রভৃতি সব উপসর্গ মাথায় ঠাণ্ডা লেগে, টুপি বা আবরণশূন্য থাকা অবস্থায় মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে বা মাথা জলে ভিজে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে একটা বিশেষ উপসর্গ দেখা দিয়ে চিকিৎসককে ধাঁধায় ফেলতে পারে। সাধারণভাবে বেলেডোনার উপসর্গগুলি বিশ্রামে কম থাকে এবং নাড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর কোমর থেকে নিচের দিকে একধরনের ছিঁড়ে যাবার মত বেদনায় রোগীকে অস্থির হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং তখন রোগী অনবরত হাঁটা-চলা করতে বাধ্য হয়, সে একটু সময়ের জন্য থামলে বা বিশ্রাম করতে গেলেই ঐ বেদনা আবার শুরু হয়ে যায়। কখনো কখনো ঐ বেদনা নিচের দিকে যেন ঝিলিক দেবার মত দ্রুত গতিতে ছুটে যায়, যেন নিচের দিকে কিছু ছিঁড়ে যাচ্ছে বা যেন স্নায়ু বরাবর বেদনা নিচের দিকে ছড়িয়ে যায় এবং এই বেদনা পায়ে ঠাণ্ডা লেগে নয়, মাথায় ঠাণ্ডা লাগার ফলেই দেখা দিয়ে থাকে। **অ্যাকোনাইট** ও

পালসেটিলাতে উপসর্গ পায়ে ঠাণ্ডা লেগে বা পা জলে ভিজে যাবার জন্য দেখা দেয় এবং বেদনা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে, পায়ে আরম্ভ হয়ে উপর দিকে গিয়ে মাথা আক্রান্ত হয়। বেলেডোনার ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি মাথায় ঠাণ্ডা লাগার ফলে দেখা দেয়, মাথা থেকে নিচের দিকে উপসর্গগুলি নেমে যায়, কখনো মাথা আক্রান্ত হয়, কখনো বুক, পাকস্থলী বা পেটে উপসর্গ কেন্দ্রীভূত হয়, আবার কখনো বা জরায়ু বা ওভারীতে উপসর্গ দেখা দেয়। **রাসটক্সে** জলে ভেজা বা বৃষ্টিতে ভেজার ফলে উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে যে অংশ জলে ভিজেছে সেখানে উপসর্গ সৃষ্টি হয় ; যদি রোগীর পা জলে ভিজে থাকে তবে তার পায়ে বাতজনিত বেদনা বা অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। একটির সঙ্গে অন্যটির বিরাট পার্থক্য থাকে এবং সেই প্রভেদকে ভাল করে বিচার-বিশ্লেষণ করে তবেই ওষুধ নির্বাচন ও প্রয়োগ করতে হয়। হোমিওপ্যাথি মতে প্রতিটি রোগীকেই আলাদাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার উপসর্গ কিভাবে ছড়ায় বা বাড়ে সেটা বুঝে নিতে হয়। কোন রোগীর ক্ষেত্রে উপসর্গ ডানদিকে শুরু হয়ে বামদিকে যায়, কোন ক্ষেত্রে আবার মাথার তালুতে আরম্ভ হয়ে, নিচের দিকে উপসর্গ নেমে আসে। এই ওষুধটি এভাবেই কাজ করে অর্থাৎ উপর দিকে প্রথমে উপসর্গ দেখা দিয়ে পরে নিচের দিকে নেমে আসে। কোন ওষুধে পায়ে বরফ-ঠাণ্ডা জল বা খুব ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে উপসর্গ দেখা দেয় (সাইলিসিয়া) ; কিন্তু বেলেডোনাতে ঠাণ্ডা লাগার ফলে মাথা-ধরা অথবা পায়ের দিকে স্নায়বিক বেদনা দেখা দেয়। এখন মনে রাখতে হবে যে বেলেডোনাতে যে বেদনা বিশ্রামে থাকলে বাড়তে দেখা যাবে সেটা ব্যতিক্রম। এভাবেই কোন ওষুধের সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণকে আলাদাভাবে জেনে বা বুঝে নিতে হবে, তা বুঝতে না পারলে সঠিক ওষুধ নির্বাচন সম্ভব নয়। এখানে বর্ণিত পায়ের দিকের বেদনা বিশেষ লক্ষণ। রোগী এবং তার সাধারণ উপসর্গ বিশ্রামে কম থাকে কিন্তু তার পায়ের দিকের স্নায়বিক বেদনা নড়াচড়ায় কম থাকতে এবং চুপ্‌চাপ থাকলে আরম্ভ হতে দেখা যাবে ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বেলেডোনার রোগীর পায়ের দিকের সব ধরনের বেদনাই নড়াচড়ায় কম থাকবে, কারণ, তার বাতজনিত পায়ের বেদনা বিশ্রামে কম থাকবে, এবং নড়াচড়া করলে বেড়ে যেতে দেখা যাবে। তার কোমর থেকে নিচের দিকে স্ফীতিশূন্য বেদনা, ছিঁড়ে যাবার মত ঐ ধরনের বেদনা বিশ্রামে থাকা অবস্থাতে শুরু হয়ে থাকে। সব ওষুধেই এই ধরনের কিছু কিছু অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক লক্ষণ থাকে এবং ওষুধ নির্বাচনের সময় সেই সব লক্ষণগুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হয়।

বেলেডোনার সব উপসর্গের সঙ্গেই দেহের উর্ধ্বাংশে রক্তাধিক্য বা কনজেসসন ঘটার লক্ষণটি নজর এড়িয়ে গেলে চলবে না। এই ওষুধটিতে মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটতে দেখা যাবে এবং সেইসঙ্গে রোগীর হাত-পায়ের দিকে ঠাণ্ডা থাকবে। তার পা ঠাণ্ডা, থাকবে। তার পা ঠাণ্ডা, হাত ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু মাথাটি গরম থাকবে।

চোখের প্রদাহ, চোখে চক্‌চকে ভাব, চোখের তারা বড় হয়ে যাওয়া, মুখমণ্ডলে

রক্তোচ্ছ্বাস এবং প্রদাহে আক্রান্ত স্থান ভীষণ লাল হয়ে ওঠা লক্ষণ থাকে। চোখের সব ধরনের টিস্যুতেই প্রদাহ, চোখের পাতা এবং অক্ষিগোলকের যে কোন অংশের প্রদাহের সঙ্গে খুববেশী তীব্র ধরনের বেদনা থাকতে দেখা যায়। উত্তাপ, লালভাব ও জ্বালাকরা বেলেডোনার এই তিনটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ চোখের যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই থাকতে দেখা যাবে। চোখে টিপ্ টিপ্ করা বা পালসেশন, টিস্যুর বৃদ্ধি বা টিউমিফ্যাকশন, চোখ থেকে জলপড়া, চোখে খুব যন্ত্রণা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ নড়াচড়া ও আলোতে বৃদ্ধি পায়; 'আলোকভীতি' বা ফটোফোবিয়া খুব তীব্র থাকে। চোখে আলোর ঝলকানি ও কালো কালো, ছোট ছোট কিছু যেন চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় বলে বোধ হয়। কোন কিছু পড়তে গেলে অক্ষরগুলি যেন বাঁকা বাঁকা বলে বোধ হয়। চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া অথবা সম্পূর্ণভাবে অন্ধত্বও দেখা দিতে পারে। চোখের সব অংশেই খুববেশী রক্তাধিক্য ও পূর্ণতাবোধ থাকে। রেটিনাতে রক্তপাত ঘটা বা রেটিনার সন্ন্যাস রোগ চোখ আধখোলা, ঠেলে বেরিয়ে আসার মত, একভাবে তাকিয়ে থাকা দৃষ্টি প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। কোন শিশু যখন অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে, তার চোখ আধখোলা অবস্থায় থাকে, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা কনজেসসন ঘটে, তার মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস বা লালচে আভা এবং খুব উত্তপ্ত অবস্থা থাকতে দেখা যাবে; সে মাথাটা এদিক-ওদিকে ঘোরাতে থাকে; যদি এরূপ অবস্থা কয়েকদিন ধরে চলে তা হলে শিশুটির মুখমণ্ডল ফেকাশে হয়ে পড়বে এবং তার ঘাড়টা পিছনদিকে টেনে ধরার মত বেঁকে থাকতে দেখা যাবে। এইরূপ রক্তাধিক্যজনিত অবস্থায় শিশুটির চোখ যখন আধখোলা অবস্থায় থাকে তখন তার চোখে কোন পলক পড়ে না। 'অরবিটাল নিউরালজিয়া' বা চোখের স্নায়বিক বেদনা, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার মত দেখতে পাওয়া এবং চোখের তারা বড় হয়ে থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। চোখের স্নায়ু বা অপটিক নার্ভ এবং রেটিনার প্রদাহ ও সেই সঙ্গে চোখে রক্তাধিক্য ও লাল হয়ে ওঠা অবস্থা দেখা যেতে পারে। হঠাৎ চোখের দৃষ্টি ট্যারা হয়ে পড়া লক্ষণটি যদি মস্তিষ্কের কনজেস্সন, চোখে রক্তাধিক্য, চোখের তারা বড় হয়ে থাকা, মাথাটা এপাশ-ওপাশ সব সময় নাড়াচাড়া করা বা মাথা চালা, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস, ক্যারোটিড্ আর্টারীতে থ্রবিং বা দপ্‌দপ্ করা ও তীব্র উত্তাপ প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে দেখা দেয় তা হলে সেক্ষেত্রে বেলেডোনাই উপযুক্ত ওষুধ। শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ার এক বা দু'দিন পরে হঠাৎ তার চোখের মণি ভিতরের দিকে সরে আসতে ও দুটি চোখের দৃষ্টি পরস্পরের বিপরীতমুখী হতে দেখা বেলেডোনার একটি অতিরিক্ত বিশেষ লক্ষণ। কোন ক্ষেত্রে মাথায় ও চোখে কনজেসসন হবার পরে সে অবস্থা চলে যাবার পরেও চোখের ট্যারা ভাব থেকে গেলে বেলেডোনা প্রয়োগে অনেকক্ষেত্রেই সেই অবস্থা সারানো যায়। রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ত্রুটির জন্য সৃষ্ট এই সব উপসর্গ ওষুধের সাহায্যেই নিরাময় করা যায়, ঐসব রোগীকে সার্জনের কাছে পাঠাবার প্রয়োজন হয় না বা পাঠানো উচিত নয়; যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্যারা ভাবটা কিছুদিন, এমনকি

কয়েকমাস পর্যন্তও স্থায়ী হতে পারে কিন্তু তাদের সঠিক ওষুধেই সারানো সম্ভব ; কিন্তু ঐরূপ ট্যারা অবস্থা যদি ধীরে ধীরে দেখা দেয় অথবা জন্মগত ভাবেই থাকে তা হলে তা ওষুধে-সারানো যাবে না। লিভারের কনজেসসন হয়ে অথবা ডিওডেনামের শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থার জন্য চোখে হলদেভাব দেখা দিতে পারে।

কানের ভিতরে প্রদাহ হয়ে পুঁজ সৃষ্টির মত অবস্থায় বেলেডোনা কদাচিৎ কাজ করে। ঐসব অবস্থার জন্য আমাদের গভীরভাবে ক্রিয়াশীল কোন ওষুধের কথা ভাবতে হবে। আমরা কানে তীব্র বেদনা, স্পর্শকাতরতা, খুববেশী সংবেদনশীলতা এবং প্রদাহজনিত সব ধরনের লক্ষণ পেতে পারি, কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে বেলেডোনা প্রয়োজন সে সব অবস্থায় পুঁজ সৃষ্টি হতে সচরাচর বড় একটা দেখা যাবে না।

এবারে আমরা দেহের বিভিন্ন অংশের মিউকাস মেমব্রেন বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কথায় আসব। নাক, মুখ গলা, ল্যারিংক্স, বুক, কানের ভিতর দিয়ে ইউসটেসিয়ান টিউব পর্যন্ত বিস্তৃত মিউকাস মেমব্রেন প্রভৃতি সর্বত্রই বেলেডোনার বিশেষ লক্ষণ হিসাবে খুববেশী শুষ্কতা থাকতে দেখা যায় এবং শুষ্কতার অনুভূতি থাকে। নাক, মুখ, জিহ্বা, গলা, বুক প্রভৃতি অংশে শুষ্কতার জন্য শুকনো কাশি ও আক্ষেপযুক্ত অবস্থা থাকতে দেখা যাবে। এইরূপ অবস্থা এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে নাকের উপসর্গের সঙ্গে কোরাইজা, গলার উপসর্গের সঙ্গে কাশি প্রভৃতি বেড়ে যায় এবং প্রায় সব ক্ষেত্রে খুব শুষ্কতার লক্ষণ থাকে। **ফসফরাসে** এইরূপ লক্ষণ দেখা যায় ; **ফসফরাসে** গলায় ক্ষত থাকলে তার সঙ্গে মুখে শুষ্কতা, জিহ্বা ও শ্বাসনলে শুষ্কতা থাকতে দেখা যাবে। খুববেশী হাঁচির সঙ্গে কোরাইজা বা নাক থেকে জলের মত পাতলা সর্দি ঝরতে দেখা যায়। নাকে যেন কিছু বিঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরূপ বোধ ও জ্বালা থাকে। নাকে গরমবোধ হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল লাল আভা, খুব উত্তাপ ও কোরাইজা, মাথাটা গরম কিন্তু হাত ও পায়ের দিকটা ঠাণ্ডা থাকা, খুববেশী মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি মিউকাস মেমব্রেনের শুষ্কতার জন্য থাকতে দেখা যেতে পারে। শুধুমাত্র শুষ্কতার জন্যই অনেকক্ষেত্রে বেদনা দেখা দেয়, কারণ, মিউকাস মেমব্রেন থেকে স্বাভাবিকভাবে যে রস সৃষ্টি হবার কথা তা না হয়ে শুকনো অবস্থায় থাকে। যখন কোথাও বা কোন ক্ষেত্রে রস বা স্রাব সৃষ্টি হতে ও নির্গত হতে বাধা পায় তখন জ্বর, খুব উত্তাপ, লালভাব, জ্বালা, মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠা, মুখমণ্ডলে জ্বালা করা, মুখমণ্ডল ও মাথায় খুব উত্তাপ থাকা ও হাত এবং পায়ের দিকে ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যেতে পারে! আমাদের কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে এবিষয়ে "পাগল করার মত মাথার যন্ত্রণা এবং শ্লেষ্মা বসে যাওয়াজনিত অবস্থা" বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শীতকালে এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এই ধরনের রোগীর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লেগে নাক, চোখ, শ্বাসপথ প্রভৃতি থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হতে আরম্ভ করে এবং এরূপ শ্লেষ্মা নির্গমনে রোগী ভাল থাকে। কিন্তু হঠাৎ ঐ শ্লেষ্মা-নির্গমন বন্ধ হয়ে সব মিউকাস মেমব্রেন শুষ্ক হয়ে পড়লে ভয়ঙ্কর, পাগল করে তোলার মত, দপ্

দপ্ করা মাথাধরা শুরু হতে দেখা যাবে। যে সব ক্ষেত্রে পুরানো সর্দিজনিত অবস্থা ও প্রচুর পরিমাণে ঘন, হলদেটে শ্লেষ্মা নির্গত হয় সে সব ক্ষেত্রে বেলেডোনা মোটেই উপযোগী নয়; বেলেডোনার ক্ষেত্রে সাদাটে শ্লেষ্মা নির্গমন বৃদ্ধি পেতেই কেবল মাত্র দেখা যাবে। কিন্তু যেখানে ঘন, হলদে শ্লেষ্মা নির্গত হতে হতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে উপসর্গ সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে বেলেডোনা কোন রূপ কাজই করবে না। ঘন, হলদেটে-সবুজ সর্দি বা শ্লেষ্মা হঠাৎ যে কোন কারণে বন্ধ হয়ে উপসর্গ দেখা দিলে **মার্কুরিয়াস, সালফার** অথবা **পালসেটিলার** মত ওষুধের সাহায্যে সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্লেষ্মা আবার ফিরিয়ে আনা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে দেহে বিভিন্ন টিস্যুতে সুস্থ অবস্থা সৃষ্টি করে রোগীকে অনেকটা আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে আসা যেতে পারে।

মুখমণ্ডলে তীব্র ধরনের কামড়ানো ব্যথা, তীক্ষ্ম, ছিঁড়ে যাওয়া, থেঁতলে যাওয়া ও দপ্‌দপ করা ব্যথা থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের ডান দিকে বিশেষভাবে এইরূপ ব্যথা বেশী হতে দেখা যায় এবং যে কোন ধরনের ঝাঁকুনি লাগলে ব্যথা বেশী হয়; সেই সঙ্গে মুখমণ্ডলে খুব উত্তাপ, ক্যারোটিড ধমনীতে দপ্ দপ্ করা, মাথা গরম হওয়া, ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে উপসর্গ দেখা দেওয়া অথবা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে বা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরলে ঠাণ্ডা লেগে এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যদিও ঘোড়ায় চড়ে ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগার ফলে মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত দেখা দিলে **কস্টিকামই** প্রধান ওষুধ, কিন্তু ঐরূপ অবস্থা বেলেডোনায় সারানো যেতে পারে। মুখমণ্ডলের মাসংপেশীতে সংকোচন বা স্প্যাজম্ অস্বাভাবিক ধরনের সংকোচন ঘটা, মুখমণ্ডলে ইরিসিপেলাস ও সেই সঙ্গে মুখমণ্ডল প্রথমে খুব লাল থাকা এবং ধীরে ধীরে ফেকাশে বা বেগুনী হয়ে উঠে, ও জ্বর থাকা প্রভৃতি অবস্থা হতে পারে। মুখমণ্ডলের স্নায়বিক বেদনার সঙ্গে প্রায় সবক্ষেত্রেই কিছুটা কম-বেশী রক্তাধিক্য থাকে ও সেই সঙ্গে তীব্র বেদনায় মুখমণ্ডল খুব লাল হয়ে উঠতে দেখা যায়। জ্বর খুব বেশী থাকলে, জাইমোটিক অবস্থায়, যখন রক্তে জাইমোটিক অবস্থা বেশী দেখা যায় তখন মুখমণ্ডলে মলিন ভাব ও ফুট ফুট ছাপ দেখা দিলে সেই অবস্থায় বেলেডোনা অপেক্ষা **ব্যাপটিসিয়া** অধিকতর উপযোগী। মুখমণ্ডলে রক্তাভা ও জ্বালা করা উত্তাপ, দাঁতে খুব বেদনা, কনজেসসন, এবং একই ধরনের কামড়ানো ব্যথা. দাঁতে খুববেশী সংবেদনশীলতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

বেলেডোনার মিউকাস মেমব্রেনের মতই রোগীর জিহ্বা শুকনো থাকে। মুখ ও জিহ্বা দুইই শুকনো থাকে; জিহ্বা স্ফীত ও বাইরে বেরিয়ে আসার মত দেখায়। শুকনো ও শক্ত থাকে এবং চামড়ার মত বলে মনে হয়। জিহ্বার অনুভূতি না থাকা, স্বাদ না পাওয়া জিহ্বার ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং কথা বলতে না পারা প্রভৃতি বেলেডোনার লক্ষণ থাকে। জিহ্বায় পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা; জিহ্বার কাঁপুনি বিশেষ ভাবে জিহ্বা বার করলে থাকতে দেখা যাবে। রোগী দুর্বলভাবে তার জিহ্বা বার করে। বেলেডোনার জ্বরের রোগী মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে শীর্ণ ও অবসাদ-

গ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার দেহে প্রায় পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দেয়। সে হাত উঁচুতে তুলে খুব অল্প একটুক্ষণের জন্য রাখলেও তা কাঁপতে থাকে, রোগীর জিহ্বাতেও তেমনি দুর্বলতাজনিত কম্পন দেখা যাবে। স্নায়ুকেন্দ্রের কনজেসসনের জন্য জিহ্বার কম্পন দেখা দিয়ে থাকে। জিহ্বার প্যাপিলিগুলি খাড়া খাড়া হয়ে থাকা এবং জিহ্বাটি উজ্জ্বল লাল দেখায়। মস্তিষ্কে কনজেসসনের জন্য জিহ্বায় চক্‌চকে লালভাব ও প্যাপিলি খাড়া খাড়া হয়ে থাকে। **এরাম ট্রিফাইলামের** বর্ণনা দেবার সময় জিহ্বাটি স্ট্রবেরীর মত বলেছি, বেলেডোনাতেও তেমনি দেখা যায়। বেলেডোনার জিহ্বাও স্ট্রবেরীর মত দেখায় এবং জিহ্বার প্যাপিলিগুলি স্ট্রবেরীর দানার মত উঁচু উঁচু হয়ে থাকে। জিহ্বার মাঝখানটায় লাল লাল ফুটকির মত থাকে এবং ডগার দিকটা চওড়া থাকতে দেখা যায়; কোন কোন ক্ষেত্রে জিহ্বার মধ্যাংশ সাদাটে এবং ধারের দিকে লাল থাকতেও দেখা যেতে পারে। মস্তিষ্কের উপসর্গের সঙ্গে জিহ্বা সাদা থাকাও বিচিত্র নয়। মস্তিষ্কের উপসর্গের সঙ্গে পুরু দুধের মত সাদা ও নরম প্রলেপ জিহ্বায় দেখা যেতে পারে। মুখে শুষ্কতার সঙ্গে জল পিপাসা থাকে, আবার শুষ্ক মুখের সঙ্গে পিপাসা নাও থাকতে পারে। পাকস্থলীর গোলযোগের সঙ্গে আমরা বেলেডোনাতে খুব পিপাসা থাকতে দেখি। কোন কোন ক্ষেত্রে বেলেডোনার রোগী বেশী পরিমাণ জল পান করতে চায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে **আর্সেনিকের** মত অনবরত মুখ ভিজিয়ে রাখার মত অল্প অল্প জলপান করার ইচ্ছাও দেখা যায়। **আর্সেনিকের** মতই বেলেডোনাতে রোগী বার বার অল্প পরিমাণে জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করে যাতে তার শুকনো জিহ্বা, মুখ ও গলার ভিতরটা ভিজে রাখা যায়। পোস্টিরিয়ার নেরিস অর্থাৎ নাকের ভিতরের পশ্চাদ্দেশে শুষ্কতার জন্য সেখান থেকে রোগী যে শ্লেষ্মা বার করে আনে তা সাদা এবং কখনো সাদার বদলে রক্ত মেশানো থাকে এবং তা পরিমাণে অল্প কিন্তু দড়ির মত লম্বাটে হয়ে বেরিয়ে আসে। এখন পর্যন্ত এই ওষুধটির রক্ত মেশানো স্রাবের কথা আমি বলিনি, কিন্তু বেলেডোনাতে দেহের যে কোন অংশ থেকে রক্তপাত ঘটতে দেখা যেতে পারে। চোখ, নাক, গলা, ল্যারিংক্স, বুক, মূত্রথলি, জরায়ু প্রভৃতি যে কোন স্থান থেকে রক্তপাত ঘটতে পারে। ক্ষত থেকে রক্তপাত ঘটে। গলার ভিতরে আলপিনের মাথার মত ছোট ছোট ক্ষত হয়। মুখের ভিতরে ছোট ছোট অ্যাপথাসের প্যাচ দেখা দেয় এবং সেখান থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। গলার ভিতরেও অ্যাপ-থাসের মত ক্ষত ও প্রদাহ হতে দেখা যায় তবে গলার বেশীর ভাগ উপসর্গই শুকনো ও লাল হয়ে থাকতে দেখা যাবে। গলার ভিতরে টিসু বৃদ্ধি হয়ে টিউমারের মত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে; গলায় ভিতরে খুববেশী সংবেদনশীলতা, স্ফীতি এবং কিছু গিলতে কষ্টবোধ হয়ে থাকে। গলার ভিত কার ও তার আশপাশের অংশে খুববেশী সংবেদনশীলতার সঙ্গে ঢোক গিলতে খুব বেদনাবোধ থাকে, গলার ক্ষত ও প্রদাহে সংবেদনশীলতা বিশেষ দেখা যায়। টনসিলে প্রদাহ ও স্ফীতি এবং সেই সঙ্গে মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠা, প্রচণ্ড উত্তাপ, ক্যারোটিডে দপ্‌ দপ্‌ করা উঁচু জ্বর

প্রভৃতি ঠাণ্ডা লাগার কারণে ঘটতে দেখা যায়। মুখের ভিতরে এবং ফ্যারিংক্স এ গাঢ় লাল রঙ, টাকরার নরম অংশ এবং টনসিলে স্ফীতি প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে তরল পানীয় গিলতে বেশী কষ্ট হতে দেখা যায়। গলার স্বর ও কথা মোটা হয়ে পড়ে, গলায় একটা বলের মত বা লাম্প আটকে থাকার মত বোধ হয়। টনসিল বড় হয়ে গিয়ে ঐরূপ বোধের সঙ্গে বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে কাশি, ল্যারিংক্স এবং ফ্যারিংক্স-এ শুষ্কতা ও স্নায়ুতে খুববেশী শুষ্কতার জন্য সংবেদনশীলতা দেখা দেওয়া, শুতে গেলে অথবা কাশির সময় গলা চেপে ধরা, ইসোফেগাসে স্প্যাজম বা সংকোচন ঘটা, গলায় স্প্যাজমজনিত সংকোচন ঘটার ফলে ল্যারিংক্স ও ফ্যারিংক্স আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে ধরার মত বোধ, জরায়ুতেও স্প্যাজম-এর জন্য আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে ধরার মত অনুভূতি হতে দেখা বেলেডোনায় থাকে। লিভার, মস্তিষ্ক, গলা প্রভৃতির যে কোন অংশে ঐরূপ জোরে চেপে ধরার মত অনুভূতি দেখা যেতে পারে। বেদনাক্রান্ত স্থানে ঝাঁকুনি লাগা বা মৃদু সংকোচনের সঙ্গে তীব্র বেদনা থাকা বেলেডোনার একটি বিশেষ লক্ষণ। অনেক ক্ষেত্রে রোগী তার কষ্টের কথা বোঝাতে না পেরে বলে যে আক্রান্ত অংশে যেন আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে ধরা হয়েছে বলে তার মনে হয়।

গলায় ঘায়ের সঙ্গে যে সংকোচন ঘটে তার ফলে তরল ও শক্ত খাদ্য গিলতে রোগীর খুব কষ্ট হয় এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই খাদ্য পানীয় গিলতে না পারার জন্য তা নাক পর্যন্ত কখনো কখনো নাক দিয়ে বাইরে উঠে আসে। কোন কোন ওষুধে দেখা যায় যে মাংসপেশীর পক্ষাঘাতের ফলে সংকোচন ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্য ও পানীয় ইসোফেগাস দিয়ে নিচের দিকে নামতে পারে না, কারণ ঢোক গেলা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত থাকে এবং সেজন্য খাদ্য বা পানীয় নিচের দিকে নামতে না পেরে উপরের দিকে উঠে এসে গলা ও শ্বাসপথ আটকে যাবার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। বেলেডোনার অ্যাকিউট অবস্থায় প্রদাহ ও স্প্যাজম্-এর লক্ষণ দ্বারা **ল্যাকেসিসের** সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা যায় যেখানে ডিপথেরিয়ার পরে পক্ষাঘাতজনিত অবস্থায় ঢোক গিলতে কষ্ট দেখা দেয় এবং **অ্যালুমিনাতে** ইসোফেগাসের স্প্যাজম্-এর জন্য ঢোক গিলতে কষ্ট ও অসুবিধা ঘটে। বেলেডোনাতে ঐরূপ অবস্থা খুব দ্রুত সৃষ্টি হয় কিন্তু **ল্যাকেসিস** বা **অ্যালুমিনাতে** ঐ লক্ষণ বা উপসর্গ খুব ধীরে ধীরে দেখা দেয়। জ্বরের প্রথম দিকে গলায় উত্তেজনা বা ইরিটেশন সৃষ্টি হয় এবং জ্বরের শেষ দিকে গলার মাংসপেশীতে আলগাভাব বা রিলাকসেশন্ দেখা দেয়। টনসিলের উপরে দ্রুত অ্যাপথাস প্যাচ সৃষ্টি হয়ে থাকে। গলার ঘায়ের সঙ্গে প্রায় সব ক্ষেত্রেই চোয়ালের নিচের ও ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ ও বৃদ্ধি এবং স্পর্শকাতরতা বেলেডোনার ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক লক্ষণ হিসাবে থাকে।

বেলেডোনাতে প্রায় সবধরনের জ্বরের সঙ্গে লেবু বা লেবুর রস খাবার একটা অদম্য ইচ্ছা থাকতে দেখা যায়, কখনো কখনো লেমনেড পান করার ইচ্ছাও থাকতে দেখা যায়। যেকোন অ্যাকিউট অবস্থায় লেবু খাওয়া রোগীর পক্ষে ভাল। ঐরূপ

অবস্থায় রোগী প্রায়ই নানা ধরনের জিনিস খেতে বা পান করতে চায় ; কোন কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ অবস্থায় রোগী বীয়ার পান করতে চায় এবং জলের বদলে বীয়ার পছন্দ করে এবং সেসব ক্ষেত্রে রোগীকে সর্বদা তার পছন্দ বা ইচ্ছা অনুযায়ী খাদ্য বা পানীয় গ্রহণে বাধা দেওয়া ঠিক নয়, তবে যদি বিশেষ কোন খাদ্য বা পানীয় তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তবে তা রোগীকে না দেওয়াই উচিত। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর খুব ঠাণ্ডা জলপানের পিপাসা থাকতে দেখা যাবে।

বেলেডোনাতে পাকস্থলী ও অন্ত্রসংক্রান্ত যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তাদের একই শ্রেণীভুক্ত বলে ধরা যায়। পেটে বেদনা, জ্বালা, ফুলে ওঠা, যেকোন ঝাঁকুনি বা সামান্য চাপ ও নড়াচড়াতে খুববেশী সংবেদনশীলতা থাকে। পাকস্থলী থেকে বেদনা যেন মেরুদণ্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, ঠাণ্ডা লাগার ফলে পাকস্থলীর প্রদাহ ও সেই সঙ্গে পাকস্থলীতে খুব উত্তাপ ও জ্বালাবোধ হয়। এই ওষুধটিতে তীব্র ধরনের কলিক বেদনা, শিশুদের পেটে তীব্র ধরনের সংকোচনযুক্ত বেদনা দেখা দিতে পারে। তাদের মুখমণ্ডল লাল ও গরম থাকে ; এবং বেদনা কেবল মাত্র সামনে ঝুঁকে কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় থাকলে কিছুটা কম হয়। দুই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে **ডায়াসকোরিয়ার** মত দেহ পিছন দিকে বেঁকিয়ে দিলে বেদনা কম হতেও দেখা যায়। **কলোসিন্থের** মত মা শিশুকে কোলে নিলে বেদনা কম হতে দেখা যাবে, কিন্তু **কলোসিন্থে** বেদনার সঙ্গে জ্বর থাকে না, পিপাসাও বিশেষ দেখা যায় না, তা ছাড়া বেদনাটা কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে দেখা দেয় এবং খুব জোরে চেপে ধরলে, দেহ একেবারে বেঁকিয়ে আধখানা করে রাখলে **কলোসিন্থের** বেদনা কম হয়ে থাকে ; এবং কেবলমাত্র ঐ ধরনের শ্রেণীভুক্ত লক্ষণেই **কলোসিন্থ** প্রয়োগ করা চলে।

বেলেডোনাতে ইলিও-সিকাল অঞ্চলে তীব্র বেদনায় সামান্য স্পর্শও রোগীর সহ্য হয় না, এমনকি বিছানার চাদরের স্পর্শও তার কষ্টকরবোধ হয়, ঐরূপ বেদনা ও স্পর্শকাতরতা সহ অ্যাপেণ্ডিক্সের প্রদাহে বেলেডোনাকে কার্যকরী হতে দেখা গেছে।

বেলেডোনাতে আমাশাব গোলযোগ, ডায়রিয়ার সঙ্গে অল্প, পাতলা মল নির্গমন, ও খুব কোঁথানি থাকে কিন্তু তার সঙ্গে মুখমণ্ডলে উত্তাপ, লাল হওয়া এবং জ্বালা থাকতে দেখা যায়। রোগীর হাত-পা ঠাণ্ডা কিন্তু মাথা উত্তপ্ত থাকে। খুব কোঁথ পাড়ার পরে অল্প একটুখানি মলত্যাগ করতে দেখা যায়। অর্শের সঙ্গে স্ফিংক্টার এনাই সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে। অর্শের সঙ্গে তীব্র বেদনা, ভীষণ লাল হয়ে ওঠা এবং তীব্র ধরনের প্রদাহ থাকতে দেখা যায়, ঐ অংশে খুববেশী স্পর্শকাতরতা থাকে এবং রোগী তার পাদুটি অনেকটা ফাঁক করে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। অর্শের বেদনার সঙ্গে জ্বালাও থাকে।

বেলেডোনার চেয়ে বেশী প্রস্রাবের থলিতে সুড়সুড় করা ও প্রস্রাব নির্গমন পথে উত্তেজনা আর কোন ওষুধেই দেখা যায় না। সর্বদাই প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে এবং সেইসঙ্গে ইউরেথ্রার সারাপথেই তীব্র ধরনের

জ্বালা থাকতে দেখা যায়। সমুদয় ইউরিনারী ট্র্যাক্টে উত্তেজক অবস্থা থাকে। মূত্রথলির প্রদাহ বেলেডোনায় সারানো যায়। উত্তেজক অবস্থা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে রক্তাধিক্য বা কনজেসসন বেলেডোনার রোগীর দেহের অন্যান্য অংশের মত মূত্রথলিতেও দেখা যাবে; সামান্য স্পন্দন বা ঝাঁকুনিতেও সংবেদনশীলতা দেখা দেয়। রোগীর মানসিক দিকে ও সমগ্র স্নায়ু প্রণালীতেই উত্তেজক অবস্থা থাকে। প্রস্রাব ত্যাগের সময় এবং পরেও খুব কোঁথানি বা প্রস্রাব বার করে দেবার জন্য চেষ্টা করতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাব কমে যায় এবং রক্তমেশানো বা প্রস্রাবে শুধু রক্ত বেরোয় এবং রক্তের ছোট ছোট টুকরো বা ক্লট বেরোয়। প্রস্রাবটা দেখলে মনে হয় যে তার সঙ্গে ইঁটের গুঁড়োর মত কিছু যেন মেশানো রয়েছে। প্রস্রাবে অম্লতা খুববেশী থাকে। মূত্রথলির মুখে খিঁচুনি বা স্প্যাজম থাকার ফলে প্রস্রাব আটকে থাকা বা রিটেনসন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসাড়ে মূত্রত্যাগ হতেও দেখা যায়। মস্তিষ্কের গোলযোগের সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হওয়া, ঘুমের মধ্যেও ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব বেরোনো প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। রোগী স্বপ্নে দেখে যে সে প্রস্রাব ত্যাগ করছে। কোনরূপ শক্ হয়ে, মস্তিষ্কে কনজেসসন হয়ে অথবা সন্তান প্রসবের পরে প্রস্রাব আটকে থাকতে পারে, মূত্রথলি প্রস্রাবে পূর্ণ থাকে এবং সেই সঙ্গে বেদনা, খুববেশী স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি লক্ষণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উঠে দাঁড়ালে, হাঁটা-চলা করলে, এমনকি সামান্য নড়াচড়া করলেই অসাড়ে প্রস্রাব বেরিয়ে আসে এবং ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে। হঠাৎ হঠাৎ প্রস্রাব ত্যাগের তীব্র বাসনা জাগে, মূত্রথলিতে খুব অল্প পরিমাণে প্রস্রাব জমা হলেও বেদনার সঙ্গে প্রস্রাব ত্যাগের বাসনা তীব্র হতে দেখা যায়। মূত্রথলির মুত্রের কাছে স্প্যাজম ও আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে ধরার মত অনুভূতি হয়। প্রস্রাব ত্যাগের বাসনার সময় ছাড়াও অন্য সময়েও শক্ থেকে, ঠাণ্ডা লেগে, উদ্বেগের জন্য অথবা যে কোন মানসিক গোলযোগের জন্য মূত্রথলিতে স্প্যাজম বা খিঁচুনি হতে দেখা যায়। **ডালকামারা** এবং **কস্টিকামের** মত কোনভাবে খুববেশী ঠাণ্ডা লাগার ফলে অথবা খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় মহিলাদের প্রস্রাব বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, হঠাৎ তাদের ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে বিছানা নষ্ট করে ফেলতে, শুতে যাবার সময় হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত একটা শিহরণ সারা দেহে দেখা দেবার ফলে প্রস্রাবে বিছানা নষ্ট করে ফেলতেও দেখা যায়। বেলেডোনাতে এই রূপ অদ্ভুত কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখা যেতে পারে এবং মূত্রথলিতে স্প্যাজম হবার জন্যই এ ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। আমরা এই ওষুধটিতে দেহের যেকোন অংশে এইরূপ উত্তেজক অবস্থা, বিশেষত যেখানে স্ফিংক্টার মাংসপেশী বা গোলাকৃতি মাংসতন্তু আছে সেসব স্থানের মত মূত্রথলির মুখেও আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে ধরে রাখার মত অনুভূতি, ভ্যাজাইনার মুখে, জরায়ু ও ফ্যালোপিয়ান টিউবে সংকোচন প্রভৃতিতে দেখতে পেতে পারি। মূত্রথলির গলার কাছের উপসর্গ পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী থাকতে দেখা বেলেডোনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য। মহিলাদের জননেন্দ্রিয়ের যন্ত্রাদিতে, সন্তান ধারণের যন্ত্রাদি ও স্তনে সন্তান ধারণকালে

নানা ধরনের লক্ষণে বেলেডোনার প্রয়োজন হতে পারে। যে সব মহিলা নার্ভাস ও খুববেশী সংবেদনশীল প্রকৃতির হয় তাদের পক্ষে এই ওষুধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পুরুষদের জননেন্দ্রিয়ের কোন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ আমরা বেলেডোনাতে না পেলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে নানাধরনের কষ্টকর উপসর্গ ও খুববেশী উত্তেজক অবস্থা দেখতে পাই। জরায়ু ও ওভারী খুব সংবেদনশীল থাকে; রক্তাধিক্য, স্পর্শকাতরতা ও সামান্য ঝাঁকুনিতেও সংবেদনশীলতা থাকে। জরায়ু বড় ও বেদনাদয়ক হয়ে না পড়া পর্যন্ত খুববেশী উত্তেজনা ও স্পর্শকাতরতা থাকতে দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবের পরও ঐরূপ অবস্থা থাকতে দেখা যায় অথবা প্রতিবার মাসিক ঋতুস্রাবের পর জরায়ু একটু বড় হয়ে থেকে যায়, আর তার স্বাভাবিক অবস্হায় ফিরে আসে না। জরায়ুতে দুটি মাসিক ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়েও কনজেসসন হবার জন্য রোগীর কাছে ঋতুস্রাবের মত অনুভূতি হয়। ঋতুস্রাবে প্রচুর পরিমাণে চাকা চাকা বা ক্লট অবস্হার রক্তস্রাব হতে দেখা যায় কিন্তু এই ওষুধে জরায়ু থেকে রক্তপাত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। খুববেশী কনজেসসন হয়ে জরায়ুতে খিঁচুনিযুক্ত সংকোচন ঘটে ও খুববেশী সংবেদনশীলতা থাকে। জরায়ুতে খুব টন্‌টন্‌ করা ব্যথার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লাল রঙের তরল ও চাকা চাকা রক্তের দলার মত ঋতুস্রাব হওয়া এই ওষুধটির বৈশিষ্ট্য এবং সেদিক থেকে এটি **স্যাবাইনা-র** মত লক্ষণযুক্ত থাকে। এই দুটি ওষুধেই দেখা যায় যে ঋতুস্রাবের সময় জরায়ুতে চাকা চাকা রক্তের দলা জমে যায় এবং প্রসব বেদনার মত ব্যথা হয়ে সেই ক্লটগুলি বেরিয়ে যাবার পরে বেশ কিছুটা তরল রক্তস্রাব দেখা দেয়; এবং এইরূপ বার বার জরায়ুতে প্রসব বেদনার মত সংকোচন হয়ে রক্তের দলা বেরিয়ে আসা এবং তার পরে বেশ খানিকটা তরল রক্ত বেরোনো অবস্হা দেখা যায়। রোগীর রক্ত খুব তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে এবং রক্তপাতের সঙ্গে খুববেশী অবসাদ থাকে। ভ্রূণ নষ্ট হওয়া বা অ্যাবরশনের সঙ্গেও এইরূপ রক্তপাত ঘটতে পারে এবং যে কোন কারণে রক্তপাত ও সংবেদনশীলতার লক্ষণ থাকলে বেলেডোনা সেই রক্তপাত বন্ধ করতে পারে। বেলেডোনার বিশেষ ধরনের সংবেদনশীলতা, স্পর্শকাতরতা, এমনকি সামান্য স্পর্শ ও ঝাঁকুনি লাগাও সহ্য না হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে রক্তপাত ও জ্বর দেখা যেতে পারে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রক্তপাত বা রক্তস্রাব শুরু হলে জ্বর কমে যাওয়া বেলেডোনাতে দেখা যাবে।

সন্তানপ্রসবের পরে রক্তস্রাবেও বেলেডোনা খুব ভাল কাজ দেয়। রক্ত গরমবোধ হয়, রক্তপাতের সঙ্গে জরায়ুতে 'আওয়ার গ্লাস কণ্ট্রাকসন' অর্থাৎ সময় মাপা যন্ত্রের মত মধ্যবর্তী অংশে সংকোচন ঘটতে দেখা যায়। ঐরূপ সংকোচনের ফলে প্ল্যাসেণ্টার নিচের বা মধ্যবর্তী অংশের কিছুটা আলগা হয়ে গিয়ে সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে এবং ঐরূপ 'আওয়ার গ্লাস কণ্ট্রাকসন' বেলেডোনা প্রয়োগে কমানো যেতে পারে।

বেলেডোনাতে তীব্র ধরনের 'ডিসমেনোরিয়া' অর্থাৎ খুব কষ্টদায়ক ঋতুস্রাব

থাকে এবং প্রস্রব বেদনার মত বেদনা হয়। প্রসব বেদনায় খিঁচুনির মত জরায়ুতে যেন একটা শক্ত দড়ি দিয়ে মাঝখানটা বেঁধে রাখা হয়েছে এরূপ বোধের জন্য বেলেডোনার প্রসব প্রক্রিয়া বাধা পায়; প্রসবে বিলম্ব ঘটে; ডিসমেনোরিয়াতেও অনুরূপ অবস্থা ঘটে, জরায়ুর গোলাকার মাংসতন্তুতে সংকোচন ঘটার ফলে রোগিণীর মনে হয় যেন তার জরায়ুতে বা তলপেটের ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে খুব শক্ত করে চেপে ধরে রাখা হয়েছে এবং ক্রমশ যেন সেই শক্ত করে ধরে রাখা অবস্থা আরও শক্তভাবে এঁটে বসছে। খিঁচুনিযুক্ত সংকোচন, রক্তস্রাব, খুববেশী উত্তেজক অবস্থা, টন্‌টন্ করা বেদনা প্রভৃতির সঙ্গে খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ার ফলে রোগিণী বেদনা ও শকে যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। এসব ছাড়া ওভারীতে বেদনা থাকতে পারে এবং বেলেডোনাতে বিশেষভাবে দেহের ডানদিকের উপসর্গে বেশী কার্যকরী হতে দেখা যায়। ডান দিকের ওভারী, গলার ডান দিকের যেকোন উপসর্গের গোলযোগে বেলেডোনা অধিকতর উপযোগী হয়ে থাকে। মাসিক ঋতুস্রাবের সঙ্গে ওভারীতে বেদনা, পেলভিসের ভিতরে হঠাৎ আসা এবং হঠাৎ চলে যাওয়া বেদনা, জরায়ুতে রক্তাধিক্য ও তীব্র ধরনের প্রদাহের সঙ্গে হঠাৎ দেখা দেওয়া বেদনা. জরায়ু বড় হয়ে ওঠা এবং মাঝে মাঝে খিঁচুনি ও সংকোচনযুক্ত বেদনায় প্রসব বেদনার মত যন্ত্রণা এবং ঐসব অংশে আলগাভাব বা রিলাকসেশন অবস্থাও থাকতে দেখা যায়! জরায়ুতে কনজেসসন, বৃদ্ধি ও ভারী হয়ে পড়া, প্রভৃতির সঙ্গে সাসপেনসারি লিগামেণ্টে চাপ পড়ার জন্য তার পক্ষে বেড়ে যাওয়া ও ভারী হয়ে পড়া জরায়ুকে আর স্ব ভাবিক ভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয় না, জরায়ুর ভারে ঐ লিগামেণ্টগুলিতে টান পড়ে এবং সেইজন্য বায়ু নিচের দিকে ঝুলে পড়ার মত বোধ হতে দেখা যায়, মনে হয় যেন জরায়ুটি বেরিয়ে আসবে। জরায়ুর প্রল্যাপ্‌স্-এর সঙ্গে এইরূপ অনুভূতি থাকে। আর্গট ওষুধটির বিষক্রিয়ায় জরায়ুর মাংসপেশীতে ঐরূপ ঢিলে-ঢালা বা আলগা অবস্থা ঘটতে পারে। প্রল্যাপ্সে রোগিণীর মনে হয় যেন ভিতরের সবটাই বেরিয়ে আসছে এবং সামান্য ঝাঁকুনিতেও এইরূপ অনুভূতি বেড়ে যায়। ঐ অংশ খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। জরায়ুতে খুব টন্‌টন্ করা ব্যথার সঙ্গে ভারীবোধ হতে দেখা যায়। জরায়ুর গলার কাছটা ভালভা থেকে ঝুলে থাকা অবস্থায় সেখানে এত বেশী সংবেদনশীলতা দেখা দেয় যে রোগিণী তার পা দুটি অনেকটা ফাঁক করে বসে থাকতে বাধ্য হয়। সে শুয়ে থাকতে পারে না। বেলেডোনার অনেক উপসর্গেই রোগীর পক্ষে শুয়ে থাকা কষ্টকর হয় কারণ শোয়া অবস্থায় তার পেটের মাংসপেশীতে টান্ পড়ে, সেই জন্য রোগী শোয়া অবস্থায় পেটের মংসপেশী আলগা য়াখার জন্য পা গুটিয়ে রাখে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার রোগী বসে থাকার চেয়ে শুয়ে থাকলে বেশী আরামবোধ করে, কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকা রোগীর পক্ষে কষ্টকর হতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বসা অবস্থায় হাত ও পা বেশী ফাঁক করে বসলে আরামবোধ হয়। বেশীরভাগ-ক্ষেত্রে সামনের দিকে খুববেশী ঝুঁকে দাঁড়ালে বা বসলে উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা

যাবে। চেয়ারে বসা অবস্থায় রোগিণীর পক্ষে খুববেশী সামনে ঝুঁকে পড়া বা পেছনদিকে ঝোঁকা সম্ভব হয় না, কারণ তাতে তার কষ্ট বেড়ে যায়। রোগিণীর দেহের ঐসব স্থানে এত বেশী স্ফীতি ও সংবেদনশীলতা থাকে যে সামান্য নড়াচড়া করা, সামান্য ঝাঁকুনি লাগা, কোনরূপ উত্তেজনা, দরজা জোরে বন্ধ করার শব্দ প্রভৃতি কারণে রোগী বা রোগিণীর মাংসপেশীতে সংকোচন ঘটার ফলে তার উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগিণীর জননেন্দ্রিয়ের বাইরের এবং ভিতরের সব অংশেই, ও ভারীতে খুব জ্বালা, সংকোচন ও খুব উত্তাপ থাকতে দেখা যায়। প্রায়ই স্প্যাজম-জনিত সংকোচনের জন্য গোলাকৃতি মাংসতন্তুতে বেড়ে যাওয়া, সংকোচনবোধের জন্য ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা অথবা আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে ধরার মত বোধ থাকতে দেখা যাবে।

প্লেথোরিক ও খুববেশী সংবেদনশীল মহিলাদের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিভিন্ন উপসর্গে বেলেডোনা খুব ভাল কাজ করে। তাদের ঠাণ্ডা লাগার ফলে রক্তাধিক্য ঘটা, টন্‌টন্‌ করা ব্যথার সঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, অ্যাবরসন হবার প্রবণতা অথবা অ্যাবরসন হবার সময় বা পরে রক্তস্রাবে ওষুধটি খুবই উপযোগী হয়ে থাকে। যে সব প্লেথোরিক ও ভাল স্বাস্থ্যের মহিলাদের মুখে লালচে আভা থাকে তারা বেশী বয়সে বিবাহিত হয়ে সন্তান প্রসবকালে তাদের দেহে মাংসপেশীতে খুব টান্‌টান্‌ ভাব দেখা দেয়। তাদের জরায়ুতে প্রয়োজনীয় সংকোচনের বদলে আলগাভাব বা রিল্যাক্স হওয়ার অবস্থা ঘটে। তাদের মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটে এবং দেহ খুব উত্তপ্ত হয়, তাদের মধ্যে খুববেশী উত্তেজনা ও স্পর্শ এবং ঝাঁকুনিতে খুব সংবেদন-শীলতা থাকে এবং জরায়ুতে আলগাভাব দেখা দেয়; ফলে তাদের প্রসবে খুব বিলম্ব ও কষ্ট হয়ে পড়ে।

রোগীর রক্তস্রাব বা অন্য যে কোন স্রাব নির্গমনে বেলেডোনার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে স্রাবের রক্ত গরমবোধ হয়। সন্তান প্রসবকালে অথবা অ্যাবরসন হলে যে রক্তস্রাব হয়ে তা গরমবোধ হয়ে থাকে। সন্তান প্রসবের পরে যে লোচিয়া স্রাব হয় তাও গরমবোধ হয় এবং সেই সঙ্গে খুববেশী সংবেদনশীলতা ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথা প্রভৃতি থাকে। সামান্য চাপেও বেদনাবোধ হতে দেখা যায়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা প্রসবকালে স্তনে প্রদাহ, বুকে দুধ সৃষ্টিজনিত জ্বর এবং স্তন খুব লাল ও খুববেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়তে দেখা যাবে। সংবেদনশীলতা এত প্রবল থাকে যে রোগিণী বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে পারে না, বিছানায় সামান্য ঝাঁকুনি লাগাও তার সহ্য হয় না। মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস, ক্যারোটিড ধমনীতে দপ্‌দপ্‌ করা, জ্বর থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। স্তনে খুববেশী বেদনা, শক্তভাব, পাথরের মত শক্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি অবস্থা বেলেডোনা প্রয়োগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কমে যায়। ওষুধটির সাহায্যে রক্তাধিক্য কমিয়ে রোগীর কষ্ট লাঘব করা সম্ভব হয়ে থাকে। স্তনে প্রদাহ ছাড়া অন্য কোন লক্ষণ না থাকলে সেক্ষেত্রে ফাইটোলাক্কা উপযোগী।

ল্যারিংক্স-এর প্রদাহে ও অন্যান্য স্থানের মত জোরে আঙ্গুল দিয়ে চেপে রাখার অনুভূতি এবং সেই জন্য দম্ আট্‌কাভাব থাকতে দেখা যাবে। গলায় একটা দগ্‌দগের ভাবের সঙ্গে প্রথমে একটা তীব্র ব্যথা ও গলা খাঁকারি দেবার ফলে অল্পখানিকটা শ্লেষ্মা উঠে আসতে দেখা যায়। অনেকক্ষণ ধরে গলা খাঁকারি ও খক্‌খক্ করে কাশি দেবার পরে জমে থাকা সামান্য শ্লেষ্মা গলা পর্যন্ত উঠে আসে কিন্তু কাশি শুরু হলেই ল্যারিংক্স ও গলার ভিতরটা শুকিয়ে ওঠে; গলায় তীব্র ব্যথা বা খোঁচা মারার মত ব্যথা ও স্বরলোপ হতে দেখা যায়। একটু ঘুমোতে গেলেই গলায় জোরে চেপে ধরার মত বোধের জন্য রোগীর ঘুম ভেঙ্গে যায়, গলায় দগ্‌দগে ও কর্কশ ভাব দেখা দেয়। ল্যারিনজাইটিসের সঙ্গে খুববেশী সংবেদনশীলতা থাকে। হঠাৎ গলায় কর্কশতা দেখা দেয়; সামান্য নড়াচড়ায় অথবা একটু কথা বলার চেষ্টায় ল্যারিংক্স-এ সামান্যতম নড়াচড়াতেই রোগীর স্বরভঙ্গ ও কর্কশভাব ও অন্যান্য কষ্ট দেখা দেয়। মাথা পিছনদিকে বাঁকালে অথবা মাথা এপাশ-ওপাশে ঘোরালে রোগীর গলা ব্যথার সঙ্গে কাশি দেখা দেয়। কিছু খেতে বা ঢোক গিলতে গেলে ব্যথা ও কাশি বেশী হয়। খাদ্যের দলা ল্যারিংক্সের পিছনে ইসোফেগাস দিয়ে নিচে নামার সময় ল্যারিংক্সে ক্ষতের মত বেদনাবোধ হয়। গলার স্বর মিনিটে মিনিটে বদলে যেতে শোনা যায়। গলার স্বর কখনো কর্কশ ও খস্‌খসে, আবার কখনো কিচ্‌কিচ্ করার মত শোনায় এবং তারপরে হয়ত স্বর সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। ল্যারিংক্স ও আলজিভের কাছে স্প্যাজম বা খিঁচুনিযুক্ত সংকোচন ঘটে, ক্রুপ কাশির মত সব লক্ষণ থাকলেও কোন রূপ আবরণ সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। ল্যারিংক্স-এ কেবলমাত্র প্রদাহ ও শুষ্কতা, দগ্‌দগে ভাব ও গলা খাঁকারি দেবার মত লক্ষণ থাকে; ল্যারিনজাইটিসের এইরূপ অবস্থা হঠাৎ দেখা দেয়। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, ছোট ছোট ও বেদনাদায়ক হয়ে থাকে। প্রায় হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট ও খিঁচুনিযুক্ত শ্বাসযুক্ত অবস্থা যেন সম্পূর্ণ বুকের ভিতরেই অনুভূত হয়। বুকের চাপবোধ এবং উষ্ণও আর্দ্র আবহাওয়ায় হাঁপানি দেখা দিতে পারে।

ল্যারিংক্স-এ জোরে চেপে ধরার মত অনুভূতির জন্য কাশি হয়। মনে হয় যেন একটুখানি ধুলো, একটু খাদ্যের কণা অথবা একফোঁটা জল ল্যারিংক্স-এ ঢুকে গেছে এবং ঐরূপ বোধের জন্য বেলেডোনার রোগী কাশতে আরম্ভ করে। শুকনো, খিঁচুনিযুক্ত তীব্র ধরনের কাশি, বিশেষভাবে রাত্রিতে বেশী হতে দেখা যায়। ল্যারিংক্স-এর সঙ্গে হুপিং কাশিতে বেলেডোনা খুব কার্যকরী হতে দেখা যায়। অনেকক্ষণ ধরে কষ্টকর কাশির পরে সামান্য একটুখানি সাদাটে অথবা রক্ত মেশানো শ্লেষ্মা উঠে আসে এবং তখন সাময়িক ভাবে কাশি বন্ধ থাকে। কিন্তু ঐ সময়ে ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়া খুব শুকিয়ে থাকার ফলে সেখানে সুড়সুড় করতে থাকে, ফলে আবার স্প্যাজম হবার ফলে শ্বাসকষ্ট, দম আটকাভাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বমি হতেও দেখা যায়। এরপর খানিকটা শ্লেষ্মা কাশির সঙ্গে ওঠার পরে কাশি

কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে, এভাবেই পর্যায়ক্রমে কাশি, স্প্যাজম ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা দেয়।

বুকে শক্ত করে বেঁধে রাখার মত বোধের সঙ্গে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা হতে দেখা যায়। বেলেডোনাতে কাশি আসবার মত অবস্থা দেখা দিলে সেই কষ্টের আতঙ্কে শিশু কাঁদতে আরম্ভ করে। কাশির জন্য বুকে যে ব্যথা হয় সেই ভয়েই শিশু চিৎকার করে কাঁদে এবং সেই কান্না দেখেই বোঝা যাবে যে শিশুটির কাশির একটা দমক আসছে। এইরূপ লক্ষণ **ব্রায়োনিয়া, হিপার** এবং **ফসফরাস**-এও দেখা যায়। কিন্তু বেলেডোনার কাশির সঙ্গে বুকে জ্বালা ও তীব্র ধরনের কনজেসসন থাকে। বুকের যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই এই ওষুধটিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শুকনো কাশি, কণ্ঠকর খিঁচুনিযুক্ত কাশি দেখা যায় এবং সেই কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়।

এই ওষুধটি নিউমোনিয়া এবং প্লুরিসি সারাতে পারে। নিউমোনিয়া অথবা প্লুরিসিতে বেলেডোনার বিশেষ লক্ষণ হিসাবে মাথায় কনজেসসন, মুখমণ্ডলের লালচে ভাব, জ্বালা, ক্যারোটিডে দপ্‌দপ্‌ করা প্রভৃতি ছাড়াও প্লুরিসির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ডান দিক আক্রান্ত হতে দেখা যায়। তীব্র বেদনা, টন্‌টন্‌ করার জন্য রোগী আক্রান্ত দিকে চেপে শুতে পারে না, বিছানার সামান্য নড়াচড়া বা ঝাঁকুনিতেও তার কষ্ট বেড়ে যায়। **ব্রায়োনিয়াতেও** বুকের ডান দিক আক্রান্ত হতে দেখা যায়, কিন্তু ব্রায়োনিয়ার রোগী আক্রান্ত দিকেই চেপে শোয়, আক্রান্ত দিকে চাপ দিলে সে আরামবোধ করে। তা ছাড়া এই রোগীর ঝাঁকানি লাগায় সেরকম সংবেদনশীলতা থাকে না, বেলেডোনার মত তীব্র উত্তাপ, প্রবল দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি এবং জ্বালাও দেখা যাবে না।

মনে রাখা দরকার যে বেলেডোনাতে যে কোন প্রদাহের সঙ্গেই দপ্‌দপ্‌ করা, উত্তাপ, লাল হয়ে ওঠা, জ্বালা, স্পর্শকাতরতা ও সামান্য ঝাঁকানিতেও সংবেদনশীলতা থাকবে। রোগী আক্রান্ত অংশে চাপ লাগে এমন ভাবে শুতে পারে না কিন্তু **ব্রায়োনিয়ার** রোগী আক্রান্ত অংশে চাপ লাগে বা চেপে রাখলে আরামবোধ করে থাকে।

সব ধমনীতেই দপ্‌দপ্‌ করা, খুববেশী কনজেসসন ও শিরা এবং ধমনীতে উত্তেজনা প্রভৃতি বেলেডোনার কনজেসসন এবং প্রদাহের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়।

বেলেডোনাতে প্রদাহজনিত বাত রোগে সব অস্থি-সন্ধিতে বা বেশীর ভাগ জয়েণ্টে স্ফীতি, প্রবল উত্তাপ, লালভাব, ও জ্বালা থাকতে দেখা যায় এবং ঐরূপ অবস্থা ওষুধটির সাহায্যে সারানো যায়। বেলেডোনার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংবেদনশীলতা বিছানার ঝাঁকানিতে কষ্ট বা বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। কারণ সামান্য নড়াচড়াতেও তার উপসর্গ বেড়ে যায়। বাত-রোগের সঙ্গে মাঝারী ধরনের জ্বরও থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদাহজনিত রিউম্যাটিজম্‌-এ খুববেশী জ্বর উঠলে ডিলিরিয়ামও দেখা দিতে পারে। তবে এই অবস্থায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হিসাবে জয়েণ্টে স্ফীতি, লালভাব, সামান্য

নড়াচড়া ও ঝাঁকুনিতে খুববেশী সংবেদনশীলতা থাকে। যে সব রোগীর সামান্য একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে, যারা দেহের কাপড়-চোপড় খুলে রাখতে পারে না বা সহ্য হয় না, সামান্য একটু ঝড়ো হাওয়াও যাদের সহ্য হয় না এবং সামান্য নড়াচড়া ও ঝাঁকুনিতেও যারা খুব সংবেদনশীল থাকে এমনকি বিছানার চাদর আক্রান্ত অংশে লাগলেও যাদের কষ্টবোধ হয় এবং উত্তাপে আরামবোধ হয় তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে উপযোগী।

কোন একটি জয়েণ্টে ঠাণ্ডা লাগার ফলে সেখানে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া অথবা খুববেশী ঠাণ্ডায় সর্দি লাগার পরে একটি জয়েণ্টে প্রদাহ ঘটতে দেখা যেতে পারে। প্লেথোরিক ধরনের ব্যক্তিদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে উপসর্গ দেখা দেওয়া একটি খুবই সাধারণ অবস্থা যা সচরাচর দেখা যেতে পারে। কিন্তু ক্রনিক অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগার ফল স্থানিকভাবে যে কোন অঙ্গে উপসর্গ দেখা দেওয়া, ঘা বেড়ে যাওয়া অবস্থায় সাধারণত রোগীর দেহের দুর্বলতম অঙ্গই আক্রান্ত হয়ে থাকে। কারো হয়ত ঠাণ্ডা লেগে নাকে সর্দি দেখা দেয়, আবার যারা আগে থেকে দুর্বল, ঠাণ্ডা লেগে তাদের লিভারের নানা উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। খুব ভাল স্বাস্থ্যের যারা অধিকারী তাদের সহজে ঠাণ্ডা লাগে না, কিন্তু আমরা সেরূপ লোক খুব কমই দেখি এবং সাধারণভাবে যারা মোটামুটি স্বাস্থ্যবান তাদের ঠাণ্ডা লাগলে হাঁচি, নাক থেকে পাতলা জলের মত সর্দি গড়ানো প্রভৃতি লক্ষণ সচরাচর দেখা যায়।

হাত-পায়ের এবং দেহের সর্বত্র মাংসপেশীতে আক্ষেপ বা কনভালসন ঘটতে দেখা যায়। শিশুদের মাথার গোলযোগ, মস্তিষ্কে কনজেসসন এ মস্তিষ্কের উত্তেজনার সঙ্গে কনভালসন হতে দেখা যায়। প্লেথোরিক ধরনের শিশুদের ঠাণ্ডা লাগার ফলে হাত-পায়ের মাংসপেশীতে তীব্র ধরনের ক্র্যাম্প বা সংকোচনযুক্ত কনভালসন দেখা যেতে পারে। মাংসপেশীতে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে সংকোচন অবস্থা বা টোনিক স্প্যাজম এবং একবার সংকোচন তার পর প্রসারণ, তার পর আবার সংকোচন এইরূপ অবস্থা বা ক্লোনিক স্প্যাজম থাকতে বা ঘটতে দেখা যায়। মাংসপেশীর এইরূপ সংকোচনের ফলে কখনো হাত বা পা উপরে উঠে যায়, কখনো বা হঠাৎ নিচের দিকে ঝুলে বা বেঁকে যায়; দেহ কখনো সামনের দিকে, কখনো বা পিছনে দিকে বেঁকে যেতে দেখা যায় এবং বেলেডোনার বেশীর ভাগ উপসর্গই চুপচাপ থাকলে বা কোনরূপ নড়াচড়া না করলে কম থাকতে দেখা যায়। হাত-পা বা দেহের কোথাও টেনে ধরার মত ব্যথা, পালসেশন হওয়া ও প্রদাহ অবস্থায় রোগী পরিপূর্ণ বিশ্রামে চুপচাপ থাকতে চায়, কারণ, সামান্য নড়াচড়াতেও তার কষ্ট বেশী হয়। একদম নড়াচড়া করতে চাওয়া এবং একেবারে চুপচাপ শান্তভাবে শুয়ে থাকা লক্ষণটি **ব্রায়োনিয়ার** মত বেলেডোনাতেও দেখা যায়। বেলেডোনার রোগী এত বেশী সংবেদনশীল থাকে যে সামান্য নড়াচড়ায় তার বেদনা বৃদ্ধি পায়, গলার স্বরের স্পন্দনও যেন তার দেহের আক্রান্ত অংশে গিয়ে ধাক্কা দেয়। সাধারণত পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের স্বর অনেক সুরেলা ও নরম থাকে কিন্তু এমন মহিলা রোগীও দেখা গেছে যার নিজের

স্বরই যেন তার দেহের আক্রান্ত অংশে হাতুড়ী ঠোকার মত বোধের সৃষ্টি করে। ঐ সব রোগিণী জরায়ু, ওভারী, অন্ত্র প্রভৃতি যে কোন অংশের প্রদাহে কথা বলতেও চায় না, কারণ তাদের গলার স্বর তাদের দেহের আক্রান্ত ও বেদনাযুক্ত অংশে ধাক্কা লাগার মত অনুভূতির সৃষ্টি করে। এই ধরনের লক্ষণ দ্বারাই বেলেডোনার রোগী বা রোগিণী যে কতটা সংবেদনশীল সেটা বোঝা যায়।

বেলেডোনার স্নায়ুজনিত লক্ষণগুলি যদি পর্যালোচনা করা যায় তা হলে স্নায়ুর সংবেদনশীলতা বেড়ে গিয়ে শক্, স্প্যাজম প্রভৃতি এবং সম্পূর্ণ স্নায়ু তন্ত্রে গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে মৃদু সংকোচন বা টুইচিং, ঝাঁকানি লাগা, কাঁপুনি প্রভৃতি ঘটতে দেখা যেতে পারে। শিশুদের দেহে ক্র্যাম্প, স্প্যাজম অথবা কনভালসন দেখা দিতে পারে। কনভালসন খুবই হঠাৎ দেখা দেয়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার শেষ দিকে হঠাৎ কনভালসন দেখা দিলে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধে যখন কোন সুফল পাওয়া যায় না তখন বেলেডোনাতে অনেকক্ষেত্রেই কনভালসন কমে যাবে এবং স্বাভাবিক সস্থান প্রসবের পথ পরিষ্কার হবে। এই ধরনের রোগীর মুখমণ্ডলে কিছুটা বেশী লাল ভাব, মস্তিষ্কে কনজেসসন, উত্তেজনা প্রভৃতি সব লক্ষণই তীব্র থাকে এবং হঠাৎ আসতে দেখা যায়। মনে রাখা দরকার যে হঠাৎ আরম্ভ হওয়া যে কোন উপসর্গের তীব্রতার প্রথম আক্রমণে বেলেডোনা কার্যকরী হয় কিন্তু ঐরূপ আক্রমণ বার বার ঘটলে সে ক্ষেত্রে বেলেডোনাতে আর ভাল ফল আশা করা যাবে না। ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরার তীব্রতার প্রথম আক্রমণে বেলেডোনা খুবই ভাল কাজ করবে কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় আক্রমণ ঘটলে বেলেডোনাতে আর ততটা ভাল ফল পাওয়া যাবে না, সে ক্ষেত্রে **ক্যালকেরিয়ার** হয়ত প্রয়োজন হবে। যে সব উপসর্গ একই ভাবে বার বার দেখা দেয় তাতে বেলেডোনার মত লক্ষণ থাকলেও তাতে খুব একটা কাজ হবে না কারণ বেলেডোনাতে পিরিয়ডিসিটি বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপসর্গ দেখা দেওয়া অথবা কোন উপসর্গ দীর্ঘদিন ধরে চলার মত লক্ষণ থাকে না। বেলেডোনার কাজ খুব তীব্র ও ক্ষণস্থায়ী হয়। এর উপসর্গগুলিও হঠাৎ খুব তীব্র হয়ে দেখা দেয় ফলে হয় রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে নতুবা মারা যায়। বেলেডোনার মত লক্ষণসহ কোন পিরিয়ডিক্যাল বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া উপসর্গে বেলেডোনা প্রয়োগে তা আংশিক ভাবে সারাবে বা উপসর্গের তীব্রতা কমিয়ে দিতে পারবে। তার বেশী কিছু নয়।

বেলেডোনার রোগীর ঘুম কনজেসসনের ঘুম; আচ্ছন্ন ভাব, ঘুমের মধ্যে নানারূপ ভয়াবহ স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি থাকে। রোগী ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠে, নানারূপ ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যে মাংসপেশীতে মৃদুকম্পন বা ঝাঁকুনি লাগার মত দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে রোগী ছটফট করে ঘুমের মধ্যেই বিলাপ করে বা বিড় বিড় করে কথা বলে চলে। ঘুমের মধ্যে ডিলিরিয়ামে ভুল বকা, ভয় পেয়ে চমকে ওঠা প্রভৃতি যে কোন ভয়াবহ অবস্থা দেখা যেতে পারে। ঘুমের মধ্যেই হয়ত সে কথা বলতে শুরু করে, স্বর ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর হয় এবং শেষে

একটা চিৎকার করে হয়ত সে থেমে যায়। এই সময়ে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, কনজেসসনের লক্ষণ থাকে, হাত ও পা ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে অস্থির ভাবে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা, মাথা গরম কিন্তু হাত ও পা বরফের মত ঠাণ্ডা থাকা, জ্বরের মধ্যে উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে ওঠা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

বেলেডোনাতে স্কারলেট ফিভারের মত সব ধরনের লক্ষণ দেখা যায়, সেই জন্য ওষুধটি স্কারলেট ফিভারে খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। বেলেডোনার উপযুক্ত মুখ-মণ্ডলের লাল ও চক্‌চকে ভাব, খুববেশী উত্তাপ, কনজেসসন প্রভৃতি লক্ষণে যদি সময় মত ওষুধটি না দেওয়া হয় তা হলে রোগীর মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল লাল ও চক্‌চকে ভাব চলে গিয়ে সেখানে গাঢ় ও কালচে ভাব দেখা যাবে। তবে বেলেডোনার উপযুক্ত যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই উত্তাপ, লাল ভাব ও জ্বালা থাকতে দেখা যাবে। জ্বর এত বেশী থাকে যে রোগীর গায়ে হাত দিলে হাতের আঙ্গুলে অনেকক্ষণ ধরে সেই উত্তাপ যেন থেকে যায় বলে বোধ হবে। বেলেডোনার তুলনায় **এপিস** এ উদ্ভেদগুলি অনেক শক্ত হয়ে থাকে; বেলেডোনার উদ্ভেদ মসৃণ ও চকচকে দেখায়। **এপিস**-এর রোগী ঠাণ্ডা পছন্দ করে, ঠাণ্ডায় থাকতে চায় এবং দেহের আবরণ বা কাপড়-চোপড় খুলে ফেলতে চায় কিন্তু বেলেডোনার রোগী উষ্ণতা চায়, উষ্ণ ঘরে থাকতে এবং দেহ ভালভাবে ঢেকে রাখতে চায়। **এপিসে** জলপিপাসা থাকে না, কিন্তু বেলেডোনাতে জলপিপাসা না থাকাটা ব্যতিক্রম, সাধারণত সেই রোগী খুব পিপাসাবোধ করে এবং বার বার অল্প করে জলপান করে থাকে। তার ত্বক খুব শুকনো থাকে এবং খুববেশী জ্বালা থাকতে দেখা যায়। রোগীর মাথাটা গরম কিন্তু **এরাম ট্রিফাইলামে** সব সময় মুখ খোঁটা, প্রস্রাব বন্ধ অথবা খুব কম হওয়া, ত্বকে ফেকাশে ভাব, এখানে-সেখানে অল্প দু-চারটি উদ্ভেদ এবং নাক, মুখ, হাত ও পায়ের আঙ্গুল, ঠোঁট প্রভৃতিতে চুলকানিবোধ থাকতে দেখা যাবে। **ব্যাপটিসিয়াতে** বিশেষ মানসিক লক্ষণ হিসাবে রোগী যেন তার দেহের টুকরো হয়ে যাওয়া অংশগুলো একত্রে জড়ো করার চেষ্টার সব সময় বিছানা হাতড়াতে থাকে। অপর পক্ষে যে রোগীর দেহে বা শিশুর দেহে উদ্ভেদ প্রায় দেখাই যায় না, পরিবারের অপর কারও অসুখটি হয়েছে দেখেই হয়ত ধরে নিতে হয় যে ঐ শিশু বা রোগীরও স্কারলেট ফিভার হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিশুটির বরফের মত ঠাণ্ডা জলপানের প্রবল বাসনা, কিন্তু সেই ঠাণ্ডা জল পাকস্থলীতে গিয়ে একটু উষ্ণ হয়ে উঠলেই বমি হয়ে যাওয়া লক্ষণ থাকলে সেক্ষেত্রে **ফসফরাস** ছাড়া অন্য কোন ওষুধের কথা চিন্তা করা যায় কি? এ ভাবেই আমরা রোগী দেখতে গিয়ে বিভিন্ন ওষুধের মধ্যে থেকে প্রাপ্ত লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধটি বেছে নিয়ে থাকি। বেলেডোনাতে খুব উত্তাপ, লাল ভাব ও জ্বালা, কনজেসসন প্রভৃতি অবশ্যই থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে এই ওষুধটিতে বিরামহীন জ্বর দেখা যায় না এবং টাইফয়েড জ্বরে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে না। আমাদের পূর্ববর্তী অনেক চিকিৎসক রোগী দেখে সামনে যে

লক্ষণ পেতেন তার উপর নির্ভর করে ওষুধ প্রয়োগ করতেন কিন্তু পরে আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনেক অভিজ্ঞতায় জানা গেছে যে পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া উপসর্গও একটা বিশেষ লক্ষণ। প্রতিটি ওষুধেরই কার্যকাল উপসর্গ বৃদ্ধি ও হ্রাসের সময় প্রভৃতি থাকে! বেলেডোনাতেও তা আছে। সাধারণত বিকেল ৩টা নাগাদ এই ওষুধটির বেশীর ভাগ উপসর্গ আরম্ভ হয়ে রাত্রি ৩টা অথবা মধ্য রাত্রির পর পর্যন্ত থাকতে দেখা যায় এবং রাত্রিতেই জ্বর সবচেয়ে বেশী, কখনো কখনো ১০৮-১০৫° পর্যন্ত উঠে, ভোরের দিকে অনেকটাই নেমে আসে কিন্তু জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম হয় না। জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হওয়ার অর্থ পিরিয়ডিসিটি বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপসর্গ দেখা দেওয়া সেটা বেলেডোনাতে একেবারেই দেখা যাবে না।

উত্তাপ, লাল হয়ে ওঠা এবং জ্বালা করা লক্ষণ এই ওষুধটির ত্বকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ওষুধটিতে খুব ছোট ছোট, উজ্জ্বল লাল ও মসৃণ উদ্ভেদ থাকতে দেখা যায়। ত্বকে ও দেহের গভীরে, কানেকটিভ টিসুতে প্রদাহ হতে দেখা যায়। আক্রান্ত অংশ প্রথমে খুব উজ্জ্বল লালচে থাকে এবং ক্রমশ সেখানে নীলচে বা বেগুনী অথবা ফুটফুট দাগের মত হয়ে যেতে দেখা যাবে এবং সেই সঙ্গে উত্তাপ, লালচে ভাব ও জ্বালা থাকবে। সাধারণত এই ওষুধটিতে **রাসটক্সের** মত ত্বক ও দেহের গভীরে ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহ হয়ে তার উপরে ফোস্কার মত হতে দেখা যায় না। বেলেডোনাতে কখনো কখনো ফোস্কা পড়া লক্ষণ দেখা গেলেও সেটা ব্যতিক্রম কিন্তু **রাসটক্সে** ফোস্কার মত হওয়াটাই সাধারণত বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। **রাসটক্সে** প্রদাহ দিয়েই উপসর্গ আরম্ভ হয়, এতেও উত্তাপ, লালভাব ও জ্বালা থাকে কিন্তু সেই প্রদাহের সঙ্গে প্রায় সব ক্ষেত্রেই জলভরা ফোস্কার মত উদ্ভেদও দেখা দেয়। বেলেডোনার ক্ষেত্রে ত্বকে প্রদাহের সঙ্গে প্রায়ই লালচে ধরনের উদ্ভেদ দেখা দেয়। স্কারলেট ফিভার অথবা সাধারণত প্রায়ই দেখা যায় এমন উদ্ভেদসহ জ্বর ছাড়া অন্যান্য যে কোন তীব্র ধরনের জ্বরের সঙ্গে লালচে, খুব ছোট ছোট, মসৃণ ও চকচকে ধরনের উদ্ভেদ বেলেডোনাতে বেরোতে দেখা যায়। মস্তিষ্কে কনজেসসন হয়ে অথবা পিত্ত জ্বরে এই ধরনের উদ্ভেদ বেরোনো অসম্ভব নয়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ ধরনের দোঁআশলা উদ্ভেদকে বিশেষ কোন উদ্ভেদযুক্ত জ্বর বলে চিকিৎসকের ভুলও হতে পারে। বেলেডোনার রোগীর ত্বক যখন লালচে থাকে তখন তার দেহের উপর দিয়ে আঙুলের সাহায্যে একটা দাগের মত টানলে সেখানে একটা সাদাটে দাগ পড়বে। এভাবেই পুরানো আমলে স্কারলেট ফিভারকে চেনা বা বোঝা বা ডায়াগনোসিস করা হত কারণ স্কারলেটিনাতে দেহে একটা নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকা বা প্যাসিভ কনজেসসন ঘটে যেটা বেলেডোনাতে দেখা যায়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে আমরা কেউই কেবল মাত্র একটি লক্ষণের উপর নির্ভর করে ওষুধ নির্বাচন করি না, রোগীর পালস খুব দ্রুত চললে অথবা জ্বর বেশী থাকলে কেবলমাত্র তা কমিয়ে আনার বদলে আমরা রোগীকে সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করে তবেই ওষুধ নির্বাচন ও

প্রয়োগ করে থাকি। একথা সত্য যে সঠিক ওষুধ প্রয়োগে রোগীর জ্বর অথবা দ্রুত গতির পালসও অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে কমে যাবে, এবং তখন কেউ কেউ হয়ত ভাবে যে আমরা কেবলমাত্র রোগীর জ্বরটা দেখে অথবা তার দ্রুতগতিতে চলা নাড়ীরই চিকিৎসা করে সেটা কমিয়েছি কিন্তু তারা হোমিওপ্যাথির মূল আদর্শটা জানে না। হোমিওপ্যাথির মূল আদর্শে আমাদের মনটাকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের মন থেকে আগে থেকেই গড়ে ওঠা সব ধ্যান-ধারণা দূর করে দিতে হবে, কারণ দেখা যায় যে আগে থেকে গড়ে ওঠা ধ্যান-ধারণার অধিকাংশই ভুল।

লিভারের কনজেসসন বা রক্তাধিক্য এবং ডিওডিনামে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার জন্য ত্বকে হলদেটে ভাব দেখা দিতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে রোগীর প্রতিবারই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগে এবং যাদের খুববেশী কুইনাইন জাতীয় ওষুধ প্রয়োগের কুফলে হঠাৎ লিভারে রক্তাধিক্য ঘটার জন্য সেখানে খুববেশী টনটনে ব্যথা ও সংবেদনশীলতা দেখা দেয় এবং দেহের ত্বক হলদেটে হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে বেলেডোনা প্রয়োগে ঐরূপ অবস্থাকে সারিয়ে তোলা যেতে পারে।

এমন কিছু কিছু অবস্থা দেখা যায় যেখানে বেলেডোনা প্রয়োগের পরে কিছুটা ক্রনিক অবস্থা দেখা দেয় অথবা কিছু কিছু উপসর্গ থেকে যায়। কনজেসসনের অ্যাকিউট অবস্থায় যেখানে বেলেডোনা খুব ফলপ্রদ হয়, সেখানে যদি পিরিয়ডিসিটি অথবা উপসর্গ বার বার ফিরে ফিরে আসতে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে বেলেডোনার পরে যে সব ওষুধ প্রয়োজন হতে পারে **ক্যালকেরিয়া** তাদের অন্যতম। যে সব স্বাস্থ্যবান প্লেথোরিক ছেলেদের মাথাটি বড় এবং খুব সামান্য কারণেই যাদের ঠাণ্ডা লাগে, মাথায় রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা দেখা দেয়, যে সব স্কুলের ছেলেমেয়েদের মাথাধরায় প্রথমে বেলেডোনাতে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যের জন্য **ক্যালকেরিয়া** প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। আমরা অনেকক্ষেত্রে এমন শুকনো ও খসখসে কাশির রোগী দেখি যাদের **ল্যাকেসিস** দেওয়া হয়েছিল। সাধারণত খুববেশী সংবেদনশীল মহিলাদের বিভিন্ন উপসর্গে **ল্যাকেসিস** দেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে একটা শুকনো খসখসে কাশি দীর্ঘদিন ধরে থেকে যেতে দেখা যায় যার জন্য রোগিণী রাত্রে ভালভাবে ঘুমোতে পারে না। সাধারণত একটুখানি ঘুমের পরেই অর্থাৎ রাত ১১টা নাগাদ অথবা শুতে গেলেই একটা শুকনো ও খক্‌খকে কাশি দেখা দেয়। **ল্যাকেসিসের** এই পুরানো ক্রিয়াজনিত উপসর্গটি বেলেডোনা প্রয়োগে সারানো যায়। যে কোন তীব্র বা অ্যাকিউট উপসর্গে বেলেডোনা **ল্যাকেসিসের** অ্যান্টিডোট বা প্রতিরোধক রূপে কাজ করে। বেলেডোনা প্রয়োগে যদি কোন কুফল দেখা দেয় সেক্ষেত্রে **ক্যালকেরিয়া** তার স্বাভাবিক অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করবে।

বেনজয়িক অ্যাসিড

(Benzoic Acid)

যখন কোন ওষুধের প্রকৃতিতে মানুষের শরীরের বিশেষ এক শ্রেণীর লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন বুঝতে হবে যে মানুষের সমাজে ঐ ধরনের লক্ষণযুক্ত কোন না কোন অসুস্থতা বা রোগ ঘটে। মানুষের দেহে ও মনে ঐরূপ অসুস্থতা বা রোগ ঘটার মত অবস্থা আছে বলেই ওষুধ প্রয়োগে সেই অবস্থাকে জাগিয়ে তোলা হয়। কাজেই কোন ওষুধে বিশেষ কোন রোগ বা অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলে বুঝতে হবে যে মানুষের মধ্যেই ঐরূপ রোগ বা অসুস্থতা সৃষ্টি হবার মত অবস্থা রয়ে গেছে এবং বিশেষ কোন অবস্থা বা পরিস্থিতিতে তা মানুষের মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে ফুটে ওঠে। কোন কিছুই বিনা কারণে হয় না এবং কোন কিছুকেই অপ্রয়োজনীয় বলা চলে না। এখনও এমন অনেক অবস্থা ঘটতে দেখা যায় যার প্রতিকারে বা সেই অবস্থা দূর করার মত উপযুক্ত ওষুধের কথা আমাদের জানা নেই। আমাদের মেটেরিয়া মেডিকাতে যে সব ওষুধের বর্ণনা আছে তারা সবই কোন না কোন রোগ বা অসুস্থতার আবিকল প্রতিরূপ, যা আমরা মানুষের মধ্যে সাধারণত দেখতে পাই।

এই ওষুধটিতে আমরা সেই ধরনেরই কিছু কিছু অবস্থা যেমন গেঁটেবাতজনিত অবস্থা, রক্তে ইউরিয়া বেড়ে গিয়ে ইউরিমিক অথবা রক্তে গুঁড়োগুঁড়ো ধাতুর মত অবস্থা দেখতে পাই যেগুলির নিরাময় বা উপযুক্ত সুব্যবস্থা করা বেশ কষ্টকর, কারণ সহজে তাদের দূর করা যায় না। এগুলি সোরারই একধরনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র এবং এই ধরনের রোগী প্রায়ই কোন না কোন কিডনী সংক্রান্ত উপসর্গে কষ্ট পায়, কখনো প্রস্রাব কমে যায় এবং তার ফলে দেহে নানা উপসর্গ দেখা দেয়, তাদের প্রস্রাবের পরিমাণ বেড়ে গেলে তারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও আরামবোধ করে। তাদের মধ্যে প্রায়ই বাত বা রিউম্যাটিজমের প্রবণতা থাকে, জয়েন্টের বেদনায় গেঁটেবাতের লক্ষণ দেখা যায়। ঐসব রোগীর প্রস্রাব বেশী হলে এবং প্রস্রাবে বেশি পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের থিতানি পড়তে থাকলে রোগী অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝেই ঐ ধরনের রোগীর বাত বা গেঁটেবাতজনিত বেদনার আক্রমণ ঘটে, তখন তাদের প্রস্রাব কম বা বেশি যাই হোক না কেন, প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কমে যায় এবং তখন জয়েন্টের বেদনাও বেড়ে যায় ; এভাবেই রোগীর অবস্থার কখনও বৃদ্ধি আবার কখনো আপনা থেকেই কম থাকতে দেখা যাবে। কোন রোগীর প্রস্রাবে যখন ইউরিক অ্যাসিড বেশী বেরোতে থাকে তখন কোন নবীন চিকিৎসক হয়ত সেটা কমাবার কথাই বেশী করে চিন্তা করবে, কিন্তু রোগীর প্রস্রাবে বেশী পরিমাণ ইউরিক অ্যাসিড যখন বেরোয় তখনই অনেকটা ভালবোধ করে এবং প্রস্রাবের ঐ ইউরিক অ্যাসিড কমিয়ে আনার চেষ্টা অনেকটা মুখে কোন উদ্ভেদ বেরোতে না দিয়ে বসিয়ে দেবার মতই ক্ষতিকর।

এই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে রোগীর প্রস্রাবে খুব তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়, কখনো কখনো সেই গন্ধ এত তীব্র হয় যে তাতে হিপ্পিউরিক অ্যাসিডের গন্ধ থাকে এবং সেই অবস্থাকেই 'ঘোড়ার প্রস্রাবের মত গন্ধ' বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

বেনজয়িক অ্যাসিডের লক্ষণগুলি প্রায়ই পরিবর্তনশীল হতে দেখা যায়, এবং এই পরিবর্তনশীলতার কারণও আমাদের জানা। রোগীর প্রস্রাব যখন পরিমাণে বেশি হয় এবং তাতে যখন ইউরিক অ্যাসিড বেশি পরিমাণে নির্গত হতে দেখা যায় তখন রোগী অপেক্ষাকৃত ভালবোধ করে, কিন্তু প্রস্রাব যখন কমে যায় এবং প্রস্রাবে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যখন কম থাকে তখন পিঠে ব্যথা, বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে বেদনা, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেওয়া, ঠাণ্ডা বা ঝড়ো হাওয়ায় সহজেই ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া প্রভৃতি ঘটতে দেখা যাবে কিন্তু আবার যখন রোগীর প্রস্রাব বেড়ে যায় এবং তার মধ্যে নানা ধরনের থিতানি বা তলানি পড়ে, তখন রোগীও আবার সুস্থবোধ করতে থাকে এবং এইরূপ অবস্থা পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। এই রোগীদের প্রস্রাবে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে ছোট ছোট শিশুদেরও প্রস্রাবে ঐ ধরনের গন্ধ ও ইউরিক অ্যাসিড নির্গত হতে দেখা যায়। রাত্রে শিশু দু-তিন বার প্রস্রাব করে যে কাঁথা বা চাদর ভিজিয়ে ফেলে তা পরিষ্কার করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে, তা ছাড়া তীব্র, ঝাঁঝালো প্রস্রাবের গন্ধ থাকলে এই ওষুধে সেই অবস্থা নিরাময় করা সম্ভব।

এই ওষুধটি আরও ভালো করে প্রুভিং বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে, কারণ এর অনেক লক্ষণ এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে তবে এর প্রকৃতিটা আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের অনেক ওষুধেই ঐধরনের প্রকৃতি দেখা গেলে ও সম্ভবত এই ওষুধটির মত তা ততটা প্রবল নয়। কিন্তু ঐরূপ প্রকৃতির সবক্ষেত্রেই এই ওষুধটি প্রযোজ্য নয় কারণ সব ক্ষেত্রে এই ওষুধের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলি থাকে না ; তবে যে সব ক্ষেত্রে লক্ষণে সাদৃশ্য পাওয়া যায় সে সব ক্ষেত্রে ওষুধটি বিস্ময়কর ভাবে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ রোগ বা অসুস্থতা নিরাময়ে সক্ষম হয়।

এই ওষুধটিতে অল্প কয়েকটি মানসিক লক্ষণ পাওয়া যায়। রোগীর মধ্যে অপ্রীতিকর বিষয়ে চিন্তা করার একটা প্রবণতা থাকে ; বিকলাঙ্গ কাউকে দেখলে সে ভয়ে কেঁপে ওঠে ; পর্যায়ক্রমে বেশী ঘুম ও নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। রাত্রে নিদ্রাহীন দেখা দেয়। রাত্রে নিদ্রাহীন অবস্থায় রোগী বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর বিষয়ের চিন্তায় সারা রাত কাটিয়ে দেয়, তারপরে পর পর কয়েক সপ্তাহ ধরে সে হয়তো একেবারে অচেতনের মত নিদ্রিত অবস্থায় কাটায়। রোগীর পর্যায়ক্রমে নিদ্রাহীনতা ও নিদ্রার ঘোরে থাকা অবস্থা তার প্রস্রাবের পর্যায়ক্রমে কম বা বেশি হবার সঙ্গেই

তাল মিলিয়ে ঘটবে দেখা যায়। রোগী বিষণ্ণ ও ঘাম হতে থাকলে সে সময় খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। শিশুরা প্রায়ই খিটখিটে স্বভাবের হয়ে থাকে।

নানা ধরনের মাথাধরা, বিশেষত ইউরিমিয়ার সঙ্গে মাথার যে কোন অংশে যে কোন ধরনের লক্ষণসহ মাথাধরা থাকতে দেখা যায়। মাথার পিছন অংশে বা সেরিবেলামে ভরযুক্ত বেদনা, মাথায় বাতজনিত বেদনা, মাথার চাঁদিতে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, অক্সিপুট অঞ্চলে একটা নিরেট ভাবের সঙ্গে কামড়ানো ব্যথা বিশেষভাবে রাত্রিতে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময় আরম্ভ হতে দেখা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছু দিন ধরে অস্থি-সন্ধিতে ব্যথা থাকার পরে সেই ব্যথাটা এসে মস্তিষ্কের নিচের অংশে থেকে যেতেও দেখা যায় এবং সেই সময় রোগীর প্রস্রাব খুব কম হয়ে থাকে। প্রতিবার যখনই রোগীর ঠাণ্ডা লাগে তখনই তার প্রস্রাব কমে যায় এবং মাথায় বিশেষত অক্সিপুট অঞ্চলে নিরেটভাব ও কামড়ানো ব্যথা হয়ে থাকে।

রোগীর গন্ধ পাবার অনুভূতিতে বিকৃতি ঘটে, গন্ধ পাবার ক্ষমতা কমে যায়; নাকের হাড়ে ব্যথা হয়।

এই ওষুধটিতে অপর একটি বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়; রোগীর দেহের বাত অথবা গেঁটে বাতজনিত সব লক্ষণ ও কষ্ট যখন কমে যায় তখন রোগীর জিহ্বায় প্রদাহ দেখা দেয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগার পরে, ঝড়ো হাওয়ার পরে রোগীর বাতজনিত উপসর্গ বন্ধ হয়ে গিয়ে হঠাৎ জিহ্বায় স্ফীতি দেখা দেয়। এইরূপ অবস্থা মার্কিউরিয়াসেও আছে; জিহ্বায় ছড়িয়ে থাকা ঘায়ের সঙ্গে উপরিভাগে ফাটা ফাটা থাকতে দেখা যায়। একই কারণে গলার ভিতরে অদ্ভুত ধরনের ঘাও হতে দেখা যায়। গলায় ও টনসিলে প্রদাহ ও স্ফীতির সঙ্গে রোগীর প্রস্রাব কমে যাওয়া, প্রস্রাবে তীব্র ঝাঁঝালো বা ঘোড়ার প্রস্রাবের মত গন্ধ (**নাইট্রিক অ্যাসিড**) পাওয়া যেতে পারে। মেটাসটেসিস অর্থাৎ দেহের কোন আক্রান্তস্থান থেকে দূষিত টিসু বা অনুরূপ কিছুর সাহায্যে রোগটি অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার মত লক্ষণও এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। কোন রোগীর হয়ত অস্থি-সন্ধিতে বাতজনিত বেদনা থাকা অবস্থায় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগার ফলে তার ঐ বেদনা বন্ধ হয়ে বা কমে যায় কিন্তু পরদিনই হয়ত তার গলা, টনসিল অথবা পাকস্থলীতে প্রদাহ দেখা দেবে এবং তখন সে যা কিছু খায় সবই বমি করে ফেলে। গেঁটেবাতের উপসর্গ দেহের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে দেখা দেয় এবং ঐ ভাবেই পাকস্থলীও আক্রান্ত হলে বেনজয়িক অ্যাসিড, **অ্যান্টিম ক্রুড** অথবা **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** কার্যকরী হতে পারে। যখন বাতজনিত উপসর্গের পরে গলায় ক্ষত অথবা জিহ্বায় স্ফীতি দেখা দেয় তখন **মারকিউরিয়াস** এবং বেনজয়িক অ্যাসিডের কথা চিন্তা করা উচিত। বাতজনিত অবস্থার পরে পাকস্থলীর গোলযোগের সঙ্গে ওষুধটির অন্যান্য লক্ষণ পাওয়া গেলে বেনজয়িক অ্যাসিড কার্যকরী হবে। এই ওষুধটিতে আমরা পাকস্থলীর উপসর্গে খাদ্যের প্রতি ঘৃণা, গা-বমিভাব ও মুখের বা গলার মধ্যে, যেন কিছু আটকে গিয়ে পথ বন্ধ করে দিয়েছে এরূপ বোধ, তেঁতো অথবা নোনতা স্বাদের বমি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পেতে পারি।

পাকস্থলীর উপসর্গে বেনজয়িক অ্যাসিডের কথা চিন্তা করবার সময় রোগীর প্রকৃতি, কিভাবে উপসর্গ ও অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয় সে সব বিস্তারিত ভাবে জানা প্রয়োজন। কারণ কেবলমাত্র পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গের উপর নির্ভর করে আমাদের পক্ষে ওষুধ নির্বাচন করা ঠিক নয়।

এই ওষুধটিতে লিভারের নানা উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা যায়। অন্ত্রসংক্রান্ত গোলযোগে মল, রেক্টাম ও মলদ্বার এবং প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রাদিতে নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। পেট ও অন্ত্রের বিভিন্ন লক্ষণের কথা বলার আগে সর্বদাই এই ওষুধটির উপসর্গ একস্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে যাওয়া অথবা মেটাসটেটিক প্রকৃতির কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। মল প্রচুর পরিমাণেও জলের মত পাতলা হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালীন ডায়রিয়া হঠাৎ দেখা দিলে তাতেও ঐরূপ মল নির্গত হতে দেখা যাবে; মলে খুব দুর্গন্ধ, সাদাটে মল ও মলে সাদা ঘোলা জলের মত থাকা লক্ষণটি এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে বাতজনিত উপসর্গ না থাকলেও ঐ একটি মাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করে ওষুধটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। রোগীর মলে এত তীব্র দুর্গন্ধ থাকে যে সারা বাড়ীতেই যেন সেই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, মলে পচা গন্ধ ও রক্ত মেশানো মলও দেখা যায়। ডায়রিয়ার প্রথম দিকে সাবানে গোলা জলের মত মল নির্গত হয় এবং পরে তা হাল্কা ও ফেকাশে রঙের হতে দেখা যায় বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। অনেক ওষুধেই সাদাটে মল থাকতে পারে, কাজেই মল সাবানের গোলা জলের মত না ফেনা ফেনা অর্থাৎ তাতে বায়ুকণা আছে কিনা সেটা ভালভাবে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। শিশুদের ডায়রিয়ার সঙ্গে তাদের দেহেও প্রস্রাবের মত গন্ধ, বিশেষভাবে সেই তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হতে দেখা যাবে। মলদ্বারের চারপাশে একটু উঁচু, আঁচিলের মত, গোলাকৃতি অংশ থাকতেও দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধের প্রস্রাবের লক্ষণে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। দুর্গন্ধযুক্ত ন্যাক্কারজনক গন্ধযুক্ত প্রস্রাব, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বুদ্বুদযুক্ত প্রস্রাবের মত গন্ধ, হরিণের প্রস্রাবের মত গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্রাবের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধটাই বোঝানো হয়ে থাকে। প্রস্রাব গাঢ় বাদামী রঙের হয়। সাধারণত বা কোন প্রস্রাব কিছুক্ষণ রেখে দিলে তাতে একটা অতিরিক্ত দুর্গন্ধ থাকে কিন্তু এই ওষুধের প্রস্রাব ত্যাগের সময়ই খুববেশী ঝাঁঝালো গন্ধ থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাবে প্রচুর মিউকাস ও পুঁজ থাকতে দেখা যায়। পাঠ্য বইয়ে হিপ্পিউরিক অ্যাসিডের মত গন্ধযুক্ত প্রস্রাবের কথা বলা হয়ে থাকলেও সেই অবস্থা খুববেশী দেখা যায় না। বাদামী রঙের প্রস্রাবে টক গন্ধ, মূত্রথলি খালি করে দেবার জন্য বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, কিডনীজনিত কলিক বেদনার সঙ্গে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত প্রস্রাব, লিভারে বাতজনিত গোলযোগ প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে গনোরিয়া এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো গেলেও এটি গনোরিয়াজনিত উপসর্গের প্রধান ওষুধ নয়। বাতজনিত উপসর্গ ও প্রস্রাবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের সঙ্গে সাধারণত কিডনীতে বেদনা থাকতে দেখা যায়। পিঠের

দিকে ক্ষতের মত বেদনার সঙ্গে কিডনীতে জ্বালা, জরায়ুর প্রল্যাপ্সের সঙ্গে দুর্গন্ধ যুক্ত প্রস্রাব, শিশুদের প্রস্রাব আটকে যাওয়া বা রিটেনসন প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

বাতজনিত প্রদাহের সঙ্গে হাঁপানি, কাশির পরে সবুজ রঙের শ্লেষ্মা তুলে ফেলা প্রভৃতি লক্ষণও থাকতে পারে।

এই ওষুধটিতে বাতজনিত উপসর্গের জন্য হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়ে থাকে। হার্টে বেদনা দেখা দেয়। ওষুধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত প্রস্রাবের সঙ্গে বাত-জনিত অবস্থায় হার্ট আক্রান্ত হতে দেখা যেতে পারে। বেদনা একস্থান থেকে অন্য-স্থানে অনবরত সরে সরে যায়। হার্টে প্যালপিটেশন দেখা দেয়, হার্টে তীব্র ধরনের পালসেশনের জন্য মধ্যরাত্রির পরে হঠাৎ রোগীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এই সব লক্ষণের কথা চিন্তা করলে কি অবস্থায় বেনজয়িক অ্যাসিড প্রয়োগ করতে হবে সেটা বোঝা মোটেই কষ্টকর হবে না। হার্টের উপসর্গ, শ্বাসকষ্ট, হার্টে বেদনা প্রভৃতির সঙ্গে বাতজনিত উপসর্গ থাকায় রোগী রাত্রে ঘুমাতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ওষুধটির পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া নিদ্রাহীনতা ও নিদ্রালুতার লক্ষণ থাকা, প্রস্রাবের তীব্র গন্ধ, উপসর্গ পরিবর্তনশীল হওয়া, রাত্রিতে প্যালপিটেশন বেড়ে যাওয়া, হাত ও পায়ের দিকে বাতজনিত বেদনা বেশী হলে হার্টের উপসর্গ কমে যাওয়া, প্রস্রাবের পরিমাণ বেড়ে অথবা বাতের ব্যথা, হাতের আঙ্গুল, হাঁটু প্রভৃতি অংশে পুনরায় দেখা দিলে হার্টের উপসর্গও কমে যেতে দেখা যাওয়া এই ওষুধটির একটি বৈশিষ্ট্য। বাতজনিত অবস্থায় হাত ও পায়ের দিকের বেদনা এবং হার্টের উপসর্গ একটির পরে অপরটি পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়। বাতজনিত উপসর্গ দীর্ঘদিন আগেই কমে গিয়ে হার্টের উপসর্গ দেখা দিলে বেনজয়িক অ্যাসিড ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে। এই ওষুধটি যে কার্যকরী হয়েছে তার লক্ষণ হিসাবে হাত ও পায়ের দিকে বেদনা পুনরায় ফিরে আসে এবং প্রস্রাবের পরিমাণ বেড়ে যায়, প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিও বেড়ে যায় এবং তাতে তলানি বেশী পড়তে দেখা যায়। পালস দ্রুত কিন্তু কঠিন থাকে।

হাত-পায়ের দিকে বাতজনিত লক্ষণ দেখা যাবে। পায়ের দিকে দুর্বলতা বা অবসাদ, হাঁটুতে স্ফীতি, গেঁটে বাতজনিত বিভিন্ন উপসর্গ এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যাবে। অস্থি-সন্ধিতে গেঁটে বাতজনিত গুটির মত 'নোডস্' সৃষ্টি হতে ও দেখা যায়। এই ওষুধটির সাহায্যে গেঁটে বাতের ধাতুযুক্ত উপসর্গে, হাতের আঙ্গুলে অস্থিসন্ধির ও সেখানে সৃষ্ট নোডস্ এর বেদনাকে সাময়িক ভাবে কমাতে প্যালিয়েটিভ হিসাবেও কার্যকরী হয়ে থাকে। রোগীর আঙ্গুল ফাটা, ফাটা একত্রে জড়ানো ও বেদনাযুক্ত থাকে, তবে সেই বেদনা প্রায়ই চলে গিয়ে অন্য কোন অংশে বেদনা আরম্ভ হতে দেখা যায়। অন্যান্য কয়েকটি ওষুধের মত এই ওষুধটিতে দেহের অভ্যন্তর ভাগ থেকে উপসর্গ হাত বা পায়ের দিকে সরিয়ে আনতে পারার ক্ষমতা আছে। রোগীর হার্টে প্যালপিটেশনের সঙ্গে কাঁপুনি, খুববেশী দুর্বলতা, ঘাম

হওয়া এবং কোমার মত ঝিমুনি বা অচেতন অবস্থা দেখা দেওয়া এবং কোমা অবস্থায় ঘাম হলেও তাতে কোনরূপ আরামবোধ বা অবস্থার উন্নতি না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। প্রচুর ঘামে রোগী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ঘুমে ঢুলে পড়ে কিন্তু সেই ঘামে রোগীর কোন উপকারই হয় না। সে শ্বাসকষ্ট নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠতে বাধ্য হয়, দেহের সর্বত্র পালসেশন বা টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি হয়।

সব ধরনের স্রাব বা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, গেঁটে বাতজনিত অবস্থার সঙ্গে আথ্রাইটিসজনিত নোডোসাইটস্, সিফিলিসজনিত বাতের বেদনা প্রভৃতির মত নানা কারণেই রোগীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে ও বিভিন্ন টিসুতে দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত সৃষ্টি হবার মত অবস্থাও দেখা যায়।

বারবেরিস
(Berberis)

বারবেরিস ওষুধটি ভাল করে পড়লে আমরা দেখব যে এর ক্রিয়া খুব ব্যাপক না হলেও তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **বেনজয়িক অ্যাসিড**-এর মতই এই ওষুধেও বাত ও গেঁটে বাতজনিত উপসর্গ থাকতে দেখা যায়। গেঁটে বাতের বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে না হয়ে বিভিন্ন অংশে দেখা দিতে পারে। রোগী বেশ রুগ্ণ, অ্যানিমিক বা রক্তাল্পতায় ভোগে, এবং বেশ দুর্বলপ্রকৃতির হয়; ফেকাশে রুগণ্ বুড়োটে ও জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার অথবা অকালবার্ধক্যের মত দেহের ত্বকে কুঁচকে ভাঁজ পড়া অবস্থার পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে। হাতের আঙ্গুলের গাঁটে গেঁটে বাতজনিত বস্তু জমে থাকার কথাও যেন রোগী বুঝতে বা বলতে পারে না এবং তার দেহের বিভিন্ন অংশে বাতজনিত বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ ঘুরে ঘুরে দেখা দেয়। স্নায়ু ও স্নায়ুর আবরণী পর্দায় বেদনা বিভিন্ন অংশের স্নায়ুতে ঘুরে ঘুরে আরম্ভ হতে দেখা যায় এবং দেহের বিভিন্ন অংশে সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাওয়া, মোচড়ানো বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ যখন ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্থানে দেখা দেয় তখন বারবেরিস ওষুধটিকে ফলপ্রদ হতে দেখা যাবে কারণ প্রুভিংয়ের সময় এই ওষুধটিতে ঐ ধরনের লক্ষণ দেখা গেছে। তবে বিশেষ ভাবে যখন হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের গাঁটে বাতজনিত সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো জমা হয়ে বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয় তখন এই ওষুধটিকে বেশী কার্যকরী হতে দেখা গিয়েছে। বাত বা গেঁটে বাতের সঙ্গে আমরা প্রায়ই লিভার ও কিডনীর উপসর্গ থাকতে দেখি এবং তার সঙ্গে প্রায়ই হার্টের কোন না কোন গোলযোগও দেখা দেয়। বারবেরিসকেও লিভার, কিডনী ও হার্টের বিভিন্ন ধরনের উপসর্গে ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়, আমরা এই ওষুধটিতে ইউরিমিয়াজনিত অবস্থা এবং বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে টাটানো ব্যথা ও কিডনীর গোলযোগ ঘটতে দেখতে পাব! প্রস্রাবে নানা ধরনের অনিয়ম, কখনো প্রস্রাব বেশী, আবার কখনো কম হওয়া, কখনো প্রস্রাব হাল্কা আবার

কখনো বা ভারী হওয়া অর্থাৎ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কখনো কম, কখনো বেশী থাকা এবং প্রস্রাবে খুববেশী ইউরিক অ্যাসিড ও ইউরেটস্ থাকা প্রভৃতি ধরনের পরিবর্তনশীল লক্ষণ অনেকটা **বেনজয়িক অ্যাসিডের** মত লক্ষণ দেখা যায়। এই ওষুধদুটির প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা হলেও বেশীকিছু লক্ষণ একই প্রকার হয়ে থাকে। দেহের প্রায় সর্বত্র সূচ ফোটানোর মত বেদনা এবং বার বার সেই বেদনার স্থান পরিবর্তন করা এবং টাটানো ব্যথা দুটি ওষুধেই দেখা যায়। রোগী কখনো হাঁটুতে, কখনো পায়ের আঙ্গুলে, কখনো বা মাথায় ঐরূপ সূচ ফোটানোর মত বেদনার অনুভূতির কথা বলে, শেষ পর্যন্ত বাতজনিত ইউরিক অ্যাসিডের ডিপজিট গিয়ে আঙ্গুলের গাঁটে জমা হয়ে সেখানেই বেদনা, আড়ষ্টতা প্রভৃতি লক্ষণের সৃষ্টি করে। এই ধরনের লক্ষণ **লিডাম সালফার, ইসকিউলাস** ও **লাইকোপোডিয়ামে** দেখা যায়, কারণ ঐ ওষুধে বাতজনিত অবস্থা বিশেষভাবে অস্থি-সন্ধিতে গিয়ে স্থায়ী হতে দেখা যায়। বারবেরিসে টাটানো, সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাওয়া ও জ্বালা করা বেদনা প্রভৃতি দেহের যে কোন স্থানেই হতে দেখা যায়, ঐ সব বেদনা কখনো একজায়গায় না থেকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে দেখা দেয় এবং সেই বেদনা সাধারণত নড়াচড়ায় বাড়া বা কমার লক্ষণ থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে নড়াচড়ায় ব্যথা বেড়ে যেতে দেখা গেলেও বারবেরিসের বেশীর ভাগ বেদনার তুলনায় ঐ ধরনের লক্ষণ খুব কমই থাকে। রোগী চুপচাপ নড়াচড়া না করে থাকতে পারে না বলেই সে নড়াচড়া করে কিন্তু তাতে বেদনার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না; সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাওয়া, টাটানো ব্যথা ও জ্বালা করার মত লক্ষণ বার বার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে সরে গিয়ে দেখা দেওয়া লক্ষণ বারবেরিসের একটি খুবই বৈচিত্র্যময় লক্ষণ। কোন একটা জায়গায় বেদনা চলে গেলে সেটা অন্য জায়গায় গিয়ে দেখা দেবে; হাঁটুর ব্যথা চলে গেলে তা হয়ত পায়ের আঙ্গুলে গিয়ে দেখা দেবে বা দেহের অন্য যে কোন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেবে; কিডনীর ব্যথা কমে গেলে হয়ত ইউরেটারে বেদনা শুরু হবে; লিভারের ব্যথা চলে গেলে পেটের যে কোন অংশে বেদনা দেখা দেবে; বারবেরিসের বেদনা এভাবেই বার বার জায়গা পরিবর্তন করে থাকে, এবং এই ভাবে বিভিন্ন অংশে বেদনা ছড়িয়ে পড়া বা রেডিয়েটিং কেবলমাত্র বারবেরিসেই দেখা যায়। এই লক্ষণটি এতই বৈচিত্র্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ যে অনেক ক্ষেত্রে এই লক্ষণযুক্ত কিডনীর কলিক বেদনা এই ওষুধের সাহায্যে নিরাময় করা গেছে। আমরা এই ধরনের টাটানো, সূচ ফোটানো বা ঝিলিক দেবার মত বেদনার কারণ হিসাবে বাত-জনিত অবস্থার সঙ্গে প্রায়ই এই ওষুধটিতে প্রস্রাব সংক্রান্ত কোন না কোন গোলযোগ থাকতে দেখি, কখনো তার সঙ্গে লিভারের গোলযোগ দেখতে পাই।

অনেকক্ষেত্রে অস্থি-সন্ধিতে স্ফীতি ও বড় হয়ে যাওয়া অবস্থা দেখতে পাব তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বেদনার সঙ্গে অস্থি-সন্ধিতে স্ফীতি বা প্রদাহ না থাকাটাই এই ওষুধের বৈশিষ্ট্য। অস্থি-সন্ধিতে টাটানো ব্যথা, আড়ষ্টতা ও ছড়িয়ে পড়া ব্যথা থাকে; বেদনা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কখনো হয়ত

বেদনাটা প্রথমে পায়ের গোড়ালিতে দেখা দেয়, কিন্তু পরে সেটা কমে গিয়ে দেহের অন্য যে কোন স্থানে গিয়ে দেখা দেয়, সেই সঙ্গে অসাড়তা ও আক্রান্ত অংশে আড়ষ্ট ভাব থাকে।

হার্ট সংক্রান্ত গোলযোগে রোগীর পালস খুব ধীরে চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে হার্টের গতি ও পালসের গতি আশ্চর্যজনক ভাবে কমে যেতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণের কথা আমাদের বিশেষ জানা নেই। তবে আমরা জানি যে রোগী মানসিক দিক থেকে দুর্বল থাকে, সে কোন মানসিক কাজেই মনোনিবেশ করতে পারে না, ভুলোমনা হয়ে থাকে। রোগীর স্মৃতিশক্তিও কম থাকে, কোন কথাই সে সঠিক মনে রাখতে পারে না ; চাঁদের আলোতে যেন ভূত বা বিদেহী আত্মা দেখে ভীষণ ভীত হয়ে পড়ে। ছোট ছোট শিশুদের পক্ষে আলো-আধো অন্ধকারে ভয় পাওয়া মোটেই বিচিত্র নয় কেননা তারা বড়দের কাছে নানা ধরনের ভূত বা বিদেহী আত্মার গল্প শোনে ; কিন্তু বয়স্ক লোকেও যদি চাঁদের আলোর মত স্বল্পালোকে বিদেহী আত্মা দেখে ভয় পায় তবে সেটা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ লক্ষণ হিসাবে ধরতে হবে যেটা এই ওষুধে দেখা যায়। এই ওষুধটিতে মানসিক বিপদ, ঔদাসীন্য ও মানসিক অবসাদ থাকতে দেখা যায়। মাথার বেদনাতে ও প্রস্রাব সংক্রান্ত বা ইউরিমিয়াজনিত উপসর্গের সঙ্গে প্রস্রাবে বালির মত তলানি পড়া ও বেদনা বার বার স্থান পরিবর্তন করা লক্ষণ থাকে ; মাথার সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে পড়া, টাটানো ব্যথা ও জ্বালা কখনো মাথার চাঁদিতে, কখনো খুলির মধ্যে আবার কখনো চোখ, কান অথবা মাথার পিছন দিকে পরিবর্তিত হতে দেখা যাবে। অনেকক্ষেত্রে রোগীর মাথাব্যথার সঙ্গে যেন মাথাটা বড় হয়ে যাচ্ছে বলে বোধ হয়, তার মনে হয় যেন তার মাথায় টুপি পরা রয়েছে। সেইজন্য সে বার বার মাথায় হাত দেয়। কখনো কখনো রোগী মাথায় টুপি থাকার মত অনুভূতিকে মাথায় অসাড়তা বোধ বলেও মনে করে থাকে।

চোখেও বাতজনিত উপসর্গের মত সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে পড়া, টাটানো, ঝিলিক দেওয়া ব্যথা থাকতে দেখা যায়, এবং এই বেদনা কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে না গিয়ে যে কোন দিকে ছড়িয়ে পড়া লক্ষণটি এই ওষুধের বৈশিষ্ট্য। দেহের যে কোন অংশে এইরূপ টাটানো, সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে পড়া ব্যথা ও জ্বালা দেখা দেয় আবার চলে যায় এবং সেইজন্য রোগীকে ঐরূপ বেদনা ও জ্বালায় ভ্রূকুটি করতে এবং মাঝে মাঝে তীক্ষ্ন স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে দেখা যায়।

রোগীর চোখে রুগ্ণ দৃষ্টি, মুখমণ্ডলে ফেকাশে ভাব, ত্বকে মেটে মেটে রঙ, চোখ-মুখ বসে যাওয়া, চোখের চার পাশে নীলচে ছোপ পড়া প্রভৃতি রুগ্ণ অবস্থার লক্ষণ থাকে। যক্ষ্মাজনিত অবস্থায় এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে ; যে সব ব্যক্তির মলদ্বারের ফিশ্চুলা অপারেশনের পরেও টাটানো ও সূচ ফোটানো ব্যথা ও জ্বালা থাকে তাদের ক্ষেত্রেই ওষুধটি ভাল কাজ দেয়। বারবেরিসের রোগীর ক্ষেত্রে মলদ্বারের ফিশ্চুলা বন্ধ করে দেবার পরেও ঐ ধরনের বেদনা ও জ্বালা থাকে ; রোগীর

কিডনী, লিভার, হার্টের দুর্বলতা অথবা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া বা ওয়াণ্ড্যারিং ও রেডিয়েটিং বেদনা দেখা দেওয়া এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ। কখনো রোগীর জ্বরভাব ও বেদনার সঙ্গে তীব্র পিপাসা আবার কখনো তার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ তীব্র অবসাদের সঙ্গে পিপাসাহীনতা থাকতে দেখা যাবে। কখনো ক্ষুধামান্দ্য আবার কখনো খুববেশী ক্ষুধাবোধ দেখা যায়। পাকস্থলীর গোলযোগ, হজম শক্তি কমে যাওয়া বা খুব ধীরে হওয়া এবং তার জন্য 'বিলিয়াস' অবস্থা অর্থাৎ তেঁতো ঢেকুর ও ঢেকুরের সঙ্গে পিত্ত উঠে আসা লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

লিভারের নানা ধরনের গোলযোগ, লিভারে টাটানো, সূচ ফোটানো ও ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে লিভারে ছুরি বিঁধিয়ে ফুটো করে দেবার মত ব্যথাও থাকতে দেখা যায়। ঝিলিক দিয়ে ওঠা এবং অন্যান্য ধরনের ব্যথা ও জ্বালা একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পিত্ত-পাথুরীর বেদনার সঙ্গে জণ্ডিস ও হতে পারে। লিভারের স্বাভাবিক ক্রিয়া কমে গিয়ে জণ্ডিস দেখা দেয় মলের রঙ সাদাটে ও পিত্তহীন থাকে। হঠাৎ তীব্র ধরনের খামচে ধরা বা চিমটি কাটার মত বেদনা অথবা লিভারে ছুরি মারার মত তীব্র বেদনায় রোগীর দম যেন বেরিয়ে যায় এবং সে সেই বেদনায় সামনের দিকে বেঁকে কুঁকড়ে ছোট হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এই বেদনা হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে আবার হঠাৎ চলে যায়। পিত্ত-পাথরীর বেদনা স্প্যাজমোডিক বা মুচড়ে দেবার মত বেদনা কখনো খুব বেড়ে যায় আবার কখনো একটু কমে যায় কিন্তু কখনো একেবারে চলে যায় না। সঠিক ভাবে বারবেরিস প্রয়োগ করতে পারলে পিত্তথলিতে জমে থাকা পাথুরী আলগা হয়ে বেরিয়ে যাবে এবং রোগী তখন খুবই স্বস্তিবোধ করবে। যে কোন ধরনের স্প্যাজমোডিক বা মোচড়ানো বা আক্ষেপযুক্ত বেদনায় এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়।

পেটের একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত চলে বেড়ানো ব্যথা, প্রচুর পরিমাণে ঘন, হলদে এবং আঁশের মত কিছু যেন জড়ানো আছে এমন মল অথবা ডায়রিয়ায় হলদেটে ডালের খোসার মত কিছু জড়ানো থাকার মত মল নির্গত হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মল পিত্তহীন থাকায় সেটা কাদা রঙেরও হতে দেখা যায়, লিভার আক্রান্ত হবার জন্যই ঐরূপ কাদা রঙের বা কালচে সাদা রঙের মল বেরোয়। এই সব লক্ষণের সঙ্গে রেডিয়েটিং বা এখানে-সেখানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া বেদনা, খুব রুগ্ণ ও জীর্ণদেহী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো বা ওয়াণ্ডারিং ধরনের বেদনা বিশেষত রুগ্ণ, ফেকাশে চেহারার ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের সহজেই ঠাণ্ডা লাগে তাদের মধ্যে দেখা গেলে সে অবশ্যই বারবেরিস রোগী।

অনেক ক্ষেত্রে রোগী কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগে কিন্তু তার মল সাদাটে বা খুব হাল্কা রঙের হয়ে থাকে। মলত্যাগের পূর্বে, সময়ে ও পরে জ্বালা করা, সূচ ফোটানোর মত বেদনা হতে দেখা যায়। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে গিয়ে সর্বদাই পেরিনিয়ামে চাপ দেয় এবং যেন একটা ল্যাম্প বা পিণ্ডের মত কিছু দেখা যায় প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বড়

হয়ে গিয়ে সর্বদাই পেরিনিয়ামে চাপ দেয় এবং যেন একটা ল্যাম্প বা পিণ্ডের মত কিছু অনবরত চাপ দিচ্ছে বলে বোধ হয়; ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা যেন মলদ্বারের চারপাশে অনুভূত হয়। মলদ্বারের চারপাশে হারপিস, মলদ্বারে ফিশ্চুলা প্রভৃতি এই ওষুধের সাহায্যে সারানো যায়; যদিও সার্জন বা শল্যবিদ্‌রা সবাই একবাক্যে মলদ্বারের ফিশ্চুলা অপারেশন করাতেই হবে বলে মত দেন কিন্তু ঐ অবস্থা এই ওষুধে নিশ্চিত ভাবেই নিরাময় করা সম্ভব। হোমিওপ্যাথিতে সঠিকভাবে ওষুধ নির্বাচন করতে পারলে তা এভাবেই কার্যকরী হয় এবং রোগীর কোন একটি বিশেষ উপসর্গকে বিবেচনা না করে রোগীকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করে তাকে নীরোগ করে তোলে। রোগীকে সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা না করে তার কেবলমাত্র একটি উপসর্গ অর্থাৎ ফিশ্চুলার মুখ দুটি বন্ধ করে দিলে তার পরিণতি মোটেই শুভ হয় না। আমার নিজের ক্ষেত্রে যদি ফিশ্চুলা দেখা দেয় এবং আমি যদি তার জন্য সঠিক ওষুধটি নির্বাচন নাও করতে পারি তবুও আমি অপারেশন করাবো না, তাতে আমার যত কষ্টই হোক না কেন, তা আমি সহ্য করে যাব; আর আমি যা করতে চাই না আমার রোগীকেও আমি তা করতে দিতে চাইব না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে ফিশ্চুলা অপারেশন করিয়ে তার মুখদুটি বন্ধ করে দেবার পরে রোগী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছে, অথবা কিডনী সংক্রান্ত কোন রোগ, ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ প্রভৃতি ঘটার প্রবণতা থাকলে তা খুব দ্রুত দেখা দিয়েছে। কাজেই এই সব উপসর্গ যে একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এদের যে কোন একটিকে বন্ধ বা চাপা দিয়ে দিলে অপরটি দেখা দেবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে সেকথা ভুললে চলবে না।

এবারে কিডনী ও প্রস্রাবসংক্রান্ত গোলযোগের কথায় আসা যাক। পিঠের নিচের দুই পার্শ্বে লাম্বার অর্থাৎ কিডনীর অবস্থানের জায়গায় একটা টাটানো ব্যথা হয় এবং সেখানে কোনরূপ চাপ সহ্য হয় না। খুব সাবধানে ছাড়া রোগীর পক্ষে গাড়ী থেকে নামার সময় পা ফেলা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। সামান্য একটু ঝাঁকানিতেও তার প্রবল শক হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী মূর্চ্ছিতও হয়ে পড়ে। পিঠে, পিঠের মাংসপেশীতে, কিডনী অঞ্চলে ক্ষতের মত টাটানো ব্যথা এবং তার সঙ্গে প্রস্রাবের নানা গোলযোগ ও প্রস্রাবে প্রচুর তলানি পড়তে দেখা যায়। কিডনী পর্যন্ত উঠে যাওয়া বেদনায় রোগী খুব ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে, কিডনী অঞ্চলে জ্বালা করা ও টাটানো ব্যথা, পিঠে ব্যথার সঙ্গে স্পর্শকাতরতা এতই প্রবল থাকে যে সামান্য ঝাঁকুনি লাগা, গাড়ী চড়তে গেলে বা গাড়ী থেকে নামতে গেলে যে ঝাঁকুনি লাগে তাও রোগীর পক্ষে অসহ্য বোধ হয়। কিডনী সংক্রান্ত উপসর্গের পরে গলায় একটা বিশ্রী, তেঁতো স্বাদ ও রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিতে পারে। প্রস্রাব করবার তীব্র বাসনার সঙ্গে মূত্রথলির গলার কাছে বেদনা ও জ্বালা এবং প্রস্রাব কম হতে দেখা যায়। তীব্র একটা কেটে যাবার মত ব্যথা মূত্রথলির বাম দিকে গভীরে দেখা দেয় এবং কয়েক মিনিট সেই ব্যথাটা বাঁকা ভাবে মহিলাদের ইউরেথ্রাতে এসে থেকে যায়,

যেন প্রস্রাবদ্বারে ঐ বেদনা এসে আটকে থাকে বলে বোধ হয়। দেহের যে কোন একটি বা দুটি কিডনীতেই প্রদাহ ও সংবেদনশীলতার পরে আলপিনের মাথার মত খুব ছোট ছোট পাথুরি ইউরেটারের পেলভিস অংশে সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে থেকে একটি বা দুটি ছোট পাথুরি ইউরেটার হয়ে মূত্রথলির পথে নামতে থাকে এবং তখনই রোগী তীব্র খোঁচা মারার মত বেদনা কিডনী থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার মত বোধ করে। কখনো উপরে কিডনীর দিকে আবার কখনো নীচে মূত্রথলি বা ইউরেথ্রার দিকে নেমে আসে। পুরুষদের ক্ষেত্রে মনে হয় যেন বেদনাটা স্পারম্যাটিক কর্ড বেয়ে নেমে অণ্ডকোষে এসে স্থায়ী হয়েছে। মূত্রথলি ও কিডনীতে জ্বালাকরা ব্যথার সঙ্গে প্রস্রাব গাঢ় ঘোলাটে ও প্রচুর তলানিসহ থাকতে দেখা যায়। মূত্রথলি খুব উত্তেজক অবস্থায় থাকে এবং বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হয়, স্পারম্যাটিক কর্ড ও অণ্ডকোষে তীক্ষ্ন বেদনা, জ্বালা ও সূচ ফোটানোর মত বোধ বিশেষ ভাবে বাতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়।

যে সব মহিলা খুব ক্লান্ত ও বাতের লক্ষণযুক্ত উপসর্গে আক্রান্ত থাকে, তারা বয়সে বৃদ্ধা না হলেও সে শারীরিক দিক থেকে খুব পরিশ্রান্ত বোধ করে এবং সেজন্য গৃহস্থালীর সাধারণ কাজকর্মেও সে খুববেশী ক্লান্তি বোধ করে, সেই ধরনের মহিলাদের পক্ষে বারবেরিস বিশেষভাবে উপযোগী, রোগিণী যৌন সঙ্গমে বেদনাবোধ করে এবং সেইজন্য যৌন সঙ্গমের প্রতি তার অনিচ্ছা থাকে। যৌনসঙ্গমের ফলে স্বাভাবিকভাবে যে শিহরণ আসার কথা সেটা এই রোগিণীর ক্ষেত্রে খুব বিলম্বিত অথবা একেবারেই অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায় এবং সে খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার প্রকৃতির গভীরে বিরক্তিকর কাজে কঠিন পরিশ্রম করার একটা প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। তার সব স্নায়ুতে একটা তীক্ষ্ন কন্‌কন্‌ করা ব্যথা, প্রস্রাবের রাস্তায় জ্বালা করা, ভ্যাজাইনাতে জ্বালাসহ বেদনা এবং ঐ সব যৌনাঙ্গে স্বাভাবিক অনুভূতির অভাব থাকতে দেখা যায়।

বোরাক্স
(Borax)

এই ওষুধটি দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বিশেষ উপসর্গে লাগিয়ে কষ্ট সাময়িকভাবে কমানো বা সারানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ছোট ছোট শিশু ও মায়েদের মুখের ভিতরের ঘা সারাবার জন্য বোরাক্সের সঙ্গে মধু মিশিয়ে লাগানোর রীতি প্রাচীন পরিবারগুলোতে দেখা যেত। হোমিওপ্যাথি মতে ওষুধটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে এটি মুখের ঘা যে খুব দ্রুত সারাতে পারে সেটা বিশেষভাবে জানা গেছে। প্রুভিংএর সময় এই ওষুধটিতে মুখের অ্যাপথাস ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এবং তা ক্রমশ গলা, এমনকি পাকস্থলী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ পাওয়া গেছে। যৌনাঙ্গে এই ধরনের অ্যাপথাসের মত ঘা দেখা গেলে তাও এই ওষুধটি সারাতে সক্ষম হয়ে থাকে।

উদ্বেগ, হাত-পা অনবরত নাড়াচাড়া করা এবং সংবেদনশীলতা এই ওষুধটির প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। সামান্য কারণেই রোগী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে যে কোন হৈচৈ, যা আশা করা যায়নি সেই ধরনের কোন সংবাদ, গান-বাজনা অথবা উত্তেজনা ঘটলে চমকে ওঠে। রোগীর এই উদ্বেগ ও অবর্ণনীয় অনুভূতি উপরে ওঠা বা নিচে নামার ফলে আরও বেড়ে যেতে দেখা যায়। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠার মত নড়াচড়ায় রোগী কষ্ট পায় কিন্তু সে তুলনায় নিচের দিকে সিঁড়ি নামার জন্য যে নড়াচড়া করতে হয় তাতে সে আরও বেশী কষ্টবোধ করে থাকে। তার যেকোন উপসর্গই নিচের দিকে নামতে হলে বেড়ে যেতে দেখা যাবে। নিচের দিকে নামার মত নড়াচড়ায় শিশুদের মুখের ঘাও বেড়ে যেতে দেখা যেতে পারে। মা যখন শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় নিচে শুইয়ে রাখেন তখন হঠাৎ শিশু ভয়ে চমকে ওঠে এবং চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। যে কোন খুব উঁচু বাড়ীর উপর তলা থেকে খুব দ্রুত নামার সময় স্বাভাবিক ভাবেই পাকস্থলীতে একটা উদ্বেগ, পড়ে যাবার মত একটা অনুভূতি, সুস্থ ব্যক্তিদের অনেকের মধ্যেই হতে দেখা যায়, কিন্তু সেই অনুভূতিটাকে খুববেশী হতে দেখা গেলে, অর্থাৎ নিচের দিকে নামার জন্য সামান্যতম নড়াচড়া করলেও রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ বোরাক্সে থাকে। পাহাড়ের উঁচু স্থান থেকে নামার সময়, উঁচু বাড়ীর উপরের তলা থেকে নিচে নামার সময় অথবা শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে সেই অবস্থায় সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামার সময়ও উপসর্গ খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়, কারণ রোগীর স্নায়ুই খুব দুর্বল ও সামান্য কারণে ভর পাওয়া অবস্থায় থাকে।

বোরাক্সের রোগীর সব অনুভূতি বৃদ্ধি পাওয়ায় তার দেহের সব ক্রিয়াও খুববেশী বেড়ে যায়। তার শ্রবণশক্তি খুব বেড়ে যায়, পারিপার্শ্বিকের প্রতি সে খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, খুববেশী উদ্বেগ বোধ করে। তার দেহে যেন একটা উত্তেজক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। পাহাড়ের উপর থেকে গাড়ী চড়ে নামার সময়ও তার মাথা ঘুরতে থাকে, ভয়, উদ্বেগ ও আশংকা দেখা দেয়। এই ধরনের লক্ষণের উপস্থিতি বোরাক্সে খুবই প্রবল থাকতে দেখা যাবে। এইধরনের অনেক লক্ষণের সঙ্গে স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য থাকে এবং সেটাই বোরাক্সের মানসিক লক্ষণের বৈশিষ্ট্য। ডায়রিয়ার সঙ্গে উপর থেকে নিচে নামার বা পাহাড় থেকে নিচে নামার সময় উদ্বেগের লক্ষণ থাকলে এই ওষুধে তা সারানো যায়, মুখের বা দেহের যে কোন স্থানে অ্যাপথি ধরনের ঘা-এর সঙ্গে ঐরূপ লক্ষণ থাকলে তাও সারানো যাবে। এই ধরনের বিশেষ লক্ষণের সঙ্গে বাতরোগ, মানসিক উপসর্গ এবং অন্যান্য নানা ধরনের উপসর্গ দেখা গেলে তা সবই এই ওষুধের দ্বারা সারিয়ে তোলা যেতে পারে।

এই ওষুধটিতে হিস্টিরিয়া জনিত উপসর্গ, একটি কাজ করতে অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়া, অস্থিরতা, উত্তেজনা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। শিশুকে কোলে নিয়ে উঁচু করে দোলালে সে ভয় ও আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠে। মস্তিষ্কের নড়াচড়া, উপর থেকে নিচে অথবা নিচের দিক থেকে উপরে ওঠার জন্য নড়াচড়ায়

রোগী যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সে যে কোথায় আছে তাও সে যেন বুঝতে পারে না, তার মনে একটা বিচলিত ভাব ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। শিশুকে উপর নিচু করে দোলালে তার মুখমণ্ডলে উদ্বেগের ছাপ পড়ে। পাহাড় থেকে খুব দ্রুত গাড়ী চড়ে নামতে হলে রোগী খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং রাত ১১টা পর্যন্ত এই উদ্বেগ থাকে। মানসিক রোগে আক্রান্ত মহিলাদের স্নায়বিক গোলযোগ ও মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি রাত ১১টা পর্যন্ত বেশী থাকতে দেখা যায়। মানসিক রোগে আক্রান্ত অনেক রোগীকেই রাত ১১টা পর্যন্ত খুববেশী উত্তেজিত ও অশান্ত থেকে তার পরে আবার অনেকটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকতে দেখা যেতে পারে এবং রাত ১১টা পর্যন্ত উপসর্গের বৃদ্ধি বোরাক্সের একটি বিশেষ লক্ষণ। ভীতি, আক্রোশ, আলস্য প্রভৃতি লক্ষণ মলত্যাগের পরে কমে যেতে দেখা যায়। কোন একটা উদ্বেগজনিত চিৎকার, কোন একটা অস্বাভাবিক শব্দ বা গোলমাল, চেয়ার থেকে মেঝেতে কিছু পড়ে যাবার শব্দ অথবা হঠাৎ একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনেও রোগী চমকে ওঠে। বোরাক্সের সঙ্গে অন্যান্য নেট্রাম শ্রেণীর ওষুধের তুলনা করলে স্নায়বিক উত্তেজনা বিষয়ে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য চোখে পড়ে ; বিশেষ ভাবে **নেট্রাম কার্ব** ও **নেট্রাম মিউরের** সঙ্গে এই সাদৃশ্য বেশী থাকতে দেখা যায়। গোলমাল, হৈচৈ, প্রভৃতিতে খুববেশী সংবেদনশীলতা ও স্নায়বিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ সোডিয়াম শ্রেণীর সব ওষুধেই থাকতে দেখা যায়।

রোগী নিজের কাজের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলে গা-বমি ভাব বা 'নসিয়া' দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রোগী যখন গভীর ভাবে নিজের কাজের বিষয়ে চিন্তা করতে থাকে তখনই তার পাকস্থলীতে অস্বস্তি ও গা-বমি ভাব দেখা দেয় ফলে তাকে কাজের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকতে হয়, গা-বমি ভাবটা চলে গেলে আবার যখন সে কাজে মন দেয় তার কিছুক্ষণ পরেই আবার গা-বমিভাব ফিরে আসে এবং রোগীকেও আবার তার কাজ ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ থাকতে হয়। রোগীর মানসিক পরিশ্রমে, গোলমাল বা হৈচৈ, উত্তেজিত হলে অথবা নিচের দিকে নামার জন্য নড়াচড়া করলে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে কাজের কথা চিন্তা করতে থাকলে গা-বমিভাব দেখা দেওয়া লক্ষণ দেখা দিলে বোরাক্সে সেই অবস্থা সারানো যেতে পারে।

রোগীকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামা বা পাহাড় থেকে নামার সময় তার মাথাঘোরা ও মাথায় ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণের কারণ তার উদ্বেগ ও আতঙ্ক। বোরাক্সে মাথাঘোরা লক্ষণটি প্রায়ই থাকতে দেখা যায় এবং সেই লক্ষণটি নিচের দিকে নামার জন্য নড়াচড়ায় খুববেশী বেড়ে যায় এবং তখন রোগীকে কোন কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। এই ধরনের লক্ষণের সঙ্গে মাথায় রক্তাধিক্য ; চাপবোধ ও খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠা লক্ষণের সঙ্গে মাথাধরাও দেখা যেতে পারে।

চোখেও নানা ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। চোখের পাতায় খুব ছোট

ছোট দানার মত 'গ্র্যানুলেশন, চোখের পাতার চুল বা অক্ষিপল্লব চোখের ভিতর দিকে ঢুকে গিয়ে প্রদাহ সৃষ্টি করা, চোখের পাতার মিউকাস মেমব্রেনে গ্র্যানুলেশন এবং পুরু হয়ে যাবার ফলে এবং সেখানে সংকোচন ও শক্তভাব বা স্কার সৃষ্টি হয়ে চোখের পাতা ভিতর দিকে বেঁকে যায়, চোখের নিচের পাতা সম্পূর্ণভাবে ভিতর দিকে উল্টে যায় এবং সেই জন্য রোগীর পক্ষে চোখের পাতা খোলা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে।

অন্যান্য সোডিয়াম সল্টের মত এই ওষুধটিতেও নাকের মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ, নাক থেকে সর্দি পড়া, নাকের ভিতরে মামড়ী পড়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটতে দেখা যায়। নেট্রাম পরিবারের সব ওষুধেই নাকের ভিতরে মামড়ী পড়া ও নাক থেকে প্রচুর সর্দি পড়তে দেখা যাবে। **নেট্রাম মিউরে** প্রচুর পরিমাণে সাদাটে সর্দি বেরোতে দেখা যায়, বোরাক্সেও তাই; বোরাক্সে **নেট্রাম সালফার** মত হলদেটে সর্দিও পড়ে। নেট্রাম সালফে হলদে এমন কি হলদেটে-সবুজে সর্দিও পড়ে। বোরাক্সে সবজেটে সর্দি বেরোতে দেখা গেলেও এই ওষুধটির সর্দির রঙ প্রধানত সাদাটে হয়ে থাকে।

শিশুর মুখমণ্ডলের চেহারা ফেকাশে এবং কাদার মত মেটে মেটে দেখায়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মুখের চারপাশে ও কপালে ছোট ছোট ফোস্কার সৃষ্টি হয়। **নেট্রাম মিউরে** জ্বরের সঙ্গে বা ঠাণ্ডা লাগার ফলে মুখে জ্বর-ঠুঁটো বা হার্পিস জাতীয় উদ্ভেদ দেখা দিয়ে থাকে। এবং সে ক্ষেত্রে বোরাক্সের কথা ভুলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই **নেট্রাম মিউরের** কথা ভাবা হয়ে থাকে। কিন্তু নেট্রাম শ্রেণীর ধাতুযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর কোন্ ওষুধটি নির্বাচন করা দরকার সেটা প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী আলাদা ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তবেই ঠিক করে নিতে হবে।

মুখ ও জিহ্বায় অ্যাপথি জাতীয় ছোট ছোট ঘা, বা গালের ভিতর দিকে ঐরূপ ঘা দেখা গেলেই বোরাক্স নির্বাচন করা ঠিক নয়। একথা ঠিক যে ছোট শিশুরা মুখ ও জিহ্বার ঘায়ের জন্য স্তনের বোঁটা বা ফিডিং বোতলের বোঁটা ভালভাবে টানতে না পারলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বোরাক্স প্রয়োগে সেই ঘা সারনো যায় কিন্তু ওষুধ নির্বাচনের আগে রোগীর অন্যান্য ধাতুগত ও বিশেষ লক্ষণগুলি ভাল ভাবে খুঁজে জেনে নিতে হবে। কারণ ঐরূপ মুখের বা জিহ্বার ঘায়ে **সালফিউরিক অ্যাসিড** ওষুধটিও ফলপ্রদ হয়। বোরাক্সে জিহ্বায় লালচে ফোস্কার মত দেখা দিতে পারে, শিশু দুধ বা অন্য কিছু পান করার পরই বমি করে ফেলে এবং সেইজন্য অনেক সময় মনে হয় যে ঐ অ্যাপথি ধরনের ক্ষত ইসোফেগাস হয়ে পাকস্থলী পর্যন্ত গিয়ে পেঁছেছে। পাকস্থলীর নানা গোলযোগেও ঐরূপ বমি করে ফেলার লক্ষণ দেখা যায়। রোগীর মুখের ভিতরে মিউকাস মেমব্রেন খুববেশী লাল হয়ে ওঠে এবং মা অথবা তার শিশুর মুখে বা জিহ্বায় ঐরূপ ঘা দেখা দিলে বোরাক্সে তা সারানো যেতে পারে। প্রত্যেক বার খাবার পরেই গ্যাস হয়ে পেট ফুলে ওঠে, বার

বার বমি, ওয়াক্, কাশি দেখা দেয়, একে পাকস্থলীজনিত কাশি বলা হয়ে থাকে। বমিতে টক শ্লেষ্মা ওঠে। অ্যাপথির সঙ্গে ঐরূপ বমি ও পাকস্থলীজনিত কাশির লক্ষণ বোরাক্সে দেখা যায়। ঐ ধরনের কাশি ও বমির সঙ্গে শিশুর গলা আটকে যায় এবং সেই জন্যই একে পাকস্থলীজনিত কাশি বলা হয়ে থাকে। এই পাকস্থলীজনিত কাশির সঙ্গে প্রায়ই একটা বেদনা প্লীহা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

বোরাক্সের শিশু রোগীদের প্রায়ই গ্রীষ্মকালীন উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। তাদের মলদ্বারের চারপাশে অ্যাপথাসের মত ছোট ছোট ক্ষত দেখা দেয়; দিন ও রাত্রে অনেকবার আমজড়ানো মলত্যাগের সঙ্গে পেটে বেদনার জন্য শিশু কাঁদে, তার মুখে অ্যাপথাসের ক্ষত থাকে, সে খুব শীর্ণ হয় এবং মাথাটা পিছনদিকে বেঁকিয়ে রাখে। মল পাতলা বা নরম, হাল্কা হলদেটে, আম জড়ানো ও বার বার হতে দেখা যায়; মলদ্বার দিয়ে সিদ্ধ করা শ্বেতসারের বা স্টার্চের মত অথবা বার্লির মত মল নির্গত হওয়া লক্ষণটি বোরাক্সের মত **আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামেও** আছে। বোরাক্সে এমন অবস্থাও দেখা যেতে পারে যেখানে রেক্টামের মিউকাস মেমব্রেন পুরু হয়ে যাবার জন্য সেখানে স্ট্রিকচার বা ফেটে গিয়ে মল সরু হতে হতে শেষ পর্যন্ত পেনসিলের মত সরু মল বেরিয়ে আসে। রেক্টাম ও মলদ্বারে এইরূপ প্রদাহসহ স্ট্রিকচার হলে বোরাক্সে তা নিরাময় করা যেতে পারে।

খুববেশী সংবেদনশীল এই সব শিশুদের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা অথবা শ্লেষ্মা-প্রবণতার সঙ্গে প্রস্রাব করতে গেলে এত বেশী জ্বালা করে যে শিশুটির প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা থাকলেও একটুখানি প্রস্রাব বেরুতে না বেরুতেই জ্বালাবোধের জন্য সে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। এই অবস্থাটা বোঝাবার জন্য "প্রস্রাব ত্যাগের পূর্বে কষ্ট বেড়ে যায়" এরূপ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে প্রস্রাব ত্যাগের আগে রোগী বা শিশুর প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রাদির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে; প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা থাকলেও জ্বালাবোধের জন্য প্রস্রাব ত্যাগের সময় হলেই শিশু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে বলেই ঐরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বার বার প্রস্রাব ত্যাগ করা এবং প্রতিবারই প্রস্রাব ত্যাগের আগে জ্বালা করার জন্য চিৎকার করে কেঁদে ওঠা লক্ষণটি বোরাক্সের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। প্রস্রাব ত্যাগের পরে প্রস্রাবের পথ বা ইউরেথ্রা ক্ষতের মত বেদনাযুক্ত হয়। প্রস্রাব ত্যাগের প্রবল ইচ্ছা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাব একটি ফোঁটাও বেরোয় না।

এই ওষুধটি গনোরিয়া সারাতে পারে। দেহের যে কোন অংশের মিউকাস মেমব্রেনে অ্যাপথাস ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করার ক্ষমতা ওষুধটির আছে। **নেট্রাম মিউর** এবং **নেট্রাম কার্বের** মত এই ওষুধটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে পুরুষ এবং মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই যৌন সঙ্গমের ইচ্ছা না থাকা; ওষুধটি রোগীকে অসাড় করে তোলে এবং সেই জন্যই তার মন ও যৌন অঙ্গও যেন উদাসীন থাকে।

এবারে মহিলাদের যৌন যন্ত্রাদির বিষয়ে বোরাক্সের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। মাসিক ঋতুস্রাবে টুকরো টুকরো পর্দার মত থাকতে দেখা

যায়। এই ওষুধটির সাহায্যে ঋতুস্রাবে ঐরূপ পর্দাযুক্ত স্রাব ও প্রবল বেদনাযুক্ত ডিসমেনোরিয়া সারানো যাবে। প্রসবের মত বেদনা ঋতুস্রাবের আগে ও সময়ে প্রবল আকারে দেখা দেয় এবং রোগীর মনে হয় যেন তার জরায়ু ভ্যাজাইনা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। প্রথমে অল্প অল্প স্রাব দেখা গেলেও বেদনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে থেকে যায় এবং পর্দার মত বস্তু বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ বেদনা চলতে থাকে। জরায়ুর ছাঁচের মত পর্দা বা মেমব্রেন বেরিয়ে আসা এবং সেই সঙ্গে রোগীর মানসিক লক্ষণে উপর থেকে নিচের দিকে নামতে গেলেই উদ্বেগ ও ভয় বা আতঙ্কের লক্ষণ দেখা গেলে 'মেমব্রেনাস ডিসমেনোরিয়া'য় বোরাক্স প্রয়োগ করে তা নিশ্চিতরূপে সারানো যাবে। রোগিণী নিচের দিকে নামা, উপর-নিচ করে দোলানো বা সামনে-পিছনে দোলানো বা রকিং প্রভৃতি সহ্য করতে পারে না ; ঋতুস্রাবের সময় তার মাথায় দপ্‌দপ্‌ করা ও কানে রক্তোচ্ছ্বাসের মত বোধ হয়, পেটে মোচড়ানো, খিমচানোর মত বেদনা দেখা দেয়, বেদনা অনেকটা প্রসব বেদনার মত হয়ে থাকে এবং বেদনা পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। কুঁচকির কাছে ছুরি বিঁধিয়ে দেবার মত বেদনা ঋতুস্রাবের পূর্বে বা সময়ে দেখা দিতে পারে। রোগিণী খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং মধ্যরাত্রির পরে তার দেহে খুব ঘাম হয়। তবে এই সব লক্ষণের সঙ্গে বোরাক্সের বিশেষ মানসিক লক্ষণ, তার নার্ভাস অবস্থা ও উত্তেজনার কথা মনে রাখা প্রয়োজন, কারণ ঐসব লক্ষণের সঙ্গে 'মেমব্রেনাস' অথবা যে কোন ধরনের ডিসমেনোরিরা বা ঋতুস্রাবের তীব্র বেদনা সারানো যাবে। বোরাক্সে আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে ডিমের সাদা অংশের মত সাদা স্রাব বা লিউকোরিয়া দেখা যেতে পারে। অ্যালবুমিনের মত সাদাটে স্রাব উরু ও পা বেয়ে গড়িয়ে নামে এবং তা গরম কোন তরল জিনিস গড়িয়ে নামার মত বোধ হয়। অনেকক্ষেত্রে এই সাদা স্রাব, হাজাকর হতে দেখা যায়। এইরূপ সাদা স্রাব প্রতি মাসে দুই সপ্তাহ ধরে থাকা, ঋতুস্রাবের সঙ্গে পর্দার মত কিছু বেরোনো এবং সেই সঙ্গে বোরাক্সের মানসিক লক্ষণ হিসাবে নিচের দিকে নামা, সামনে-পিছনে দোলানো প্রভৃতিতে উদ্বেগ ও ভয় পাওয়া লক্ষণে বোরাক্স খুব ভাল কাজ দেবে। ঐ সব অবস্থার মহিলারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধ্যা হয়ে থাকে এবং উপরোক্ত লক্ষণ পাওয়া গেলে বোরাক্সে সেই বন্ধ্যাত্ব সারানো যাবে।

বিশেষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাতা সন্তানকে স্তন পান করাতে পারেন না, কারণ তাঁর স্তনে খুব ঘন এবং খুব অল্প একটু দুধ সৃষ্টি হয় এবং তা বিস্বাদ বলে শিশু তা পান করতেও চায় না। এই অবস্থাটা ধাতুগত দুর্বলতা, কাজেই মহিলার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রথম ভাগ থেকেই তাকে বোরাক্স প্রয়োগ করা হ'লে প্রসব স্বাভাবিক হবে এবং তার স্তনের দুধও স্বাভাবিক হতে দেখা যাবে। মায়ের স্তনের দুধের স্বাদ ভাল নয় বলে শিশুও তা পানে অনিচ্ছুক থাকে। শিশুর স্তনের দুধ পানে বিতৃষ্ণার লক্ষণে অনেক ক্ষেত্রে আমরা হয়ত শিশুর নিজের কোন ত্রুটি আছে মনে করে তার জন্য কোন একটা ওষুধের কথা ভাবতে পারি ; কিন্তু

যেখানে মায়ের স্তনের দুধ বিস্বাদ সেখানেও শিশুর স্তনপানে যে বিতৃষ্ণা থাকা স্বাভাবিক সে কথাটাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বোরাক্স প্রয়োগে মায়ের চিকিৎসা করা দরকার, শিশুর নয়। মাকে বোরাক্স প্রয়োগে শিশুর স্তন-পানে অনিচ্ছা অথবা স্তন-পানের ফলে দেখা দেওয়া ডায়রিয়া সেরে যাবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মা যদি বোরাক্সের রোগিণী হয় তবে তার সন্তানের ক্ষেত্রেও সেই ওষুধটি কার্যকরী হবে। এরূপ অনেক ক্ষেত্রেই মাকে ওষুধ প্রয়োগ করে তার যে সন্তানটি স্তনের দুধ পান করে তার বিভিন্ন উপসর্গ দূর করা গেছে। এই ওষুধটির অপর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যে মা যখন তার সন্তানকে একটি স্তনের দুধ পান করাতে থাকেন তখন তাঁর অপর স্তনটিতে বেদনা দেখা দেয়। বোরাক্সের ক্রিয়া কেবল মাত্র অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, নার্ভাস ধরনের মহিলাদের যে কোন ধরনের উপসর্গেই এর প্রয়োজন হতে পারে।

ব্রায়োনিয়ার মত বোরাক্সে প্লুরিসিও সারানো যেতে পারে। ব্রায়োনিয়ার মতই ডানদিকে প্লুরিসি হয়ে সেখানে সূচ ফোটানো অথবা তীক্ষ্ন ধরনের বেদনা যেন বাইরে থেকে ভিতর দিকে ঢুকে যাচ্ছে অথবা যেন ডান ফুসফুসের উপরিভাগ থেকে পিছনদিকে চলে যাবার মত বোধ হয় এবং সূচ ফোটানোর মত বেদনার জন্য স্বভাবতই ব্রায়োনিয়ার কথাই আমাদের মনে আসবে, কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় বোরাক্সও কার্যকরী হয়ে থাকে।

রোগীর দেহের ত্বক কুঁচকে ভাঁজ পড়ে যেতে দেখা যায়। তার ত্বকেরও রঙ ফেকাশে বা সাদাটে হয়ে পড়ে। শিশু খুব রোগাটে অথবা থলথলে চেহারার শিশুকে শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। শিশুর মুখে বা অন্য কোন অংশে অ্যাপথাসের মত ক্ষতের সঙ্গে হজমের দুর্বলতা থাকায় সে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে; তার বমি অথবা পাতলা মল বা ডায়রিয়া হতে দেখা যায়। অ্যাপথাসের ক্ষত পাকস্থলী ও অন্ত্রের সর্বত্র মিউকাস মেমব্রেনে ছড়িয়ে পড়তে পারে। শিশু খুববেশী সংবেদনশীল থাকে এবং উপর থেকে নিচের দিকে নামা বা সেইরূপ নড়াচড়ায় ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে কেঁদে ওঠে। অ্যাপথাসের জন্য অন্য নানা ধরনের উপসর্গও দেখা দিতে পারে; শিশু প্রস্রাবের আগে জ্বালা ও বেদনায় কেঁদে ওঠে। অ্যাপথাস অবস্থা উপর থেকে নিচের দিকে নামার মত নড়াচড়ায় বেড়ে যায়; শিশু গোলমাল, হৈচৈ, প্রভৃতিতে চমকে চমকে ওঠে, খুববেশী সংবেদনশীলতার জন্য উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধটির প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ব্রোমিয়াম
(Bromium)

ব্রোমিয়াম ওষুধটি অনেকে রুটিন হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষানবিসরা এই ওষুধটিকে প্রতিটি ডিপথেরিয়া, ক্রুপকাশি, ল্যারিনজাইটিস প্রভৃতি অবস্থায় প্রয়োগ করে যখন কোন ফল পায় না, তখন অন্য ওষুধের খোঁজ করে থাকে। রোগের নাম

ধরে যারা চিকিৎসা করে তারাই ব্রোমিয়ামকে রুটিন হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ব্রোমিয়ামের উপযুক্ত লক্ষণ খুববেশী দেখা যায় না বলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের বেশীর ভাগই এটিকে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁরা রোগীর উপসর্গগুলির লক্ষণসমূহ যথাযোগ্যভাবে খোঁজ-খবর করেন না, রোগীকে বিবেচনায় প্রাধান্য না দিয়ে তাঁরা রোগটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ডিপথেরিয়াতে ব্রোমিয়ামের লক্ষণ দু-একটি ক্ষেত্রেই মাত্র দেখা যায়, এবং যে সব ক্ষেত্রে দেখা যায় সে সব ক্ষেত্রে ওষুধটি সম্বন্ধে আরও বেশী করে জানবার ঔৎসুক্য দেখা দেবে। এই ওষুধটির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, যারা রৌদ্রে ঘুরে বা অন্য কোন ভাবে খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের ক্ষেত্রে ওষুধটি বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়। কোনস্থানে ডিপথেরিয়া সংক্রামকভাবে দেখা দিলে যদি কোন মা তার শিশুসন্তানকে খুববেশী কাপড়-চোপড় জড়িয়ে ঢেকে রাখার ফলে তার দেহ বেশী গরম হয়ে যায় অথবা যদি শিশুটিকে কোন বন্ধ ও উষ্ণ ঘরে রাখা হয় এবং গায়ে খুববেশী কাপড়-জামা জড়িয়ে রাখার ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে ব্রোমিয়াম ওষুধটির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে, কারণ ঐ শিশুটির ডিপথেরিয়া হলে সেক্ষেত্রে ব্রোমিয়ামই তার নির্দিষ্ট ওষুধ। গ্রীষ্মকালে খুব গরম একটা দিনের পরে সেই রাত্রিতে যদি উপসর্গ দেখা দেয় তা হলেও ব্রোমিয়াম খুবই ফলপ্রদ হবে।

এখন ডিপথেরিয়া ও ক্রুপ কাশিতে উপরোক্ত অবস্থায় রুটিন হিসাবে ব্রোমিয়াম প্রয়োগ করলেও তা কার্যকরী হবে। যদি কোন মা তার শিশুসন্তানটিকে খুব ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো আবহাওয়াযুক্ত দিনে বাইরে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ফলে মধ্যরাত্রির কাছাকাছি সময়ে আক্ষেপযুক্ত ক্রুপ কাশিতে শিশুটি আক্রান্ত হয়ে পড়লে অন্য যেকোন ওষুধের তুলনায় **অ্যাকোনাইট** উপযুক্ত বলে আমরা জানি। কিন্তু মা যদি তার সন্তানটিকে গ্রীষ্মকালের খুব গরম দিনে বাইরে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ফলে খুববেশী উত্তপ্ত হবার জন্য, তার দেহে খুববেশী কাপড়-জামা থাকার জন্য, এবং শিশুটি যদি প্লেথোরিক ধরনের হয়ে থাকে এবং ঐ শিশুর যদি সেদিনের পরে মধ্য রাত্রিতেই চিকিৎসক গিয়ে যদি দেখতে পান যে শিশুটির মুখমণ্ডল লাল হয়ে রয়েছে এবং পরীক্ষা করে যদি শিশুটির গলার মধ্যে একটি পর্দার বা আবরণের মত পড়তে দেখা যায় তা হলে সেই অবস্থায় ব্রোমিয়ামই উপযুক্ত ওষুধ বলে বিবেচনা করতে হবে।

দেহ খুব উত্তপ্ত হয়ে যাবার জন্য গলার স্বর কর্কশ হয়ে পড়া বা স্বর লোপ হওয়া, সারা দেহেই একটু খুব অস্বস্তির সঙ্গে মাথাধরা যদি খুব উত্তপ্ত হবার ফলে দেখা দেয় তা হলে এই ওষুধটি স্মরণীয়। গরমকালে, গরম কোন ঘরে সারাদিন থাকার প্রতিক্রিয়ায় অথবা ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে হঠাৎ গরম আবহাওয়ায় গিয়ে পড়ায় উপসর্গ দেখা দেওয়া এই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যে কোন উপসর্গই হোক না কেন তা যখন দেখা দেয় তখন রোগী ঠাণ্ডায় খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়ে,

ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা ঝাপটাই যেন তাকে বরফের মত জমিয়ে দেয় ; কিন্তু তবুও তার দেহ বেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়লে সে অসুস্থ হয়ে পড়বেই।

ব্রোমিয়ামে প্রায়ই দেহের বিভিন্ন অংশের গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। আক্রান্ত গ্ল্যাণ্ড শক্ত হয়ে পড়লেও তা পেকে উঠতে বিশেষ দেখা যাবে না, শুধু তাদের শক্ত হয়ে পড়তেই সাধারণত দেখা যায়। গলা ও ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড, প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড জিহ্বার নিচের সাব-লিঙ্গুয়াল, সাব-ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি খুব বেশী বড় হয়ে ওঠে ও শক্ত হয়ে পড়ে ; এই ওষুধটিতে প্রদাহজনিত অবস্থা খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, **বেলেডোনা** বা **মার্কুরিয়াসের** মত প্রদাহের গতি ততটা দ্রুত হতে এই ওষুধটিতে দেখা যাবে না। প্রদাহে আক্রান্ত অংশ ধীরে ধীরে ফুলে ওঠে ও শক্ত হয়ে পড়ে। প্রদাহের সঙ্গে শক্ত হয়ে পড়া লক্ষণটিই এখানে প্রধান। যে সব ক্ষতে এই ধরনের শক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়, যে সব গ্ল্যাণ্ড খুব বড় হয়ে শক্তভাব ধারণ করে এবং তাতে পুঁজ হবার বা পেকে যাবার কোন লক্ষণ থাকে না সেই সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। গ্ল্যাণ্ড ও টিসু আক্রান্ত হয়ে সেখানে খারাপ ধরনের পরিবর্তন দেখা দেওয়া, ডিজেনারেশন বা টিসু বিনষ্ট হতে আরম্ভ হওয়া, ঐ সব টিসু ও গ্ল্যাণ্ডে যক্ষ্মারোগ দেখা দেওয়া অবস্থা বিশেষভাবে ঘাড় ও গলার গ্ল্যাণ্ডগুলিতে ঘটতে দেখা যায়। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড খুব বড় ও শক্ত হয়ে পড়লে তাও এই ওষুধটি সারাতে পারে।

এই ওষুধটিতে শীর্ণকায় হয়ে পড়া লক্ষণটি আছে, কাজেই ঐসব রোগীর মধ্যে যদি গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়ে শক্ত পড়ার প্রবণতা থাকে তখন যক্ষ্মা ও ক্যানসারের মত অবস্থাতেও ওষুধটি ফলপ্রদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। ওষুধটিতে দুর্বলতা, পায়ের দিকে দুর্বলতা, হাত ও পায়ের দিকে অবসাদজনিত কাঁপুনি প্রভৃতিও দেখা যায়। হাত ও পায়ে মৃদু সংকোচন, কাঁপুনি, দুর্বলতা ও মূর্চ্ছাভাব দেখা দিতে পারে। শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গের সঙ্গে সাধারণত পর্দা বা আবরণের মত পড়তে দেখা যায়, নির্গত স্রাবের সঙ্গেও ঐরূপ আবরণের মত কিছু বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে। মিউকাস মেমব্রেন স্বাভাবিক ভাবেই আক্রান্ত হবার ফলে সেখান থেকে টুকরো টুকরো মেমব্রেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা, সেখানে ধূসর বা সাদাটে রঙের কিছু অংকুরিত হয় এবং তার নিচে শক্ত হয়ে পড়া অবস্থা দেখা যায়। মিউকাস মেমব্রেনের যে কোন অংশে অথবা যে কোন ক্ষতেই এইরূপ অবস্থা দেখা যেতে পারে। মিউকাস মেমব্রেনের উপরে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে তা ক্রমশ গভীরে গিয়ে শক্ত হয়ে পড়ে। এই সব ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে জ্বরও এই ওষুধটিতে থাকতে পারে। খুববেশী স্নায়বিক উত্তেজনা, হাত ও পায়ের দিকে বরফের মত ঠাণ্ডা থাকা, মাথা খুব উত্তপ্ত থাকা, খুববেশী ঘাম হওয়া ও সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, ক্রুপ কাশির লক্ষণ প্রভৃতি এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

রোগীর প্রায় সব ধরনের উপসর্গের সঙ্গে প্যালপিটেশন হতে দেখা যায়। গা-বমি করা বা নসিয়া, মাথাধরা, নানাধরনের স্নায়বিক উত্তেজনাজনিত উপসর্গ

প্রভৃতির সঙ্গে প্যালপিটেশন বা বুকে ধক্ ধক্ করা অনুভূতি থাকে। দিন দিন রোগী এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে কোন কাজকর্ম, পড়াশোনা কিছুই আর তার করতে ইচ্ছা হয় না, সাংসারিক কাজকর্মের প্রতিও সে বীতস্পৃহ হয়ে পড়ে, উদাসীন হয়ে যায়। সে খুববেশী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে; বিষণ্ণতা ও সকল কাজে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। বেশীর ভাগ উপসর্গের সঙ্গেই সে উদ্বেগবোধ করে থাকে। খুববেশী উত্তপ্ত হবার ফলে মাথাধরা, কানে নানা ধরনের শব্দ শোনা, কানের ভিতরে দপ্ দপ্ করা ও জ্বালাবোধ প্রভৃতির সঙ্গে কানের আশপাশের গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় ও শক্ত হয়ে পড়ে। স্কারলেট জ্বরে ভোগার পরে কানের বিভিন্ন উপসর্গ, কান থেকে পুঁজ পড়া প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। কানের ভিতরে প্রদাহ, অ্যাবসেস প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়া, কানে কট্‌কট্ করা বা কামড়ানো ব্যথা, ব্যতিক্রম হিসাবে দু'একটি ক্ষেত্রে প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ হয়ে পেকে উঠতে বা পুঁজ হতেও দেখা যায়। বাম দিকের প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বিশেষভাবে ফুলে শক্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। ব্রোমিয়ামে ওভারী, টেস্টিস্ প্রভৃতি সব গ্ল্যাণ্ডই আক্রান্ত হতে পারে।

নাক থেকে রক্ত পড়া, নাকের ভিতরে ক্ষত হওয়া, সর্দি হয়ে খুব হাঁচি হতে থাকা, নাক থেকে খুববেশী জলের মত সর্দি পড়া বা কোরাইজা এবং তার সঙ্গে সেখানকার মিউকাস মেমব্রেনে খুব জ্বালাবোধ ও সেই সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন অনেকটা শীতল হাওয়া নাকে টেনে নেবার জন্য নাকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শীতের শেষে অথবা প্রথম গ্রীষ্মের আবির্ভাবে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়। ঐ সময় প্রবল সর্দি ও মাথাধরা, প্রতিবছর গ্রীষ্মের গরমে এইরকম ধরনের সর্দি বা কোরাইজা, নাকে ক্ষতের মত বেদনা এবং নাকের বাঁশী ফুলে ওঠা, নাকের ভিতরে পর্দার মত পড়া এবং সেটা ঘষে তুলে ফেলার চেষ্টা করলে রক্তপাত হওয়া, নাকের ভিতরে লাল ও দগ্‌দগে ভাব, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ও সহজেই উত্তপ্ত হয়ে পড়ার লক্ষণ ব্রোমিয়ামে দেখা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য অ্যাণ্টিসোরিকের মত ব্রোমিয়ামের ক্রনিক ধাতুগত অবস্থা বা উপসর্গগুলিতে উপরোক্ত অবস্থার ঠিক বিপরীত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। যারা খুব রুগ্ণ ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের হয় তাদের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ডে ক্রনিক ধরনের বৃদ্ধি, গয়টার বা থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের ক্রনিক স্ফীতি, ক্যানসারজনিত গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্রোমিয়ামের রোগীর মুখমণ্ডল ধূসর, মেটে রঙের ও বুড়োটে হয়ে থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলের রঙ ছাই ছাই রঙের মত ধূসর হয়ে পড়ে। আবার যে সব শিশু প্লেথোরিক ধরনের এবং যারা সহজেই গরম লেগে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে তাদের মুখমণ্ডল লালচে থাকতে দেখা যাবে। তবে যদি ঐ সব শিশু কোন অ্যাকিউট অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে শ্বাসকষ্টে দীর্ঘদিন কষ্ট পেতে থাকে, যদি কয়েক ঘণ্টা অথবা কয়েকদিন ধরে তাদের শ্বাসকষ্ট বা ডিসপ্নিয়া চলতে থাকে তা হলে তারা সায়ানোসিসে আক্রান্ত হয় এবং তখন তাদের মুখমণ্ডল, ডিপথেরিয়া, ক্রুপ কাশি, ল্যারিংক্স-এর বিভিন্ন উপসর্গে আক্রান্ত হবার ফলে ছাইয়ের মত ফেকাশে হয়ে পড়তে দেখা যাবে।

চোয়ালের নিচের এবং গলার গ্ল্যাণ্ডগুলি বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়ে বড় এবং শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। ব্রোমিয়ামে যত গলার উপসর্গ দেখা দেয় তার অধিকাংশই প্রথমে ল্যারিংক্স-এ আরম্ভ হয়ে পরে গলায় এসে আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে কিছু কিছু উপসর্গ প্রথমে গলায় শুরু হয়ে পরে ল্যারিংক্স-এ নেমে আসে; তবে এ দুটি স্থানই পরস্পরের এত কাছাকাছি যে ব্রোমিয়ামে গলা ও ল্যারিংক্স এই দুটি স্থানই আক্রান্ত হতে দেখা যায়; সেইজন্য দেখা যায় যে ডিপথেরিয়া গলায় শুরু হয়ে ল্যারিংক্সে নেমে গিয়ে স্থান নিয়েছে। খুব খারাপ ধরনের লক্ষণসহ ডিপথেরিয়া ব্রোমিয়ামে সারানো যেতে পারে। ডিপথেরিয়ায় যে পর্দার মত মেমব্রেন পড়ে ব্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে সেটা দেখতে আগাছার মত হয়, ল্যারিংক্সের পথ বন্ধ করে দেয় বলে রোগীর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা দেখা দেয়। রোগীর অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে ব্রোমিয়াম প্রয়োগের ফলে অবস্থাটা সামাল দেওয়া গেলেও বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত রোগী খুববেশী অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। ব্রোমিয়ামের লক্ষণে এইরূপ ভয়ঙ্কর তীব্রতা ও প্রবল অবসাদ প্রভৃতি দেখা যায়। রোগী খুববেশী রুগ্ণ ও মৃতুপথযাত্রীর মত দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রোমিয়ামের অধিকাংশ ডিপথেরিয়াই বাম দিকে আক্রান্ত হতে দেখা গেলেও গলার দুধারের ডিপথেরিয়াতেই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। ঠাণ্ডা এবং শুকনো আবহাওয়ায় ব্রোমিয়ামের উপসর্গ সৃষ্টি হতে কদাচিৎ দেখা যায়; উষ্ণ বা গরম কিন্তু স্যাঁতসেতে বা আর্দ্র আবহাওয়াই এই ওষুধটির উপসর্গ সৃষ্টির পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। ব্রোমিয়ামের উপসর্গগুলি বসন্তকালে, শীতের শেষভাগে এবং গ্রীষ্মকালে ঘটতে দেখা যায়।

যে সব ক্রনিক ধরনের উপসর্গে ব্রোমিয়াম প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাদের মধ্যে পাকস্থলীর ক্ষত একটি। পাকস্থলীতে সন্দেহজনক ক্ষত ও সন্দেহজনক লক্ষণ সৃষ্টি হয়। কফির দানার মত রঙের বমি এবং এরূপ বমির সঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি হবার মত লক্ষণ থাকে। বমি অথবা ডায়রিয়া কিছু খাবার পরেই বৃদ্ধি পায়। রোগী কোনরূপ টক দ্রব্যই খেতে পারে না। খাদ্য গ্রহণ অথবা টক্‌জাতীয় কিছু খেলেই রোগীর ডায়রিয়া অথবা কাশি বেড়ে যায়। শুক্তি বা ঝিনুকের মাংস খেলে ডায়রিয়া বা পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দেয়। তামাকের ধোঁয়া অল্প একটুখানি নাকে গেলেই রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। বমির সঙ্গে রক্তজড়ানো শ্লেষ্মা, খুব ঢেকুর তোলা, পাকস্থলীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। গরম কোন খাদ্য বা পানীয়, গরম চা পান করা প্রভৃতিতে রোগীর পাকস্থলীতে বেদনা দেখা দেয়। পাকস্থলীতে ক্ষত হলে অথবা ক্ষত সৃষ্টি হবার মত অবস্থা হলে পানীয় গ্রহণে পেটে বেদনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। ব্রোমিয়ামের রোগীর মধ্যে গরম পানীয় ও গরম খাদ্য সহ্য না হওয়া লক্ষণটি থাকে।

ব্রোমিয়ানের মল ও রেক্টামের লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা ক্ষরণের বা এক্সপ্লুডেশনের লক্ষণ দেখতে পাব। মলের সঙ্গে মিউকাস মেমব্রেনের টুকরোয়

মত নির্গত হয়। মল কালচে, পাতলা হয়ে থাকে এবং কিছু খেলেই রোগীকে মলত্যাগ করতে হয়।

এই ওষুধটিতে দেহের বিভিন্ন অংশের শিরা স্ফীত হয়ে উঠতে দেখা যায়। মলদ্বার অথবা রেক্টামের শিরাতেও স্ফীতি ঘটে। রেক্টাম থেকে অর্শের বলি বেরিয়ে আসে এবং জ্বালা করে, সারাদিন রাতই তীক্ষ্ম ধরনের কেটে যাবার মত বেদনা হতে দেখা যায়। অর্শে তীব্র বেদনা থাকলেও রক্তপাতহীন থাকে কিন্তু অর্শের সঙ্গে ডায়রিয়াতে কালচে মল বেরোতে দেখা যায়। মলত্যাগের সময় এবং পরে অর্শের বলি বেরিয়ে আসতে দেখা যেতে পারে। অর্শজনিত স্ফীতির জন্য মলত্যাগের সময় রেক্টামে খুব বেদনা বোধ হয়।

বামদিকের অণ্ডকোষে স্ফীতি ও শক্ত হয়ে পড়া অবস্থা থাকতে পারে। এই ওষুধটিতে বাম দিকের বিভিন্ন উপসর্গ বিশেষভাবে নজরে আসে, গলার বাম দিকে এবং বাম দিকের অণ্ডকোষ আক্রান্ত হওয়া, বাম দিকের ওভারিতে একটা নিরেট ধরনের ব্যথা, ওভারিতে সর্বদাই একটা টন্‌টন্‌ করা ও নিরেট ধরনের বেদনা ও শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যাবে। বাম ওভারিতেও এই ওষুধটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে শক্ত হয়ে পড়া লক্ষণটি দেখা যায়। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে কয়েকটি ওষুধে দেহের বাম দিকটা বিশেষভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। **ল্যাকেসিসের** মত অনেক ক্ষেত্রেই এই ওষুধটিতে দেহের বাম দিকটাই আক্রমণের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে দেখা যায়। অনেক ওষুধেই দেহের যে কোন একটা দিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে ; এই ওষুধটিতে দেহের ডানদিকের তুলনায় বাম দিকের গ্ল্যাণ্ডগুলি অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী আক্রান্ত হতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বে ও ঋতুস্রাবকালে ওভারি অঞ্চলে স্ফীতি, মাসিক ঋতুস্রাব আটকে বা বন্ধ হয়ে যাওয়া, ভ্যাজাইনা থেকে শব্দযুক্ত বায়ু নিঃসরণ প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণও দেখা যেতে পারে।

দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় ল্যারিংক্সে এই ওষুধটি অনেক বেশী লক্ষণ সৃষ্টি করে থাকে। শ্বাস গ্রহণে বায়ু টানার সময় ল্যারিংক্সে একটা দগ্‌দগে ও ক্ষতের মত বেদনাবোধ, স্বরলোপ, দেহ কোনভাবে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হবার জন্য গলার স্বর কর্কশ হয়ে পড়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ কোন দিনে বেশী কাপড়-জামা গায়ে থাকলে, উষ্ণ ঘরে ওভারকোট পরা অবস্থায় থাকলে ; খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলে রোগীর দেহ বেশী শীতল হয়ে পড়ে এবং তার ফ্যারিনজাইটিস দেখা দেয়, ল্যারিংক্সের ভিতরে সুড়সুড় করে সব সময় একটা খুসখুসে কাশি দেখা দেয়, গলায় দগ্‌দগে ভাব ও ক্ষতের অনুভূতির সঙ্গে রোগীকে বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে ল্যারিংক্স থেকে শ্লেষ্মা তোলার চেষ্টা করতে দেখা যায়, রোগী কখন কি ধরনের শব্দ করে সেটা প্রতিটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রকে অনুধাবন করতে হবে, কারণ কোন্‌ ধরনের শব্দের সঙ্গে রোগীর কোন্‌ ধরনের অনুভূতি হয় সেটা বুঝতে পারলে, শব্দটা কোথা থেকে হচ্ছে সেটাও বোঝা সহজতর হবে, এভাবেই রোগী শব্দ করে কাশলে বা গলা খাঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা তোলার

সময় যে শব্দ হয় সেটা শুনে বোঝা যাবে যে কোন্ জায়গা থেকে শ্লেষ্মা তুলছে অথবা আক্রান্ত স্থানটা ঠিক কোথায়। রোগীর পক্ষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত স্থানের সঠিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয় না, সে ল্যারিংক্স থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা তুলে আনলেও হয়ত বলবে যে গলা থেকে শ্লেষ্মা তুলেছে, কিন্তু চিকিৎসককে সেটা সঠিকভাবে বুঝতে হবে। একটি অসুস্থ শিশুর নড়াচড়া করার ধরন ও শব্দ করা প্রভৃতি থেকে তার অসুস্থতা সম্বন্ধে চিকিৎসককে যতটা বুঝে নেওয়া দরকার, যে কোন রোগীর দ্বারা করা যে কোন শব্দও তেমনি চিকিৎসককে বুঝে নিতে হবে। শিশু তার নড়াচড়া ও কাঁদার বা বিভিন্ন ধরনের শব্দ করার মধ্য দিয়েই তার অসুবিধে প্রকাশ করে, এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে দেখে দেখে ঐসব বিষয়গুলি বুঝে নিতে সক্ষম হন তাঁদের পক্ষে আর শিশুটির মায়ের কাছ থেকে শিশুর বিষয়ে প্রশ্ন করে কিছু জানার প্রয়োজন হয় না, শিশুর নড়াচড়ার ধরন, তার বিভিন্ন শব্দ করা বা কান্না দেখলেই তার উপসর্গগুলি বুঝে নেওয়া যায়। এদিক থেকে শিশুরা ইতর প্রাণীদেরই মত। একটি ঘোড়া বা কুকুরের দেহে কোথায় বেদনা হচ্ছে সেটা তার নড়াচড়া বা বিভিন্ন ধরনের কর্মের দ্বারাই বোঝা যাবে, ছোট ছোট শিশুদের বেলাতেও তেমনি, তারা কথা বলে বোঝাতে না পারলেও তাদের হাব-ভাব ও আচরণের মাধ্যমেই তাদের অসুস্থতার প্রকৃতি ও স্থান প্রভৃতি বোঝা যায়।

দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠার পরে গলার স্বর ভগ্ন ও কর্কশ হয়ে পড়া, শুকনো, খকখকে কাশির সঙ্গে ল্যারিংক্সে বেদনা, শ্বাসকষ্টের জন্য বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠা, দম আটকা ভাবের সঙ্গে ল্যারিংক্সে সাঁই সাঁই ও ঘড়ঘড় শব্দ হওয়া, সম্পূর্ণ শ্বাসপথ যেন ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে রয়েছে এরূপ অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে কর্কশ ধরনের শব্দ হওয়া, শ্বাসের শব্দে কর্কশতা, ক্রুপ কাশির মত কর্কশ শ্বাস, খর খর শব্দযুক্ত শ্বাস প্রভৃতি দ্বারা ক্রুপ কাশির বিভিন্ন ধরনকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু ঐসব দ্বারা একটি ওষুধ থেকে অপরটিকে আলাদা করে নেওয়া চলে না, কারণ কোন শিশুর ক্রুপ কাশি হয়ত একধরনের শব্দযুক্ত হচ্ছে, আবার অন্য, একটি শিশুর ক্ষেত্রে তা অন্য ধরনের হতে দেখা যায়। কাজেই সে ক্ষেত্রে শিশু ও তার মায়ের ধাতুগত বৈশিষ্ট্যকেই প্রাধান্য দিতে হবে। রোগীর গলার স্বর প্রায় শোনাই যায় না, 'গ্লটিসের স্প্যাজম' প্রভৃতি বর্ণনার সঙ্গে ব্রোমিয়ামের ক্রুপ কাশিতে একটা পর্দা বা মেমব্রেন সৃষ্টি হয়ে তা ক্রমশ ট্রেকিয়া থেকে নিচের দিকে ব্রঙ্কিয়াল টিউব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং ক্রুপ ধরনের নিউমোনিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ব্রোমিয়ামে মেমব্রেন সৃষ্টি না হলেও ল্যারিংক্সে সংকোচন হতে দেখা যায়। ব্রোমিয়াম যে সংকোচন সৃষ্টি করে তাতে মনে হয় আঙ্গুল দিয়ে যেন জোরে চেপে ধরে রাখা হয়েছে। ল্যারিংক্সের ভিতরে সুড় সুড় করার জন্য কাশি দেখা দেয়, গলা খাঁকারি দেওয়ার সঙ্গে ল্যারিংক্সে দগদগেবোধ, ল্যারিংক্সের ভিতরে শীতল অনুভূতি প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ ব্রোমিয়ামে দেখা যায়। ল্যারিনজাইটিসে রোগীর মনে হয় যেন সেখানটা নরম পালক দিয়ে ঢাকা রয়েছে অথবা যেন ভেলভেটের

মত নরম কিছু দিয়ে ল্যারিংক্সের ভিতরটা ঢাকা রয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভিতরটায় শীতল বোধও থাকে। শ্বাস গ্রহণের জন্য যে বায়ু টেনে নেওয়া হয় সেটা বরফের মত ঠাণ্ডা বলে মনে হয়, এবং সেই সঙ্গে ল্যারিংক্সের ভিতরে সর্বদাই একধরনের টন্‌টন্ করা ব্যথা থাকে ও স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। **ফসফরাস, বেলেডোনা** এবং **রিউমেক্স**-এ ল্যারিংক্সে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা ব্যথা ও স্পর্শকাতরতার লক্ষণ আছে কিন্তু ব্রোমিয়ামে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা বেদনা ল্যারিংক্সের নিচের অংশ এবং গলার উপরিভাগে একইসঙ্গে সাধারণত হতে দেখা যাবে। শ্বাসপথে ধোঁয়ার মত অনুভূতি লক্ষণটিকে কেউ হয়ত বলে যে তার গলার বা শ্বাসনলে গন্ধকের ধোঁয়ার মত, আবার কারো কাছে পীচ বা আলকাতরার ধোঁয়ার মত বোধ হয়। প্রথম আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা পরে থেকেই ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মা জমতে থাকে এবং রোগী সব সময়ই কিছুটা সাদাটে ও ঘন শ্লেষ্মা তুলে ফেলে, সেই সঙ্গে কাশি ও গলা খাঁকারিও থাকতে দেখা যায়, ফলে রোগীর পক্ষে কখনো শান্তিতে চুপচাপ থাকা সম্ভব হয় না। এইরূপ অবস্থা ল্যারিনজাইটিসে যে সব ক্ষেত্রে আবরণী পর্দার মত সৃষ্টি হয় না সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যাবে। স্বরভঙ্গ বা স্বরলোপ, ল্যারিংক্সে সুড়সুড় করা ও দগদগে হয়ে পড়ার মত অনুভূতিতে ব্রোমিয়াম নির্বাচিত ওষুধ হলেও সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, কারণ এই ওষুধটিতে ল্যারিনজাইটিস ও স্বরভঙ্গ বা গলার কর্কশতা দেহ বেশী উত্তপ্ত হবার ফলে ঘটতে বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় ব্রোমিয়াম খুবই ফলপ্রদ হয়, যদিও রুটিন হিসাবে তাঁরা ডিপথেরিয়া ও ক্রুপ ধরনের কাশির জন্যই কেবল এটি প্রয়োগ করে থাকেন। হ্যানিম্যান কখনো আমাদের সেইরূপ শিক্ষা দেননি। ল্যারিংক্সে খুববেশী শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়্ করাও সেইজন্য শ্বাসগ্রহণে কষ্ট, জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণের জন্য ল্যারিংক্স কিছুটা নিচে ঝুলে যায়, ক্রুপকাশির পরে ল্যারিংক্সে আবরণী পর্দার মত সৃষ্টি হলে এইরূপ অবস্থা দেখা যায়। কাশিতে খস্‌খসে, কর্কশ ও দম আটকা ভাব থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে করাত চালাবার মত ঘষ্‌ঘষ্ শব্দ অথবা বাঁশীর মত শব্দ হতে শোনা যায়। ল্যারিংক্সে সংকোচন বা স্প্যাজম হবার জন্য শ্বাস গ্রহণে কষ্ট ও দমকা কাশি; ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে পর্দা বা মেমব্রেন সৃষ্টি হওয়া, খুববেশী পরিমাণে ছত্রাকের মত সৃষ্টি হবার জন্য ক্রুপের মত প্রদাহ হওয়া; নাবিকরা যখন সমুদ্র ছেড়ে তীরে এসে থাকে তখন হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট হতে দেখা যাওয়া এবং তারা আবার যখন সমুদ্রে যায় তখনই সেই শ্বাসকষ্ট চলে যেতে দেখা যাবে। শ্বাসকষ্টের সঙ্গে বুকের ভিতরে প্রায় সব জায়গায় ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া, ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া, বসন্তকালে যখন হুপিং কাশি গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ব্যাপক আকারে দেখা দেয় এবং ল্যারিংক্সের মধ্যে মেমব্রেনের মত সৃষ্টি হওয়া অবস্থায় প্রায়ই ব্রোমিয়াম ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ধুলোতে কাশি খুব বেড়ে যায়, পুরানো বই তাক থেকে বার করবার সময় সেখানকার ধুলোতেও কাশি বৃদ্ধি পায়। ধুলো জড়ানো যে কোন জিনিসে হাত দিলে বা ঝাড়-পোছ করলে হাঁচি, গলার স্বরে কর্কশতা ও স্বরভঙ্গ, শ্বাসপথে সুড়সুড় করা ও কাশি হতে দেখা

যেতে পারে। ঢোক গিলতে গেলে কাশি ও হঠাৎ দেখা দেওয়া, দম আটকা ভাবের দমক আসে। ব্রোমিয়ামে বিশেষভাবে শ্বাসযন্ত্রে শ্লেষ্মা সৃষ্টির প্রবণতা, ফুসফুসে প্রদাহের পরবর্তী হেপাটাইজেসন অবস্থা ঘটতে পারে। শক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা ওষুধটির একটি বিশেষ লক্ষণ।

ব্রায়োনিয়া
(Bryonia)

প্রতিটি ওষুধেরই ক্রিয়ায় নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, যার জন্য একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য বোঝা যায় এবং সেকারণে এক একটি ওষুধ বিশেষ বিশেষ ধরনের উপসর্গে কার্যকরী হয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেমন একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য থাকে তেমনই বিভিন্ন রোগ বা উপসর্গের চরিত্রগত লক্ষণেও প্রভেদ দেখা যাবে। আমরা বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতার গতিবেগ, স্থায়িত্ব, তার ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী বা মাঝে মাঝে থেমে দেখা দেয় কিনা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে থাকি। কোন কোন ওষুধের লক্ষণ হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়; লক্ষণ প্রকাশে খুববেশী দ্রুততা, খুব কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয়ে আবার হঠাৎই এমন ভাবে চলে যায় যেন মনে হয় যেন কিছুই ঘটেনি। আবার অন্য কোন কোন ওষুধে লক্ষণগুলি খুব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয় এবং বিরামহীন জ্বরের মত লক্ষণগুলিও বিরামহীন ভাবে চলতে থাকে। **ইগনেসিয়ার** লক্ষণগুলি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব যে তার লক্ষণগুলি কি রকম চঞ্চল বা পরিবর্তনশীল ও অবিরাম ভাবে দেখা দেয় অর্থাৎ লক্ষণগুলি কখনও থাকে কখনো আবার চলে যায় এরূপ অদ্ভুত ধরনের হয়ে থাকে; **অ্যাকোনাইটের** লক্ষণগুলি কি ভয়ংকর তীব্রতার সঙ্গে আসে এবং **বেলেডোনার** লক্ষণ কিরূপ হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে দেখা দেয়। আমরা যখন ব্রায়োনিয়ার বিষয়ে পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে এর লক্ষণগুলি দীর্ঘস্থায়ী; এর উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ তরুণ বা অ্যাকিউট উপসর্গে লক্ষণগুলির প্রকাশ খুব ধীরে হতে দেখা যায়। এই ওষুধটির উপসর্গগুলি অবিরাম ভাবে অর্থাৎ একনাগাড়ে চলতে থাকে এবং কদাচিৎ সেগুলি বিরাম সহ অর্থাৎ থেমে থেমেও দেখা দেয়। উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে দেখা দিলেও ক্রমশ বেশ তীব্র হয় তবে সেই তীব্র কখনো **অ্যাকোনাইট** অথবা **বেলেডোনার** প্রাথমিক তীব্রতার মত ততটা বেশী হয় না, সুতরাং এই ওষুধটির লক্ষণগুলি বিরামহীন জ্বরের লক্ষণের মত অথবা রিউম্যাটিজমের মত ক্রমশ একটু একটু করে তীব্র হয়ে ওঠে এবং একটির পর একটি অস্থি-সন্ধি আক্রান্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত দেহের প্রায় সব সাদা ফাইব্রাস টিসুতে প্রদাহ, বেদনা ও তার দরুন কষ্ট দেখা দেয়। এই ওষুধটিতে দেহের যে কোন অংশে প্রদাহ হতে দেখা গেলেও ফাইব্রাস টিসুতে, সেরাম মেমব্রেন ও অস্থি-সন্ধি সংলগ্ন লিগামেণ্ট ও এপোনিউরোসিসএ প্রদাহ বিশেষভাবে লক্ষ্য

করা যায়। স্নায়ুতন্তুর বাইরের আবরণী পর্দাও আক্রান্ত হয়ে সেখানে রক্তাধিক্য ঘটে ক্রমশ বেড়ে গিয়ে খুব তীব্র অবস্থায় পরিণত হতে দেখা যায়।

প্রাথমিক অবস্থা থেকেই ওষুধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগীর মধ্যে ব্রায়োনিয়াসুলভ অসুস্থতা চোখে পড়বে। রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ার কয়েকদিন আগে থেকেই নিস্তেজ ও দুর্বলবোধ করতে থাকে, সে কারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলে চুপচাপ থাকতে চায়, নড়াচড়া করতে চায় না এবং এই অবস্থা একটু একটু করে বেড়ে যায়; দেহের বিভিন্ন অংশে বেদনা চঞ্চলভাবে যেন ঘুরে বেড়ায় এবং প্রতিবার রোগী নড়াচড়া করলে দেহের বেদনা বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত বেদনা এক নাগাড়ে স্থায়ী হয়ে দেখা দেয়। আক্রান্ত স্থান গরম ও প্রদাহে আক্রান্ত হয়ে যে পর্যন্ত সেখানে রিউম্যাটিজম্ বা বাত দেখা দেয়। উপসর্গগুলি ঠাণ্ডা লেগে যাবার পরে ঘটে, কিন্তু সেটা **অ্যাকোনাইট** অথবা **বেলেডোনার** মত ঠাণ্ডা লাগার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে না হয়ে ঠাণ্ডা লাগার পরের দিন রোগী কিছুটা অস্বস্তিবোধ করতে থাকে, তার হাঁচি ও নাক থেকে জলের মত পাতলা সর্দি দেখা দেয়, বুকের ভিতরে একটা দগ্‌দগে অনুভূতির সঙ্গে দু'এক দিনের মধ্যেই শীতবোধ ও কোন ধরনের প্রদাহজনিত গোলযোগ, নিউমোনিয়া অথবা প্লুরিসির মত উপসর্গ দেখা দেয়। এই ওষুধের প্রদাহজনিত উপসর্গের মধ্যে মস্তিষ্কের আবরণী পর্দায় প্রদাহ, কখনো কখনো স্পাইন্যাল কর্ড পর্যন্ত নেমে আসা; প্লুরার পর্দা, পেরিটোনিয়াম, হার্টের আবরণী পর্দা প্রভৃতির প্রদাহ বেশী দেখা যায়; ঐসব যন্ত্রাদির প্রদাহও ঘটতে পারে। যখন এরূপ অবস্থা হয় তখন একেবারে সূত্রপাতেই নড়াচড়া করার প্রতি অনাস্থা লক্ষ্য করা যায়, অনেকক্ষেত্রে প্রথমে রোগী নিজেও বুঝতে পারে না যে কেন ওরূপ হচ্ছে, পরে সে বুঝতে পারে যে নড়াচড়ায় তার কষ্ট বা উপসর্গগুলি বেড়ে যায় সেইজন্য সামান্য নড়াচড়া করতে হলেও রোগী রেগে যায় এবং নড়াচড়া করবার পরে তার সব কষ্ট ও বেদনা বেড়ে যায়। সারা দেহে কামড়ানো বেদনা দেখা দেয়। এ ভাবেই আমরা ব্রায়োনিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ—'নড়াচড়ায় কষ্ট বেড়ে যাওয়া' অবস্থা দেখতে পাই। ব্রায়োনিয়ার যে কোন উপসর্গেই এই লক্ষণটি পাওয়া যেতে পারে।

এই ওষুধটি নানা ধরনের রোগে, টাইফয়েডের লক্ষণযুক্ত রোগে, যে সব রোগ রেমিটেণ্ট হিসাবে দেখা দিয়ে পরে বিরামহীন জ্বর অবস্থায় পরিণত হয় যেমন নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, লিভারের প্রদাহ, গ্ল্যাণ্ড, অন্ত্র প্রভৃতির প্রদাহ; গ্যাস্ট্রো-এণ্টেরাইটিস, পেরিটোনাইটিস অথবা অন্ত্রের প্রদাহের সঙ্গে সংবেদনশীলতা, নড়াচড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া এবং একেবারে চুপচাপ বসে বা শুয়ে থাকার ইচ্ছা প্রভৃতি দেখা যাবে। *অস্থি-সন্ধিতে প্রদাহ দেখা দেয়*; সেটা বাতজনিত লক্ষণসহ অথবা বাত ছাড়া, ঠাণ্ডা লাগা অথবা কোন ভাবে আঘাত লেগে যে কোন কারণেই হতে পারে। *অস্থি-সন্ধিতে আঘাত লাগার পরে* যেসব ক্ষেত্রে আর্নিকাতে বেদনা সারে না সেইসব ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া প্রায়ই কাজে লাগে।

ব্রায়োনিয়ার রোগীর মধ্যে খুববেশী উত্তেজনা ও খিটখিটে ভাব দেখা যেতে পারে; রোগীকে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে হলে অথবা সে বিষয়ে চিন্তা করতে হলে সে খুব বিরক্ত হয় ও রেগে যায়। কথা বলার চেষ্টা করার সঙ্গে একটা ভীতির চিহ্ন রোগীর মধ্যে ফুটে ওঠে। উপসর্গ দেখা দেবার প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর কাছে গেলে দেখা যাবে যে সে নানা ধরনের বায়না করছে, যেন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে; রোগীর আত্মীয়-স্বজন এসে হয়ত বলবে যে 'রোগী প্রায় অচেতন হয়ে আছে; রোগীর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে তার মুখমণ্ডলে ফোলা-ভাব ও বেগুনী রঙের ছাপ, যেন রোগী হতভম্ব হয়ে রয়েছে বলে বোধ হবে. তার দেহের সর্বত্র শিরায় রক্ত জমে থাকতে দেখা যায় এবং মুখমণ্ডলে সেই অবস্থা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, তার চোখ-মুখে ও হাব-ভাবে যেন একজন জড়বুদ্ধি লোকের মত লক্ষণ ফুটে ওঠে, তবুও সে কথা বলতে সমর্থ থাকে যদিও কথা বলতে অনীহার জন্য বহিরাগতের মনে হবে যে রোগীকে যা বলা হচ্ছে তা যেন সে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা দেয়; সকালে রোগীর যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন তার মাথায় একটা নিরেট ভাব ও রক্তাধিক্য-জনিত মাথাধরার সঙ্গে মাথায় একটা অস্বস্তি, মনের হতবুদ্ধি অবস্থা প্রভৃতি দেখা দেবার ফলে সে কোন কাজ-কর্মই করতে পারে না এবং ঐরূপ অনুভূতি ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে; এরূপ অবস্থা প্রায়ই কোন মারাত্মক রোগের আগমন বার্তা নিয়ে আসে। যখন নিউমোনিয়া, লিভারের প্রদাহ অথবা দেহের যে কোন স্থানে ধীরে ধীরে কোন প্রদাহ ক্রমশ দেখা দিচ্ছে কিন্তু প্রদাহের স্থানটি তখনও স্থিরীকৃত হয়নি, সেইরূপ অবস্থায় পূর্ববর্ণনানুযায়ী অবস্থা সকালের দিকে দেখা দেয়। ব্রায়োনিয়াতে বিভিন্ন উপসর্গ অনেকক্ষেত্রেই সকালে বা ভোরের দিকে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ঘুম থেকে উঠে প্রথমবার নড়াচড়া করতে গেলেই সে বুঝতে পারে যে তার দেহ স্বাভাবিক নেই, একটা হতবুদ্ধিভাব যেন প্রায় অচেতন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে বোধ হতে থাকে। যারা একসপ্তাহ বা আট-দশদিন ধরে নানা ধরনের অস্বস্তিবোধের কথা বলছিল তারা হয়ত সকালের দিকে ঘুম ভেঙ্গে উঠে খুব বেশী কষ্ট বোধ করতে থাকে এবং সেই দিন রাত্রে বা তার পরের দিন চিকিৎসককে ডেকে পাঠায়। এরূপ অবস্থা কয়েকদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে রোগীর বিরামহীন বা কনটিনিউড ধরনের জ্বর দেখা দিয়েছে অথবা রাত্রিতে কম্প ও শীতভাবের সঙ্গে বুকে খুব ব্যথা, মরচে রঙের শ্লেষ্মা ওঠা, শুকনো খুসখুসে কাশি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে অথবা অবস্থাটা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে মাথায় রক্তাধিক্য ও নিরেটভাবের সঙ্গে মাথাধরা দেখা দেবে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটার প্রাক্কালে এইরূপ অবস্থা দেখা দেয়। ব্রায়োনিয়ার অসুস্থতা প্রায়ই প্লেথোরিক ধরনের ব্যক্তিদের বেছে নেয়, বিশেষভাবে যাদের ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হলে শ্লেষ্মার প্রবণতা দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে, শ্লেষ্মাজনিত জ্বরে ব্রায়োনিয়া ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ব্রায়োনিয়াতে মানসিক অবস্থায় একটা ঢিলেঢালা ভাব দেখা যায়। **কামিয়া, নাক্সভমিকা, ইগনেসিয়া**

প্রভৃতির মত মানসিক উত্তেজনার বদলে একটা আলগাভাব, নড়াচড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া, রোগীর সঙ্গে কথা বললেও তার উপসর্গ বেড়ে যাওয়া, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে চাওয়া প্রভৃতি অবস্থা ব্রায়োনিয়াতে দেখা যাবে ; **নাক্স** বা **ক্যামোমিলা**-তে যে ধরনের খুববেশী খিটখিটে ভাব থাকে ততটা ব্রায়োনিয়াতে থাকে না। এই ওষুধটিতে রোগী রেগে গেলে, ঘুম থেকে জাগালে, তাকে কোনভাবে বিরক্ত বা বিব্রত করলে উপসর্গ বেড়ে যেতে পারে। ব্রায়োনিয়াতে রোগাক্রমণের প্রথমদিকে যে ঢিলেঢালা ভাব দেখা যায় পরে সেটা হতবুদ্ধি ভাবে পরিণত হয় এবং প্রায়ই শেষ পর্যন্ত টাইফয়েডের অবস্থার মত হতচেতন ভাব দেখা দেয়। যে সব শিশুর মাথায় জল জমে মাথাটা বড় হয়ে যায় তাদের মত এই ওষুধের রোগীকে অর্ধ অচেতন অবস্থা থেকে পরে সম্পূর্ণ-ভাবে অচেতন হয়ে পড়া অবস্থায় থাকতে দেখা যায়।

বাতজনিত উপসর্গ, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতিতে আক্রান্ত হলে রোগীকে যদি অর্ধঅচেতন অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলা হয় তা হলে তার মধ্যে একটা বিচলিত ভাব বা কনফিউসন দেখা দেয়, সে নানারূপ কাল্পনিক মূর্তি বা ছায়া দেখতে পায়, মনে করে, যেন সে নিজের বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে এবং সেইজন্য সে তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলে। কখনো কখনো রোগী কোন কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে থাকলেও 'বাড়ী ফিরে যাবার' ইচ্ছাটা থাকে। **বেলেডোনা** অথবা **স্ট্র্যামোনিয়ামের** মত খুববেশী উত্তেজিত ও মত্ত অবস্থাসহ ডিলিরিয়াম এই ওষুধটিতে দেখা যায় না, এখানে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা দেখা যায় ; রোগী সামান্য দু-একটা কথা বলে ও বিচিত্র ধরনের চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন হয়ে থাকে, তাকে বার বার কথা বলবার জন্য চেষ্টা না করলে সে বেশী কথা বলতে চায় না। ডিলিরিয়ামে রোগী অযৌক্তিক অথবা তার ব্যবসা-পত্রের কথা বলে এবং বিকেল ৩টা নাগাদ সেটা বেড়ে যায়। সাধারণত এই ওষুধে ডিলিরিয়াম রাত ৯টা নাগাদ আরম্ভ হয়ে সারা রাত ধরেই জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গার পরে মানসিক অবস্থার তীব্রতা বা অ্যাকিউট অবস্থা দেখা গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থাটা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে সাধারণত রাত ৯টা নাগাদ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে ; কম্প বা শীতভাব, জ্বর প্রভৃতি রাত ৯টা নাগাদ আসতে দেখা যাবে। যে সব ক্ষেত্রে মানসিক লক্ষণ প্রবল থাকে সে সব ক্ষেত্রে তা রাত্রের দিকে বাড়ে এবং সারা রাতই থেকে যায়। ওষুধটিতে বিকেল ৩টা নাগাদ উপসর্গ বৃদ্ধি পাবার লক্ষণও থাকতে পারে। **বেলেডোনাতে** বেলা ৩টা নাগাদ উপসর্গ শুরু হয়ে মাঝরাত পর্যন্ত থাকে কিন্তু ব্রায়োনিয়াতে রাত ৯টা নাগাদ উপসর্গ আরম্ভ হয়ে সারারাত ধরে থাকতে দেখা যায়। **ক্যামোমিলা**-তেও রোগী খুব খিটখিটে থাকে এবং তার উপসর্গ সকাল ৯টা নাগাদ বেশী হয়ে থাকে। ব্রায়োনিয়া এবং **ক্যামোমিলার** রোগী খুব সহজেই রেগে ওঠে বলে অনেক ক্ষেত্রে এই দুটি ওষুধের রোগীর মধ্যে পার্থক্য করা কিছুটা কষ্টকর হয়ে পড়ে তবে ক্যামোমিলার শিশুর উপসর্গ সকাল ৯টা নাগাদ এবং ব্রায়োনিয়াতে রাত ৯টা নাগাদ উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ থাকে।

অন্যান্য অনেক ওষুধের মত ব্রায়োনিয়ার একটি প্রধান লক্ষণ এই যে রোগী একটা কিছু চায় কিন্তু সেটা যে কি তা সে নিজেই জানে না। এই লক্ষণটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও ব্রায়োনিয়ার অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে পাওয়া গেলে তবেই ব্রায়োনিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোন শিশু রোগীর কাছে গেলে দেখা যাবে যে সে একটার পর একটা খেলনা চাইছে এবং সেটা হাতে পেলেই সেটা ফেলে দিয়ে আর একটার জন্য বায়না ধরছে। এইরূপ লক্ষণে **ক্রিয়োজোট** উপযোগী, আবার যদি দেখা যায় যে শিশুকে কোন কিছু দিয়েই শান্ত বা খুশী করা যাচ্ছে না এবং সকাল ৯টা নাগাদ তার উপসর্গ বেড়ে যাচ্ছে তা হলে সেই শিশুর পক্ষে **ক্যামোমিলা** উপযুক্ত।

"নানা জিনিসের জন্য বায়না ধরা, কিন্তু সেটা পেলে বাতিল করা" "কারো খারাপ কিছু ঘটার আশঙ্কা করা, ভীতি," "সারা দেহে একটা আশঙ্কাজনিত অবস্থার জন্য কোন একটা কিছু করতে বাধ্য হওয়া," প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক লক্ষণ ব্রায়োনিয়াতে দেখা যেতে পারে। **আর্সেনিকের** মত ব্রায়োনিয়াতেও একটা আতঙ্ক ও অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে এবং সেইজন্য রোগী নড়াচড়া করতে বাধ্য হয় যদিও নড়াচড়া করলেই তার উপসর্গ বেড়ে যায়, কিন্তু আতঙ্ক ও অস্বস্তিকর অবস্থার জন্য সে নড়াচড়া না করেও পারে না। তার দেহে এত তীব্র বেদনা হয় যে সে নড়াচড়া করতে বাধ্য হয় কিন্তু নড়াচড়া করতে গেলেই বেদনা বেড়ে যাওয়ায় সে চিৎকার করে ওঠে, যদিও সে জানে যে নড়াচড়া করলেই তার বেদনা বেশী হবে তবুও বেদনার তীব্রতার জন্য সে নড়াচড়া করতে বাধ্য হয়। রোগের প্রথমদিকে রোগী চুপচাপ থাকত এবং সেই অবস্থায় আরামবোধ করত কিন্তু পরে আতঙ্কজনিত অস্থিরতায় সে নড়াচড়া করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে বাইরে থেকে রোগীকে দেখে মনে হতে পারে যে **রাসটক্সের** মত নড়াচড়ায় তার উপসর্গ কম হয়, কিন্তু রাসটক্সের রোগী সব সময় অস্থিরভাবে নড়াচড়া করে, নড়াচড়া করে সে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নড়াচড়া না করে একটু চুপচাপ থাকলেই তার বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ আবার দেখা দেয়। এখানেই এই ওষুধদুটির পার্থক্য। ব্রায়োনিয়াতে রোগী শীতল বায়ুতে ও শীতল সেক্ লাগালে আরামবোধ করে। রোগী যখন নড়াচড়া করে তখন তার দেহ উষ্ণ হয়ে ওঠে এবং বেদনা বেড়ে যায়; কিন্তু ব্রায়োনিয়ার বাতের বেদনা গরম সেক্ লাগালে কম থাকে এবং ঐ অবস্থায় একনাগাড়ে নড়াচড়ায় সে আরামবোধ করে থাকে। অনেকক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়াতে ঠাণ্ডায় বেশী আরাম না গরমে বেশী আরাম হয় সেটা বোঝা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কজনিত যে সব উপসর্গে রক্তাধিক্য বা কনজেসসন হয় সে সব ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়াতে ঠাণ্ডায় উপসর্গ কম থাকতে দেখা যাবে। তবে মস্তিষ্কজনিত যে সব উপসর্গের সঙ্গে রক্তাধিক্য থাকে না সে সব ক্ষেত্রে গরমে বা গরম লাগালে উপসর্গ কম থাকতে দেখা যেতে পারে। কাজেই ব্রায়োনিয়াতে উপসর্গের হ্রাস-বৃদ্ধি বা মোডালিটিতে বৈপরীত্য দেখা যায়, তবে সর্বক্ষেত্রেই ব্রায়োনিয়ার এমন কিছু বিশেষ লক্ষণ থাকে যা থেকে রোগীকে চিনে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

আর্দ্র আবহাওয়ায় ব্রায়োনিয়া প্রায়ই কাজে লাগে কিন্তু পরিষ্কার আবহাওয়ায় যদি দিনের উত্তাপ স্বাভাবিকের নিচে থাকে সে ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়ার চেয়ে **অ্যাকোনাইট** বেশী কার্যকরী হয়। আবার দক্ষিণাঞ্চলের আবহাওয়ায় যেখানে উপসর্গগুলি প্রধানত ধাতুগত ভাবে দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে **জেলসিমিয়াম** প্রদাহজনিত অবস্থায় বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। আমরা জানি যে উত্তরাঞ্চলের হঠাৎ তীব্র ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রোগী ভীষণভাব ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হলে **অ্যাকোনাইট** প্রয়োজন হয় কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের একটু একটু করে বেড়ে যাওয়া ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ব্রায়োনিয়া কার্যকরী হবে। আমাদের মেটেরিয়া মেডিকাতে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনজনিত উপসর্গের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত।

ব্রায়োনিয়ার মানসিক অবস্থা সাধারণভাবে ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় কম থাকে, রোগী দরজা-জানালা সব সম্পূর্ণভাবে খোলা রাখতে চায়। তার মানসিক আশঙ্কা, বিচলিতভাব, ভয় প্রভৃতি ঠাণ্ডায় কম বোধ হয়ে থাকে। কখনো কখনো জ্বরটি বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রোগীর ডিলিরিয়াম এবং মাথার রক্তাধিক্যজনিত উপসর্গ বেড়ে যায়, স্টোভের আগুনে, দেহ বেশী কাপড় চোপড় দিয়ে ঢেকে রাখা অথবা অন্য যে কোন ভাবে রোগীর দেহ উত্তপ্ত হয়ে পড়লে তার উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যাবে। ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে নজরে পড়ে। গুমোট আবহাওয়া দূর করবার জন্য ঘরের জানালা খুলে দিলে শিশু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় ব্রায়োনিয়ার মত **এপিস**, **পালসেটিলা** এবং অন্যান্য আরও অনেক ওষুধ কার্যকরী হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু শীতকাতুরে বলে তার মা ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে রাখায় শিশু ডিলিরিয়ামের মধ্যে খুব ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে কিন্তু ঘরের দরজা-জানালা খুলে গুমোট ভাবটা দূর করে দিলেই শিশু চুপচাপ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এইসব ধরনের লক্ষণকে তুচ্ছ না করে তার কার্য-কারণ খুঁজে দেখা চিকিৎসকের কর্তব্য।

'মৃত্যু-ভয়', খুববেশী ভীতি, আতঙ্ক ও রোগ নিরাময়ে হতাশা, খুববেশী নৈরাশ্য প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। মানসিক ও দৈহিক দু'দিক থেকেই রোগী চুপচাপ নড়াচড়া না করে শান্তভাবে থাকতে চায়। প্রায়ই সে ঘরটা অন্ধকার করে রাখতে চায়, কোনভাবে উত্তেজিত হয়ে উপসর্গ দেখা দেওয়া এই ওষুধে থাকতে পারে। ব্রায়োনিয়ার রোগী প্রায় সব ক্ষেত্রেই আগন্তুক বা নবাগতদের দেখে বিরক্ত হয়। রোগীকে প্রায়ই বিষণ্ন থাকতে দেখা যায়। তাকে নানারূপ প্রশ্নে বিব্রত করলে সে রেগে যায়, তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। "কোনরূপ ইন্দ্রিয় দমনের কুফলে উপসর্গ সৃষ্টি," "বিরক্তি বা অসন্তোষ থেকে উপসর্গ দেখা দেওয়া," বিশেষভাবে ঐসব কারণে মাথাধরা দেখা দেয়। কারো সঙ্গে তীব্র কথা কাটাকাটি বা মতবিরোধ ঘটার কয়েকঘণ্টা পরেই তীব্র ধরনের মাথায় রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা দেখা দেওয়া এবং সামান্য ভুল বোঝাবুঝির কথা যদি রোগী প্রতিবাদ করতে বা ফিরে বলতে না পারে সে অবস্থায় **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** কার্যকরী হয়, কিন্তু ব্রায়োনিয়ায়ও ঐরূপ লক্ষণ

আছে। খুব বেশী খিটখিটে, ভয়ঙ্কর, স্নায়বিক উত্তেজনায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা যখন তীব্র ধরনের মতপার্থক্য ও কথা-কাটাকাটির জন্য কোন উপসর্গে আক্রান্ত হয় তখন **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপযুক্ত ; অনুরূপ অবস্থায় মাথাধরা দেখা দিলে ব্রায়োনিয়া প্রযোজ্য। যদি পুরাতন কোন রোগের সঙ্গে রোগী বলে যে কারো সঙ্গে কথা কাটাকাটি বা মত-বিরোধ দেখা দিলে সে খুব স্নায়বিক উত্তেজনা, নিদ্রহীনতা, মাথাধরা প্রভৃতিতে কষ্ট পায় তা হলে সে ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** প্রয়োগ করা যাবে।

ব্রায়োনিয়াতে ডিজিনেস বা হতবুদ্ধি ভাবের সঙ্গে মাথাঘোরা লক্ষণ পাওয়া যায় এবং সেটা বদ্ধ উষ্ণ ঘরে বেশী হয়। এই ওষুধেরর বিভিন্ন লক্ষণের কথা বর্ণনায় দেখা যায় যে রোগী নার্ভাস প্রকৃতির হয় ; স্নায়বিক উত্তেজনা ও দৈহিক উপসর্গ উষ্ণ ঘরে, বেশী কাপড়-চোপড়ে আচ্ছাদিত থাকলে, বিছানার গরমে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় এবং রোগী ঘরের দরজা-জানালা খোলা রাখতে চায়, খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় শ্বাস গ্রহণ করতে চায়। উষ্ণ ও গুমোট কোন ঘরে থাকলে যে কোন সুস্থ লোকের তুলনায় সে অনেক বেশী কষ্টবোধ করে। ব্রায়োনিয়ার রোগী উপাসনা মন্দির, যাত্রা বা থিয়েটার দেখা প্রভৃতির জন্য উষ্ণ ও আবদ্ধ ঘরে থাকলে **লাইকোপোডিয়ামের** মতই কষ্টবোধ করে থাকে। যদি দেখা যায় যে কোন একটি মেয়ে উপাসনা মন্দিরে গেলে প্রতিবারই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে তা হলে সেক্ষেত্রে **ইগনেসিয়া** প্রকৃষ্ট ওষুধ।

এবারে ওষুধটির মাথার বিভিন্ন লক্ষণের কথায় আসা যাক। এই ওষুধটির মাথার লক্ষণগুলি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; কারণ যে কোন তরুণ পীড়ার সঙ্গেই মাথার বেদনা থাকতে দেখা যায়। প্রদাহ ও রক্তাধিক্যজনিত উপসর্গের সঙ্গে মাথাধরা থাকে। মানসিক ভাবে হতবুদ্ধিভাব ও মনোবিকলনের সঙ্গে রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা এবং মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে এরূপ বোধসহ মাথাধরা দেখা যেতে পারে। মাথার ভিতরটা এতই পরিপূর্ণ বোধ হয় যে রোগিণী হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে থাকে অথবা শক্ত করে বেঁধে রাখে ; মাথার খুলিতে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখলে বা খুব জোরে চাপ দিলে রোগী কিছুটা আরাম বোধ করে। উষ্ণ ঘরে থাকলে এবং সাধারণ-ভাবে উত্তাপে রোগীর মাথাধরা বেশী বোধ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের দিকের অগভীর স্নায়বিক বেদনায় স্থানীয়ভাবে গরম সেক্-এ কিছুটা আরামবোধ হতে পারে, কিন্তু ব্রায়োনিয়ার মাথাধরা উষ্ণ ও আবদ্ধঘরে খুবেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। মাথাধরায় রোগীর মনে হয় যেন তার মাথার খুলি ফেটে যাবে, সামান্য নড়াচড়াতেও মাথার বেদনা বেড়ে যায়, এমনকি চোখের পাতা নাড়ালেই বা কথা বলার জন্য শরীরে যতটুকু নড়াচড়া করার দরকার হয় অথবা কোন ভাবনা-চিন্তার জন্য দেহ ও মনের যে কোন পরিশ্রম করাই রোগীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তীব্র ধরনের মাথাধরা দেখা দেয়। রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে চুপচাপ থাকতে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে ঘর অন্ধকার করে চুপচাপ শুয়ে থাকলে রোগী কিছুটা আরাম বোধ করে। আলোতে রোগীর উপসর্গ বেড়ে যায়। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে চোখে আলোর প্রতিফলন এবং ঘরে ছায়াপাতে যে মাংসপেশীর নড়াচড়ার

প্রয়োজন হয় তাতেও রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ফুসফুসে রক্তাধিক্য, ব্রঙ্কাইটিস, অথবা দেহের অন্য কোন অংশের প্রদাহ সৃষ্টি হবার পূর্বে লক্ষণ হিসাবে ব্রায়োনিয়ার মাথাধরা দেখা দেয়; রোগী সকালের দিকে মাথার যন্ত্রণা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে; যদি ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয় তা হলে সকালের দিকে মাথাধরা ও সারাদিন ধরে হাঁচি দেখা দেয়; অন্য কোন উপসর্গ দেহের অন্য কোথাও দেখা দেবার আগে সকালের দিকে মাথায় রক্তাধিক্যজনিত বেদনা নিয়ে রোগী জেগে উঠবে, তার চোখের উপরে বা মাথার পিছন দিকে অথবা উভয় স্থানেই বেদনায় মনে হয় যেন মাথাটা ফেটে বা ছিঁড়ে যাবে, চাপ দিলে বেদনা কিছুটা কম হয়, ঘরের উষ্ণতায় এবং নড়াচড়ায় মাথাধরা খুব বেড়ে যায়, মাথাধরার সঙ্গে চোখের উপর অংশে বেদনায় অনেক সময় ছোরা মারার মত বেদনা ও প্রথমবার নড়াচড়ায় বেশী কষ্ট হতে দেখা যায়। ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ এদিক-ওদিক ঘোরাতে গেলেই সে সেটা বুঝতে পারে, তার অক্ষিগোলকে টন্‌টন্ করা ব্যথা ও সারা দেহেই একটা থেঁতলানো মত ব্যথাবোধ হয়। বাহু নড়াচড়া করা, কোন কাজ করতে গিয়ে হাত ও বাহুর নড়াচড়া করার ফলে দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ ও মাথার উপসর্গ বৃদ্ধি পায় এবং সেইজন্য হেরিঙ সাহেবের আমলে 'ইস্ত্রি করতে গিয়ে উপসর্গ দেখা দেওয়া' এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণিত হয়েছে। আমরা জানি যে সাধারণত উষ্ণ ঘরের ভিতরে বসে ইস্ত্রি করা হয় এবং ইস্ত্রি করতে হলে হাত ও বাহুর নড়াচড়া করা অবশ্যম্ভাবী। কাজেই 'ইস্ত্রি করায় উপসর্গ বৃদ্ধি' লক্ষণের সঙ্গে ব্রায়োনিয়ার উপযুক্ত দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে। মাথাধরায় মাথা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ার মত বোধ, তীব্র ধরনের রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরায় রোগীর মনে হয় যেন কপাল ভেঙ্গে বা ফেটে গিয়ে সবকিছু বেরিয়ে আসবে। কপালে চাপধরা ব্যথা, পূর্ণতা ও ভারীবোধ প্রভৃতি মনে হয় যেন মস্তিষ্কে খুব চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাথার এইরূপ চাপ বা ভারবোধের সঙ্গে মনের ঢিলেঢালা ভাব থাকায় মনে যেন একটা নিরেট বা হতবুদ্ধি ভাব রোগীর চেহারায় বা হাব-ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, মনে হয় যেন রোগী খুব দুর্বল ও জড়বুদ্ধি হয়ে পড়েছে। রোগীর মুখমণ্ডলে কালচে ছোপ বা বেগুনী রঙ তার মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের জন্য ঘটে ব্রায়োনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তার চোখে রক্তাধিক্যজনিত লাল ভাব দেখা যায়, সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, নড়াচড়া করতে চায় না, কথা বলা বা অন্য যে কোন ধরনের নড়াচড়ায় তার উপসর্গ বেড়ে যায়। **বেলেডোনাতেও** এরূপ লক্ষণ দেখা যায়, সেখানেও এইরূপ রক্তাধিক্য ও চাপবোধ থাকে; কিন্তু ব্রায়োনিয়ার ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় ও ঢিলেঢালা ভাব থাকে। **বেলেডোনার** ক্ষেত্রে মানসিক লক্ষণ এবং অন্যান্য সব উপসর্গই সক্রিয়ভাবে দেখা দেয় কিন্তু ব্রায়োনিয়াতে ঐসব উপসর্গ একটু একটু করে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ব্রায়োনিয়ার মাথাধরার সঙ্গে কিছুটা জ্বালাবোধ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা দপ্‌দপ্ করা অনুভূতিও থাকতে পারে। তবে এই দপ্‌দপ্ করা অনুভূতি রোগী

নড়াচড়া না করলে বিশেষ দেখা যায় না। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠা, হাঁটা-চলা করা অথবা মাথাধরার সময় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করার মত নড়াচড়ায় রোগী মাথায় খুববেশী দপ্‌দপ্‌ করা অনুভব করে; কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেই দপ্‌দপ্‌ করা ভাবটা চলে গিয়ে মাথায় চাপবোধ ও ছিঁড়ে পড়ার মত বোধ হতে থাকে এবং মনে হয় যেন মাথাটা ফেটে বা ছিঁড়ে যাবে। ব্রায়োনিয়ার মাথাধরায় আরও নানা ধরনের বেদনা বোধ হতে পারে; কোন কোন ক্ষেত্রে ছিঁড়ে যাওয়া, সুঁচ ফোটানো ঝিলিক দিয়ে ওঠার মত বেদনা বা তীক্ষ্ম ধরনের বেদনা হতেও দেখা যায়। চাপধরা বেদনায় কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর মনে হয় যেন মাথায় খুববেশী ওজন চাপিয়ে রাখা হয়েছে এবং এরূপ বোধ মাথার ভিতর দিক থেকে চাপ পড়া, রক্তচলাচলে ঢিলেমির জন্য মনে হয় যেন দেহের সব রক্ত যেন মাথায় এসে জমা হয়েছে। মাথায় সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, মাথা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার মত বোধসহ মাথাধরা, মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটার মত বোধ প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। মুখমণ্ডলে যখন খুব ঘাম হয় সেই সময় ঠাণ্ডা জলে মাথা ও দেহ ভেজালে মাথাধরা দেখা দিতে পারে, অর্থাৎ ঘাম বন্ধ হয়ে গিয়ে বা চাপা পড়ে ঠাণ্ডা লাগায় মাথাধরা হতে পারে। সব সময়ই কাশতে গেলে নড়াচড়ায় মাথায় চাপবোধ, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে এত বেশী হয় যে কাশতে গেলেই রোগী তার মাথা চেপে ধরে। অন্যান্য ওষুধে এইরূপ লক্ষণ থাকলেও ব্রায়োনিয়াতে এই লক্ষণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ কাশতে গেলে তার বুক ও দেহের অন্যান্য অংশের সঙ্গে মাথায় যে নড়াচড়া হয় তাতে তার কষ্ট বেড়ে যায়। রোগীর মাথাধরায় মনে হয় যেন তার মাথাটা বড় হয়ে যাচ্ছে এবং সামান্য নড়াচড়াতেও বেদনা বেড়ে যাচ্ছে, এমন কি কোন কিছু খেলেও তার মাথাধরা বেড়ে যায়। সাধারণভাবে কোন কিছু খাবার পরে রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি ব্রায়োনিয়াতে দেখা যাবে উপসর্গটা যাই হোক না কেন খাবার পরে তা বেড়ে যাওয়া ব্রায়োনিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ; রোগীর কাশি, বাতজনিত বেদনা প্রভৃতি খাবার পরে বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগীর মাথাধরার সঙ্গে প্রায়ই নাক থেকে রক্তপাত হতে দেখা যাবে। মাথাধরার সঙ্গে অদম্য কোষ্ঠবদ্ধতাও থাকতে পারে। যে সব রোগীর দেহের শিরায় রক্ত জমে থাকার প্রবণতা, ঢিলেঢালা ধাতুগত লক্ষণ, হার্ট, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া প্রভৃতি সবেতেই ঢিলেমি বা দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আপাতভাবে যাদের প্লেথোরিক ধরনের বলে বোধ হয় এবং যারা বায়ু পরিবর্তনে বাতজনিত উপসর্গে কষ্ট পায় তাদের ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

মাথায় খুশকি হওয়া, মাথার তালুতে সংবেদনশীলতা ও খুববেশী টন্‌টনে বেদনা থাকতে দেখা যায়; তালুতে সামান্য স্পর্শেও বেদনা, মনে হয় যেন চুল ধরে টানা হচ্ছে; মেয়েরা চুল বাঁধতে না পেরে তা খোলা অবস্থাতেই রেখে দেয়। ব্রায়োনিয়ার মাথাধরা এবং বাতজনিত উপসর্গে রোগীর যদি স্বাভাবিকভাবে ঘাম

হয় তা হলে সে আরামবোধ করবে। কোনরূপ বাধা না পেয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘাম দেখা দিলে ব্রায়োনিয়ার প্রায় সব উপসর্গই কম থাকতে দেখা যাবে।

ব্রায়োনিয়াতে চোখ থেকে জলপড়া বা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা দেখা যায়। অন্যান্য বিশেষ কোন লক্ষণ না থাকলে চোখের প্রদাহে এই ওষুধটির কথা বিশেষ ভাবা হয় না, কিন্তু চোখের প্রদাহ, চোখ লাল হওয়া, রক্তাধিক্য উত্তাপ, চোখের শিরায় স্ফীতি, জ্বালা ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথা এবং সেই সঙ্গে মাথাধরা, নাক থেকে সর্দি পড়া, শ্বাসপথের গোলযোগ, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি ঘটতে দেখা যেতে পারে। চোখে টন্‌টনে ব্যথা, অক্ষিগোলকে এত বেশী স্পর্শকাতরতা থাকে যে রোগী চোখে হাত ছোঁয়ালেও বেদনাবোধ করে, চোখের ভিতরে থেঁতলে যাবার মত ব্যথা কাশি অথবা চাপ লাগায় বেড়ে যায়। এই ধরনের লক্ষণ বুকের গোলযোগ, ঠাণ্ডাজনিত উপসর্গ, মাথাধরা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা যেতে পারে। চোখ নাড়াচাড়া করায় চোখে টন্‌টন করা ও কামড়ানো ব্যথা, চোখ জোরে চেপে ধরা, চেপ্টে দেবার মত ব্যথা, চোখ ও চোখের পাতায় প্রদাহ বিশেষভাবে সদ্যোজাত শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা গেলে অথবা বাতজনিত বেদনা কিছুটা কমে গিয়ে চোখের উপসর্গ হঠাৎ দেখা দেওয়া, চোখের পাতায় টিসু বৃদ্ধি বা টিউমিফ্যাকশন অবস্থা, কনজাংক্টাইভা দেখতে কাঁচা গোমাংসের মত দগ্‌দগে হওয়ার মত তীব্র ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে লাল হয়ে ওঠা এবং চুঁইয়ে রক্তপড়া প্রভৃতি ব্রায়োনিয়াতে দেখা যেতে পারে। কিছুদিন আগে যে ব্যক্তি বাতজনিত কষ্টে ভুগছিল, যে পুরানো গেঁটেবাতের রোগী, মাঝে মাঝেই যার বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে প্রদাহ দেখা দেয় সেই রোগীর চোখের উপসর্গ, বাতজনিত আইরাইটিস, বাতজনিত চোখের প্রদাহ হয়ে চোখে রক্তাধিক্য ঘটে চোখে লালভাব হওয়া এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু গেঁটেবাতজনিত উপসর্গ থাকলে ব্রায়োনিয়া প্রয়োজন হতে পারে। প্রাচীনকালে এইরূপ অবস্থাকে "আর্থ্রাইটিসজনিত চোখের পীড়া" বলা হ'ত যার অর্থ গেঁটেবাতের রোগীর অথবা যার গেঁটেবাতের প্রবণতা আছে তার চোখে ক্ষত, প্রদাহ, ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া প্রযোজ্য।

ব্রায়োনিয়ার অনেক উপসর্গই নাকে প্রথমে সৃষ্টি হয়; হাঁচি, সর্দি বা কোরাইজা, নাক থেকে জল পড়া, চোখ লাল হওয়া, চোখ থেকে জল পড়া, নাকের ভিতরে, চোখ ও মাথায় প্রথমে কামড়ানো ব্যথা হয়ে পরে নাকের পিছনে, গলায়, ল্যারিংক্স-এ বেদনার সঙ্গে স্বরভঙ্গ বা কর্কশতা দেখা দেয় এবং তারও পরে ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্রঙ্কাইটিস অবস্থাটার ঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হলে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ নাকে প্রথমে শুরু হয়ে পরে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে ফুসফুস পর্যন্ত আক্রান্ত হতে দেখা যেতে পারে। ব্রায়োনিয়াতে এই ধরনের সব উপসর্গের সঙ্গে নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, রক্তাধিক্য ও জ্বালাকরা, যে কোন ধরনের জ্বরের সঙ্গে রোগীর চুপচাপ শুয়ে থাকার ইচ্ছা বা চেষ্টা, মানসিক দিক থেকে হতবুদ্ধি ও নিরেটভাব, রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা, সারা দেহে থেঁতলানো, টনটনে

ব্যথা, রাত্রি ৯টা নাগাদ উপসর্গের বৃদ্ধি, রাত্রে ঘুমের পরে অথবা সকালের দিকে ঘুম ভাঙ্গার পরে মনের নিরেট ও হতবুদ্ধিভাব বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। ভীষণ তীব্রতার সঙ্গে কাশি দেখা দেয়, কাশিতে সারা দেহ যেন তীব্র বেদনায় ঝন্‌ঝন্‌ করে ও মাথাধরা বেড়ে যায়; কাশির সঙ্গে শ্বাসপথ থেকে প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে।

ঘন ঘন হাঁচি, কাশির মধ্যবর্তী সময়ে হাঁচি হওয়া, নাকে গন্ধ না পাওয়া, এই ধরনের সর্দি ও রক্তাধিক্যজনিত অবস্থা দেখা যেতে পারে। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নাক থেকে রক্তপাত বা এপিসট্যাকসিস্ ঋতুস্রাবের সময় মাথায় রক্তাধিক্য থাকা, ঋতুস্রাব না হয়ে তার বদলে ভাইকেরিয়াম ঋতুস্রাব হিসাবে নাক থেকে রক্তস্রাব হওয়া, ঠাণ্ডা লাগার ফলে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে নাক থেকে রক্তপাত হওয়া, নাকের ভিতরে শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণ ব্রায়োনিয়াতে দেখা যেতে পারে।

রোগীর মুখমণ্ডলের চেহারাতেও বৈশিষ্ট্য থাকে; মুখমণ্ডলে ফোলাভাব, হতবুদ্ধি বা নিরেটভাব, বেগুনী রঙের ছোপ প্রভৃতি দেখে যেতে পারে; ব্রায়োনিয়ার ফোলাভাব শোথজনিত নয়, যদিও মুখমণ্ডলে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈডিমার মত ফোলাভাব থাকে তবে সেটা রক্তচলাচলে বিঘ্ন ঘটার দরুন হয় এবং ঐ ফোলা অংশে আঙ্গুলের চাপ দিলে সেখানে বসে যাবার মত হতে দেখা যাবে না। রোগীর মুখমণ্ডলের ফোলাভাব ও হতবুদ্ধি ভাবটায় রোগীকে অনেকটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ার মত মনে হয়; রোগী চোখ মেলে তাকালেও তাকে কি বলা হচ্ছে তা যেন সে বুঝতেই পারে না, হতবুদ্ধির মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে; যে রোগী ব্রায়োনিয়ার উপযুক্ত উপসর্গে আক্রান্ত হয়, রেমিটেণ্ট বা সাধারণ বিরামহীন জ্বর, মাথায় রক্তাধিক্য, নিউমোনিয়া অথবা অন্য যেকোন শ্বাসপথের উপসর্গে যে আক্রান্ত হয় তার পরিবারের লোকেরা দেখতে পাবে যে রোগী সকালে ঘুম থেকে উঠেই কেমন যেন হতবুদ্ধি অবস্থায় রয়েছে, রোগী বলে যে কোন কিছু গভীর ভাবে ভাবতে বা করতে গেলেই তার মাথায় ভীষণ বেদনা হয় এবং সামান্য একটু নড়াচড়াতেই তার সব উপসর্গ বেড়ে যায়; অথবা রোগীর মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠতে ও জ্বালাবোধ হতে পারে, মুখমণ্ডল ও ঘাড়ের বিভিন্ন স্থানে লাল ছোপ, মুখমণ্ডল গরম, ফোলা ফোলা ও লাল হয়ে উঠতেও দেখা যেতে পারে।

শিশু অথবা বয়স্ক সবার ক্ষেত্রেই ক্রমশ বেড়ে ওঠা মস্তিষ্কজনিত উপসর্গ দেখা যেতে পারে, চোখের তারা এবং পিউপিল বড় হয়ে ওঠে, মুখমণ্ডলে হতবুদ্ধি ভাব এবং নিচের চোয়াল বার বার বাইরের দিকে নাড়ানো প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়। রক্তাধিক্যজনিত উপসর্গের সঙ্গে নিচের চোয়াল নাড়ানোর লক্ষণটি ব্রায়োনিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই চোয়াল নাড়ানোটা দাঁত কড়্‌মড়্‌ করার মত নয়, যদিও সেরূপ অবস্থাও ব্রয়োনিয়াতে থাকতে পারে। ব্রায়োনিয়ার চোয়াল নাড়ানোটা অনেকটা যেন কোন কিছু চিবোনোর মত কিন্তু দাঁতে ঘষা লাগা অবস্থা তাতে থাকে না এবং সারা দিন রাতই ঐরূপ চোয়াল নাড়ানো অবস্থা দেখা যেতে পারে।

অনেক ওষুধেই দাঁত কড়মড় করা লক্ষণ দেখা যায়। যখন কোন সবিরাম ধরনের জ্বরের সঙ্গে রক্তাধিক্য, হতবুদ্ধিভাব, তীব্র ধরনের কম্প, রক্তাধিক্যজনিত শীতভাব দেখা দেয় এবং রোগী অর্ধঅচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে, তার দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ না করেও চোয়াল চিবানোর মত করে করতে দেখা যায় সে সব ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্রায়োনিয়া উপযুক্ত ওষুধ হিসাবে কার্যকরী হবে। শিশুদের মস্তিষ্কজনিত উপসর্গের সঙ্গে দাঁত না বেরোলেও চিবানোর মত চোয়াল নড়াচড়া করতে দেখা যেতে পারে।

ঠোঁট ও মুখমণ্ডলের নিচের অংশের ফোলাভাব, রক্তচলাচলে ঢিলেমিভাব, শিরার রক্তাধিক্য বা জমে থাকা অবস্থার জন্য রোগীকে মাতালের মত মনে হয় সে ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়াই উপযুক্ত ওষুধ। তবে ঐরূপ অবস্থায় ও **ব্যাপটীসিয়ার** মত ততটা খারাপ ধরনের স্টুপর বা হতচেতন অবস্থা ব্রায়োনিয়াতে থাকে না। ব্রায়োনিয়াতে ঠোঁট শুকনো, ফাটা ফাটা দেখায়; শিশু ঠোঁট খোঁটে, ঠোঁট ফেটে গিয়ে রক্তপাত হতে পারে এবং টাইফয়েডের মত ঠোঁটে শুষ্কতা, ফাটা ফাটা ভাব, মুখের ভিতরটাও শুকনো, বাদামী রঙের হওয়া এবং ফাটা ফাটা ও সেখান থেকে রক্ত পড়তে দেখা যায়, জিহ্বায়ও শুষ্কতা ও বাদামী রঙ দেখা যেতে পারে। দাঁতে ছাতাপড়া বা সর্ডিস দেখা যায়। **এরাম ট্রিফাইলামে** নাক ও ঠোঁট খুববেশী খোঁটার লক্ষণ থাকে; সেই রোগী বা শিশু তার নাক বা ঠোঁট খুঁটেই চলে এবং নাকের মধ্যে অনবরত আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে।

ব্রায়োনিয়ার দাঁত ব্যথায় গরম লাগালে বৃদ্ধি পায়। দাঁতের যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাওয়া, সুচ ফোটানোর মত ব্যথা কোন কিছু খাবার সময় বিশেষভাবে দেখা দেয়; উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ খাদ্য গ্রহণে, উষ্ণ ঘরে থাকলে ব্যথা বেশী বোধ হয়, রোগী ঠাণ্ডা খাদ্য চায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় থাকতে চায়, কিন্তু নড়াচড়া করলে তার উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। দাঁতের যন্ত্রণা ঠাণ্ডা জল লাগালে কম হয়। বেদনায় আক্রান্ত দাঁতটি জোরে চেপে ধরলেও বেদনার উপশম হতে দেখা যায়। ধুমপানে দাঁতের ব্যথা বেড়ে যায়। কাজেই ঠাণ্ডায় আরাম এবং উত্তাপে বৃদ্ধির লক্ষণ এক্ষেত্রেও পাওয়া যাবে। রোগীর প্রায় সব ধরনের উপসর্গই নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়, উত্তাপেও বেড়ে যায়। এবং সাধারণভাবে চাপে বেদনা বা অন্যান্য উপসর্গ কম থাকে। এই ধরনের লক্ষণ আমরা দুটি ওষুধে পেতে পারি কিন্তু তারা উভয়েই বিপরীত বস্তুতে বৃদ্ধি পায়। এ ভাবেই আমরা কোন ওষুধটির হ্রাস-বৃদ্ধি কিরূপ এবং তাদের মধ্যে বৈপরীত্য আছে কিনা সেটা বিচার-বিবেচনা করে তবেই সেটি প্রয়োগ করি কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধের হ্রাস-বৃদ্ধি বা মোডালিটি দ্বারা সেই ওষুধের বৈশিষ্ট্য জানা যায়।

ব্রায়োনিয়ার রোগীর স্বাদের অনুভূতি কমে যায় বা লোপ পায়। কাজেই যখন রোগীর সর্দি লাগে তখন সে কোন খাবারেই স্বাভাবিক স্বাদ পায় না। মানসিক দিক থেকেই যে রোগীর মধ্যে ঢিলেমি দেখা দেয় তাই নয়, তবে সব ধরনের অনুভূতিও কমে যায়, সর্বক্ষেত্রেই যেন একটা অসাড়তা দেখা দেয়। রোগীর মুখে

সবকিছুই স্বাদহীন বা বিস্বাদ বলে মনে হয়। তার বুদ্ধিবৃত্তি এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে সে কোথায় আছে সেটাও যেন সে বুঝতে পারে না! তার মনে হয় যেন সে বাড়ী থেকে দূরে অন্য কোথাও রয়েছে ; সেইরূপ তার জিহ্বার চেতনা বা স্বাদের অনুভূতি কমে যায়, টক দ্রব্য তার মুখে তেঁতো লাগে। রোগীর জিহ্বায় সাদাটে ছোপ দেখা যায়। টাইফয়েড, মস্তিষ্কের কনজেসশন, গলার ক্ষত, নিউমোনিয়া শ্বাসপথের যে কোন পীড়া, বাতজনিত অবস্থা যে কোন ক্ষেত্রেই রোগীর জিহ্বায় ঘন প্রলেপ, শুকনো রক্তপাতযুক্ত এবং মামড়ী পড়ার মত দেখায়। শুকনো, বাদামী রঙের, ফাটা ফাটা, রক্তপাতযুক্ত জিহ্বা টাইফয়েড অবস্থায় দেখা যেতে পারে। রোগীর ঠাণ্ডা লাগলেই তার মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যায়। ব্রায়োনিয়ার রোগীর খুববেশী জলপিপাসা থাকে। রোগী একসঙ্গে অনেকটা জল পান করে এবং দীর্ঘসময় অন্তর পিপাসার্ত হয়। তার শুকনো, বাদামী রঙের জিহ্বার সঙ্গে জলের স্বাদও তার কাছে বিস্বাদ বোধ হয়। এবং সেইজন্য জলপান করতে চায় না। মুখের শুষ্কতার সঙ্গে তৃষ্ণা না থাকা লক্ষণটি ব্রায়োনিয়ার মত নাক্স মস্কেটাতেও থাকতে দেখা যায়। ব্রায়োনিয়াতে মুখে অ্যাপথি ধরনের ঘা এবং মুখে দুর্গন্ধ থাকতে পারে।

ব্রায়োনিয়াতে গলার ভিতরে ঘা, সোর থ্রোট ও সেই সঙ্গে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা গলার ভিতরে শুষ্কতা এবং দীর্ঘ সময় বাদে বাদে প্রচুর পরিমাণে জলপানের তৃষ্ণা থাকে। ধাতুগত লক্ষণ হিসাবে গলায় অ্যাপথাস ধরনের ঘা বা ছোট ছোট সাদা দাগের মত ঘা হবার প্রবণতা দেখা যেতে পারে।

এবারে আমরা পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গে রোগীর পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে দেখতে গিয়ে নানা ধরনের বিকৃতি লক্ষ্য করতে পারব। রোগীর উপসর্গ খাওয়া-দাওয়া করলে বেড়ে যায়। পাকস্থলীর হজমশক্তি কমে যাবার ফলে সব খাদ্যের প্রতিই রোগীর একটা বিরূপতা বা অনীহা দেখা দেয়। কোন কিছু তখনই হয়ত পেতে চায় কিন্তু সে জিনিসটা পেলে তা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। চাহিদায় পরিবর্তনশীলতা থাকতে দেখা যায়, রোগী যে কি চায় তাই যেন সে জানে না। মনের দিক থেকে সে এমন জিনিস চায় যেটা তার পাকস্থলী গ্রহণে অনিচ্ছুক ; কাজেই যখন সে ঐ জিনিসটা দেখে তখন আর সেটার জন্য তার কোন চাহিদা থাকে না। রোগীর বুদ্ধিবৃত্তিতে বিকলন বা কনফিউশন দেখা দেয়। রোগী অম্লজাতীয় খাদ্য খেতে চায়। দিনরাত ধরেই ঠাণ্ডা জলের জন্য প্রবল তৃষ্ণা থাকে এবং রোগী অনেকক্ষণ বাদে বাদে এক এক বারে বেশী পরিমাণ জল পান করে থাকে। অনেক ওষুধেই বার বার একটু একটু করে জলপানের ইচ্ছা দেখা যায়। ব্রায়োনিয়াতে একবারে অনেকটা পরিমাণে জলপান করায় তার পিপাসা নিবৃত্ত হয় কিন্তু আর্সেনিকে রোগীর তৃষ্ণা নিবারণ না হওয়ায় রোগী ঘন ঘন অল্প একটু একটু করে জলপান করে থাকে।

ব্রায়োনিয়ার পাকস্থলীর উপসর্গ উষ্ণ পানীয় গ্রহণে কম হতে দেখা যায় এবং এই

লক্ষণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ সাধারণভাবে রোগীকে শীতলপানীয় গ্রহণে ইচ্ছুক থাকতে দেখা যায় কিন্তু তার পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গ উষ্ণ পানীয় গ্রহণে কম থাকে। রোগীর জ্বর ও মাথার উপসর্গে শীতল বস্তুর চাহিদা থাকে এবং সেই শীতল বস্তুতে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর কাশি ও বেদনা বেড়ে যায় কিন্তু সে গরম পানীয় পছন্দ না করলেও তার পাকস্থলীর উপসর্গে ও অন্ত্রের গোলযোগে গরম পানীয় গ্রহণে আরামবোধ হতে দেখা যাবে। শীতাবস্থায় ব্রায়োনিয়াতে প্রায়ই বরফের মত শীতল জলের চাহিদা দেখা দেয় যদিও সেই শীতল জলে তার দেহে শীতভাব ও কাঁপুনি খুব বেড়ে যায় এবং উষ্ণ গরম জলে সেই শীতভাব ও কম্প কম থাকে। রোগী শীতল ও অম্লজাতীয় পানীয় পছন্দ করে, কোন চর্বিজাতীয় ও দুষ্পাচ্য খাদ্য সে গ্রহণ করতে চায় না। অনেকক্ষেত্রে রোগী দুষ্প্রাপ্য জিনিস অথবা যে জিনিস একেবারেই পাওয়া সম্ভব নয় সেইরূপ জিনিসের জন্য চাহিদা প্রকাশ করে।

রোগী যখন কোন ধাতুগত ওষুধের চিকিৎসায় থাকে তখন ঐ ওষুধের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন খাদ্য রোগীর গ্রহণ করা ঠিক নয়। ব্রায়োনিয়ার রোগী অনেক ক্ষেত্রে অম্লজাতীয় খাদ্য; 'সাওয়ারে ক্রাউট' জাতীয় জার্মানীর বিশেষ একধরনের সব্জি মেশানো খাদ্য, সব্জির স্যালাড, মুরগীর স্যালাড প্রভৃতি গ্রহণ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং একডোজ ব্রায়োনিয়া গ্রহণের পরে উপরোক্ত ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে রোগীর পক্ষে অসুস্থ হয়ে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। যেসব রোগীকে **পালসেটিলা** প্রয়োগ করা হয়েছে, তাকে চর্বিজাতীয় খাদ্য গহণ না করতে বলা দরকার কারণ চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণে পালসেটিলার ক্রিয়া অনেকক্ষেত্রে বিনষ্ট করে দিতে পারে। **লাইকোপোডিয়াম** যে রোগীকে দেওয়া হয়েছে তাকে যতদিন সে ঐ ওষুধ খাবে ততদিন শুক্তি বা ঝিনুকের মাংসল অংশ গ্রহণ নিষেধ করতে হবে। ঐ ওষুধগুলি বিশেষ খাদ্য গ্রহণে পাকস্থলীতে বিরূপ লক্ষণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়; কোন কোন ওষুধে লেবু বা অম্লজাতীয় খাদ্য গ্রহণে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কাজেই কারণটা ব্যাখ্যা করে রোগীকে বোঝানো দরকার যে কেন কোন কোন ধরনের খাদ্য ওষুধ চলাকালীন রোগীর পক্ষে গ্রহণ করা অনুচিত, তা না হলে হয়ত ওষুধে সুফলের বদলে বিরূপ লক্ষণ দেখা দেবে। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ওষুধটির ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে পাকস্থলী ও অন্ত্রে নানা গোলযোগ দেখা দিয়েছে; যে ওষুধ দীর্ঘস্থায়ীভাবে কাজ করা উচিত সেটা হঠাৎ কেন তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে সেটা অনেকক্ষেত্রে বোঝা কষ্টকর হয়ে পড়ে। হোমিওপ্যাথিতে যে সব দ্রব্য রোগী ও ওষুধের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তাদের দূর করা বা বাদ দিলে চিকিৎসায় সুফল দেখা দেয়। ওষুধ নির্বাচনে অথবা রোগীর প্রয়োজনের বিষয়ে এমন কোন লৌহ কঠিন নিয়ম রক্ষা করা চলে না, সেই কঠিন নিয়মটা তখনই খাটে যখন রোগীর দেহে প্রকাশিত বিশেষ লক্ষণের সাদৃশ্যযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় এবং সেই ওষুধটির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই রোগীকে বিভিন্ন দ্রব্য গ্রহণ

করতে হবে। যে রোগী **রাসটক্সের** দ্বারা চিকিৎসিত হচ্ছে সে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত যে বেশ ভাল থাকবে এটা মোটেই আশ্চর্যের বা অস্বাভাবিক বিষয় নয়, কিন্তু রোগী স্নান করে ঠাণ্ডা লাগালে তার **রাসটক্সের** মত লক্ষণ পুনরায় দেখা দেবে কারণ সেই সময়ে ওষুধটির ক্রিয়া তখন বন্ধ হয়ে গেছে। এ কথা সত্য যে রোগীর পক্ষে স্নান করা প্রয়োজন, আবার এ কথাও সত্য যে **রাসটক্সের** রোগীর পক্ষে সাধারণভাবে স্নান করাটাও ঠিক নয়। **ক্যালকেরিয়াতেও** অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়, স্নান করার পরে ওষুধটির ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কারণ সাধারণভাবে স্নানে ঠাণ্ডা লেগে তার নতুন নতুন উপসর্গ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন অবস্থায় রোগীকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণের গুরুত্বের ও প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতেই এসব বলা হচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন ওষুধের ও রোগীর প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের প্রয়োজন হয়; সব রোগীর ক্ষেত্রেই একই ধরনের খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের জন্য বিশেষ কোন নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না; কারণ হোমিওপ্যাথিতে সেরূপ কোন ব্যবস্থাও নেই।

ব্রায়োনিয়ার রোগীর খাদ্য গ্রহণের পরে বিস্ময়করভাবে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রোগীর মাথার উপসর্গ, মাথাধরা, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণের পরে বৃদ্ধি পায়; খাবার পরে রোগীর পাকস্থলী বায়ুতে পূর্ণ হয়ে ফুলে ওঠে। ঝিনুক বা শুক্তির মাংসল অংশ খেলে ঐ অবস্থা বিশেষ ভাবে দেখা দেয়। সাধারণভাবে ঝিনুকের মাংসল অংশ ক্ষতিকারক না হলেও কারো কারো তাতে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। হুপিং কাশির ক্ষেত্রে রোগীর কাশির দমক কোন কিছু খাবার পরেই বেড়ে যেতে দেখা যায় এবং খাদ্য হজম হয়ে যাবার পরে কাশির দমকও কমে যাওয়া লক্ষণ ব্রায়োনিয়াতে আছে। সাধারণভাবে ব্রায়োনিয়ার রোগী পানীয় গ্রহণের পরে আরামবোধ করে কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থায় রোগী যদি ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ করে তবে তার বাতজনিত উপসর্গ খুব বেড়ে যাবে, তার কাশি এবং মাথাধরাও বৃদ্ধি পাবে। উত্তপ্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ করলে রোগীর মাথায় তীব্র ধরনের বেদনা দেখা দেবে। **রাসটক্সের** রোগীরও উত্তপ্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে উপসর্গ খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। পানীয় গ্রহণের পূর্বে যে অবস্থা ছিল ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের পরে রোগীর মাথার যন্ত্রণা, দপ্‌দপ্‌ করা ও মাথাফেটে যাবার মত বোধ দশগুণ বেড়ে যাওয়া অবস্থায় দেখা যেতে পারে।

ব্রায়োনিয়ার রোগীর হিক্কা, ঢেকুর তোলা, গা বমি ভাব ও বমি হওয়া প্রভৃতি পাকস্থলীজনিত বিশেষ অবস্থা থাকতে বা ঘটতে দেখা যায়। ঢেকুরে তেঁতো এবং বমিভাবের সঙ্গে মুখে তেঁতো স্বাদ থাকে। রোগী পিত্ত-বমি করে। খাদ্য গ্রহণের পরে এইসব উপসর্গই বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলী ও পেটের নানা গোলযোগের সঙ্গে ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে, খুববেশী উত্তপ্ত অবস্থায় বরফ-শীতল জল পানে উপসর্গ বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। পাকস্থলীর গোলযোগে, পাকস্থলী উত্তেজিত হয়ে পড়লে রোগী কোন খাদ্য গ্রহণ করলে পেটে তীব্র বেদনা দেখা দেয় ও

প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং পাকস্থলীতে চাপে সংবেদনশীলতা থাকতে দেখা যায় ; গ্যাস্ট্রো-এণ্টেরাইটিসে পাকস্থলী অঞ্চলে স্পর্শকাতরতা, টন্‌টন্ করা ব্যথা, সূঁচ ফোটানোর মত এবং জ্বালাকরা ব্যথা প্রভৃতি নড়াচড়ায় আরও বেড়ে যায় ; গা-বমি ভাব, বমি হওয়া, ডায়রিয়া, পেটে টিম্প্যানাইটিসের মত লক্ষণ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে রোগী নড়াচড়া করলেই তার বেদনা বেড়ে যাওয়ায় সে একেবারেই নড়াচড়া করতে পারে না।

পাকস্থলী ও পেটের বেদনা ছাড়া ব্রায়োনিয়ার অন্যান্য সব বেদনা চাপে কম বোধ হয়ে থাকে ; ব্রায়োনিয়ার রোগীকে ঐসব প্রদাহজনিত অবস্থায় পা ও হাঁটু ভাঁজ করে পেটের মাংসপেশীতে ঢিলে ভাব সৃষ্টি করে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা যায় ; রোগী কারও সঙ্গে তখন কথাবার্তা বলতে চায় না অথবা কোনরূপ চিন্তাভাবনা করতেও অনিচ্ছুক থাকে ; যে কোন ধরনের নড়াচড়ায় তার বেদনা বেড়ে যায়, তার জ্বর এবং শীতভাব ও উত্তপ্ত অবস্থা পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়, খুববেশী উঁচু জ্বর দেখা দেয়।

ব্রায়োনিয়ার রোগী যখন খুব শান্ত হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে তখন কোন কোন ক্ষেত্রে তার গা-বমিভাব একেবারেই থাকে না, কিন্তু সে মাথাটা বালিশ থেকে একটুখানি উঁচু করামাত্রই গা-বমি ভাবটা প্রবল আকারে ফিরে আসে, সেইজন্য রোগী বিছানায় উঠে বসতেও পারে না। উঠলেই তার গা-বমি ভাব দেখা দেয়, সে যদি জোর করে উঠে বসে তা হলে গা-বমি ভাব আগের থেকেও বেশী প্রবলভাবে দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ হয়। প্রতিবার নড়াচড়া করায় তার মুখ থেকে দুর্গন্ধযুক্ত কিছুটা শ্লেষ্মা ও আঠালো লালা উঠে আসাতে এবং রোগী প্রায়ই সেটা গিলে ফেলে।

পাকস্হলী পেটে নানা ধরনের বেদনা হতে দেখা যায়, তবে তাদের মধ্যে সূঁচ ফোটানো ও জ্বালাকরা ব্যথাই প্রধান ; রোগীর মনে হয় যেন তার পাকস্হলী ফেটে যাবে. বা তার পেটটাই ফেটে যাবে। পেরিটোনিয়াম থেকে রক্তস্রাব হয় এবং পেটে ভীষণ টন্‌টন্ ব্যথাবোধ হয় ; পাকস্হলীর উপরের অংশ এবং সম্পূর্ণ পেটেই সংবেদনশীলতা দেখা যায়। এই অবস্হাটা সাধারণভাবে উত্তাপে কম বোধ হয়, যদিও রোগী নিজে কোন ঠাণ্ডা বা শীতল আবহাওয়াযুক্ত ঘরে শুয়ে থাকতে চায়। ঘরের উত্তাপে রোগী সাধারণভাবে কষ্টবোধ করলেও পেটে গরম সেক্ লাগালে তার কষ্ট ও বেদনা কম হয়ে থাকে। প্রতিবার শ্বাসগ্রহণে, বুকের প্রতিটি ওঠাপড়াতেও রোগীর পেটের বেদনা বেড়ে যায় এবং সেইজন্য ব্রায়োনিয়ার রোগী গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণের বদলে চেপে চেপে শ্বাসক্রিয়া চালায় এবং তার পরে যখন সে একবার গভীর ও দীর্ঘভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে বাধ্য হয় তখন বেদনায় সে কঁকিয়ে ওঠে। এই ওষুধটিতে পাকস্হলীর প্রদাহজনিত অবস্হা ও পাকস্হলীর গোলযোগ, মানসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে যুবতী মেয়েদের পাকস্হলীর গোলমাল, গ্যাসট্রাইটিস, গ্যাস্ট্রো-এন্টেরাইটিস প্রভৃতি ঘটতে দেখা যায়।

ব্রায়োনিয়াতে লিভারের প্রদাহ এবং লিভার সংক্রান্ত নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। লিভার, বিশেষভাবে তার দক্ষিণ লোব বা অংশ যেন একটা বোঝা বা ভাবের মত দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়ামে বিরাজ করে, সেখানে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা ও সংবেদনশীলতা দেখা দেয় এবং রোগী নড়াচড়া করতে পারে না বা খুব কষ্টবোধ করে। প্রতিটি নড়াচড়া, প্রতিবারের স্পর্শ, প্রতিটি গভীর শ্বাসক্রিয়ায় লিভার এবং পেটের অন্যান্য ভিসেরা বা যন্ত্রাদিতে বেদনাবোধ হয়। সেইজন্য রোগীর শ্বাসক্রিয়া ছোট ছোট ও দ্রুত হয় এবং কিছুক্ষণ বাদে বাদে গভীরভাবে শ্বাসক্রিয়া চালাবার ফলে লিভারে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ও জ্বালাবোধ হতে দেখা যাবে। এর সঙ্গে রোগীর পাকস্থলীর গোলযোগ, গা-বমি ভাব এবং ওয়াক্‌ ওঠা লক্ষণ থাকে এবং তা নড়াচড়ায় আরও বেশী হতে দেখা যায়, রোগী পিত্ত-বমি করে থাকে। লিভারে সূচ ফোটানোর মত অথবা সবসময় লেগে থাকা একটা ব্যথা ও জ্বালাবোধ, কাশলে লিভারের অংশ অথবা দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়াম ছিঁড়ে বা ফেটে যাবে এরূপ বোধ, কাশতে গেলে পেটে তীব্র ধরনের বেদনা প্রভৃতি পাওয়া যেতে পারে।

ব্রায়োনিয়াতে মল ও রেক্টাম বা পায়ু সংক্রান্ত নানা ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। এতে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং আমাশয় ঘটতে পারে। বৃহদন্ত্রের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে ঐসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোষ্ঠবদ্ধতায় মল শুকনো ও কঠিন থাকে, পুড়ে যাবার মত দেখায়। মলত্যাগের কোন ইচ্ছাই থাকে না, বেশ কয়েকদিন পরে পুড়ে ঝামা হয়ে যাবার মত ছোট একটি টুকরোর মত মল হয়ত নির্গত হতে দেখা যায়। মলদ্বারের কোনরূপ আর্দ্রতা থাকে না, মলকে নরম করার মত মিউকাসও থাকে না, যদি কখনো আম বা মিউকাস বেরোয় তবে সেটা মলের সঙ্গে না বেরিয়ে আলাদাভাবে বেরিয়ে আসে। মল কখনো কঠিন ছোট ছোট টুকরোর মত, আবার কখনো খানিকটা বেশী পরিমাণে বেরোতে দেখা যায় এবং মিউকাস বেরোলে সেটা আলাদাভাবে মল বেরোবার পরে নির্গত হতে দেখা যায়। গভীর বা বদ্ধমূল ধরনের কোষ্ঠবদ্ধতায় অনেক ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। এই ওষুধটিতে ডায়রিয়াও থাকতে দেখা যায়, যাতে রোগী সকালের দিকে মলত্যাগের জন্য ছুটতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ প্রথমবার বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করলেই রোগী প্রথমে গা-বমিভাব বোধ করে, তার পেট ফুলে ওঠে ও বেদনা বোধ হতে থাকে এবং তখন তার মলত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেয় ; অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে বিছানা ছেড়ে ওঠার কিছু পরে এধার-ওধার একটু হাঁটা-চলা করার পরেই তার পেট ফুলে ওঠে ও শূল বেদনা দেখা দেবার জন্য রোগী মলত্যাগের জন্য ছুটতে বাধ্য হয়। কখনো কখনো প্রচুর পরিমাণ পাতলা মল বার বার ত্যাগ করার ফলে রোগী খুববেশী অবসাদগ্রস্ত হয়ে প্রায় মৃতের মত পড়ে থাকে, তার সারা গায়ে ঘাম দেখা দেয় ; সে এত বেশী দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে যে পরের বার মলত্যাগের জন্য তার পক্ষে পায়খানা পর্যন্ত যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, এই সময় তোড়ে প্রচুর পরিমাণ তরল মল বেরোয় এবং তাতে পিত্ত জড়ানো থাকে। শুয়ে থাকা অবস্থায় সামান্য একটু নড়াচড়া করলেই রোগীকে মলত্যাগের

জন্য ছুটতে হয়। যত তীব্র ধরনের কষ্ট ও কুন্থন বা টেনেসমাস আমাশয়ের সঙ্গে থাকা সম্ভব তা ব্রায়োনিয়ায় দেখা যায়; আমাশয়ের পেটে তীব্র বেদনা সহ রক্ত ও আমজড়ানো মল নির্গত হতে দেখা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতার ক্ষেত্রে মলত্যাগের জন্য বেগ দিলেও তা প্রায়ই ফলপ্রদ হয় না। মলত্যাগের ইচ্ছা ও বার বার মলত্যাগের চেষ্টা করার পরে হয়ত শেষ পর্যন্ত একবার অল্প একটু খুব কঠিন মল নির্গত হয়। রোগীর মনে হয় যেন রেক্টামে মল এসে জমে আছে সেজন্য সে মল বার করবার জন্য বার বার পায়খানায় যায় এবং বেগ দেয় কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয় না, কারণ তার বৃহদন্ত্রের নিচের অংশ, রেক্টাম ও মলদ্বার সবটাই খুব শুকনো থাকে এবং রোগী শেষ পর্যন্ত বেগ বা জোর দিতেও আর পারে না। ব্রায়োনিয়াতে আর এক ধরনের ডায়রিয়া দেখা যায় যাতে মল হলদেটে, রান্না ডাল বা শস্যদানার তৈরি ঝোলের মত দেখায়। এই ধরনের হলদেটে, আঁশের মত জড়ানো, মাঝে মাঝে তাতে আম ও লালার মত মেশানো মল টাইফয়েডে দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাতে রক্তও মেশানো থাকে। চিকিৎসকের পক্ষে জানা বা বোঝা দরকার যে ঐ অবস্থাটা বা ঐ ধরনের মল ক্রনিক ডায়রিয়াজনিত বা টাইফয়েডের জন্য দেখা দিচ্ছে। ঐ ধরনের হলদেটে, পাতলা আঁশের মত জড়ানো মল প্রচুর পরিমাণে বার বার হতে থাকলে এবং বিশেষভাবে সকালের দিকে বেশী হলে ব্রায়োনিয়া প্রয়োগে তা সারানো যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগী সকালের দিকে পাঁচ-ছ'বার এবং বিকেলের দিকে হয়ত মাত্র দু'-একবার পাতলা মল ত্যাগ করছে কিন্তু রাত্রের দিকে নড়াচড়া না করে চুপচাপ শুয়ে থাকার জন্য তার একবারও মলত্যাগ করতে হচ্ছে না, কিন্তু একটু নড়াচড়া বা হাঁটা-চলা করলেই তার মলত্যাগের বেগ দেখা দেয়। সেইজন্য অনেকে ব্রায়োনিয়াতে কেবলমাত্র দিনের বেলা ডায়রিয়া হয় মনে করে তাকে **পেট্রোলিয়ামের** সঙ্গে এক করে দেখে; কিন্তু রাত্রিতে রোগী যত নড়াচড়া, হাঁটা-চলা করুক না কেন **পেট্রোলিয়ামে** রোগী রাত্রের দিকে একবারও মলত্যাগ করে না, কিন্তু কেবলমাত্র দিনের বেলাতেই তাকে পাতলা মল ত্যাগ করতে দেখা যাবে।

ব্রায়োনিয়ার ডায়রিয়াতে মল খুব দুর্গন্ধযুক্ত হয়, বাসি বা পচা পনীরের গন্ধসহ বাদামী রঙের পাতলা মল নির্গত হতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ক্রনিক ডায়রিয়ায় রোগী শক্ত ধরনের খাদ্য বর্জন করে কেবলমাত্র তরল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে কিন্তু তাও একটুও হজম না হয়ে পরদিন সকালে অজীর্ণ অবস্থায় মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। মলত্যাগের জন্য বা বেগ হলে প্রচুর পরিমাণে পাতলা ও চটচটে মল নির্গত হয়, অনেক ক্ষেত্রে ঘুমের মধ্যে অসাড়েই মল নির্গত হতে দেখা যায় এবং প্রতিবার মলত্যাগের সঙ্গে মলদ্বারে জ্বালা দেখা দেয়। সাধারণত দিনের বেলায় বেশী মলত্যাগ করতে দেখা গেলেও প্রতিবার নড়াচড়া করার পরেও রাত্রিতেও ব্রায়োনিয়ার রোগীকে মলত্যাগ করতে বা বেগ দিতে দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধটিতে প্রস্রাব সংক্রান্ত নানা ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। কিডনীতে প্রদাহ, প্রস্রাবে গোলাপী বা পাটল বর্ণের তলানি পড়া, প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব ও

তাতে ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল থাকা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। কোন ভার তোলার জন্য জোর দেওয়া অস্বাভাবিক কোন রূপে নড়াচড়ায় কিডনীতে রক্তাধিক্য ঘটে এবং সেখানে দীর্ঘস্থায়ী বেদনা দেখা দেয়। গেঁটে বাতের ধাতুযুক্ত ব্যক্তিদের কিডনীর গোলযোগে দেহ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অথবা যে কোন ভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে রোগীর পিঠের দিকে বেদনা শুরু হয়। প্রস্রাব করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করলে অনেক ক্ষেত্রে অসাড়েই প্রস্রাব নির্গত হয়ে পড়ে, রোগী যখন প্রস্রাব ত্যাগ করে না তখন প্রস্রাবের রাস্তা বা ইউরেথ্রাতে জ্বালা থাকতে দেখা যাবে এবং প্রস্রাব ত্যাগ করলে সেই জ্বালা কমে যেতে দেখা যায়।

মহিলাদের যৌনাঙ্গে নানা ধরনের উপসর্গ বা লক্ষণ বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঋতুস্রাবের সময় খুব বেদনা, ডিসমেনোরিয়া, ঋতুস্রাব কালে ওভারিতে বেদনা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। প্রতিবার ঋতুস্রবের সময় ওভারিতে রক্তাধিক্য ঘটে এবং সেখানে স্পর্শকাতরতা দেখা দেয়, ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার সময় হলেই রোগিণী তার তলপেটের দুইধারে স্পর্শকাতর বেদনাবোধ করতে থাকে এবং সেই বেদনা বেড়ে গিয়ে ঋতুস্রাবের সময় সারা পেটেই ছড়িয়ে পড়ে। রোগিণীর জরায়ুতে ক্ষতের মত টনটন্ করা ব্যথা, তলপেটে বা হাইপোগ্যাস্ট্রিয়ামে স্পর্শকাতরতা, জরায়ুর প্রদাহ এবং ফান্ডাস এবং জরায়ুর মধ্যাংশ বা বডিতে প্রধানত জ্বালা থাকে। ব্রায়োনিয়াতে ঋতুবন্ধ অবস্থা বা অ্যামেনোরিয়া দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রে সামান্য কোন কারণে রাগ বা বিরক্তি দেখা দেবার জন্য অ্যামেনোরিয়া দেখা দেয়, ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার কয়েকদিন আগে ইস্ত্রি করা অথবা কাপড় কাঁচা প্রভৃতির জন্য দেহ অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত বা অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রোগিণীর ঋতুস্রাব আরম্ভ না হয়ে দমিত বা 'সাপ্রেসড' হয়ে পড়ে ফলে পরবর্তী মাসিক ঋতুস্রাবের সময় সে খুববেশী কষ্টবোধ করে থাকে। প্লেথোরিক ধরনের যুবতীদের ক্ষেত্রে অতি পরিশ্রম বা উত্তপ্ত হবার ফলে ঐ ধরনের লক্ষণ দেখা যায়; তীব্র ধরনের পরিশ্রমের পরে প্রস্রাবও কমে যেতে দেখা যেতে পারে।

অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা দেহ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অ্যাবরশন বা ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাবার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। প্রসবের পরে স্তনের প্রদাহ ও স্তনে দুধ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে ব্রায়োনিয়ার কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। স্তনে দুধ জমে গিয়ে 'মিল্ক ফিভার' এবং স্তনে স্ফীতি সৃষ্টি হলে ব্রায়োনিয়ার কথা মনে রাখতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মহিলারা খুববেশী উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশী ঘামে। প্রসবের পরে রোগিণীর দেহে বেশী কাপড়-চোপড় বা আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে রাখলে তার দেহ আরও বেশী উত্তপ্ত হয়ে যায়, রোগিণীকে উষ্ণ কোন ঘরে রাখলেও অনুরূপ অবস্থা হয় এবং তার ফলে হঠাৎ তার ঘাম বেরোনো দমিত হয়ে গিয়ে মিল্ক ফিভার অথবা অন্য-কোন ধরনের জ্বর দেখা দিলে সেক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ঐরূপ কারণে পেরিটোনাইটিস, গনোরিয়াজনিত গোলযোগ, পুরানো বাতজনিত গোলযোগ, বেদনা ও কামড়ানো

ব্যথা প্রভৃতি নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পেলে ব্রায়োনিয়া প্রযোজ্য। কিন্তু ঘাম দমিত হবার বদলে কোনরূপ বীজাণুর সংক্রমণ বা সেপ্টিসিমিয়ার জন্য ঐরূপ উপসর্গ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গভীরভাবে ক্রিয়াশীল কোন ওষুধের কথা বিবেচনা করতে হবে। স্তনের প্রদাহে ব্রায়োনিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে স্তনে পাথরের মত শক্ত ভাব ও ভারীবোধ থাকে ; মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বেও ব্রায়োনিয়ার রোগিণীর স্তনে পাথরের মত শক্ত ভাব ও ভারীবোধের লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

এবারে আমরা শ্বাসপথের বিভিন্ন উপসর্গের কথায় ফিরে আসব। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রায়োনিয়ার শ্বাসপথের উপসর্গ ঠাণ্ডা লাগার ফলে দেখা দেয় ; প্রথম দিকে স্বরলোপ, গলার ভিতরে অথবা ট্রেকিয়াতে দগ্‌দগে অনুভূতি ও বুকের ভিতরে খুববেশী ক্ষতের মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা দেখা দেয় ; শুকনো, খস্‌খসে কাশির জন্য রোগীর মনে হয় যেন তার বুকটা ফেটে যাবে। ব্রায়োনিয়ার রোগী কাশির সময় বসে তার মাথা অথবা বুক জোরে চেপে ধরে রাখে, জোরে কাশতে হলে দুই হাতের তালুতে বুকের দুইধার চেপে ধরে থাকে এবং কাশবার সময় তার মনে হয় যেন তার বুক টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে বা ফেটে যাবে ; কাশির সঙ্গে বুকের দুই ধারেই ব্যথা থাকে তবে ব্যথাটা বিশেষভাবে ডানদিকে বেশী দেখা যায়। নিউমোনিয়াতেও ব্রায়োনিয়ার রোগীর ডানদিক আক্রান্ত হবার প্রবণতা বেশী থাকে।

আমরা অনেক সময় এমন রোগী দেখতে পাই যার প্রথমে ঠাণ্ডা লেগে স্বরলোপ অথবা স্বরভঙ্গ দেখা দিয়ে পরে বুকের ভিতরে দগ্‌দগে ভাব ও কাশি দেখা দিয়েছে। কাশিতে রোগীর সারা দেহেই যেন ঝাঁকুনি লাগে ; এরপরে খুব শীতভাব দেখা দেয় এবং রোগী বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়, চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করে বুকের ভিতরে প্রদাহ অর্থাৎ নিউমোনিয়া হবার বিষয়ে নিশ্চিত হন। রোগী তার হাত-পা নাড়াতে পারে না, তার বুকের ডানদিকে বেশী বেদনাবোধ হয় এবং সে ডান দিকে চেপে অথবা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয় এবং সামান্য নড়াচড়া করতে হলেও খুব ভীত হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্লুরাও আক্রান্ত হয়ে তীব্র ও তীক্ষ্ম ধরনের বেদনা প্রতিবার শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গেই বোধ হতে থাকে। রোগটা সাধারণ নিউমোনিয়া অথবা প্লুরো-নিউমোনিয়া যাই হোক না কেন, ব্রায়োনিয়ার রোগীকে আক্রান্ত দিকে চেপে শুয়ে থাকতে দেখা যাবে যাতে ঐ অংশের নড়াচড়া কমিয়ে রাখা যায়। ব্রায়োনিয়ার রোগীর শ্লেষ্মায় লালচে ছোপ, মরচের মত রঙ থাকতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে বুকের ডান দিকটা আক্রান্ত হলে নিশ্চিত ভাবে ব্রায়োনিয়া প্রয়োগ করতে হবে। আর কয়েকটি ওষুধে ব্রায়োনিয়ার মত লক্ষণ দেখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোন রোগীর ক্ষেত্রে খুব উঁচু ধরনের জ্বর, তীব্র উত্তাপ, খুববেশী উত্তেজনা ও খুব দ্রুতগতিতে উপসর্গ বেড়ে ওঠা লক্ষণের সঙ্গে বুকের বা দেহের বাম দিক আক্রান্ত হলে এবং যে শ্লেষ্মা নির্গত হয় সেটাতে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত মেশানো থাকতে দেখা গেলে ঐ রোগীর জন্য **অ্যাকোনাইটই** নির্দিষ্ট ওষুধ। লিভার আক্রান্ত হলে সেদিকে পরিপূর্ণবোধ, লিভারে সূচ

ফোটানোর মত ব্যথা, মুখমণ্ডলে হলদেটে ভাব থাকলে ব্রায়োনিয়াকে উপযুক্ত ওষুধ বলে বিবেচনা করা যায় ; কিন্তু বেদনা খুববেশী তীব্র ধরনের হয়ে যদি সেটা সামনের দিক থেকে পিছন দিকে পিঠের ডানদিকের স্ক্যাপুলা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় সেক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া অপেক্ষা **চেলিডোনিয়াম** বেশী কার্যকরী হবে। এইভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ওষুধের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু শ্বাসপথের বিভিন্ন উপসর্গে ব্রায়োনিয়ার কার্যকারিতা সত্যিই বিস্ময়কর। ঠাণ্ডা লাগার পরে স্বরলোপ, ল্যারিংক্স-এ জ্বালা ও সুড় সুড় করা, একনাগাড়ে কাশি, গায়ক-গায়িকাদের স্বরভঙ্গ বা স্বরলোপ, ট্রেকিয়াতে খুববেশী ক্ষতের মত টনটনে ব্যথা, এমনকি **ক্ষুসফুসের** মত দম আটকাভাবও ব্রায়োনিয়াতে থাকতে পারে। ব্রায়োনিয়ার শ্বাসক্রিয়ায় দ্রুত ও ছোট ছোট শ্বাসগ্রহণ করতে দেখা যায় কারণ গভীর-ভাবে দীর্ঘশ্বাস ক্রিয়ায় রোগীর বেদনা বেশী হয়। ব্রায়োনিয়ার রোগী গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে চায় এবং গভীরভাবে শ্বাসক্রিয়া চালানো তার পক্ষে প্রয়োজনও হয় কিন্তু তাতে তার কষ্ট এত বেড়ে যায় যে সে গভীরভাবে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে না। শ্বাসক্রিয়া ছোট ছোট করে হওয়া, দম আটকা ভাব, হাঁপানি, দেহ খুব বেশী উত্তপ্ত হবার ফলে হাঁপানি দেখা দেওয়া, উষ্ণ ঘরে থাকলে হাঁপানির কষ্ট বেড়ে যাওয়া এবং শীতল আবহাওয়াযুক্ত ঘরে থাকা এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় শ্বাসগ্রহণ করতে চাওয়া প্রভৃতি ব্রায়োনিয়াতে আছে।

শুকনো আক্ষেপযুক্ত কাশি, হুপিংকাশিতে সারাদেহে ঝাঁকুনি লাগার মত অবস্থা, কাশির দমকের জন্য রোগী অজান্তেই বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসে থাকতে বাধ্য হয়, বেদনাদায়ক কাশির সঙ্গে কষ্টকর শ্বাস, কাশিতে সারা দেহই যেন কেঁপে ওঠে ; শ্লেষ্মা খুব শক্ত ও তুলে ফেলতে বেশ কষ্ট হয়। রাত্রেও সন্ধ্যার দিকে শুকনো কাশি দেখা দিতে পারে।

ব্রায়োনিয়ার অন্যান্য উপসর্গ আলোচনা করতে গেলে তা পুনরাবৃত্তি হবে। পাঠ্যপুস্তকে ব্রায়োনিয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের কথা পড়ে নিয়ে তা ভালভাবে পর্যালোচনা করলে প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধটি প্রয়োগে আর কোন অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে না, তবে সে ক্ষেত্রে ওষুধটি বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়া ও পর্যালোচনা করা দরকার।

বিউফো
(Bufo)

কটকটে ব্যাঙ বা টোডের ঘাড়ের পিছনে যে ছোট ছোট গ্ল্যাণ্ড থাকে ফরসেপ দিয়ে সেগুলোকে চেপে ধরলে ফোঁটা ফোঁটা করে এক ধরনের রস বেরিয়ে আসে যা সুরাসার বা অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। ঐ রসটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে ওষুধটি পাওয়া গেছে এখন সেটির বিষয়েই আমরা আলোচনা করব। বিউফো একটি খুব প্রয়োজনীয় ওষুধ যা মানুষের মন, বিশেষভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তির উপর ক্রিয়াশীল

হয়, মনের বিশৃংখলা সৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তি বিলোপ করে তাকে একেবারে হতবুদ্ধি করে তোলে। স্নায়বিক বিভিন্ন গোলযোগ, দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি, মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি ও আক্ষেপযুক্ত সংকোচন, ত্বকে ও মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি যদি বিশেষভাবে জড়বুদ্ধিভাব যুক্ত ব্যক্তি যাদের মনে শৃংখলার অভাব বা দুর্বলতা আছে তাদের মধ্যে দেখা যায়, তা হলে সে ক্ষেত্রে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। বিউফোতে পাগলামি বা উন্মত অবস্থা দেখা গেলেও জড়বুদ্ধি বা মনের দুর্বল অবস্থায় ওষুধটি বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে।

পাঠ্যপুস্তকে ওষুধটির প্রথম যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণটির কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে রোগী সর্বদাই কোন নির্জন স্থান খুঁজে বেড়ায় যেখানে সে বিনা বাধায় হস্তমৈথুন করতে পারে। এই একটি মাত্র লক্ষণদ্বারাই ওষুধটির প্রকৃতির দিকে আলোকপাত হয়। রোগীর নিজেকে শাসনে রাখার দুর্বলতা, তার যৌন ইচ্ছাকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতার অভাব, তার মনের নিচ প্রবৃত্তির জন্য সে নিজেই নিজেকে অপর থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় এবং মানুষের সমাজে যা ঘৃণ্য বলে বিবেচিত সেই ধরনের পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়।

রোগী প্রথমে প্যান প্যান বা ঘ্যান ঘ্যান করে, পরে উঁচু স্বরে কাঁদে এবং তারপরে কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ওষুধটির এইসব লক্ষণ প্রভিংয়ের সময় দেখা গেছে এবং এগুলি এমন সব বয়স্ক লোকেদের মধ্যে দেখা যায় যারা শিশুদের মত আচরণ করে থাকে। ঐসব লোকদের মধ্যে শিশুসুলভ সরলতা ও নির্দোষভাব থাকতে দেখা যায়। জড়বুদ্ধি অবস্থায় রোগী শিশুর মত আচরণ করে। বয়স্ক ব্যক্তির মত আচরণ করা লক্ষণটি **ব্যারাইটা কার্বেও** আছে তবে ঐসব ব্যক্তি মানসিক দিক থেকে শিশুর মতই থেকে যায়। তাদের মনের গঠনে পূর্ণতার অভাব থাকায় তারা যেন মনের দিক থেকে শিশুই থেকে যায়। কোন বয়স্ক লোক যদি শিশুর মত কথাবার্তা বলে, শিশুর মত প্যান প্যান বা ঘ্যান ঘ্যান করে, শিশুর মত চিৎকার করে কাঁদে, শিশুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার পিঠে যেমন আস্তে আস্তে চাপড় মেরে আদর করা হয়, কোন বয়স্ক লোক যদি ঐরূপভাবে আদর ও সান্ত্বনা পেতে চায় তা হলে সেক্ষেত্রে বিউফোর মত **ব্যারাইটা কার্বের** কথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। যেসব শিশু মৃগীরোগে আক্রান্ত হয় তাদের অনেকের মধ্যে এই ধরনের লক্ষণ থাকতে দেখা যায়, কিন্তু মৃগীরোগের জন্য আমরা বিউফো প্রয়োগ করি না, শিশুটি স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠেনি এবং মৃগীরোগ বা মূর্চ্ছাভাবটা তারই একটা উপসর্গমাত্র। মৃগীরোগ সৃষ্টির কারণটা অনেক গভীর, প্রকৃতপক্ষে সোরাজনিত অবস্থার জন্য তা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেইজন্য রোগীর মানসিক গঠনে দুর্বলতা বা ত্রুটি থেকে যায়, সে কারণেই শিশু বয়স থেকে বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি প্রভৃতিতে সে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ বা মহিলায় রূপান্তরিত হতে পারেনি; মানসিক দিক থেকে শিশুর মতই ঘ্যান ঘ্যান স্বভাবের থেকে গেছে। মানসিক গঠনের এই অভাব বা দুর্বলতা বিউফো এবং **ব্যারাইটা কার্ব** এই দুটি ওষুধেই দেখা যায়, শিশুর দৈহিক গঠন

স্বাভাবিকভাবে হলেও মানসিক গঠনের দুটি ঐ দুটি ওষুধে একই প্রকার হতে দেখা যাবে। দুটি ওষুধেই শিশুসুলভ ভীতি ও সরলতা থাকে, তারা কখনই বয়স্কদের মত পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না, মানসিক দিক থেকে শিশুর মতই থেকে যায়; পূর্ণ বয়স্ক যুবক-যুবতী শিশুর মতই থেকে যায়, শিশুর মতই আচরণ করে। **ব্যারাইটা কার্বের** রোগীকে অনেক ক্ষেত্রে অকাল বৃদ্ধ বলে বর্ণনা করাও হয়েছে, বিউফোতেও অনুরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায় যেখানে হয়ত পঞ্চাশ বছর বয়সের কোন লোক আশি বছরের ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধের মত আচার-আচরণ প্রকাশ করে, পাঁচ-সাত বছর আগেও তার যে মানসিক অবস্থা ছিল তা চলে গিয়ে বা হারিয়ে ফেলে সে এখন শিশুর মত সাদাসিধে ও সরলভাবে বায়না করে, তার আচরণে শিশুর মত হাব-ভাব প্রকাশ পায় এবং শেষে জড়বুদ্ধির মত অবস্থা দেখা দেয়। ঐরূপ অবস্থায় আমরা বিউফোর কথা চিন্তা করব। বর্তমানে **ব্যারাইটাকার্ব** অনুরূপ অবস্থায় প্রধান বা অগ্রগণ্য ওষুধ বলে বিবেচিত হলেও বিউফো ওষুধটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

রোগীকে অনেক ক্ষেত্রে উদাসীনভাবে বিছানা ছেড়ে উঠে পাগলের মত উন্মত্তভাবে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় এবং এই লক্ষণ দ্বারা রোগীর জড়বুদ্ধি থেকে সরে এসে যেন মানসিক উত্তেজনার অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। বেশীর ভাগ বিউফো রোগীই নিষ্ক্রিয়, ও ধীর-স্থির থাকে, মানসিক উত্তেজনা বা পাগলের মত উন্মত্ত ভাব তাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না, বরং প্রায় সবক্ষেত্রে তাদের নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকতে দেখা যায়। তারা দুর্বলমনা, সরল প্রকৃতির ও শিশুর মত হয়ে থাকে। তারা জড়বুদ্ধি বা কিছুটা বোকা-হাবা ধরনের হয় এবং তাদের স্মৃতিশক্তিও কম থাকে। তারা নির্জনতা চায় কিন্তু একাকীত্বকে ভয় পায়। তারা রেগে গেলে শিশুদের মত সামনে যা পায় তাই কামড়ায়, সহজেই হাসে বা কাঁদে। ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস্ অবস্থায়, মানসিক উত্তেজনা ও অবসাদে, কোন কিছু মুচড়ানো বা আঁকড়ে ধরা প্রভৃতি লক্ষণে ওষুধটি ব্যবহৃত হয়। বিষাদেও রোগিণীকে মুখ চেপে হাসতে দেখা যায়। রোগী বা রোগিণী মুখ চেপে হাসে এবং বোকা বোকা কথাবার্তা বলে, যেখানে হাসির কোন প্রয়োজন নেই সেখানেও সে মুখ চেপে চেপে হাসে। এই ধরনের সরল, সাদাসিধে ও শিশুর মত মানসিকতার মহিলাদের কাছে যে কোন কথাবার্তাই অর্থহীন ও হাস্যকর বলে বোধ হয়। আমরা জানি যে শিশুরা কোন কারণ ছাড়াই হাসে ও আনন্দ প্রকাশ করে কিন্তু বয়স্ক লোকেদের হাসির কোন ব্যাপার ছাড়া হাসতে দেখাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে মৃগীরোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এইরূপ আচরণ করতে দেখা যায়। তারা সামান্য কারণেই হাসে বা কাঁদে, সামান্য কারণেই তারা মনে আঘাত পায়, খুববেশী সংবেদনশীল হয় ও নার্ভাস প্রকৃতির হয়ে থাকে। আবার কারো কারো মধ্যে খুব বেশী আশঙ্কা, দিনরাত আতঙ্কে হাত মোচড়ানো ও কোন ভীতিকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে মনে করে সে বিষয়ে কথাবার্তা বলে চলা, বিপদজনক কিছু ঘটার কোন আশঙ্কা না থাকলেও ভবিষ্যৎ বিপদের কথা বলে চলা প্রভৃতি লক্ষণ ওষুধটিতে

পাওয়া যেতে পারে। লোকে পাগল বা উন্মত্ত হলে তবেই ঐ ধরনের লক্ষণ সাধারণতঃ দেখা যায়, কিন্তু উন্মত্ততা ছাড়াই এই ওষুধটিতে ঐরূপ লক্ষণ থাকে, তবে জড়বুদ্ধি অবস্থায় সূত্রপাতের সঙ্গে নিষ্ক্রিয়ভাব, আশপাশের জিনিস সম্বন্ধে বোধ বা চেতনার অভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। কোন গোপন পাপাচরণের জন্য যদি ঐ ধরনের অদ্ভুত লক্ষণ দেখা দেয় তা হলে এই ওষুধটির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে।

"রোগীকে ভুল বুঝলে সে খুব ক্রুদ্ধ হয়।" উন্মত্ততার বা পাগলামির সূত্রপাতে এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। চিকিৎসক ও বিচারালয়ের কাছে এই ধরনের উন্মত্ততার সঙ্গে মৃগীরোগ জড়িত থাকার কথা সুপরিচিত এবং মৃগীরোগীকে সব ক্ষেত্রে মানুষ হত্যা করার জন্যও দায়ী করা হয় না, কারণ মৃগীরোগ কেবলমাত্র মূর্চ্ছা যাওয়া, হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ে যাওয়া, মুখে ফেনা ওঠা, জিহ্বা কামড়ে ধরা, মাংসপেশীর সংকোচনজনিত আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ঐ ধরনের রোগীর মধ্যে একদিকে সোরাজনিত মৃগীরোগের লক্ষণ এবং অপরদিকে জড়বুদ্ধি অথবা উন্মত্ততার লক্ষণ থাকে। যাদের মধ্যে এইরূপ ধাতুগত লক্ষণ দেখা দেয়, একই পরিবারভুক্ত হলেও বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়; কারও মধ্যে উন্মত্ততা আবার কারও মধ্যে হয়ত জড়বুদ্ধির লক্ষণ থাকে, কেউ হয়ত ক্যান্সারে মারা যায় আবার আর একজনের মধ্যে হয়ত মৃগীরোগ দেখা দেয়। এই ধরনের ধাতুগত লক্ষণ বা অবস্থা বিউফোতে দেখা যেতে পারে, এই ওষুধটি একটি অ্যান্টিসোরিক ও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল প্রধান ওষুধ এবং এটি মানুষের দেহের গভীরে গিয়ে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর কার্যকরী হয়, তার দেহের দূরতম অংশে, তার হাত ও পায়ের আঙুল, চোখ, কান প্রভৃতি অংশে এর ক্রিয়া দেখা দেয় ফলে স্পর্শানুভূতিতেও পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে। রোগীর দেহের ত্বকের কোন অংশে হয়ত অনুভূতি লোপ পায়, আবার কোন অংশে হয়ত অনুভূতি খুব বেড়ে যায়। দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশীতে সংকোচনজনিত আক্ষেপ কোথাও স্থানীয়ভাবে আবার কোথাও সম্পূর্ণভাবে মৃগীরোগজনিত আক্ষেপের সঙ্গে মুখে রক্তপাত, অচেতনতা, অচেতন হয়ে পড়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। এই সব গুরুতর অবস্থা ছাড়াও এই ওষুধটিতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অবস্থা; সাধারণ ডিজিনেস বা মাথা-ঘোরার লক্ষণ ও হতবুদ্ধি ভাব থাকে।

এই ওষুধটির প্রুভিংয়ে মাঝে মাঝে উদাসীন হয়ে পড়া এবং আংশিক কোমার লক্ষণ, মস্তিষ্কের অসাড়ভাব প্রভৃতি পাওয়া গেছে। কাজেই ওষুধটিতে একদিকে সাধারণ মাথাঘোরা অথবা ডিজিনেসের মত লক্ষণ এবং অপর দিকে সম্পূর্ণভাবে মৃগীরোগের লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর মূর্চ্ছাভাব কমানোর চেষ্টাটাই প্রধান বিচার্য হয়ে দাঁড়ায় এবং মূর্চ্ছাভাবটা কমে গেলেই রোগটি সারানো গেছে বলে মনে করা হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝেই রোগীকে বেশী পরিমাণে ব্রোমাইড ধরনের ওষুধ খাওয়ানো হয়, কিন্তু কেবলমাত্র মূর্চ্ছাভাবের চিকিৎসা করাকে রোগ সারানো গেছে বলা চলে না।

এই ওষুধটিতে "রক্তাধিক্য বা কনজেসশন জনিত মাথাধরা" থাকতে দেখা যায়। আবার, অ্যাবডোমিন্যাল এওর্টার গোলাকৃতি তন্তুতে এই ওষুধটির ক্রিয়াদ্বারা মৃগী-রোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান লক্ষণ প্রকাশ করে। রোগী পেটে ভীষণ এক ধরনের উদ্বেগবোধ করে এবং তারপরে হঠাৎ সংজ্ঞালুপ্ত হয়ে পড়ে; 'অরা' বা মূর্চ্ছাভাব প্রথমে পেটে অনুভূত হয়। কোন কোন লেখক মূর্চ্ছাভাব প্রথমে 'সোলার প্লেক্সাসে' দেখা দেয় বলে বর্ণনা করেছেন। ভীতিকর অনুভূতিটা প্রথমে উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং তার পরেই রোগী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

রোগী কোনরূপ "উজ্জ্বল বা দীপ্তিমান বস্তুর দৃশ্য সহ্য করতে পারে না।" 'আমরোসিস' অর্থাৎ চোখের কোন আঙ্গিক ত্রুটি ছাড়াই রোগী হঠাৎ চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি অবস্থা এই ওষুধটিতে পাওয়া যায়। রোগীর চোখের তারা খুববেশী বড় হয়ে যায় এবং "মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হবার ঠিক পূর্বে চোখের তারায় আলো পড়লেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।" অনেক ক্ষেত্রে রোগীর দৃষ্টিশক্তি বেড়ে যেতেও দেখা যায়।

এই ওষুধটিতে চোখে আক্ষেপ বা সংকোচনজনিত অবস্থা দেখা যায়, কিন্তু প্রথমে দৃষ্টিশক্তি বেড়ে যাওয়া এবং অনুভূতি কমে যাবার লক্ষণ এবং পরিশেষে দৃষ্টির গোলযোগ ঘটার প্রবণতা দেখা যেতে পারে, চোখের উপর ছোট ছোট ফোস্কা সৃষ্টি হয়, ত্বকেও ঐরূপ ফোস্কা হয়ে তার বহিরাবরণ বা উপরের ছাল খসে যায় এবং যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা সহজে সারতে চায় না, কর্নিয়াতে ক্ষত দেখা দেয়, চোখ খুব ফুলে যায়। চোখের পাতা এবং চোখের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাতের মত দেখা দেয় এবং রোগীর সব ধরনের অনুভূতিতেই গোলযোগ ঘটতে পারে। গান-বাজনা রোগী সহ্য করতে পারে না। সুস্থ লোকেরা ভাল গান-বাজনায় আনন্দ পায় কিন্তু এই ওষুধের রোগী গান-বাজনা শুনলে উদ্বেগবোধ করে। তার শ্রবণশক্তি এত তীক্ষ্ণ হয়ে পড়ে যে সামান্য শব্দ বা গোলমালে তার খুব কষ্টবোধ হয়। কান থেকে ঘন পুঁজ নির্গত হতে পারে। কানে ও প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ ও স্ফীতি, মুখমণ্ডলে ইরিসিপেলাসজনিত স্ফীতি, 'রিগস্ ডিজিজ' নামক অদ্ভুত রোগে দাঁত পড়ে যাওয়া প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যেতে পারে।

কথা বলতে গেলে কথা আটকে যায় বা তোতলামি দেখা দেয়; রোগীর অর্থহীন বা অসংলগ্ন কথাবার্তা বুঝতে না পারলে সে খুব রেগে যায়। জিহ্বায় কামড় লাগা, জিহ্বায় ফাটা ফাটা এবং কালচে নীল ছোপ থাকা, মূর্চ্ছার সূত্রপাতের পূর্বে মুখ হাঁ করে থাকা লক্ষণে মূর্চ্ছার আগমনের সংকেত পাওয়া যায় এবং এই অবস্থা আরও বেড়ে যায়, ফলে মূর্চ্ছা দেখা না দিলে রোগীর চোয়াল ঝুলে পড়ে এবং তাকে হতবুদ্ধির মত দেখায়, রোগী যেন সব কিছুই ভুলে গেছে এরূপ বোধ হয়। বিউফোতে অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মাথাঘোরা বা ভার্টিগোর মত সাধারণ আক্রমণ ঘটতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থায় রোগী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে না কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তার কাছে সব কিছুই ফাঁকা মনে হয় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে অনুরূপ

অবস্থায় আপনা-আপনি কোন কাজ করে যেতেও দেখা যেতে পারে। কোন লোকের এরূপ সাধারণ মৃগীরোগে ভার্টিগো দেখা দিলে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাবে না, তবে কোন কোন সময় সে একেবারে স্থির হয়ে থাকে এবং তার পরে যেন কিছুই হয়নি এরূপ ভাবে থাকে। ঐরূপ আক্রমণের সময় তার কি হয়েছিল তা কিছুই সে জানে না বা বুঝতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সে যা করছিল সেটা স্বাভাবিক ভাবেই করে চলে এবং তখন তার ঐরূপ আক্রমণের কথা কেউই জানতে বা বুঝতে পারে না। কখনো কখনো গাড়ী চালাতে গিয়ে সে হয়ত তার ঘোড়াকে অন্যপথে চালিত করে এবং যখন সে আবার আপনাতে ফিরে আসে তখন বুঝতে পারে যে তার একটা আক্রমণ বা মৃদু মৃগীরোগের আক্রমণ ঘটেছিল। বেশ কিছু ওষুধেই মনের এরূপ অবস্থা থাকতে দেখা যায় রোগী অজানিত ভাবে কোন একটা কাজ করে চলে।

কোন কিছু পান করার পরে বমি হওয়া, বমিতে হলদেটে দ্রব্য ওঠা, বমির সঙ্গে পিত্ত বা রক্ত ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। সংকোচনজনিত আক্ষেপের সঙ্গে তড়কা বা কনভালসনের মত নড়াচড়া হতে পারে। "আক্রমণটা পেটে আরম্ভ হয়," কোন পাঠ্যপুস্তকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, এর অর্থ এই যে আক্রমণের পূর্বে পেটে একটা উদ্বেগ অনুভূত হয়।

"হিমারয়েডাল টিউমার" বা অর্শজনিত স্ফীতি দেখা দিতে পারে। "প্রস্রাব অসাড়ে নির্গত হয়।" অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমনের সঙ্গে জড়বুদ্ধি অথবা মৃগীরোগের আক্রমণের জন্য হতে পারে ; মস্তিষ্কের কোষে নরমভাব সৃষ্টি হবার সূত্রপাতেও এরূপ অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন হতে দেখা যায়।

যৌনযন্ত্রাদিতে স্বাভাবিক ভাবেই নানা গোলযোগ ঘটতে দেখা যায়। উন্মাদ রোগীদের ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থা প্রায়ই ঘটে। কখনো যৌন যন্ত্রাদিতে প্রবল উত্তেজনা আবার কখনো পুরুষত্বহীনতা দেখা দেয়, কিন্তু রোগীর মানসিক অবস্থা অবনমিত থাকে, প্রায়ই রোগী তার যৌনাঙ্গে হাত দেয়। যৌনসঙ্গমের সময় কোনরূপ আনন্দ পাবার আগেই রেতঃস্খলন হয়ে যায় ; যৌন সঙ্গম কালে সংকোচনজনিত আক্ষেপ বা মৃগীরোগের আক্রমণ ঘটতেও দেখা যায়। এই ওষুধটিতে সিফিলিসে আক্রান্ত হবার মত কুঁচকির কাছের গ্ল্যাণ্ডগুলিতে প্রদাহ হতেও দেখা যেতে পারে।

মহিলাদের যৌন যন্ত্রাদিতে জ্বালাবোধটাই প্রধান উপসর্গ হিসাবে দেখা দেয় ; জরায়ু এবং ওভারিতে জ্বালাবোধ হয়। ঋতুস্রাব শুরু হবার পূর্বে বা ঋতুস্রাবকালে ডিসমেনোরিয়া ও সেই সঙ্গে জরায়ু ও পেলভিস অঞ্চলে জ্বালাবোধ একটি প্রধান লক্ষণ যা চিকিৎসককে চিন্তিত করে তুলতে পারে। এই ওষুধটিতে যোন যন্ত্রাদিতে ও ওভারিতে জ্বালা, চিরে ফেলা অথবা ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা নিচের দিকে উরু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। খুব গোলযোগপূর্ণ ডিসমেনোরিয়ায় বিশেষভাবে ওভারিতে সিস্ট বা হাইডাটিড হবার জন্য ঐরূপ বেদনা দেখা দিতে পারে। অনেকে

হয়ত বলবেন যে ঐরূপ অবস্থা সারে না, কিন্তু সঠিকভাবে চিকিৎসা করলে ঐরূপ অবস্থা সারানো যায়।

বিউফোতে ওভারি অঞ্চলে জ্বালা করা উত্তাপ ও সূচ ফোটানোর মত বেদনা থাকতে পারে। জরায়ুতে ফুলে ওঠার মত বোধ, জ্বালা অথবা ক্র্যাম্প বা মোচড়ানো ব্যথা হতে পারে। জরায়ুর কার্সিনোমাতে যে ভীষণ জ্বালা করে বেদনা হয় তাকে সাময়িক-ভাবে দূর করার জন্য বিউফো প্যালিয়েটিভ হিসাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। জরায়ুতে ক্যান্সার হয়ে ঐরূপ ছিঁড়ে যাওয়া, চিরে যাবার মত অথবা সূচ ফোটানোর মত ব্যথা নিচে পায়ের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে জরায়ু ও সারভিক্স অঞ্চলে ক্ষত ও দুর্গন্ধযুক্ত, রক্ত মিশ্রিত সাদা স্রাব থাকলে বিউফো কার্যকরী হতে পারে। বিউফোতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত ও রক্ত মেশানো সাদাস্রাব হতে দেখা যায়। ঐরূপ গন্ধের জন্য মনে হয় যেন আক্রান্ত অংশে গ্যাংগ্রীন ও পচন শুরু হয়েছে। জরায়ুর ক্ষতস্থানে বড় বড় ফোস্কার মত সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে পাতলা, রক্ত থেকে বেরিয়ে আসা রস বা সেরামের মত স্রাব অথবা হলদে রঙের পাতলা স্রাব নির্গত হতে দেখা যেতে পারে। মৃগীরোগের অবস্থাতেও এরূপ দেখা যায়।

ঋতুস্রাব দমিত হওয়া, সময় হবার অনেক আগে থেকেই স্রাব দেখা দেওয়া এবং তার সঙ্গে মাথাধরা, জরায়ু ও ভ্যাজাইনাতে ঋতুস্রাবের সময় জ্বালাকরা প্রভৃতি লক্ষণ ওষুধটিতে থাকতে পারে। ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার ঠিক আগে মাংসপেশীতে সংকোচন-যুক্ত আক্ষেপ দেখা দেয়; যে সব মেয়েদের মৃগীজনিত মূর্চ্ছা হবার প্রবণতা থাকে তাদের ঋতুস্রাবের ঠিক পূর্বে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবকালে স্প্যাজম বা আক্ষেপ দেখা দেয় এবং সেই সময়ে অর্থাৎ ঋতুস্রাবের সময় মৃগীরোগের আক্রমণ অনেক বেশী তীব্র হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সময় লিভারে সংকোচনযুক্ত বেদনা দেখা দেয়। হলদেটে রঙের তরল সাদাস্রাবও হতে পারে; মাসিক ঋতুস্রাবের সময় যদি কোন একটি মেয়ে ঘনঘন মৃগীরোগের সংকোচনজনিত আক্ষেপে আক্রান্ত হয় এবং অচেতনভাবে পড়ে থাকার জন্য ঐ আক্রমণের কথা তাকে না বলা হলে সে জানতেও পারে না এবং জানবার পরে খুববেশী হতভম্ব হয়ে পড়ে তা হলে ঐ মেয়েটিকে বিউফো প্রয়োগ করতে হবে।

স্তনের ক্যান্সারে বিউফো প্যালিয়েটিভ অর্থাৎ সাময়িকভাবে কষ্ট দূর করতে খুব ভাল কাজ দেয়। এই ওষুধে আক্রান্ত স্থানের জ্বালা এবং আশপাশে যে ফোস্কা পড়ে এবং ফোস্কাগুলিতে যে হলদেটে রসস্রাব হতে দেখা যায় তা দূর করা যেতে পারে যখন স্তনের দুধে রক্ত মিশে থাকতে দেখা যায় তখন এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। রক্তবাহী শিরা বা ধমনীতে নিচু ধরনের প্রদাহ ও ঊরুর শিরার চাবুকের দাড়ির মত ফুলে উঠতে দেখা যেতে পারে অথব পায়ের দিকের শিরায় স্ফীতি দেখা যেতে পারে।

ল্যারিংক্স-এ জ্বালা ও হেজে যাবার মত অবস্থা; দেহের যে কোন অংশেই

প্রদাহ ও স্নায়ু খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ার জন্য সেখানে জ্বালাবোধ ও স্নায়ুর গতিপথে স্পর্শকাতরতা ও বেদনাবোধ থাকতে দেখা যায়, কাজেই সাইটিকার মত উপসর্গে যেখানে অপেক্ষাকৃত বড় স্নায়ুগুলিতে প্রদাহজনিত অবস্থা সৃষ্টি হয় সেসব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়।

তীব্র ধরনের কাশির সঙ্গে বমি হয়ে যাওয়া, মুখ বা গলা বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা ও ওয়াক্ ওঠার সঙ্গে কাশি, কাশিতে রক্ত মেশানো কফ বা টাট্কা রক্ত ওঠা, বুকের ভিতরে শীতলবোধ, ফুসফুসে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালাবোধ, ফুসফুস থেকে ল্যারিংক্স পর্যন্ত জ্বালাবোধ থাকা, ফুসফুসের গ্যাংগ্রীন প্রভৃতি ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। ল্যারিংক্স-এর প্রদাহ, হিমপ্টোসিস বা কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে, ঐসব উপসর্গের সঙ্গে বুকের ভিতরে জ্বালাবোধ প্রভৃতি দেখা যায়। কোন কড়া ধরনের ওষুধ প্রয়োগের ফলে যদি মৃগীরোগের আক্রমণ দমিত করা হয় তা হলে সে সব ক্ষেত্রে যক্ষ্মারোগের প্রবণতা দেখা দিলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে; যদি কোন ক্ষেত্রে নালী ঘা-এর মত কোন অবস্থায় তার খোলা মুখ মলম বা অন্য কিছুর সাহায্যে বন্ধ করে সেখানকার স্রাব হওয়া দমিত করা হয় তা হলে সেই সব ক্ষেত্রে যক্ষ্মারোগের প্রবণতা বা ধাতুগত লক্ষণ দেখা দিতে পারে। বাইরে প্রকাশিত লক্ষণ বা উপসর্গ দমিত হয়ে কোন নিম্নমানের রোগ সৃষ্টি হলে ওষুধটি কার্যকরী হবে। কোন ব্যক্তির প্রকৃত ধাতুগত অবস্থা ও লক্ষণ মৃগীরোগ, উন্মত্ততা, জড়বুদ্ধি অবস্থা, ক্যান্সার বা অন্য কোন বিশেষ খারাপ ধরনের রোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই ওষুধটির রোগীর ধাতুগত অবস্থা এমন যে তার সঙ্গে খারাপ ধরনের বা নিচু ধরনের রোগ লক্ষণের সাদৃশ্যযুক্ত লক্ষণ দেখা যায় এবং অনুরূপ অবস্থায় ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। বিউফোর রোগী খুববেশী দীর্ঘজীবী হয় না, সাধারণত ৪০-৪৫ বছর বয়সের মধ্যেই তাদের জীবনাবসান ঘটে। জরায়ু, স্তন প্রভৃতি অংশে ক্যান্সার হয়ে অথবা মস্তিষ্কের বিকৃতিজনিত জড়বুদ্ধি অবস্থায় রোগী বা রোগিণী মধ্যবয়সের মধ্যেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে থাকে। এই ওষুধটি দেহের ভিতরে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক ধরনের পুরানো কোন রোগ সৃষ্টি হবার প্রবণতা এই ওষুধটিতে দেখা যায়; ঐ সব শিশুদের স্বাস্থ্য রুগ্ণ প্রকৃতির হয়, তাদের মস্তিস্কও সুস্থভাবে গড়ে ওঠে না, তারা খুব দুর্বল ধাতুগ্রস্ত হয়ে থাকে, দেহে নানাধরনের উদ্ভেদ দেখা দেয়, যক্ষ্মারোগের প্রবণতা থাকতেও দেখা যেতে পারে। কুড়ি-পঁচিশ বছরের কোন লোকের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতাসহ যখন বিউফোর মত লক্ষণ দেখা দেয় তখন এই ওষুধটির প্রয়োগে অদ্ভুতভাবে তার ভগ্ন ও রুগ্ণ স্বাস্থ্য আবার ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হতে দেখা যায়, ধাতুগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। সঠিক চিকিৎসায় এই ধরনের রোগীদের পুরাতন পীড়া, পুরানো গনোরিয়া, পুরানো সিফিলিসজনিত উপসর্গ, মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত প্রভৃতি যা কোন না কোন ভাবে দমিত হয়েছিল তা প্রথমে ফিরে আসে পরে ধীরে ধীরে এই ওষুধটির

সাহায্যে নিরাময় হয়। যে কোন গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ প্রয়োগেই এরূপ অবস্থা ঘটতে দেখা যাবে।

এই ওষুধের রোগীর রোগাক্রমণ ঘাড়ের কাছে ঝাঁকুনি লাগার মত হয়ে শুরু হতে দেখা যায়। হাতের মুঠির হাড়ে স্ফীতি, রোগাক্রমণের পূর্বে বাহুতে শক্তভাব দেখা দেওয়া, বাম বাহুতে অসাড়তা, হাতে প্রতি বছর ফিরে দেখা দেওয়া ফোস্কা, প্যানারিটিয়াম বা হাতের আঙ্গুলে পুঁজযুক্ত প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া, হাত ও পায়ের দিকে নানা ধরনের উপসর্গ, পক্ষাঘাতের মত অবস্থা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

উষ্ণ ঘরে থাকা রোগীর পক্ষে অসহ্যবোধ হয়; তার মাথাধরা, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস প্রভৃতি উষ্ণ ঘরে থাকলে খুব বেড়ে যায়, উনুন বা স্টোভের কাছে গেলেও তার ঐ সব ধরনের উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায় এবং স্নান করলে অথবা শীতল বায়ুতে সে অনেক আরামবোধ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে রোগী তার পা গরম জলে ডুবিয়ে রাখলে তার উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়।

রোগীর দেহে কাঁপুনি দেখা দেয়। মৃগীরোগের কোন কোন আক্রমণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘটতে দেখা যায়, আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম ছাড়াই রোগাক্রমণ ঘটতে পারে। মৃগীরোগ সারাবার মত নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ আমাদের নেই, তবে তার মানে এই নয় যে ঐ সব রোগীকে তাদের কষ্টের মধ্যেই রেখে দিতে হবে। অনেক মৃগীরোগই আমাদের বিভিন্ন ওষুধে সারানো যেতে পারে, অর্থাৎ সব মৃগীরোগ আমাদের ওষুধে সারানো সম্ভব না হলেও মৃগীরোগীদের একটা বড় অংশকেই সারিয়ে তোলা যেতে পারে।

এখানে এই ওষুধটির প্রকৃতি ও লক্ষণের বিষয়ে যেসব কথা বলা হল তা গভীর আগ্রহে প্রণিধানযোগ্য। ওষুধটির বিভিন্ন লক্ষণ পর্যালোচনা করলে রোগীর ধাতুগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যটি বোঝা যাবে। যে সব শিশু দুর্বলমনা হয়ে বেড়ে ওঠে তাদের দেহের মাংসপেশীতে সংকোচনজনিত আক্ষেপ বা স্প্যাজম দেখা যাক বা না যাক এই ওষুধটির সাহায্যে সেইসব শিশুকে সুস্থ করে তোলা যেতে পারে।

ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস
(Cactus Grandiflorous)

সংকীর্ণতা বা সরু হয়ে পড়া, সংকোচন ঘটা এবং রক্তাধিক্য বা কনজেসসন ঘটানো ক্যাকটাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাথার দিকে রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে হাত-পায়ের দিক শীতল থাকা, অথবা দেহের কোন যন্ত্রে রক্তাধিক্য, বুকে, হার্টে রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পা । দেহের কোথাও সমানভাবে রক্ত চলাচল করা এই ওষুধটিতে দেখা যাবে না। দেহের সর্বত্রই গোলাকৃতি তন্তুতে সংকোচন ঘটার ফলে রক্ত চলাচলে এইরূপ গোলযোগ ঘটতে দেখা যায়। যখন ঐরূপ অবস্থা এমন কোন স্থানে ঘটে যা অনুভূতি গ্রাহ্য তখন সেই সংকোচনটা জানা বা বোঝা যায় এবং রোগীর মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থানটা তার দিয়ে খাঁচার মত ঘিরে

রাখা হয়েছে এবং এই ধরনের লক্ষণই ক্যাকটাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে সব অঞ্চলে সংকোচন ঘটলেও আমাদের অনুভূতিতে তা ধরা পড়ে না সেখানে আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ঘটে; গোলাকৃতি তন্তুতে এই সংকোচন যখন দেহের বাইরের দিকে অনুভূতিপ্রবণ অঞ্চলে দেখা দেয় তখনই আমরা সেটা বুঝতে বা অনুভব করতে পারি, দেহের বিভিন্ন টিউব বা ক্যানাল অথবা গতিপথে সেখানে গোলাকৃতি তন্তু আছে সেখানেই ওষুধের সংকোচন ঘটাতে পারে। ঐ সব অংশে যে সংকোচন বা সংকীর্ণতা ঘটে সেটা আক্ষেপ বা স্প্যাজম্ এর মত বোধ হয় এবং এই ওষুধটিতে মাথা, বুক, বুক ও পেটের যে সব অংশের সঙ্গে ডায়াফ্রাম মাংসপেশী যুক্ত হয়ে আছে সেইসব অঞ্চলে একটা শক্ত করে বেঁধে রাখা বা সংকীর্ণ হয়ে পড়ার মত অনুভূতি হয়। হার্টের কাছে সংকোচন ঘটায় মনে হয় যেন কেউ জোরে ঐ অংশটা আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে। গলায়, ইসোফেগাসে ঐরূপ সংকোচন ঘটায় সেখানে আক্ষেপ বা স্প্যাজম দেখা দেয়; ভ্যাজাইনাতে ঐরূপ সংকোচন ঘটলে ভ্যাজাইনিস্মাস্ অর্থাৎ ভ্যাজাইনার দ্বারপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তার ফলে যৌন সঙ্গম সম্ভব হয় না। এই ওষুধটি জরায়ুতে ভয়ঙ্কর ধরনের ক্র্যাম্প সৃষ্টি করে ফলে সেখানে তীব্র ধরনের সংকোচন ও আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে ধরে রাখার মত অনুভূতি দেখা দেয়। কিন্তু ঐরূপ সংকোচন বা স্প্যাজম ঘটার সময়ও ঐসব অঞ্চলে কনজেসসন বা রক্তাধিক্য ঘটে; জরায়ুতে খুববেশী কনজেসসন ও সংকোচন ঘটা; বুকের ভিতরে বেশী রক্তোচ্ছ্বাস ঘটায় মনে হয় যেন বুকের ভিতরে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ হচ্ছে সেই সঙ্গে সেখানে এবং হার্টে সংকোচন বোধ থাকতে দেখা যায়। অন্য যে কোন ওষুধের তুলনায় ক্যাকটাসে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বেশী ঘটতে দেখা যাবে। অন্যান্য ওষুধে এইরূপ অবস্থা মাঝে মাঝে ঘটতে পারে কিন্তু ক্যাকটাসে এইরূপ সংকোচন ও রক্তোচ্ছ্বাস ঘটার লক্ষণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই থাকতে দেখা যাবে; এই ধরনের লক্ষণ পূর্বে যে সব স্থানে ঘটেনি বা ঘটার কথা ভাবাও যায় না সেসব স্থানেও ক্যাকটাসে ঐরূপ সংকোচন ও রক্তোচ্ছ্বাস ঘটতে দেখা যাবে। দেহের যে কোন স্থানে সংকোচন ঘটার ফলে রোগীর মনে হয় যেন ঐসব স্থান তারের খাঁচার মত যেন ঘিরে বা বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথার তালুতে, ত্বকে ঐরূপ সংকোচন হয়ে সেখানে শক্ত করে বেঁধে রাখার মত অনুভূতি হয় এবং মনে হয় যেন সেই শক্ত বাঁধন যেন ক্রমশ শক্ত থেকে আরও শক্ত হয়ে উঠছে। হঠাৎ তীব্র ধরনের কনজেসসন মস্তিষ্কে ঘটলে মাথায় গরমবোধ ও মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। উপসর্গ সৃষ্টি হবার প্রথমে, নিউমোনিয়া হবার প্রাক্‌কালে রক্তাধিক্য ঘটে, রক্তাধিক্যজনিত শীত-ভাবের সঙ্গে মাথাটি গরম হয়ে ওঠে কিন্তু দেহ শীতল থাকে (আর্নিকার মত) কিন্তু সেই সঙ্গে সংকোচন ও শক্ত করে বেঁধে রাখার মত বোধ থাকে এবং মনে হয় যেন মাথাটা খুব জোরে চেপে ধরা হয়েছে, মস্তিষ্কের আবরণী পর্দা যেন খুব শক্তভাবে মস্তিষ্ককে জড়িয়ে আছে, যেন মস্তিষ্ককে শক্ত করে কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং ক্রমশ যেন সেখানে স্ক্রু-এর সাহায্যে বাঁধনটা আরও বেশী

শক্ত করে রাখা হচ্ছে। যে কোন যন্ত্রেই এইরূপ শক্ত বাঁধন যেন শক্ত থেকে আরও শক্ততর করা হচ্ছে বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু দেহের বিভিন্ন টিউব ও ক্যানাল-গুলিতে যে সংকোচন দেখা দেয় তাতে রোগীর মনে হয় যেন ঐ সব আক্রান্ত অংশ তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। জরায়ুতে পুরাতন কালের ঘড়ির মত 'আওয়ার গ্লাস কণ্ট্রাকসন' হতে দেখা যায় এবং সেখানে রক্তাধিক্য, প্রদাহ, রক্তোচ্ছ্বাস প্রভৃতি ঘটে পরে প্রদাহজনিত রসক্ষরণ ও স্ফীতি ঘটতে দেখা যেতে পারে।

ওষুধটিতে রিউম্যাটিজম বা বাতজনিত অবস্থা থাকতে দেখা যায়। গেঁটেবাতের উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ওষুধটি খুব কার্যকরী, বাতজনিত তরুণ প্রদাহ হয়ে সেখানে রক্তাধিক্য ঘটার ফলে অস্থি-সন্ধি আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সেই আক্রান্ত অংশে সংকোচন ও শক্ত করে কাপড় ব্যান্ডজ বেঁধে রাখার মত বোধ থাকতে দেখা যাবে। শক্ত করে বেঁধে রাখার মত বোধ, টান্‌টান ভাব, চাপবোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। হার্টে দীর্ঘসময় ধরে রক্ত চলাচল ও রক্তাধিক্য ঘটার মত অবস্থার জন্য হার্টের ক্রিয়ায় ত্রুটি বা গোলযোগ দেখা দেয়। হার্টের টিস্যুতে গোলযোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকায় এই ওষুধটি হার্টের বিভিন্ন ধরনের রোগ সারাতে সক্ষম হয়ে থাকে ; বিশেষভাবে রক্তাধিক্যজনিত উপসর্গ, বাতজনিত সংকোচন ও কনজেসসনের ফলে অথবা বাতের প্রদাহ ও বেদনা আশু সন্ধি থেকে সরে এসে হার্টকে আক্রমণ ও অসুস্থ করে তুললে এবং হার্টে সংকোচন দেখা দিলে ক্যাকটাস ফলপ্রদ হতে পারে। প্রুভার ও রোগীরা হার্টের এই সংকোচন অবস্থাকে নানাভাবে বর্ণনা করে থাকে। কখনো হয়ত বলা হয়, যেন "লৌহমুষ্টিতে হার্টকে চেপে ধরে রাখা হয়েছে," বাতজনিত গোলযোগে অস্থি-সন্ধির প্রদাহ ও বেদনা বন্ধ হয়ে গিয়ে যদি হার্ট আক্রান্ত হয়, সেখানে দীর্ঘস্থায়ী কনজেসসন ও বৃদ্ধি ঘটে, হার্টের ভালব্‌ বড় হবার ফলে যদি মার্‌ মার্‌ শব্দ দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে রোগীর মাথাটি গরম থাকতে দেখা যায় এবং রোগী যদি দিন দিন রুগ্‌ণ ও শীর্ণকায় হয়ে পড়তে থাকে তা হলে এই ওষুধটির কথা বিবেচনা করতে হবে।

রোগীর কিডনীর গোলযোগ দেখা দিতে পারে ; তার হার্ট দিন দিন দুর্বল হতে থাকে এবং শেষে ড্রপসী বা শোথের মত অবস্থা দেখা দেয়। রোগের শেষ দিকে দিকে হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ, সেই সঙ্গে কিডনীর গোলযোগ, প্রথমে শীর্ণ হয়ে পড়া এবং পরে হাত ও পায়ের দিকে ফোলা দেখা দেওয়া প্রভৃতি উপসর্গ ক্যাকটাসের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ; মেটেরিয়া মেডিকাতে এমন আর কোন ওষুধ পাওয়া যাবে না যাতে এইরূপ বৈশিষ্ট্য আছে। সব উপসর্গের সঙ্গেই কনজেসসন বা রক্তাধিক্য, সংকোচন ও সরু হয়ে পড়ার মত বোধ প্রভৃতি লক্ষণ এত সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয় যে অন্য কোন ওষুধের সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে না।

ক্যাকটাসে তীব্র ধরনের বেদনা দেহের যে কোন স্থানে দেখা দিতে পারে। বেদনার তীব্রতায় রোগী চিৎকার করে কাঁদতে বাধ্য হয়, রোগীর মনে হয় যেন আঙ্গুল দিয়ে জোরে আক্রান্ত অংশ চেপে ধরে রাখা হয়েছে অথবা, তীব্র ধরনের

সংকোচনযুক্ত বেদনায় মনে হয় যেন আক্রান্ত অংশ ছিঁড়ে যাবে; কিন্তু যে কোন ধরনের বেদনাই হোক না কেন সেখানে আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে রাখার মত অনুভূতি থাকতে দেখা যাবে। কোন অঙ্গ বা যন্ত্রে তীব্র ধরনের কনজেসসন হলে সেখানটা যদি খুব শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং সেই বাঁধন ক্রমশ আরও কঠিন বা শক্ত করে তোলা হয় তা হলে যে ধরনের অবস্থা বা লক্ষণ দেখা দেয়, ক্যাকটাসে সেই ধরনের লক্ষণ দেখা দেবে। আক্রান্ত অংশে ছিঁড়ে যাওয়া, সংকোচন ঘটা অথবা কুঁকড়ে যাবার মত বেদনাবোধ হয়। অন্ত্রে বেদনা হলে সেখানে সংকুচিত হওয়ার মত বেদনা হয় কিন্তু কোন লম্বা ধরনের মাংসপেশীতে বেদনায় সংকীর্ণ হয়ে পড়া অথবা সংকোচনের মত বেদনা হবে না, কারণ সেখানে গোলাকৃতি তন্তু নেই; সেখানে লম্বাধরনের তন্তুতে যে সংকোচন ঘটে তাকে ক্র্যাম্প বলা যায়। ক্যাকটাস লম্বা তন্তুযুক্ত মাংসপেশীতে ক্র্যাম্প সৃষ্টি করতে পারে তবে তা খুববেশী তীব্র ধরনের নয়। বিশেষভাবে **বেলেডোনায়**, এবং আরও কিছু ওষুধে ক্র্যাম্প, সংকোচন ও গোলাকৃতি তন্তুতে যে আকুঞ্চন ঘটতে দেখা যায় তার সঙ্গে তড়কা বা কনভালসনের প্রবণতা থাকে। **বেলেডোনাতে** মস্তিষ্কে যে তীব্র ধরনের কনজেসসন ঘটতে দেখা যায় তার সঙ্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাত ও পায়ের দেকে ক্র্যাম্প এবং দেহের যে কোন অংশে অথবা প্রায় সর্বত্র মাংসপেশীতে তড়কাজনিত আক্ষেপ দেখা দেয়। কিন্তু ক্যাকটাসে সেরূপ হয় না। এই ওষুধটিতে তীব্র ধরনের কনজেসসন হয় এবং রোগী হতবুদ্ধির মত হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কে তীব্র ধরনের কনজেসসন হলে প্রথমে মুখমণ্ডল খুব লাল হয়ে ওঠে, পরে শিরার রক্ত জমে থাকায় মুখমণ্ডল কালচে বা বাদামী হয়ে পড়ে এবং তার পরে রোগী অচেতন বা অর্ধ অচেতন হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যে রোগী ঢিলেঢালা বা অলস ভাবে পড়ে থাকে।

ক্যাকটাসের রোগীর মানসিক লক্ষণে রোগজনিত কষ্টের জন্য ভীতি ও আতঙ্ক থাকতে দেখা যাবে। পূর্বে রোগী ঐ ধরনের কোন কষ্ট পায়নি এবং ঐ ধরনের কষ্ট কেন হচ্ছে সেটাও সে বুঝতে পারে না। এত কষ্ট, এত তীব্র ধরনের ও হঠাৎ দেখা দেওয়া দুর্ভোগ, এরূপ ক্র্যাম্প, এরূপ ছিঁড়ে যাবার মত, এরূপ সংকোচনযুক্ত বেদনায় সে আগে কখন কষ্ট পায়নি। এইরূপ সংকোচন ও সরু হয়ে যাবার মত বোধ ও বেদনা যখন রোগীর হার্টে, তার বুকে অনুভূত হয় তখন তার মনে হয় যেন সে মরে যাচ্ছে, সেইজন্য তখনই সে খুব ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই ভীতির ছাপ তার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়। সে মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়, বেদনার তীব্রতায় তার মনে হয় যে সে এখনই মরে যাবে। তবে ঐরূপ বেদনার সঙ্গে যে ভীতি দেখা দেয় বা আতঙ্ক থাকে তার সঙ্গে **অ্যাকোনাইটের** আতঙ্ক বা উদ্বেগের কোন তুলনাই চলে না, যদিও ঐ ওষুধটিতেও বুকে এবং ঘাড়ে সংকোচন বা কনস্ট্রিকসনের লক্ষণ থাকে। **অ্যাকোনাইটে** যে চোকিং বা দম আট্‌কাভাবের তীব্রতা দেখা দেয় তাতে রোগী খুববেশী ভীত হয়ে পড়ে এবং মনে করে যেন

ঐ দম আটকা ভাবের জন্য সে মরে যাবে। এবং সেইজন্য রোগীর মনে যে উদ্বেগ দেখা দেয় তা খুবই ভীতিকর; ক্যাকটাসে যে উদ্বেগ দেখা যায় তা অ্যাকোনাইটের তুলনায় কম ভীতিকর হয়ে থাকে। ক্যাকটাসের রোগী বেদনায় কাতর হয়ে চিৎকার করে ওঠে; কিন্তু সাধারণত ঐ রোগী চাপা স্বভাবের হয়ে থাকে, সে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বা উত্তর দিতে চায় না। ক্যাকটাসের এই ধরনের লক্ষণ অন্যান্য ওষুধের বিপরীত, কারণ, অন্যান্য ওষুধে বেদনার তীব্রতায় রোগীকে ক্যাকটাসের মত চুপচাপ প্রায় মৌন অবস্থায় থাকতে দেখা যাবে না। ক্যাকটাসের রোগী বিষণ্ণ, উদাসীন বা প্রায় মৌনী অবস্থায় থাকে এবং কান্না দমনে অপারগ থাকতে দেখা যায়। 'মৃত্যুভয়' অর্থাৎ বেদনার তীবতায় রোগী মনে করে যে সে মরে যাবে এবং সেইজন্য সে বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার মনে হয় যে তার রোগটা সারবে না এবং এই অসুখেই তার মৃত্যু হবে। রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এত তীব ও অনিয়মিত হয়ে পড়ে যে তার ফলে শিরা ও ধমনীর রক্ত চলাচল ও অনিয়মিত এবং আক্ষেপযুক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। তার দেহের কোথাও গরম আবার কোথাও শীতল থাকতে দেখা যায়। রোগীর মাথা ও বুকে উত্তাপবোধ হয়। তার দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত চলাচলের গতি বৃদ্ধি পায়। যে সব ওষুধে হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ থাকতে দেখা যায় তাদেয় লক্ষণের মধ্যে তীব ধরনের স্বপ্ন দেখা, ঘুমের মধ্যে মস্তিষ্কে খুববেশী উত্তেজনায় রোগী চমকে জেগে ওঠে এবং তাকে ভীত হয়ে পড়তে দেখা এবং প্রায়ই তার সঙ্গে মূর্চ্ছাভাব বা অচেতন হয়ে পড়ে যেতে দেখা যায়। রোগী যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছে এরূপ স্বপ্ন দেখে অথবা স্বপ্নের মধ্যে খুববেশী উত্তেজনা দেখা দেয়। বিশেষভাবে হৃৎপিণ্ডজনিত উপসর্গের সঙ্গে ঐ ধরনের লক্ষণ ক্যাকটাসে থাকতে দেখা যাবে।

কনজেসসন বা রক্তাধিক্যের জন্য মাথাঘোরা, মুখমণ্ডলে লাল ভাব, ফোলা ভাব, মস্তিষ্কে দপ্ দপ্ করা পালসেশনের মত অনুভূতি প্রভৃতি থাকতে পারে। রোগীর মনে হয় যেন সে পাগল হয়ে যাবে। মাথাঘোরা অবস্থা দৈহিক পরিশ্রমে বেড়ে যেতে দেখা যায়। যে সব ওষুধে হার্ট ও রক্ত চলাচল পদ্ধতিতে নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায় তাদের লক্ষণের মধ্যে মাথাঘোরাটা একটা প্রধান উপসর্গরূপে দেখা যায়। এই ওষুধের মাথাঘোরা অবস্থায় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলে, ঝুঁকে দাঁড়ালে, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে, গভীর ভাবে শ্বাসগ্রহণ করলে যে কোন ধরনের দৈহিক পরিশ্রম বেশী হতে দেখা যাবে। ক্যাকটাসের বেশীর ভাগ উপসর্গ শ্বাসক্রিয়ার অনিয়মে বেশী হয় বা বেড়ে যায়। গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণে এখানে মাথাঘোরা বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগী শ্বাস দমন করলে বা চেপে চেপে শ্বাস নিলে তার মনে হয় যেন তার হৃৎপিণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, কারণ, তখন তার হার্টের গতি খুববেশী বেড়ে যায়। চেপে চেপে শ্বাস নিলে তার দেহের সর্বত্র টিপ্ টিপ করা অনুভূতি বা পালসেশন বেড়ে যেতে দেখা যায়।

মাথাধরায় কনস্ট্রিকসন বা আকুঞ্চন ও চাপবোধ হয়, তীব্র ধরনের চাপবোধ ও সংকোচনের মত অনুভূতির সঙ্গে মাথায় খুববেশী উত্তাপবোধ হয় কারণ, তখন রোগীর মাথায় কনজেসসন বা রক্তাধিক্য ঘটে, রোগীর মাথার তালুতে চাপবোধের জন্য তার মনে হয় যেন তার মাথার তালু ভিতর দিকে বসে বা ঢুকে যাবে, কিন্তু ঐ অবস্থায় আক্রান্ত অংশ জোরে চেপে ধরলে বা চাপ দিয়ে রাখলে রোগী আরামবোধ করে থাকে। মাথার তালুতে ভারীবোধ হয় এবং জোরে চেপে ধরলে সেটা কম থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী মাথায় যে চাপবোধ করে সেটা ভুল হতেও দেখা যায়। মাথায় খুববেশী কনজেসসন হবার জন্য অনেক সময় রোগীর মনে হয় যেন তার মাথার তালু ভিতরদিকে বসে যাবে বা চেপ্টে যাবে যদিও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের তীব্রতার জন্য ভিতর থেকে বাইরের দিকে চাপ সৃষ্টি হয় এবং আমাদের মনে হতে পারে যে ঐরূপ অবস্থায় রোগীর মাথার বাইরে থেকে কোনরূপ বাঁধন বা সাপোর্ট দিলে ভাল হয়, কিন্তু রোগীর সে অবস্থায় মনে হয় যেন তার মাথার তালু ভিতর দিকে চেপে বসে যাচ্ছে। মাথাধরায় অন্যান্য ক্ষেত্রে মনে হয় যেন মাথাটা ভিতর দিক থেকে বাইরের দিকে চাপ দিচ্ছে। মাথায় ভারীবোধ বাইরে থেকে চাপ দিলে বা চেপে ধরে রাখলে আরামবোধ হতে দেখা যাবে কিন্তু কানে কোনরূপ শব্দ, কথা বলা অথবা কড়া বা তীব্র আলোতে মাথার ভারীবোধ ও বেদনা আরও বেড়ে যায়। যে কোন ধরনের শব্দ শুনলেই মাথাধরা বৃদ্ধি পায়, মনে হয় যেন শব্দটা মাথার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। রোগীর মস্তিষ্ক এত বেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে যে কোনরূপ শব্দে যেন কঠিন কোন বস্তুর মত তার মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করে। মাথার ডানদিকে বেদনা, পালসেশন যুক্ত মাথাধরা, মাথায় ভারীবোধ ও পালসেশনের মত টিপ্ টিপ্ করা বেদনা, মাথায় ও তালুতে টান্টান্বোধ, মাথার তালুর একদিক থেকে অপর দিক পর্যন্ত শক্ত করে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে এরূপ অনুভূতি, মাথার তালু যেন মাথার খুলির সঙ্গে খুব শক্ত করে বেঁধে বা আটকে রাখা হয়েছে এবং ক্রমশ তা আরও শক্ত হয়ে উঠছে বলে বোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। এইসব ধরনের লক্ষণের সঙ্গে মাথায় খুববেশী কনজেসসন থাকে ; রোগীর চোখে, মুখমণ্ডলে, মাথার উত্তাপে সেটা বোঝা যায়। সন্ন্যাস রোগের সম্ভাবনা যেখানে মাথায় বা মস্তিষ্কে খুববেশী কনজেসসন থাকায় দেখা দেয়, যেখানে রোগীর মুখমণ্ডলে খুববেশী রক্তোচ্ছ্বাস বা গোলাপী আভা অথবা খুববেশী লালভাব থাকা এবং মাথা ও মস্তিষ্কের সর্বত্র খুববেশী টিপ্ টিপ্ করা বা পালসেশনের অনুভূতি দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে।

এই ওষুধটিতে **বেলেডোনার** মত মাথায় খুববেশী রক্তাধিক্য থাকতে দেখা যায়, কিন্তু **বেলেডোনার** মত দেহে অসম্ভব উত্তাপ, জ্বরের উত্তাপ ক্যাকটাসে থাকে না। ক্যাকটাসে মাঝারি ধরনের জ্বর থাকতে পারে। এখানে যে উত্তাপ দেখা যায় সেটা দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে, কেবল মাথা ও ঘাড়ে দেখা যাবে। ঘাড়ে পূর্ণতাবোধ ও ফোলাভাব থাকতে দেখা যায়। মাথার রক্তের চাপে যেন মাথাটা বড় হয়ে বা প্রসারিত হয়ে

যাবে বলে রোগীর মনে হয় কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেহের উত্তাপ খুব একটা বাড়ে না বা জ্বর হয় না। **বেলেডোনাতে** যখন এইরূপ পালসেশন বোধ থাকে তখন রোগীর দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এবং সারা দেহে খুববেশী জ্বালা, যেন তার সারা দেহ পুড়ে বা ঝলসে যাচ্ছে এরূপ বোধ থাকে। ক্যাকটাসে কিছুটা জ্বালাবোধ থাকলেও **বেলেডোনার** জ্বালাবোধের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। মানসিক চিন্তা বা মানসিক পরিশ্রমে মাথা উত্তপ্ত হয়ে ওঠা ক্যাকটাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। যারা খুববেশী কফি পানে অভ্যস্ত তারা কফি পান করা ছেড়ে দেবার চেষ্টা করলে প্রায়ই ক্যাকটাসে উপকার পাবে।

রোগীর কাছে শক্ত করে কিছু দিয়ে বেঁধে রাখলে যেমন হয় তেমনি একটা দম আটকা ভাব হতে দেখা যায়। তার দেহের ত্বক ও অন্যত্র প্রায় সব জায়গায় একটা টান্ টান্ ভাব এবং সংকীর্ণ হয়ে পড়ার মত অনুভূতি থাকতে দেখা যায়। হার্টে সংকোচন বা সংকীর্ণ হয়ে পড়ার মত বোধের সঙ্গে গলায় দম আট্‌কা বোধ হতে দেখা যায়। হিস্টিরিয়াতে গলার কাছে কিছু আটকে গিয়ে দম আট্‌কে যাওয়ার মত বোধ বা গ্লোবাস হিস্টেরিকাসে রোগীর মনে হয় যেন একটা লাম্প বা বলের মত কিছু যেন নিচু থেকে উঠে এসে গলার কাছে আট্‌কে আছে এবং সেইজন্য রোগী বা রোগিণী বার বার ঢোক গেলে, দম আট্‌কাবোধ করে, ফলে তার বাম বাহুতে খুববেশী অসাড়তা বোধের সঙ্গে তার দেহে ক্র্যাম্প দেখা দেয়।

রোগীর বাম বাহুতে বিশেষভাবে ক্র্যাম্প হতে দেখা যায়। যাদের রিউম্যাটিজম্ অথবা হিস্টিরিয়া আছে তাদের হৃৎপিণ্ডের গোলযোগের সঙ্গে বাম বাহু সম্পূর্ণভাবে অসাড় হয়ে পড়তে পারে। যারা পূর্বে রিউম্যাটিজম-এ ভুগেছে তাদের পক্ষে ক্যাকটাস বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়। রোগীর মুখমণ্ডল প্রথমে রক্তোচ্ছ্বাসের ফলে টকটকে লাল ও পরে নীলাভ হয়ে পড়ে। হার্টের দুর্বলতার জন্য তার মুখমণ্ডল, ঠোঁট প্রভৃতি নীলাভ হয়ে পড়তে দেখা যায়। যে সব রোগীর গলা বা ঘাড়ের কাছে সংকোচন বা চেপে ধরার মত বোধ, মাথায় রক্তাধিক্য, মুখমণ্ডলে নীলাভা ঠোঁটে ফুট ফুট দাগ, বাম বাহু বা হাতে অসাড়তা এবং হার্ট চেপে ধরার মত সংকোচনবোধ থাকে তাদের ক্ষেত্রে ক্যাকটাস প্রয়োগ করা অবশ্য প্রয়োজন। রোগীর বাম বাহু বা বাম হাত অবিশ্বাস্য রকমের দুর্বল অথবা অসাড় থাকতে দেখা যায়, সেখানে সুড় সুড় করা, কোন পোকা হেঁটে যাবার মত অথবা ফরমিকেশন বা কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই ত্বকে বিড়্ বিড়্ করে চুলকানিভাব দেখা দেওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে।

এই ওষুধটিতে বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে রক্তপাত ঘটার লক্ষণও দেখা যায়। তবে সেটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। যে সব ওষুধে এই ধরনের হৃদপিণ্ড ও রক্তবাহী শিরা বা ধমনীর গোলযোগ থাকে তাদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে শিরা বা ধমনীতে কিছুটা শিথিলতা ও সেখান থেকে স্বাভাবিক ভাবেই রক্তপাত ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই ওষুধটিতে দুই ধরনের রক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। হার্ট ও শিরা বা ধমনীর শিথিলতার জন্য

অথবা দেহের যে কোন একটি অংশে তীব্র ধরনের কনজেসসন থেকে রক্তপাত ঘটতে পারে। মাঝারি ধরনের প্লেথোরিক রোগী অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যাদের দেহে রক্তাধিক্য আছে তাদের মাথার দিকে রক্ত চলাচলের গতি অথবা রক্তাধিক্য এত তীব্র হয় যে রোগী নাক টেনেও গলা থেকে রক্ত তুলে ফেলে। বুকের ভিতরে কনজেসসন এত বেশী হয় যে রোগীর কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে এবং এই রূপ রক্ত ওঠার কারণ হিসাবে যক্ষ্মা রোগ নয়, রক্তাধিক্যই মূলত দায়ী। জরায়ুতে কনজেসসনের জন্য রক্তস্রাব, কিডনী ও মূত্রথলিতে রক্তাধিক্য ঘটার ফলে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বেরোনো ; কনজেসসন হবার জন্য দেহের যে কোন স্থান থেকে রক্তপাত হওয়া এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। হৃৎপিণ্ডের গোলযোগের সঙ্গে যেখানে শিরা বা ধমনীতে খুববেশী শিথিলতা দেখা দেয় সেখানেও ঐ শিথিলতার জন্য রক্তপাত ঘটতে দেখা যেতে পারে।

দেহের নানা অংশে, পাকস্থলীতে, অন্ত্রে, কখনো কখনো হাত ও পায়ের দিকে এবং মাথায় পালসেশন বা টিপ্ টিপ্ করা বোধ থাকতে দেখা যেতে পারে। দেহের যে কোন অংশে দপ্ দপ্ করা বা থ্রোবিং দেখা দিতে পারে। বুকের ভিতরে নিচের অংশে যে সব স্থানে ডায়াফ্রাম মাংসপেশী যুক্ত থাকে সেই সব অংশে শক্ত করে চেপে ধরা বা বেঁধে রাখার মত বোধ যেন ক্রমশ বেড়ে যায়। এটি একটি অদ্ভুত লক্ষণ ; এর ফলে রোগীর কোমরের চারদিক ঘিরে আঙ্গুল বা হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখার মত অনুভূতির জন্য রোগী শ্বাস গ্রহণে কষ্টবোধ করে এবং সেইজন্য সে যা হোক একটা কিছু করতে চায়। ক্যাকটাসে অন্ত্রে কনজেসসন সৃষ্টি, জরায়ুতে প্রদাহ, পাকস্থলীতে প্রদাহ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে এবং তার সঙ্গে খুব জোরে আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রাখার মত অনুভূতি থাকতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির সাহায্যে অর্শ সারানো যায় ; পোর্টাল সিস্টেম, রেক্টামের শিরা প্রভৃতিতে শিথিলতার জন্য রক্ত জমে থেকে অর্শ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শিরাগুলিতে এত বেশী শিথিলতা সৃষ্টি হয় যে তার ফলে সেখানে রক্ত জমে গিয়ে টিউমারের মত ফুলে যায় এবং সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত ঘটে, রক্তপাত সহ অর্শ দেখা দেয়। মলদ্বারে সংকোচন ঘটে এবং খুব কষ্টকর কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়, অর্শের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধতায় ক্যাকটাস ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

এই ওষুধটিতে মূত্রথলির পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা, প্রস্রাব আট্কে থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মূত্রথলির নির্গমন পথ বা গলার কাছে সংকোচন বা সরু হয়ে যাওয়া অবস্থার জন্য প্রস্রাব বেরিয়ে আসতে না পেরে দীর্ঘক্ষণ মূত্রথলিতে জমে থাকে এবং রিটেনসন দেখা দেয়। কিডনীতে কনজেসসন হবার ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাব সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে সাপ্রেসন দেখা দিতে পারে। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বেরোয়, জমাট রক্তের ছোট ছোট দলা বা ক্লট বেরোনো, রক্তে দ্রুত জমাট বাঁধা বা ক্লট সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। শিরা বা ধমনীর মধ্যে রক্ত চলাচলের সময় খুব দ্রুত জমাট বেঁধে ক্লট সৃষ্টি করে অনেকক্ষেত্রে শিরা বা ধমনীর মধ্যে পথ আট্কে দিতে পারে, মূত্রথলির মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে প্রস্রাব নির্গমন-পথ বন্ধ করে

দিতে পারে। অনেকক্ষেত্রে ভ্যাজাইনার ভিতরে রক্তপাত হয়ে তা জমাট বেঁধে সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্লট বের করে দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ক্লট সামনে অবস্থিত মূত্রথলিতে চাপ সৃষ্টি করার ফলে রোগিণীর পক্ষে প্রস্রাব ত্যাগ করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়তে দেখা যায়। কারণ সেখানে শক্ত ভাবে যেন গোঁজের মত কিছু আটকানো আছে এই রূপ বোধ হয়।

ওভারিতে এবং জরায়ুতে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় জরায়ুতে বেশী কনজেসসন হলে সেখানে খুব জোরে আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রাখার মত যন্ত্রণায় যখন কোন স্বাস্থ্যবতী, প্লেথোরিক ধরনের যুবতীকে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে দেখা যায় তখন এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। ঋতুস্রাব শুরু হবার পূর্বে অথবা ঠিক শুরু হবার মুখে জরায়ুতে খুববেশী সংকোচনযুক্ত আক্ষেপ বা স্প্যাজম হতে দেখা যায়। জরায়ুর সার্কুলার ফাইবারে তীব্র ধরনের ক্র্যাম্প বা স্প্যাজম হবার জন্য রোগিণীর সঠিক ভাবেই মনে হয় যেন তার জরায়ুকে কাপড় বা টেপ দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। জরায়ুতে রক্তে দলা বা ক্লট ভর্তি হয়ে থাকে এবং সেগুলি বের করে দেবার জন্য জরায়ুতে যে স্প্যাজম বা সংকোচন হয় সেটাতে প্রসব বেদনার মত তীব্র বেদনায় রোগিণী চিৎকার করতে থাকে, জমাট বাঁধা রক্তের দলাগুলি বেরিয়ে গেলে তবেই স্প্যাজম কমে যায় এবং সে আরামবোধ করে। রিউম্যাটিজমের ধাতুগ্রস্ত মহিলাদের এরূপ অবস্থা দেখা গেলে বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে কম-বেশী বেদনা থাকলে এবং অন্যান্য অংশে সংকোচন ও জোরে আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রাখা বা ক্লাচিং এর মত বোধ হতে দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে ক্যাকটাসই নির্দিষ্ট ওষুধ। বেদনার তীব্রতায় রোগিণী এত জোরে চিৎকার করে যে সেটা তার প্রতিবেশীরাও শুনতে পায়; এই ধরনের বেদনার সঙ্গে দম আটকা ভাব বা শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় কারণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জরায়ুতে সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে হার্টেও সংকোচন ও ক্লাচিং এর অনুভূতি থাকতে দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের গোলযোগে রোগীর মনে হয় যেন সে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। বুকের ভিতরে সংকোচন, যেন তার বুকে খুব ভারী একটা বোঝা চাপানো আছে এবং সেই বোঝাটার চাপে তার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাবে, বুকে সংকোচনের এবং কনজেসসনের তীব্রতার জন্য এরূপ হতে দেখা যাবে। হঠাৎ দেহের কোন অংশে কনজেসসন দেখা দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে কোন প্রদাহ থাকে না। বুকের ভিতরে তীব্র ধরনের রক্তোচ্ছ্বাস ঘটায় রোগীর ভয়াবহ শ্বাসকষ্ট ও হার্টে সংকোচন দেখা দেয় কিন্তু তার সঙ্গে কোন প্রদাহ থাকে না। অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে ফুসফুসে প্রদাহ, নিউমোনিয়া, কনজেসসন হয়ে পরিণতিতে প্রদাহ হওয়া এবং কাশির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে রক্ত ওঠা বা রক্ত জড়ানো শ্লেষ্মা বেরোতে দেখা যায়। স্বভাবিক কোন কারণে ফুসফুস কনজেসসন হওয়াও ক্যাকটাসে দেখা যেতে পারে। সেই অবস্থায় রোগী বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না, তাকে বিছানায় উঠে বসে থাকতে বাধ্য হতে হয়, তার দুটি ফুসফুসের নিচের অংশেই নিরেটভাব বা 'ডালনেস' ক্রমশ বেড়ে যায় কারণ সেখানে

প্রদাহজনিত রসক্ষরণ হয়ে এসে জমতে থাকে। রোগীর ফুসফুসে এই ধরনের কনজেসসন হবার কারণ তার হৃৎপিণ্ডে দুর্বলতা, ব্রাইট্স ডিজিজে আক্রান্ত হবার শেষদিকে অথবা হার্টের গোলযোগে রুগ্ণ ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধদের এইরূপ কনজেসসন হলে ক্যাকটাসে তা দূর করা যায় বা রোগীকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়। ঐ অবস্থায় রোগী কেবলমাত্র চিৎ হয়ে শুলে অথবা কাঁধ দুটি উঁচু করে রাখলে তবেই শ্বাস নিতে পারে। রোগী ঐরূপ অবস্থায় মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্টে মূর্চ্ছা যায় বা অচেতন হয়ে পড়ে এবং শীতল ঘাম দেখা দেয়।

রোগীর মনে হয় যেন তার হৃৎপিণ্ড খুব জোরে চেপে ধরা বা হাত দিয়ে মোচড়ানো হচ্ছে, হার্টে বাতজনিত উপসর্গে মনে হয় যেন দীর্ঘ সময় ধরে লৌহ মুষ্টিতে হৃৎপিণ্ডটি চেপে ধরে রাখা হয়েছে। হার্টের অঞ্চলে বেদনা, চাপবোধ বাম বগল হয়ে পিঠের দিকে ছড়িয়ে পড়ে; এই বেদনা বাম হাতের দিকে নেমে আসে এবং তার সঙ্গে অসাড় ভাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্ফীতি থাকতে দেখা যায়। হার্টে নিরেট ও ভারীবোধের মত বেদনা ঐ অঞ্চলে চাপ দিলে বা চাপ পড়লে বেড়ে যায়। হার্টের সংকোচনের মত বেদনা পেটের বাম দিকে নেমে যেতেও দেখা যেতে পারে। কোন কোন সময় রোগীর মনে হয় যেন কেউ তার হৃৎপিণ্ড খুব জোরে চেপে ধরে রেখেছে। মাঝে মাঝে হার্টের ঐরূপ বেদনার একটা দমক বা প্যারক্সিজম দেখা দেয়; হার্টে কোন ধরনের তরুণ বা পুরাতন প্রদাহ, সারাদিনরাত প্যালপিটেশন, হাঁটাচলা করা অথবা বামদিকে চেপে শুয়ে থাকলে বুক ধক্ ধক্ করা প্রভৃতি দেখা যায়।

এই ওষুধটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বুকের বিভিন্ন উপসর্গ প্রায়ই দিন অথবা রাত ১১টায় দেখা দেয় বা বেড়ে যায়। সবিরাম জ্বর ও মাথায় কনজেসসনের সঙ্গে ১১টা নাগাদ খুব শীতভাব দেখা দেয় এবং শীতাবস্থা বা জ্বরের আবির্ভাব প্রতিদিন নির্দিষ্টভাবে বেলা ১১টা অথবা রাত ১১টায় অথবা প্রতিদিন বেলা ১১টায় দেখা দিতে দেখা যেতে পারে। কনজেসসন যুক্ত সবিরাম জ্বরে যখন দেহের যে কোন অংশে রক্তাধিক্য, বিশেষত মাথায় রক্তাধিক্য এবং সেই সঙ্গে সংকীর্ণ হয়ে পড়া ও সংকোচনের মত ঘটার বোধ থেকে তখন সেই অবস্থা এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো যেতে পারে।

ক্যাডমিয়াম সালফিউরিকাম
(Cadmium Sulphuricum)

ক্যাডমিয়াম সালফ আংশিকভাবে পরীক্ষিত, সেইজন্য এটির বিষয়ে খুব বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। যখন কোন ওষুধের ক্রিয়া মানুষের দেহের ও মনের প্রতিটি উপাদানের উপরে ছাপ বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তখনই বলা যায় যে ওষুধটি ভালভাবে পরীক্ষিত; মানুষের স্মৃতিশক্তি, তার বুদ্ধিবৃত্তি, দেহের প্রতিটি অর্গ্যান বা যন্ত্র ও তার ক্রিয়া অর্থাৎ কোন সুস্থ ব্যক্তি কোন একটি ওষুধ গ্রহণ করার পরে তার

শারীরিক ও মানসিক দিকে যে প্রতিক্রিয়া বা পরিবর্তন সৃষ্টি হয় সেগুলি সম্পূর্ণভাবে না জানা গেলে সেই ওষুধটি যে সঠিকভাবে পরীক্ষিত তা বলা চলে না।

কাজের প্রতি বিরূপতা, যে কোন কাজেই ভয়, দৈহিক ও মানসিক ভাবেই কাজের প্রতি এই বিরূপতা বা অনীহা থাকতে দেখা যায়। 'উদ্বেগ' লক্ষণটি কোনরূপ দৈহিক বা আঙ্গিক পরিবর্তনের বদলে সেটাকে সারিয়ে তোলার মাধ্যমেই বিশেষভাবে বোঝা যেতে পারে। কাজেই এই উদ্বেগ লক্ষণটিকে **আর্সেনিকামের** মত একই শ্রেণীভুক্ত করা চলে, ওষুধটির অবসাদ লক্ষণটিও **আর্সেনিকামের** মত হতে দেখা যায়; তা ছাড়া ওষুধটিতে খুববেশী দুর্বলতা দেখা যায় সেটা অনেকটাই **আর্সেনিকের** মত। দেহের বিভিন্ন যন্ত্রাদি, বিশেষত পাকস্থলীর উপরে এই ওষুধটির ক্রিয়াও অনেকটাই **আর্সেনিকের** মত হতে দেখা যায়; পাকস্থলীতে খুববেশী অবসাদ, উত্তেজক অবস্থা ও বমি হওয়া লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। পীত-জ্বর অথবা অনুরূপ কোন খারাপ ধরনের জ্বরে পাকস্থলী যেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে ও তখন যে ধরনের বমি হয় এই ওষুধটিতে আমরা সেই ধরনের কালচে রঙের বমি হতে দেখি যার সঙ্গে **আর্সেনিকের** অনেকটাই সাদৃশ্য আছে। কিন্তু **আর্সেনিকের** সঙ্গে এই ওষুধের প্রধান পার্থক্য এই যে এখানে যে কোন উপসর্গের সঙ্গে রোগী চুপচাপ শান্তভাবে শুয়ে থাকতে চায় এবং আলস্য ও নড়াচড়া করতে না চাওয়াই তার কারণ। নড়াচড়া করলে রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পায় বলে যে কোন কাজ করা ও নড়াচড়া করার প্রতি রোগীর বিরূপতা ও ভয় থাকে। নড়াচড়া করতে গেলে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণটি **ব্রায়োনিয়ার** মত হতে দেখা যায়। কাজেই এই ওষুধটিতে আমরা **আর্সেনিকের** মত অবসাদ এবং **ব্রায়োনিয়ার** মত নড়াচড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি দেখতে পাব।

এই ওষুধটিতে আমরা স্প্যাজম বা আক্ষেপ এবং স্নায়বিক উপসর্গ দেখতে পাব। মাংসপেশীতে ওষুধটির ক্রিয়া **জিঙ্কামের** মত। ওষুধটির অশোধিত বা ক্রুড অবস্থার সঙ্গে বা দস্তা মেশালে এই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। হেরিঙ সাহেব এই ওষুধ দুটিকে একত্রিত করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক দেখতে পেয়ে স্বর্ণের বিশেষ ধরনের কম্পাউণ্ডের সাহায্যে **টেলুরিয়াম** ওষুধটি সৃষ্টি করে সেটা বোঝাতে চেয়েছেন। এটা সত্যি হতে পারে যে ঐরূপভাবে বস্তুগুলি মিশিয়ে নিলে তাদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকবে, কিন্তু সেটা কেবলমাত্র একপেশে চিন্তা, কারণ প্রতিটি বস্তুকে তার নিজস্ব গুণাগুণ অনুযায়ী বিচার করা উচিত। প্রুভিং বা ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় কোনরূপ কাল্পনিক ভাবনা-চিন্তার আশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। প্রতিটি ওষুধকে তার নিজস্ব লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে, এবং সে ক্ষেত্রে তার কোন বিকল্প নেই। যদি কোন ওষুধে কাজ না হয় তা হলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আবার নতুন করে রোগীকে পরীক্ষা করে, ভাল করে খোঁজ-খবর করে নতুন কোন লক্ষণ পেলে সেই লক্ষণ অনুযায়ী অপর একটি ওষুধ প্রয়োগ করতে পারেন।

ঘরের মধ্যে থাকলে মাথা ঘোরে, বিছানাটা যেন মাকুর মত ঘুরছে বলে বোধ হতে থাকে। মাথার উপসর্গ, উদ্বেগ এবং মাথাঘোরা প্রভৃতি খারাপ ধরনের গ্যাস্ট্রো-এণ্টেরাইটিস, বিরামহীন জ্বর প্রভৃতি বদ্ধমূল ভাবে দেখা দেয়, ধীরে ধীরে এবং শিথিলভাবে প্রকাশ পায় এমন পীড়ার সঙ্গে থাকতে দেখা যায়; পীত জ্বরের সঙ্গে খুববেশী অবসাদ, রক্তবমি ও কালচে রঙের বমি হতে দেখা যায়। মাথায় ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত বেদনা এবং মাথার দুই পাশে টেম্পল অংশে টিপ্ টিপ্ করা ব্যথা থাকতে পারে। মাথাধরায় এই ওষুধটি খুববেশী ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু খারাপ ধরনের জ্বরের সঙ্গে মাথাধরা ও সেই সঙ্গে মাথায় খুববেশী রক্তোচ্ছ্বাস, মাথায় ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত বেদনা প্রভৃতি পীত-জ্বরের সঙ্গে যেমন দেখা যায় তেমনি অবস্থায় ওষুধটির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

এই ওষুধটিতে চোখের নানা ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। স্থানিকভাবে চোখের কোন অংশের প্রদাহ, কনজাংক্টিভাইটিসের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী রসস্রাব, পিচুটি পড়া, ক্রনিক কনজাংক্টিভাইটিস প্রতি বার আবহাওয়ার পরিবর্তনে ঠাণ্ডা লেগে চোখের পুরানো ক্ষত পুনরায় দেখা দেয়, কনজাংক্টাইভা পুরু হয়ে ওঠে। স্ক্রফুলাজনিত চোখের ক্ষত, ক্ষত হয়ে চোখের আক্রান্ত স্থানে দাগ থেকে যাওয়া; পুরানো ক্ষতের শুকিয়ে যাওয়া স্থানে নতুন করে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে আবার শুকিয়েও যায়। চোখের নানা ধরনের পুরানো গোলযোগ, চোখে অল্পস্বল্প প্রদাহ সহ অস্বচ্ছতা, চোখের উপরের অংশে চাপবোধ, চোখের পাতার পক্ষাঘাত, টোসিস, প্রভৃতিতে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। সাধারণত এই ওষুধটিতে মুখমণ্ডলের একটি পাশ, একটি চোখ আক্রান্ত হতে দেখা যায়। **কস্টিকামের** মত এই ওষুধটিতে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, দেহের যে কোন একটি অংশ অথবা দেহের যে কোন এক দিকে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। সন্ন্যাস রোগের আক্রমণের পরে রোগী যখন ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে কিন্তু একটি হাত অথবা একটি পায়ে দুর্বলতা থেকে যায় সে ক্ষেত্রে এই ওষুধটির পরে **ফসফরাস** প্রয়োগে রোগীকে সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তোলা যাবে।

দেহের এখানে-সেখানে অনুভূতির পরিবর্তন, ত্বকে এবং গভীর টিসুতে কোন রূপ উদ্ভেদ ছাড়াই সুড় সুড় করে চুলকানো বা ফরমিকেশন, ত্বক বা দেহের কোন অংশে "ঘুমিয়ে থাকার মত" অথবা হাত-পায়ের দিকের ত্বক অথবা মাংসপেশীর গভীরে পিঁপড়ে হাঁটার মত অনুভূতি, অধিক অনুভূতি প্রবলতা বা হাইপারসৃথেসিয়া, অনুভূতি লোপ বা এনিসথেসিয়া, দেহের কোন অংশে অসাড়বোধ, নাক, একটি হাত, অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট অঙ্গে অসাড়তা, প্রভৃতি লক্ষণে এই ওষুধটির সঙ্গে **কস্টিকামের** সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অংশে বেদনা, সুড় সুড় করা অথবা কোন ছোট পোকা হেঁটে যাবার মত অনুভূতি থাকতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী নাকের সর্দি থেকে শেষ পর্যন্ত নাকের হাড়ে কেরিজ বা ক্ষয় হয়ে

বিনষ্ট হতে দেখা যেতে পারে। নাকে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, নাকের হাড়ে বেদনা, খুব হাঁচি, কোরাইজা বা নাক থেকে সর্দি ঝরা, নাকে ফোড়া, অ্যাবসেস প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

মুখের স্বাদে গোলযোগ থাকতে বা ঘটতে দেখা যায়। খারাপ ধরনের বিরামহীন জ্বরের সঙ্গে মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া, দাঁতে সর্ডিস বা ছাতা পড়া, জিহ্বায় কালচে ছোপ পড়া, জিহ্বা থেকে রক্তপাত হওয়া, মুখ শুকনো থাকা প্রভৃতি টাইফাস, টাইফয়েড, পীত-জ্বর প্রভৃতির মত উপসর্গ দেখা দিতে পারে। জিহ্বায় শিথিলতা থাকে এবং জিহ্বা নাড়তে কষ্ট হয়, গিলতে গেলেও কষ্ট হয়ে থাকে। গলার মাংসপেশী আক্রান্ত হবার ফলে ডিসফেগিয়া বা ঢোক গেলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ইসোফেগাসে সংকোচনও দেখা দিতে পারে। খুববেশী তীব্র ধরনের পিপাসা থাকে। ঠাণ্ডা জলের জন্য আকাঙ্ক্ষায় সে ঠাণ্ডা জল যখনই পান করে তখনই তার গায়ে কাঁটা দেয়, অর্থাৎ ত্বকের মাংসপেশীতে সংকোচন সৃষ্টি হয়ে ত্বকের লোম উঁচু হয়ে ওঠে। এরূপ লক্ষণ **ক্যাপসিকামেও** দেখা যায়।

এই ওষুধটির পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গ ও লক্ষণগুলিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাকস্থলী তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না, ফলে হজমশক্তি একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। রোগী যা খায় তাই টক হয়ে যায়। তরল ও খুব সহজ পাচ্য খাদ্যও হজম না হয়ে টক হয়ে বেরিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে রক্ত ও পিত্ত মিশে থাকে; টক ঢেকুর ওঠে, সঙ্গে খুববেশী অবসাদ থাকতে দেখা যায়। খুব কষ্টকর গা-বমি ভাব বা নসিয়া দেখা দেয়। **ইপিকাক, অ্যান্টিমটার্ট** এবং **আর্সেনিকের** মত গলা থেকে পেট পর্যন্ত গা-বমিভাব থাকতে দেখা যায়। শীতল ঘাম, হলদেটে-সবুজ শ্লেষ্মা মেশানো বমি হওয়া, ঠোঁটে হাত ছোঁয়ালেই গা বমিভাব দেখা দেওয়া প্রভৃতি ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে যে সব লক্ষণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সেগুলি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে গ্যাস্ট্রাইটিসেই ঐ ধরনের লক্ষণ থাকে, বিশেষভাবে সহজপাচ্য খাদ্যও বমি হয়ে যাওয়া লক্ষণটি। দীর্ঘস্থায়ী কোন রোগ ভোগের পরে পাকস্থলীতে উত্তেজনা, সেরিব্রো-স্পাইন্যাল ফিভার, টাইফয়েড, পীত-জ্বর প্রভৃতিতে ভোগার পরে পাকস্থলীতে উত্তেজনা ও নানা ধরনের গোলযোগ দেখা দিতে পারে। পাকস্থলীর কাজ বন্ধ হয়ে যায়, কোনরূপ হজমশক্তিই থাকে না এবং রোগী যা কিছু খায় তাই বমি হয়ে যায়। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পরে রোগী ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে থাকলেও তার পাকস্থলী খুব উত্তেজক অবস্থায় থাকে, কিছুই তার সহ্য হয় না, যা কিছু খায় তাই বমি হয়ে যায়। রোগী চুপচাপ শান্ত ভাবে থাকতে চায়। আর্সেনিকের অবসাদ ও পাকস্থলীর উত্তেজক অবস্থা জ্বরের সূত্রপাতের সময় থেকেই দেখা দেয়, সেই সঙ্গে খুব উত্তাপ ও অস্থিরতা থাকে। কিন্তু এই ওষুধটিতে ঐসব উপসর্গ জ্বর আরম্ভ হবার অনেক পরে দেখা দেয় এবং রোগীর উদ্বেগের সঙ্গে চুপচাপ শান্তভাবে থাকার ইচ্ছা দেখা যায়। **আর্সেনিকেও** উদ্বেগ থাকে এবং রোগী অস্থির ভাবে এক বিছানা থেকে অপর

বিছানায়, এক চেয়ার থেকে অপর চেয়ারে নড়াচড়া করে। এই ওষুধের রোগী কারোও সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায় না, একাকী শান্তিতে থাকতে চায় এবং এই রূপ অবস্থা জ্বরাবস্থার শেষদিকে দেখা যায়। এই ধরনের বেশীর ভাগ রোগীই মারা যায়, কারণ তারা কিছুই খেতে পারে না, কিন্তু সময় মত ওষুধটি প্রয়োগ করলে তাদের বাঁচানো যেতে পারে। কোন ক্যান্সারের রোগীর খুব জ্বালা, অবসাদ, বমি হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ ক্যাডমিয়াম সালফ প্রয়োগে বেশ কয়েক সপ্তাহ কমিয়ে রেখে রোগীকে আরাম দেওয়া যায়। যেসব রোগীর বেদনা কোন বেদনানাশক ওষুধের সাহায্যে কমিয়ে রাখা হয়েছে যদি দেখা যায়, যে তাদের পেটে কিছুই সহ্য হয় না, যা কিছু খায় তাই বমি হয়ে উঠে আসে তা হলে এই ওষুধটি সে অবস্থায় রোগীকে আরাম দেবে। ক্যান্সারজনিত পাকস্থলীর উত্তেজক অবস্থায় এই ওষুধটি খুব ভাল কাজ দেয়; প্যালিয়েটিভ হিসাবে কাজ করে, বমি যদি কফির মত দেখায় তা হলে ওষুধটি বিশেষ-ভাবে কার্যকরী হবে।

পাকস্থলীতে জ্বালা ও কেটে যাবার মত বেদনা; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অথবা পুরানো মদ্যপায়ীদের যে ধরনের পাকস্থলীর লক্ষণ দেখা যায়, পাকস্থলীর জ্বালা ইসোফেগাস পর্যন্ত ছড়িয়ে যাওয়া, তরল খাদ্য বা পানীয়-এ পেট থেকে গলা ও মুখ পর্যন্ত জ্বালা করে; টক, অম্ল জলের মত মুখে উঠে আসে। পাকস্থলীতে শীতল-বোধ, পাকস্থলীতে উত্তেজনাসহ শিশু কলেরা প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যেতে পারে।

বমির সঙ্গে পেটে ব্যথা, পেটে ছুরি দিয়ে কেটে নেবার মত বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে এই ওষুধটিকে লিভার, প্লীহা, পাকস্থলী এবং পেটের অন্যান্য যন্ত্রাদির উপর গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়। গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এবং সর্ব ক্ষেত্রে এটি বিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে ফলপ্রদ একটা প্রধান ওষুধ বলে বিবেচিত হয়।

জ্বরের পুনরাক্রমণ বা রিল্যাপ্সের কঙ্গে বমি হওয়া, ডায়রিয়া, খুববেশী অবসাদ প্রভৃতি দেখা যায়। কোন পীতজ্বরের রোগীর প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে তখন অল্প শীতল হাওয়ার একটি ঝাপ্টায় রোগীর হঠাৎ খুববেশী অবসাদ ও কালো বমি হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। এইরূপ অবস্থায় এই ওষুধটিকে কার্বোভেজের সঙ্গে ফলপ্রসূ ওষুধ হিসাবে তুলনা করা চলে।

ক্যালাডিয়াম
(Caladium)

ক্যালোডিয়াম একটি আশ্চর্যজনক ওষুধ; এই ওষুধটি পড়ে তাকে বোঝা বা জানার চেষ্টা হয়ত অনেকেই করেছে, কিন্তু ওষুধটিকে বোঝা বেশ কষ্টকর; কারণ, এই ওষুধটি প্রুভিংয়ের সময় যাদের উপর এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল সেই প্রুভাররাও বুঝতে পারেনি কিভাবে ওষুধটির প্রতিক্রিয়া বা প্রকাশিত লক্ষণগুলি

কিভাবে বর্ণনা করা যায়; তাদের বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি হতে দেখা গেছে যা খুবই বিস্ময়কর, তাদের পক্ষে মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করাও সম্ভব হয়নি।

কোন মানুষ হয়ত সারাদিন ধরে যা ঘটছে বলে মনে হয় সেই বিষয়টি নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করে কিন্তু হয়ত ঐরূপ কিছু আদৌ ঘটেনি, অথবা ঘটেছে কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। সে বার বার বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে থাকলেও নিশ্চিত হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হয়ত বেরিয়ে গিয়ে নিজের হাতে পরীক্ষা করে বা নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারে যে ঘটনাটা সত্যি; কিন্তু সে যখন ফিরে এসে সেই বিষয়টি পুনরায় চিন্তা করতে থাকে তখন তার মনে আবার ঘটনাটা সত্যি কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই ধরনের অবস্থাকে, রোগী ভুলোমনা, সে কিছুই মনে রাখতে পারে না, প্রভৃতি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এইরূপ নানা ধরনের মানসিক অবস্থা, স্মৃতিশক্তি লোপ, মনের ভাবের অস্পষ্টতা, জড়বুদ্ধি ও উন্মত্ততার সীমার কাছাকাছি লক্ষণে ক্যালাডিয়াম প্রযোজ্য। রোগীর যে সব কাজ করবার ছিল সেগুলির বিষয়ে সে হয়ত সারাদিন ধরে ভেবেছে কিন্তু সেগুলি করতে সে ভুলে যায়; তার মনের জায়গায় জায়গায় যেন ফাঁক থেকে যায়, সে সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক থাকে। কোন তরুণ বা অ্যাকিউট পীড়ার সঙ্গে অচেতনতা থাকলে এইরূপ মানসিক অবস্থা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। রোগীর মাথায় বেশ কিছুটা রক্তাধিক্য ও উত্তেজনা থাকতে দেখা গেলেও মানসিক অবসাদ ও দুর্বলতাটাই প্রধান। সে মানসিক ভাবে খুবই দুর্বল থাকে বলে কোনরূপ বুদ্ধির কাজ, চিন্তা-ভাবনার কাজই সে করতে পারে না, কোন বিষয়ে সে যত বেশী ভাবনা-চিন্তা করে সেই বিষয়টা ততই তার মন থেকে যেন দূরে চলে যায়, কোন বিষয়েই সে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না। এই ধরনের মানসিক অবস্থা ও লক্ষণের কথা বুদ্ধিগাহ্য ভাবে প্রুভারদের পক্ষে বর্ণনা করা যে সম্ভব নয় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রুভারকে ভালভাবে দেখেশুনে, পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন অবস্থা ও লক্ষণের মধ্যে থেকে মূল সূত্রগুলিকে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

রোগী ভাবুক ও অন্যমনস্ক প্রকৃতির হয়ে থাকে। অ্যাকিউট অবস্থায় ডিলিরিয়াম, মানসিক উত্তেজনা, অচেতন হয়ে পড়া, হতবুদ্ধি বা নির্বোধভাব প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। রোগীর জ্বরাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে এইরূপ মানসিক অবস্থা দেখা যেতে পারে। কনর্টিনিউড বা বিরামহীন জ্বরে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়।

কোন ওষুধের মানসিক লক্ষণগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করবার পরে হিস্টিরিয়া, বিভিন্ন ধরনের জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম অথবা উন্মত্ততা প্রভৃতি উপসর্গে ওষুধটি ব্যবহার করা হবে কিনা সে বিষয়ে মনস্থির করা প্রয়োজন এবং সেটা জানতে বা বুঝতে গিয়ে প্রুভারদের বর্ণনা অনুযায়ী এই ওষুধটির কাজের ক্ষেত্রের ব্যাপকতাটা

জানা যায়। আমরা যদি **বেলেডোনা** অথবা **ব্রায়োনিয়ার** ডিলিরিয়াম সম্বন্ধে জানতে চাই এবং কোন্ অবস্থায় ঐ ওষুধ কার্যকরী হবে সেটা বুঝতে চাই তা হলে ঐ ওষুধটি জ্বরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া বা অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে সেটা জানা দরকার, তা হলেই জ্বরের সঙ্গে কি ধরনের ডিলিরিয়াম ঐ ওষুধে সৃষ্টি হতে পারে সেটাও জানা যাবে। **বেলেডোনাতে** আমরা দেখতে পাই যে সেখানে কোনরূপ বিরামহীন জ্বর দেখা দেয় না, কাজেই ওষুধটির নিজস্ব প্রকৃতিগত লক্ষণ অনুযায়ী তা ব্যবহার করতে হবে। অনেক বইয়ে বলা হয়েছে যে টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে অ্যাকিউট অবস্থায় ডিলিরিয়ামে **বেলেডোনা** প্রয়োগ করতে হয় কিন্তু সেটা ঠিক না ; বরং **ব্রায়োনিয়া** অনুরূপ অবস্থার ডিলিরিয়ামে কার্যকরী হয়ে থাকে কারণ ব্রায়োনিয়াতে ঐ ধরনের অবস্থা বা লক্ষণ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে, **ব্রায়োনিয়াতে** কন্‌টিনিউড বা বিরামহীন জ্বর ও সেই সঙ্গে ডিলিরিয়াম হতে দেখা যায়। **বেলেডোনায়** সবিরাম ধরনের, বিশেষভাবে রেমিটেণ্ট ধরনের জ্বর সৃষ্টি হতে দেখা যায় কাজেই **বেলেডোনার** অ্যাকিউট ডিলিরিয়াম সর্বদাই রেমিটেণ্ট জ্বরের ডিলিরিয়ামের মত হবে।

এই ওষুধটি পর্যালোচনা করলে এখানে কনটিনিউড ধরনের জ্বর সৃষ্টি হতে দেখা যায় ; জ্বর সৃষ্টি হওয়া ওষুধটিতে বিশেষ দেখা না গেলেও যদি দেখা যায় সেটা বিরামহীন ধরনের হয়ে থাকে ; জ্বরের সঙ্গে কোমা হতচেতন অবস্থা, ডিলিরিয়ামে বিড় বিড় করে অযৌক্তিক কথা বলে চলা, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি দেখা যায়। যে সব খারাপ ধরনের টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে বিড় বিড় করে ভুল বকা, খারাপ ধরনের অর্ধ-অচেতন অবস্থা, কোমা ও হতচেতন অবস্থা, **ফসফোরিক অ্যাসিডের** মত মনের বিহ্বলতা প্রভৃতি দেখা যায় সেই সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটির প্রয়োজন হতে পারে।

অতিরিক্ত যৌন অত্যাচার অথবা তামাক সেবনের কুফলে দৈহিক ও মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি কমে গেলে অথবা তারা ভুলোমনা প্রভৃতির হলে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে। যে সব ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে যৌন অত্যাচার করার ফলে বিবাহের পরে স্বাভাবিক যৌন-মিলনে অসমর্থ হয় তাদের পক্ষে ওষুধটি ফলপ্রসূ হবে। ঐ রোগীর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি খুববেশী আকর্ষণ থাকে কিন্তু যৌন-মিলনের সামর্থ্য থাকে না। রোগী লম্পট বা কামুক প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই সব ব্যক্তি যখন কোন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পথে যাতায়াত করা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যৌন ক্ষুধা মেটাবার কথা ভাবে তখন তাদের বীর্যপাত ঘটে। এইরূপ অবস্থা **পিকরিক অ্যাসিড** এবং **সেলিনিয়ামেও** দেখা যায়। ঐসব লোক নিজেরা যদি ভাল হতে চায় ভালভাবে বাঁচার আগ্রহ জাগে তবেই তাদের সারিয়ে তোলা সম্ভব, তা না হলে কিছুতেই তাদের সুস্থ করে তোলা যায় না, কারণ ওষুধটির সঠিকভাবে কার্যকরী হতে গেলে রোগীর সুস্থ হবার ইচ্ছাটাও থাকা প্রয়োজন।

রোগী খুববেশী নার্ভাস প্রকৃতির হয়ে থাকে ; নিজের ছায়াকেও যেন সে ভয়

করে ; নানারূপ কুরুচিপূর্ণ চিন্তায় সে সারা রাত জেগে থাকে, ঘুমোতে গেলেই ভবিষ্যতের কোন বিপদের চিন্তায় সে ভীত হয়ে পড়ে, বিপদের আশঙ্কা করে। যেন কোন রোগে সে আক্রান্ত হয়ে পড়বে এরূপ চিন্তার সঙ্গে তার বিপরীত অবস্থাও পর্যায়ক্রমে দেখা দিতে পারে। কোন কোন সময় দেখা যাবে যে রোগী কোন বিপদের কথা ভাবতে না পেরে, কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা না করেই বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বোকার মত সাহস দেখায়। রোগীর এইসব বিভিন্ন ধরনের মানসিক লক্ষণকে আমরা মানসিক উত্তেজনা-জনিত অবস্থা বলে এক কথায় বর্ণনা করতে পারি।

রোগী চোখ বন্ধ করলেই তার মাথাঘোরা দেখা দেয়। সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়াতে বা চলাফেরা করতে পারে না, তবে এই লক্ষণে লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়ার সঙ্গে এই ওষুধটির কার্যকরী সম্পর্ক থাকতে দেখা যায় না। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলেই রোগীর চারধারে দুলুনি, হতবুদ্ধিভাবের সঙ্গে মাথাঘোরা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। সকালের দিকে পাকস্থলীর উপরিভাগে সূচ ফোটানোর মত বেদনার সঙ্গে মাথাঘোরা ও গা-গুলোনোভাব দেখা দিতে পারে।

পাঠ্যপুস্তকে এই ওষুধটির সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় এবং তার অধিকাংশই অস্পষ্ট কিন্তু ওষুধটির মানসিক লক্ষণগুলিই প্রধান ও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার যোগ্য।

রোগীর সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। সে খুব ভীত থাকে, দরজা বন্ধ করার শব্দে, এমনকি খবরের কাগজের খড়্ খড়্ শব্দেও চম্‌কে ওঠে ; সামান্য গোলমাল হলেও সে ঘুমোতে পারে না, যে কোন কাজ তাড়াহুড়ো করতে চায়, স্নায়বিক উত্তেজনা দেখা দেয়।

সাধারণভাবে উষ্ণতায়, উষ্ণ ঘরে থাকলে রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি এবং খোলা শীতল হাওয়ায় কম থাকতে দেখা যায়, তবুও রোগী উষ্ণ পানীয় পছন্দ করে, বিশেষ তৃষ্ণা না থাকলেও বাঁয়ার খাবার ইচ্ছা জাগে ; খিদে না পেলেও সে খাদ্য গ্রহণ করে, পিপাসার্ত না হলেও পান করে। স্নায়ুজনিত অদ্ভুত সব কাজের জন্য এই ওষুধটির সঙ্গে নিউরাসথেনিয়া বা স্নায়বিক দৌর্বল্য ও হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদের সম্পর্ক থাকতে দেখা যায়।

ত্বকে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা থাকে, ছোট ছোট পোকা হেঁটে বেড়াবার মত ত্বকে সুড়সুড় করার মত বোধ হয় ; মাকড়শার জালের মত কিছু যেন ত্বকে রয়েছে বলে মনে হতে দেখা যায়, মুখমণ্ডলে মাছির মত কিছু যেন হেঁটে যাচ্ছে বলেও বোধ হতে পারে। রোগীর ঘামে মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে রোগী যখন কোন ঘরে থাকার সময় ঘামতে থাকে তখন নানা ধরনের কীটপতঙ্গ তার দেহের কাছা-কাছি উড়ে বেড়াতে দেখা যেতে পারে, কারণ তার ঘামের মিষ্টি গন্ধ এসব কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে।

তামাকের বিষক্রিয়ায় হার্টের গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। অতিরিক্ত

তামাক সেবনে যে ধরনের স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দেয় সেরূপ লক্ষণ ক্যালাডিয়ামে আছে, এবং তামাক সেবন বা ধূমপানের কুফলে যে সব স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দেয় ক্যালাডিয়াম প্রয়োগে তা দূর করা যেতে পারে। এই ওষুধটির সাহায্যে ধূমপানকারীদের অতিরিক্ত ধূমপানের অভ্যাসও ছাড়ানো যেতে পারে। ধূমপানকারীদের মাথাধরা ও মানসিক উপসর্গ এই ওষুধের সাহায্যে সারানো যায়।

দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত যৌনাঙ্গে খুববেশী চুলকানো; নার্ভাস প্রকৃতির মহিলাদের প্রুরিটাস ভালভাতে যখন চুলকানির জন্য সারারাত জেগে কাটাতে হয় এবং সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখা দেয় তখন এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

মল নরম, হলদে, সুতোর আঁশের মত কিছু জড়ানো, টাইফয়েড জ্বরে যেমন দেখা যায় অনেকটা সে ধরনের মল এই ওষুধে দেখা যায়। রেক্টামে সূচ ফোটনোর মত বেদনা বা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত বেদনা, নানা ধরনের প্রস্রাবের গোলযোগ, দুর্গন্ধ, পচাটে গন্ধযুক্ত প্রস্রাব কম পরিমাণে হতে দেখা যেতে পারে।

হাঁটা-চলা করার পরে পাকস্থলীতে নাড়ীর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিপ্ টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি, পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ, থির্ থির্ দ্রুত কাঁপার মত বোধ প্রভৃতিও থাকতে পারে।

পেনিস বা লিঙ্গের শিথিলতার সঙ্গে যৌন সম্ভোগের প্রবল বাসনা, পুরুষত্বহীনতা সকালের দিকে আধোঘুমের অবস্থায় লিঙ্গ শক্ত হয়ে পড়া কিন্তু ঘুমভেঙ্গে জেগে উঠলেই লিঙ্গ শিথিল হয়ে যাওয়া, যৌন মিলনের প্রবল ইচ্ছার সময় ক্ষমতা লোপ, যৌন সঙ্গমের কোন রূপ ইচ্ছা না থাকলেও আপনা আপনি লিঙ্গ শক্ত হয়ে ওঠা ও লিঙ্গে বেদনাবোধ, সঙ্গমকালে বীর্যপাত না হওয়া, প্রস্রাব দ্বার দিয়ে স্রাব নির্গমন ও গনোরিয়া প্রভৃতিতে ওষুধটি কার্যকরী হয়। বেশ স্বাস্থ্যবান লোকেদের গনোরিয়াজনিত স্রাব নির্গমন দমিত বা সাপ্রেসড্ হবার ফলে পুরুষত্বহীনতা দেখা গেলে থুজার মত ক্যালাডিয়ামও ফলপ্রদ হতে পারে। স্ক্রোটাম বা অণ্ডকোষের থলির ত্বকে উদ্ভেদ ও চুলকানি দেখা যেতে পারে।

মহিলাদের যৌন যন্ত্রাদির উপসর্গের মধ্যে প্রুরিটাসই প্রধান। সেখানে চুলকানি এত তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে তার জন্য রোগিণী দৈহিক ও মানসিকভাবে কাহিল হয়ে পড়ে।

এই ওষুধটিতে ঘুমের সঙ্গে নানা ধরনের অদ্ভুত লক্ষণ দেখা দিতেও দেখা যায়। সুড়সুড় বোধ, প্রুরিটাস বিশেষ ভাবে যৌনাঙ্গে চুলকানির জন্য রোগিণী ঘুমোতে না পেরে সারারাতই প্রায় জেগে থাকতে বাধ্য হয়। ঘুমের মধ্যে উদ্বিগ্নভাবে আর্তনাদ করে বা গুমরে গুমরে ওঠার শব্দে তার প্রতিবেশীরও অনেক ক্ষেত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ঘুমের মধ্যেই রোগী ছটফট করে, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, স্বপ্নে দেখা বিষয়টা দিনের বেলাকার কোন চিন্তার বিষয় থেকেও তার বেশী মনে থাকে, সে ঘুমিয়ে পড়ে যে স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে, আবার ঘুমোলে সেই স্বপ্নের অবশিষ্টাংশ সে পরিষ্কার ভাবে স্বপ্নে দেখতে পায়।

ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা
(Calcarea Carbonica)

একটি ক্যালকেরিয়ার রোগী সৃষ্টি করতে হলে তাকে চুন অথবা চুনের জল খাইয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পাকযন্ত্রাদিতে এমন দুর্বলতার সৃষ্টি হয় যে রোগীর পক্ষে চুন আর হজম করা সম্ভব নয় এবং তখন তার দেহের টিস্যু-গুলি প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না ; তার ফলে আমরা ক্যালকেরিয়ার উপযুক্ত রোগীকে পাব যার দেহে অস্থিগঠনে যে লবণ প্রয়োজন তার অভাবজনিত দুর্বলতা দেখা দেবে। যে সব শিশুকে দুধের সঙ্গে চুনের জল মিশিয়ে খাওয়ানো হয় অচিরেই তারা ক্যালকেরিয়ার রোগীতে পরিণত হবে। তাদের অবস্থা এমন হবে যে স্বাভাবিক খাদ্য থেকে তারা আর দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় চুন গ্রহণ করতে পারবে না ফলে তারা ক্যালকেরিয়ার রোগীতে পরিণত হবে এবং তাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত লক্ষণ দেখা দেবে। কিন্তু প্রকৃত ক্যালকেরিয়ার রোগীর মধ্যে একধরনের প্রকৃতিগত অসুস্থতা দেখা দেয়, শিশুরা জন্ম থেকেই তাদের স্বাভাবিক খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় চুন, শরীরে পুষ্টির জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তা পরিপাক করে দেহের কাজে লাগাতে অক্ষম থাকে ; ফলে তারা মোটা ও থলথলে হয়ে পড়ে এবং তাদের দেহের অস্থির গঠনেও দুর্বলতা থেকে যায়। তাদের অস্থিতে প্রয়োজনীয় চুনের বদলে কার্টিলেজ বা কোমলাস্থিজনিত দ্রব্যের প্রাধান্য বেশী থাকে, ফলে তাদের অস্থি বেঁকে যায় এবং অস্থিতে নানা ধরনের রোগ ও ক্ষয়ের মত গোলযোগ দেখা দেয়। তাদের দাঁতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবজনিত দুর্বলতা অথবা দাঁত হয়ত সময় মত বেরোয় না। দেহের অস্থিতে গঠন প্রায় হয়ই না এবং রোগী খুববেশী শীর্ণ হয়ে পড়ে বা ম্যারাসমাস দেখা দেয়। যে সব শিশুর চুন পরিপাক হয় না তাদের চুনের জল খাওয়ানো বোকামি এবং সেটা অনেকটা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার মত। এবং কিছু কিছু হোমিওপ্যাথও সেইভাবে চিকিৎসা করে থাকেন এবং খুব সম্ভব নিম্নশক্তির ওষুধ ব্যবহার করেন কিন্তু ঐ সব খুব নিম্নশক্তির ওষুধ অ্যালোপ্যাথি ওষুধেরই নামান্তর এবং তাতে রোগ সারলে অবাক হতে হবে। তবে এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় যে কোন শিশু রোগীকে প্রয়োজনীয় মান ও শক্তির ওষুধের একটি মাত্র ডোজ প্রয়োগেই ক্রমশ তার দেহে চুন পরিপাকের ও পুষ্টির কাজে লাগাবার ক্ষমতা ফিরে আসে এবং শিশু তার খাদ্যের মধ্য থেকেই সেই প্রয়োজনীয় চুন সংগ্রহ করে তার অস্থি অথবা দেহের পুষ্টির কাজে লাগায়। তখন তার দাঁত স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠে, দেহের অস্থিতেও গঠন শুরু হয় এবং তার পায়েও জোর আসে যাতে সে হাঁটতে শুরু করে। এটা সত্যিই আশ্চর্যের যে চুনের অস্থির, এবং নখের বিবিধ গোলযোগে নানা ধরনের ওষুধ ফলপ্রসূ হয়। তবে ওষুধটি সঠিকভাবে পোটেনটাইজ বা শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে অসুখ বা গোলযোগের পক্ষে উপযুক্ত করে নিতে হবে, ক্রুড বা অপরিশোধিত অবস্থায় ওষুধটির প্রয়োগ চলবে না কারণ দ্রব্যের ক্রুড অবস্থার জন্যই

শিশুর দৈহিক গঠন থেমে বা কমে গেছে যথেষ্ট পরিমাণে পোটেনটাইজ্ অবস্থার ওষুধের একটি মাত্র মাত্রা প্রয়োগের একমাস বা দেড়মাসের মধ্যেই দেখা যাবে যে যার নখ অমসৃণ, বক্র দাগ দাগ ও অসমান হয়ে ছিল তা ক্রমশ সুস্থ, মসৃণ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

মাড়ী থেকে দাঁত বেরিয়ে আসবার সময় সেগুলিকে কুৎসিত, কালচে কিছু দিয়ে যেন ঢাকা বলে মনে হবে কিন্তু যদি ঐ শিশুকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রাখা হয় তা হলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই শিশুটির দাঁত সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠতে দেখা যাবে। অস্থিতেও ঐরূপ অবস্থা দেখা যেতে পারে। অস্থির আরম্ভ অংশ বা পেরিঅস্টিয়াম সুস্থভাবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে এটাই ক্যালকেরিয়াজনিত অবস্থা যখন রোগীর দেহের জৈব চুনের দরকার থাকলেও অতিরিক্ত ব্যবহারে তার দেহের টিস্যুগুলি তা আর সহ্য করতে পারে না অথবা তার হয়ত পরিপাক শক্তি কমে যাওয়ায় সে চুন জাতীয় দ্রব্য আর পুষ্টির কাজে লাগাতে পারে না ; ফলে খাদ্যের মধ্যে যে চুনজাতীয় দ্রব্য আছে সেটা তার দেহের কোন কাজে না লেগে বাইরে বেরিয়ে যায়। এ ভাবেই ক্যালকেরিয়ার রোগীর দেহে খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণ করবার ক্ষমতা কমে যেতে দেখা যাবে ; আমাদের উচ্চশক্তিসম্পন্ন ওষুধের সাহায্যে রোগীর এই দুর্বলতা অর্থাৎ খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণ ও পরিপাক করে দেহের কাজে লাগানোর ক্ষমতার অভাব দূর করে তাকে আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব হয়। ফলে তার দেহের সৌন্দর্য ফিরে আসে, চুল, নখ, ত্বক, দাঁত অস্থি প্রভৃতিতে সুস্থ ও স্বাভাবিক গঠন প্রক্রিয়া ফিরে আসে।

এবারে আমরা ক্যালকেরিয়ার ধাতুগত অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করব। এখানে রোগীর চুন বা ক্যালসিয়ামের বিষক্রিয়ার কথা জানবার দরকার নেই, কারণ ক্যালকেরিয়ার ধাতুগত অবস্থা জানার পক্ষে তার বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকে না। যদি চুন বা ক্যালসিয়ামের আধিক্যের ফলে পরিপাক ও পুষ্টিতে গোলযোগ দেখা দেয় তা হলে তার জন্য এই ওষুধটি ছাড়া আরও অনেক ওষুধ রয়েছে। রোগীর দেহে প্রাপ্ত লক্ষণ অনুযায়ী এমন ওষুধটি বেছে নিতে হবে যার সাহায্যে রোগীর সম্পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা দূর করে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলা যায়। ক্যালকেরিয়ার রোগীকে তার লক্ষণ দ্বারাই চেনা যাবে, তার দেহের চুন বা ক্যালসিয়ামজনিত কুফল দিয়ে নয় ; এমনও দেখা যেতে পারে, যাকে আমরা ক্যালকেরিয়া প্রয়োগে চিকিৎসা করব তার দেহে হয়ত কখনো চুন বা ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটেনি। তাদের অনেকের মধ্যে ক্যালসিয়াম পরিপাক ও পুষ্টির কাজে লাগার অক্ষমতা দেখা গেলেও তারা হয়ত কখনো ক্যালসিয়াম বা চুনজাতীয় দ্রব্যের কুফলে ভোগেনি।

ক্যালকেরিয়াতে অধিক কনজেস্সন বা রক্তাধিক্য, মাথার দিকে অধিক রক্তচলাচল করা, মাথা গরম কিন্তু পায়ের দিকটা শীতল থাকে, বুকের কনজেসসন দেখা দেয়। অল্পবয়সী বা যুবতী মেয়েদের বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতা বা ক্লোরোসিস, অ্যানিমিয়া

থাকলে, তাদের দেহ ফেকাশে ও মোমের মত সাদাটে হয়ে পড়লে সেই ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া বিশেষভাবে উপযুক্ত। এতে মোটা-সোটা, থলথলে ও ফেকাশে হয়ে পড়তে দেখা যায়, আবার জীর্ণ, শীর্ণ বা রোগাটে হয়ে পড়তেও দেখা যেতে পারে। তাদের মাংসপেশীতে শীর্ণতা, বিশেষভাবে গলা ও ঘাড়ের কাছে শীর্ণতা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসতে দেখা যায়। খুব অ্যানিমিক বা রক্তশূন্যতা অবস্থা, ফেকাশে ভাব, মোমের মত সাদাটে হয়ে পড়া, ঠোঁট ফেকাশে থাকা, কানও ফেকাশে হয়ে পড়া, আঙ্গুল এবং অন্যান্য অংশ ফেকাশে ও হলদেটে হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মেয়েদের ক্লোরোসিস অবস্থা অনেক ওষুধেই দেখা যেতে পারে তবে ক্যালকেরিয়াতে অনুরূপ অবস্থা বিশেষভাবে থাকতে দেখা যাবে। খুববেশী অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা, দেহের প্রায় সব জায়গার টিসুতে শিথিলতা, মাংসপেশীর শিথিলতা ; শিরা ও ধমনীর ভিতরকার দেওয়ালে, বিশেষভাবে নিম্নাঙ্গে, মলদ্বার প্রভৃতিতে এত বেশী শিথিলতা দেখা দেয় যে তার ফলে অর্শ ও অনুরূপ অবস্থা অথবা পায়ে ভেরিকোজ ভেন প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। শিরায় স্ফীতি এবং এই ধরনের 'ভেরিকোজ ভেইন'-এ জ্বালাবোধ থাকে ; জ্বালা এবং তীক্ষ্ম ধরনের কিছু দিয়ে কাটার মত বেদনা, রক্তপাত অথবা ফোঁটা ফোঁটা করে চুঁইয়ে রক্তপড়া প্রভৃতি দেখা যায়। জয়েণ্ট বা অস্থি-সন্ধিতে প্রদাহজনিত স্ফীতি ও বেদনাও থাকতে পারে।

এই ওষুধটির আর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে দেহের বিভিন্ন অংশের গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হতে দেখা যাবে ; গলার পাশের বা ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড, বিশেষত যে কোন স্থানের লিম্ফগ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়। উদরের মধ্যস্থ লিম্ফগ্ল্যাণ্ডগুলিতে প্রদাহ, শক্তভাব ও টন্‌টন্ করা ব্যথা দেখা দেয়, সেগুলি বড় বড় গুটি বা নডিউলের মত হয়ে পড়ে, যক্ষ্মায় এরূপ গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। যক্ষ্মাজনিত উপসর্গে ক্যালকেরিয়া কার্যকরী হয়ে থাকে। ক্যালকেরিয়াস বা চুনজনিত ক্ষয় বা পচন, গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি, গ্ল্যাণ্ড শক্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যায়। যে কোন ক্ষতে তার ধারের অংশ বা ভিতরের অংশে শক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা গেলে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে এবং সেই জন্য যে কোন ধরনের দুষ্ট ক্ষত বা ম্যালিগন্যাণ্ট আলসারে, ক্যান্সারজনিত ক্ষতে যেখানে শক্তভাব বা ইনডিউরেশন দেখা যায় সে ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া সুফলদায়ী হতে পারে, ঐ ধরনের ক্ষতের বৃদ্ধিরোধে ও বেদনার সাময়িক উপশমে ওষুধটি কার্যকরী হয়, রোগীর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকেও বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে দিতে ক্যালকেরিয়া সক্ষম যদি অবশ্য এই ওষুধের লক্ষণ রোগীর মধ্যে থাকে।

যে সব ক্ষেত্রে গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হবার ফলে আক্রান্ত অংশের আশপাশের গ্ল্যাণ্ডও আক্রান্ত ও শক্ত হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে খুববেশি জ্বালা ও সুচ ফোটানোর মত ব্যথা থাকে এবং আশপাশের টিসুও আক্রান্ত হবার ফলে এডহেসন বা বিভিন্ন টিসুর মধ্যে জুড়ে বা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ার মত প্রবণতা দেখা দেয় সেই সব মারাত্মক অবস্থায় ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। যে সব ক্ষেত্রে ঐ ধরনের সংশ্লিষ্টভাব

বা এডহেসন দেখা দেয় তাদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ক্যান্সারের মত ম্যালিগন্যাণ্ট অবস্থা দেখা দেয় এবং এই অবস্থার সঙ্গে যে সব গ্ল্যাণ্ডে ত্বকের বা আশপাশের টিস্যুর সঙ্গে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ার প্রবণতা না থেকে প্রতিটি গ্ল্যাণ্ড আলাদা ভাবে থাকে এবং ত্বকের উপর থেকেই আঙ্গুলের সাহায্যে যাদের নাড়ানো যায় সেই অবস্থার অনেক প্রভেদ রয়েছে। ক্যান্সারজনিত ক্ষতে জ্বালা ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা থাকে এবং ক্যালকেরিয়া সেই ধরনের ক্ষত, ফ্যাটি, সিস্টিক প্রভৃতি ধরনের টিউমারের বৃদ্ধি রোধে অথবা সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তুলতেও সক্ষম হয় যদি অবশ্য ওষুধটির প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত লক্ষণ থাকে।

এই ওষুধটিতে 'পাইমিক' অবস্থা অর্থাৎ রক্তে পুঁজের মত বিষাক্ত দ্রব্য থাকতে দেখা যেতে পারে এবং তার ফলে দেহের গভীর অংশের মাংসপেশীতে বড় ফোড়া বা অ্যাবসেস সৃষ্টি হয়। ঘাড়ের গভীরে, ঊরুর গভীর মাংসে, উদরে অ্যাবসেস সৃষ্টি ওষুধটিতে দেখা যায় এবং লক্ষণ অনুযায়ী ক্যালকেরিয়া প্রয়োগে অ্যাবসেসে পুঁজ সৃষ্টি হয়ে নরম হয়ে উঠলেও সেটা ফেটে না গিয়ে মিলিয়ে যেতে দেখা গেছে, শুধু তাই নয় অ্যাবসেস নির্মূল হবার পূর্বে রোগীর দেহে যে 'পাইমিক' অবস্থা ছিল সেটাও এই ওষুধে দূর হয়ে যায়। মাত্র দু'একটি ওষুধেই আমরা এরূপ ক্ষমতা থাকতে দেখি। এবং লক্ষণটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ক্যালকেরিয়া কেন এবং কিভাবে যে অ্যাবসেস সৃষ্ট পুঁজ শুষে নিয়ে সেখানে ক্যালসিফিকেশন বা শক্তভাবের সৃষ্টি করে সেটা ব্যাখ্যা করা কষ্টকর। তবে উপযুক্ত লক্ষণে **সালফার** এবং **সাইলিসিয়া** দ্রুত পুঁজ সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু ক্যালকেরিয়াতে পুঁজ সৃষ্টি হওয়া অবস্থায় ফোড়া বা অ্যাবসেস থেকে পুঁজ শুষে নিয়ে সেখানে সুস্থ টিস্যু সৃষ্টি ও ক্যালসিফিকেশন হতে দেখা যাবে। অ্যাবসেসের বিভিন্ন অবস্থা ও লক্ষণ অনুযায়ী বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োজন হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লক্ষণ অনুযায়ী সাইলিসিয়া প্রয়োগে অ্যাবসেসটি সারানো যেতে পারে কিন্তু যদি দেখা যায় যে অ্যাবসেসটি যেখানে হয়েছে সেখানকার অন্যান্য টিস্যুতেও অ্যাবসেসটি ফেটে গিয়ে তার পুঁজ থেকে সংক্রমণ ঘটে আরও বিপদ ঘটতে পারে তা হলে সেক্ষেত্রে সার্জনের সাহায্যে অপারেশন করিয়ে দেবার পরামর্শই দেওয়া উচিত। তবে অ্যাবসেসটি যদি কোন নিরাপদ স্থানে হয় সেখান থেকে বিস্তার লাভ করে আর কোন বিপদ ঘটাবার সম্ভাবনা নেই তা হলে সেক্ষেত্রে অবশ্য অপারেশনের বদলে প্রয়োজনীয় ওষুধের সাহায্য গ্রহণই বেশী যুক্তিযুক্ত।

কোন ক্ষেত্রে পেরিঅস্টিয়ামে হাতুড়ি বা অনুরূপ কিছুর আঘাতে সেখানকার মাংসপেশী বা পেরিঅস্টিয়ামে খুববেশী চোট লাগতে পারে। তার ফলে সেখানে প্রদাহ দেখা দেবে, দ্রুত পুঁজ সৃষ্টি হবে এবং যদি ঐ উপসর্গের সঙ্গে ধাতুগত লক্ষণ অনুযায়ী ক্যালকেরিয়া উপযোগী বলে মনে হয় তা হলে ঐ ওষুধটি সার্জনের ছুরির চেয়ে অনেক ভাল কাজ দেবে। হোমিওপ্যাথি ও তার ওষুধ সম্বন্ধে যাদের সঠিক ধারণা নেই তারা হয়ত ভয় পেয়ে বলবেন যে ওষুধে ফোড়া বা অ্যাবসেসের পুঁজ

বসিয়ে দিলে তা রক্তদূষণের সৃষ্টি করবে, রোগী মারা যাবে, ক্যালকেরিয়ার সাহায্যে অ্যাবসেসের পূঁজ শুষে নেওয়া এমনভাবে হয় যে তাতে রক্তদূষণের কোন সম্ভাবনা থাকে না বরং রোগীর প্রতি মুহূর্তে উন্নতি ঘটে ; তার দেহে ঘাম হতে থাকা কমে যায়, কম্প বা রাইগর থেমে যায়, ক্রমশ তার খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা ফিরে আসে এবং অচিরেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। যদি দেখা যায় যে কোন হোমিওপ্যাথ বার বার ওষুধ পাল্টে পাল্টে দিয়েও বিশেষ সুফল পাচ্ছে না তা হলে বুঝতে হবে যে সেটা ঐ চিকিৎসকের ত্রুটি, হোমিওপ্যাথির নয়, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে পড়লে ওপরের বর্ণনামত হোমিওপ্যাথিক ওষুধে অদ্ভুত ভাল কাজ দিতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির আর একটি বৈশিষ্ট্য, ওষুধটি 'পলিপ' সৃষ্টি করতে পারে। ক্যালকেরিয়াতে নাকে, কানে, ভ্যাজাইনা, মূত্রথলি এবং দেহের এখানে-সেখানে পলিপ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। 'সিস্ট' বা তরল জলীয় পদার্থপূর্ণ থলির 'গ্রোথ' এবং অদ্ভুত ধরনের ছোট ছোট 'প্যাপিলোমা'ও এই ওষুধটিতে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির আর একটি বিস্ময়কর লক্ষণ এই যে এটি 'এক্সঅস্টোসিস' বা অস্থিতে টিসু বৃদ্ধির মত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। ক্যালসিয়াম বা চুনের সঠিক ব্যবহার না হয়ে অনিয়মিত হলে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমাদের মনে হতে পারে যে প্রকৃতিই স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অংশে সমানভাবে চুন বা ক্যালসিয়ামকে কাজে লাগাবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অস্থি গঠনে একান্ত আবশ্যিক এই পদার্থটির অভাব ঘটে তখন সেটা হয়ত বিশেষ কোন একটি স্থানে বেশী করে জমা হয়ে থাকে আবার কোথাও একেবারেই থাকে না। ফলে কোথাও ঐ দ্রব্যটির অভাবে অস্থিতে নরম ভাব বা কার্টিলেজের মত হবে আবার কোথাও বা অত্যধিক অস্থি-টিসুর বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যাবে। অস্থি নরম হয়ে যাওয়া, অস্থি গঠনে ত্রুটি থাকা প্রভৃতির জন্য একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়—"হাঁটা-চলা করতে শেখায় বিলম্ব হয়," কারণ, রোগীর পায়ের অস্থির দুর্বলতার জন্য তার পক্ষে সময়ে হাঁটা-চলা করতে শেখা বা হাঁটা-চলা করতে পারা সম্ভব হয় না। এই অবস্থাকে হাঁটা-চলা করতে শেখায় বিলম্ব না বলে বলা উচিত হাঁটা-চলা করতে পারায় বিলম্ব হয় ; অর্থাৎ রোগী জানে বা বোঝে কি করে হাঁটতে হয় কিন্তু তার সে সামর্থ্য থাকে না। **নেট্রাম মিউরে** মস্তিষ্কের গোলযোগ থাকায় শিশু সব কিছু কাজই দেরিতে শেখে।

ক্যালকেরিয়াতে অস্থি-টিসু গঠন ও বৃদ্ধি খুব ধীরে হয়, অস্থিতে বক্রতা দেখা দেয় ; মাংসপেশী থলথলে হয়ে পড়ে। হিপ্-জয়েন্টের রোগের মত বিভিন্ন জয়েন্ট বা অস্থি-সন্ধি আক্রান্ত হতে পারে। এই সন্ধিতে গেঁটে বাত এবং রিউম্যাটিজমের লক্ষণ দেখা দেয়।

ক্যালকেরিয়ার রোগী 'চিলি' বা শীতকাতুরে। তারা শীতল হাওয়ায়, মুক্ত বায়ুতে, ঝড়ের আগমনে, শীতল আবহাওয়ার আগমনে অথবা আবহাওয়ার

পরিবর্তনে খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে; উষ্ণ আবহাওয়া থেকে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে গেলে তার দেহ যেন কিছুতেই আর উষ্ণ হয়ে উঠতে চায় না। রোগী উষ্ণতা পছন্দ করে, উষ্ণ আবহাওয়ায় অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মাথায় কনজেসসন হয় এবং স্পর্শেও সেই উত্তাপ বোঝা যায় কিন্তু রোগীর কাছে প্রায়ই তার মাথাটা ঠাণ্ডাবোধ হতে দেখা যাবে। যেন তার মাথার তালু ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে বলে তার মনে হয়। রোগীর দেহ প্রায় সর্বদাই ঠাণ্ডা থাকে, স্পর্শেও সেটা বোঝা যায় এবং সে শীতলবোধের জন্য দেহ ভালভাবে কাপড়-চোপড়ে ঢেকে রাখতে চায়। রোগীর পাও ঠাণ্ডা থাকে, দেহের নানা অংশে ঘাম হতে দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ অংশে ঘাম হতে পারে ; কপালে, মুখে, ঘাড়ের পিছনে, বুকের সামনের অংশে, পায়ে ঘাম দেখা দিতে দেখা যেতে পারে। ঠাণ্ডায় কাতরতা বা সংবেদনশীলতা এবং দৈহিক দুর্বলতা পাশাপাশি থাকতে দেখা যায়। বিশেষ ভাবে পায়ের দিকে দুর্বলতা-বোধ প্রায় অসহ্য বলে মনে হয় এবং যে কোন ধরনের পরিশ্রমে সেই দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পায় ; রোগী দুর্বলতার সঙ্গে দম আটকাভাব বা শ্বাসকষ্টও বোধ করে।

মোটা-সোটা, থলথলে ও যারা প্রায়ই রক্তাল্পতায় ভোগে, কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যাদের বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখায়, প্রায়ই মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটতে দেখা যায় কিন্তু সহ্য শক্তি একেবারেই থাকে না, সামান্য পরিশ্রমেই অসুস্থ হয়ে পরে জ্বর বা মাথাধরা দেখা দেয় তাদেরই ক্যালকেরিয়ার উপযুক্ত ধাতুযুক্ত বলে ধরা যায়। ক্যালকেরিয়ার রোগীর বেশীর ভাগ উপসর্গ ভারী ওজন তোলা, অধিক পরিশ্রম করা, খুববেশী হাঁটা-চলা করে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি কারণে ঘটতে দেখা যায়, কারণ অতিরিক্ত ঘাম দেখা দিলেও রোগী ঘাম শুকোবার জন্য চুপচাপ শান্তভাবে থাকতে পারে না, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হঠাৎ যদি ঘাম বন্ধ হয়ে যায় তা হলেও তার শীতভাব ও কাঁপুনি অথবা মাথাধরা দেখা দেবে। রোগী খুব দুর্বল, পরিশ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন থাকে, তাদের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, হার্টও দুর্বল থাকে। তাদের দেহের মাংসপেশীর পক্ষে দীর্ঘসময় ধরে কোন কাজ করতে হলে তার ধকল সহ্য করা সম্ভব হয় না, দীর্ঘ সময় কোনরূপ মানসিক পরিশ্রমও তাদের সহ্য হয় না। ক্যালকেরিয়ার রোগী খুবই দুর্বল থাকে। তার দেহে চুন বা ক্যালসিয়ামের অভাব থাকে এবং খাদ্য থেকে সে স্বাভাবিক ভাবে ক্যালসিয়াম পরিপাক ও পুষ্টির জন্য গ্রহণ করতে পারে না ফলে তার দেহের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠে, গলা, ঘাড় ও হাত-পায়ের দিকে শীর্ণতা দেখা দেয় কিন্তু তার পেটের চর্বি ও গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটে। এইরূপ অবস্থা বিশেষভাবে শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। শিশুর পেট খুব বড় কিন্তু গলা ও হাত পায়ের দিক সরু থাকতে দেখা যায়। গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠে, দেহের রঙ ফেকাশে, মোমের মত সাদাটে দেখায়, চেহারায় থলথলে ভাব ও রুগ্ণতা চোখে পড়ে, তাদের দেহ বাইরে থেকে মোটা-সোটা বা হৃষ্টপুষ্টবোধ হলেও দেহের ক্লান্তি বিশেষ বাড়ে না, থলথলে ভাব থাকে। ক্যালকেরিয়ার রোগীর পা ও বুকে এত দুর্বলতা ও ক্লান্তি থাকে যে তাদের পক্ষে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠা সম্ভব হয় না, উপরের দিকে

উঠতে গেলেই শ্বাসকষ্ট ও দম আটকাভাব দেখা দেয়। তাদের দেহে মাংসপেশীর দুর্বলতা, থলথলে ভাব এবং শোথের লক্ষণ দেখা দেবার প্রবণতা থাকে। দেহের সর্বত্রই পুষ্টির অভাব চোখে পড়ে। এই ধরনের রোগীদেরই স্ক্রফুলাগ্রস্ত বলা হ'ত. এখন আমরা এদের বলে থাকি সোরাজনিত অবস্থা, এবং ক্যালকেরিয়া খুববেশী গভীরে ক্রিয়াশীল অ্যান্টিসোরিক ওষুধের মধ্যে অন্যতম। ওষুধটি দেহের গভীরে গিয়ে প্রতিটি কোষ ও টিসুর উপরে আধিপত্য বিস্তার করে।

এবারে আমরা ওষুধটির মানসিক লক্ষণগুলির আলোচনা করব। মানসিক লক্ষণের মধ্যে মানসিক দুর্বলতাই প্রধান যার জন্য রোগীর পক্ষে দীর্ঘসময় ধরে কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করাই সম্ভব হয় না, মানসিক পরিশ্রম করতে হলে সে খুব ক্লান্তিবোধ করে; খুববেশী উদ্বেগ ওষুধটিতে আছে; মানসিক পরিশ্রমে রোগী দৈহিক ও মানসিক দু'দিক থেকেই দুর্বলতাবোধ করে, তার দেহে ঘাম দেখা দেয়, সে খুব উত্তেজিত, খিটখিটে হয়, বিরক্তিবোধ করে। রোগীর ভাবাবেগেও গোলযোগ দেখা দেয়; তার ভাবাবেগ আহত বা উত্তেজিত হবার ফলে উপসর্গগুলি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। উদ্বেগ, বিরক্তি, অথবা রোগীর ভাবাবেগ কোন ভাবে বাধা পেলে উপসর্গগুলি দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায়। এই ধরনের উত্তেজনা, উদ্বেগ প্রভৃতির জন্য রোগীর পক্ষে কোন কাজে মন বসানো বা চিন্তাভাবনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, এই ওষুধটির মানসিক-বোধ অন্যান্য অনেক ওষুধের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। রোগী তার মনের অবসাদ বা ক্লান্তির কথা অনুভব করতে পারে এবং তার মনে হয় যে এরূপ মানসিক দুর্বলতা, কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করবার সামর্থ্য না থাকা বা চিন্তা-ভাবনার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকা প্রভৃতি পাগল হবার লক্ষণ। রোগী অনবরত এই সব ভাবে এবং মনে করে যেন সে উন্মাদ হয়ে গেছে অথবা হতে যাচ্ছে। তার মনে হয়, সে যে দুর্বলমনা ও উন্মাদ হতে চলেছে সেটা যেন অন্যেরাও দেখতে বা বুঝতে পারছে। তার মনে হয় যে অন্যেরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে এবং তারা তার দুর্বলতা ও উন্মাদ হয়ে যাবার মত অবস্থার কথা বুঝেও তাকে সে কথা জানাচ্ছে না বলে সেও তাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। ঐ বিষয়ে অনবরত ভাবতে ভাবতে রোগী রাত্রিতেও দীর্ঘক্ষণ না ঘুমিয়ে জেগে থাকে, তার চিন্তা-ভাবনা তাকে নিদ্রাহীন হতে বাধ্য করে। সে চেষ্টা করেও ঐসব নানা ধরনের চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পায় না, তার ছোট ছোট নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনা একত্রে জড়ো হয়ে তাকে ভাবতে বাধ্য করে যে সে যেন পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে গভীরভাবে কোন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না, তার মনের গভীরতা যেন হারিয়ে গেছে। সে নিজের বুদ্ধির উপর তার আবেগ, তার নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার উপর নির্ভর করে কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায় এবং তার সেই সিদ্ধান্তটা স্বভাবতই সে যেরূপ হবার কথা ভাবে তাই হয়। মনে হতে পারে যে রোগী বুঝি সত্যিই পাগল হয়ে যেতে বসেছে, কারণ সে পাগল হয়ে যাবার কথা বার বারই বলে চলে। সে কোন যুক্তিই মানতে চায়

না এবং অবস্থাটা দিন দিন বেড়েই যায়। যে চিকিৎসকের উপর তার গভীর বিশ্বাস ছিল তার কথাও সে বিশ্বাস করতে বা মানতে চায় না। তার মানসিক অবস্থা এমনই হয়ে পড়ে যে নিজের ধারণাটা ছাড়া অন্য কিছুই তার বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। সামান্য ছোট ছোট কাজে সে সারাদিন নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। সে সারাদিন ধরে হয়ত একটা সরু লাঠিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা অথবা আলপিন বা সরু তারকে বাঁকাতে ও সোজা করতে ব্যস্ত থাকে। কোন বিষয়েই সে ভাবনা-চিন্তা করতে পারে না বা কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না; কারণ কখনো তার কোন ভাবনা-চিন্তাই এক ধরনের হয় না। যখনই সে ঘুমোবার কথা ভেবে চোখ বন্ধ করে তখনই সে ভূত-প্রেতের ছায়া দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে চোখ খুলে তাকায়, ঘুমোতেই পারে না। রোগীর নিজস্ব অদ্ভুত ধরনের ভাবনা-চিন্তা এবং অদ্ভুত সব জিনিস যেন দেখতে পায় বলেই সে ঘুমোতে পারে না। খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসব ভাবনা-চিন্তাকে সহজেই মন থেকে দূরে রাখতে পারে কিন্তু ক্যালকেরিয়ার রোগী সব সময় অদ্ভুত সব ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই যেন বাস করে। সে নিজের সঙ্গেই কথা বলে, বিছানায় বসে বা শুয়ে তার পরিচিত যে কোন লোকের কথা চিন্তা করেই যেন সে তার সঙ্গে কথা বলে চলে, এবং সেটা সত্যি বলে মনে করে। তার এরূপ মানসিক অবস্থা থাকলেও তাকে সত্যি সত্যি পাগল বলা চলে না, কারণ অপর কারো সঙ্গে সে যখন কথাবার্তা বলে সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় কিন্তু একা একা থাকলেই রোগীর নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলাটা খুববেশী হয়ে থাকে। রোগী ডিলিরিয়াম অবস্থায় মানসিক ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লে নিজের আঙ্গুল খুঁটতে থাকে, অন্যান্য ছোট ছোট কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, চোখ বুজলেই যেন ভূত-প্রেতের মুখ দেখে, মনে করে যেন কেউ তার পাশে-পাশে হাঁটছে। **সাইলিসিয়া** প্রুভিং-এর সময় এই লক্ষণটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গেছে। **পেট্রোলিয়াম** এবং ক্যালকেরিয়াতেও লক্ষণটি থাকতে দেখা যায়। সুস্থ ও ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারীদের মধ্যে এই ধরনের লক্ষণ থাকে না, কিন্তু নার্ভাস ধরনের লোক, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এই ধরনের লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায়। মানসিকভাবে বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থার সঙ্গে ভৌতিকর বস্তু দর্শন, যেন তার পাশে কুকুর ঘিরে ধরেছে এবং সে সেগুলোকে তাড়াতে চাইছে, যেন সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে এবং এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে। কোনভাবে মানসিক বিপর্যয় ঘটলে, পরিবারের কেউ মারা গেলে, মা তার সন্তানকে হারালে, স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে অথবা অল্পবয়সী কোন মেয়ে তার অত্যন্ত কোন প্রিয়জনকে হারালে এই ধরনের মানসিক বিপর্যয় ঘটতে দেখা যায়। সে মানসিকভাবে তখন খুব উত্তেজিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং মৃগীরোগের মত অবস্থা দেখা দেয়। কিছু কিছু পুরুষের মধ্যেও এরূপ অবস্থা দেখা গেছে; মানসিক আঘাত ও বিপর্যয়ে সে হয়ত ঘর থেকে দৌড়ে পালাতে চায় বা জানালা থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়। মহিলারা ঐরূপ মানসিক অবস্থায় হত্যা, আগুন লাগা, ইঁদুর প্রভৃতি যেন দেখতে পায় এবং তাদের কথা বলে। রোগী অনেক চেষ্টা করেও এই ধরনের অদ্ভুত জিনিস দেখা, বা অদ্ভুত সব কাজ করা থেকে

নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। ঐরূপ মানসিক অবস্থায় ক্যালকেরিয়ার রোগী কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না, নিজের মনে মনেই কথা বলে চলে।

ক্যালকেরিয়ার রোগীর মাঝে মাঝেই কাজে বিতৃষ্ণা ও কোন কাজ করতে না চাওয়া লক্ষণ দেখা যায়। সে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়ী এসে চুপচাপ বসে থাকে, কারণ কাজকর্ম করতে তার ভাল লাগে না। পরে আবার যখন সে কাজকর্ম করতে যায় তখনই সে পাগল পাগল বোধ করে। মানসিক দুর্বলতা ও অবসাদের জন্য কাজে বিতৃষ্ণা খুব প্রবলভাবে না হলেও ক্যালকেরিয়াতে থাকতে দেখা যাবে, এবং অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে রোগী অলস প্রকৃতির বলেই বুঝি ঐরূপ করছে কিন্তু এটা অলসতা নয়, মানসিক অসুস্থতারই লক্ষণ। যে লোক কাজ করতে খুব ভালবাসত, কাজের প্রতি যার খুব আগ্রহ ছিল হঠাৎই তার মধ্যে কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। যে লোক খুব ধার্মিক ও স্পষ্টবক্তা ছিল হঠাৎই সে যদি কাউকে গালাগাল বা শাপ-শাপান্ত করতে থাকে তবে বুঝতে হবে যে তার মানসিক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। কাজে যদি কাউকে অস্বাভাবিক ভাবে হঠাৎ উৎসাহী হয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করতে দেখা যায় সেটাও মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ বলে ধরে নিতে হবে।

রোগীকে ঘ্যান ঘ্যান করতে দেখা যেতে পারে। তারা বিষণ্ণ ও দুর্বলমনা হয়ে থাকে। এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়ে যে আট নয় বছরের একটি শিশুকে বিষণ্ণ ও বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় সর্বদা মৃত্যুর কথা ভাবতে, কথা বলতে, দেবদূত প্রভৃতির কথা বলতে ও তাদের কাছে চলে যেতে চাওয়া, সর্বদাই কোন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বসে থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে এবং ক্যালকেরিয়া এরূপ অবস্থা সারাতে পারে। **আর্সেনিকাম** এবং **ল্যাকেসিসেও** অনুরূপ লক্ষণ দেখা যায়। তবে ঐ সব ওষুধের রোগী কিছুটা সাবধানী, এবং তাদের যা কিছু শেখানো হয় তাতে তারা খুববেশী বিশ্বাস করে।

ছোট শিশুরা বিষণ্ণ ও অসুখী এবং বয়স্কদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়ে পড়ার লক্ষণ ক্যালকেরিয়ার মত **অরামেও** আছে। **অরামের** বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েছে। মানুষের জীবন মহার্ঘ তবু সেই মূল্যবান জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বা ঘৃণায় প্রাণত্যাগ করতে চাওয়া, মানসিক বিপর্যয় ও প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতই অবস্থা বলে ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা তার মানসিক ইচ্ছারই অসুস্থতা। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ 'ইচ্ছার' বিপর্যয় আবার কোথাও বুদ্ধিবৃত্তি, নিজের ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি প্রভৃতির প্রতি বিরূপতা ঘটতে দেখা যায়। ক্যালকেরিয়াতে আমরা এই দুই ধরনের অবস্থা অর্থাৎ ইচ্ছা ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েই বিপর্যয় ঘটতে দেখতে পেতে পারি। কোন রোগীর ক্ষেত্রে হয়ত দেখা যাবে যে তার ঐচ্ছিকশক্তির বিপর্যয় ঘটার ফলে তার প্রেম-প্রীতি ভালবাসায় বিকৃতি ঘটছে; সুস্থ অবস্থায় তার মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা ছিল তা যেন এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবার কারো মধ্যে হয়ত দেখা যাবে তার

প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি স্বাভাবিকই আছে কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তির বিপর্যয় ঘটার ফলে সে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাজ করে চলেছে।

রোগী খুব ভীতু, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ভবিষ্যৎ জীবনের কোনরূপ আশাব্যঞ্জক কিছুই যেন সে ভাবতে পারে না। যেন কোন দুঃখজনক বা ভয়াবহ কিছু ঘটবে, যেন তার মানসিক দুর্বলতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা অপরে জেনে বা দেখে ফেলবে বলে সে ভীত হয়ে পড়ে। মৃত্যু ভয়, ভাগ্যবিপর্যয়, একা হয়ে পড়ার ভয়ে রোগী খুব ভীত হয়ে পড়ে, সামান্য হৈচৈ এর শব্দেই সে চমকে ওঠে, রাতে ঘুমোতে পারে না বলে তার দৈহিক ও মানসিক কোনরূপ বিশ্রামই হয় না। নানা ধরনের ভীতিকর স্বপ্ন দেখার জন্য তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এবং ঘুমের মধ্যে রোগী খুব অস্থির থাকে। বার বার তার ঘুম ভেঙ্গে যায়; খুববেশী উদ্বেগ, বুকে চাপবোধ, অস্হিরতার সঙ্গে প্যালপিটেশন; নিরাশা বা হতাশা প্রভৃতির সঙ্গে মোটাসোটা ও ফর্সা, ফেকাশে ও থলথলে বা রুগ্ণ চেহারার লক্ষণ যোগ করলে ক্যালকেরিয়ার রোগীকে পাওয়া যাবে। শিশু খুব ভীতু ও খিটখিটে প্রকৃতির হয়, সহজেই ভয় পায়। মানসিক পরিশ্রমের পরিণতিতে অনেক লক্ষণ দেখা দিতে পারে। মানসিক উত্তেজনা, বিরক্তি ও ভয় থেকেও অনেক উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে।

রোগীর রক্ত চলাচল, হার্টের ক্রিয়া প্রভৃতি বেশ দুর্বল থাকে ফলে সামান্য উত্তেজনা হলেই প্যালপিটেশন দেখা দেয়। প্রতিবার শারীরিক পরিশ্রমেই রোগীর দম আটকাভাব হয় এবং তার প্রতিফলন রোগীর রক্ত চলাচল ব্যবস্থায়, তার মস্তিষ্কের রক্ত চলাচলে এতটা প্রভাব ফেলে যে তার বুদ্ধিবৃত্তি, তার সমুদয় অনুভূতির ক্ষমতার উপর এত বেশী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে-যে রোগীর প্রায় সব ক্ষেত্রেই মাথাঘোরা ও তার সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখা দেয়। ভয়, উদ্বেগ ও মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। রোগী আবেগে কোন ভাবে আলোড়িত হলে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে তার মাথাও ঘুরতে থাকে। উপরের দিকে উঠতে গেলে তার মাথায় রক্ত চলাচল বেড়ে যাবার ফলেও হতবুদ্ধি ভাবের সঙ্গে মাথাঘোরা বা 'ডিজিনেস' দেখা দেয়, মানসিক পরিশ্রমে তার মানসিক বিশৃংখলা ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। যখনই কোনরূপ মানসিক আঘাত, খারাপ কোন খবরে মনে শক্ পাওয়া ও মানসিক উত্তেজনা ঘটলেই তার মাথা ঘুরতে শুরু করে, সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে; তার মাথার দিকে বেশী রক্তচলাচল হবার জন্য তার মাথা উত্তপ্ত থাকে কিন্তু হাত ও পায়ের দিকে শীতলতা ও ঘাম হতে দেখা যায়। এবং সেই সঙ্গে মাথাঘোরা লক্ষণও দেখা দেয়, পাহাড় বেয়ে উঠতে অথবা কোন উঁচু জায়গায় উঠতে গেলেও তার মাথা ঘুরতে থাকে, মাথায় রক্তোচ্ছ্বাসের জন্য হতবুদ্ধিভাবের সঙ্গে মাথাঘোরাও দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ উঠলে; মাথা ঘোরালে এমন কি বিশ্রামে থাকা অবস্থাতেও মাথা ঘুরতে দেখা যায়।

ক্যালকেরিয়ার রোগীর মাথার একটি বড় লক্ষণ এই যে মাথায় প্রচুর ঘাম হয়;

সামান্য পরিশ্রমেই মাথায় ঘাম দেখা দেয়। তার দেহের অন্য কোথাও ঘাম না থাকলেও তার মাথায় বা মুখমণ্ডলে ঘাম হতে দেখা যায়। পায়ের দিকেও একই অবস্থা দেখা যায়। পায়ের দিকটা ঠাণ্ডা হলেই সেখানে ঘাম দেখা দেয়; পা উষ্ণ থাকলেও ঘাম হতে থাকে। সাধারণত শীতল কোন ঘরে প্রবেশ করলে ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে যেতে দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু ক্যালকেরিয়ার রোগী শীতল কোন ঘরে প্রবেশ করলেও তার মাথা ও পায়ের দিকে ঘাম হতে দেখা যায়। তার কপালে ঘাম হবার ফলে সামান্য একটু ঠাণ্ডা হাওয়াতেই সে শীতবোধ করে এবং মাথাধরা আরম্ভ হয়; তবুও মাথায় কনজেসসন হলে তার মাথা গরম থাকে। কাজেই মাঝে মাঝে রোগীর মাথায় খুব গরমবোধ হয়। ক্যালকেরিয়ার মাথাধরার সঙ্গে হতবুদ্ধিভাব ও অসাড়তাবোধের জন্য রোগীর মানসিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। এই ধরনের রোগীর প্রায়ই সর্দি দেখা দেয়, ঠাণ্ডা কোন স্থানে গেলেই তার নাক থেকে সর্দি গড়াতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মাথাধরাও আরম্ভ হয়। মাথায় কনজেসসন হয়ে চোখের উপর অংশে, মাথার পিছনদিকে, নাকের ভিতর দিক পর্যন্ত বেদনায় টন্‌টন্ করতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মনে হয় যেন নাকের ভিতরে গোঁজের মত কিছু এ.টেক আছে এবং খুব গরম কিছু লাগালে বা গরম সেক্ দিলে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া অবস্থাটা কম থাকে; দিনের আলোতে এই অবস্থা বেড়ে যায় এবং অন্ধকারে কিছুটা কম থাকে, সেই জন্য রোগী ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শীতল কোন ঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে; অনেক ক্ষেত্রে অন্ধকারে গিয়ে শুয়ে থাকলে মাথাধরাও কমে যেতে দেখা যায়। মাথাধরা সারাদিন ধরে ক্রমশ একটু একটু করে বেড়ে যায় এবং সন্ধ্যার দিকে খুববেশী তীব্র হয়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে গা-গুলোনো ও বমি হতেও দেখা যায়। ধাতুগত মাথাধরার একটি ধরন এই যে মাথাধরাটা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা সপ্তাহে একবার অথবা পনের দিনে একবার করে দেখা দেয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই মাথাধরা দেখা দিলেও তা আবার হঠাৎ যেকোন ভাবে ঠাণ্ডা লাগায়, ঠাণ্ডা বায়ুতে ঘোরার ফলে, প্রকৃত শীতকাতুরে রোগীর যখন ঠাণ্ডা লাগে তখনই মাথাধরা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে মাথার বাম দিকে এই মাথাধরা দেখা দেয়।

মাথার যে কোন একদিকের মাথাধরা, গোলমাল, হৈচৈ-এ, কথা বলা প্রভৃতিতে মাথাধরা বেড়ে যায় কিন্তু সন্ধ্যায়, অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকলে কমে যেতে দেখা যায়। এই ওষুধটির মাথাধরা মাথার পাশে টেম্পল অংশ থেকে নাকের গোড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, মাথার পাশে শক্ত করে বেঁধে রাখার মত বোধ ও কপালে একটা টান্‌টান্ বোধ থাকে এবং নড়াচড়ায়, কথা বলায়, হাঁটা-চলা করায় মাথাধরাটা বেড়ে যায়। ক্যালকেরিয়াতে সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মাথাধরা যখন খুববেশী হয় তখন মাথায় টিপ্‌টিপ্ করা বা পালসেশন থাকে এবং পালসেশনের তীব্রতায় রোগীর মনে হয় যেন তার মাথায় হাতুড়ীর ঘা দেওয়া হচ্ছে এবং বেদনাটা প্রায়ই ছিঁড়ে পড়ার মত এবং খুববেশী চাপ দেবার মত ধরনের হয়ে থাকে এবং রোগীর মনে হয়

যেন বেদনায় তার মাথা বুঝি ফেটেই যাবে। সামান্য হাঁটা-চলা ও ঝাঁকুনি লাগাতেই মাথাধরা বেড়ে যায়। কোন ক্ষেত্রে রোগী মাথায় ঠাণ্ডাবোধ করে, শীতলতার সঙ্গে অসাড়তাও থাকে, মনে হয় যেন মাথাটা কাঠের মত ঠাণ্ডা। অনেক ক্ষেত্রে এই ঠাণ্ডাভাবটার জন্য রোগীর মনে হয় যেন মাথায় একটা টুপি বা শিরস্ত্রাণ পরা আছে।

ক্যালকেরিয়ার প্রায় সব মাথাধরাতেই মাথায় কনজেসসন থাকে। ক্যালকেরিয়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে দেহের অভ্যন্তরে যতবেশী রক্তাধিক্য ঘটে, দেহের বাইরের অংশে ততই বেশী শীতল থাকে ; রোগীর বুকের, পাকস্থলীর, অন্ত্রের গোলযোগের সঙ্গে তার হাত ও পা বরফের মত ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায় এবং ঐ শীতল স্থানে ঘাম হতে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে রোগীর দেহে যখন জ্বর দেখা দেয় তখন তার মাথার তালুতে ঠাণ্ডা ঘাম হতে থাকে। এই লক্ষণটি সত্যি অদ্ভুত, কোন যুক্তি দিয়ে, আঙ্গিক কোন পরিবর্তনের কারণেই যে এটা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয় ; এবং এই ধরনের বিশেষ লক্ষণ যা কোন যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না তা আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। রোগীকে দেখে তার জন্য যখন কোন ওষুধ নির্বাচন করা হয় তখন এই ধরনের বিশেষ লক্ষণের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হয়।

এই ওষুধটিতে মাথার তালুতে জ্বালা কিন্তু কপালের দিকে ঠাণ্ডাবোধ অথবা মাথার তালুর একটা অংশে জ্বালা করা ছাড়া মাথার অন্যান্য সব অংশেই ঠাণ্ডা-হাওয়ায় হাঁটা-চলা করে বা খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় তখন তার পা গরম বা উষ্ণ হয়ে উঠলেই সেখানে খুববেশী জ্বালা আরম্ভ হয় এবং রোগী তার পা বিছানার বাইরে ঠাণ্ডায় রাখতে চায়। এই লক্ষণটি **সালফারের** একটি প্রধান লক্ষণ বলে কোন কোন অনভিজ্ঞ চিকিৎসক ভুল করে ক্যালকেরিয়ার বদলে **সালফারও** প্রয়োগ করতে পারেন। এটি **সালফারের** একটি প্রধান ও অন্যতম লক্ষণ হলেও পায়ে জ্বালা ও পা গরম থাকা লক্ষণ আরও অনেক ওষুধেই আছে, কাজেই এ বিষয়ে কেবলমাত্র **সালফারেই** আমাদের চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

ক্যালকেরিয়াতে মাথার খুলির হাড় আক্রান্ত হতে পারে, মাথার বাইরের দিকের অস্থিতে গোলযোগ, অস্থিগঠনে বিলম্ব হতে দেখা যায়। শিশুর মাথার ফণ্টানেল দীর্ঘ দিন পর্যন্ত খোলা থাকে। এই ওষুধটিতে মাথার ভিতরে মিউকাস মেমব্রেনে জল জমে হাইড্রোকেফেলাসের মত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায় ; ঐ অবস্থায় মাথাটা যত দ্রুত বড় হয়, মাথার হাড় তত দ্রুত বাড়তে না পারায় মাথার জোড় বা সুচারগুলি আলগা হতে থাকে এবং তার ফলেই হাইড্রোকেফেলাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি ক্রমশ বড় হয়ে যেতে থাকে। এই ধরনের হাইড্রোকেফেলাসযুক্ত শিশুদের মাথায় ঘাম হওয়া একটি সাধারণ লক্ষণ। শিশু যখন বালিশে মাথা রেখে রাত্রে শুয়ে থাকে তখন তার মাথায় ঘাম গড়িয়ে মস্তিষ্কের নরমভাব দেখা দেয়। তাদের মাথার ঘামে

বালিশ ভিজে যেতে দেখা যায়। দাঁত ওঠার সময় বেশী কষ্ট হলে ঘুমের মধ্যে নানা ধরনের ভীতিকর স্বপ্ন দেখে কষ্ট পায় এবং তখনও তার মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যেতে দেখা যায়। বৃদ্ধ কিন্তু প্লেথোরিক ধরনের রোগীদের, ভগ্ন স্বাস্থ্যের ধাতুর রোগী, যারা মোটা-সোটা ও থলথলে ধরনের হয়, যাদের লিম্ফগ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠে তাদেরও মাথায় খুববেশী ঘাম হতে দেখা যেতে পারে। ঠাণ্ডা ঘামে তাদের মাথা ভিজে থাকে। স্বাভাবিক ভাবে চুল পড়ে যাওয়ার বদলে তাদের মাথার এখান-ওখান থেকে চুল উঠে যেতে দেখা যায়। যার ফলে মাথার যে কোন স্থানে টাকের মত দেখা দেয়, হয়ত মাথার দু-তিন জায়গার একগোছা করে চুল উঠে যেতে দেখা যাবে।

রোগীর মাথা ও মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ, নবজাত শিশু অথবা বালক-বালিকাদের মাথায় একজিমা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। আক্রান্ত অংশে পুরু মামড়ী পড়ে এবং তার তলায় হলদেটে পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঐসব উদ্ভেদে দুর্গন্ধ থাকে।

ক্যালকেরিয়াতে নানা ধরনের চোখের গোলযোগ থাকতে পারে এবং চোখের রোগের বিশেষজ্ঞের যদি ক্যালকেরিয়ার লক্ষণ জানা থাকে তবে এই ওষুধটি তার খুববেশী উপকারী বন্ধুর মত কাজ দেবে। যে কোন প্রদাহে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে না ; তবে যেসব মোটাসোটা ও থলথলে চেহারার লোকের যদি চোখে ঠাণ্ডা লাগার ফলে চোখে প্রদাহ হয়ে কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে এবং সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হতে শুরু হয় তা হলে বিশেষভাবে ক্যালকেরিয়ায় কথা বিবেচনা করতে হবে। ফোস্কা সৃষ্টি হয়ে তা ভেঙ্গে গিয়ে সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। জলে পা ভিজে যাবার জন্য, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানোর জন্য অথবা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় চোখের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। ক্যালকেরিয়াতে আলোক-ভীতি এত বেশী তীব্র হয় যে রোগী সাধারণ আলোও সহ্য করতে পারে না। অনেকক্ষেত্রে সূর্যের আলোতে বাইরে বেরোতে তার খুব বেদনাবোধ হয়, এমনকি উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরোনোর ফলে তার চোখে প্রদাহ সৃষ্টি হতেও দেখা যেতে পারে। যে কোন ধরনের অধিক পরিশ্রমের ফলে মাথাধরা ও চোখের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। চোখের কোন একটি মাংসপেশীর দুর্বলতার জন্য চোখের দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ প্রভৃতি চোখের পরিশ্রমের পরে খুববেশী হতে পারে, এবং তার জন্য দেহের অন্যান্য অংশের মত রোগী চোখের পরিশ্রমও বেশী করতে পারে না। কোন কিছু লেখা. পড়া বা তার দিকে তাকিয়ে থাকা প্রভৃতি চোখের পরিশ্রমে ক্যালকেরিয়ার রোগীর চোখের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহেও পরিশ্রমে কষ্ট বেড়ে যায়। এই ওষুধটি ছানি বা ক্যাটরাক্ট সারাতে পারে। তা ছাড়া চোখের অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে মাথার গোলযোগ, জ্বর অথবা পরিশ্রম ও ক্লান্তিজনিত অন্যান্য উপসর্গ ও ক্যালকেরিয়াতে থাকতে দেখা যেতে পারে। পরিশ্রম ও ক্লান্তির জন্য রোগী এতবেশী ছটফট করতে থাকে, তার এত বেশী মানসিক বিশৃংখলা দেখা দেয় যে মনে হয় যেন সে ডিলিরিয়াম বা জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হয়েছে। কারণ সে

সময় চোখ বুজলেই যেন তার চোখের সামনে ভূত-প্রেত প্রভৃতি ভীতিকর কিছু দেখতে পায়। রোগীর রেটিনা বা চোখের অন্য কোন টিস্যুতে কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টির লক্ষণ দেখতে পাবার অনেক আগে থেকেই রোগীর মনে হয় যেন তার চোখে ধোঁয়ার মত দেখে অথবা যেন তার চোখের দৃষ্টির সামনে বাষ্পের কণা বলে বোধ হয়। যেন সে কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছে, বা তার দৃষ্টিকে যেন মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে; অর্থাৎ তার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে কমে যেতে থাকে। রোগী যত বেশী দুর্বল হতে থাকে, তার চোখের দৃষ্টিও ততই কমতে কমতে তাকে অন্ধত্বের দিকে নিয়ে চলে। রোগীর চোখের সব লক্ষণ, তার মাথার যন্ত্রণা, স্নায়বিক উপসর্গ প্রভৃতি সবই পরিশ্রমে, পড়াশোনায়, কোন কিছু লেখার ফলে অথবা একদৃষ্টে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকলে বেড়ে যায়। এই ধরনের পরিশ্রমের পরে রোগী খুব ক্লান্তিবোধ করতে থাকে, সেই সঙ্গে তার চোখে ও চোখের পিছন দিকে মাথার মধ্যে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথাবোধ হয়। এটা এক বিশেষ ধরনের মাথাধরা যেটা চোখের পরিশ্রমজাত এবং এর জন্য ক্যালকেরিয়া খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে (**অনুসমোভিয়াম**)। ক্যালকেরিয়ার সাহায্যে কর্নিয়ার অস্বচ্ছতার বহু রোগী সারানো গেছে (**ব্যারাইটা আয়োড**)। কোন রোগের প্রতিক্রিয়াতে যখন চোখের অস্বচ্ছতা দেখা দেয় তখন সেটা সারানো মোটেই সহজ নয়। বিশেষত বৃদ্ধদের মধ্যে যদি এটা দেখা দেয় তা হলে তা সারানো সম্ভব নয় বলেই ধরে নেওয়া যায়। তবে কর্নিয়ার এই অস্বচ্ছতা যদি তার অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে একটি লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয় সেক্ষেত্রে সেটা সারানো যেতে পারে এবং সঠিক ওষুধে ক্রমশ রোগী ভালবোধ করতে থাকবে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা দূর হয়ে যাবে বা অস্বচ্ছভাব ক্রমশ কেটে যেতে থাকবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বছরের পর বছরও ঐ অস্বচ্ছতা দূর হতে দেরী হতে দেখা যায় এবং মনে হতে পারে যে ওটা আর সারবে না, কিন্তু ওষুধ প্রয়োগের দীর্ঘদিন পরেও কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা দূর হতে দেখা গেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে রোগটির জন্য যে সব লক্ষণে শেষ ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়েছিল বেশ কিছু দিন পরে, কোনরূপ লক্ষণছাড়াই সেই ওষুধটির আর একটি ডোজ প্রয়োগে রোগীর দেহের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং রোগটি দূর করার কাজে সাহায্য হয়। কাজেই বলা যায় যে ক্যালকেরিয়া কার্ব যে কোন চক্ষু চিকিৎসকের বন্ধুর মত কাজ করে, তবে ওষুধটির প্রয়োগ সঠিক হতে হবে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন, রোগীর দেহে যে সব লক্ষণ প্রকাশিত হয় তা চোখের রোগ, কানের রোগ, গলা, ফুসফুস অথবা লিভার যা কিছুর রোগই হোক না কেন, রোগটির চিকিৎসা না করে তাঁর কাছে রোগীর দেহে প্রাপ্ত লক্ষণের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করতে হয়।

ক্যালকেরিয়াতে আমরা কানের নানা উপসর্গ পেতে পারি। কান থেকে ঘন হলদেটে স্রাব নির্গত হতে পারে। ঠাণ্ডা বা শীতল আবহাওয়ায় তার কানের বিভিন্ন

উপসর্গ সৃষ্টি হয় ; হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে বা আর্দ্র আবহাওয়ায় তার কানের বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি বা বেড়ে যেতে দেখা যায়। কান থেকে রস গড়ানো বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে কানে দপ্ দপ্ করা এবং মাথাধরাও থাকতে পারে। প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগলেই এই ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। কান, নাক অথবা নির্গমনের সঙ্গে মাথাধরাও ঠাণ্ডা লাগলেই দেখা দেয় বা চোখ থেকে জলপড়া বা স্রাব বেড়ে যায়। ক্যালকেরিয়ার রোগী ঠাণ্ডায় খুববেশী সংবেদনশীল থাকে, সামান্য ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, দেহে ভাল করে কাপড়-চোপড়ে জড়িয়ে রাখলেও ঠাণ্ডার আক্রমণ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ঠাণ্ডা লাগার ফলে তার কানে শোনার ক্ষমতা কমে যায়, ফোড়া দেখা দিতে পারে, মধ্যকর্ণে ফোড়া হওয়া অথবা ইউসটেসিয়ান টিউবে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি ঘটতে দেখা যায় ; কিন্তু এই সব উপসর্গের সঙ্গেই মাথাধরা ও কানের আশপাশের গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

রোগীর নাকের সর্দি খুবই কষ্টদায়ক হয়। দীর্ঘস্থায়ী সর্দিভাব সহজে সারতে চায় না, নাক থেকে ঘন হলদেটে সর্দি বেরোয় এবং নাকের ভিতরে সর্দি শুকিয়ে গিয়ে মামড়ীর মত পড়তে দেখা যায়। সকালের দিকে নাক ঝেড়ে প্রচুর পরিমাণে কালচে রক্ত মেশানো দলাদলা সর্দি বার করা এবং রাত্রের কিছু সময় রোগী নাক দিয়ে শ্বাস নেয় কিন্তু তারপরই তার নাক বন্ধ হয়ে যায় এবং সে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে নাকের পলিপ ক্যালকেরিয়ার সাহায্যে সারানো সম্ভব হয়েছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রোগীর লক্ষণগুলির উপরই নির্ভর করে ওষুধ নির্ধারণ ও প্রয়োগ করে থাকেন, এবং ক্যালকেরিয়ার উপযুক্ত রোগীকে ওষুধটি প্রয়োগের ৩-৪ সপ্তাহ পরে হয়ত রোগী তার রুমালে চটচটে ও আঠালো একটা জিনিস জড়িয়ে এনে হয়ত চিকিৎসককে দেখিয়ে বলবে যে ঐ জিনিসটা তার নাক থেকে বেরিয়েছে। চিকিৎসক হয়ত জানতেনই না যে রোগীর নাকে পলিপ আছে অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসে না, পলিপ থাক আর নাই থাক ক্যালকেরিয়া কার্বের উপযুক্ত লক্ষণের রোগীর রোগটা যাই হোক না কেন ক্যালকেরিয়া প্রয়োগে তার সব ধরনের উপসর্গই কমে বা সেরে যাবে। কাজেই রোগীর নাকে পলিপ থাকা অথবা তার নাকের গভীরের অস্থিও কার্টিলেজ-এ দীর্ঘস্থায়ী সর্দিজনিত আক্রমণ ঘটতে পারে এবং হয়ত সার্জন নাকের ভিতরের বেড়ে যাওয়া অস্থি বা কার্টিলেজের অংশ কেটে বাদ দিতে উপদেশ দেবেন কিন্তু রোগীর প্রকৃত অসুস্থতার কারণ হিসাবে তার দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ তার একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণের জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগ করে তার অসুস্থতা সারিয়ে তুলে তার পরে প্রয়োজনে সার্জনের সাহায্য নেওয়া বা অপারেশন করিয়ে ফেলা যেতে পারে।

রোগীর মুখমণ্ডলে একটা রুগ্ণতার ছাপ থাকে, ঠাণ্ডা ও ঘামে ভেজা থাকতে দেখা যায়। সামান্য একটু পরিশ্রমেই ঘাম দেখা দেয় এবং অনেকক্ষেত্রে রোগীর কপালে রাত্রে ঘাম হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিতে পারে...

মুখমণ্ডল ফেকাশে ও শীর্ণ দেখায়, যেন ক্যান্সার বা যক্ষ্মারোগীর মুখমণ্ডলের মত দেখায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রুগ্ণ ও ফেকাশে মুখমণ্ডলে শোথের জন্য ফোলাভাবও থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে নানা ধরনের উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে। ঠোঁটে উদ্ভেদ হয়ে ঠোঁট ফাটাফাটা হয়ে পড়তে পারে। ঠোঁট ও মুখের দগ্‌দগে চেহারার সঙ্গে রক্তপাতও দেখা যায়। প্যারোটিড, সাবলিঙ্গুয়াল ও সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ডে বেদনাযুক্ত স্ফীতি দেখা দেয়। ক্যালকেরিয়ার বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি বা স্ফীতিও থাকতে দেখা যেতে পারে।

ক্যালকেরিয়াতে পুরাতন গলার ক্ষত বা ক্রনিক সোরথ্রোট থাকতে দেখা যায়। গলার চেহারা দেখেই সব সময় ওষুধ নির্বাচনের চেষ্টা ঠিক নয়, ওষুধটির প্রধান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলি থাকা দরকার। ক্যালকেরিয়ার রোগীর গলায় বার বার সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগার ফলে তার গলা আক্রান্ত হতে দেখা যায় এবং একবার সোরথ্রোট সারতে না সারতেই আবার ঠাণ্ডা লেগে নতুন করে সোরথ্রোট দেখা দিতে পারে, ফলে তার গলায় ক্রনিক সোরথ্রোট দেখা দেয়। প্রথমাবস্থায় হয়ত রোগীর গলার অবস্থা **বেলেডোনার** মত ছিল, কিন্তু সেই অবস্হাটা সারাতে না সারাতেই তার আবার ঠাণ্ডা লাগে এবং এই ধরনের লক্ষণ ক্যালকেরিয়ায় দেখা যায়। সামান্য কারণেই তার ঠাণ্ডা লাগে। প্রতিবার ঠাণ্ডা হাওয়া বা ঝড়ো হাওয়ায় অথবা ভিজে ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় তার ঠাণ্ডা লেগে যায়। **বেলেডোনার** উপযুক্ত লক্ষণসহ সোরথ্রোট সেরে উঠবার মত অবস্হাতেই আবার ঠান্ডা লেগে নতুন করে সোরথ্রোট দেখা দিলে সম্ভবত প্রথম দিকে ঐরূপ দু-তিন বারের আক্রমণ **বেলেডোনায়** সারবে কিন্তু তার পরেই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ক্রনিক অবস্থায় পরিণত হবে, গলার ভিতরে কিছু কিছু স্থানে লালচে ছোট ছোট প্যাচ বা অংশ ও ক্ষত দেখা যেতে পারে এবং তা ক্রমশ গলার অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে যায়। মুখের শেষ অংশ, জিহ্বা প্রভৃতিতে ঐ ক্ষত ছড়িয়ে যায়, ফ্যারিংক্স-এ একটা শুকনোভাব ও দম আট্‌কাবোধ হয়, টনসিল ও নাকের পিছনের অংশ বা পোস্টিরিয়র নেরিস পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে সেখানে ঘন, হলদেটে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। ক্রনিক প্রদাহ সৃষ্টি হবার ফলে আলজিভ স্ফীত ও লাল হয় গলার অন্যান্য অংশেও ফোলা ও লাল ভাব দেখা যেতে পারে, তবে সেটা ছাড়া ছাড়া ভাবে বিভিন্ন অংশে প্যাচের মত হয়। কোন কিছু গিলতে গেলে গলায় বেদনা, শুকনো ও দম আট্‌কাবোধ হতে দেখা যায়।

ক্যালকেরিয়ার রোগীর পাকস্হলী খুব ধীরে ধীরে কাজ করে। খাদ্য গ্রহণের পরে তা দীর্ঘসময় ধরে পাকস্হলীতে একই ভাবে থেকে যায়, পরিপাক হয় না, টকো বা টক গন্ধযুক্ত বমি হয়। দুধ টকো হয়ে ওঠে যায়, দুধ একেবারেই সহ্য হয় না। হজমশক্তি কমে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। পাকস্হলীতে পরিপূর্ণতা ও কিছু যেন বেড়ে উঠছে এরূপ বোধ হয়। খাবার পরই পেট ফুলে ওঠে, পাকস্হলীতে যা কিছু যায় তার সবই টকো হয়ে যায় ও পাকস্হলীর গোলযোগ সৃষ্টি করে। হজমশক্তি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্যালকেরিয়ার রোগীর ডিম খাবার দিকে খুব

বেশী ঝোঁক থাকে। ছোট ছোট শিশুরাও বার বার ডিম খেতে চায় এবং অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় তার ডিম সহজে হজম হয়। ছোট শিশুদের ডিমের প্রতি খুব বেশী ঝোঁক থাকা কিছুটা অস্বাভাবিক। মোটাসোটা থলথলে শিশু, যাদের হাত ও পায়ের দিক শীতল ও শীর্ণ থাকে কিন্তু পেটটি ও মাথা বড় থাকে, পাকস্থলী বেশ বড় হয়ে ওঠে, গোল হয়ে ফুলে থাকে, যাদের সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগা ধাতুগ্রস্ত ও ত্বকে ফেকাশে ও মোমের মত সাদাটে ভাব থাকে; তাদের খিদে প্রায় থাকেই না, কোন কিছুই খেতে চায় না, সে ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়াই নির্দিষ্ট ওষুধ। রোগী অন্যান্য খাদ্য, মাংস প্রভৃতিতে বিতৃষ্ণাবোধ করে; এই সব লক্ষণের সঙ্গে গ্ল্যাণ্ড বড় হওয়া, গলগণ্ড বা গয়টার দেখা দেওয়া, পেটে খুব গ্যাস জমা হওয়া; টক বমি, টক গন্ধযুক্ত ডায়রিয়া, মলে ঝাঁঝালো টক গন্ধ থাকা প্রভৃতি বিশেষভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। যে সব ছোট ছোট শিশু কেবলমাত্র দুধের উপরে থাকে তাদের দুধ একেবারেই হজম না হয়ে বেরিয়ে আসে, তাদের মলে তীব্র ঝাঁঝালো টক গন্ধ পাওয়া যায়, মল হাজাকর হওয়ায় তা শিশুর মলদ্বার ও কাছাকাছি স্থানে হাজার মত দগ্‌দগে অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর পেটটি শীর্ণ অবস্থায় থাকে, পেট থেকে প্রচুর গ্যাস বেরিয়ে যাবার পরে পেটটি কখনো কখনো থলথলে হয়ে পড়ে, তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর পেট উঁচু হয়ে ফুলে থাকতে ও গ্যাসে পূর্ণ থাকতে দেখা যায়। পেটটি যখন থলথলে হয়ে যায় তখন রোগীর পেটের এখানে-সেখানে ছোট ছোট গিট্ গিট্ বা নাডউল দেখতে পাওয়া যেতে পারে। পেটের লিম্ফগ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে সেগুলি শক্ত হয়ে পড়ার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শীর্ণতা ভাব থলথলে, পেটের মধ্যে অনুভব করা যেতে পারে। এই ওষুধে যক্ষ্মারোগ সৃষ্টির একটা প্রবণতা থাকে এবং চুন বা ক্যালসিয়াম ধাতুগ্রস্তদের মধ্যে অনেকেরই 'টেবিজ্ মেজেণ্ট্রিকা' হবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়, এর সঙ্গে অন্ত্রের কাছাকাছি গ্ল্যাণ্ডগুলির বৃদ্ধি দেখতে পেতে পারি, মেজেণ্ট্রিক গ্ল্যাণ্ডে যক্ষ্মাজনিত কোষ বা টিসু জমতে পারে এবং তার ফলেই টেবিজ মেজেণ্ট্রিকা দেখা দেয়; ডায়রিয়ায় পাতলা জলের মত এবং টক গন্ধযুক্ত মল নির্গত হতে থাকে, রোগী দিন দিন শীর্ণ ও রুগ্ণ হতে থাকে, বিশেষভাবে তার হাত ও পায়ের দিকে শীর্ণতা বেশী দেখা দেয়, প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগলেই তার হজমের গোলযোগ শুরু হয় এবং টক গন্ধযুক্ত বমি হতে দেখা যায়। রোগীর ডায়রিয়া কমানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে কারণ, প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগলেই তা আবার নতুন করে দেখা দেয়। এরূপ লক্ষণের অ্যাকিউট অবস্থায় প্রায়ই **ডালকামারাতে** উপকার হয় কিন্তু বার বার এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হতে থাকলে তখন আর **ডালকামারাতে** বিশেষ কাজ হয় না, ঐরূপ অবস্থার জন্য তখন ক্যালকেরিয়া অথবা অন্য ওষুধের প্রয়োজন হবে।

আবার দীর্ঘস্থায়ী ও অদম্য কোষ্ঠবদ্ধতায়ও ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়। সাধারণ ডায়রিয়ায় মল সাদাটে হয়, কোষ্ঠবদ্ধতায়ও মল সাদা বা চকের মত সাদাটে হতে

দেখা যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মল সাদাটে হলে তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বোঝা যায়, কিন্তু যারা দুধের উপরেই কেবল নির্ভর না করে অন্যান্য খাদ্যও খায় তখনো তাদের মল সাদাটে ও পিত্তহীন ও খুব হাল্কা রঙের হতে দেখা যায়, সাদাটে বা হাল্কা হলদেটে হতে পারে এবং কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় প্রায়ই মল হাল্কা রঙের ও কঠিন হতে দেখা যায়।

ক্যালকেরিয়াতে বিশেষ একধরনের বদহজম থাকতে দেখা যায় যাতে ক্রিমি রোগ সৃষ্টির প্রবণতা থাকে। রোগীর মলের ও বমির সঙ্গে ক্রিমি বেরোয়। লক্ষণ অনুযায়ী ঐ ধরনের হজমের গোলমালে ক্যালকেরিয়া প্রয়োগে বদহজমের সঙ্গে ক্রিমি সৃষ্টি হবার প্রবণতাও দূর করা যেতে পারে ; হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে ক্রিমি দূর করবার জন্য আলাদা কোন ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, হজমের গোলমাল দূর করবার জন্য সঠিক ওষুধ প্রয়োগেই তার ক্রিমি বেরিয়ে বা বিনষ্ট হয়ে যাবে। ক্রিমি দূর করবার জন্য বিশেষ কোন ওষুধ প্রয়োগের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর গোলযোগ, বদহজম প্রভৃতি আরও বেড়ে যেতে দেখা যায়, কিন্তু ক্রিমি থাক বা না থাক সেটার কথা না জেনেও ক্যালকেরিয়া প্রয়োগে অধিকংশ ক্ষেত্রেই পেটের গোল-যোগ সারাতে পারলে, ক্রিমিও যে দূর হয়ে যায় সেটা দেখা গেছে, কারণ, চিকিৎসক রোগীর বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখেই ওষুধ প্রয়োগ করেন, বিশেষ কোন একটি রোগ বা উপসর্গের উপর তিনি নির্ভর করেন না। অন্যান্য অনেক ওষুধেই ক্রিমি দূর করা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে ক্যালকেরিয়াও একটি প্রধান বা অন্যতম ওষুধ।

অন্যান্য ক্ষেত্রে মত যৌনাঙ্গেও ক্যালকেরিয়ার রোগীর শিথিলতা ও দুর্বলতা থাকতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে খুববেশী যৌন সঙ্গমের ইচ্ছায় রোগী সারারাত ঘুমোতে না পেরে জেগে থাকা কিন্তু যৌন সম্ভোগের চেষ্টায় রোগীর পিঠে দুর্বলতা, ঘাম শুরু হওয়া, সারা দেহেই দুর্বলতা ও শিথিলতার জন্য তার পক্ষে যৌন সম্ভোগ সম্ভব হয় না।

মহিলারাও একইরূপ ভাবে যৌন শিথিলতা ও দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে থাকে, কাজেই ধাতুগত দুর্বলতার জন্য ক্যালকেরিয়ার রোগিণীর পক্ষে বন্ধ্যা হয়ে থাকা বিচিত্র নয় ; সে এত দুর্বল, এতই শিথিল থাকে যে সে তার সঙ্গমের পরে দুর্বলতা, ঘাম হওয়া, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতিতে কষ্ট পায়। যৌনাঙ্গে শিথিলতা দেখা দেয়, জরায়ু যেন নিচের দিকে ঝুলে থাকে, মনে হয় যেন তার জরায়ু বাইরে বেরিয়ে আসবে।

ক্যালকেরিয়াতে আঁচিল, পলিপ বা ঐরূপ অন্যান্য কোন অর্বুদজাতীয় 'গ্রোথ' সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে রক্তপাত হওয়া; সেগুলি নরম ও তুলতুলে বা স্পঞ্জের মত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়।

ঋতুস্রাবের সময় অত্যধিক স্রাব হওয়া, দীর্ঘদিন ধরে থাকা এবং স্বাভাবিকভাবেই অল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় স্রাব শুরু হতে দেখা যাবে। প্রায়ই তিন সপ্তাহ বাদে বাদে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে একসপ্তাহ ধরে থাকতে ও পরিমাণে বেশী স্রাব হতে

দেখা যায়। তবে এরূপ সব ক্ষেত্রেই ক্যালকেরিয়া উপযুক্ত নয়ঃ ক্যালকেরিয়ার ধাতুগত এবং অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ থাকাও প্রয়োজন। যে রোগীর মধ্যে ক্যালকেরিয়ার উপযুক্ত পাঁচ-ছটি লক্ষণ পাওয়া যায় প্রকৃত পক্ষে সে হয়ত **পালসেটিলার** রোগী, সেক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া প্রয়োগে রোগীকে নিরাময় করার আশা করা নিশ্চয়ই ঠিক নয়। যে রোগী সর্বদা উষ্ণ দ্রব্য ও বেশী কাপড়-চোপড় ব্যবহার করতে চায় না, খোলা ঠাণ্ডা হাওয়া পছন্দ করে সে ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়ার অন্যান্য অনেক লক্ষণ পাওয়া গেলেও সে ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া ফলপ্রদ হবে না। যে পর্যন্ত রোগীর বিশেষ লক্ষণের সঙ্গে সাধারণ লক্ষণও মিলে যায়, যতক্ষণ ওষুধটি রোগীর দেহের অভ্যন্তর থেকে বাইরের প্রধান সব লক্ষণের সঙ্গে সঠিক ভাবে মিলে না যায় ততক্ষণ ওষুধটি দ্বারা নিরাময় আশা করা চলে না। কাজেই কয়েকটি প্রধান লক্ষণের উপর নির্ভর না না করে রোগীর বিশেষ বিশেষ চরিত্র ও ধাতুগত লক্ষণের উপর নির্ভর করেই ওষুধ নির্বাচন করতে হবে।

ক্যালকেরিয়ার এই ধরনের দুর্বলতা ও শিথিলতা আমরা লিউকোরিয়া বা সাদা স্রাবের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। প্রচুর পরিমাণে ঘন সাদা স্রাব সারা দিন রাত ধরেই নির্গত হতে দেখা যায়। সাদা স্রাব হাজাকর হয়ে থাকে এবং যেখানে সেটা লাগে সেখানেই চুলকায়, বেদনা ও জ্বালাবোধ হতে থাকে। একবার ঋতুস্রাব শেষ হবার পর থেকে আবার ঋতুস্রাব দেখা দেবার সময় পর্যন্ত সব সময়ই সাদা বা হলদেটে, ঘন সাদা স্রাব বা শ্বেতপ্রদর হতে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সঙ্গে সাদা স্রাবও মিলেমিশে একই সঙ্গে বেরোতে পারে। সাদা স্রাবের জন্য যৌনাঙ্গে জ্বালাবোধের সঙ্গে ভ্যাজাইনাতে পলিপ সৃষ্টি হতেও দেখা যায়, যৌনাঙ্গে খুব চুলকায় ও জ্বালাবোধ থাকে। ভারী কোন কিছু তোলার জন্য, খুববেশী উত্তেজিত হলে, কোন কারণে শক্ পেলে, ভয় অথবা কোন আবেগের প্রাবল্যে, মাংস-পেশীর অধিক পরিশ্রম অথবা অন্য যে কোন ভাবে দৈহিক বা মানসিক বিরক্তি বা অশান্তির সৃষ্টি হলে জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তস্রাব শুরু হতে দেখা যায়, যৌনাঙ্গের দুর্বলতা ও শিথিলতার জন্য এরূপ হয়ে থাকে। রোগীর পক্ষে মাংসপেশীর পরিশ্রম, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম সহ্য হয় না।

খুববেশী দুর্বলতা ও শিথিলতার জন্য প্রসবকালীন নানা গোলযোগ দেখা দিতে পারে। অ্যাবরসন্ বা প্রথম তিন মাসের মধ্যে ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাবার প্রবণতা; প্রসবের পরে খুববেশী দুর্বলতা ও অবসাদ, ঘাম হতে থাকা, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য খুববেশী দুর্বলবোধ করা প্রভৃতি লক্ষণ ক্যালকেরিয়াতে দেখা যায়।

ক্যালকেরিয়ায় গলার স্বরে বেদনাহীন স্বরভঙ্গ বা কর্কশতা দেখা যেতে পারে। ভোকাল কর্ডের দুর্বলতার জন্য কোনরূপ বিশেষ জোর বা চেষ্টা করা রোগীর পক্ষে সম্ভব হয় না, প্রায় পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দেয়। কোন কোন সময় ল্যারিংক্স থেকে বেশ খানিকটা শ্লেষ্মা উঠে আসে, ল্যারিংক্সে খুব সুড় সুড় করে ও

দুর্বলবোধ হয়। **বেলেডোনা** বা **ফসফরাসে** যে ধরনের জ্বালাবোধ ও দগ্দগে ভাব থাকে সেরূপ না হয়ে ক্যালকেরিয়াতে বেদনাহীন স্বরভঙ্গ থাকতে দেখা যাবে। **ফসফরাসে** স্বরভঙ্গের সঙ্গে গলায় সাধারণ বেদনা এবং **বেলেডোনার** খুববেশী বেদনা থাকে, কথা বলতে গেলে রোগী খুববেশী বেদনাবোধ করে ; কিন্তু ক্যালকেরিয়াতে ল্যারিংক্স-এ কোন বেদনা না থাকা সত্ত্বেও এত গোলযোগ কেন হচ্ছে সেটা ভেবে রোগী আশ্চর্যবোধ করে। এরূপ অবস্থা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে পরে যক্ষ্মাজনিত ল্যারিনজাইটিসে পরিণত হতে পারে, এবং প্রাথমিক অবস্থায় ক্যালকেরিয়া প্রয়োগে যক্ষ্মারোগের প্রবণতা থেকে রোগীকে রক্ষা করা যেতে পারে; যক্ষ্মাজনিত ল্যারিনজাইটিস ক্যালকেরিয়া কার্ব সারাতে পারে। শ্লেষ্মায় খুব ঘড় ঘড় শব্দ ও শ্বাসের সঙ্গে ঘড়্ঘড়্ শব্দ হওয়া অর্থাৎ ট্রেকিয়াতে বা ল্যারিংক্স-এ প্রচুর শ্লেষ্মা, সৃষ্টি হয়ে জমে থাকতে দেখা যেতে পারে। খুববেশী শ্বাসকষ্ট বা ডিসপ্নিয়া দেখা দেয়। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হলে, বাতাসের বিপরীত দিকে হাঁটতে গেলে শ্বাসকষ্ট বেশী হয়। যে কোন ভাবে শ্বাসপথের উপর চাপ বা পরিশ্রম বেশী হলেই শ্বাসকষ্ট হতে থাকে ; হাঁপানিতে, হার্টের দুর্বলতায়, ফুসফুসের দুর্বলতা ও যক্ষ্মারোগের সূত্রপাতে আমরা এই ধরনের লক্ষণ পেতে পারি। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন, তার দুর্বলতা ও ক্লান্তির চিহ্ন দেখে বোঝা যেতে পারে যে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। শ্বাস গ্রহণের পরিশ্রমেও সে ক্লান্তিবোধ করে ও এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে যে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠা, পাড়ে চড়া, বাতাসের বিপরীত দিকে হাঁটা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রোগীর বুক ও ফুসফুসের লক্ষণ ক্যালকেরিয়ার উপযুক্ত একটি প্রশস্ত ক্ষেত্রে নির্দেশ করে থাকে। কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা, দীর্ঘস্থায়ী কাশি ; প্রচুর পরিমাণে ঘন ও লদে শ্লেষ্মা ওঠা, এমনকি পুঁজ নির্গমন ; ক্ষত ও বড় ফোড়া বা অ্যাবসেস সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। গলা খুসখুস করার সঙ্গে কাশি ; ফুসফুসের গোলযোগ সৃষ্টির সূত্রপাতে শীর্ণ হতে শুরু হওয়া, ফেকাশে ভাব, ঠাণ্ডায় সংবেদনশীলতা, আবহাওয়ায় পরিবর্তনে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় অথবা ভিজে ও আর্দ্র আবহাওয়ায় কাতরতা ও অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবণতা প্রভৃতি দেখা যায়। সহজেই রোগীর ঠাণ্ডা লাগে এবং তা তার বুকে বসে যায়, হাত ও পায়ের দিকে ক্রমশ শীর্ণতা দেখা দেয় ও সর্বদাই খুববেশী ক্লান্তিবোধ হতে দেখা যায়। যক্ষ্মারোগের সূত্রপাতে এই ধরনের ধাতুগত দুর্বলতা দেখা দিয়ে থাকে। এই ওষুধটি প্রয়োগে রোগীর ঠাণ্ডা লাগা আটকায় এবং ক্যালকেরিয়া গ্রহণের পরে রোগী অনেকটা ভাল বোধ করতে থাকে, রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে এবং যক্ষ্মা-রোগের সূত্রপাত যেখানে হয়েছে ফুসফুসের সেই আক্রান্ত স্থানে ক্রিয়াশীল হয়ে ওষুধটি সেখানে যে টিসুর ক্ষয় হচ্ছিল সেটা রোধ করে সেখানে ক্যালসিফিকেশন

সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। ফুসফুসের যক্ষ্মায় যেখানে অনেকটা ক্ষয় বা কেজিয়েসন হয়েছে সেক্ষেত্রেও ওষুধটি এইভাবে ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করতে পারে। তবে সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত স্থান সেরে গেলেও পুনরায় নতুন করে ক্ষয় দেখা দিতে পারে, অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রম বা বার বার নতুন করে ঠাণ্ডা লেগে আক্রান্তস্থানে আবার রোগটির আক্রমণ শুরু হওয়া অসম্ভব নয় এবং সেক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া অনেকক্ষেত্রে ভাল ফল দিয়ে থাকে। ক্যালকেরিয়ার রোগীর ক্ষেত্রে অনেক সময়ই **ফসকরাস ও স্ট্যানামের** মত মিষ্টি স্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা বা গয়ের উঠতে দেখা যায়; শ্লেষ্মা সাদা, হলদে এবং ঘন হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে, ক্ষতের মত টন্ টন্ করা ব্যথা, স্পর্শকাতরতা ও বেদনা, অবসন্নতা ও ক্লান্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে তবে সেগুলিকে খুববেশী প্রাধান্য না দিয়ে ক্যালকেরিয়ার উপযুক্ত ধাতু ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি আছে কিনা সেদিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক্যালকেরিয়াতে মেরুদণ্ডে বা স্পাইনে প্রচুর নানা ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। খুববেশী দুর্বলতা, যত রকমের দুর্বলতা থাকা সম্ভব সবই এক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। ক্যালকেরিয়ার রোগীর পিঠে এত বেদনা থাকে যে চেয়ারে বসে সে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যায়, সোজা হয়ে চেয়ারে বসে থাকতে পারে না, মাথাটা চেয়ারের পিছনের দিকে ঠেকিয়ে রাখে। মেরুদণ্ডে খুব বেদনা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে গলার পিছনে ও ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে, ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত অঙ্গবিকৃতিও এখানে দেখা যেতে পারে, পিঠের দিকের হাড় বা মেরুদণ্ডের হাড়ে বক্রতা দেখা যেতে পারে। একথা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হবে যে ঐ সব ক্ষেত্রে রোগটির প্রাথমিক অবস্থায় ক্যালকেরিয়া প্রয়োগে কোনরূপ সাপোর্ট বা পিঠে কোনরূপ বন্ধনী না লাগিয়েই রোগটি সারানো যেতে পারে। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা দেখা দিলে তাদের বিছানায় চিৎ করে শুইয়ে রেখে তারপর ক্যালকেরিয়া অথবা লক্ষণানুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধটি প্রয়োগের কিছুদিনের মধ্যেই মেরুদণ্ডের হাড়ে যে উচুঁ হয়ে থাকা গিট্‌গিট্ ভাবটা থাকে সেটা চলে যেতে দেখা যাবে এবং শিশুটি সোজা হয়ে বসতে সমর্থ হবে। ওষুধের লক্ষণে মিলে গেলে ক্যালকেরিয়া এই ধরনের আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে সমর্থ হয়ে থাকে।

রিউম্যাটিজম্‌জনিত যতরকমের গোলযোগ দেখা দেওয়া সম্ভব তার প্রায় সবই ক্যালকেরিয়াতে থাকতে পারে। অস্থি-সন্ধিতে গেঁটেবাতজনিত আক্রমণের ফলে সেখানে ফুলে থাকা ও বড় হয়ে যাওয়া, বিশেষভাবে ছোট ছোট অস্থি-সন্ধিতে আক্রমণ ঘটা, হাত ও পায়ের আঙ্গুলে গেঁটেবাতজনিত প্রদাহ বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। প্রতিবার ঠাণ্ডা লেগে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, বিশেষত ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে বাতজনিত উপসর্গ দেখা দেয়; রোগীর পায়ের দিকটা প্রায় সর্বদাই ঠাণ্ডা ও ভেজা ভেজা থাকতে দেখা যায়; কিন্তু

রাত্রে বিছানায় শুয়ে পা ভাল করে কাপড়-চোপড়ে ঢেকে রাখলে তা ক্রমশ উষ্ণ হয়ে ওঠে, তবে পা উষ্ণ বা গরম হয়ে উঠলেই আবার সেখানে জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়। পা এত বেশী ঠাণ্ডা থাকার জন্য রোগী তার দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় পা দুটি অনেক বেশী কাপড়-চোপড়ে ঢেকে রাখতে বাধ্য হয়। রোগী বা শিশুর পা দুটি খুব শীতল ও ভেজা ভেজা থাকে। তারা হাঁটা-চলা দেরিতে আরম্ভ করে, হাঁটতে গেলে পায়ে পা জড়িয়ে যায়, পায়ে শক্ত ভাব দেখা দেয়। বাতজনিত অবস্থা ও শক্তভাব ক্যালকেরিয়াতে দেহের সর্বত্রই দেখা যেতে পারে। নড়াচড়া করতে গেলে, রাত্রে বিছানা থেকে উঠতে গেলে অস্থি-সন্ধিতে শক্তভাব দেখা দেয়, যদি অস্থি-সন্ধি ঠাণ্ডা হয়ে যায় অথবা বৃষ্টি হয়ে ঠাণ্ডা পড়লে ক্যালকেরিয়ার রোগী খুব কষ্টবোধ করতে থাকে, শীতলতা, শক্তভাব ও বাতজনিত কষ্ট ঠাণ্ডা লাগায় বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আরও বেশী হয়।

রোগীর নিদ্রা প্রায়ই বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। সে দেরীতে ঘুমায়, কোন ক্ষেত্রে রাত ২টা, ৩টা, এমনকি ভোর ৪টা পর্যন্তও জেগে থেকে তারপর রোগী ঘুমোয়। তার মনে নানা ধরনের ভাবনা-চিন্তার উদয় হয়। চোখ বুজলেই সে বিভিন্ন ধরনের ভীতিকর দৃশ্য যেন দেখতে পায়। দাঁত কড়মড় করা, কোন শিশুকে ঘুমের মধ্যেই যেন কিছু চিবানো, কোন কিছু গেলা বা দাঁত কড়মড় করতে দেখা যেতে পারে। রাত্রের অধিকাংশ সময়ও রোগীর নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটে। রাত্রে বিছানায় শুলে তার পা খুব ঠাণ্ডাবোধ হতে থাকে।

ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোসা
(Calcarea Arsenicosa)

এই ওষুধটি দুটি ভালভাবে পরীক্ষিত ও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধের রাসায়নিক সংমিশ্রণে তৈরী বলে স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায় যে এটিও গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল হবে এবং অনেক ক্রনিক রোগ ও উপসর্গে কার্যকরী হবে। প্রকৃতপক্ষে সহজে সারে না সেই ধরনের মৃগীরোগে এই ওষুধটি গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল হয় এবং ভাল ফল দিয়ে থাকে এবং ঐ ধরনের উপসর্গ দূর করতে ওষুধটি তার সামর্থ্যকে প্রমাণিত করেছে। রোগীর মধ্যে খুববেশী মানসিক ও দৈহিক দুর্বলতা থাকে। দুর্বলতায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গে কাঁপুনি ও পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। রোগীর মনে হয় যেন তার দেহ খুব হাল্কা হয়ে হাওয়ায় ভাসছে। মাঝে মাঝেই মূর্চ্ছার আক্রমণ ঘটে। মৃগীরোগের তড়কায় প্রথম আক্রমণের সূত্রপাত হার্ট অঞ্চলে অনুভূত হয় এবং খুববেশী অবসন্নতা দেখা দেয়। হার্টের অঞ্চলে বেদনা ও তলিয়ে যাবার মত বোধের পরে মাংসপেশীর আক্ষেপ শুরু হয়, দুর্বলতায় মাথা-ঘোরা অথবা সাময়িকভাবে দৃষ্টিহীন হয়ে যাবার লক্ষণ দেখা দেয়। হার্টের কপাটিকা বা ভালবের রোগজনিত তড়কাও দেখা দিতে পারে। সন্ধ্যা ও রাত্রের

দিকে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া ওষুধটির একটি বৈশিষ্ট্য। রোগী শীতকাতুরে, ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল এবং দেহে প্রয়োজনীয় উত্তাপের অভাব থাকতে দেখা যায়। খোলা হাওয়া সে সহ্য করতে পারে না। সাধারণভাবে শারীরিক দিক থেকে উদ্বেগ দেখা দেয়। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঁচুতে ওঠার ফলে তার নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। **আর্সেনিকের** মত এই রোগীরও নানা ধরনের জ্বালাকরা বেদনা থাকতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অ্যালবুমিনিউরিয়া অর্থাৎ প্রস্রাবে অতিরিক্ত অ্যালবুমিন ক্ষরণের প্রাথমিক অবস্থায় এই ওষুধটির সাহায্যে নিরাময় হতে পারে। ক্লোরোসিস অর্থাৎ অল্পবয়সী বা যুবতী মেয়েদের বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতায় ওষুধটিকে কার্যকরী হতে দেখা গেছে। **আর্সেনিকাম** এবং **ক্যালকেরিয়া কার্বের** মত এই ওষুধটিতে শোথ বা ড্রপসির লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে। সামান্য পরিশ্রম বা কাজের জন্য চেষ্টা বা উদ্যমেই উপসর্গ বৃদ্ধি হওয়া ওষুধটির একটি প্রধান লক্ষণ, ঐরূপ কোন উদ্যম বা চেষ্টা করলেই মূর্চ্ছা দেখা দেয়, বুক ধড়ফড় করে বা প্যালপিটেশন শুরু হয়, শ্বাসকষ্ট ও দুর্বলতা দেখা দেয়। দেহে বামদিক বেশী আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

এই ওষুধটি প্রয়োগের জন্য পথ প্রদর্শক হিসাবে বিশেষ কতকগুলি মানসিক লক্ষণ আছে। ক্রোধ, ক্রোধ ও বিরক্তি থেকে উপসর্গ সৃষ্টি; সন্ধ্যায়, রাত্রে বিছানায় শুলে, ঘুম থেকে জেগে উঠলে এবং জ্বরের শীতাবস্থায় উদ্বেগ বা আশঙ্কা দেখা দেয়। ভবিষ্যতে যেন কোন বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, যেন তার মুক্ত অবস্থা বা স্বাধীনতা খর্ব হতে যাচ্ছে, বিশেষভাবে রাত্রিতে এই ধরনের উদ্বেগ বা আশঙ্কা দেখা দেয়। রোগী অপরের সমালোচনা করতে পছন্দ করে, লোকের সঙ্গও তার ভাল লাগে। ঘুম থেকে জেগে উঠলে মানসিক জড়তা দেখা দিতে পারে; তখন তার পক্ষে কোন বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা বা মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। সে নানারূপ কাল্পনিক বস্তু ভূত-প্রেত, মৃত ব্যক্তি প্রভৃতিকে যেন দেখতে পায়। রাত্রে এবং শুয়ে চোখ বন্ধ করলেই সে আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পায়। নিজের রোগমুক্তির বিষয়ে সে হতাশ হয়ে পড়ে। সর্বদাই যেন সে অসন্তুষ্ট, সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ার মত অবস্থায় থাকে। রাত্রে সে নির্জনতা, মৃত্যুভয়, পাগল হয়ে যাবার ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কোনরূপ আনন্দ বা খুশী হবার মত অবস্থাতেও সে উদাসীন থাকে; পাগলামি অস্থির-চিত্ততা, খিটখিটে ভাব ও বিলাপ করা, জীবনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়; স্মৃতিশক্তি দুর্বল থাকে। অপরের ক্ষতি করবার দিকে ঝোঁক, একগুঁয়েমি, সামান্য কারণেই অসন্তুষ্ট হয়—স্পর্শকাতর প্রকৃতির হতে দেখা যায়। বিশেষ ভাবে রাত্রিতে খুববেশী ছটফটানি বা অস্থিরতা দেখা দেয়। রোগী বিছানায় বার বার এপাশ-ওপাশ করে; উত্তপ্ত অবস্থায় এবং মাসিক ঋতুস্রাবের সময় এই অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। সন্ধ্যার দিকে এবং জ্বর হলে রোগী খুববেশী বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সামান্য কারণেই চমকে ওঠে শান্তপ্রকৃতি ও রাত্রিতে কান্নাকাটি করা প্রভৃতিও দেখা যেতে পারে।

মাথায় খুববেশী তীব্র ধরনের রক্তোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মাথাঘোরা ও মাংসপেশীর আক্ষেপ বা স্প্যাজম হতে দেখা যায়। নানাধরনের দীর্ঘস্থায়ী ও পুরানো মাথাধরা সৃষ্টি করতে ও সারাতে এই ওষুধটি সমর্থ হয়ে থাকে। মাথার বেদনার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে রোগী যে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে, মাথার বেদনাটা সে পাশ থেকে সরে গিয়ে অপর পাশে অর্থাৎ রোগী যে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে তার বিপরীত পাশে দেখা দেয় এবং যে পর্যন্ত না রোগী পার্শ্বপরিবর্তন করে ততক্ষণ সেইভাবে থেকে যায়; তবে তার সব মাথাধরাতেই যে এই ধরনের বেদনা দিক বদল করে তা নয়। মাথাধরায় নানা ছোট ছোট লক্ষণ থাকে। মানসিক পরিশ্রম করলে সাময়িকভাবে রোগীর মাথার যন্ত্রণা কমে যায় কিন্তু কিছু পরেই তা খুব বেড়ে যায়। মুখমণ্ডল, চোখের পাতা, মাথার দুই ধারে ও কানে ফোলা ভাব বা ঈডিমা থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল ও মাথার চাঁদিতে একজিমা হতে পারে। মাথায় শীতলতা; মুখমণ্ডলে ফেকাশে রংগুণ ও ফোলা ফোলা ভাব প্রভৃতি চোখে পড়ে। নাক থেকে প্রচুর জলের মত সর্দি বা কোরাইজা দেখা দেয়। খুব হাঁচি হয়, সব ধরনের খাদ্যে অরুচি থাকে কিন্তু শীতল জলের জন্য পিপাসা থাকতে দেখা যাবে। খাদ্য গ্রহণের পরে উদ্গার ওঠা ও বমি হওয়া, সহজেই পাকস্থলীর গোলযোগ ঘটা, বিশেষভাবে দুধ ও ঠাণ্ডা খাদ্য গ্রহণের পরে পাকস্থলীর গোলযোগ বেশী ঘটতে দেখা যায়। রোগী শীতল জলের জন্য পিপাসাবোধ করলেও শীতলজল পানের পরে তার পাকস্থলীতে বেদনা হয়, খাদ্য গ্রহণের পরে পাকস্থলীতে ভারবোধ হতে থাকে। মদ্যপানের পরে কুঁচকিতে বেদনা, পাকস্থলীতে খাদ্য ঠেকে যাওয়া ও গলা জ্বালাকরা, অম্লভাব, পাকস্থলীতে উদ্বেগ ও জ্বালাবোধ, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, কামড়ানো ব্যথা, কামড়ানো বা দাঁত দিয়ে চিবোনোর মত বেদনা, পাকস্থলী ও উদর ফুলে ওঠা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটি পাকস্থলীর ক্ষত বা গ্যাসট্রিক আলসার সারাতে পারে।

কিডনী অঞ্চলে খুববেশী ক্ষতের মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা; অল্প পরিমাণ প্রস্রাব ত্যাগের সঙ্গে জ্বালাবোধ, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন ও কাস্ট থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। পরিশ্রমের পরে অথবা মদ্যপানের পরে স্পারমেটিক কর্ডে বেদনা হতেও দেখা যায়।

হলদে রঙের হাজাকর সাদাস্রাব বা লিউকোরিয়া দেখা দিতে পারে। সাদা স্রাব রক্ত মেশানো ও দুর্গন্ধ যুক্ত হতে দেখা যায়। দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাবের জন্য ওষুধটিকে **কেলি আর্স** এবং **কেলি ফসের** সঙ্গে তুলনা করা যায়। জরায়ুর ক্যান্সারের সঙ্গে জ্বালা এবং হাজাকর ও দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব হতে দেখা গেলে ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে ওষুধটি মাসিক ঋতুস্রাব ফিরিয়ে আনতে পারে। ঋতুস্রাব খুববেশী অথবা পরিমাণে কম স্রাব হতে পারে. খুব অল্পসময়ের ব্যবধানে ঋতুস্রাব অথবা খুববেশী বিলম্বিত ঋতুস্রাবে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। ঋতুস্রাবের আগমনের সময় হলেই পেটে বেদনা শুরু হয়। মেট্রোরেজিয়া

অর্থাৎ একমাসের মধ্যে দু'বার বা তারও বেশী ঋতুস্রাব হওয়া, জরায়ু ও ভ্যাজাইনাতে জ্বালা করা, ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

গলার ভিতরে ল্যারিংক্স থেকে সুতোর মত কিছু দিয়ে যেন পিছন দিকে টেনে ধরা হচ্ছে এরূপ বোধ, ল্যারিংক্স-এ শুকনোভাব, মৃগীরোগের জন্য আক্ষেপ বা তড়কা দেখা দেবার আগে স্বর লোপ পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। রোগী রাত্রে বিছানায় শুলে দম আটকা ও বুকে প্যালপিটেশন বোধ করে। বুকের ভিতরে জ্বালা করা উত্তাপ এবং হার্টে বেদনা বিশেষভাবে মৃগীরোগের মূর্চ্ছাভাব বা তড়কার আক্রমণের সঙ্গে দেখা দিতে পারে। হার্টের দিকে রক্ত চলাচলের তীব্রতা বেড়ে যায়; বিশেষভাবে মাথা ও পিঠের দিকে ধমনীতে দপ্‌দপ্‌ করা বোধ দেখা দেওয়ায় রোগী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে বাধ্য হয়। হার্টে বেদনার সঙ্গে প্যালপিটেশন দেখা দিতে পারে। অ্যানজাইনা পেকটোরিস থাকতেও দেখা যায়। হার্টকে আঁকড়ে বা মুঠো করে ধরে রাখা হয়েছে এরূপ বোধ, মুখমণ্ডলে উত্তাপ বোধের সঙ্গে প্যালপিটেশন, সামান্য উত্তেজনা বা পরিশ্রমেই প্যালপিটেশন দেখা দেওয়া এবং সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে সেটা বৃদ্ধি পাওয়া, নাড়ীর গতির মধ্যে প্রতিটি চতুর্থ আঘাত বাদ যাওয়া এবং পালস দ্রুতগতির হওয়া প্রতিটি লক্ষণ থাকতে পারে।

স্ক্যাপুলা ও সেক্রামের মধ্যবর্তী অংশে তীব্র ধরনের কামড়ানো ব্যথা, পিঠের বেদনা বাহুর দিকে ছড়িয়ে পড়া বা বুকের দিক থেকে বাহুর দিকে বেদনা বিস্তৃত হওয়া, হাত ও পায়ের দিকে ফোলা বা ঈডিমা, পায়ের দিকে দুর্বলতাবোধ দেখা যেতে পারে।

তীব্র ও ভীতিকর স্বপ্নের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, প্যালপিটেশন ও দমআটকা ভাব দেখা দেয়। শেষ রাত্রির দিক থেকে রোগী জেগে থাকে এবং খুববেশী ঘর্মাক্ত হয়!

আর্সেনিকাম এবং **ক্যালকেরিয়া** কার্বের সঙ্গে একত্রে এই বিস্ময়কর ওষুধটির মানসিক লক্ষণ পর্যালোচনা করলে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করা যাবে। এই ওষুধটির ঊর্ধ্বশক্তির বা পোটেন্সির ক্রিয়া জানবার জন্য আরও প্রুভিং বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা

(Ca carea Fluorica)

ক্যালসিয়াম এবং ফ্লুরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সংমিশ্রণজাত এই ওষুধটি আমাদের নতুন কিছু কিছু চরিত্রগত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ আমাদের দিয়েছে। ঐ উপাদান দুটির গুণাগুণ সম্পর্কে জানা থাকলেও তাদের মিশ্রণজাত এই ওষুধটির নিরাময় ক্ষমতার বিষয়ে ধারণা করা বা আগে থেকেই অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। এই ওষুধটির গ্ল্যাণ্ডের শক্তভাব ও বৃদ্ধি, সেলুলার টিসু বৃদ্ধি ও অস্থি গঠনের ত্রুটি দূর করবার

বা নিরাময় করবার ক্ষমতার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। টেণ্ডনের মাঝে কোথাও নীডিউল্স সৃষ্টি, অস্থি বৃদ্ধি, গ্ল্যাণ্ড পাথরের মত শক্ত হয়ে পড়া, পেরিঅস্টিয়ামে অস্থির টিস্যু জমা হওয়া, কার্টিলেজ এ চালের মত গুটিগুটি শক্ত দানা সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি অন্য বিশেষ কোন লক্ষণের অভাব থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে এই ওষুধটি সারাতে পেরেছে। অবশ্য লক্ষণের সাদৃশ্য থাকলে তবেই ওষুধটি কার্যকরী হবে, কিন্তু ওষুধটিকে যাতে আরও ভালভাবে অন্যান্য ওষুধ থেকে পৃথক করে জানা ও চেনা যায় সেজন্য এটিকে আরও বিস্তৃতভাবে প্রুভিং বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

হাঁটুর পিছনের ভাঁজে একটি ফিব্রয়েড টিউমার অপারেশন করে বাদ দিয়ে দেবার পরে সেটা পুনরায় দেখা দেয় এবং মুষ্টির মত বড় হয়ে ওঠে, ফলে রোগীর পা ৪৫ ডিগ্রী কোণের মত ভাঁজ হয়ে থাকত এবং হাঁটু নড়াচড়া করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রোগীর লক্ষণ ও টিউমারের কাঠিন্য বা শক্তভাব দেখে এই বিস্ময়কর ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়। ক্রমশ টিউমারটি ক্ষয় পেতে থাকে এবং মিলিয়ে যায়, ফলে রোগীটির পা আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যায়। পরে রোগিণী একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দেয় এবং দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে সে আর আক্রান্ত হয়নি।

এই ওষুধের রোগী ঠাণ্ডায় ঝড়ো হাওয়ায়, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ও ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় খুব সংবেদনশীল হয়ে থাকে। তার উপসর্গগুলি উত্তাপে এবং উষ্ণ সেক্ দিলে কম থাকে। বিশ্রামের সময় উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

গেঁটেবাতের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাল্কা বা ফেকাশে রঙের প্রস্রাব ও ডায়রিয়া দেখা গেলে ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। রোগী বিষাদগ্রস্ত ও দুঃখী ধরনের হয়। সেফালমাটোমা নামক বিশেষ এক ধরনের টিউমার যা ছোট শিশুদের মাথার হাড় বা ক্রেনিয়ামে সৃষ্টি হয় তা এই ওষুধে সারানো গেছে। কোনভাবে দৃষ্টিশক্তির বেশী ব্যবহার বা পরিশ্রম হলে চোখে অন্ধকার দেখা, চোখে ছানি পড়া, কর্নিয়ার ক্ষততে যদি ধারের দিকটা শক্ত হয়ে পড়ে শক্ত ছোট ছোট দাগ থাকে অথবা কনজাংক্টিভাইটিস দেখা দেয় তা হলে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। নাকের পিছনে অবস্থিত গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি বা অ্যাডিনয়েডস দেখা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে নাক থেকে ঘন হলদেটে সবুজ রস বা স্রাব নির্গমন এই ওষুধটি সারাতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী শ্লেষ্মা বা রসস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়। দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যেতেও দেখা যেতে পারে।

গলার ভিতরে বেদনা, ক্ষত ও ছোট ছোট গুটির মত গ্রানুলেশন সৃষ্টি হতে দেখা যায়, ঠাণ্ডায় ঐসব উপসর্গ বেড়ে যায় এবং উষ্ণ পানীয় গ্রহণে কম থাকে। বেদনা রাত্রে খুববেশী বেড়ে যেতে দেখা যাবে। খুব বড় হয়ে শক্ত হয়ে ওঠা টনসিলে **ব্যারাইটা কার্ব** যখন বিফল হয় তখন এই ওষুধটি তা সারাতে পারবে।

রাত্রে লিভারে বেদনা দেখা দেয় এবং আক্রান্ত দিকে চেপে শুলে বেদনা বেড়ে

যায় কিন্তু নড়াচড়া করলে বেদনা কম থাকতে দেখা যায়। লিভারে কেটে নেবার মত বেদনা হাঁটা-চলা করলে কম বোধ হতে দেখা যায়।

যে সব রোগীর গেঁটেবাত আছে তাদের ডায়রিয়া দেখা দিলে, মলদ্বারে চুলকানো এবং অর্শ সৃষ্টি হলে, সেই অর্শে খুব বেদনা ও শক্তভাবের সঙ্গে রক্তপাতও ঘটতে দেখা যেতে পারে। মলদ্বারে ফেটে যাওয়া বা ফিশার সৃষ্টি হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতিও থাকতে দেখা যায়।

প্রচুর পরিমাণে জলের মত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবে খুববেশী ঝাঁঝালো গন্ধ থাকে। প্রস্রাব ত্যাগের সময় তীক্ষ্ন ধরনের বেদনাবোধ হতে পারে।

অণ্ডকোষ বা টেস্টিসে শক্তভাব ও নডিউলের মত গিটগিট হয়ে পড়া, মেয়েদের ভালভাতে শিরায় স্ফীতি বা ভেরিকোজ ভেইন হওয়া, জরায়ুতে ফিব্রয়েড টিউমার সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতিতে ক্যালফ্লোর কার্যকরী হয়ে থাকে।

মেয়েদের স্তনে খুব শক্ত ধরনের নডিউল দেখা দিতে পারে।

ল্যারিংক্স-এ শুষ্কতা ও সুড়সুড় করা, গলা খাকাঁরি দিয়ে ভোকাল কর্ড পরিষ্কার করার ইচ্ছা থাকা, উচ্চস্বরে বা জোরে চিৎকার করে পড়ার পরে স্বরভঙ্গ বা স্বরের কর্কশতা দেখা দেওয়া; খাবার পরে এবং ঠাণ্ডা বায়ুতে ঘুরলে ল্যারিংক্সে সুড়সুড় করার সঙ্গে খুসখুসে বা খক্‌খুক করা কাশি অথবা আক্ষেপযুক্ত কাশি এই ওষুধে দেখা যেতে পারে।

একবার এই ওষুধটির সাহায্যে অষ্টমপাঁজরের বাঁকানো অংশ বা এঙ্গেলে সৃষ্টি হওয়া অস্থিবৃদ্ধি বা এক্সঅস্টোসিস সারানো গেছে।

কোমরের বেদনা বা লাম্বাগোতে যখন বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং উত্তাপে আরামবোধ লক্ষণে রাসটক্স বিফল হয় তখন এই ওষুধে সেটা সারানো যেতে পারে। পিঠের বেদনা সেক্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

ঘাড়ের বা গলার পিছনদিকে অবস্থিত সারভাইক্যাল গ্ল্যাণ্ড খুব শক্ত হয়ে পড়লে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে।

বাস্তব দৃশ্যের মত হুবহু স্বপ্ন দেখা এবং তার জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে দেখা যেতে পারে। রোগী স্বপ্নের মধ্যেই বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে।

পুঁজ সৃষ্টির দিক থেকে এই ওষুধটিকে **সাইলিসিয়ার** সমতুল হতে দেখা যায়।

ক্যালকেরিয়া ফসফোরিকা
(Calcarea Phosphorica)

শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিকালে অনেক ক্ষেত্রেই এই ওষুধটি কাজে লাগতে পারে। যদি দেখা যায় যে শিশুর মাথার হাড় গঠনে বিলম্ব হচ্ছে, অথবা শিশুর দেহের অন্যান্য অংশের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথার হাড় বেড়ে উঠছে না, সেইরূপ

ক্ষেত্রে ওষুধটির প্রয়োজন হতে পারে। শিশুটির দেহ দিন দিন শীর্ণ হতে থাকে; যে কোন বিষয় শিখতে বিলম্ব হয়, হাঁটতে শেখায় বিলম্ব অথবা তার পাদুটি তার দেহকে ধারণ করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি, অথবা শিশুটির মানসিক গঠনের দুর্বলতার কারণেও এরূপ হওয়া সম্ভব (**ব্যারাইটা কার্ব, বোরাক্স, ফসফোরিক অ্যাসিড, নেট্রাম মিউর ক্যালকেরিয়া কার্বের** মত)। শিশুরা দৈহিক দিক থেকে থলথলে, শীর্ণ, কুঞ্চিত দেহী হয়ে থাকে। তাদের দেহের কোথাও অস্থি-ভঙ্গ হলে তা সহজে জুড়াতে চায় না, দীর্ঘাস্থির নিচের যে অংশ অন্য অস্থির সঙ্গে সন্ধিযুক্ত হয় সেই অংশ বা কণ্ডাইল ফুলে বা স্ফীত হয়ে থাকে। এই ধরনের সব লক্ষণকে এই ওষুধটির প্রধান লক্ষণ বলে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ওষুধটির সাহায্যে নাকের পলিপ, রেক্টাম ও মলদ্বারের পলিপ অথবা জরায়ুর পলিপ সারানো যেতে পারে। ঘাড়ের, কুঁচকির এবং উদরের ভিতরের গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে উঠলে তাও এটি সারাতে পারে। রিকেটজনিত অবস্থায় শিশুদের মাথার জোড় বা ফণ্টানেলী খোলা অবস্থায় থাকতে দেখা গেলে এবং শিশুটি যদি খুব রুগ্ণ ও শীর্ণ চেহারার হয় এবং প্রায়ই ডায়রিয়ায় ভোগে তা হলে এই ওষুধটির কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন অস্থি-সন্ধি ও হাত ও পায়ের বাতজনিত বেদনা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অথবা প্রতিবার আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে ঠাণ্ডা পড়লেই রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রোগীর দেহের ত্বক ফেকাশে বা মোমের মত সাদাটে দেখায় এবং অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। খুব দ্রুত বেড়ে ওঠা শিশুদের রাত্রিতে বেড়ে যাওয়া বেদনা, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা, অস্থিতে রোগ সৃষ্টির প্রবণতা, সহজেই ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, চুলকানি ও জ্বালাসহ উদ্ভেদ সৃষ্টি প্রভৃতি ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। রোগী ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকে, সামান্য ঝাঁকুনিতেও সে সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

বেদনার প্রকৃতি ঝিলিক দেওয়া বা দ্রুতগতিতে ছুটে যাবার মত, টেনে ধরা, কামড়ানো, জ্বালাকরা ও চেপে ধরার মত হতে দেখা যায়। এই ওষুধটিতে খুব কাঁপুনির সঙ্গে শীতভাব হতে দেখা যায় যেটা দেহের নিচের দিকে ছড়িয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে দেহে শুকনো উত্তাপ এবং রাত্রিতে প্রচুর ঘাম হতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির উপসর্গগুলি সাধারণত বিশ্রামে কম থাকে এবং নড়াচড়ায় দেখা দেয় এবং কোনরূপ পরিশ্রমের পরে খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। বিছানায় শুয়ে নড়াচড়া করতে গেলে দেহে শক্ত বা আড়ষ্টভাব দেখা দেয়। রোগীর দেহে সাধারণ দুর্বলতা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন স্থানে অসাড়বোধ ও কাঁপুনি থাকতে দেখা যেতে পারে। ভয় পাবার ফলে নানা উপসর্গ, প্যালপিটেশন প্রভৃতি দেখা দেয়।

রোগী দেহে এত জোরে বৈদ্যুতিক শক্-এর মত বোধ করে যে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না। দেহে মৃগীরোগজনিত আক্ষেপ দেখা দিতে পারে। শিশুদের তড়কায় ওষুধটি ভাল ফল আশা করলে যখন তড়কা থাকবে না সেই অবস্থায় ওষুধটি ব্যবহার করতে হবে; রোগীর মানসিক অবস্থার মধ্যে সব কিছুর উপরে

মস্তিষ্কের ক্লান্তি ও দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যায়। তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল থাকে এবং বেশীক্ষণ ধরে কোন মানসিক উদ্যম গ্রহণ বা চেষ্টা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। মানসিক পরিশ্রমের ফলে মাথার বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়, সেই জন্য রোগী মানসিক পরিশ্রম করতে ভয় পায়। রোগী শিথিলমনা ও জড়বুদ্ধির মত হতে পারে। শিশুরা দুর্বলমনা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে তার মাথাটি দুই হাতে চেপে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে দেখা যায়। রোগী তার রোগ বা উপসর্গের বিষয়ে চিন্তা করতে থাকলে তা দেখা দেয় অথবা বেড়ে যায়। সে খুব বেশী খিটখিটে প্রকৃতির হয়ে থাকে। কোন দুঃসংবাদ, শোক, প্রতিদান দেওয়া হয়নি এমন প্রীতি বা ভালবাসার চিন্তায় অথবা কোনভাবে বিরক্ত হলে রোগীর উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। মহিলা রোগী তার নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকবার জন্য এবং অপরের সঙ্গ এড়াতে নির্জনতা খোঁজে। সে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অসন্তুষ্ট থাকে এবং সেইজন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

ঠাণ্ডা বায়ুতে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে, বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে অথবা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে রোগীর মাথা ঘোরে।

এই ওষুধটির মাথার বিভিন্ন লক্ষণ অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্কুলের ছেলেমেয়েদের মাথায় নিরেট ধরনের বেদনা দেখা দেয়—প্রায়ই তারা মাথার যন্ত্রণা নিয়ে স্কুল থেকে ফেরে। রোগীর মাথায় সামান্য ঝাঁকুনি, চাপলাগা, এমনকি মাথায় টুপি পরার চাপে স্পর্শকাতরবোধ হয় এবং সে তার মাথা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলতে চায়, চুপচাপ একাকী থাকতে পছন্দ করে। মাথায় দপ্‌দপ্‌ করা ও জ্বালা থাকতে দেখা যায়। বাতজনিত মাথাধরার বেদনা মাথার সবটাতেই বোধ হয়, শীতল আবহাওয়ায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে দেখা দেয় এবং হাঁটা-চলা করলে, পরিশ্রমে ও রাত্রিতে আরও বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এই ওষুধটি মাথার জল জমে বড় হয়ে ওঠা বা হাইড্রোকেফেলাস সৃষ্টি হওয়া আটকাতে পেরেছে। মাথার সামনের অংশে ও কপালে বেদনা সামান্য চাপে, টুপির চাপেও বেড়ে যায়। মাথায় তালুতে ঘাম হয়, কপাল স্পর্শ করলে শীতলবোধ হয়। মাথার হাড়ে ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা, মাথার পিছন দিক বা অক্সিপুটে শীতলবোধ, মাথার তালুতে একজিমা এবং ক্ষত সৃষ্টি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

যে সব শিশুর মাথায় রক্তাধিক্য বা কনজেসসন ঘটে সেটা চলে যাবার পরে চোখে ট্যারাভাব, ডায়রিয়া এবং মাংসপেশীর শীর্ণতা দেখা দেয় তাদের পক্ষে ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। চোখের চারপাশে আগুনের মত উজ্জ্বল বা চক্‌চকে গোল দাগ দেখা দিতে পারে। কৃত্রিম আলোতে বেশী পড়াশোনা করলে চোখে বেদনা, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়া বা চোখে অন্ধকার দেখা, অক্ষিগোলকে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। উপসর্গের বিষয়ে চিন্তা করলে সেগুলি

বেড়ে যায়। কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, চোখে গরমবোধ ও সামান্য কারণেই চোখ থেকে জলপড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

বায়ুপরিবর্তিত হয়ে ঠাণ্ডা পড়লে কানে বাতজনিত বেদনায় যেন কান ছিঁড়ে যাচ্ছে এরূপ বোধ হয় এবং কান ঠাণ্ডা থাকে। কানের গভীরে কামড়ানো ব্যথা; প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বড় ও বেদনাদায়ক হয়ে পড়ে। কানের চারপাশে উদ্ভেদ দেখা দেওয়া, মলত্যাগের পরে কানের ভিতরে নানা ধরনের শব্দ হওয়ার অনুভূতি, মধ্য কর্ণে শুকনো ধরনের শ্লেষ্মা সৃষ্টি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সাধারণ লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে নাকের পুরানো শ্লেষ্মা বা সর্দিতে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। নাকের ভিতরে পলিপ সৃষ্টি হওয়া, নাক বরফের মত ঠাণ্ডা থাকা, ঠাণ্ডা ঘরে থাকলে নাক থেকে অনবরত সর্দি ঝরতে থাকা কিন্তু উষ্ণ ঘরে গেলেই সর্দি পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, নাক থেকে রক্তপাত প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

রোগীর মুখমণ্ডল ফেকাশে বা মোমের মত সাদাটে থাকে। দেহের ত্বক নোংরা বা ময়লাযুক্ত বলে মনে হয়। প্রতিবার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রোগীর মুখমণ্ডলে কামড়ানো ব্যথা ও শীতল ঘাম দেখা দেয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায়, রাত্রে, মুখমণ্ডলে স্নায়বিক বেদনা দেখা দেয় এবং পরিশ্রমে সেটা বাড়ে কিন্তু উত্তাপে কম থাকে; চাপ দিলে বা চাপে বেদনা বেশী বোধ হয় অথবা স্পর্শকাতরতা দেখা দেয় (**ম্যাগফসে** উত্তাপ ও চাপে বেদনা হতে দেখা যায়)। মুখমণ্ডলে গাঢ় বা কালচে রঙের উদ্ভেদ বা পুঁজ ভর্তি ফোস্কা হতে দেখা যেতে পারে। উপরের ঠোঁট ফোলা, শক্ত হয়ে পড়া ও সেই সঙ্গে বেদনা ও জ্বালা থাকতেও দেখা যেতে পারে।

দাঁত বিলম্বে বেরোয় অথবা তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যেতে দেখা যায়। দাঁতে খুব স্পর্শকাতরতা থাকে; স্পর্শে, চাপে অথবা চিবানোর সময় দাঁতে বেদনা হতে পারে। দাঁত ওঠার সময় শিশুদের নানা উপসর্গ দেখা দেয়। মুখে বিস্বাদ বা খারাপ বা খারাপ ধরনের স্বাদ, সকালের দিকে তেঁতো স্বাদ থাকতে দেখা যায়। সকালের দিকে জিহ্বায় ময়লা ছোপ থাকে এবং জিহ্বা স্ফীত অসাড় ও শক্ত থাকতে দেখা যায়।

বাড়ন্ত অবস্থার শিশুদের গলায় ক্রনিক ধরনের গোলযোগ, টনসিল বড় হয়ে ওঠা, প্রতিবার ঠাণ্ডায় টনসিল আক্রান্ত হওয়া (**ব্যারাইটা কার্ব**, **অ্যালুমেন** , গলায় প্রচুর শ্লেষ্মা জমে থাকা এবং রাত্রে গলার ভিতরে শুষ্কতা দেখা দেয়।

রোগী লবণজড়ানো মাংস অথবা বলসানো মাংস খেতে পছন্দ করে। খুববেশী খিদে পায়। শিশুরা প্রায় সব সময়ই মায়ের বুকের দুধ পান করতে চায়। পাকস্থলী সামান্য কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে; ঠাণ্ডা পানীয়, আইস্ক্রিম, ফল প্রভৃতিতে পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দেয়, বেদনা বা ডায়রিয়া হতে দেখা যায়। খাদ্য গ্রহণের পরে পাকস্থলীতে বেদনা, উদগার ওঠা ও বমি-ভাব বা নসিয়া, টনটন করা ব্যথা, টক ঢেকুর ওঠা, গা-বমি ভাব ও বমি হওয়া, পাকস্থলীতে জ্বালাকরা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। গলা বা ল্যারিংক্স পরিষ্কার করার জন্য গলা খাঁকারি

দিলে গা-বমি ভাব দেখা দেয়। শিশুদের এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মহিলাদের বমন; পাকস্থলীতে তীব্র বেদনা; সামান্য খাদ্য গ্রহণ করলেই ডায়রিয়া বেড়ে যায়, পাকস্থলীতে কামড়ানো বা দাঁত দিয়ে চিবানোর মত বেদনা ও শূন্যতাবোধ হতে পারে।

ঠাণ্ডা লাগার ফলে দেহ বেশী শীতল হয়ে পড়লে লিভারে বেদনা, টনটন করা ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয় এবং কোন কিছু খাবার পরে অথবা নড়াচড়ায় সেই বেদনা বেড়ে যায়; সেইজন্য রোগী চুপচাপ থাকতে চায়। গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণে অথবা হঠাৎ নড়াচড়া করলে লিভারে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা দেখা দেয়, লিভারে পালসেশন বা টিপ টিপ করা অনুভূতি হয়, প্লীহাতে কেটে যাবার মত হয়, উদরে শূন্যতাবোধ বা তলিয়ে যাবার মত অনুভূতি দেখা দেয়। পেটে জ্বালাকরা বেদনা বুক পর্যন্ত উঠে আসতে দেখা যায়। বায়ু নিঃসরণে পেটের বেদনা কমে যায়। পেটে শূল বেদনা দেখা দেবার পর ডায়রিয়া হতে দেখা যায়। শিশুদের নাভিতে ক্ষত এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। পেটের ভিতরে বায়ুর নড়া-চড়ায় যেন জীবন্ত কিছু ভিতরে নড়াচড়া করছে এরূপ বোধ হতে পারে। পেটটি বেশ বড় ও থলথলে থাকে।

টেবিজ মেজেণ্ট্রকার সঙ্গে ডায়রিয়া দেখা গেলে এই ওষুধটির প্রয়োজন হতে পারে।

জলের মত পাতলা ও গরম মলের সঙ্গে সবজে রঙের আম বা শ্লেষ্মা বেরোয়; কোন কোন ক্ষেত্রে সাদাটে ও সুতোর আঁশের মত প্রচুর পরিমাণে মল ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়ে থাকে। কোন ফল, আইসক্রিম, শীতলপানীয় গ্রহণে অথবা কোন কারণে বিরক্ত হলে ডায়রিয়া দেখা দেয়। যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীদের প্রাতঃকালীন ডায়রিয়ায় ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে; মলে খুব দুর্গন্ধ থাকতে দেখা যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতায় খুব শক্ত মল খুব কষ্টে বার করতে হয়। মলত্যাগের সময় মলদ্বার থেকে রক্তপাত হতে দেখা যেতে পারে। অর্শের বলী বেরিয়ে এসে এত বেশী বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে যে রোগী সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। উঠে দাঁড়ালে, হাঁটা-চলা করলে স্পর্শ করলে অর্শের বেদনা বেশী বেড়ে যায় এবং উত্তাপে বা গরমে সেক দিলে বেদনার উপশম হয়। হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে ঠাণ্ডা পড়লেই রোগীর নানা উপসর্গ দেখা দেয়। অর্শে খুব চুলকায় ও জ্বালা করে এবং অনেকক্ষেত্রে হলদেটে পুঁজ নির্গত হতেও দেখা যায়। সন্ধ্যার দিকে মলদ্বার খুব চুলকায়। অর্শ থাক বা না থাক মলদ্বারে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা দেখা দিতে পারে। মলদ্বারের আশপাশে ফোড়া ও অ্যাবসেস সৃষ্টি হয়ে রক্ত ও পুঁজ বেরোতে দেখা যায়। যাদের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা থাকে তাদের ফিশ্চুলায় এই ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়। মলদ্বারে ফাটা বা ফিশার সৃষ্টি হয়ে সেখানে জ্বালা ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হতেও দেখা যেতে পারে।

মূত্রথলির দুর্বলতা ও সহজেই উত্তেজনা ঘটতে দেখা যায়। মূত্রথলিতে প্রদাহ—

জনিত শ্লেষ্মা বা রসসৃষ্টি, বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, প্রচুর পরিমাণে হওয়া, মূত্রথলির নিচের অংশ বা গলার কাছে বেদনা, ইউরেথ্রাতে কেটে যাবার মত বেদনা, প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, প্রস্রাব ত্যাগের আগে এবং পরেও মূত্রথলির গলার কাছে বেদনা, মূত্রথলি খালি থাকলে সেখানে কামড়ানো ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটি ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগ সারিয়েছে। কিডনী অঞ্চলে তীব্র বেদনা থাকতে পারে।

রোগীর যৌনসঙ্গমের ইচ্ছা বেড়ে যায়। লিঙ্গ শক্ত হবার সময় বেদনাবোধ হতে থাকে। ক্রনিক গনোরিয়ার সঙ্গে গ্লীটের মত স্রাব নির্গমন, ইউরেথ্রা ও প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডে খুব ধারালো কিছু দিয়ে কেটে নেবার মত বেদনা থাকলে সেই গনোরিয়া এই ওষুধে সারানো যায়। দীর্ঘস্থায়ী গনোরিয়াজনিত বাতের বেদনা প্রতিবার আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে ঠাণ্ডা পড়লে বেড়ে যেতে দেখা যাবে (**মেডোরিনাম**)।

মহিলাদের নানা ধরনের উপসর্গে ক্যালকেরিয়া ফসের চেয়ে বড় বন্ধু আর নেই। বয়ঃসন্ধিকালে যখন মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় তখন অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ঋতুস্রাব প্রথম দেখা দেবার সময়ে ঠাণ্ডা লাগার ফলে অনেকক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সঙ্গে খুব বেদনা দেখা দেয় এবং যতদিন তার ঋতুস্রাবের বয়স থাকে ততদিনই ঐ বেদনাও প্রতিবার ঋতুস্রাবের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। ঐরূপ অবস্থায় এই ওষুধটি রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ করে তুলতে পারে। ঋতুস্রাব শুরু হবার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই জরায়ু ও কুঁচকিতে খুববেশী মোচড়ানো ব্যথা বা ক্র্যাম্প দেখা দেয় এবং ঋতুস্রাব সম্পূর্ণভাবে দেখা দিলে তবেই বেদনা কমে যায়। ঐ বেদনায় রোগিণী চিৎকার করে কাঁদতে বাধ্য হয়। যৌন সঙ্গমের তীব্র বাসনা ও উত্তেজনা (**প্লাটিনা, গ্র্যাটিওলা** ও **অরিগেনামের** মত লক্ষণ) দেখা দেয়। পেলভিস অঞ্চলে দুর্বলতা ও শূন্যতাবোধ দেখা দেয়। মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগের সময় জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ দেখা দিতে পারে। জরায়ুর পলিপাস, ঋতুস্রাব দেখা দেবার সময় প্রসব বেদনার মত বেদনা, প্রচুর পরিমাণে স্রাব নির্গমন, স্রাবে মেমব্রেন বা পর্দার মত টুকরো টুকরো এবং কালচে রঙের রক্তের দলা বা ক্লট বেরোতে দেখা যায়। সারা দিনরাত ধরেই ডিমের সাদা অংশের মত শ্বেতপ্রদর থাকতে দেখা যেতে পারে। যৌনাঙ্গের বাইরের অংশে দপ্‌দপ্ করা, সুড়সুড়ি দেবার মত বোধ থাকতে পারে। ঋতুস্রাবের সময় জরায়ু এবং ভ্যাজাইনাতে জ্বালা থাকতেও দেখা যায়। ঋতুস্রাবের সময় শিশু তার মায়ের দুধ খেতে চায় না। যে সব মহিলার একটি বা দুটি সন্তানের মধ্যে ক্যালকেরিয়া ফসের লক্ষণ আছে সেই মহিলাকেও ক্যালকেরিয়া ফস প্রয়োগ করা যেতে পারে। তার ফলে পরবর্তী সন্তানটি অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও বলবান হয়ে জন্ম নেবে।

এই ওষুধের রোগীকে কথা বলা বা গান গাইবার আগে গলা খাঁকারি দিয়ে ল্যারিংক্স থেকে শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে দেখা যায়। স্বরভঙ্গ বা স্বরে কর্কশতা;

শুকনো খক্‌খকে কাশি দিন রাত প্রায় সবসময়ই থাকতে দেখা যায়। যক্ষ্মাজনিত ল্যারিনজাইটিসও দেখা দিতে পারে।

সামান্য পরিশ্রমেই দম আটকাবোধ, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। রোগাটে ও রুগ্ণ এবং ফেকাশে চেহারার লোকেদের শুকনো খক্‌খকে কাশি, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বেড়ে যায়, বিশেষভাবে বাত বা রিউম্যাটিক ধাতুর ব্যক্তিদের মধ্যে এই রূপ অবস্থা দেখা গেলে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। কাশির সঙ্গে হলদে রঙের শ্লেষ্মা উঠতে দেখা যায়।

বুকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, বুক সরু হয়ে যাওয়া এবং শ্লেষ্মা রোগে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে দেখা গেলে ফলপ্রদ হতে পারে। বুকে খুববেশী ঘাম হয়, বুকের ভিতরে ঘড়ঘড় শব্দ থাকলেও শ্লেষ্মা সহজে বার করা যায় না, শ্লেষ্মা বার করে ফেলতে বেশ কষ্ট হয় (কস্টিকামের মত)। বুকে স্পর্শ করলেই ক্ষতের মত টন্‌টনে করা ব্যথা অনুভূত হয়। প্যালপিটেশন ও সেই সঙ্গে হাত ও পায়ে কাঁপুনি দেখা দিতেও দেখা যায়।

পিঠের বেদনা ঠাণ্ডায়, ঝড়ো আবহাওয়ায় খুব বেড়ে যায় সেই সঙ্গে পিঠে আড়ষ্টভাব দেখা দেয় এবং এই অবস্থা সকালে খুববেশী হতে দেখা যায়। ঝড়ো-হাওয়ায় পিঠের বেদনা খুব সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। কোন কিছু ভারী জিনিস ওঠাতে গিয়ে বা বিশেষ জোর লাগাতে হলে পিঠের ব্যথা দেখা দেয়। মেরুদণ্ডে বক্রতা দেখা দিতে পারে। মেরুদণ্ডের হাড়ে ছিঁড়ে যাওয়া, ঝিলিক দিয়ে যাওয়া বা দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা, স্পর্শকাতরতা ও কামড়ানো ব্যথা দেখা দিতে পারে। পেলভিসে সেক্রাম ও ইলিয়াম অস্থির সংযোগ স্থলে টন্‌টনে করা ব্যথা, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় মেরুদণ্ডের লাম্বার ও সেক্রাম অংশে বেদনা থাকতেও দেখা যায়।

শীতল আবহাওয়ায় হাত ও পায়ের দিকে বাতজনিত বেদনা দেখা দেয় এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়; বিশ্রামে ও উত্তাপ লাগালে ঐ বেদনা কম থাকে। হাত ও পায়ের সর্বত্র কাঁপুনি দেখা দিতে পারে। বিশ্রামের পরে এবং সকালের দিকে হাত ও পায়ে আড়ষ্টভাব দেখা দেয়। দেহের বিভিন্ন অংশের হাড়ে কামড়ানো ব্যথা যেন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শীতকালে বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় হাত ও পায়ের আঙ্গুলে গেঁটেবাতজনিত বেদনা দেখা দেয়, নখের গোড়ার অংশে ক্ষতযুক্ত বেদনাও থাকতে পারে।

নিম্নাঙ্গে, পায়ের দিকে সবচেয়ে বেশী বেদনা, ছিঁড়ে যাওয়া, ঝিলিক মারা ধরনের বেদনা দেখা দেয়, সম্ভবত রোগীর হাঁটু থেকে নিচের অংশ প্রায় সবসময় ঠাণ্ডা থাকে বলেই নিম্নাঙ্গে বেশী বেদনা হতে দেখা যায়, কারণ, এই ওষুধটিতে দেহের শীতল অংশ বিশেষভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। পায়ের বিভিন্ন টেণ্ডনে তীব্র ও তীক্ষ্ন বেদনা; খুববেশী কামড়ানো ও যেন কিছু দিয়ে গর্ত করে দেওয়া হচ্ছে হাঁটুতে ও লম্বা অস্থিগুলিতে সেইরূপ বেদনা হতে দেখা যায়। টিবিয়াতে টন্‌টনে

করা ব্যথা, টেনে ধরার মত ব্যথা হতে পারে। পায়ের গুল বা কাফ্ মাংসপেশীতে মোচড়ানো ব্যথা, পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, ক্ষত দীর্ঘস্থায়ী হয় কিন্তু কোনরূপ গ্রানুলেশন বা ছোট ছোট গুটির মত সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। পায়ের গোড়ালীতে অথবা অ্যাঙ্কেল বা পায়ের গাঁটে বাতের বেদনা থাকতে পারে। 'অসক্যালসিস' বা ক্যালকেনিয়াম অস্থিতে ক্ষয় বা কেরিজ হতে দেখা যায়। পায়ের আঙ্গুলে হুল বেঁধার মত এবং ঝিলিক মারার মত ছুটে চলা বেদনা দেখা দেয়।

রোগী দিনের বেলা এবং সন্ধ্যাকালে নিদ্রালু হয়ে পড়ে; কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুলে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বা তারও বেশী সময় পর্যন্ত নিদ্রাহীনভাবে কাটায়। সকালের দিকে রোগীর খুব ঘুম পায়, বাস্তব দৃশ্যের মত নানা ধরনের স্বপ্ন দেখে। শিশুরা ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। নানারূপ ভীতিকর স্বপ্ন দেখার ফলে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং চমকে ঘুম থেকে সে জেগে ওঠে।

ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা
(Calcarea Sulphurica)

দীর্ঘকাল পূর্বে সুসলার এই ওষুধটি প্রবর্তন করেন, এবং বায়োকেমিক মতে এই ওষুধটির বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বায়োকেমিক মতে বিস্ময়কর ভাবে অনেক রোগ নিরাময় হতে দেখা গেছে যাকে আমরা হোমিওপ্যাথি মতেও আরোগ্য বলতে পারি তবে সেই পন্থাটাকে আদিম বা বা ক্রুড হোমিওপ্যাথি বলা যায়। এই ওষুধটির বায়োকেমিক মাত্রায় যে সব রোগ আরোগ্যলাভ করেছে সে সবগুলি পর্যালোচনা করলে তাদের মধ্যে এমন অনেক লক্ষণই পাওয়া যাবে যা বর্ণনাকারী বা রিপোর্টারদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। ঐসব লক্ষণকে আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। অনেকগুলি আংশিক প্রুভিংও ওষুধটির বিষয়ে হয়েছে এবং অনেক লক্ষণও পাওয়া গেছে যা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। লেখক স্বয়ং সুসলারের ১২তম পোটেন্সি এবং পরে ৩০তম ও ২০০তম পোটেন্সি অনেকবারই ব্যবহার করেছেন এবং বর্তমানে আরও উচ্চশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তা থেকে অনেক মূল্যবান লক্ষণ পাওয়া গেছে এবং সেই সব লক্ষণের মধ্যে অনেকগুলি অসুস্থ রোগীর মধ্যে থাকতে দেখা গেছে যারা এই ওষুধটি দ্বারা চিকিৎসিত হচ্ছে, কাজেই আমরা ঐসব লক্ষণের উপর নির্ভর করে এই ওষুধটি নিশ্চিন্তে প্রয়োগ করতে পারি। এই ওষুধটির বিষয়ে অনেক বেশী বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমরা বোরিক এবং ডিউই-এর মেটেরিয়া মেডিকার টিসু রেমিডিজের মধ্যে পেতে পারি।

দেহের যে কোন অংশে অ্যাবসেস সৃষ্টি হবার প্রবণতা ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ এবং সেদিক থেকে ওষুধটি পাইরোজেনের মত একই রূপ হয়ে থাকে। একটি অ্যাবসেস ফেটে যাবার পরে আক্রান্ত অংশ সেরে যেতে বা ভাল হয়ে উঠতে বিলম্ব হয়

এবং হলদে রঙের পুঁজ একনাগাড়ে নির্গত হতে থাকা ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোগী খোলা হাওয়া পছন্দ করে, ঠাণ্ডা এবং ঝড়ো হাওয়ায় সংবেদনশীল থাকে, সহজেই তার ঠাণ্ডা লেগে যায়। ক্ষত বা আলসার আরম্ভ হয়ে যাওয়া অবস্থার ম্যালিগন্যাণ্ট গ্রোথ বা ক্যান্সার জাতীয় টিউমারের ব্যবস্থাপনায় এই ওষুধটি বেশ কার্যকরী হয়ে থাকে। ঐরূপ অবস্থায় ওষুধটি খুব ভাল প্যালিয়েটিভের কাজ করে। এই ওষুধটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল একটি অ্যান্টিসোরিক ধাতুগত ওষুধ এবং ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমারের প্রাথমিক অবস্থায় ওষুধটি প্রয়োগ করতে পারলে ঐ টিউমারটির দ্রুত বৃদ্ধি ও ক্ষত সৃষ্টিকে রোধ করা যেতে পারে। অস্থি আক্রান্ত হলে, অস্থির কেরিজএ ওষুধটিকে ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। সাধারণভাবে রোগী শীতল থাকে অর্থাৎ উষ্ণতা পছন্দ করে, তবুও ক্ষেত্র বিশেষে সে দেহের কাপড়-চোপড় প্রায়ই খুলে রাখে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্রুপ কাশি ও মাথাধরায় রোগী খুববেশী গরমবোধ করে, কিন্তু তার দেহের বেদনা উত্তাপে কম থাকতে দেখা যায়। সে ঠাণ্ডা ও উত্তাপ উভয়েই সংবেদনশীল থাকে। দেহ শীতল হয়ে পড়লে তার বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। ঝড়ো হাওয়া অথবা সামান্য কোন কারণে তার ঠাণ্ডা লেগে যায় বা ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা থাকে. ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে বা ভেজা আবহাওয়ায় সে সংবেদনশীল থাকে। এই ওষুধটির সাহায্যে মৃগীরোগ, মৃগীরোগের মত অথবা হিস্টিরিয়াজনিত কনভালসন বা তড়কা সারানো যেতে পারে। পরিশ্রমের কাজ করলে রোগীর উপসর্গ বেড়ে যায়। তার দেহের মাংসপেশী থলথলে হয় এবং তার দেহ থেকে সামান্য কারণেই রক্তপাত হবার প্রবণতা থাকে। যখন সুনির্দিষ্ট ওষুধও সামান্য কিছু সময়ের জন্য ফলপ্রদ হয়ে আর কাজ দেয় না, তখন, এই ওষুধটির অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে **সালফার, সোরিনাম** এবং **টিউবারকিউলিনাম** ওষুধগুলির সঙ্গে এই ওষুধটির কথাও বিবেচনা করতে হবে। দৈহিক পরিশ্রমে মাংসপেশী ও টেণ্ডনে বেশী চাপ পড়লে, যেমন ভারী কোন বস্তু ওঠানো প্রভৃতিতে উপসর্গ দেখা দেয়। ঐ ধরনের কাজে বা পরিশ্রমে পিঠের বেদনায় মনে হয় যে সে কোন কাজই করতে পারবে না। বুকের ভিতরে, মাথায় এবং কখনো কখনো হাত ও পায়ের দিকে হঠাৎ তীব্র ধরনের রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, উত্তাপবোধ ও পালসেশন বোধ হতে থাকে। হস্তমৈথুন এবং অত্যধিক যৌন অত্যাচারের ফলে রোগীর দেহ এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে যে সে তার দৈহিক দুর্বলতা, ধাতুগত গোলযোগ প্রভৃতি নিজেই অনুভব করতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় এই ওষুধটি রোগীর ধাতুগত এবং অন্যান্য উপসর্গ দূর করে তাকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারে। দিনরাত সর্বদাই অস্থিতে বেদনা থাকে। সারাদেহেই টিপ্‌টিপ্ করা বোধ বা পালসেশন দেখা দেয়। রোগীর অনেক উপসর্গ উঠে দাঁড়ালে বা দাঁড়িয়ে থাকলে বৃদ্ধি পায়, বিশেষভাবে অস্থি-সন্ধির বেদনা দাঁড়ালে বেড়ে যেতে দেখা যাবে। বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড ফুলে যায় ও শক্ত হয়ে পড়ে ; দেহের প্রায় সব জায়গায় মাংসপেশীতে ফিক্ বেদনা বা হেঁচকে টানার মত বোধ হতে পারে। ঘুম থেকে জেগে উঠলে অনেক উপসর্গ বৃদ্ধি

পায় ; হাঁটা-চলা করলে, বিশেষ ভাবে দ্রুত হাঁটা-চলা করার ফলে দেহ খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও অনেক উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। দেহ কোনভাবে খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠলে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় এবং রোগী দেহের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলতে চায়। বিছানার উষ্ণতায়ও উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে পারে ; উষ্ণঘরে থাকলেও উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যাবে, উষ্ণ আবরণ, বা উষ্ণ কাপড়-চোপড়ে দেহ আবৃত থাকলে তাতেও উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে পারে। রোগীর খুববেশী দৈহিক দুর্বলতা থাকতে দেখা যায়। দেহের যেকোন স্থানের মিউকাস মেমব্রেন থেকে ঘন হলদে স্রাব নির্গত হতে পারে ; ঘন রক্ত মেশানো স্রাবও হতে দেখা যায়। দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন 'সেরাস স্যাক'এ ঘন রস বা স্রাব জমা হয় ; অ্যাবসেস থেকে রক্ত মেশানো পুঁজ নির্গত হয় ; যে কোন ক্ষত স্থান এবং মিউকাস মেমব্রেন থেকেও ঘন পুঁজ ও রক্ত বেরোতে পারে। কোন স্থানে দীর্ঘস্থায়ী পেকে যাওয়া বা পুঁজ সৃষ্টি হওয়া অবস্থা দেখা যেতে পারে। রোগী নড়াচড়া না করে, চুপচাপ থাকতে চায়।

এই ওষুধটির এই সব সাধারণ লক্ষণগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা লক্ষণের সঙ্গে একত্রে মিলে-মিশে থাকতে দেখা যায় এবং স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে যে দৈহিক অবস্থাটা ঐসব সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

রোগী ভুলোমনা, খিটখিটে ও সহজেই রেগে যাওয়া প্রকৃতির হয়। ক্রুদ্ধ অথবা বিরক্ত হয়ে পড়বার পরে সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, কোন কথার উত্তর দিতে চায় না, সহজেই তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলা যায় ; বিশেষভাবে সন্ধ্যার দিকে বিছানায় শুলে অথবা রাত্রিতে শুয়ে থাকলে সে সামান্য কারণেই উদ্বেগবোধ করে। জ্বর হলে রোগীর উদ্বেগের সঙ্গে ভয়ও দেখা দেয়। ভবিষ্যতের বিষয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সাধারণ ভাবে তার দৈহিক অবস্থা ও হার্টের ব্যাপারে সে উদ্বেগ বোধ করে থাকে। খোলা বা মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে রোগীর উদ্বেগ কমে যেতে দেখা যায়। মুক্তি বা স্বাধীনতার বিষয়ে উদ্বেগ, সকালের দিকে ঘুম থেকে জেগে উঠলেই রোগী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তনশীল ও খামখেয়ালী মনোভাব দেখা দেয়। লোকের সঙ্গ তার পছন্দ হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠলে এবং সন্ধ্যায় রোগীর মনে বিচলিত বা হতবুদ্ধি ভাব দেখা দেয় এবং এই অবস্থাও খোলা হাওয়ায় কমে যেতে দেখা যাবে। মানসিক পরিশ্রমের পরে মনের হতবুদ্ধি বা বিচলিত ভাব দেখা দিতে পারে। তার মনোভাবের মধ্যে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ভাবের সৃষ্টি হয়। নানা ধরনের ছোট ছোট কিন্তু অদ্ভুত বা বিস্ময়কর ধ্যান-ধারণা বা ভাবনা-চিন্তা তার উদয় হয়। সে রাত্রে ঘুমোতে গেলে নানারূপ ভীতিকর মূর্তি যেন দেখতে পায়, নানা ধরনের অদ্ভুত দৃশ্য যেন তার চোখের সামনে ভাসে। জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় রোগী নিজের সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যাপারে খুববেশী হতাশ হয়ে পড়ে। হাত ও পায়ের কাঁপুনি ও দুর্বলতা বন্ধ করবার জন্য সে কোন একটা উত্তেজক পানীয় বা খাদ্য গ্রহণ,

করতে চায়। সর্বদাই যেন সে অসন্তুষ্ট থাকে। মনের ভাবে খুববেশী শিথিলতা থাকে। সর্বদাই কোন একটা বিপদের আশঙ্কায় সে ম্রিয়মাণ থাকে। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়, যে কোন একটা খুব বড় বিপদ তার উপর এসে পড়বে। বিশেষভাবে রাত্রের দিকে রোগী পাগল হয়ে যাবার অথবা ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, ভয় পায়। সে খুববেশী ভুলোমনের হয়। যারা তার মত বা ভাবনা চিন্তাকে মেনে নেয় না বা একইরূপ মনোভাব দেখায় না তাদের প্রতি রোগী খুব বিদ্বেষ ও ঘৃণাবোধ করে। সর্বদাই সে খুব ব্যস্তভাবে থাকে। সে ধৈর্যহীন ও হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হয়ে পড়ে। খুব দুর্বলমনা, এমনকি জড়বুদ্ধির মতও হয়ে পড়তে পারে। রোগী তার পারিপার্শ্বিক বিষয়ে উদাসীন, চঞ্চলমতি এবং সন্ধ্যায় খুববেশী খিটখিটে হয়ে পড়ে, যৌন সঙ্গমের পরেও খুব খিটখিটে ভাব দেখা দেয়। রোগীর গুণাবলীর যথেষ্ট কদর করা হচ্ছে না বলে সে বিলাপ করে। জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা, ঘৃণা জন্মায়; সে বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফলে রোগীর স্বাস্থ্য যখন খুব ভেঙ্গে পড়ে তখন সেই অবস্থায় এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। রোগী দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, স্মৃতিশক্তি কমে যায়। সকালে ঘুম ভেঙে উঠলে মানসিক অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিষন্নতা এবং সন্ধ্যার দিকে আনন্দিতভাবে হৈ-হল্লা করতেও দেখা যায়। কথা বলতে গেলে মাঝে মাঝেই তার কথা আটকে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুল শব্দ ব্যবহার করতেও দেখা যেতে পারে। তার মন পরিবর্তনশীল হয়। কখনো সে খুব দুঃখিত, বিষাদগ্রস্ত ও একগুঁয়ে প্রকৃতির হয় আবার কখনো আনন্দিত বা উল্লসিত অবস্থায় থাকে, সামান্য কারণেই রোগী অসন্তুষ্ট হয়, অপমানিত বোধ করে, মানসিক অবসাদও দেখা দেয়। কখনো সে হয়ত ঝগড়াটে প্রকৃতির হয় এবং খুব অস্থিরতা থাকতে দেখা যায়। সকালের দিকে মানসিক অবসাদ ও উদ্যমহীনতা এবং সন্ধ্যার দিকে আনন্দিত বা উল্লসিত অবস্থা দেখা যেতে পারে। ঘাম হবার সময় রোগী বিষন্নভাবে থাকে। রোগীর বিভিন্ন অনুভূতি যেন কমে যায়, নিরেটভাবে থাকে। সে চুপচাপ বসে বসে নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাল্পনিক চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে, কারো সঙ্গে কথা বলতে চায় না ; সামান্য কারণে চমকে ওঠে, নির্বোধ ভাব, সন্দেহপ্রবণতা, কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে না চাওয়া, সর্বদাই যন্ত্রণাদায়ক কোন ভাবনাচিন্তায় বিভোর হয়ে থাকা , আবার যখন রোগী গভীরভাবে কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে তখন তার সেই ভাবনা বা চিন্তা যেন মন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। রোগী ভীরু ও লাজুক হয় এবং ভবিষ্যতের বিপদের বিষয় চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে পারে, তার কথাবার্তা বলার সময় তাকে খুব ক্লান্তবোধ হয়। ঘাম হতে থাকলে সে কাঁদে। যে কোন দৈহিক ও মানসিক কাজেই তার বিরূপতা থাকে, সে প্রকৃতই অলস হয়ে পড়ে।

এই ওষুধের রোগীর প্রায়ই মাথাঘোরা অবস্থা দেখা যায়। সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময়, আবার সন্ধ্যায়ও মাথা ঘুরতে পারে, কিন্তু খোলা বা মুক্ত

হাওয়ায় মাথাঘোরা কমে যায়। মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমিভাব ও পড়ে যাবার মত বোধ থাকতে দেখা যায়। মৃগীরোগজনিত মাথাঘোরা ; খুব দ্রুত মাথা নাড়ালে, ঝুঁকে দাঁড়ালে বা খুব দ্রুত হাঁটা-চলা করলেও মাথাঘোরা দেখা দিতে পারে। মাথায়, বিশেষভাবে মাথার চাঁদিতে শীতলবোধ, মাথায় অত্যধিক রক্ত সঞ্চালন হয়ে মস্তিষ্কে রক্ত জমে যাওয়া অবস্থা সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়, কোন উত্তেজক পানীয় গ্রহণের পরে, কাশি দেখা গেলে, ঋতুস্রাবের সময় ঋতুস্রাব দমিত বা বন্ধ হয়ে থাকলে এবং উষ্ণ ঘরে থাকলে উপসর্গসমূহ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং খোলা মুক্ত বায়ুতে আরামবোধ হয়। মাথা, বিশেষভাবে কপাল ও অক্ষিপুট অংশে কুঁকড়ে যাবার মত বোধ থাকতে পারে, মাথার তালুতে খুববেশী খুস্কি দেখা দেয়। মাথার তালুতে উদ্ভেদ সৃষ্টি এবং হলদে ও পুরু মামড়ী পড়তে দেখা যেতে পারে। একজিমা, ফুস্কুড়ি প্রভৃতি দেখা দেয়। মাথা, বিশেষভাবে কপাল খুব ঠাণ্ডা থাকে। মাথার তালুতে কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানো, মাথার চুল ঝরে যাওয়া, সকাল ও সন্ধ্যায় মাথা উত্তপ্ত হয়ে ওঠা, মাঝে মাঝেই উত্তাপের ঝলক দেখা দিতে দেখা যায়। কপাল ও মাথার তালুতে উত্তাপ, কপাল ও অক্ষিপুট অংশে ভারবোধ, মাথার চাঁদিতে চুলকানো এবং জ্বালা প্রভৃতিও থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরনের অদম্য মাথাধরা, একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বা পীরিয়ডিক্যাল মাথাধরা প্রভৃতি এই ওষুধের সাহায্যে সারানো সম্ভব হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে মাথা-ধরা, বিকালের দিকে শুরু হয়ে সারা সন্ধ্যা ও রাত্রি পর্যন্তও থাকতে পারে এবং খোলা হাওয়ায় সেই মাথাধরা কমে যেতে দেখা যায়। সর্দির সঙ্গে মাথাধরা, কাশতে গেলে, খাবার পরে অথবা পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দিলে মাথাধরা ও মাথায় যন্ত্রণাবোধ হতে থাকে। কোনভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মাথাধরা শুরু হয় এবং মাথায় সামান্য ঝাঁকুনি লাগলেই সেই মাথাধরা বৃদ্ধি পায় ; সেইজন্য রোগী চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। উপরের দিকে তাকালে মাথাধরা ; মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব দেখা দেবার পূর্বে ও ঋতুস্রাব শুরু হলে মাথাধরা ; মানসিক পরিশ্রমে, মাথা বেশী নাড়াচাড়া করলে, নড়াচড়ায়, গোলমালে মাথাধরা বেড়ে যায়। মাঝে মাঝেই সিক্-হেডেক ও সেইসঙ্গে গা-বমি ভাব ও বমি হতে দেখা যায় ; জোরে চেপে ধরলে বা চাপে মাথাধরা কম থাকে। প্রায় সব ধরনের মাথাধরার সঙ্গেই পালসেশন থাকতে দেখা যায়। পড়াশুনা করলে মাথাধরা বৃদ্ধি পায়, শোয়া অবস্থা থেকে উঠে পড়লে মাথায় পালসেশনের অনুভূতির সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যেতে দেখা যায়। মাথা ঝাঁকালেও মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলেই রোগীর মাথাধরা দেখা দেয়। দাঁড়ালে, নিচের দিকে ঝুঁকলে, রৌদ্রের উত্তাপে, কথা বললে, হাঁটা-চলা করলে, স্নান করলে বা বেশী কাচাকাচি করলেই রোগীর মাথা ধরে বা বেড়ে যায়। শীতল আবহাওয়াতেও মাথাধরা বৃদ্ধি পায়। কোনভাবে দেহ বেশী ঠাণ্ডা হয়ে পড়লে মাথাধরা দেখা দেয় কিন্তু তবুও ঠাণ্ডা খোলা হাওয়ায় মাথাধরা কম হতে দেখা যাবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সকালে ঘুম ;

ভাঙ্গার পরে এবং সন্ধ্যায় খাবার পরে মাথাধরা দেখা দেয়, হাঁটা-চলা করলে অথবা নিচু হয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালে মাথাধরা বেড়ে যায়। চোখের উপরের অংশে ভয়ংকর বেদনা হতে থাকে। মাথার পিছনের অংশে বা অক্সিপিটাল অংশে মাথাধরা, মাথার চাঁদি ও পাশের দিকে বেদনা প্রভৃতি অধিকাংশ মাথাধরা বা মাথার যন্ত্রণাই মানসিক পরিশ্রমের ফলে দেখা দেয় বা বৃদ্ধি পায়। কাশতে গেলে মাথায় সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, কপালে এবং মাথার দুইধারে টেম্পল্ অংশেও সূচ ফোটানোর মত ব্যথাবোধ হতে দেখা যায়; মাথার সর্বত্রই ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা, মাথার চারধারেও ঐরূপ বেদনা দেখা দেয় এবং শুয়ে থাকলে সেই মাথার যন্ত্রণা কম হয়। মাথা ও কপালের দুইপাশের টেম্পল অংশে টিপ্ টিপ্ করা বেদনা বা পালসেশন দেখা দেয়। বিকাল ৪টা নাগাদ রোগীর মনে হয় যেন সে মাথায় টুপি পরে আছে, যদিও তার টুপি পরা থাকে না, মাথার যন্ত্রণার জন্যই ঐরূপ বোধ জন্মায়।

বিভিন্ন ধরনের শ্লেষ্মাজনিত ও সোরিক ধরনের চোখের গোলযোগ দেখা যেতে পারে। সকালের দিকে চোখের পাতা জুড়ে থাকায় রোগী চোখ মেলে তাকাতে পারে না। এই ওষুধটির সাহায্যে ক্যাটারাক্ট বা ছানি আংশিকভাবে সারানো সম্ভব হয়েছে। চোখের সামনে সবকিছু দুটি করে দেখার মত অবস্থা এই ওষুধ সৃষ্টি ও নিরাময় করতে পারে। চোখের ক্রনিক প্রদাহের সঙ্গে ঘন হলদে পুঁজ সৃষ্টি হতে পারে; কর্নিয়াতে ক্ষতও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। চোখে চুলকানো ও জ্বালাবোধ সকালের দিকে বৃদ্ধি পায়। সন্ধ্যায় চোখে চাপবোধের সঙ্গে বেদনা, স্পর্শকাতরতা, আলোক-ভীতি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। চোখ কাঁচা গোমাংসের মত দগ্‌দগে লাল হয়ে ওঠে, চোখের কোণ বা ক্যান্থাইও লাল থাকতে দেখা যায়। চোখের পাতায় টেনে ধরার মত বোধ, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, প্রায়ই চোখের দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্নের মত বোধ হওয়া, চোখের সামনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মত যেন কিছু ভেসে বা উড়ে বেড়াচ্ছে বলে বোধ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

কান থেকে ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হতে দেখা যেতে পারে। স্কারলেট জ্বরের পরে কান থেকে রক্ত মেশানো, ঘন পুঁজ নির্গমন, ডানদিকের প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে বেদনা ও বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থা ঘটতে দেখা যায়। কানের পিছনদিকে উদ্ভেদ দেখা যেতে পারে; কানের ভিতরে ও পিছনদিকে চুলকানো বোধ, কানের ভিতরে গুনগুন, বিজ্ বিজ্, ঘণ্টার ধ্বনির মত, গানের শব্দের মত অথবা সমুদ্রের গর্জনের মত শব্দ শোনা যায়; কানের ভিতরে কট্‌কট্ করা বা কামড়ানো ব্যথা, সূচফোটানো ও টিপ্‌টিপ্ করা অনুভূতিসহ বেদনা, কানে শোনার ক্ষমতালোপ প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে ইউস্টেসিয়ান টিউবের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো যেতে পারে। প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে স্ফীতি এবং কানের পিছনদিকে ফোলাভাব থাকতেও দেখা যায়।

এই ওষুধটির সাহায্যে কিছুতেই দূর করা যায় না এমন ধরনের নাকের সর্দি সারানো যায়। কোরাইজার সঙ্গে নাক থেকে স্রাব নির্গমন খোলা হাওয়ায় কমে

যেতে দেখা যায়। শুকনো কোরাইজা বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, নাক থেকে রক্ত মেশানো, হাজাকর, ঘন, হলদে বা হলদেটে সবুজ রঙের এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব বা সর্দি বেরোতে দেখা যায়। বিশেষভাবে নাকের যে কোন একদিকের উপসর্গই ওষুধটিতে সারতে দেখা যায়। নাকের ভিতরে শক্ত মামড়ী পড়া, নাকের ভিতর অংশের দুই ধারে মামড়ী সৃষ্টি হওয়া ও সেই সঙ্গে নাকের ভিতরটা খুববেশী শুকনোবোধ হওয়া ওষুধটির বিশেষত্ব। সকালের দিকে এপিসট্যাক্সিস বা নাক থেকে রক্তপাত হতে দেখা যেতে পারে। নাক থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। নাকে বিশেষভাবে নাসাপথের শেষ অংশে চুলকায়। নাক বন্ধ হয়ে থাকায় অনেকক্ষেত্রেই রোগীর পক্ষে নাক দিয়ে শ্বাসক্রিয়া চালানো সম্ভব হয় না, তাকে মুখ খোলা বা হাঁ করে রাখতে হয়। নাকের হাড়ে ক্ষয় বা কেরিজ দেখা দিতে পারে। নাকে গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয় বা লোপ পায়। হাঁচি দেখা দিলে খোলা হাওয়ায় তা কমে যায়। নাকে স্ফীতি দেখা দেয় বা নাক ফুলে ওঠে।

রোগীর ঠোঁট ফাটা এবং মাঝে মাঝেই মুখমণ্ডলে উত্তাপের ঝলক দেখা দেয়। মুখমণ্ডল ফেকাশে ও রুগ্ণ থাকে। ফোড়া, একজিমা, হারপিস, চুলকানো, ফুস্কুড়ি, পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ, ফোস্কা, মামড়ী পড়া উদ্ভেদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভেদ মুখমণ্ডলে দেখা যেতে পারে। মুখমণ্ডলে চুলকানো, ঠাণ্ডা লাগলে মুখমণ্ডলে বেদনা, কেটে যাবার মত বেদনা দেখা দিতে পারে। মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয়; গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠে, সাব ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড বেড়ে যায়।

মুখগহবর ও জিহবা শুকনো থাকে, মুখ উত্তপ্ত থাকতে দেখা যায়। মুখের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ এবং জিহবায় প্রদাহ সহ স্ফীতি থাকতে দেখা যায়। সকালের দিকে মুখে খুববেশী 'জলীয় পদার্থ' বা শ্লেষ্মা এসে জমা হয়, মুখ থেকে খুববেশী দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। ঠোঁটের ভিতর অংশে দগ্‌দগে ভাব ও জ্বালা-বোধ থাকে, জিহবায়ও জ্বালাবোধ থাকে। মুখ থেকে লালা নিঃসরণ হতে দেখা যায়। জিহবায় স্ফীতি ও আড়ষ্টতা বা শক্ত ভাবের জন্য কথা বলতে খুব কষ্ট হয়; মুখের ভিতরে মিউকাস মেমব্রেন এবং মাড়ীতে প্রদাহ ও ফোলাভাব থাকে। মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তেঁতো, টক, মিষ্টি অথবা বিশেষ কোন ধাতুর মত স্বাদ দেখা দিতে পারে। মুখ, জিহবার এবং গলার ভিতরে ক্ষত, মুখের ভিতরে জলপূর্ণ ফোস্কার সৃষ্টি, জিহবার পিছনের অংশে হলদে পুরু ছোপ পড়া প্রভৃতি লক্ষণও থাকা সম্ভব।

হিপারের মত এই ওষুধটিতেও গলায় কিছু আটকে থাকা এবং দম আটকাবোধ বা চোকিং থাকতে পারে। গলার ভিতরে লাল হওয়া এবং স্ফীতি থাকে। গলার মিউকাস মেমব্রেনে এবং টনসিলে প্রদাহ ও ফোলা ভাব থাকতে পারে। গলার ভিতরে যেন একটা গোঁজ বা প্লাগ্ আটকে আছে বলে রোগীর মনে হয়। গলায় শ্লেষ্মা জমে, গলা ও নাকের পিছনের অংশ থেকে ঘন হলদে রঙের কফ্ বা শ্লেষ্মা ওঠে। কোনকিছু গিলতে গেলেই গলায় ব্যথাবোধ হয়, চেপে ধরা হয়েছে এমন ব্যথা,

দগ্‌দগে ভাব ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হতে পারে। গলা খাঁকারি দিয়ে গলা থেকে শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে হয়। টনসিলে ফোলা, বেদনা ও পুঁজ হয়ে থাকে এবং ঢোক গিলতে গেলে বেদনাবোধ হয়। গলার বাইরের দিকটাও ফুলে থাকতে দেখা যেতে পারে, গলার বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি ও বেদনা থাকে।

খাবার ইচ্ছা বা রুচি খুব বেড়ে যায়। রোগী খুববেশী ক্ষুধাবোধ করে অথবা একেবারেই ক্ষুধাবোধ থাকে না। কফি, মাংস ও দুধে অরুচি দেখা দেয়। নানাধরনের ফল, শীতল পানীয় টক ও নোনতা জিনিস, মিষ্টি প্রভৃতি খাবার দিকে তার ঝোঁক দেখা যায়। খুববেশী পিপাসা থাকে। খাবার পরেই রোগীর পেট ফুলে উঁচু হয়ে ওঠে।

পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ, খাবার পরে উদ্গার ওঠা, শূন্য ঢেকুর ওঠা, ঢেকুরে তেঁতো, টক ও বিস্বাদ থাকে এবং গলা জ্বালা করে। ঢেকুরের সঙ্গে ভুক্ত দ্রব্য উঠে আসতে পারে এবং তরলদ্রব্যে গলায় জ্বালাবোধ দেখা দেয়। খাবার পরে পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ, অম্ল হয়ে গলা জ্বালা করা, পাকস্থলীতে ভারীবোধ, যেন কোন একটা বোঝা চাপিয়ে রাখা হয়েছে বলে রোগীর মনে হয়। সামান্য কারণেই, খাবার সামান্য গোলযোগেই বদহজম হবার প্রবণতা থাকে। সন্ধ্যার দিকে গা গুলোনো, বমি-ভাবের সঙ্গে মাথাধরা ও মাথাঘোরা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। সন্ধ্যায় পাকস্থলীতে বেদনা, খাবার পরে পাকস্থলীতে কেটে যাওয়া, জ্বালাকরা, মোচড়ানো, তীক্ষ্ন বা ধারালো কিছু দিয়ে কাটার মত, দাঁত দিয়ে চিবানোর মত অথবা খুব জোরে চেপে ধরার মত বেদনাবোধ হতে দেখা যায়। সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, চাপে সংবেদনশীলতা এবং দপ্‌ দপ্‌ করা অনুভূতির সঙ্গে পাকস্থলীতে যেন একটা পাথর রয়েছে বলে রোগীর মনে হয়। রাত্রে খাবার পরে বমি হওয়া এবং সেইসঙ্গে মাথাধরা দেখা দিতে পারে। বমির সঙ্গে পিত্ত, ভুক্তদ্রব্য, শ্লেষ্মা প্রভৃতি ওঠে এবং তেঁতো অথবা টক স্বাদ থাকে।

উদরে খুববেশী শীতলতার সঙ্গে পেট ফুলে উঠতে দেখা যায়, খাবার পরে এই অবস্থা বিশেষভাবে নজরে আসে। খাদ্য গ্রহণের পরে পেটে পূর্ণতাবোধ ও ভারী হতে দেখা যায়, পেটের অধিকাংশ ব্যথাই কলিক বা শূল বেদনার মত হয় এবং প্রধানত রাত্রিতে দেখা দেয়, পেটে জ্বালাসহ বেদনা, কেটে যাবার মত, মোচড়ানো বা টেনে হিঁচড়ে নেবার মত ব্যথা; টন্‌টন্‌ করা অথবা সূচ ফোটানোর মত ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। লিভারেও চেপে ধরা, সূচ ফোটানো অথবা টন্‌টন্‌ করা ব্যথা হতে পারে। পেটে ফোলা ভাবের সঙ্গে পেটের ভিতরে গড়গড় শব্দ হওয়া এবং টিপ্‌ টিপ্‌ করা অনুভূতিও থাকতে পারে।

বদ্ধমূল ধরনের কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। মল বেরোতেই চায় না। মল বেরোলেও কোষ্ঠ ঠিকভাবে পরিষ্কার হয় না। মলদ্বারে ফিশ্চুলা, বেদনাহীন অ্যাবসেস প্রভৃতি ঘটতে দেখা যায়। সালফারের মত ওষুধটি প্রাতঃকালীন ডায়রিয়া

সারাতে পারে, তবে সন্ধ্যার দিকে ডায়রিয়াও এই ওষুধটিতে দেখা যায় এবং ছোট শিশুদের ডায়রিয়াতে ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। সামান্য একটু কিছু খাবার পরেই ডায়রিয়া দেখা দেয়, বেদনাহীন ডায়রিয়া এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। মলদ্বারে কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই খুববেশী চুলকায়। মলদ্বার ও রেক্টাম থেকে রক্তপাত, মলদ্বারে অর্শের বলি বেরিয়ে আসা বা এক্সটারনাল পাইলস্ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অসাড়ে মলত্যাগ হয়; মলদ্বার ভিজে ও আর্দ্র হয়ে থাকে এবং সেখানে বেদনা ও চুলকানি দেখা দেয়। মলত্যাগের সময় এবং পরে বেদনা, মলত্যাগের সময় মলদ্বারে জ্বালাকরা, মলদ্বারে চাপবোধ, সূচ ফোটানো ও টনটন করা ব্যথা, মলত্যাগ করতে গেলে খুব কোঁথানি বা টেনেসমাস দেখা দেওয়া, রেক্টামের প্রল্যাপ্স, বার বার মলত্যাগের জন্য ইচ্ছা ও বিফল চেষ্টা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মল রক্তমেশানো, শুকনো, কঠিন, ছোট ছোট গুটির মত, বড়, নরম, সাদা, হলদে ও ঘন হতে পারে আবার মলে ভুক্তদ্রব্য একটু হজম না হওয়া অবস্থায় বেরোতেও দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধটি মূত্রথলির ক্যাটার বা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাতেও সুফলদায়ী হয়। মূত্রথলি থেকে প্রচুর হলদেটে পুঁজ নির্গত হতে থাকে। এই ওষুধটি দিয়ে কিডনীর ক্রনিক ধরনের প্রদাহ সারতে দেখা গেছে। মূত্রনালী বা ইউরেথ্রা থেকে হলদেটে, রক্ত মেশানো বা গ্লীটের মত স্রাব বা পুঁজ বেরোতে দেখা গেলে সেক্ষেত্রেও ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। প্রস্রাব করবার সময় ইউরেথ্রাতে জ্বালা করে। অন্যান্য লক্ষণ থাকলে এই ওষুধটি পুরুষত্বহীনতায় খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। মহিলাদের বার বার অ্যাবরসন হতে দেখা গেলেও ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। মহিলাদের যৌনাঙ্গের লেবিয়া অংশে ছড়ে যাবার মত ক্ষত, প্রদাহ ও পেকে গিয়ে পুঁজ সৃষ্টি হওয়া, সাদাস্রাবের জন্য যৌনাঙ্গে হেজে গিয়ে চুলকানো; ঘন, হলদে, রক্তমেশানো সাদাস্রাব দেখা দেওয়া, মাসিক ঋতুস্রাব হবার সময় বা পরে যৌনাঙ্গে চুলকানো, ভ্যাজাইনার গভীরে চুলকানো, মাসিক ঋতুস্রাবের আগে ও পরে ঘন, হলদে, রক্তমেশানো, হাজা ও জ্বালাকর সাদাস্রাব প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ঋতুস্রাব অনুপস্থিত থাকা; অথবা প্রচুর পরিমাণ কালচে বা গাঢ় রঙের স্রাব, খুব তাড়াতাড়ি অল্প সময়ের ব্যবধানে অথবা খুববেশী বিলম্বে অথবা অনিয়মিত ঋতুস্রাব থাকতে পারে। কখনো কখনো স্রাব ফেকাশে খুব অল্প পরিমাণে, থেকে থেকে একটু একটু করে নির্গত হয় অথবা দমিত বা সাপ্রেসড থাকে। অল্প বয়সী মেয়েদের ঋতুস্রাব প্রথম দেখা দেবার কালে বিলম্বে আসে। জরায়ু থেকে খুব রক্তপাত হওয়া, ঋতুস্রাবের সময় জরায়ুতে বেদনায় মনে হয় যেন জরায়ুটা টেনে হিঁচড়ে পেলভিসের নিচের দিকে নামিয়ে আনা হচ্ছে, জরায়ুর প্রল্যাপ্স হয়েছে বলে বোধ হয়ে থাকে। যৌনাঙ্গে জ্বালা, লেবিয়াতে ফোলাভাব, জরায়ুতে ফিব্রয়েড টিউমার, জরায়ুর প্রল্যাপ্স, যৌনাঙ্গ ও জরায়ুতে আলসারেসন বা ক্ষত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ল্যারিংক্স এবং ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মা সৃষ্টি, শুষ্কতা ও প্রদাহ দেখা দিতে পারে। প্রচুর পরিমাণে হলদে, কখনো কখনো রক্তমেশানো শ্লেষ্মা বা কফ উঠে আসে, গলার ভিতরে দগ্‌দগে চেহারা ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথা থাকে। যক্ষ্মারোগের সৃষ্টি হবার মত অবস্থা বা প্রবণতায় ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। ল্যারিংক্সের শ্লেষ্মা তুলে ফেলবার জন্য রোগীকে খুববেশী গলা-খাঁকারি দিতে হয়; দীর্ঘস্থায়ী এবং সহজে সারে না এমন ধরনের স্বরভঙ্গ, ক্রুপ কাশি প্রভৃতিতে ওষুধটি খুবই সুফলদায়ী হয়ে থাকে। ক্রুপ ধরনের কাশির জন্য দম আট্‌কাভাব বা চোকিং দেখা গেলে অনেক ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও এই ওষুধটির বদলে **হিপারের কথাই** প্রথমে চিন্তা করেন, কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে **হিপারে,** দেহের যে কোন অংশ, একটি হাত, অথবা বুকের উপর থেকে গায়ের কাপড় বা চাদর সরে গেলেই ক্রুপ কাশির দমক দেখা দেবার প্রবণতা থাকবে ও কাশি বেড়ে যেতেও দেখা যেতে পারে। **হিপারের** রোগী ঝড়ো হাওয়া অথবা ঠাণ্ডা খোলা হাওয়াতে খুব সংবেদনশীল থাকে। কিন্তু ক্যালকেরিয়া সালফের ক্ষেত্রে দেহের আবরণ সরে যাওয়া রোগীর কাছে আশীর্বাদস্বরূপ! সে নিজেই দেহের আবরণ বা ঢাকনা সরিয়ে দেয় এবং খোলা হাওয়া চায়, কারণ তাতে সে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে, তার ক্রুপ কাশিও কম থাকে। ঐ ওষুধদুটির মধ্যে (সালফাইড ও সালফেট অব লাইম) এতটা প্রভেদ বা বৈসাদৃশ্য থাকা সত্যিই বিস্ময়কর।

সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে পড়ে; উপরের দিকে উঠতে গেলে, শুয়ে থাকলে এবং হাঁটাচলা করতে গেলে শ্বাসক্রিয়ায় কষ্ট আরও বৃদ্ধি পায়। শ্বাসক্রিয়া ছোট ছোট ও ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দযুক্ত হয়ে থাকে। শ্বাসকষ্ট বা দম আটকাভাব, এমনকি বুকে সাঁই সাঁই শব্দসহ কষ্টকর শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাসেও সেই কষ্ট থাকতে দেখা যায়। ওষুধটি হাঁপানির পক্ষেও ফলপ্রদ হতে পারে।

কাশি সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে বেড়ে যায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাশি কম থাকে, রোগী আরামবোধ করে। এই লক্ষণটি **হিপারের** ঠিক বিপরীত। হাঁপানির মত কাশি, ক্রুপ ধরনের কাশি সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে অথবা দুপুরের পরে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রাত্রিতে শুকনো কাশি, খক্‌খকে কাশি, স্বরভঙ্গ বা কর্কশস্বরের সঙ্গে কাশি, আলগা ধরনের ও ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দযুক্ত কাশি, কাশিতে সারা দেহেই যেন তীব্র যন্ত্রণা দেখা দেয়। ছোট ছোট খুক্‌খুকে শুকনো কাশি, আক্ষেপযুক্ত কাশি এবং একটা নির্দিষ্ট সময় বাদে বাদে পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া কাশি হতে দেখা যায়। সকালের দিকে কাশির সঙ্গে প্রচুর কফ্‌ বা গয়ের ওঠে। কফ্‌ রক্তমেশানো, সবুজ রঙের, ঘন, আঠালো এবং হলদেটে হতে দেখা যায়।

বগলে অ্যাবসেস হওয়া, হার্ট অঞ্চলে উদ্বেগ, ট্রেকিয়া এবং ব্রঙ্কিয়াল টিউবে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হওয়া, ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে আসা, খারাপভাবে চিকিৎসিত নিউমোনিয়া অথবা নিউমোনিয়া হবার পরিণতিতে ফুসফুস থেকে রক্তপাত হওয়া, ফুসফুসের হেপাটাইজেসন অর্থাৎ নিউমোনিয়াতে ফুসফুস যখন লিভারের মত শক্ত

হয়ে পড়ে সেই অবস্থায় ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। বুকে চাপবোধ ও শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, বুকের ভিতরে বা ফুসফুসে দগ্‌দগে অনুভূতি, টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, বিশেষভাবে কাশতে গেলে অথবা শ্বাস গ্রহণের সময় বেদনাবোধ, বুকের ভিতরে জ্বালাকরা ব্যথা, কেটে যাবার মত ব্যথা ; রাত্রিতে প্যালপিটেশন হওয়া ; উদ্বেগ, প্রভৃতি উঁচুতে উঠতে গেলে বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ বিশেষভাবে যেসব লোকের যক্ষ্মারোগ হবার মত অবস্থায় দেখা দেয়, তাদের ক্ষেত্রে ওষুধটিকে ফলপ্রদ হতে দেখা যাবে। বুকের ভিতরে বা ফুসফুসে পুঁজ সৃষ্টি হওয়া, বুকের ভিতরে দুর্বলতাবোধ থাকা ; বুকের বাইরের অংশে চুলকানো ও জ্বালা করা ; পিঠের দিকে শীতলতা বোধ প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে মেরুদণ্ডের লাম্বার অঞ্চলে বক্রতা সৃষ্টি হবার ফলে রোগীর উঠে বসতে খুব কষ্টবোধ হতে দেখা গেলে এই ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

হাত ও পায়ের দিকের লক্ষণগুলিতে গেঁটেবাতজনিত অবস্থা দেখা দেয় ; অস্থি-সন্ধির গেঁটেবাত দেখা যেতে পারে। হাতের আঙ্গুলের অস্থি-সন্ধিতে গেঁটেবাত হবার ফলে আঙ্গুলে আড়ষ্টতা, আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়িয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকে শীতলতা ; পায়ের তল্‌ বা কাফ্‌ মাংসপেশীতে মোচড়ানো বা ক্র্যাম্প ধরনের ব্যথা ; জলপূর্ণ ফোস্কা, ফুস্কুড়ি প্রভৃতি নানা ধরনের উদ্ভেদ দেখা দেওয়া, হাত উত্তপ্ত থাকা, পায়ের দিকে ভারীবোধ প্রভৃতি ছাড়াও হিপ্‌জয়েন্ট ডিজিজে অনেকক্ষেত্রে ওষুধটিকে খুব কার্যকরী হতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকের ত্বকে চুলকানো, ও প্রায়ই জ্বালাকরা, হাতের তালু এবং পায়ের তলায় জ্বালাবোধ, হাত এবং পায়ের দিকে অসাড়তা, শীত অবস্থায় হাত ও পায়ের দিকে বেদনা, বাতজনিত বেদনা, অস্থি-সন্ধিগুলিতে বাত ও গেঁটেবাতজনিত বেদনা, রাত্রিতে বাহু ও হাতের দিকে বেদনা ; কাঁধ, কনুই, কব্জি ও হাতের আঙ্গুলে বেদনা ; পায়ের দিকেও বেদনাবোধ ; সায়াটিকায় ব্যথা অথবা বাতজনিত বেদনা দেখা দেয়। কোমর বা 'হিপ্‌', উরু ও হাঁটুতে বেদনা ; পায়ে জ্বালাবোধ ; হাত ও পায়ের দিকে পক্ষ ঘাত, হাত ও পায়ে ঘাম দেখা দেওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে। পায়ের ঘাম ঠাণ্ডা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। বাহুতে শক্ত বা আড়ষ্টভাব দেখা দেয়। পায়ের দিকটা লম্বা করে ছড়িয়ে দিলে বেদনা বৃদ্ধি পায়। হাঁটু ও পায়ে বাতজনিত প্রদাহ ও স্ফীতি, পা ও পায়ের পাতায় ঈডিমার মত ফোলাভাব, হাতের আঙ্গুলে ঝিন্‌ ঝিন্‌ করা, হাত ও পায়ের দিকে কাঁপুনি, পায়ে ক্ষত হওয়া, পায়ের দিকে হাঁটু, পা ও গোড়ালিতে দুর্বলতাবোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সুনিদ্রা না হয়ে ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়, উদ্বেগজনক ও ভীতিকর স্বপ্ন দেখে। সন্ধ্যার দিকে রোগী নিদ্রালু হয়ে পড়ে। মধ্যরাত্রির পূর্ব পর্যন্ত এবং ভোর ৩টার পর থেকে রোগী নিদ্রাহীনভাবে কাটায়। নানারূপ চিন্তায় সে নিদ্রাহীন থাকে। দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ধরনের সবিরাম জ্বরের সঙ্গে সন্ধ্যায় শীতভাব দেখা গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। পায়ের পাতার দিকে

শীতভাব প্রথমে দেখা দেয়। শীতাবস্থায় গায়ে খুব কাঁপুনি বা কম্পভাব দেখা দেয়, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে জ্বর হতে দেখা যায়। সন্ধ্যাকালীন জ্বরের প্রথমে শীতভাব ও পরে জ্বর দেখা দেয় কিন্তু উত্তাপ অবস্থার পরে ঘর্মাবস্থা থাকে না, তবে জ্বরের সঙ্গে পায়ে বেদনা থাকতে দেখা যায় এবং হাঁটা-চলা করলে সেই বেদনা কমে যায়। দেহে মাঝে মাঝে উত্তাপের ঝলক দেখা দেয় ; সান্ধ্য জ্বর বা হেক্‌টিক্‌ ফিভার দেখা দিতে পারে, রাত্রিতে ঘাম হয়। ঘাম ঠাণ্ডা থাকে এবং সামান্য উদ্যমে বা পরিশ্রমেই ঘাম দেখা দিয়ে থাকে। ঘাম প্রচুর পরিমাণে হয় এবং তাতে টক গন্ধ পাওয়া যায়।

সালফার ও **ক্যালকেরিয়া** পর্যালোচনা করলে যে ধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ ত্বকে দেখা যেতে পারে ত্বকে সেইরূপ লক্ষণ এই ওষুধটিতেও থাকতে দেখা যায়। ত্বকে জ্বালা ও চুলকানো, খোসা ওঠা, ত্বকের ফাটা ফাটা অবস্থা, শীতকালে স্নানের পরে বিশেষভাবে হাতের ত্বকে ফাটা ফাটা হতে দেখা যায়। ত্বকে লিভারজনিত দাগ, ত্বক ফেকাশে, হলদেটে এমনকি জণ্ডিসের মতও হতে দেখা যায়। ত্বকে শুষ্কভাব থাকে। ফোড়া, আর্দ্র ও জ্বালাকর অথবা শুকনো ধরনের একজিমা, হার্পিসজনিত পুঁজভর্তি ফোস্কা, মামড়িযুক্ত জলপূর্ণ ফোস্কা, ঐসব উদ্ভেদে খুব চুলকানি ও জ্বালা, সোরিয়াসিস প্রভৃতি ওষুধটি নিরাময় করতে পারে। পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ্‌, যক্ষ্মার গুটির মত উদ্ভেদ, আমবাত, হেজে যাওয়া এবং ত্বকে ঘষা লেগে সেখানে প্রদাহ ; কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই ত্বকে চুলকানো, বিছানায় শুলে চুলকানো, ত্বকে চুলকানোর সঙ্গে জ্বালাকরা এবং কোন ছোট ছোট কীট পতঙ্গ হেঁটে যাবার মত সুড়্‌সুড় করা বোধ প্রভৃতি থাকতে পারে। আক্রান্ত অংশ আঁচড়ে বা চুলকে দিলে চুলকানিবোধ কমে যেতে দেখা যাবে। ত্বক খুব সংবেদনশীল থাকে। ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, আঘাতপ্রাপ্ত বা আক্রান্ত স্থান সেরে উঠতে বিলম্ব হওয়া, অস্বাস্থ্যকর ত্বকের ক্ষত থেকে রক্তপাত ও জ্বালাবোধ থাকে। ক্ষত স্থানে মামড়ীপড়া, খোসা ওঠা এবং ক্ষত গভীর হতে দেখা যেতে পারে।

ক্ষত থেকে রক্তমেশানো পুঁজ নির্গত হয় যা ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত ও হলদেটে হয়ে থাকে। ফিশচুলার মত ক্ষত, সহজে সারতে চায় না এমন ধরনের দুষ্টক্ষত, ক্ষততে শক্তভাব থাকা বা ইনডিউরেশন, টিপ্‌টিপ্‌ করা অনুভূতিযুক্ত ক্ষত, বেদনাদায়ক ক্ষত, আঁচিল প্রভৃতিতে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে।

ক্যাম্ফর
(Camphor)

এক শিশি ক্যাম্ফর বা কর্পূর ঘরে থাকলে তা বেশ ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ কর্পূর আমাদের অধিকাংশ ওষুধেরই ক্রিয়া বিনষ্ট করে বা অ্যান্টিডোটের কাজ করে। পোটেনটাইজড অবস্থায় ক্যাম্ফর অনেক ধরনের উপসর্গ সারাতে পারে। কিছু কিছু তরুণ বা অ্যাকিউট ধরনের উপসর্গের সঙ্গে স্নায়বিক উত্তেজনা এমন কি উন্মত্তভাব ও

দেহের বিভিন্ন অংশে আক্ষেপ বা স্প্যাজম এরং কনভালসন বা তড়কা প্রভৃতিতে পরিশেষে অবসাদ দেখা গেলে ওষুধটি উপযোগী। ক্যাম্ফরের উপযোগী অবস্থা বলতে কনভালশন অথবা শীতলতা বোঝায়। ক্যাম্ফরের রোগীর উপসর্গের খুব অ্যাকিউট অবস্থায় স্নায়বিক উত্তেজনা বা উন্মত্ততা খুববেশী থাকে অথবা তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখা দেয়, সবরকম উত্তেজনাই লোপ পায়, অনুভূতি লোপ পায়, অনুভূতি, সংজ্ঞাহীনতা ও দেহে খুববেশী শীতলতা দেখা দেয়। একই রোগীর মধ্যে এই ধরনের তীব্র অবস্থা দেখা যেতে পারে, একটি প্রথম দিকে এবং অপরটি শেষ দিকে দেখা দেয়। খুববেশী মানসিক উত্তেজনা ও উন্মত্ত ভাবের পরিবর্তন ঘটে খুব বেশী দুর্বলতা ও অবসাদে দেহ নীল ও শীতল হয়ে পড়তে পারে তবু ও রোগী দেহ উন্মুক্ত বা আবরণহীন রাখতে চায়। রোগীর মানসিক উত্তেজনার অবস্থায় খুব বেশী উদ্বেগ ও অবর্ণনীয় ভয় থাকে ; অপরিচিত লোকের ভয়, অদ্ভুত ধরনের চক্র বা গোলকের ভয়, অন্ধকারে ভয় পেতে দেখা যায়। অন্ধকারে সে যেন কাল্পনিক সব ভূত, প্রেত দেখতে পেয়ে ভীত হয়, অন্ধকারে বিছানা ছেড়ে উঠতেই চায় না বা সাহস করে না। অন্ধকারে যা কিছু নড়ে তাকেই রোগী ভূত প্রেত বলে মনে করে এবং প্রাণহীন বা জড় সব বস্তুই যেন জীবন্ত হয়ে উঠে তাকে ভীত করে তোলে ; সে উন্মত্তের মত খুববেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এইসব লক্ষণের সঙ্গে কিডনী ও প্রস্রাবের গোলযোগ অনেকটাই **ক্যান্থারিসের** মত থাকতে পারে। এই ওষুধ দুটির মধ্যে এই ধরনের সাদৃশ্যের জন্য তারা পরস্পরের সহায়ক বা কম্প্লিমেন্টার এবং দোষবিনষ্টকারী বা অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করে থাকে। কোন মহিলা যদি ক্যান্থারিসের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং বেশী উত্তেজনা বা উন্মত্ততা দেখা দেয় তা হলে সেক্ষেত্রে ক্যাম্ফর অ্যান্টিডোট বা বিষক্রিয়া নাশক হিসাবে ফলপ্রদ হবে।

এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। রোগীর মানসিক অবস্থা জড়বুদ্ধির মত না হয়ে বরং ধীরে ধীরে তার চেহারা ও হাব ভাবে জড়তা দেখা দেয়। তার মন ও স্মৃতিশক্তিতে যেন শূন্যতা দেখা দেয়। সে যখন চোখ বন্ধ করে থাকে তখন সে ঘুমন্ত বলে মনে হয় এবং সে তখন প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না। বা ডাকলে সাড়া দেয় না। ডিলিরিয়ামের মত ভুল বকা, খুববেশী উত্তপ্ত অবস্হা, ক্রোধ ও খ্যাপামি দেখা দেয় ; সে বিছানা ছেড়ে অথবা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে চায় ; উদ্বেগ ও প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্হা দেখা দেয়। মহিলাদের সন্তানপ্রসবের পরে বীজাণুসংক্রমণজনিত জ্বর বা পিওর পেরাল ফিভার, মস্তিষ্কের অত্যধিক কনজেসসন অথবা কোন অঙ্গ বিশেষ বা অর্গ্যানে তীব্র ধরনের প্রদাহ সৃষ্টির ফলে শক্ লেগে এই ধরনের মানসিক উত্তেজনা বা উন্মত্ত ভাব দেখা দিতে পারে। এই ধরনের শক লাগার ফলে তীব্র আকারে মানসিক বিশৃঙ্খলা বা কন্‌ফিউশন্ দেখা দেয়। রোগী যত বেশী তীব্র কষ্ট পায়, তার দেহও তত বেশী শীতল হয়ে পড়ে ; এবং এই শীতল অবস্থায় এমন কি খুব ঠাণ্ডা কোন ঘরে থাকলেও রোগী তার দেহের সব আবরণ খুলে ফেলতে চায়। এই

অবস্থাটা অনেকটা **সিকেলির** মত। **সিকেলিতেও** রোগী শীতল অবস্থায় দেহ উন্মুক্ত রাখতে ও শীতল কোন ঘরে থাকতে চায়, এই ওষুধটিতে উন্মত্ত ভাবও থাকতে দেখা যায়, যার ফলে এই ওষুধ দুটির মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তবে ক্যাম্ফরে এমন একটি লক্ষণ আছে যা দিয়ে এটিকে আলাদা করে চেনা যেতে পারে। রোগীর দেহে শীতলতা, উন্মত্ততা এবং উত্তপ্ত অবস্থা প্রায়ই একইসঙ্গে থাকতে দেখা যায়। ক্যাম্ফরের রোগী যখন শীতল হয়ে পড়ে তখন তার দেহে উত্তাপের ঝলক দেখা দেয়; উত্তাপের ঝলকানির সঙ্গে রোগীর দেহে চিরে ফেলা, ছিঁড়ে যাওয়া ও জ্বালাকরা বেদনা বা প্রদাহ আক্রান্ত যন্ত্রে বা স্নায়ু বরাবর থাকতে দেখা যায়। এই রোগীর শুশ্রূষা করা খুবই কষ্টকর কারণ কাউকে, কোন কিছুই সে সহ্য করতে পারে না।

মূত্রথলির প্রদাহ দেখা দিলে খুববেশী বেদনা ও স্পর্শকাতরতা এবং তা থেকে শক্ হয়ে রোগীর মধ্যে উন্মত্তভাব বা তীব্র মানসিক উত্তেজনা দেখা দেয়; তারপর তার দেহ শীতল হয়ে পড়ে এবং সে দেহ আবরণহীন অবস্থায় খোলা রাখতে চায়, মুক্ত বায়ুর শীতলতার আশায় দরজা-জানালা প্রভৃতি সব খুলে রাখতে চায়, তবে এসব করবার আগেই তার দেহে উত্তাপের ঝলকানি দেখা দেয় এবং তখন রোগী তার দেহ ঢেকে রাখতে চায়, ঘরের উষ্ণতা, উষ্ণ সেক প্রভৃতি পেতে চায়; তবে এই অবস্থা শীঘ্রই চলে যায় এবং শুশ্রূষাকারী বা নার্স যখন রোগীর ঘর ও দেহ উত্তাপে রাখার ব্যবস্থা করতে যায় তখন রোগী ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিতে বলে এবং সব কিছু ঠাণ্ডা পেতে চায়। এরূপ অবস্থা দেখা গেলে বোঝা যায় যে রোগীর অবস্থা বেশ সঙ্গীন, কারণ, কনভালশন, দেহ পিছনদিকে বেঁকে যাওয়া, মস্তিষ্ক, লিভার, কিডনী, মূত্রথলি প্রভৃতিতে তীব্র ধরনের কোন শক থেকে প্রদাহ দেখা দিলে তবেই এই ধরনের মারাত্মক শীতল অবস্থা ও তীব্র অবসাদ দেখা দেয়। এই রূপ অবস্থায় রোগীর শুশ্রূষায় প্রাচীন বৃদ্ধারা কর্পূরের সাহায্যে রোগীকে কিছুটা আরাম দেবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় পোটেনটাইজড অবস্থায় ক্যাম্ফর অনেক বেশী ফলপ্রদ হয় এবং রোগীর কষ্ট দূর করে সুনিদ্রার ব্যবস্থা করে দেয়।

মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার বয়সকালে বা ক্লিমেকটারিক পিরিয়ডে উষ্ণ ঘরে থাকলে উত্তাপের ঝলক ও ঘাম হওয়া, হাত-পা ও পেট খুববেশী শীতল থাকলে, দেহের আবরণ সরিয়ে দিলে যদি ঐ অবস্থায় বেশী কষ্টবোধ করে এবং দেহে ঢাকা দিয়ে রাখলে যদি প্রচুর পরিমাণ ঘাম হতে দেখা যায় তা হলে এই ওষুধটি খুব কার্যকরী হবে। রোগিণীর দেহ শীতল হয়ে পড়লেও সে তার হাত-পা বা দেহ উষ্ণ রাখার জন্য দেহে কোনরূপ আবরণ বা আচ্ছাদন রাখা সহ্য করতে পারে না।

মাথায় বিভিন্ন ধরনের বেদনা, দপ্‌দপ্ করা ব্যথাবোধ হয়। মাথায় সংকোচন বোধের জন্য রোগীর মনে হয় যেন তার মস্তিষ্ক বা দড়ি দিয়ে সেরিবেলাম বা মস্তিষ্কের পিছনদিকের অংশের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার মাথার পিছন দিকে

ও ঘাড়ে হাতুড়ীর ঘা পড়ার মত দপ্‌দপ্‌ করে, মাথা সামনের দিকে ঝোঁকালে দপ্‌দপানি বেশী হয় এবং সেইসঙ্গে জ্বালা ও সূচ ফোটানোর মত বেদনাও থাকতে পারে। মাথার সামনের দিকে বা কপালের দিকে যন্ত্রণা ও মাথাধরা দেখা দিতে পারে।

কলেরাতেও ক্যাম্ফর কার্যকরী হয়! এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর খুব দ্রুত অবনতি ঘটে; তার মুখমণ্ডল শীতল ও নীল হয়ে চুপসে যেতে দেখা গেলে এবং ঘাম বিশেষ না হলে এই ওষুধটির কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কলেরায় ক্যাম্ফরের রোগীর বমি, মল ও ঘাম সবই কম হতে দেখা যায়; তবে হঠাৎই রোগীর দেহ খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়, নীলচে দেখায় এবং কোল্যাপ্স অবস্থার জন্য প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত বোধ হয় এবং অর্ধঅচেতন বা স্টুপর অবস্থা দেখা দেয়।

কনভালশনের সঙ্গে মুখে ফেনা ওঠা, ঠোঁট নীল হয়ে পড়া, চোয়াল আটকে যাওয়া বা লক্‌-জ দেখা দেওয়া, টিটেনাসের মত মাংসপেশীর আক্ষেপ বা শক্তভাব, মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম ও বমি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে, মুখমণ্ডলে ইরিসিপেলাসের মত ফোলাভাবও থাকতে পারে।

রোগীর পিপাসা না থাকলেও পানীয় গ্রহণের ইচ্ছা দেখা দেয়, কখনো কখনো আবার প্রবল তৃষ্ণাও দেখা দেয়, এবং তখন অল্প পরিমাণ শীতল জলপানে তার তৃষ্ণা মেটে না। শীতল জল তার কাছে যথেষ্ট শীতল মনে হয় না কিন্তু সেই শীতল জলপানের পরেই সে বমি করে তা বার করে দেয়।

পাকস্থলীর উত্তেজনা প্রবল থাকে। রোগী যা কিছু খায় বা পান করে তাই বমি হয়ে উঠে আসে। তার জিহ্বা নীল ও শীতল থাকে, শ্বাসও শীতল থাকতে দেখা যায়; তার দেহ থেকে যা কিছু বাইরে আসে সবই শীতল থাকে। **কার্বোভেজ** ও **ভেরেট্রামের** মত এই ওষুধের রোগীর বুকের ভিতর থেকে যে বায়ু বেরিয়ে আসে সেটা যেন ঠাণ্ডাঘর বা 'সেলার' থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে রোগীর মনে হয়। তার জিহ্বা শীতল ও কাঁপুনিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। কলেরাতেই এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। রোগীর শীতাবস্থার সময় সর্বদাই দেহে জ্বালাবোধ থাকে। তার দেহের ভিতরে জ্বালাবোধ, তীব্র বেদনা ও দগ্‌দগেবোধ অথবা কোনরূপ উত্তাপবোধ ছাড়াই জ্বালাকরা অনুভূতি দেখা দিতে পারে।

গ্যাসট্রাইটিসে পাকস্থলীতে এত তীব্র বেদনা হয় যে মুখমণ্ডলে **আর্সেনিকের** মত দুঃসহ ক্লেশের ছাপ পড়তে দেখা যায়, পাকস্থলীতে দুঃসহ যন্ত্রণায় রোগীর মনে হয় যেন সে নিশ্চয়ই মরে যাবে। পাকস্থলীতে চিরে ফেলা, ছিঁড়ে যাওয়া, এবং জ্বালা-করা বেদনার সঙ্গে ওয়াক্‌ ওঠা এবং বমি হতে দেখা যায়। পাকস্থলী ও অন্ত্র থেকে দেহের অন্যান্য অংশেও ক্র্যাম্প বা মোচড়ানো ব্যথা ছড়িয়ে যায় এবং কনভালশন ও দেহ পিছনে বেঁকে যাওয়া বা 'ওপিসথোটোনস' দেখা দেয়। পাকস্থলীর উপরের অংশে তীব্র যন্ত্রণায় রোগী হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পাকস্থলীতে কখনো উত্তাপ

আবার কখনো শীতলবোধ হতে পারে। পেটের ভিতরে কলিকের মত ব্যথা ও জ্বালা দেখা দেয়, শীতলবোধও থাকতে দেখা যায়।

মল কলেরা রোগীর মত, চালধোয়া জলের মত হয় এবং সেইসঙ্গে উদ্বেগ, অস্থিরতা, মাংসপেশীতে আক্ষেপ, বুকের ভিতরে মোচড়ানো ব্যথা, অবসাদ, ত্বকে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া নীলভাব ও শীতলতার সঙ্গে দেহ উন্মুক্ত রাখার ইচ্ছা ও কোল্যাপ্স অবস্থা দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ সহ এশিয়াটিক কলেরায় **কুপ্রাম** ও **ভেরেট্রামের** মত ক্যাম্ফর ও সমানভাবে সুফলপ্রদ হয়ে থাকে। ক্যাম্ফরে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়া, ত্বকে নীলচে ভাব ও শীতলতা ও শুকনো ভাব থাকা সত্ত্বেও রোগী দেহ আবরণযুক্ত বা আঢাকা অবস্থায় রাখতে চায়!

কলেরায় এই ধরনের লক্ষণ অন্য ওষুধ দুটিতেও আছে, তবে **কুপ্রামে** ততটা বেশী শীতলতা ও অবসাদ থাকে না কিন্তু ক্র্যাম্প ও কনভালশন হবার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকতে দেখা যায়। রোগীর মধ্যে ক্র্যাম্প যত প্রবলভাবে দেখা দেয় ততই রোগী **কুপ্রামের** উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। আবার মল ও বমি যত বেশী হতে থাকে এবং সেইসঙ্গে ঘামও যত বেশী দেখা দেয় রোগীকে তত বেশী **ভেরেট্রামের** উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। ক্যাম্ফরের রোগীর মধ্যে শীতলতা ও শুষ্কতা থাকে কিন্তু **ভেরেট্রামে** শীতলতার সঙ্গে খুববেশী মল ও বমি থাকতে দেখা যাবে।

ঠাণ্ডা লাগার পরে পেটে কেটে যাবার মত বেদনার সঙ্গে অসাড়ে কফিগুঁড়োর মত গাঢ় বাদামী বা কালচে রঙের মল নির্গত হতে দেখা যায়। মলত্যাগের সময় খুব কোঁথানি থাকে। কোন কোন সময় কলেরায় রোগীর দেহে শীতলতা ও নীলচে ভাবের সঙ্গে ওয়াক্ ওঠা ও বমি করার চেষ্টার সঙ্গে খুব অল্প একটুখানি মল ত্যাগের জন্যও ভীষণ টেনেসমাস বা কুন্থন দেখা যায় এবং রোগীর দেহের এখানে-সেখানে তড়কার মত আক্ষেপ হতে থাকে। মলত্যাগের জন্য এইরূপ চেষ্টা সহ তড়কা প্রভৃতি ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত রোগীর পক্ষে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আর কোনরূপ চেষ্টা করার সামর্থ্য থাকে না। তার রেক্টাম সঙ্কুচিত ও বেদনাযুক্ত হয়ে পড়ে।

প্রস্রাব ও যৌন যন্ত্রাদিতে নানা ধরনের গোলযোগ দেখা দিতে পারে। প্রস্রাবে জ্বালা ও স্ট্র্যাঙ্গোরির মত বেদনাকর অবস্থা, বার বার মূত্রত্যাগ করা বা ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা থাকলেও প্রস্রাব ত্যাগে খুব কষ্টবোধ প্রভৃতি দেখা যায়। রেক্টামের মত সংকোচন ও বেদনা মূত্রথলিতেও দেখা দেয় ফলে মূত্রথলিতে প্রস্রাব জমে থাকলেও তা আটকে থাকে অর্থাৎ রিটেনসন অবস্থা ও সেইজন্য ভয়ঙ্কর কষ্ট দেখা দেয়। রোগী প্রস্রাব ত্যাগের জন্য প্রস্রাবখানায় গিয়ে বসে প্রস্রাব ত্যাগের খুব চেষ্টা করে কিন্তু মূত্রথলিতে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা হওয়ায় সে মূত্রত্যাগ করতে পারে না। আবার যখন রোগী মূত্রত্যাগ করে সেটা লালচে, রক্তমেশানো এবং

ক্যান্থারিসের মত ফোঁটা ফোঁটা করে বেরোয়। মূত্রথলির নির্গমন পথ বা গলার কাছে টেনেসমাস দেখা দেয়।

ক্যাম্ফর যৌন উত্তেজনা খুববেশী বাড়িয়ে তুলতে পারে। ওষুধটি বেশী মাত্রায় প্রয়োগে কোন কোন রোগীর মধ্যে এই রূপ অবস্থা দেখা দেয়, আবার অন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা দেখা দেয়। এই ওষুধটির প্রুভিংয়ের সময় যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং পুরুষত্বহীন হয়ে পড়া এই দুই ধরনের লক্ষণই পাওয়া গেছে। এমন এক ফরাসী মহিলা ছিলেন যিনি তাঁর পরিচিত ছেলেদের তরুণী মেয়েদের থেকে দূরে এবং নিজের কাছে রাখার জন্য ঐসব ছেলেদের মাথার বালিশের নিচে কর্পূর রেখে দিতেন ফলে ঐসব তরুণ ছেলেরা সবাই পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে। তবে কোন প্রুভারের মধ্যে যৌন উত্তেজনা খুব বৃদ্ধি পেতেও দেখা গেছে। এই লক্ষণটি **ক্যান্থারিসেরই** মত।

ক্যাম্ফরে এক ধরনের কোরাইজা সৃষ্টি হতে দেখা যায় তার ফলে নাক এবং বুকের ভিতরের শ্বাসপথ বা ব্রঙ্কাই থেকেও সর্দি ঝরতে দেখা যায়। বৃদ্ধ ও শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস দেখা দিতে পারে। বৃদ্ধ ও খুব শুকিয়ে যাওয়া চেহারায় লোকেদের খুব সহজেই ঠাণ্ডা লাগলে, আবহাওয়া পরিবর্তনে ঠাণ্ডা লেগে রোগী শীতল ও শীতকাতুরে হয়ে পড়লে ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। **অ্যান্টিম ক্রুড, অ্যামন-কার্ব** এবং **ক্যাম্ফর** অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উপসর্গে বিস্ময়করভাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে। যুবক বা তরুণদের তুলনায় বৃদ্ধদের ঠাণ্ডার প্রতিক্রিয়া অন্যভাবে দেখা দেয়। ঠাণ্ডা লাগলে তারা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ঝিমিয়ে পড়ার মত অবস্থা ও বুকে ঘড়ঘড় শব্দের জন্য বাড়ীর লোকেরা মনে করে করে যে বৃদ্ধের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে এইরূপ অবস্থায় **অ্যান্টিম-টার্ট, অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যামন-কার্ব** এবং ক্যাম্ফর উপযোগী যেখানে জ্বরাবস্থা বা উত্তাপ প্রায় থাকেই না। ক্যাম্ফরে উত্তাপের অনুভূতি থাকলেও উত্তাপ বিশেষ থাকে না।

মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি ও কাঁপুনি থাকতে দেখা যায়; স্প্যাজমোডিক অবস্থা ও কাঁপুনি থাকে, জিহবায় কাঁপুনি দেখা যেতে পারে।

ক্যাম্ফরের রোগীর ধাতুগত চরিত্র এই যে তার দেহ খুব শীতল থাকে এবং ঠাণ্ডায় রোগী স্পর্শকাতরও হয়ে পড়ে। অ্যাকিউট কোন প্রদাহজনিত অবস্থায় সে শীতল থাকে এবং দেহ আবরণহীন বা উন্মুক্ত রাখতে চায়। বিভিন্ন উপসর্গের অ্যাকিউট অবস্থায় রোগী খুববেশী পিপাসার্ত থাকে কিন্তু ক্রনিক ধরনের উপসর্গের সঙ্গে পিপাসা একেবারেই থাকে না। অ্যাকিউট অবস্থায় তীব্র পিপাসা এবং ক্রনিক অবস্থায় পিপাসাহীনতা লক্ষণটি **আর্সেনিকের** মত হয়ে থাকে।

ক্যাম্ফরের অ্যাকিউট উপসর্গের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণের কথা পুনরায় বলা যেতে পারে। অ্যাকিউট উপসর্গের উত্তাপ অবস্থায় ও বেদনায় রোগী তার দেহ খোলা বা উন্মুক্ত রাখার বদলে ঢেকে রাখতে চায় কিন্তু শীতাবস্থায় তার দেহের শীতলতা কম থাকে এবং রোগী তখন আরও ঠাণ্ডা পছন্দ করে।

ক্যানাবিস ইন্ডিকা
(Canabis Indica)

একটা অদ্ভুত ধরনের উদ্দীপনা, উৎসাহ বা উল্লাসের অনুভূতি সারাদেহ ও মনকে আবিষ্ট করে রাখে। হাত-পা বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন বড় বা দীর্ঘ হয়ে গেছে বলে রোগীর মনে হয়। হাত-পায়ের উপর দিয়ে যেন সৌন্দর্যের একটা অনুভূতি বয়ে গিয়ে দেহে রোমাঞ্চ বা শিহরণ জাগায়। হাত-পা কাঁপে। সারাদেহেই যেন খুববেশী দুর্বলতা ছড়িয়ে যায়। ক্যাটালেপসি অর্থাৎ হাত-পা বা দেহের কোন অংশ নড়াবার ক্ষমতা লোপ ও সেইসঙ্গে সমস্তরকম অনুভূতি বিনষ্ট হবার মত অবস্থার সঙ্গে এই ওষুধের লক্ষণগুলিতে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অ্যানেসথেসিয়া বা অসাড়বোধ এবং মাংসপেশীতে অনুভূতিহীনতা দেখা দেয়। বিশ্রামে থাকলে উপসর্গগুলি কমে যায়। আত্মিক উল্লাসে দেহ ও মন উচ্ছ্বসিত বা আনন্দিত হয়ে পড়ে। আশ্চর্যজনক কল্পনা ও মতিভ্রম দেখা দেয়। স্থান ও কালের ব্যাপারে অদ্ভুত ধরনের অতিরঞ্জিত ধারণা হতে থাকে। যেন সে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে বলে বোধ হয়। তার যেন দুটো সত্তা রয়েছে অথবা তার মধ্যে যেন দুই ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে বলে রোগীর মনে হয়; নানা ধরনের বিভ্রম, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলা; কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথায় সে হয়ত হেসে ফেলে; কখনো হাসে আবার কখনো কাঁদে। খিঁচুনির সঙ্গে উচ্চস্বরে হাসা, কৌতুক করা আবার কখনো বিলাপ করা বা কাঁদতে শুরু করতে দেখা যায়। মৃত্যুভয়, পাগল হয়ে যাবার ভয় বা অন্ধকারে ভয় পেতে দেখা যায়। দৈহিক ও মানসিক ক্লেশের সঙ্গে বিষণ্নতা দেখা দিতে পারে। খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে রোগীর মানসিক লক্ষণগুলি কমে যায়। তার দুর্বলতাগুলির মধ্যে একটা বিপরীত অবস্থাও আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। সে তার সব অনুভূতি হারিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। বারবার এবং ঘনঘন তার মধ্যে স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি এবং বিচারবুদ্ধিশূন্যতা একের পর এক দেখা দেয়। কথা বলতে গেলে সে তার কথা ও বক্তব্য ভুলে যায়, একটি কাজও সম্পূর্ণ করতে পারে না। বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ভাবনা-চিন্তায় তার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ও বক্তব্য হারিয়ে যায় বা গুলিয়ে যায়। নানারূপ অসম্পূর্ণ ভাবনা এবং ভৌতিক কল্পনায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তার মনে সর্বদা বিস্ময়কর সব মতবাদের জন্ম হয়; বাচালের মত অনবরত কথা বলে চলে; কোন বিষয়েই যুক্তিপূর্ণ কোন ভাবনা-চিন্তায় সে তার মনকে আবিষ্ট রাখতে পারে না; যখনই সে কোন বিষয়ে স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে তখনই নানারূপ অবাস্তব কল্পনা ও মতবাদের চিন্তা এসে তার মনকে বিশৃঙ্খল করে তোলে। রোগীর বোধ-বুদ্ধির উপর দিয়ে যেন দৃশ্যের পর দৃশ্য এসে এসে চলে যায়। সে মানসিক বিভ্রমের মধ্যে নানাধরনের স্বর, ঘণ্টার ধ্বনি, গান-বাজনার শব্দ শুনতে পায়।

রোগীর মনে হয় যেন তার মাথার খুলি বার বার খোলা ও বন্ধ করা হচ্ছে অথবা

উপরে ও নিচে ওঠান-নামান হচ্ছে। তার মাথার ভিতরে টিপটিপ করা অনুভূতি ও বেদনা হতে থাকে, অক্ষিপুট অংশে ওজন চাপানোর মত ভারবোধের সঙ্গে পালসেশন থাকতে পারে। রোগীর জ্ঞান ফিরে আসার ফলে অথবা ঘুম থেকে ওঠার পরে মস্তিষ্কে শক্ বা মানসিক আঘাত লাগতে পারে। কপালের দুই ধারে বা টেম্পল অংশে সূচ ফোটানোর মত বেদনা, মাথার চাঁদি বা স্ক্যাল্পে টান্‌টান্‌ বোধ ও স্পর্শকাতরতা, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া অথবা যা নেই সেইবস্তু বা অদৃশ্যবস্তু দেখা, চোখের সামনে অক্ষরগুলি যেন একত্রে জড়াজড়ি করে ছুটে চলে বলে মনে হওয়া, কানের শোনার ক্ষমতা তীব্র হওয়া, কানে গান-বাজনা ও গুনগুন শব্দ শোনা, কানে পালসেশন বা টিপ্‌ টিপ্‌ করা অনুভূতি হতে থাকা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। রোগীর মুখমণ্ডল ফেকাশে ও চোপসানো দেখায়, চোখের দৃষ্টিতে হতবুদ্ধিভাব ও পাগলের মত ভাব থাকে; চোখের দৃষ্টি রুগ্ণের মত এবং ভাবলেশশূন্য হতে দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে রোগী দাঁত কড়মড় করে, কথা বলতে গেলে কথা আটকে আটকে যায় বা তোতলামি দেখা দেয়। সে মুখে ধাতুজ স্বাদ পায়; জল পান করবার ইচ্ছা থাকলেও জল পানে খুব ভয় পায়।

রোগীর পেটে খুব গ্যাস জমে, পেটফুলে উঠতে দেখা যায় এবং ঢেকুর উঠলে রোগী আরামবোধ করে।

প্রস্রাব সংক্রান্ত নানা ধরনের লক্ষণ থাকে। কিডনীর প্রদাহ ও সঙ্গে জ্বালা করা ব্যথা, কিডনীতে টন্‌টন্‌ করা ও, কামড়ানো ব্যথা, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। প্রায় সবসময় অথবা খুব ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ করা, প্রস্রাব ত্যাগের সময় প্রস্রাব পথে জ্বালাবোধ, প্রস্রাবের পূর্বে, সময়ে এবং পরেও মূত্রনালী বা ইউরেথ্রাতে জ্বালা ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা প্রভৃতি থাকতে পারে। ঐ ধরনের লক্ষণসহ অনেক গনোরিয়ার রোগীকে এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো গেছে। গনোরিয়ার প্রাথমিক অবস্থায় ওষুধটি খুবই কার্যকরী হয় এবং **ক্যানাবিস স্যাটাইভার** মত লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই রোগীকে আরোগ্যের পথে এনে দেয়। রোগীকে প্রস্রাব ত্যাগের জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। প্রস্রাব ত্যাগ শুরু হলে তা ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে থাকে, প্রস্রাবে প্রচুর মিউকাস থাকে। গনোরিয়ার সঙ্গে কর্ডিঈ বা লিঙ্গোদ্গমে বেদনা থাকলে এই ওষুধটি তা নিরাময় করতে পারে। গনোরিয়াতে প্রস্রাবদ্বার দিয়ে হলদে রঙের স্রাব নির্গত হতে দেখা যায়।

পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই যৌনেচ্ছা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। লিঙ্গ অভ্যাসবশতই শক্ত হয়ে ওঠে এবং বেদনাদায়ক হয়। মাসিক ঋতুস্রাব জলের মত তরল ও প্রচুর পরিমাণে হয়, বেদনা থাকে, ঋতুস্রাবের সময় প্রসব বেদনার মত কিছুক্ষণ অন্তর অর্থাৎ থেমে থেমে বেদনা দেখা দেয়। জরায়ুতে খিঁচুনির মত সংকোচন হয়। গনোরিয়ার সঙ্গে অথবা আলাদাভাবে অ্যাবরসন হবার প্রবণতা বা সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। মাসিক ঋতুস্রাব দুই সপ্তাহ বাদে বাদে দেখা দেয়।

বুক ও ফুসফুসে চাপবোধের সঙ্গে সাফোকেশন বা দম্‌আটকাবোধ দেখা দেয়।

ঘুমের মধ্যে প্যাল্‌পিটেশন, হার্টে চাপবোধের জন্য দম আটকাভাব সারারাতই থাকতে পারে। হার্টে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা থাকে। পালস্‌ ধীর গতি অথবা দ্রুতগতি, অনিয়মিত, ফ্লাটারিং বা খুব দ্রুতগতিতে কেঁপে কেঁপে চলার মত অথবা স্নায়বিক রোগীর মত কখনো দ্রুত, কখনো ধীর গতিতে চলতে দেখা যায়।

ঋতুস্রাবের সময় পিঠে ব্যথা, পিঠের মাঝামাঝি ডরসাল অংশের একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত ব্যথা থাকায় রোগিণী সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না।

হাত ও পায়ের দিকে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতার জন্য কাঁপে ও শিহরণ দেখা দেয়। হাত-পা এবং পায়ের তলায় অসাড়বোধ, এবং কাঁটা বেঁধার মত প্রভৃতি লক্ষণ বিশ্রামে কম থাকে এবং নড়াচড়ায় বেড়ে যায়। হাঁটাচলা করতে গেলে উরু, হাঁটু, পা প্রভৃতি অংশে তীব্র বেদনা দেখা দিতে পারে।

রোগীর নিদ্রাভাব থাকলেও সে ঘুমোতে পারে না ; ঘুমের মধ্যে তার হাত বা পা চম্‌কে ওঠার মত কেঁপে কেঁপে ওঠে। সে মৃত ব্যক্তির বা মৃতদেহের স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যতের ঘটনা দেখতে পায়, দুঃস্বপ্ন দেখে।

ত্বক খোঁটা, দেহের সর্বত্রই কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকায়, ত্বক যেন খুব শক্তভাবে দেহের উপর টেনে রয়েছে বলে মনে হয় ; অসাড়বোধ থাকে।

ক্যানাবিস স্যাটাইভা
(Cannabis Sativa)

এই ওষুধটির সঙ্গে **ক্যানাবিস ইণ্ডিকার** সাদৃশ্য এত বেশী যে এদের দুটিই সমগুণ-সম্পন্ন বলে একটা ধারণা অনেকের মনে জন্মাতে দেখা যায়। একটি অপরটির বদলে ব্যবহৃত হয়েছে এবং একটি ওষুধ যে লক্ষণ সৃষ্টি করেছে অপরটি সেটা সারাতে সমর্থ হয়েছে। তাদের মানসিক ও প্রস্রাবসংক্রান্ত লক্ষণগুলিতেও প্রচুর সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। খুলে যাওয়া এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া অনুভূতি দুটি ওষুধের যে কোন একটি দিয়েই সারানো যেতে পারে।

এই ওষুধটির রোগীর কাছে সব জিনিসই অদ্ভুত ও অবাস্তব বলে মনে হয়। তার মনে হয় সে একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে রয়েছে! তার নিজস্ব পরিচিতির বিষয়ে তার মনে বিভ্রান্তি থাকে। কোন কিছু লিখতে বা বলতে গেলে সে ভুল করে এবং সে যা পড়ে বা শোনে তা বুঝতেও ভুল করে থাকে। ঘরের ভিতরে কোন শব্দ হলেও রোগীর মনে হয় যে শব্দটা বহুদূর কোন স্থান থেকে আসছে। যখন সে কথা বলে তখন তার মনে হয় যেন তার বদলে অপর কেউ কথা বলছে (**আনমনা**)। রোগিণীর মনে হয় যেন তার সব অনুভব শক্তিই অদৃশ্য হয়ে যাবে। সকালের দিকে সে হতাশ ও বিষন্ন থাকে কিন্তু বিকেলের দিকে বেশ হাসিখুশী এবং প্রাণবন্ত থাকে। রাত্রে বিছানায় শুতে যেতে তার ভয় করে। গলার ভিতরে

হিস্টিরিয়ার আক্রান্ত হবার মত অনুভূতি, পাকস্থলীতে উদ্বেগ, মনে বিভ্রান্তি এবং মাথাঘোরা প্রভৃতি দেখা যায়।

রোগীর মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটে এবং তার মনে হয় যেন সেটা পাকস্থলী থেকে উঠে এসেছে। মাথার তালু বা ভারটেক্স-এ খোলা ও বন্ধ হওয়া অনুভূতি ঘুম ভাঙ্গলেই শুরু হয় এবং সারাদিন ধরেই থাকে এবং কাছাকাছি গোলমাল বা হৈচৈ হলে সেটা আরও বেড়ে যায়। মাথার চাঁদি বা স্ক্যাল্প-এ যেন ফোঁটা ফোঁটা করে ঠাণ্ডা জল পড়ছে বলে বোধ হয়, সেখানে সুড়সুড় করে এবং চুলকায়।

কনজাংক্টাইভাতে প্রদাহ এবং 'ভেরিকোজ ভেইন' সৃষ্টি হতে দেখা যায়। চোখে বালি পড়ার মত অনুভূতি হতেও দেখা যেতে পারে।

কানে বিভিন্ন ধরনের গোলমালের শব্দ হতে পারে।

নাকটি যেন বড় হয়ে উঠেছে বলে বোধ হয়। নাক থেকে রক্ত পড়া, নাকের গোড়ায় চাপবোধ, নাকের ভিতরে শুষ্কতাবোধ এবং একদিকের গাল লাল ও অপর দিকেরটা ফেকাশে প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। মুখে নোংরা স্বাদ বা বিস্বাদ থাকে। কথা বলতে কষ্ট, মুখের ও গলার ভিতরে শুকনো থাকা, মাংসের প্রতি বিরূপতা, তেঁতো, টক স্বাদযুক্ত অথবা শূন্য উদ্গার ওঠা প্রভৃতি লক্ষণও পাওয়া যায়।

কিডনীতে প্রদাহ ও ক্ষতযুক্ত বেদনা; গনোরিয়ার সঙ্গে প্রিপিয়ুস বা লিঙ্গের সম্মুখভাগের ত্বকের বর্ধিত অংশে ঈডিমা বা ফোলা, গনোরিয়াজনিত ঘন ও হলদে রঙের পুঁজ নির্গমন, প্রস্রাবের সময় এবং পরে প্রস্রাব নালী বা ইউরেথ্রাতে জ্বালা করা, প্রস্রাব বেরোবার সময় ইউরেথ্রাতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, ইউরেথ্রা সংবেদনশীল ও ফুলে থাকা, কর্ডিঈ বা গনোরিয়ার রোগীদের লিঙ্গোদ্গমে বেদনা, প্রস্রাব ত্যাগ শুরু ও শেষের সময় জ্বালাকরা, প্রস্রাব না করবার সময় ও ইউরেথ্রাতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, প্রস্রাব ত্যাগ খুব কষ্টকর ও বেদনাদায়ক হওয়া, প্রস্রাব বাইরে বেরিয়ে আসবার সময় ইউরেথ্রার মুখ বা মিয়েটাস থেকে পিছনে ইউরেথ্রার নালীপথ বেয়ে বেদনা বিস্তৃত হয়ে পড়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। মহিলাদের ইউরেথ্রার মুখের কাছে প্রস্রাব ত্যাগের পরে একটা চাপবোধের অনুভূতি দেখা দেয়। প্রস্রাব ত্যাগের জন্য খুববেশী প্রবল ইচ্ছা, বার বার, এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, অসাড়ে মূত্রত্যাগ, প্রস্রাব ত্যাগের শেষভাগে তীব্র বেদনা দেখা দেওয়া, রক্তমেশানো মূত্রত্যাগ করা, প্রস্রাব ত্যাগ শেষ হলেই মূত্রথলির নির্গমন পথের কাছে খিঁচুনিযুক্ত সংকোচন হয়ে পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া, ইউরেথ্রাতে প্রদাহ, ইউরেথ্রার মুখের কাছে প্রদাহ ও খুববেশী ফোলা এবং সেই সঙ্গে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রস্রাব ত্যাগের সময় জ্বালাকরা ব্যথা থাকা প্রভৃতি লক্ষণও এই ওষুধটিতে দেখা বা পাওয়া যেতে পারে।

পুরুষ এবং মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই যৌন উত্তেজনা খুব প্রবল থাকতে দেখা যায়। প্রিপিয়ুসে ড্রপসি বা শোথের মত খুববেশী থাকা অবস্থা দেখা যেতে পারে।

মহিলাদের বন্ধ্যা অবস্থায় কার্যকরী হবার বিষয়ে ওষুধটির সুনাম আছে। মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর পরিমাণে হতে দেখা যায়। ছোট ছোট মেয়েদের সাদাস্রাব (**লিপিসা**) দেখা দিলে ওষুধটির প্রয়োজন হতে পারে। গনোরিয়া, সন্তান প্রসবের পরে জরায়ু থেকে অধিক রক্তস্রাব, অ্যাবরসন বা ভ্রূণ বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা প্রভৃতি অবস্থায়ও ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে।

বুকে সর্দি, ব্রঙ্কাইটিসের সঙ্গে বুকে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া, হাঁপানি কাশিতে রোগী খোলা হাওয়ার জন্য জানলা খুলে রাখতে বাধ্য করে। যে কোন কাশির সঙ্গে সবজে ও চট্‌চটে ধরনের শ্লেষ্মা ওঠা, থুথুতে নোনতা স্বাদ থাকা, কাশি ও থুথুর সঙ্গে রক্ত ওঠা, প্লুরাতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, হাঁপানির সঙ্গে মূত্রথলির গোলযোগ, প্যালপিটেশন প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মলদ্বারের পিছনে কক্সিস্ অংশে সূচাগ্র বিন্দু দিয়ে চাপ দেবার মত বোধ, টেণ্ডো-একিলিসে টেনে ধরার মত ব্যথা, ঘাম দেখা দিলে সারা দেহের ত্বকে সূঁচ ফোটার মত বোধ, আঙ্গুলের ডগায় অসাড়তা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

ক্যান্হারিস

(Cantharis)

এই ওষুধটির চরিত্রগত লক্ষণগুলির মধ্যে প্রদাহ সৃষ্টি করা অবস্থাটাই প্রধান, আবার প্রদাহটার প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া এবং গ্যাংগ্রীনের মত অবস্থা সৃষ্টি অন্যতম। প্রদাহজনিত অবস্থাটা একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে দেখা যায়, তবে ওষুধটি দেহের কোন অংশে লাগালে বা খাওয়ালে আক্রান্ত স্থানের টিসু বিনষ্ট হয়ে প্রদাহজনিত অবস্থাটা দ্রুত পরিণতি বা সেরে যাবার মত অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। এই ওষুধটি খেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এটি মূত্রযন্ত্রাদিকে আক্রমণ করে এবং ইউরিমিয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করার ফলে বিভিন্ন মানসিক লক্ষণ দেখা দেয় ; স্থানিকভাবে প্রদাহজনিত অবস্থা খুব দ্রুত সৃষ্টি হয় এবং ফলে রোগী খুব দ্রুতই তীব্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওষুধটির বেশী পরিমাণ প্রয়োগে বিষক্রিয়ার ফলে আমরা চম্‌কে চম্‌কে ওঠা এবং ভয় পাবার মত লক্ষণ দেখতে পাই। রোগীর সারা দেহ-মনেই গোলযোগ, বিশেষভাবে মূত্রযন্ত্রাদির পথে নানা ধরনের কষ্টদায়ক উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। আক্রান্ত স্থান খুব তাড়াতাড়ি গ্যাংগ্রীনের মত হয়ে পড়তে দেখা যায়।

ওষুধটির মানসিক লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে আবার হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে অচেতন হয়ে পড়া এবং মুখমণ্ডল লাল থাকা লক্ষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রোগী হঠাৎই স্টুপর বা অর্ধ-অচেতনতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তার মনে বিভ্রম বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, অদ্ভুত ধরনের সব ধারণা বা চিন্তায় রোগী আপ্লুত হয়ে পড়ে, তার ভাবনা-চিন্তাগুলি যেন একে

অপরের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে, বিচিত্র পথ ধরে এগিয়ে চলে, যেন বাইরের কোন শক্তি তাকে চালিত করছে বলে মনে হয়।

রোগীর মাথা খুব উত্তপ্ত থাকে; খুববেশী ক্রোধ ও মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে উন্মত্তভাব, ডিলিরিয়াম প্রভৃতি দেখা দেয়; কোন উজ্জ্বল বা চকচকে বস্তুর দিকে তাকানো, ল্যারিংক্স-এ হাত ছোঁয়ালে অথবা জলপান করবার চেষ্টা করলে রোগীর মানসিক উপসর্গ বৃদ্ধি পায় বা নতুন করে দেখা যায়। ভয়ভাব এবং বিভিন্ন চিন্তা ভাবনায় বিশৃংখলা প্রভৃতি দেখা দেয়। প্রদাহে আক্রান্ত অংশের ইঙ্গিত অনুযায়ী যেন রোগীর মন বিশেষ কোন বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। মূত্রথলি ও যৌনযন্ত্রাদিতে প্রদাহ হয়ে সেখানে উত্তেজনা ও রক্তাধিক্য দেখা দেয়ার ফলে প্রায়ই যৌনবোধ বৃদ্ধি পায় এবং সেইজন্য রোগীর মনে যৌন বিষয়ে চিন্তা ও যৌনউত্তেজনায় যেন উন্মত্তভাব দেখা যাবে। তীব্র ধরনের প্রদাহের সঙ্গে যে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তীব্র ধরনের প্রেমবিষয়ক উন্মত্ততাও দেখা দিতে দেখা যায়। যৌনবোধ প্রবৃত্তি বেড়ে গিয়ে যেন রোগীকে পাগল করে তোলে। পুরুষদের ক্ষেত্রে লিঙ্গোদ্গম তীব্র ধরনের ও খুব বেদনাদায়ক হয়ে থাকে। লিঙ্গে প্রদাহ হয়ে টনটনে ব্যথা দেখা দেয়, ফলে যৌন-সঙ্গমে বেদনাবোধ হয় কিন্তু তবুও যৌন উত্তেজনায় উন্মত্তভাব থাকতে দেখা যায়।

রোগী উদ্ধত প্রকৃতির হয় এবং ঈশ্বর নিন্দা অথবা অপবিত্র ভাষায় কথাবার্তা বলে। তার মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় যেটা শেষে রোগীকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। অস্থিরতার জন্য সে অনবরত নড়াচড়া করতে বাধ্য হয়, এবং ক্রোধ ও ডিলিরিয়া-মের মত অবস্থায়ও সে প্রেমবিষয়ক কথাবার্তায় যেন উন্মত্ত হয় ওঠে। ক্যান্থারিসের এই ধরনের মানসিক চরিত্রের লক্ষণ **হাইয়োসায়ামাস**; **ফসফরাস** এবং **সিকেলিতেও** থাকতে দেখা যায়, যেখানে ক্রুদ্ধভাব ও ডিলিরিয়ামের সঙ্গে নানাধরনের যৌন ভাবনা-চিন্তা এবং যৌন বিষয়ে কথাবার্তা বলা লক্ষণ একত্রে মিলেমিশে থাকতে দেখা যাবে। ক্যান্থারিসের রোগী সময়ে সময়ে ডিলিরিয়ামের মত অবস্থায় লম্পটের মত গান গায় এবং বিনা কারণেই বা অনর্থক মানুষের যৌনাঙ্গ মল, মূত্র প্রভৃতি এমন বিষয়ে কথাবার্তা বলে যা একমাত্র বঞ্চিতরা ছাড়া কোন সুস্থ লোকই বলতে পারে না। কিন্তু রোগাক্রান্ত অবস্থায় ভদ্র ও চরিত্রবান লোক অথবা অপাপবিদ্ধা কুমারীর মুখেও ঐ ধরনের কথাবার্তা শুনে বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয় যে কি করে তারা ঐ ধরনের কথাবার্তা বলতে শিখল। তবে এ ব্যাপারে রোগী বা রোগিণীকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই, কারণ দোষটা তার নয়, তার দেহের প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রাদি অথবা মাসিক ঋতুস্রাবের ক্রিয়াজনিত অবস্থায় ঠাণ্ডালাগার ফলে, অথবা যে মা তার মেয়েকে পূর্বেই না বোঝান যে ঋতুমতী হলে তার কি করা উচিত বা সে বিষয়ে তার কতটা জানা দরকার, অথবা কিভাবে ওভারি বা জরায়ুতে প্রদাহ হলে অথবা ঐ সব যন্ত্রাদির বাইরের অংশে প্রদাহ হলে প্রস্রাবে জ্বালাকরা ও প্রস্রাব আটকে থাকা প্রভৃতি হওয়ার বিষয়ে যদি পূর্বাহ্নেই রোগীর কোন ধারণা না থাকে তবে ঐভাবে

আক্রান্ত ও অসুস্থ অবস্থায় তার মানসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তাকে দিয়ে ঐ ধরনের অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলায়। ক্যান্থারিসে সেটাই ঘটতে দেখা যায়।

তীব্র ধরনের, ফেটে যাবার মত বোধ সহ, ছুরি দিয়ে কেটে নেবার মত যন্ত্রণা সহ মাথাধরা দেখা দেয় এবং রোগীর মনে হয় যেন ছুরি তার মাথার মধ্যে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে; মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত অবস্থায় রোগীর মানসিক ও বোধশক্তিকে তেমনই তীব্রভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে।

ওষুধটির প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই জ্বালা থাকে। মাথায় জ্বালা করা, দপ্ দপ্ করা এবং ছুরি বিঁধিয়ে দেবার মত ব্যথা থাকতে দেখা যায়। মানসিক লক্ষণের মধ্যে অচেতন হয়ে পড়া এবং ডিলিরিয়াম দেখা যেতে পারে। মাথার পাশের দিকে জ্বালা, মাথার পাশের এবং পিছনদিকের অক্ষিপুট অংশে সূচফোটানোর মত ব্যথা, মস্তিষ্কের গভীরে ছুরি বিঁধিয়ে দেবার মত বেদনা, মাথার চুল উঠে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

কেবলমাত্র চোখের কোন উপসর্গে এই ওষুধটি বিশেষ একটা ব্যবহৃত হয় না, তবে মাথা ও মানসিক লক্ষণের সঙ্গে বিশেষ কোন চোখের উপসর্গ দেখা গেলে ওষুধটির প্রয়োজন হতে পারে। মুখমণ্ডলে ইরিসিপেলাসের সঙ্গে বড় বড় ফোস্কা হতে দেখা যায়. চোখ জ্বালাবোধের সঙ্গে রোগীর দৃষ্টিতে সব দৃশ্যই হলদে দেখায়। চোখ জ্বালার সঙ্গে তীব্রবেদনা থাকতে পারে। চোখে ইরিসিপেলাস হয়ে গ্যাংগ্রীনে পরিণত হবার প্রবণতা, চোখ খুব গরমবোধ হওয়া এবং চোখের জল খুববেশী গরম বোধ হয়, মনে হয় যেন তা চোখের পাতা ঝলসে দিচ্ছে। মুখমণ্ডলে, নাকের পিছন দিকে অথবা চোখের পাতায় ইরিসিপেলাস দেখা দিতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় সাধারণত রাসটক্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু যখন ইরিসিপেলাসের আক্রমণ খুব বেশী তীব্র ধরনের হয়, এবং গ্যাংগ্রীন হবার মত অবস্থা দেখা দেয় তখন রাসটক্সের তুলনায় ক্যান্থারিস বেশী উপযোগী হবে। রাসটক্সেও ফোস্কা হওয়া এবং জ্বালাকরা লক্ষণ থাকে কিন্তু ক্যান্থারিসের ক্ষেত্রে ইরিসিপেলাসে আক্রান্ত অংশ দু'একদিনের মধ্যেই কালচে অথবা ঘোলাটে রঙের মত হয়ে পড়ে, খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গ্যাং-গ্রীনের মত চেহারা নেয়। আক্রান্ত অংশে তীব্র জ্বালা এবং আক্রান্ত অংশের চারপাশে স্পর্শ করলেও জ্বালাবোধ হয়। কিন্তু রাসটক্সের ক্ষেত্রে এইরূপ লক্ষণ থাকে না। ক্যান্থারিসে ছোট ছোট ফোস্কাগুলি স্পর্শ করলেও জ্বালা করে, মনে হয় যেন জায়গাটা আগুনে পুড়ে গেছে। উদ্ভেদগুলি স্পর্শ করলেই জ্বালাকরা লক্ষণটি এই ওষুধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই রোগী খুববেশী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ফেকাশে চেহারা এবং জীর্ণ ও শীর্ণ চুপসে যাওয়ার মত দেখায় এবং সে মারা পড়ে। কারণ খুব খারাপ ধরনের মৃত্যুবাহী রোগ যেমন মস্তিষ্ক, অন্ত্র, মূত্রথলি, ফুসফুস, মেরুদণ্ড প্রভৃতিতে তীব্র ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতির জন্য রোগীর দেহে জীবনীশক্তি একেবারেই বিনষ্ট হয় বা লয় হয়; সে জীর্ণশীর্ণ ও রক্তহীনের মত ফেকাশে বা সাদাটে হয়ে পড়ে।

ফুসফুসে প্রদাহ গ্যাংগ্রীন ধরনের হয় এবং তার সঙ্গে খুব জ্বালাবোধ, যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে এমন জ্বালা, খুববেশী অবসাদ এবং ফুসফুসে বেদনা ও জ্বালার সঙ্গে খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ওঠে; শ্লেষ্মা পাতলা, জলের মত, রক্ত মেশানো হয় এবং আশ্চর্যজনকভাবে খুব দ্রুত উঠে আসতে দেখা যায়, এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত রোগী মারা যায়। তার নাক শুকিয়ে কুঁকড়ে যায় এবং প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। এই ধরনেরই এক রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে মদ্যপান করে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা গিয়েছিল। সন্ধ্যায় যখন তাকে দেখা যায় তখন সে উপরে বর্ণিত অবস্থার মত লক্ষণে আক্রান্ত ছিল। তার মুখ দিয়ে রক্ত মেশানো লালা ঝরতে দেখা যাচ্ছিল এবং সে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছে গিয়েছিল। মদ্যপান করে তার প্রায় জমে যাবার মত অবস্থা মাত্র একটি রাত্রির মধ্যেই দেখা যায়, হয়ত সে মরেও যেত কিন্তু সময়মত এই ওষুধটি প্রয়োগের ফলে পরদিন সকাল থেকে তার শ্লেষ্মার ধরনটা পরিবর্তিত হয়ে মরচে রঙের মত হতে থাকে এবং ক্রমশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। **আর্সেনিকেও** ফুসফুসে জ্বালা থাকে এবং রোগী কালো থুথু ফেলে, নিউমোনিয়ার লক্ষণ থাকে, সঙ্গে অস্থিরতা, উদ্বেগ ও **আর্সেনিকের** উপযোগী অন্যান্য লক্ষণ থাকলেও সেক্ষেত্রে আর্সেনিক প্রয়োগে ঐরূপ জ্বালা ও কালচে থুথু ওঠা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যাবে। যেসব রোগী প্রায় মরতে বসেছে তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের দ্রুত ও তীব্রভাবে কার্যকরী ওষুধই প্রয়োজন হয়।

গলায় জ্বালাকরা; প্রবল তৃষ্ণার সঙ্গে গলায় ও পাকস্থলীতে জ্বালা করতে দেখা যায়। তীব্র পিপাসা থাকলেও সব ধরনের তরল পানীয়ের প্রতিই রোগীর বিতৃষ্ণা দেখা দেয় অর্থাৎ তার মুখ ও গলার চাহিদার সঙ্গে মানসিক অবস্থান বিরোধ ঘটে। রোগীর গলায় জলের জন্য তৃষ্ণা কিন্তু মনের দিক থেকে সে জলের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। পাকস্থলী, পাইলোরাস অংশ এবং পেটে তীব্র জ্বালাবোধ থাকতে দেখা যায়। পেট খুব ফুলে যায়, টিম্প্যানাইটিসের মত অবস্থা দেখা দেয়, সেইসঙ্গে পেটে ছুরি বেঁধান বা কেটে নেবার মত ব্যথাও থাকতে পারে। যখনই অন্ত্রে খুব দ্রুত প্রদাহ সৃষ্টি হয় তখনই ডায়রিয়া হয় এবং রক্তমেশানো আম অথবা জলের মত তরল রক্তমেশানো পদার্থ অন্ত্র অথবা পাকস্থলী থেকে নির্গত হতে দেখা যায়, চোখ থেকেও ঐ ধরনের পাতলা, রক্ত মেশানো রস বা স্রাব নির্গত হতে দেখা যেতে পারে। ঐ ধরনের পাতলা জলের মত রস বা স্রাব যখনই দেহের কোন স্থানের ত্বকের সংস্পর্শে আসে তখনই ত্বকের সেই অংশে জ্বালা ও হেজে যাবার মত অবস্থা দেখা দেয়, প্রস্রাবও রক্ত মেশানো হতে দেখা যেতে পারে।

প্রস্রাব ত্যাগের সময় মলত্যাগেরও ইচ্ছা দেখা দেয়। প্রস্রাব বা মলত্যাগ করতে গেলে রোগীর বেশী টেনেসমাস দেখা দেয় এবং মনে হয় যেন আরও একটু প্রস্রাব করতে পারলে অথবা আরও খানিকটা রক্তমেশানো মলত্যাগ করতে পারলে তার কষ্ট কমে যেত, কিন্তু প্রস্রাব করা বা মলত্যাগের পরে তার আরামবোধ হয় না।

রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রদাহ ও আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালাবোধ থাকতে দেখা যায়। মূত্রথলি শূন্য থাকা অবস্থাতেই যে কেবল টেনেসমাস ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেয় তা নয়, মূত্রথলি যখন প্রস্রাবে পূর্ণ থাকে তখনও ঐরূপ লক্ষণ থাকে। প্রস্রাব আটকে থাকা বা রিটেনসন অবস্থা, প্রস্রাব একেবারেই না বেরোনো, অথবা, কেবল দু'একটি ফোঁটার মত খুব অল্প পরিমাণে বেরোনো, মূত্রথলিতে তীব্র ধরনের টেনেসমাস দেখা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে কেটে নেবার মত বেদনা থাকা, মূত্রথলির নির্গমন মুখ অথবা গলার কাছে কেটে নেবার মত অথবা ছুরি বিঁধিয়ে দেবার মত বেদনা ; সেই বেদনা নানা দিকে ছড়িয়ে যাওয়া, তীব্র ধরনের বেদনার সঙ্গে মূত্রত্যাগের জন্য প্রবল ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। রোগীর মনে একটা উদ্বেগ ও উন্মত্তভাব দেখা দেয়, তীব্র ধরনের কষ্টের সঙ্গে মূত্র ও মলত্যাগের জন্য প্রবল বাসনা বা চেষ্টা থাকতে দেখা যাবে এবং সেই সঙ্গে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়ে চরমে পেঁছাতে দেখা যায়। রোগীর যৌনাঙ্গ ও প্রস্রাবসংক্রান্ত সব যন্ত্রাদিতেই প্রদাহ হয়ে গ্যাংগ্রীনে পরিণত হবার মত অবস্থা থাকতে পারে। প্রস্রাব ত্যাগের সময় খুব জ্বালাবোধ দেখা দেয়। রক্ত মেশানো প্রস্রাব বেরোবার সময় মূত্রথলি ও যৌনাঙ্গে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা থাকতে দেখা যাবে। প্রস্রাব আটকে থাকা অথবা একেবারেই মূত্রসৃষ্টি না হওয়া অবস্থা দেখা দিতে পারে। সাধারণত গনোরিয়ায় এই ধরনের তীব্র প্রদাহের জন্য মূত্রথলিতে এবং রেক্টামে জ্বালা ও টেনেসমাস থাকতে দেখা যায় না, তবে যদি কোনক্ষেত্রে থাকতে দেখা যায় তবে সেক্ষেত্রে সেই গনোরিয়া এই ওষুধের সাহায্যে নিরাময় করা যাবে। রোগের তীব্রতা ও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ দুটি এই ওষুধটির বৈশিষ্টাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ধরনের বেদনা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হবার লক্ষণ অন্য কোন ওষুধেই থাকে না। এর পরেই **মার্ক কর** কার্যকরী হয়ে থাকে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে দেহের প্রায় সর্বত্রই অত্যধিক অনুভূতিশীলতা থাকে, ওভারি এবং জরায়ুতে প্রদাহ, ভ্যাজাইনাতে জ্বালা, ডিসমেনোরিয়া বা খুববেশী বেদনাদায়ক ঋতুস্রাবের সঙ্গে টুকরো টুকরো পর্দার মেমব্রেন নির্গত হওয়া, ঋতুস্রাবে প্রচুর পরিমাণে কালচে রক্তস্রাব অল্প সময়ের ব্যবধানে দেখা যায়।

সন্তান প্রসবের পরে বীজাণু সংক্রমণজনিত জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেওয়া অথবা পিওরপেরাল কনভালসন হওয়া, প্লাসেন্টা আটকে থাকা, জরায়ুতে জ্বালাকরা ব্যথা ; সন্তান জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসার পরে প্লাসেন্টা এবং মেমব্রেনস্ বেরিয়ে আসার প্রয়োজনে জরায়ুতে সে সংকোচন হবার কথা সেটার অভাব এবং সেই সঙ্গে এই ওষুধটির অন্যান্য লক্ষণ থাকলে ওষুধটি প্রয়োগের পরে জরায়ুতে সংকোচন আরম্ভ হয়ে যেসব বস্তু তখনও জরায়ু থেকে না বেরিয়ে আটকে আছে, সেগুলিকে সহজে বার করে দিতে সাহায্য করবে।

কিডনী এবং পিঠে তীব্র ধরনের বেদনা যেন ছুরি বা অনুরূপ কিছু দিয়ে কেটে নেওয়া হচ্ছে এরূপ বোধ হয় ; কিডনী অঞ্চলে, কোমরে এবং উদরে বেদনা দেখা দেয় ;

প্রস্রাব ত্যাগের সময় এত তীব্র বেদনা দেখা দেয় যে একফোটা মূত্রত্যাগের জন্যও রোগীকে বেদনায় বিলাপ করতে অথবা চিৎকার করে কাঁদতে দেখা যায়।

ক্যাপসিকাম

(Capsicum)

যে সব দ্রব্য আমরা সাধারণত খেতে বা পান করতে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে অধিকাংশই দু'একপুরুষ পরে খুব প্রয়োজনীয় ওষুধে পরিণত হতে দেখা যায়, কারণ মানুষ চা, কফি, মরিচ বা লঙ্কা প্রভৃতি দীর্ঘদিন ব্যবহারে এইসব দ্রব্যের বিষক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা দেয় এবং ঐসব মাতা-পিতার কাছ থেকে তাদের সন্তানরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার মত উপযুক্ত ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছায় এবং তাদের দেহে ঐসব দ্রব্য দ্বারা সৃষ্ট উপসর্গ বা লক্ষণের সমতুল উপসর্গ বা লক্ষণ প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

মদ্যপায়ী এবং অতিরিক্ত লঙ্কা বা ঝাল যারা খেতে অভ্যস্ত তাঁদের শিশুসন্তান যদি মোটাসোটা, থলথলে ও ঢিলেঢালা ধাতুগ্রস্ত হয়, তাদের মুখমণ্ডল যদি বেশ লাল থাকে, শিরায় রক্ত জমে থাকা বা ভেরিকোজ অবস্থা দেখা দেয়, অত্যধিক উত্তেজক খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে উত্তেজিত অবস্থার লোকেদের বা অত্যধিক উত্তেজিত অবস্থায় পরিণত সন্তানদের ক্ষেত্রে ক্যাপসিকাম ওষুধটি প্রায়ই উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

• যেসব লোকেদের বা শিশুর ধাতুগত চরিত্র হিসাবে মুখমণ্ডল লালচে বা গোলাপী এবং শীতল অথবা উষ্ণ নয় এরূপ থাকে এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে যদি তাদের মুখমণ্ডলের ত্বকে খুব সূক্ষ্ম শিরায় ভর্তি হয়ে থাকতে দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে উপযোগী। বাহ্যিক দিক থেকে বেশ মোটা-সোটা এবং ভাল স্বাস্থ্যের ও ক্যালকেরিয়ার মত আপাত প্লেথোরার লক্ষণ-বিশিষ্ট লোক, যাদের নাকের ডগা লালচে-গাল, চোখ প্রভৃতিও লালচে থাকে এবং সহজেই যাদের রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যাবে, সেই ধরনের শিথিল দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবযুক্ত শিশু বা বয়স্ক লোকের পক্ষে ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যাবে। এই ধরনের লোকেরা রোগে আক্রান্ত হলে তাদের দেহে খুব ধীরে ধীরে রোগজনিত প্রতিক্রিয়া বা লক্ষণ প্রকাশ পায়; সুনির্বাচিত ওষুধও তাদের দেহে কার্যকরী হতে বিলম্ব হয়ে থাকে কারণ এই ধরনের রোগী ধাতুগতভাবে শিথিল, ক্লান্ত ও অলস প্রকৃতির হতে দেখা যায়। স্কুলে যাবার বয়সী মেয়েরা ঠিকভাবে পড়াশোনা বা কাজকর্ম করতে পারে না, তারা সর্বদাই বাড়ীতে থাকতে চায়, বাড়ীর বাইরে গেলেও সবসময় বাড়ী ফেরার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। গেঁটেবাতের ধাতুগ্রস্ত লোকেদের অস্থি-সন্ধিতে ফাটল দেখা দেওয়া বা থিতানী বা তলানির মত জমা হওয়া এবং তার ফলে অস্থি-সন্ধি শক্ত বা আড়ষ্ট হয়ে পড়া, পরস্পর

জড়িয়ে পড়ার মত অবস্থা দেখা দেওয়া বা অস্থি-সন্ধি দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। সারাদেহেই তাদের শিথিলতা দেখা দেয়। এই রোগীরা শীতকাতুরে, ঠাণ্ডায় বা বায়ুতে তারা স্পর্শাতুরবোধ করে এবং উষ্ণ ঘরে থাকতে চায়। এমনকি স্বাভাবিক আবহাওয়াতেও খোলা হাওয়ায় তারা শীতবোধ করতে থাকে। যে কোন ধরনের ঠাণ্ডা এবং স্নান করা প্রভৃতিতে তারা খুব সংবেদনশীল থাকে।

মানসিক দিক থেকে সর্বপ্রধান লক্ষণটি হল এইসব রোগীর ঘর-মুখীনতা বা 'হোম-সিকনেস'। তারা ঘরের বাইরে যেতে চায় না, গেলেও দ্রুত আবার ফিরে আসবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ঐ ধরনের স্ত্রী বা পুরুষের গাল দুটি নাচতে থাকতে দেখা যায়, নিদ্রাহীনতা, মুখের ভিতরে গরমবোধ ও ভীতির লক্ষণও থাকে। যে কোন বিষয় বা বস্তুতেই খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, সামান্য কারণেই সব বিষয়ে দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, সর্বদাই সন্দেহপ্রবণ থাকে। তাদের মধ্যে খুব বেশী একগুঁয়েমি দেখা যায় যেটা প্রায় শয়তানির পর্যায়ে পড়ে। কোন মেয়ে রোগী হয়ত বিশেষ একটা জিনিস চায় কিন্তু অপর কেউ সেটা দিতে চাইলেই সে সেটা নিতে অস্বীকার করে। কোন আবেগজনিত অবস্থার পরে রোগীর গাল দুটি লাল হয়ে থাকতে দেখা যায় কিন্তু লালভাব থাকলেও তার দেহে উত্তাপের অভাব থাকে, এমনকি যখন আবহাওয়া উত্তপ্ত থাকে তখনও তার দেহ অপেক্ষাকৃত শীতল থাকতে দেখা যাবে; তার একদিকের গাল লালচে কিন্তু অপরদিকটা ফেকাশে অথবা দুটি গালই পর্যায়ক্রমে একবার লাল এবং একবার ফেকাশে এরূপ হতে দেখা যেতে পারে। ছোট ছোট শিশুদের কদাকার বা কুৎসিত হতে দেখা যায়।

ক্যাপসিকামের রোগীর মন সর্বদাই আত্মহত্যা করবার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে। সে নিজেকে মারতে চায় না, আত্মহত্যার চিন্তাকে সে তার মন থেকে দূরে রাখতে চায় কিন্তু সেই চিন্তাটা বা ভাবনাটা থেকেই যায়। এবং ঐ ধরনের ভাবনা-চিন্তায় সে ভীত ও কম্পিত থাকে। একনাগাড়ে একই চিন্তা-ভাবনায় ব্যাপৃত থাকার লক্ষণ অনেক ওষুধেই আছে এবং সেসব ক্ষেত্রে কোন কিছু করার ইচ্ছা বা অভিলাষ এবং সেই কাজটি করবার প্রতি বিশেষ ঝোঁক বা চেষ্টা থাকা এই দুটি অবস্থার মধ্যে প্রভেদটা বোঝা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আত্মহত্যা করবার জন্য একটা দড়ি বা ছুরি পাবার ইচ্ছা এবং আত্মহত্যা করবার ঝোঁক থাকা বা চেষ্টা করা। এই দুটি সম্পূর্ণ ভাবেই আলাদা। ঝোঁক বা চেষ্টার লক্ষণ প্রায়ই মনকে অভিভূত করে ফেলে এবং রোগীকে ঐরূপ ঝোঁকে আত্মহত্যাও করতে দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে রোগীর জীবনে ঘৃণা বা বিতৃষ্ণায় সে মরতে চায় না, ঝোঁক থাকায় সেটাকে সে দূরে রাখতে চেষ্টা করে, সেটা ভালভাবে জানা প্রয়োজন। কোন কোন রোগী রাত্রে বিছানায় জেগে থেকে মরার কথা ভাবে বা মরতে চায় যদিও তার কোন কারণ থাকে না, এই অবস্থাটাকে রোগীর ইচ্ছা বা পাগলাটে অভিলাষ বলা যায়। আবার অপর একটি রোগীর মনে হয়ত হঠাৎই মৃত্যুর চিন্তা এসে দেখা দেয় এবং সে সেই চিন্তাটাকে

মন থেকে সরাতে পারে না, চিন্তাটা তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক। এই দুটি অবস্থা বা লক্ষণের প্রভেদটা বোঝা গেলে অন্যান্য ওষুধের থেকে এই ওষুধটিও বোঝা যাবে। ইচ্ছাটা রোগীর সংকল্প থেকে এবং ঝোঁকটা তার চিন্তা বা ভাবনা থেকে সৃষ্টি হয়।

মাথা নাড়াচাড়া করলেই এত তীব্র মাথাধরা ও মাথার যন্ত্রণা দেখা দেয় যে রোগীর মনে হয় যেন তার মাথাটা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাবে, হাঁটা-চলা বা কাশতে গেলেও ঐরূপ বোধ হতে দেখা যায়। মাথাটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে এইরূপ অনুভূতি হবার জন্য রোগী হাত দিয়ে তার মাথা চেপে ধরে থাকে। মাথাটা যেন বড় হয়ে গেছে এরূপ বোধ, কাশতে গেলে অথবা হাঁটা-চলা করতে গেলে বৃদ্ধি পায় এবং মাথাটা উঁচু করে রেখে শুয়ে থাকলে ঐ বোধটা কম থাকে। মাথায় ভেঙ্গে বা ফেটে যাবার মত বোধ ও দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি থাকে। কপাল ও টেম্পল অংশে টিপ্‌টিপ্‌ করা বা পালসেশনের অনুভূতির সঙ্গে মাথাধরায় রোগীর অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যেন তার মস্তিষ্ককে কপালের দিকে ঠেলে চেপে ধরা হয়েছে। ঝুঁকে দাঁড়ালে বা নিচুর দিকে ঝুঁকলে রোগীর মনে হয় যেন তার মস্তিষ্ক মাথা থেকে ঠেলে বার করে দেওয়া হচ্ছে অথবা যেন লাল চোখদুটিকে জোরে ঠেলে বাইরে বার করে দেওয়া হচ্ছে।

রোগীর সব অনুভূতিগুলিই আক্রান্ত হয়ে খুববেশী তীব্র, অত্যধিক সংবেদনশীল হয়ে পড়ে; গোলমাল, গন্ধ, স্বাদ, বোধশক্তি প্রভৃতি সবই খুব বেশী তীব্র হয়ে পড়ে এবং রোগী সামান্য কারণেই অপমানিতবোধ করে। সে খুব উত্তেজিত থাকে।

কানে বিভিন্ন ধরনের বেদনা; চুলকানো বেদনা, কট্‌কট্‌ করা বা কামড়ানো বেদনা, কাশির সঙ্গে চাপ দেবার মত বেদনায় একটা ফোড়া ফেটে গেলে যে ধরনের বেদনা হয় সেইরূপ বেদনা হতে দেখা যেতে পারে। কানের শেষভাগে অন্তঃকর্ণে অবস্থিত হাড় এবং কানের পিছনদিকের ম্যাস্টয়েড অংশের উপরে ওষুধটির বিশেষ এক ধরনের ক্রিয়া সৃষ্টির লক্ষণ দেখা যায়। কানের আশপাশে এবং নিচে অ্যাবসেস এবং কেরিজ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ওষুধটির আছে। টেম্পোরাল অস্থির পেট্রাস অংশে নেক্রোসিস ঘটতে পারে। ম্যাসটয়েড অ্যাবসেস দেখা দিলে এই ওষুধটি প্রায়ই ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

পুরানো শ্লেষ্মা; রোগীর নাক ও গলায় ঠাণ্ডা লাগার পরে শ্লেষ্মা এসে ঐসব জায়গায় জমে। প্রায়ই বোকা হাবা ধরনের লোকেদের কাছ থেকে সঠিক লক্ষণগুলি জানা বা বোঝা কষ্টকর হয়, এবং চিকিৎসককে তার পাওয়া বা দেখা লক্ষণগুলির উপরই নির্ভর করতে হয়, শ্লেষ্মা অথবা নির্গত স্রাবের চরিত্র এবং অন্যান্য লক্ষণ দেখে ওষুধ নির্বাচন করতে হয়; ঐ সব রোগীর মধ্যে অনেকেরই সর্দি-কাশির সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গও চলে যায়, তবে এমন কিছু কিছু রোগী থাকে যাদের পুরানো ও দীর্ঘস্থায়ী সর্দি ও শ্লেষ্মা সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগেও সারতে চায় না, সেই অবস্থায়

হঠাৎ যদি চোখে পড়ে যে রোগীর মুখমণ্ডল লালচে ও ঠাণ্ডা, নাকের ডগাটাও লাল এবং ঠাণ্ডা রয়েছে, রোগীর চেহারাটা যদি মোটাসোটা ও থলথলে থাকে কিন্তু রোগ প্রতিরোধের শক্তি খুবই কম থাকে, যদি জানা যায় যে রোগিণী কখনো পড়াশোনায় মন নেবার জন্য একটু চেষ্টা করতে গেলেই তার দেহ ঘেমে ওঠে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় গেলেই তার দেহ যেন শীতে জমে যায় বলে রোগিণীর বা রোগীর মনে হয়, সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রয়োগে রোগিণীর দৈহিক ও মানসিক শক্তি ধীরে ধীরে ফিরে আসবে ও তার দেহে প্রতিরোধ শক্তিও জেগে উঠবে ; তবে এই ওষুধটি রোগটি সম্পূর্ণ সারাতে পারে না, **সাইলিসিয়া,** অথবা **কেলিবাইক্রম** বা অন্য কোন ওষুধ যা পূর্বে প্রয়োগ করে কোন সুফল পাওয়া যায়নি, এবার সেই ওষুধের পথ এটি সুগম করে দেবে।

টেক্সট্ বইয়েতে বলা হয়েছে, "নাক লাল ও গরম" থাকে, রোগীর দেহের যে কোন স্থানের ত্বকই লাল ও জ্বালাকর অবস্থায় থাকতে দেখা যায় যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্যাপিলারীতে কনজেসসন থাকে। রোগীর গালদুটি লাল ও উত্তপ্ত থাকে এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে ফেকাশে ভাবও দেখা দেয়। মুখমণ্ডলে অনেকক্ষেত্রে লালচে ছিট্ ছিট্ দাগও দেখা যেতে পারে। অস্থিতে বেদনা হলে যে ধরনের ব্যথাবোধ হয়, মুখমণ্ডলেও সেই ধরনের বেদনা, বিশেষভাবে বাইরে থেকে স্পর্শ করলে বোধ হতে দেখা যাবে। স্পর্শে বেদনা বৃদ্ধি পায়, জাইগোমা অর্থাৎ গালের উপরের উঁচু অংশ যে হাড় দিয়ে তৈরী, সেখানে বেদনা বা স্পর্শকাতরতা, ম্যাস্টয়েড অংশেও চাপে বেদনাবোধ বা সংবেদনশীলতা থাকা ও স্ফীতি দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

মুখে বিস্বাদ বা পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত জলের মত স্বাদ থাকে। কাশতে গেলে ফুসফুস থেকে আসা বায়ুতে মুখে একটা ঝাঁঝালো ও দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস পাওয়া যায়। গলা দিয়ে গরম ঝাঁঝালো বায়ু নির্গত হয় এবং কাশতে গেলে সেই বায়ুতে মুখে বিস্বাদ বা খারাপ স্বাদ পাওয়া যায়।

জিহ্বায় এবং ঠোঁটে, চেপ্টা, স্পর্শকাতর ও ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাযুক্ত ও তেলতেলো ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঠোঁট অথবা দেহের অন্যান্য অংশের মিউকাস মেমব্রেন চিমটিকাটার মত করে দুই আঙ্গুলে একটু উঁচু করলে সেই উঁচুভাব অনেকক্ষণ ধরে থেকে যায় এবং সেখানে রক্তচলাচলে শিথিলতা প্রমাণ করে। ক্যাপসিকামে এই ধরনের শিথিলতা বা থলথলে ভাব থাকে। মিউকাস মেমব্রেনে চাপ দিলে কুঁচকে যেতে দেখা যাবে, রক্তচলাচলের দুর্বলতায় এইরূপ হয়ে থাকে। দেহের কোন স্থান স্পর্শ করলে সেখানটা শিথিল বা থলথলে, লাল, চর্বিযুক্ত ও শীতল থাকতে দেখা যায়। ঐ ধরনের শিশুর ঘাম-জ্বর দেখা দিলে ক্যাপসিকাম ছাড়া অন্য কোন ওষুধে কাজ হবে না। তার দেহের ত্বক আর্দ্র ও শীতল থাকে এবং সেখানে ক্যাপিলারী কনজেসসন থাকার জন্য হামের উদ্ভেদের মত খুব ছোট উদ্ভেদ বা ছিট্ ছিট্ লাল ভাব থাকতে দেখা যায়। শিশুটি যদি কথা বলতে পারে, তা হলে সে ঠাণ্ডাবোধের কথা জানাবে। যে কোন উদ্ভেদসহ জ্বরের পরে

গ্ল্যান্ডের কোন রোগে আক্রান্ত হবার পরে অথবা অন্ত্রের গোলযোগের পরে রোগীর দেহের প্রতিক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে দেখা দেয়। পূর্বে হয়ত শিশুটি মোটাসোটা ও থলথলে ছিল কিন্তু রোগে ভুগে ওঠার পর আর তার দেহে মাংস লাগতে চায় না।

রোগীর নাক ও গলায় ঠাণ্ডা লাগার পরে সেখানটা এত লাল দেখায়, যেন সেখান থেকে রক্তপাত হবে বলে মনে হয়, ঐ আক্রান্ত স্থান ফুলে থাকে, একধরনের ছোট ছোট উদ্ভেদের মত জায়গাটা লালচে দেখায়, কখনো কখনো জায়গাটা পাটল রঙের, অথবা বিবর্ণ দেখায়; ছিট্‌ছিট্ দাগের মত থাকতে পারে, থলথলে অথবা স্পঞ্জের মত তুলতুলে এবং গাঢ় লাল রঙের মতও হতে দেখা যায়। গলায় খুব জ্বালা থাকে। টনসিল বড় হয়ে ওঠে, প্রদাহযুক্ত ও স্পঞ্জের মত হয়ে পড়ে। মুখে ও গলায় ক্ষত ও জ্বালা থাকতে পারে। একবার ঠাণ্ডা লাগলে বা সোরথ্রোট হলে গলায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা ব্যথা থেকে যায়। ঢোক গিলতে গেলে কষ্ট হয়, জ্বালাকরা ব্যথা থাকে।

শীতাবস্থা দেখা দিলে পিপাসা থাকে; প্রতিবার আমাশয়ের মত মলত্যাগ করলে তার সঙ্গে পিপাসা দেখা দেয়, হঠাৎই বরফ জলের জন্য পিপাসাবোধ হয় কিন্তু সেই ঠাণ্ডা জল পানে তার শীতভাব দেখা দেয়। শীত ভাবের পূর্বে জলপানের ইচ্ছা এবং জলপানের ফলে শীতভাবটা তাড়াতাড়ি দেখা দেওয়া লক্ষণ দেখা যায়; তার পাকস্থলীতে জলটা গিয়ে ঠাণ্ডাবোধের সৃষ্টি করে। সে উষ্ণ কিছু উত্তেজক ও ঝাঁঝালো কিছু খেতে বা পান করতে চায়; এই অবস্থাটা বিশেষভাবে যারা হুইস্কি পান করে তাদের মধ্যে দেখা যায়। হুইস্কিসেবীরা লংকা বা ঝাল পছন্দ করে, আবার লংকা বা ঝাল খেলে হুইস্কির জন্য পিপাসা দেখা দেয়। মদ্যপায়ীদের এরূপ অবস্থাকে 'ডিপসোম্যানিয়া' বলা হয়।

এখানে **আর্সেনিকের** একটু উল্লেখ করা যেতে পারে। ডিপসোম্যানিয়ার রোগীরা সারাদিনে অনেকটা পান করবার পরেও কখনো কখনো রাত্রে ঘুম থেকে উঠেও আবার পান করতে চায়, কারণ তা না হলে তাদের পক্ষে সকালে বিছানা থেকে ওঠাই সম্ভব হবে না। সকালের দিকে সে যা পান করে তার প্রথম দিকের তিন-চারবারের পানীয় বমি হয়ে উঠে যায়, তার পরের বারেরটা হয়ত থেকে যায় এবং তারপর থেকে তাকে হয়ত অনবরত পান করে যেতে হয়। যাদের রাত্রিতে দীর্ঘসময় জেগে থেকে কাজ করতে হয় আবার সকালে উঠেও কাজে মনোনিবেশ করতে হয়, যেমন ব্যারিস্টার প্রভৃতির মধ্যে ঐরূপ অবস্থা বেশী দেখা যায়, এবং তারা নিজেরা যদি উদ্যোগী হয়ে মদ্যপানের অত্যধিক আসক্তি দূর করতে চান তা হলে **নাক্সভমিকা, আর্সেনিক** ও ক্যাপসিকাম তাদের কিছুটা উপকারে আসতে পারে।

ডিসেণ্ট্রি বা আমাশয় রোগে, মলত্যাগের পরে টেনেসমাস ও পিপাসা থাকে, **কিন্তু জল পান করলেই কম্প দেখা দেয়; মলদ্বারে এবং রেক্টামে তীব্র যন্ত্রণা ও জ্বালাবোধ থাকে। একই সঙ্গে রেক্টাম ও মূত্রথলিতে প্রবল টেনেসমাস থাকতে**

দেখা যায়। বাইরে বেরিয়ে থাকা বলিসহ অর্শে তীব্র বেদনা ও লঙ্কা লাগার মত জ্বালাবোধ দেখা দেয়; আক্রান্ত অংশে হুল বেঁধানোর মত ব্যথা ও জ্বালায় মনে হয় যেন ঐস্থানে লঙ্কার গুড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মূত্রথলিতে টেনেসমাস; প্রস্রাব ত্যাগের সময় লিঙ্গে বেদনা, স্ট্র্যাঙ্গেরী; প্রস্রাব ত্যাগের পরে খুব জ্বালা এবং কামড়ানো ব্যথাবোধ থাকতে দেখা যায়। দীর্ঘস্থায়ী ও পুরানো গনোরিয়ার রোগীর ক্ষেত্রে যেখানে কোন ওষুধেই বিশেষ কোন ফল হয় না, স্রাবটা ক্রিমের মত হয়, মুখমণ্ডলে প্লেথোরার রোগীর মত লালচে ভাব থাকলেও সহ্যশক্তি প্রায় থাকেই না; মোটাসোটা ও থলথলে চেহারার রোগীর মুখমণ্ডল ও নাকের ডগা লাল থাকে, সহজেই ঠাণ্ডা লেগে যায় এবং রোগী শীতকাতুরে থাকে সেইসব রোগীর পক্ষে এই ওষুধটি উপযোগী হবে। প্রস্রাবের শেষ ফোঁটাটির সঙ্গেও জ্বালাবোধ, ক্রিমের মত চেহারার স্রাব নির্গমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্যাপসিকাম প্রয়োগে কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎই সব লক্ষণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অণ্ডকোষের থলি বা স্ক্রোটামে শীতলতা, প্রিপিউস ফোলা বা ঈডিমার মত হয়ে থাকা প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডে গনোরিয়ায় আক্রান্ত হবার পরে বেদনা থাকা প্রভৃতি লক্ষণ ক্যাপসিকামে পাওয়া যেতে পারে।

আক্রান্ত অংশে শীতলতা, দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে প্যাচের আকারে শীতলতা অথবা সারাদেহেই শীতলতা দেখা যেতে পারে।

জটিল ও ক্রনিক ধরনের স্বরভঙ্গ, যা সহজে সারানো যায় না সেইক্ষেত্রে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। রোগীর ঠাণ্ডা লাগার পরে স্বরভঙ্গের তরুণ বা অ্যাকিউট অবস্থায় হয়ত **অ্যাকোনাইট, ব্রায়োনিয়া, হিপার, ফসফরাস** প্রভৃতি ওষুধের মধ্যে কোন দুটি বা তিনটি প্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎই হয়ত রোগীর স্বরভঙ্গের পুরাতন ধাতুগত চরিত্রটা নজরে আসবে। রোগী চেহারার দিক থেকে গোলগাল শীতকাতুরে, মুখমণ্ডলে লালচে ভাবযুক্ত থাকে। এই রোগীকে ক্যাপসিকাম প্রয়োগ করলে তার স্বরভঙ্গ সেরে যাবে। কাশির ব্যাপারেও একই কথা খাটে। অনেক বার ভুল ওষুধ প্রয়োগ করবার পরে ক্যাপসিকামের ধাতুগত ও চরিত্রগত লক্ষণ হয়ত নজরে আসবে। কাজেই মনে রাখা দরকার যে সর্বদাই ওষুধ প্রয়োগের পূর্বে রোগীর এবং ওষুধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধাতুগত ও চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণগুলির দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। তবে যদি খুব অ্যাকিউট ধরনের উপসর্গ বা কষ্ট দেখা দেয় তখন অবশ্য ক্ষণস্থায়ী কিন্তু কার্যকরী কোন অ্যাকিউট ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে কিন্তু যদি দেখা যায় যে রোগীর আরোগ্যলাভে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী বিলম্ব হচ্ছে এবং আরোগ্যলাভের পরেও তার দুর্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গ চলে যেতে বিলম্ব হচ্ছে, তা হলে রোগীর ধাতুগত ও চরিত্রগত লক্ষণ অনুযায়ী গভীরভাবে ক্রিয়াশীল কোন ওষুধের প্রয়োজন হবে। কখনো ঐ অবস্থায় সালফার, ফসফরাস, লাইকোপোডিয়াম প্রভৃতি অথবা কোনক্ষেত্রে হয়ত ক্যাপসিকাম প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। রোগীর ধাতুগত অবস্থা ভাল থাকলে অ্যাকিউট ধরনের ওষুধটিতেই সে সুস্থ

হয়ে উঠবে, কিন্তু পুরানো বাত গেঁটেবাতের রোগী, থলথলে চেহারার রোগীদের জন্য ধাতুগত একটি ওষুধের প্রয়োজন হবে।

হঠাৎ হঠাৎ কাশির দমক দেখা দেওয়ায় সারাদেহেই তড়কার মত আক্ষেপ দেখা দিতে পারে। কাশির দমকের পরে মাথার যন্ত্রণায় রোগীকে চিৎকার করে কাঁদতে দেখা যেতে পারে, আক্রান্ত স্থানে সুচ ফোটানোর মত ব্যথার সঙ্গে কাশি থাকতেও দেখা যায়। প্রতিবার কাশির দমকে রোগীর আক্রান্ত অস্থি-সন্ধিতে যেন ঝাঁকুনি লাগে।

রোগীর ধাতুগত বৈশিষ্ট্যগুলির দিকেই প্রথমে নজর দিতে হবে এবং নির্বাচিত ওষুধটির বিশেষ লক্ষণগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ রোগীর ধাতুগত, চরিত্রগত ও বিশেষ লক্ষণ বা টোটালিটির দিকে লক্ষ্য রেখেই ওষুধ নির্বাচন ও প্রয়োগ করতে হবে।

কার্বো-অ্যানিম্যালিস
(Carbo-Animalis)

কার্বো-অ্যানিম্যালিস একটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়াযুক্ত ওষুধ। যেসব উপসর্গ খুব ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়ে বা আরম্ভ হয়ে পরে ক্রনিক অবস্থায় পরিণত হয় এবং প্রায়ই ক্যান্সারের মত ম্যালিগন্যাণ্ট ধরনের হয়ে পড়ে সেইসব ধরনের উপসর্গে এই ওষুধটি উপযোগী। অ্যানিমিয়াগ্রস্ত ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের ধাতুর রোগীর উপসর্গে, রক্তসংক্রান্ত উপসর্গে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে।

সব ধরনের কার্বনই শিরার উপর কমবেশী ক্রিয়াশীল থাকে সেখানে শিথিলতা, পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে। এই ওষুধটির বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ এই যে সে ছোট ছোট শিরা বা ক্যাপিলারীকে আক্রমণ করে শক্তভাব এনে দেয়। তার ফলে কার্বো-অ্যানিম্যালিসের রোগীর কোন যন্ত্র বা অর্গ্যান আক্রান্ত হলে যেখানে কনজেসসন হয়ে বেগুনী রঙ দেখা দেয় ও শক্তভাবের সৃষ্টি হয় এবং সেইভাবেই থেকে যায়। কোন একটি গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ হলে সেটির শিরাগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে ও শক্তভাব গ্রহণ করে, গ্ল্যাণ্ডটি নিজে শক্ত ও স্পর্শকাতর হয়, তার আশেপাশের টিসুগুলিতে শক্তভাব সৃষ্টি হয় এবং তার উপরের ত্বকে পাটল বর্ণ দেখা দেয়। গলা ও বগলের গ্ল্যাণ্ডগুলিতে বেগুনী বা নীলচে লাল রঙের হয়ে শক্তভাব ধারণ করতে দেখা যায় এবং সেগুলি নরম হবার কোন প্রবণতা থাকে না। এই ধরনের ওষুধগুলির কোন কোনটিতে কোন একটি গ্ল্যাণ্ডে টিসু বৃদ্ধি হয়ে শক্তভাব ধারণ করার পরে খুব দ্রুত প্রদাহজনিত অবস্থা পুঁজ সৃষ্টি হয়ে দ্রুত ফেটে গিয়ে **হিপার, মার্কিউরিয়াস** এবং **সালফারের** মত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কিন্তু এই ওষুধটি আক্রান্ত অংশের ছোট ছোট শিরাগুলিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও শক্ত করে তোলে এবং পেকে ওঠা বা পুঁজ সৃষ্টি হবার প্রবণতা সেখানে থাকে না।

রোগীর সর্ব দেহেই আমরা একটা শিথিলতা থাকতে দেখি ; সেখানে দ্রুত কোন পরিবর্তন ঘটে না, বরং সব কিছুই যেন ধীরে ধীরে, বিলম্বে হয়, এমন কি প্রদাহ-জনিত অবস্থাটাও যেন নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে। প্রায়ই খুব ধীরগতিতে অগ্রসর হওয়া আধাআধি ইরিসিপেলাস ধরনের একপ্রকার প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, সেখানটা নীলচে, বেগুনী বা নীলচে লাল রঙের মত দেখায় এবং আক্রান্ত স্থানটিতে চাপ দিলে সেখানটা বসে যেতে দেখা যায়। **বেলেডোনার** সঙ্গে এর প্রভেদটা বিশেষভাবে নজরে পড়ে। বেলেডোনা সব গ্ল্যাণ্ডেই প্রদাহ সৃষ্টি করে, সেগুলি ফুলে ওঠে, খুব গরম থাকে এবং খুববেশী স্পর্শকাতর হয়, সেগুলিকে স্পর্শ করাই যায় না ; প্রথমদিকে আক্রান্ত গ্ল্যাণ্ডটি খুব লাল হয়ে থাকে, পরে বেগুনী বা নীলচে লাল রঙ নেয় এবং কোন ওষুধ প্রয়োগ না করলেও আপনা আপনি পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। কিন্তু কার্বো-অ্যানিম্যালিসের প্রদাহ খুব ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়, এর অগ্রগতিও খুব আস্তে আস্তে হয় এবং সেটা সেরে ওঠা বা সুস্থ পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার কোন প্রবণতাই থাকে না। দেহের বিভিন্নস্থানের শিরা বড় হয়ে ওঠে, ভেরিকোজ ভেইনের সৃষ্টি হয়। প্রদাহে আক্রান্ত অংশে তীব্র জ্বালা, শক্ত হয়ে পড়া ও বেগুনী রঙ ধারণ করার লক্ষণ থাকে। গলার গ্ল্যাণ্ডগুলিতে জ্বালা করতে দেখা যায়। বৃদ্ধ ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের লোকেদের ধীরে ধীরে সৃষ্টি হওয়া বিউবো, সিফিলিসের প্রাথমিক অবস্থায় দেখা দেয়, সেখানে প্রদাহ হয়ে আক্রান্ত গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠে, বেগুনী রঙ নেয়, শক্ত হয়ে পড়ে ও জ্বালা করে। স্তনে শক্তগুটির মত লাম্প সৃষ্টি হয়। সেখানে মুরগীর ডিমের মত আকারের শক্ত ও বেগুনী রঙের লাম্প সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সেটা পাকে না বা পুঁজ সৃষ্টি হয় না, ঐভাবেই থেকে যায়, সেটা আর বেশী হয় না, তবে শক্ত থাকে।

মহিলাদের ভ্যাজাইনাতে খুববেশী জ্বালা থাকে এবং পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে সারভিক্সটা ফুলে কিছুটা বড় হয়ে উঠেছে এবং বেগুনী রঙের মত বর্ণ নিয়েছে। রোগিণীর মনে হয় যেন কয়লার আগুনের মত ঐ জায়গাটা ধিকি ধিকি করে জ্বলে যাচ্ছে।

কার্বো-অ্যানিমেলিস কখনো কখনো দেহের বিভিন্ন অংশের টিসুতে, বিশেষভাবে গ্ল্যাণ্ডে ক্ষত সৃষ্টি করে। কোনো রোগের প্রথম অবস্থায় না হয়ে ক্রমশ ধীরে ধীরে ক্ষত সৃষ্টির পথে এগিয়ে যেন মাঝপথে থেমে পড়ে বলে মনে হয় কারণ ঐ ক্ষতের অগ্রগতি খুবই বিলম্বিত হয়ে থাকে। ক্ষতগুলিতে টিসু বৃদ্ধির সঙ্গে শক্তভাব থাকে ; বিউবো ফেটে গিয়ে ক্ষতে পরিণত হয়, হঠাৎই সেখান থেকে পুঁজ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐ ক্ষতের আশপাশের টিসুগুলি শক্ত হয়ে পড়ে এবং বেগুনী রঙ নেয়, পুঁজপড়া বন্ধ হয়ে গিয়ে তার বদলে সেখান থেকে রক্ত মেশানো পাতলা ও হাজাকর একপ্রকার রস বা স্রাব নির্গত হয়ে থাকে, ফলে ঐ রস আক্রান্ত স্থানের আশপাশে যেখানে লাগে সেখানেই জ্বালা করে। যে সব ক্ষত ও ফিশচুলায় আক্রান্ত স্থানের দেয়ালের দিকটা

শক্ত হয়ে পড়ে ও জ্বালা করে, রসস্রাবটা হাজাকর থাকে সেসব ক্ষেত্রে কার্বো অ্যানিম্যালিস প্রায়ই উপযোগী হয়ে থাকে।

যে সব ক্যান্সারের ক্ষত একগুঁয়ে ভাবে বেড়ে চলে, কোন ওষুধেই কোন ফল হয় না, সেই ক্ষেত্রে ক্ষতে খুব জ্বালা, আশপাশের টিস্যু বৃদ্ধিসহ ক্ষত অংশে খুব শক্ত ভাব দেখা দেয় এবং টিস্যুর রঙ গাঢ় বা বেগুনী হতে দেখা যায় এবং সেখান থেকে যদি কিছুটা হাজা ও জ্বালাকর স্রাব নির্গত হতে বা গড়াতে দেখা যায় তা হলে এই ওষুধটি বিস্ময়করভাবে ফলপ্রদ হতে পারে। বৃদ্ধ বয়সের দুর্বল ধাতুর লোকেদের এই ধরনের উপসর্গের সঙ্গে রাত্রিতে ঘাম হওয়া এবং আক্রান্তস্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে দেখা গেলে এই ওষুধটির সাহায্যে তা সারিয়ে তোলা যেতে পারে। আরোগ্যের অতীত অবস্থায় ক্যান্সারে ওষুধটি রোগীর বেদনা ও জ্বালা এবং অন্যান্য উপসর্গ কমিয়ে দিয়ে রোগীর আয়ু কয়েক বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে, তবে রোগটি আবার ফিরে এসে হয়ত শেষে রোগীর মৃত্যু ঘটাবে। এই ওষুধটি ক্যান্সারের ক্ষতের টিস্যু বৃদ্ধি ও শক্তভাব, হুল ফোটানো ব্যথা ও জ্বালা প্রভৃতি সাময়িকভাবে কমিয়ে দেবার জন্য খুব বড় একটি প্যালিয়েটিভের মত কাজ করতে পারে। কারোরই এমন ধারণা করা উচিত নয় যে সিরাম এর মত ক্যান্সারের খুব বেড়ে যাওয়া অবস্থাও আমাদের ওষুধে সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। আমরা রোগীকে তার কষ্ট লাঘব করে তাকে কিছুটা আরাম দিতে পারি এবং অবস্থা বিশেষে তার আয়ুষ্কাল কিছুটা বাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু রোগীর যন্ত্রণা ও উপসর্গ সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়ে যদি কোন চিকিৎসক মনে করেন যে তিনি ক্যান্সার রোগ সারিয়েছেন, তা হলে সেটা স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহজনক হয়ে থাকে। রোগটি অর্থাৎ ক্যান্সার রোগটির দিকেই কেবলমাত্র লক্ষ্য রেখে ওষুধ নির্বাচন না করে আমাদের রোগীর দিকেই নজর দিতে হবে, তার দেহে প্রকাশিত বিশেষ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলির দিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, এবং রোগীর ক্যান্সারের উপসর্গ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা না গেলেও তাকে কিছুটা আরাম বা স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হবে।

কার্বো-অ্যানিম্যালিস প্রুভিংয়ের সময় রোগীর ভেঙ্গে পড়া স্বাস্থ্যের মত ধাতুগত লক্ষণ প্রকাশ করে। এই ওষুধটির প্রুভিংয়ে এমনসব লক্ষণ পাওয়া গেছে যা বৃদ্ধ ও দুর্বল ধাতুর ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়; তাদের দেহের নষ্ট হয়ে যাওয়া টিস্যুর পুনর্গঠন ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে বিলম্ব বা ধীরগতি থাকতে দেখা যায়; কাজেই ওষুধটি ম্যালিগন্যান্ট রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে যেখানে টিস্যু বৃদ্ধি ও শক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে সেইক্ষেত্রে সফলভাবে প্যালিয়েটিভের কাজ করতে পারে; কোন ক্ষতের আশপাশের বা নিচের অংশে সন্দেহজনক টিস্যুবৃদ্ধি ও কাঠিন্য, গ্ল্যান্ডের টিস্যু বৃদ্ধি ও শক্তভাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। কোন একটি গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হয়ে সেখানে প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে শক্ত হয়ে পড়ে এবং সেভাবেই থেকে যায়; এইরূপ অবস্থায় আমাদের যেসব ওষুধ আছে তাদের মধ্যে কার্বো-অ্যানিম্যালিস সর্ব প্রধানরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

এই ওষুধে হাইপারট্রফি বা টিস্যু বৃদ্ধি পেয়ে বড় হয়ে পড়া অবস্থা প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই থাকতে দেখা যায়। দেহের যে কোন অংশে টিস্যু বৃদ্ধি পেয়ে সেগুলি একত্রে জড়ো হয়ে শক্ত নডিউল সৃষ্টি করে, দেহের বিভিন্ন অংশের গ্ল্যাণ্ড এবং অন্যান্য যন্ত্রাদিতেও টিস্যু বৃদ্ধি হয়ে একত্রে জড়ো হয়ে থাকতে দেখা যেতে পারে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থাপনের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবার ফলে সেখানে এলোমেলোভাবে টিস্যুবৃদ্ধি বা টিস্যু জড়ো হয়ে থাকার প্রবণতা দেখা দেয় খুববেশী। অবসাদ, দেহের চালিকাশক্তির অভাব বা দুর্বলতা প্রভৃতির জন্য প্যালপিটেশন, উদ্বেগ এবং নাড়ীর গতিতে গোলযোগ ঘটতে দেখা যায়। শিরা ও ধমনীতে ধক্ ধক্ করার মত অনুভূতি এবং দেহের অন্যান্য গোলযোগ দেখা দেয়, অনেকক্ষেত্রে তাকে 'উত্তাপ' বলে ও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। একটা উত্তাপের ঝলক যেন বয়ে যায় এবং রোগীর মনে হয় যেন তার দেহ উষ্ণ বা গরম বাষ্পে পূর্ণ। বুকের ভিতরে এবং মাথায় একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হয়, যেন সেখানে ভূমিকম্প হচ্ছে এরূপ বোধ দেখা দিতে পারে। হার্টের শিরায় অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হবার দরুনই এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে; উত্তাপের ঝলকানি এবং দেহের এখানে-সেখানে পালসেশন বোধ থাকে; রক্তপাত ঘটাও দেখা যেতে পারে; সে ক্ষেত্রে অবশ্য পুরুষদের চেয়ে মহিলাদেরই বেশী রক্তপাত ঘটতে দেখা যায়, সেই কারণে মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে আসতে, দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে এবং প্রচুর পরিমাণে স্রাব থাকতে দেখা যায়। প্রতিবার ঋতুস্রাবের সময় রোগিণী খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে যে যেন মরে যাবে এরূপ বোধও হতে পারে; তবে তার মাসিক ঋতুস্রাবের পরিমাণ ততটা বেশী হয় না যাতে রোগিণী এতটা দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। জরায়ুতে ক্রনিক ধরনের ইন্ডিউরেশন বা শক্তভাব ধারণ করে, বছরের পর বছর ধরে শক্তভাব থেকে যাওয়া (অরাম মিউর, নেট্রোনেটাম) লক্ষণ দেখা যেতে পারে। সারভিক্স অংশ অথবা সম্পূর্ণ জরায়ুতেই শক্তভাবে থাকতে পারে। প্রচুর পরিমাণে সাদাস্রাবও হতে দেখা যায়। জরায়ু থেকে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, জরায়ুতে সৃষ্টি হয়ে ক্রমশ. তা ম্যালিগন্যাণ্ট অবস্থায় পরিণত হবার দিকে অগ্রসর হওয়া; মাসিক স্রাব কালচে এবং দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। সারভিক্সে ম্যালিগন্যাণ্ট ক্ষত হয়ে সেখান থেকে রক্তপাত, একনাগাড়ে পাতলা জলের মত একপ্রকার দুর্গন্ধ স্রাব গড়িয়ে আসা ও জ্বালা-করা এবং সেই জ্বালাকরা ব্যথা জরায়ু বা তলপেট থেকে নিচের দিকে উরুতে বিস্তৃত হয়ে পড়া লক্ষণ থাকতে দেখা যাবে।

যখনই এই মহিলারোগী তার শিশু সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে যায় তখনই সে তার পাকস্থলীতে একটা শূন্যতাবোধ করে, যেন তার পাকস্থলীর উপরের অংশ তলিয়ে যাচ্ছে এরূপ অনুভূতি হয় এবং রোগিণী তার সন্তানকে স্তনের দুধ পান না করিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়।

জরায়ুর নানাধরনের গোলযোগ এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। সেইসঙ্গে

জ্বালা, হুল বেঁধার মত তীব্র যন্ত্রণা থাকে। নাকের খাড়া বা উঁচু অংশে অনেকটা **সিপিয়ার** মত হলদেটে বাদামী রঙের একটা ছোপ বা আস্তরণ পড়তে দেখা যেতে পারে, জরায়ুর যে কোন ধরনের গোলযোগের সঙ্গে এই লক্ষণটি থাকতে পারে।

উপরে মাথার দিকে রক্তস্রোত বয়ে যাওয়া অনুভূতিতে রোগী ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠে এবং ভীতিকর স্বপ্ন দেখে। তার মাথার বা মস্তিষ্কের 'বেস' বা নিচের অংশে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, অক্সিপুট অঞ্চলে বিশেষভাবে ঐরূপ বেদনা দেখা দেয়, ক্রমশ রোগীর ঠাণ্ডায় সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার শীতবোধ বেড়ে যেতে থাকে, ক্রমশ মোমের মত ফেকাশে হয়ে পড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত যক্ষ্মা বা ক্যান্সারের মত কোন রোগে রোগী আক্রান্ত হয়ে পড়ে, সেইসঙ্গে ভেরিকোজ ভেইন এবং পূর্ববর্ণনা মত অন্যান্য লক্ষণও দেখা দেয়।

কার্বো ভেজিটেবিলস
(Carbo Vegteabilis)

আমরা এবারে কাঠ-কয়লা থেকে সৃষ্টি হওয়া কার্বো ভেজিটেবিলিস ওষুধটির বিষয়ে আলোচনা করব। এটি একটি অপেক্ষাকৃতভাবে জড় বা নিষ্ক্রিয় পদার্থকে শক্তিশালী ওষুধে পরিণত করে এবং একটি খুব সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করা শক্তিশালী দ্রব্যে পরিবর্তিত হয়। পুরাতন পদ্ধতির চিকিৎসায় এই অতি সূক্ষ্ম চূর্ণকে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে অম্লরোগ বা পাকস্থলীর অ্যাসিডিটি দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু হ্যানিম্যানের আবিষ্কারগুলির মধ্যে এটি একটি প্রধান স্তম্ভ বলে বিবেচিত হতে পারে। অশোধিত বা ক্রুড অবস্থায় দ্রব্যটি নিষ্ক্রিয় থাকে এবং সঠিকভাবে পোটেনটাইজড্ না হওয়া পর্যন্ত এর রোগ নিরাময় শক্তি বোঝা যায় না ; এটি গভীর-ভাবে ক্রিয়াশীল, দীর্ঘস্থায়ী একটি অ্যান্টি-সোরিক ওষুধ। মানুষের দেহ ও মনের গভীরে প্রবেশ করে এটি দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণ প্রকাশ ও দূর করার কাজে সফল হয়ে থাকে। প্রুভিংয়ের সময় ওষুধটির এই দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়া এবং যেসব উপসর্গ খুব ধীরে ধীরে কিন্তু গভীরভাবে দেখা দেয় সেই ধরনের লক্ষণ পাওয়া গেছে। এই ওষুধটি বিশেষ-ভাবে দেহের রক্ত চলাচল ব্যবস্থার উপর ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে, শিরাগুলির উপরে এর ক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, হার্ট এবং সমুদয় শিরাপদ্ধতির উপর ওষুধটি আধিপত্য বিস্তার করে।

কার্বোভেজ-এর প্যাথোজেনেসিস বা রোগজনিত আঙ্গিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বত্রই একটা শিথিলতা বা ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। শৈথিল্য, অলসভাব এবং ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা বা ফুলে যাওয়া অবস্থা এই ওষুধটির লক্ষণগুলির মধ্যে বিশেষ-ভাবে থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। দেহের প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই এই শৈথিল্য, ফুলে ওঠা, বৃদ্ধি পাওয়া বা বড় হয়ে ওঠা লক্ষণ দেখা যেতে পারে। রোগীর হাত পা, শিরা প্রভৃতিতে ফোলাভাব বা স্ফীতির জন্য দেহে ভারী ও পূর্ণতাবোধ থাকে ;

তার মাথায় পূর্ণতাবোধ মনে হয় যেন সেখানে রক্তাধিক্য ঘটেছে। রোগীর হাত ও পায়ে পূর্ণতাবোধের জন্য হয়ত তাকে সেই অঙ্গটি উঁচু করে রাখতে দেখা যাবে যাতে সেখানে জমে থাকা অতিরিক্ত রক্ত অন্যত্র সরে যেতে পারে। রোগীর শিরায় রক্ত চলাচলে ধীরতা বা শৈথিল্য ; পক্ষাঘাতের মত হয়ে পড়তে দেখা যায় ; ভ্যাসো-মোটর প্যারালিসিস দেখা দিতে পারে। শিরার স্ফীতির জন্য ভেরিকোজ ভেইন সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ওষুধের রোগীর মানসিক অবস্থাতেও দৈহিক লক্ষণের মত শৈথিল্য বা ধীরে ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়। তার কোন কিছু ভাবতে বা চিন্তা করতে বিলম্ব ও অলসভাব থাকে, শৈথিল্য ও বোকা বা হাবার মত চিন্তাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতায় দুর্বলতা ও অভাব দেখা যেতে পারে। কোন কাজই সে দ্রুত করতে পারে না, নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, বা করার ইচ্ছাও জাগে না ; সে শুয়ে থাকে, অলসভাবে শুয়ে থেকে যেন ঝিমোতে চায়। তার হাত-পায়ে জড়তা ও বড় হয়ে যাবার মত অনুভূতি থাকে। দেহের ত্বকে ঘোলাটে বা ময়লা ছোপের মত থাকে, দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা বা ক্যাপিলারীতে রক্ত জমা হয়ে ফুলে থাকতে দেখা যায়, মুখমণ্ডলে বেগুনী বা নীলচে লাল আভা থাকে ; কিন্তু কোন সামান্য উত্তেজক খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করলেই তার সেই ঘোলাটে চেহারার মুখমণ্ডলে একটা রক্তোচ্ছ্বাসের মত ঝলকানি দেখা দেয়, মদ্যপানের আসরে ঘিরে থাকা লোকেদের মধ্যে কার্বোভেজ-এর রোগীকে সহজেই তার মুখমণ্ডলের হঠাৎ দেখা দেওয়া রক্তোচ্ছ্বাসের জন্য চিনে নিতে অসুবিধে হয় না, তবে সেই রক্তোচ্ছ্বাস একটু পরেই মিলিয়ে গিয়ে সেখানে পুনরায় বেগুনী বা নীলচে লাল রঙ ফুটে উঠতে দেখা যাবে ; দেহের ত্বকে শৈথিল্য বা অলসভাব এবং মুখমণ্ডলে কুয়াশাচ্ছন্ন বা ঘোলাটে ভাব থাকতে দেখা যাবে।

এই ওষুধে বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে জ্বালাও থাকে। শিরায়, ক্যাপিলারীতে মাথায় জ্বালাবোধ এবং ত্বকে চুলকানো এবং জ্বালা থাকতে দেখা যায়। প্রদাহে আক্রান্ত অংশে জ্বালাবোধ হয়। দেহের অভ্যন্তরভাগে জ্বালা এবং বাইরের অংশে শীতলতা থাকে, রক্ত চলাচল পদ্ধতি এবং হার্টের ক্রিয়ায় দুর্বলতার জন্য দেহের বাইরের অংশে শীতলতা থাকতে দেখা যাবে, এই শীতলতা বরফের মত ঠাণ্ডাও হতে পারে। রোগীর হাত-পা ঠাণ্ডা ও শুষ্ক থাকে, শীতলতার সঙ্গে আর্দ্রও থাকতে পারে। তার হাঁটু, নাক, কান, জিহ্বা প্রভৃতি সবই খুব শীতল থাকতে দেখা যায়, হাঁটু ও নাকের শীতলতা বিশেষভাবে নজরে আসে। পাকস্থলীতে শীতলবোধের সঙ্গে জ্বালা থাকে ; মূর্চ্ছাভাব দেখা যায় ; দেহ কোলাপ্স হয়ে যাবার মত ঠাণ্ডা ঘামে ভেসে যেতেও দেখা যায়। কোল্যাপ্স্ অবস্থার সঙ্গে শ্বাস, জিহ্বা এবং মুখমণ্ডল খুব ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। তার দেহে যেন মৃত্যুর ছাপ পড়েছে এমন দেখায়। তবে এইরূপ শীতলতার অবস্থায় সর্বদাই রোগী চায় যেন তাকে কেউ বাতাস করে।

রক্তপাত হবার লক্ষণটিও এই ওষুধে থাকতে দেখা যায়। প্রদাহে আক্রান্ত স্থান

থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ে, ক্ষত থেকে কালচে রঙের রক্ত পড়তে দেখা যায়। ফুসফুস, জরায়ু, মূত্রথলি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তপাত হতে পারে। রক্তবমি হওয়া, নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্তপাত ঘটতে দেখা যেতে পারে। রক্তচলাচল ক্ষমতার দুর্বলতার জন্য যে কোন স্থানের একটি ক্যাপিলারী থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্তপড়া আরম্ভ হয়ে সেই-ভাবেই চলতে দেখা যায়। **বেলেডোনা, ইপিকাক, অ্যাকোনাইট, সিকেলি** প্রভৃতি ওষুধের মত কোন আক্রান্ত অংশ থেকে সক্রিয়ভাবে রক্তপাত ঘটতে এই ওষুধটিতে দেখা যাবে না, যেখানে খুব তীব্রতার সঙ্গে অঝোরে রক্তপাত ঘটে, তার বদলে এই ওষুধটিতে ক্যাপিলারী থেকে একটু একটু করে চুইয়ে রক্ত পড়তে দেখা যাবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এইরূপ অল্প একটু করে চুইয়ে রক্ত পড়তে থাকা অবস্থা দেখা যাবে যার ফলে তাদের মাসিক ঋতুস্রাব প্রলম্বিত বা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সন্তান প্রসবের পরে জরায়ু থেকে যে রক্তপাত হয় স্বাভাবিকভাবে জরায়ুর সংকোচ হয়ে সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু এই রোগিণীর ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে রক্ত চুইয়ে পড়তে দেখা যায়। শিরা বা ধমনীতেও স্বাভাবিক সংকোচন ক্ষমতা না থাকায়, শৈথিল্যের জন্য ঐরূপ চুইয়ে রক্তপাত হয়ে চলে, শিরা থেকে কালচে রক্ত চুইয়ে বেরোতে থাকে। কোন একটা অপারেশনের পরেও রোগীর দেহের ঐ কর্তিত অংশের শিরা ও ধমনীর সংকোচন ক্ষমতার অভাবে অথবা কোন আহত স্থান থেকে ঐ একই কারণে রক্তপাত হতে দেখা যাবে। আহত বা কর্তিত অংশের সব ধমনীগুলি বেঁধে দেবার পরও শিরা ও ক্যাপিলারী থেকে একটু একটু করে চুইয়ে রক্ত পড়তে থাকে কারণ তাদের দেওয়ালে সংকোচন ক্ষমতার অভাব ও শৈথিল্য থাকে। হার্ট ও শিরায় দুর্বলতা ও শৈথিল্য ও প্রদাহ আক্রান্ত স্থান থেকে রক্তপাত ঘটার লক্ষণ ওষুধটিতে দেখা যায়।

ক্ষত দেখা দিলে তা সহজে সারিতে চায় না। রক্ত চলাচল পদ্ধতির শৈথিল্য, টিসুগুলিতে দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে ক্ষতস্থান সারতে বা টিসুর পুনর্গঠনে বিলম্ব হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শিরা, ধমনী ও টিসুর এইরূপ দুর্বলতা ও শৈথিল্যের জন্য, দেহের কোন স্থান কেটে গেলে বা আঘাত পেলে সে স্থানে সহজেই পেকে ওঠার বা পুঁজ সৃষ্টির লক্ষণ দেখা দেয়, যখন দেহের কোথাও একটা আলসার বা ক্ষত সৃষ্টি হয়, সেটা সারতে চায় না, টিসুতে শৈথিল্য ও অক্ষমতা থাকে। ফলে আমরা দীর্ঘস্থায়ী এবং সহজে সারতে চায় না এমন ধরনের ক্ষত বা 'ইনডোলেণ্ট আলসার, এবং হাজাকর, পাতলা রসস্রাবী ক্ষত এই ওষুধে সৃষ্টি হতে দেখতে পেতে পারি। ত্বক, মিউকাস মেমব্রেন প্রভৃতিতে ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতা দেখা দেয়, গলার ভিতরে এবং মুখেও ক্ষত হতে দেখা যেতে পারে। দেহের টিসু, শিরা ও ধমনী প্রভৃতিতে ঐরূপ দুর্বলতা ও শিথিলতা থাকার জন্য দেহের যেকোন অংশেই ক্ষত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। টিসুর দুর্বলতায় এবং নতুন নতুন টিসু সৃষ্টির ক্ষমতা না থাকায় এরূপ হয়। টেক্সট্ বইয়ে এই অবস্থাটাকে 'ক্যাপিলারীতে রক্ত জমে থাকে' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঐসব দুর্বল স্থানে সহজেই যে গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হতে পারে সেটা বোঝা যায়। যে কোন স্থানে অল্প প্রদাহ ও কনজেসসন হয়ে স্থানটি কালচে বা বেগুনী রঙের হয়ে পড়ে এবং সহজেই সেখানটায় পুঁজ সৃষ্টি হয়—এভাবেই স্থানটিতে গ্যাংগ্রীন দেখা দেয়। যে কোন ধরনের রক্তদূষণ বা সেপটিক ধরনের বীজাণু সংক্রমণে, বিশেষভাবে সার্জিক্যাল অপারেশন এবং শক্ হবার পরে, যদি ঐ ধরনের রক্তদূষণ বা বীজাণুর সংক্রমণজনিত সেপটিক অবস্থা দেখা দেয় তা হলে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি আশ্চর্যজনকভাবে ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। স্কারলেট জ্বর বা অনুরূপ কোন অসুস্থতায় যেখানে খুব ধীরে ধীরে উপসর্গ দেখা দেয় বা রোগের অগ্রগতিও ঢিলেঢালাভাবে হতে দেখা যায় এবং ত্বকের চেহারা নীলচে লাল বা বেগুনী রঙ বা ছিট ছিট দাগযুক্ত হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে ওষুধটি কার্যকরী হবে। কার্বোভেজ এর রোগীর নিদ্রা এত বেশী উদ্বেগপূর্ণ হয় যে তা সত্যিই ভীতিদায়ক। ঘুমাতে গেলেই উদ্বেগ, ক্লেশ, ঝাঁকুনি, সুড়সুড় করা প্রভৃতি অনুভূতির জন্য রোগী ভীত হয়ে পড়ে। সব কিছুই ভীতিকর বলে মনে হয়। সে যেন চোখের সামনে ভীতিকর দৃশ্য, ভূত-প্রেত ইত্যাদি দেখতে পায়; উদ্বেগে কার্বোভেজ-এর রোগী ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে, তার সারা দেহ শীতল ঘামে ভিজে থাকে। ঘুমের পরে সে খুব অবসাদ ও সতেজতার অভাব বোধ করে। উদ্বেগ এত বেশী হয় যে ঘুমোতে যেতেই চায় না। অন্ধকারে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, উদ্বেগের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং তার মনে হয় যেন দম আটকে যাবে, কাজেই ভয়ে সে শুতে যেতে চায় না।

কার্বো ভেজ-এ উদাসীনতা একটা প্রধান চরিত্রগত লক্ষণ। কোন বিশেষ অবস্থায় কি ধরনের পরিণতি ঘটতে পারে সে বিষয়ে বোধ বা অনুভব শক্তিই রোগীর থাকে না। প্রেম-প্রীতি যেন তার মধ্য থেকে একেবারেই মুছে গেছে, কাজেই কোনরূপ কথাবার্তা বা কোন কিছুতেই যেন তার কিছু যায় আসে না। তাকে যা কিছুই বলা হোক না কেন তাতে তার মনে সুখ বা দুঃখ কিছুই আসে না, সে বিষয়ে সে কোন চিন্তা-ভাবনাও করে না। ভীতিকর কোন বস্তু যেমন তাকে খুব একটা বিহ্বল করতে পারে না, কোন আনন্দের বিষয়ও তাকে বিহ্বল করতে পারে না। সে নিজেই যেন বুঝতে পারে না যে সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভালবাসে কিনা। এ সব কিছুই শিথিলতার জন্য হয়ে থাকে, কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতার শৈথিল্য; শিরায় শিথিলতার জন্য এরূপ ঘটে। রোগীর মাথাটা পূর্ণ এবং বড় হয়ে যাবার মত বোধ করে; তার মনে বিভ্রম দেখা দেওয়ায় কোন কিছু বিষয়ে ভাবা বা চিন্তা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না, কোন বিষয়টা কিরূপ হওয়া উচিত, স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসা উচিত কিনা অথবা শত্রুকে সে ঘৃণা করে কিনা এসব বিষয়ে কোনরূপ বোধই যেন তার থাকে না, যেন অনেকটা বোকা বা হাবার মত বোধশক্তিহীন হয়ে পড়ে। আবার অন্য ধরনের একটা অবস্থাও দেখা যেতে পারে। রাত্রে ভূত-প্রেতের ভয়ে রোগী উদ্বেগ বোধ করে; তার মনে হয় যেন ভূত বা পেত্নী তার উপরে ভর করবে; সেইজন্য সে সন্ধ্যার দিকে চোখ বন্ধ করতে বা রাত্রে শুতে যেতে ভয় পায়, ঘুম ভেঙ্গে

জেগে উঠলেও সে ভীত হয়, উদ্বেগ বোধ করে। সামান্য কারণেই সে ভীত হয়, ঘুমোতে গেলে সে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে অথবা তার দেহে ভয়ে শিহরণ দেখা দেয়।

মাথাধরায় প্রধানত মাথার পিছনের অক্সিপিটাল অংশে যন্ত্রণা হতে দেখা যায়। তার সম্পূর্ণ মাথাটাই পূর্ণ এবং যেন বড় হয়ে উঠেছে এরূপ বোধ হয়। মাথার চাঁদি যেন খুব শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়। অক্সিপিটাল ধরনের মাথাধরায় রোগী তার মাথা নাড়াতে, এদিক-ওদিক দোলাতে, চিৎ হয়ে শুতে বা আক্রান্ত দিকে চেপে শুতে বা কোনভাবে মাথায় সামান্য ঝাঁকুনিও সহ্য করতে পারে না, কারণ. তার মনে হয় যেন তার মাথাটা বুঝি ভেঙ্গে বা ফেটে যাবে। অক্সিপুটের নিচের অংশে তীব্র ধরনের চাপধরা বেদনা ও মাথায় ভারীবোধ হতে দেখা যায়। অক্সিপুট অংশের বেদনায় রোগীর মনে হয় যেন তার মাথাটা বালিশের সঙ্গে জোরে আটকে রাখা হয়েছে, যেন সে মাথাটা বালিশ থেকে তুলতেই পারবে না। **ওপিয়ামের** মতই রোগী তার মাথাটা বালিশ থেকে ওঠাতে পারে না। শ্বাস গ্রহণের সময় মাথায় দপ্‌দপ করা ব্যথা দেখা দেয়। কার্বোভেজ-এর রোগী যতক্ষণ পারে ছোট ছোট শ্বাস নেয়, এবং অনেকক্ষণ পরে একটা গভীরশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় কঁকিয়ে ওঠে। কাশতে গেলে তার মাথায় সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হয়, সারা মাথায় জ্বালা করে। মাথায় খুব উত্তাপ ও জ্বালাবোধ থাকে। মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটার পরে নাক থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। মাথায় কনজেসসন হবার পরে হেঁচকি টানার মত বেদনা, গা-বমিভাব এবং চোখের উপরের অংশে চাপবোধ দেখা দেয়। খুববেশী উত্তপ্ত ঘরে থাকার ফলে যেন সর্দি হবার মত বোধ হতে থাকে. অনেকক্ষেত্রেই ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি হওয়া প্রভৃতির জন্য মাথাধরা দেখা দেয়। কার্বোভেজ-এর রোগীর দীর্ঘস্থায়ী বা পুরানো সর্দি থাকতে দেখা যায়। তার নাক থেকে যখন স্বাভাবিকভাবে সর্দি বেরোতে থাকে তখন সে অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করে কিন্তু ঠাণ্ডা লাগার ফলে যদি তার নাক বন্ধ হয়ে যায় তা হলে তার মাথায় রক্তাধিক্য বা কনজেসসন ঘটতে দেখা যাবে। কোন রস বা স্রাব নির্গমন বন্ধ বা আটকে যাওয়া তার সহ্য হয় না। প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগলেই তার মাথাধরা দেখা দেয়, ঠাণ্ডা আর্দ্র আবহাওয়ায়, ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র কোন স্থানে গেলে সে শীতভাব অনুভব করতে থাকে, তার ঠাণ্ডা লেগে যায় এবং মাথা ধরে। মাথার যন্ত্রণায় তার মনে হয় যেন কেউ তার মাথায় হাতুড়ী পিটছে। এই অবস্থাটা **কেলি বাইক্রম, কেলি-আয়োড** এবং **সিপিয়ার** অনুরূপ। এই ধরনের মাথাধরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সর্দি বন্ধ হয়ে বা আটকে গিয়ে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মাথা থেকে গোছা গোছা চুল উঠে যায়। মাথায় নানাধরনের উদ্ভেদ দেখা দেয়। যে সব ছোট ছোট স্কুলের ছেলেমেয়েদের কোন কিছু শিখতে বিলম্ব হয়, শৈথিল্য থাকে, রাত্রের অন্ধকারে ভীতি থাকে, একা একা ঘুমোতে বা অন্ধকার কোন ঘরে যেতে ভয় পায় তাদের পক্ষেও ওষুধটি উপযোগী। তাদের মাথার যন্ত্রণা বা

মাথাধরায়, মাথায় টুপির চাপেও বেদনা বৃদ্ধি পায়। মাথায় অনেকক্ষণ টুপি পরে থাকার পরে টুপি খুলে ফেললেও মাথায় চাপবোধটা বেশ খানিকক্ষণ ধরে থেকে যায়। ঘাম, ঠাণ্ডা ঘাম, বিশেষভাবে মাথা ও কপালে দেখা দেয়। কার্বোভেজ এর রোগীর কপালে প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম হয়, পরে দেহের অন্যান্য অংশেও ঘাম হতে থাকে। কপালে হাত স্পর্শ করলে সেখানটা শীতলবোধ হয় এবং কপালে হাওয়ার স্পর্শ লাগলে বেদনাবোধ হতে থাকে। সেইজন্য রোগী তার কপাল ঢেকে রাখতে চায়। রোগীর মাথা ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। কোনভাবে উত্তপ্ত হবার ফলে রোগীর মাথায় যখন ঘাম দেখা দেয় তখন কোনভাবে যদি তার মাথায় হাওয়ার ঝাপ্টা লাগে তা হলে তার সর্দি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গিয়ে মাথাধরার সৃষ্টি হবে। রোগীর হাঁটু, হাত ও পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং সে ঘামতে থাকে কিন্তু সেই ঘামে সে আরাম পায় না বা শীতলতাও কমে না।

চোখে নানা ধরনের কষ্টকর উপসর্গ দেখা যেতে পারে, এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মাথাধরার সঙ্গে চোখের উপসর্গ দেখা দেয়। চোখে জ্বালাকরা ব্যথা হয়, চোখে চক্চকে ভাব থাকে না এবং পিউপিলে আলো পড়লেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। সে একাকী থাকতে চায়, সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সারাদিনের কাজের ব্যস্ততায় পীড়িত হয়ে সে যখন বাড়ী ফিরে আসে তখন মুখমণ্ডল বেগুনী বা নীলচে লাল হয়ে থাকে; দৃষ্টিতে চক্চকে ভাবহীনতা, চেহারায় চুপসে যাওয়া ভাব এবং মাথায় ও মনে ক্লান্তির ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনরূপ মানসিক পরিশ্রমেই সে ক্লান্ত, অবসন্নবোধ করে। তার মাথায় ভার ও পূর্ণতাবোধ, হাত-পায়ে শীতলতা দেখা দেয়। রক্ত দেহের উপরের দিকে ছুটে চলে; চোখ থেকে রক্তপাত, জ্বালা, চুলকানো এবং চোখে চাপবোধ থাকতে দেখা যায়। কোন সূক্ষ্ম কাজ করতে গিয়ে অথবা চোখের পরিশ্রমের কাজ করতে গিয়ে তার চোখে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়।

কান থেকে রস বা পুঁজ নির্গমনেও কার্বোভেজ ক্রিয়াশীল হয়। ম্যালেরিয়া, হামজ্বর, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হবার পরে কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা, জলের মত, হাজাকর স্রাব নির্গত হতে দেখা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া, হামজ্বর অথবা স্কারলেট জ্বর, টাইফয়েড প্রভৃতি যে কোন রোগে ভোগার পরে যখন রোগীর দেহে নানা ওষুধ ও চিকিৎসার জন্য লক্ষণগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে কার্বোভেজ প্রয়োগে লক্ষণগুলি পরিষ্কারভাবে দেখা দেবে এবং কান থেকে আটকে থাকা স্রাব ও পুনরায় দেখা দেবে। ওষুধটিতে রোগীর শরীরে কার্যকরী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা ফিরে আসবে, তার দেহের রক্ত চলাচলে উন্নতি হবে এবং রোগীর অবস্থারও আংশিক উন্নতি দেখা দেবে এবং সেই অবস্থায় রোগীর পক্ষে প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ বা মাম্পস সৃষ্টি হতে পারে। মাম্পসে আক্রান্ত হবার পরে ঠাণ্ডা লাগার ফলে মেয়েদের স্তন এবং ছেলেদের অণ্ডকোষের প্রদাহ বেড়ে যেতে দেখা গেলে কার্বোভেজ প্রয়োগে রোগীকে স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনবে;

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তার মাম্পস ফিরে দেখা দেবে এবং নিরাময়ের পথে অগ্রসর হবে। কানে ব্যথা, কান থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে দুর্গন্ধযুক্ত রস গড়াতে দেখা যায়। কানে কম শোনা বা শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া, অন্তঃকর্ণে ক্ষত সৃষ্টি, কানের সামনে যেন কোন ভারী কিছু রয়েছে এরূপ বোধ ও যেন কানের পথ বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে মনে হয় এবং পুরানো কোন রোগের ফলশ্রুতিতে এই ধরনের অবস্থা ও কানে কম শোনা লক্ষণ দেখা দিলে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে।

কার্বোভেজ-এর রোগী প্রায় সবসময়ই সর্দিতে ভোগে। সে কোন একটা উষ্ণ ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়িই বেরিয়ে আসবে মনে করে। হয়ত তার গায়ের কোট খুলে না ফেলে গায়েই রেখে দেয়। ফলে খুবই তাড়াতাড়ি তার দেহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পরিণতিতে তার সর্দি দেখা দেয়, নাক থেকে জলের মত পাতলা সর্দি বেরোতে থাকে এবং সারা দিনরাতই সে হাঁচতে থাকে। উত্তাপে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে আবার ঠাণ্ডায় সে শীতবোধ করে। প্রতি ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টায় সে শীতে কাঁপে এবং উত্তপ্ত বা উষ্ণ কোন ঘরে আশ্রয় নিলে ঘামতে আরম্ভ করে। এইভাবে ঠাণ্ডা ও উষ্ণতা দুই অবস্থাতেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে তার পক্ষে আরামদায়ক কোন জায়গাই খুঁজে পায় না, অনবরত হাঁচতে এবং নাক ঝাড়তে বাধ্য হয়। সম্ভবত তার নাক থেকে রক্তপাতও হয়, রাতের দিকে সে বেগুনী রঙের হয়ে পড়ে। কোরাইজা বা সর্দিটা গলায় ছড়িয়ে গিয়ে গলা ও মুখে শুকনো এবং দগ্‌দগে ভাবের সৃষ্টি হয়। পাতলা জলের মত স্রাব প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি হয়ে পোস্টিরিয়র নেরিস এবং গলায় জমে, তারপরেই তার স্বরভঙ্গ দেখা দেয়, তার ল্যারিংক্স এবং গলায় দগ্‌দগে ভাবের সৃষ্টি হয়, কাশতে গেলে গলায় ও ল্যারিংক্সে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা দেখা দেয়, স্পর্শে সংবেদনশীলতা থাকে, কাশি যত বেশী হয় গলার দগ্‌দগে ভাবও তত বেশী হয় এবং অবস্থাটা বুকের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। পাতলা শ্লেষ্মা শেষে ঘন ও হলদেটে সবুজ হয়ে পড়ে ও বিস্বাদের হয়। এই ধরনের সর্দি বা কোরাইজার সঙ্গে কার্বোভেজেই অনেকক্ষেত্রে পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দেয়, প্রচুর গ্যাস জমে পেট ফুলে ওঠে। কোরাইজার সঙ্গে ঢেকুর তোলা ও পাকস্থলীর উপসর্গ, বদহজমের লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। যখনই তার পেটের বা পাকস্থলীর উপসর্গ দেখা দেয় তখনই রোগীর কোরাইজাও দেখা দিতে দেখা যায়, সেই সঙ্গে হাঁচি, সর্দি ও বুকের উপসর্গও থাকতে পারে।

দেহের সব মিউকাস মেমব্রেনেই নাকের উপসর্গের মত লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে, শ্লেষ্মার প্রবণতার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পাতলা শ্লেষ্মা ও রক্ত পড়তে দেখা যায়। কার্বোভেজ-এ গলা, নাক, চোখ, কান, বুক ও ভ্যাজাইনাতে শ্লেষ্মা সৃষ্টির প্রবণতা থাকে। মূত্রথলি, অন্ত্র ও পাকস্থলীতেও শ্লেষ্মা সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং ওষুধটিকে একটি পুরানো ও দীর্ঘস্থায়ী শ্লেষ্মা সৃষ্টিকারী ওষুধ বলা যায়। মহিলাদের যখন কম-বেশী কিছুটা লিউকোরিয়া থাকে তখন তারা অপেক্ষাকৃতভাবে ভাল বোধ করে, সে সেটা তার দেহের রক্ষক হিসাবে থাকে। কিন্তু কোনভাবে বাইরে

থেকে কোন ওষুধ প্রয়োগে ঐ স্রাব বন্ধ করা হলে রোগিণীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়, কাজেই ভিতর থেকে কোন ওষুধের সাহায্যে সাদাস্রাব দূর করতে না পারলে তাকে বের হতেই দেওয়া ভাল, কারণ ঐ স্রাব চলাকালীন রোগিণী আরাম বোধ করে থাকে।

কার্বোভেজ-এর কোরাইজার সঙ্গে কিছুটা জ্বরভাব প্রায় সবক্ষেত্রেই থাকে, কিন্তু অন্য অনেক উপসর্গের সঙ্গে রোগী শীতল থাকে, তার হাত-পা, দেহ, মুখমণ্ডল, ত্বক সবই শীতল থাকে এবং শীতল ঘাম হতে দেখা যায়। কোরাইজার প্রথম অবস্থায় এই ধরনের শীতলতা দেখা যায় না, বরং সন্ধ্যা ও রাত্রিতে রোগীর সামান্য জ্বরভাব থাকে, কিন্তু যখন সর্দিভাব কিছুটা পুরানো হয় তখন তার দেহে শ্লেষ্মা সৃষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ তার হাঁটু, নাক, পা সব ঠাণ্ডা হতে দেখা যায়, ঠাণ্ডা ঘামও দেখা দেয়।

কার্বোভেজ এর রোগীর মুখমণ্ডলটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রোগীর চোখের দৃষ্টি এবং হাবভাবেই তার অবস্থা বা অসুস্থতার গভীরতা বোঝা যায়। রোগীর দেহে ফেকাশেভাব ও শীতলতা, ঠোঁট শুকনো ও নাক সরু হয়ে ভিতর দিকে বসে যাওয়া, ঠোঁটে নীলাভ ভাব, কুঞ্চন, ফেকাশে বা সাদাটে হয়ে পড়া, যেন মৃতের ঠোঁটের মত দেখায়। মুখমণ্ডল ফেকাশে ও শীতল হয়ে পড়ে এবং ঘামে ভেজা থাকে। জিহ্বাটি বার করলে তা ফেকাশে ও শীতল থাকতে দেখা যায়, তার শ্বাসও ঠাণ্ডা থাকে, তবুও রোগী পাখার বাতাস চায়। কলেরা, ডায়রিয়া অবসাদ সৃষ্টিকারী ঘাম অথবা জ্বরের পরে যে কোন উপসর্গের সঙ্গে রোগীর এরূপ মুখমণ্ডলের লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। কখনো কখনো কোরাইজা বা সর্দি তার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থেকে চলে যাবার পরে গলা ও বুকে শ্লেষ্মা ছড়িয়ে যায় এবং খুব শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, সঙ্গে প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে, অবসাদ সৃষ্টিকারী ঘাম দেখা দেয় এবং রোগীর দেহ খুববেশী শীতল হয়ে পড়ে তবুও রোগীর চাহিদা অনুযায়ী তাকে হাওয়া করতেই হয়। কাশির পরে অবসাদ, শ্বাসকষ্ট, প্রচুর পরিমাণ ঘাম হওয়া প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে গলায় কিছু আট্‌কে আছে এরূপ বোধ বা চোকিং এবং দগদগে ভাব দেখা দেয়, সেইসঙ্গে রোগী পাখার হাওয়া চায়। তার চুপসে যাওয়া এবং শীতল হয়ে পড়া মুখমণ্ডলেই তার অসুস্থতার ছাপ পড়ে। মানুষের মুখমণ্ডলের চেহারায় তার ঘৃণা, দ্বেষ, লালসা, তার কাজকর্ম, ব্যবসা-পত্র প্রভৃতির ছাপ নজরে পড়ে, কাজেই মানুষের মুখমণ্ডলটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে রোগীর দুঃখ, কষ্ট, মানসিক অবস্থা, আনন্দ প্রভৃতি সবই জানা যায়, সেইভাবে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ রোগীর মুখমণ্ডলের চেহারা ও হাবভাব দেখেই আমরা বুঝতে পারি। কার্বোভেজ-এর রোগী অল্প একটু মদ পান করলেই তার মুখ, চোখ, নাক, কান, চুলের গোড়া পর্যন্ত রক্তোচ্ছ্বাস দেখা যাবে। এই লক্ষণটি ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোগীর দেহের ত্বকে সর্বত্রই রক্তোচ্ছ্বাসের

লক্ষণ দেখা যেতে পারে। ক্যাপিলারীর উপরে এই ওষুধটির ক্রিয়া এতই প্রবল যে সামান্য একচামচ মদ খেলেই রোগীর ত্বকে এই রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয়।

পুরানো বইয়েতে রোগীর মাঢ়ীর অবস্থাকে 'স্করবিউটিক গামস্' বলা হত এখন সেই অবস্থাকে 'রিগস ডিজিজ' বলা হয়ে থাকে যাতে মাঢ়ীকে দাঁত থেকে আলগা হয়ে সরে যেতে দেখা যায়। মাঢ়ী থেকে রক্তপাত হয় ও খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। দাঁতও আলগা হয়ে যায়, সব ধরনের কার্বন-এ মাঢ়ীতে এইরূপ দাঁত থেকে আলগা হয়ে যাওয়া লক্ষণ থাকতে পারে। তারা স্পঞ্জের মত নরম হয়ে যায়, দাঁতও ঢিলে হয়ে পড়ে এবং মাঢ়ী থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়, মাঢ়ী খুব সংবেদনশীল হয়ে যায়। দাঁত খুব দ্রুত ক্ষয় হতে দেখা যায়, দাঁত মাজতে গেলে মাঢ়ী থেকে রক্ত পড়ে। **মার্কারীর** অত্যধিক ব্যবহারের কুফলে দাঁত ও মাঢ়ীর গোলযোগ, দাঁত খুব লম্বা হয়ে পড়েছে এরূপ বোধ ও সঙ্গে দাঁতে টন্‌টন করা ব্যথা, দাঁতে টেনে ধরা বা ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, গরম ঠাণ্ডা অথবা নোনতা খাবার খেলে দাঁতে বিশেষভাবে ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা হওয়া, গরম ও ঠাণ্ডা উভয়েই দাঁতে বেদনা হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেহের সমুদয় শিরা সংক্রান্ত পদ্ধতি বা ভেনাস সিস্টেমের অবস্থা অনুযায়ী কার্বোভেজ-এ থাকতে দেখা যাবে।

জিহ্বায় খুব অনুভূতিপ্রবণতা থাকে। জিহ্বায় প্রদাহ হয়। টাইফাস, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জ্বরের সঙ্গে মাঢ়ী কালচে হয়ে পড়তে দেখা যায়, সেখান থেকে কালচে, রক্তমেশানো, দুর্গন্ধযুক্ত, রস নির্গত হয়। মাঢ়ীতে স্পর্শ করলে বা সামান্য আঘাত লাগলেই রক্তপাত হতে দেখা যায় এবং জিহ্বায় সেই কালচে রস বা স্রাব এসে জড়ো হয়, শিরা থেকে কালচে রক্ত চুঁইয়ে এসেই এই ধরনের কালচে স্রাবের সৃষ্টি করে। টাইফাস, টাইফয়েড, স্কারলেট জ্বর, কলেরা, পীতজ্বর প্রভৃতি দেহ বিনষ্টকারী রোগের শেষ অবস্থায় কোল্যাপ্স্ এর সঙ্গে দেহ খুব শীতল হয়ে পড়লে, তার সঙ্গে শীতল ঘাম, খুববেশী অবসাদ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতিতে রোগী যদি পাখার হাওয়া পেতে চায়, অত্যধিক অবসাদের সঙ্গে জিহ্বাও যদি শীতল থাকে তা হলে কার্বোভেজই সেক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট ওষুধ।

রোগীর মুখ ও গলার ভিতরে ছোট ছোট লালচে নীল রঙের অ্যাপথাস ধরনের ক্ষত যা প্রথমে সাদা সাদা দাগের মত দেখাচ্ছিল কিন্তু পরে লালচে নীল বা বেগুনী রঙ নিয়ে সেখান থেকে কালচে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখা যায়, সেইরূপ অবস্থা এই ওষুধে দেখা যেতে পারে। ঐ ধরনের ক্ষত থেকে সহজেই রক্তপাত হয়, জ্বালা ও হুল ফোটানোর মত ব্যথাও থাকতে পারে। ফোস্কা সৃষ্টি হওয়া, মুখে শুকনোভাব ও তীব্র বেদনার সঙ্গে অ্যাপথাস ক্ষত থেকে সহজেই রক্তপাত হবার মত লক্ষণ থাকে। গলায় শক্ত ও রক্ত মেশানো শ্লেষ্মা সৃষ্টি করা লক্ষণের সঙ্গে ঐ ছোট ছোট ক্ষত ছড়িয়ে গিয়ে পরে একত্রিত অবস্থায় একটি বড় পিণ্ডের মত সৃষ্টি করে। ফলে একটি বড় অংশ আক্রান্ত হয়ে সেখানকার মিউকাস মেমব্রেন বিনষ্ট হয়ে যায় এবং বড় একটি ক্ষত হয়ে সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে। ঐ ক্ষতস্থানে ছোট ছোট কালচে দাগ দেখা

দেয়। গলায় খুবই বেশী বেদনার জন্য ঢোক গেলা বা কোন কিছু গেলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। সাধারণত গলার ভিতরে ফোলাভাবের অনুভূতি থাকে।

কার্বো ভেজ-এর রোগীর কফি, টক, মিষ্টি এবং নোন্তা খাবারের প্রতি একটা বিশেষ ঝোঁক থাকে। খুব ভাল এবং সহজপাচ্য খাদ্য সে খেতে চায় না। মাংস এবং দুধের প্রতি তার অনীহা দেখা যায় এবং ঐসব দ্রব্য খেলে তার পেটে গ্যাস হয়ে যায়। কার্বোভেজ এর ধাতুগত অবস্থায় রোগীর সহজেই পাকস্থলী সংক্রান্ত গোলযোগে ঘটে। ভেরিকোজ ভেইন, হার্টের শিরা সম্বন্ধীয় গোলযোগ, পূর্ণতা-বোধ ও কনজেসসন ঘটা, পেটে অত্যধিক গ্যাস হওয়া বা ফ্লাটুলেন্স, পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলযোগ ঘটা, মাথা ও মনের গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া—সম্পূর্ণ দেহ-মন শৈথিল্য প্রভৃতি উপসর্গ দ্বারা কার্বোভেজ এর ধাতুগত চরিত্রটি বোঝা যায়, রোগী দীর্ঘদিন ধরে চর্বিজাতীয় খাদ্য, খুববেশী মিষ্টি দ্রব্য, পুডিং, কড়াইশুঁটি এবং মাংস দিয়ে তৈরী খাদ্য ও সস্ এবং অন্যান্য সহজে হজম হয় না বা দুষ্পাচ্য দ্রব্যাদি খাওয়ার ফলে এবং অত্যধিক মদ্যপানে নিজেকে কার্বোভেজ-এর রোগীতে পরিণত করে থাকে। ঐ রোগীকে বেশ কিছুদিনের প্রচেষ্টায় তার পক্ষে সহজ পাচ্য ও উপকারী খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস সৃষ্টি করা এবং সেইসঙ্গে কার্বোভেজ ওষুধটি প্রয়োগ করলে তবেই সুফল আশা করা যেতে পারে। এই রোগীর পেটে বা পাকস্থলীতে জ্বালা ও ফোলাভাব, সর্বদাই ঢেকুর ওঠা, ফ্লাটুলেন্স ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হতে দেখা যায়। তার সব কিছুতেই যেন একটা পচাটে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, তার ঘামও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। তার গলা জ্বালাকরা, ঢেকুর ওঠা এবং পাকস্থলী থেকে ভুক্তদ্রব্য গলা বা মুখ পর্যন্ত অজীর্ণ অবস্থায় ওঠে আসা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়।

শীতাবস্থার শেষভাগে এই ওষুধের রোগীর বমি হতে দেখা যায়। বমি এবং ডায়রিয়া থাকতে পারে। রক্তবমি হওয়া লক্ষণের সঙ্গে দেহ বরফের মত ঠাণ্ডা, এমন কি তার শ্বাসও ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। রোগীর পালস সুতোর মত সরু এবং অনিয়মিত হতে দেখা যাবে। মূর্চ্ছা যাওয়া, চোখ-মুখ বসে যাওয়া, ঘন ও কালচে রক্ত চুঁইয়ে পড়া অথবা পিত্তযুক্ত বমি হতে দেখা যেতে পারে।

পাকস্থলীতে প্রচুর বায়ু জমে থাকায় তার পাকস্থলীটা ফুলে যাওয়ার মত বোধ হয়, সে কোন খাদ্য গ্রহণ করলেই তা যেন গ্যাসে পরিণত হয়; সে সর্বদাই ঢেকুর উঠলে কিছু সময়ের জন্য আরামবোধ করে, কার্বোভেজ-এ অন্ত্র ও পাকস্থলীতে ক্র্যাম্প বা মোচড়ানো ব্যথা, জ্বালাযুক্ত ব্যথা, উদ্বেগ এবং ফুলে বড় হয়ে ওঠা অবস্থা দেখা যেতে পারে এবং ঐরূপ অবস্থায় ঢেকুর তুললে বা বায়ু নিঃসরণে উপসর্গগুলি কম থাকে। পেটে গ্যাস জমা হলে ঢেকুর ওঠায় আরাম বোধ লক্ষণ থাকা একটা স্বাভাবিক লক্ষণ কিন্তু চায়না ওষুধটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ঐ ওষুধের রোগীর ঢেকুর উঠায় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে আমাদের ধারণা থাকে যে ঢেকুর ওঠা বা উদ্গার তোলায় রোগী আরামবোধ করবে,

কিন্তু **লাইকোপোডিয়াম** এবং **চায়নাতে** ঢেকুর তোলায় কোনরূপ আরামবোধ থাকতে দেখা যাবে না। ঐ দুটি ওষুধে রোগীর ঢেকুর তোলার পরও তার ফুলে ওঠা পেটে বায়ু ভর্তি হয়ে আছে এরূপ বোধ থেকেই যায়, এমনকি ঐরূপ বোধ বেড়েও যেতে পারে, কিন্তু কার্বোভেজ এর রোগীর ক্ষেত্রে ঢেকুর তোলার পরে আরামবোধ লক্ষণটি বিশেষভাবে নজরে পড়বে, তার মাথায় যন্ত্রণা, বাতের যন্ত্রণা বা বেদনা এবং নানা ধরনের কষ্ট ও ফুলে ওঠা অনুভূতি ঢেকুর ওঠার পরে কম থাকতে দেখা যাবে।

রোগীর উদরের পূর্ণতাবোধ তার দেহের অন্যান্য উপসর্গকে বাড়িয়ে তোলে। কার্বোভেজ-এর রোগীর বাতজনিত স্ফীতিতে এই লক্ষণটি থাকতে দেখা যায়। তার পাকস্থলীতে খাদ্য দীর্ঘক্ষণ থেকে গিয়ে পচে ও টকে যায়; সেই টকে ও পচে যাওয়া দ্রব্য পরে অন্ত্রে গিয়ে আরও বেশী করে গাঁজিয়ে ওঠে এবং শেষে পচা গন্ধযুক্ত বায়ুরূপে নির্গত হয়। পেট ফুলে থাকার জন্য সেখানে জ্বালা, শূল-বেদনা, পূর্ণতাবোধ, সংকুচিত হয়ে পড়া অথবা মোচড়ানো ব্যথা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। খাদ্য গ্রহণের পরে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা জল পানের পরে ঐ ধরনের বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলীর ক্ষত বা আলসার এবং দুষ্পাচ্য খাদ্য, মাংস দিয়ে তৈরী খাদ্য, মুখরোচক কিন্তু সহজে হজম হয় না এমন সব খাদ্য গ্রহণে পেটে গোলযোগ দেখা দিলে কার্বোভেজ ওষুধটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ঐ সব ধরনের উপসর্গ নিরাময় করতে সক্ষম।

কার্বোভেজ-এর রোগীর লিভারেও অন্যান্য যন্ত্রের মত অসাড়তা বা নিষ্ক্রিয়ভাবে এবং শৈথিল্য থাকতে দেখা যায়। লিভারটি বড় হয়ে ওঠে। পোর্টাল সিস্টেমে রক্তাধিক্য ঘটার জন্য অর্শ দেখা দিতে পারে। লিভার অঞ্চলে ফুলে ওঠা, জ্বালা ও সংবেদনশীলতা ও স্পর্শকাতরতা ও চেপে ধরার মত বেদনা থাকতে পারে।

পাকস্থলীর মত পেটের অন্যান্য অংশেও একইরূপ ফোলা ভাব, পূর্ণতাবোধ ও বায়ু জমা হওয়ার লক্ষণ দেখা যেতে পারে। যে কোন ধরনের সেপটিক ফিভারের সঙ্গে টিম্প্যানাইটিস, ডায়রিয়া, রক্ত মেশানো মল নির্গমন, পেট ফুলে থাকা ও ফ্লাটুলেন্স অবস্থা কার্বোভেজ-এ দেখা যেতে পারে। খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণের জন্য রোগীর দেহেও খুব দুর্গন্ধ থাকে। কার্বোভেজ-এর পেটে বায়ু জমা হলে সেই বায়ু অন্ত্রের কোন জায়গায় একটি লাম্প বা টিউমারের মত জমে থাকে এবং পরে সরে যায়; ঐ জমে থাকা বায়ুর জন্য পেটের এখানে-সেখানে বেদনা হয়, জ্বালা করে; যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই কার্বোভেজ-এ জ্বালা থাকতে দেখা যাবে। আক্রান্ত অংশে জ্বালা, পূর্ণতাবোধ, রক্তজমা হয়ে পূর্ণতাবোধের সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। ডায়রিয়া অথবা ডিসেণ্ট্রিতে পাতলা জলের মত রক্তমেশানো মল নির্গত হতে দেখা যায়। শিশু কলেরায় পাতলা মলের সঙ্গে আম বা মিউকাস এবং রক্তজড়ানো থাকে; অবসাদে শিশুটির দেহ যেন শুকিয়ে চুপসে যায়। তার দেহে ফেকাশে ভাব, শীতলতা এবং ঠাণ্ডা

ঘাম হতে দেখা যাবে। তার নাক, ঠোঁট ও মুখমণ্ডল চুপসে গিয়ে কুৎসিত হয়ে পড়ে। ডায়রিয়াতে রোগীর মলের চেহারা ও অবসাদের লক্ষণটি দিয়ে কার্বোভেজ-এর রোগীর বিশেষভাবে চেনা যায়। মলে যত বেশী পাতলা, কালচে বা গাঢ় রক্ত মেশানো মিউকাস থাকে ততই সেটা কার্বোভেজ-এর উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়; মলদ্বারে ও তার আশপাশে জ্বালা ও চুলকানো লক্ষণও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে। শিশুদের মলদ্বারের আশপাশের অংশ হেজে দগ্‌দগে হয়ে থাকে, লাল হয় এবং সেখান থেকে রক্তপাত ও চুলকানিবোধ থাকতে দেখা যায়। বয়স্কদের মলদ্বারে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। অন্ত্রের মিউকাস মেমব্রেনের যে কোন অংশে, পায়ারস্ গ্ল্যাণ্ডে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এই ওষুধটির চরিত্রগত লক্ষণের মধ্যেই পড়ে। রোগী চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় অসাড়ে পাতলা রক্ত মেশানো জলের মত মল চুঁইয়ে বেরোতে দেখা যায়।

মূত্রথলির পুরানো শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় প্রস্রাবে আম বা মিউকাস থাকা, বিশেষভাবে যে সব বৃদ্ধদের মুখমণ্ডল, হাত-পা শীতল থাকে এবং ঠাণ্ডা ঘাম হয় তাদের ক্ষেত্রে পুরানো শ্লেষ্মাজনিত মূত্রথলির গোলযোগে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতেও দেখা যায়।

পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই যৌন যন্ত্রাদিতে দুর্বলতা ও শৈথিল্য থাকতে দেখা যায়। পুরুষের লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের থলি শিথিলভাবে ঝুলে থাকে। সমুদয় যৌনাঙ্গেই শিথিলতা, শীতলতা ও ঘাম হতে দেখা যাবে। যৌনাঙ্গ থেকে অসাড়ে রস নিঃসরণ হতে দেখা যেতে পারে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে শিথিলতাটা একটা টেনে ধরা বা টেনে নামিয়ে আনার মত অনুভূতি দ্বারা বোঝা যায়। জরায়ুতে এইরূপ টেনে নামানোর মত বোধ, যেন সেখান থেকে সবকিছু বাইরে বেরিয়ে পড়বে এরূপ বোধ থাকায় রোগিণীর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না। জরায়ু এবং অন্যান্য যন্ত্রাদিতে ভারী এবং ঝুলে পড়ার মত বোধ থাকতে দেখা যেতে পারে।

জরায়ু থেকে কালচে রক্ত চুঁইয়ে পড়া কার্বোভেজ-এর আর একটি বিশেষ লক্ষণ। এই ওষুধটিতে প্রচুর পরিমাণে এবং হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসা রক্তপাত হতে দেখা গেলেও এক্ষেত্রে সেরূপ না হয়ে অল্প একটু একটু কালচে রক্ত চুঁইয়ে বেরোতে দেখা যায়। ঋতুস্রাবের সময় এইরূপ চোয়ানো ধরনের স্রাব প্রায় পরবর্তী ঋতুস্রাবকাল পর্যন্ত স্থায়ী হতে দেখা যায়। এই স্রাবে পচাটে, গাঢ় কালচে, এমনকি কালো রঙের ছোট ছোট ক্লট বা জমাট বাঁধা রক্তের দলা বেরোয়। অ্যাটোনি বা শক্তির অভাবজনিত দৌর্বল্য, শিথিলতা ও টিসুর দুর্বলতার লক্ষণ কার্বোভেজ-এ সর্বত্রই থাকতে দেখা যায়। রোগীর মাংসপেশী, হাত-পা, সর্ব দেহই ক্লান্ত ও শিথিল থাকে। **বেলেডোনা, ইপিকাক, সিকেলি** এবং **হ্যামামেলিসে** যে ধরনের হুড়হুড় করে রক্তপাত হতে দেখা যায়, কার্বোভেজ-এ ঠিক তার বিপরীত অবস্থা থাকে। ঐ ওষুধগুলিতে হুড়হুড় করে প্রবল স্রোতের মত রক্ত বেরিয়ে আসার পরে স্বাভাবিক

ভাবেই জরায়ুতে সংকোচন ঘটে কারণ ঐসব ক্ষেত্রে মাংসপেশীতে কিছুটা শক্তি বা টোন থাকে। কিন্তু কার্বোভেজ-এর ক্ষেত্রে প্রসবের পরে, ঋতুস্রাবে অথবা অন্য কোন কারণে জরায়ু থেকে রক্তপাত হবার পরে সেখানে সংকোচন ঘটে না, মাংসপেশীর দুর্বলতা বা এটোনির জন্য জরায়ুতে সাবইনভলিউশন অবস্থা থাকতে দেখা যাবে। প্রসবের পরে, ঋতুস্রাব অথবা আরও নানা ধরনের উপসর্গের পরে অনেক ক্ষেত্রেই যে ধরনের দুর্বলতা ও আনুষঙ্গিক অবস্থা মেয়েদের ঘটতে পারে সেইরূপ অবস্থায় কার্বোভেজ উপযোগী হয়। প্ল্যাসেণ্টা আটকে থাকার ফলে একটু একটু রক্ত চুঁইয়ে পড়তে থাকার লক্ষণের সঙ্গে হয়ত জানা যাবে যে রোগিণীর গর্ভাবস্থাতেই একটা শিথিলতা, ঢিলেঢালা ভাব, বেদনা যখন দেখা দিয়েছিল তখনও সেই শৈথিল্য ছিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই চিকিৎসকের মনে হবে যে একমাস আগেই রোগিণীকে কার্বোভেজ প্রয়োগ করা উচিত ছিল। ঐ রোগিণীকে কার্বোভেজ একটিমাত্র মাত্রা প্রয়োগের অল্প পরেই জরায়ুর সংকোচন হয়ে প্ল্যাসেণ্টা বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে। কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য নেবার প্রয়োজন হবে না।

প্রসবকালে অনিয়মিত সংকোচনের ফলে জরায়ুতে বেদনা এবং অন্যান্য যে অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয় গর্ভাবস্থায় সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগে তা দূর করা সম্ভব। কার্বোভেজ-এর উপযুক্ত লক্ষণ থাকলে ওষুধটি ঐরূপ অবস্থায় খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। গর্ভাবস্থায় গা বমি ভাব, পেটে অত্যধিক গ্যাস জমা, ঢেকুর ও বায়ু নিঃসরণে দুর্গন্ধ থাকা, খুববেশী দুর্বলতা ও শিরায় স্ফীতি ও শিথিলতার জন্য পা ফোলা প্রভৃতি লক্ষণে কার্বোভেজ উপযোগী।

বুকে বা স্তনে দুধ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া, শিশুকে স্তনের দুধ পান করাতে গেলে খুববেশী অবসাদ ও দুর্বলতা বোধ থাকলে সে ক্ষেত্রে কার্বোভেজ সেই মহিলা ও তার শিশুসন্তানের বন্ধুর মত কাজ করবে।

কার্বোভেজ-এ স্বর সংক্রান্ত নানা লক্ষণ থাকে, তাদের কিছু কিছু কোরাইজার বর্ণনার সময় পূর্বেই বলা হয়েছে। ল্যারিংক্স-এ অনেক উপসর্গই নাকে ঠাণ্ডা লাগার ফলে দেখা দেয় এবং পরে সেটা স্থায়ীভাবে ল্যারিংক্স-এ এসে বাসা বাঁধে। কখনো কখনো কার্বোভেজ-এর রোগীর ল্যারিংক্স-এ ঠাণ্ডা এসে আশ্রয় নিতে দেখা যায় যেটা প্রথমে নাকে হয় এবং পরে নিচের দিকে ল্যারিংক্স-এ যায়। প্রায় সব ওষুধেরই ঠাণ্ডা লাগার জন্য একটা নির্দিষ্ট পছন্দসই জায়গা থাকে। ফসফরাসের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ঠাণ্ডা লাগাটা ফুসফুস অথবা ল্যারিংক্স-এ আরম্ভ হয়। কিন্তু কার্বোভেজ-এ সেরূপ না হয়ে প্রথমে নাকে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি বা কোরাইজা দেখা দেয় এবং ল্যারিংক্স তার পক্ষে কেবলমাত্র একটা আশ্রয়স্থল। কার্বোভেজ-এর ঠাণ্ডাটা বুকের দিকে নেমে গেলে ব্রঙ্কিয়াল টিউব এবং ফুসফুসে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং যেখানটাই তার পছন্দসই স্থান, যেখানে সে দীর্ঘদিন ধরে থেকে যেতে পারে বলে মনে হয়। কথা বলতে গেলে ল্যারিংক্স-এ দুর্বলতাবোধ, গায়ক, বক্তা ও দুর্বল এবং শিথিল ধরনের লোকদের ল্যারিংক্স-এ ক্লান্তি বোধ, সন্ধ্যার দিকে স্বরভঙ্গ অবস্থা

দেখা দেওয়া; সারা সকাল ও দিনে রোগীর স্বর বেশ ভাল থাকলেই সন্ধ্যায় স্বর কর্কশ ও ফ্যাস্‌ফেসে হয়ে যায়; কোন কোন মারাত্মক অবস্থায় রোগীর সকালে স্বরলোপ হতে দেখা যেতে পারে কিন্তু স্বরভঙ্গ অবস্থা সন্ধ্যাতেই দেখা যাবে। কাশতে গেলে ল্যারিংক্সে-এ দগ্‌দগে বোধ এবং রোগীকে গলায় জমে থাকা শ্লেষ্মা গলা খাঁকারি দিয়ে তুলে ফেলতে হয়। এখানকার মিউকাস মেমব্রেনেও সেই দুর্বলতা ও শৈথিল্য লক্ষ্য করা যাবে; সেখানে সুস্থ টিসু গঠনেও সেরে ওঠার প্রবণতা থাকে না। ল্যারিংক্স-এ ক্ষত সৃষ্টি, সুড়সুড় করা এবং মাঝে মাঝেই গলা খাঁকারি দিয়ে ল্যারিংক্স পরিষ্কার রাখার চেষ্টা ওষুধটিতে দেখা যায়। ল্যারিংক্স-এ সুড়সুড় করার ফলে হাঁচি হতেও দেখা যায়। এইরূপ শেলষ্মাজনিত অবস্থা এবং টিসুর নতুন করে সৃষ্টি ও গঠনে দুর্বলতা ও শৈথিল্যের জন্য যক্ষ্মারোগ হবার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে।

হুপিং কাশির প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের যে সব ওষুধ আছে তাদের মধ্যে কার্বো-ভেজ অন্যতম। হুপিং কাশির মত মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠা, গলা আটকে যাবার মত অবস্থা, বমি হওয়া প্রভৃতি সবই এই ওষুধটিতে দেখা যায়, তবে সেক্ষেত্রে লক্ষণগুলি ভালভাবে প্রকাশিত না হয়ে একটা বিভ্রম দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে। সঠিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় হুপিংকাশি ৮-১০ দিনের মধ্যেই সারানো যায়, কিন্তু তা না হলে রোগটি ৬ সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় থেকে শেষে আবহাওয়ার পরিবর্তনে নিজে নিজেই কমে আসে। কাজেই হুপিং কাশিতে হোমিওপ্যাথি যে সফলভাবে কাজ করতে পারে তার প্রমাণ কার্বোভেজ-এর মত ওষুধেই পাওয়া যায়।

কার্বোভেজ-এর রোগী শ্বাসকষ্টে খুব কষ্ট পায়। দমআটকা অবস্থার জন্য সে শুয়ে থাকতে পারে না। বুকের ভিতরে দুর্বলতায় তার মনে হয় যেন সে আর শ্বাস নিতে পারবে না এরূপ অবস্থা, কখনো হার্টের দুর্বলতায়, আবার কখনো শেলষ্মায় বুকের ভিতরটা ভর্তি হয়ে থাকার জন্য দেখা দেয়। হাঁপানি কাশিও এই ওষুধে সারানো যায়। হাঁপানির টান ওঠা অবস্থায় হয়ত রোগীকে কোন খোলা জানালার ধারে বসে থাকতে অথবা পরিবারের কাউকে দেখা যাবে রোগীকে জোরে জোরে হাওয়া করতে। ঐ অবস্থায় রোগীর দেহ শীতল, চোখ, নাক, মুখ বসে যাওয়া বা চুপসে যাওয়া এবং ত্বকে মৃতের মত ফেকাশে হয়ে পড়তে দেখা যায়। রোগীর নাকের বা মুখের কাছে হাত নিয়ে গেলে তার শ্বাসও ঠাণ্ডা বোধ হয় এবং তাতে দুর্গন্ধ থাকে। তার দেহের তুলনায় হাত ও পায়ের দিকটা অনেক বেশী শীতল থাকে, ত্বকে শীতলতা থাকলেও তার দেহ উষ্ণ বোধ হয়, সে হাওয়া চায়।

কার্বোভেজ এ ঘড়্‌ঘড়ে কাশির সঙ্গে ওয়াক্‌ ওঠা এবং বমি হওয়া দেখা যেতে পারে। সকালের দিকে ঘড়্‌ঘড়ে শ্লেষ্মায় রোগীর বুক ভর্তি থাকে এবং যখনই সে কেশে সেই শ্লেষ্মা তুলে ফেলার চেষ্টা করে তখনই তার গলায় আটকাবোধ অথবা বমি হতে

দেখা যায়। বুকে জমে থাকা শ্লেষ্মার জন্য দিনের যে কোন সময় একটা অদ্ভুত ধরনের মুখ ও গলায় আটকাবোধ অর্থাৎ গ্যাগিং ও চোকিং অবস্থা এবং ওয়াক্ ওঠার মত হতে পারে। শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে সে খুব কষ্টবোধ করে। শ্লেষ্মা ঘন, শক্ত ও হলদেটে হয়ে থাকে।

কখনো কখনো কঠিন, শুকনো, খক্‌খকে কাশি হতে দেখা গেলেও শেষে অনেকক্ষণ কাশি হবার পরে সেটা নরম হয়ে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠে আসতে দেখা যাবে। শুকনো খক্‌খকে কাশি হলেও বুকে ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ শোনা যায়, কাশতে কাশতে রোগী অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে, দমআটকাবোধ এবং ঘাম দেখা দেয়। মাঝে মাঝেই দমকা কাশি হয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকতে দেখা যায় এবং পরিশেষে রোগী বেশ খানিকটা ঘন শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে সমর্থ হয়। দমকা কাশির কষ্টে তার শ্বাসকষ্ট বা দমআটকা বোধ দেখা দেয়, চোখ, মুখ চুপসে যায়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে এবং ঘাম হতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে কার্বোভেজ প্রয়োগে রোগীর বুকের মাংসপেশীর শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং শ্লেষ্মা তখন সহজে তুলে ফেলা সম্ভব হয়, দমআটকা ভাব, কাশির দমক, ওয়াক্ ওঠা ও শ্বাসকষ্ট কমে যায় এবং রোগী সাময়িকভাবে আরামবোধ করে। শ্বাসকষ্ট এবং বুকের দুর্বলতাসহ অনেক আরোগ্যের অতীত অবস্থায় ওষুধটি প্যালিয়েটিভ হিসাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ব্রাইটস্ ডিজিজ, যক্ষ্মা, ক্যান্সারজনিত উপসর্গ প্রভৃতিতে কার্বোভেজ রোগীর তীব্র কষ্ট ও ভয়াবহ লক্ষণগুলিকে কমিয়ে তাকে অনেকটা আরাম দিতে পারে।

হুপিং কাশির প্রথম অবস্থায় এই ওষুধটি দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা যায়। কাশতে কাশতে রোগী বুকের ভিতরে টন্‌টনে ব্যথা বোধ করে, এবং তার সারা বুকে এত বেদনা হয় যে তার মনে হয় যেন তার সারা বুকেই লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে। সারা-রাতই তার কাশির দমক চলতে থাকে। **ল্যাকেসিসের** মতই এই রোগীরও রাতে বুকের মধ্যে কাশির দমক চলতে দেখা যাবে। ঘুমের মধ্যেই কাশির দমকে ও শ্বাসকষ্টে সে জেগে ওঠে, দেহ ঘামে ভিজে থাকে। দু'তিন ঘণ্টা একটু ভাল থাকার পরে হয়ত আবার একঘণ্টা ধরে তার কাশির দমক চলতে থাকে, সারারাতই এইভাবে চলে। তার বুকের ভিতরে শ্লেষ্মা জমতে থাকে, বুকে ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ হয় এবং রোগী বুঝতে পারে যে একটু পরেই তার আবার কাশির দমক আসবে।

হাঁপানি রোগে এরূপ অবস্থা রোগীর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থাকে। যেসব হাঁপানি কাশিতে শ্বাসকষ্ট এত বেশী থাকে এবং অক্সিজেনের আংশিক অভাবে মাথার পিছন দিকে অক্সিপিটাল অংশে বেদনাসহ রোগী পাখার হাওয়া পেতে চায়, সেইক্ষেত্রে কার্বোভেজ খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যাবে।

দীর্ঘস্থায়ী এবং ভুলভাবে চিকিৎসিত নিউমোনিয়ায় যখন ব্রঙ্কাইটিসও কিছুটা থেকে যেতে দেখা যায়, হেপাটাইজেশন অবস্থাসহ ফুসফুস ও ব্রঙ্কিয়াল টিউবেও প্রদাহের চিহ্ন থেকে যায় এবং বুকে খুব দুর্বলতা, বিশেষভাবে কাশতে গেলে দুর্বলতা বেশী হতে দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রে কার্বোভেজ প্রয়োগের প্রয়োজন হতে

পারে। শ্বাসক্রিয়া চালাতে এবং কেশে বুকের শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে বুকের মাংসপেশীতে যে জোর থাকা দরকার, এই রোগীর মনে হয় যেন তার সেই মাংসপেশীতে দুর্বলতার জন্যই সে ভালভাবে শ্বাস নিতে বা কাশতে পারছে না। নিউমোনিয়ার হেপাটাইজেশন অবস্থার শেষভাগে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ওঠা, ঠাণ্ডা শ্বাস, ঠাণ্ডা ঘাম এবং পাখার বাতাস চাওয়া লক্ষণগুলি থাকলে কার্বোভেজ খুবই ফলপ্রদ হবে। ফুসফুসে পক্ষাঘাত হবার সম্ভাবনার সঙ্গে উপরের লক্ষণগুলি থাকলে, অথবা হাঁপানিতে বেশ কিছুদিন ভোগার পরে যক্ষ্মারোগের টিউবারকল্ ফুসফুসে দেখা দিয়ে উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টি হলে সেই অবস্থার প্রথমদিকেই যদি কার্বোভেজ প্রয়োগ করা যায় তা হলে যক্ষ্মারোগ সৃষ্টি রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

বুকে ও ফুসফুসে বেদনা ও জ্বালাবোধ থাকে। বুকের পাশের দিকে, স্টার্নামের পিছনের অংশে ট্রেকিয়ার সবটা জুড়ে জ্বালা থাকতে পারে; কাশতে গেলে জ্বালা আরও বেড়ে যায়, শ্বাসক্রিয়ার সময়েও বুকের ভিতরে একটা দগ্‌দগে বোধ থাকতে পারে। রোগীর মনে হয় যেন তার বুকের উপরে খুব ভারী একটা বোঝা চাপানো হয়েছে, সেইজন্য সে বুকে খুব চাপবোধ করতে থাকে।

রোগীর হার্টেও নানা ধরনের গোলযোগ থাকতে দেখা যেতে পারে, রোগীর দেহের শিরাগুলি অত্যধিক রক্তে ভর্তি হয়ে থাকে। ফলে শিরাগুলির স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। শিরাগুলিতে শৈথিল্য থাকায় হার্টে রক্তোচ্ছ্বাস অথবা নানা-ধরনের উল্টো-পাল্টা হার্টের ক্রিয়ার শব্দ অথবা দেহের বিভিন্ন অংশে অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি দেখা দিতে পারে। সারাদেহে পালসেশনের অনুভূতি, যেন সারা দেহে উত্তাপের ঝলক ছুটে চলেছে এরূপ বোধের সঙ্গে ঘাম হতে থাকা প্রভৃতি থাকা সম্ভব।

কার্বোভেজ-এর উপযোগী উপসর্গ যুবক-যুবতীদের দুর্বল দেহে, মধ্য বয়সেই বার্ধক্য দেখা যাচ্ছে এমন অবস্থায় অথবা বৃদ্ধদের স্বাভাবিক ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় দেখা দিয়ে থাকে। বৃদ্ধদের শিরায় স্ফীতি অথবা শিরায় পূর্ণতাবোধের সঙ্গে হাত-পা শীতল থাকলে এই ওষুধটি তাদের কষ্টলাঘবে খুব সাহায্য করবে। প্যালপিটেশনের সঙ্গে রক্ত চুঁয়ে পড়া, হার্টের ক্রিয়ায় অস্বাভাবিকতার জন্য রোগীর মনে হয় যেন তার বুকের ধক্‌ধকানি এক বড় যন্ত্রের মত ধাক্কা দিয়ে চলেছে এবং তাতে তার সারা দেহেই ঝাঁকুনি লাগছে।

রোগীর নাড়ী বা পালসের অবস্থা এতই দুর্বল ও ক্ষীণ থাকে যে বোঝাই যায় না। নাড়ীতে রক্তের পরিমাণ বা ভলিউম বেশী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা থাকে না। সম্পূর্ণ রক্ত চলাচল পদ্ধতিতেই দুর্বলতা ও শৈথিল্য থাকে ফলে পালস অনিয়মিত, সবিরাম ও দ্রুত হয়। ক্যাপিলারীতে রক্ত জমে থাকে, শিরায় ও মাংস-পেশীতে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার জন্য হার্টের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। হার্টের অঞ্চলে জ্বালাবোধ প্রভৃতির সঙ্গে অদ্ভুত ধরনের একটা উদ্বেগ থাকতে দেখা যায় এবং তার ফলে রোগীর মনে হয় যেন সে মরতে চলেছে অথবা

যেন তার কোন একটা বিপদ ঘটতে যাচ্ছে। হার্টের ক্রিয়ায় শৈথিল্য সে অনুভব করতে পারে এবং নিজেও ক্লান্তিবোধ করতে থাকে।

হাত-পায়ের উপসর্গের কথায় পূর্বেই শীতলতা, শীতল ঘাম প্রভৃতির বর্ণনায় প্রায় সব কথাই বলা হয়েছে। ধাতুগত গোলযোগের সঙ্গে যদি পায়ের দিকে সহজে সারতে চায় না এরূপ ধরনের শিরায় স্ফীতিজনিত ক্ষত বা ভেরিকোজ আলসার দেখা দেয় তা হলে সেক্ষেত্রে কার্বোভেজ খুবই ফলপ্রদ হবে। পায়ের গাঁট বা অ্যাঙ্কল্-এর উপরের অংশে ঐ ধরনের ক্ষত দেখা দিতে পারে এবং সেই ক্ষতে নিষ্ক্রিয়ভাব ও পাতলা জলের মত অথবা ঘন, রক্ত মেশানো ও হাজাকর স্রাব বা রস গড়াতে দেখা যেতে পারে; ঐ ধরনের ক্ষতে জ্বালা থাকে, আক্রান্ত অঙ্গ ফুলে যায়। রক্ত চলাচলে খুববেশী শিথিলতার জন্য গ্যাংগ্রীনের মত অবস্থাও দেখা দিতে পারে, বিশেষ-ভাবে বৃদ্ধদের ফেনাইল গ্যাংগ্রীনে ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যাবে। আক্রান্ত অঙ্গ, পায়ের আঙ্গুল এবং পায়ের অন্যান্য অংশ শুকিয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখা যায় এবং আক্রান্ত স্থানটাতে ঘোলাটে বা মাটি মাটি রঙ হতে দেখা যেতে পারে। ক্ষতের উপরে ফোস্কা সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে পাতলা রক্তমেশানো রস বা স্রাব চুঁইয়ে বা গড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। সেখানটায় আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা করে, অস্থি-সন্ধিতে আড়ষ্টতা বা শক্তভাব দেখা দেয়। পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে অসাড়-ভাব এবং হাজাকর ঘাম হয়। শোয়া অবস্থায় দেহের যে অঙ্গ চাপা পড়ে সেখানে অসাড়বোধ হতে দেখা যায়। রোগী ডানদিকে চেপে শুয়ে থাকলে তার ডান হাতে অসাড়বোধ হয়, সে বাম দিকে ফিরে শুলে তার বাম বাহুতে অসাড়বোধ দেখা দেয়। তার দেহের রক্ত চলাচল ব্যবস্থা এতই দুর্বল থাকে যে সামান্য চাপেই রক্ত চলাচল কমে বা বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে অসাড়তা দেখা দেয়। আক্রান্ত অংশের ত্বক খুব ঠাণ্ডা থাকে। তার হাত ও পায়ের দিকে শীতলতা, দুর্বলতা, সর্বদাই ক্লান্তিবোধের জন্য দৈহিক বা মানসিক কোনরূপ কাজ করার প্রতি রোগীকে বীতস্পৃহ হতে দেখা যায়। সামান্য একটু পরিশ্রমেই তার মনে হয় যেন সে অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং দেহ অবসাদে ভেঙ্গে পড়বে বা কোল্যাপ্স দেখা দেবে।

ঘুমের মধ্যে রোগী নানা ধরনের স্বপ্ন দেখে। দম আটকা বা শ্বাসকষ্টে রোগী জেগে ওঠে, তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, বিশেষভাবে রোগীর হাঁটু বেশী ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। ঘুমোবার সময় রোগী তার পা ভাঁজ করে রাখে, ঘুম হবার পরও তার মধ্যে সতেজভাব জাগে না। রোগী নানারূপ ভীতিকর স্বপ্ন দেখে, আগুন ধরে যাবার, চোর-ডাকাতের ভয়াবহ সব স্বপ্ন দেখে। উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং মাথায় কনজেসসন হবার ফলে তার ঘুম ব্যাহত হয়। মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটে, এবং রোগীর কাছে তার মাথাটা গরমবোধ হয় কিন্তু স্পর্শে তার মাথা ঠাণ্ডাই থাকতে দেখা যায়। বুকের মধ্যে উষ্ণ বা গরমবোধ থাকলেও বাইরের অংশ স্পর্শ করলে শীতল থাকতে দেখা যাবে। পেটেও একই লক্ষণ থাকে। দেহের অভ্যন্তরে

উত্তাপ ও জ্বালাবোধ কিন্তু বাইরের অংশে শীতলতা কার্বো ভেজ-এর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

কার্বো ভেজের রোগীর তীব্র ধরনের জ্বর থাকতে দেখা যায়। জ্বরের তীব্রতার সঙ্গে তীব্র ধরনের কম্প ও শীত ভাব থাকে। শীতাবস্থায় তার দেহ শীতল থাকে কিন্তু তখন রোগী ঠাণ্ডা জল পান করতে চায় কিন্তু জ্বরের উত্তাপ যখন আসে তখন তার কোন জল পিপাসা থাকে না। এই লক্ষণটি খুবই অসাধারণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ, সাধারণত জ্বরের উত্তাপ অবস্থাতেই স্বাভাবিক ভাবে তৃষ্ণা থাকা উচিত কিন্তু এই রোগীর কম্প ও শীত ভাবের মধ্যে, এমন কি যখন শীতল ঘাম হতে থাকে তখনও শীতল জল পানের জন্য তৃষ্ণা থাকে কিন্তু উত্তাপ বা জ্বরের অবস্থায় কোন পিপাসাই থাকে না। কার্বোভেজ-এর জ্বরাবস্থার এই লক্ষণটি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এই ওষুধটির শীতাবস্থায় রোগীর দেহের একদিকে স্বাভাবিক উত্তাপ বা উষ্ণতা এবং অপর দিকটাতে শীতলতা থাকে। শীতাবস্থায় দেহ বরফের মত শীতল থাকতে দেখা যায়, দেহের একদিকের শীতলতা অথবা সর্বত্রই শীতলতার সঙ্গে প্রবল তৃষ্ণা থাকে। সহজেই ঘাম, বিশেষভাবে মাথা ও মুখমণ্ডলে সামান্য কারণেই ঘাম হতে দেখা যায়। রাত্রিতে অথবা সকালে অবসাদকর ঘাম হয়। ঘাম প্রচুর পরিমাণে টক বা পচাটে গন্ধ যুক্ত হতে দেখা যায়।

পীত জ্বর, খারাপ ধরনের টাইফাস ও টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি এই ওষুধটিতে সৃষ্টি হতে পারে। জ্বরের অবস্থা কিছুটা কমে যাবার পরে রোগীর দেহে দীর্ঘসময় ধরে থাকা শীতভাবের সঙ্গে দেহের প্রতিক্রিয়ার অভাব থাকতে দেখা যায়। তার দেহ, বিশেষভাবে হাঁটু, শ্বাস, ঘাম সবই শীতল থাকলেও তার জন্য তার বিশেষ কোন তাপ-উত্তাপ বোধ হতে দেখা যায় না। রোগীর মুখমণ্ডলে মৃতের মত ছাপ পড়ে, সায়ানোসিসের মত অবস্থা দেখা দেয়, হাত ও পায়ের দিকে শীতলতা বিশেষ ভাবে থাকতে দেখা যায়! পীতজ্বরের শেষ অবস্থায় যখন খুব বেশী রক্তপাত হবার জন্য দেহ, বিশেষভাবে মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ও ফেকাশে দেখায় তখন কার্বো ভেজ প্রয়োজন হতে পারে। তীব্র ধরনের মাথাধরা, দেহে কাঁপুনি, তীব্র ধরনের অবসাদগ্রস্ত অবস্থা বা কোল্যাপ্স-এর সঙ্গে শ্বাস ও ঘাম শীতল হওয়া, নাক শীতল থাকা, নাক ও মুখ চুপসে যাওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে। রোগীর আন্তিক শক্তির অভাব বা দুর্বলতার দ্বারাই কার্বো ভেজ-এর উপযুক্ততার বিষয়ে অনেকটা বোঝা বা জানা যায়। যে কোন উপসর্গের তীব্র আক্রমণের পরে রোগীর দেহে শৈথিল্য এবং প্রতিক্রিয়ার অভাব থাকতে দেখা যায়। যে সব দুর্বল লোকেদের শরীরে শ্বাসকষ্ট, শীতলতা, প্রচুর ঘাম, অবসাদ ও কোল্যাপ্স দেখা দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তাদের জন্য কার্বো ভেজ অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে।

সার্জিক্যাল শক্ হবার ফলে যখন রোগীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম এবং ঠোঁট নীলচে হয়ে কোল্যাপ্স-এর অবস্থা দেখা দেয় এবং অপারেশন-জনিত শক্ লাগায় যখন সে প্রায় মরতে বসেছে এইরূপ অবস্থায় কার্বো ভেজ

রোগীটির প্রাণ বাঁচাতে পারে। সার্জিক্যাল অপারেশনের পরে শক্ হলেও কোনরূপ প্রদাহ সৃষ্টি হবার মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা রোগীর থাকে না, তার হার্টও দুর্বলতার জন্য প্রদাহ সৃষ্টি করবার পক্ষে অনুপযুক্ত থাকে। সাধারণত এবং স্বাভাবিক ভাবে যখন দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে তখনই প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে ; কিন্তু সে রোগীর দেহে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না সে ক্ষেত্রে কার্বো ভেজ একটি অন্যতম ফলপ্রদ ওষুধরূপে কাজ দেবে।

কার্বোনিয়াম সালফিউরেটাম
(Carbonium Sulphuratum)

এই ওষুধটির উপসর্গগুলি এবং লক্ষণাদি প্রধানত সকালে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রে বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলেও দুপুরের আগে, বিকেলে এবং মধ্যরাত্রির পূর্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী হতে দেখা যায়। এই ওষুধটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল এবং খুবই প্রয়োজনীয় হলেও এটিকে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করা হয় না। খোলা হাওয়া এবং দরজা জানালা খোলা রাখার জন্য রোগীর খুববেশী ইচ্ছা থাকে, খোলা হাওয়ায় সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে কিন্তু হাওয়ার ঝাপটায় বা ঝড়ো হাওয়ায় তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপানের ফলে অথবা মদজাতীয় উত্তেজক পানীয় গ্রহণের ফলে যাদের শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ে তাদের পক্ষে ওষুধটি খুব উপযোগী। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঁচুতে উঠতে হলে রোগী দুর্বল ও দমআটকা বোধ করে। স্নান করার ফলে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সকালে জলখাবার গ্রহণের পরে অনেক উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ক্যান্সারের অগ্রগতি রোধ করতে (**গ্র্যাফাইটিসের**) মত এবং লুপাস জাতীয় ক্ষত সারাতে ওষুধটিকে খুবই কার্যকরী হতে দেখা যায়। যে কোন আবহাওয়ার পরিবর্তনে, বিশেষভাবে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগীকে খুববেশী সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। ক্লোরোসিস, অল্পবয়সী বা যুবতীদের মধ্যে বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়া এই ওষুধটিতে সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। পুরাতন বাত বা রিউম্যাটিজম্-এ যখন অস্থি-সন্ধি আক্রান্ত হয় তখন ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। রোগীর দেহের বাইরের অংশে কাপড়-চোপড় পরায়ও সংবেদনশীল থাকে, ঠাণ্ডা এবং উত্তাপ এই দুইয়েতেই তাকে সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। শীতলতা সাধারণভাবে তার উপসর্গ বৃদ্ধি করে অথবা উপসর্গ সৃষ্টির সহায়ক হয়। রোগীর সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় অথবা অত্যধিক উত্তাপ অবস্থার পরে ঠাণ্ডা লাগলে তার উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। কোল্যাপ্স অবস্থায় **কার্বো ভেজ**-এর মতই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। দেহের বিভিন্ন অংশে এবং যন্ত্রাদিতে খুববেশী রক্ত জমে থাকা অবস্থা বা স্টেসিস লক্ষ্য করা যায়। দেহের যে কোন অংশে সংকোচন ঘটার ফলে রোগীর মনে হয় যেন সেখানটা শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে বা বেঁধে রাখা হয়েছে। হার্টেও অনুরূপ সংকোচন

বোধ থাকতে পারে। মৃগীরোগের মত এবং ক্রনিক অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে মাংসপেশীতে আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ও প্রসারণ ঘটা অবস্থায় ওষুধটিকে কার্যকরী হতে দেখা যায়। দেহ ও মনের খর্বতা, শিরা ও ধমনীতে স্ফীতি এবং ভেরিকোজ ভেইন, হাত ও পায়ের দিকে ঈডিমা বা ফোলাভাব প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটিতে রোগীর উপসর্গ খাবার পরে কমে যেতে অথবা বৃদ্ধি পেতেও দেখা যেতে পারে। রোগীর দেহের মাংসপেশী ক্রমশ শীর্ণ হতে থাকে, লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় হয়ে ওঠে। মূর্ছা বা অজ্ঞান হয়ে পড়ার পরে জ্ঞান ফিরে এলেও হতবুদ্ধিভাব ও স্মৃতিশক্তিলোপ হবার মত অবস্থা থাকে। রোগীর পা ভিজে বা ঠাণ্ডা থাকলে, চর্বি জাতীয় খাদ্য, দুধ, উষ্ণ খাদ্য প্রভৃতি গ্রহণে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে কিন্তু উষ্ণ পানীয় গ্রহণে কম হতে দেখা যায়। সাধারণভাবে শিরায় রক্তাধিক্য এবং দেহের অভ্যন্তরভাগে পূর্ণতাবোধ থাকতে দেখা যায়। অস্থি-সন্ধিতে গেঁটেবাতজনিত অবস্থা, নিষ্ক্রিয়ভাবে দেহের কোন অংশে রক্তপাত হওয়া, দেহে স্বাভাবিক উত্তাপবোধের অভাব, দেহের ভিতরে ও বাইরের যে কোন অংশে ভারীবোধ, গ্ল্যাণ্ডের টিসু বৃদ্ধি ও শক্ত হয়ে পড়া অবস্থা, খুববেশী ক্লান্তির জন্য সর্বদাই শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করা প্রভৃতি লক্ষণ ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

রোগীর অনেক উপসর্গই ঝাঁকুনি লাগা এবং উঁচু-নিচু করে পা ফেলে হাঁটতে হলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। দেহের কোন কোন অংশের ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনে অসাড়-বোধ থাকতে দেখা যেতে পারে।

মাংসপেশীতে কোনরূপ চাপ পড়লেই দুর্বলতাবোধ হয়। রোগী শুয়ে থাকলে মাথা ও শ্বাস-সংক্রান্ত গোলযোগ ছাড়া অন্যান্য উপসর্গ কম থাকে। ঋতুস্রাব শুরু হবার পূর্বে ঋতুস্রাব চলাকালীন এবং ঋতুস্রাব হয়ে যাবার পরেও উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। নড়াচড়াতে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় বলে রোগী নড়াচড়া করতে ভয় পায়। প্রচুর পরিমাণে, ঘন ও চটচটে বা আঠালো শ্লেষ্মা উঠতে দেখা যায়। কোন একটা অঙ্গে অথবা যে দিকটা চেপে রোগী শুয়েছে সেদিকটায় অসাড়-বোধ হয়ে থাকে, দেহে রক্তোচ্ছ্বাস অথবা রক্তস্রোতের প্রাবল্যের অনুভূতি হয়। অস্থি ও গ্ল্যাণ্ডে বেদনা, দেহের যে কোন অংশে নানা ধরনের বেদনা দেখা দিতে পারে। বেদনা ঘন ঘন এবং অল্পসময় স্থায়ী হয়, একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানেও বেদনা দেখা দিতে পারে। দেহ, হাত-পা প্রভৃতি অংশে থেঁতলে যাবার মত অথবা টনটন করা ব্যথা, দেহের ভিতরে ও বাইরে জ্বালাকরা ব্যথা, কেটে যাওয়া, ঝাঁকুনি লাগা, ঝিলিক দিয়ে যাবার মত ব্যথা দেখা দিতে পারে। চেপে ধরা বা চাপ লাগার মত ব্যথা, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোর মত ব্যথাও হতে পারে। দেহের যে কোন একদিকে, যে কোন একটি যন্ত্রে পক্ষাঘাতের সঙ্গে বেদনা-হীনতা থাকতে পারে। দেহের সর্বত্র পালসেশনবোধ, আক্ষেপযুক্ত পালস, কখনো দ্রুত, কখনো আবার খুব ধীরে চলতে দেখা যায়। জ্বরের সঙ্গে অথবা জ্বর ছাড়াই বাতের উপসর্গ থাকতে পারে; বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীলতা দেখা দেয়।

বেদনা দেখা দেবার পরে এবং দাঁড়িয়ে থাকলে রোগী বেশী কষ্টবোধ করে বা তার কোন কোন উপসর্গ বেশী হতেও দেখা যায়। তার হাত-পায়ে আড়ষ্টতা বা শক্তভাব গ্রীষ্মের উত্তাপে উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া, গ্ল্যাণ্ডে শোথের মত অবস্থা ও ফোলাভাব থাকা, দেহের সর্বত্রই কাঁপুনি থাকা, ফুসফুস ও অন্ত্রে যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হবার প্রবণতা দেখা দেওয়া, মাংসপেশীতে শিহরণ হওয়া, মদ্যপানের পরে উপসর্গ দেখা দেওয়া অথবা বৃদ্ধি পাওয়া, হাঁটাচলা করলে; বিশেষত খোলা হাওয়ায় ঘুরলে উপসর্গ বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। রোগী গ্রীষ্মের উত্তাপে এবং শীতকালের ঠাণ্ডায়—এই দুইটিতেই কষ্টবোধ করে। সে গরমে গরম কাপড় জামা পরলে, গরম বা উষ্ণ বিছানায়, উষ্ণ ঘরে বেশী কষ্টবোধ করে কিন্তু তবুও সে ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকে। দীর্ঘদিন ধরে যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা সকালের দিকে অত্যধিক দুর্বলতাবোধ করলে, গ্রীষ্মকালীন উত্তাপে, ঋতুস্রাব কালে অথবা মল ত্যাগের পরে খুববেশী দুর্বলতাবোধ করলে এই ওষুধটি প্রয়োজন হতে পারে। সকালের দিকে বেদনাকর ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

রোগী এত বেশী অন্যমনস্ক থাকে যে প্রায়ই তার হাত থেকে জিনিসপত্র পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়, তার সঙ্গে কথা বলার সময়ও সে অন্যমনস্ক থাকে। সকালে, সন্ধ্যায় রাত্রিতে মধ্যরাত্রির পূর্বে রোগীর নিজস্ব বিবেক, ন্যায়পরায়ণতা বা সততার বিষয়ে উদ্বেগ দেখা দেয় এবং সে ভীত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের চিন্তায় ভীতি দেখা দেয়, ঋতুস্রাবের পূর্বে উদ্বেগ ও ভীতি বিশেষ ভাবে দেখা দিতে পারে। ডিলিরিয়াম বা আচ্ছন্নতার ঘোরে রোগী জিনিসপত্র কামড়ায়, কখনো কখনো সে খামখেয়ালী হয়ে পড়ে। সকালের দিকে অনেকটা বায়ুনিঃসরণ হলে রোগীকে বেশ উৎফুল্ল থাকতে দেখা যায়। সে লোকের সঙ্গ পছন্দ করে না, পড়াশোনা করবার সময় মনঃসংযোগ করা তার পক্ষে কঠিন হয়; সকালে ঘুম থেকে উঠলে, মানসিক পরিশ্রমে, মাথায় বেদনা থাকলে তার মধ্যে একটা বিভ্রম বা বিচলিত ভাব দেখা দেয়, তাকে অনেকটা মাতালের মত বোধ হয়, বা মাদকদ্রব্য সেবীর মত আচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। খুব সামান্য ব্যাপারেও তার বিবেক বা ন্যায়পরায়ণতার বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে। রাত্রিতে আজগুবি সব কল্পনা বা ভাবনা দেখা দিলে রোগী আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রলাপ বকে এবং কামড়াতে চায়। নানা ধরনের কাল্পনিক দৃশ্য দেখে তারা রাত্রিতে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে হতাশা, অসন্তোষ, ভীরুতা ও হতবুদ্ধিভাব দেখা দেয়। সে সহজেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে; সকালে, রাত্রিতে সে মরে যাবার, পাগল হয়ে যাবার, মন্দ ভাগ্যের কথা চিন্তা করে এবং ভয় পায়; অপরিচিত লোকজন এবং অন্ধকারে হাঁটা-চলা করতেও সে ভয় পেয়ে থাকে। খুব সহজেই রোগী ভীত হয়ে পড়ে। সব বিষয়ে সে ব্যস্ততা অনুভব করে, তার হাব-ভাবে হিস্টিরিয়া-গ্রস্তের মত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। তার মধ্যে দৃঢ়সংকল্পের অভাব, উদাসীনতা ও মানসিক শৈথিল্য থাকতে দেখা যায়। একগুঁয়েমি সকালের দিকে বেশী হয়, জড়বুদ্ধি ভাব ও উন্মাদভাবও দেখা দিতে পারে। রোগীর মনে প্রথমে নানাধরনের

ভাবনার আধিক্য থাকে, পরে বিভ্রম ও হতবুদ্ধিভাব দেখা দেয়। মনোভাবের পরিবর্তনশীলতা দেখা যেতে পারে। বিষণ্ণতা, সামান্য কারণেই অসন্তুষ্টি, ক্রোধ, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি দেখা যায়। সন্ধ্যায় শীতভাবের সঙ্গে, জ্বরের উত্তাপের সঙ্গে ঘর্মাবস্থায় রোগী বিষণ্ণতাবোধ করে এবং রাত্রিতে খুব অস্থিরতা দেখা দেয়। কখনও সে গান গায় বা শিস্ দেয়, কখনো চুপচাপ নির্জনে বসে থাকে। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায় না। কখনো আবার উন্মত্ত ভাবে জানলা থেকে লাফিয়ে পড়ে; নিজের হাতের দিকে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ঘুমের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে, সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে খুববেশী কথা বলা কিন্তু শেষে একেবারেই কথা বলতে না চাওয়া, ঘুমের মধ্যে কথা বলা, ঘুমের মধ্যে নানা রূপ ভীতিকর ভাবনা দেখা দেওয়া, ভীরুতা অচেতন হয়ে পড়া অবস্থা, ঘুমের মধ্যে খুববেশী কাঁদা ও পরে হাসা আবার কাঁদা, সকালে ঘুম থেকে উঠলে মাথা-ঘোরা, বিকেলে, সন্ধ্যায়ও মাথাঘোরা অবস্থা খোলা হাওয়ায় ঘুরলে কম বোধ হওয়া, মাসিক ঋতুস্রাবের সময়, বসে থাকা অবস্থায় অথবা নিচে ঝুঁকলে মাথাঘোরার রোগীকে মাতালের মত টলতে অথবা টলে পড়ে যাবার মত প্রভৃতি অবস্থায় দেখা যেতে পারে।

কপালে শীতলতা, সংকোচনবোধ, মনে হয় যেন কিছু দিয়ে কপালের চারধারে ঘিরে বেঁধে রাখা হয়েছে, অক্ষিপুটেও ঐরূপ বোধ থাকতে পারে। মাথার চাঁদিতে বা স্ক্যাল্প-এ খুস্কি হওয়া, মাথায় শূন্যতাবোধ; মাথায় উদ্ভেদ দেখা দেওয়া, উদ্ভেদে মামড়ীপড়া; একজিমা হয়ে ভেজা ভেজা থাকা, চুলকানো, ফুস্কুড়ি হওয়া, বেদনা ও টনটন্ করা ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মাথায় ভারীবোধ, হাঁটতে গেলে মনে হয় যেন মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যাবে; সকালের দিকে জলখাবার গ্রহণের পরে মাথায় ভারবোধ বেশী হয়। মাথায় খুববেশী চুলকানো, মাথা নাড়াতে গেলে মাথায় যেন কিছু থির থির করে কাঁপে বলে মনে হয়। মাথার চুল ঝরে যায়, মাথার তালুতে এবং কপালে উত্তাপবোধ এবং মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তচলাচল হতে দেখা যেতে পারে। স্ক্যাল্প এ ছোট ছোট নডিউল হয় এবং সেগুলি স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, মাথার তালু বা ভারটেক্স অংশে অসাড়বোধ, সকালে বিছানায় থাকা অবস্থায়, সকাল ৯টা নাগাদ, বিকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রি ১০টা নাগাদ মাথায় বেদনা দেখা দেয় এবং খোলা হাওয়ায় বেদনা কমে যায়; কিন্তু, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে, চুল বাঁধলে, জলখাবার গ্রহণের পরে, দুপুরে খাবার পরে, দেহ কোনভাবে উত্তপ্ত হলে, ঝাঁকুনি লাগলে, ঘুমের পরে, মলত্যাগের পরে বা উষ্ণ ঘরে থাকলে মাথার ব্যথা বৃদ্ধি পায়। মাথায় ঠাণ্ডা লাগার ফলে মাথাধরা, জ্বরের শীতভাব ও উত্তাপ অবস্থায় মাথাধরা থাকতে দেখা যায়। মাথাধরার সঙ্গে ঘাড়েও বেদনা থাকে। মাথায় নাড়াচাড়া লাগলে, চিন্তা ভাবনা অথবা পড়াশোনা করলে মাথায় টিপ্‌টিপ্ করা পালসেশন বোধ, সকাল থেকে সারাদিন ধরে থেকে যাওয়া, তীব্রধরনের মাথাধরা, দুপুরের আগে খুব বেড়ে

যায়। মাথায় একদিকে, বিশেষভাবে বামদিকে মাথায় যন্ত্রণা হতে দেখা যায়। সকাল ৬টা নাগাদ মাথার দুইধারে পালসেশন সহ ব্যথা, কপাল ও মাথায় দুইধারের দিকে কিছু ঢুকিয়ে বা বিঁধিয়ে দেবার মত বেদনা, মাথার তালুতে ব্যথা ও জ্বালা করা, রাত ১০টা নাগাদ কপালে ও মাথার পিছনদিকে কেটে যাবার মত ব্যথায় টেনে ধরা অথবা জোরে চাপ দেবার মত বোধ হয়। স্ক্যাল্প-এ স্পর্শকাতরতায় চিরুনী বা ব্রাশ লাগাতে পারে না, অক্সিপুট ও টেম্পল অংশে টিপ্‌টিপবোধ এবং মাথায় বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত বোধ হতে পারে।

রাত্রে চোখের পাতা জুড়ে থাকতে দেখা যায়, চোখ থেকে ঘন হলদেটে, রক্ত-মেশানো এবং হাজাকর স্রাব নির্গত হয়, চোখ ও চোখের পাতায় ফুস্কুড়ি, উদ্ভেদ, পুঁজযুক্ত ফোস্কা প্রভৃতি দেখা দেয় এবং সেগুলিতে চুলকানি ও জ্বালা থাকে। চোখের পাতার চুল ঝরে যায়, চোখের পাতায় ভারীবোধ বিশেষভাবে সকালে এবং চোখের পাতা নাড়াতে গেলে দেখা দেয়। চোখ খুব গরম বলে বোধ হয়, চোখ ও চোখের পাতায় রসযুক্ত প্রদাহ হয়, কনজাংক্টাইভাতে কালচে রঙের শিরার আধিক্য, কর্নিয়াতে অনুভূতিহীনতা, চোখে চাপ ও টেনে ধরার মত বোধ, পড়তে গেলে অথবা মলত্যাগের পরে চোখ চুলকায়, চোখে আলোক-ভীতি বা সংবেদনশীলতা, চোখের পাতা থিরথির করে কাঁপা, চোখে বারবার অঞ্জনী দেখা দেওয়া, চোখের পাতা পুরু হয়ে ফুলে থাকা, কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া বা দুর্বল হওয়াতে রোগীর মনে হয় যেন চোখের সামনের সব দৃশ্যবস্তুই অনেকটা দূরে রয়েছে। চোখে দুটি করে দেখা বা ডিপ্লোপিয়া, চোখের দৃষ্টিলোপ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন, রক্তমেশানো স্রাব নির্গত হতে পারে। কান লাল হওয়া, কানের পিছন দিকে উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া, কানে তালা লেগে যাবার মত বোধ ও উত্তাপবোধ হতে পারে। সকালে, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে কানে গুনগুন করা, ঘণ্টা বাজা, ভ্রমরের গুঞ্জনের মত, ঝন্ ঝন্ করে থালা-বাসন ভাঙ্গার মত শব্দ, সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের মত অথবা খুব তোড়ে জলস্রোতের মত নানা ধরনের শব্দ শোনা, বিকেল এবং সন্ধ্যায় কানে ব্যথা, কানে ছিঁড়ে যাওয়া, চাপ দেওয়া বা সূচ বেঁধার মত ব্যথা বিশেষ ভাবে মলত্যাগের পরে ডান কানে বেশী হতে দেখা যায়। কানে শোনার ক্ষমতা প্রথমে খুব তীব্র, পরে ক্রমশ কমতে কমতে শেষে একেবারেই লোপ পেতে পারে।

নাকের পুরাতন সর্দিতে ওষুধটি খুব কার্যকরী হয়। নাক শীতল থাকে, খোলা হাওয়ায়, শীতভাবের সঙ্গে এবং প্রায় সব সময় থাকা সর্দি ঝরে কিন্তু সন্ধ্যায় নাক শুকনো থাকে। নাক থেকে ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত, আঠালো এবং পুঁজের মত অথবা জলের মত পাতলা সর্দি ঝরতে দেখা যেতে পারে। নাকের ডগা লাল ও শুকনো থাকা, নাকে চুলকানো ও জ্বালাকরা, নাক থেকে দুর্গন্ধ পুঁজের মত স্রাব বা গুজিয়া থাকা, প্রথমে নাকের গন্ধের অনুভূতি খুববেশী তীব্র এবং পরে

লোপ পাওয়া, ঘন ঘন হাঁচি হওয়া, নাক ফুলে থাকা, নাকের গভীরে ক্ষত হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডল ফোলা ফোলা এবং রক্তশূন্য বা ক্লোরোটিক অবস্থার মত দেখায়, মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা, ঠোঁটে ফাটা ফাটা থাকা, মুখমণ্ডল বর্ণহীন, নীলচে, কালচে, ফেকাশে বা হলদেটে দেখায়। ঠোঁটে জ্বালা, ঠোঁট ও থুতনীতে উদ্ভেদ সৃষ্টি, মুখের কোণে এবং নাকে উদ্ভেদ দেখা যেতে পারে। মদ্যপায়ীদের মুখমণ্ডলে ব্রণ বা একনি, কমিডোনস্ বা কালচে মুখওয়ালা বিশেষ ধরনের উদ্ভেদ, মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ, হার্পিস ধরনের উদ্ভেদ মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে দেখা দিতে পারে এবং সেই সঙ্গে হাত-পায়ে বেদনাও থাকতে পারে। গাল ও নাকে লালচে ধরনের ফোস্কা, ফুস্কুড়ি অথবা অন্য ধরনের উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে। সন্ধ্যায়, শীতাবস্থায় দেহে উত্তাপবোধ, রক্তোচ্ছ্বাসের মত অনুভূতি দেখা দেয়। মুখমণ্ডল ও ঠোঁটে জ্বালা থাকে, মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয়। মুখমণ্ডলে ফোলাভাব, ঈডিমা; প্যারোটিড ও অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি, নিচের চোয়ালের মাংসপেশীতে টান ধরা, ঠোঁটে ক্ষত ইত্যাদিও দেখা যেতে পারে।

মুখ ও জিহ্বায় অসাড়বোধ, অ্যাপথি ধরনের ঘা, মুখ ও মাড়ি থেকে রক্তপাত হওয়া, জিহ্বায় শীতলবোধ ও জিহ্বা ফাটা ফাটা থাকতে দেখা যায়। দাঁত থেকে মাঢ়ী আলগা হয়ে সরে যায়, মুখ থেকে পচাটে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়; জিহ্বায় সাদাটে প্রলেপ, সকালের দিকে মুখ ও জিহ্বা শুকনো থাকা ও প্রবল তৃষ্ণা, মুখ ও জিহ্বায় জ্বালাবোধ, রক্তমেশানো লালা নির্গমন, কথা বলতে কষ্ট হওয়া ও তোতলানো, মাঢ়ী ফোলা, মুখে বিস্বাদ, তেঁতো, লবণাক্ত, মিষ্টি, টক, ধাতুযুক্ত ও বমি হয়ে যাবার মত বা গা গুলোনো ধরনের স্বাদ থাকতে পারে বিশেষভাবে সকালে মুখে বিস্বাদ থাকে। শুলে পরে মুখের তালুর নরম অংশে সুড় সুড় করা, মুখে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, সকাল সন্ধ্যা অথবা ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁতে বেদনা, বিশেষ ভাবে ঠাণ্ডা জল লাগলে, খাবার আগে ও পরে, খাবার চিবানোর সময়, স্পর্শে, উষ্ণ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে, শীতল এবং উষ্ণ উভয়েই দাঁতে ছিড়ে পড়া, টেনেধরা, সুচ ফোটানো বা ঝাঁকুনি লাগার মত বেদনা দেখা দেয়। সকাল ৯টা নাগাদ দাঁতে ঝাঁকুনি ও সুচ ফোটানোর মত ব্যথা এবং সন্ধ্যা ও রাত্রিতে টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি থাকতে পারে। বিকালে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁতে ছিড়ে যাবার মত বেদনা হতে পারে।

শীতল আবহাওয়ায় গলায় শ্লেষ্মা সৃষ্টি, শুষ্কতা, লালভাব, পূর্ণতাবোধ ও দম আটকাবোধ থাকতে পারে। রোগীকে বার বার হক্ হক্ করে গলা খাঁকারি দিতে হয়। গলায় একটা দলা বা লাম্পের মত কিছু যেন আটকে আছে এরূপ বোধ, সকালে গলায় নোনতা স্বাদের আঠালো শ্লেষ্মা জমা হওয়া, কাশতে গেলে গলায় বেদনাবোধ, কিছু খেতে গিয়ে অথবা খালি মুখে ঢোক গিললেও গলায় বেদনা হয়, জ্বালাবোধ নিচে পাকস্থলী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তেও দেখা যায়। ঈসোফেগাসে জ্বালা, ঢোক গিলতে গেলে সুচ ফোটানোর মত ব্যথায় মনে হয় যেন মাছের কাঁটা বা

অনুরূপ কিছু ঈসোফেগাসে আটকে আছে। গলা ও টনসিলে স্ফীতি, ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, গলা ও ঘাড়ে বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে শক্ত ভাব ধারণ করা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

মুখে রুচির অভাব, প্রবল ক্ষুধাবোধ থাকলেও খাদ্যে বিতৃষ্ণা, দুধ, মাংস চর্বি-জাতীয় খাদ্য প্রভৃতি খেতে না চাওয়া, পাকস্থলীতে ঠাণ্ডাবোধ, সংকোচনবোধ বীয়ার পানের ইচ্ছা, ঠাণ্ডা পানীয়, টক জিনিস খাবার বা পান করার ইচ্ছা, খাবার পরে পেট ফুলে ওঠা, খাবার পরে বা দুধ পানের পরে ঢেকুর ওঠা, শূন্য উদ্গারে ভুক্ত-দ্রব্য, টক, তেঁতো প্রভৃতির মত স্বাদ অথবা কোনরূপ স্বাদশূন্য ঢেকুর উঠতে দেখা যেতে পারে, খাবার পরে পাকস্থলীতে পূর্ণতা ও ভারীবোধ, জ্বালাবোধ, হিক্কা ওঠা, খাদ্যের প্রতি ঘৃণা বা বিরূপতা, সকাল-বিকাল সন্ধ্যা বা রাত্রি যে কোন সময়ে গা-বমি ভাব, অচেতন হয়ে পড়ার মত বোধ, জল খাবার গ্রহণ বা দুপুরে বা রাত্রে খাদ্য গ্রহণের পরে মূর্চ্ছাভাব ও গা-বমিভাব দেখা দেয়; ঢেকুর উঠলে, মাথাধরায়, উষ্ণ ঘরে গেলে অথবা খোলা হাওয়ায় গা-বমি ও মূর্চ্ছাভাব কমে যায়। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা জলপানের পর, খাদ্য গ্রহণের পরে, ঋতুস্রাবের সময় পাকস্থলীতে জ্বালা ও ব্যথা, মলত্যাগের পরে পাকস্থলীতে জ্বালাকরা, টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি, ছুরি মারার মত ব্যথা, পাকস্থলী থেকে পিছনে পিঠের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া, সকালের দিকে পিপাসাবোধ, সকালের দিকে কাশলে, খাবার পরে, মাথা ধরলে, ঋতুস্রাবের সময় বমি হতে পারে। বমিতে পিত্ত, তেঁতো জল, রক্ত, ভুক্তদ্রব্য সবুজ শ্লেষ্মা, টক ও জলের মত উঠতে দেখা যায়।

পেটে ডায়রিয়া হবার মত অনুভূতি দেখা দেয়। খাবার পরে পেট ফুলে ওঠে, টিম্প্যানাইটিসের মত হতে পারে। পেটে জল জমা, গ্যাস হওয়া বা ফ্লাটুলেন্স দেখা দেওয়া, সিকাম অঞ্চলে অবরোধ বা অবস্ট্রাকসন, সকালে জল খাবার গ্রহণের পরে পেটে পূর্ণতাবোধ, ভারী হওয়া এবং বদ্ধ রক্ত ঝরা, পেট শক্ত হয়ে ওঠা, বিশেষ ভাবে লিভার বড় ও শক্ত হয়; লিভারের গোলযোগের সঙ্গে পায়ের পাতায় শোথ-জনিত ফোলা; সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে ডায়রিয়ার হবার মত বেদনা দেখা দিতে পারে। খাবার পরে শ্বাসগ্রহণে, মাসিক ঋতুস্রাবের আগে ও সময়ে, নড়াচড়া করলে, চাপ পড়লে পেটে ব্যথা, বিশেষভাবে সিকাম অঞ্চলে বেদনা দেখা দেয়, পেটের যে কোন অংশে ও লিভার অঞ্চলে বেদনা, জ্বালাকরা ব্যথা, সকালের দিকে, বেলা ১০টা নাগাদ পেটে মোচড়ানো ব্যথা, বিকেলে, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে মলত্যাগের পূর্বে ও পরে টেনে ধরা, ছিঁড়ে নেওয়া বা কেটে যাবার মত ব্যথা হয়, পেটে, নাভি অঞ্চলে ছিঁড়ে যাবার মত মত ব্যথা মূত্রথলি পর্যন্ত ছড়িয়ে যাওয়া, নাভি ভিতরদিকে ঢুকে যাওয়া (প্রামবাম), মলত্যাগের পূর্বে পেটে গড় গড় শব্দ হওয়া, পেটে টান্ টান্‌বোধ, মলত্যাগের পরে হাত-পা কাঁপা ও দুর্বলতা-বোধ; ভোর ৫টা নাগাদ, জল খাবার গ্রহণের পরে অথবা দুপুর বা রাত্রে খাবার পরে ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। মল জলের মত পাতলা, ফেনা ফেনা হলদেটে

ধরনের মল ডায়রিয়ায় বেদনাহীন ভাবে অথবা নাভির অঞ্চলে মোচড়ানো ব্যথার সঙ্গে, পেটে খুববেশী গড়গড় শব্দ হয়ে মল বেরুতে দেখা যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে খুববেশী ঢেকুর ওঠা, খুব কষ্টে অল্পপরিমাণ মল বেরোয় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে মলত্যাগের জন্য বেগ দেখা দিলেও হয়ত কিছুই বেরোয় না। ডিসেণ্ট্রিতে রক্ত ও আম জড়ানো মল বেরোয়, মলদ্বারের কাছে উদ্ভেদ থাকতে পারে। মলদ্বারে হেজে যাওয়া, ফিশ্চুলা হওয়া, হাঁটা-চলার সময় প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ হয় এবং তখন রোগী কিছুটা আরামবোধ করে। অর্শ হয়ে উজ্জ্বল লাল রক্তপাত, মলদ্বারের কাছে নীলচে, বড় আকারের বলি বেরিয়ে থাকে, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় অর্শ দেখা দেয়, অর্শে খুব চুলকানি, স্পর্শকাতরতা ও সেই সঙ্গে রেক্টামের নিষ্ক্রিয়ভাব থাকতে দেখা যেতে পারে। মলত্যাগের পরে মলদ্বারে খুব জ্বালা ও চুলকানি দেখা দেয়, মলদ্বারে আর্দ্র বা ভিজেভাব থাকে এবং খুব চুলকায় ও জ্বালাবোধ হয়। প্রস্রাব ত্যাগের সময় মলদ্বার থেকে মূত্রথলি হয়ে ইউরেথ্রা পর্যন্ত কেটে যাবার মত ব্যথা ও জ্বালা করা, মলত্যাগের সময় খুববেশী কোঁথানি থাকা, রেক্টামের প্রল্যাপ্স সকাল ৮টা নাগাদ, জলখাবার গ্রহণের পরে অথবা মলত্যাগের সময়ও মলত্যাগের জন্য খুব ইচ্ছা বা বেগ থাকতে দেখা যায়। গোল কৃমি, ফিতে কৃমি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কৃমিজনিত উপসর্গ, মল কালচে, রক্তমেশানো, বাদামী, শক্ত, গিঁট্গিঁট্, ভেড়ার মলের মত হাল্কা রঙের অথবা ডায়রিয়াতে অজীর্ণ খাদ্য মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখা যেতে পারে।

মূত্রথলিতে শ্লেষ্মাজনিত আক্রমণ হয়ে প্রস্রাবে মিউকাস তলানি পড়ে, মূত্রথলিতে কামড়ানো-মোচড়ানো ব্যথা; সূচ ফোটানোর মত ব্যথা মলদ্বার ও মূত্রথলির মুখের কাছে দেখা যেতে পারে; মূত্রথলিতে পক্ষাঘাত, প্রস্রাব আট্‌কে থাকা, মূত্রথলিতে কুন্থনবোধ, রাত্রিতে, সর্বদাই প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা বা বেগ হওয়া, প্রস্রাব ত্যাগের সময় বেদনাবোধ, ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব বেরোনো, ডিসইউরিয়া বা কষ্টকর প্রস্রাব, প্রস্রাবের ধারা খুব দুর্বল থাকে, রাত্রিতে ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেয়, অসাড়েও মূত্রত্যাগ হয়ে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্রাব সৃষ্টি না হয়ে সাপ্রেসন দেখা দেয়; প্রস্রাবপথ দিয়ে রক্তপাত হওয়া, ইউরেথ্রাতে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাবের মত বোধের সঙ্গে চুলকানো, জ্বালাকরা ও কেটে যাবার মত বেদনাবোধ; অণ্ডকোষে অ্যাট্রফি বা শুকিয়ে ছোট হয়ে যাওয়া অবস্থা, কখনো লিঙ্গ খুববেশী শক্ত হয়ে পড়ে আবার কখনো হয়ত একেবারেই লিঙ্গোদ্‌গম হয় না, সম্পূর্ণভাবে পুরুষত্বহীনতা দেখা দেয়। হাইড্রোসিল বা স্ক্রোটামের ভিতরে জল জমা হওয়া, গ্ল্যানস পেনিস অংশে প্রদাহ, যৌনাঙ্গে ও স্ক্রোটামে চুলকানো, স্পারম্যাটিক কর্ডে জ্বালাবোধ, অণ্ডকোষে টেনে ধরা এবং সূচ ফোটানোর মত ব্যথাবোধ, যৌনাঙ্গের শিথিলতা- যৌনসঙ্গমকালে খুব তাড়াতাড়ি বীর্যপাত হয়ে যাওয়া, রাত্রিতে রেতঃস্খলন হওয়া, যৌনেচ্ছা কমে যাওয়া বা লোপ পাওয়া, প্রিপিউস, এপিডিডিমিস ও টেস্টিসে ফোলাভাব, অণ্ডকোষে যক্ষ্মাজনিত আক্রমণ ঘটা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ওভারির অ্যাট্রোফি, জরায়ুর ক্যান্সার, যৌনসঙ্গমে অনিচ্ছা, যৌনাঙ্গে উদ্ভেদ সৃষ্টি ও হেজে যাওয়া; জরায়ুর প্রদাহ, ভালভাতে চুলকানো, লিউকোরিয়ার স্রাব হাজাকর, রক্ত মেশানো, প্রচুর পরিমাণে জ্বালাকর হয় এবং মাসিক ঋতুস্রাবের আগে ও পরে থাকতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাব দেখা না দেওয়া; প্রথম ঋতুস্রাব বিলম্বে দেখা দেওয়া, বা গাঢ় রঙের রক্তস্রাব হয়, কখনো ঋতুস্রাব খুব বিলম্বে আবার কোন ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি দেখা দেয়। স্রাব বেদনাহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, অনিয়মিত, প্রথম দিকে প্রচুর পরিমাণে এবং পরে কম স্রাব হতে দেখা যেতে পারে। মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া, খুব ধীরে নিষ্ক্রিয়ভাবে জরায়ু থেকে রক্তপাত হয়, জরায়ুতে বেদনা, জ্বালা ও দুর্বলতা, প্রসবকালীন বেদনা দুর্বল থাকে। কার্বন সালফাইড নিয়ে যে সব মহিলাদের কাজ করতে হয় তাদের অনেককেই বন্ধ্যা থাকতে দেখা যায়। ভাল-ভাতে টিউমার সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

শ্বাসপথে শ্লেষ্মা, ল্যারিংক্স-এ সংকোচনবোধের জন্য কাশি হওয়া, ল্যারিংক্স-এ উত্তাপবোধ, প্রদাহ, ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে সুড় সুড় করা, ল্যারিংক্স-এ শ্লেষ্মা থাকায় বেদনা ও জ্বালাকরা, ল্যারিংক্স-এ ট্রেকিয়াতে দগদগেবোধ, ট্রেকিয়াতে ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া; ল্যারিংক্স পরিষ্কার রাখার জন্য সব সময় গলা খাঁকারি দেওয়া, ল্যারিংক্সে খুব বেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকা, সকাল ও সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গ বা গলার স্বরে কর্কশতা দেখা দেওয়া, ভিজে আর্দ্র আবহাওয়ায় কোরাইজা বা নাক থেকে সর্দি গড়ানো, স্বরলোপ প্রভৃতি অবস্থা বা লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

শ্বাসক্রিয়া খুব দ্রুত হয়। হাঁপানি এবং কয়লার ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট বা অক্সিজেনের অভাবজনিত অ্যাসফিক্সিয়া দেখা দিতে পারে। সন্ধ্যায়, রাত্রিতে শ্বাসকষ্ট হওয়া, বন্ধ ঘরে থাকলে, সিঁড়ি ভেঙ্গে রাত্রে উঁচুতে উঠতে গেলে, খাবার পরে, সামান্য পরিশ্রমে শুয়ে থাকলে বা ঘুমিয়ে পড়লে এবং ঘুম ভেঙ্গে উঠলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়; তখন জানালা দরজা অবশ্যই খোলা রাখার প্রয়োজন হয়। শ্বাসক্রিয়া ছোট ছোট, ঘড়ঘড় বা সাঁইসাঁই শব্দ যুক্ত বা বাঁশীর শব্দের মত বা শিস দেবার মত শব্দযুক্ত হতে দেখা যায়।

কাশি সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, মধ্যরাত্রির পূর্বে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গেলে বা ঠাণ্ডা লাগালে কাশি দেখা দেয়. ল্যারিংক্স-এ সংকোচনসহ শুকনো খক্‌খকে কাশির সঙ্গে স্বরে কর্কশতা এবং সকালের দিকে, সন্ধ্যায় শুয়ে থাকলে, ল্যারিংক্স-এ দগ্‌দগে বোধের সঙ্গে নরম বা আলগা ধরনের কাশি হতে দেখা যায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্প্যাজমোডিক ধরনের দমআট্‌কা কাশি দেখা দেয়। কথা বলতে গেলে বা ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে সুড়সুড় করা অনুভূতির জন্য কাশি হতে দেখা যেতে পারে। দিনের বেলা সকালে সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত মেশানো ঘন সবুজ রঙের, দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা উঠতে দেখা যায়। শ্লেষ্মা টক, নোনতা স্বাদের আঠালো এবং হলদেটেও হতে পারে। 'ইয়ার কাফ্‌' বা কানের উপসর্গের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট

সময়ের ব্যবধানে বা প্যারক্সিজম্যাল কাশি দেখা গেলে এই ওষুধটি তা সারাতে পারে।

বুকের ভিতরে, হার্টে উদ্বেগবোধ থাকে। মহিলাদের স্তনের ক্যান্সারে এই ওষুধটি খুব কাজ দেয়। সহজে সারতে চায় না বুকে সেই ধরনের শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গে, বুকের ভিতরে শীতলবোধ, সন্ধ্যায় বুকের ভিতরে সংকোচনবোধ, প্লুরায় জল জমা হওয়া, অ্যাম্ফাইসিমা, বুকে পূর্ণতাবোধ, বুকের ভিতরে উত্তাপবোধের সঙ্গে ফুসফুস থেকে রক্তপাত হওয়া, স্তন বড় ও শক্ত হয়ে পড়া ; ব্রঙ্কিয়াল টিউব, হার্ট, ফুসফুস, প্লুরা-এ ; স্তনে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া, বুকের সর্বত্র, বিশেষ ভাবে স্তনে এবং বগলে চুলকানো, বুকে তীব্র ধরনের চাপবোধ, জ্বালাকরা, বুকে, স্তনে, বিশেষভাবে বাম দিকে চাপবোধ হতে দেখা যায়। কাশির সঙ্গে বুকে দপ্‌দপে অনুভূতি, গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণের সময় বুকে সূচ ফোটানোর মত বেদনা, সন্ধ্যায় হার্টে প্যালপিটেশন ; সামান্য পরিশ্রমে অ্যানিমিয়ার রোগীদের নড়চড়ায় প্যালপিটেশন হতে শুরু করে এবং বাইরে থেকেই সেটা বোঝা বা দেখা যেতে পারে। বগলে খুব ঘাম হওয়া, সর্বদাই বুকে একটা দুর্বলতাবোধ প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে যক্ষ্মারোগ দেখা গেলে এই ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

পিঠে, লাম্বার অঞ্চলে শীতলতা, উদ্ভেদ দেখা দেওয়া, দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে খুব ভারী একটা বোঝার মত অনুভূতি, পিঠে ব্যথা ও চুলকানো ; রাত্রে, শ্বাসক্রিয়ার সময়, শীতাবস্থায়, ঋতুস্রাব কালে নড়াচড়ায় বা বসে থাকলে বেদনা দেখা দেয়। ঘাড়ের সারভাইক্যাল অংশে, দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে, কক্সি-এ বেদনা দেখা যেতে পারে। লাম্বার অঞ্চলে থেঁতলে যাবার মত বেদনা, পিঠে জ্বালা করা, পিঠের যে কোন অংশে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা সারভাইক্যাল অংশে আড়ষ্ট বা শক্তভাব, পিঠের লাম্বার অংশে দুর্বলতাবোধ ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

বাহু ও হাতে অসাড়তা, হাত-পায়ে শীতলতা ও সেইসঙ্গে মাথাধরা ; পায়ের দিকে সংকোচনবোধ, মাংসপেশী ও টেন্ডনে সংকোচন হওয়া ; হাতের ত্বক ফাটা ফাটা হয়ে পড়া ; অস্থিসন্ধিতে ডানদিকের কাঁধে চিড় ধরা ; হাত, উরু, পা প্রভৃতি অংশে মোচড়ানো ব্যথা, শীর্ণতা, হার্পিস ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি, ফুস্কুড়ি ফোস্কা প্রভৃতি হাতের আঙুলের ফাঁকে দেখা দিতে পারে। হাত ও হাতের তালুতে উত্তাপ, হাত ও পায়ের দিকে ভারীবোধ, চুলকানো, কোরিয়া বা দেহে স্নায়বিক মত কারণে কাঁপুনির আক্ষেপযুক্ত নড়াচড়া দেখা দেওয়া, বিশেষভাবে বাহু ও হাতের দিকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ের দিকেও অসাড়তাবোধ. কামড়ানো ব্যথা, বাতজনিত বেদনা ; বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে ঝাঁকুনি লাগা, টেনে ধরার মত ব্যথা, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ যুক্ত ঠাণ্ডা ঘাম বিশেষভাবে হাতের তালুতে ও পায়ের পাতায় দেখা যেতে পারে। পা ও পায়ের পাতা অস্থির ভাবে নড়াচড়া করা, লিভারের গোলযোগের সঙ্গে বিশেষভাবে পায়ের দিকে শোথজনিত ফোলা, হাত ও পায়ের দিকে থির থির করে

কাঁপা ; পা ও পায়ের পাতায় ক্ষত হওয়া নখের পাশেও ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে ; পায়ের দিকে ভেরিকোজ ভেইন সৃষ্টি এবং বিশেষ ভাবে পায়ের দিকে দুর্বলতাবোধ থাকে।

সকালের দিকে গভীর ঘুম হতে দেখা যায়। প্রেম বিষয়ক, উদ্বেগজনক, বিপদের, মৃত্যু, ভূত-প্রেত প্রভৃতির বিষয়ে স্বপ্ন দেখে রোগী খুববেশী উদ্বিগ্ন ; বিরক্ত, ও ভীত হয়। উদ্বেগজনক ও ভীতিকর স্বপ্ন দেখার জন্য ঘুম ভাল হয় না, ঘুমের পরে সতেজতাও দেখা যায় না। বার বার ঘুম ভেঙ্গে যাবার জন্য রোগীর ঘুম পুরো হয় না, সকালের দিকে তাকে ঘুম থেকে জাগানো কষ্টকর হয়ে পড়ে।

সকালে বিছানায়, বিকালে এবং সন্ধ্যা ৭টা—৮টা নাগাদ রোগীর দেহ খুব শীতল এমনকি বরফের মতও ঠাণ্ডা থাকতে পারে। রাত্রিতে জ্বর দেখা দিতে পারে, রাত্রিতে জ্বরের সঙ্গে শীতভাব ও জ্বালাকরা উত্তাপ শীতভাব ছাড়াই জ্বরে দেহে শুকনো উত্তাপ থাকতে দেখা যায়। জ্বরের সঙ্গে খুববেশী কাঁপুনি দেখা দেয়, দিনের বেলা ঘাম হয় ; কাশবার সময়, খাবার সময় ও খাবার পরে শীতলতা বিশেষভাবে থাকতে দেখা যায়। ঘাম হতে থাকা অবস্থায় ঠাণ্ডা লেগে গেলে তার ফলে নানা উপসর্গ দেখা দেওয়া ওষুধটির একটি বিশেষ লক্ষণ।

ত্বকের বিভিন্ন অংশে অসাড়তা, কোথাও নখের সাহায্যে চুলকালে সেখানে কামড়ানো ব্যথা ও জ্বালাকরা, শীতলতাবোধ, শীতকালে ত্বক ফাটা ফাটা হয়ে পড়া, ত্বক শুষ্কতার সঙ্গে জ্বালাকরা, ত্বকে ফোস্কা, ফোড়া প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে জ্বালাকরা ও হাজাকর এবং আঠালো এবং হলদেটে রস বেরোনো, শুকনো ধরনের একজিমা সৃষ্টি হওয়া, হার্পিস প্রভৃতি ধরনের উদ্ভেদ দেখা দেওয়া ও জ্বালাকরা, ইরিসেপেলাস হয়ে ত্বকে খুব স্ফীতি দেখা দেওয়া ও সেখানে ফোস্কা সৃষ্টি হওয়া ; ত্বকে টিসুবৃদ্ধি হয়ে শক্তভাব সৃষ্টি হওয়া ; নানা ধরনের ক্ষত, কালচে রক্তস্রাবী, জ্বালাকর, ক্যান্সারের মত ; গভীর ক্ষত হয়ে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে হাজাকর দুর্গন্ধ রক্ত মেশানো, হলদেটে পুঁজ নির্গত হতে দেখা যায়। ফিশচুলাজনিত, ইনডোলেন্ট ফ্যাগেডিনা, ফাঙ্গাস প্রভৃতি ধরনের খুব বেদনাদায়ক, স্পঞ্জের মত নরম ক্ষত দেখা দিতে পারে ; হুল ফোটানোর মত ব্যথা ও পুঁজ যুক্ত ক্ষত হয় ; ত্বক খুব অস্বাস্থ্যকর থাকে, সহজেই সামান্য আহত স্থান পেকে উঠতে দেখা যেতে পারে।

কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস
(Carduus Marianus)

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বা গ্রন্থকার ক্ষমাপ্রার্থী হয়েও বলতে পারেন যে কার্ডুয়াস ওষুধটি লিভারের যত ওষুধ আছে তাদের মধ্যে অন্যতম। এই ওষুধটিতে চেপে ধরা, টেনে ধরা, হেঁচড়ে টানা, জ্বালাকরা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ব্যথা থাকতে দেখা যায় এবং নড়াচড়ায় বেদনা বৃদ্ধি পেতেও দেখা যায়। রোগী ঠাণ্ডায়

খুব সংবেদনশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে, ঠাণ্ডা লাগলেই অথবা নিয়মিত বা অনিয়মিত-ভাবে পিত্তবমি হতে দেখা যায়। লেখক তীব্র ধরনের মাথাধরার পরে পিত্তবমি এবং যে সব ক্ষেত্রে ক্যালোমেল অর্থাৎ পারা ও ক্লোরিন মিশ্রিত বিশেষ ধরনের ওষুধ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য ব্যবহার করে তাদের সিক্ হেডেক এই ওষুধটির সাহায্যে সারিয়েছেন (**ন্যাজ্নেরিয়া**)। লিভারের রোগের সঙ্গে ড্রপসি বা শোথজনিত কোন রক্তপাত, জণ্ডিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করলে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

রোগীকে বিষন্ন, খিটখিটে এবং প্রায়ই ক্রন্দনরত থাকতে দেখা যায়। রক্তোচ্ছ্বাস-জনিত মাথাধরায় একটা সময়ের ব্যবধানে মাথায় চাপবোধসহ ব্যথা দেখা দেয়, মাথায় ভারীবোধ ও পূর্ণতাবোধ থাকে। শীতল বায়ুতে স্ক্যাল্প-এ অনুভূতি-প্রবণতা দেখা যেতে পারে। চোখ বাইরের দিকে চেপে আসছে, এরূপ একটা ভিতর থেকে আসা চাপবোধ, সাদা অংশে হলদে ছোপ, চোখের পাতার ধারগুলিতে জ্বালা-করা, নাকের ভিতরে জ্বালা, নাক থেকে রক্তপাত দেখা যেতে পারে।

মুখের স্বাদ তেঁতো, বিস্বাদ বা কোনরূপ স্বাদের বোধই থাকে না। জিহ্বায় ময়লা ছোপ, খাদ্যে অনীহা, গা-বমিভাব, প্রথমে মিউকাস এবং শেষে পিত্তবমি হওয়া, প্রথমে বেদনাসহ ওয়াক ওঠা এবং পরে টক স্বাদের সবুজ রঙের তরল বমি হতে দেখা যেতে পারে। পাকস্থলীর বামদিক থেকে ডান দিকে একটা টেনে ধরার মত ব্যথা, জ্বালা, খুব কালচে রঙের রক্তবমি করা প্রভৃতিও দেখা যায়।

ওষুধটির সব লক্ষণের মধ্যে লিভার সংক্রান্ত লক্ষণগুলিই প্রধান। পেটের ডান দিকে হাইপোকণ্ড্রিয়াম অংশে টেনে ধরা ব্যথা, বিশেষভাবে বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে দেখা দেয়; এই লক্ষণটি **আর্নিকা, ম্যাগমিউর, নেট্রাম সালফ** এবং **(প:)টেলিয়ার** মত। লিভারের ডান লোবে চেপে ধরা, টেনে ধরা, সুচ বেঁধার মত ব্যথা দেখা দেয়। এই ওষুধটি প্রয়োগে স্বাভাবিকভাবে পিত্ত সৃষ্টি ও নিঃসরণে সাহায্য করে এবং ফলে পিত্তপাথুরী হবার সম্ভাবনায়ও বাধা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই পিত্তপাথুরী-জনিত বেদনা এই ওষুধটির সাহায্যে দূর করা সম্ভব হয়েছে। লিভারের সঙ্গে যুক্ত পোর্টাল ভেইনএ কনজেসসন হয়ে অর্শ সৃষ্টি হলে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। লিভারে থেঁতলে যাওয়া, টনটন্ করা ব্যথাসহ লিভারটি শক্ত হয়ে পড়ে, প্রধানত লিভারের ডানদিকের অংশ আক্রান্ত হয়ে শক্তভাব নিতে দেখা গেলেও, বাম দিকের অংশও কোন কোন ক্ষেত্রে শক্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে লিভারের গোলযোগের সঙ্গে হার্ট ও ফুসফুসের গোলযোগও দেখা দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে দেখা যায়।

পেটে টেনে ধরা, সুচ বেঁধার মত এবং জ্বালা-করা ব্যথা, পেট ফুলে বড় হয়ে ওঠা, পেটে কেটে বা চিরে যাবার মত ব্যথা থাকতে দেখা যায়।

মল কালচে, শক্ত ও গিঁট্গিঁট্ হতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পিত্তহীন, কাদা-মাটির মত মলও নির্গত হয়। মলত্যাগের সময় রেক্টাম এবং মলদ্বারে জ্বালা করে;

চুলকানিযুক্ত অর্শ থেকে রক্তপাত হয়, প্রবল ধরনের কোষ্ঠবদ্ধতা থাকতে দেখা যায়।

ইউরেথ্রাতে জ্বালা ; প্রচুর পরিমাণে গাঢ় বর্ণের প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর তলানি থাকতে দেখা যেতে পারে ; ঘোলাটে রঙের প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব মূত্রথলিতে আটকে থাকা প্রভৃতি অবস্থাও দেখতে পাওয়া যায়।

প্রচুর পরিমাণে মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া ; ঋতুস্রাব বন্ধ থাকা ; পোর্টাল কনজেস-সনের সঙ্গে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব হওয়া, ভ্যাজাইনাতে টেনে ধরার মত বোধ এবং সাদা স্রাব হওয়া প্রভৃতিও থাকতে পারে।

লিভারে ক্রনিক ধরনের কনজেসসনের সঙ্গে ডান ফুসফুসের নিচের অংশ আক্রান্ত হয়ে লিভারজনিত কাশি দেখা দিতে পারে।

লিভারে বেদনার সঙ্গে বুকেও ব্যথা ; সূচ ফোটানো, টেনে ধরার মত ব্যথা নড়াচড়া করলে বেড়ে যেতে দেখা যায়।

পিঠে ডান দিকের স্ক্যাপুলার নিচের অংশে বেদনা (অনেকটাই **চেলিডোনিয়াম** এবং **ইসকুলাসের** মত), পিঠে টেনে ধরার মত ব্যথা, মেরুদণ্ড স্পর্শকাতর থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

হাত ও পায়ের দিকে মোচড়ানো, টেনে ধরা বা চাপ ধরার মত ব্যথা ও বাতজনিত উপসর্গ, ডান দিকের ডেলটয়েড মাংসপেশীতে তীব্র ধরনের বেদনা ; হিপজয়েণ্টে বেদনা শোয়া বা বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে, নিচু হয়ে ঝুঁকলে এবং যে কোন ধরনের নড়াচড়ায় বেড়ে যেতে দেখা যাবে। পায়ের দিকে স্নায়ুজনিত বেদনা নড়া-চড়ায় খুব বৃদ্ধি পায়। পায়ের পাতায় ঈডিমা বা ফোলা, ভেরিকোজ ভেইন সৃষ্টি হওয়া, ক্ষত দেখা দেওয়া, বাতজনিত উপসর্গের সঙ্গে মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ, পায়ের পাতা এবং কাফ্ মাংসপেশীতে মোচড়ানো বা টান্ ধরা ব্যথায় হাঁটা-চলা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পাকস্থলী ও পিত্তজ্বরের উপসর্গেও ওষুধটি কার্যকরী হয়।

কস্টিকাম
(Caustricum)

কস্টিকাম একটি গভীরভাবে অনুসন্ধানযোগ্য ওষুধ এবং বৃদ্ধ, ও ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী, যারা কোন ক্রনিক ধরনের রোগে কষ্ট পায় তাদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। কেবলমাত্র দু'একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ওষুধটি সাধারণত কোন অ্যাকিউট উপসর্গজনিত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না। এই ওষুধের উপসর্গগুলি ক্রমশ ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে এবং রোগীর দেহ ও মনে সামগ্রিকভাবে অসুস্থ অবস্থা সৃষ্টি ; ধীরে ধীরে মাংসপেশীর ক্ষমতা কমে যাওয়া, পক্ষাঘাত সৃষ্টি হওয়া ; ঈসোফেগাস, গলা প্রভৃতিতে ডিপথেরিয়া হলে যেরূপ হয় সেই ধরনের পক্ষাঘাত ;-

চোখের উপরের পাতায়, মূত্রথলিতে, হাত ও পায়ের মাংসপেশীতে, বিশেষভাবে পায়ের দিকে পক্ষাঘাত দেখা দেওয়া, খুববেশী ক্লান্তি, মাংসপেশীর শৈথিল্য দেহে অবর্ণনীয় অবসাদ বা ক্লান্তিভাব ও ভারীবোধ থাকে। এসব ছাড়াও মাংসপেশীতে একটা কম্পন, শিহরণ, ঝাঁকুনি লাগার মত অনুভূতি বিশেষভাবে ঘুমের মধ্যে দেখা দেয়।

অন্যান্য বিশেষ লক্ষণের মধ্যে টেণ্ডনে টান ধরা বা ছোট হয়ে যাওয়া অবস্থার জন্য সাময়িক বা স্থায়ীভাবে অঙ্গ-বিকৃতি ঘটা এবং আক্রান্ত হাত বা পাটি গুটিয়ে থাকে। কনুইয়ের পরের অংশের টেণ্ডনে সংকোচন দেখা দেবার ফলে ক্রমশ হাতটি ভাঁজ করা অবস্থায় থেকে যায়, সেটি সোজা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কখনো কখনো কোন একটি মাংসপেশী ছোট ও শক্ত হয়ে পড়ে এবং হাত দিয়ে সেটাকে একটা শক্ত দড়ির মত অনুভব করা যায়। মাংসপেশী ও টেণ্ডনে টান ধরা ও ছোট হয়ে গুটিয়ে যাওয়া লক্ষণ থাকে।

উপরোক্ত অবস্থার মত অবস্থা বাতজনিত অস্থি-সন্ধির টেণ্ডন ও লিগামেণ্টে ঘটতে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে স্ফীতি এবং সব ক্ষেত্রেই বেদনা ও অস্থি-সন্ধিটি শুকিয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখা যায়, অস্থি-সন্ধিটি এমনভাবে শক্ত হয়ে যায় যে সেটি নড়াচড়া করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সেখানে অ্যাংকাইলোসিস অবস্থা অর্থাৎ জুড়ে বা আটকে থাকার মত অবস্থা দেখা দেয়। অস্থি-সন্ধিতে খুববেশী আড়ষ্টতা বা শক্তভাব থাকার সময় রোগী ক্রমশ আরো দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, তার মধ্যে বিষাদ, হতাশা, উদ্বেগ ও ভয় দেখা দেয়। সর্বদাই রোগীর মনে হতাশা এবং ভবিষ্যৎ বিপদের একটা আশঙ্কা থাকে, যেন একটা বিপদ ঘটতে যাচ্ছে এরূপ বোধ দেখা দেয়।

কস্টিকামে ক্রমশ বেড়ে ওঠা হিস্টিরিয়া দেখা যেতে পারে। দেহে হিস্টিরিয়া-জনিত আক্ষেপ দেখা দেয়, আক্রান্ত মহিলা নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং বোকার মত কথাবার্তা বলে। তার সমগ্র স্নায়ু যন্ত্রাদিতে এত বেশী অনুভূতি-প্রবণতা দেখা দেয় যে সে কোনরূপ গোলমাল বা হৈচৈ, স্পর্শ করা অথবা অস্বাভাবিক কোন উত্তেজনাই সহ্য করতে পারে না। সামান্য হৈচৈ হলেই সে চমকে ওঠে, ঘুমের মধ্যেও চম্‌কে ওঠে, দেহে ঝাঁকুনি লাগার মত কাঁপুনি বা শিহরণ দেখা দেয়; শিশুরাও সামান্য কারণে চমকে ওঠে অথবা বিনা কারণেই চম্‌কে ওঠে।

বাতজনিত অবস্থার সঙ্গে পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে। তার বাতজনিত অবস্থাটা বিচিত্র। সে ঠাণ্ডা বা গরম কিছুই সহ্য করতে পারে না, গরম ও ঠাণ্ডা উভয়েই তার বাতজনিত উপসর্গ বেড়ে যায়; স্নায়বিক গোলযোগ এবং রোগীকেও সাধারণভাবে গরম অথবা ঠাণ্ডায় বেশী কষ্ট পেতে দেখা যায়। তার বেদনা উত্তাপে কম থাকলেও শুকনো আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। অস্থি-সন্ধিতে খুব বেশী বিকৃতি, বড় হয়ে ওঠা, টিসু বৃদ্ধি বা রস জমে নরম হয়ে থাকতে এবং সর্বদাই শুকনো আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে; শুকনো আবহাওয়ায় বেদনা ও

কামড়ানো ব্যথাও খুব বেড়ে যেতে দেখা যাবে। বাতজনিত অবস্থায় মাংসপেশী এবং অস্থি-সন্ধি দুই-ই আক্রান্ত হয়। এই রোগীর সব উপসর্গই ঠান্ডা ও শুকনো আবহাওয়ায় বা ঠান্ডা ও শুকনো হাওয়ার স্পর্শে বেড়ে যেতে দেখা যায়। ঠান্ডা এবং শুকনো হাওয়ায় তাদের বাতজনিত উপসর্গ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি পায়। ঠান্ডা ও শুকনো হাওয়ায় আক্রান্ত হবার চারদিনেই হয়ত তার মুখের একটা দিকে পক্ষাঘাত দেখা দেয়, বিশেষভাবে মুখের যে দিকে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লেগেছে সেদিকটাতেই আক্রান্ত হতে দেখা যাবে। এই ধরনের পক্ষাঘাত দেখা দিলে কস্টিকাম তা নিশ্চিত ভাবে দূর করতে পারবে।

চিরে যাবার, ছিঁড়ে পড়ার মত, পক্ষাঘাতজনিত ব্যথায় এত তীব্রতা থাকে যে আক্রান্ত অংশটি অসাড়বোধ হয়, যেন বেদনায় রোগীর প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে বলে তার মনে হতে থাকে এবং সেই বেদনা একই স্থানে দীর্ঘ সময় ধরেই থেকে যেতে দেখা যায়। লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়ায় দেখা দেওয়া বিদ্যুতের ঝিলিকের মত বেদনা কস্টিকামে সারানো বা কমিয়ে দিতে পারা যায়।

এইসব নানা ধরনের কষ্ট ও উপসর্গে রোগী দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, ফলে তার পক্ষে সব সময়ই শুয়ে থাকা ছাড়া হাঁটা-চলা করা বা উঠে বসাও আর সম্ভব হয় না, সে এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে তার দেহ ও মনে পক্ষাঘাতজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেয়।

কনভালসন বা তড়কার লক্ষণ, দেহের এখানে-সেখানে সংকোচন বা ক্র্যাম্প দেখা দেয়। কোন কারণে ভয় পেলে তার দেহে অবশ্যম্ভাবী রূপে তড়কাজনিত অবস্থা দেখা দেয়। মহিলাদের হিস্টিরিয়ার প্রবণতা থাকলে, ভয় পেলেই হিস্টিরিয়া দেখা দেবে। যে সব নার্ভাস ধরনের মেয়ে সহজেই কোরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে, ভয় পেলে তাদের দেহের মাংসপেশীতে সারা দিন-রাত ধরেই ঝাঁকুনিতে কুন্হন বা কম্পন সৃষ্টি হতে দেখা যাবে, রাত্রিতেও কোরিয়াজনিত কাঁপুনি দেখা দিতে পারে স্থানিক ভাবে দেহের কোন একটি অঙ্গে কোরিয়াজনিত ঝাঁকুনি ও কাঁপুনি, জিহ্বায় অথবা মুখমণ্ডলের একটা দিকে কোরিয়ার লক্ষণ দেখা দিতেও দেখা যায়।

অল্পবয়সী ছেলেদের ও মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে ভয় পেয়ে মৃগীরোগ দেখা দিলে অথবা ঠান্ডা লাগা বা খুববেশী আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে মৃগীরোগ দেখা দিলে এই ওষুধটির কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। মৃগীরোগ, কোরিয়া, পক্ষাঘাত, হিস্টিরিয়া প্রভৃতি মাসিক ঋতুস্রাব কালে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কস্টিকাম একটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ এবং এটিতে উপসর্গগুলি ঠান্ডা লাগলে, ঠান্ডা ও শুকনো হাওয়ার ঝাপটায় বৃদ্ধি পায়। বাতজনিত উপসর্গগুলি উষ্ণ ও আর্দ্র বা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বর্ষাকালে বৃদ্ধি পেতে দেখা যেতে পারে, তবে সেগুলি খুব বেশী উল্লেখযোগ্য নয়।

রোগীর যে কোন উপসর্গই ঠান্ডা জলে স্নানের ফলে সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী শুকনো কিন্তু শীতল হাওয়ার একটা ঝাপটায় তার বাতজনিত উপসর্গ

বৃদ্ধি পায় এবং বৃষ্টির জলে ভিজলে অথবা ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে সেগুলি শুরু হতে দেখা যায়।

কষ্টিকাম উন্মত্ততা বা পাগলামি সারাতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে তীব্র ধরনের ডিলিরিয়ামের সঙ্গে অ্যাকিউট ধরনের ম্যানিয়া দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রের বদলে যে সব ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রায় নিষ্ক্রিয় ভাবে মানসিক গোলযোগ দেখা দেয়, মস্তিষ্কের দুর্বলতা বা ক্লান্তির ফলে পাগলামির লক্ষণ দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে ওষুধটি কার্যকরী হয়। দীর্ঘদিন ধরে রোগ ভোগে দেহ ভেঙ্গে পড়ার ফলে রোগীর মনেও গোলযোগ দেখা দেয়, বিভ্রম বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রথমে রোগী তার কোন কাজ করার ক্ষমতা না থাকায় কথা বুঝতে পারে কিন্তু ক্রমশ তার মনে হতে থাকে যে কোন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তখন সে আর কোন কিছু চিন্তা করতে বা কাজ-কর্ম করতে পারে না। তার মধ্যে জড়বুদ্ধি ভাব দেখা দেয়, সে খুব ভীত হয়ে পড়ে। ভয়জনিত উদ্বেগ অথবা উদ্বেগের সঙ্গে নানা ধরনের ভীতিকর কল্পনার উদয় হয়। সর্বদাই যেন কেন বিপদ ঘটবে বা তার মৃত্যু হবে এই ধরনের কাল্পনিক ভয়ে সে উদ্বিগ্ন ও ভীত হয়ে থাকে। সর্বদাই কাল্পনিক কোন বিপদের আশঙ্কায় ভীত থাকা লক্ষণটি কষ্টিকামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঘুমিয়ে পড়বার আগে উদ্বেগ দেখা দেওয়া ছাড়াও এই রোগীর মধ্যে মানসিক ভারসাম্যের অভাব থাকতে দেখা যায়। সব কিছুতেই রোগী উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সে যত বেশী তার কষ্ট বা উপসর্গের কথা চিন্তা করে তত বেশী তার উপসর্গ বা কষ্ট বেড়ে যায়। দীর্ঘস্থায়ী কোন শোক বা দুঃখের জন্য মানসিক এবং অন্যান্য উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। ভয় পাবার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ায় অথবা কোন ভাবে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অশান্তি বা বিরক্তির সৃষ্টি হলে, ব্যবসায়জনিত কম ব্যস্ততায় বিরক্তিকর ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও মানসিক উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে।

কোনরূপে উদ্ভেদ বেরোতে না পেরে বসে গেলে মানসিক উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। মানসিক অবসাদ, হতাশা প্রভৃতি যদি জিঙ্ক অর্থাৎ যা দিয়ে তৈরী কোন-রূপ মলম যদি বাহ্যিক প্রয়োগের ফলে উদ্ভেদ বসে যায় তা হলে দেখা দিতে পারে। উদ্ভেদ যখন বেরোয় তখন হয়ত রোগী বেশ ভাল ছিল, কিন্তু সেগুলি বসে গিয়েই তার মানসিক লক্ষণ হয়ত দেখা দিয়েছে। সম্পূর্ণ মাথার পাশে অথবা মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে; সম্পূর্ণ অক্ষিপুট অংশ জুড়ে মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদও থাকতে দেখা যায়। ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্ভেদ বসে গিয়ে কোরিয়া দেখা দিতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হাত-পা কাঁপা, পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা ও মানসিক গোলযোগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্নায়বিক বেদনা সৃষ্টি হয়। কোন ক্ষত সারাবার জন্য বাইরে থেকে লাগাবার মত উত্তেজক কোন লোশন ব্যবহারেও অনুরূপ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। ঐ ধরনের রোগীর তীব্র ধরনের মাথাধরা, মাথায় রক্তাধিক্য, টিপ্‌টিপ করা ও সূচ ফোটানোর মত তীব্র বেদনা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, তবে সাধারণভাবে কষ্টিকামে আমরা মাথাধরা অবস্থা খুববেশী একটা দেখতে

পাই না। তবে বাতজনিত মাথার যন্ত্রণার তীব্রতায় গা-বমি ভাব ও বমি হওয়া দেখা যেতে পারে। মাথাধরার তীব্রতায় চোখে অন্ধকার দেখা বা প্রায় দৃষ্টিলোপের মত অবস্থার পরে পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে।

টরটিকোলিস বা ঘাড় একদিকে বেঁকে যাওয়া, ঘাড়ের মাংসপেশীতে টান ধরা বা ছোট হয়ে যাবার ফলে মাথাটা একদিকে ঝুঁকে থাকতে দেখা যেতে পারে। মাংস-পেশী ও টেণ্ডনের এরূপ ছোট হয়ে পড়া বা টান ধরা অবস্থা কস্টিকামে সেরে যেতে পারে।

কস্টিকামে নানাধরনের চোখের গোলযোগ থাকতে পারে। রোগী বলে যে তার চোখের পাতা এত ভারী হয় যে চোখ মেলে তাকানো খুব কষ্টকর হয়। ক্রমশ এই অবস্থা বেড়ে গিয়ে প্রকৃত পক্ষাঘাতের মত অবস্থা দেখা দেয়। কোন কোন সময় রোগীর চোখের সামনে যেন একটা পর্দার মত এসে তার দৃষ্টিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে তোলে। চোখের সামনে ছোট ছোট কালো পোকার মত যেন কিছু ভেসে বেড়ায় বলে বোধ হতে থাকে। আবার কখনো কখনো বড় বড় কালো অথবা সবুজ দাগের মতেও দেখতে পায়। আলোর দিকে তাকানোর পরে বহুক্ষণ স্থায়ী একটা দাগের মত রোগীর চোখের সামনে যেন থেকে যায়, ডিপলোপিয়া বা সব কিছু দুটি করে দেখা, ক্রমশ দৃষ্টি কমতে কমতে একেবারেই দৃষ্টিহীন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। অপটিক নার্ভের পক্ষাঘাত, চোখ থেকে জলপড়া, চোখের জল হাজাকর ও জ্বালাকর হয়; চোখে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে চোখ থেকে প্রচুর স্রাব নির্গমন, চোখের পাতা জুড়ে যাওয়া, চোখের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। স্ক্রফুলাজনিত অপথ্যালমিয়া বা চোখে লাল ভাবের সঙ্গে কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, সোরাজনিত ক্রনিক ধরনের চোখ ওঠা ও সেই সঙ্গে ঘন পুঁজের মত রসস্রাব হওয়া, কর্নিয়াতে ছোট ছোট শিরায় আচ্ছন্ন অবস্থা প্রভৃতি কস্টিকামে সারানো যায়।

এই ওষুধটির অপর একটি প্রধান লক্ষণ, দেহের যে কোন অংশে আঁচিল সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকা। মুখমণ্ডলে, নাকের ডগায়, হাতের পাতায়, আঙ্গুলের ডগায় আঁচিল দেখা দিতে পারে এবং আঁচিলগুলি শক্ত, শুকনো এবং উপরের দিকটা সরু হয়ে উঁচু হয়ে উঠতে দেখা যায়।

মিউকাস মেমেব্রেন থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘন, শক্ত ও চটপটে স্রাব বা রস নির্গমন হওয়া ওষুধটির একটি স্বাভাবিক লক্ষণ, শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, নাক ও গলা থেকে ইউস্টেসিয়ান টিউব, এবং কানে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় ফলে গর্জনের মত, কোন কিছু ফেটে গিয়ে ঝন্ ঝন্ শব্দের মত অথবা প্রতিধ্বনির মত শব্দ কানে শোনা যায়। কানে প্রচুর পরিমাণে খোল জমে যেতেও দেখা যায়। শ্লেষ্মাজনিত কারণে অথবা অডিটারী নার্ভের জন্য কানে শোনার ক্ষমতা লোপ পেতে পারে, কানে তীব্র ধরনের টেনে বা ছিঁচড়ে নেবার মত ব্যথা দেখা দিতে পারে।

নাকের সর্দিজনিত গোলযোগ বেশ কষ্টদায়ক হতে পারে। পুরানো শুকিয়ে

থাকা শ্লেষ্মায় নাকের ভিতরে মামড়ীর মত সৃষ্টি হয়ে নাসাপথ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা দেখা দিতে পারে ; নাকের পিছনের গভীরে শ্লেষ্মাজনিত ক্ষত হয়ে সেখান থেকে ঘন, হলদে বা হলদেটে সবুজ রঙের স্রাব নির্গমন, নাক থেকে রক্ত পড়া, মাঝে মাঝেই নাকে হাজাকর জলের মত সর্দি বা কোরাইজা দেখা দেওয়া, নাকে খুব চুলকানো, নাকের ডগায় আঁচিল সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি পাওয়া যেতে পারে।

মুখমণ্ডলে তীব্র ধরনের বেদনা, ঠাণ্ডা লেগে নিউর‍্যালজিক বা স্নায়বিক বেদনা দেখা দিতে পারে। এই ধরনের বেদনার সঙ্গে প্রায়ই মুখমণ্ডলে পক্ষাঘাত দেখা দেয় ; মুখমণ্ডলে ছিঁড়ে যাওয়া, সূচ ফোটানোর মত এবং বাতের ব্যথার মত ব্যথা দেখা দিতে পারে।

মুখ ও নাকের আশপাশে ক্ষত হওয়া, ঠোঁটে ফিসার বা ফাটা ঘা, চোখের কোণে এবং নাকের বাঁশীতে ফাটা বা ফিসার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সামান্য কারণেই দেহের যে কোন অংশে ফিসার দেখা দিতে পারে। ফিশচুলা হয়ে তার মুখের কাছে দেওয়ালটা শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়।

মাড়াতে স্কার্ভি ধরনের অবস্থা, দাঁত থেকে মাঢ়ী সরে যাওয়া, মাঢ়ীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে রক্তপাত হতেও দেখা যায়। খোলা হাওয়ায় ঘুরে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর পরে দাঁতের গোড়ায় তীব্র ধরনের কন্‌কনে ব্যথা দেখা দিতে পারে। বাতের রোগীরা প্রতিবার শুকনো হাওয়ায় ঝাপ্টায় দাঁতের বেদনায় কষ্ট পায়। খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরলে সুস্থ দাঁতেও সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে পড়া এবং টিপ্‌টিপ্‌ করা অনুভূতিযুক্ত বেদনা দেখা দিতে পারে। মাঢ়ীতে বার বার অ্যাবসেস সৃষ্টি হতে পারে। মুখে পচা, টক অথবা তেঁতো স্বাদ থাকে।

জিহ্বায় পক্ষাঘাতজনিত অবস্থা সৃষ্টি হলে কথা আটকে যাওয়া অথবা তোতলামি দেখা দিতে পারে। ফ্যারিংক্স এবং ঈসোফেগাসে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে। সুতরাং ডিপথেরিয়ার ঠিক মত চিকিৎসা না হওয়ায় পক্ষাঘাত-জনিত অবস্থা দেখা দিলে এই ওষুধটি তা সারাতে পারবে। খাবার গেলার সময় খাদ্যনালী দিয়ে না নেমে ভুল পথে চলে যায়, ল্যারিংক্স অথবা নাকের পিছন অংশে চলে গেলে ওষুধটি কার্যকরী হবে। কথা বলার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রাদি, জিহ্বা প্রভৃতিতে পক্ষাঘাতের জন্য কথা বলা, কোন কিছু চিবানো কষ্টকর হয় ; কোন কিছু চিবানোর সময় জিহ্বা ও গালের ভিতর অংশে কামড় লেগে যায়। ডিপথেরিয়াজনিত পক্ষাঘাতে আমাদের যে সব ওষুধ আছে কস্টিকাম তাদের মধ্যে অন্যতম। ঐরূপ অবস্থায় **ল্যাকেসিস** এবং **ককুলাস**ও উল্লেখযোগ্য ওষুধ। মুখ ও গলায় শুষ্কতা ও দগ্‌দগে অনুভূতি, সেখানে একটা পূর্ণতাবোধ থাকায় বার বার ঢোক গেলার চেষ্টা প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়ই পক্ষাঘাত সৃষ্টি হবার পূর্বলক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। **স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার** রোগী উত্তেজিত হয়ে পড়লে বার বার দীর্ঘসময় ধরে ঢোক গিলতে থাকে এবং তাতে সে নিজেই বিরক্ত হয়ে পড়ে। কস্টিকামে গলায় জ্বালাবোধ, গলায়

ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ, বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে ল্যারিংক্স থেকে ঘন ও শক্ত শ্লেষ্মা তুলে ফেলার চেষ্টা করতে দেখা যায়। রোগীর স্বরের কর্কশতা বা স্বরভঙ্গের জন্য বোঝা যায় যে শ্লেষ্মাটা ল্যারিংক্স থেকে আসছে।

কস্টিকামের রোগী ক্ষুধাতুর হয়ে খেতে বসে কিন্তু খাবার দেখেই তার খাদ্যের গন্ধে তার রুচি অদৃশ্য হয়ে যায়। বিশেষভাবে এইরূপ খাদ্যে অরুচি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পাবে। **কেলি কার্ব** এ পাকস্থলীতে শূন্যতা, সব যেন খালি হয়ে রয়েছে এরূপ বোধের সঙ্গে খাদ্যে বিরূপতা থাকতে দেখা যায়। **চায়নায়** রোগী খুব বেশী ক্ষুধার্ত থাকে কিন্তু খাদ্য দেখলে তার খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা বা ঘৃণার মত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

খাদ্য গ্রহণের পরে তৃষ্ণাবোধ, ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের ইচ্ছা কিন্তু জলের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকে ; বীয়ার, বাষ্পে সিদ্ধ মাংস, ঝাঁঝালো বস্তু রোগী পছন্দ করে ; মিষ্টি দ্রব্য এবং অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্যে তার বিরূপতা থাকে। বেশীভাগ ওষুধেই দেখা যায় যে খাদ্যে অরুচি থাকলেও মিষ্টি দ্রব্য, পেস্ট্রি প্রভৃতি রোগীর ভাল লাগে, কিন্তু এই ওষুধটির লক্ষণ তার বিপরীত থাকতে দেখা যায়। তৃষ্ণাবোধ থাকলেও পানীয় গ্রহণে অনিচ্ছা লক্ষণটি **ল্যাকেসিসের** মত হয়। গলার পক্ষাঘাতে এই ওষুধ দুটির লক্ষণে অনেক সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়।

পাকস্থলীতে যেন চুল আলগাভাবে রয়েছে এরূপ অদ্ভুত ধরনের একটা অনুভূতি এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যেতে পারে। পাকস্থলীতে কাঁপুনি ও জ্বালা থাকে। রুটি খেলে পাকস্থলীতে একটা ভার ও চাপবোধ হতে থাকে, কফি পান করলে পাকস্থলীর সব উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে পারে কিন্তু একটুখানি ঠাণ্ডা জল পান করলে তার আরামবোধ হয়। এই ওষুধটির অনেক উপসর্গই শীতল জলপানে কম থাকতে দেখা যায়। তীব্র ধরনের আক্ষেপযুক্ত কাশিও একঢোক ঠাণ্ডা জলপান করলে কমে যায়। শীতল জলে রোগীর পক্ষাঘাতজনিত অবস্থায় কিছুটা শক্তি বৃদ্ধি হয় বলে মনে হয়। এই ধরনের পুরানো স্নায়ুর ও মেরুদণ্ডের সংবেদনশীল অবস্থায় হাতে উষ্ণ জল লাগালেই বেদনা আরম্ভ হয় এবং শীতল জলে হাত-পা ধুলে রোগী আরাম-বোধ করে থাকে।

কস্টিকামে ঢেকুর ওঠা, গা-বমিভাব এবং বমি হওয়া অবস্থা, পাকস্থলী ফুলে ওঠা এবং তীব্র বেদনা, পেটে খিমচানোর মত বেদনাসহ কলিক দেখা যেতে পারে। দেহের অন্যান্য স্থানের মত রেক্টামেও একইরূপ পক্ষাঘাতজনিত অবস্থা বা দুর্বলতা থাকে, রেক্টামে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয় ফলে সেখানে কঠিন মল জমে থাকে এবং তা অসাড়ে, রোগীর অজান্তেই নির্গত হয়। **অ্যালো**-তে ছোট ছোট শক্ত গুলির মত মল, বিশেষভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে, অসাড়ে নির্গত হতে দেখা যায়। যখন শিশুরা মল বেরোনোটা বুঝতে পারে বা শেখে তখনও তাদের অসাড়ে মল নির্গত হতে দেখা যেতে পারে।

পক্ষাঘাতজনিত অবস্থার জন্য রোগী দাঁড়ানো অবস্থাতেই সামান্য বেগ হয়ে

মল বেরিয়ে আসে। দাঁড়ানো অবস্থা ছাড়া রোগী বসে বা শুয়ে প্রস্রাব করতে পারে না, প্রস্রাব মূত্রথলিতে জমে থাকে, এই লক্ষণটি **সারসাপেরিলাতে** আছে। কোষ্ঠবদ্ধতায় সব সময় বা বার বার মলত্যাগের জন্য বেগ আসে কিন্তু সেটা নিরর্থক হয়। মল খুব শক্ত ও চক্‌চকে থাকে এবং খুব কষ্ট ও পরিশ্রমের পরে তা বের হয়।

মলদ্বারে ফিসার সৃষ্টি হয়; রেক্টামে চুলকানো ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, সারা দিন-রাত খুববেশী চুলকানো, অর্শ সৃষ্টি হওয়া, পেরিনিয়ামে পালসেশন বোধ ফিসার ও অর্শে আক্রান্ত স্থানে টিপ্‌টিপ্‌ করা পালসেশনবোধ ও আগুনে পোড়ার মত জ্বলে যেতে দেখা যাবে। অর্শের বলি বড় ও শক্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়।

এই ওষুধটিতে মূত্রথলির দুই ধরনের পক্ষাঘাত দেখতে পাওয়া যায়। একধরনের পক্ষাঘাতে মূত্রথলির সংকোচন ক্ষমতা লোপ পায় ফলে প্রস্রাব মূত্রথলি থেকে বেরোতে না পেরে জমে থাকে, অপর অবস্থাটিতে মূত্রথলির স্ফিংক্টারের উপর ক্রিয়ায় তাকে অবশ করে তোলায় অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন হতে দেখা যায়, অন্ধকারে সে রোগী হাত দিয়ে স্পর্শ না করা পর্যন্ত বুঝতেই পারে না বা বিশ্বাসও করে না যে সে প্রস্রাব করে ফেলছে। যে সব শিশু প্রায় প্রস্রাব করে বিছানা নষ্ট করে তাদের পক্ষে এই ওষুধটি প্রয়োজন হতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। কাশতে গেলে অসাড়ে প্রস্রাব বেরিয়ে আসে। মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রস্রাব মূত্রথলিতে আট্‌কে থাকতে দেখা যায়. প্রসবের পরে রিটেনসন দেখা দিতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ রেলপথে বা বাসে ভ্রমণের সময় লোকেদের উপস্থিতিতে যখন প্রস্রাবত্যাগ করা সম্ভব হয় না তখন ভ্রমণের শেষে প্রস্রাব ত্যাগের সময় আর তাদের প্রস্রাব বেরোতে চায় না, আটকে থাকে, মূত্রথলির মাংসপেশীতে বেশী চাপ পড়ার ফলে এরূপ রিটেনসন দেখা দেয় এবং সেক্ষেত্রে কস্টিকাম খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে। রোগী বা রোগিণীর যদি ঠাণ্ডা লাগার পরে ঐরূপ লক্ষণ দেখা দেয় হলে **রাসটক্স** কার্যকরী হবে। **রাসটক্স** এবং কস্টিকাম এই দুটি ওষুধেই মূত্রথলির পক্ষাঘাতজনিত অবস্থা মাংসপেশীতে বেশী চাপ বা জোর পড়ার ফলে অথবা ঠাণ্ডা লেগে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মাসিক ঋতুস্রাবের সময় খুববেশী দুর্বলতা দেখা দেয়। ঋতুস্রাবের পূর্বে নানা ধরনের উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখা, বিষাদ, জরায়ুতে ক্র্যাম্পের মত স্প্যাজম বা আক্ষেপ, পিঠে বেদনা প্রভৃতি থাকতে পারে। ঋতুস্রাব শুরু হবার মুহূর্তে তীব্র ধরনের সংকোচ-যুক্ত বেদনা বা ক্র্যাম্প দেখা দেয়। যে সব মা শিশুদের স্তনের দুধ পান করান, খুববেশী ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়া, রাত জাগা বা উদ্বেগের জন্য তাদের স্তনে দুধ সৃষ্টি হওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। স্তনের বোঁটায় টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, ফাটা ও ফিসার সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যেতে পারে।

কস্টিকামের রোগীর স্বরে নানা গোলযোগ দেখা দিতে পারে কার্বো ভেজ ওষুধ-

টির বর্ণনায় বলা হয়েছে যে রোগীর স্বরভঙ্গ বা স্বরের কর্কশতা সন্ধ্যায় খুব বৃদ্ধি পায়। কস্টিকামে কিন্তু স্বরভঙ্গ বা বা স্বরের কর্কশতা সকালে বাড়ে। সাধারণ অবস্থায় ঘুম থেকে ওঠার পরে একটু ঘুরে বেড়ালে এবং কাশির সঙ্গে একটু শ্লেষ্মা উঠে গেলেই রোগীর স্বর অনেকটা ঠিক হয়ে যায় কিন্তু ভোকাল কর্ডের পক্ষাঘাত-জনিত হঠাৎ স্বরভঙ্গ বা স্বরলোপ ঘটলে তা সকালের দিকে বৃদ্ধি পেয়ে সারা দিন-রাত ধরেই থেকে যায়।

কস্টিকামের কাশি খুব কঠিন ধরনের কাশি এবং তা রোগীর দেহকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। রোগীর মনে হয় যে তার বুকের মধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে আছে এবং একটু গভীর ভাবে কাশতে পারলেই শ্লেষ্মাটা যে তুলে ফেলতে পারবে কিন্তু দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা ও কাশির পরেও সে সফল হয় না বরং অবসাদে, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে এবং খুব ঠাণ্ডা, বরফের মত শীতল জল পান করলে তবেই সে কিছুটা আরাম ও স্বস্তিবোধ করে। কাশিটা গভীর ধরনের হয়, যেন কোন গোলাকৃতি পিপা বা ব্যারেলের মধ্যে দিয়ে কাশি আসার মত শব্দ শোনা যায়। অনেকক্ষণ ধরে কেশে গভীর থেকে যদি রোগী কিছুটা শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে পারে তবে সে কিছুটা আরাম পায়। এই ওষুধটি খুব গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল এবং যক্ষ্মা, অর্থাৎ ফুসফুসের যক্ষ্মা খুব দ্রুত বেড়ে যেতে দেখা গেলে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। সকালে এবং সন্ধ্যায় গলায় সুড়সুড় করে কাশি দেখা দেওয়ার রোগীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। কাশিটা একঢোক শীতল জল পানে কমে যেতে দেখা যাবে। দেহ বাঁকিয়ে সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালে কাশি দেখা দেয়; সব সময় বিরক্তিকর কাশিতে দমকের প্রতিটি আক্রমণের সঙ্গে প্রস্রাব বেরিয়ে আসা; ইনফ্লুয়েঞ্জাতে হাত-পায়ের ব্যথায় মনে হয় যেন কেউ সেগুলি লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে; হুপিং কাশির শ্লেষ্মাপ্রধান অবস্থা প্রভৃতিতে ওষুধটি ফল-প্রদ হয়ে থাকে।

বুকের ভিতরে টনটন করা ব্যথা এবং শক্ত করে বেঁধে রাখার মত বোধ; খুববেশী চাপবোধ হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন বুকে খুব ভারী কোন বোঝা যেন চাপিয়ে রাখা হয়েছে, বুকের ভিতরে খুববেশী শ্লেষ্মা জমে ফুসফুস ভর্তি হয়ে রয়েছে এরূপ বোধও থাকতে দেখা যায় এবং অনেকক্ষণ ধরে কেশে কিছুটা শ্লেষ্মা তুলতে পারলে তখন রোগী কিছুটা আরামবোধ করে। রোগীর দেহ মৃতের মত ফেকাশে এবং ঘামে ভেজা থাকে।

পিঠে নানা ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। বেদনা ও শক্তভাব বা আড়ষ্টতা, কোন একটা বসার জায়গা থেকে উঠলে আড়ষ্টভাব বেশী হতে দেখা যায়। আড়ষ্টতা কোমর বা হিপ থেকে পিঠ পর্যন্ত থাকায় রোগীর পক্ষে বসা অবস্থা বা চিত হয়ে শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানো খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তার বেদনা ও কামড়ানো ব্যথা বিছানার উষ্ণতায় এবং গরম সেক দিলে কম থাকে; কেবল-মাত্র হাতের আঙ্গুলের বেদনা কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তাপে শুরু হতে বা বেড়ে যেতে দেখা যায়।

ক্যামোমিলা
(Chamomilla)

ক্যামোমিলার সাধারণত ধাতুগত অবস্থায় খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা থাকতে দেখা যায়; রোগী যে কোন বিষয়ে, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লোক-জন, সর্বোপরি বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীল থাকে। ধাতুগত ভাবে রোগীর মধ্যে খিটখিটে ভাব এত প্রবল থাকে যে সামান্য বেদনাতেও তার দেহ ও মনে এমন সব লক্ষণ দেখা দেয় যে মনে হয় যেন তার খুববেশী কষ্ট হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই ওষুধটি মহিলাদের সেই রূপ নার্ভাস সিস্টেমের সমগোত্রীয় হয়, যখন মহিলাটি খুববেশী স্পর্শকাতরতা এবং বেদনায় আপ্লুত হয়ে পড়ে।

এই সঙ্গে মানসিক অবস্থাও অনুরূপ লক্ষণসহ থাকতে দেখা যায়। রোগীর মনও খুব সংবেদনশীল এবং খিট্‌খিটে প্রকৃতির হয়। সংবেদনশীলতা এবং খিট্‌খিটে স্বভাব এবং লক্ষণদুটি ক্যামোমিলাতে এত বেশী ঘনিষ্ঠভাবে থাকে যে তাদের আলাদা করা যায় না। রোগী বেদনায় খুববেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। সামান্য ইন্দ্রিয় দমন, অথবা অসন্তোষেই রোগীর নানা উপসর্গ সৃষ্টি হয় এবং তার স্নায়ুগুলি খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে ফলে বেদনা, তড়কা, কলিক, মাথাধরা এবং অন্যান্য নানাধরনের স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দেয়। নার্ভাস প্রকৃতির বালক-বালিকাদের শাস্তি দিলে তারা কনভালসন বা তড়কায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। খুববেশী সংবেদনশীল এবং নার্ভাস প্রকৃতির মহিলারা সামান্য কারণেই বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাদের বিশেষ ধরনের মাথার যন্ত্রণা দেখা দেয়। কোন কারণে বিরক্ত হলে, ইন্দ্রিয় দমনে অথবা উত্তেজনায় রোগীর দেহে ঝাঁকুনি লাগার মত মাংসপেশীতে কাঁপুনি ও শিহরণ দেখা দেয়। রোগীর মধ্যে এত বেশী স্নায়বিক অনুভূতিপ্রবণতা থাকে যে এই ওষুধটির মত অল্প দু'একটি ওষুধেই সেরূপ লক্ষণ দেখা যেতে পারে, যেমন **কফিয়া, নাক্সভমিকা** এবং **ওপিয়াম**। অবশ্য ওপিয়ামের বিষয়ে লেকচার না শুনেও স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে **ওপিয়াম** স্টুপর বা অর্ধঅচেতনভাব সৃষ্টি করতে পারে। যারা আফিংয়ের বা অশোধিত ওপিয়ামের ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় দেহ ও মনে কি ধরনের ভয়াবহ ক্লেশ বা দুর্দশা সৃষ্টি হয় সেটা প্রত্যক্ষ করেছে তাদের পক্ষে ক্যামোমিলার অধিক অনুভূতিপ্রবণতা বলতে আমি কি বোঝাতে চাই সেটা বোঝা সহজ হবে। শিশুদের কনভালসন দেখা দিতে পারে। আজকের দিনেও দেখা যায় যে বেদনা কমাবার জন্য শিশুকে তাদের মা অথবা সেবিকা ক্যামোমাইল এর রস পান করাবার পরে শিশুটির কনভালসন শুরু হয়ে যায়। সাধারণ লোকে বুঝতে না পারলেও কনভালসনের ধরন, দেহের ঝাঁকুনি ও কাঁপুনি, মাথাটি উত্তপ্ত হয়ে থাকা, খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়া, গোলমাল বা হৈচৈতে, লোকজন দেখলে এবং তড়কার আক্ষেপের অন্তর্বর্তী সময়ে দেখা দেওয়া খিটখিটে ভাব প্রভৃতি লক্ষণের জন্য চিকিৎসক সহজেই বুঝতে পারবেন যে শিশুটির দেহে ক্যামোমাইল এর বিষক্রিয়ায়

ঐসব লক্ষণ দেখা দিয়েছে, এ থেকেই বোঝা যায় যে ক্যামোমিলা ওষুধটিও ঐ ধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে। শিশুদের কনভালসনে তাদের দেহ শক্ত হয়ে ওঠে, চোখ ঘোরে, মুখমণ্ডলের বিকৃতি ঘটে, মাংসপেশীতে মৃদু সংকোচন দেখা দেয়, হাত-পা এদিক-ওদিক ছোঁড়ে, হাত মুঠো করে ধরে, দেহ পিছন দিকে বাঁকিয়ে দেয়। দাঁত ওঠার সময় বেদনার তীব্রতায় কোন কোন ক্ষেত্রে কনভালসনের সঙ্গে উপরে বর্ণিত লক্ষণ থাকতে বা দেখা দিতে দেখা যায়! দাঁত ওঠাটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও অনেকেই দাঁত ওঠার সময় বেদনায় নানা ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করে থাকেন, ক্যামোমিলাকে দাঁত ওঠার যন্ত্রণা নিরসনের জন্য এইরূপ একটি ওষুধরূপে অনেকে ব্যবহার করে থাকেন, যদিও এই অভ্যাসটা মোটেই ভাল নয়। একথা সত্য যে দাঁত ওঠার সময় অনেক শিশুকে মস্তিষ্কে উত্তেজনা সৃষ্টিজনিত অবস্থা, কনভালসন, পাকস্থলীর গোলযোগে ও বমি হওয়া প্রভৃতি উপসর্গে কষ্ট পেতে দেখা যায়, তবে আমি বলতে চাই যে দাঁত ওঠাটা কোন রোগ নয়, এটি দৈহিক গঠনের একটি স্বাভাবিক অঙ্গ। অবশ্য বিলম্বে দাঁত ওঠা এবং সেই সঙ্গে উত্তেজনা, এইরূপ অধিক সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে যে শিশুটি ঘুমোতেই পারে না, স্বপ্নের মধ্যে ভয় পাবার মত অবস্থায় সে জেগে ওঠে, তার মধ্যে খুববেশী উত্তেজনা, বমি করা, ডায়রিয়া হওয়া, ডায়রিয়াতে সবুজ রঙের আঠালো মল অনেকটা কুচোনো ঘাসের মত থাকতে দেখা যায়, দাঁত ওঠার সময় দুর্গন্ধযুক্ত মলসহ ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। শিশুর দেহে টিটেনাসের মত আক্ষেপ বা কনভালসন, চোখের পাতায় মৃদু কম্পন, হাত-পায়ে বেদনা, অবসাদ, মূর্চ্ছাভাব, দেহের যেকোন অংশে স্নায়বিক বেদনার সঙ্গে অসাড়বোধ সুড়সুড় করা ব্যথা ; বেদনা সাধারণভাবে উত্তাপে কম থাকা, কিন্তু দাঁত ও চোয়ালের বেদনা উত্তাপে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। দাঁতের যন্ত্রণা ঠাণ্ডা লাগালে কম থাকে, উত্তাপে খুব বেশী বেড়ে যায়, আর কানের এবং হাত-পায়ের দিকে ব্যথা উত্তাপে কম থাকে।

ক্যামোমিলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তার মানসিক লক্ষণেরই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যাবে। রোগী কান্নাকাটি করে, করুণ সুরে বিলাপ করে এবং খিটখিটে প্রকৃতির হয়ে পড়ে। রোগী এতবেশী খিটখিটে হয়ে পড়ে যে খুব অদ্ভুত ভাবে তার প্রকাশ ঘটে। বেদনায় যেন সে প্রায় পাগলের মত হয়ে ওঠে, তখন যেন সে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজনদের ও চিনতে পারে না, লোকের সঙ্গে যে সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করা উচিত সেটাও যেন সে ভুলে যায়, তার কথাবার্তা, আচরণে অপরে যে মনে আঘাত পেতে পারে সে বিষয়ে যেন সে তোয়াক্কাই করে না। প্রায় বিনা কারণে অথবা খুব তুচ্ছ কারণে সে ঝগড়াঝাটি, চিৎকার করতে শুরু করে। সন্তান প্রসবের সময় বেদনার চিকিৎসায় যখন কোন চিকিৎসককে ডাকা হয় তখন সেই রোগিণী হয়ত তাকে অপমানজনকভাবে বলে বসবে, "আপনাকে আমার দরকার নেই, আপনি চলে যান।" ভয়ংকর বেদনার কষ্টে রোগিণী প্রায় পাগলের মত হয়ে পড়ে, সে বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীল থাকার জন্য তার মধ্যে মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়, সে

নিজের মন মেজাজকে আয়ত্তে রাখতে পারে না, একটুতেও ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, খুব সামান্য কারণেও খুববেশী রেগে যায়। শিশুরা সর্বদাই রাগ না করে, অসন্তুষ্ট চিত্তে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে, থুথু ছেটায় এবং কান্নাকাটি করে। সবসময়ই সে কোন একটা নতুন জিনিসের জন্য ব্যয় না করে, কিন্তু জিনিসটি হাতে পেলেই সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার অন্য আর একটা জিনিস চাইতে থাকে, কখনো কোন জিনিষ দিয়েই তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না, কখনো কখনো রেগে গিয়ে হয়ত সে তার সেবিকা অথবা কাছে যারা থাকে তাদের চড়, কিলও বসিয়ে দেয়। সে খুববেশী খামখেয়ালী প্রকৃতির হয়। শিশুটির কোথাও বেদনা দেখা দিলে, বিশেষভাবে পেটের বেদনা বা কলিকে সে কোলে উঠে ঘুরে বেড়াতে চায়, কারণ ঐ অবস্থায় তার বেদনা কিছুটা কম থাকে বলে মনে হয়। পেটের বেদনা ছাড়াও, কানের বেদনা, অন্ত্রের গোলযোগজনিত উপসর্গ, সান্ধ্য জ্বর, ঠাণ্ডালাগাজনিত উপসর্গ, দাঁত ওঠার সময় দেখা দেওয়া উপসর্গের সময়ও শিশুটি সর্বদাই কোলে উঠে বেড়াতে চায় এবং কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে সে অনেকটা শান্ত থাকে, তবে বার বার কোল পাল্টাতে চায়। কখনো মার কোলে, কখনও বাবার কোলে আবার কখনোও তার সেবিকা বা অন্য কারো কোলে থাকতে, চায়, কাজেই এখানেও একটা অতৃপ্তি ও পরিবর্তনশীলতা থাকতে দেখা যাবে। কানের ব্যথার তীব্রতায় শিশুটি তার হাত দুটি তুলে কানে চাপা দেয় এবং চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। বয়স্করা বেদনার তীব্রতায় অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করে, বিছানায় থাকলে বার বার এপাশ-ওপাশ করে, কোন সময়ই শান্তভাবে, চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারে না, কাজেই ক্যামোমিলার রোগীর মধ্যে অস্থিরতা থাকতে দেখা যাবে এবং সেই সঙ্গে খিটখিটে স্বভাব, কথাবার্তা বলার অনিচ্ছা, প্রভৃতি দেখা যাবে। যখন বেদনা থাকে না তখন রোগী যেন নিজের মধ্যেই তন্ময় হয়ে থাকে।

ক্যামোমিলার রোগীর মধ্যে বিষাদ থাকলে দেখা যায়, সে নরূপ বেদনা না থাকলেও সে মনোকষ্ট বোধ করে, চুপচাপ বসে যেন নিজের অন্তরের মধ্যেই ডুবে থাকে, তখন তাকে দিয়ে কোন কথাবর্তা বলানো যায় না। ক্যামোমিলার শিশু অপরের স্পর্শও সহ্য করতে পারে না, সে কেবলমাত্র তার পছন্দ মত কাজই করতে চায়, সবকিছু নতুন সব কিছুর পরিবর্তন হওয়া পছন্দ করে। শিশু এবং বয়স্ক সবার কথার মধ্যেই খিটখিটে স্বভাবের ছাপ থাকে। কোনরূপ কাজ অপছন্দ হলে বা প্রতিবাদ করলে সে রেগে যায় এবং সেই ক্রোধের জন্য নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যদি কোন শিশুর হুপিং কাশি থাকে তা হলে কোন কারণে সে উত্তেজিত হয়ে পড়লে প্রথমে মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠে এবং তার পরেই কাশির দমক শুরু হয়। তারা খুব খুঁতখুঁতে স্বভাবের এবং ঝগড়াটে প্রকৃতির হয়ে থাকে। সামান্য কারণেই তারা বিরক্ত, উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মনে আঘাত পায়। যে কোন ধরনের প্রদাহজনিত অবস্থায় ক্যামোমিলার রোগী বা শিশুর মধ্যে এইরূপ মানসিক অবস্থা থাকতে দেখা যাবে। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ল্যারিনজাইটিস, কানের প্রদাহ,

ইরিসিপেলাস, মাথাধরা, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গের সঙ্গে ক্যামোমিলার উপযুক্ত মানসিক লক্ষণ থাকলে ক্যামোমিলা সেইসব উপসর্গ সারাতে পারবে।

ক্যামোমিলার মাথাধরা খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ পুরুষ বা মহিলাদের মধ্যে দেখা যেতে পারে। রোগী খুব নার্ভাস, খুববেশী ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত থাকে; মাথায় দপ্ দপ্ করা, ছিঁড়ে পড়া বা ফেটে যাবার মত বেদনা দেখা দেয় এবং সন্ধ্যা নাগাদ খুববেশী বেড়ে যায়! অনেক উপসর্গই ৯টা নাগাদ খুববেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। জ্বর সকাল ৯টা নাগাদ এবং বেদনা প্রায়ই রাত্রি ৯টা নাগাদ খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। মাথায় সূচ ফোটানোর, ছিঁড়ে যাওয়া বা খুববেশী জোরে চেপে ধরার মত বেদনা দেখা দেয় এবং ঐ বেদনার কথা চিন্তা করলে বেদনা আরও বেড়ে যায় কিন্তু কোনভাবে চিন্তাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে, অর্থাৎ অন্য কোন কাজের দিকে চিন্তাটা সরিয়ে দিতে পারলে বা অন্যমনস্ক থাকলে বেদনা কম থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল, কান, দাঁত ও মাথার দুই পাশে তীব্র ধরনের নিউরালজিয়া বা স্নায়বিক বেদনা দেখা দিতে পারে। মুখের ভিতরের কোনরূপ বেদনা ঠাণ্ডা লাগলে বা ঠাণ্ডায় কম থাকে। কান এবং মাথার বেদনা উত্তাপে কম থাকতে দেখা যাবে।

চোখে বেদনা, প্রদাহ, চোখ থেকে রক্ত মেশানো জল পড়া, বিশেষভাবে সদ্যোজাত শিশুদের ক্ষেত্রে চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত চুঁইয়ে আসা, প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোপন স্বভাব বা খিটখিটে প্রকৃতি থাকতে দেখা গেলে ক্যামোমিলায় ঐ সব চোখের উপসর্গ সারানো যেতে পারে। চোখ থেকে ঘন হলদেটে, পুঁজের মত স্রাবও এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যায়। চোখের ভিতরে খুব চাপবোধ থাকতে পারে। চোখ থেকে. জল পড়ার সঙ্গে নাক থেকে সর্দি বেরোনো এবং হাঁচিও হতে দেখা যায়।

দেহের অন্যান্য স্থানের মত কানেও নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শোনার ক্ষমতা খুব বেড়ে যায় বা সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। কানে গর্জনের মত, ঘণ্টা বাজানো এবং গানের মত শব্দ শোনার লক্ষণ থাকতে পারে। কানে তীব্র ধরনের বেদনায় শিশু কানে হাত দিয়ে চেপে রাখে। বড় বা কানে উত্তাপবোধ ও পূর্ণতা বোধের জন্য যেন কান বা কানে তালা লেগেছে বলে বর্ণনা দেবে। নার্ভাস ও সংবেদনশীল প্রকৃতির লোক বা মহিলারা কানে কাপড় জড়িয়ে না রেখে খোলা হাওয়ায় ঘুরতে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারে না, কারণ তাদের মুখমণ্ডল ও অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কান অনেক বেশী সংবেদনশীল থাকে। এমন রোগীও দেখা যেতে পারে যারা গলায় হাওয়ার স্পর্শ সহ্য করতে পারে না, আবার কেউ বা ঘাড় বা কাঁধ দুটি ভালভাবে ঢেকেঢুকে রাখতে চায়, কিন্তু ক্যামোমিলার রোগীর বিশেষ ভাবে কানে বেশী সংবেদনশীলতা থাকতে দেখা যায়। তবে সাধারণ ভাবে হাওয়া ও ঠাণ্ডার রোগীর সারাদেহই সংবেদনশীল থাকে এবং সে সারা দেহেই ভাল ভাবে কাপড়-চোপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়।

হাঁচির সঙ্গে পাতলা জলের মত সর্দি বা কোরাইজা থাকতে দেখা যায়। মুখ-মণ্ডলের একটা দিক উত্তপ্ত থাকে এবং প্রায়শই তার সঙ্গে মাথা ও চোয়ালে বেদনা থাকতে দেখা যায়। প্রচুর পরিমাণে জলের মত পাতলা হাজাকর সর্দি এবং সেই সঙ্গে গন্ধ পাবার ক্ষমতা লোপ পেতে দেখা যায়।

মুখমণ্ডলে চিরে যাবার মত বেদনা কোন কোন ক্ষেত্রে একই সঙ্গে দাঁত এবং মুখমণ্ডলের বাইরের দিকের অংশে দেখা দিতে পারে। কোন ভাবে বিরক্ত, অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হবার পরে মুখমণ্ডলে বেদনা দেখা দেওয়ার কারণ যদি মুখমণ্ডলে বাইরের অংশের স্নায়ুজনিত হয় তবে সেখানে উত্তাপে বেদনা কম হতে দেখা যাবে, কিন্তু যেখানে দাঁতে বেদনা থাকে সে ক্ষেত্রে দাঁতে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করলে তবেই সেই দাঁতের বেদনা বা যন্ত্রণা কম হবে। সাধারণ ভাবে ক্যামোমিলার রোগীর মাথায় ও স্ক্যাল্পে ঘাম হতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে হাম বা স্কারলেট জ্বরের সঙ্গে মাথায় ঘাম এবং মুখমণ্ডলের একটা দিক গরম ও লাল হয়ে থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল গরম থাকা, একটা পাশ লাল হয়ে থাকা, মুখমণ্ডলে নিউরালজিয়া, জ্বালা প্রভৃতির সঙ্গে মুখের মধ্যে গরম জল অথবা গরম কিছু দিলেই দাঁতে বেদনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দাঁতের গোড়ায় দপ্ দপ্ করা ও জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়। এই রূপ দাঁতের বেদনা বিছানার গরমে, খোলা হাওয়ায়, উষ্ণ ঘরে অথবা যে কোন ভাবে দেহ উত্তপ্ত হলেই দেখা দেয় বা বেড়ে যায় এবং মুখের মধ্যে ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা পানীয় রেখে দিলে তবেই আরামবোধ অর্থাৎ দাঁতের বেদনা কম থাকতে দেখা যাবে। ক্যামোমিলার প্রায় সব উপসর্গই সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়ে রাত্রির প্রথম ভাগ পর্যন্ত থেকে মধ্য রাত্রিতে তার কিছুটা আগে চলে যায়; মধ্যরাত্রি থেকে সকাল পর্যন্ত ক্যামোমিলায় রোগীর প্রায় সব উপসর্গই অনুপস্থিত থাকে, অর্থাৎ ঐ সময়টা রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে। অনেক উপসর্গ দিনের বেলায়ও দেখা যায় না; সন্ধ্যায় বা রাত্রির প্রথম ভাগেই উপসর্গ সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে শিশু বা বালক-বালিকারা তাদের দাঁত ও মাঢ়ীর যন্ত্রণায় এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে গিয়ে বেদনায় আক্রান্ত দাঁত ও মাঢ়ির বাইরের দিকের গালে চেপে ধরে রাখে, কারণ তাদের দাঁত ও মাঢ়ীর বেদনা কম থাকে, তাদের মুখ থেকে পচাটে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর দেহে যখন স্প্যাজম বা হেঁচকে টানার মত সংকোচন বা আক্ষেপ দেখা দেয় তখন তাদের ল্যারিংক্স-এ সেইরূপ স্প্যাজম দেখা দেয়; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ল্যারিংক্সেই আক্ষেপ দেখা দেয়, দেহের আর কোথাও সেটা ঘটে না, ল্যারিংক্স-এ গলায় স্প্যাজম ঘটার জন্য গলা আটকে বা বন্ধ হয়ে যাবার মত অর্থাৎ চোকিং দেখা দেয়। ছোট ছোট ক্ষত গলার ভিতরের সর্বত্র সমান ভাবে দেখা দিলে এবং সেই সঙ্গে আক্রান্ত অংশ বেশ লাল হয়ে ফুলে থাকলে ক্যামোমিলায় ঐ ধরনের 'সোরথ্রোট' সারানো যেতে পারে। টনসিলে প্রদাহ হয়ে খুব লাল হয়ে উঠতে পারে এবং সেই সঙ্গে ওষুধটির উপযুক্ত মানসিক লক্ষণ থাকলে

ক্যামোমিলা তা সারাতে পারবে। ক্যামোমিলার উপযুক্ত মানসিক লক্ষণ থাকলে তবেই 'সোরথ্রোট' এই ওষুধটি দিয়ে সারানো যাবে, যে কোন 'সোরথ্রোট' নয়।

মুখে অরুচিবোধ, শীতলজল পানের জন্য প্রবল তৃষ্ণা এবং অম্ল বা টক জাতীয় পানীয়ের জন্য খুববেশী আকাঙ্ক্ষা থাকতে দেখা যায়। তার প্রবল তৃষ্ণা সহজে মিটতে চায় না। কফি, উষ্ণ পানীয়, কোন ধরনের সুপ্ বা ঝোল এবং তরল খাদ্য রোগী পছন্দ করে না, কফির প্রতি বিতৃষ্ণা ক্যামোমিলার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ, রোগীর দেহে ক্যামোমিলা এবং কফির প্রতিক্রিয়া প্রায় একই ধরনের হতে দেখা যায় এবং তারা পরস্পরের অ্যাণ্টিডোট রূপে কাজ করে। খুববেশী রাত্রি জাগরণ অথবা পরিশ্রান্ত হয়ে অথবা অন্য কারণে যারা খুববেশী কফি পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে ক্যামোমিলা অ্যাণ্টিডোট বা দোষনাশক হিসাবে কাজ করে থাকে। যখন রোগীর দেহে কোথাও বেদনা দেখা দেয় তখন তার দেহ উত্তপ্ত হয়ে পড়ে, এমনকি কখনও কখনও জ্বরও দেখা দেয় ; তার মুখমণ্ডল লাল, বিশেষভাবে একটা দিক লাল হয়ে উঠতে দেখা যায় ; মাথাও গরম থাকে এবং সেইসঙ্গে উত্তেজনা এবং খিটখিটে ভাব দেখা দেয়।

ক্যামোমিলাতে খুব বমি হতে দেখা যায়, যে গ্যাস ঢেকুরের সঙ্গে উঠে আসে তাতে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের গন্ধ পাওয়া যায়, এই ওষুধের রোগীর খুব ওয়াক্ উঠতেও দেখা যায়, সে বমি করবার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টার জন্য তার মনে হয় যেন তার পাকস্থলী ছিঁড়ে যাবে। তার দেহ শীতল ঘামে ভিজে যায়, খুব অবসাদ দেখা দেয়। ঠিক এইরূপ অবস্থা 'মরফিন' সৃষ্টি করে থাকে। কোন খুব অনুভূতিপ্রবণ লোকের বেদনা কমাবার জন্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক 'মরফিন' দেবার ফলে তার বেদনা হয়ত সাময়িকভাবে কমে যায় কিন্তু প্রবলভাবে ঢেকুর ওঠা, ওয়াক্‌ওঠা ও বমি করা এবং যখন বমি হয়ে যাবার মত আর কিছুই পেটে থাকে না তখনও ওয়াক্ ওঠা ভাব চলতে থাকে। এইরূপ অবস্থা ক্যামোমিলা বন্ধ করতে পারে, একটি ডোজ দেবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই রোগীর ওয়াক্ ওঠা বন্ধ হয়ে তাকে অনেকটাই সুস্থ করে তুলতে পারবে। অশোধিত বা ক্রুড অবস্থায় মরফিনের ক্রিয়া যেমন ক্যামোমিলায় কমানো যায় তেমনি যখন মরফিনের ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে বমি আরম্ভ হয় সেটাও ক্যামোমিলা প্রয়োগে কমে বা বন্ধ করা যাবে।

কলিক, বিশেষভাবে ছোট ছোট শিশুদের পাকস্থলী ও পেটে যন্ত্রণা দেখা দিলে শিশুটি কুঁকড়ে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে, বেদনায় চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, হাত-পা ছোঁড়ে, কোলে উঠে ঘুরে বেড়াতে চায় খুববেশী খিটখিটে হয়ে পড়ে ; বেদনা সন্ধ্যার দিকে দেখা দেয়, শিশুর মুখমণ্ডলের একটা দিক লাল, অপর দিকটি ফেকাশে দেখায়, নানা জিনিসের জন্য বায়না ধরে, কিন্তু জিনিসটা পেলেই সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন আর কোন একটা জিনিসের জন্য বায়না ধরে ; ক্যামোমিলার কলিক এ এই ধরনের লক্ষণ থাকে। এই ধরনের বেদনাকে বায়ুজনিত কলিক বলা

হয় এবং এই বেদনায় অন্ত্রে ও পেটের ভিতরে মোচড় লাগার মত বেদনা দেখা দেয়, বেদনা দু'-এক মিনিট ধরে থেকে, চলে যায়, আবার হয়ত কিছুক্ষণ পরে দেখা দেয়। মাঝে মাঝে পেটে মোচড়ানো ব্যথার জন্য মনে হয় যেন রোগী মলত্যাগ করতে যেতে বাধ্য হবে। রোগীর পেটটা বায়ুতে পূর্ণ হয়ে ড্রামের মত ফুলে থাকতে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী উষ্ণ সেক লাগালে আরামবোধ করে থাকে, প্রস্রাব করতে গেলে পেটে ব্যথা শুরু হওয়া লক্ষণটি থাকতে পারে এবং এটি খুবই অদ্ভুত একটি লক্ষণ। কলিক বেদনা সকালের দিকে দেখা দেয়; টিম্প্যানাইটিসের মত পেট ফুলে উঠতে দেখা যেতে পারে।

ক্যামোমিলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মল ঘাসের মত সবুজ রঙের অথবা গোলানো ডিমের মত অথবা ঐ দুয়ের একত্রে মিলিত হওয়া অবস্থার মত দেখায়; হলদে এবং সাদাটে রঙের হতে পারে এবং তার সঙ্গে ঘাসের মত সবুজ রঙের মিউকাস মিশে থাকে। যে সব শিশু একটু বড় এবং কথা বলতে পারে তারা প্রুভিংয়ের সময় ওষুধটির প্রতিক্রিয়া জানাবার সময় বলে যে মলত্যাগ করবার সময় গরমবোধ হয়। মলে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের মত গন্ধ থাকে। প্রচুর অথবা অল্প পরিমাণ মলের সঙ্গে ডিসেণ্ট্রির মত খুববেশী কুজনভাব থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে রেক্টামে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দেওয়ার ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং মলত্যাগের জন্য কোনরূপ চেষ্টা না বেগ দেওয়া সম্ভব হয় না, মলদ্বারের কাছে খুব চুলকায় ও দগ্‌দগে ভাব থাকে বিশেষভাবে সন্ধ্যার দিকে মলদ্বারে চুলকানো এবং দগ্‌দগে ভাব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। মলদ্বারে ফুলে ঝুলে থাকা এবং লালভাব থাকতে দেখা যেতে পারে।

যে সব মহিলা বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীল থাকে, খিটখিটে স্বভাবের হয়, সামান্য বেদনায়ও যারা খুববেশী কাতর হয়ে পড়ে তাদের মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নানা ধরনের উপসর্গ থাকতে পারে। ঋতুস্রাব কালচে, জমাট বাঁধা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, জরায়ুতে ক্র্যাম্পের মত মোচড়ানো ব্যথা বা আঙ্গুল দিয়ে খুব জোরে চেপে ধরার মত ব্যথা দেখা দেয় এবং সেই ব্যথা উত্তাপে কমে যায়। সব ধরনের বেদনা ও উপসর্গের সঙ্গে বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীল থাকা লক্ষণের সঙ্গে এই ওষুধের উপযুক্ত মানসিক অবস্থা অর্থাৎ খিটখিটে স্বভাব বা কোপন স্বভাব প্রতিবার ঋতুস্রাব কালে থাকতে দেখা যায়। মেট্রোরেজিয়া অথবা মেনোরেজিয়া যাই হোক না কোন স্রাবে প্রচুর পরিমাণে কালচে জমাট রক্ত বা ক্লট বেরোতে দেখা যায়, কোন কারণে ক্রুদ্ধ হবার পরে ঋতুস্রাবের কলিক বেদনা অর্থাৎ রেগে যাবার পরে ঋতুস্রাবের সময় জরায়ুতে তীব্র ধরনের মোচড়ানো বা ক্র্যাম্পযুক্ত বেদনা হয়; যৌন উত্তেজনা, আবেগ, মানসিক গোলযোগ প্রভৃতি কারণে ঋতুস্রাব কালে জরায়ুতে ক্র্যাম্প সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মেমব্রেনাস ডিস্‌মেনোরিয়া অর্থাৎ খুব বেদনাদায়ক ঋতুস্রাবের সঙ্গে জরায়ু থেকে টুকরো টুকরো মিউকাস মেমব্রেন বেরিয়ে আসতে দেখা যায় সেই অবস্থায় ক্যামোমিলা খুবই ফলপ্রদ হতে পারে। এই ওষুধটি গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল এবং অ্যাণ্টিসোরিক ওষুধ নয়, তাই এ ধরনের কষ্টকর ডিসমেনোরিয়া এই ওষুধটি

সম্পূর্ণভাবে সারাতে পারে না, তবে উপযুক্ত মানসিক লক্ষণ, খিটখিটে ভাব, জবর জবর ভাব, প্রভৃতির সঙ্গে তীব্র ধরনের কষ্টকর ও বেদনায়ক ঋতুস্রাব বা ডিসমেনোরিয়ায় (মেমব্রেনাস ধরনের) যদি উত্তাপে বেদনা কম হতে দেখা যায় তা হলে এই ওষুধটি এরূপ তীব্র বেদনা কমিয়ে দিয়ে সাময়িকভাবে হলেও রোগিণীকে আরাম ও স্বস্তি দেবে। হলদেটে ধরনের সাদাস্রাবের সঙ্গে তীক্ষ্ণ বেদনা, ঋতুস্রাব খুববেশী হওয়া, গাঢ় প্রায় কালচে রঙের জমাট বাঁধা রক্ত বেরোনোও সেইসঙ্গে তলপেটে পিঠের দিক থেকে সামনের দিক পর্যন্ত সরাসরি বেদনা, সিঙ্কোপে আক্রান্ত হওয়া অর্থাৎ মূর্চ্ছা-ভাবের সঙ্গে শ্বাসক্রিয়া এবং রক্ত চলাচল সাময়িক ভাবে থেমে গিয়ে আবার সচল হওয়া, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ও খুববেশী পিপাসা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

প্রসবকালীন অবস্থাতেও ক্যামোমিলার লক্ষণ থাকতে পারে। জরায়ুতে অনিয়মিত সংকোচনের জন্য বেদনাটা সঠিকভাবে প্রসবে সাহায্য করে না; প্রসব বেদনা সঠিকভাবে না হয়ে উল্টোপাল্টা স্থানে দেখা দেয়, পিঠের দিকে অথবা পেটে কেটে নেবার মত, ছিঁড়ে যাবার মত তীব্র ধরনের ব্যথা দেখা দিতে পারে এবং ঐরূপ বেদনায় রোগিণী চিৎকার করে কাঁদে, খুববেশী খিটখিটে হয়ে পড়ে, কাউকেই সে সহ্য করতে পারে না, চিকিৎসককেও হয়ত ঘর থেকে চলে যেতে বলে, কোন একটা জিনিস চাইলে সেটা যখন তাকে দেওয়া হয় তখন সেটা নিতে অস্বীকার করে। প্রসব বেদনায় রোগিণীর পেটের এখানে-ওখানে জোরে খিঁমচে ধরার মত ব্যথা হতে দেখা যায়। স্বাভাবিক ভাবে জরায়ু থেকে তার ভিতরের বস্তু বার করে দেবার জন্য যে ধরনের সমান তালের এবং নিয়মিত ভাবে জরায়ুর সংকোচন হওয়া দরকার সেটা এই রোগিণীর মধ্যে দেখা যায় না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রথম দিক থেকেই রোগিণী যদি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাহায্য নিতেন তা হলে চিকিৎসকের পক্ষে এই ধরনের জরায়ুর দুর্বলতা বা 'ইউটেরাইন ইনারসিয়া' প্রসবকালীন বেদনায় তীব্রতা ও নিয়মিতভাবে দেখা দেওয়া অবস্থায় অভাব প্রভৃতি দূর করবার জন্য উপযুক্ত ওষুধ নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা সুবিধাজনক হ'ত, কারণ মহিলাদের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই তাদের প্রকৃত ধাতুগত অবস্থাটা বোঝা বা জানা যায় এবং তখন চিকিৎসকের পক্ষে ঐ রোগিণীর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় গভীরভাবে ক্রিয়াশীল একটি অ্যান্টিসোরিক ওষুধ নির্বাচন সহজসাধ্য হবে।

প্রসবকালীন অবস্থায় অনিয়মিত প্রসব বেদনা, 'আওয়ার গ্লাস কণ্ট্রাকসনের মত জরায়ুতে অনিয়মিত সংকোচন হওয়া, প্রসবের পরে ভ্যাদাল-ব্যথা প্রভৃতির সঙ্গে ক্যামোমিলার বিশেষ ধরনের মানসিক লক্ষণ ও বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীল থাকা লক্ষণ পেলে ওষুধটি সাময়িকভাবে হলেও সাহায্য করতে পারবে। প্রসবের পরে খুববেশী রক্তস্রাবের সঙ্গে যখনই সন্তানকে স্তন পান করাতে যায় তখনই রোগিণীর জরায়ুতে ক্র্যাম্প বা মোচড়ানো ব্যথা দেখা দেয়, পিঠেও ঐরূপ বেদনা দেখা দিতে পারে। সন্তানকে স্তন পান করাতে গেলেই জরায়ু ও পিঠে ক্র্যাম্পের মত বেদনা যে দুটি

প্রধান ওষুধে দেখা যায় তারা হচ্ছে **পালসেটিলা** এবং **ক্যামোমিলা**। তবে মানসিক দিক থেকে ঐ ওষুধটির রোগীর মধ্যে খুব লক্ষণীয় পার্থক্য থাকতে দেখা যাবে। **পালসেটিলার** রোগী শান্ত, ভদ্র নরম প্রকৃতির হয়ে থাকে, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কিছুটা খামখেয়ালী ভাবও থাকে ; কিন্তু ক্যামোমিলার রোগী খুবই খিটখিটে এবং কোপনস্বভাবের হয়ে থাকে। দুটি ওষুধেই বেদনায় সংবেদনশীলতা থাকে তবে **পালসেটিলার** তুলনায় ক্যামোমিলার সংবেদনশীলতা অনেক প্রবল থাকতে দেখা যাবে।

ক্যামোমিলাতে স্তনের প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কেবল মাত্র স্তনের প্রদাহের জন্য কোন ওষুধ নির্বাচন করা যায় না, এই ক্ষেত্রে ক্যামোমিলার রোগীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণও থাকা প্রয়োজন। স্তনের প্রদাহে আক্রান্ত মহিলার কনভালসন দেখা দেবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই ঐ মহিলা যখন খুব খিট্‌খিটে ও বদমেজাজী হয়ে পড়েছিল এবং ক্যামোমিলার উপযুক্ত মানসিক লক্ষণ দেখা দিয়েছিল সেই সময় তাকে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করলে এখন তার এইরূপ কনভালসন দেখা দিত না। যা হোক, এখন কনভালসনের জন্য ক্যামোমিলা প্রয়োগে রোগিণীর তড়কার আক্ষেপ কমে যাবে এবং সে হয়ত শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

এই ওষুধটিতে দম আটকাভাব, শ্বাসকষ্ট, ল্যারিংক্স-এর প্রদাহ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। ক্যামোমিলার কাশিতে বিশেষ কয়েকটি বৈচিত্র্যপূর্ণ লক্ষণ আছে। এই কাশিটা শুকনো, কঠিন এবং খক্‌খকে ধরনের হয়ে থাকে। শিশু ঘুমের মধ্যেই কাশতে থাকে কিন্তু তাতে তার ঘুম ভাঙ্গে না, ঘুমন্ত অবস্থায় থেকেই সে কাশতে থাকতে। তার একটু জ্বরভাব, ঠাণ্ডা লাগা ও মুখের একটা দিকে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটার মত লাল হয়ে উঠতে দেখা যাবে, যখন সে জেগে থাকে তখন খুব খিটখিটে থাকতে দেখা যায়। সামান্য কাশি ও ঠাণ্ডা লেগে গেলে এবং তার ফলে তার ল্যারিংক্স ও ব্রঙ্কিয়াল টিউবে একটুখানি গোলযোগ বা অল্প শ্বাসকষ্ট দেখা দিলেই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, কোলে উঠে ঘুরে বেড়াতে চায় এবং তাকে শান্ত করা না গেলে সে রেগে যাবে এবং তখন তার কাশির দমক দেখা দেবে এবং কাশতে কাশতে সে বমি করে ফেলবে। কাশি, ল্যারিংক্স ও ফুসফুস প্রভৃতির গোলযোগ সাধারণত রাত্রিতে খুববেশী হয়, ক্যামোমিলার ঠাণ্ডা লাগা অবস্থা, হুপিংকাশি, ফুসফুসের উপসর্গ প্রভৃতির সঙ্গে একটু জ্বরভাব থাকে। বেশীরভাগ ক্যামোমিলার উপসর্গই মধ্য রাত্রির পরে কমে যেতে দেখা যায়, রাত ৯টা থেকে মধ্য রাত্রির পূর্ব পর্যন্ত উপসর্গগুলি বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থায় থাকতে দেখা যেতে পারে। শুকনো ধরনের কাশির সঙ্গে নাক টেনে বা গলা খাঁকারি দিয়ে শ্বাসপথ পরিষ্কার রাখার চেষ্টার সঙ্গে গলার ভিতরে সুড়সুড় করা অনুভূতি হতে দেখা যাবে। হুপিং কাশিতে যখন শিশুর দম আট্‌কা ভাব, বমি হয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে কোলে উঠে ঘুরে বেড়াতে চাওয়া, খিটখিটে স্বভাব, কিছুতেই শিশুকে শান্ত বা সন্তুষ্ট করা যায় না, এরূপ লক্ষণ থাকে তখন সেক্ষেত্রে ক্যামোমিলা অব্যর্থভাবে কার্যকরী হবে।

এখন সহজেই ক্যামোমিলার বুক ও ফুসফুস সংক্রান্ত লক্ষণগুলি বোঝা যাবে। তার সবই এই ওষুধটির বিশেষ ধরনের মানসিক লক্ষণের সঙ্গে দেখা দেয়। তার যে কাশি হয় সেটাকে ল্যারিংক্স সংক্রান্ত এবং ঠাণ্ডালাগা কাশির থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। ঘুমের মধ্যেই কাশি দেখা দেয়। জ্বর, ঠাণ্ডালাগা, ছোট-খাট কোন অ্যাকিউট রোগে আক্রান্ত হওয়া, হাত-পায়ে জ্বালা প্রভৃতির সঙ্গে ঐ বিশেষ ধরনের কাশি থাকতে পারে; হাত-পায়ে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, মাংসপেশীতে ক্র্যাম্পের বা মোচড়ানো ধরনের ব্যথা, হাত-পায়ে ঝিন্‌ধরা বা সাময়িক অসাড়তা; কোন কোন ক্ষেত্রে হাত-পায়ের বেদনার সঙ্গে সেই অংশে অসাড়বোধ, ত্বকে সম্পূর্ণভাবে অনুভূতি লোপ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে, যদিও লম্বা বা দীর্ঘ স্নায়ুগুলিতে ও হাত-পায়ের দিকে তীব্র ধরনের বেদনা থাকে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বেদনায় তাকে একইরূপ সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। পুরানো বইয়েতে এই ধরনের বেদনাকে পক্ষাঘাত সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে। প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগা ও খুববেশী শীতভাব দেখা দেবার পরে এই এই ধরনের ছিঁড়ে যাবার মত বোধসহ তীব্র বেদনা হতে দেখা যায়। রোগীর পায়ের তলায় জ্বালা করে বলে সে পা দুটি আঢাকা অবস্থায় বিছানার বাইরে রাখতে চায় বা রাখে। পা ও পায়ের পাতায় গরম ও জ্বালা করা লক্ষণ অনেক ওষুধে থাকলেও অনেক চিকিৎসকই রোগী পা বিছানার বাইরে রাখে বা রাখতে চায় এই লক্ষণে রুটিন হিসাবে **সালফার** প্রয়োগ করে থাকেন, যদিও পায়ে গরম ও জ্বালা করা অনুভূতি থাকলে তা ঠাণ্ডা রাখার জন্য পা বাইরে রাখাটাই স্বাভাবিক, সেটা কোন বিচিত্র লক্ষণ নয়, কাজেই সব ক্ষেত্রেই **সালফার** প্রয়োগের কোন কারণ থাকতে পারে না।

ক্যামোমিলার বেদনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে রাত্রিতে, কখনো কখনো মধ্যরাত্রির পূর্বে যে তীব্র ধরনের বেদনা দেখা দেয় তাতে রোগী চুপচাপ শান্তভাবে থাকতে পারে না। শিশু কোলে উঠে ঘুরে বেড়াতে চায় তাতে সম্ভবত সে কিছুটা আরাম পায়। বড়দের যখন ঐরূপ বেদনা রাত্রিতে দেখা দেয় তখন তারা বিছানা ছেড়ে উঠে মেঝেতে পায়চারি করে, এইরূপ বেদনা ও হাত-পায়ে মৃদু সংকোচন দেখা দিলে সে সব উপসর্গ উত্তাপ লাগালে কম থাকে। বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীলতা বা অত্যধিক অনুভূতি-প্রবণতা থাকে ও রোগী খিটখিটে স্বভাবের হয়ে পড়ে। ক্যামোমিলার রোগী রাত্রে ঘুমোতে যেতে পারে না। **বেলেডোনার** মত সে নিদ্রালু থাকে কিন্তু ঘুমাতে পারে না। রোগী দিনের বেলায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকলে রাত্রিতে তার ঘুম পায়, কিন্তু সে ঘুমোতে গেলেই তার নিদ্রাভাব কেটে যায়, এবং বিশেষভাবে রাত্রির প্রথমভাগে নিদ্রাহীনতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্যামোমিলার রোগী রাত্রির প্রথমভাগে ঘুমোতে গেলে এত সব কাল্পনিক দৃশ্য দেখে যে তার হাত-পায়ে ঝাঁকুনি ও মৃদু কম্পন দেখা দেয়, সে ভীতিকর স্বপ্ন দেখে এবং খুববেশী কষ্টবোধ করতে থাকে। উদ্বেগজনক, ভীতিকর স্বপ্ন দেখে রোগী ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে ওঠে, যেন কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটছে এরূপ স্বপ্ন

দেখে। ঘুমোতে গেলে সে খুব ক্লান্ত, এবং মানসিকভাবে পরিশ্রান্ত, বিধ্বস্ত বোধ করে।

চেলিডোনিয়াম
(Chelidonium)

চেলিডোনিয়ামে বিশেষ বিশেষ কিছু ক্রনিক উপসর্গ সারলেও ওষুধটি অ্যাকিউট রোগ বা উপসর্গে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে, তবে এই ওষুধটি খুব গভীরভাবে ক্রিয়াশীল নয়, সাধারণ ভাবে ক্রিয়ার স্থায়িত্ব ও গভীরতার দিক থেকে এটি অনেকটা **ব্রায়োনিয়ার** মত। প্রধানত এটিকে পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লেষ্মাজনিত গোলযোগ, লিভারের অ্যাকিউট অথবা আধা ক্রনিক অবস্থার গোলযোগ, এবং ডান ফুসফুসের নিউমোনিয়ায় বিশেষভাবে ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। ঐসব ধরনের উপসর্গের সঙ্গে প্রথমে রোগীর দেহের ত্বক ফেকাশে বা হাল্কা হলুদ দেখায়, পরে সেটা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে জণ্ডিসের মত হলদেটে হয়ে যেতে দেখা যায়। গ্যাসট্রাইটিসের আধা পুরাতন অবস্থার সঙ্গে জণ্ডিস; ডানদিকের ফুসফুসের নিউমোনিয়া প্রভৃতি লিভারের গোলযোগ অথবা জণ্ডিসের সঙ্গে দেখা দিয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। দেহের যে কোন উপসর্গেই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে, তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে কোন না কোন লিভার সংক্রান্ত গোলযোগ থাকতে দেখা যাবে, যাতে পিত্ত সংক্রান্ত উপসর্গ বা 'বিলিয়াসনেস' অবস্থা থাকে। এই ওষুধের রোগী সাধারণভাবে পিত্তধাতুপ্রবণ হয়, তাদের প্রায়ই গা-বমিভাব এবং বমি হতে দেখা যায়, শিরায় ফোলাভাব এবং ত্বকে হলদেটে ধূসর রঙ থাকে।

এই ওষুধটির প্রুভিংয়ের সময় অল্প দু'একটি মানসিক লক্ষণ পাওয়া গেছে, তবে সেগুলি দিয়ে রোগীর পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং তার বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়ে ভালভাবে জানা বা বোঝা যায় না। যদিও এই ওষুধটির বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন স্থানে অনেকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তবুও অনেক বিশদভাবে এটির প্রুভিং হওয়া দরকার। এই ওষুধটিতে বিষণ্নতা এবং উদ্বেগ থাকতে দেখা যায় সাধারণভাবে এই ওষুধের মানসিক অবস্থায় নিজের মনে বিড় বিড় করা, উদ্বেগে সারা দিন-রাতই রোগীকে একটা অস্থিরতা ও অস্বস্তির মধ্যে থাকতে হয়। যেন রোগিণী কোন অপরাধ করেছে, যেন তার কোন বিপদ ঘটবে এইরূপ চিন্তার সে বিষণ্ন থাকে। ঐরূপ বিষাদ এত বেশী থাকে যে রোগী মনে করে যে তার মরে যাওয়া উচিত। কান্না-কাটি করবার একটা প্রবণতাও থাকতে দেখা যায়। সে কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে অথবা কোন মানসিক পরিশ্রম করতে অপছন্দ করে। যে সব ওষুধ প্রধানত লিভারের উপরের ক্রিয়াশীল হয়ে তার স্বাভাবিক কাজকে কমিয়ে দেয় সেখানে 'মেলানকোলিয়া' কথাটা বর্ণনা করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ঐ ধরনের রোগীরা প্রধানত বিষণ্নতায় আক্রান্ত থাকে। হার্টের উপসর্গের ক্ষেত্রে খুববেশী উত্তেজিত

হয়ে পড়া লক্ষণ দেখা যায়। লিভারের গোলযোগের সঙ্গে ঐ ধরনের ওষুধে মানসিক অবস্থার ও ধীরতা অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করবার ক্ষমতা, কোনরূপ মানসিক কাজ করবার ক্ষমতা কমে যায়, তাদের মনে শৈথিল্য ভাব দেখা দেয়, কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করা, অপরের সঙ্গে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা যুক্ত কথাবার্তা বলা বা মধ্যস্থতা করবার ক্ষমতা থাকে না, নাড়ীর গতিও ধীর থাকতে দেখা যায় ; সারা দেহ মনেই শিথিলতা দেখা দেয়। রোগীর সমগ্র অনুভব ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্র বা সেন সোরিয়ামে গোলযোগ ঘটে এবং রোগীর মাথাঘোরা ও হতবুদ্ধিভাব বা ডিজিনেস দেখা দেয়, যেন তার চারপাশে সবকিছু গোল হয়ে ঘুরছে এরূপ বোধ হতে থাকে এবং গা-বমিভাব ও বমি হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেই মাথাঘোরা অবস্থা কমে না। মাথা এত বেশি ঘোরে যে সে বমি করে ফেলে। তার মনে বিভ্রম বা বিচলিত ভাব, অচেতন হয়ে পড়া, মূর্চ্ছা যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ বা উপসর্গও লিভারের গোলযোগের সঙ্গে সাধারণ ভাবে থাকতে দেখা যায়।

রোগীর মানসিক লক্ষণগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ কতকগুলি লিভারসংক্রান্ত উপসর্গের সঙ্গে দেখা যায়। লিভারে খুববেশী স্পর্শকাতরতা, লিভারে নিরেট ধরনের কামড়ানো ব্যথা সম্পূর্ণ ডানদিকের অংশে দেখা দেয় এবং সেখানে একটা পূর্ণতাবোধ হতে থাকে। লিভারের উপর দিকে চাপ দেবার ফলে শ্বাসকষ্ট এবং নিচের দিকে চাপ দেবার ফলে সিমপ্যাথেটিক নার্ভের ক্রিয়ায় পাকস্থলী আক্রান্ত হয়ে গা-বমিভাব ও বমি হওয়া লক্ষণ সৃষ্টি করে। পিঠের ডানদিকের স্ক্যাপুলার নিচের অংশে খুববেশী বেদনা হয় এবং সেই বেদনা দ্রুত ছুটে যাওয়া খুব তীক্ষ্ন ধরনের হয়ে থাকে। এই ওষুধটির সাহায্যে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, লিভারের কনজেসশন প্রভৃতি সারানো যায়, তবে ঐ সব ক্ষেত্রে সর্বদাই বেদনা সামনের দিকে থেকে পিছন দিকে যেতে এবং পিঠে ছড়িয়ে পড়তে, বিশেষভাবে পিঠের ডানদিকের স্ক্যাপুলা অস্থির নিচের অংশে বেদনা খুববেশী থাকতে দেখা যাবে। লিভার অঞ্চলে মোচড়ানো বা স্প্যাজমোডিক ধরনের বা ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হয়, লিভারের কনজেসসন ও প্রদাহ সৃষ্টি হলে লিভার অঞ্চলে পূর্ণতাবোধ সহ লিভারটি বড় হয়ে পড়তে দেখা যাবে। পেটের ডানদিকের উপরিভাগ বা হাইপোকণ্ড্রিয়াম অংশ টানটান হয়ে থাকে এবং খুববেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে অথবা চাপে খুববেশী বেদনা বোধ হয়।

এই ওষুধটি গলস্টোন কলিক সারিয়েছে। চিকিৎসক সঠিক ওষুধটি নির্বাচন ও প্রয়োগ করতে পারলে কয়েকমিনিটের মধ্যেই পিত্তপাথরীজনিত বেদনা কমে যাবে। পিত্তথলি ও পিত্তনালীর মত ছোট ছোট নালী ও থলির গোলাকৃতি তন্তুতে ক্রিয়াশীল হবার উপযুক্ত ওষুধ আমাদের আছে যারা ঐ অংশকে আলগা বা শিথিল করে দেবার ফলে জমে বা আটকে থাকা ছোট ছোট পাথরের টুকরোর মত বস্তু বেদনাশূন্য অবস্থাতেই বেরিয়ে যায়। যখন পিত্তপাথরীর বেদনা তীব্র গতিতে ছুটে যাবার মত, ছোরা মারার মত, ছিঁড়ে ফেলা অথবা ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে দেবার মত বোধ

হতে থাকে এবং বেদনাটা সামনের দিক থেকে পিছনে পিঠের দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে চেলিডোনিয়াম সেই বেদনা সারাতে ও পাথরী বিনা বেদনায় বার করে ফেলতে সক্ষম হবে। উপযুক্ত লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ করতে পারলে সেই ওষুধে গলস্টোন কলিক সারানো সম্ভব।

কোন রোগীর যদি দেহে খুববেশী উত্তাপ, খুববেশী সংবেদনশীলতায় দেহ স্পর্শও করতে না দিতে চাওয়া, বেদনায় চিৎকার করে কাঁদা, মুখমণ্ডল লাল এবং মাথাটি গরম থাকে এবং ঐ রোগী গলস্টোন কলিক বেদনায় উপরোক্ত লক্ষণ নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা যায় তা হলে সেক্ষেত্রে **বেলেডোনা** প্রয়োগ করে মিনিট তিনেকের মধ্যেই রোগীর ঐ বেদনা সেরে যাবে; **নেট্রাম সালফ** এবং অন্যান্য বেশ কিছু ওষুধ আছে যাদের সাহায্যে পিত্তপাথরীজনিত কলিকে লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঐ বেদনা সারিয়ে তোলা যায়।

নিউমোনিয়া ক্ষেত্রে এই ওষুধে ডানদিকের অথবা প্রথমে ডানদিকের ফুসফুস আক্রান্ত হয়ে পরে বাম দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। প্রধানত ডানদিকটাই এই ওষুধে লক্ষণীয় ভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যাবে, বাম দিকটা আক্রান্ত হলেও বাম ফুসফুসের খুব অল্প একটু অংশই আক্রান্ত হতে দেখা যেতে পারে। প্লুরাতেও আক্রমণ ঘটে, ফলে সুচ ফোটানোর মত বা ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা অনুভূত হয়। চেলিডোনিয়ামের রোগীকে খুববেশী জ্বর নিয়ে শয্যায় কনুইয়ের উপর দেহ রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে একেবারে নড়াচড়া না করে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যাবে কারণ, **ব্রায়োনিয়ার** মত এই ওষুধটিতেও নড়াচড়ায় উপসর্গ খুব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়; সব বেদনাই নড়াচড়ায় খুববেশী বেড়ে যায়; সামান্য নড়াচড়া করলেই তীব্র ধরনের ঝিলিক দেওয়া বা তীরের মত গতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা যেন ছুরির ফলার মত তার দেহের আক্রান্ত অংশকে কেটে দিয়ে যায়। পরে দেখা যাবে যে রোগীর গায়ের চামড়া হলদে দেখাচ্ছে। এই রোগীকে প্রথমাবস্থায় পেলে চেলিডোনিয়াম তার বেদনা সারিয়ে দেবে এবং নিউমোনিয়ারে অগ্রগতিও রোধ করবে, এইরূপ লক্ষণসহ নিউমোনিয়া ছোট এবং বড় সবার মধ্যেই দেখা দিতে পারে।

ব্রায়োনিয়ার সঙ্গে এই ওষুধটিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। এই দুটি ওষুধেই নড়াচড়ায় উপসর্গ খুব তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। **ব্রায়োনিয়ার** রোগী আক্রান্ত দিকে চেপে শুয়ে থাকতে চায়, যদি নিউমোনিয়া ডান ফুসফুসের পিছন দিকের অংশে সৃষ্টি হয় তা হলে সে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে চাইবে। চেলিডোনিয়ামের রোগীর নড়াচড়ায় এবং স্পর্শে বেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

বেলেডোনাতেও ডানদিকের ফুসফুসে তীব্র ধরনের ছিঁড়ে যাওয়া অথবা চিরে যাবার মত বেদনা হতে দেখা যায় কিন্তু **বেলেডোনার** রোগী আক্রান্ত ডানদিকটাতে স্পর্শ করা বা চাপ দেওয়া একেবারেই সহ্য করতে পারে না, সে আক্রান্ত পার্শ্বের বিপরীত দিকে চেপে শুয়ে থাকে এবং নড়াচড়াও করতে পারে না। নড়াচড়ায় সে খুববেশী সংবেদনশীল থাকায় বিছানায় সামান্য ঝাঁকুনি বা নাড়া লাগলে তাও তার

সহ্য হয় না। এখানে ঐ তিনটি মাত্র ওষুধের কথাই বলা হয়েছে, কারণ, তাদের মধ্যে কিছুটা লাক্ষণিক সাদৃশ্য থাকলেও তারা ওষুধ হিসাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

চেলিডোনিয়ামে বুকের ডান দিকের উপসর্গের সঙ্গে কাশি, লিভারের গোলযোগ এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত কোন মানসিক উপসর্গ এবং নড়াচড়ায় উপসর্গ তীব্র ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। বেদনা উত্তাপ লাগালে কম থাকে, যে বেদনা পাকস্থলী পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় সেটাও উত্তাপে কম হয়। মানসিক লক্ষণগুলি খাদ্য গ্রহণের পরে কমে যেতে দেখা যায়। রোগী গরম দুধ, তরল পানীয় বা খাদ্য পান করতে বা খেতে চায়। উষ্ণ খাদ্য গ্রহণে তার লিভার, বুক বা ফুসফুস এবং পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়।

পিত্তবমি হওয়া, ওয়াক ওঠা এবং পিত্ত-ঢেকুর ওঠা দেখা যেতে পারে। যখন রোগী খুববেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তখন গা-বমি ভাব এবং ওয়াক ওঠা লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। বেদনা যখন খুববেশী হয়ে ওঠে তখন সেই বেদনা যেন রোগীর পাকস্থলীতে আঘাত হেনে বমি হবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন গরম কিছু পেলে তবেই সেই বেদনা কম হয়। পাকস্থলীতে একটা ক্লেশের অনুভূতি এবং সব সময়ই থেকে যাওয়া বেদনা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় এবং ঢেকুর তুললে কমে যায়। পাকস্থলীর উপরের অংশে একটা সংকুচিত হয়ে যাওয়ার মত বোধ এবং খুববেশী স্পর্শকাতরতা থাকে এবং এই ধরনের উপসর্গ খাদ্য গ্রহণের পরে কমে যেতে দেখা যায়। সর্বদাই থেকে যাওয়া পাকস্থলীতে কামড়ানো ব্যথা খাদ্য গ্রহণের পরে কম হয়। পাকস্থলীতে সংকোচন বা কুঁচকে যাবার মত অনুভূতি ও চিমটি কাটার মত ব্যথা হাত,পা গুটিয়ে বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে এবং খাদ্য গ্রহণের পরে কম থাকতে বা কমে যেতে দেখা যায়।

এই ওষুধটিতে চোখের নানা ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। চোখে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, কর্নিয়া অস্বচ্ছ হওয়া, চোখে প্রদাহ, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, ডান চোখের উপরে দিকে স্নায়বিক বেদনা প্রভৃতি থকতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এই ওষুধটিকে দেহের ডান দিকটাই আক্রমণস্থল হিসাবে পছন্দ করতে দেখা যায়।

মুখমণ্ডলে জণ্ডিসের লক্ষণটাই প্রধানরূপে প্রকাশিত হতে দেখা যায়; তা ছাড়া দেহ ও মুখমণ্ডলের রঙ ময়লাটে ধূসর থাকতে বা ফেকাশে এবং ময়লা হলুদ রঙের হতে দেখা যায়।

এই ওষুধের রোগীর মাথাধরা উত্তাপে দেখা দেয় এবং এই লক্ষণটি পাকস্থলী, লিভার এবং ফুসফুসের লক্ষণের ঠিক বিপরীত কারণ ঐ সব যন্ত্রাদির বেদনা উত্তাপে কম থাকে। রোগী মাথার উপসর্গ নড়াচড়ায়, উত্তাপে, উষ্ণ ঘরে থাকলে অথবা গরম সেক দিলে বৃদ্ধি পায়। এখানেই দেহের অভ্যন্তরভাগ এবং সাধারণ অবস্থার সঙ্গে মাথার উপসর্গে প্রভেদ চোখে পড়ে। নানা ধরনের মাথাধরা দেখা যেতে পারে। মাঝে মাঝে বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পিত্তের উপসর্গের সঙ্গে

মাথাধরায় পিত্তবমি হতে দেখা যায় এই মাথাধরা মাথা ও দেহে উত্তাপ লাগার ফলে, দেহ ও মাথা কোনভাবে খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়লে এবং নড়াচড়ায় আরম্ভ হতে অথবা বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। মাথায় যন্ত্রণা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পাবার জন্য রোগী অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে চায় এবং পিত্তবমি হয়ে গেলে কিছুটা আরামবোধ করে, মাথার যন্ত্রণাও একটু কমে যায়।

পিত্ত সংক্রান্ত গোলযোগের সঙ্গে ডায়রিয়াও দেখা দিতে পারে। জণ্ডিসের সঙ্গে কাদা-মাটি রঙে, ফেকাশে, পুটিংয়ের মত চেহারায় মল বেরোতে দেখা যায়, মলে পিত্ত থাকে না ; খুববেশী হাল্কা রঙের, শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় সাদা রঙের মল নির্গত হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ডায়রিয়া এবং কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে একের পর অপরটি দেখা দেয়। মল বাদামী, সাদাটে, জলের মত, সবুজ আম জড়ানো, পাতলা, নরম কাদা কাদা, উজ্জ্বল হলদে অথবা ধূসর রঙের সঙ্গে হলুদ মেশানোর মত রঙের হতে পারে।

স্বরভঙ্গ অথবা গলার স্বরে কর্কশতা ; কাশতে গেলে ল্যারিংক্স-এ বেদনা ও চাপ-বোধ থাকতে দেখা যায়।

শ্বাসকষ্ট লিভারের উপসর্গের সঙ্গে দেখা দেয় এবং সাধারণভাবে নিউমোনিয়া ও অন্যান্য বুক এবং ফুসফুস সংক্রান্ত গোলযোগের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকতে দেখা যায়। ছোট ছোট কাশির দমকের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, শ্বাসক্রিয়া দ্রুত ও ছোট অর্থাৎ কম সময় ধরে হয়। যেন দম আটকে যাবে এইরূপ বোধ হতে থাকায় রোগীর মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। বুকে শক্ত করে বেঁধে রাখার মত আঁট বোধের জন্য রোগীর মনে হয় যেন তার শ্বাস-ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, সেই জন্য তার শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়ে থাকে। রাত্রিতে দেখা দেওয়া শ্লেষ্মাপ্রধান হাঁপানি বা 'হিউমিড অ্যাজমা'ও এই ওষুধটিতে দেখা যায়। প্রতিবার আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময় এই ধরনের হাঁপানি দেখা দেয় ; রোগীর সব উপসর্গই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হতে পারে : খুববেশী ঠাণ্ডা অথবা খুববেশী গরম আবহাওয়া রোগী সহ্য করতে পারে না। আবহাওয়ার পরিবর্তনে তার বাত-জনিত উপসর্গ ও বেদনা কাঁধে, কোমরের নিচের বা হিপ্ অংশ এবং হাত পায়ের দিকে হতে দেখা যায়।

রোগীর লিভার, ফুসফুস এবং বুকের গোলযোগের সঙ্গে আক্ষেপযুক্ত কাশি থাকতে পারে। ক্রনিক ধরনের শুকনো, তীব্র ধরনের আক্ষেপযুক্ত কাশি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেয়। আক্ষেপযুক্ত কাশির সঙ্গে কোন রূপ শ্লেষ্মা ওঠে না। তবে ঐরূপ কাশি বেশ কিছুক্ষণ থাকবার পরে, বার বার ছোট ছোট কাশির সঙ্গে অল্প একটু ধূসর রঙের মত শ্লেষ্মা ওঠে। বুকে ঘড় ঘড় শব্দসহ খুববেশী ক্লান্তিকর কাশি হতে দেখা যায়।

হাত ও পায়ের দিকে স্নায়বিক বেদনা খুব তীব্রভাবে দেখা দিতে পারে। হাত-পা ভারী ও আড়ষ্টবোধ হয় এবং থলথলে হয়ে পড়তে দেখা যায়। পরে ক্রমশ রোগীর দেহ দুর্বল হার্ট, রক্ত চলাচলের দুর্বলতা ও হাত-পায়ের দিকে ড্রপসি বা

শোথের মত ফোলা দেখা দেবার ফলে খুববেশী ভেঙ্গে পড়ে ; খুববেশী অস্থিরতা, হাত ও পায়ের দিকে কাঁপুনি এবং শিহরণের মত মৃদু কম্পন, ক্লান্তি, আলস্য, কাজের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়তে দেখা যায়।

নিউরালজিয়া বা স্নায়বিক বেদনা রোগীর দেহের নিম্নাঙ্গের তুলনায় মাথা ও মুখমণ্ডলে বেশী হতে দেখা যায়, তবে হাত ও পায়ের দিকে ঐরূপ বেদনা হতে দেখা যায়।

এই ওষুধটিতে নিউমোনিয়ার সঙ্গে শীতভাব এবং লিভারের প্রদাহজনিত জ্বরের মত তীব্র ধরনের জ্বরের আক্রমণ ঘটতে দেখা যায় ; বিকালে অথবা সন্ধ্যায় দেখা দেওয়া সবিরাম জ্বরও এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো যেতে পারে।

ত্বকে চুলকানো, জণ্ডিসের লক্ষণ প্রভৃতি দেখা যায় এবং ওষুধটি পুরানো পচাটে গন্ধযুক্ত ক্ষতও সারিয়েছে।

চিনিনাম আর্সেনিকোসাম
(Chininum Arsenicosum)

এই ওষুধের রোগীর উপসর্গসমূহ রাত্রিতে দেখা দেয়। তার বেশীর ভাগ উপসর্গই খোলা হাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থাযুক্ত অ্যানিমিয়া হতে বা থাকতে দেখা যায়। প্রদাহে আক্রান্ত অংশ কালচে হয়ে পড়ে, অল্পবয়সী যুবতীদের ক্লোরোসিস বা বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়া দেখা দেওয়া, ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকা, ঠাণ্ডায় অথবা কোন ভাবে দেহ শীতল হয়ে পড়লে উপসর্গ খুব বেড়ে যাওয়া, সামান্য কারণে ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

দুর্বলধাতুর লোকেদের পক্ষে এই ওষুধটি খুব প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে ; রোগী শীতল, ফেকাশে ও শীর্ণদেহী হয়। দীর্ঘস্থায়ী পুঁজ সৃষ্টিযুক্ত অবস্থা এবং রক্তপাত ঘটার পরবর্তী অবস্থায় ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। ক্রনিক ধরনের ডায়রিয়ার সঙ্গে দুর্বলতাটাই খুববেশী করে চোখে পড়ে। শিরা ও ধমনীতে পূর্ণতাবোধ, দেহের বিভিন্ন অংশের থলিতে বা 'স্যাক'-এ জল জমা বা ঈডিমা, শীর্ণতা, কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করতে না পারা, প্রায় বিনা কারণে অথবা সামান্য কোন উত্তেজক কারণে মূর্চ্ছা যাওয়া, প্রভৃতি অবস্থা ও লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। রোগী সর্বদাই উষ্ণ থাকতে চায়, উষ্ণ পানীয় এবং উষ্ণ খাদ্য পছন্দ করে। উষ্ণ ঘরে থাকলে রোগীর উপসর্গ কম থাকে, রোগী প্রায় সব সময় শুয়ে থাকতে চায়, নড়াচড়া করতে চায় না। দেহের বিভিন্ন অংশে সূচ বেঁধার মত ও ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা থাকতে পারে। পিরিয়ডিসিটি বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপসর্গ দেখা দেবার প্রবণতা বিশেষ ভাবে থাকতে দেখা যায়। দেহের সর্বত্রই টিপ্‌টিপ্ করা অনুভূতি বা পালসেশন বোধ হতে পারে। নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুতগতি ও অনিয়মিত থাকতে দেখা যায়। দেহ শিথিল ও থলথলে (ক্যাকেক্সিয়া) থাকে, রোগী বেদনায়

খুববেশী সংবেদনশীল হয়। অনেক উপসর্গ রোগীর ঘুমের মধ্যেই দেখা দেয়। দাঁড়িয়ে থাকলে অনেক উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। স্পর্শে সংবেদনশীলতা, দেহে কাঁপুনি, খোলা হাওয়ায় হাঁটাচলা করলে উপসর্গ বৃদ্ধি, হাঁটাচলা করলে দুর্বলতাবোধ, উপসর্গ জোর হাওয়া অথবা ঝড়ো হাওয়ায় দেখা দেওয়া অথবা বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

রোগী একটুতেই রেগে যায়, কারো সঙ্গে কথা বলতে বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে। সারা দিন-রাত উদ্বেগ থাকলেও সন্ধ্যায়, শীতাবস্থায় খুববেশী উদ্বেগ থাকতে দেখা যায়, উদ্বেগের সঙ্গে ভয়ও থাকে। জ্বরের সঙ্গে উদ্বেগ এমন কি ধনাভাবও দেখা যেতে পারে। ঘুম ভাঙ্গলে উদ্বেগ দেখা দেয়। কোন জিনিস চাওয়ার পরে যখন সেটা পায় তখন আর তার প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না, অন্তরঙ্গ বন্ধুদের প্রতিও রোগী ছিদ্রান্বেষীর মত ব্যবহার করে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে তার মনে বিভ্রম দেখা দেয়, সামান্য ব্যাপারেও সে খুববেশী আত্মসচেতন হয়ে পড়ে (**সাইলীসিয়া, থুজা**)। রাত্রিতে, রক্তপাত ঘটলে রোগীর মধ্যে ডিলিরিয়ামের মত অর্ধঅচেতন অবস্থা দেখা দেয়। সে তখন নানারূপ কাল্পনিক দৃশ্য বা ভীতিকর মূর্তি যেন দেখতে পায়। শীত ও উত্তাপ অবস্থায় সে খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সব কিছুতে অসন্তুষ্ট হয়, সামান্য কারণেই হতোৎসাহ হয়ে পড়ে, উত্তেজিত হয়। রাত্রিতে কোন বিপদের আশঙ্কায়, ভূত-প্রেত দেখার মত ভয় পেতে দেখা যায়। কাজে অনীহা, শীতভাবের সঙ্গে এবং ঘুম ভেঙ্গে গেলে রোগীর মধ্যে খিটখিটে ভাব দেখা দেয়। উদ্বেগজনিত অস্থিরতায় সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। জ্বরের মধ্যে সে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে; জ্বর ও শীতভাবের সঙ্গে তাকে বিলাপ করতে দেখা যায়। সে ভুলোমনা প্রকৃতির হয়, জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়ে। সে খুব বেশী সেণ্টিমেণ্টাল বা অনুভূতিপ্রবণ প্রকৃতির হয়ে থাকে, খুববেশী সংবেদনশীল হয়। দেহের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ জলীয় অংশ কমে যাওয়ায় অথবা অত্যধিক যৌন অত্যাচার করার ফলে তার মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়। রোগী ভীরু ও সন্দেহপ্রবণ থাকে, তার মধ্যে আত্মহত্যা করবার একটা প্রবণতা দেখা দিতে পারে। সে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে কষ্ট পায় এবং কান্নাকাটি করে। শীতভাবের কথা চিন্তা করলে তার শীতভাব দেখা দেয়, মানসিক পরিশ্রমে মাথার যন্ত্রণা খুব বেড়ে যায়। সন্ধ্যায় মাথাঘোরা অবস্থা দেখা দেয়, খোলা হাওয়ায় ঘুরলে মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমিভাবও দেখা দিতে পারে।

মস্তিষ্কে কনজেসসনের সঙ্গে মাথা খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কপাল ঠাণ্ডা থাকে এবং ঘামে ভিজে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মাথায় সংকোচনবোধের সঙ্গে কপাল খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। সকালের দিকে মাথায় ভারবোধ, মাথা নাড়লে মস্তিষ্কও যেন নড়ে উঠেছে বলে বোধ হয়। মস্তিষ্কে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটার মত অনুভূতির সঙ্গে যেন সেই রক্তোচ্ছ্বাস ডান দিকের ঘাড় ও বাহু বেয়ে নেমে যাচ্ছে এরূপ বোধ দেখা দেয় এবং পরে কনভালসনও দেখা দিতে পারে। মাথায় তীব্র ধরনের বিঁধে

যাবার মত ব্যথায় রোগী ঘুমোতে পারে না, ঐ বেদনা সকালে ঘুম থেকে উঠলে অথবা বিকেলেও দেখা দিতে পারে, তবে রাত্রিতে মাথার যন্ত্রণা খুববেশী হয় এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথায় যন্ত্রণা শুরু হতে দেখা যায়। জ্বরের শীতাবস্থা ও উত্তাপ অবস্থায় মাথার যন্ত্রণা খুববেশী থাকে কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে ঘাম দেখা দিলে বেদনা কমে যায়। ঋতুস্রাবের সময় মাথাধরা দেখা দেয়, মানসিক পরিশ্রমে মাথার যন্ত্রণা খুব বেড়ে যায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রতি দুই সপ্তাহ বাদে মাথা ধরা, মাথার টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতির সঙ্গে বেদনা, হাঁটা-চলা করলে বেদনা বৃদ্ধি পায়; স্নায়বিক বেদনা বামদিকে বেশী হয় এবং আক্রান্ত স্থান হাত দিয়ে ঘষলে বেদনা কমে যায়। কপালের বেদনা প্রধানত ডানদিকে হতে দেখা যায়, মাথার পিছনে বেদনা ঘুমালে পরে দেখা দেয়। জ্বরের সঙ্গে এবং ঘুমাবার পরে মাথায় ছড়ে যাবার মত অথবা থেঁতলে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়, অক্সিপুট অঞ্চলের বামদিকে জ্বালা করা বেদনা সকালে নিচের দিকে ঘাড় বেয়ে নামতে দেখা যাবে। ঐ বেদনায় যেন মাথা ফেটে যাবে অথবা খুববেশী চাপবোধ হয়। মাথায় সূচ ফোটানোর মত এবং ছিঁড়ে যাবার মত বেদনার সঙ্গে কপালে ঘাম হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথা আঢাকা অবস্থায় ঘোরার ফলে উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে।

চোখে প্রদাহ, চোখ থেকে জলপড়া, খুববেশী আলোকভীতি এবং অরবিকুলার মাংসপেশীতে আক্ষেপ বা জোরে টেনে ধরার মত ব্যথা হতে পারে। চোখ থেকে গরমজল যেন স্রোতের মত বেরিয়ে আসে। দু' চোখেই, বড় বড় ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং মধ্য রাত্রি থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত চোখের উপসর্গ খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। স্ক্রফুলাজনিত চোখ ফোলা বা অপথ্যালমিয়া রাত ১টা নাগাদ বেড়ে যায়। বাম চোখের সামনে ছোট ছোট কালো ছায়ার মত ভেসে বেড়ায়। রাত্রিতে চোখে বেদনা, জ্বালাকরা এবং চাপধরা ব্যথা; চোখ বসে যাওয়া, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

কানে ঘণ্টা বাজার, ভ্রমরের গুঞ্জনের মত গুনগুন শব্দ, সমুদ্রের গর্জনের মত, গানের মত শব্দ শোনা যায়; কানে সূচ ফোটানো, কামড়ানো, ছিঁড়ে যাবার মত এবং জ্বালাকরা ব্যথা প্রভৃতির সঙ্গে কানে শোনার ক্ষমতা তীব্রভাবে বেড়ে যেতে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে কমে যেতে দেখা যায়।

নাক থেকে সর্দির সঙ্গে অথবা শুকনো ধরনের কোরাইজা দেখা দেয়, রক্তমেশানো অথবা ঘন স্রাব বেরোতেও দেখা যায়। নাকে শুকনো ভাব, নাক থেকে রক্ত পড়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, হাঁচি, নাকের কোণে হাজার মত ক্ষত প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মাঝে মাঝে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, কোরাইজা দেখা দেওয়া এবং নাকে ঠাণ্ডা লাগার ফলে সবসময়ই নাকে সর্দি থাকা অবস্থা দেখা যায়।

মুখমণ্ডলে ক্লোরোসিসের মত ফেকাশে ভাব, ঠোঁট ফাটা ও ঠোঁটে নীলচে ছাপ, গালে গোলাকৃতি লালচে ছাপের সঙ্গে ফেকাশে মুখমণ্ডল, মুখমণ্ডলে জণ্ডিসের মত ছাপ, হাবভাবের প্রকাশে উদ্বেগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। মুখমণ্ডলের ছিঁড়ে যাবার

মত অথবা জ্বালাকরা ব্যথা খোলা হাওয়ায় ঘুরলে বৃদ্ধি পায়, বেদনা মাঝে মাঝে দেখা দেয়, সাব ম্যাক্সিলারী এবং প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি ঘটে, ঠাণ্ডা ঘাম হয়; মুখমণ্ডলে ঈডিমা বা ফোলাভাব এবং ঠোঁটে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

মুখে জ্বালাকরা ও টিসু ধ্বংসকারী ক্ষত বা ক্যাঙ্কর সৃষ্টি, মুখের মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তপাত, জিহ্বায় ফাটা ফাটা দাগ, জিহ্বায় কালচে, বাদামী, সাদা বা হলদেটে ছোপ, জিহ্বা ও মুখগহ্বর শুকনো ও উত্তপ্ত থাকা, মাড়ি ও জিহ্বা ফুলে থাকা, জিহ্বার ক্ষত, মুখ থেকে লালা ঝরা প্রভৃতি দেখা যায়। মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। খাবার সময় মুখে তেঁতো, নোনতা, টক বা ধাতুর মত স্বাদ পাওয়া যায়, জিহ্বায় ফোস্কার মত সৃষ্টি হতে পারে। রাত্রিতে দাঁতে ব্যথা দেখা দেয় এবং দাঁতে দাঁত ঘষলে বা দাঁতে দাঁত চেপে ধরলে বেদনা আরও বেড়ে যায়, দাঁত স্পর্শ করলে অথবা ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণেও দাঁতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হবার পর থেকেই দাঁতে টিপ্‌টিপ্‌ করা ব্যথা, ছিঁড়ে যাওয়া অথবা ঝাঁকুনি লাগার মত ব্যথা দেখা দেয় অথবা একটা নির্দিষ্ট সময় বাদে বাদে পিরিয়ডিক্যাল ভাবে বেদনা দেখা দিতে পারে।

গলায় সংকোচনবোধ, শুকনো ভাব, গ্যাংগ্রীনের মত ক্ষত সৃষ্টি হয়ে শ্বাসে পচাটে দুর্গন্ধ আসা, গলার ভিতরে উত্তাপবোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটির সাহায্যে গলার ডিপথেরিয়ায় কালচে রঙের রক্তস্রাব এবং মুখে পচাটে দুর্গন্ধ থাকা অবস্থা সারানো সম্ভব হয়েছে। কোন কিছু গিলতে গেলে খুববেশী বেদনাবোধ, গলায় জ্বালা, কিছু গিলতে গেলে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, গলার স্ফীতি এবং বার বার গলা পরিষ্কার রাখার জন্য চেষ্টা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যাবে।

মুখের রুচি কম অথবা খুববেশী হতে দেখা যায়। সকালে জলখাবার গ্রহণে অনিচ্ছা, অথবা খুব ক্ষুধাবোধ থাকলেও খাবারে কোন স্বাদ না পাওয়ায় রোগী খেতে চায় না। দুষ্পাচ্য, চর্বিযুক্ত খাদ্য রোগী খেতে চায় না, মাংসের প্রতিও তার বিরূপতা থাকতে দেখা যায়। মদ, ঠাণ্ডা পানীয়, টক ও মিষ্টি জিনিস রোগী পছন্দ করে। পাকস্থলীতে শীতল ও শূন্যতাবোধ কিছু খাবার পরে কমে যায়। খাদ্য গ্রহণের পরে টক, তেঁতো, কোনরূপ স্বাদহীন অথবা ভুক্তদ্রব্যের ঢেকুর ওঠে; হিক্কা দেখা দেয়; সামান্য কারণেই পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দেয়; ডিম অথবা মাছও রোগী হজম করতে পারে না। কাশতে গেলে অথবা খাবার পরে পাকস্থলীতে জ্বালা করা, ছিঁড়ে যাওয়া, মুচড়ে যাওয়া, চাপধরার মত ব্যথা দেখা দিতে পারে। কাশির সঙ্গে ওয়াক্‌ ওঠা; বিকালে এবং জ্বরের ঘর্মাবস্থায় প্রবল তৃষ্ণা কিন্তু উত্তাপ অবস্থায় খুব একটা তৃষ্ণা না থাকা; রাত্রে, কাশি দেখা দিলে, খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের পরে মাথাধরার সঙ্গে বমি হয় এবং বমিতে পিত্ত, রক্ত, ভুক্তদ্রব্য, কালচে রঙের শ্লেষ্মা, টক জলের মত উঠতে দেখা যায়। গা-বমিভাব ও বমি হবার পরে ক্লান্তিতে রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। বিকেল ২টা নাগাদ হঠাৎ বমি করার প্রবণতা বা ইচ্ছা থাকতে দেখা যায়।

জ্বরের শীতাবস্থায় পেটে শীতলবোধ, সকালে, খাবার পরে পেট ফুলে যাওয়া, টিম্প্যানাইটিস, অ্যাসাইটিস সৃষ্টি হওয়া, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবার পরিণতিতে লিভার ও প্লীহা বড় হয়ে থাকা; সবিরাম জ্বরের সঙ্গে ফ্লাটুলেন্স ও পেটে পূর্ণতা-বোধ, লিভার শক্ত হয়ে পড়া, খাবার পরে পেটের ভিতরে যেন খুব ভারী বোঝা চাপানো হয়েছে এরূপ বোধের সঙ্গে ভারবোধ; লিভার ও নাভি অঞ্চলে জ্বালাকরা, মোচড়ানো, কেটে নেবার মত, টেনে হেঁচড়ে নেবার মত, সূচ বেঁধার মত, টন্‌টন্‌ বোধ থাকতে পারে।

কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে কঠিন, গিঁট গিঁট ধরনের মল বেরোতে দেখা যায়। সকালে, বিকালে, রাত্রিতে এবং মধ্যরাত্রির পরে ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ, যে কোন ভাবে ঠাণ্ডালাগা, ফল খাওয়া প্রভৃতি কারণে গ্রীষ্মকালীন ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। ডিসেণ্ট্রির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ, মলদ্বারে চুলকানো, মলদ্বার থেকে রক্তপাতের সঙ্গে অর্শ দেখা দেওয়া, অসাড়ে প্রস্রাব ও মল নির্গমন; মলত্যাগের সময় মলদ্বারে বেদনা; ডায়রিয়ায় মলত্যাগের সময় মলদ্বারে জ্বালাকরা; পিত্তযুক্ত, কালচে, রক্তমেশানো, কাদা-মাটি রঙের, পাতলা, জলের মত প্রচুর পরিমাণে মল নির্গত হতে দেখা যায়। সবিরাম জ্বরের সঙ্গে ডায়রিয়া থাকতেও দেখা যেতে পারে।

মূত্রথলিতে আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ঘটার ফলে প্রস্রাব আটকে থাকে, বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জাগে কিন্তু প্রস্রাব বেরোয় না। রাত্রে, মলত্যাগের পরে অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকা, প্রস্রাবে রক্ত মেশানো, প্রস্রাবের সময় জ্বালা করা, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে প্রস্রাব ঘোলাটে হয়; কালচে বা গাঢ় রঙের, সবুজে বা ফেকাশে প্রস্রাব রাত্রিতে বেশী পরিমাণে হতে দেখা যায়। কখনও কখনও কম পরিমাণে হতে দেখা যায়। কখনও কখনও কম পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাবও হয়। প্রস্রাবে লাল এবং বালির মত তলানি পড়ে, জলের মত পরিষ্কার এবং প্রস্রাবে সুগার ও থাকতে দেখা যায়।

লিঙ্গোদ্‌গম দুর্বল থাকে, রেতঃস্খলন হতে দেখা যায়। ভালভায় চুলকায়। হাজাকর, রক্তমেশানো বেশী পরিমাণে সাদাস্রাব, ঋতুস্রাবের পরে দুর্গন্ধযুক্ত ও পাতলা সাদাস্রাব হয়ে থাকে। ঋতুস্রাব বন্ধ থাকা; বেশী পরিমাণে কালচে, খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে, দুর্গন্ধযুক্ত, বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব অথবা বিলম্বিত এবং একেবারেই ঋতুস্রাব না হওয়া অবস্থা দেখা যেতে পারে। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, জরায়ুর প্রল্যাপ্স্‌ প্রভৃতিও দেখা যেতে পারে।

ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। ল্যারিংক্স-এ দগ্‌দগে অবস্থা ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথার সঙ্গে ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। স্বরভঙ্গ অথবা গলার স্বরে কর্কশতা দেখা দিতে পারে।

শ্বাসক্রিয়া দ্রুত, হাঁপানির মত, রাত্রিতে ও সন্ধ্যায় শ্বাস গ্রহণে কষ্ট, সেই সঙ্গে কাশি; শুয়ে থাকলে শ্বাসকষ্ট, বুকে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দযুক্ত ছোট ছোট কষ্টকর শ্বাসের

শব্দ পাওয়া যায়। দম্ আটকাভাব, সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত শ্বাস, শ্বাসে শিসের বা বাঁশীর মত শব্দ হওয়া ; যক্ষ্মারোগে সকাল ও দুপুরের মাঝামাঝি সময়ে শ্বাসকষ্ট বা দম্ আটকা ভাব দেখা দেয়। দমআট্কা ভাব দেখা দিলে রোগী কোন খোলা জানালার ধারে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে থাকতে বাধ্য হয় ; অন্য কোন ভাবে থাকলে বা বসলে তার শ্বাসকষ্ট বেশী হয়। প্রতিদিন সকাল ৯টা নাগাদ দম্ আটকা ভাব দেখা দিতে পারে।

সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যার বা **রাত্রিতে** অথবা মধ্য রাত্রির পরে কাশি দেখা দেয় ; গভীর ভাবে শ্বাসগ্রহণ করলে হাঁপানির মত শ্বাসটান, বুকের মধ্যে পূর্ণতাবোধ, শীতাবস্থায় বেশী হতে পারে। জ্বরের সঙ্গে কাশি দেখা দেয়। ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে সুড়সুড় করে ; নড়াচড়ায় কাশি বেড়ে যায়। দম্ আটকাভাব, কথা বলতে গেলে গলার মধ্যে সুড়সুড় করা বোধের সঙ্গে কাশি বেড়ে যেতে পারে। কাশির সঙ্গে বেশী পরিমাণে, রক্ত মেশানো, ঘন দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ওঠে এবং সেই শ্লেষ্মায় তেঁতো, নোনতা অথবা চর্বির মত স্বাদ থাকে। চট্‌চটে বা আঠালো এবং সাদাটে শ্লেষ্মাও উঠতে দেখা যায়।

বুকে, হার্টের অঞ্চলে উদ্বেগ, সংকুচিত হয়ে যাবার মত অনুভূতি, ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠা, বুকে খুব চাপবোধ, শোথের মত লক্ষণের সঙ্গে অ্যানজাইনা পেকটোরিস প্রভৃতি থাকতে পারে। বুকের ভিতরে ব্যথা, দগ্‌দগে অনুভূতি, হার্টে প্যালপিটেশন প্রভৃতি সামান্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি পায়, রোগী চেয়ারে পিছনে হেলান দিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়। বাম দিকের স্তনে যেন উত্তপ্ত, লাল হয়ে ওঠা, সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হচ্ছে এরূপ বেদনা হতে দেখা যায়। শ্বাস গ্রহণের সময় সপ্তম পাঁজরের জায়গায় কামড়ানো ব্যথা হয়।

রাত্রিতে পিঠে শীতলবোধ, পিঠে উদ্ভেদ দেখা দেওয়া, শীতাবস্থায় পিঠে বেদনা, ঘাড়ের সারভাইক্যাল অঞ্চলে, স্ক্যাপুলার, দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে, লাম্বার, সেক্রাল অথবা মেরুদণ্ডের যে কোন স্থানে কামড়ানো, থেঁতলানো, টেনে ধরার মত ও টন্‌টন্ করা ব্যথা ; সারভাইক্যাল অংশে শক্তভাব বা আড়ষ্টতা, পিঠে দুর্বলতা-বোধ প্রভৃতি থাকতে পারে।

হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডাবোধ হয়। হাত, হাঁটু ও পায়ের পাতা বিশেষভাবে ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। পায়ের কাফ্ মাংসপেশীতে ক্র্যাম্প, হাতের আঙ্গুলের নখে নীলচে রঙ, হাত ও পায়ের দিকে উদ্ভেদ সৃষ্টি, দুটি উরুতে মেজে যাওয়া, হাত ও পা, বিশেষ ভাবে পায়ের দিকে ভারীবোধ, দুর্বলতাবোধ, পায়ের দিকে মাংসপেশীতে পাকানো ভাবের সঙ্গে শীতভাব দেখা দেওয়া, হাতের তালু গরম ও শুকনো থাকা, হাত-পায়ে বেদনা, অস্থি-সন্ধিতে বাত বা গেঁটে-বাতজনিত বেদনা, উর্ধ্বাঙ্গে, কাঁধে বেদনা, হাঁটুতে এবং হাত-পায়ের সর্বত্র কামড়ানো ব্যথা যেন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। বাম বাহুর বাইসেপ্‌স্ মাংসপেশীতে কামড়ানো ব্যথা,

ঊরু, হাঁটু, পায়ের পাতা প্রভৃতিতে টেনে ধরার মত বেদনা, সূচ বেঁধার মত ব্যথা কাঁধ, হিপ্, ঊরু, হাঁটু, পা প্রভৃতি অংশে থাকতে পারে। কাঁধ, কনুই, কব্জি, হাত, আঙ্গুল, ঊরু, গোড়ালী, পায়ের পাতা প্রভৃতিতে টেনে ধরার মত ব্যথা, পায়ের বিভিন্ন অংশে অস্থিরতাবোধ, হাত ও পায়ের দিকে আড়ষ্টতা, শোথের মত ফোলা এবং দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ঘুম বেশ গাঢ় হয়। জ্বরের মধ্যে রোগী ঘুমিয়ে থাকে। নানা ধরনের উদ্বেগ-জনক স্বপ্ন, মৃত্যু, মন্দভাগ্য, ভীতিকর স্বপ্ন দেখে রোগী বিরক্তিবোধ করে। রোগী দেরিতে, অনেকক্ষেত্রে ভোর ৩টা পর্যন্ত অস্থিরভাবে জেগে থেকে তার পরে ঘুমায়; বিকালে এবং সন্ধ্যায় সে নিদ্রালু হয়ে পড়ে, প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত অস্থির ভাবে জেগে থাকার জন্য ঘুমের পরে রোগীর মধ্যে সতেজতা আসে না। সকালের দিকেও তাড়াতাড়ি তার ঘুম ভেঙে যায়, যতটুকু সময় রোগী ঘুমিয়ে থাকে তার মধ্যেও বার বার তার ঘুম ভাঙ্গে ফলে ঘুম না পাবার জন্য সে খুব হাই তোলে।

সবিরাম জ্বর; সকালে, ৯টার পরে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, মধ্য রাত্রে, খোলা হাওয়ায়, ঘুরে বেড়ালে শীতাবস্থা দেখা দিতে পারে। জল বা কোন কিছু পান করলে শীতভাব বেড়ে যায়। প্রতিদিন অথবা একদিন অন্তর শীতাবস্থা দেখা দেয়, শীতভাব খুব প্রবল হয় এবং কম্প দেখা দেয়। সারা দেহে মাংসপেশীতে শুকনোভাবের সঙ্গে শীতবোধ থাকে। উষ্ণ ঘরে থাকলে, বাইরে থেকে উষ্ণ সেক্ বা উত্তাপ লাগাতে শীতভাব কম হয়। শীতভাবের পরে খুব উচ্চ জ্বর অথবা শীত-ভাব এবং জ্বর একের পর এক পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়। সান্ধ্যজ্বরও হতে দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে উত্তাপবোধ; শীত, উত্তাপ এবং ঘাম পরপর দেখা দিতে পারে। জ্বরের উত্তপ্ত অবস্থায় রোগী দেহ থেকে ঢাকা খুলে ফেলতে চায়। সকালে এবং রাত্রিতে উদ্বেগ দেখা দিলে, দুর্বলতার সঙ্গে, সামান্য পরিশ্রমে, জ্বরের পরে, নড়াচড়া করলে ঘুমের মধ্যে এবং ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলে প্রচুর পরিমাণে ঘাম হতে দেখা যায়, ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে জায়গায় বাস করার জন্য জ্বর হওয়া, জ্বরের সঙ্গে খুববেশী অবসাদবোধ, ঘাম হতে থাকলে লক্ষণ বা উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে।

ত্বকে অসাড়বোধ, জ্বালা, শীতলতা, ত্বক নীলচে হয়ে পড়া, ফেকাশে, হলদে থাকা, প্রতিবার গ্রীষ্মকালে জণ্ডিস দেখা দেওয়া; ত্বক শুষ্ক থাকা, ত্বকে জ্বালা করা উদ্ভেদ, ফোড়া, ফুসকুড়ি সৃষ্টি হওয়া, চুলকালে আমবাত অথবা ফোস্কার সৃষ্টি হওয়া, কোনরূপ উদ্ভেদ না থাকা সত্ত্বেও ত্বকে চুলকানিবোধ, পিড়্পিড়্ করা, ত্বক বেশী সংবেদনশীল বা সেনসেটিভ থাকা ও টন্‌টন্ করার সঙ্গে ক্ষতের মত বোধ, ত্বকে শোথের মত ফোলা, ক্ষত হয়ে সেখানে জ্বালা করা, সূচ বেঁধার মত ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সাইকিউটা ভিরোসা

(Cicuta Virosa)

এই ওষুধটি কনভালসনের মত আক্ষেপ সৃষ্টি করবার প্রবণতা থাকায় আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। ওষুধটি সমগ্র নর্ভাস সিস্টেমে এমন একটা অধিক উত্তেজক অবস্থার সৃষ্টি করে যে দেহের কোন একটা অংশে চাপ লাগলেই কনভালসন বা তড়কা দেখা দেয়। কনভালসনের আক্ষেপ দেহের মধ্যবর্তী অংশ থেকে শুরু হয়ে বাইরের দিকে ছড়িয়ে যায়, মাথা, মুখমণ্ডল ও চোখ প্রথমে আক্রান্ত হয়। পাকস্থলীতে একটা বিশেষ ধরনের অনুভূতি বা 'অরা' দেখা দিয়ে কনভালসনের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। কোন কোন উপসর্গ বুক বা হার্ট থেকে আরম্ভ হয়ে পরে অন্যত্র ছড়িয়ে যায়। কম্প ও শীতভাব বুক থেকে শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে হার্টে একটা শীতলতা বোধ দেখা দেয়। কনভালসন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মাথা এবং গলায় শুরু হয়ে পরে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রোগীর সারা দেহে এমন একটা টান্ টান্ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কোন কারণে উত্তেজিত হলে রোগী যেন ক্রোধের আগুনে জ্বলে ওঠে, ফলে কনভালসন দেখা দেয়। গলা বা ইসোফেগাসে কোনরূপ উত্তেজনা ঘটলে ঐ অংশে কনভালসন শুরু হয়ে যায়। গলায় একটা মাছের কাঁটা বিঁধে গেলে সাধারণতঃ সেখানে একটু খোঁচামারা অনুভূতি হবার কথা, কিন্তু এই ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে মাছের কাঁটা বিঁধে যাওয়া জায়গায় স্প্যাজম সৃষ্টি হয় এবং সেটা অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। ত্বকে বা নখের নীচে কাঁটা বা অন্য কিছু বিঁধে টিটেনাস হলে তার চিকিৎসায় **বেলেডোনার** সঙ্গে এই ওষুধটিও আগে পাল্লা দিত। বর্তমানে আমরা নার্ভে আঘাত লাগা অবস্থার জন্য বেশী কার্যকরী ওষুধ হিসাবে **লিডাম** এবং **হাইপেরিকামকে** পেয়েছি।

এই ওষুধটির কিছু কিছু লক্ষণের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে ক্যাটালেপসি বা সম্পূর্ণভাবে অসাড়তা ও নড়াচড়া করবার ক্ষমতা না থাকা অবস্থার মত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। রোগী ঐরূপ অবস্থায় কি ঘটেছে, সে কি বলেছে না বলেছে কিছুই তার স্মরণ হয় না। ঐ অবস্থায় সে কাউকেই চিনতে পারে না, কোন কিছুই যেন বুঝতে পারে না, তবে তাকে প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর দেয় এবং তারপরই সে সব কিছু যেন ভুলে যায়।

এই ওষুধটি সেরিব্রো-স্পাইনাল অংশে উত্তেজক হিসাবে কাজ করে; রোগীর মাথা পিছনে বেঁকে যায়, 'ওপিসথোটোনাস' অর্থাৎ দেহ পিছনে বেঁকে যাওয়া অবস্থা দেখা দেয়, হাত-পায়ের সর্বত্রই কনভালসনের আক্ষেপ হয়ে শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই ওষুধটির সাহায্যে আঘাতজনিত টিটেনাস, লক্-জ বা চোয়াল আটকে যাওয়া, মৃগীরোগ, মৃগীরোগের মত কনভালসন প্রভৃতি সেরে যেতে দেখা গেছে।

অন্তে তীব্র বেদনার সঙ্গে কনভালসনের মত দেহ বিক্ষেপ এবং কনভালসন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কোনভাবে পাকস্থলীতে গোলযোগ অথবা পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা লেগে অথবা যদি রোগীর ভয় ও অন্যান্য মানসিক উত্তেজনা ঘটে তা হলে কনভালসন দেখা দেয়। রোগী স্পর্শে খুববেশী সংবেদনশীল থাকে, স্পর্শ এবং ঝড়ো হাওয়ায় কনভালসন সৃষ্টি হয়। কনভালসনের আক্ষেপ দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ থেকে নিচের দিকে ছড়িয়ে যায় এবং এই দিক থেকে এই ওষুধটি **কুপ্রামের** বিপরীত। **কুপ্রামের** কনভালসন দেহের দূরবর্তী অংশ—হাত, পায়ের দিকে আরম্ভ হয়ে পরে দেহের মধ্যবর্তী অংশের দিকে বিস্তারলাভ করে অর্থাৎ ছোট ছোট আক্ষেপ বা সাধারণ ক্র্যাম্প বা টানুধরা ভাব প্রথমে হাতের আঙ্গুল থেকে হাতে এবং তার পরে বুক ও দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। সাইকিউটাতে মাথা, চোখ ও গলায় প্রথমে ছোট ছোট আক্ষেপ বা সংকোচন আরম্ভ হয়ে পিঠ দিয়ে পরে হাত ও পায়ের দিকে তীব্র ধরনের মোচড়ানো ব্যথার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে **সিকেলিতে** কনভালসন মুখমণ্ডলে প্রথমে আরম্ভ হতে দেখা যায়।

কনভালসনে আক্রান্ত অবস্থায় রোগী কাউকেই চিনতে পারে না, কিন্তু তাকে স্পর্শ করলে এবং তার সঙ্গে কথা বললে সে ঠিক ভাবে তার উত্তর দেয়। হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে আসে এবং তখন আগে কি ঘটেছে সে বিষয়ে সে কিছুই মনে করতে পারে না। বর্তমান ও অতীতকে সে গুলিয়ে ফেলে। তার নিজেকে একটি ছোট শিশু বলে মনে হয়। সব কিছুই তার কাছে বিভ্রান্তিকর ও অদ্ভুত লাগে। সে কোথায় আছে সেটাও সে বুঝতে পারে না। অতি পরিচিত বন্ধুদের মুখও তার কাছে অপরিচিত মনে হয়; তার নিজের বাড়ী এবং পরিচিত সব কিছুই তার কাছে নতুন বা অচেনা বোধ হয়। পরিচিত জনের স্বরও তার অপরিচিত বা নতুন বলে মনে হয়। চোখের দৃষ্টি, গন্ধ পাবার ক্ষমতা এবং অন্য সব ধরনের অনুভূতিতেই গোলযোগ ও বিভ্রম দেখা দেয়। রোগী নিজের কথা, নিজের বয়স, নিজের পরিবেশ বা অবস্থার বিষয়েও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কোন মহিলা অথবা বয়স্ক পুরুষ ক্যাটালেপ্সির মত আড়ষ্টতা ও শক্তভাবের আক্রমণ থেকে সেরে ওঠার পরে শিশুসুলভ আচরণ করতে থাকে, সামান্য কারণেই উচ্চরবে হেসে ওঠে, ছোটদের মত খেলনা নিয়ে খেলা করে; তাদের মনে হয় যেন তারা নতুন কোন একটা জায়গায় রয়েছে, সেইজন্য তাদের মধ্যে ভয় দেখা দেয়, ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মানসিক নিষ্ক্রিয়তায় বিশেষ কিছু সময়, কয়েক ঘণ্টা অথবা কয়েকদিনের জন্য কনভালসন সহ অথবা কনভালসন ছাড়াই রোগীর স্মৃতিশক্তিতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। একস্টেসি বা সাময়িকভাবে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা এবং ক্যাটালেপসি অবস্থার জায়গায় সাধারণত কনভালসন দেখা দেয়। এই ওষুধটির মানসিক অবস্থার সঙ্গে '**নেট্রাম মিউরের** কিছুটা সাদৃশ্য আছে। নেট্রাম মিউরের রোগী স্বাভাবিকভাবে তার দৈনন্দিন কাজকর্ম করে চলে কিন্তু পরদিনই সে বিষয়ে সব-কিছুই সে ভুলে যায়। **নাক্স মস্কেটা** অপর একটি ওষুধ যাতে কাজকর্ম করতে গেলেই

তার মনে একটা শূন্যতা, মনের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা, একটা অন্যমনস্কভাব বা বস্তু নিরপেক্ষভাব দেখা দেয়।

এই রোগীর মধ্যে অদ্ভুত ধরনের সব ইচ্ছা থাকতে দেখা যায়। সে কয়লা বা অনুরূপ নানাধরনের অদ্ভুত সব জিনিস খেতে চায়, কারণ কোন্‌টা খাদ্য এবং কোন্‌টা নয় সেই বিষয়ে সে পার্থক্য বুঝতে পারে না, কয়লা অথবা কাঁচা অবস্থার আলু হয়তো সে খেতে শুরু করে, লোকের সঙ্গ তার পছন্দ নয়, সে একাকী থাকতে চায়। শিশুর মত গান গায়, চিৎকার করে, হাসে, লাফায়, পুতুল বা খেলনা নিয়ে খেলা করে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিলাপও করতে দেখা যায়। তার মনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। রোগী বা শিশু ভয় পেয়ে অন্য কারো কাপড় ধরে থাকে যেন তার কাছ থেকে আশ্বাস চায়! সাধারণত এইরূপ ভীতি ও আতঙ্কের লক্ষণ কনভালসন দেখা দেবার আগে থাকতে দেখা যায়, কিন্তু কনভালসন চলে যাবার পরে ঐরূপ ভীতি বা আতঙ্কের বিষয়ে তার কিছুই মনে থাকে না। দুটি কনভালসনের মধ্যবর্তী সময়ে রোগী শান্ত, ভদ্র, ধীর-স্থির ও নম্র থাকে এবং এইরূপ লক্ষণ দ্বারাই এই ওষুধটিকে স্ট্রিকনিন ও **নাক্সভমিকার** কনভালসন থেকে আলাদা করে চেনা যায়। **নাক্সভমিকার** কনভালসন সারা দেহেই দেখা দেয় কিন্তু দুটি কনভালসনের মধ্যবর্তী সময়ে রোগী খুবেশী খিট্‌খিটে থাকে যদিও নাক্স-এর রোগীর কনভালসন স্পর্শে, ঝড়ো হাওয়ায় বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে দেহের রঙ নীলচে বা বেগুনী হয়ে পড়ে। কনভালসনের পরে নাক্স-এর রোগীকে খুববেশী খিটখিটে হয়ে পড়তে দেখা যায়। সাইকিউটার রোগীর যখন কনভালসন থাকে না তখন সে বিষণ্ন, উদ্বিগ্ন ও মানসিক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, ভবিষ্যতের বিপদের আশংকায় সে হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। সমাজ এবং লোকজনের সঙ্গ তাকে ভীত করে, সেইজন্য সে একা থাকতে চায়। সে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং অপরকে এড়িয়ে চলে; নিজের প্রতি তার অবিশ্বাস্য রকমের উঁচু ধারণা থাকে এবং এদিক থেকে এই ওষুধটির সঙ্গে **প্লাটিনার** কিছুটা মিল থাকলেও অন্যান্য দিকে আর কোন সাদৃশ্যই নেই। রোগী খুববেশী ভয় পায়; ভয় থেকে তার কনভালসন দেখা দেয়; এই লক্ষণটি **ওপিয়াম, ইগনেসিয়া** এবং **অ্যাকোনাইটের** মত হতে দেখা যায়।

এই ওষুধটিতে মাথাঘোরা অবস্থা দেখা যায়। রোগী সম্পূর্ণ অনুভব শক্তি বা সেনসোরিয়ামে তীব্র উত্তেজনা ঘটে। তার চারপাশে সবকিছুই যেন গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। কাচের মত চক্‌চকে চোখ ও হাঁটা-চলা করতে গেলেই মাথাঘোরা অবস্থা থাকতে দেখা যায়। মাথার খুলিতে আঘাত, মাথায় কোনভাবে আঘাত লাগার ফলে উপসর্গ দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগীর আঘাত লাগা অংশে কোন গোলযোগ নেই, সামান্য একটু চাপের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বেদনা দেহের অন্যান্য দূরবর্তী অংশে দেখা দিয়েছে, মাংসপেশীতে টেনেধরা বা খিঁচধরার মত ব্যথা দেখা দিচ্ছে। মস্তিষ্কে কংকাসন বা ঝাঁকুনি লাগা এবং পুরানো আঘাত থেকে স্প্যাজম বা আক্ষেপ দেখা দেয়। মাথার পাশের দিকে বেদনায় রোগী সোজা

হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়। মাথাধরায় তার মনে হয় যেন হাঁটা-চলা করতে গেলে মস্তিষ্কে আলগা হয়ে যাবে। বেদনার প্রকৃত কারণটার কথা চিন্তা করলে সেই বেদনা বন্ধ হয়ে যায় সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিসের সঙ্গে স্পর্শে কনভালসন বৃদ্ধি পাওয়া এবং তার সঙ্গে জ্বর ও ত্বকে ছিট্‌ছিট দাগের মত অবস্থা থাকলে এই ওষুধে সেই সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস সারানো যায়। আঘাত লাগার পরে মানসিক ও মাথার উপসর্গ দেখা দেয়। সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হবার প্রথমাবস্থায় হয়ত রোগীকে একটা চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলতে দেখা যাবে যেন কোন কিছুই ঘটেনি ; কিন্তু একটু পরেই হয়ত খুব দ্রুত তার এমন একটা অবস্থা দেখা দেয় যখন সে আর কাউকেই চিনতে পারে না, উঠে দাঁড়াতে গেলে খোঁড়াতে থাকে বা পড়ে যায় এবং তখন তাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে হয়। তখন তাকে প্রশ্ন করলে সে তার উত্তর দিলেও অর্ধ অচেতন অবস্থায় থাকে এবং কাউকেই চিনতে পারে না। এই অবস্থা থেকে পরে স্প্যাজম দেখা দিতে পারে, তার মাথাটা তখন পিছনের দিকে বেঁকে যায়, মাথায় স্প্যাজম শুরু হয়ে সেটা নিচের দিকে নেমে যেতে দেখা যায়। মাথা, বাহু ও পায়ে তীব্র ধরনের শক্ লাগে। এই ওষুধটির কনভালসনের সময় **বেলেডোনার** মত রোগীর মাথাটি উত্তপ্ত এবং হাত-পা শীতল থাকতে দেখা যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় তার স্ক্যাল্পে ঘাম দেখা দেয়। শিশু তার উত্তপ্ত মাথাটা এপাশ-ওপাশ করে ঘোরাতে থাকে।

চোখে কনভালসনের মত নড়াচড়া দেখা যায় ; পিউপিল বড় হয়ে ওঠে এবং অনুভূতিশূন্য থাকে। রোগী বিছানায় একভাবে শুয়ে থাকে ; তার চোখে **কুপ্রাম**-এর মত স্বচ্ছ ও চক্‌চকে স্থির দৃষ্টি উপরের দিকে নিবদ্ধ হয়ে থাকতে দেখা যায়। চোখ কুঁচকে ট্যারা হয়ে থাকা অবস্থাটাই হয়ত কেবলমাত্র স্প্যাজম ঘটার চিহ্নরূপে দেখা যায় যেটা মস্তিষ্কের উত্তেজনা ঘটারই ফল। ভয় পেলেই শিশুর মধ্যে চোখে ঐরূপ ট্যারাভাব বা 'স্ট্র্যাবিস্‌মাস' দেখা দেয়। তাকে স্পর্শ করলে, ঠাণ্ডা লেগে গেলে অথবা পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগলে অথবা মাঝে মাঝেই শিশুর স্ট্র্যাবিস্‌মাস ঘটতে দেখা যায়।

রোগীর নাক খুব স্পর্শকাতর থাকে। ঝাঁকুনি লাগা অথবা স্পর্শ করায় অনেক উপসর্গ দেখা দেয় এবং তার ফলে এই ওষুধটিকে কোনরূপ আঘাতের ফলে সৃষ্ট খিটখিটে ভাব ও খুববেশী সংবেদনশীলতা দেখা দিলে তার প্রতিকারে প্রথম কার্যকরী ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হত।

দাড়ি কাটতে গিয়ে গালে 'বারবারাস্ ইচ' অর্থাৎ মুখমণ্ডলের দাড়ি গজাবার মত সব স্থানেই এক ধরনের শক্ত ফুস্কুড়ির মত দেখা দিলে. গালে একজিমার মত উদ্ভেদ, সেই সঙ্গে সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড ফুলে ওঠা, ইরিসিপেলাসের মত উদ্ভেদ দেখা দেওয়া প্রভৃতিতে ওষুধটি কার্যকরী হয়। ঠোঁট ও চোখের পাতায় সামান্য চাপ দিলে বা চাপ পড়লে সেখানে শক্ত হয়ে ফুলে যাওয়া বা ইণ্ডিউরেসন দেখা দেওয়া

লক্ষণটির সঙ্গে **কোনিয়াম** ওষুধটির সাদৃশ্য আছে। সাইকিউটা প্রয়োগে ঠোঁটের 'এপিথেলিওমা' সারানো গেছে।

গলার উপসর্গগুলি প্রধানত স্প্যাজমোডিক ধরনের অর্থাৎ গলার ভিতরে সংকোচন ঘটার ফলে দেখা দেয়। গলায় মাছের কাঁটা বা খুব ছোট হাড়ের টুকরো গেঁথে গেলে সেখানে স্প্যাজম দেখা দেয়। ঐ অবস্থায় সাইকিউটা প্রয়োগ করলে স্প্যাজমটা থেমে যাবে এবং তখন আটকে থাকা কাঁটা বা হাড়ের টুকরোটা সহজে বার করে নিয়ে আসা যায়। গলায় আঘাত লাগায় সেখানে তীব্র ধরনের চোকিং বা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা দেখা দেয় ফলে রোগী তার গলাটা পরীক্ষা করে দেখতেও দেয় না। এরূপ অবস্থায় সাইকিউটা কার্যকরী হয়ে থাকে।

বুকের ভিতরে শীতলতাবোধ, বুকে স্প্যাজম সৃষ্টি হওয়া, প্রভৃতির জন্য রোগীর মনে হয় যেন তার হার্ট থেমে যাবে। পিঠে সংকোচন বা স্প্যাজমজনিত লক্ষণ দেখা দেয়, পিঠ পিছন দিকে বেঁকে যায়; রোগীর হাত-পা সর্বত্রই সংকোচন বা স্প্যাজম ঘটার মত লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

সিনা
(Cina)

সিনা প্রধানত শিশুদের উপযোগী ওষুধ হলেও বড়দের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বা উপসর্গেও ওষুধটি কাজে লাগতে পারে। শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই খুববেশী সংবেদনশীলতা বা 'টাচিনেস্' ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিশু নানা জিনিসের জন্য বায়না করে কিন্তু সে যে কি চায় সেটা সে নিজেও জানে না। স্পর্শ করলে, এমনকি তার দিকে তাকালে এবং অপরিচিত কাউকে দেখলে শিশুর উপসর্গ বেড়ে যায়। তার ত্বক খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে; স্ক্যাল্প্, ঘাড়ের পিছন-দিক, কাঁধ ও বাহুতে এত বেশী সংবেদনশীলতা দেখা দেয় যে ঐ সব স্থানে থেঁতলে যাবার মত টন্টন্ করা ব্যথা হতে দেখা যায়। রোগীর এইরূপ অত্যধিক অনুভূতি-প্রবণতা তার শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই থাকে। ক্রিমি রোগের জন্য রুটিন হিসাবে এই ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়, রোগীর দেহে ও মনে প্রাপ্ত লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধটি প্রয়োগ করলে, রোগীর দেহে ক্রিমি থাকলে সেটাও অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে দূর হবে।

সবকিছুতেই এই ওষুধের রোগী বিরক্তিবোধ করে, সাধারণ কোন খাদ্য গ্রহণের পরেও তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। রাত্রিতে সাধারণ খাদ্য গ্রহণের পরে সারারাতই স্বপ্ন দেখে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার দেহে ঝাঁকুনি ও মৃদু কম্পন দেখা দেয়, ভয় পেয়ে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন সে উত্তেজিতভাবে স্বপ্নের বিষয়ে বর্ণনা দেয়; স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে সে খুববেশী উদ্বেগে চিৎকার করে কাঁদে এবং কেঁপে কেঁপে ওঠে। এই শিশুরোগীকে স্পর্শ করলে বা কোলে করতে গেলে সে রেগে যায় কিন্তু তবুও **ক্যামোমিলার** মত সেও কোলে উঠে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে;

তবে ক্যামোমিলার মত এই ওষুধটিতে ততটা বেশী খিট্‌খিটে ভাবের সঙ্গে কোলে উঠতে চাওয়ার লক্ষণ থাকে না। সিনার শিশুকে প্রথম বার স্পর্শ করলে বা কোলে তুলে নিতে গেলে সে রেগে যায় বা তার উপসর্গ বেড়ে যায় এবং এই লক্ষণ কনভালসন, জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিশুর চোখ কাচের মত স্বচ্ছ ও চক্‌চকে দেখায়, তার চোখ-মুখে চুপসে যাওয়া ভাব এবং মুখের চারধারে গোল সাদাটে দাগ থাকতে দেখা যেতে পারে। পাকস্থলীর গোলযোগের সঙ্গে রোগী কিছু খাবার গ্রহণের পরে কনভালসন দেখা দেয়, তখন তার মাথা পিছনে বেঁকে যায়, চোখ চক্‌চকে ও উজ্জ্বল দেখায়। পাকস্থলীর গোলযোগের জন্য শিশুটির সবসময় টক বমি ও টক ঢেকুর হতে দেখা যায়, তার দেহেও টকগন্ধ থাকে। কনভালসনের সময় শিশু অচেতন অবস্থায় থাকে এবং তার মুখে ফেনা উঠতে দেখা যায়।

ডিলিরিয়াম বা জ্বর-বিকারের সঙ্গে স্বাদ, গন্ধ ও দৃষ্টিতে বিভ্রম দেখা দেয় ; বিশেষভাবে ঠাণ্ডা লেগে গেলে, অথবা ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে তার ঐরূপ বিভ্রম থাকতে দেখা যায়। ঘুম থেকে ওঠার পরে তার মধ্যে স্বাদ ও গন্ধের ব্যাপারে ভ্রম দেখা দেয় ; তার স্বাদ গ্রহণ ও স্পর্শের অনুভূতি খুব বেড়ে যায় অথবা বিকৃত হয়ে পড়ে।

ইণ্টারন্যাল হাইড্রোকেফালাস অর্থাৎ যেখানে মাথার খুলি বড় না হয়ে মাথার ভিতরে ভেণ্ট্রিক্‌ল্‌ ও স্পাইন্যাল কর্ডের সেণ্ট্রাল ক্যানালে রস বৃদ্ধি ঘটে, সেই ধরনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিনার উপযোগী লক্ষণ দেখা যেতে পারে। মাথা এপাশে-ওপাশে ঘোরানো, ঘন ঘন মাথাধরা, সামান্য ঝাঁকুনি লাগায় খুববেশী সংবেদনশীলতা, স্পাইন্যাল কর্ড বরাবর দেহে স্পর্শ বা আঙ্গুল দিয়ে ঠুকলে রোগীর মাথা ধরে যায়, সর্বদাই রৌদ্রে ঘুরলে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া, রৌদ্রে ঘুরলে মাথাটা উত্তপ্ত এবং পা ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে সিনা প্রয়োগে সেটা সারানো যেতে পারে। কোনরূপ ভাবে রোগী বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হলে তার কনভালসন দেখা দেয়, কোনরূপ শাস্তি দিলেই সে কনভালসনে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। জন্মগত ত্রুটিতে রোগীর মস্তিষ্কের ভেণ্ট্রিক্‌ল্‌ এবং স্পাইন্যাল কর্ডের সেণ্ট্রাল ক্যানাল দিয়ে রস যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে গেলে সেটা আর কোনভাবেই সারানো যায় না, সেক্ষেত্রে রোগী মারা যায়।

চোখে খুববেশী সংবেদনশীলতার সঙ্গে নিরেট ধরনের মাথাধরা, মৃগীরোগের আক্রমণের আগে বা পরে এবং সবিরাম জ্বরের পরে মাথাধরা দেখা দিতে পারে। মাথাধরার পূর্বে অথবা মাথা ধরলে মাথায় স্পর্শকাতরতা দেখা দেয়। সিনার শিশু মাথা আঁচড়াতে দেয় না এবং সিনার উপযোগী মহিলাদের ক্ষেত্রে স্নায়বিক উপসর্গের সঙ্গে মাথার চুল লম্বাভাবে খুলে বা ছেড়ে রাখতে দেখা যায়।

হাত ও পায়ের দিকের শীতলতা এবং ত্বকে কিছুটা চুলকানি ভাব থাকতে পারে, তবে সব ক্ষেত্রেই রোগীর মাথার উপসর্গই প্রধানরূপে দেখা দেয়। সামান্য মানসিক অসন্তোষ ঘটলেও তার হজমের গোলমাল ও ডায়রিয়া দেখা দেয় ; গ্রীষ্মকালে

উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, উত্তাপে তার মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, তার ক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে যায়, ফলে রোগীর ডায়রিয়া দেখা দেয়, সবুজ আমযুক্ত মল অথবা সাদা মলের সঙ্গে বমিও হতে দেখা যেতে পারে। সিনায় মস্তিষ্কের গোলযোগই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, মস্তিষ্ক আক্রান্ত হবার ফলেই সেখান থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ না পাবার ফলে পাকস্থলীর উপসর্গ দেখা দেয়, ক্রিমি বৃদ্ধি পায়। রোগী সেরে উঠলে তার পাকস্থলীর সুস্থ ও স্বাভাবিক গ্যাসট্রিক জুস্ ক্রিমিকে তাড়া করে বার করে দেবে।

শিশু তার মাথাটি এপাশ-ওপাশে নাড়ায় বা ঘোরায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মাথা এপাশ-ওপাশ ঘোরালে মাথার বেদনা কমে যায়। অধিক অনুভূতিপ্রবণ মহিলাদের মধ্যে দেখা যায় যে তারা মাথার চুল লম্বা করে ছেড়ে বা ঝুলিয়ে রাখে, মাথা একটু একটু ঘোরালে বা নাড়লে সে আরাম বোধ করে, তবে এই মাথা নাড়া বা ঘোরানোটা কখনই মাথা ঝাঁকানোর মত তীব্র হলে চলবে না।

রোগী চোখের সামনে নানা ধরনের রঙ দেখতে পায়। দৃশ্য বা বস্তু তার চোখে হলদে মনে হয়। যে সব নার্ভাস ও অধিক অনুভূতিপ্রবণ মহিলারা সেলাই করা অথবা অন্য কোনভাবে চোখের কাজ বেশী করে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রয়োজন হতে পারে, কারণ চোখের কাজ বেশী করার ফলে তাদের মাথা ও চোখে বেদনা দেখা দেয়। চোখের অধিক পরিশ্রম বা চাপ পড়া লক্ষণটি অনেকটা **রুটা-র** মত হয়ে থাকে। চোখের অধিক পরিশ্রম হবার পরে রোগিণী তার চোখ রগড়াবার পরে আবার ভালভাবে দেখতে পায়। বিছানা থেকে ঘুম ভেঙ্গে ওঠার পরে চোখের সামনে কালো কালো দেখা, চোখে বিভিন্ন রঙ, বিশেষভাবে হলদে রঙ দেখা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে। প্রধানত মস্তিষ্কের গোলযোগের জন্যই ক্রিমি দেখা দেয় বলে সিনার রোগীর ক্রিমি রোগের সঙ্গে 'স্ট্র্যাবিসমাস' থাকতে দেখা যায়।

শিশু বা রোগীর মুখমণ্ডল চোপসানো, ফেকাশে থাকে, নাক যেন ভিতরে বসে যায়। মুখের চারধারে নীলচে গোলাকার দাগ অথবা ধূপ রঙের ছিট্ ছিট্ থাকতে দেখা যায়। শিশু তার নাকটা হাত দিয়ে বা বালিশে ঘষে অথবা যার কোলে থাকে তার কাঁধে নাক ঘষে। সে রক্ত বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত নাক খোঁটে বা আঙ্গুল নাকের ভিতরে ঢুকিয়ে খুঁটতে থাকে, এই রোগীর মস্তিষ্কজনিত উপসর্গই প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভয় পেলে অথবা তাকে শাসন করলে তার মস্তিষ্কে গোলযোগ সৃষ্টি হয়, ফলে তার পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দেয়; তার হজমের গোলমাল হয়, ক্রিমি দেখা দেয়। মুখের চারদিকে নীলচে দাগ, ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করা, দাঁত না থাকলে শিশুর মুখে চিবানোর মত নড়াচড়া করা প্রভৃতি দেখা যায়। শীতল বায়ু ও শীতল জলে তার দাঁত সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। তার নাক ও মুখ থেকে রক্ত পড়া, তরল খাদ্য বা পানীয় গিলতে না পারা, তরল পানীয় ইসোফেগাস হয়ে নামার সময় গড়গড় শব্দ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ কনভালসন দেখা দেবার আগে বা পরে দেখা যেতে পারে। যখন মাথার কোন উপসর্গ থাকে তখন বিশেষভাবে দুধ অথবা জল গড়্‌গড়্ শব্দে তার ইসোফেগাস দিয়ে নামে। মস্তিষ্কের গোলযোগের

সঙ্গে ডায়রিয়া এবং বমি হলে সেইসঙ্গে ঐরূপ গড়গড় করে তরল পানীয় গলা দিয়ে নামার শব্দ পাওয়া যায়। **আর্সেনিক** এবং **কুপ্রাম**-এও গেলার সময় পানীয় গলায় গড়গড় শব্দ করে নামা লক্ষণটি থাকতে দেখা যায়। স্নায়বিক কারণে কাঁপুনি বা 'কোরিয়া'-র মত নড়াচড়া জিহ্বা পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে।

শিশু অথবা পূর্ণ বয়স্ক লোক সবার মধ্যেই ক্ষুধাভাব খাদ্য গ্রহণের পরেও থেকে যায়; তার পাকস্থলী ভর্তি হয়ে গেলেও ক্ষুধাভাব থেকে যায়। সাধারণভাবে বমি হবার পরে খাদ্যের প্রতি বিরূপতা থাকার কথা কিন্তু সিনা-র রোগীর ক্ষেত্রে বমি হয়ে যাবার পরও ক্ষুধাবোধ ও পেটে শূন্যতাবোধ থাকতে দেখা যাবে। খাবার খাবার পরে পেটে কামড়ানো বা দাঁত দিয়ে কাটার মত বেদনা দেখা দিলে অথবা শিশু যতটা খেতে পারে তার সবটা খাবার পরও আরও খাবার জন্য বায়না করতে এবং বমি করে ফেলার পরও আবার খেতে চাইলে সেক্ষেত্রে সিনা-র কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। মদ পান করবার সময় যেন ভিনিগার পান করা হচ্ছে সেইরূপ কাঁপুনি হতে দেখা যায়।

পেটটি শক্ত হয়ে ফুলে থাকে। সিনা-র শিশুকে প্রায়ই পেটে চাপ দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়। তাকে পাশ ফিরিয়ে শোয়াতে গেলে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। শিশু মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় তার পেটটি মায়ের কাঁধে চেপে রাখে, কিন্তু তাকে কোল থেকে নামিয়ে শোয়াতে গেলেই সে জেগে ওঠে। কোন শিশুকে যদি খুববেশী পরিমাণে পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ করার পরে পেটটি বিছানায় চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে বা ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়, অন্য কোনভাবে শোয়ালে যদি তাকে আবার মলত্যাগ করতে দেখা যায় তবে সেক্ষেত্রে **পডোফাইলামই** উপযুক্ত ওষুধ হবে, সিনা নয়। সিনাতে খুববেশী পরিমাণে মলত্যাগ করতে দেখা যায় না, মলের রঙও প্রায়ই সাদাটে হতে দেখা যায়।

সকালের দিকে গলায় আটকে থাকার মত কাশি, রাত্রিতে ছোট ছোট খুক্‌খুকে কাশি, স্প্যাজমোডিক ধরনের অথবা হুপিং কাশি প্রভৃতি এই ওষুধের রোগীর থাকতে পারে। স্পর্শে অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা; কাঁপুনি, স্প্যাজম, কোরিয়া, স্প্যাজম সহ হাইতোলা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। শিশু পেটের উপর চাপ দিয়ে অথবা সর্বদাই নড়াচড়া না করলে ঘুমোতে পারে না।

সিঙ্কোনা

(Cinchona)

এবারে আমরা সিঙ্কোনা বা চায়না-র বিষয়ে আলোচনা করব। ম্যালেরিয়ার প্রভাবে যারা নিউর‍্যালজিয়া বা স্নায়বিক বেদনায় খুব কষ্ট পেয়েছে, বার বার রক্তপাত ঘটার ফলে যারা খুববেশী অ্যানিমিক হয়ে পড়েছে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই চায়নার মত লক্ষণ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চায়নাতে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা অ্যানিমিয়া ও সেইসঙ্গে খুববেশী ফেকাসে ভাব ও দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেখা

যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্লেথরিক অবস্থার অর্থাৎ যাদের দেহে রক্তাধিক্য আছে বলে মনে হয় তাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, তবে সেটা ব্যতিক্রম, ঐরূপ অবস্থাতেও আমরা চায়না রোগীর মধ্যে শীর্ণতা বা দেহ ক্রমশ শুকিয়ে যাবার প্রবণতা থাকতে দেখব যেটা এই ওষুধের দ্রুত ক্রিয়ায় রোধ করা সম্ভব হয়।

সারাদেহেই ক্রমশ বেড়ে-ওঠা অনুভূতিপ্রবণতা, স্নায়ুতে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া উত্তেজক অবস্থা দেখা দেয়; রোগী নার্ভাস বোধ করে। তার দেহের সর্বত্র দোমড়ানো, ছিঁড়ে যাওয়া অথবা কেটে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়, তার দেহে স্পর্শ কাতরতা এতবেশী থাকে যে মনে হয় যেন স্নায়ুর গতিপথ, বিশেষভাবে আঙুলের ছোট ছোট স্নায়ুগুলির গতিপথ বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছে। চায়নার রোগী ক্রমশই অধিকতর অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে; স্পর্শে; নড়াচড়ায়, শীতল বায়ুতে তার এই অনুভূতিপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতা বেশী করে দেখা দেয়। তার ঠাণ্ডা লাগলে ঠাণ্ডা বায়ুতে, স্পর্শে, নড়াচড়ায় তার বেদনা বেড়ে যায়। যেসব ম্যালেরিয়া কুইনাইন প্রয়োগে আটকে দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে রোগীর দেহে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া, ফেকাশে ভাব, রক্তশূন্যতা, মাংসপেশীর শীর্ণতা, সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া, লিভারের গোলযোগ, অন্ত্রের গোলযোগ, পাকস্থলীর গোলযোগ প্রভৃতি দেখা দেওয়ার ফলে সে ক্রমশ খুববেশী অসুস্থ ও দুর্বলবোধ করতে থাকে। কোন ফল খেলেই তার বদহজম হয়, কোন টক জিনিসও তার সহ্য হয় না। অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহারে দেহে যে ধরনের ফেকাশে বা মোমের মত সাদাটে রঙ দেখা দেয়, রোগী যে রকম রুগ্ণ হয়ে পড়ে এবং বেদনায় কষ্ট পায়, এই ওষুধের রোগীর মধ্যেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, তার দেহ সামান্য পরিশ্রমেই ঘেমে ওঠে।

এই রোগীর দেহে অতি সামান্য কারণেই রক্তপাত ঘটতে পারে এবং রক্তপাত ঘটার পরে তার উপসর্গ দেখা দেয়। রক্তপাতের সঙ্গে রোগীর দেহে রক্তাধিক্য বা কনজেসসন ঘটা ও প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া এই ওষুধের সাধারণ ধাতুগত চরিত্র। দেহের রক্তপাত ঘটাস্থানে অথবা অন্যকোন দূরবর্তী অংশে প্রদাহ দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কোন মহিলার অ্যাবরসন ও রক্তপাত হবার পরে হয়ত বিনা কারণেই তার জরায়ু অথবা ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এই ধরনের প্রদাহের সঙ্গে আক্রান্ত অংশের টিসুতে খুববেশী উত্তেজনা, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, মাংসপেশীতে ক্র্যাম্প বা খিঁচ ধরা এবং প্রকৃত কনভালসন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। চায়নার রোগীর একটু রক্তপাত ঘটলে, মহিলাদের প্রসবকালীন রক্তস্রাব হবার পরই, কনভালসন দেখা দেয়; এইরূপ অবস্থা দেখা গেলে চায়না ছাড়া আর অন্য কোন ওষুধের কথা ভাববার প্রয়োজনই হবে না। **সিকেলিতেও** এইরূপ লক্ষণ আছে, তবে তাদের প্রকৃতি ভিন্ন। **সিকেলি-র** রোগী তার দেহের সব আবরণ খুলে ফেলতে, জানালা-দরজা সব শীতের ঠাণ্ডায়ও খোলা রাখতে চায়। চায়না-র রোগীর প্রসবকালে খোলা হাওয়ার ঝাপ্টা লাগলে তার কনভালসন দেখা দিতে পারে; প্রসবের মধ্যবর্তী

অবস্থাতেই হয়ত তার বেদনা চলাকালীনই কনভালসন শুরু হয়ে যায়। চায়না-র প্রদাহজনিত অবস্থার আর একটি বিশেষত্ব এই যে প্রদাহ খুব দ্রুত বেড়ে উঠে গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হতে পারে; রক্তপাতের পরে আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ হয়ে সেখানটা খুব দ্রুত কালচে হয়ে পড়ে।

চায়নাতে শিরায় রক্তাধিক্য ঘটতে দেখা যায়। ঠিক 'ভেরিকোজ ভেইন' হয় না তবে শিরার গায়ের পর্দায় পক্ষাঘাতের মত অবস্থা হবার ফলে জ্বরের সময় শিরায় রক্তাধিক্য ঘটতে বা শিরা রক্তে পূর্ণ থাকতে দেখা যায়।

ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল ও অধিক অনুভূতিপ্রবণ ধাতুগ্রস্ত লোকদের মধ্যে, বিশেষত খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ মহিলাদের মধ্যে আমরা উপরোক্ত ধরনের উপসর্গ বেশী দেখতে পাই। তারা ফুলের গন্ধ, রান্না করা খাবারের গন্ধ, তামাকের গন্ধ প্রভৃতি সহ্য করতে পারে না। তারা দুর্বল, শিথিল দেহ, শীর্ণকায় ও ফেকাশে দেখায়; তাদের হার্ট দুর্বল থাকে, রক্তচলাচলে শিথিলতা এবং শোথে আক্রান্ত হবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। ড্রপসি বা শোথ দেহে রক্তপাত ঘটার পরে দেখা দেওয়া ওষুধটির একটি বৈশিষ্ট্য। অ্যানিমিয়া অবস্হায় রক্তপাত ঘটার পরেই শোথ দেখা দেয়। চায়না-র রোগী এই ধরনেরই হয়ে থাকে।

রোগীর দেহের সব মিউকাস মেমব্রেনেই শ্লেষ্মাজনিত অবস্হা দেখা দিতে পারে। পাকস্হলী ও ডিওডিনামের সংযোগস্হলে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হবার ফলে জণ্ডিস দেখা দেয়, যাদের লিভারের পুরানো গোলযোগ আছে তাদেরও জণ্ডিস হতে পারে; কারণ এই ধরনের রোগী দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া মায়াজ্‌ম্‌-এর অধীনে থাকায় দুর্বল, সংবেদনশীল ও অ্যানিমিক হয়ে পড়ে।

অনেকে ভুল করে 'পিরিয়ডিসিটি'কে চায়না-র একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। 'পিরিয়ডিসিটি' অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপসর্গ দেখা দেওয়া লক্ষণের জন্য কুইনাইন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। চায়না-তে যে পিরিয়ডিসিটি আছে সেটা অন্যান্য ওষুধের তুলনায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয় যে তার উপর নির্ভর করে রুটিন হিসাবে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এ কথা সত্য যে পিরিয়ডিসিটি এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ; এই ওষুধে বেদনা প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসতে, সবিরাম জ্বর একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত আসতে দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধের পিরিয়ডিসিটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উপসর্গ রাত্রে, প্রধানত মধ্য-রাত্রিতে দেখা দেয়। কলিক বেদনা প্রতিদিন রাত ১২টা নাগাদ শুরু হতে দেখা যায়। নাক থেকে রক্তপাত নিয়মিতভাবে ঘটতে পারে, ডায়রিয়া রাত্রে দেখা দিতে পারে। বেশ কয়েকবার প্রচুর পরিমাণ কালচে জলের মত মল দিনে অথবা রাত্রে, তবে কেবলমাত্র কিছু খাবার পরই পাতলা পায়খানা হতে দেখা যায়, কারণ এই ওষুধের রোগীর খাবার পরে উপসর্গ বৃদ্ধি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এই ওষুধের রোগী শীতকাতুরে, সামান্য হাওয়ার ঝাপটা, ঠাণ্ডায় সে

সংবেদনশীল থাকে ; ঠাণ্ডা হাওয়ায়, স্পর্শে, নড়াচড়ায় তার উপসর্গ দেখা দেয় বা বৃদ্ধি পায় ; তার দেহের টিস্যুতে খুববেশী উত্তেজক অবস্থা থাকে।

রক্তপাত ঘটা অথবা যৌন অত্যাচারের ফলে অত্যধিক রেতঃস্খলনে যে সব উপসর্গ দেখা দেয় সেই সব ক্ষেত্রে চায়না উপযোগী। ঐ ধরনের রোগী দুর্বলতা ও নিদ্রাহীনতার জন্য খিটখিটে হয়ে পড়ে ; দুর্বলতার সঙ্গে সারাদেহের ত্বকে শীতলতা, হাত-পায়ে ঝাঁকুনি বা মৃদু কম্পন, মাংসপেশীতে টেনে ধরা বা খিঁচ লাগার মত বেদনা, মৃগীরোগের মত কনভালসন, পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা, মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটা, কানে ঘণ্টার শব্দের মত শব্দ পাওয়া, চোখে অন্ধকার দেখা, সামান্য কারণে মূর্চ্ছা যাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। চায়না-তে ঐ ধরনের সব লক্ষণসহ 'ক্যাচেক্সিয়া' বা দেহ শীর্ণকায় হয়ে পড়া এবং সেই অবস্থার অনুরূপ মানসিক লক্ষণ থাকে যেটা এই ধরনের নার্ভাস ও অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণ লোকের মধ্যে থাকা সম্ভব। রোগীর মধ্যে মানসিক দুর্বলতা, কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করার অক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, কুকুর এবং বুকে হেঁটে চলা জন্তু বা প্রাণীর ভয়ে ভীত হয়ে পড়া, আত্মহত্যা করতে চাইলেও সাহসের অভাবে সেটা করতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে দিন দিন তার মনের দুর্বলতা আরও বেড়ে যায় ; সে কোন কিছু বলতে বা বোঝাতে গিয়ে ভুল শব্দ বা ভুল ব্যাখ্যা করে। রাত্রিতে না ঘুমিয়ে সে জেগে থেকে সে হাওয়ার বাড়ী বানাবার মত অদ্ভুত ও অসম্ভব ভাবনা-চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে, আর সকালে উঠে তার ঐ ধরনের অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনার কথা মনে করে সে নিজেই অবাক হয়ে পড়ে। রোগী ঘুমিয়ে পড়লে তার মন পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন জীবন সম্বন্ধে সে দার্শনিকের মত ভাবালু হয়ে ওঠে।

চায়নার রোগী ক্ষীণবীর্য, উদাসীন, অপরের সুখ-দুঃখে নিরুত্তাপ, চুপচাপ ও কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা থেকে দূরে থাকতে চায় : সে তার মনকে স্ববশে রাখতে, মনকে দিয়ে সে তার নিজের মত করে কাজ করাতে অক্ষম হয়ে থাকে, তবে এই অবস্থাটাকে প্রকৃত পাগলামি বলা চলে না।

রোগীর এইরূপ মানসিক অবস্থায় রক্তপাত ঘটার পরে নিদ্রাহীন অবস্থা বা 'ইনসোমনিয়া' দেখা দেয়। কোন মহিলাকে খুববেশী রক্তপাত ঘটার পরে হয়ত রাত্রির পর রাত্রি না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়।

রক্তপাত ঘটার পরে মাথাঘোরা ও সেইসঙ্গে হতবুদ্ধিভাব 'ডিজিনেস' দেখা দিতে পারে। সাধারণত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রক্তপাতের পরে মাথাঘোরা ও মূর্চ্ছাভাব দেখা দেওয়া স্বাভাবিক এবং কিছুদিন দেহের যত্ন নেওয়া ও ভাল খাওয়া-দাওয়া করলে ঐসব উপসর্গ চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু চায়না-র রোগীর ক্ষেত্রে ঐসব উপসর্গ দীর্ঘদিন ধরে চলতে দেখা যায় এবং দিনে দিনে তা যেন আরও বেড়ে যায়। অত্যধিক রক্তপাত ঘটার পরে মহিলার দেহে নতুন রক্ত স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টি হতে দেখা যাবে না, তার দেহে জৈবিক ক্রিয়ার ত্রুটি থাকে এবং তার মাথাঘোরাটা দিনের পর দিন,

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে থেকে যেতে দেখা যায়। এই রোগিণীকে চায়না সুস্থ করে তুলতে পারে।

এই ওষুধটিতে মাথায় রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরার সঙ্গে হাত-পা শীতল থাকা ও শীতল ঘামে ভিজে যাওয়া, মাথায় ছিঁড়ে যাওয়া, কিছু বিঁধে যাওয়া, চাপবোধ, ও দপ্‌দপ্‌ করা ব্যথা দেখা দেয়, মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ লাগলেই রোগীর এই ধরনের মাথার যন্ত্রণা শুরু হয় এবং উষ্ণ ঘরে থাকলে যন্ত্রণা কম থাকে। বেদনা স্পর্শে, নড়াচড়ায় ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সামান্য স্পর্শে বেদনা বৃদ্ধি পেলেও জোরে চাপ দিলে বা জোরে চেপে ধরলে বেদনা কমে যাওয়া লক্ষণটি চায়না-র একটি বৈশিষ্ট্য। স্ক্যাল্পে স্পর্শকাতরতার জন্য রোগীর মনে হয় যেন কেউ তার মাথার চুল ধরে টানছে। মাথাধরা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। অত্যধিক যৌনাচার ও রেতঃস্খলনের জন্য মাথাধরা দেখা দিতে পারে।

এই ওষুধে রোগীর চোখে আলোকভীতি, 'স্ক্লেরা' অংশে হলদে ছাপ, ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে চোখে নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা দেখা দেওয়া অবস্থায় চুপচাপ থাকলে এবং দেহ উষ্ণ রাখলে কমে যায়। রাত্রিতে বিশেষভাবে দৃষ্টি কমে যাওয়া বা দৃষ্টিহীন হয়ে পড়া অবস্থা দেখা দিতে পারে। রোগীর মনে হয় যেন চোখে বালি পড়েছে, চোখ কর্‌কর্‌ করে, আলোতে চোখের বেদনা বেড়ে যায়, অন্ধকারে থাকলে কম থাকে।

কান ও নাকেও চোখের মত সংবেদনশীলতা থাকতে পারে। সামান্য গোলমালেও রোগীর কষ্ট হয়, কানে ঘণ্টা বাজা, গর্জন করা, গুন্‌গুন্‌ করা, গান করা অথবা কির্‌কির্‌ করার মত শব্দ শোনে। মধ্য কর্ণে শুকনো ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার জন্য কানে কম শোনা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে রোগীকে সম্পূর্ণ বধির করে তুলতে পারে ; সেই অবস্থাতেও তার কানে নানা ধরনের শব্দ শোনা যায় তবে তার মধ্যে কোন্‌টা কি ধরনের শব্দ সেটা তার পক্ষে আলাদা করে চেনা সম্ভব হয় না। কান থেকে রক্তপাত, ঘন রক্তমেশানো এবং দুর্গন্ধ পুঁজও দেখা দিতে পারে।

অ্যানিমিয়ার রোগীর ঘন ঘন নাক থেকে রক্তপাত, নাকে শুকনো ধরনের শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থা, শুষ্ক কোরাইজা, অথবা প্রচুর সর্দি বেরোনো ; সর্দি না বেরিয়ে কোনভাবে বন্ধ হয়ে বা সাপ্রেসড্‌ হলে মাথার যন্ত্রণা দেখা দেওয়া, যে কোন গন্ধেই গা-বমি করা ; ফুলের গন্ধ, রান্নার গন্ধ অথবা তামাকের গন্ধে খুববেশী অনুভূতি-প্রবণ বা সেন্‌সেটিভ্‌ থাকা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়।

রোগীর মুখমণ্ডল চোপসানো, রুগ্‌ণ ও রক্তশূন্য দেখায়। জ্বর থাকা অবস্থায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বরের শীতাবস্থায় মুখমণ্ডল লাল হয়ে থাকতে দেখা যায় কিন্তু যখন জ্বর থাকে না তখন ফেকাশে ও রুগ্‌ণ দেখায়। মুখমণ্ডলে নিউর‍্যালজিয়া বা স্নায়বিক বেদনা, কেটে ফেলা, চিরে যাওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়া বেদনার সঙ্গে ওষুধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হ্রাস-বৃদ্ধি বা মোডালিটি থাকে। চায়নার রোগীর সবিরাম জ্বরের সময় রোগীর মুখমণ্ডলের শিরাগুলি কিছুটা ফুলে থাকতে দেখা যায়।

দাঁত আলগা হয়ে যায়, মাঢ়ী ফুলে ওঠে, কোনকিছু চিবানোর সময় দাঁতে যন্ত্রণা দেখা দেয়; প্রতিবার সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই, দাঁতের যন্ত্রণা শুরু হয়। দাঁতে তীক্ষ্ন বেদনায় মনে হয় যেন দাঁত টেনে তুলে ফেলা হচ্ছে, শিশু যখনই স্তন পান করতে আরম্ভ করে তখনই দাঁতের যন্ত্রণা দেখা দেয়। দাঁতের গোড়া ও মাঢ়ী থেকে কালচে ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ পড়া, টাইফয়েড বা অনুরূপ খারাপ ধরনের জ্বরের সঙ্গে মুখে দুর্গন্ধ থাকা লক্ষণটি দেখা যেতে পারে।

মুখের স্বাদ খুব বেড়ে যায়। স্বাদের তীব্রতা এত বেশী হয়ে পড়ে যে মুখে সব-কিছুই অস্বাভাবিক লাগে। খাবার তেঁতো অথবা নোনতা বলে মনে হয়। জিহ্বার ডগায় লঙ্কা লাগার মত জ্বালা করে। মুখ ও গলা শুষ্ক থাকে, কোনকিছু গিলতে কষ্ট হয়। কোন কোন সময় খুববেশী ক্ষুধাবোধ থাকলেও সাধারণভাবে সব ধরনের খাদ্যের প্রতিই রোগীর বিরূপতা থাকে; রোগী খেতে বসে যেন নিষ্ক্রিয় ভাবে খেয়ে চলে, খাদ্যে ভাল স্বাদ পেয়ে যেন সে তার উদরপূর্তি করে, কিন্তু সে খাচ্ছে অথবা খাচ্ছে না তাতে যেন তার বিশেষ কিছু যায় আসে না। খুব খিদে থাকলেও খাদ্যের প্রতি ঘৃণা বা বিরূপতা, উদাসীন ভাবে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা, খেতে শুরু করলেই কেবলমাত্র মুখে রুচি ও খাদ্যে ভাল স্বাদ ফিরে আসা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। জ্বরের শীতাবস্থা শুরু হবার ঠিক আগে জলের জন্য রোগী খুব তৃষ্ণাবোধ করে কিন্তু শীতাবস্থা শুরু হয়ে গেলে তার আর তৃষ্ণা থাকে না; তবে জ্বরের উত্তাপাবস্থা শুরু হলে সামান্য তৃষ্ণা দেখা দেয় তবে তখন সে কেবলমাত্র তার মুখ ও ঠোঁট ভেজাবার মত খুব সামান্য জল পান করে থাকে। উত্তাপ অবস্থার পরে ঘাম দেখা দিলে তার তৃষ্ণা খুব বেড়ে যায় এবং যেন কিছুতেই তখন তার তৃষ্ণা মিটতে চায় না। সবিরাম জ্বরের শীত ও উত্তাপ অবস্থায় তৃষ্ণা না থাকা লক্ষণে চায়-নার তুলনায় **ইপিকাক** ও **নাক্সভমিকা** বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। চায়না-র সবিরাম জ্বরে শীত, উত্তাপ ও ঘর্মাবস্থা পরিষ্কার ভাবে থাকতে দেখা যাবে।

মাছ, ফল ইত্যাদি খাওয়া অথবা বেশী মদ্যপানের ফলে পাকস্থলীর গোলযোগ ঘটতে পারে; পেটে এত বেশী গ্যাস হয়ে ফুলে যায় যেন ফেটে যাবে এরূপবোধ হতে থাকে। বার বার শব্দ করে ঢেকুর ওঠে কিন্তু ঢেকুর ওঠায় রোগী কোন আরাম-বোধ করে না, পেটে খুববেশী ফ্লাটুলেন্সজনিত কষ্ট থেকেই যায়। **কার্বোভেজ-এ** সামান্য ঢেকুর উঠলেই রোগী অনেকটা আরাম পায়। **লাইকোপোডিয়ামে** ঐ দুই ধরনের অবস্থাই দেখা যেতে পারে। পাকস্থলী ও পেট টিম্প্যানাইটিসের মত ফুলে থাকে; বিশেষ ভাবে টাইফয়েড বা অনুরূপ খারাপ ধরনের জ্বরে এরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়, পেটে ও অন্ত্রে টনটন্ করা ও ক্ষতের মত বেদনায় রোগী নড়াচড়া করতে পারে না, রক্তবমিও হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পেট ফোলা ও রক্তবমি হওয়া ইত্যাদির পরে পায়ের দিকে শোথের মত ফোলা থাকতে দেখা যায়। হিক্কা ওঠা, গা-বমিভাব, বমি হওয়া, ঢেকুরে ভুক্ত খাদ্যের স্বাদ থাকা অথবা তেঁতো বা টক স্বাদ পাওয়া, বারবার বমি হওয়া, বমিতে টক স্বাদের শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত ইত্যাদি

থাকা, বিশেষভাবে রাত্রিতে বমি হতে থাকা, পাকস্থলীতে টিপ্‌টিপ্‌ করা অনুভূতি ও গড়্‌গড়্‌ শব্দে যেন কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে এরূপবোধ, ফল খাবার পরে পাকস্থলী গেঁজিয়ে ওঠা, অম্ল বা অ্যাসিডিটি হওয়া ; দুধ পান করলে পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দেওয়া প্রভৃতি অবস্থা বা লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

ডায়রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে কালচে মল নির্গত হয়, সেই সঙ্গে পেটে গড়গড় শব্দ যেন পাক খেতে থাকে। কিছু খাবার পরে এবং রাত্রিতে ডায়রিয়ায় বেশী মলত্যাগ করতে দেখা যায়। মলদ্বারের মাধ্যমে অন্ত্র থেকে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়। ডায়রিয়া ধীরে ধীরে দেখা দেয়, মল ক্রমশ জলের মত পাতলা হতে থাকে। পুরানো ধরনের ডায়রিয়ার সঙ্গে দেহের শীর্ণতা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। **পেট্রো-লিয়ামেও** ক্রনিক ডায়রিয়া দেখা যেতে পারে, তবে সেই ধরনের ডায়রিয়ায় কেবলমাত্র দিনের বেলা বেশী মলত্যাগ করতে দেখা যাবে।

পুরুষের যৌন-যন্ত্রাদিতে যে লক্ষণটি সর্বপ্রধান রূপে দেখা দেয় তা হচ্ছে দুর্বলতা। মহিলাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের লক্ষণ থাকে। যে সব মহিলাদের জরায়ু থেকে রক্তপাত ঘটার প্রবণতা থাকে তাদের মধ্যে হঠাৎ ওভারীতে প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, জরায়ুর প্রল্যাপ্স, ঋতুস্রাব খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া এবং স্রাব খুববেশী হওয়া, রক্তস্রাবের রক্ত কালচে ও জমাট বাঁধা অবস্থায় বেরোয়, মেনসট্রুয়াল কলিক থাকতে পারে। মেট্রোরেজিয়াও দেখা দিতে পারে। ঋতুস্রাব চলাকালীন পেটে বেদনার সঙ্গে কনভালসন আরম্ভ হয়ে যেতেও দেখা যায় ; রক্তস্রাবের সঙ্গে জরায়ুতে খিঁচ ধরা বেদনা বা ক্র্যাম্প হয়, প্রসব-বেদনার মত ব্যথা দেখা দেয় ; সেই সঙ্গে কানে ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ হওয়া। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা ও বিছানা থেকে গড়িয়ে নিচের দিকে চলে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শেষদিকে প্রচুর পরিমাণে লোকিয়া দেখা দেওয়া ও দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা, দীর্ঘদিন ধরে সন্তানকে বুকের দুধ পান করাবার জন্য স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়া, দাঁতে বেদনা এবং মুখমণ্ডলে নিউর্যালজিয়া দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যাবে।

শ্বাসক্রিয়ায় কষ্ট, ফুসফুস ঘড়্‌ঘড়ে শব্দসহ শ্লেষ্মায় পূর্ণ হয়ে থাকতে দেখা যায়, হাঁপানিতেও ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। বুকের ভিতরে খুববেশী রক্তোচ্ছ্বাসের মত চাপবোধ, তীব্র ধরনের প্যালপিটেশন, কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা, হঠাৎ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়া, রাত্রিতে শুকনো দম-আটকানো কাশি, প্রচুর পরিমাণে রাত্রিকালীন ঘর্ম প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। বুকে ব্যথা, ঠাণ্ডায় ক্রমশ বেড়ে যাওয়া সংবেদনশীলতা, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও লাল হয়ে ওঠা এবং সেই সঙ্গে হাত শীতল থাকা লক্ষণও দেখা যায়।

মেরুদণ্ড বরাবর কোন কোন স্থানে বিশেষ বেদনাদায়ক স্থল থাকা, হাত ও পায়ের দিকে ছিঁড়ে যাওয়া বা বর্শার মত তীক্ষ্ম ও ধারালো কিছু বিঁধে যাবার মত বেদনা থাকা এবং সেই বেদনা উত্তাপে ও খুব জোরে চেপে ধরলে কমে যাওয়া কিন্তু

আলগাভাবে ধরলে বা স্পর্শ করলে বেদনা পুনরায় দেখা দেওয়া, ঠাণ্ডা লাগলেও বেদনা শুরু হওয়া, রাত্রিতে সব উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া, হাঁটা-চলা করতে গেলে বিশেষ ভাবে হাঁটুতে দুর্বলতাবোধ প্রভৃতি থাকতে পারে।

চায়না-র সাহায্যে রেমিটেণ্ট, ইণ্টারমিটেণ্ট ধরনের জ্বর, টাইফয়েড জাতীয় অথবা ম্যালেরিয়ার মত জ্বর সারানো যেতে পারে।

সিস্টাস ক্যানাডেনসিস
(Cistus Canadensis)

এটি একটি অ্যাণ্টি-সোরিক ও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ। এই ওষুধটির সঙ্গে **ক্যালকেরিয়ার** লক্ষণে অনেক সাদৃশ্য আছে, তবে ক্রিয়ার দিক থেকে এটি অপেক্ষাকৃত মৃদু ধরনের। এই ওষুটিতেও **ক্যালকেরিয়ার** মত পরিশ্রমে অবসাদবোধ, শ্বাসকষ্ট, ঘাম ও শীতলতা দেখা যায়।

কোন একটি বিশেষ ধরনের খারাপ অবস্থার রোগীকে সারাবার ক্ষমতা থাকলে সেই ওষুধটি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণত এই ওষুধটিকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু ১৯ বছর বয়সের একটি যুবতী মেয়েকে তার ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডগুলি, বিশেষত প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বড় ও শক্ত হয়ে থাকা অবস্থায় যখন আমি দেখলাম, তখন তার কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ সৃষ্টি হচ্ছিল, তার চোখের কোণে ফিশার ছিল, তার ঠোঁট ফাটা ফাটা এবং সেখান থেকে রক্তপাত হত, তার হাতের আঙুলের ফাঁকে লবণাক্ত ক্ষততে রস সৃষ্টি হত। এই রোগিণীর জন্য **ক্যালকেরিয়া কার্ব** উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি, অনেক পড়াশোনা করার পরে এই ছোট্ট ওষুধটি আমি খুঁজে পাই, যদিও অনেক হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তার উপর প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু কেবলমাত্র এই ওষুধটিই সফলভাবে ঐ মেয়েটিকে সুস্থ করে তুলতে পেরেছে।

গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ হয়ে ফুলে যায় এবং পেকে ওঠে বা পুঁজ হয়। এই ওষুধটি কেরিজ সৃষ্টি করতে পারে এবং পুরানো ক্ষত সারাতে পারে। স্ক্রফুলা ধরনের ধাতুগত অবস্থা ওষুধটিতে দেখা যায়। ক্রনিক ডায়রিয়া ও সেই সঙ্গে গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠা, এমন কি যারা থলথলে, রুগ্ণ ও ফেকাশে থাকে, যারা সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলে, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, তাদের ক্রনিক ডায়রিয়ায় এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। সব মিউকাস মেমব্রেন থেকেই ঘন, হলদেটে ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গমন হতে দেখা যায় বলে পুরানো এবং সহজে সারতে চায়না এমন শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। বুক শ্লেষ্মায় পূর্ণ বলে বোধ এবং শ্লেষ্মা বার করে দিতে পারলে আরামবোধ হতে দেখা যায় কিন্তু শ্লেষ্মা বেরিয়ে যাবার পরে বুকের ভিতরে দগদগে বোধ হতে থাকে। ওষুধটিতে হারপিস, মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ, শীত-কালে লবণাক্ত রসযুক্ত উদ্ভেদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভেদ শীতকালে ও শীতল জলে

অনেক সময় ধরে বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদির জন্য হাতে ও আঙ্গুলের ফাঁকে ঐ ধরনের উদ্ভেদ, হাজা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মানসিক পরিশ্রমে এই রোগীর সব উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। সে সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার কাশি, মাথাধরা, বেদনা প্রভৃতি সবই মানসিক পরিশ্রমের ফলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। বেদনা মাথা থেকে কান পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। প্রদাহে আক্রান্ত অংশে দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া, সুচবেঁধা ; ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হয়। বেশ কিছুদিন আগে কোন উদ্ভেদজনিত জ্বরে ভোগার পর থেকে কানে পুরানো ও দীর্ঘস্থায়ী স্রাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মানসিক পরিশ্রমের পরে তার পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত মনে হয়, মানসিক পরিশ্রমে তার সব কষ্টই বেড়ে যায়। এই লক্ষণটি **ক্যালকেরিয়া** এবং **বোরাক্সের** মত। সে কারণে উপোস করতে বাধ্য হলে তার মাথা ধরে যায় এবং **লাইকোপোডিয়ামের** মত তার মাথাধরা কিছু খাবার পরে কমে যায়। কপালে বেদনার সঙ্গে শীতলতা থাকে। উষ্ণ ঘরে থাকলে তার ঘাম দেখা দেয়, ঘাম শীতল থাকে এবং যত বেশী সে ঘামতে থাকে তত বেশী তার দেহ শীতল হয়ে পড়ে। কপালে বেদনার সঙ্গে তার শীতল ঘাম দেখা দেয় এবং সেই ঘামে তার দেহ যত বেশী শীতল হয় তার বেদনাও তত বেড়ে যায়। মাথাধরার সঙ্গে খুববেশী অবসাদ দেখা দেয়, কপালের গভীর অংশে শীতল অনুভূতি, বিশেষভাবে উষ্ণ ঘরে থাকলে বেশী বোধ হতে দেখা যাবে। মাথাধরার সঙ্গে নাকের গোড়ায় চাপধরা ব্যথা হয়। প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড ফুলে এত বড় হয়ে ওঠে যে রোগীর মাথাটা একদিকে হেলে যায়। ক্রনিক ডায়রিয়ার সঙ্গে পেটের ভিতরের গ্ল্যাণ্ড ফুলে বড় হয়ে উঠতে দেখা যায় এবং সেই ফোলাটা যক্ষ্মাজনিতও হতে পারে। গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধির সঙ্গে উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে অথবা কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে উঠতে পারে।

রোগীর সারা দেহে ছোট ছোট পোকা হাঁটার মত সুড়সুড় করা, পিঁপড়ে চলার মত অনুভূতি থাকতে দেখা যায় এবং ত্বকে কোন উদ্ভেদ না থাকলেও ঐরূপ সুড়সুড় করা বা চিড়্‌বিড়্ করা চুলকানি থাকে। ত্বকে ঐরূপ সুড়্‌সুড়, চিড়্‌বিড় করা অনুভূতির জন্য সে ত্বক ছড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বা দগ্‌দগে না হয়ে পড়া পর্যন্ত নখ দিয়ে চুলকাতেই থাকে। মুখমণ্ডলে নানা ধরনের উদ্ভেদ, একজিমা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে, কানের আশপাশেও উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে।

নাকে শীতলবোধ অথবা জ্বালা থাকে এবং সেটার পার্থক্য বোঝা কষ্টকর হয়। অ্যাকিউট কোরাইজা অবস্থায় নাকে ঘন হলদে শ্লেষ্মা বা সর্দিতে ভর্তি হয়ে থাকে এবং নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করে ফেললে নাকের ভিতরে সুড়সুড় করতে থাকে এবং এই বোধটাকেই কেউ দগদগে অনুভূতি, কেউ এটাকে শীতলতাবোধ আবার কেউ বা একে জ্বালা করা বোধের মত বলে বর্ণনা করে থাকে। নাকের ভিতরে আবার সর্দি এসে ভর্তি হয়ে গেলে তখন এই সুড়সুড় করার মত অনুভূতিটা কমে যায়। **আর্সেনিকে** নাকের সর্দি এতবেশী হাজাকর হয় যে নাকের ভিতরে জ্বালা করে ; কিন্তু **অ্যান্টিম ক্রুড, ইস্কিউলাস** এবং এই ওষুধটির ক্ষেত্রে নাক থেকে সর্দি বার করে বা

ঝেড়ে ফেলার পরে নাক যখন খালি হয়ে পড়ে তখন জ্বালাবোধ হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে একটা দগ্‌দগে অনুভূতিও দেখা দেয়। শ্বাস গ্রহণে বাইরের বায়ু নাকের ভিতর দিয়ে যাবার জন্যই নাকে ঐরূপ সুড়সুড় করা, জ্বালাকরা বা দগ্‌দগেবোধ হয়ে থাকে। একবার কোরাইজার এপিডেমিক চলাকালীন বায়ু নাকে টানার ফলে বেদনা ও খুববেশী জ্বালা করা লক্ষণটাই সে ক্ষেত্রে প্রবল ছিল। কিন্তু এই ওষুধটিতে অ্যাকিউট কোরাইজা অবস্থার তুলনায় অপেক্ষাকৃত পুরানো, ক্রনিক অসুস্থতার সঙ্গে ঘন সর্দি পড়া এবং শ্বাসগ্রহণের সময় বায়ু নাকে যাবার ফলে শীতলতা ও জ্বালাবোধ হতে দেখা যায় এবং সেই ক্ষেত্রে ওষুধটি বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে।

মুখমণ্ডলের ডানদিকের হনু অঞ্চলে বা জাইগোমাতে তীব্র গতিতে ছুটে যাবার মত অসহ্য চুলকানি দেখা দেয় এবং পুরু মামড়ী পড়ে, জ্বালাও করে। মুখমণ্ডলে লুপাস, নিচের চোয়ালের কেরিজ বা ক্ষয়, মুখমণ্ডলের সব অস্থি-সন্ধিতে বেদনা পায়ের গাঁট ও পায়ের সামনের দিকে 'শীন্' অংশে পুরানো, গভীর ও টিসুক্ষয়কারী ক্ষত ও তার সঙ্গে পাতলা, হাজাকর স্রাব, কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানি এবং গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি, স্নান করলে উপসর্গ বৃদ্ধি, খোলা হাওয়ায় খুব বেশী সংবেদনশীলতা এবং দেহ যখন খুব উষ্ণ থাকে তখনই কেবল আরামবোধ প্রভৃতি অবস্থা ও লক্ষণ থাকলে এই ওষুধে তা সারা যেতে পারে।

দাঁতে নানা ধরনের গোলযোগ, মাঢ়ী দাঁত থেকে সরে যাওয়া, দাঁত আলগা হয়ে পড়া, মাঢ়ীতে স্কার্ভির মত অবস্থা প্রভৃতি থাকতে পারে। গলা ও নাকে শীতলতা-বোধের যে কথা বলা হয়েছে সেটা এখানেও একইরূপ থাকে। মুখ ও গলায় খুব বেশী শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। গলার ভিতরটা বালিতে পূর্ণ থাকার মত খস্‌খসে বোধ হয়। প্রতিবারের ঠাণ্ডাই তার গলায় এসে আশ্রয় নেয়, গরম বায়ুতে সে দেহের সব অংশেই আরামবোধ করে। পুরানো ও দীর্ঘদিন অসুস্থ রোগীর গ্ল্যাণ্ডে স্ক্রফুলা ধরনের বড় হয়ে ওঠা এবং রোগীর উত্তাপ পছন্দ করা; নাক, গলা ফুসফুস সর্বত্রই সে উত্তাপ চায়, ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করে। শীতকাতুরে রোগীর যক্ষ্মারোগ দেখা দিলে ঐরূপ উষ্ণতা চাওয়া লক্ষণটি থাকবে। তাদের দেহ বাইরে থেকে স্পর্শ করলে ত্বক শীতল থাকতে দেখা যায় না কিন্তু ঐ ধরনের রোগী নিজেই শীতাকাতুরে থাকে এবং উষ্ণতা চায়। বিশেষভাবে সকালের দিকে আঠার মত শ্লেষ্মা তুলতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে মুখগহ্বর শুকনো ও প্রদাহে আক্রান্ত থাকতে দেখা যাবে। গলার গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় হয়ে পেকে ওঠে বা পুঁজ সৃষ্টি হয়।

এই ওষুধের রোগী ঝাঁঝালো খাদ্য এবং এমন খাদ্য পছন্দ করে যা তার দেহকে উষ্ণ করে তুলতে পারে, দেহ গঠনে সাহায্য করতে পারে, যা তাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

স্তনে পুরানো, ক্রনিক ধরনের প্রদাহ ও শক্ত হয়ে ওঠা অবস্থা, বা স্তনে প্রদাহ ও পুঁজ সৃষ্টি সঙ্গে বুকে পূর্ণতাবোধ, গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহের সঙ্গে শীতল বায়ুতে অধিক অনুভূতিপ্রবণতা, গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠার একটা বিশেষ প্রবণতা এই ওষুধটিতে থাকে

এবং সেইজন্য যে কোন টিউমার বা গ্রোথের সঙ্গে গ্ল্যাণ্ডও বড় হয়ে ওঠা লক্ষণে ওষুধটি ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, হজকিন্স্ ডিজিজের মত গ্ল্যাণ্ড বড় ও গিঁট্ গিঁট্ মত হয়ে পড়তে দেখা যায়। কয়েকটি মাত্র ওষুধেই এই ধরনের গ্ল্যাণ্ডে গিঁট্গিঁট্ ভাব ও শক্ত হয়ে পড়া অবস্থা হতে দেখা যায়।

ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনে চুলকানো, কানে চুলকালেও চুলকানি কমে না, বরং অনবরত চুলকানো ও ঘর্ষণের জন্য সেখানে দগ্দগে ভাব দেখা দেয়। চোখও সব সময় চুলকায়, গলার ভিতরেও সর্বদা চুলকাতে থাকে, বুকের ভিতরে সময় সময় একটা সুড়সুড় করা ভাব থাকায় কাশি দেখা দেয়। মলদ্বারে ও অন্যান্য নির্গমন পথে একই ধরনের চুলকানিবোধ এবং অনবরত চুলকানোর ফলে দগ্দগে ভাব ও রক্তপাত হতে দেখা যায়।

ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডে স্ক্রফুলাজনিত ফোলা ও পুঁজ হওয়া, পিঠে 'শিঙ্গল, অর্থাৎ হারপিস জস্টারের মত উদ্ভেদ, স্ক্রফুলার মত ক্ষত হওয়া ; কক্সিক্স অংশে জ্বালা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা স্পর্শে আরও বেড়ে যাওয়া লক্ষণটি **কার্বো অ্যানিমেলিসের** মত হয় তবে সেখানে থেঁতলে যাবার মত ব্যথা ও জ্বালা আক্রান্ত স্থানে চাপ দিলে, বিশেষভাবে নার্ভাস প্রকৃতির মহিলাদের ক্ষেত্রে কোন একটা আঘাত লাগার পরে দেখা যায়।

হাতে টিটার বা বিশেষ ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া, ফোস্কা হলে সেখানটা চুলকাবার পরে রস গড়ায়, নখের রোগ, যারা হাতের কাজ বেশী করে তাদের হাতের তালুর কোন কোন অংশ শক্ত ও পুরু হয়ে যায় ও সেই সঙ্গে ঐ জায়গাটা ফাটা ফাটা হয়।

এই ওষুধটিতে জ্বরজনিত অবস্হার বিষয়ে ভালভাবে জানা যায়নি। ক্রনিক ধরনের অবস্হায় খুব বেশী ঘাম হয়ে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় ; রাত্রি-কালীন ঘাম দেখা যেতে পারে।

ক্লিমেটিস ইরেক্টা
(Clematis Erecta)

ক্লিমেটিস আংশিকভাবে পরীক্ষিত ওষুধ, কাজেই অল্প কিছু উপসর্গই এটিতে দেখা যায় তবে সেগুলি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের বাদ দেওয়া চলে না। এই ওষুধে ইরিসিপেলাসের ধরনের ফোস্কার মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মানসিক লক্ষণের মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে রোগী একা থাকতে ভয় পায় তবুও লোকের সঙ্গ একেবারেই পছন্দ করে না বা সহ্য করতে পারে না, তাতেও সে ভয় পায়। লোকের সঙ্গ যে প্রয়োজন সেটাতেই সে ভয় পায়, তার মনে হয় যেন তার চারপাশের সব কিছুই তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে, চিন্তাগ্রস্ত করে তুলছে। এইরূপ ভয়ে সে হীনবীর্য হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে এবং মানসিক চরিত্রের দিক থেকে এই

ওষুধটি সাইকোটিক ধরনের ধাতুগ্রস্তদের ক্ষেত্রে বেশী উপযোগী বলে মনে হয়। গনোরিয়া অনতিপূর্বে চাপা পড়ায় এই ওষুধের রোগীর বিশেষ মানসিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ সৃষ্টি হতেও দেখা যেতে পারে।

উদ্ভেদগুলি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যে গুল্ম মোটেই ক্ষতিকর নয় তা থেকে যে এতটা গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে তা ভাবাই যায় না ; তবে এমন কিছু কিছু লোক আছে যারা **রাসটক্সের** রোগীর মত দ্রাক্ষালতার স্পর্শেও খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে ; এবং এই ওষুধটির অনেক লক্ষণেই **রাসটক্সের** সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এই ওষুধটিও **রাসটক্সের** মত একই ধরনের বিষক্রিয়াজনিত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। **রাসটক্সের** মত ফোস্কা সৃষ্টি করতে সমর্থ এমন আরও বেশ কিছু ওষুধ আছে, যাদের মাঝে মাঝেই পরস্পরের বিষনাশক বা অ্যাণ্টিডোট হিসাবে ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়, তবে কোন একটি বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে কোন্ ওষুধটির বিষক্রিয়ায় উপসর্গ দেখা দিয়েছে সেটা জেনে বা বুঝে নেওয়া খুবই জরুরী। **ক্রোটন টিগ রাসটক্স, র‍্যানানকুলাস, অ্যানাকার্ডিয়াম** এবং ক্লিমেটিসের রোগীকে কেবলমাত্র ফোস্কার ধরন দেখে আলাদাভাবে চেনা খুবই দুষ্কর, কারণ ঐ ওষুধগুলির রোগীর মধ্যে সাধারণভাবে খুবই সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায় এবং পরস্পরের বিষ-নাশক হিসাবে কাজ করতে পারে। এদের মধ্যে **রাসটক্সের** তুলনায় অন্য সব ওষুধই অধিকতর গভীরভাবে দেহে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। **র‍্যানানকুলাস** যা সামান্য বাটারকাপ লতা থেকে তৈরী, তা চোখের পাতায় সৃষ্ট এপিথেলিওমা সারাতে সক্ষম হয়েছে, ক্যান্সারের মত ক্ষতও এই ওষুধটি সারাতে পারে. তাই বলা যায় যে ঐ ওষুধটি দেহের গভীরে টিসু পর্যন্ত ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

ক্লিমেটিসে মাথার বাইরের অংশে আমরা বিশেষ ধরনের কিছু কিছু লক্ষণ পেতে পারি। স্ক্যাল্পে ফোস্কার মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হয় এবং সেগুলিতে খুব চুলকানি, হুল ফোটানোর এবং বুকে ছোট ছোট পোকা হাঁটার মত বিড় বিড় করা অনুভূতি হতে দেখা যায়। মাথার উদ্ভেদের মত লক্ষণ দেহের অন্যত্রও দেখা যেতে পারে। আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার করার জন্য ঘষলে বা ভাল করে ধুলে উদ্ভেদগুলি খুব বেড়ে যায়। ঘষা-মাজা করলে সেখানে কেটে যাবার মত ব্যথা, জ্বালা ও অল্প কিছুটা প্রদাহের মত অবস্থা দেখা দেয়। এই লক্ষণটির সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরের অন্য উপসর্গে পাওয়া লক্ষণের পার্থক্যটা খুবই লক্ষণীয়। দাঁত ও চোয়ালে খুব বেশী বেদনা থাকে, কিন্তু উদ্ভেদে যেখানে ঠাণ্ডা লাগলে বা জল লাগলে জ্বালা-যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, সেক্ষেত্রে দাঁত ও চোয়ালের বেদনায় মুখের মধ্যে শীতল জল রেখে দিলে বেদনা কম থাকতে দেখা যায় এবং উত্তাপ ও বিছানার গরমে দাঁত ও চোয়ালের বেদনা খুববেশী বেড়ে যেতে দেখা যাবে। উদ্ভেদ বিছানার গরমে এবং ঠাণ্ডা জলে ভালভাবে ঘষা-মাজা করলে বেড়ে যায়। এখন উদ্ভেদটা **রাসটক্সের** না **ক্লিমেটিসের** মত অথবা অন্য কিছু সেটা বুঝতে হলে আমাদের আরও একটু বিস্তারিতভাবে

আলোচনা করতে হবে। এই ওষুধে উদ্ভেদগুলির ভিতরে শক্তভাবসহ হলদে রঙের রসস্রাব থাকতে দেখা যায়। এই উদ্ভেদগুলি হারপিস এবং একজিমার মতই দেখায় এবং দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে। চোখে বা তার আশপাশে আমরা ফোস্কার মত জলপূর্ণ উদ্ভেদ দেখতে পারি, তবে প্রথমাবস্থায় উদ্ভেদগুলি জলপূর্ণ ফোস্কার মত দেখালেও পরবর্তী অবস্থায় সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। সাধারণ এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষতিকর ধরনের হারপিস, হারপিস জস্টার প্রভৃতি দেহের যে কোন অংশে দেখা যেতে পারে। চোখে জ্বালা ও ব্যথা চোখ বুজলে আরও বেশী বোধ হতে দেখা যাবে। আইরিসে প্রদাহ, চোখে প্রদাহ হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসা, চোখের পাতায় ক্রনিক ধরনের সুড়সুড় করা অনুভূতি প্রভৃতি থাকতে পারে।

দাঁতের যন্ত্রণা বিছানার গরমে বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বেদনা রাত্রিতে দেখা দেয়, মুখে গরম কিছু নিলে বেদনা বেড়ে যায়, মুখের মধ্যে ঠাণ্ডা জল রেখে দিলে বেদনা কমে যায়। দাঁতে টেনে ধরার মত বা সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হয়, রাত্রিতে বেড়ে যায় এবং মুখে ঠাণ্ডা জল রাখলে সাময়িকভাবে কম থাকে; মুখ দিয়ে ঠাণ্ডা বায়ু টেনে নিলেও কম থাকতে দেখা যায় এবং বিছানার উষ্ণতায় বেড়ে যেতে দেখা যায়। দিনের বেলা দাঁতে ব্যথা খুববেশী থাকে না, কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে বেদনা অসহ্য হয়ে ওঠে। ক্ষয় বা গর্ত হয়ে যাওয়া দাঁতের বেদনা মুখে ঠাণ্ডা জল রাখলে অথবা মুখে ঠাণ্ডা বায়ু টেনে নিলে কম থাকতে দেখা যাবে।

'সিরাস' জাতীয় উপসর্গের সঙ্গে কুঁচকির গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে যেতে দেখা যায়। গনোরিয়া চাপা পড়ে গেলেও কুঁচকিতে গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে উঠতে পারে; বাতজনিত অস্থি-সন্ধিতে বেদনাও থাকতে দেখা যায়। ডান দিকের স্পারমেটিক কর্ড ফুলে রাত্রিতে বেশী কষ্ট দেয়, হাঁটা-চলা করলে এবং বিছানার গরমে স্পারমেটিক কর্ডের ফোলা ও ব্যথা বেশী হয়। দেহের যে কোন দিকেই গ্ল্যাণ্ড বা অন্যান্য উপসর্গ থাকতে পারে, তবে প্রধানত বামদিকের তুলনায় ডানদিকেই এই ওষুধের গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি, বেদনা বা অন্যান্য উপসর্গ বেশী সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যেটা বেশ অদ্ভুত। মূত্রথলির গোলযোগ, বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা এবং বেদনাদায়ক টেনেসমাস থাকতে পারে। প্রস্রাবের ধারা আট্‌কে আট্‌কে যায়। চাপ দিলে মূত্রনালী বা ইউরেথ্রায় বেদনাবোধ হয়। ইউরেথ্রা ছোট থাকার জন্য প্রস্রাব খুব বিলম্বে, ক্ষীণ ধারায় নির্গত হয়।

দেহের বিভিন্ন টিসুতে প্রদাহ ও শক্তভাব বা ইনডিউরেশন সৃষ্টি করা এই ওষুধটির একটি বিশেষ লক্ষণ। গনোরিয়ার চিকিৎসায় ইনজেকশন নেবার ফলে বা অন্য কোন ভাবে গনোরিয়া চাপা পড়ে যাওয়ায় ইউরেথ্রা দিয়ে স্রাব নির্গমন বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে প্রদাহ ও টিসুবৃদ্ধি বা ইনফিলট্রেশন ঘটায়, ফলে ইউরেথ্রা একটি চাবুকের মত পাকানো দড়ির মত বোধ হয়, সেখানে চাপ দিলে বেদনাবোধ হতে থাকে এবং

এইরূপ অবস্থা ইউরেথ্রার নির্গমন পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত থাকতে দেখা যায়। লক্ষণ অনুযায়ী ক্লিমেটিস প্রয়োগে গনোরিয়ার স্রাব আবার দেখা দেয় এবং ইউরেথ্রার পুরানো স্ট্রিকচার অবস্থাও দূর হতে পারে।

প্রস্রাব ও মূত্রথলির বিষয়ে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে রোগী কখনও মূত্রথলি একেবারে শূন্য করতে পারে না, যেন সর্বদাই কিছুটা প্রস্রাব থেকে যায়। যখন রোগী মনে করে যে তার প্রস্রাব করা শেষ হয়েছে তখনও কিছুটা প্রস্রাব গড়িয়ে বা ফোঁটা ফোঁটা করে বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে; যেটা সাধারণত স্ট্রিকচার অবস্থায় থাকে। প্রস্রাব করা শুরু হবার সময় খুববেশী জ্বালা থাকে, প্রস্রাব করা শেষ হবার পরও জ্বালা কিছুটা থেকে যায়। ইউরেথ্রা থেকে ঘন পুঁজ বেরোয়। টেস্টিসের প্রদাহে এই ওষুধটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে গনোরিয়া চাপা পড়ার কথা জানা যায়, সেসব ক্ষেত্রে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। স্ক্রোটামের ডান দিকের অংশ স্ফীত ও পুরু হয়ে ঝুলে থাকতে দেখা যায়।

মহিলাদের নিয়ে এই ওষুধটি ভালভাবে পরীক্ষিত হয়নি, কাজেই টেস্টিসের মত ওভারীতেও একই রূপ প্রদাহ ও শক্ত ভাব সৃষ্টি হয় কিনা সেটা সঠিক ভাবে জানা প্রয়োজন। তবে অন্যান্য লক্ষণ মিলিয়ে ক্লিনিক্যালি এই ওষুধটি মহিলাদের স্তনের প্রদাহে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্ল্যাণ্ডে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া ও শক্তভাব, স্তনে 'সিরাস' হয়ে সেখানে টিসুবৃদ্ধি ও শক্ত ভাব থাকা ও বেদনা কাঁধে ছড়িয়ে যাওয়া, রাত্রিতে বৃদ্ধি, দেহ অনাবৃত করতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণে ওষুধটি ব্যবহৃত হয়েছে।

গনোরিয়া চাপা পড়ে হাত-পায়ে বাতজনিত অবস্থার সৃষ্টি, খুববেশী স্নায়বিক দুর্বলতা ও মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন, শুয়ে ঘুমোতে যাবার আগে বৈদ্যুতিক শক্ লাগা, মৃদু কম্পন বা ঝাঁকুনি লাগার মত বেদনাবোধ, সাধারণ জ্বর প্রভৃতি থাকতে পারে।

জলপূর্ণ ফোস্কা, হারপিস প্রভৃতির মত উদ্ভেদ সৃষ্টির প্রবণতা, জলপূর্ণ ফোস্কায় পরে পুঁজও সৃষ্টি হওয়া, হলদে ভেসিকিউল ও হলদে পাসটিউল সৃষ্টি, গাঢ় রঙের, জ্বালা করা উদ্ভেদে খুববেশী চুলকানি, হারপিস থেকে ক্ষত সৃষ্টি, ক্ষত ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা প্রভৃতি দেখা যায়।

ককুলাস ইণ্ডিকাস
(Cocculus Indicus)

আমরা এই ওষুধটির বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এর সাধারণ লক্ষণ ও মানসিক অবস্থার কথা বলব। ককুলাস দেহ ও মনের সব ধরনের ক্রিয়াকে কমিয়ে দিয়ে পক্ষাঘাতের মত একটা দুর্বলতা সৃষ্টি করে। সব কাজেই সে সময়ের পিছনে চলে। স্নায়বিক সব অনুভূতি কেন্দ্রে অর্থাৎ মস্তিষ্কে বিলম্বে পৌঁছায়। এই ওষুধের রোগী পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে চিমটি কাটলে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বুঝতে

না পেরে হয়ত প্রায় এক মিনিট পরে 'ওঃ' করে উঠবে। রোগীকে কোন প্রশ্ন করলে বেশ কিছুক্ষণ বাদে সে তার উত্তর দেয়, যেন বেশ ভেবে-চিন্তে তবেই উত্তরটা দিল বলে দেরী হ'ল এরূপ বোধ হতে পারে। এই একই রূপ ধীরতা বা বিলম্ব সব স্নায়ুজাত কর্মে অর্থাৎ ভাবনা-চিন্তা এবং মাংসপেশীর ক্রিয়া সবেতেই ঘটতে দেখা যাবে। সে খুব দুর্বল ও ক্লান্ত থাকে বলে মাংসপেশীর পরিশ্রম হয় এরূপ কোন কাজ করতে পারে না। প্রথমে কর্মে বিলম্ব বা শিথিলতা, পরে কিছুটা দৃশ্যমান পক্ষাঘাতের মত অবস্থা কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে অথবা সারা দেহেই ঘটতে পারে। কোন স্ত্রী তার স্বামীর, কোন কন্যা তার বাবার অসুস্থ অবস্থায় সেবা-শুশ্রূষা করতে গিয়ে উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং নিদ্রাহীনতায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে; সে কোনরূপ দৈহিক ও মানসিক কাজে অসমর্থ হয়ে পড়ে, কারণ, সে খুববেশী অবসাদগ্রস্ত হয়, তার হাঁটুতে যেন জোর থাকে না, পিঠে দুর্বলতাবোধ করে এবং ঘুমোবার সময় এলেও সে ঘুমোতে পারে না। ককুলাস-এর বিষক্রিয়ায় এই ধরনের লক্ষণ দেখা দেয় ফলে হ্যানিম্যানের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ওষুধটি অসুস্থ রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে গিয়ে খুববেশী মানসিক ও দৈহিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ার লক্ষণ, নিদ্রাহীনতা, উদ্বেগ ও আশংকা, রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা, গা-বমিভাব ও বমি হওয়া, মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণে সফলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোন লোককে ঐরূপ অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় বেড়াতে বা ঘোড়ায় চরে ঘুরতে গিয়ে হয়ত মাথাধরা, ডিজিনেস, গা-বমিভাব ও বমি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ নিয়ে ফিরে আসতে দেখা যাবে। গাড়িতে করে ঘুরতে বেরিয়ে হয়ত দু-এক মাইল যেতে না যেতেই তার মাথাধরা, গা-বমিভাব বা বমি হওয়া শুরু হবে। সে সারা দেহ ও মনে দুর্বলতাবোধ করে, তার মনে হয় যেন সে তলিয়ে যাচ্ছে।

ককুলাসের রোগী কোনরূপ নড়া-চড়া, গাড়ী-ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি সহ্য করতে পারে না; কোনরূপ নড়াচড়া, কথা বলা, এমন কি চোখ ঘোরালেও তার উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। কোন কিছু দেখার জন্য মাথা ঘোরাবার দরকার হলে রোগী অনেকটা সময় নিয়ে খুব ধীরে ধীরে মাথাটা ঘোরায়, কোনরূপ নড়াচড়া করতে, চিন্তা-ভাবনা অথবা যে কোন ব্যাপারেই সে অনেকটা সময় নেয়, তার সারা দেহ ও মনের ক্রিয়া বিলম্বিত, প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে দেখা যায়।

রোগীর দেহ কাঁপে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সহজেই উত্তেজিত হয়। হাত দিয়ে কিছু তুলতে গেলে তার হাত কাঁপে এবং কাঁপা হাত থেকে ধরে থাকা জিনিসপত্র পড়ে যায়। সমন্বয় বা সংযোগ রক্ষার অভাব এই ওষুধটিতে থাকার ফলে এটি 'লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়া' অবস্থায় সফলভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। খুঁড়িয়ে চলা ও পায়ে অসাড়তা লক্ষণও ওষুধটিতে আছে। অসাড়বোধ এই ওষুধটির একটি বৈশিষ্ট্য। দেহের যেকোন অংশে, পায়ের দিকে, হাতের আঙ্গুলে, কাঁধে, মুখমণ্ডলের ধারের দিকে এই অসাড় অবস্থা দেখা যেতে পারে। উদ্বেগ ও আশঙ্কা থেকে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

নার্ভাস সিস্টেমে খুববেশী উত্তেজক অবস্থা দেখা দেয় ; সামান্য **শব্দ** বা ঝাঁকুনিও রোগীর সহ্য হয় না। **বেলেডোনায়** ঝাঁকুনি লাগলে উপসর্গ বৃদ্ধি লক্ষণটি থাকতে দেখা যায়। ককুলাসের এই লক্ষণটিও অনেকটাই **বেলেডোনার** অনুরূপ। ককুলাসেও **বেলেডোনার** মত নিদ্রাহীনতা ও অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায়। সমুদ্রভ্রমণজনিত অসুস্থতার মত লক্ষণ ও ডিজিনেস অর্থাৎ মাথাঘোরার সঙ্গে হতবুদ্ধি হবার মত বোধ কোন কোন ক্ষেত্রে সারা দেহেই অনুভূত হয়, মূর্চ্ছা যাবার মত বোধ, অনেক ক্ষেত্রে অচেতন অবস্থাও দেখা দেয়, পক্ষাঘাতের মত শক্তভাবও থাকতে পারে। অস্থি-সন্ধিতে আড়ষ্টতা বা শক্ত হয়ে পড়া অবস্থা ককুলাসের একটি বিশেষ লক্ষণ, এই লক্ষণটি রোগীর হাত ও পায়ের দিকে সাধারণভাবে থাকতে দেখা যায়। রোগী তার হাত বা পা কিছুক্ষণ লম্বা করে রাখার পর যখন সেটা ভাঁজ করতে যায় তখন বেদনাবোধ করে। যে রোগী উদ্বেগ ও অবসাদে ভুগছে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পাটা ছড়িয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পরে যখন উঠতে চেষ্টা করে তখন তার খুব কষ্ট হয়, সে আর সহজে পা ভাঁজ করতে পারে না। তার লম্বা অবস্থায় থাকা পাটা ভাঁজ করে দিতে গেলে রোগিণী বেদনায় চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু পাটা ভাঁজ করে দেবার পরে সে আরাম-বোধ করে থাকে, তখন সে উঠতে বা হাঁটা-চলা করতে পারে। এই লক্ষণটি অন্য কোন ওষুধে নেই, পায়ে এরূপ আড়ষ্টতার সঙ্গে কোনরূপ প্রদাহ থাকে না, এটা দেহ ও মনের পক্ষাঘাতজনিত অবস্থার ফল বলা চলে। এর সঙ্গে ককুলাসের মাথাধরা, পিঠের বেদনা, দেহের যে কোন স্থানে ক্লেশ ও বেদনাবোধ থাকতে পারে। দেহ নড়াচড়া করতে গেলে, অন্ত্রের বেদনায় বা যে কোন ধরনের কলিক হলে রোগী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। এই সব লক্ষণের সঙ্গে ভাবনা-চিন্তা ও কর্মে ধীর গতি হওয়ার সঙ্গে রোগীকে তার বেদনা, তার কষ্টে খুববেশী সংবেদনশীল থাকতে দেখা যাবে।

দেহে বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত স্প্যাজম বা আক্ষেপ, নিদ্রাহীনতার জন্য কনভালসন প্রভৃতি হতে পারে। রোগী নার্ভাস ও উত্তেজিত অবস্থায়, উদ্বেগ ও নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাবার ফলে কনভালসন এসে আধিপত্য বিস্তার করে। টিটেনাস, কলেরা প্রভৃতি অবস্থায় দেহে বেদনার সঙ্গে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা, মুখমণ্ডলে পক্ষাঘাত ; চোখে এবং দেহের যে কোন অংশের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত, হাত-পায়ে পক্ষাঘাত প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। এই ওষুধে বর্ণিত উদ্বেগ ও নিদ্রাহীনতার সঙ্গে ডিপথেরিয়ার মত অবস্থাও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। একবার একটি ছোট মেয়ের ডিপথেরিয়ার পরে পায়ের দিকে পক্ষাঘাত দেখা দিয়েছিল এবং তার আরোগ্যলাভের কোন আশাই ছিল না। কিন্তু ডাক্তার মুর নামে অশীতিপর বৃদ্ধ একজন চিকিৎসক, যিনি ডাঃ লিপ্পি ও ডাঃ হেরিঙ্-এর ছাত্র ছিলেন, তিনি **ঐ** ছোট মেয়েটিকে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ও যত্নের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করে **ককুলাস সি. এম.** প্রয়োগ করেন ; অল্প কিছুদিন পরেই শিশুটি তার পক্ষাঘাতে আক্রান্ত পা নাড়তে আরম্ভ করে এবং ঐ ওষুধেই সে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে।

অসুস্থ রোগীর জন্য দিন-রাত সেবাশুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকার ফলে উদ্বেগ ও নিদ্রাহীনতার সঙ্গে মানসিক ক্রিয়াও ধীর বা বিলম্বিত হতে দেখা যাবে। ঐ রোগী বা রোগিণীর মধ্যে এমন একটা জড়বুদ্ধিভাব ও শূন্যতা দেখা দেয় যে মনে হয় সে হয়ত দু'এক বছরের মধ্যে পাগল হয়ে যাবে। রোগী শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং প্রশ্ন করলে খুব ধীরে প্রশ্ন কর্তার দিকে তাকিয়ে অতিকষ্টে তার উত্তর দেয়। টাইফয়েড জ্বরে, স্নায়বিক অবসাদে এরূপ হয়। এই লক্ষণটিতে **ফসফোরিক অ্যাসিডের** সঙ্গে এতই সাদৃশ্য থাকে যে এই ওষুধটির পার্থক্য বুঝবার জন্য যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তার দরকার হয়। রোগীর কাছে সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। রোগী এত বেশী হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে যে একটা গোটা রাত যে পেরিয়ে গেছে, গোটা একটা সপ্তাহ যেন এক মুহূর্তে চলে গেছে এরূপ বোধ হয়। সব কিছুই খুব বিলম্বে তার বোধগম্য হয়; তার মনের ভাবনাটা প্রকাশ করার উপযুক্ত শব্দও যেন সে খুঁজে পায় না; তার মনের ক্রিয়া এতটাই কমে বা বিলম্বিত হয়ে পড়ে। কি ঘটেছে তা সে স্মরণ করতে পারে না, একটু আগেই যা সে পড়েছে তা ভুলে যায়, কথা বলতে কষ্ট-বোধ করে, সামান্য গোলমালও সে সহ্য করতে পারে না, কোনরূপ প্রতিবাদ তার সহ্য হয় না। তার মনে বিভ্রম বা কনফিউশন সৃষ্টি হওয়ায় জিহ্বা সঠিক ভাবে কাজ করে না, উচ্চারণে স্পষ্টতার অভাব দেখা দেয়। কোন একটা চিন্তা তার মনে দেখা দিলে সেটা স্থায়ীভাবে থেকে যায়, তার কথাবার্তার মধ্যেই সেটা প্রকাশ পায়। তখন তাকে জড়বুদ্ধি বলে মনে হয়। মানসিক গোলযোগের সঙ্গে মাথাঘোরা অবস্থা থাকতে পারে। সে প্রায় অচেতন অবস্থায় শুয়ে থাকে, তার আশপাশে কি ঘটছে সেটা সে বুঝতে পারে এবং কখনো কখনো স্মরণ করে তার বর্ণনাও দেয় কিন্তু প্রায় অচেতনভাবে যখন সে শুয়ে থাকে তখন তার চোখের পলকও পড়ে না, দেহের একটি মাংসপেশীও নড়ে না, মুখে যেন একটা উল্লাসের হাসি দেখা দেয়। তার দেহ তখন সম্পূর্ণভাবে শিথিল ও নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকলেও কি ঘটছে সেটা সে বুঝতে পারে। এইরূপ অবস্থা অনেকটা 'ক্যাটাটোনিয়া'-র মত, রোগী তখন কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। তার মৃত্যুভয় দেখা দেয়। তার মনে হয় যেন কোন একটা ভয়াবহ কিছু ঘটতে চলেছে। এ সবই শোক, উদ্বেগ, বিরক্তি অথবা দীর্ঘদিন নিদ্রাহীনতার ফল। মাথাঘোরার সঙ্গে সাধারণত গা-বমিভাব থাকে। ককুলাসের রোগী কোন চলমান বস্তু দেখলেই তার গা-বমি ভাব দেখা দেয়, সে গাড়ী চড়ে যাবার সময় বাইরে তাকাতে পারে না, নৌকা করে যাবার সময় জলস্রোতের দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গেই তার গা-গুলোতে থাকে।

মাথাধরার সঙ্গে ডিজিনেস, খুববেশী গা-বমি করা এবং পাকস্থলীর গোলযোগ-জনিত লক্ষণ থাকে। গাড়ী, ঘোড়া, জাহাজ প্রভৃতিতে ভ্রমণ করলে, অর্থাৎ যে কোন নড়াচড়ায় রোগীর মাথা ধরে যায়। কোন চলমান জিনিসের দিকে তাকালে তার ডিজিনেস, মাথাধরা, মাথা ভীষণভাবে ঘোরা প্রভৃতি দেখা দেয়। মাথায় রক্তাধিক্য ঘটে চাপধরা, দপ্‌দপ্‌ করা ব্যথার সঙ্গে মাথাধরা দেখা দেয়, মনে হয় যেন মাথাটা

ফেটে যাবে অথবা যেন বড় একটা ভালব্-এর মত মাথাটা একবার খুলছে, একবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সূর্যের তাপে ঘোরাঘুরি করলেও মাথাধরা দেখা দেয়।

দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া এবং দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ ঘটা, চোখের মাংসপেশী এবং চোখের গ্রহণ ক্ষমতা বা অ্যাকোমোডেশন দুইয়েরই পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা ঘটতে পারে, মুখমণ্ডল ফেকাশে ও রুগ্ণ দেখায়। মুখমণ্ডল মৃত দেহের মত ফেকাশে থাকতেও দেখা যেতে পারে। সেই সঙ্গে মুখমণ্ডলে বেদনা, মাথাঘোরা ও গা-বমি ভাবও থাকতে পারে। মুখমণ্ডলে নিউর‍্যালজিয়া, মুখমণ্ডলে মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন, শিহরণ, পক্ষাঘাতের মত অবস্থা প্রভৃতিও দেখা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে ছিঁড়ে যাওয়ার মত বেদনা, মৃদু কম্পন, ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ, পক্ষাঘাত প্রভৃতির সঙ্গে অসাড়ভাব বা নামবুনেসও থাকতে দেখা যায়।

ককুলাসের প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই অবসাদ ও স্নায়বিক অবসন্নতা থাকতে দেখা যায়।

পাকস্থলীর উপসর্গে খাদ্যের প্রতি বিরূপতা; মুখে তেঁতো, টক, ধাতুর মত অথবা গা-বমি করা ধরনের স্বাদ থাকায় কোন খাদ্যই তাকে প্ররোচিত করতে পারে না। সবিরাম জ্বরের বা টাইফয়েডের সঙ্গে গা-হাত-পায়ে ব্যথা, গা-বমি ভাব, মাথাধরা, মাথাঘোরা, খাদ্যের প্রতি বিরূপতা বা ঘৃণা, দেহে আড়ষ্টভাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। খাদ্যের প্রতি রোগীর বিরূপতা বা ঘৃণা এত তীব্র ভাবে দেখা দেয় যে রান্নাঘর অথবা অন্য কোন জায়গা থেকে খাবারের গন্ধ রোগীর নাকে এলেই তার গা-বমিভাব দেখা দেয়। এইরূপ লক্ষণ কেবলমাত্র ককুলাস এবং **কলচিকাম** এই দুটি ওষুধে দেখা যায়।

ইসোফেগাসে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় রোগী কিছুই গিলতে পারে না, ডিপথেরিয়ার পরে এইরূপ পক্ষাঘাত দেখা দিলে " ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হবে। যে কোন খারাপ ধরনের জ্বরের সঙ্গে গলায় সোরথ্রোট দেখা দেয়; জ্বর সেরে যাবার পরও রোগীর দেহে খুববেশী স্নায়বিক ঝাঁকুনি, অসাড়ভাব, মাংসপেশীর কুঞ্চন বা মৃদু কম্পন ও দুর্বলতা থেকে যায়। পাকস্থলীতে হেঁচড়ে টানার মত বেদনা বা স্প্যাজম, যেন পাকস্থলীর মধ্যে ছোট কোন পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে এরূপ বোধ, পাকস্থলীতে তীব্রধরনের স্নায়বিক বেদনা, খিঁচ্‌ধরা ব্যথা বা ক্র্যাম্প প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। পেটের ভিতরে বা অন্ত্রে মোচড়ানো, চিমটি কাটার মত অথবা কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাবার মত বেদনায় মনে হয় যেন তীক্ষ্ম ধার দুটি পাথরের মধ্যে অন্ত্রকে পিষে ধরা হয়েছে। এইরূপ বেদনার জন্য মূর্চ্ছাভাব ও বমি হয়। পেটে কলিক ব্যথার সঙ্গে টাইফয়েডে যেমন দেখা যায় তেমনি পেটটা ফুলে ওঠে; জল বা অন্য কিছু পান করলে পেটে টান্‌টান্ বোধ হতে থাকে। রেক্টামে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় রোগী মলত্যাগের জন্য বেগ বা জোর দিতে পারে না; মলত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে রেক্টামে জ্বালাবোধ থাকতে দেখা যায়।

পেটে মল জমে থাকলেও অন্ত্রের উপর অংশে পেরিসটালসিসের অভাবে মল নিচের দিকে নেমে আসতে পারে না।

প্রচুর স্রাবসহ ঋতুস্রাব খুব কম সময়ের ব্যবধানে এবং বেশীদিন ধরে চলে। 'ক্যাটাটোনিয়া' অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের দু'সপ্তাহ আগেই দেখা দেয়। খুববেশী শোক, উদ্বেগ অথবা খুববেশী রাত্রি জাগরণের ফলে অত্যধিক অবসাদের সঙ্গে মাসিক ঋতুস্রাব বেশী পরিমাণে, কম সময়ের ব্যবধানে এবং বেশীদিন ধরে চলতে দেখা গেলে, তার সঙ্গে মাথাধরা, মাথাঘোরা, গা-বমিভাব ইত্যাদি থাকলে এই ওষুধটির কথা অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় অন্ত্রে মোচড়ানো ও ক্র্যাম্পের মত খিঁচধরা ব্যথা, জরায়ুতে দুই হাতের মুঠিতে খুব জোরে চেপে ধরা বা পিষ্ট করার মত বেদনা; কোন কোন ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব আটকে বা সাপ্রেসড্ থাকতে অথবা মাসের পর মাস ধরে বন্ধ হয়ে থাকতে দেখা যায়; কখনও কখনও ঋতুস্রাব বন্ধ থাকা অবস্থায় ঋতুস্রাবের সময় হলে প্রচুর পরিমাণ সাদাস্রাব হতে দেখা যায়, যেন সাদাস্রাবটা ঋতুস্রাবের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। আক্রান্ত মহিলা শীর্ণ হয়ে পড়ে এবং দিন দিন যেন আরও রুগ্ণ ও বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়াগ্রস্তের মত 'ক্লোরোটিক' হয়ে পড়ে।

রোগীর হার্ট ও পালস দুর্বল থাকে। হাত-পায়ের মাংসপেশীর পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা, ঝাঁকুনি, মৃদু কাঁপুনি, থির থির করে কাঁপা, অসাড়ভাব বা অনুভূতি-হীনতা, হাত দিয়ে কিছু ভালভাবে ধরে রাখার অক্ষমতায় হাত থেকে জিনিসপত্র পড়ে যাওয়া, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যাওয়া, অসাড়ভাব অথবা স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়া অসাড়ভাব, কোন কোন ক্ষেত্রে একটা দিক অসাড় এবং অপর দিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। পায়ের তলায় লোকো-মোটর অ্যাটাক্সিয়ার মত অসাড়তা, হাঁটুতে দুর্বলতার জন্য হাঁটা-চলা বা দাঁড়ানোতে অক্ষমতায় যেন সে একদিকে টলে টলে পড়ে। হাঁটুতে আড়ষ্টতা বা শক্তভাব, নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত কোমর থেকে নিচের দিকে নামতে থাকা; ঠাণ্ডা লাগার ফলে অথবা মার্কারীর অপব্যবহারের ফলে পক্ষাঘাত দেখা দেওয়া, নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অংশে আড়ষ্টতা বা শক্তভাব, অসাড়তা এবং থেঁতলে যাবার মত বোধ থাকতে পারে।

নিদ্রাহীনতা ও দীর্ঘদিন ধরে রাত্রি জাগরণের ফলে উপসর্গ সৃষ্টি; উদ্বেগ, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। রোগী এতই কাতর হয়ে পড়ে বা সামান্য একটু নিদ্রাহীনতাতেই তার দেহে ও মনে তার ছাপ পড়ে যায়।

কক্কাস ক্যাক্টাই
(Coccus Cactai)

এই ছোট্ট ওষুধটি অনেক কষ্টকর অবস্থা ও উপসর্গে কার্যকরী হতে পারে। এটিকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রুভিং বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারলে নিশ্চিত ভাবেই একটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ধাতুগত ওষুধ হিসাবে প্রমাণিত হবে। যদিও ওষুধটি

কিছু কিছু ক্রনিক ও দেহের গভীরে সৃষ্টি হওয়া উপসর্গে সফলভাবে কার্যকরী হতে দেখা গেছে, তবে প্রধানত অ্যাকিউট অবস্থাতেই কক্কাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওষুধটির বিষয়ে প্রুভিং সম্পূর্ণভাবে না হবার জন্য আমাদের পক্ষে এটির বিষয়ে জ্ঞানের অভাবেই এইরূপভাবে ওষুধটি ব্যবহার করে থাকি। কক্কাসের অল্প কয়েকটি মানসিক লক্ষণ পাওয়া যায়। ওষুধটির যেসব লক্ষণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে শ্বাসপথে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা এবং হুপিং কাশির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দড়ির মত, জেলির মত শ্লেষ্মা উঠতে দেখা গেলে তবেই এটির ব্যবহার বেশী হয়ে থাকে। এই ধরনের শ্লেষ্মা নাক, গলা ও শ্বাসপথে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্যাজাইনাতে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যে সব চিকিৎসক রুটিন মাফিক চিকিৎসা করেন তাঁরা আঠালো দড়ির মত বা জেলির মত ঘন শ্লেষ্মা উঠতে দেখলেই **কেলি বাইক্রমের** কথাই মাত্র চিন্তা করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে **কেলি বাইক্রম** ছাড়াও আরও বেশ কিছু ওষুধে ঐ ধরনের শ্লেষ্মা থাকতে দেখা যায়।

স্প্যাজমোডিক কাশি, হুপিং কাশি, মদ্যপায়ীদের বিশেষ ধরনের কাশি এবং কক্কাসের ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বিশেষভাবে শীতকালে দেখা দেয়। সাধারণত শীতের আবহাওয়ার শুরু থেকে উষ্ণ আবহাওয়া না আসা পর্যন্ত এর কাশি ও শ্লেষ্মা আসতেও থাকতে দেখা যায়। রোগী নিজে শীতল প্রকৃতির হয় ও শীতলতায় তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। ঠাণ্ডায় সে সংবেদনশীল থাকে, খুব সহজেই তার ঠাণ্ডা লাগে। কিন্তু রোগীকে এবং তার দেহে সৃষ্ট উপসর্গকে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া প্রয়োজন, কারণ, তারা সম্পূর্ণভাবে আলাদা ধরনের হয়ে থাকে। যখন ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে উষ্ণ ঘরে থাকলে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে এবং শীতল হাওয়ায় কম থাকতে দেখা যাবে। উষ্ণ ঘরে থাকলে উষ্ণ বিছানায় রোগীর কাশি আরম্ভ হয়, উষ্ণ জল বা পানীয় গ্রহণেও কাশি দেখা দেয় বা বেড়ে যায়। ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে, ঠাণ্ডা ঘরে থাকলে কাশি কম থাকে; পরিশ্রমে দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বা কোনরূপে উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ উপসর্গ আরম্ভ হয়ে যাবার পরে রোগী ও তার উপসর্গের মধ্যে বৈপরীত্য ঘটতে বা থাকতে দেখা যাবে।

অন্যান্য কিছু ওষুধেও এরূপ বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় রোগী ও উপসর্গকে একই সঙ্গে ঠাণ্ডায় কম থাকতে এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, যদিও এরূপ অবস্থা প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। এ বিষয়ে **ফসফরাস** ওষুধটিকে উদাহরণরূপে ধরা যায়। ফসফরাসের রোগী ও তার দেহে সৃষ্ট লক্ষণগুলি ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বুকসংক্রান্ত সব উপসর্গ ঠাণ্ডায়, শীতল বায়ুতে বা ঠাণ্ডা লেগে বৃদ্ধি পায়। রোগীর ঠাণ্ডা লেগে গেলে সেটা বুকে গিয়ে বাসা বাঁধে এবং ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার কাশি ও বুকের ভিতরে সুড়সুড় করা অনুভূতি বেড়ে যায়। কিন্তু এই রোগীই ঠাণ্ডা বা শীতল খাদ্য বা পানীয় পছন্দ করে এবং শীতল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে তার

পাকস্থলীর উপসর্গ কম থাকতেও দেখা যায়। মাথার উপসর্গ দেখা দিলে সেক্ষেত্রেও **ফসফরাসের** রোগী তার মাথা ও পাকস্থলীতে শীতলতা পছন্দ করে এবং তাতে অপেক্ষাকৃত আরামবোধ করে। পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গ যে কোন গরম খাদ্য বা পানীয় গ্রহণে বেড়ে যায় কিন্তু শীতল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে কম থাকে। শীতল জল পানের পরে তা পাকস্থলীতে গিয়ে উষ্ণ হয়ে উঠলেই তা বমি হয়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে **ফসফরাসের** রোগীর কিছু উপসর্গ ঠাণ্ডায় এবং কিছু উপসর্গ গরমে বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ একই রোগীর মধ্যে অবস্থা বিশেষে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। এই রোগীর কিছু কিছু উপসর্গ যেমন গরমে বৃদ্ধি পায়, তেমনই আবার হাত-পায়ের দিকের বেদনা উষ্ণতা বা গরমে কম থাকতে দেখা যাবে।

ক্রনিক ধরনের কাশি শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে সারা শীতকাল ধরেই থেকে যায় এবং বুকের ভিতরে প্রচুর শ্লেষ্মাও সৃষ্টি হয়। স্প্যাজমোডিক ধরনের কাশির জন্য শ্লেষ্মা তুলে ফেলার জন্য রোগীকে তীব্র চেষ্টা চালাতে হয়ে থাকে। তার মুখমণ্ডল বেগুনী হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াক ওঠা ও বমির সঙ্গে দীর্ঘ সুতোর মত শক্ত ও ঘন শ্লেষ্মায় তার মুখ ও গলা ভর্তি হয়ে রোগীর প্রায় দমবন্ধ হয়ে যাবার মত চোকিং অবস্থার সৃষ্টি করে, কারণ শ্লেষ্মাটা এতই আঠালো ও ও সুতোর মত লম্বা হয়ে থাকে যে সহজে তাকে ফ্যারিংক্স থেকে বের করে ফেলাই সম্ভব হয় না। রোগীর মুখ, মাঢ়ী অথবা ফ্যারিংক্স-এর সংস্পর্শে কিছু এলেই রোগীর গ্যাগিং অর্থাৎ তার মুখ বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থাসহ কাশি আরম্ভ হতে দেখা যায়। যেটা এই ওষুধটির একটি বিশেষ লক্ষণ। সাধারণত খুববেশী অনুভূতি-প্রবণ লোকের ক্রনিক অবস্থার কোন উপসর্গে ভালভাবে দাঁত ব্রাশ করা বা মুখ ধোয়ামোছা করতে গেলেই ওয়াক্ ওঠা, বমি হওয়া অথবা গ্যাগিং বা জোর করে মুখের মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে দিলে যেরূপ অবস্থা হয়, সেরূপ হতে দেখা যায়।

রোগীর ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনে অতিরিক্ত সাড় বা 'হাইপারস্থেসিয়া' দেখা দেয়, এমনকি কাপড়ের ঘর্ষণেও সংবেদনশীলতা থাকতে দেখা যায়।

বুক ও ফুসফুসের গোলযোগের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট বা ডিসপ্নিয়া থাকে। সাধারণ-হাঁটা-চলা করতে গেলেও রোগীর শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। উঁচু কোন স্থানে উঠতে গেলেই তার দম আট্কাবোধ বা সাফোকেশন হয়। কাশতে কাশতে বেশ খানিকটা কফ উঠে যাবার পরে দু'চা'র ঘণ্টার জন্য রোগী কিছুটা ভাল বোধ করে কিন্তু তারপরেই আবার বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা জমে গিয়ে বেদম কষ্টকর কাশি দেখা দেয়, রাত্রিতে, বিছানার গরমে কাশিটা আরও বেড়ে যায়। কোন ঠাণ্ডা ঘরে দেহে বেশী কাপড়-চোপড় না জড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারলে কাশি বেশ কিছু সময়ের জন্য কম থাকতে দেখা যায়।

হুপিং কাশিতে এই একই ধরনের লক্ষণ থাকে। আক্রান্ত শিশুকে তার দেহের আবরণ বা কাপড়চোপড় খুলে ফেলে দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখা যায়, শিশুটি ঠাণ্ডা কোন ঘরে থাকতে চায় এবং সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা কোন পানীয় পেলে তার হুপিং

কাশির দমকটা বন্ধ থাকে। শ্লেষ্মায় বুকের ভিতরটা ভর্তি হয়ে থাকে এবং সেটা উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তার কাশির দমক চলতেই থাকে তবু রোগী যতক্ষণ সম্ভব দম্ আটকে বা চেপে রেখে কাশিটা বন্ধ রাখতে চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায় কক্কাস খুব দ্রুত কাশির ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, শিশুটির শ্বাসক্রিয়া অনেকটা সহজ হয়ে আসতেই ওষুধটির সফল কাজের প্রথম লক্ষণ বলে বোঝা যাবে। কাশির তীব্রতা কমে যায়। ওয়াক্ ওঠা ভাব চলে যায় এবং একসপ্তাহ থেকে দশদিনের মধ্যে হুপিং কাশি সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। এই ওষুধের কাশি খাদ্য গ্রহণের পরে, ঘুম থেকে উঠলে, উষ্ণ ঘরে থাকলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে।

হুপিং কাশির প্রথমাবস্থায় **কার্বোভেজ** প্রয়োগে রোগ লক্ষণগুলি পরিষ্কার ভাবে দেখা দেয় এবং পরবর্তী ওষুধটি নির্বাচনের পথ সুগম করে তোলে।

নাক থেকে ঘন হলদেটে সর্দি বেরোনো, নাক বন্ধ হয়ে থাকা, এবং বার বার হাঁচি হবার প্রবণতা থাকে। নাকের ভিতরে খুববেশী শুষ্কতা দেখা দেয়। শ্লেষ্মা বা সর্দি বেরিয়ে যাবার পরে শ্বাসপথে জ্বালাবোধ হতে থাকে, এমনকি নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ফুসফুসে বা বুকের ভিতরে জ্বালাবোধ দেখা দেয়। সোর-থ্রোটের সঙ্গে গলার ভিতরে লাল হয়ে ওঠা এবং সুড়সুড় করা, গলার ভিতরে চুল বা আঁশের মত কিছু যেন আট্‌কে আছে এরূপ বোধ, মুখগহ্বর খুব সংবেদনশীল ও লাল হয়ে ওঠা, গলার ভিতরে জ্বালা উষ্ণতায়, বিশেষ ভাবে বিছানার উষ্ণতায় বৃদ্ধি পাওয়া, উষ্ণ পানীয়তে বৃদ্ধি পাওয়া ; ঠাণ্ডা পানীয়তে গলার জ্বালা কম থাকা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়। কোন ভাবে রোগীর দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অথবা বিছানার উত্তাপে রোগীর ল্যারিংক্স-এ হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরার মত বোধ সহ কাশি দেখা দেয়। গলা পরীক্ষা করতে গিয়ে মুখের তালু অথবা মাঢ়ীতে সামান্য স্পর্শ লাগলেও তার গ্যাগিং বোধ হতে থাকে, কেশে গলা পরিষ্কার করতে গেলেও গ্যাগিং বা গলা ও মুখ বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা হয়। খাবার গিলতে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে তা সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে উঠে আসে এবং গ্যাগিং ও ওয়াক্ ওঠা শুরু হয়ে যায়।

খুববেশী তৃষ্ণা থাকে ; প্রায় সময়ই প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে চায়। মুখে গা-বমিভাবযুক্ত স্বাদ, গলার মধ্যে গা-বমিভাব থাকে ; সাদা ও তেতো স্বাদের ফেনাযুক্ত বমি হতে দেখা যায়। দাঁতের যন্ত্রণায় দাঁতে হঠাৎ টেনে ধরার মত ব্যথা ঠাণ্ডায় এবং স্পর্শে বেড়ে যায়।

মানসিক লক্ষণের মধ্যে অবসাদ বা উদ্যমহীনতা এবং উদ্বেগই প্রধান। খুব বেশী বিষাদ, যেন সব কিছুই মেঘাচ্ছন্ন হবার মত বোধ হয়। উদ্বেগ বা আশঙ্কা বিশেষভাবে ভোর রাতে ২টা থেকে ৪টার মধ্যে দেখা দেয় এবং তার সঙ্গে **ল্যাকেসিসের** মত বাচালতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনাও থাকতে পারে। আরও কিছুক্ষণ দেখা দিতে পারে যেগুলি রাত্রে ঘুমোলে বৃদ্ধি পায়, সকালে মাথার ভিতরে মস্তিষ্কের তলদেশে

বেদনা নিয়ে ঘুম ভাঙ্গে অথবা কপালে বেদনা দেখা দেয়। ঐরূপ মাথার যন্ত্রণা বা মাথাধরা মানসিক পরিশ্রমে এবং শুয়ে পড়ার পরে বৃদ্ধি পায়; কোন কোন ক্ষেত্রে এই মাথাধরাটা মাথা আস্তে আস্তে নাড়লে কম থাকতে দেখা যায় কিন্তু কাশলে এবং পরিশ্রমে ও ঘুমের পরে বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

কিডনীর উপরে এই ওষুধটির ক্রিয়া অনেকটা অ্যাকিউট ধরনের প্যারেঙ্কাইমেটাস নেফ্রাইটিসের মত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকে, গাঢ় লাল রঙের তলানী পড়তে দেখা যায়। কিডনী থেকে মূত্রথলি হয়ে পায়ের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া একধরনের তীরের মত দ্রুতগতিতে ছুটে চলা বেদনা দেখা দেয় এবং এই বেদনা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়। রেনাল কলিক; প্রস্রাব করবার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগে কিন্তু বড় একটা রক্তের দলা বা ক্লট প্রস্রাব পথে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রোগী প্রস্রাব করতে পারে না। কঙ্কাসে হার্টের ডান দিকটা আক্রান্ত হতে দেখা যায়, শিরা ও ধমনীগুলি ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় সামান্য কারণেই রক্তপাত ঘটা, রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া এবং বড় বড় ও কালচে রক্তের দলা বা ক্লট সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকে। মহিলাদের জরায়ু থেকে রক্তপাতে এরূপ ঘটার সম্ভাবনা বেশী দেখা যায়, জরায়ু থেকে রক্তপাতের সময় রক্ত সহজ ধারায় বেরিয়ে আসে, রক্ত জমাট বাঁধতে বিলম্ব হয় এবং ভ্যাজাইনাতে খুব বেশী একটা ক্লট থাকতে দেখা যায় না। কিন্তু এই ওষুধটিতে রক্ত খুব দ্রুত দলার বা ক্লট সৃষ্টি করে এবং সেই ক্লটে ভ্যাজাইনা একেবারে ভর্তি হয়ে যায় এবং সেই রক্তের দলা ভ্যাজাইনা থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মূত্রথলি খালি করা অর্থাৎ প্রস্রাব করা সম্ভব হয় না। জরায়ু থেকে রক্তপাত এই ওষুধের একটি বড় লক্ষণ। মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর পরিমাণে, দীর্ঘদিন ধরে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে দেখা দেয় জরায়ুতে বড় বড়, শক্ত ও কালচে রঙের দলায় ভর্তি হয়ে যায় এবং প্রসব বেদনার মত ব্যথাসহ সেগুলি বেরোনোর পর আবার ঐরূপ ক্লট এসে জমে। জরায়ু ও ভ্যাজাইনাতে প্রদাহের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘন, সাদাটে, জেলির মত থক্‌থকে ও দড়ি দড়ি শ্লেষ্মার মত সাদাস্রাব হতে দেখা যায়, ভালভাতে খুববেশী স্পর্শকাতরতা থাকায় রোগিণী পোশাকের সামান্য চাপও সেখানে সহ্য করতে পারে না।

কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা বা হিমপ্টিসিসে গাঢ় বর্ণের রক্তের দলা ওঠে এবং যে কোন পরিশ্রমে সেটা বৃদ্ধি পায়।

পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতার সঙ্গে কুঁচকির কাছে একটা নিরেট ধরনের টেনে করা ব্যথা থাকে। কিডনী অঞ্চলেও ঐরূপ নিরেট ধরনের টনটনে ব্যথার সঙ্গে প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকা, প্রস্রাবে খুববেশী থিতানি বা তলানী পড়া প্রভৃতি অবস্থা, অর্থাৎ স্কারলেট জ্বরের পরে কোন শিশুর ঠান্ডা লাগার ফলে যেরূপ অবস্থা দেখা দেয় সেইরূপ অবস্থা দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

কফিয়া

(Coffea)

দেহের সর্বত্রই খুববেশী সংবেদনশীলতা থাকা এই ওষুধটির একটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, গন্ধ পাবার শক্তি, স্পর্শ ও বেদনা সবেতেই অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা বা সেনসেটিভনেস থাকে, যেটা অনেক ক্ষেত্রেই খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়। যে কোন ধরনের উঁচু শব্দ বা গোলমালে বেদনা বেড়ে যায়। শ্রবণশক্তি এত বেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে যে সামান্য শব্দেও কানে বেদনা দেখা দেয়। মুখমণ্ডলে বেদনা, দাঁত ব্যথা, মাথাধরা, পায়ের দিকের বেদনা সবই হৈচৈ বা গোলমালের শব্দে বৃদ্ধি পায়। স্নায়ুজনিত যতরকম গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব তার সবই এই ওষুধে থাকতে দেখা যায় এবং সেই গোলযোগই গোলমালের শব্দে বেড়ে যায়। এমনকি দরজা খোলার শব্দ অথবা দরজা-ঘণ্টি বাজবার শব্দেও তার খুব কষ্টবোধ হতে দেখা যায়! এই রোগী এত বেশী সংবেদনশীল থাকে যে যেরকম সামান্য শব্দ সুস্থ অবস্থায় কানে শোনাই যায় না সেইরকম শব্দও সে শুনতে পায়। এই ধরনের শ্রবণশক্তির তীব্র অনুভূতি বা সংবেদনশীলতার সঙ্গে বেদনা থাকা সম্ভবত আমাদের মেটেরিয়া মেডিকার আর কোন ওষুধেই পাওয়া যাবে না, একমাত্র **নাক্সভমিকা** ছাড়া। **নাক্সভমিকার** রোগীর বেদনা অন্য কোন ঘরে কথা বলার শব্দে অথবা শিশুদের গোলমাল বা কথা বলার শব্দে বেড়ে যেতে দেখা যায় এবং সেইজন্য এই ধরনের লক্ষণে কফিয়ার বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনেকে **নাক্সভমিকা** ব্যবহার করে থাকেন, অনেক ওষুধেই হৈচৈ ও গোলমালের শব্দে নার্ভাস হয়ে পড়া, মাথাধরা বা মাথায় অন্য কোন ধরনের উপসর্গ দেখা দেওয়া বা বেড়ে যাওয়া লক্ষণ থাকতে দেখা যায় কিন্তু হাত-পায়ের বেদনা হৈচৈ বা গোলমালের শব্দে বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মনে হয় যে গোলমালের শব্দে রোগীর দেহ-মনে বিরক্তি সৃষ্টি হয় বলেই সে ঐ ধরনের শব্দ সহ্যই করতে পারে না।

কফিয়ার বিভিন্ন উপসর্গ মনের কোনরূপ আবেগ বা তীব্র উত্তেজনার ফলে সৃষ্টি হয়, তবে বিশেষভাবে আনন্দ বা 'মনোরম বিস্ময়ের' সৃষ্টি হলে দেখা দিতে দেখা যায়। এর ফলে নিদ্রাহীনতা, স্নায়বিক উত্তেজনা, নিউর‍্যালজিয়া, মাংসপেশীতে মৃদু সংকোচন বা কম্পন, দাঁতের যন্ত্রণা, মুখমণ্ডলে বেদনা, প্রভৃতির সঙ্গে মুখমণ্ডল লাল ও মাথাটি উত্তপ্ত হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে।

কোন মহিলার কষ্টের চিকিৎসার জন্য হয়ত আপনাকে ডাকা হল। ঐ মহিলা হয়ত সফলতার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে কোন কাজ সম্পন্ন করবার পরে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেয়, তার ডিলিরিয়াম, নিউর‍্যালজিয়া অথবা নিদ্রাহীনতা থাকতে দেখা যেতে পারে। তার হার্টে খুব প্যালপিটেশন, তার পালস্ খুব দ্রুত যেন থির থির করে কাঁপতে থাকে। মাঝে মাঝে তার মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থা দেখা দেয় এবং এই রোগিণীকে সময় মত কফিয়া প্রয়োগ করতে না পারলে হয়ত সে মারা

যাবে। যে সব লোক কফি পানে অভ্যস্ত তারা বিশেষ কোন একটা কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজের পর খুববেশী ভেঙ্গে পড়ে ঐরূপ একই ধরনের উপসর্গে আক্রান্ত হতে পারে।

কফিয়ার রোগী মদ-এ খুব স্পর্শকাতর থাকে। সামান্য একটু মদ পান করলেই তার নার্ভাসনেস্ বেড়ে যায় ; নিদ্রাহীনতা, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস, জ্বর জ্বর ভাব ও খুববেশী উত্তেজনা সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটতে দেখা যায়। কফিয়াতে রোগীর ত্বকে এত বেশী সংবেদনশীলতা বা অনুভূতিপ্রবণতা থাকে যা কল্পনারও বাইরে। এরকম একটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। এক মহিলা তাঁর পা'দুটি বিছানার বাইরে রেখে শুয়ে ছিলেন এবং পায়ের একটা দিক আগুনের মত লালচে দেখাচ্ছিল। তাঁর পা হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে যেতেই রোগিণী জানান যে সে তাঁর পায়ে স্পর্শও সহ্য করতে পারি না কাজেই আমি যেন তাঁর পায়ে হাত না রাখি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে মাত্র একঘণ্টা আগে থেকে এইরূপ অবস্থা দেখা দিয়েছে। কফি পানে অভ্যস্তদের মধ্যে এরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। জ্বর থাকে না। হঠাৎ ত্বকে খুববেশী জ্বালা, হুল ফোটানোর মত ব্যথার সঙ্গে ত্বক খুব লাল ও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া একধরনের অমসৃণ উদ্ভেদও দেখা দিতে পারে এবং হঠাৎই আবার সে সব মিলিয়ে যায়। স্পর্শকাতর অংশ শীতল হাওয়ার স্পর্শে, যে কোন বায়ুর স্পর্শে বা পাখার বাতাসে, নড়াচড়া করলে এমনকি উষ্ণতাতেও বৃদ্ধি পায়, কেউ তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও রোগী কষ্টবোধ করে। এই ধরনের উপসর্গ কফিয়া প্রয়োগে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কমিয়ে দেওয়া যায়।

হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া কোন আবেগে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়া, হিস্টিরিয়া, নার্ভাসনেস, কান্নাকাটি করা, বেদনায় করুণ কান্নাকাটি, কোনভাবে মনে আঘাত পেলে, সামান্য অবহেলাতেই কাঁপুনি ও কান্না শুরু করা, খুববেশী দৈহিক ও মানসিক অবসাদ দেখা দেওয়া, অত্যধিক অস্থিরতা, রাত্রির অধিকাংশ সময় নিদ্রাহীন অবস্থায় জেগে কাটানো প্রভৃতি লক্ষণ বা উপসর্গ থাকতে দেখা যায়। কফিয়ার নিদ্রাহীনতা বা জাগিয়ে রাখার ক্ষমতার বিষয়ে ক্লার্ক বা ঐ ধরনের কাজ যাঁরা করেন তাঁদের সবারই বিশেষভাবে জানা আছে। রাত্রি জেগে সেবাশুশ্রূষা করবার জন্য অনেক নার্সও এটি ব্যবহার করেন। কফিয়ার রোগী চিন্তা ও কাজে খুবই তৎপর থাকে। তাদের মনে এমন সব ভাবনার উদয় হয় যে সেই সব ভাবনা-চিন্তাকে রূপ দেবার চিন্তায় বা প্ল্যান করবার জন্য সে রাতের পর রাত জেগে কাটায়, কিছুতেই সে সব ভাবনা-চিন্তাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না ; **ওপিয়াম, চায়না** এবং **নাক্সভমিকার** মত রাত্রিতে নিদ্রাহীনভাবে থেকে ঘড়ির ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনে চলে। রোগিণীর মস্তিষ্ক ও মানসিক ক্রিয়ায় এতটা তীব্রতা বা উত্তেজনা দেখা দেয় যে সে নানা ধরনের গোলমাল বা হৈচৈয়ের কাল্পনিক শব্দ শুনতে পায়। রোগীর স্মৃতিশক্তি, কোন কিছু বোঝা বা চিন্তা করার ক্ষমতা বা কোন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। কফিয়া স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে, তবে একটা সময়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখা

দেয় যখন সে নিদ্রালু হয়ে পড়ে এবং হাবা-বোকা ভাব দেখা দেয়। রোগীর মনে নানা ধরনের কাল্পনিক দৃশ্যের উদয় হয়; যে সব বিষয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে কোনরূপ ভাবনা দেখা দেয়নি সেই সব বিষয় তার মনে পড়ে যায়, ছোটবেলা আবৃত্তি করা, কবিতার কথা তার মনে এসে উদয় হয়। তার চোখ উজ্জ্বল, পিউপিল বড় হয়ে পড়ে, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস এবং মাথা উত্তপ্ত থাকতে দেখা যাবে।

এই ধরনের সব স্নায়বিক অবস্থায় রোগী মুক্ত বায়ুকে ভয় পায়। সে ঠাণ্ডায়, বায়ুতে এবং শীতল আবহাওয়ায় খুবই বেশী সংবেদনশীল থাকে; শীতল আবহাওয়ায়, ঠাণ্ডা বায়ুতে তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায় কিন্তু মুখের গভীরে, দাঁতে ও চোয়ালের বেদনায় মুখের মধ্যে বরফ শীতল জল রেখে দিলে বেদনা কম থাকতে দেখা যায়। রোগীর মাথা উত্তপ্ত থাকে, মাঢ়ীতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, দাঁতে চিরে যাওয়া, ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা ঠাণ্ডা লাগার ফলে, কোন আবেগ দেখা দিলে, উত্তেজনার সৃষ্টি হলে, আনন্দ প্রভৃতিতে সৃষ্টি হতে বা বেড়ে যেতে দেখা যায়; নড়াচড়া করলে বৃদ্ধি এবং বরফ-শীতল জল মুখে রাখলে বেদনা কম থাকা, উষ্ণ খাবার খেলে বেদনা বৃদ্ধি প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। গরম চা খেলে বেদনা খুব বেড়ে যায় বলে রোগী গরম চা বা অন্য কোন উষ্ণ পানীয় খেতে চায় না। এই লক্ষণটি বেশ অদ্ভুত। একই রোগীর বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা উপসর্গে বৈপরীত্য দেখা যায়। কোন এক স্থানে রোগীর কষ্ট ঠাণ্ডায় কম থাকতে, বিশেষভাবে মুখের গভীর অংশ, দাঁত, মাঢ়ী ও চোয়ালে এইরূপ দেখা যাবে কিন্তু সাধারণভাবে রোগী ঠাণ্ডায় বেশী কষ্ট পায়; ঠাণ্ডা বায়ুতে, খোলা হাওয়ায় তার উপসর্গ সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় দাঁত ব্যথা দেখা দিতে পারে। দাঁত ওঠার সময় অ্যানিমিয়া-গ্রস্ত শিশুদের নানা ধরনের কষ্ট ও উপসর্গ দেখা দেয়। নার্ভাস ও উত্তেজনাপ্রবণ শিশু, যারা মা বা নার্সের সঙ্গে খুব দ্রুত কথা বলে, যাদের চোখ খুব উজ্জ্বল দেখায়, মুখমণ্ডল লালচে থাকে এবং ঘুমোতে পারে না, তাদের কষ্ট কমিয়ে দিয়ে বেদনাহীন ভাবে দাঁত ওঠায় ওষুধটি সাহায্য করে। যে সব চিকিৎসক রুটিন মাফিক ওষুধ প্রয়োগ করেন, তাঁরা এইরূপ খুবই বেশী অনুভূতিপ্রবণ ও সহজেই ঠাণ্ডা লাগা অবস্থার রোগীকে **বেলেডোনা** প্রয়োগ করে থাকেন, কিন্তু এই ধরনের রোগীর কষ্ট ও উপসর্গ কফিয়ায় সারানো যায়। শিশুটির মাথা ও মুখমণ্ডল উত্তপ্ত থাকায়, ক্যারোটিড ধমনীতে দপ্‌দপ্‌ করা লক্ষণের জন্য বার বার **বেলেডোনা** প্রয়োগে এবং ঐ ওষুধের, ডোজ বা মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে **বেলেডোনার** শিশু বানিয়ে তোলে অর্থাৎ ঐ শিশু তখন যেন **বেলেডোনার** প্রুভার হয়ে পড়ে, অথচ তার সব উপসর্গ কফিয়া প্রয়োগে সারানো সম্ভব ছিল। কফিয়ার শিশু ব উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, সে এমন সব শব্দ শুনতে পায় যেটা আর কারো পক্ষে শোনা সম্ভব হয় না, সে নানারূপ অদৃশ্য জিনিস যেন দেখতে পায়, নানা দৃশ্য ও বস্তু যেন কল্পনায় দেখে, ভয়ে রাত্রিতে সে জেগে ওঠে, ঘরের মধ্যে এটা সেটা যেন দেখতে পায় এবং সেগুলি খুঁজতে

থাকে কিন্তু সেসব কিছু না থাকায় সে কিছুই খুঁজে পায় না। এই সব ধরনের লক্ষণ কফিয়ার খুবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বলে বিবেচনা করতে হবে।

কোন কোন সময় রোগীর মাথা এত উত্তপ্ত, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস এবং চোখ এত উজ্জ্বল ও চক্‌চকে দেখায় যে মনে হয় যেন সন্ন্যাস রোগ হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। রোগী হয়ত অনেক সময় বলে যে সে তার মাথার ভিতরে একটা গোলমালের শব্দ পায়, তার মাথার অক্সিপুট অংশে যেন ঘণ্টা বাজার মত অথবা সমুদ্রের গর্জনের মত শব্দ পায়। যদিও শব্দটা রোগী কানেই শোনে কিন্তু তার মনে হয় যেন শব্দটা তার মাথায় হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর সঙ্গে মাথার জলের বুজ্‌ বুজ্‌ শব্দ বা টুন্‌ টুন্‌ করার মত মৃদু শব্দ যেন তার মাথায় শিহরণের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রেই রোগী যে সমুদ্রের গর্জন, ঘণ্টা বাজার শব্দ বা মৌমাছির গুঞ্জনের মত শব্দ তার মাথায় অনুভব করে প্রকৃতপক্ষে সেটা তার কানে যে মৃদু কম্পন বা ভাইব্রেশন হয় সেটাকেই ভুল করে মনে যে সেটা তার মাথায় হচ্ছে। কখনো কখনো রোগীর মাথাটি ছোট হয়ে গেছে বলে বোধ হয়। মাথাধরায় তার মনে হয় যেন মস্তিষ্কে কিছু যেন খুব জোরে চেপে ধরা হয়েছে, যেন তার সম্পূর্ণ মস্তিষ্কই থেঁতলে গেছে বা ছিড়েছুঁড়ে গেছে। রোগীর মাথা ও চোখের উপসর্গ গোলমালের শব্দে এবং আলোতে খুববেশী বেড়ে যায়। মাথাধরায় অনেক সময় রোগীর মনে হয়, যেন তার মাথার মধ্যে একটা পেরেক বা কাঁটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাঁটাচলা করা, যে কোন ধরনের নড়াচড়ায়, এমন কি মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে ঘরের একধার থেকে অপর দিকে গেলেও তার মাথাধরা বেড়ে যায়; রোগীর মনে হয় যেন তার মাথায় একটা হাওয়ার ঝাপ্টা এসে লেগেছে। এরূপ অনুভূতি দেহের যে কোন স্থানের বেদনাতেই থাকতে পারে। কফিয়া রোগীর যদি হাতে ব্যথা হয় তা হলে সেই হাতটি হাওয়ায় দোলালেও হাতের বেদনা বেড়ে যেতে দেখা যাবে; অর্থাৎ বেদনা নড়াচড়া এবং হাওয়া এই দুয়ে তেজ বৃদ্ধি পায়। হাওয়ায়, বিশেষত খোলা, শান্ত বা স্থির ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় রোগীর বেদনা সাধারণভাবে বেড়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু রোগীর দাঁতের যন্ত্রণা যে ঠাণ্ডায়, শীতল জল মুখের মধ্যে রেখে দিলে কমে যায় সে লক্ষণটি একটি ব্যতিক্রম, একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

যারা দীর্ঘদিন ধরে কফি পানে অভ্যস্ত তাদের মুখমণ্ডলে স্নায়বিক বেদনা দেখা দেওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সংবেদনশীল লোকেরা কফি খেয়ে খেয়ে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন আর কফি না পেলে তাদের চলে না। চা বা অন্য কোন পানীয়ের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলা চলে। এই ধরনের লোকেরা কোন কোন ক্ষেত্রে কফিতে সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং আরও বেশী পরিমাণে কফি পান করতে থাকে; তাদের মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠে, মাথাধরা দেখা দেয় এবং কফিয়ার অন্যান্য লক্ষণও তার মধ্যে প্রকাশ পায়। কফিপান করা বন্ধ করে দিলে ঐ রোগীতে কফিয়ার প্রুভিং হিসাবে লক্ষণাদি দেখা দেবে এবং ঐরূপ অবস্থায় অ্যাণ্টিডোট হিসাবে

ক্যামোমিলা এবং **নাক্সভমিকার** কথা বিবেচনা করতে হবে। এই সব ওষুধে বিপরীত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। **ওপিয়ামেও সেটা** দেখা যেতে পারে। **ওপিয়ামের** প্রথম ক্রিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টি করা। বেশ কয়েক মাত্রা **ওপিয়াম** দেবার পরে যখন ঐ ওষুধের ক্রিয়া চলে যায় তখন হয়ত ডায়রিয়া দেখা দেবে। যারা ওপিয়াম বা আফিং খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তারা সেটা বন্ধ করতে গেলেই ডায়রিয়া দেখা দেয় বলে আফিং খাওয়া আর বন্ধ করতে পারে না। **ওপিয়ামের** রোগীর যদি ডায়রিয়া দেখা দেয় তা হলে **পালসেটিলা** প্রায় সব ক্ষেত্রেই সে ডায়রিয়াকে সারিয়ে দিতে পারবে। এমন কিছু কিছু রোগী আছে যাদের মধ্যে এর বিপরীত লক্ষণ দেখা দেয়। অল্প মাত্রায় আফিং খেলে অনেকের ডিসেণ্ট্রি দেখা দেয় এবং মাত্রা বাড়িয়ে দিলে রক্ত-আমাশয় এবং অন্ত্রের প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অবশ্য এর একটি ওষুধটির ক্রুড ডোজের ক্রিয়া এবং অপরটি প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়ে থাকে।

কফি পানে অভ্যস্ত মহিলাদের অনেকের মাসিক ঋতুস্রাব অল্প সময়ের ব্যবধানে দেখা দিতে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলতে দেখা যায়। কফিয়ার রোগিণী ঋতুস্রাবের সময় প্যাড্ বা ন্যাপকিন ব্যবহার করতে খুব কষ্টবোধ করে বলে অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যবহারই করে না (**প্ল্যাটিনাম**)। তার ভ্যাজাইনা খুব উত্তপ্ত ও সেনসেটিভ থাকায় যৌনসঙ্গমও সহ্য করতে পারে না। মেট্রোরেজিয়ায় বড় বড় কালচে লাম্পের মত রক্তের দলা বেরোয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বড় বড় উজ্জ্বল লাল লাম্পের মতও বেরোতে দেখা যায়; সামান্য নড়াচড়ায় কুঁচকিতে খুব বেদনা ও মৃত্যুভয়ের সঙ্গে মেট্রোরেজিয়া থাকতে পারে। ভালভা অংশে খুব স্পর্শকাতরতা ও তীব্রধরনের চুলকানিবোধ কফিয়ার একটি বড় লক্ষণ এবং এই ধরনের লক্ষণ কফি পানে অভ্যস্ত মহিলাদের অনেকের মধ্যেই থাকতে দেখা যায়।

প্রসব কালে এবং প্রসবের পরেও আমরা এইরূপ ভয়ংকর উত্তেজনা, ও স্নায়বিক নানা ধরনের উপসর্গ লক্ষণ দেখতে পেতে পারি। ভ্যাঁদাল ব্যথা বা আফটার পেইনের সঙ্গে পূর্ব বর্ণনা মত মানসিক লক্ষণ; বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীলতা, চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, কাল্পনিক সব দৃশ্য দেখা, সাধারণে যে সব শব্দ বা গোলমালের শব্দ বুঝতে পারে না তাও যেন রোগী শুনতে পায়; ঐরূপ শব্দে ও নড়াচড়ায় তার বেদনা বেড়ে যায়; সেইজন্য সে চায় যেন বাড়ীর লোকেরা সবাই কোনরূপ হৈচৈ, জোরে কথা বলা প্রভৃতি না করে যথাসম্ভব চুপচাপ থাকে।

শিশুদের কনভালসন, সন্তান প্রসবকালীন কনভালসন, অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে পড়া, হার্টের প্যালপিটেশন, পালস খুব দ্রুত থির্‌থির্ করে কেঁপে চলার মত হওয়া, সেইসঙ্গে খুববেশী নার্ভাসনেস, নিদ্রাহীনতা, খুব বড় কোন সৌভাগ্য উদয়ের খবরে মস্তিষ্কে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কোন মহিলা হঠাৎ কোন অস্বাভাবিক ভালো খবর শুনে আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়তে পারে এবং আনন্দের আতিশয্যে দেখা দেওয়া প্রায় উন্মত্ত ভাব তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার সবটা সময় ধরেই থেকে যেতে পারে; ফলে তার সন্তান এবং রোগিণীর স্তনের

দুধেও আক্রান্ত হয়। স্তনের দুধ ঝরে পড়ে যায়, জরায়ু থেকে রক্তপাত ঘটতেও দেখা যেতে পারে ; সেইসঙ্গে খুব বেশী স্নায়বিক চঞ্চলতা, উত্তেজনা ও ভয় প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

কলচিকাম
(Colchicum)

কলচিকামকে গাউটের উপসর্গে ব্যবহার করা একটা প্রাচীন প্রথায় দাঁড়িয়ে ছিল, প্রাচীন বইগুলোতেও ওষুধটির ঐরূপ ব্যবহারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রুভিংয়েও এই ওষুধটিতে গাউটজনিত বিভিন্ন লক্ষণ পাওয়া যায়। অ্যাকিউট রিউম্যাটিজম ও ইউরিক অ্যাসিড সৃষ্টি হবার প্রবণতা, সাধারণভাবে বাতের উপসর্গ দেখা দেওয়া সেইসঙ্গে স্ফীতিও থাকতে পারে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্ফীতি ছাড়াই বাতজনিত উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী গাউটের কোন্ ধরনের লক্ষণে কলচিকাম ব্যবহার করতে হবে সেটা বলা নেই, গাউট বা বাতের লক্ষণে কলচিকাম ব্যর্থ হলে তখন কোন্ ওষুধ দিতে হবে সে কথাও বলা হয়নি। একথা সত্য যে গাউটজনিত লক্ষণের সঙ্গে কলচিকামের অনেক সাদৃশ্য আছে। শীতল, আর্দ্র ও ভিজে আবহাওয়ায় রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ এবং প্রস্রাবে ঘন পদার্থের পরিমাণ কমে যায়। কলচিকাম প্রুভিং-এ এইরূপ লক্ষণ অনেকবারই পাওয়া গেছে এবং এটা সবারই জানা যে এইরূপ অবস্থায় গাউটের লক্ষণ দেখা দেয় বা বেড়ে যায়। প্রস্রাবের সঙ্গে ঘন পদার্থ বেরিয়ে না গেলে বা প্রস্রাবে তার পরিমাণ কমে গেলে তখন গাউট বা গেঁটে বাতের মত অবস্থা ও লক্ষণ দেখা দেয়।

কলচিকামের উপসর্গ ঠাণ্ডা, ভিজে ও আর্দ্র আবহাওয়ায়, শীতকালীন বর্ষায় বা বরফ পড়ার সময় বৃদ্ধি পায়। যা কিছু দেহকে দুর্বল করে তাতেই কলচিকামের উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যাবে। গ্রীষ্মের প্রবল উত্তাপে প্রস্রাব ও প্রস্রাবের মাধ্যমে ঘন পদার্থ নির্গমন কমে যাওয়ায় গ্রীষ্মকালীন বাতরোগ দেখা দিতে পারে।

বাত বা গাউটের আক্রমণ একটি অস্থি-সন্ধি থেকে অন্য অস্থি-সন্ধিতে, একটি দিক থেকে অপর দিকে সরে যেতে, নিচের দিক থেকে ক্রমশ উপরের দিকে আক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে অথবা উপর দিক থেকে নিচের দিকে আক্রমণ ও বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যাওয়া কলচিকামের একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। স্ফীতিসহ অথবা কোনরূপ স্ফীতি ছাড়াই বাতের বেদনা একবার এখানে, ওখানে সরে সরে যেতে দেখা দেওয়া ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে ড্রপসি বা শোথের মত লক্ষণও থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পেঁটে, পেরিকার্ডিয়ামে, প্লুরায় এবং যে কোন সেরাস স্যাক্-এ ড্রপসিজনিত জল জমা দেখা যেতে পারে। প্রদাহজনিত ফোলাভাব এবং ড্রপসিজনিত ফোলাভাবের সঙ্গে হাল্কা রঙের প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব বেশী পরিমাণে অথবা কম যাই হোক না কেন হাল্কা রঙের প্রস্রাব হতে দেখা যায়।

মাংসপেশীতে এবং জয়েণ্টের সাদাটে ফাইব্রাস টিস্যুর বাতজনিত অবস্থা, কিছুদিন ধরে বাতের উপসর্গ চলার পরে হার্ট আক্রান্ত হওয়া, হার্টের গোলযোগের সঙ্গে ভালভেও গোলযোগ দেখা দেওয়া প্রভৃতি এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধের উপসর্গগুলি নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়। বেদনা, মাথার উপসর্গ, পেট ও অন্ত্রের গোলমাল, লিভার, পাকস্থলী প্রভৃতির গোলযোগ সবই নড়াচড়া করলে খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। উপসর্গগুলি নড়াচড়া করলে এত বেড়ে যায় যে রোগী সামান্য নড়াচড়া করতেও ভয় পায়; **ব্রায়োনিয়ার** মতই নড়াচড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি হবার জন্য নড়াচড়া করতে না চাওয়া লক্ষণটি এই ওষুধে আছে। ঠাণ্ডায় এবং ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়াতেও উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। এই ওষুধের রোগী শীতকাতুরে থাকে, ঠাণ্ডায় কষ্টবোধ করে। রিউম্যাটিজমের বেশীর ভাগ রোগীকেই ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়, তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে। **লিডামের** চেয়ে বেশী বাতজনিত উপসর্গ আর কোন ওষুধে নেই। লিডামের রোগী নিজে শীতকাতুরে হলেও তার বাতজনিত বেদনা ঠাণ্ডাতেই কম থাকতে দেখা যায়। কলচিকামের ক্ষেত্রে বেদনা উত্তাপে, আক্রান্তস্থানে ভালভাবে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে রাখলে বা উষ্ণ রাখলে রোগী আরামবোধ করে থাকে। নড়াচড়া করলে তার কষ্ট ও বেদনা খুব বেড়ে যায়। যে কোন উপসর্গের সঙ্গে খুববেশী অবসাদ দেখা দেওয়া ওষুধটির একটি প্রধান লক্ষণ। রোগীর হাতে-পায়ে দুর্বলতাবোধ, অত্যধিক ক্লান্তি ও পরিশ্রান্ত বোধ, স্নায়বিক অবসাদে যেন রোগী টাইফয়েড রোগীর মত দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। ব্রাইট্‌স্ ডিজিজে আক্রান্ত হবার মত রোগী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, তার দেহের ত্বক ফেকাশে বা মোমের মত সাদাটে দেখায়, হাত ও পায়ে ফোলাভাব দেখা দেয়, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন পাওয়া যায়, বেশী পরিমাণ অ্যালবুমিন থাকায় প্রস্রাব কালির মত কালচে দেখায়। দেহের বিভিন্ন অংশের টিস্যুতে অস্বাভাবিক উত্তেজক অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়; দেহে ক্ষতের মত টেনে করা ব্যথা, স্পর্শকাতরতা, নড়াচড়ায় সংবেদনশীলতা দেহের বিভিন্ন অংশে ও জয়েণ্টে থেঁতলে যাবার মত বেদনা প্রভৃতি দেখা দেয়। স্পর্শে ও নড়াচড়ায় রোগীর দেহে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মত একটা বেদনাকর অনুভূতি দেখা দেয়; খুববেশী দুর্বলতা ও অবসাদ থাকতে দেখা যায়। সামান্য ধরনের কোন পরিশ্রমের কাজ করতে গেলেই তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে এবং সে নড়াচড়া না করে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। সে এত বেশী পরিশ্রান্ত ও অবসাদ বোধ করে যে সামান্য নড়াচড়া করলেই তার মনে হয় যেন প্রাণটাই দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে। ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ, যে কোন ধরনের উচ্চ বিরামহীন জ্বর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হলে এইরূপ অবসাদ ও ক্লান্তির লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। কিডনী, লিভার, প্রভৃতির গোলযোগের সঙ্গে অবসাদ, ক্লান্তি ও উদ্বেগ থাকতে পারে। রোগীর মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন বা শিহরণ সৃষ্টি হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন তার দেহে বৈদ্যুতিক শক্ লেগেছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রুভিংয়ের ফলে কলচিকামের বিষক্রিয়ায় পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রোগীর

চোয়াল ঝুলে পড়ে, মাংসপেশী শিথিল ও থলথলে হয়ে পড়ে, অবসাদ এত বেশী হয় যে টাইফয়েড, খারাপ ধরনের রিউম্যাটিজম এবং বিরামহীন জ্বরে আক্রান্ত হবার মত রোগীর দেহ একেবারে জীর্ণ হয়ে পড়ার মত অবস্থায় রোগীকে চিৎ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। হাত-পায়ের, যে কোন একটি হাত বা একটি পায়ের অথবা দেহের যে কোন একটা অংশে পক্ষাঘাত দেখা দিতেও দেখা যায়।

কলচিকামের রোগী প্রায় সব সময়েই ঘামে, এমনকি জ্বরের উত্তাপের সঙ্গে ঘাম হতে দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঘাম ঠাণ্ডা হতে দেখা যায়, রোগীর উপর দিকে একটা ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা বয়ে গেলে তার ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে হাত-পায়ে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, প্রস্রাব আটকে থাকা, বা প্রস্রাব একেবারেই সৃষ্টি না হওয়া অবস্থাও দেখা দিতে পারে। কোন অ্যাকিউট রোগে ভুগে ওঠার পরে খুববেশী দুর্বলতা ও ড্রপসির লক্ষণ দেখা দেওয়া, স্কারলেট জ্বরের পরে ড্রপসি হওয়া প্রভৃতি ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

উপরোক্ত সব উপসর্গের সঙ্গে **ককুলাসের** মত পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলযোগ থাকতে দেখা যায়। রোগী খাবার স্পর্শও করতে পারে না। তার সামনে খাবারের কথা উচ্চারণ করলেই তার গা-বমিভাব, ওয়াক্ ওঠা প্রভৃতি দেখা দেয়। খাবারের গন্ধ অথবা খাবারের কথা ভাবলে তার গা গুলোতে থাকে এবং বমি হয়। পূর্বে উল্লিখিত খারাপ ধরনের সব অসুখের সঙ্গে এই ধরনের সব দুর্বলতার লক্ষণের এবং **ককুলাসের** দুর্বলতার লক্ষণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকে। কলচিকামে ডিলিরিয়াম, অবসাদ ও মানসিক দুর্বলতা বা অবসন্নতা থাকতে পারে। রোগী তার মনে যেন বেদনা সংবেদনশীলতা অনুভব করে এবং তাতেই তার মানসিক লক্ষণগুলি দেখা দেয়। বেদনায় অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা, মানসিক বিভ্রম, বোধবুদ্ধির গোলযোগ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। রোগী যা পড়ে সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, মাথার যন্ত্রণায় বাতের মত লক্ষণ থাকে, রোগী সম্পূর্ণ মাথার খুলিতেই থেঁতলে যাবার মত ব্যথা বোধ, স্ক্যাল্প এ স্পর্শকাতরতা, মাথায় চাপ ও সংকুচিত হয়ে পড়ার মত বোধ সহ ছিঁড়ে পড়া, ফেটে যাবার মত বেদনাযুক্ত মাথাধরা, মাথা উত্তপ্ত থাকা, সব ধরনের মাথার যন্ত্রণাই নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধে থাকতে দেখা যাবে।

চোখের উপসর্গগুলিকে বাত বা রিউম্যাটিজম ও বাতজ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতে দেখা যায়। রিউম্যাটিক জ্বরের সঙ্গে আইরাইটিস সৃষ্টি হওয়া কলচিকামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। চোখের পাতায় ক্ষত, অঞ্জনী প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়া, খোলা হাওয়ায় চোখ থেকে প্রচুর জল পড়া, চোখের জলে চোখের পাতা হেজে গিয়ে লাল হয়ে ওঠা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

রোগীর সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগে, হাঁচি হয় ও নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বাত বা গেঁটেবাতের ধাতুযুক্ত লোকেদের নাক থেকে রক্তপড়া প্রভৃতি উপসর্গের সঙ্গে রোগীর গন্ধ পাবার শক্তি এত তীব্র হয়ে ওঠে যে অপর কারো পক্ষে যে গন্ধ পাওয়া

সম্ভব হয় না সেই গন্ধ রোগীর নাকে আসে। বিভিন্ন ধরনের গন্ধে রোগীর গা-গুলোয় ; কোনরূপ তীব্র গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না, তাকে কোন একটা স্যুপ্ বা 'ব্রথ' খেতে বললেই সে অসুস্থ বোধ করে। ভালভাবে ঢাকা দিয়ে রান্নাঘরে সাবধানে রাখা খাদ্যের গন্ধও সে পেয়ে যায়। টাইফয়েড জ্বরে সাধারণভাবেই দুর্বলতা ও অবসাদ থাকে কিন্তু কলচিকামের রোগী টাইফয়েডে আক্রান্ত হলে অস্বাভাবিক রকমের অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে দুধ, ডিম, স্যুপ বা ঝোল কিছুই খেতে পারে না, খাবার কথা চিন্তা করলেই তার মুখ-গলা যেন বন্ধ হয়ে যায় বা গ্যাগিং দেখা দেয়। দীর্ঘদিন প্রায় অভুক্ত অবস্থায় থাকার জন্য রোগীর আত্মীয়-স্বজনের মনে ভয় হতে থাকে যে সে বুঝি অনাহারেই মারা যাবে। রোগীর এই-রূপ খাদ্যের প্রতি বিরূপতা বা ঘৃণা তার মানসিক ও দৈহিক অবস্থার সঙ্গে একেবারে মিশে থাকতে দেখা যায়। যে কোন গন্ধ, খাদ্যের গন্ধ, এমনকি খাদ্যের কথা চিন্তা করতেও রোগীর ঘৃণা বোধ হয়। এই রোগীর সামনে খাদ্যের কথা উচ্চারণ না করে প্রথমে তাকে কলচিকাম খেতে দিলে কিছুক্ষণ পরেই সে কিছু খেতে চাইবে. কারণ ওষুধটি রোগীর খাদ্যের প্রতি ঘৃণাভাব দূর করে দেয়।

রোগীর দাঁত খুববেশী স্পর্শকাতর থাকে। মাঢ়ী দাঁত থেকে সরে যায়, দাঁত আল্‌গা হয়ে অকালে পড়ে যায়। দাঁতে ও চোয়ালে বাতজনিত অবস্থা দেখা দেয়। দাঁত কড়মড়্ করতে দেখা যায়; কিন্তু দাঁত দিয়ে দাঁত জোরে চেপে রাখলে সংবেদন-শীলতা থাকতে দেখা যাবে।

খাদ্যের প্রতি বিরূপতায়, খাদ্য দেখলে, গন্ধে ; বিশেষভাবে মাছ, ডিম, চর্বিযুক্ত মাংস বা ব্রথ প্রভৃতির গন্ধে রোগীর গা-বমিভাব এমনকি মূর্চ্ছাভাবও দেখা দিতে পারে। কলচিকামের রোগীর খুববেশী পিপাসা থাকা, পিপাসা একেবারেই না থাকা অথবা পর্যায়ক্রমে একবার পিপাসা থাকা এবং আর একবার পিপাসাহীনতা থাকতে দেখা যেতে পারে। গা-গুলানো এবং বমি হওয়া ওষুধটির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। তীব্র ধরনের ওয়াক ওঠার পরে প্রচুর পরিমাণে ভুক্তদ্রব্য তোড়ে বমি হয়ে যায় এবং তার পরে পিত্তবমি হতে দেখা যায়।

পাকস্থলীতে কখনো শীতলবোধ আবার কখনো জ্বালা অথবা একই সঙ্গে জ্বালা করা ও শীতলতাবোধ কলচিকামে থাকতে দেখা যায় এবং অনেক সময় এই দুটি অনুভূতিকে আলাদাভাবে বোঝা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

পাকস্থলীতে জ্বালা ও শীতলতাবোধ ছাড়াও পেটটি টিম্প্যানাইটিস অবস্থার মত ফুলে থাকতে দেখা যায় ; সম্পূর্ণ পেটেই একটা টন্‌টন্ করা ব্যথা ও টাইফয়েড রোগীর মত টিম্প্যানাইটিস হওয়া লক্ষণ দেখা যেতে পারে. গ্রাম-দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গরু মাঠে বা বাগানে চরতে গিয়ে ক্লোভার বা বিশেষ ধরনের ত্রি-পত্র বিশিষ্ট তৃণ খেয়ে যদি তার পেট খুববেশী ফুলে যায় তা হলে তাকে কলচিকাম খাওয়ালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেট থেকে গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে ঐ গরুকে সুস্থ

করে তুলবে। ঐরূপ অবস্থা ঘোড়া, মানুষ বা অন্য যেকোন মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে দেখা গেলে কলচিকাম খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে।

পেটে স্প্যাজমোডিক বেদনা, কলিক, ছিঁড়ে পড়া, মোচড়ানো এবং জ্বালা করা ব্যথায় রোগী পেটের উপর ঝুঁকে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়, বেদনা নড়াচড়া করলে বৃদ্ধি পায়, কলিকের সঙ্গে পেটে টন্‌টন্ করা ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা থাকতে দেখা যায়, খাদ্য গ্রহণের পরে ঐ বেদনা আরও বেড়ে যায় এবং পেটের উপর কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়লে আরামবোধ হয়ে থাকে। ঐ বেদনার পরে ডায়রিয়া বা ডিসেণ্ট্রির মত পাতলা ও জেলির মত মল বেরোতে দেখা যায় এবং মলত্যাগের সময় খুববেশী বেদনা থাকে। খুববেশী টন্‌টন্ করা ব্যথা, রেক্টাম ও মলদ্বারে শিথিলতা, রেক্টাম বাইরে বেরিয়ে আসা, মলের সঙ্গে কালচে, দুর্গন্ধ ও রক্ত মেশানো মিউকাস বেরোনো প্রভৃতি দেখা যায়। অন্ত্র থেকে রক্ত মেশানো পাতলা জলের মত স্রাব নির্গমনের সঙ্গে ভীষণভাবে গা-গুলোনো অবস্থা দেখা দিতে পারে। খুব ঠাণ্ডায় বা বরফ পড়ার সময় ডিসেণ্ট্রি হয়ে সাদাটে মিউকাসের সঙ্গে খুববেশী কোঁথানি বা টেনেসমাস থাকে। প্রচুর পরিমাণে পাতলা জলের মত মলসহ ডায়রিয়া গরম, স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় অথবা হেমন্তকালে বিশেষভাবে দেখা যেতে পারে।

প্রস্রাব বেরিয়ে আসবার সময় খুব জ্বালা ও বেদনা দেখা দেয়। কিডনী ও মূত্রথলির প্রদাহ, টেনেসমাস, প্রস্রাব আটকে থাকা অথবা কিডনীতে প্রস্রাব মোটেই তৈরী না হওয়া, প্রস্রাব খুব কমে যাওয়া ও ড্রপসি দেখা দেওয়া প্রভৃতি অবস্থা দেখা যেতে পারে। প্রস্রাব অনেক সময় কালির মত কালচে বা গাঢ় বাদামী রঙের হতে এবং তাতে খুববেশী পরিমাণে অ্যালবুমিন থাকতে দেখা যায়। ব্রাইট্‌স্ ডিজিজের অ্যাকিউট অবস্থায় ওষুধটি ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

খুববেশী শ্বাসকষ্ট, দ্রুত ও ছোট ছোট শ্বাসক্রিয়া, হার্টের শব্দ খুববেশী প্রবল হয়ে পড়ে, যেন সারা ঘরেই হাঁটাচলার শব্দ শোনা যায়। প্যালপিটেশন, বুকে চাপবোধ ও ভারবোধের জন্য শ্বাসগ্রহণ প্রায় অসম্ভব বলে বোধ হতে থাকে। হাইড্রোথোর‍্যাক্স হয়ে প্লুরায় জল জমে ফুলে থাকায় শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়; হার্টের শব্দ তখন খুব দুর্বল বা ক্ষীণ হয়ে পড়ে, যেন শোনাই যায় না। বুকের মাংসপেশীতে ছিঁড়ে যাওয়া বা হুল বেঁধার মত ব্যথা হয়।

বাহুতে পক্ষাঘাতসহ বেদনা, আঙ্গুলের গাঁট বড় হয়ে পড়া, খুববেশী দুর্বলতায় হাঁটা-চলা করতে গেলে হাঁটুতে হাঁটুতে ধাক্কা লেগে যায় এবং সর্বত্রই থেঁতলে যাবার মত ব্যথাবোধ থাকে। বিভিন্ন জয়েণ্ট আক্রান্ত হয়ে স্ফীত হয়ে পড়া, মাংসপেশীতে বাতজনিত অবস্থা, অসাড়তা, ঈডিমা, হাত-পা ফোলা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

কলোসিন্হ
(Colocynth)

তীব্র ধরনের, ছিঁড়ে যাবার মত, নিউর্যালজিক বা স্নায়বিক বেদনা দেখা দেওয়া কলোসিন্হ-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ; বেদনা এতটাই বেশী হয় যে, রোগীর পক্ষে চুপচাপ শান্তভাবে থাকাই সম্ভব হয় না। কখনো কখনো ঐ বেদনা নড়াচড়ায় কম থাকে, মনে হয় যেন বিশ্রামে থাকলে বেদনা বেড়ে যাবে। পেটে চাপ দিলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তাপে বেদনা কম হতে দেখা যায়। বেদনা মুখমণ্ডল, পেট স্নায়ুর গতিপথ বরাবর হতে দেখা যায়।

এই বেদনা সৃষ্টির কারণ হিসাবে ক্রোধ ও অন্যায়-অবিচারের ফলশ্রুতিকেই বিশেষভাবে ঘটতে বা থাকতে দেখা যায়। কাজেই যে সব লোক একটুতেই রেগে যায়, অপমানিত বোধ করে বা বিরক্ত হয় তাদের মধ্যেই কলোসিন্হের উপযোগী উপসর্গ দেখা যাবে। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ার পরে মাথায়, চোখে, মেরুদণ্ডে বা অন্ত্রে তীব্র ধরনের বেদনা দেখা দিতে দেখা গেলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে।

খুববেশী অস্থিরতা থাকলেও বেদনার সঙ্গে খুববেশী দুর্বলতা থাকে। রোগী ক্রনিক ডায়রিয়া এবং পেটের ব্যথায় কোন কোন ক্ষেত্রে এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে যে সে কথাই বলতে পারে না। বেদনার সঙ্গে মূর্চ্ছাভাব বা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়া অবস্থাও দেখা যায়। স্নায়ুর গতিপথ ধরে মোচড়ানো ব্যথা হতে থাকে ; কোন কোন ক্ষেত্রে অসাড়তা, হুলবেঁধা বা ছোট ছোট পোকা হেঁটে যাবার মত সুড়সুড় করা অনুভূতি ও বেদনা আক্রান্ত স্থানে দেখা যেতে পারে।

অনেক চিকিৎসক সায়েটিকার চিকিৎসায় রুটিন হিসাবে প্রথমেই কলোসিন্হ প্রয়োগ করেন এবং এই ওষুধটি ব্যর্থ হলে তখনই অন্য ওষুধের কথা চিন্তা করে থাকেন। এ ধরনের চিকিৎসা ক্ষমার অযোগ্য। বেদনাটা যদি খুববেশী চাপে ও উত্তাপে কম থাকে, চুপচাপ শান্তভাবে থাকলে বেদনা বেড়ে যাওয়ায় যদি রোগী নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ে সেক্ষেত্রে বেশীরভাগ সময়ই কলোসিন্হ সেই বেদনা সারিয়ে দেবে ; কিন্তু যে কোন বেদনাতেই এই ওষুধটির ব্যবহার অনুচিত, কারণ তাতে কোন সুফল পাবার আশা থাকে না। ওষুধগুলির মধ্যে কোনটা মাংসপেশীর ও টেণ্ডনের উপর, কোনটা অস্থিও পেরিঅস্টিয়ামের উপর আবার কোনটা বড় বড় স্নায়ুকেন্দ্র বা ট্রাঙ্কের উপর ক্রিয়াশীল হযে থাকে। কলোসিন্হের বেদনা প্রধানত বড় বড় স্নায়ু-গুলিতেই সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণ খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। কলোসিন্হের প্রভাব যখনই স্নায়ুর গতিপথে বেদনা অনুভব করে তৎক্ষণাৎই সে খুব খিটখিটে হয়ে পড়ে, সব কিছুতেই সে বিরক্ত হয় এবং বিরক্তিতে তার উপসর্গ আরও বেড়ে যেতে দেখা যায়।

রোগী বেদনায় চিৎকার করে কাঁদে, ঘরের ভিতরে উদ্বিগ্নভাবে হাঁটা-চলা করে ;

বেদনা চলাকালীন সে কারো সঙ্গে কথা বলতে, উত্তর দিতে অথবা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতেও অনিচ্ছুক থাকে। বন্ধুদের সঙ্গ তাকে আরও বেশী উত্তেজিত ও খিটখিটে করে তোলে, সেইজন্য যা কিছু করা প্রয়োজন বলে তার মনে হয়, সে তাই করে।

বেদনার সঙ্গে প্রায়ই বমি ও ডায়রিয়া হতে দেখা যায়, বিশেষত পেটের বেদনার সঙ্গে বমি ও ডায়রিয়া দেখা দেয়। কলিক বেদনা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেয় এবং প্রতিবারই বেদনা তীব্রতর হয়। রোগীর মধ্যে ক্রমশ গা-গুলোনো-ভাব বেড়ে যেতে থাকে এবং সে বমি করে ফেলে, পাকস্থলী যখন খালি হয়ে যায় তখনও তার ওয়াক্ উঠতে থাকে।

কোন লোক দীর্ঘদিন ধরে বিরক্তিকর কাজে ব্যাপৃত থেকে যেরূপ বিরক্ত ও খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে, কলোসিন্থে সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ব্যবসা-পত্তর ভালোভাবে না চলায় লোক যেমন বিরক্ত, বিভ্রান্ত ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে, কলোসিন্থের রোগীর মধ্যেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়। কোন মহিলাকে যদি তার অবিশ্বাসী স্বামীকে অন্য মহিলাদের সংস্পর্শে থেকে দূরে রাখার জন্য দিবারাত্রি চেষ্টা ও চিন্তা-ভাবনায় কাটাতে হয় তা হলে সে যেরূপ খিট্‌খিটে, স্পর্শকাতর ও সামান্য কারণেই মানসিকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে কলোসিন্থেও সেইরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

কোন স্বাস্থ্যবান, ধনশালী ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে যে অবস্থা দেখা দেয় সেইরূপ অবস্থায় কলোসিন্থ উপযোগী নয়। এই ওষুধের রোগী পূর্ব বর্ণনা মত ধাতুর হয়ে থাকে এবং তারা প্রায়ই অধিক ভোজনে অভ্যস্ত থাকে।

মাথার বাইরের অংশে অর্থাৎ স্ক্যাল্প অংশে ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা রাগ বা ক্রুদ্ধ হবার ফলে দেখা দেয়, রোগী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে; বেদনা চাপ ও উত্তাপে কম থাকে এবং চুপচাপ, বিশ্রামে থাকলে, নড়াচড়া না করলে বেদনা বেশী বোধ হয়। মাথায় সবসময়ই দাঁত দিয়ে চিবানো বা কাটাছেঁড়ার মত বেদনা থাকতে দেখা যায়। মস্তিষ্ক ছিঁড়ে যাওয়া, গর্ত খোঁড়ার মত একটা অসহ্য বেদনা, বিশেষভাবে চোখ এদিক-ওদিক ঘোরালে বেশী হতে দেখা যায়। মাথার যন্ত্রণার তীব্রতায় রোগী চিৎকার করে কাঁদতে বাধ্য হয়। বাত বা গেঁটে বাতের ধাতুগ্রস্ত লোকেদের ও নার্ভাস প্রকৃতির লোকেদের মাঝে মাঝে মাথাধরা দেখা দেয়।

চোখেও তীব্র ধরনের স্নায়বিক বেদনা, বাতজনিত আইরাইটিস, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে আইরিসের প্রদাহ ও বেদনার বৃদ্ধি, চোখে তীব্র ধরনের জ্বালা করা ও কেটে যাবার মত ব্যথা, মাথা বা মুখমণ্ডলের তুলনায় চোখে বেদনার সঙ্গে জ্বালা করাটা অনেক বেশী থাকতে দেখা যায়।

মুখমণ্ডলে কামড়ানো ব্যথা ও নিউর‍্যালজিয়া দেখা দেওয়া কলোসিন্থের একটি প্রধান লক্ষণ। **বেলেডোনা, ম্যাগফস** এবং কলোসিন্থ এই তিনটি ওষুধ মুখ-মণ্ডলের স্নায়বিক ও কামড়ানো বেদনার অন্যান্য ওষুধের তুলনায় অনেক বেশী

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। **বেলেডোনার** ব্যথা খুবই তীব্র ধরনের হয়, বেদনার সঙ্গে রোগীর মুখমণ্ডল লাল, চোখে রক্তোচ্ছ্বাস, মাথা উত্তপ্ত থাকা এবং আক্রান্ত অংশ খুববেশী স্পর্শকাতর থাকতে দেখা যায়।

কলোসিন্থে বেদনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত কিছুক্ষণ বাদে বাদে দেখা দেয়, জোরে চাপ দিলে এবং উত্তাপে বেদনা কম থাকে, বিশ্রামে থাকলে, রেগে গেলে বা কোন কারণে বিরক্ত হলে বেদনা বেড়ে যায় বা নতুন করে দেখা দেয়। এই ওষুধে বেদনা সাধারণত বাম দিকে দেখা দেয় কিন্তু **বেলেডোনার** বেদনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ডানদিকে দেখা দেয় এবং ঠাণ্ডায় বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ম্যাগফসে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা বিদ্যুৎ ঝলকের মত দ্রুতগতিতে স্নায়ুর গতি-পথ ধরে ছুটে যেতে দেখা যায় এবং সেই বেদনা উত্তাপ ও চাপে কম থাকে।

বেদনার তীব্রতায় কলোসিন্থের রোগীর মুখমণ্ডলে উদ্বেগের ছাপ পড়ে। বেদনাটা দেহের যে কোন অংশেই হোক না কেন রোগীর মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে পড়তে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত মুখমণ্ডল ফেকাশে এবং গাল ও ঠোঁট নীলচে হয়ে যায়।

গালের হাড় বা ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভ যেখানে ফোরামেন থেকে বেরিয়ে আসে সেখানে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনায় কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তপ্ত তারের জালি, কখনো শীতল একটা পেরেক বা কাঁটার মত, আবার কখনো ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, জ্বালা করা বা হুল বেঁধার মত বেদনা বোধ হতে দেখা যায় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সেই বেদনা মুখমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তেও দেখা যাবে, বিশেষভাবে মুখের বাম দিকে স্নায়ুর সূক্ষ্মসূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা বরাবর বেদনাটা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। বেদনার তীব্রতায় রোগী অস্থির হয়ে পড়ে এবং চিৎকার করে কাঁদে। ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা ও জ্বালাবোধ কান ও মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তেও দেখা যেতে পারে। সব ধরনের বেদনাই প্রথমদিকে চাপে কম থাকতে দেখা যায়। বেদনাটা কয়েকদিন ধরে চলার পরে যখন তার তীব্রতা আরও বেড়ে যায় তখন আক্রান্ত অংশ খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, তখন আর সেখানে চাপ সহ্য হয় না।

খাদ্যের প্রতি বিরূপতা ও প্রবল তৃষ্ণা থাকে।

দেহ খুব উত্তপ্ত হয়ে পড়ার পরে জল বা কোন পানীয় গ্রহণে পেটে কলিক দেখা দেয়; দুষ্পাচ্য খাদ্য গ্রহণে, আলু খেয়ে অথবা খুব বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন করা লোকেদের পেটে কলিক বেদনা দেখা দিলে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়।

অ্যালুমিনার মতই কলোসিন্থের রোগীর আলু এবং অধিক শর্করাযুক্ত খাদ্য সহ্য হয় না, রোগী তা পছন্দও করে না।

কলোসিন্থের বমির চেহারাও অন্যান্য ওষুধের তুলনায় ভিন্ন ধরনের হয়। গা-বমি ভাব প্রথমে থাকে না, কিন্তু বেদনা যখন ক্রমশ তীব্রতর হয়ে ওঠে তখন গা-

বমিভাব ও বমি হতে আরম্ভ করে, পাকস্থলী শূন্য হয়ে গেলেও রোগীর বেদনা কমে না যাওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ ওঠা ভাব থেকে যায়।

পাকস্থলীর বেদনা হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরা বা মুঠিতে জোরে চেপে ধরার মত, মুচড়ে দেবার মত, খিঁচধরা অথবা খুঁড়ে গর্ত করার মত বোধ হয়।

একই ধরনের বেদনা নিচের দিকে্ পেটেও বোধ হয় তবে সে ব্যথা জোরে চাপ দিলে অথবা দেহ কুঁজো করে পেটের উপর ঝুঁকে পড়লে কম থাকে, কিছু সময় বাদে বাদে আরও তীব্রতা নিয়ে দেখা দেয় সেই সঙ্গে গা-গোলানোভাব, বমি হওয়া, অস্থিরতা, মূর্চ্ছাভাব; পাকস্থলীর উপর অংশে একটা শূন্যতা বা তলিয়ে যাবার মত বোধ প্রভৃতি দেখা যায়। রোগী একটা চেয়ারের পিছনদিকে ঝুঁকে দেহ বেঁকিয়ে অথবা বিছানার পায়ের দিকে ঝুঁকে বসে থাকে।

পেটের নিচের অংশের বেদনায় পা-দুটি গুটিয়ে রাখলে এবং হাতের মুঠিতে বেদনাক্রান্ত জায়গাটা চেপে ধরে থাকলে কম থাকে। ওভারীর তীব্র ধরনের নিউর‍্যাল-জিয়াতে রোগিণী তার আক্রান্ত দিকের পাটা গুটিয়ে এনে আক্রান্ত স্থানে সেটা শক্ত করে চেপে রাখে। বেদনাটার সূত্রপাত হিসাবে রাগ, কথা কাটাকাটি প্রভৃতির কথা জানা যেতে পারে।

ক্রোধ থেকে কলিক বেদনা ও বদহজম দেখা দেওয়া, দেহ সামনে ঝুঁকিয়ে ভাঁজ করে অর্থাৎ পেটে চাপ দেবার মত করে থাকলে বেদনা কম হওয়া, সোজা হয়ে বসে থাকলে বেদনা বৃদ্ধি পাওয়া, দাঁড়ালে বা পিঠ পিছনে বেঁকিয়ে রাখলেও বেদনা বেশী হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ কলোসিন্থে থাকতে দেখা যাবে।

ছোটদের কলিকের বেদনায় শিশু যখন উপুড় হয়ে পেটে চাপ দিয়ে শুয়ে থাকে তখন বেদনা কমে যায়, চিৎ করে বা অন্য কোন ভাবে শুয়ে বা শোয়াতে গেলে তার বেদনা বেড়ে যায় এবং শিশু চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে।

ডায়রিয়া এবং ডিসেণ্ট্রির সঙ্গেও এইরূপ একই ধরনের বেদনা থাকতে দেখা যায়। মলে সাদা, ঘন দড়ির মত লম্বা হয়ে পড়া এবং কালির মত থক্থকে শ্লেষ্মা বেরোয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ শ্লেষ্মায় রক্ত মেশানো থাকতেও দেখা যায়। প্রথমদিকে প্রচুর পরিমাণে উগ্র গন্ধযুক্ত মল বেরোলেও পরে পাতলা জলের মত এবং কম পরিমাণ গন্ধহীন মল বেরোতে দেখা যায়। কোন কারণে রেগে যাবার পরে ডায়রিয়া বা ডিসেণ্ট্রি দেখা দেওয়া ও সেই সঙ্গে বদহজম থাকা, খুব বেশী কুন্থন বা টেনেসমাস ও মলত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে কলিক্ দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

সামান্য একটু কিছু খেলেই কলিক, মলত্যাগের ইচ্ছা ও মলত্যাগ করা লক্ষণ কলোসিন্থে দেখা যায়। খাবার পরেই জলের মত পাতলা মল বেরোয় এই ধরনের বেশীর ভাগ উপসর্গেই রোগী উত্তাপ ও বিছানার গরমে আরাম বোধ বা কষ্ট কমবোধ করে থাকে।

কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম
(Conium Maculatum)

এই ওষুধটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল, দীর্ঘস্থায়ী একটি অ্যান্টিসোরিক এবং এটি দেহে ও মনে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে এবং এমন দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যে দেহের সর্বত্রই বিভিন্ন টিসুতে নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি করা এই ওষুধটির পক্ষে সম্ভব হয়। উপসর্গগুলি ঠাণ্ডা লাগার ফলে দেখা দেয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশের গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সামান্য একটু ঠাণ্ডা লাগলেই গ্ল্যাণ্ডগুলি শক্ত ও টনটনে ব্যথাযুক্ত হয়ে পড়ে। দেহের গভীর অংশে সৃষ্টি হওয়া কোন রোগের ক্ষত স্থানে ও প্রদাহে আক্রান্ত স্থানে ইনফিলট্রেশন বা অন্যস্থান থেকে আসা দ্রব্যে বা টিসুতে ঐ স্থান পূর্ণ হয়ে যায় বা নতুন করে ঐ স্থানে আক্রমণ ঘটে, বিশেষভাবে গ্ল্যাণ্ডে এবং লিম্ফ্যাটিক্স্-এ আমরা এই অবস্থা দেখতে পাই যার ফলে আমরা গিঁট্গিঁট্ পড়া শিকলের মত অবস্থায় গ্ল্যাণ্ডগুলিকে দেখতে পাই। বগলের গ্ল্যাণ্ডগুলিতে প্রদাহ ও ক্ষত হতে দেখা যায়। ঘাড়ের, কুঁচকির ও পেটের ভিতরের গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় হয়ে ওঠে। ক্ষতে আক্রান্ত অংশ শক্ত হয়ে পড়ে। স্তনে অ্যাবসেস হলে তার চারপাশে চাকা চাকা অংশ বা লাম্প এবং গুটিগুটি বা নডিউল সৃষ্টি হতে দেখা যায়। স্তনে এবং দেহের অন্যান্য অংশের ত্বকের নিচে নডিউল, লাম্প অথবা গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। গ্ল্যাণ্ডে ম্যালিগন্যাণ্ট ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হলে কোনিয়াম বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় কারণ ওষুধটি গ্ল্যাণ্ডে সিরাসের মত অবস্থা অর্থাৎ টিসুবৃদ্ধি ও শক্তভাব বা ইনডিউরেশন সৃষ্টি করতে পারে। স্নায়ুর উপরে এই ওষুধটির ক্রিয়াও খুব উল্লেখযোগ্য। স্নায়ুতে খুববেশী দুর্বলতা সৃষ্টি হয়; মাংসপেশীতে কাঁপুনি, ঝাঁকুনি লাগা এবং মৃদু কম্পন বা শিহরণ দেখা দেয়। কোন ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করতে গেলেই রোগী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে, **ককুলাসের** মত পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। দেহ ও মনের অবসন্নতার ফলে সব কাজেই শৈথিল্য বা ধীরতা দেখা দেয়। লিভার বড় ও শক্ত হয়ে যায়, শিথিল হয়ে পড়ে। মূত্রথলি দুর্বল হয়ে পড়ায় প্রস্রাবের অল্প খানিকটাই মাত্র বের করে দেওয়া সম্ভব হয় অথবা পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতার ফলে মূত্রথলি থেকে প্রস্রাব বার করে দেবার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে যায়।

হিস্টিরিয়া, মনের কাল্পনিক ভয়জনিত অবস্থা বা হাইপোকণ্ড্রিয়াকাল অবস্থার সঙ্গে নার্ভাসনেস, মাংসপেশীর দুর্বলতা ও কাঁপুনি ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগী ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ করে কিন্তু পরে ক্রমশ পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়।

রোগীর অধিকাংশ উপসর্গই বেদনাহীন থাকতে দেখা যায়। ক্ষত স্থান ও পক্ষাঘাতের আক্রান্ত স্থানে কোনরূপ বেদনা থাকে না। খুববেশী দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা, মাংসপেশীতে খুববেশী অবসন্নভাব বা ক্লান্তিবোধ এবং

কাঁপুনিযুক্ত দুর্বলতা থাকে। কোমরের হাড় বা হিপ্ এবং পায়ের দিকে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। হঠাৎ যারা স্বামী বা স্ত্রী হারিয়েছে বা যে কোন কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যৌন মিলন সম্ভব হয় না তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও স্নায়বিক গোলযোগ এবং কাঁপুনি প্রভৃতি দেখা দিলে এই ওষুধটির কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। যৌন মিলনের বা সঙ্গমের অভাবে কাঁপুনিযুক্ত দুর্বলতা, কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা না থাকা, অন্যেরা যে সব কথা বলে সেদিকে মনোযোগ দেবার ক্ষমতারও অভাব ঘটে। এইরূপ অবস্থায় পুরুষদের ক্ষেত্রেই কোনিয়াম বেশী প্রয়োজন হয়। যে সব মহিলার অস্বাভাবিক যৌন ক্ষমতা থাকে যৌন সঙ্গমের অভাবে তাদের জরায়ু ও ওভারীতে খুব রক্তাধিক্য ঘটলে সে ক্ষেত্রে কোনিয়ামের চেয়ে **এপিস** অধিক কার্যকরী হয়ে থাকে। তবে যদি ঐ সঙ্গে হিস্টিরিয়া এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠার প্রবণতা থাকে সেক্ষেত্রে কোনিয়ামই উপযুক্ত ওষুধ বলে বিবেচনা করতে হবে। এই ওষুধের অনেক উপসর্গই দীর্ঘদিন যৌন সঙ্গমের অভাবে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

কোনিয়াম এত গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে যে ওষুধটি ক্রমশ জড়বুদ্ধির মত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। রোগীর মানসিক অবস্থা যেন ভেঙ্গে পড়ে। দেহের মাংসপেশীর মত রোগীর মনটিও প্রথমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে, কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম, চিন্তা-ভাবনার কাজ করতে পারে না। স্মৃতিশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করা, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব হয় না এবং শেষে জড়বুদ্ধির মত অবস্থা দেখা দেয়। নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য পাগলামির লক্ষণও দেখা দিতে পারে। তবে পাগলামি বা উন্মত্তভাবের তুলনায় জড়বুদ্ধি অবস্থাটাই বেশী ঘটতে দেখা যায়। রোগীকে পরীক্ষা করবার সময় তার লক্ষণ দেখে ডিলিরিয়ামের মত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটা খুব ধীরে সৃষ্টি হওয়া মানসিক দুর্বলতা, জ্বরের সঙ্গে যে ধরনের দ্রুত ও সক্রিয়ভাবে দেখা দেওয়া মানসিক উত্তেজনা বা জ্বর-বিকার দেখা যায় এই রোগীর মধ্যে সেরূপ দেখা যাবে না। এই ওষুধে রোগীর মধ্যে যে উন্মত্তভাব দেখা দেয় সেটা অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ও মানসিক দুর্বলতা প্রসূত, এই রোগী খুব ধীরে চিন্তা-ভাবনা করে এবং মাসের পর মাস ধরেই প্রায় নীরবেই নিজের মনে ভাবনা-চিন্তা করে চলে। সক্রিয়ভাবে কোনরূপ ভয়াবহ আচরণ সাধারণত এই রোগীকে করতে দেখা যায় না, যেটা **বেলেডোনা**, **হায়োসায়ামাস** **স্ট্র্যামোনিয়াম** এবং **আর্সেনিকে** দেখা যায় সেইরূপ ভয়াবহ আচরণসহ উন্মত্ততা এই ওষুধটিতে পাওয়া যায় না। এই ওষুধে লক্ষণগুলি রোগীর মধ্যে এত ধীরে ধীরে একটু একটু করে সৃষ্টি হয় যে বাড়ীর লোকজনও প্রথমে সেটা লক্ষ্য করে না বা বুঝতে পারে না। কিন্তু তার নীরবে চুপচাপ বসে বসে নানারূপ চিন্তা-ভাবনা করা, কোনরূপ মানসিক বা দৈহিক পরিশ্রম করবার ক্ষমতা না থাকা প্রভৃতির জন্য তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ও জড়বুদ্ধির মত অবস্থায় আক্রান্ত বলে বোঝা যায়। রোগী সব বিষয়ে উদাসীন থাকে, কোন বিষয়েই তার কোন উৎসাহ থাকে না, বিশেষভাবে খোলা হাওয়ায় হাঁটা-চলা করার সময় এই ধরনের অবস্থা দেখা দেয়,

কারো সঙ্গে সে কথাবার্তা বলতে চায় না, কেউ পথচলা কালে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সে বিরক্ত হয়, এমনকি গালাগালও করতে দেখা যায় যেটাকে পাগলামি বা উন্মত্ততার লক্ষণ বলা যায়। রোগীর মধ্যে বিষাদ, অসুখীভাব কিছুদিন বাদে বাদে, কোন কোন ক্ষেত্রে দু'সপ্তাহ বাদে বাদে দেখা দেয়। সে বিষণ্ণভাবে ঘরের কোণে চুপচাপ বসে থাকে, কেউ তাকে বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে আরও বেশী বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সব কিছুতেই সে বিরক্তিবোধ করে। খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে। কোনরূপ মানসিক উত্তেজনার কারণ ঘটলে সে আরও বেশী মানসিক ও দৈহিক ক্লেশবোধ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে শোক থেকে উপসর্গ সৃষ্টি হয়, তাদের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা প্রথমে দেখা দেয়, সব কিছু ভুলে যায়, কোনকিছু মনে করার চেষ্টা করলে সে দিন দিন মানসিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে এবং শেষে জড়বুদ্ধি অবস্থা দেখা দেয়, আবার দুর্বলতাটা দৈহিক হলে ক্রমশ পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

কোনিয়ামের রোগী সামান্য একটু মদ্য জাতীয় পানীয়ও সহ্য করতে পারে না, মদ্য বা কোন উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করলে কাঁপুনি, উত্তেজনা, মানসিক দুর্বলতা ও অবসাদ দেখা দেয়। এই রোগীর বিভিন্ন ধরনের মাথাধরা, মাথায় ছিঁড়ে যাবার মত, সূচ বেঁধার মত বেদনা, দপ্‌দপ্ করা অনুভূতি, মাথায় নিউর‍্যালজিক বেদনা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

দেহের যে কোন অংশে মাংসপেশীতে দুর্বলতা, মুখমণ্ডলের একধারের মাংসপেশীতে দুর্বলতা, চোখের উপরের পাতায় পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা, মুখমণ্ডল ও চোখের স্নায়ুর গতিপথ বারবার সূচ ফোটানো, ছুরি দিয়ে কাটার মত ব্যথা মাথার উপর অংশে সূচ ফোটানোর মত বেদনা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

রোগী কোন কারণে উত্তেজিত হলে মাথাধরা দেখা দেয়। স্ক্যাল্প-এ অসাড়তা কোনিয়াম এর একটি বৈশিষ্ট্য, দেহে কোথাও কোন গোলযোগ ঘটলে সেখানে অসাড়তা দেখা দেয় সেই সঙ্গে বেদনা ও দুর্বলতা থাকে। সিক্ হেডেক এর সঙ্গে প্রস্রাব ত্যাগে অসমর্থ হওয়া, প্রচণ্ড রকমের মাথাঘোরা ও গা-গোলোনোভাব ; মাথায় চাপবোধ ; মাথা কোন দিকে ঘোরালে, বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে যেন চার দিকটা গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, শোয়া অবস্থায় মাথাঘোরা আরও বেশী হয়, নিচু হয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেও মাথাঘোরা বেড়ে যায়। বিছানায় শুয়ে মাথা এদিক-ওদিক ঘোরালে বা চোখ ঘোরালে মাথাঘোরা ভাবটা বেশী করে দেখা দেওয়া কোনিয়ামের বিশেষ লক্ষণ। এরূপ মাথাঘোরা এবং মাংসপেশীর দুর্বলতা অনেকটা ককুলাসে থাকতে দেখা যায়। চোখের মাংসপেশীতে দুর্বলতার জন্য কোনিয়ামের রোগীর পক্ষে কোন চলমান বস্তু বা দৃশ্য দেখা কষ্টকর, কারণ এতে তার সিক্ হেডেক, চোখের দৃষ্টির ও মানসিক গোলযোগ দেখা দেয়। রোগী কোনভাবে বিরক্ত বা উত্তেজিত হলে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, চোখের সামনে যেন আলোর ঝলকানি দেখে এবং তার সঙ্গে মাথাঘোরা ও হতবুদ্ধিভাব দেখা দেয়। চোখে কোন প্রদাহ না থাকলেও রোগী

চোখে আলো সহ্য করতে পারে না, আলোক-ভীতি থাকে। তীব্র অথবা মৃদু কোন ধরনের আলোতেই তার চোখের তারা বা পিউপিলে পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া ঘটে না। খুববেশী আলোক-ভীতির সঙ্গে চোখ থেকে জল পড়তে দেখা যায়। কোন সময় পিউপিল সংকুচিত অবস্থায় আবার কোন সময় প্রসারিত হয়ে থাকতে দেখা যায়। কর্নিয়ায় ক্ষত হলে কোনিয়াম সেটা সারাতে পারে। লেখাপড়া করতে গেলে চোখ জ্বালা করা ; চোখে কেটে যাওয়া, ঝিলিক দেওয়া এবং জ্বালা করা ব্যথা, চোখের পাতায় টিসু বৃদ্ধি ঘটে সেখানটা পুরু ও মোটা এবং শক্ত ও ভারী হয়ে চোখ বন্ধ করে রেখে, চোখ খোলা রাখলে বা তাকালে কষ্ট হয়।

মুখমণ্ডল, কান এবং চোয়ালের নিচের গ্ল্যাণ্ড, প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি বড় ও শক্ত হয়ে পড়ে, ক্রমশ সাবম্যাক্সিলারী এবং সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যাণ্ডগুলিও বেশী শক্ত ও বড় হয়ে ওঠে। ক্যানসারের মত উপসর্গের সঙ্গে গলা ও ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় হয়ে উঠতে দেখা যায়। চোখের পাতা, নাক এবং গালে সৃষ্টি হওয়া এপিথেলিওমা কোনিয়ামে সেরে যেতে দেখা গেছে। ঠোঁট ও তার আশপাশে ক্ষত হয়ে শক্তভাব গ্রহণ করা। ইনডিউরেশন হওয়া এবং ঐ ক্ষতের সঙ্গে যুক্ত সব লিম্ফ শিরায় ছোট ছোট নডিউল মালার আকারে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

পক্ষাঘাতে মত দুর্বলতা ইসোফেগাসে দেখা দেওয়ায় কোন কিছু গিলতে কষ্ট হওয়া, খাদ্য কিছুটা নেমে মাঝপথে আটকে থাকায় গলার ভিতরে পূর্ণতা ও নাকটা আটকে থাকার মত বোধ হয় এবং তখন রোগী অজানিতভাবে বার বার ঢোক গিলতে থাকে। ঢেকুর ওঠা বন্ধ হয়ে গিয়ে গলায় পূর্ণতাবোধ, পাকস্থলী থেকে একটা গোলমত কিছু যেন উঠে এসে ইসোফেগাসে আটকে আছে এরূপ বোধ বা গ্লোবাস হিস্টিরিকাস দেখা দিতে পারে। যখন কোন মহিলার কান্নার মত অনুভূতি হয় তখন সে ঢোক গিলতে গিয়ে গলায় দম আটকে যাবার মত বোধের সঙ্গে একটা লাম্প বা কিছু যেন গলায় আটকে আছে এরূপ বোধ করতে থাকে। এই ধরনের রোগী বা রোগিণী নার্ভাস, রুগ্ণ ও ভগ্নদেহী, জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে পড়ে. ভবিষ্যতে শোক, দুঃখ এবং পক্ষাঘাতের মত অসুস্থতা ছাড়া অন্য ভাল কোন কিছু ঘটার আশা তারা দেখতে পায় না। যখন জড়বুদ্ধির মত অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা কিছুটা স্বচ্ছদৃষ্টি ফিরে পায় তখন নিজের অসুস্থ অবস্থা, বড় হয়ে ওঠা গ্ল্যাণ্ডে, দুর্বলতা, গলায় লাম্পের মত বোধ প্রভৃতির কথা ভেবে তারা বিষন্ন হয়, কান্নাকাটি করে।

পাকস্থলীতে নানাধরনের গোলযোগ, ক্ষত হওয়া, ক্যান্সার সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যায় এবং লক্ষণ অনুযায়ী পাকস্থলীর ক্যান্সারে কোনিয়াম খুব ফলপ্রসূ প্যালিয়েটিভ হিসাবে কাজ করে থাকে।

পেটে খুব শক্তভাব ও সংবেদনশীলতা দেখা দেওয়া, চিমটিকাটা, সূচ বেঁধানো, কেটে যাওয়া, খিঁচধরা প্রভৃতি ধরনের বেদনা দেখা দিতে পারে। অনেকক্ষেত্রে পেটে নিচের দিকে কিছু যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে এরূপ লক্ষণের সঙ্গে মহিলার

মনে হয় যেন তার জরায়ু বাইরে বেরিয়ে পড়বে। ডায়রিয়ার তুলনায় কোষ্ঠবদ্ধতা বেশী হতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে, মলত্যাগের জন্য ব্যর্থ ইচ্ছা বা চেষ্টা, মল খুব শক্ত থাকা, রেক্টামে পক্ষাঘাত থাকার জন্য মল বের করার ক্ষমতা থাকে না। একবার স্বাভাবিকভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবার পরে পেটে পালসেশন ও শূন্যতাবোধ, মলত্যাগের জন্য খুব বেশী কোঁথ পাড়া বা জোর দেবার জন্য অনেকক্ষেত্রে মহিলাদের জরায়ু ভ্যাজাইনা দিয়ে কিছুটা বেরিয়ে আসতে বা ঝুলে পড়তে দেখা যেতে পারে। প্রতিবার মলত্যাগের পরে দেহে মৃদু কাঁপুনি ও প্যালপিটেশন দেখা দেয়। থেমে থেমে প্রস্রাব হতে দেখা যায়। রোগী প্রস্রাব ত্যাগের জন্য বেগ বা জোর দিতে গিয়ে ক্লান্তিবোধ করে ফলে প্রস্রাব আটকে গিয়ে পরে কোনরূপ চেষ্টা ছাড়াই পুনরায় আরম্ভ হয়। প্রস্রাবের সময় এরূপ দু'তিনবার হতে দেখা যায়। থেমে থেমে প্রস্রাব হবার শেষে ইউরেথ্রাতে কেটে যাবার মত বেদনা দেখা দেয়। উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে সেটা ঘোলাটে হতে দেখা যায়।

পুরুষের ক্ষেত্রে যৌনক্ষমতার দুর্বলতা, পুরুষত্বহীনতা থাকে। খুববেশী যৌনসঙ্গমের ইচ্ছা থাকতে পারে কিন্তু পুরুষত্বহীনতার জন্য তার অভিলাষ পূর্ণ হতে পারে না। কোনরূপ স্বপ্ন না দেখা অবস্থাতেও রেতঃস্খলন হয় এবং সেই সঙ্গে বেদনাও থাকতে দেখা যায়। যৌন-সঙ্গমে অভ্যস্ত লোকেরা স্ত্রীহীন হয়ে পড়ার জন্য তাদের যৌনেচ্ছা দমিত হবার কুফলে উপসর্গ দেখা দিলে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে। ধীরে ধীরে অণ্ডকোষ শক্ত ও স্ফীত হয়ে পড়া; বিশেষ কোন আবেগের পরিবর্তনে, কোনরূপ ইন্দ্রিয় বিষয়ক চিন্তা ছাড়াই এবং মলত্যাগের সময় প্রস্টেট থেকে রস বেরিয়ে আসতে দেখা যায়; সেইসঙ্গে প্রিপিউস অংশে চুলকাতেও দেখা যায়। কাজেই একইসঙ্গে বিস্ময়কর ভাবে মূত্রথলির গলার কাছে, প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড এবং অন্যান্য যৌন গ্রন্থিতে একই সঙ্গে উত্তেজনা এবং দুর্বলতা ও পুরুষত্বহীনতা থাকতে দেখা যায়। পুরুষদের অণ্ডকোষ বড় ও শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়; আর মহিলাদের ওভারী ও জরায়ুতে বড় হয়ে ওঠা ও শক্তভাব বা ইনডিউরেশন হতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাব খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে, খুব অল্প পরিমাণে হতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে জরায়ুতে টানা হেঁচড়া করার মত বেদনা বা স্প্যাজম থাকে। ঋতুস্রাব দমিত বা সাপ্রেসড্ থাকার ফলে জরায়ুতে, ওভারীতে এবং পেলভিসে দপ্‌দপ্ করা, ছিঁড়েপড়া ও জ্বালা করা বেদনা দেখা দিতে পারে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রথমদিকে পেটে টন্‌টন্ করা ব্যথা এবং ভ্রূণের নড়াচড়াতে পেটে বেদনাবোধ থাকতে দেখা যায়। জরায়ুর ফিব্রয়েড টিউমার এই ওষুধে সারানো যায়। সারভিক্স অংশে ক্যানসারজনিত গ্রোথ হয়ে খুব দ্রুত বেড়ে যেতে দেখা যায়। কোনিয়াম প্রয়োগে ক্যান্সারের সেই দ্রুত অগ্রগমন রোধ করা এবং রক্তস্রাব কমিয়ে দেওয়া সম্ভব, কারণ এই ওষুধটি সারভিক্স অংশে টিসুবৃদ্ধি ও ইনফিলট্রেশন এবং শক্তভাব বা ইনডিউরেশন সৃষ্টি করতে পারে।

শ্বাসকষ্ট, প্রায় সব সময় থাকা শুকনো কাশি, বিছানায় শুয়ে থাকলে কাশি

বেড়ে যাওয়া, প্রথম বার শোবার সময় কাশি হওয়ার জন্য উঠে বসে শ্লেষ্মাটা তুলে ফেলতে বাধ্য হওয়া, গভীর ভাবে শ্বাস নিলেই কাশি দেখা দেওয়া, বুকে সূচ ফোটানোর মত তীব্র বেদনাদায়ক স্ফীতি, বুকে ছিঁড়ে যাওয়া, ধারালো কিছু দিয়ে কেটে দেবার মত ব্যথা প্রভৃতি থাকতে পারে।

পিঠের মাঝামাঝি অর্থাৎ ডরসাল অংশে বেদনা এবং পিঠের দিকে দুর্বলতাই কোনিয়ামের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেরুদণ্ডে ছিঁড়ে বা থেঁতলে যাওয়া এবং শক্ লাগার কুফলে বেদনা ও দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া, হাত ও পায়ের দিকে বাতজনিত বেদনায় বা ক্ষতে আক্রান্ত হাত বা পা ঝুলিয়ে রাখলে বেদনা কম থাকা, কিন্তু অন্যান্য বেদনা পা বা হাত বিছানার উপরে বা চেয়ারে উঁচু করে রাখলে কম থাকা, মধ্যবয়সী লোকদের হাঁটা-চলায় টলে টলে পড়ার মত ভাব দেখা দেওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ঘুমের মধ্যে কোনিয়ামের রোগী খুব ঘামে, এমন কি চোখ বুজলেই তার দেহে ঘাম হতে শুরু করে, এই লক্ষণটি খুবই বৈশিষ্ট্যময়। কোনিয়ামের রোগীর দেহ প্রদাহে আক্রান্ত স্থানে ইনফিলট্রেশন ও ইনডিউরেশন সৃষ্টি হবার বিশেষ প্রবণতা থাকায় সেখানে সুরভাব বা স্টেনোসিস ঘটতে দেখা যায়। সুতরাং এই ওষুধের রোগীর ইউরেথ্রায় স্ট্রিকচার এবং জরায়ুর মুখে বা অস্ অংশে স্টেনোসিস ঘটতে পারে।

ক্রোটেলাস হোরাইডাস
[Crotalus Horridus (Rattlesnake)]

ক্রোটেলাস, **ল্যাকেসিস**, **এপিস** প্রভৃতি প্রাণিজাত বিষ ব্যবহারের বিষয়ে অজ্ঞ ও সাধারণ লোকদের মধ্যে একটা ভীতির ভাব থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এই সব ওষুধ পরিশুদ্ধও পোটেনটাইজড অবস্থায় ব্যবহার করা, বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে ঐ সব ওষুধের ব্যবহার অপরিহার্য কারণ তাদের কোন বিকল্প নেই, সেই সব ক্ষেত্রে ওষুধটি ব্যবহার করবার বিষয়ে আর কোন দ্বিধা বা ভয় থাকা উচিত নয়। একথা সত্য, যে সব রোগজনিত অবস্থায় ক্রোটেলাসের মত ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় সেগুলি খুবই ভয়াবহ বা মারাত্মক। ক্রোটেলাসের রোগীর বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হবে যেন রোগীর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে তার চেহারায় এমন একটা ভীতিপ্রদ ছাপ থাকে যে তার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর আশঙ্কায় তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজন বা চিকিৎসককে রোগীকে এইরূপ ভয়ংকর অবস্থা সারিয়ে তোলার জন্য যাহোক একটা কিছু করবার জন্য অনুরোধ করতে থাকে।

ক্রোটেলাসের লক্ষণগুলি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় এবং তার কোন বিকল্প দেখা যায় না। এই ওষুধটির লক্ষণের কিছুটা কাছাকাছি লক্ষণ অন্য সর্প বিষজাত ওষুধে দেখা গেলেও ক্রোটেলাস তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ লক্ষণ যুক্ত থাকে, একমাত্র 'এনসিসট্রোডন কনটরট্রিক্স' (কপার হেড) নামক সাপের বিষটি ক্রোটেলাসের অনেকটা

কাছাকাছি লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। সাপের কামড়ে আমরা ভয়াবহ বা মারাত্মক ধরনের লক্ষণ, খুব দ্রুত দেখা দেওয়া গুরুতর লক্ষণ, জাইমোসিস ও মৃত্যু ঘটা প্রভৃতি দেখতে পাই। অ্যালকোহল বা সুরাসার সাপের বিষক্রিয়াকে কমিয়ে দিতে পারে সেইজন্য সর্পদংশনের ক্ষেত্রে সুরাসার ব্যবহার করে বিষক্রিয়া কমিয়ে দিয়ে অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়। সাপের বিষের ক্রিয়ার ভয়াবহ অবস্থা কমে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর দেহে ক্রনিক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে দীর্ঘদিন সেসব লক্ষণ থেকে যায় এবং তাদের কাছ থেকেই আমরা লক্ষণ সংগ্রহ করে থাকি। কুকুর কে সাপে কামড়ালে তার দেহে র‍্যাট্‌ল স্নেক এর কামড়ানোর মত ক্রনিক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্যে অদ্ভুত একটা পিরিয়ডিসিটি যেমন প্রতিবার বসন্ত কালে শীতের প্রকোপ যখন কমে আসে ও উষ্ণতা দেখা দিতে শুরু করে, তখন উপসর্গ বা লক্ষণগুলি দেখা দেয়। কাজেই বোঝা যায় যে পাপের বিষের ক্রিয়ার সঙ্গে বসন্ত ঋতুতে উষ্ণ আবহাওয়ার সূত্রপাতের সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ যোগসূত্র আছে।

অন্যান্য সাপের বিষজাত ওষুধের মতই ক্রোটেলাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে রোগীর ঘুমের মধ্যেই বেশীর ভাগ উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

ক্রোটেলাসের বিষক্রিয়ার প্রথমদিকে আমরা স্কারলেট জ্বর, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড এবং অন্যান্য খারাপ ধরনের রক্তের বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী অসুখের মত উপসর্গ খুব দ্রুত সৃষ্টি হতে দেখতে পাই। ঐ ধরনের বিষক্রিয়ার ফলে রক্তের কণিকা বিনষ্ট হওয়া, শিরা ও ধমনীতে শিথিলতা সৃষ্টি হওয়া, দেহের বিভিন্ন নির্গমন পথ থেকে রক্তপাত বা রক্তস্রাব হওয়া, খুব দ্রুত অচেতন হয়ে পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। রোগীর দেহ ও মনে প্রায় পক্ষাঘাতের মত একটা অবসাদ দেখা দেয়। স্কারলেট জ্বর ও টাইফয়েডে খুব দুর্গন্ধ থাকলে ডিপথেরিরায় পচাটে দুর্গন্ধ ও রক্তপাত প্রভৃতি লক্ষণে ক্রোটেলাস কার্যকরী হয়। এই রোগীর দেহে ছিট্‌ ছিট্‌ দাগ, নীল ও হলদে মেশানো রঙের মত দাগ দেখা দেয়, আশ্চর্যজনক দ্রুততায় জণ্ডিস দেখা দেয়, মুখ হলদে দেখায় ত্বকও হলদে এবং ছিট্‌ ছিট্‌ দাগযুক্ত হয়ে পড়ে, আঘাত লেগে ছড়ে বা থেঁতলে যাবার মত নীলচে বা কালচে বিবর্ণতার সঙ্গে হলদে ছাপ দেখা দেয়; রক্তপাতের পরে ত্বক খুববেশী ফেকাশে ও রক্তশূন্য হয়ে পড়ে, মোমের মত সাদাটে দেখায়। কান, চোখ, নাক, ফুসফুস এবং অন্যান্য মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। ক্রোটেলাসের রোগীর মধ্যে খুববেশী দ্রুততার সঙ্গে পচনক্রিয়া দেখা দেয়, অর্ধঅচেতন অবস্থায় রোগী যেন একেবারে নিমজ্জিত, নিঝুমভাবে পড়ে থাকে, মনে হয় যেন তার মৃত্যু আসন্ন। দেহ থেকে রক্ত চুঁইয়ে এসে কালচে হয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা তরলই থেকে যায়, ক্লট বাঁধে না।

সব সময়ই একটা ভয়াবহ নার্ভাসনেস বা স্নায়বিক দুর্বলতা থাকে, হাত-পা কাঁপে; জিহবা বার করলে সেটা থির থির করে কাঁপতে থাকে; সামান্যতম পরিশ্রমেও ভীষণ ক্লান্তি দেখা দেয়। জীবনীশক্তি হঠাৎই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, একটা পক্ষা-

ঘাতের মত দুর্বলতা যেন সবসময়ই বিরাজ করে। হাত-পায়ে কাঁপুনি এবং মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন বা শিহরণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কনভালসন এবং পক্ষাঘাত সৃষ্টি হতে পারে, মাংসপেশীতে কোরিয়া'র মত কাঁপুনি, কোন কোন স্থানে স্প্যাজম এবং হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয়।

এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। খারাপ ধরনের ডিলিরিয়াম, নিজের মনে বিড় বিড় করে কথা বলা, বিশেষ ধরনের বাচালতার মত মনে হয়। **ল্যাকেসিস** এবং ক্রোটেলাস এই দুটিতে বাচালের মত কথা বলা অবস্থা থাকতে দেখা যায়, তবে **ল্যাকেসিসের** রোগী খুব দ্রুত কথা বলে চলে, ঘরে অন্য কেউ কোন কথা বললে সেটা সেই টেনে নিয়ে একনাগাড়ে কথা বলে যায়, যদিও ঐ বিষয়ে সে আগে কিছুই শোনেনি ; **ল্যাকেসিসের** রোগীর সামনে অন্য কেউ কোন কথা শেষ করতে পারে না, এই রোগী সেটা ধরে নিয়ে নিজের মত করে শেষ করে। ক্রোটেলাসেও এইরূপ লক্ষণ আছে তবে এই ওষুধের রোগী কথা বলতে গিয়ে যেন বার বার হোঁচট খায়, তার কথা আটকে আটকে যায়। কথা যেন হাতড়াতে থাকে, মাতালের মত এই রোগী যেন প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয়ভাবে কথা বলে যায় কিন্তু **ল্যাকেসিসের** রোগী অ্যাকটিভ বা সক্রিয়ভাবে, বন্য উত্তেজনায় যেন কথা বলে চলে। ক্রোটেলাসের ডিলিরিয়ামের সঙ্গে অবসন্ন ভাব, ঝিমুনিভাব, বক্ বক্ করে নিজ মনে কথা বলতে বলতে বিছানা থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা বা চেষ্টায় নিষ্ক্রিয়ভাব, ধীরগতি প্রভৃতি দেখা যায়। সবসময়ই রোগীর মৃত্যু-চিন্তা থাকে, কোন কিছু পড়তে গেলে কাঁদে, ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ ও অলসভাব থাকতে দেখা যায়। নড়াচড়া করলে মাথাঘোরা ও গা-বমিভাব দেখা দেয়, ঘুমোতে গেলে তীব্র বেদনা দেখা দেয়, রোগী বেশী ঘুমোলে তার মাথার বেদনাও তত বেশী হয়।

অধিকাংশ সাপের বিষের মত ক্রোটেলাসেও ঘুমের মধ্যে উপসর্গ বেশী হতে দেখা যায়। ঘুমানোর পরে রোগীর মাথার উপসর্গ দেখা দেয়। মাথার যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে তার মাথার পিছন দিকটা খুব ভারীবোধ হতে থাকে, রোগী সেজন্য বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারে না। মাংসপেশীতে এত বেশী ক্লান্তি দেখা দেয় যে সে হাত দিয়ে আক্রান্ত অংশ ধরে থাকতে বাধ্য হয়। **ল্যাকেসিসেও** এরূপ লক্ষণ থাকে। রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরার সঙ্গে মুখমণ্ডল মোমের মত ফেকাশে, হলদেটে ও বেগুনীর রঙের ছিট্ ছিট্ দাগযুক্ত, যেন আঘাত লেগে থেঁতলে গেছে সেরূপ দেখায়। মাথার যন্ত্রণা চোখের দিকে ছড়িয়ে যায়। তীব্র ধরনের সিক হেডেকের সঙ্গে মাথাঘোরা, মাথা দপ্ দপ্ করা, মাথা নিরেট ও ভারীবোধ ও দপ্ দপ্ করা ব্যথার সঙ্গে অক্সিপিটাল অংশে বেদনা অথবা সম্পূর্ণ মাথাতেই কনজেসসন হওয়ার মত লক্ষণ দেখা যেতে পারে। রোগী মানসিকভাবে বিচলিত বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ; তার কাছে মাথাটা খুব বড় হয়ে গেছে বলে বোধ হতে থাকে, মনে হয় মাথাটা ভর্তি হয়ে আছে এবং সেটা ভেঙ্গে বা ফেটে যাবে। পিঠের দিক থেকে রক্তের স্রোত যেন মাথায় উঠে আসছে এরূপ বোধের সঙ্গে মাথাধরা যেন ঢেউয়ের মত কিছুক্ষণ বাদে

বাদে দেখা দেয়, মাথায় ঝাঁকুনি বা নড়াচড়ার মাথার যন্ত্রণা বেশী হওয়া, শুয়ে এপাশ করলে বা শোয়ার ধরন বদলে অন্য দিকে ফিরে শুলে পিঠের দিক থেকে মাথায় রক্তস্রোত বয়ে চলার মত অনুভূতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **ল্যাকেসিসের** রোগীকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মেরুদণ্ড দিয়ে রক্তের স্রোত যেন উপর দিকে বয়ে চলেছে এবং তার সঙ্গে পালসের গতির সমতাও থাকতে দেখা যায়।

চোখ থেকে রক্তপাত, চোখ হলদে হয়ে যাওয়া, চোখে জ্বালা, চোখ লাল হয়ে ওঠা ও চোখ থেকে জলপড়া, চোখে চাপ বোধের জন্য মনে হয় যেন চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে ; চোখের উপরের পাতার পক্ষাঘাত, চোখের পাতার মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ প্রভৃতি দেখা যায়।

কানে রক্তোচ্ছ্বাস, শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ন বা সংবেদনশীল হয়ে পড়া, কানে দপ্‌দপ্‌ করা ও কামড়ানো ব্যথা, কান থেকে হলদে, রক্ত মেশানো, দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর পরিমাণে স্রাব বেরানো, স্কারলেট জ্বর, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি খারাপ ধরনের জাইমোটিক অবস্থায় চোখ, নাক ও কান থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত চুঁইয়ে পড়া, বিশেষ ভাবে নাক থেকে এইরূপে রক্তপাত বেশী দেখা যায়। এই ওষুধে মাথায় খুববেশী কনজেসসনের সঙ্গে নাক থেকে রক্তপড়া লক্ষণটি বিশেষভাবে দেখা যায়। নাক বা কান থেকে খুববেশী পচাটে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গমন, ওজিনা প্রভৃতি এই ওষুধটি নিরাময় করতে পারে।

প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ, মুখমণ্ডলে নীলচে, বিবর্ণভাব, জণ্ডিসের লক্ষণের সঙ্গে মুখমণ্ডল হলদে, রক্তশূন্য ও মোমের মত সাদাটে হয়ে পড়া, যে সব যুবতী মেয়ের দীর্ঘদিন ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে মুখমণ্ডল ফেকাশে, রক্তশূন্য বা হলদেটে হয়ে পড়ে ফুস্কুড়ি ও পুঁজযুক্ত ফোস্কার মত পাসটিউল সৃষ্টি হয় তাদের পক্ষে ক্রোটেলাস কার্যকরী হতে পারে।

এই রোগী ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করে এবং বার বার ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে। তার মুখে বিস্বাদ, পচাটে স্বাদ বোধ হয়। মাঢ়ীতে প্রদাহ, মুখ থেকে রক্তপাত, গলায় প্রদাহ ও সেখান থেকে রক্তপাত হওয়া, গলা ও মুখে জ্বালাবোধ, জিহ্বা স্ফীত থাকে এবং মৃদু অথবা থির্ থির্ করে কাঁপতে দেখা যায়, জিহ্বা বাইরে বার করলেই সেটা কাঁপতে থাকে। হাত নাড়ালেই তা কাঁপে। খারাপ ধরনের ডিপথেরিয়ায় নাক ও মুখ থেকে রক্ত পড়ে এবং গলার ভিতরে একটা কালচে বা গাঢ় রঙের পর্দার সৃষ্টি হয়ে শ্বাসপথ রুদ্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা দেখা দেয় ; মুখ ও অন্যান্য অংশে ক্ষত হয়ে সেখান থেকে রক্তপাত হওয়া, যে সব রোগী রাত্রিতে লালায় বালিশ ভিজিয়ে ফেলে তাদের **মার্কুরিয়াস** প্রয়োগের পরে ক্ষত দেখা দিলে, ক্ষত থেকে রক্তপাত হতে এবং কিছু গেলা কষ্টকর হয়ে পড়লে ক্রোটেলাস কার্যকরী হতে পারে। ম্যালিগন্যাণ্ট ধরনের ডিপথেরিয়ায় ওষুধটি ফলপ্রসূ হয়। রোগী ডানদিক চেপে বা চিৎ হয়ে শুলে সঙ্গে সঙ্গেই কালচে পিত্তবমি হয়। সিক্‌হেডেকের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পিত্তবমি

হলে এই ওষুধটি খুবই কার্যকরী হবে। পিত্তবমির সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্তও মেশানো থাকতে দেখা যায়।

পাকস্থলীতে বেদনা, পাকস্থলী ও পেটে যেন একটুকরো বরফ রেখে দেওয়া হয়েছে তেমনই শীতলতা বোধ হয়। পাকস্থলীর উত্তেজনায় কোন সামান্য খাদ্যও সেখানে থাকে না, সবকিছুই বমি হয়ে যায়, সেই সঙ্গে রক্তবমিও হয়ে থাকে। পাকস্থলীতে ক্ষত, ক্যান্সারের ক্ষত প্রভৃতির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পিত্ত ও রক্তবমি হতে দেখা গেলে ক্রোটেলাস সেই ক্ষত সারাতে অথবা ক্যান্সারের ক্ষতের অগ্রগতি রোধ করতে বা বিলম্বিত করতে পারে। বমির সঙ্গে অথবা অন্যস্থান থেকে যে রক্তপাত ঘটে তাতে রক্ত জমাট বাঁধার লক্ষণ থাকে না ; এই ধরনের দুষ্ট ক্ষত, ক্যান্সারের ক্ষত অথবা খারাপ ধরনের জাইমোটিক উপসর্গের সঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রেই জন্ডিস থাকতে দেখা যায়। অন্ত্রে ক্ষত হওয়া, রক্তপাত, পেটে খুব ব্যথা ও কোন কোন ক্ষেত্রে অসাড়বোধ মনে হয় যেন সেখানটা কাঠের তৈরী ; মল কালচে, পাতলা, কফির মত রঙের হতে দেখা যায় ; দূষিত জল. দূষিত খাদ্য প্রভৃতি থেকে সেপটিক ধরনের ডিসেণ্ট্রি অথবা ডায়রিয়া সৃষ্টি হওয়া, ওভারী এবং জরায়ুতে প্রদাহ, খারাপ ধরনের জ্বরের সঙ্গে পচাটে দুর্গন্ধ থাকা ; রক্তপাতে রক্ত কালচে ক্লটযুক্ত অথবা জমাট বাঁধার কোন প্রবণতাই না থাকা, ঋতুবন্ধ হবার বয়সে নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া, মুখমণ্ডল ও দেহে উত্তপ্ত রক্তের স্রোত বয়ে যাবার মত বোধ, জন্ডিস প্রভৃতি দেখা দেওয়া, জরায়ু অথবা অন্য কোন স্থান থেকে রক্তপাত বা রক্তস্রাব হতে থাকা, জরায়ুর ক্যান্সারের সঙ্গে খুববেশী রক্তস্রাব হওয়া, সঙ্গে খুববেশী দুর্গন্ধ থাকা ; রোগী জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে হলদেটে হয়ে পড়ে, ত্বকে ছিট্‌ছিট্ দাগ দেখা দেয়. খুব বেশী অবসাদ থাকে, শিরার গতিপথ বরাবর মুখমণ্ডল ও হাত-পায়ে স্ফীতি দেখা দেয়। সামান্য স্পর্শ. ঝাঁকুনি লাগা বা নড়াচড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

হার্টের দুর্বলতা সৃষ্টির জন্য এটিকে হার্টের ওষুধ বলে বিবেচনা করা যায়. তবে সাপের বিষ থেকে সৃষ্ট **ন্যাজা, ল্যাকেসিস** এবং **ইল্যাপ্স**-এর মত এই ওষুধটি হার্টের উপসর্গে তত বেশী ব্যবহৃত হয় না। হাত ও পায়ের দিকে ছাপ ছাপ দাগ, গ্যাংগ্রীনের মত চেহারা থাকতে পারে।

ত্বকে ফোড়া, কার্বাঙ্কল, উদ্ভেদ প্রভৃতি সৃষ্টি হলে তার চারপাশে ঘিরে নীলচে বা বেগুনী রঙ থাকে, সেই সঙ্গে খুব জ্বালা ও ব্যথাও থাকে, তবে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ এই যে ফোড়া, কার্বাঙ্কল প্রভৃতির চারপাশে অনেকটা জায়গাতেই ঈডিমা দেখা দেয় এবং সেই ফোলা অংশে আঙ্গুলের চাপ দিলে আঙ্গুল বসে গিয়ে গর্তের মত দেখায়, সেটা কিছুক্ষণ পরে আবার আপনা-আপনি মিলিয়ে যায়। ফোড়া, অ্যাবসেস, কার্বাঙ্কল প্রভৃতি থেকে ঘন কালচে রক্ত বেরোয় যা জমাট বাঁধে না। কার্বাঙ্কল প্রথমে একটি দুটি ফোস্কা নিয়ে দেখা দেয় পরে অনেকগুলি পুঁজযুক্ত ফোস্কা একত্রে মিশে গিয়ে কার্বাঙ্কলটি সৃষ্টি করে এবং তার চারপাশে ছোট ছোট মশার কামড়ের দাগের মত প্যাপিউলা অথবা ফোস্কা দেখা দেয়, চারপাশটা ফুলে যায়, আঙ্গুলের চাপে

দেবে যায়। এই ধরনের লক্ষণসহ কার্বাঙ্কল-এর জন্য **আর্সেনিকাম, অ্যান্থ্রাসিনাম ল্যাকেসিস, সিকেলি** এবং ক্রোটেলাস প্রভৃতি ওষুধ বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, কারণ ঐ ওষুধগুলিতে ঐ ধরনের লক্ষণও ম্যালিগন্যান্ট অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে।

পিওর পেরাল ফিভারের সঙ্গে কালচে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত চুঁইয়ে বেরিয়ে আসা এবং সেই রক্তে জমাট বাঁধার লক্ষণ না থাকা এই ওষুধে দেখা যায়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় টাইফয়েডের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় হয়ত ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়, রোগিণীর দেহে জটিল বীজাণু সংক্রমণের মত বা জাইমোটিক অবস্থা দেখা দেয় এবং তার এমন রক্তস্রাব হতে থাকে যে মনে হয় যেন রক্তস্রাব হতে হতেই সে মরে যাবে, স্রাবের রক্ত জমাট বাঁধে না, একটু একটু করে সবসময় রক্ত চুঁইয়ে পড়তে থাকে, ফলে রোগী অবসাদে একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে, কোমা অবস্থা, যেকোন মদ বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবন করার মত সে অবস্থায় সে বিছানায় মড়ার মত পড়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই **ব্যাপটিসিয়া, আর্সেনিকাম, সিকেলি, ওফিডিয়া** এবং কোন কোন ক্ষেত্রে **আর্নিকা, ফসফরাস, পাইরোজেন** প্রভৃতি ওষুধের কথা ও প্রয়োগের চিন্তা দেখা দেয়।

ক্রনিক অবস্থায় রোগীর মধ্যে ঘুমের বিষয়ে ভয়াবহ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। ঘুমের মধ্যে রোগী খুন, মৃত্যু, মৃতদেহ, মৃতব্যক্তি এমন কি মৃতদেহের গন্ধও যেন স্বপ্নের মধ্যে দেখে বা পায় এবং ভয় পেয়ে জেগে ওঠে এবং খুব ক্লান্ত ও হতবুদ্ধির মত হয়ে পড়ে। যেকোন আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে উষ্ণতা দেখা দিলে তার নানা উপসর্গ দেখা দেয়, সে উত্তেজিত ও খিটখিটে হয়ে পড়ে এবং এসবের পরে সে তার বন্ধু পরিজনদের উপরও সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে; নানা ধরনের উত্তেজক পানীয় চায় এবং কিছুতেই তার ঐ রূপ ইচ্ছা দমন করতে পারে না। পুরানো নেশাখোরদের মত এইরূপ আশ্চর্যজনক সাদৃশ্যজনক লক্ষণের সঙ্গে ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস, মুখমণ্ডলে নীলচে বা বেগুনী আভা দেখা দেওয়া, মদ্যপায়ীদের মত অদ্ভুত ধরনের ক্ষুধাবোধ, উত্তেজক খাদ্য বা পানীয়ের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ক্রোটেলাসে দেখা যায়। এ কথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে মোটাসোটা, শক্তিশালী ও বলবান মদ্যপায়ীদের কড়া পানীয় বা গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ক্রোটেলাস প্রয়োগে দূর করা সম্ভব।

ক্রোটন টিগলিয়াম
(Croton Tiglium)

ক্রোটন গাছের তেল দেহের ত্বকে লাগালে বা মালিশ করলে সেখানে প্রদাহ হয়ে তার উপরে জল এবং পুঁজযুক্ত ফোস্কা সৃষ্টি হয় এবং সেখানটা খুববেশী লাল হয়ে পড়ে এবং ক্ষতের মত টনটন্ করা ব্যথা দেখা দেয়। প্রদাহটা প্রায়ই বেড়ে গিয়ে ইরিসিপেলাসের মত দেখায় তবে আক্রান্ত অংশে সৃষ্ট ফোস্কাগুলির জন্য জলপূর্ণ ফোস্কাযুক্ত একজিমার সঙ্গে এর বেশী সাদৃশ্য থাকে। ঐ উদ্ভেদগুলি কয়েকদিন

ধরে থাকার পরে শুকিয়ে আসে এবং তার কয়েকদিন পরে মরা মাসের মত উঠে মিলিয়ে যায়।

দীর্ঘদিন ধরে ওষুধটি প্রুভারের উপর প্রয়োগ করার ফলে, অপরিশোধিত অবস্থায় ওষুধটির প্রয়োগে অথবা প্রুভার যদি খুব সংবেদনশীল থাকে তা হলে এই ওষুধটির প্রতিক্রিয়ায় দেহের গভীরে এবং বাইরের দিকে আলাদা ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। উদ্ভেদগুলি বেরিয়ে যাবার পরে দেহের অভ্যন্তরে সৃষ্ট লক্ষণগুলি আর থাকে না, বাতের লক্ষণ, কাশি, পেট বা অন্ত্রের উপসর্গগুলি ঐরূপ অবস্থায় অনুপস্থিত থাকে।

প্রথমেই কাশির কথায় আসা যাক; মধ্যরাত্রিতে হাঁপানির মত কাশিতে রোগীর প্রায়ই ঘুম ভেঙ্গে যায়। তীব্র কাশির দমক ও শ্বাসকষ্টে রোগী শুয়ে থাকতে না পেরে উঠে বসতে বাধ্য হয়। রাত্রিতে এবং শুয়ে থাকা অবস্হায় কাশি খুব বেড়ে যায়, তার শ্বাসকষ্ট ও দম আটকাভাব দেখা দেয়। কাশির ধরনে যক্ষ্মা অথবা শিশুদের ক্ষেত্রে হুপিং কাশির মত মনে হয়। শ্বাসপথে খুববেশী সুড়সুড় করা উত্তেজনা থাকায় শ্বাস গ্রহণের ফলে কাশি দেখা দেয়, গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এরূপ কাশি কয়েকদিন ধরে চলার পরে দেহের কোন একটা অংশে উদ্ভেদ বেরিয়ে আসে, সেগুলি জলপূর্ণ অথবা পুঁজযুক্ত ফোস্কার মত হয় এবং একসঙ্গে অনেকগুলি উদ্ভেদ গায়ে গায়ে লাগানো অবস্হায় এবং 'প্যাচ' আকারে দেখা দেয়; আক্রান্ত স্হানে প্রদাহ ও লালভাব হয়ে পড়ে শুকিয়ে আসা ও মরামাসের মত হয়ে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। উদ্ভেদ চলাকালে কাশি থাকে না, কিন্তু উদ্ভেদগুলি মিলিয়ে যাবার পরে আবার কাশি দেখা দেয় এবং এরূপ অবস্হা দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

এর পরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ অন্ত্র ও পেটে দেখা যেতে পারে। অ্যাকিউট এবং ক্রনিক এই দুই ধরনের ডায়রিয়াই এই ওষুধে দেখা যায়। শিশু কলেরাতেও ওষুধটি কার্যকরী হয়। যে আকস্মিকতার সঙ্গে মল বেরিয়ে আসে সেটা বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, মনে হয় যেন একটি মাত্র তোড়েই হলদে, জলের মত পাতলা মল অথবা নরম, কাদার মত মল বেরিয়ে আসে যে গ্রাম্য বা অশিক্ষিত রোগী হয়ত এই ধরনের মল বেরোনোকে "হাঁস বা মুরগীর মত" একবারেই মল বেরোয় বলে বর্ণনা দেবে। একটি মাত্র তোড়ে সবটা মল বেরিয়ে আসা লক্ষণটির সঙ্গে পেটটি খুব স্পর্শকাতর ও ফুলে থাকতে দেখা যায়, পেটে খুববেশী গড় গড় শব্দ হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন তার পেটের ভিতরটা জলে পূর্ণ হয়ে আছে। ক্রোটনের ডায়রিয়াতে আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে রোগীর পেট বা নাভির কাছে চাপ পড়লে মলদ্বার ও রেক্টামে বেদনা ও মলত্যাগের ইচ্ছা বা বেগ দেখা দেয় এবং মল বেরিয়ে যাবার পরে রোগীর মনে হয় যেন তার রেক্টাম কিছুটা বেরিয়ে বা ঝুলে রয়েছে। সামান্য একটু জল বা দুধ পান করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোন কোন ক্ষেত্রে মলত্যাগের ইচ্ছা বা বেগ দেখা দেয়; খাবার পরেই রোগী মলত্যাগ করতে যেতে

বাধ্য হয়। শিশুদের এই ধরনের ডায়রিয়ার সঙ্গে খুববেশী অবসাদ, পেট টিম্প্যানাইটিসের মত ফুলে ওঠা, পেটে বা অন্ত্রে খুববেশী গড়্‌গড়্‌ শব্দ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে শিশু সামান্য একটু দুধ পান করলে অথবা মায়ের স্তন পান করলেই একটি মাত্র তোড়ে পাতলা মল বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির চোখ সংক্রান্ত লক্ষণগুলিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। চোখের প্রদাহের সঙ্গে চোখের চারপাশে ও চোখের পাতায় জলপূর্ণ ও পুঁজযুক্ত ফোস্কা হতে দেখা যায়, কর্নিয়ার উপরে পাসটিউল এবং চোখের পাতায় ডিম ডিম ছোট ছোট গ্রানিউল সৃষ্টি হয়। চোখের সব টিসুতে, আইরিস, কনজাংক্টাইভার প্রদাহে, চোখের শিরা ও ধমনী ফুলে ওঠা, চোখ খুব লাল ও দগ্‌দগে হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। এই ধরনের প্রদাহের সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন চোখের পাতা ভিতরদিকে তার দিয়ে টেনে বেঁধে রাখা হয়েছে অথবা অপটিক নার্ভ যেন চোখকে টেনে মাথার সঙ্গে আটকে রেখেছে। **প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়াতেও** চোখ পিছনদিকে যেন তার দিয়ে টেনে রাখা হয়েছে এরূপ বোধ থাকে তবে **প্যারিস কোয়াড্রি-র** চোখের অবস্থা ভিন্ন ধরনের হয়; চোখের কাজ অতিরিক্ত বেশী করা, সেলাই, ফোঁড়াই করা প্রভৃতির জন্য মাথাধরা, চোখে ও মাথায় নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা কোনরূপ প্রদাহ ছাড়াই দেখা দিলে **প্যারিস কোয়াড্রি** ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু প্রদাহের সঙ্গে যদি রোগীর মনে হয় যে তার চোখ যেন তার দিয়ে পিছনদিকে টেনে বেঁধে রাখা হয়েছে সেক্ষেত্রে ক্রোটন টিগ্‌ই নির্দিষ্ট ওষুধ।

শিশুদের মাথার স্ক্যাল্প-এ দীর্ঘস্থায়ী একজিমা, জলপূর্ণ ফোস্কা অথবা তার মাঝে মাঝে দু'একটি পুঁজযুক্ত ফোস্কা সৃষ্টি হওয়া, ফোস্কাগুলি শুকিয়ে মরামাসের মত উঠে মিলিয়ে যাওয়া এবং তার অব্যবহিত পরেই আবার নতুন করে ফোস্কা ও পাসটিউল সৃষ্টি হওয়া, এভাবেই শেষে ক্রনিক একজিমা দেখা দেওয়া প্রভৃতি ক্রোটনে দেখা যায়। তবে ক্রোটনের উদ্ভেদের সঙ্গে **সিপিয়া-র** উদ্ভেদ এতই সাদৃশ্যপূর্ণ ধরনের হয় যে অনেকক্ষেত্রে এই ওষুধটিকে আলাদাভাবে বুঝে নেওয়া কষ্টকর হয়। **সিপিয়ার** একজিমাতেও জল ও পুঁজযুক্ত ফোস্কা হয়ে সেখানে দগদগেভাব ও রক্তস্রাব হতে দেখা যায় কিন্তু **সিপিয়ার** ক্ষেত্রে শিশুদের মাথায় স্ক্যাল্প-এ যে একজিমা হয় সেখান থেকে ক্রোটনের তুলনায় অনেক বেশী রক্তস্রাব ও দগদগে ভাব থাকতে দেখা যাবে, ফোস্কাগুলিতে মামড়ী পড়া বা ক্রাস্টা ল্যাকটিয়াও দেখা যায়, সেটা ক্রোটনে নেই। ক্রোটনের এইরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই ডায়রিয়ার একতোড়ে মল বেরিয়ে আসা, সামান্য একটু হজমের গোলমালেই ডায়রিয়া দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যাবে যার উপর নির্ভর করে ক্রোটন নির্বাচন ও প্রয়োগ করা সহজ হয়ে পড়বে। তা ছাড়া ডায়রিয়া বেশীদিন দীর্ঘস্থায়ী হলে রোগী বা শিশুর একজিমা বা মাথার উপসর্গ কম থাকবে বা একেবারেই থাকবে না, কিন্তু ডায়রিয়া সেরে গেলেই একজিমা অথবা উদ্ভেদ নতুন করে দেখা দেবে।

সন্তান প্রসবের পরে মায়ের স্তনে স্বাভাবিক ভাবেই কিছুদিন পর্যন্ত দুধ সৃষ্টি

হয় কিন্তু হয়ত একেবারে আকস্মিকভাবে রোগিণীর স্তনে বা যে কোন একটি স্তনে বেদনা এবং যেন তার দিয়ে ভিতরের দিকে টেনে বেঁধে রাখা হয়েছে, বেদনায় আক্রান্ত স্তনে এইরূপ অনুভূতি দেখা দেয়, যেন স্তনের বোঁটার পিছন দিকটা তার দিয়ে ভিতরের দিকে টেনে বেঁধে রাখা হয়েছে এরূপ বোধ এবং সেই সঙ্গে সূচ ফোটানো বা হুল ফোটানো, ছিঁড়ে যাওয়া ও টেনে ধরার মত ব্যথায় রোগিণী সারারাত বা দিনরাত্রি সবসময়ই মেঝেতে হাঁটা-চলা করে বেড়াতে বাধ্য হয়। চোখে এবং স্তনে এই রূপ টেনে তার দিয়ে বেঁধে রাখার মত অনুভূতি খুব ছোট হলেও ক্রোটনের এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। **প্লামবাম**-এ অনেক ক্ষেত্রে নাভিতে এরূপ তার দিয়ে টেনে রাখার মত বেদনা থাকতে দেখা যায়। এই সব ধরনের ছোট ছোট কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে, বিচার-বিবেচনা করেই সফলভাবে ওষুধ নির্বাচন করা সম্ভব হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্রোটনের বিশেষ ধরনের স্তনের বেদনায় গরম সেক্ বা পুলটিস লাগিয়ে কোনরূপ আরাম বোধ হয় না।

শিশু কলেরায় বমি হওয়াটা খুবই সাধারণ লক্ষণ, ক্রোটনে অল্প-স্বল্প বমি হবার লক্ষণ থাকলেও সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজেই যে সব শিশু কলেরায় একটি মাত্র তোড়ে মল বেরিয়ে আসা ও মলের অন্যান্য লক্ষণ থাকলেও বমি বিশেষ হয় না, সেক্ষেত্রে ক্রোটন কার্যকরী হতে পারে। খুববেশী গা-বমি ভাব বা পেট গুলিয়ে ওঠা ও সেই সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ হারিয়ে ফেলা, মাথাঘোরা অবস্থা কিছু পান করলেই বেড়ে যাওয়া, এবং সেই সঙ্গে বার বার পাতলা জলের মত হলদেটে সবুজ রঙের মল নির্গমন, খুববেশী গা-বমিভাবের সঙ্গে মুখে জল ওঠা কিন্তু বমি বিশেষ না হওয়া লক্ষণ আমরা ক্রোটনের শিশু কলেরায় দেখতে পাব। গা-বমি ভাবটা অনেকটা '**ইপিকাক**-এর মত হলেও এই ওষুধটিতে ক্রোটনের মত মল বেরোতে দেখতে পাব না, তার বদলে কিছুক্ষণ বাদে বাদেই খুব অল্প একটু করে মল নির্গমন হতে দেখব। **ইপিকাকের** শিশু কলেরায় বমি হওয়া লক্ষণটি বিশেষভাবে দেখা যায় এবং পাকস্থলী বমি হবার পরে যখন একেবারেই শূন্য হয়ে পড়ে তখন খুববেশী ওয়াক্ ওঠা ও সেই সঙ্গে অবসাদ থাকতে দেখা যায়, মলও খুব কম পরিমাণে হয়, অপর পক্ষে ক্রোটনে মল বেশী পরিমাণে হয় এবং গা-বমিভাব থাকলেও বমি খুব একটা হয় না, হলেও সেটা খুবই কম।

এই ওষুধটির সঙ্গে 'রাস্'-এর সম্পর্কটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ, 'রাস' গোষ্ঠীর, বিশেষত **রাসটক্সের** সঙ্গে ক্রোটনের জলপূর্ণ ফোস্কা সৃষ্টির ক্ষমতায় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়! 'রাস' গোষ্ঠীর ওষুধগুলির বিষনাশক বা অ্যান্টিডোট হিসাবেও ক্রোটন টিগ্ কাজ করে। **অ্যানাকার্ডিয়াম**, **সিপিয়া**, **অ্যানাগেলিস** প্রভৃতি 'রাস' গোষ্ঠীর ওষুধের মতই ক্রোটনে উদ্ভেদ প্রধানত যৌনাঙ্গে দেখা দিতে দেখা যায় এবং যৌনাঙ্গের উদ্ভেদ সহ রাসগোষ্ঠীর ওষুধের অ্যান্টিডোট হিসাবে ক্রোটন কার্যকরী হয়। চোখে এবং মাথার স্ক্যাল্পের উদ্ভেদেও রাসগোষ্ঠীর ওষুধের অ্যান্টিডোট রূপে ক্রোটন সফলভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু উদ্ভেদ যদি কেবলমাত্র হাতের তালুতেই

সীমাবদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে ক্রোটনের বদলে **অ্যানাগেলিস** কার্যকরী হবে ; ক্রোটনের ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গে যে ধরনের উদ্ভেদ থাকে, **অ্যানাগেলিস**-এ সেইরূপ উদ্ভেদ হাতের তালুতে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **অ্যানাগেলিস** ওষুধটি ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে উদ্ভেদগুলি যখন শুকিয়ে মিলিয়ে যাবার মত হয় তখনই আর একঝাঁক উদ্ভেদ সৃষ্টি হবে। **রাসটক্সেও** হাতের তালুতে ঐরূপ উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায় তবে ঐ ওষুধটিতে প্রদাহে আক্রান্ত অংশের উপরেই পুনরায় উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। ক্রোটনের উদ্ভেদ-এ কিছুটা জ্বালা থাকলেও সেটা **রাসটক্সের** মত তত বেশী নয়। রাসটক্সের উদ্ভেদে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা থাকে, হাওয়ার স্পর্শে জ্বালা বেশী হয় এবং যতটা গরম সহ্য সম্ভব ততটাই গরম জলে আক্রান্ত অংশ ডুবিয়ে রাখলে জ্বালা ও চুলকানিতে আরাম বোধ হতে দেখা যাবে। ক্রোটনের উদ্ভেদে আক্রান্ত অংশে খুব স্পর্শকাতরতা থাকায় রোগী আক্রান্ত অংশে হাত ছোঁয়াতে দিতেও চাইবে না, তবে উদ্ভেদ যদি খুব সাধারণ ধরনের হয় তা হলে সেখানে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিলে রোগী আরাম বোধ করে। **রাসটক্সের** ক্ষেত্রে স্পর্শে চুলকানি বোধ বেড়ে যায় ; 'রাস' গোষ্ঠীর ওষুধের বিষক্রিয়ায় যদি আঙ্গুলে বড় বড় ফোস্কা সৃষ্টি হয় তা হলে রোগী আঙ্গুলগুলি ফাঁক করে ছড়িয়ে রাখে এবং সেখানে হাতও ছোঁয়ায় না, কারণ হাত ছোঁয়ালেই সেখানে এত তীব্র চুলকানি শুরু হয় যে রোগী একেবারে পাগলের মত বা বন্য জন্তুর মত হয়ে পড়ে। যে সব ওষুধে চুলকালে চুলকানিবোধ কমে যেতে দেখা যায় তারা পরস্পর একে অন্যের অ্যাণ্টিডোট হিসাবেও কাজ করে, তবে সেক্ষেত্রে ওষুধগুলির মধ্যে যত বেশী সাদৃশ্য থাকবে, সেই ওষুধকে তত বেশী কার্যকরী হতে দেখা যাবে। ওষুধগুলির সাধারণ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্য থাকলে, বাইরের কিছু কিছু লক্ষণে সাদৃশ্য না থাকলেও খুব একটা বিশেষ কিছু যাবে-আসবে না।

বারবারই গ্লানস পেনিস এবং স্ক্রোটামে হাজাকর চুলকানি সৃষ্টি হতে, জলপূর্ণ ফোস্কা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **পেট্রোলিয়ামের** সঙ্গে উদ্ভেদের চেহারায় ক্রোটনের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। **পেট্রোলিয়ামে** খুব ছোট ছোট লালচে জলপূর্ণ ফোস্কা ও গ্র্যানিউলের মত উঁচু হয়ে ওঠা উদ্ভেদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই লালচে ছোট ছোট র‍্যাশ মিশে থাকতে দেখা যায়, সেগুলি প্রধানত যৌনাঙ্গেই দেখা দেয়, খুব চুলকায়, কোন কোন সময় চুলকালে সেই চুলকানি খুব বেড়ে যেতে ও জ্বালা বোধ হতে দেখা যায় এবং পরে সেখান থেকে রক্তপাত বা রক্তস্রাব শুরু হলে তবেই চুলকানি ও জ্বালাবোধ কমতে দেখা যায়।

কুপ্রাম মেটালিকাম
(Cuprum Metallicum)

কুপ্রাম সাধারণত কনভালসন বা তড়কা সৃষ্টিকারী ওষুধ। কুপ্রামে প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই কনভালসন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সামান্য একটি মাংসপেশী বা

ছোট ছোট মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন বা শিহরণ সৃষ্টি করা থেকে সারা দেহের মাংসপেশীতেই ভয়াবহ ধরনের কনভালসন সৃষ্টি করতে এবং সেইরূপ কনভালসন আরোগ্যের ক্ষমতা কুপ্রামের আছে। কনভালসনের সূত্রপাতে প্রথম দিকে হাতের আঙ্গুলে টানবোধ, বুড়ো আঙ্গুল শক্তভাবে মুঠির মধ্যে ভাঁজ করা অথবা মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন বা শিহরণ দেখা দেয়। এই ওষুধের কনভালসনে প্রথমে হাতের বুড়ো আঙ্গুল ভিতর দিকে টেনে ভাঁজ করা এবং তারপর হাতের অন্য আঙ্গুলগুলি খুব জোরে বুড়ো আঙ্গুলটির উপরে শক্তভাবে মুঠি করে রাখতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের আঙ্গুলে এবং হাত ও পায়ের অন্যান্য অংশে হেঁচকে টানার মত বা স্প্যাজমোডিক অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশ সেই অবস্থা খুববেশী বেড়ে গিয়ে হাত ও পায়ের দিকে অবসাদ ও দুর্বলতা দেখা দেয়। দেহের মাংসপেশীতে তীব্র ধরনের সংকোচন, টোনিক কণ্ট্রাকসন দেখা দেয় যে হাত বা পায়ে ভীষণ শক্তভাবে টেনে নেওয়া বা টেনে ধরার মত বোধ ও যেন সারা দেহটাই মাংসপেশীর টানে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বলে রোগীর মনে হতে থাকে। কখনো কখনো মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে হাত বা পায়ে মৃদু ঝাঁকুনি ও কম্পন অর্থাৎ ক্লোনিক ধরনের সংকোচন দেখা দেয়।

কুপ্রামে নানা ধরনের মানসিক লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা যেতে পারে। ডিলিরিয়ামের বিভিন্ন অবস্থা এবং সেইসঙ্গে নানা বিষয়ে পারম্পর্যশূন্য ও অর্থহীন কথাবার্তা বলা বা বিড়বিড় করা, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। কলেরা, বিশেষ ধরনের জ্বর, পিওরপেরাল ফিভারের সঙ্গে আনুসঙ্গিক উপসর্গ, কষ্টকর ও বেদনাযুক্ত ঋতুস্রাব, মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তজমা বা কনজেসসন প্রভৃতি উপসর্গের সঙ্গে ডিলিরিয়াম, অচেতনতা এবং মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি ও কাঁপুনি ইত্যাদি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। চোখ বিভিন্ন দিকে বিশেষভাবে উপরে এবং বাইরের দিকে অথবা উপরে এবং ভিতরের দিকে ঘুরতে দেখা যায়; নাক থেকে রক্তপাত হওয়া এবং দৃষ্টি হারিয়ে যাওয়া লক্ষণও দেখা যেতে পারে। দুটি কনভালসনের মধ্যবর্তী সময়ে রোগী ডিলিরিয়ামের ঘোরে পারম্পর্যহীন কথাবার্তা বলে, ক্রুদ্ধ অবস্থায় খুব উগ্র হয়ে ওঠে, কাঁদে বা উচ্চস্বরে চিৎকার করে।

এই ওষুধে এমন এক ধরনের স্প্যাজম সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে যে রোগীকে দেখে মনে হয় যেন সে মড়ার মত নির্জীব হয়ে পড়ে আছে আবার কখনো বা মনে হয় যেন রোগীর মধ্যে তীব্র আনন্দ বা উল্লাস দেখা দিয়েছে। কনভালসনের মাঝে মাঝে একটা শান্ত, চুপচাপ বা স্টেসিস অবস্থা দেখা দেয় যখন রোগীর মন একেবারে শূন্য অবস্থায় থাকে, মন কোন কাজই করে না, মাংসপেশীও শান্তভাবে থাকে বা মৃদু শিহরণের মত থির থির করে কাঁপে। এই ধরনের লক্ষণ সহ হুপিং কাশিতে কুপ্রাম উপযোগী। হুপিং কাশির দমকটা থেমে গেলে শিশুটির মুখমণ্ডল সাদাটে বা নীল হয়ে যায়, আঙ্গুলের নখ বিবর্ণ দেখায়, চোখ উপরে উঠে যায়, দম আটকা অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত শিশুটি কেশেই চলে এবং তারপরে সে এমন চুপচাপ হয়ে

বিছানায় পড়ে থাকে যে মনে হয় সে আর বোধ হয় শ্বাস নিতেই পারবে না, কিন্তু শ্বাসের তীব্র আক্ষেপ যুক্ত ক্রিয়ায় সে ছোট ছোট করে শ্বাস নেয় যেন পুনরায় জীবন ফিরে পেয়েছে। হুপিং কাশির দমকের সময় শিশুটি যদি অল্প একটু ঠাণ্ডা জল পান করে তা হলেই তার আক্ষেপযুক্ত কাশি কমে যায়।

বুকের নিচের অংশে স্টারনামের জিফয়েড প্রসেসের কাছে একটা কষ্টকর স্প্যাজমোডিক অবস্থা দেখা দেয়, কখনো কখনো ঐ স্থানে কুঁকড়ে সংকুচিত হয়ে যাবার মত এমন একটা তীব্র অনুভূতি হয় যে রোগীর মনে হয় যেন সে মরে যাবে, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে মনে হয় যেন তার বুকের নিচের জিফয়েড অংশ থেকে পিঠ পর্যন্ত একটা ছুরি বিঁধিয়ে আট্‌কে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলে যে তার উপর পেটে একটা চাকা মত কিছু বা লাম্প আট্‌কে আছে, আবার কেউ হয়ত বলবে যে তার মনে হয় যেন তার পাকস্থলীতে অনেকটা বায়ু জমা হয়ে রয়েছে। কারো কারো ক্ষেত্রে গলার স্বরে পূর্ণতা হারিয়ে যায়, এবং মনে হয় যেন প্রাণটা নিংড়ে বার করে নেওয়া হচ্ছে। কখনো কখনো কলিকের মত বেদনা, আবার কখনো নিউর‍্যালজিয়া দেখা দেয়। পাকস্থলীর কাছে খুববেশী শক্তভাব বা টাইটনেস দেখা দিলে রোগীর গলার স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা, ও কিচ্‌মিচ্‌ করার মত হয়, সে বিছানায় উঠে বসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলে যে তার এইরূপ কষ্ট না কমলে সে মরে যাবে ; রোগীর মুখমণ্ডলে ভয় ও ক্লেশের চিহ্ন থাকে, এবং অনুভূতিটা এত ভয়াবহ থাকে যেন মনে হয় বুঝি সে সত্যিই মরে যাবে। এই ধরনের অবস্থা ও উপসর্গকে কুপ্রাম খুব দ্রুত নিরাময় করতে পারে। এই ধরনের সংকোচন বোধ ও শ্বাসকষ্ট কলেরা মরবাস এবং বেদনাদায়ক ঋতুস্রাবের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। বুকে স্প্যাজম হবার সঙ্গেও এই ধরনের সংকুচিত ভাব ও স্নায়বিক কারণে স্প্যাজমোডিক ধরনের শ্বাসপ্রক্রিয়া চলতে দেখা যেতে পারে। রোগী তখন একবারও সম্পূর্ণভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে পারে না।

কুপ্রামের রোগীর দেহে নানাধরনের ক্র্যাম্প বা খিঁচ্‌ধরা বা টানধরা ব্যথা থাকতে দেখা যায়। হাত পায়ে এবং বুকের মাংসপেশীতে ক্র্যাম্পের সঙ্গে কাঁপুনি এবং দুর্বলতা দেখা দেয়। বৃদ্ধ বয়সে অথবা অকাল বার্ধক্যে পায়ের গুল বা কাফ্‌ মাংসপেশীতে, পায়ের তলায় অথবা রাত্রিতে বিছানায় শুলে হাত ও পায়ের আঙ্গুলে খিচ্‌ বা টান ধরা ব্যথা বা ক্র্যাম্প দেখা দিলে কুপ্রাম ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। ভগ্নদেহ, রুগ্‌ণ, নার্ভাস ও যাদের দেহ সব সময়ই কাঁপে তাদের ক্ষেত্রে কুপ্রাম বিশেষ ধরনের কাজে লাগতে পারে। দীর্ঘদিন একা একা থাকার পরে কোন বৃদ্ধ যখন বিয়ে করে তখন এই ধরনের ক্র্যাম্পের জন্য কখনো কখনো সে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারে না, কারণ যৌন সঙ্গমের চেষ্টা শুরু করলেই তার পায়ের গুল অথবা পায়ের তলায় ক্র্যাম্প দেখা দেয়। কোন যুবক রাত্রি জাগরণ, অত্যাধিক কড়া পানীয় বা মদ সেবন প্রভৃতির জন্য অকাল বার্ধক্যে পরিণত হলে তার দেহে এই ধরনের ক্র্যাম্প হওয়া বিচিত্র নয়। এরূপ অবস্থার ক্র্যাম্পের জন্য কুপ্রাম ও **গ্র্যাফাইটিস** এই ওষুধ দুটি উপযোগী। কুপ্রামের ক্র্যাম্পের জন্য যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হতেই পারে না, আর

গ্র্যাফাইটিসের ক্ষেত্রে যৌনসঙ্গমের মধ্যবর্তী সময়ে ক্র্যাম্প দেখা দেয়। তবে এই ওষুধ দুটির লক্ষণ এই বিষয়ে এত কাছাকাছি থাকে যে ধাতুগত চরিত্র ও অন্যান্য বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনে **গ্র্যাফাইটিস** অথবা কুপ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। এরূপ অবস্থা **সালফার** প্রয়োগেও সারানো যায়।

ঋতুস্রাবের সময় খুব বেদনার সঙ্গে প্রথমে আঙ্গুলে স্প্যাজম শুরু হয়ে পরে দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেলে কুপ্রাম কার্যকরী হয়। টোনিক কণ্ট্রাকসন অর্থাৎ মাংসপেশীতে সংকোচনটা যখন একইভাবে দীর্ঘক্ষণ থেকে যায় সেই অবস্থাটা কুপ্রামের ক্ষেত্রে অনেকটা হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণযুক্ত হতে দেখা যায়, তবে সংকোচনটা স্প্যাজম বা আক্ষেপযুক্ত এবং কনভালসন বা তড়কার মত লক্ষণযুক্ত হয়ে থাকে। তীব্র ধরনের ও খুব কষ্টকর ঋতুস্রাব বা ডিসমেনোরিয়ার সঙ্গে ডিলিরিয়াম, চোখ এদিক-ওদিক ঘোরানো, মুখমণ্ডলে বিকৃতি এবং মৃগীরোগের মত লক্ষণ থাকতে পারে।

এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগে যে ক্ষেত্রে হাত ও পায়ের আঙ্গুলে সংকোচন ও ঝাঁকুনি লাগার মত লক্ষণ থাকে সে ক্ষেত্রে কুপ্রাম কার্যকরী হতে পারে। রোগী উচ্চস্বরে একটা চিৎকার করে মূর্চ্ছা যায় এবং অচেতন অবস্থায় থাকাকালীনই মল ত্যাগ ও প্রস্রাব করে ফেলে। মৃগীরোগের ক্ষেত্রে বুকের নিচের দিকের মাংসপেশীতে প্রথমে তীব্র ধরনের সংকোচন শুরু হয় অথবা হাতের আঙ্গুলে প্রথমে সংকোচন শুরু হয়ে পরে সারা দেহে ছড়িয়ে গেলে সেই রোগীকে কুপ্রাম প্রয়োগে সারানো যেতে পারে।

সন্তান প্রসবের আগে বা পরে পিওরপেরাল অবস্থাজনিত উপসর্গেও এই ওষুধটির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ইউরিমিয়ার মত লক্ষণ থাকতে পারে, প্রস্রাব কম পরিমাণে হয় এবং তাতে অ্যালবুমিন থাকে। প্রসব বেদনা চলাকালীন হঠাৎই রোগিণী যেন অন্ধ হয়ে যায়, যেন তার মনে হয় ঘরে কোন আলো নেই, সবটাই অন্ধকার। এই সঙ্গে প্রসব বেদনা বন্ধ হয়ে যায় এবং হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে সংকোচন প্রথমে দেখা দিয়ে কনভালসন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থার পিওরপেরাল উপসর্গে কুপ্রাম খুবই ফলপ্রদ হয়।

কলেরা মরবাস্-এ পাতলা জলের মত মল বেগে বা তোড়ে নির্গত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে বমি হয়ে পাকস্থলী ও অন্ত্র একেবারে শূন্য হয়ে যায়, ফলে রোগীর দেহে জলীয় অংশ কমে যায় এবং তার দেহ নীল হয়ে পড়ে; হাত ও পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি, হাত-পায়ের আঙ্গুল ও মাংসপেশীতে ক্র্যাম্প বা টান ধরা, বুকে স্প্যাজম দেখা দেওয়া, হাত ও পায়ের নখ, এবং হাত-পা নীল হয়ে পড়া, কোল্যাপ্স অবস্থা দেখা দেওয়া প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ অবস্থা ও লক্ষণ কুপ্রাম ছাড়া আরও কয়েকটি ওষুধে দেখা যেতে পারে। হ্যানিম্যান কোন কলেরা রোগী না দেখলেও হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে কলেরাতে কুপ্রাম, **ক্যাম্ফর** এবং **ভেরেট্রামের** মত লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং এই ওষুধ তিনটিকে টিপিক্যাল কলেরা

রেমিডি বলা যায়, কারণ কলেরার সব সাধারণ লক্ষণই এদের মধ্যে আছে। তাদের মধ্যে অবসাদকর বমি হওয়া, পাতলা মল নির্গমন বা ডায়রিয়া, শীতলতা, কোলাপস্ দেখা দেবার প্রবণতা, দেহের জলীয় অংশ কমে যাবার ফলে দেহ চুপসে যাওয়া প্রভৃতি সব লক্ষণই থাকতে দেখা যায়।

তবে কুপ্রামের ক্ষেত্রে অন্য ওষুধগুলির তুলনায় স্প্যাজমোডিক অবস্থা বা দেহের প্রায় সব মাংসপেশীতে সংকোচনের লক্ষণে প্রাধান্য থাকতে দেখা যাবে। মাংসপেশীতে ক্র্যাম্প এবং তীব্র সংকোচনের জন্য যে বেদনা দেখা দেয় তাতে রোগী চিৎকার করতে বাধ্য হয়। এই ওষুধ তিনটির মধ্যে **ক্যাম্ফরের** রোগী সর্বাপেক্ষা শীতল থাকে, রোগীর দেহ মৃতদেহের মতই উত্তাপহীন বলে মনে হয়। **ক্যাম্ফরেও** নীল হয়ে যাওয়া, অবসাদ সৃষ্টিকারী বমি ও মল নির্গমন থাকে তবে সেটা কুপ্রাম ও **ভেরেট্রামের** তুলনায় কম থাকে। কুপ্রাম ও **ভেরেট্রামের** রোগী তার দেহ আবরণে ঢেকে রাখতে চায় কিন্তু **ক্যাম্ফরের** রোগী তার দেহ ঠাণ্ডা রাখার জন্য ঘরের দরজা-জানালা খোলা রাখতে চায়। যদিও ঐ রোগীর দেহ শীতল থাকে তবুও সে দেহে কোন ঢাকা আবরণ রাখতে চায় না। **ক্যাম্ফরেও** বেদনাদায়ক কনভালসন থাকতে দেখা যায় এবং যখন বেদনা থাকে তখন রোগী দেহে আবরণ বা ঢাকা রাখতে চায় এবং জানালা বন্ধ রাখতে যায়। যদি তার অন্ত্রে ক্র্যাম্পযুক্ত বেদনা দেখা দেয় তা হলে সে তখন তার দেহ চাদর বা কাপড়ে ঢেকে রাখে। কাজেই দেখা যায় যে **ক্যাম্ফরের** রোগী জ্বরের উত্তাপের সঙ্গে (যদিও **ক্যাম্ফরে** জ্বর খুবই কম দেখা যায়) উপসর্গে এবং বেদনা চলাকালে দেহ ঢেকে উষ্ণ রাখতে চায় কিন্তু শীতাবস্থায় বা রোগীর দেহ যখন শীতল থাকে তখন সে দেহে কোনরূপ ঢাকা বা আবরণ চাইবে না এবং খোলা হাওয়ার জন্য দরজা-জানালা খোলা রাখতে চাইবে। কাজেই কলেরায় খুববেশী নীল হয়ে পড়া এবং দেহে খুববেশী শীতলতার লক্ষণ **ক্যাম্ফরের** প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে আবার, **ক্যাম্ফরে** কম অথবা বেশী পরিমাণ মল ও বমি দুইয়ের যে কোন অবস্থা দেখা যেতে পারে, সুতরাং কলেরায় খুব দ্রুত দেহ শীতল হয়ে পড়া, নীল হয়ে যাওয়া, অবসাদ এবং বমি ও মল প্রায় না থাকা অবস্থা বা 'ড্রাই কলেরা' দেখা যেতে পারে, তার অর্থ অস্বাভাবিক কম মল ও বমি হতে দেখা যায়। দেহের শীতলতার সঙ্গে স্বাভাবিক ঘাম না হওয়া লক্ষণটি কলেরায় দেখা যায়। কুপ্রাম ও **ভেরেট্রামে** ঠাণ্ডা ও দেহ শীতলকারী ঘাম হতে দেখা যাবে। **ক্যাম্ফরেও** ঘাম থাকতে পারে তবে দেহ নীল হয়ে যাওয়া, ঠাণ্ডা ও শুকনো থাকা এবং দেহে ঢাকা বা আবরণ রাখতে না চাওয়া লক্ষণগুলিই প্রধান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। এবারে **ভেরেট্রামের** কথায় আসা যাক্। **ভেরেট্রামের** প্রচুর পরিমাণে দুর্বল ও অবসাদ সৃষ্টিকারী মল ও বমি হওয়া, খুববেশী ঘাম হওয়া এবং ঘাম খুববেশী শীতল থাকা লক্ষণ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দেহে কিছুটা টান ধরা ক্র্যাম্পিং অবস্থার সঙ্গে রোগী দেহ উষ্ণ রাখতে চায়, উষ্ণ পানীয় পছন্দ করে এবং গরম সেক্ বা গরমজলের বোতলে তার বেদনা ও কষ্ট কম থাকে।

এই তিনটি ওষুধেই রোগীর দেহ একেবারে চুপসে গিয়ে কোল্যাপ্স্ এবং মৃত্যু নিয়ে আসতে দেখা যায়। কলেরায় ওষুধ তিনটির প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা পুনরুল্লেখ করে বলা যায় যে কুপ্রামে কনভালসনযুক্ত লক্ষণ, **ক্যাম্ফরে** অসম্ভব শীতলতা ও কম বেশী শুষ্কতা এবং **ভেরেট্রামে** অত্যধিক পরিমাণে ঘাম, বমি ও মল থাকতে দেখা যায়। এই লক্ষণগুলি হয়ত ছোট কিন্তু এগুলির উপর নির্ভর করেই কলেরা এপিডেমিকে চিকিৎসার জন্য সাহসের ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

কলেরার মত উপসর্গে আরও কিছু ওষুধের সঙ্গে কুপ্রামের সাদৃশ্য দেখা যায়। **পডোফাইলাম**-এ ক্র্যাম্প প্রধানত পেটে বা অন্ত্রে থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধটিতে বেদনাহীনভাবে তোড়ে মল নির্গমন এবং সেই সঙ্গে বমিও থাকতে দেখা যায়, তাই কলেরা মরবাস-এ এই ওষুধটিও কার্যকরী হয়ে থাকে।

পডোফাইলামের ক্র্যাম্প খুব তীব্র ধরনের হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন তার পেটের ভিতরে অন্ত্রকে শক্ত করে করে গিঁট বেঁধে রাখা হয়েছে। পাতলা জলের মত মল হলদে দেখায় এবং ভালভাবে দেখলে একটু পরেই কিছুটা সাদাটে দেখায় এবং মনে হয় যে তাতে ডাল বা অন্য কোন শস্যের দানা মিশিয়ে ঘেঁটে দেওয়া হয়েছে। মলে খুববেশী দুর্গন্ধ থাকে এবং মনে হয় যেন তীব্র দুর্গন্ধটা নাকের ভিতর দিয়ে ঢুকে এসে সারা দেহে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মল খুববেশী পরিমাণে এবং খুব বেগে বা তোড়ে বেরিয়ে আসে, সেই সঙ্গে খুববেশী অবসাদও দেখা যায়। মল তোড়ে এবং দীর্ঘ সময় ধরে পিচ্কারীর মত ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে পেটে একটা শূন্যতা, চুপসে যাওয়া এবং সারা পেটটিই যেন সম্পূর্ণ ভাবে শূন্য হয়ে পড়েছে এরূপ বোধ দেখা দেয়। কুপ্রামের সঙ্গে তুলনায় **ফসফরাসের** কথাও বলতে হয়। এই ওষুধটিতেও পেটে ক্র্যাম্প, দেহ চুপসে যাওয়া, খুববেশী অবসাদ সৃষ্টিকারী ডায়রিয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে, তবে সেই সঙ্গে ত্বকে উষ্ণতা, দেহের অভ্যন্তর ভাগে জ্বালা, পাকস্থলীতে যা কিছু গ্রহণ করা হয় তাতেই গুড়্গুড়্ শব্দ হওয়া, পাকস্থলীতে পানীয় পেঁছানো এবং অন্ত্রের মধ্য দিয়ে নিচে এগিয়ে চলার সময়ও সেই গুড়্গুড়্ শব্দ শোনা যায়। কুপ্রামে এই গুড়্গুড়্ শব্দ হওয়াটা রোগীর গলায় বা ইসোফেগাসে পানীয় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যেতে থাকে, কিন্তু **ফসফরাসের** ক্ষেত্রে একটুখানি জল খাবার পরেই পেটে বা অন্ত্রে যেন সেটা গড়্গড়্ শব্দ করে নেমে যায় বলে মনে হবে।

কুপ্রামে কনভালসন ও ক্র্যাম্প্-এর সঙ্গে সারাদেহেই ঝাঁকুনি লাগা, কাঁপুনি বা মৃদুকম্পন থাকে, ত্বক নীলচে হয়ে পড়ে। রোগী যা কিছু করে তার সবটাতেই স্প্যাজম ও কনভালসনের লক্ষণ থাকে। তার দেহের স্ফিংকটারগুলিতেই খিঁচুনি বা কনভালসনের মত অবস্থা থাকে। কোন উদ্ভেদ চাপা পড়ে গিয়ে বা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা বা অন্য কোনভাবে হাম অথবা স্কারলেট জ্বরের মত রোগে উদ্ভেদ বেরোনো বন্ধ হয়ে গিয়ে ডায়রিয়া, কনভালসন প্রভৃতি দেখা দিলে **জিঙ্কাম** এবং

কুপ্রাম, কোন কোন ক্ষেত্রে ষ্ট্র্যামোনিয়া ফলপ্রদ হয়, তবে ঐ ধরনের অবস্থায় জিঙ্কাম এবং কুপ্রামই বিশেষভাবে উপযোগী হবে। হঠাৎ স্কারলেট জ্বরের উদ্ভেদ চাপা পড়ে গিয়ে দেহের মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন সৃষ্টি হওয়া, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, বুক, পায়ের গুল এবং দেহের অন্যান্য স্থানের মাংসপেশীতে ক্র্যাম্প দেখা দেয়। উদ্ভেদ এবং বিশেষ কোন স্রাব নির্গমন চাপা পড়া বা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে রোগীর দেহ ভগ্ন ও জীর্ণ হয়ে পড়ে, দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত অবস্থাতেই কনভালসন দেখা দিতে পারে। কুপ্রামে এইরূপই দেখা যায়। কোন মহিলার দীর্ঘদিন ধরে লিউকোরিয়া হয়ে আসছিল কিন্তু সেটা দূর করবার জন্য ইনজেকশন নিয়ে বা অন্য কোন ভাবে সাদাস্রাব হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে তার দেহে হিস্টিরিয়ার মত কনভালসন, মাংসপেশীতে ক্র্যাম্প ও ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা প্রভৃতি দেখা দেয়, হাত ও পায়ের আঙ্গুলে সংকোচন হতে থাকে। পুরানো কোন ক্ষত, ফিশ্চুলা প্রভৃতি থেকে রস নির্গমন বন্ধ হয়ে গিয়েও এরূপ লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং সেইসব ক্ষেত্রে কুপ্রাম কার্যকরী হয়।

কুপ্রাম প্রয়োগে রোগীর বন্ধ হয়ে যাওয়া স্রাব বা রস নির্গমন পুনরায় ফিরে আসবে এবং কনভালসনও বন্ধ হয়ে যাবে। এই ওষুধে কোরিজ, এবং বৃদ্ধ বয়সের গ্যাংগ্রীন প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। যে সব বৃদ্ধদের দেহ একেবারে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায় এবং হাত পায়ের আঙ্গুলে রক্তসঞ্চালন কম থাকার দরুন স্থানে স্থনে কালচে হয়ে যায়, গ্যাংগ্রীন দেখা দেয় সেইসব ক্ষেত্রে কুপ্রাম ফলপ্রদ হয়।

কুপ্রামের রোগীর স্নায়ুতে প্রায় সব সময়ই একটা টান্‌টান্‌বোধ থাকে এবং রোগী পালিয়ে যেতে বা ভয়াবহ কিছু করতে চায়। সর্বদাই তার মধ্যে অস্থিরতা, অস্বস্তিবোধ, স্নায়ুজনিত কাঁপুনি ও ক্লান্তিবোধ থাকতে দেখা যায়। যখন কনভালশন থাকে না তখন তার মাংসপেশীতে খুববেশী দুর্বলতা ও শিথিলতা দেখা দেয়। ঘুমের মধ্যে দেহে মৃদু কাঁপুনি, ঝাঁকুনি অথবা চমকে ওঠার মত অবস্থা, দাঁত কড়মড় করার সঙ্গে মস্তিষ্কের গোলযোগ থাকা, প্রদাহ হঠাৎ কমে যাওয়া প্রভৃতির পরে হঠাৎই উন্মত্তভাব, ডিলিরিয়াম, কনভালসন, চোখে অন্ধের মত দৃশ্য শূন্যতা প্রভৃতি হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের ও প্রদাহ সৃষ্টির জন্য দেখা দিতে পারে। মেটাসটেসিস বা একস্থান থেকে অন্য কোন স্থানে রোগাক্রমণ সরে যাওয়া প্রভৃতি কোন উদ্ভেদ বসে গিয়ে রস বা স্রাব নির্গমন বন্ধ হয়ে বা ডায়রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে উন্মত্ততা, ডিলিরিয়ামের সঙ্গে ভয়াবহ উত্তেজনা ও উন্মত্ততার ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে, ঐ অবস্থায় রোগীর মধ্যে যেন বদ্ধভাব দেখা দেয়। কুপ্রামে ডায়রিয়া, বমি, স্প্যাজম, উন্মত্ততা, ডিলিরিয়াম প্রভৃতি সবেতেই একটা তীব্রতা বা ভয়াবহ অবস্থা বা লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। হিস্টিরিয়ার ক্র্যাম্প বা মাংসপেশীতে টান্ ধরা ভাব একটা দিন বা একটা রাত্রির পরেই "সেণ্ট ভিটুর নাচ"-এ পরিণত হতে পারে এবং যেন কিছুই হয়নি এইভাবে সেটা চলতে দেখা যেতে পারে। এইরূপ হঠাৎ বা আকস্মিকভাবেই এই ওষুধের উপসর্গ বা লক্ষণ সৃষ্টি

হতে দেখা যায়। তবে অনবরত লক্ষণের বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে কুপ্রামে বেশী দেখা যায় না।

আক্ষেপযুক্ত কাশি এবং প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গে আক্ষেপ বা খিঁচুনি, স্প্যাজমোডিক অবস্থা থাকতে দেখা যায়। রোগীর মুখমণ্ডল বেগুনী বা নীলচে হয়ে পড়ে, শ্বাস-কষ্ট দেখা দেয়। বুকে, ল্যারিংক্স-এ, সম্পূর্ণ শ্বাসপ্রক্রিয়াতেই এমন একটা আক্ষেপ বা খিঁচুনিভাব থাকে যে মনে হয় শিশুটি যেন দম্ বন্ধ হয়েই মরে যাবে।

হুপিং কাশির প্রতিটি দমকের সঙ্গেই এইরূপ স্প্যাজম ও দম আটকাভাব দেখা দেয়। কুপ্রামের রোগীর সারাদেহেই যেকোন ধরনের সংকোচন ও পিওরপেরাল উপসর্গে প্রথমে একটি হাত বা একটি পা ভাঁজ করে রাখা ও পরে সেটা ছড়িয়ে দেওয়া এইরূপ একবার সংকোচন ও একবার প্রসারণ পর্যায়ক্রমে ঘটতে দেখা যায়। কোন শিশুর মধ্যে এই ধরনের হাত বা পা তীব্রতার সঙ্গে সংকোচন ও প্রসারণ করার লক্ষণ আর অন্য কোন ওষুধেই থাকতে দেখা যায় না। **ট্যাবেকামে** অবশ্য এইরূপ ঘটতে দেখা যায়। কনভালসনের সঙ্গে হাত বা পা ফ্লেকশন ও রিলাক্সেশন হওয়া কুপ্রামে আছে সেই সঙ্গে হাত ও পায়ের মাংসপেশীতে মৃদুকম্পন, ঝাঁকুনি লাগা প্রভৃতি দেখা যায়।

মাথায় খুববেশী কনজেসসনের সঙ্গে তীব্র মাথার যন্ত্রণা বা বেদনা, মাথার তালুতে সুড় সুড় করা, তীব্র বেদনা, থেঁতলে যাবার মত বেদনা হতে দেখা যায়। মাথার তালুতে ছোট ছোট পোকা হেঁটে যাবার মত সুড়সুড় করা, সুচ ফোটানোর মত বেদনার সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মেনিনজাইটিস, মৃগীরোগের আক্রমণের পরে মাথাধরা, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের লক্ষণ ও কোল্যাপ্স, অন্য কোন যন্ত্র বা অর্গ্যান থেকে মস্তিষ্কে মেটাসটেসিস ঘটা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডলে কনভালসন, চোখে ঝাঁকুনি লাগার মত আক্ষেপ, চোখের পাতার মৃদু কম্পন, চোখে থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, চোখের মাংসপেশীতে স্প্যাজম সৃষ্টি হবার জন্য প্রথমে একটা চোখ এবং পরে অন্যটিতে মৃদু ঝাঁকুনি কাঁপুনি, চোখ এদিক-ওদিক ঘোরানো, চোখের পাতা বন্ধ থাকা অবস্থায় চোখের মণি দ্রুত ঘুরে চলা, চোখের পাশের পেরিঅস্টিয়ামে এবং ল্যাক্রিমাল গ্ল্যাণ্ডের সেলুলার টিসুতে প্রদাহ, কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, মুখমণ্ডল ও ঠোঁট নীল হয়ে পড়া ; কনভালসনের সঙ্গে অথবা হুপিং কাশিতে মুখমণ্ডল বেগুনী হয়ে যাওয়া, ঠোঁট শীতল হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যায়।

জিহ্বার প্রদাহ, পক্ষাঘাত, বিশেষত কনভালসনের পরে পক্ষাঘাত হওয়া ও সেই জন্য দুর্বলতা, অসাড়ভাব বা সুড় সুড় করা, নড়াচড়া করার ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। গলায় স্প্যাজম সৃষ্টি হওয়ার কথা বলতে অসুবিধা দেখা দেয় ; ঢোক গিলতে গেলে মনে হয় যেন গলার ভিতরে সংকোচন ঘটেছে। শীতল জলের জন্য তীব্র পিপাসা থাকে এবং অনেক উপসর্গই শীতল জল পানে কম থাকে। শীতলজল পানে স্প্যাজম কমে, ঠাণ্ড হাওয়া শ্বাস গ্রহণের সময় বুকের ভিতরে প্রবেশ করলে কাশি দেখা দেয় কিন্তু ঠাণ্ডা জল পান করলে **কস্টিকাম ক্যাকটাই**-এর মতই কাশি

কমে যেতে দেখা যায়। রোগীকে অনেক সময় উষ্ণ খাদ্য ও পানীয় চাইতে দেখা যায়। সে খুব দ্রুত খায় ; দুধ পান করলে বদহজম হতে দেখা যায়।

গা-বমি ভাব, বমি ও ডায়রিয়ার সঙ্গে কম-বেশী স্প্যাজম্ থাকতে দেখা যায় ; ডায়রিয়া ও বমির সঙ্গে বুকে ও পাকস্থলীতে স্প্যাজম, হাত ও পায়ের আঙ্গুলে বা পায়ের গুল্‌ফ্ এবং কাফ্‌এ ক্র্যাম্প মাঝে মাঝে বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আসতে দেখা যায়। পাকস্থলী ও বুকের নিচের দিকে জিফয়েড প্রসেসের কাছে তীব্র ধরনের বেদনা, বুকে আড়াআড়ি ভাবে সংকুচিত হয়ে যাবার মত বোধ, দম আটকা বোধ, পায়ে ক্র্যাম্প হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। পুরানো হিস্টিরিয়াজনিত অবস্থার সঙ্গে ক্র্যাম্প থাকলে কুপ্রামে সেই ক্র্যাম্প ও হিস্টিরিয়া সারানো যায়। কুপ্রামের ক্র্যাম্পে প্রথমে হাতের বুড়ো আঙ্গুল খুব শক্তভাবে ভাঁজ হয়ে মুঠি হয়ে থাকে, সহজে বুড়ো আঙ্গুলটা খোলা যায় না। অতিকষ্টে বুড়ো আঙ্গুলটা একটু খুলে ছেড়ে দিলে সেটা আবার শক্তভাবে ভাঁজ হয়ে যাবে এবং তারপরে অন্য আঙ্গুল-গুলোও শক্তভাবে মুঠি পাকিয়ে যেতে দেখা যাবে। ইউরিমিয়ার সঙ্গে কনভালসন, প্রস্রাব কম হওয়া অথবা বন্ধ হয়ে যাবার বা সাপ্রেস্‌ড্ হবার সঙ্গে কনভালসন দেখা দেওয়া, অল্পবয়সী যুবতীদের মাসিক ঋতুস্রাবের সঙ্গে হাত, পা, পেট প্রভৃতিতে তীব্র ধরনের খিঁচ্ বা টান্‌ধরা, জরায়ুতেও ক্র্যাম্প হওয়া, প্রতিবার ঋতুস্রাবের সময় মৃগীরোগের মত স্প্যাজম দেখা দেওয়া, ঋতুস্রাবের আগে বা সময়ে পেটে তীব্র ধরনের, অসহ্য বেদনার সঙ্গে ক্র্যাম্প হতে দেখা যেতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে যখন ঋতুস্রাব দেখা দেয় সেই সময় ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে স্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে হঠাৎ কনভালসন হলে, হিস্টিরিয়াজনিত কনভালসনে, 'কোরিয়া'র মত স্নায়বিক কারণে হাত-পায়ে কাঁপুনি দেখা দেওয়া, কনভালসনের জন্য মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটে তীব্র ধরনের ডিলিরিয়াম সৃষ্টি হওয়া ; ঋতুস্রাব বন্ধ বা আটকে থাকার পরে আর দেখা না দিলে, ঘাম হবার পরে কনভালসন দেখা দেওয়া, ঋতুস্রাবের সময় প্রায়ই স্প্যাজম বা খিঁচুনি দেখা দেওয়া প্রভৃতি কুপ্রামে দেখা যেতে পারে। কুপ্রামে অ্যানিমিয়া খুব একটা দেখা না গেলেও এটিতে ক্লোরোসিস সৃষ্টি হতে পারে। এই ওষুধটি আমাদের দেহ ও মনে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয় এবং সমস্ত ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া, ইচ্ছা, বিরূপতা প্রভৃতির উপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। যে সব মেয়ে ছোটবেলা থেকে স্বাধীনভাবে, নিজের ইচ্ছামত চলে বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে কিছুটা নিয়ম-শৃংখলা বা বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে বাধ্য হয় তখন তাদের মধ্যে উত্তেজনাযুক্ত মূর্চ্ছাভাব, হাত-পা প্রভৃতিতে ক্র্যাম্প প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। ঐসব অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে কুপ্রাম কার্যকরী হতে পারে প্রধানত ঐচ্ছিক প্রক্রিয়ার উপরে কুপ্রামকে বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়।

স্প্যাজমোডিক বা আক্ষেপযুক্ত শ্বাসক্রিয়া, খুববেশী শ্বাসকষ্ট, হাঁপানির মত শ্বাসক্রিয়া, তীব্র ও আক্ষেপযুক্ত কাশির সঙ্গে আক্ষেপ যুক্ত হাঁপানি ; শুকনো, কঠিন, কষ্টকর কাশি, বুকে ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ ও স্প্যাজম থাকা ; শুকনো স্প্যাজমোডিক

কাশির সঙ্গে দমআট্‌কাভাব, মুখমণ্ডল লাল অথবা বেগুনী হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সাইক্ল্যামেন
(Cyclamen)

যে কোন ধরনের নড়াচড়া করতে অনিচ্ছা থাকলেও রোগিণীর ব্যথা ও অস্বস্তিবোধ নড়াচড়া করলে কমে যেতে দেখা যায়। খোলা হাওয়ার প্রতি বিরূপতা থাকলেও খোলা হাওয়ায় কিছু কিছু উপসর্গ কম থাকে; বিশেষভাবে কাশি এবং নাকের সর্দি বা কোরাইজা খোলা হাওয়ায় কম থাকে। সাধারণ ও বিশেষ ধরনের অনুভূতিগুলি সবই কমে যায় বা তাতে একটা নিরেটভাব দেখা দেয়। ক্লোরোসিস বা অল্পবয়সী যুবতীদের বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়া, অনিয়মিত ঋতুস্রাব এবং প্যালপিটেশন হতে দেখা যায়।

দেহের বিভিন্ন অংশে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, দুর্বলবোধ, পরিশ্রমে দুর্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গ বেড়ে যায়। রোগীর মাংসপেশী শিথিল ও থলথলে থাকে। হাঁটা-চলা করলে বেশীর ভাগ উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়। রোগী বা রোগিণী রাত্রিতে খুববেশী অস্থির হয়ে পড়ে; খুববেশী ক্লান্তি ও অবসন্নতা দেখা দেয়। সন্ধ্যার দিকে দুর্বলতাবোধ হতে থাকে এবং এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালে দুর্বলতাবোধ কম হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডায় এবং শীতল হাওয়ায় রোগী খুব স্পর্শকাতর থাকে, যেকোনভাবে দেহ অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। রোগিণীর মানসিক লক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে বার বার তার মানসিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার সঙ্গে নানা ধরনের বিচিত্র ভাবনা-চিন্তা পর্যায়ক্রমে রোগীর মধ্যে দেখা দিতে পারে; কখনো আনন্দোচ্ছ্বাস আবার কখনো বা খিট্‌খিটে ভাব পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়। রোগীকে নির্দোষ হাসি-ঠাট্টা করা থেকে হঠাৎই পরিবর্তিত হয়ে গুরুগম্ভীর ও আক্রোশ-পূর্ণ বা কোপন স্বভাবে পরিণত হতে দেখা যায়। শোক ও ভয় রোগিণীর মনকে সর্বদাই আবিষ্ট করে, মানসিক অশান্তিতে রাখে। মনের ও বুদ্ধির নিরেট ভাবের বা জড়তার জন্য কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম করা রোগীর পক্ষে সম্ভব হয় না। সে সর্বদাই নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, একাকী থাকতে চায়, নির্জনতা পছন্দ করে; একা একা বসে নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। তার মনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, কোন প্রশ্ন করলে অর্থহীনভাবে উত্তর দেয়। কাজের প্রতি বিরূপতা এবং খোলা হাওয়াকে ভয় পায়। কোন একটা উষ্ণ ঘরে একাকী, নির্জনে থাকতে পছন্দ করে; দীর্ঘসময় ধরে কোন কথাবার্তা না বলে নীরব থাকতে দেখা যায়। তার মধ্যে উত্তেজনার সঙ্গে কাঁপুনি থাকতে দেখা যায়। সে যেন কারও প্রতি অন্যায় অবিচার করেছে (অরাম), সেই রূপ বিষণ্ণতা তার মধ্যে থাকে। সে কাল্পনিক দুঃখ বা শোকে চোখের জল ফেলে এবং সেই দুঃখ বা শোকের কথাই বসে বসে ভাবে। সে ভাবে

যে পৃথিবীতে সে একেবারে একা, সবাই যেন পরিত্যাগ করেছে (**চায়না**)। সে একগুঁয়ে ও অপরের ছিদ্রান্বেষী প্রকৃতির হয়। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে ; মূর্চ্ছাভাব প্রায়ই দেখা দেয় এবং সেইজন্য তাকে ফেকাশে ও অ্যানিমিক হয়ে পড়তে দেখা যায়। অ্যামেনোরিয়া অথবা ঋতুস্রাব খুব পরিমাণে হওয়ার সঙ্গে এই ধরনের লক্ষণ দেখা গেলে তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

খোলা বা মুক্ত হাওয়ায় ঘুরলে মাথা ঘোরে, সবকিছু বস্তু ও দৃশ্য যেন গোল হয়ে চারদিকে ঘুরতে থাকে, কোন একটা ঘরে থাকলে এবং বসা অবস্থায় মাথাঘোরা কম থাকে বা কমে যায়। কখনো কখনো তার চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায় এবং রোগীর মধ্যে মূর্চ্ছাভাব ও পতনের মত অবস্থা দেখা দেয়।

মাথায় আঘাত লাগার মত বেদনায় মনে হয় যেন রোগিণী জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। কপাল ও মাথার পাশে তীব্র ও ধারালো কিছু দিয়ে গর্ত করা বা কেটে ফেলার মত এবং চাপধরা ব্যথা বোধ হয়। কপালে তীব্র ধরনের বেদনা, আক্রান্ত পাশে চেপে শুলে বা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে বেদনা কম থাকে। দেহের যে কোন এক দিকের বেদনা, বেদনা সকাল ও সন্ধ্যায় দেখা দেওয়া, বমি হয়ে গেলে বেদনা কম হতে দেখা যায়, নড়াচড়ায় এবং মুক্ত বায়ুতে বেদনা বৃদ্ধি পায়, বেদনায় রোগী চোখে অন্ধকার দেখে। মাথার তালুতে চাপবোধ হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন তার মাথার উপরে কাপড় জড়িয়ে রেখে তার অনুভূতিকে আড়াল করে রাখা হচ্ছে। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠলে মাথাধরার সঙ্গে চোখের সামনে ছোট ছোট পোকার মত কিছু যেন উড়ে বেড়ায় বলে মনে হয় ; মাথায় টিপ্‌টিপ্ করা পালসেশন, মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস প্রভৃতির জন্য উদ্বেগ ও মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া, চোখে অন্ধকার দেখা, মাথাঘোরা, দুপুরে খাবার পরে শীতভাব দেখা দেওয়া ; ঠাণ্ডা লাগালে বা ঠাণ্ডা সেক্-এ মাথাধরা কম হওয়া ; পাকস্থলীর গোলযোগ থেকে মাথাধরায় রোগীর মনে হয় যেন সে মাথায় টুপি পরেছে, মাথার বাইরের অংশে বা স্ক্যাল্প এ ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা দেখা দিতে পারে।

চোখের দৃষ্টিতে ছোট ছোট দাগ, কুয়াশা, নীলচে রঙ, ছোট ছোট কালো কিছু উড়ে বেড়ানোর মত বোধ বা যেন খুব চক্‌চকে কিছু দেখা যায় বলে মনে হয়, কখনো হলদে, আবার কখনও সবুজ, আগুনের ফুলকি, ধোঁয়া, আলোর চারধারে বৃত্তের মত একটা বলয়, কালো কালো ফুটকি বা মাছির মত কিছু যেন দেখতে পায়, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, সব জিনিস দুটি করে দেখা, চোখের দৃষ্টি একটা দিকে বেঁকে স্থির হয়ে থাকা বা ট্যারাভাব হওয়া, চোখের তারা বড় হয়ে ওঠা ; চোখে তাপ ও জ্বালা, চোখের পাতা ফুলে থাকা, বিশেষভাবে উপর পাতায় ফোলা, চোখের পাতায় শুষ্কভাব ও চুলকানো, মাথাধরার সঙ্গে চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, চোখের দৃষ্টি, স্বাদ, গন্ধ, শ্রবণের অনুভূতি কমে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

কানে শোনার ক্ষমতা কমে যায়, কানে গুঞ্জন, ঘণ্টা বাজা, সমুদ্রের গর্জনের মত শব্দ যেন রোগী শুনতে পায়, কানে টেনে ধরার মত ব্যথাও হতে পারে।

গন্ধ পাবার শক্তিও কমে যায়। নাকে শুকনোভাব থাকে। শুকনো অথবা প্রচুর পাতলা সর্দিযুক্ত কোরাইজা, উষ্ণ ঘরে থাকলে বেশী হওয়া এবং মুক্ত বায়ুতে কম থাকা, ঠাণ্ডা কোন ঘরে থাকলেও সর্দি কম থাকে। উষ্ণ ঘরে থাকলেই হাঁচি ও পাতলা সর্দি দেখা দেয় এবং মুক্ত বায়ুতে হাঁটা-চলা করলে রোগী আরামবোধ করে। রোগীর দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বা উত্তপ্ত ঘরে থাকার ফলে ঠাণ্ডা লেগে যায়।

মুখমণ্ডল ফেকাশে ও রুগ্ণ দেখায়, মহিলাদের চোখের চারধারে কালচে ছোপ পড়তে দেখা যায়, কপালে কুঞ্চন বা ভ্রূকুটি হতে দেখা যায়।

ঠোঁট শুকনো থাকে, উপরের ঠোঁটে অসাড়ভাব দেখা যেতে পারে, দাঁতে গর্ত করার মত, সূচ ফোটানোর অথবা ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, রাত্রিতে দাঁতে ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ থাকে। মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় বা বিকৃত থাকে, স্বাদ পচাটে, বাসি বা পচা মাখন অথবা চর্বির মত অথবা সব খাদ্যেই নোনতা স্বাদবোধ হতে পারে। জিহ্বা সাদা বা হলদেটে দেখায়, জিহ্বায় জ্বালাযুক্ত ফোস্কা দেখা দিতে পারে, লালা বেশী সৃষ্টি হয়, জিহ্বার ডগায় জ্বালাবোধ, লালায় নোন্‌তা স্বাদ পাওয়া, মুখের ভিতরে চট্‌চটে বা আঠালো শ্লেষ্মা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

গলায় জ্বালা, শুষ্কতা এবং মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেওয়া অবস্থা দেখা যেতে পারে।

খাদ্যে রুচি না থাকা অথবা বিরূপতা, পিপাসাহীনতা, কেবল মাত্র জ্বরের মধ্যে সন্ধ্যায় পিপাসাবোধ, লেমনেড পান করার ইচ্ছা (**নাইট্রিক অ্যাসিড, বেলেডোনা, স্যাবাইনা**), মাখন ও পাউরুটিতে বিতৃষ্ণা, যে কোন চর্বিযুক্ত খাদ্যের প্রতি বিরূপতা কিন্তু সহজে হজম হতে চায় না এমন খাদ্য অথবা যা খাবার অযোগ্য সেইরূপ খাদ্য খেতে চাওয়া, মাংস খেতে না চাওয়া, সামান্য একটু কিছু খাবার পরেই পেট ভর্তি হয়ে যাবার মত বোধ (**লাইকোপোডিয়াম**) হওয়ায় আর খেতে না চাওয়া, খাদ্যের প্রতি বিরূপতা দেখা দেওয়া, প্রভৃতি এবং পাকস্থলীর সংক্রান্ত লক্ষণগুলি অনেকটা **পালসেটিলার** মত হতে দেখা যায়। কফিপানে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। সকালে, খাবার পরে জলের মত মিউকাস বমি হতে দেখা যায়। ঢেকুর ওঠা ; পাকস্থলীতে কামড়ানো ব্যথা এবং ইসোফেগাসে জ্বালাবোধ, হাঁটা-চলা করলে কম থাকে। খাবার পরে পাকস্থলীতে ভারীবোধ ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা দেখা যেতে পারে।

পেটে কলিকের মত বেদনা হেঁটে-চলে বেড়ালে কমে যায়। খাবার পরে, সন্ধ্যায় পেটে দাঁত দিয়ে চিবানোর মত ব্যথা, পেটে বজ্‌বজ্‌, গড়গড় শব্দ হওয়া, রাত্রিতে কিছুক্ষণ বাদে বাদে খিঁচধরা ব্যথা হয় এবং হাঁটা-চলা করলে সেই ব্যথা কমে যেতে দেখা যায়। পেট ও লিভারে সূচ ফোটানোর মত বেদনা দেখা দিতে পারে।

কফি পানের পরে ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। যে সব ক্লোরোটিক ধরনের মহিলারা প্রায়ই সিক্‌হেডেক ও মাসিক বা ঋতুস্রাবের গোলযোগে কষ্ট পায় তাদের

ডায়রিয়ায় সাইক্ল্যামেন ফলপ্রদ হতে পারে। ডায়রিয়ায় মল জলের মত গন্ধহীন, বাদামী, হলদে প্রভৃতি রঙের হয় এবং বেশ জোরে বা বেগে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। প্রধানত সন্ধ্যার দিকে ডায়রিয়া হতে দেখা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতা এবং খুব কঠিন মলও বেরোতে পারে। গা-বমিভাব, মলত্যাগের আগে কলিক, মলত্যাগের পরও কলিক বেদনা এবং মলত্যাগের ইচ্ছা থেকে যায়। রক্তস্রাবী অংশে মলদ্বারে টেনেধরা, চেপে ধরার মত বেদনা দেখা দিতে দেখা যায়।

বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা জাগে, কিন্তু প্রস্রাব হয় না। প্রস্রাব প্রচুর পরিমাণে ও জলের মত হতেও দেখা যায়। প্রস্রাবে ছেঁড়া ছেঁড়া আঁশ বা তুলোর মত তলানী পড়তে পারে। প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে ইউরেথ্রাতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হতে দেখা যায়।

পুরুষদের যৌনেচ্ছা কমে যায়। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডে সুড়সুড় করা উত্তেজনার সঙ্গে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, মল ও প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা (**নাক্সভমিকা**) থাকতে দেখা যায়।

মাসিক ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে অথবা অনেক বিলম্বে দেখা দিতে পারে; অনিয়মিত বা বন্ধও থাকতে দেখা যায়; কখনো প্রচুর পরিমাণে, দীর্ঘস্থায়ী আবার কখনো একেবারেই কম পরিমাণে স্রাব হতে দেখা যায়। ঋতুস্রাব যখন বেশী পরিমাণে হয় তখন রোগিণীর মানসিক অবস্থা অপেক্ষাকৃতভাবে ভাল থাকতে দেখা যায়। স্রাব কালচে এবং দলা পাকানো হয়; ঋতুস্রাবের সময় প্রসব বেদনার মত ব্যথা কোমরে প্রথমে আরম্ভ হয়ে পরে নিচের দিকে পিউবিস-এর দুইধারে নেমে যেতে দেখা যায়। জরায়ু থেকে স্রাব নির্গমন, মূত্র পাওয়াকে ভয় পাওয়া, ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে বা আটকে গিয়ে প্যাল্পিটেশন দেখা দেওয়া, কান্নাকাটি করা, লোকজনের সঙ্গ অপছন্দ করা ও খোলা হাওয়াকে ভয় করা প্রভৃতি অবস্থা দেখা যেতে পারে। মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটার সঙ্গে ঋতুস্রাব কম হতে দেখা যায়। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অথবা দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়লে ঋতুস্রাব বন্ধ বা আটকে যেতে পারে। ঋতুস্রাবের সময় মূর্চ্ছা যাওয়া, ঋতুস্রাবের পরে স্তনে দুধ আসা, শিশু-সন্তানকে স্তনদান বন্ধ করে দেবার পরে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে (**চায়না**)।

রাত্রিতে খুববেশী গলা খাঁকারি দিয়ে ঘন সাদাটে শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে দেখা যায়। ব্রৌঙ্কিয়া এবং ল্যারিংক্স-এ খুব সুড়সুড় করা, বুকে খুব চাপবোধ, দম আটকা কাশি প্রভৃতি বিশেষভাবে গলা খাঁকারি দেবার জন্য অথবা শ্বাসপথে শুষ্কতার জন্য হতে দেখা যায়। কাশি খোলা হাওয়ায়, এমনকি ঠাণ্ডা বায়ুতেও কম থাকতে দেখা যায়।

স্টারনামের মধ্যাংশে চাপবোধ; বুকে দুর্বলতা, বুক ও হার্টে সূচ ফোটানোর মত বেদনা, নড়াচড়া অথবা বিশ্রাম উভয় অবস্থাতেই ছিঁড়ে যাবার মত, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

প্যাল্পিটেশনের সঙ্গে অ্যানিমিক মারমার; হার্ট যেন খুব দ্রুত কাঁপে বলে মনে

হওয়া অবস্থা, কাঁধ দুটি পিছনদিকে টেনে রাখলে আরামবোধ বেশী, ক্লান্তি বা অবসন্নতা, নাড়ী দুর্বল থাকা, স্তনের বোঁটা থেকে গরম বাষ্পের মত বায়ু যেন বেরিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হওয়া, স্তন ফুলে ওঠা এবং যাদের সন্তান নেই তাদের স্তনে দুধ আসা, ঋতুস্রাবের পরে স্তন ফুলে শক্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি থাকতে পারে।

ঘাড়ে টেনে ধরার মত ব্যথার সঙ্গে শক্ত বা আড়ষ্টভাব, পিঠে কন্‌কন্‌ করা ব্যথা, কাঁধ পিছনে টেনে রাখলে কম থাকা, ডান কিডনী অঞ্চলে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা শ্বাস গ্রহণের সময় খুববেশী হওয়া, কোমরে ব্যথা, বসা অবস্থায় বেশী কিন্তু উঠে দাঁড়ালে কমে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

হাত-পায়ে ছিঁড়ে পড়া, টেনে ধরার মত ব্যথা। ত্বকে খুববেশী সাড়বোধ, মাংসপেশী থলথলে হয়ে পড়া, হাতে দুর্বলতাবোধে রোগিণীর মনে হয় যে সে হাত থেকে জিনিসপত্র ফেলে দেবে। যারা লেখার কাজ বেশী করে তাদের কব্জিতে ক্র্যাম্প দেখা দেওয়া, পায়ের ফ্লেক্সর মাংসপেশীতে টেনে ধরার মত ব্যথা, পায়ের গোড়ালীতে জ্বালা ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, হাঁটা-চলা করলে পায়ের আঙ্গুলে অসাড়বোধ, হাত-পায়ের দিকে দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

নানারূপ উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখার ফলে নিদ্রা ভাল হয় না, ঘুমের মধ্যে অস্থির-ভাব থাকে ; বিলম্বে ঘুম আসে কিন্তু খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তবুও রোগী বেশী সময় ধরে ঘুমোতে চায়, কারণ ক্লান্তি ও দুর্বলতার জন্য সে বেশী তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙ্গে গেলেও উঠতে চায় না। স্বপ্নদৌর্বল্য অর্থাৎ স্বপ্নের মধ্যেই রেতঃস্খলন হয়ে যাওয়া অবস্থা থাকতে পারে।

জ্বরের শীতাবস্থায় উষ্ণ কাপড়-চোপড়েও আরামবোধ না থাকা, ঋতুস্রাবের সময় শীতকাতরতা, সন্ধ্যায় প্রবলভাবে শীতভাব থাকা, মুখমণ্ডলে উত্তপ্ত ভাবের পরে শীতভাব আসা, শীতভাব ও উত্তাপ পর্যায়ক্রমে আসা, উত্তাপ অবস্থায় শিরা ফুলে যাওয়া (**চায়না**), খাবার পরে উত্তাপবোধ বেশী হওয়া ; রাত্রিতে, ঘুমোলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেহের নিম্নাঙ্গেই কেবল ঘাম হতে দেখা যায়।

রাত্রিতে বিছানায় শুলে চুলকানো, চুলকালে সেখানে অসাড়তাবোধ অথবা চুলকানো জায়গায় চুলকালে চুলকানি বোধটা সরে যেতে দেখা যায়।

ডিজিট্যালিস

(Digitalis)

পুরানো পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহারে এই ওষুধটির মত ক্ষতিকর ওষুধ তাদের মেটেরিয়া মেডিকাতেও আর নেই। যাদের হার্ট খুব দ্রুত চলতে দেখা যেত, অথবা হার্টের যেকোন গোলযোগেই ডিজিট্যালিস প্রয়োগ করা হত। অন্য যেকোন ওষুধের তুলনায় এটি অনেক বেশী মৃত্যুর কারণ হয়েছে। হার্ট খুব দ্রুত চলা অবস্থায় এটি প্রয়োগ করলে একটি অদ্ভুত ধরনের পক্ষাঘাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়, ফলে হার্ট তার নিজস্ব গতি-চক্র হারিয়ে ফেলে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে অবশেষে মারা যায়। ঐসব

চিকিৎসক জানেও না যে জ্বর, নিউমোনিয়া অথবা অন্য যেকোন অ্যাকিউট রোগে এই ওষুধটির টিংচার অথবা বেশী পরিমাণে প্রয়োগের ফলে রোগীর হার্টের ক্রিয়া বিলম্বিত হয়ে পড়লে হয়ত সে আরও বেশ কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারত। ওরা এই ওষুধটিকে সিডেটিভ বলে, সত্যিই এটা সিডেটিভ, এটি রোগীকে 'সিডেট' অর্থাৎ একেবারেই শান্ত বা স্থির করে দেয়। একজন হোমিওপ্যাথ কখনো রোগীর পালসের গতি কমাবার জন্য ওষুধ দেন না, তিনি রোগীর লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধ নির্বাচন ও প্রয়োগ করেন এবং রোগীর হার্ট নিজের যত্ন নেয়।

জ্বরের ওষুধ হিসাবে ডিজিট্যালিস দুর্বল। পাল্স খুব দ্রুত চলা অবস্থার বদলে প্রুভিং এ দেখা যায় যে এই ওষুধ প্রয়োগে হার্টের গতি কমে গেছে। অ্যালোপ্যাথরা রোগীর যখন পাল্স খুব দ্রুত থাকে তখন সেটাকে কমিয়ে আনতে এটি প্রয়োগ করেন ; কোন সুস্থ লোককে এটি প্রয়োগে তার পাল্স এর গতি কমে যাবে, কাজেই কোন অসুস্থ লোকের পাল্সের গতি কম থাকলে এটি প্রয়োগের দরকার হতে পারে।

এই ওষুধটি লিভারে খুববেশী গোলযোগ সৃষ্টি করে। লিভারে কনজেসসন ও বৃদ্ধি ঘটে এবং টন্‌টন্ করা ব্যথা হয়, লিভারে স্পর্শকাতরতা থাকে কিন্তু তখন রোগীর পাল্সের গতি কম থাকতে দেখা যায়। এটি লিভারের ক্রিয়া কমিয়ে দেয়, অন্ত্রে শৈথিল্য সৃষ্টি করে এবং মলে পিত্তহীন অবস্থা দেখা দেয়, সেই সঙ্গে পালসের গতি কমে যেতেও দেখা যাবে। এরূপ অবস্থার সঙ্গে জণ্ডিস দেখা দিলে সেই অবস্থায় ডিজিট্যালিস ফলপ্রদ হয়। জণ্ডিসের সঙ্গে পালসের গতি কম থাকা, লিভারে অস্বস্তিবোধ, হাল্কা বা ফেকাশে মল দেখা গেলে ডিজিট্যালিসের কথা ভোলা যাবে না।

ডিজিট্যালিসের হার্ট, লিভার এবং অন্ত্রের গোলযোগের সঙ্গে আর যে প্রধান লক্ষণ পাওয়া যায় তা হচ্ছে একটা শূন্যতা বা পাকস্থলীতে তলিয়ে যাওয়া বোধ। কোন কিছু খাবার পরেও এই বোধটা কমে না, বরং রোগীর মনে হয় যেন সে মরে যাবে। হার্টের গোলযোগের সঙ্গে এই ধরনের স্নায়বিক ধরনের, মরে যাবার মত শূন্যতা বা তলিয়ে যাবার মত অনুভূতি দেখা দিতে দেখা যায়। ডিজিট্যালিস-এ স্নায়বিক অবসাদ ; খুববেশী অস্থিরতা ও স্নায়বিক দুর্বলতা থাকতে দেখা যায়। রোগীর মনে হয় যেন তার দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। উদ্বেগে তার মনে হয় যেন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। অবসন্নতা, মূর্চ্ছাভাব, খুববেশী অবসাদ এবং উদ্বেগবোধের সঙ্গে অস্থিরতা দেখা দেয়, সামান্য কারণেই রোগী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। পাকস্থলী ও অন্ত্রে একটা ভয়ংকর দুর্বলতা প্রথমে দেখা দেয়।

রোগী ঘুমের মধ্যে ভীতিপ্রদ স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে পড়ে। হার্টের গোলযোগের সঙ্গে যেন নিচে পড়ে যাচ্ছে এরূপ স্বপ্ন দেখা, পালসের গতি খুব কম থাকায় অনিয়মিত হয়ে পড়া, ঘুমের মধ্যে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন অনিয়মিত থাকা প্রভৃতি গোলযোগ দেখা দিতে পারে। দেহের ভিতরে ঝাঁকুনি বা মৃদু কম্পনের মত একটা বৈদ্যুতিক শক্ যেন মাংসপেশীকে হঠাৎই কাঁপিয়ে দেয় এবং সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, সেই সঙ্গে পাল্স ধীরে চলা, মূর্চ্ছা যাবার মত বোধ ও খুববেশী

দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। মুখমণ্ডল নীল হয়ে ওঠে, হাতের আঙ্গুলও নীলচে দেখায়। রোগী চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে চায়, ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই চমকে ওঠে, রাত্রিতে দেহে ঝাঁকুনি লাগার মত কাঁপুনি হতেও দেখা যেতে পারে।

হার্টের নানাধরনের লক্ষণ দেখা গেলেও সেগুলি পালস ধীরে চলা লক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথমে অসুস্থতার প্রথমদিকে পালসের গতি খুব কম থাকতে দেখা গেলেও পরে সেটা খুব দ্রুত, যেন বিদ্যুতগতি হয়ে পড়ে। রোগী খুব উদ্বিগ্ন, অস্থির হয়ে পড়ে, ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখে এবং তার পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় পালসের গতি খুব কম থাকার বদলে বেশী বা দ্রুত হতে দেখলে কখনই ডিজিট্যালিসের কথা বিবেচনা করা চলবে না। রিউম্যাটিজমের সূত্রপাত হলে পালস ধীর গতি কিন্তু সরল থাকতে দেখা যায়। হঠাৎ খুব তীব্র হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে রিদিমের গোলমাল থাকতে দেখা যেতে পারে। সামান্য নড়াচড়াতেই উদ্বেগ ও প্যাল-পিটেশন দেখা দেয়। যখন পালসের গতি মিনিটে মাত্র ৪০ বারের মত রয়েছে সেই অবস্থায় রোগী তার মাথাটি এদিক-সেদিক একটু ঘোরালে পালসের গতি দারুণ ভাবে বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগীর তখন মনে হয় যেন তার সারা দেহেই হার্টের দ্রুত গতির স্পন্দনের মত স্পন্দন ঘটে চলেছে, পরে এ অবস্থাটা কমে গেলেও শেষ পর্যন্ত হার্টের স্পন্দনে পরিবর্তন ঘটে সবসময়ই খুব দ্রুত থির থির করে কাঁপার মত হতে দেখা যায়।

কোন একটা শোক বা বিশেষ দুঃখ থেকে হার্টের প্যালপিটেশন আরম্ভ হতে পারে এবং মনে হয় যেন হঠাৎই রোগীর হার্ট থেমে যাবে। হার্ট থির থির করে কাঁপা, সামান্যতম পরিশ্রমই হার্টের ক্রিয়া কষ্টকর ও অনিয়মিত হয়ে পড়া অবস্থা দেখা দিতেও পারে। সাধারণ কাশিতে ডিজিট্যালিসের প্রয়োজন না হলেও হৃৎপিণ্ডজনিত কাশি, বিশেষভাবে মধ্য-রাত্রিতে কাশি হয়ে সিদ্ধ করা শ্বেতসার অথবা জলে ফোটানো বার্লি বা সাগুর মত শ্লেষ্মা উঠতে দেখা যেতে পারে। ফুসফুসের নিচের দিকের অংশে কনজেসসন হবার ফলে রক্ত মেশানো শ্লেষ্মা উঠতেও দেখা যায়। কথা বললে, হাঁটা-চলা করলে, ঠাণ্ডা কিছু পান করলে বা দেহ বাঁকালে বা ঝুঁকলেই কাশি দেখা দেয় বা বেড়ে যায়। তবে এই ধরনের কাশি হার্ট, লিভার বা অন্য কোন গোলযোগের সঙ্গে থাকতে দেখা যাবে।

শ্বাস প্রক্রিয়ার বিষয়েও একই কথা বলা যায়। হার্টের এবং লিভারের চালান, সব সময়ই গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণের একটা ইচ্ছা হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। রোগী ঘুমিয়ে পড়লে প্রায় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত বোধে ঘুম ভেঙ্গে সে চমকে ওঠে। এই ধরনের **লক্ষণ ল্যাকেসিস, ফসফরাস, কার্বোভেজ** এবং আরও কিছু ওষুধে আছে যারা বিশেষভাবে মস্তিষ্কের সেরিবেলাম অংশে গোলযোগ সৃষ্টি করে ঐ ধরনের লক্ষণের সৃষ্টি করে। আমরা বিভিন্ন ওষুধের প্রুভিং থেকে অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাব যে শ্বাসক্রিয়ায় রাত্রিতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সেরিবেলাম

অংশের এবং জেগে থাকা অবস্থায় সেরিব্রাম অংশের প্রাধান্য থাকে। সেই জন্যই সেরিবেলামের গোলযোগে রোগী ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ দমআট্কাভাব বা শ্বাসকষ্ট হতে দেখা যায়।

রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়লে দমআটকাভাব বা শ্বাসকষ্ট হবার সম্ভাবনায় রোগী ভীত হয়ে পড়ে; দিনের বেলায় ঘুমোলেও সেইরূপ শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। ফুসফুসের নিচের অংশে কনজেসসন হয়ে শ্লেষ্মায় পূর্ণ হয়ে যাবার ফলে ডালনেস বা কঠিনভাব এবং উপরের অংশে অধিক ফাঁপা অবস্থা বা অতিরিক্ত রেজোনেন্স থাকতে দেখা গেলে ডিজিট্যালিস উপযোগী হয়ে থাকে। তখন রোগী বিছানায় উঠে বসে থাকতে বাধ্য হয়। ফুসফুসের নিচের অংশে কনজেসসন যখন থাকে না অতিরিক্ত রেজোন্যান্স থাকতে দেখা গেলে ডিজিট্যালিস উপযোগী হয়ে থাকে। তখন রোগী বিছানায় উঠে বসে থাকতে বাধ্য হয়। ফুসফুসের নিচের অংশে কনজেসসন যখন থাকে না তখন ডিজিট্যালিসের রোগী মাথায় বালিশ ব্যবহার না করে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে পছন্দ করে, কিন্তু ফুসফুসের নিচের অংশে রক্তাধিক্য ঘটলে তার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, সেই সঙ্গে প্রথম দিকে পালসের গতি কম থাকে কিন্তু পরে পালস খুববেশী দ্রুত হয়ে পড়লে সে ক্ষেত্রে ডিজিট্যালিসই নির্দিষ্ট ওষুধ।

প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধিজনিত পুরানো অবস্থায় ডিজিট্যালিসকে বাদ দিয়ে অন্য ওষুধের কথা ভাবাই যায় না। বারবার প্রস্রাব করার ইচ্ছা দেখা দিলেও স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাব না হওয়ায় রোগীকে হয়ত দীর্ঘদিন ধরেই ক্যাথিটার ব্যবহার করে চলতে হয়েছে! এবং বৃদ্ধ ও অধিক বয়স পর্যন্ত যারা অবিবাহিত থাকে তাদের প্রস্রাব কিছুটা মূত্রথলিতে সবসময়ই থেকে যেতে দেখা গেলে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে। ওষুধটি প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি রোধ করে তাকে ছোট ও স্বাভাবিক করে তুলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করে তুলতে পারে। ড্রপসির সঙ্গে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, ইউরিমিয়া এবং ব্রাইট্‌স্ ডিজিজের বিভিন্ন অবস্থায় কিডনীতে ডিজিট্যালিসের মত লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়া, প্রস্রাব আটকে থাকা, স্পার্মাটোরিয়া বা বীর্যপাত, রাত্রিতে রেতঃস্খলন প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

ক্রনিক গনোরিয়া, অ্যাকিউট অবস্থার গনোরিয়া, গ্লানস্ পেনিসের পাতলা মিউকাস মেমব্রেনের আবরণে প্রদাহ প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যায়, যৌনাঙ্গে শোথজনিত ফোলাও এর সাহায্যে সারানো যেতে পারে।

মুখের রুচি কমে যাওয়া এবং তীব্র পিপাসা থাকতে দেখা যায়। যখন রোগী খাদ্য কম খায় কিন্তু পানীয় বেশী গ্রহণ করে তখন বেশীরভাগ চিকিৎসকই **সালফার** প্রয়োগ করেন। ডিজিট্যালিসে যে গা-বমিভাব থাকে সেটা **ইপিকাক** এবং **ব্রায়োনিয়ার** মত হয় না। খাদ্যের গন্ধেই রোগী তীব্র ধরনের গা-গুলানোবোধ করে, সেই সঙ্গে একটা শূন্যতাবোধ, হার্টের গোলযোগ, জণ্ডিসের সঙ্গে লিভারের গোলযোগ

থাকতে পারে। পাকস্থলীর উপর অংশে খুববেশী স্পর্শকাতরতা, মূর্চ্ছাভাব ও তলিয়ে যাবার মত বোধ হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন সে মরে যাবে। লিভার অঞ্চলে টন্‌টনে ব্যথা, শক্তভাব ও সামান্য চাপেও বেদনাবোধ, সেই সঙ্গে জণ্ডিস, হার্টের গোলযোগ, পালসের গতি কম থাকা প্রভৃতি ডিজিট্যালিসের প্রধান লক্ষণগুলি দেখা যায়।

সর্বদাই ডিজিট্যালিসের রোগী তার কষ্টের জন্য খুববেশী উদ্বিগ্ন থাকে; সে একাকী, বিষণ্ণ, মনমরা ভাবে থাকে এবং অস্থিরতাবোধ করে। দীর্ঘদিন মদ্যপানে অভ্যস্ত লোকের মদ্যপান করা ছেড়ে দিতে গেলে ডিজিট্যালিসের মত অবসাদ, হার্টের দুর্বলতা ও অনিয়মিত চলা, বিষণ্ণতা, নিজের ক্ষমতা বা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি অবস্থায় ডিজিট্যালিস কার্যকরী হয়ে থাকে।

ড্রসেরা রোটাণ্ডিফোলিয়া
(Drosera Rotundifolia)

এই ওষুধটি প্রধানত হুপিং কাশিতে ব্যবহৃত হলেও অনেক ধরনের অসুস্থতায় এটির ব্যবহার আরও ব্যাপক হতে পারে। এই ওষুধটিতে যে ধরনের স্প্যাজমোডিক অবস্থা, অনেক উপসর্গের সঙ্গে দেখা দেওয়া ক্র্যাম্প বা খিঁচ্‌ধরা ব্যথা প্রভৃতি দেখা যায় তাতেই এর ব্যবহারের ব্যাপকতার বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। মৃগীরোগের মত স্প্যাজম, দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রাহীনতা, ঘুম ভাঙ্গার পরে প্রচুর ঘাম হতে থাকা, অস্থিরতা ও উদ্বেগ প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। রোগী কল্পনা করে যে তাকে সব সময়ই নির্যাতন বা হয়রান করা হচ্ছে। তার দেহে উত্তাপের ঝলক ও রাত্রিকে ভয় পেতে দেখা যায়; উদ্বেগ, নিদ্রাহীনতা ও ভূতপ্রেতের ভয় পাওয়া, আক্ষেপযুক্ত কাশি, একা হয়ে পড়ার ভয় এবং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও সন্দেহের চোখে দেখা, মানসিক বিভ্রম বা কনফিউশনের সঙ্গে মাথাঘোরা ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার মত অবস্থা প্রভৃতিও দেখা যেতে পারে। মাথায় এবং দেহে অন্যান্য স্থানে ছুরি দিয়ে কেটে দেবার মত ব্যথায় রোগী তার মাথাটা দুই হাতে ধরে রাখে। কাশবার সময় বুকে হাত দিয়ে কাশির ধকল সামলাতে চেষ্টা করে, পেটেও চাপ দিয়ে রাখতে চায়। চেপেধরা ও মাথায় রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা হতে দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন অংশে হামের মত উদ্ভেদ ও সেখানে খুববেশী চুলকানি থাকতে দেখা যেতে পারে। কনভালসন অথবা হাম দেখা দিলে রোগীর অক্ষিগোলকে রক্তোচ্ছ্বাস হয়ে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসার মত দেখায়। চোখে ও কানে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, কানে সমুদ্রের গর্জনের, মৌমাছির গুঞ্জনের অথবা ঢাকের বাজনার মত শব্দ শুনতে পাওয়া, নাক, গলা, ল্যারিংক্স এবং বুক থেকে কাশির সঙ্গে, বিশেষভাবে আক্ষেপযুক্ত কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে দেখা যায়। সাধারণত মুখমণ্ডলে উত্তাপ থাকার সঙ্গে ফেকাশে ও চুপসে যাওয়া চেহারা থাকে, হাত ও পায়ের দিকে ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়; কিন্তু কাশি হলে তখন রোগীর মুখমণ্ডলে **বেলেডোনা** এবং **কুপ্রাম** এর মত লালভাব,

রক্তাধিক্য ও বেগুনী রঙের মত দেখায়। অনেক উপসর্গের সঙ্গেই সূচ ফোটানোর মত ব্যথা দেখা দিতে পারে। ফুসফুসের যক্ষ্মা, ল্যারিংক্স-এ যক্ষ্মার আক্রমণ এবং হুপিং কাশির সঙ্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মুখে পচাটে স্বাদ থাকে; লালায় রক্তমেশানো এবং মুখ থেকে রক্তপড়া, শক্ত খাবার গিলতে কষ্ট হওয়া, ল্যারিংক্স, ইসোফেগাস প্রভৃতিতে সংকোচন ঘটায় গিলতে অসুবিধা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ঘর পরিষ্কার করার জন্য ঝাঁটা হাতে ধরলে অথবা হাত দিয়ে অন্য কিছু ধরলে হাতে ক্র্যাম্প বা টান্‌ধরা ব্যথা দেখা দিতে পারে। গলায় জ্বালা করা ও গলা খাঁকারি দেওয়ার প্রবণতা, গলায় সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, গলা গাঢ় লাল অথবা বেগুনী হওয়া, খাবার পরেই কাশির জন্য ল্যারিংক্স পরিষ্কার রাখার প্রয়াসে গলা খাঁকারি দেওয়া, কোন কিছু পান করলে ও কাশি শুরু হওয়া, বিশেষভাবে ঠাণ্ডা খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের পরে কাশি, গলায় ও ল্যারিংক্স-এ সুড়সুড় বোধের জন্য কাশি, গা-বমি ভাব এবং সকালে বমির সঙ্গে পিত্ত ও রক্ত ওঠা এবং কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা ও ভুক্তদ্রব্য বমি হয়ে যাওয়া, ওয়াক্ ওঠা ও বমি না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এক নাগাড়ে কাশি, পাকস্থলীর উপরের অংশে এবং পেটের দুইধারে সংকোচনযুক্ত বেদনাবোধ, টক কোন খাদ্যগ্রহণের পরে কলিকের বেদনা দেখা দেওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে। ল্যারিংক্স-এ খুববেশী সুড়সুড় করার মত অনুভূতির সঙ্গে জোরে হাতের আঙ্গুল মুঠি করে চেপে ধরা, খিঁচধরা, সংকুচিত হয়ে পড়া এবং জ্বালাভাব থাকা, গলার স্বর কর্কশ বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হওয়া, ল্যারিংক্স-এ সুড়সুড় করার জন্য কাশি ও গলা খাঁকারি দেওয়া, ল্যারিংক্স শুষ্ক থাকা, এপিগ্লটিসে স্প্যাজম দেখা দেওয়া, ল্যারিংক্স-এ সুড়সুড় করার জন্য তীব্র ধরনের আক্ষেপযুক্ত কাশি দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে এবং সেইজন্য হুপিং কাশিতে এই ধরনের লক্ষণে ড্রসেরা খুব ফলপ্রদ হয়। ল্যারিংক্স-এ পাখির পালক রয়েছে এ ধরনের অনুভূতি হতে পারে। কাশি আরম্ভ হলে হাত ও পায়ের দিকে আক্ষেপ বা স্প্যাজম দেখা দেয়।

বুক ও ল্যারিংক্স্-এ স্প্যাজম ঘটায় শ্বাসকষ্ট ও দমআটকা বোধ দেখা দেয়। কথা বলতে বা কাশতে গেলেই গলায় যেন কিছু একটা রয়েছে বলে মনে হয় এবং সেইজন্য কথা বলা ও কাশতে অসুবিধা হয়। মধ্য রাত্রির পরে কাশি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে; ঘুমের পরে জেগে উঠলে বিশেষ ভাবে কাশি আরম্ভ হওয়ায় রোগীর পক্ষে গলা দিয়ে সামান্য শব্দ বার করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। শ্বাসকষ্ট ও দম আটকাভাব দেখা দেয়। বুকে চাপবোধ ও শ্বাসকষ্ট কাশির সঙ্গে এবং শুয়ে থাকলে বেশী হতে দেখা যায়। দু'তিন ঘণ্টা বাদে বাদে হুপিং কাশির দমক দেখা দিতে পারে এবং কাশির তীব্রতা রাত্রিতে শুয়ে থাকলে ভোর ৩টা নাগাদ খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। হামের সঙ্গে অথবা হাম জ্বরে ভুগে ওঠার পরে আক্ষেপযুক্ত কাশি দেখা দিলে এবং ল্যারিংক্স্-এ সুড়সুড় করা অনুভূতি থেকে গেলে ড্রসেরা খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়, এবং এই ওষুধটি **কার্বোভেজ**-এর মতই কার্যকরী হয়। ক্রনিক-ব্রঙ্কাইটিসের সঙ্গে আক্ষেপযুক্ত কাশি, ফুসফুসের যক্ষ্মা এবং বুক ও ফুসফুসের

অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে দুই কাঁধের মাঝখানে বেদনা, পিঠে থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, হাত-পা শীতল থাকা ও নীলচে হয়ে পড়া, কাশির তীব্রতায় কোন কোন ক্ষেত্রে কনভালসন দেখা দেওয়া, দেহের যে কোন একদিককে বিশেষভাবে শীতভাব থাকা, হুপিং কাশির সঙ্গে শীতভাব ও জ্বর, কাশির সঙ্গে সারা দেহে বেশী ঘাম হওয়া, খুব অবসাদ প্রভৃতি দেখা যায়।

ডালকামারা
(Dulcamara—Bitter Sweet)

এই ওষুধটি প্রধানত মিউকাস মেমব্রেনের উপরে ক্রিয়াশীল হয় বলে মনে হয় এবং অ্যাকিউট ও ক্রনিক ধরনের স্রাব বা রস সৃষ্টি ও নির্গমনের প্রবণতা থাকতে দেখা যায়।

ডালকামারার রোগী আবহাওয়ার প্রতিটি পরিবর্তনে, উষ্ণতা থেকে শীতলতায়, শুকনো থেকে আর্দ্রতায় এবং ঘাম হয়ে হঠাৎ দেহ বেশী ঠাণ্ডা হলে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে শুকনো ও স্বাভাবিক আবহাওয়ায় আরামবোধ করে এবং শীতল ও ভেজা বা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় তার সব উপসর্গ বেড়ে যায়। সন্ধ্যায়, রাত্রিতে এবং বিশ্রামে থাকলে তার উপসর্গ খুববেশী বেড়ে যেতে দেখা যায়।

ডালকামারা পাকস্থলী, অন্ত্র, নাক, চোখ, কান প্রভৃতি অংশে শ্লেষ্মা এবং ত্বকে উদ্ভেদের সঙ্গে প্রদাহের মত অবস্থা সৃষ্টি করে। এই ওষুধটি ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে আবহাওয়ার পরিবর্তনে এই ওষুধের রোগীর দেহ ও মনে যে অদ্ভুত ধাতুগত পরিবর্তন ঘটে সেটা দেখলে বিস্মিত হতে হবে।

গ্রীষ্মের শেষভাগে যখন দিনে গরম কিন্তু রাত্রিতে ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকে তখন পরিবর্তনশীল মলসহ ডায়রিয়ায় এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। শিশুদের ডায়রিয়াতেও ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। মনে হয় যেন রোগীর হজমশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, হলদে, আমযুক্ত চট্‌চটে মল, হলদেটে সবুজ মল, মলের সঙ্গে অজীর্ণ খাদ্য নির্গমন, ঘন ঘন মলত্যাগ করা, মলে রক্ত অনেকটা শ্লেষ্মা বা আম বেরোনো প্রভৃতি অবস্থা থাকতে পারে। এইরূপ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে **পালসেটিলায়** ভাল ফল পাওয়া যায়, কারণ মনে হয় যেন এখানে পালসেটিলার লক্ষণই বেশী বা প্রধান, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে **আর্নিকায়** ভাল ফল পেতে দেখা যায়, কিন্তু যখন প্রতিবারই শিশুটি ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হলে তার উপসর্গ পুনরায় দেখা দেয়, তখন বোঝা যায় যে রোগীর সব লক্ষণকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। দু'তিনবার রোগাক্রমণ না ঘটলে বা যদি ঠিক লক্ষণগুলি বোঝা না গেলে সেটাকে বিরক্তিকর অবস্থা বলেই মনে হবে, কারণ সব সময় বোঝা যায় না যে ঠাণ্ডা থেকেই রোগাক্রমণ ঘটেছে।

প্রতি বছর যখন ছোট ছোট শিশুদের বছরের শেষভাগে উঁচু পাহাড়ী এলাকা

থেকে নিচে নিয়ে আসা হয় তখন সেই শিশুদের মধ্যে ডালকামারার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাবে। গ্রীষ্মের শেষভাগে পাহাড়ে বা উঁচু পর্বত এলাকায় থাকলে তবেই অবস্থাটা বোঝা সহজ হবে; কারণ ঐ স্থানে ঐ সময়ে দিনের বেলায় প্রখর রৌদ্রের তাপ থাকে কিন্তু সূর্যাস্তের পর থেকেই ঠাণ্ডা, হিমেল হাওয়ার ঝাপ্টায় হাড়েও যেন কাঁপুনি ধরে যায়। কাজেই ঐরূপ আবহাওয়ায় দিনের উত্তাপে শিশুর দেহ বেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সন্ধ্যার পরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার ঠাণ্ডা লেগে যায়। এইরূপ অবস্থায় ডালকামারা খুবই উপযোগী। শিশুদের মত বয়স্ক লোকেরাও দিনের বেলায় প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে পরে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। পাহাড়ী এলাকায় গ্রীষ্মের শেষভাগে দিনের বেলার উত্তাপে হাঁটা-চলা করলে দেহে খুব ঘাম হয় এবং তার পরে ঠাণ্ডা হাওয়া দেখা দিলে খুব শীতবোধ হতে থাকে. তার কিছুক্ষণ পরেই হয়ত আবার গরম হাওয়ার উল্কা গায়ে এসে লাগবে। এইরূপ আবহাওয়ায় প্রথমে ঘাম হয়ে পরে সেটা বসে যায় এবং তখন ডালকামারার উপযোগী লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পাহাড়ী অঞ্চলের পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় অনেকক্ষেত্রে শিশুদের ডায়রিয়া হয়ে সহজে সারতে চায় না, সেই ক্ষেত্রে ডালকামারা ফলপ্রদ হতে পারে। ঠাণ্ডা লেগে বারবার দেখা দেওয়া ক্রনিক ডিসেণ্ট্রিতে ডালকামারা প্রয়োগ করলে রোগীর আবহাওয়ার পরিবর্তনে ঠাণ্ডা লাগা ও ডিসেণ্ট্রি বা ডায়রিয়া দেখা দেবার প্রবণতা সেরে যাবে।

এমন কিছু লোক আছে কাজ বা ব্যবসার পরিবেশগত কারণে যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে; যারা আইস-ক্রিম ফ্যাক্টরি, কোল্ড স্টোরেজ প্রভৃতিতে কাজ করে তাদের অনেককেই একবার উত্তাপের মধ্যে, তারপরেই আবার খুব ঠাণ্ডায় কাজ করতে হয়, ফলে তাদের অনেকেই পেটের গোলমাল, বিশেষভাবে ডায়রিয়া এবং সর্দি-কাশিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই ধরনের ক্রনিক ডায়রিয়া, সর্দিকাশি ইত্যাদি দেখা গেলে ডালকামারা খুবই ফলপ্রদ হয়। এই ধরনের উপসর্গের সঙ্গে আর্সেনিকের মত লক্ষণ পাওয়া গেলে ঐ ওষুধটিও কার্যকরী হতে পারে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণগুলি ডালকামারার মত হতে দেখা যায় এবং সেক্ষেত্রে ডালকামারাই নির্দিষ্ট ওষুধ। খুব উত্তাপযুক্ত আবহাওয়ায় ঘাম হবার পরে হঠাৎই ঠাণ্ডা পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে বা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে ঘাম বসে গিয়ে রোগীর ঠাণ্ডা লেগে যায়, কোন ঠাণ্ডা ঘরে বা স্যাঁতসেতে পরিবেশে থাকতে বা কাজকর্ম করতে হলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অত্যধিক উত্তাপে কাজ করে দেহ যখন খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন দেহের সব কাপড় জামা খুলে ফেলায় ঠাণ্ডা লেগে যায়, ঘাম বসে যায়; ফলে জ্বর, গায়ে ব্যথা ও কাঁপুনি, মাংসপেশীতে কম্পন প্রভৃতি অথবা ডায়রিয়া, খুব সর্দিকাশি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। জ্বর যখন বেশী হয় তখন রোগীর অবস্থা বেশ করুণ হয়ে পড়ে, সে কোন কিছুই মনে করতে পারে না, তার সঙ্গে কি বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল তা সে ভুলে যায়; কথা বলতে গিয়ে সঠিক শব্দটিই খুঁজে পায় না এবং একটা মানসিকভাবে বিচলিত বা বিভ্রমের অবস্থায় পৌঁছায়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনে

এই ধরনের শৈথিল্য এবং সেই সঙ্গে হাত-পা কাঁপা, শীতভাব, শীতলতায় দেহের হাড় পর্যন্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে এবং সেই জন্য দেহে কাঁপুনি হচ্ছে বলে বোধ হয়।

ডালকামারাতে রিউম্যাটিজম্, বাতজনিত বেদনা, দেহের যে কোনস্থানে কামড়ানো, টাটানো বা থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, অস্থি-সন্ধিতে প্রদাহ হয়ে লাল হয়ে ফুলে যেতে এবং খুব স্পর্শকাতর হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। ঘাম বসে গিয়ে, বিশেষভাবে খুব উত্তাপের পরে ঠাণ্ডায় ঘাম বসে গিয়ে অথবা ঠাণ্ডা ও ভেজা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বাতজনিত উপসর্গ দেখা দিলে এবং সেই বেদনা সন্ধ্যায়, রাত্রিতে এবং বিশ্রামে থাকলে বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলে ডালকামারা ফলপ্রদ হবে।

ডালকামারাতে অনেক ধরনের ক্রনিক উপসর্গও সৃষ্টি হতে দেখা যায়, চোখে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, চোখ থেকে ঘন, হলদেটে পুঁজের মত স্রাব পড়া, চোখের পাতায় ডিম ডিম ভাব সৃষ্টি হওয়া, ঠাণ্ডা লাগালেই চোখ লাল হয়ে পড়া, দেহের আবরণ বা কাপড় জামা খুলে ফেলায় অথবা ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও বৃষ্টিতে যদি ঠাণ্ডা লেগে চোখের উপসর্গ দেখা দেয় তা হলে ডালকামারা কার্যকরী হবে। ঠাণ্ডা লাগলেই চোখের উপসর্গ দেখা দেওয়া অবস্থা অন্য ওষুধেও আছে, তবে এটা ডালকামারাতে বিশেষভাবে থাকতে দেখা যায়।

ডালকামারাতেও নাকে সর্দি হয়ে, রক্তমেশানো মামড়ী সৃষ্টি হওয়া, নাক থেকে প্রায় সব সময়ই ঘন হলদেটে সর্দি ঝেড়ে ফেলতে দেখা যায়। ছোট ছোট শিশুদের খুব সর্দি-কাশির ধাত থাকতে দেখা যায় এবং ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় তাদের উপসর্গ খুব বেড়ে যায়। শিশু বা রোগী সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে থাকার জন্য ঘুমোবার সময় মুখ হাঁ করে রাখতে বাধ্য হয়; ঠাণ্ডায় এবং বৃষ্টির শীতলতায় তাদের সর্দি-কাশি সৃষ্টি হয় বা বেড়ে যায়।

ডালকামারার রোগী গ্রীষ্মকালে বেশ ভাল থাকে, তাদের সর্দি-কাশি এবং অন্যান্য উপসর্গ তখন কম থাকতে দেখা যায় কিন্তু হেমন্তকালের আবির্ভাবে যখন রাত্রিতে ঠাণ্ডা আবহাওয়া দেখা দেয় অথবা বৃষ্টিতে যখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে তখনই তার সব উপসর্গ পুনরায় দেখা দেয়, তার সর্দি-কাশি, বাতের বেদনা প্রভৃতি বেড়ে যায়।

ডালকামারাতে দেহের যে কোন মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত সৃষ্টি করার একটা প্রবণতা ও ফ্যাগেডিনার মত অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। প্রথমে সামান্য ধরনের হারপিসের মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে সারা শরীরে সেটা ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে হলদেটে পুঁজ সৃষ্টি হয়, ক্ষত সহজে সারতে চায় না, ক্ষত গভীর হয়ে পেরিঅস্টিয়াম ও অস্থিতে নেক্রোসিস ও কেরিজ সৃষ্টি করতে পারে, ক্ষত খুব স্পর্শকাতর থাকে এবং সেখানে থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। **আর্সেনিকামেও** এইরূপ গভীর ক্ষত, ফ্যাগেডিনা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়; বিউবো হয়ে সেটা ফেটে গিয়ে সেখানে

যে ক্ষত সৃষ্টি হয় সেটা সহজে সারতে না চাইলে বিশেষভাবে **আর্সেনিকামের** কথা বিবেচনা করতে হয়।

এই ওষুধটিতে দেহের বিভিন্ন অংশে জলপূর্ণ ফোস্কা, শুকনো বাদামী রঙের ও নরম এবং আর্দ্র ধরনের মামড়ীপড়া, হারপিস ধরনের উদ্ভেদ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ইম্পেটাইগো অর্থাৎ ছোট ছোট অনেকগুলি ফোড়া বা ফোড়ার মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া ও ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা, গ্ল্যান্ড বড় ও শক্ত হয়ে থাকা, মাথার স্ক্যাল্প অংশে 'ক্রাস্টা ল্যাকটিয়া' ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। উদ্ভেদগুলিতে খুব চুলকানি থাকে এবং চুলকালে আরামবোধ হওয়ায় চুলকাতে চুলকাতে রক্তপাত ও দগ্‌দগে না হয়ে ওঠা পর্যন্ত চুলকাতেই থাকা, ছোট শিশুদের একজিমা, মুখমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষভাবে গালে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে মামড়ী পড়া প্রভৃতি দেখা যায়। সদ্যোজাত শিশুদের মাথার স্ক্যাল্প-এ এই ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া **সিপিয়া, আর্সেনিকাম, গ্র্যাফাইটিস,** ডালকামারা, **পেট্রোলিয়াম, সালফার** এবং **ক্যালকেরিয়া কার্ব** উপযোগী হতে পারে, তবে এইরূপ আবহাওয়ায় **সিপিয়া**-ই বেশী উপযোগী বলে মনে হয়।

রোগীর সর্দি-কাশি, বাতজনিত লবণ, উদ্ভেদ প্রভৃতি বিশেষ ধাতুগত অবস্থায় ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় সব ধরনের উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া এই ওষুধের বিশেষত্ব।

ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় সর্দি বা বাতজনিত মাথাধরা দেখা দেয়। ডালাকামারার কোন কোন রোগী ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগায় হাঁচতে শুরু করে, প্রথমে পাতলা সর্দি বা কোরাইজা হয় এবং তাড়াতাড়িই সেটা ঘন ও হলদেটে সর্দিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। ডালকামারায় মাথাধরা অবস্থার সঙ্গে শুকনো ধরনের সর্দি থাকে। ঠাণ্ডা লাগার ফলে প্রথমে মাথাধরার সঙ্গে হাঁচি হয় ও পরে নাকের বা শ্বাসপথের শুষ্কতায় স্বাভাবিক সর্দি সৃষ্টি না হয়ে স্নায়বিক বেদনা দেখা দেয়, প্রথমে অক্ষিপুট অংশে এবং পরে সারা মাথাতেই বেদনা আরম্ভ হয়; মাথায় রক্তাধিক্য, স্নায়বিক বেদনা প্রভৃতির সঙ্গে নাক শুকনো থাকতে দেখা যায়। তবে নাক থেকে সর্দি পড়া শুরু হলে মাথাধরা কমে যায়। খুব পরিশ্রমে, খুব গরমে দেহ উত্তপ্ত হয়ে যাবার ফলে, ঘাম বসে গিয়ে ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে ডালকামারার উপযোগী লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

দাদ, 'হারপিস সারসিনেটাস'-এর মত উদ্ভেদে ডালকামারা খুব ফলপ্রদ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল ও স্ক্যাল্প-এ ঐ ধরনের উদ্ভেদ দেখা দেয়; শিশুদের মাথায় ও চুলে এই ধরনের উদ্ভেদ—রিংওয়ার্ম দেখা দিলে ডালকামারায় তা অনেকক্ষেত্রেই সেরে যায়।

ডালকামারার শিশুর প্রায়ই কানে ব্যথা হতে দেখা যায়। শুকনো সর্দি বা ড্রাই কোরাইজা নড়াচড়া করলে কম থাকে কিন্তু বিশ্রামে থাকলে, সামান্য ঠাণ্ডা

আবহাওয়ার স্পর্শেই সর্দি বেড়ে যায়। কোন কোন কোরাইজাতে উষ্ণ ঘরে থাকা সহ্য হয় না, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উষ্ণ ঘরে থাকলে কোরাইজা কম থাকতে দেখা যায়। ডালকামারার কোরাইজা খোলা, উন্মুক্ত হাওয়ায় বেড়ে যায় এবং রোগী নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা করলে কম থাকে। **নাক্সভমিকার** রোগী সাধারণত উষ্ণ আবহাওয়া, উষ্ণ ঘর ও উষ্ণতা পছন্দ করে কিন্তু কোরাইজা দেখা দিলে তখন সে খোলা হাওয়ায়, ঠাণ্ডা বায়ুতে ঘুরে বেড়াতে চায় কারণ তাতে সে কিছুটা আরামবোধ করে। উষ্ণ ঘরে থাকলে তার নাক সুড়সুড় করে, অনবরত নাক থেকে পাতলা সর্দি ঝরতে দেখা যায়। **নাক্সভমিকার** কোরাইজা ঘরের মধ্যে থাকলে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, বিছানার উষ্ণতায় ও সর্দি বেড়ে গিয়ে রোগীর মাথার বালিশ ভিজিয়ে দেয়। ডালকামারায় সর্দি ঘরে থাকলে, উষ্ণতায় বেশী ঝরে এবং ঠাণ্ডায়, খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরলে বা ঠাণ্ডা ঘরে থাকলে কোরাইজা কম থাকতে দেখা যাবে। তবে ডালকামারার রোগী কোন ঠাণ্ডা ঘরে প্রবেশ করলে বা থাকলে তার নাকের হাড়ে বেদনা শুরু হয়ে হাঁচি হতে আরম্ভ করে এবং নাক থেকে জলের মত সর্দি ঝরতে শুরু করে। কিন্তু **নাক্সভমিকার** রোগী ঐ অবস্থায় আরামবোধ করে থাকে। **অ্যালিয়াম সেপা-র** রোগীরও উষ্ণ ঘরে থাকলে **নাক্সভমিকার** মত সর্দি বেড়ে যায় এবং ঠাণ্ডা, মুক্ত হাওয়ায় কম থাকতে দেখা যায়, উষ্ণ কোন ঘরে ঢুকলেই **অ্যালিয়াম সেপার** রোগী হাঁচতে শুরু করে।

ইউরোপে আগস্টমাসের শেষভাগে যখন রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে, ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়া, তুষারপাতজনিত বর্ষা দেখা দেয় তখন নাক সুড়সুড় করে অনবরত হাঁচি হতে শুরু করায় রোগী নাকটি ঢেকে উষ্ণ রাখতে চায়। হে ফিভারের মত এই অবস্থায় রোগীর নাক বন্ধ হয়ে থাকে এবং চোখে পিঁচুটি ভর্তি হয়ে থাকে। রোগী এই অবস্থায় তার মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহ উষ্ণ কাপড়-চোপড়ে ভালভাবে ঢেকে বসে থাকে, গরম জলের বোতলের সাহায্যে নাক ও মুখমণ্ডলে গরম সেক্ দেবার চেষ্টা করে, কারণ গরম সেক্এ তার নাকের বন্ধভাব কমে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, তুষারপাতজনিত ঠাণ্ডায় বা বৃষ্টিপাতের জন্য ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার মধ্যে বাইরে বেরোলেই এই রোগীর উপসর্গ খুব বেড়ে যায়। কিন্তু সাধারণত হে ফিভারে রোগী ঠাণ্ডা ঘর, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আরাম পায় এবং সেইজন্য ঠাণ্ডা কোন স্থানে যেতে চায়। এই ধরনের লক্ষণ দ্বারাই কোন রোগীর ধাতুগত অবস্থা ও চরিত্র বোঝা যায় এবং ওষুধ নির্বাচনও সহজ হয়ে পড়ে।

নাক ও চোখ থেকে প্রচুর জল পড়া অবস্থা মুক্ত হাওয়াতে আরও বেড়ে যায়, কোন বদ্ধ, উষ্ণ ঘরে থাকলে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠলে রোগী আরামবোধ করে। ডালকামারার রোগীর সদ্য নিংড়ানো ঘাম, শুকনো গুল্ম প্রভৃতিতে এত বেশী সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে যেখানে ঐসব শুকনো ঘাম ও গুল্ম বেশী থাকে সেখানে সে কখনো যেতে চায় না। হে ফিভারের জন্য আমাদের এমন

ওষুধের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে যাতে উপসর্গ বছরের তুষারপাত দেখা দেবার সময় বৃদ্ধি পায়। হে ফিভারের মত অবস্থা বসন্তকালে দেখা দিলে **ন্যাজা** ও **ল্যাকেসিস** বেশী কার্যকরী হয়। কাজেই অসুস্থতা সৃষ্টির কাল বা সময়, দিন বা রাত্রি কখন উপসর্গ দেখা দেয় বা বেড়ে যায় সে দিকে এবং কোন ওষুধ ভিজে ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এবং কোন্ ওষুধ শুকনো, ঠাণ্ডা বা গরম আবহাওয়ায় বেশী কার্যকরী হয় সে বিষয়ে আমাদের ভালভাবে জানতে হবে।

ডালকামারার রোগীকে প্রায় সব সময়ই শ্বাসপথের মিউকাস মেমব্রেনে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় অসুস্থ থাকতে দেখা যায়। তাদের ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে বা আর্দ্র আবহাওয়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং যে অঞ্চলে উষ্ণ আবহাওয়া থাকে সেখানে গেলে রোগীর সর্দি-কাশি প্রভৃতি অনেক কম থাকতে দেখা যায়। ডালকামারার রোগীর ফুসফুসের যক্ষ্মা হবার ভয় থাকে, তাদের মুখমণ্ডল ফেকাশে, হলদেটে ও রুগ্ণ দেখায়। এই ধরনের যে সব যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগী মারা যায় তাদের মধ্যে অনেককেই হয়ত ডালকামারা প্রয়োগ করলে বাঁচানো যেত।

ডালকামারার রোগীর গলায় সোরথ্রোট, প্রতিবার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, কোন-ভাবে দেহ খুব উত্তপ্ত হয়ে পড়ায় গায়ের কাপড়-জামা খুলে ফেলায় ঠাণ্ডা লেগে অথবা শীতল কোন জায়গায় গিয়ে ঠাণ্ডা লাগার ফলে সোরথ্রোট দেখা দিতে পারে সেই সঙ্গে মিউকাস মেমব্রেনে হলদেটে ও ঘন শ্লেষ্মা সৃষ্টি হওয়া, টনসিলে প্রদাহ, গলার ভিতরটা লাল হয়ে ফুলে থাকা ও শুকনো হয়ে পড়া আবার কখনো প্রচুর পরিমাণে ঘন হলদেটে শ্লেষ্মা কাশির সঙ্গে তুলে ফেলা প্রভৃতি দেখা যায়। ঠাণ্ডাটা প্রথমে রোগীর নাক, গলা প্রভৃতি অংশে প্রথমে আশ্রয় করে পরে ক্রমশ সম্পূর্ণ শ্বাসপথকেই আক্রান্ত করে প্রদাহ সৃষ্টি করে। প্রতিবার ঠাণ্ডা লেগে তার শ্লেষ্মা ও সর্দি বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর প্রকৃত ধাতুগত অবস্থা না বুঝে তাৎক্ষণিক লক্ষণের উপর নির্ভর করে ওষুধ প্রয়োগে সাময়িক ফল পাওয়া গেলেও রোগীর প্রকৃত অসুস্থতা সারে না। কোন অ্যাকিউট ধরনের উপসর্গ দেখা দিলেই **বেলেডোনা** অথবা **ব্রায়োনিয়া, ফেরাম ফস** অথবা **আর্সেনিকাম** অনেক চিকিৎসক রোগীর অন্তর্নিহিত ধাতুগত অবস্থাটি বিচার-বিবেচনা না করেই প্রয়োগ করে থাকেন, এবং তাতে সাময়িকভাবে ফললাভও হয় কিন্তু রোগীর সত্যিকারের উপকার হয় না। মনে রাখা দরকার যে রোগীর ধাতুগত অবস্থা, একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া অবস্থাটা দূর করা ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ফলকে দূর করার চেষ্টার থেকে অনেক বেশী প্রয়োজন।

ব্রাইটস্ ডিজিজের একধরনের বিশেষ অ্যাকিউট অবস্থায় ডালকামারা কার্যকরী হয়। ম্যালেরিয়া, স্কারলেট জ্বর বা অন্য কোন অ্যাকিউট ধরনের জ্বরের পরে ব্রাইটস্ ডিজিজ দেখা দিলে, হঠাৎ উষ্ণতা থেকে শীতল আবহাওয়ার পরিবর্তনে, ঘাম বসে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে গেলে রোগীর পা ফুলতে দেখা যায়, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকে, হাত-পা মোমের মত ফেকাশে হয়ে পড়ে, মুখমণ্ডলও ফেকাশে, হলদেটে ও রুগ্ণ

দেখায় এবং বারবার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হতে থাকে, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই তার প্রস্রাব রক্ত মেশানো হয়, বারবার প্রস্রাব ত্যাগ করতে হয়। প্রস্রাব করবার সময় ইউরেথ্রা ও মূত্রথলীতে সুড়সুড় করা, মূত্রথলীর শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা খুববেশী বেড়ে যাওয়া ; সব উপসর্গই ঠাণ্ডায়, ভিজে, স্যাঁতসেতে বা আর্দ্র আবহাওয়ায় অথবা কোনভাবে দেহে শীতলতা বা শীতভাব সৃষ্টি হলে বৃদ্ধি পেতে এবং উষ্ণতায় কম থাকতে বা আরাম পেতে দেখা যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কিডনী অথবা মূত্রথলীতে শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থা অথবা হঠাৎ ডিসেণ্ট্রি বা ডায়রিয়ার আক্রমণ ঘটলে, প্রতিবার ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টায় উপসর্গ আরও বেশী বেড়ে যায়।

অন্যান্য লক্ষণের মাঝে ডালকামারার আরও কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অনেক খোঁজখবর করার পরে হয়ত রোগী বলবে যে তার শীতভাব দেখা দিলে বা কোনভাবে তার দেহ ঠাণ্ডা হয়ে পড়লেই তার প্রস্রাব ত্যাগ করবার জন্য ছুটতে হয় ; কোন ঠাণ্ডা জায়গায় গেলেই তাকে প্রস্রাব অথবা মলত্যাগ করবার জন্য ছুটতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে রোগী যখন শীতল থাকে তখন তার নানা ধরনের উপসর্গও লক্ষণ দেখা দেয় এবং যখন দেহ উষ্ণ থাকে তখন রোগী অপেক্ষাকৃত-ভাবে সুস্থ বোধ করে। কিডনী ও মূত্রথলীর শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা গ্রীষ্মকালে কম থাকে এবং শীতকালে খুব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

শুক্নো, বিরক্তিকর কাশি যেটা শীতকালীন ঠাণ্ডা লাগায় দেখা দেয়, সেটা গ্রীষ্মকালে চলে যায় কিন্তু শীতকালে পুনরায় দেখা দেয়। **সোরিনামে** শুকনো, বিরক্তিকর শীতকালীন কাশি হতে দেখা যায়। **আর্সেনিকামেও** শীতকালীন কাশি হতে দেখা যাবে।

ঋতুস্রাবের আগে মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ দেখা দিতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের আগমন বার্তা নিয়ে যেন হারপিসের মত উদ্ভেদ দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে খুববেশী যৌন উত্তেজনা থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধটির 'কোল্ড' সোর বা খুববেশী ঠাণ্ডায় যে ক্ষত সৃষ্টি হয় সেটা সহজে সারতে চায় না। ডালকামারার রোগীর ঠোঁট এবং যৌনাঙ্গে এই ধরনের 'কোল্ড' সোর দেখা দেয়। প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগার ফলে হারপিস লেবিয়ালিস, হারপিস প্রিপিউসিয়ালিস দেখা দিতে পারে। শ্লেষ্মাজনিত সব উপসর্গই ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেতে ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দেখা দিতে দেখা যায়। স্তনে রক্তাধিক্য হয়ে শক্ত ও ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা ব্যথাযুক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে স্তন ফুলে ওঠে, বেদনাহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, মনে হয় যেন ঠাণ্ডাটা সেখানে বসে গেছে।

ঠাণ্ডা, ভিজে বা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় কাশি অথবা কোন ভাবে দেহ ভিজে গেলে কাশি দেখা দিতে পারে। কাশি শুকনো, কর্কশ ও স্বরভঙ্গকারী ধরনের অথবা প্রচুর নরম ও আলগা শ্লেষ্মা ওঠা ও সেই সঙ্গে কানে শোনার ক্ষমতা কমে যাওয়া, সর্দিজনিত জ্বর প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। শুয়ে থাকলে কাশি খুব বেড়ে

যায়, উষ্ণ ঘরে থাকলেও কাশি বৃদ্ধি পায় কিন্তু খোলা, মুক্ত বায়ুতে কাশি কম হতে দেখা যায়।

বাতজনিত হাঁটা-চলা করায় কষ্ট হওয়া, পিঠে শক্ত বা আড়ষ্টভাব ঠাণ্ডা লাগার ফলে দেখা দেয় এবং নড়াচড়া বা হাঁটা-চলা করলে সেই আড়ষ্টভাব ও বেদনা কম থাকে। পিঠের নিচের দিকে লাম্বার অঞ্চলে টেনে ধরার মত ব্যথা বিশ্রামে থাকা অবস্থায় পায়ের দিকেও প্রসারিত হতে দেখা যেতে পারে। প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগার ফলে ঘাড় শক্ত হয়ে পড়া বা ঘাড়ে আড়ষ্টভাব দেখা দিতে পারে। ঠাণ্ডা লাগার ফলে হাত ও পায়ের দিকে সুচ ফোটানো, ছিঁড়ে পড়া ব্যথা বা বাতজনিত বেদনা দেখা দেয়; সেই বেদনা হাঁটা-চলা, নড়াচড়ায় কম থাকে, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে সামান্য জ্বরের সঙ্গে বেদনা বেড়ে যেতে দেখা যাবে। সারা দেহেই একটা টন্‌টন্ করা, থেঁতলে যাবার মত ব্যথা অনুভূত হয়।

হাত, পায়ের আঙ্গুল এবং মুখমণ্ডলে আঁচিল দেখা দিলে ডালকামারায় তা দূর করা যেতে পারে।

ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম

[Eupatorium Perfoliatum (Boneset)]

পুরানোকাল থেকে ব্যবহৃত গৃহস্থালী ওষুধগুলির কার্যকারিতার বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। ইউরোপের ও বিশেষভাবে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে এবং গ্রাম্য প্রদেশগুলিতে প্রাচীন অধিবাসীরা ঠাণ্ডা লাগলেই 'বোনসেট'কে চা-এর মত করে বানিয়ে খেত বা খেতে দিত। মাথায় ঠাণ্ডা লাগা. সর্দি হওয়া, গা-হাত-পায়ে ব্যথা অথবা জ্বর হলেই ঐসব অঞ্চলের গৃহিণীরা 'বোনসেট' দিয়ে চা-এর মত বানিয়ে খেতে দিতেন এবং তাতে যে বেশ ফল পাওয়া যেত. এই ওষুধটির প্রুভিংয়েও সেটা দেখা গেছে, কারণ এই ওষুধটি প্রয়োগে ঠাণ্ডা লেগে যাবার মত সব লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের শীতকালীন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা লেগে গেলে খুব বেশী হাঁচি ও সর্দি বা কোরাইজা, মাথায় ব্যথা প্রভৃতি দেখা গেছে এবং মাথার ব্যথায় রোগীর মনে হয় যেন তার মাথাটা ফেটে বা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং বেদনাটা নড়াচড়া করলে আরও বেড়ে যায়, শীতভাব থাকায় দেহ উষ্ণ কাপড়ে ঢেকে রাখার ইচ্ছা দেখা দেয়, হাড়ের বেদনায় মনে হয় যেন সেগুলি ভেঙ্গে যাবে, জ্বর ও পিপাসার সঙ্গে সাধারণভাবে সব উপসর্গই নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে এই ধরনের লক্ষণ কখনো ইউপেটোরিয়ামে, কখনো **ব্রায়োনিয়া**-তে দেখা যায়। এই দুটি ওষুধের লক্ষণে অনেক সাদৃশ্য আছে তবে হাড়ের কামড়ানো ব্যথা ইউপেটোরিয়ামে অনেক তীব্র থাকতে দেখা যাবে। ঐসব লক্ষণ বেশ কয়েকদিন ধরে থাকলে রোগী হলদেটে হয়ে পড়ে, সর্দিটা বুকে বসে যায়; নিউমোনিয়া অথবা লিভারের প্রদাহ অথবা পিত্ত-জ্বর দেখা দিতে পারে। ঐ ধরনের জ্বরে প্রায়ই ব্রায়োনিয়া অথবা ইউপেটোরিয়াম লক্ষণ

অনুযায়ী ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণত শীতকালীন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা লেগে উপসর্গ সৃষ্টিতে এই ওষুধটি ব্যবহৃত হলেও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়া বা জলবায়ু অঞ্চলের ঠাণ্ডালাগাজনিত জ্বর, শীত-জ্বর, পিত্ত-জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সবিরাম-জ্বর প্রভৃতিতেও ইউপেটোরিয়াম কাজে লাগে, তবে বিভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে দেখা যাবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পশ্চিমাঞ্চলে, বড় বড় নদী উপত্যকায় দেখা দেওয়া বিভিন্ন উপসর্গে ইউপেটোরিয়াম কার্যকরী হয়; পিঠে তীব্র বেদনায় মনে হয় যেন সেখানটা ভেঙ্গে যাবে, সেইসঙ্গে সারা দেহে খুববেশী কাঁপুনি, ঠাণ্ডায় খুব স্পর্শকাতর থাকা, রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস, ত্বক ও চোখ হলদে হয়ে পড়া, পেটে ও লিভার অঞ্চলে বেদনা, খাবারের গন্ধ ও খাবার দেখলেই গা-গুলিয়ে ওঠা, পেটে কোন খাদ্যই রাখতে না পারা, উঁচু জ্বরের সঙ্গে মনে হয় হাড়গুলি বুঝি ভেঙ্গে যাবে, প্রস্রাব গাঢ় বাদামী বা মেহগনি রঙের মত হওয়া, জিহ্বায় হলদে ঘন প্রলেপ, গা-বমিভাব ও পিত্তবমি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। পিত্তবমি হওয়া ও হাড়ের বেদনায় যেন হাড় ভেঙ্গে যাবে এরূপ বোধই ইউপেটোরিয়ামের প্রধান লক্ষণ; পাকস্থলীতে বেদনা, খাবারের চিন্তা বা গা-বমিভাব প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। রোগী চুপচাপ শান্তভাবে শুয়ে থাকতে চাইলেও বেদনার তীব্রতায় সে নড়াচড়া করতে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য তাকে অস্থিরভাবে থাকতে দেখা যায়।

নদী-উপত্যকা অঞ্চলের এপিডেমিক সবিরাম জ্বরে ইউপেটোরিয়ামকে খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। জ্বরের আক্রমণ শুরু হবার আগে প্রথম লক্ষণ হিসাবে গা-বমিভাব এবং পিত্তবমি হতে দেখা যায়। সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যেই রোগী থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করে, কাঁপুনিটা পিঠ থেকে হাত ও পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়; তীব্র পিপাসা থাকে কিন্তু কাঁপুনি বেড়ে যায় বলে রোগী ঠাণ্ডা জল পান করতে ভয় পায়। মাথার পিছনদিকে টন্‌টন্‌ করা ও পালসেশন বোধ হতে থাকে, শীতভাব আসার আগে এবং শীতাবস্থায় অক্ষিপুট ও পিঠে তীব্র বেদনা দেখা দেয়। শীতাবস্থায় রোগী তার দেহ বেশী উষ্ণ কাপড়-কম্বলে ঢেকে রাখতে চায়। জ্বরের সব অবস্থাতেই খুব পিপাসা থাকে, শীতাবস্থার শেষ দিকে বমি হয়, অনেক ক্ষেত্রে উত্তাপ অবস্থাতে, ঘাম দেখা দেবার আগে সে প্রচুর বমি করে। বমিতে প্রথমে পাকস্থলী থেকে ভুক্ত দ্রব্য এবং পরে পিত্ত উঠতে থাকে। জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় রোগীর সারা দেহ যেন জ্বলতে থাকে, কখনো কখনো যেন বিদ্যুতের ঝলকানি দেহে লাগে বলে রোগীর মনে হয়। দেহে প্রচণ্ড উত্তপ্ত, মাথার উপরিভাগে খুব জ্বালা, পা এবং ত্বকেও জ্বালা করে, এবং সেই জ্বালা দেহের উত্তাপের তুলনায় বেশী বলে বোধ হয়। ঘাম কম হওয়া এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ। তীব্র ধরনের শীতভাব ও উত্তাপ অবস্থা ধীরে ধীরে কমে আসার পরে অল্প ঘাম দেখা দেয়। হাড়গুলিতে বেদনার তীব্রতায় মনে হয় যেন সেগুলি ভেঙ্গে যাবে। শীতাবস্থায় মাথার বেদনা এত তীব্র হয় যে মনে হয় যেন মাথাটা ভেঙ্গে যাবে সেই সঙ্গে মাথায়

দপ্‌দপ্‌ করা, সূচ বা হুল বেঁধানো, ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা ও জ্বালা দেখা দেয়। উত্তাপ অবস্থার তীব্রতার পরে যখন অল্প অল্প ঘাম দেখা দেয় তখন মনে হয় বুঝি রোগী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, এটা কিছুটা সত্যি হলেও মাথার যন্ত্রণাটা জ্বরের আক্রমণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থেকে যায় ; হয়ত একটা দিন তার মাথায় যন্ত্রণা থাকে না, কিন্তু তৃতীয় দিনই আবার সকল উপসর্গের সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা আরও তীব্র আকারে ফিরে আসে। কখনও কখনো জ্বরের এই পুনরাক্রমণটা বিলম্বিত হয় অথবা রেমিটেণ্ট ধরনের বিরামহীন অবস্থা দেখা দেয়। জ্বরের প্রকোপ যত বিলম্বিত হয় রোগীর লিভারে তত বেশী রক্তাধিক্য ঘটে এবং শেষে প্রস্রাবে পিত্ত বেশী পরিমাণে বেরোতে দেখা যায়, মল সাদাটে হয়, জ্বর বেড়ে যায়, গা-বমিভাবও বেড়ে চলে, জিহ্বাটা লম্বাটে হয়ে পড়তে ও শুকনো থাকতে দেখা যায়, মাথাধরাটা অসহ্য হয়ে পড়ে এবং জ্বরটা চাপা পড়া বা 'মুখোশে ঢাকা' অবস্থা দেখা দিতে পারে।

সবিরাম জ্বর শুরুর সময় দেহে খুববেশী কম্প বা ঝাঁকুনি দেবার মত হয়, ঘাম না হওয়া অবস্থায় মাথাধরা চলতে থাকে, ঘাম হলে মাথার যন্ত্রণা যেন আরও বেড়ে যায়, জ্বরের সব অবস্থাতেই পিপাসা থাকে, উত্তাপ অবস্থায় এবং উত্তাপ অবস্থার শেষে পিত্ত-বমি হয় সেই সঙ্গে তীব্র ধরনের হাড়ের বেদনা ও কামড়ানো ব্যথা থাকলে সেক্ষেত্রে ইউপেটোরিয়াম নিশ্চিতভাবে ফলপ্রদ হবে। ওষুধটি জ্বরের প্রকোপ বা প্যারক্সিজমের শেষে প্রয়োগ করতে হয় কারণ তাতে বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়, যে কোন পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া বা প্যারক্সিজম্যাল উপসর্গের ক্ষেত্রেই একথাটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। জ্বরের প্রকোপ বেশী থাকা অবস্থার ওষুধ প্রয়োগে প্রকোপটা আরও বেড়ে যায়, কাজেই প্রকোপটা যখন থাকে না সেই সময়ে ওষুধটি প্রয়োগ করলে আর প্রকোপটা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে না, ফলও আশাপ্রদ হবে।

সবিরাম জ্বরের লক্ষণে আপাতভাবে এই ওষুধটির লক্ষণ পাওয়া গেলেও সেই সবিরাম জ্বরের গভীরতা এই ওষুধে সম্পূর্ণ সারানো না গেলে পরবর্তী ওষুধ হিসাবে লক্ষণ অনুযায়ী **নেট্রাম মিউর** এবং **সিপিয়া** কার্যকরী হয়। এই ওষুধ দুটির সঙ্গে ইউপেটোরিয়ামের অনেক সাদৃশ্য আছে এবং লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারলে তারা ইউপেটোরিয়ামের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে তুলতে পারবে।

এই ওষুধটিতে গেঁটেবাতের মত পুরানো ধাতুগত অবস্থাও থাকতে দেখা যায়। হাতের আঙ্গুলের জোড়-এ, কনুইয়ের জোড়-এ, প্রদাহ ও গেঁটে বাতজনিত নোডো-সাইট সৃষ্টি হওয়া, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে বেদনা ও স্ফীতি, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের জোড় বা অস্থি-সন্ধি ফুলে শক্ত হয়ে পড়া বা টিউমিফ্যাকশন অবস্থা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। যাদের হাতের আঙ্গুলের জোড়ে খড়িমাটির মত সাদাটে গুঁড়ো গুঁড়ো জমা হবার প্রবণতা থাকে তাদের গেঁটেবাতজনিত উপসর্গে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। এইরূপ গেঁটেবাতের ধাতুযুক্ত লোকেদের সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, তাদের দেহের হাড়ে কামড়ানো ব্যথা, অস্থি-সন্ধিতে প্রদাহ, শীতবোধের প্রাবল্য, ত্বক হলদেটে হয়ে পড়া, প্রস্রাবে বেশী পিত্ত থাকা, মল সাদাটে

থাকা এবং রোগীর খুব দুর্বলতাবোধ প্রভৃতি দেখা যাবে। ইউরোপ ও আমেরিকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলির অনেক লোক গেঁটে বাতের বেদনা ও দুর্বলতা কমানোর জন্য বার্গাণ্ডি বা স্কচহুইস্কি পান করা অভ্যাস করে ফেলে এবং তাদের সে অভ্যাস বন্ধ করলেই তাদের কষ্ট খুব বেড়ে যায়, কাজেই তাদের ক্ষেত্রে গেঁটেবাতের অসুস্থতা বা অন্য যেকোন উপসর্গের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধে খুব ভাল ফল পাওয়া সম্ভব হয় না, তবে যাদের ঐ ধরনের কোন মাদক দ্রব্য বা উত্তেজক পানীয় গ্রহণের অভ্যাস নেই তাদের ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী সঠিক হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগ করতে পারলে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে।

এই গেঁটেবাতের রোগীদের অনেকেরই তীব্র ধরনের 'সিক্‌হেডেক' থাকে। মস্তিষ্কের গভীরে এবং মাথার পিছনে অংশে বেদনার সঙ্গে গেঁটেবাতজনিত অস্থি-সন্ধির প্রদাহ, স্ফীতি, বেদনা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের মাথাধরাকে 'আথ্রাইটিক হেডেক' বলেও উল্লেখ করা হয়। মাথায় রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা, মস্তিষ্কের নিচে গভীর অংশে বেদনার সঙ্গে মাথায় দপ্‌দপ্‌ করা কিছুটা ব্যথা, বেদনা সারা মাথায় ছড়িয়ে পড়ে রক্তাধিক্য ঘটার লক্ষণ প্রকাশ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে যখন অস্থি-সন্ধির উপসর্গ কম থাকে তখন এই ধরনের মাথাধরা দেখা দেয় এবং মাথাধরার তীব্রতা যত বেশী হয় হাত ও পায়ের দিকের বেদনা ততই কমে যেতে দেখা যায়; তারপরে যখন আবার জয়েন্টের বেদনা এবং অন্যান্য উপসর্গ ফিরে আসে তখন মাথার যন্ত্রণাটা কমে যেতে দেখা যায়। মাথার যন্ত্রণা তৃতীয় বা সপ্তম দিনে বৃদ্ধি পেতে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আসতে দেখা যায়। মাথাধরার সঙ্গে গা-বমিভাব, পিত্ত-বমি হওয়া, খাবারের চিন্তা ও গন্ধতেই গা-গুলিয়ে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। এই গেঁটেবাতের রোগীদের মাথাঘোরাও থাকতে পারে এবং তখন রোগীর মনে হয় যেন সে মাথা ঘুরে বাম দিকে পড়ে যাবে, মাথাঘোরা অবস্থা সকালে দেখা দেয় এবং বাম দিকে পড়ে যাবার মত অবস্থা বোধ হওয়ায় সে বাম দিকে ঘোরার বিষয়ে সাবধান থাকে, মাথাঘোরা অবস্থার পরেই মাথাধরা দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সবিরাম জ্বরে সঙ্গে বামদিকে ঘুরে বা টলে পড়ে যাবার মত লক্ষণের সঙ্গে গা-বমিভাব, পিত্তবমি মাথার পিছনে তীব্র ধরনের বেদনা, দেহের বিভিন্ন অংশের হাড়ে বেদনা প্রভৃতি প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষণ হিসাবে দেখা দিতে পারে।

এই ওষুধটিতে আমরা গেঁটে বাতের অন্যান্য লক্ষণও থাকতে দেখি। মাথার দুইপাশে দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা, বাম দিক থেকে ডানদিকে ছুটে যাওয়া বেদনা, মাথার সর্বত্রই তীরের মত গতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা, সুচ কোটানো, ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা হাত ও পায়ের দিকে দেখা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে হাড়ের ভিতরে কামড়ানো ব্যথা প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে। মাথার বেদনা এত তীব্র হয় যে রোগীর পাকস্থলীতে একটা অসুস্থতাবোধ দেখা দেয়; গেঁটে বাতজনিত মাথাধরা, সবিরাম জ্বরের উত্তাপ অবস্থার শেষভাগে, পিরিয়ডিক্যাল হেডেক প্রভৃতি

অবস্থায় বেদনার তীব্রতা এত বেশী থাকে যে রোগীর গা-বমিভাব দেখা দেয় এবং তার পরেই সে পিত্ত-বমি করে ফেলে। গেঁটে বাতের উপসর্গে এই ওষুধটির ব্যবহার যতটা হওয়া উচিত, ততটা হয় না যতটা সবিরাম জ্বরের ক্ষেত্রে হতে দেখা যায়; মাথাধরাতেও ওষুধটি প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গাউট ও রিউম্যাটিজমের অনেক লক্ষণই এই ওষুধটিতে দেখা যায়; অস্থি-সন্ধিতে ডিপোজিট, প্রস্রাবে গেঁটেবাতজনিত তলানী পড়া, জয়েণ্টে প্রদাহ, সবিরাম বা রেমিটেণ্ট ধরনের জ্বর প্রভৃতির সঙ্গে অস্থিতে বেদনায় যেন সেগুলি ভেঙ্গে যাবে এরূপ বোধ, সাধারণভাবে মদ বা উত্তেজক পানীয় গ্রহণের অভ্যাস থাকা প্রভৃতিতে এই ওষুধটি ব্যবহার করার মত উপযুক্ত লক্ষণ থাকা খুবই সম্ভব এবং সে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহার না করবার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।

এই ওষুধটিতে **ব্রায়োনিয়া** এবং **জেলসিমিয়ামের** মত চোখের গোলকে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা থাকতে দেখা যায়। চোখের গোলকে খুববেশী স্পর্শকাতরতা ও চাপ দিলে বেদনাবোধ হয় এবং রোগীর মনে হয় যেন কেউ তার চোখে একটা ঘুষি মেরেছে; চোখে টন্‌টন্‌ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়।

কোরাইজার সঙ্গে দেহের প্রতিটি হাড়েই কামড়ানো ব্যথাবোধ থাকতে পারে।

পিত্তজনিত উপসর্গে প্রায়ই থায়রিয়া দেখা দেয় এবং প্রচুর সবুজ, জলের মত পাতলা অথবা আথা তরল মল বেরোয়। এরূপ অবস্থা বেশ কয়েকবার হয়ে অন্ত্রে জমে থাকা মল সব বেরিয়ে যাবার পরে পরবর্তী অবস্থা হিসাবে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয় এবং তখন হাল্কা রঙের অথবা পিত্তহীন মল বেরোতে দেখা যাবে।

এই ওষুধে শুকনো, খক্‌খক্‌, বিরক্তিকর কাশি সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং রোগীর মনে হয় যেন এই কাশি তার দেহকে ভেঙ্গে-চুরে ফেলবে। কাশির সঙ্গে বুকে এবং দেহে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা এবং নড়া চড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ থাকে। শ্বাসপথে, ব্রঙ্কিয়াল টিউবে খুব কষ্টবোধ হতে দেখা যাবে। ক্যাপিলারী ব্রঙ্কাইটিসে এমন ধরনের কাশি দেখা দিতে পারে যে দেহে যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সৃষ্টি হয় এবং সেইরূপ অবস্থা অনেকটাই **ব্রায়োনিয়া** এবং **ফসফরাসের** মত হয়ে থাকে। রোগী **নাক্সভমিকার** মতই শীতকাতুরে বা শীতে সংবেদনশীল থাকে। **নাক্সভমিকাতেও** হাড়ে কামড়ানো ব্যথায় রোগীর মনে হয় যেন সেগুলি ভেঙ্গে যাবে; সে তার ঘরটি উষ্ণ রাখতে চায় এবং সারা দেহ ভালভাবে উষ্ণ কাপড় জামায় ঢেকে রাখা এবং তাতে আরামবোধ করে; অনেক ক্ষেত্রে গায়ের ঢাকা সামান্য একটু সরালেই ঐ রোগী শীতবোধ করতে থাকে যেটা ইউপেটোরিয়ামের ক্ষেত্রেও সত্য, কাজেই এই ওষুধ দুটির লক্ষণ খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। **নাক্সভমিকার** রোগী খুবেবেশী খিট্‌খিটে থাকে কিন্তু ইউপেটোরিয়ামের রোগী বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে দেখা যায়। **নাক্সভমিকার** রোগী মরার কথা বেশী বলে না, বরং অন্য জগতে চলে যাবার কথায় সে আরও বেশী খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে কিন্তু ইউপেটোরিয়ামের রোগী মরার কথায় বা চিন্তায় খুবেবেশী বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবার অথবা গেঁটেবাতজনিত আক্রমণের পরবর্তী অবস্থায় রোগীর নিম্নাঙ্গে, পায়ের দিকে ফোলা, ঈডিমার মত স্ফীতি এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভোগার পরে পায়ের দিকে ফোলা অবস্থা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। পায়ের দিকে এই ধরনের স্ফীতির লক্ষণে ইউপেটোরিয়ামে **নেট্রাম মিউর, চায়না,** এবং **আর্সেনিকাম**-এর মত খুববেশী সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। অন্যান্য লক্ষণ মিলিয়ে যাবার পরে কেবলমাত্র অ্যানিমিয়া ও পায়ের দিকটা ফুলে থাকা অবস্থায় প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করা বেশ কঠিন। ঐরূপ অবস্থায় রোগীর রোগাক্রমণের সময় কি ধরনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল খুঁজে দেখার জন্য আমাদের পিছনের দিকে, অর্থাৎ সবিরাম জ্বরের সময় তার কি কি লক্ষণ দেখা দিয়েছিল সেগুলি বিশেষভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন হয়। যদি দেখা যায় যে পূর্বের লক্ষণ অনুযায়ী রোগীর জন্য ইউপেটোরিয়ামই উপযুক্ত ওষুধ ছিল তাহলে বর্তমানে পা ফোলা ও আনুষঙ্গিক লক্ষণেও এই ওষুধটি তাকে সারিয়ে তুলতে পারবে। এই ওষুধটি প্রয়োগে তার শীতাবস্থা ও অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ পুনরায় দেখা দেবে এবং তার ফলে প্রয়োজনীয় ওষুধ নির্বাচন করাও সহজ হবে। যদি দেখা যায় যে পূর্বের লক্ষণ অনুযায়ী রোগীকে **আর্সেনিকাম** প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল তাহলে সেই ওষুধটি প্রয়োগে তার শীতাবস্থা ও অন্যান্য উপযোগী লক্ষণ পুনরায় দেখা দেবে এবং ঐ ওষুধেই রোগীর পা ফোলা অবস্থাও সারানো যাবে। কারণ পূর্বে যে ওষুধই প্রয়োগ করা হয়ে থাকুক না কেন তাতে রোগটি না সেরে কেবলমাত্র দমিত বা সাপ্রেসড্ হয়েছিল। কাজেই শীতাবস্থায় তখন রোগীর যে ওষুধটি প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তখন সেটা ব্যবহার করা হয়নি বা ব্যবহার করা যায়নি, এখন সেই ওষুধটি তাকে সারিয়ে তুলবে। এবারে ইউপেটোরিয়ামের পায়ের দিকে স্ফীতি ও গেঁটে বাতের জন্য ফোলা অবস্থার বিষয়ে আসা যাক। গেঁটেবাতজনিত স্ফীতিতে প্রদাহজনিত লক্ষণ দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে গেঁটেবাতজনিত ফোলায় হাইড্রারথ্রোসিসের মত লক্ষণ থাকে এবং সেক্ষেত্রে ইউপেটোরিয়ামের সঙ্গে **আর্সেনিকামের** লক্ষণের তুলনা করতে হবে। হাঁটুতে গেঁটেবাতজনিত প্রদাহের সঙ্গে এই ওষুধে দেহের সর্বত্রই হাড়ে টন্‌টন্‌ করা, মোচড়ানো এবং কামড়ানো ব্যথা থাকতে দেখা যাবে।

এটা বেশ অদ্ভুত যে বিশেষ বিশেষ ওষুধে এক একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়, রোগের বিভিন্নতাতেও আমরা একইরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থা, পিরিয়ডিসিটি প্রভৃতি দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই যে মাথাধরা প্রতি সাতদিন অন্তর দেখা দেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দু'সপ্তাহ বাদে বাদে একবার মাথার যন্ত্রণা হতেও দেখা যায় এবং কোন কোন ওষুধেও ঐরূপ সপ্তাহে একবার, দু সপ্তাহে একবার, তিন দিন অন্তর উপসর্গ দেখা দেওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখি। **অ্যালুমেন** রোগীর প্রতি একুশদিন বাদে বাদে রোগলক্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ার মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **লক্ষণ** দেখে তাই বিস্মিত হবার কিছু নেই। **চায়না** এবং

আর্সেনিকের মত আরও কিছু ওষুধে চৌদ্দ দিন অন্তর রোগলক্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থা থাকতে দেখা যাবে। আবার বিশেষ বিশেষ ওষুধে হেমন্তকালে, বসন্তকালে, শীতকালে, শীতল আবহাওয়ায় অথবা গ্রীষ্মের গরমে রোগলক্ষণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, কোন কোন ওষুধে শীতকালীন ঠাণ্ডায় এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ এই দুই অবস্থাতেই উপসর্গ বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

ইউফ্রেসিয়া
(Euphrasia)

জ্বরসহ বা জ্বর ছাড়াই অ্যাকিউট ধরনের সর্দিজনিত অবস্থায় এই ওষুধটি ক্ষণস্থায়ী ভাব হলেও ভাল ফল দেয়। কোরাইজার সঙ্গে, চোখের উপসর্গের সঙ্গে মাথাধরা ; সন্ধ্যার দিকে মাথাধরার মনে হয় যেন মাথা থেঁতলে গেছে। মাথায় সূচ ফোটানোর মত ব্যথা বোধ হয়, মাথার কামড়ানো ব্যথায় মনে হয় যেন মাথা ভেঙ্গে যাবে সেই এইরূপ মাথাধরার সঙ্গে নাক ও চোখ দিয়ে পাতলা জলের মত প্রচুর স্রাব নির্গত হতে থাকে। ইউফ্রেসিয়াতে চোখের লক্ষণ বা উপসর্গগুলিই প্রধান। চোখের শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থায় কোরাইজাসহ অথবা কোরাইজা ছাড়াই চোখ থেকে প্রচুর পরিমাণে, হাজাকর, জলের মত পাতলা স্রাব নির্গত হতে দেখা যায়। চোখে কেটে যাবার মত ব্যথা মাথায় ছড়িয়ে যায়, চোখে বালি পড়ার মত করকর করা ও চাপবোধ হতে দেখা যায়। চোখে শুষ্কতা, জ্বালা ও কামড়ানোর মত বেদনা বোধ হয়, মনে হয় যেন চোখে ধুলো-বালি ঢুকে গেছে। চোখ খুব চুলকায় এবং সেইজন্য রোগী চোখ রগড়াতে ও অনবরত চোখ মিটমিট করতে বাধ্য হয়, চোখ থেকে প্রচুর জল ঝরে। চোখের তারা বা পিউপিল সংকুচিত অবস্থায় থাকে এবং মিউকাস মেমব্রেনে ফোলা বা টিউমিফ্যাকশন এবং লালভাব ও রক্ত বহা শিরা বা ধমনীগুলি স্ফীত হয়ে থাকতে দেখা যায়। রিউম্যাটিজম অথবা বাতজনিত অস্থি-সন্ধির উপসর্গের সঙ্গে আইরাইটিস বা আইরিসের প্রদাহে চোখ থেকে প্রচুর পাতলা বা ঘন স্রাব নির্গমন, চোখের সব টিসুতেই সাধারণভাবে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া, কর্নিয়াতে ক্ষত হওয়া প্রভৃতি এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। প্যান্নাস বা কর্নিয়ার উপরে অস্বচ্ছ দাগ এই ওষুধটি সারাতে পারে। পুঁজযুক্ত ফোস্কা ও প্রদাহ, কর্নিয়াতে কোনরূপ আঘাত লাগার পরে অস্বচ্ছভাব সৃষ্টি হওয়া, তীব্র ধরনের ও অ্যাকিউট অবস্থায় কনজাংক্টিভাইটিস কনজাংক্টাইভা ও চোখের পাতার প্রদাহের সঙ্গে অ্যাম্বলিওপিয়া বা চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা বা অস্বচ্ছ দৃষ্টি, চোখ থেকে প্রচুর জল পড়া ও খুব জ্বালা করা, সকালের দিকে চোখ জুড়ে থাকা, চোখের পাতার মিউকাস মেমব্রেন ও অক্ষি-গোলক ফোলা, লাল হওয়া ও রক্তাধিক্য ঘটা, চোখ থেকে প্রচুর হাজাকর জলপড়ার সঙ্গে কোরাইজাতে নাক থেকেও প্রচুর পাতলা সর্দি ঝরা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে চোখের পাতা শুকনো, চোখের পাতায় ধারগুলি খুব লাল হয়ে ফুলে

থাকতে ও জ্বালা করতে দেখা যায়। চোখের পাতা স্ফীত ও স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে খুব চুলকায় ও জ্বালা করে, চোখের পাতার ধারের অংশে পুঁজ সৃষ্টি হতেও পারে, সেখানে খুব ফোলাভাব ও প্রদাহ সৃষ্টি হয়। চোখের চারপাশে ছোট ছোট র‍্যাশ বেরোতে এবং সেই সঙ্গে চোখের পাতায় ফোলাভাব থাকতে দেখা যেতে পারে। চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা, তৃতীয় অর্থাৎ অকিউলোমোটর নার্ভের পক্ষাঘাত প্রভৃতি ঘটতে পারে।

এই ওষুধটির অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে নাকের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খুব হাঁচি ও প্রচুর পাতলাজলসহ কোরাইজা দেখা দেয়। নাক থেকে যে সর্দি ঝরে তাতে কোনরূপ হাজাকর অবস্থা থাকে না তবে এই ধরনের সর্দির সঙ্গে চোখ থেকে হাজাকর স্রাব বা ল্যাক্রিমেশন থাকতে দেখা যায়। নাকের ভিতরে মিউকাস মেমব্রেনে স্ফীতি ঘটে এবং নাক থেকে প্রচুর পরিমাণে পাতলা জলের মত সর্দি ঝরতে থাকে। কয়েক দিন পর্যন্ত এইরূপ কোরাইজা থাকবে পরে সর্দিটা ল্যারিংক্স-এ গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং একধরনের কাশি দেখা দেয়। রাত্রিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় সর্দি ভাব বা কোরাইজা খুব বেড়ে যায় কিন্তু কাশিটা দিনের বেলায় বাড়ে এবং শুয়ে থাকলে কম থাকে। এই ওষুধটিতে হামজ্বরের মত উদ্ভেদ ও জ্বর থাকতে দেখা যায়, কাজেই হামজ্বরের সঙ্গে ইউফ্রেসিয়ার উপযুক্ত চোখের ও সর্দির লক্ষণ থাকলে এই ওষুধটি সেই হামজ্বরে ফলপ্রদ হবে তবে ওষুধটি হামজ্বরে খুব কার্যকরী হলেও **পালসেটিলার** মত ওষুধটি ততটা বেশী ব্যবহৃত হয় না, কারণ, হামজ্বরের সঙ্গে **পালসেটিলার** মত এই ওষুধটির লক্ষণ খুব বেশী থাকে না।

সকালের দিকে স্বরভঙ্গ বা স্বরের কর্কশতা দেখা দেয়। ল্যারিংক্স-এ অনবরত সুড়সুড় করায় কাশি ও ষ্টারনামের নীচে চাপ বোধ হতে থাকে। ল্যারিংক্স-এ প্রচুর রসক্ষরণ হওয়ায় তরল কাশির সঙ্গে বুকে ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়, রোগীর পক্ষে গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়ে পড়ে। কোরাইজার সঙ্গে বা পরে কাশি ও প্রচুর শ্লেষ্মা উঠতে দেখা যায়। শ্বাসের কষ্ট রাত্রিতে শুয়ে পড়লে কমে যায়। সকালের দিকে ঘুরে বেড়ালে কাশি বেড়ে যায় এবং প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে। ল্যারিংক্স-এ সুড় সুড় করে তীব্র কাশি দেখা দেয় কিন্তু রাত্রিতে কাশি না থাকার লক্ষণে এই ওষুধের সঙ্গে **ব্রায়োনিয়া** এবং **ম্যাঙ্গানামের** সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শ্বাসকষ্ট ও কাশি শুয়ে থাকলে কম থাকে; অপরদিকে কোরাইজা রাত্রিতে এবং শোয়া অবস্থায় বেশী হতে দেখা যায়। এই ধরনের লক্ষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা বা 'গ্রীপ্পি' তে দেখা গেলে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা গলা খাঁকারি দিয়ে তুলে ফেলা লক্ষণটি খারাপ ধরনের ঠাণ্ডা লাগার অবস্থায় মত হয়; শ্লেষ্মা খুব সহজেই কাশি প্রায় না থাকা অবস্থাতে উঠে আসে, শ্লেষ্মাটা তুলে ফেলার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করতে হয় না। স্টারনামের পিছনের অংশে টিমে ধরনের বেদনায় বোঝা যায় যে ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। চোখের বেদনা খোলা হাওয়ায় বেড়ে যায়, কোরাইজাও মুক্ত বায়ুতে বেড়ে যেতে দেখা যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত হাওয়ায় কাশি দেখা দেয়, ঝড়ো হাওয়ায় কোরাইজা দেখা দেয়, ঠাণ্ডা বায়ু ও ঝড়ো হাওয়ায় চোখ থেকে জল পড়তেও দেখা যেতে পারে ; রোগী শীতকাতুরে প্রকৃতির থাকে এবং তার মনে হয় যেন বিছানাটা কিছুতেই উষ্ণ হয়ে উঠছে না। এই ওষুধটিতে শীতাবস্থা, উত্তাপ ও ঘাম হওয়া লক্ষণ থাকতে পারে। তবে তার মধ্যে শীতভাবটাই প্রধান থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দিনের বেলা জ্বর আসে সঙ্গে মুখমণ্ডল লাল এবং হাত শীতল থাকতে দেখা যায়। জ্বরের উত্তাপ যেন দেহ থেকে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে কেবল মাত্র দেহের সম্মুখভাগে ঘাম দেখা দেয় ; রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে ঘাম হয়। ঘামে কোন কোন ক্ষেত্রে বুকে অদ্ভুত ধরনের গন্ধ, কখনো কখনো দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। শ্লেষ্মাজনিত জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও হাম জ্বরে এই ওষুধটির বিশেষভাবে প্রয়োজন হতে পারে। উত্তপ্ত, জ্বালা করা চোখের জল ঝর্‌ঝর্‌ করে পড়তে দেখা যায়, সেই সঙ্গে র‍্যাশ বা উদ্ভেদ, ফটোফোবিয়া বা আলো সহ্য না হওয়া, নাক থেকে পাতলা সর্দি ঝরা, তীব্র ধরনের দপ্‌ দপ্‌ করা মাথার যন্ত্রণা ও মাথাধরা, চোখ খুব লাল হওয়া, জ্বরের সঙ্গে ফটোফোবিয়া হামজ্বরের সঙ্গে শুকনো কাশি প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে।

ফেরাম মেটালিকাম
(Ferrum Metallicum)

পুরানো চিকিৎসা পদ্ধতিতে, দীর্ঘদিন ধরেই রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ায় 'আয়রন' বা খনিজ লৌহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্লোরাইড টিংচার এবং কার্বনেট রূপে তারা এটি বেশী পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন। যখনই কোন রোগী অ্যানিমিক, মোমের মত সাদাটে বা ফেকাশে ও দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই 'আয়রণ, টনিক হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। একথা সত্য যে আয়রন রক্তাল্পতা সৃষ্টি করে ; এবং কোন অ্যালোপ্যাথের চিকিৎসায় যদি রোগীর দেহে 'আয়রন' প্রয়োগে অধিকতর রক্তাল্পতা সৃষ্টি না করা হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে ফেরাম-এর প্রুভিং-এ প্রাপ্ত লক্ষণ গুলি পর্যালোচনা করলে বিস্মিত হতে হবে। এই ওষুধটির প্রুভিংয়ে এবং যে ক্ষেত্রে বেশী পরিমাণে 'আয়রন' প্রয়োগ করা হয় তাহলে রোগী সবজেটে, মোমের মত ফেকাশে, হলদেটে বা সাদাটে হয়ে পড়ে এবং তার হাব-ভাব ও চেহারায় একটা রুগ্নতা ও অ্যানিমিয়ার মত অবস্থা দেখা দেয়। তার ঠোঁট ফেকাশে হয়ে পড়ে, কানের গোলাপী আভা হারিয়ে যায়. গায়ের ত্বক মোমের মত সাদাটে হয়ে পড়ে এবং রক্তপাত ঘটার প্রবণতা দেখা দেয় ; কোন কোন ক্ষেত্রে জমাট রক্ত বা ক্লট অবস্থায়, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাতলা, তরল ও কালচে বা খুব গাঢ় রঙের রক্ত প্রচুর পরিমাণে নির্গত হতে দেখা যায়। রক্তের মধ্যে জমাট বাঁধা অংশ আলাদা হয়ে যায় এবং তরল অংশ বাদামী ময়লাটে ও জলের মত দেখায়। রোগী ক্রমশ জীর্ণ ও শীর্ণকায় হয়ে পড়ে। তার দেহ ফেকাশে বা সাদাটে হয়ে পড়ে, মাংসপেশী থলথলে ও শিথিল হয়ে যায়, কোনরূপ পরিশ্রমের কাজ সে সহ্য করতে পারে না, সামান্য

পরিশ্রমেই তার দেহের সব মাংসপেশীই যেন ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে; দ্রুত ব্যায়াম করা বা কায়িক পরিশ্রম করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়; দ্রুত কোন পরিশ্রমের কাজ বা নড়াচড়া করতে গেলেই দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, তলিয়ে যাবার মত অবস্থা ও মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়।

ফেরামের ধাতুগত অবস্থার সব উপসর্গই বিস্ময়করভাবে বিশ্রামে থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, বিশেষভাবে বেদনা ও অন্যান্য কষ্ট বিশ্রামে থাকা অবস্থাতেই সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হার্টের প্যালপিটেশন, শ্বাসকষ্ট এমন কি দুর্বলতা বোধও বিশ্রামে থাকা অবস্থায় দেখা দিতে দেখা যাবে। ধীরে ধীরে নড়াচড়া করলে বা ঘুরে বেড়ালে রোগী আরামবোধ করে কিন্তু যে কোন পরিশ্রমের কাজেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়। দ্রুত নড়া-চড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে এবং ঘরের মধ্যে বা কাছাকাছি ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ালে আরামবোধ হতে দেখা যাবে। অনেকক্ষেত্রে শোথের মত ফোলাভাব দেখা দেয়, ত্বকে আঙ্গুলের চাপে বসে যাওয়া, ফেকাশে হয়ে পড়া ভাব থাকলেও মুখমণ্ডলে প্লেথোরা বা রক্তাধিক্যের লক্ষণ বা রক্তোচ্ছ্বাস থাকতে দেখা যায়। সামান্য পরিশ্রমেই রোগীর চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। জ্বরের শীতাবস্থাতেও তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে পড়তে দেখা যায়। মদ বা কোন উত্তেজক পানীয় গ্রহণেও মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, সেইজন্য রোগী থলথলে, শিথিল, ক্লান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় থাকলেও কারোও সহানুভূতি পায় না, কারণ সে যে কতটা দুর্বল ও অসুস্থ সেটা তার মুখমণ্ডলের লালাভা দেখলে বোঝাই যায় না। রোগিণী প্যালপিটেশনে কষ্ট পায়, তার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং খুব বেশী দুর্বলতার জন্য কোন কাজ করবার সামর্থ্যই তার থাকে না—সে শুয়ে পড়তে চায়, তবুও তার মুখমণ্ডল লালচে থাকে এবং এই অবস্থাটাকে নকল রক্তাধিক্য বা সিউডো-প্লেথোরা বলা যায়। শিরা ও ধমনীগুলি ফুলে থাকে, শিরাতে ভেরিকোজ অবস্থা দেখা দেয় এবং তাদের কোটিং বা দেওয়ালের আবরণ শিথিল হয়ে পড়ে। এই কারণেই সামান্য কারণে রক্তপাত হওয়া, ক্যাপিলারী থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়া, দেহের যেকোন অংশ থেকে, নাক, ফুসফুস, জরায়ু থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। জরায়ু থেকে রক্তপাত ঘটায় মহিলারা খুব কষ্ট পায়, বিশেষভাবে ঋতুবন্ধ বা ক্লিমেটারিক অবস্থা দেখা দেবার সময়ে বা তার পরে এইরূপ রক্তপাত বা রক্তস্রাব বিশেষভাবে হতে দেখা যায়। বয়ঃসন্ধিকাল বা পিউবারটির সময় অল্পবয়সী বা কিশোরীদের মধ্যে যে বিশেষ ধরনেয় অ্যানিমিয়া বা 'গ্রীন সিকনেস' দেখা দেয় সেই অবস্থায় ফেরাম খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ঐ সময় কিশোরীদের মাসিক ঋতুস্রাব প্রায় থাকেই না, কিন্তু একটা কাশি ও দেহে ফেকাশে ভাব দেখা দেয়। কিশোরীদের এইরূপ রক্তাল্পতা প্রায়ই দেখা যায় এবং তাদের মায়েরা এই অবস্থাকে খুবই ভয় করেন। এই ধরনের অবস্থা বা ক্লোরোসিস প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব শুরু হবার প্রথম দিকে বেশী স্রাব হতে দেখা যায় এবং তার পরেই খুববেশী দুর্বলতা দেখা দেয় এবং সেই অবস্থাটা বেশ কয়েক বছর

ধরে স্থায়ী হতে দেখা যায়, তারপরে হয়ত মাসিক ঋতুস্রাবে কিছুটা নিয়মিত ভাব দেখা যায়। এইরূপ অবস্থায় প্রাচীন পদ্ধতির চিকিৎসায় বেশী পরিমাণে 'আয়রন' খেতে দেওয়া হ'ত, কিন্তু রোগিণী যত বেশী 'আয়রণ' খেত, তার অবস্থা তত বেশী খারাপ হয়ে পড়তে দেখা যেত।

কনজেসসন উপরের দিকে ওঠায় মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠা, মাথা উত্তপ্ত হওয়া এবং হাত-পা শীতল হয়ে পড়া অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে মাথার উত্তপ্ত অবস্থা ও মুখমণ্ডলের চেহারার সঙ্গে লাল হয়ে ওঠা ভাবের অনুপাতে সমতা থাকে না। ফেরামের উপরের দিকে এইরূপ রক্তাধিক্য ঘটা অবস্থা রোগীর শীতাবস্থায় দেখা দেয়, অথবা সেপটিক জ্বর বা অন্য কোন ধরনের জ্বরের সঙ্গে থাকতে বা ঘটতে দেখা যায়; তখন রোগীর মাথা ততটা বেশী উত্তপ্ত থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে শীতলও থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল লাল কিন্তু ঠাণ্ডা থাকতে পারে।

চায়নার মতই ফেরামের আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে দেহের খুব প্রয়োজনীয় জলীয় অংশ বিনষ্ট হওয়ায় উপসর্গ সৃষ্টি; দীর্ঘদিন ধরে রক্তপাত বা রক্তস্রাব হওয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দুর্বলতা থেকে যেতে দেখা যায়। রোগীর দেহে প্রয়োজনীয় পূরণ এবং পুষ্টি হয় না। অস্থিগুলি নরম ও সহজেই বেঁকে যায়, বক্রতা দেখা দেয়। দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুদের অস্থি-সন্ধিতে শুষ্কতায় নড়া-চড়া করতে গেলেই অস্থিতে ফাটল বা চিড় ধরে, হঠাৎ দেখা দেওয়া শীর্ণতার সঙ্গে 'ফলস প্লেথোরা' দেখা দেয়।

যে রোগী দুর্বলতার জন্য স্বাভাবিকভাবে চলা-ফেরা করা বা কোনরূপ পরিশ্রমই করতে পারে না তার মুখমণ্ডলে লালাভা থাকতে দেখা যায়। তবুও ফেরামের কিছু কিছু উপসর্গ রোগী কাজকর্মে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কম থাকতে দেখা যায়; কোন সামান্য পরিশ্রমের বা ব্যায়ামের কাজ করলে তার উপসর্গ কিছুটা কম থাকতে এবং বিশ্রামে বা কোন কিছু না করে চুপচাপ থাকলে বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগরি স্নায়ু খুববেশী সংবেদনশীল ও অত্যধিক উত্তেজিত অবস্থায় থাকে ফলে রোগীকে বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়তে দেখা যায়। ফেরামের উপযোগী সংবেদনশীল মহিলাদের মুখমণ্ডল লালচে দেখায় এবং তারা অপরের সহানুভূতি না পাওয়ায় সর্বদাই অপরের প্রতি দোষারোপ করে। তাকে দেখে রুগ্ণ বা অসুস্থ বলে মনে হয় না, কিন্তু সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হলে সে হাঁপিয়ে যায়, দুর্বল বোধ করে এবং শুয়ে পড়তে চায়।

চুপচাপ শান্ত অবস্থায় থাকলেই রোগীর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়, সে তার হাত-পা নাড়া-চাড়া করতে বাধ্য হয়। হাত ও পায়ের দিকে তীব্র ধরনের কামড়ানো বা দাঁতে কাটার মত বেদনা আস্তে আস্তে নড়াচড়া করলে কমে যাওয়া লক্ষণটি **পালসেটিলার** মত হয়ে থাকে। কিন্তু ফেরামের রোগী খুব শীতকাতুরে থাকে এবং ঘাড়ের বেদনা, মুখমণ্ডল ও দাঁতের ব্যথা ছাড়া অন্যসব উপসর্গ উষ্ণতায় কম থাকে। ঘাড়, মুখমণ্ডল ও দাঁতের ব্যথা অবশ্য ঠাণ্ডা লাগালে বা শীতলতায় কম

থাকতে দেখা যাবে। রোগীর বেশীর ভাগ বেদনাই উত্তাপে কম থাকে; সে উষ্ণতা চায় এবং মুক্ত নির্মল বায়ু ও ঝোড়ো হাওয়াকে ভয় করে।

খুববেশী দুর্বলতা ও অবসাদ থাকে, এমনকি কথা বলতে গেলেও রোগী খুব দুর্বলতা বোধ করে। অবসাদের সঙ্গে পালসের গতি অনিয়মিত ও দ্রুত অথবা খুববেশী ধীর গতিতে চলা নাড়ী, প্যালপিটেশন ইত্যাদি দেখা দেয়। তারপরে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দেয়, হাত-পায়ে যেন কেন জোরই থাকে না। অ্যানিমিয়া অথবা রক্তপাতের পরে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা, রক্তপাতের পরে মূর্চ্ছা-ভাব প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি লাগা, মৃদু কাঁপুনি বা কোরিয়া, ক্যাটালেপসি বা সম্পূর্ণভাবে অচেতন থাকা এবং কোনরূপ ঐচ্ছিক কাজে অসমর্থ থাকা অবস্থা প্রভৃতিও থাকতে পারে।

ফেরামের রোগীর মানসিক লক্ষণগুলিও দৈহিক লক্ষণের মতই হতে দেখা যায়ে। রোগীর মনে বিভ্রম দেখা দেয় এবং সে নীরবে কান্নাকাটি করে। দৈহিক অবসাদ ও দুর্বলতার মতই তার মধ্যে মানসিক দুর্বলতা ও অবসাদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সামান্য কারণেই সে উদ্বিগ্ন ও খিটখিটে হয়ে পড়ে। কাগজের ভাঁজ খোলার মত সামান্য কির্‌কির্‌ করা শব্দেও সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে; তার মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা ও অস্থিরতা দেখা দেয় এবং সে তখন উঠে হাঁটা-চলা বা নড়া-চড়া করতে বাধ্য হয়। সামান্য প্রতিবাদেই সে খুববেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ বা খুব দ্রুত নড়া-চড়া বা চলাফেরা করতে গেলেই সে চোখে অন্ধকার দেখে, মাথাঘোরা ও হতবুদ্ধিভাব দেখা দেয়. তার চারপাশে সব কিছু যেন গোল হয়ে ঘুরতে থাকে; সেইজন্য সে বসে পড়তে বাধ্য হয়। এই ধরনের সব লক্ষণের সঙ্গে রোগিণীর মুখমণ্ডলটি লাল থাকতে দেখা যাবে। যখন সে একা এবং বিশ্রামে থাকে তখন তার মুখমণ্ডল ফেকাশে ও ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে কিন্তু সামান্য উত্তেজনা ঘটলেই তার গাল দুটি রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হয়ে উঠতে দেখা যায়।

মাথাধরায় কনজেসসনের লক্ষণ থাকে, রক্তোচ্ছ্বাসে উপরের দিকে উঠতে দেখা যায়, একটা পূর্ণতা ও বড় হয়ে ওঠার মত অনুভূতি মাথায় থাকার সঙ্গে মুখমণ্ডলে লালচে আভা দেখা দেয়। চোখ, ঘাড় প্রভৃতিতে পূর্ণতা ও বড় হয়ে ওঠার মত বোধ হাটে প্যালপিটেশন, এক্সঅপথ্যালমিক গয়টার প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। মাথাধরার যন্ত্রণা চাপ দিলে কম বোধ হয়। ফেরামের রোগী দেহে বা আক্রান্ত অংশে চাপ দেওয়া বা চেপে ধরা পছন্দ করে। তার মাথায় হাতুড়ীর ঘা পড়ার মত দপ্‌দপ্‌ করে এবং প্রতিবার দ্রুত নড়া-চড়ায় তার মাথাধরা আরও বেড়ে যায়। কাশলে তার মাথাধরা এবং অক্সিপুট অংশের বেদনা বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যথা ধীরে ধীরে হাঁটা-চলা করলে কম থাকতে দেখা যায়। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠা, নীচু হয়ে বসা, বসা অবস্থা থেকে ওঠা প্রভৃতিতে রোগীর বেদনা দেখা দেয়। হঠাৎ কোনভাবে নড়া-চড়া করলে তা মাথায় হাতুড়ী ঠোকার মত দপ্‌দপ্‌ করা এবং যেন মাথাটা বড় হয়ে গেছে এরূপ অনুভূতি দেখা দেয় এবং তার পরই দ্রুতগতিতে ছুটে

যাওয়া ও ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা দেখা দেয়। কাশি হওয়ার মত বা উঠে বসার মত হঠাৎ নড়া-চড়ায় রোগীর মাথার পিছনে ঘা মারার মত দপ্‌দপ করতে থাকে। মাথার হাতুড়ীর ঘা পড়ার মত বোধের সঙ্গে মাথাধরায় মানসিক বিভ্রম দেখা দেয়; মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটে। উত্তেজনায়, ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ফলে মাথায় কনজেসসন হয়ে তিন-চারদিন অথবা একসপ্তাহ পর্যন্তও থেকে যেতে পারে। রোগীর মুখমণ্ডলে তখন রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয় কিন্তু সম্ভবতঃ মুখমণ্ডল ঠাণ্ডাই থাকে, মাথাটি কিছুটা গরম থাকলেও যতটা বেশী উত্তপ্ত হবার কথা ততটা থাকে না।

চোখে লালভাব, শিরা-ধমনীগুলিতে অধিক রক্ত এসে জমে থাকা, সেই সঙ্গে খুব বেশী দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট ও প্যালপিটেশন থাকতে দেখা যায়। লেখাপড়া করার মত মানসিক কাজে লিপ্ত হলে মাথাধরা ফিরে আসতে দেখা যাবে। মাথার তালুর বাইরে বা স্ক্যাল্প অংশে খুববেশী অনুভূতি প্রবণতা থাকায় মাথার চুল লম্বা করে ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। মহিলাদের রক্তস্রাব অথবা অন্য কোন দুর্বলকর অসুস্থতার সঙ্গে বা পরে মাথাধরা ও মানসিক গোলযোগ ঘটতে দেখা যেতে পারে। চোখে ফোলাভাব, কনজেসসনজনিত চোখের দৃষ্টিতে বিভিন্ন গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া, শিরায় রক্ত জমে থাকা, চোখের পাতায় স্ফীতি, পুঁজের মত স্রাব নির্গমন কালে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতায়, ঘণ্টা বাজানো বা অন্যান্য ধরনের শব্দ শোনা প্রভৃতি থাকতে পারে।

নাকে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ, শ্লেষ্মা ও ঠাণ্ডা লাগার জন্য উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে নাক থেকে রক্তপড়া, মানসিক ঋতুস্রাবের আবির্ভাবে অথবা যে কোন সামান্য কারণে নাক থেকে রক্ত পড়ার সঙ্গে মাথাধরা থাকতে দেখা যায়। নাকের ভিতরে মামড়ী পড়া, মুখমণ্ডলে খুববেশী ফেকাশেভাব কিন্তু সামান্যতম আবেগেও মুখমণ্ডলে লাল হয়ে ওঠা, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাসের সঙ্গে পায়ের দিকে শোথজনিত ফোলা, রক্তোচ্ছ্বাসের সঙ্গে শীতভাব প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা থাকা ফেরামের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। ঋতুস্রাবের সময় খুব বেদনা দেখা দেয় এবং বেদনা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগিণীর মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটতে দেখা যায়।

যা কিছু খাওয়া হোক না কেন তা পাকস্থলিতে হজম হয় না, তবে সেজন্য গা-বমি ভাবও বিশেষ হয় না। ফেরামে গা-বমি ভাব থাকা একটি বিশেষ ব্যতিক্রম বলে ধরতে হবে। পাকস্থলীতে খাদ্য পৌঁছালে গা-গুলোনো ছাড়াই তা বমি হয়ে উঠে আসে। কখনো কখনো ফসফরাসের মত ঢেকুরের সঙ্গে মুখভর্তি হয়ে ভুক্তদ্রব্য উঠে আসে। পাকস্থলীশূন্য হয়ে না আসা পর্যন্ত মুখভর্তি হয়ে ভুক্তদ্রব্য উঠে আসা লক্ষণে প্রাচীন চিকিৎসকদের কাছে ফসফরাসই ছিল একমাত্র ব্যবহার্য ওষুধ রোগীর খুববেশী ক্ষুধাবোধ থাকে, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী খায়। সব খাদ্যই মুখে তেঁতো লাগে, সবধরনের শুকনো খাদ্যই নীরস ও বিস্বাদ মনে হয়। খাবার পরেই ঢেকুর উঠতে থাকে; পাকস্থলীতে উত্তাপ বোধের সঙ্গে ভুক্তদ্রব্য উঠে আসে।

সামান্য একটু খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের পরে, বিশেষভাবে মাংস খাবার পরেই পাকস্থলীতে স্প্যাজমোডিক প্রেসার দেখা দেয়। রোগী মাংস, ডিম ও টক ফল খেতে চায় না। যারা দুধ এবং বীয়ার ও তামাক খেতে অভ্যস্ত তাদের বীয়ার বা তামাকের প্রতিও বিরূপতা থাকতে দেখা যায়। মিষ্টি স্বাদের মত খাদ্য তারা পছন্দ করে কিন্তু টক মদ এবং টক স্বাদের সবকিছুই তারা অপছন্দ করে থাকে। জিহ্বাটা যেন পুড়ে গেছে বলে বোধ হতে থাকে। পাকস্থলী শূন্য হয়ে গেলেই বমি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু খাবার পরেই আবার বমি আরম্ভ হয়। মধ্যরাত্রির পরেই ভুক্তদ্রব্য বমি হয়ে যেতে দেখা যায়, বমির স্বাদ টকো বোধ হয়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ফেরাম খুব কম ব্যবহারে লাগে। অন্তঃসত্ত্বা হবার কয়েক সপ্তাহ পরেই রোগিণীকে মুখভর্তি করে ভুক্তদ্রব্য বমি করে তুলে ফেলতে দেখা যায়। গা-বমি বা গা-গুলোনো ভাব থাকে না কিন্তু মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস এবং রোগিণীর দেহ থলথলে ও দুর্বল থাকে। সে বমি করলেও অসুস্থ বোধ করে না। পাকস্থলীতে পূর্ণতা ও চাপবোধ খাবার পরেই বিশেষভাবে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পাকস্থলীর এই ধরনের অবস্থা ও লক্ষণের জন্য ফেরাম ওষুধটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে, যেন রোগীর পাকস্থলীটা একটা চামড়ার থলে মাত্র, সে কিছুই হজম বা পরিপাক করতে পারে না, সেটা ভর্তি করলে, আপনা-আপনিই যেন কোন চেষ্টা ছাড়াই খালি করে ফেলে।

ফেরামে বিশেষ একধরনের ডায়রিয়া দেখা যায় যাতে পাতলা, হাজাকর, জলের মত মল বেরোতে দেখা যায়। প্রাতঃকালীন ডায়রিয়া দেখা যেতে পারে। এই ধরনের লক্ষণযুক্ত রোগী পূর্বে দীর্ঘদিন ধরে হয়ত কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পেয়েছে। ওষুধটিতে কোষ্ঠবদ্ধতা, বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা দেখা দিলেও মল বেরোতে চায় না, মল যখন বেরোয় তখন সেটা খুব কঠিন থাকে এবং খুব কষ্ট দেয়।

এই ওষুধটিতে প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই শিথিলতা থাকতে দেখা যায়। এই শিথিলতার জন্যই রেক্টাম, ভ্যাজাইনা এবং জরায়ুতে প্রল্যাপ্স্ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। দেহের নিম্নাঙ্গের দিকে টেনে ধরার মত বোধ হয় এবং মনে হয় যেন ঐ সব যন্ত্রাদি বেরিয়ে আসে—কখনো কখনো সেগুলি বেরিয়ে আসতেও দেখা যায়।

মূত্রথলীটিও শিথিল হয়ে পড়ে। এর স্ফিংকটারটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার মাংসপেশীর ক্রিয়ায় স্বাভাবিক নিয়ম-শৃংখলার অভাব ঘটায় হঠাৎ রোগী নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা করলে অথবা হঠাৎ কাশি দেখা দিলে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে সারাদিনই ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়ে চলতে দেখা যায়। শিশুটি যতক্ষণ দৌড়-ঝাঁপ বা খেলাধুলা করে ততক্ষণই তার পরে থাকা পোশাক প্রস্রাবে ভিজে থাকে কিন্তু সে চুপচাপ শান্তভাবে থাকলে এই অবস্থাটা থাকে না। মূত্রথলী এত বেশী শিথিল ও দুর্বল থাকে যে সে প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না, মূত্রথলীটি প্রস্রাবে আংশিক পূর্ণ হলেই সেখান থেকে প্রস্রাব বেরিয়ে আসে।

ফেরামে যৌনাঙ্গের বিভিন্ন যন্ত্রাদিতে দুর্বলতা ও শিথিলতা প্রায়ই দেখা যায়।

মাসিক ঋতুস্রাবের লক্ষণেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে হয়ত প্রচুর পাতলা জলের মত রক্তস্রাব হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে হয়ত ঋতুস্রাবের কোন লক্ষণই থাকে না, সাপ্রেসন অথবা অ্যামেনোরিয়া দেখা দেয়, হয়ত ঋতুস্রাবের বদলে সাদা স্রাব হতে দেখা যায়। ঋতুস্রাব দমিত বা সাপ্রেসড্ হয়ে গিয়ে খুববেশী স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, দুর্বলতা ও সেই সঙ্গে বুক ধড়ফড় করে বা প্যালপিটেশন দেখা দেয়। ভ্যাজাইনাতে প্রল্যাপ্স ঘটা, যৌনসঙ্গমকালে ভ্যাজাইনাতে কোনরূপ অনুভূতি না থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মেট্রোরেজিয়া; ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে দেখা দেওয়া, পরিমাণে খুববেশী স্রাব হওয়া এবং রক্তস্রাব অনেক বেশীদিন ধরে থাকা প্রভৃতি অবস্থাও ফেরামে থাকতে দেখা যায়।

শ্বাসক্রিয়ায় কষ্টবোধ, বুকের ভিতরে বেদনা ও অন্যান্য গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। শ্বাসক্রিয়ায় কষ্টবোধের সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন বুকের উপরে ভারী কোন বোঝা চাপিয়ে রাখা হয়েছে। রাত্রিতে মাঝে মাঝে দম্‌আটকাবোধ দেখা দেয়। শ্বাসপথে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, বুকের বা ফুসফুসের ভিতরে কনজেসসন ঘটা প্রভৃতি কারণে শ্বাসকষ্ট ও দম্‌আটকাবোধ হতে পারে। হুপিং কাশির মত আক্ষেপযুক্ত কাশি তীব্র ধরনের দমকের সঙ্গে আসতে দেখা যায়। প্রতিবার খাদ্য গ্রহণের পরে কাশিতে রোগীর মুখের ও গলার ভিতরে যেন কিছু আটকে আছে এরূপবোধ বা গ্যাগিংয়ের সঙ্গে পাকস্থলী খালি করে বমি হয়ে যায়। কাশির ধকলটা যেন মাথাতেও বোধ হয়। ব্র্যাণ্ডি, তামাক, চা প্রভৃতির অত্যধিক ব্যবহারের কুফলে কাশি খুব বেশী বেড়ে যেতে দেখা যেতে পারে। দেহের জলীয় অংশ অনেকটা বেরিয়ে যাওয়ায় অর্থাৎ রক্তপাত প্রভৃতি কারণে দেহের জলীয় অংশ কমে গেলে কাশি দেখা দেওয়া, জরায়ু থেকে রক্তস্রাব অথবা দেহের অন্য কোন অংশ থেকে রক্তপাতের পরেই বুক ও ফুসফুসের গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া, কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা, ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠা প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যায়। অত্যধিক যৌন-অত্যাচারের পরিণতিতে খুববেশী দুর্বলতা ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়া, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি অবস্থাও ঘটতে পারে।

ভয় পাওয়া, উত্তেজনা, অথবা অধিক পরিশ্রমের ফলে প্যালপিটেশন হওয়া, হার্টের ক্রিয়া দ্রুত হওয়া অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে হার্টের ক্রিয়ায় ধীর গতি দেখা যেতে পারে। হার্টের ফ্যাটি ডিজেনারেশন, সন্ধ্যার দিকে পালসের গতি খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। বুকের ধড়ফড় করা অনুভূতিতে সারাদেহেই যেন ছোট হাতুড়ীর আঘাতের মত বোধ হয়।

হাত ও পায়ের দিকে বাতজনিত বেদনা গরম সেক্ লাগালে এবং আক্রান্ত অঙ্গ আস্তে আস্তে নাড়ালে কম থাকে কিন্তু আক্রান্ত অঙ্গ দ্রুত নাড়াচাড়া করলে, কোন বেশী পরিশ্রমের কাজ করলে অথবা ঠাণ্ডা লাগলে বেড়ে যেতে দেখা যায়। দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় ডেলটয়েড মাংসপেশীতে বেদনা বেশী বোধ হবার কথা

অনেকে বলে থাকেন বটে কিন্তু দেহের অন্যান্য অংশের বেদনার তুলনায় সেটার বিশেষ কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য ফেরামে নেই। হাত-পায়ের সর্বত্রই ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা, বাহু উঁচুতে তুলতে না পারা, বেদনার সঙ্গে আক্রান্ত অঙ্গে অসাড়তা বা পক্ষাঘাতের মত ব্যথা, বেদনায় মনে হয় যেন ঐ অঙ্গটি নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। কাঁধে এবং কোমর বা হিপ্-জয়েন্ট-এ তীব্র ধরনের বেদনা প্রভৃতির লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। লিপ্পি যদিও বলেছেন বাম কাঁধের রিউম্যাটিজমের কথা, কিন্তু এই ওষুধটিতে ডান কাঁধেও একই ধরনের বাতের ব্যথা হতে দেখা যায়; দুইদিকের ডেলটয়েড্ মাংসপেশীতেই বাতজনিত বেদনা হতে পারে। মাংসপেশী এবং স্নায়ুর গতিপথে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়; ডানদিকে ডেলটয়েডে চিম্টি কাটার মত বেদনা, ডান কাঁধে কিছু দিয়ে গর্ত খোঁড়ার মত ব্যথা হতে দেখা যায় এবং সেই ব্যথা নড়া-চড়ায় এবং বিছানার চাদরের ভারেও বৃদ্ধি পায়; গরম সেক্ দিলে বেদনা কমে যেতে দেখা যাবে। ফেরামের বেদনা রাত্রিতে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখা দেয় বা বৃদ্ধি পায়, কারণ বিশ্রামে ফেরামের সব বেদনাই বাড়ে কিন্তু দিনের বেলা ধীরে ধীরে হাঁটা-চলা করলে বেদনা ততটা বোধ করা যায় না। হাত-পা কখনো শীতল আবার কখনো গরম এরূপ পরিবর্তনশীল থাকতে দেখা যায়। খুব বেশী দুর্বলতা ও অবসাদের সঙ্গে পায়ের পাতায় শোথের মত ফোলা অবস্থা দেখা দেয়।

সন্ধ্যার শীতবোধ অথবা জ্বরের সঙ্গে শীতাবস্থা, হাত ও পা শীতল থাকা এবং মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাসে লাল থাকতে দেখা যাবে। কিছু খেলে পরে শীতভাব কমে যায়, শীতবোধের সঙ্গে পিপাসা থাকে। প্রচুর ঘাম হয় এবং জামা কাপড়ে ঘামের জন্য হলদে দাগ হয়। ঘাম হতে থাকলে রোগীর সব লক্ষণ বা উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। রাত্রিতে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ঘাম হতে দেখা যায়। জ্বরজনিত সব লক্ষণ রোগী ধীরে ধীরে হেঁটে-চলে বেড়ালে কম থাকে। সবিরাম জ্বরে কুইনাইনের অপব্যবহারের কুফলে সৃষ্টি হওয়া উপসর্গে ফেরাম কার্যকরী হয়ে থাকে।

আমরা অনেক পাঠ্যপুস্তকে দেখি যে যক্ষ্মা রোগের শেষ অবস্থায় ডায়রিয়া দেখা দিলে ফেরাম ভাল ফল দিতে পারে; হয়ত কথাটা সত্যি হতে পারে, যদি অবশ্য রোগী মারা যাবার জন্য প্রস্তুত থাকে। ফেরাম ঐরূপ অবস্থার ডায়রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে কিন্তু ঐ ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার পরে রোগী আর বেশীদিন বেঁচে থাকবে না। এই ডায়রিয়ায় সাধারণত কোন বেদনা থাকে না, বিরক্তিকর হলেও সেটা বেদনাহীন থাকে, রাত্রিকালীন ঘাম ও বেদনাহীন থাকে। ঐ ডায়রিয়া এবং ঘামকে বন্ধ করে দেওয়া বা দমিত রাখার চেষ্টা না করে তাদের স্বাভাবিক ভাবেই হতে দেওয়া উচিত। তাতে রোগী শেষ সময়ে শান্তিতে, কম কষ্ট পেয়ে মারা যাবে। মনে রাখতে হবে যে যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থায় ডায়রিয়ার সব চেয়ে ভাল ওষুধ হচ্ছে 'সেক্রাম' ল্যাকটিস' অর্থাৎ ওষুধবিহীন 'সুগার অব্ মিল্ক, এবং সেটা খুব অল্প পরিমাণে এবং বার বার দেওয়া যেতে পারে রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনের

সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, কারণ স্বাভাবিক ভাবেই তারা চাইবে যে শেষ সময়ে রোগী কিছু ওষুধ ও চিকিৎসা পেয়ে যাক।

ফেরাম ফসফোরিকাম
(Ferrum Phosphoricum)

খুব বেশী দুর্বলতা ও শুয়ে থাকার ইচ্ছা, রাত্রিতে নার্ভাস হয়ে পড়ে, বাতজনিত অবস্থা এই ওষুধে দেখা যায়। সুসলারের মতাবলম্বীগণ বায়োকেমিক মতে এই ওষুধটিকে প্রদাহজনিত জ্বরের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহার করেন, কিন্তু ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রে এই গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল, অ্যান্টিসোরিক ওষুধটির উচ্চশক্তিকে খুবই ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। ফেরাম ও ফসফোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণে এই ওষুধটি তৈরী হওয়ায় এটি ঐ ওষুধ দুটির তুলনায় কোন অংশেই কম কার্যকরী নয়। আমি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সুসলারের বর্ণনানুযায়ী ওষুধটির লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করেছি কিন্তু ওষুধটির নতুনভাবে প্রুভিংয়ের সাহায্যে, 'হোমিওপ্যাথিক অ্যাগ্রাভেসন' (ওষুধটি খাওয়ার পরে দেহে ওষুধটির লক্ষণ আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে রোগটি বেড়ে গেছে) এবং বিভিন্ন রোগী দেখার অভিজ্ঞতায় বর্তমানে এই মূল্যবান হোমিওপ্যাথিক ওষুধটির লক্ষণগুলিই আমাকে এই ওষুধটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের কাজ করছে।

এই ওষুধটির কিছু কিছু উপসর্গ সকালে, কিছু কিছু বিকালে আবার অন্যান্য কিছু উপসর্গ সন্ধ্যায়, রাত্রিতে অথবা মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রোগী খোলা উন্মুক্ত হাওয়ায় সংবেদনশীল থাকে এবং অনেক উপসর্গই খোলা হাওয়ায় গেলে বা ঘুরলে বেড়ে যায়। তবে সবচেয়ে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে অ্যানিমিয়া ও ক্লোরোসিস (**ফেরাম মেট** এর মত) সৃষ্টি হওয়া। সাধারণভাবে দৈহিক উদ্বেগটা অনেকটাই **ফসফোরিক অ্যাসিড**-এর মত হতে দেখা যাবে। দেহে প্রয়োজনীয় উত্তাপের অভাব, এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং ঠাণ্ডা লেগে গেলে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সামান্য কারণেই রোগীর ঠাণ্ডা লেগে যায়। জ্বরের সঙ্গে মাথা ও অন্যান্য যন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্য ঘটতে এবং মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস হতে দেখা যায়। বংশগতভাবে যাদের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, এই ওষুধের রোগীকে সেইরূপ দুর্বল থাকতে দেখা যায়। তাদের দেহে ড্রপসি বা শোথের মত ফোলা অবস্থা দেখা যেতে পারে। খাদ্য গ্রহণের পরে এবং পরিশ্রমে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। মূর্চ্ছার আক্রমণ হতে পারে। ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের ফলে বিভিন্ন রোগ লক্ষণ দেখা দেয়; টক খাদ্য উপসর্গ বাড়িয়ে দেয়। শিরা ও ধমনীতে পূর্ণতা এবং শিরা ফুলে মোটা হয়ে থাকতে দেখা যেতে পারে। **ফেরাম, ফসফোরিক অ্যাসিড** এবং **ফসফরাস**-এর মতই রক্তপাতের লক্ষণ এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যাবে। স্নায়বিক দুর্বলতা বা নার্ভাসনেসের সঙ্গে হিস্টিরিয়া এবং

'হাইপোকন্ড্রিয়াসিস' অর্থাৎ কাল্পনিক ভয়ে ভীত থাকা অবস্থা দেখা যেতে পারে। সারা দেহেই ক্ষতের মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, বিশেষভাবে যেখানে রক্তাধিক্য ঘটেছে সেখানে ঐরূপ ব্যথা থাকতে দেখা যায় এবং হাঁটা-চলা ও ঝাঁকুনি লাগায় ঐ ব্যথা বেড়ে যেতে দেখা যাবে। কোন পরিশ্রমের কাজ, ভারী কিছু তুলতে গিয়ে বা মাংসপেশীতে টান্‌ বা মোচড় লাগার ফলে (স্প্রেইন) উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। অনেক উপসর্গই বিছানায় শুয়ে থাকলে বা বিশ্রামে বৃদ্ধি পেতে এবং ফেরামের মতই ধীরে ধীরে নড়া-চড়া বা হাঁটা-চলা করলে কম থাকতে দেখা যাবে. কিন্তু খুব বেশী ক্লান্তি ও অবসন্নতায় রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়। যে ধরনের নড়া-চড়ায় দেহের পরিশ্রম বেশী হয় সেইরূপ নড়া-চড়ায় এই ওষুধের রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ধীরে ধীরে বেশী পরিশ্রম হয় না এমন ভাবে নড়া-চড়া করলে রোগীর কষ্ট কম বোধ হতে দেখা যাবে। দেহের যে কোন অংশে এবং আক্রান্ত অংশে অসাড়তা দেখা দিতে পারে। মাথায় এবং দেহে ঢেউয়ের মত যেন রক্ত বয়ে যায় বলে বোধ হয়। সূচ ফোটানো এবং ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথাবোধ, ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা নিচের দিকে ছড়িয়ে যায়। 'ফলস্‌ প্লেথোরা' বা নকল রক্তাধিক্য অবস্থা থাকতে দেখা যেতে পারে। মাথায় ও দেহে বেশ জোরে নাড়ীর স্পন্দনের মত পালসেশন বোধ থাকতে দেখা যায়। নাড়ীর গতি দ্রুত, সবল ও পূর্ণ থাকতে দেখা যায়। রোগী সাধারণত খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে এবং বেদনায় খুব কাতর হয়। তার অনেক উপসর্গ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। হাত্-পা কাঁপা এবং অন্যান্য সব লক্ষণের মিলনে আমরা বিস্তৃত ও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল এই ওষুধটি পাই।

এই ওষুধটিতে খুববেশী ক্রোধ,এমনকি ক্রোধে উন্মত্ত অবস্থাও পেতে পারি এবং সেই ক্রোধের ফলে দুর্বলতা, মাথাধরা, হাত-পা কাঁপা, ঘাম হওয়া এবং অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখতে পারি। রাত্রিতে, জ্বরের সঙ্গে উদ্বেগ সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং রোগীর মনে হয় যেন কারো প্রতি কোন অবিচার বা খারাপ ব্যবহার করেছে। খাদ্য গ্রহণের পরে ভবিষ্যতে কোন বিপদ ঘটার আশঙ্কায় ও কাল্পনিক ভয় ও উদ্বেগে সে ভীত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে প্রফুল্লতা, বাচালের মত অতিরিক্ত কথা বলার প্রবণতা, হৈ-হল্লা করার মত উচ্ছ্বাস, অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রভৃতির সঙ্গে বিষাদগ্রস্ত অবস্থা একইসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে দেখা যায়। ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস্‌ অবস্থায় এই ওষুধটি কার্যকরী হয়। সাধারণ ভাবে রোগী লোকজনের সঙ্গ অপছন্দ করে এবং একাকী থাকতে চায়। সে তার মনকে কোন একটা বিষয় গভীরভাবে নিবদ্ধ রাখতে পারে না, সাধারণ কোন প্রশ্নেরও সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারে না, পড়াশোনা করতেও পারে না। কোন বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে গেলে, সকালে, সন্ধ্যায়, খাবার পরে তার মনে বিভ্রম দেখা দেয় এবং ঠাণ্ডা জলে মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেললে সে অবস্থা চলে যায়। সে তার পরিবেশ এবং নিজস্ব যা কিছু আছে তার উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, সন্ধ্যার দিকে খুববেশী উত্তেজনা

বোধ করে। মাথায় পূর্ণতাবোধের জন্য সে সন্ন্যাস রোগ বা এপোপ্লেক্সি হবার আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ে। কোন ভীড়-ভাড়াক্কার মধ্যে অথবা কেউ মারা গেলে সেখানে সে যেতে চায় না, যেন ওখানে গেলে তার কোন বিপদ বা ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দেবে বলে তার মনে হয়। সে ভুলোমনা প্রকৃতির হয়ে থাকে। অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে এই ওষুধটি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েদের পক্ষে খুব ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

রোগীর মনে নানা ধরনের ভাবনা-চিন্তার প্রাচুর্য এবং মনের অস্বাভাবিক স্বচ্ছতা থাকতে দেখা যায় (**কফিয়া**)। আবার আনন্দজনক ও উত্তেজক ঘটনায় সে উদাসীনও থাকে। কাজের প্রতি বিরূপতা থাকতে দেখা যায়। শূকরী যেমন তার সদ্যোজাত বাচ্চাকে অনেক সময় খেয়ে ফেলে তেমনি এই ওষুধে পিওরপেরাল ম্যানিয়ার লক্ষণ দেখা যেতে পারে। মস্তিষ্কের সেরিব্রাল অংশে হাইপেরিমিয়া বা অধিক রক্ত সঞ্চালন হয়ে উন্মত্ত অবস্থা বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা অসম্ভব নয়। রোগিণী খুববেশী খিটখিটে হয়ে পড়ে। তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থা, কখনো বিষণ্নতা আবার কখনো একগুঁয়ে ভাব দেখা দিতে পারে। রাত্রে বিছানায় শুলে অস্থিরতা দেখা দেয়; জ্বরের মধ্যে বিছানায় খুববেশী ছটফট্ করতে, এপাশ-ওপাশ করতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের আগে সন্ধ্যায় বিষণ্নতা দেখা দেয়। রোগী কোনরূপে গোলমাল বা হৈ-হট্টগোল একেবারেই সহ্য করতে পারে না। কথাবার্তা বলতে না চাওয়া, চিন্তা-ভাবনা করার অনীহা, কান্নাকাটি করা, যে কোন ধরনের মানসিক কাজের প্রতি বিরূপতা থাকতে দেখা যায়।

মস্তিষ্কের হাইপেরিমিয়ার জন্য বিকালের দিকে মাথাঘোরা, জ্বরের শীতাবস্থায় চোখ বন্ধ করলে মাথাঘোরা দেখা দেওয়ায় রোগীর সামনের দিকে টলে পড়ে যাবার মত প্রবণতা থাকে। মাথাধরা অবস্থাতেও মাথাঘোরা লক্ষণ থাকতে পারে, মাদক দ্রব্য সেবনে মাতাল হয়ে পড়ার মত বোধ হতে দেখা যায়। নিচের দিকে তাকালে, মাসিক ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে, গা-গুলানো ভাবের সঙ্গে, শুয়ে থাকা অবস্থা থেকে উঠলে বা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরতে থাকে। হাঁটা-চলা করবার সময় দৃষ্টিশক্তি বিয়োগের সঙ্গে টলে টলে চলার মত লক্ষণ দেখা যেতে পারে। রোগীর মনে হয় যেন হাঁটা-চলা করবার সময় তার মাথাটি জোর করে সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

মাথাটি রোগীর কাছে ঠাণ্ডাবোধ হয় এবং ভারটেক্স অংশে ঠাণ্ডায় সংবেদন-শীলতা থাকতে দেখা যায়। মস্তিষ্কে হাইপেরিমিয়া, স্ক্যাল্প্-এ সংকুচিত হয়ে পড়ার মত বোধ; মাথায় শূন্যতাবোধ বিশেষভাবে মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে থাকতে দেখা যায়। কপাল ও অক্ষিপুট অংশে ভারবোধ, মাথায় পূর্ণতাবোধ, মাথায় খুব উত্তপ্তবোধ, চুল উঠে যাওয়া, দেহে উত্তাপের ঝলক দেখা দেওয়া এবং মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠা, ঋতুস্রাবের সময় মাথাটিকে খুব ভারীবোধ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া

যেতে পারে। স্ক্যালপ্-এ চুলকানো, সকালে বিছানায় থাকা অবস্থায়, বিকালে বা সন্ধ্যায় মাথাধরা দেখা দেয়; শ্লেষ্মাজনিত অথবা চোখে অন্ধকার দেখার মত তীব্র মাথার যন্ত্রণা সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে শীতল হাওয়ায় মাথার যন্ত্রণা কম থাকতে দেখা যায়। জ্বরের শীতাবস্থায় মাথাধরা চোখ বন্ধ করলে, কোরাইজার সঙ্গে মাথাধরা কাশলে, খাবার পরে ও উত্তেজনায় বৃদ্ধি পায়; শীতল সেক্-এ মাথাধরা কম থাকে। ঋতুস্রাবের সঙ্গে মাথাধরা আলো এবং হৈ-হট্টগোলে খুব বেড়ে যায়; ঝাঁকুনি লাগলেও খুব বাড়ে সেইজন্য রোগী চুপচাপ শান্তভাবে, নির্জনে শুয়ে থাকতে চায়; চাপে মাথার যন্ত্রণা কিছুটা কম থাকতে দেখা যায়। মাথায় ও মাথার দুই পাশে টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি ডান দিকে বেশী বোধ হয়। গাড়ীতে চড়লে, বসে থাকলে, ঝুঁকে পড়লে, হাঁটা-চলা করলে অথবা মাথাটি কাপড়-চোপড়ে জড়িয়ে রাখলে মাথার যন্ত্রণা দেখা দেয় বা বেড়ে যায়। মাথাধরার সঙ্গে মুখমণ্ডল গরম ও লাল হয়ে থাকতে এবং বমি হতে দেখা যায়। সকালের দিকে ঘুম থেকে জেগে উঠলে কপালের ডানদিকে টন্‌টন্ করা ব্যথা দেখা দিতে পারে এবং খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে সেই ব্যথা কম থাকে। প্রচুর পরিমাণে ঋতুস্রাবের সঙ্গে ভারটেক্স অংশে বেদনা, মাথা ও টেম্পল্ অংশে গর্ত খোঁড়ার এবং খুব জোরে চেপে ধরার মত বেদনা, মাথা, কপাল, চোখের উপরে অংশ, অক্ষিপুট প্রভৃতিতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ঝুঁকে দাঁড়ালে বা নিচে ঝুঁকলে বেশী হয়। মাথায় ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা ও পালসেশন বোধ নড়া-চড়ায়, ঝুঁকে পড়ায়, কাশলে খুব বেড়ে যায়, মাথায় শক্ লাগার মত বোধ হয়।

চোখ থেকে রসস্রাব, কনজাংক্টিভাইটিসের সঙ্গে ফটোফোবিয়া, চোখ থেকে জলপড়া, চোখের পাতা আধ খোলা অবস্থায় থাকা, চোখে সূচ ফোটানো, কামড়ানো, জ্বালা করা, বালি পড়ার মত কর্‌কর্ করা, চোখের মণি, কনজাংক্টাইভা, চোখের পাতা সবটাতে লাল ভাব দেখা দেওয়া, চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে এরূপ বোধ, চোখের পাতা ফোলা, স্ক্লেরা অংশে হলদে ছোপ, মূর্চ্ছা যাবার মত হঠাৎ চোখের দৃষ্টি অন্ধকার বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

কান থেকে ঘন স্রাব বেরোনো, চুলকানো, কানে গর্জনের মত, গুন্‌গুন্ করা, বিজ্ বিজ্ করা অথবা ঘণ্টা বাজার মত শব্দ শুনতে পাওয়া, ইউসটেসিয়ান টিউবে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও কানে প্রদাহজনিত অবস্থার জন্য বেদনা, কানের গভীর অংশে বেদনা, ওটাইটিস মিডিয়া সৃষ্টি হওয়া, প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি ও বেদনা, হৈচৈ, গোলমালে কষ্টবোধ, কানে শোনার ক্ষমতা কমে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

নাকে সর্দি, কোরাইজা, রক্তমেশানো স্রাব হওয়া, নাকের ভিতরে সর্দি শুকিয়ে মামড়ী পড়া। ঘন ও হাজাকর সর্দি থাকা প্রভৃতি দেখা যায়। বায়োকেমিক মতে ওষুধটি কোরাইজার অ্যাকিউট অবস্থাতেই কেবলমাত্র ব্যবহার করা হয় কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতে ওষুধটিকে কেবলমাত্র ঐ সীমায় আবদ্ধ রাখা যায় না।

ফেরাম, ফসফোরিক অ্যাসিড অথবা **ফসফরাসকে** কেবলমাত্র অ্যাকিউট উপসর্গে ব্যবহারের কথা কারো পক্ষেই চিন্তা করা সম্ভব কি ?

জ্বরের সঙ্গে অথবা মাথাটি উত্তপ্ত ও অধিক রক্তে পূর্ণ থাকা অবস্থায়, কোরাইজার সঙ্গে নাক থেকে রক্তপড়া বা এপিস্ট্যাক্সিস সকালে, নাক ঝাড়তে গেলে কাশি ও হাঁচির সঙ্গে দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডলে ক্লোরোটিক অবস্থা, চোখের নিচে কালিপড়া, মুখমণ্ডল মাটির মত কালচে বা ফেকাশে হয়ে পড়া, ঠোঁট ফেকাশে থাকা, মুখমণ্ডল পর্যায় ক্রমে একবার লাল আর একবার ফেকাশে হয়ে পড়া, গালে গোলাকৃতির লালাভা দেখা দেওয়া, জ্বর ও মাথাধরা অবস্থায় মুখমণ্ডল লালাভ থাকা, হলদে, লিভারজনিত দাগ পড়া, ঠোঁট শুকনো থাকা, মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও রক্তোচ্ছ্বাস, বসে থাকা অবস্থায় দাঁতের ব্যথায় এবং অন্যান্য বেদনার সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ, নিউর‍্যালজিয়া, মাঢ়ীতে প্রদাহ প্রভৃতি কারণে মুখমণ্ডলে ব্যথা হলে সেটা নড়া-চড়া বৃদ্ধি পেতে এবং শীতল জল বা ঠাণ্ডা সেক্ লাগালে কম থাকতে দেখা যবে।

মুখ ও মাঢ়ী থেকে রক্তপাত, জিহ্বা গাঢ় লাল ও ফুলে থাকা, জিহ্বা সাদাটে হয়ে পড়া, মুখ গহ্বর শুকনো থাকা ; মাঢ়ী, মুখ-গহ্বর জিহ্বা, টনসিল প্রভৃতি অংশে প্রদাহ, স্ফীতি ও বেদনা মুখের মধ্যে খুব ঠাণ্ডা জল ধরে রাখলে কম হয় এবং উষ্ণ কোন কিছু লাগলে বা গরম সেক্এ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। খাবার পরে দাঁত ব্যথা, জিহ্বায় জ্বালাবোধ, প্রচুর লালা পড়া ; মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া, মুখে পচাটে, মিষ্টস্বাদ পাওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে।

গলায় সংকোচন বোধ, গলা ও টনসিল লাল হয়ে ওঠা, টনসিল ফুলে যাওয়া, গলায় উত্তাপ, প্রদাহ ও একটা দলা লাম্প আটকে থাকার মত বোধ. ঢোক গিলতে গেলে বেদনা, জ্বালা ও টন্টন্ করা ব্যথা ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

ক্ষুধাবোধ কমে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে খুববেশী ক্ষুধাবোধ থাকলেও খাদ্য মুখে ভাল লাগে না, মুখের রুচি থাকে না ; খাদ্য, দুধ ও মাংসের প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়, টক জিনিস খেতে ইচ্ছা হয়। খাবার পরেই পেটটি ফুলে ওঠে এবং ঢেকুর ওঠে ; ঢেকুরে তেঁতো, ভুক্তদ্রব্য, বিস্বাদ অথবা টক গন্ধ থাকে, মুখে টক জল ওঠে। খাবার পরে পাকস্থলীতে পূর্ণতা ও উত্তাপবোধ, হিক্কা ওঠা, বদহজম, পাকস্থলীর প্রদাহ, খাবার পরে এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গা-বমিভাব, হঠাৎ হঠাৎ গা-গুলোনো ভাব সৃষ্টি হয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য থাকতে এবং অনেকক্ষেত্রে তাতে রোগীকে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়তে দেখা যায়। পাকস্থলীতে জ্বালা, খিঁচ্ ধরা ব্যথা, খাবার পরে চাপবোধ ও টন্টন্ করা ব্যথা, প্রচুর পরিমাণে জল পানের পিপাসা ; সকালে, ঘুম থেকে উঠলে, খাবার বা পান করার পরে, জ্বরের সঙ্গে, মাথাধরার সঙ্গে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, গাড়ীতে চড়লে তীব্র ধরনের বমি হতে এবং

বমিতে রক্ত, ভুক্ত দ্রব্য, সবুজ ও টক স্বাদের দ্রব্য উঠতে দেখা যেতে পারে। পাকস্থলীতে প্রদাহ ও বেদনার সঙ্গে বমি হতে দেখা যায়।

পেটটি ফুলে থাকে এবং লিভার ও প্লীহা বড় হয়ে ওঠে। পেটে খুবেশী গ্যাস জমা, পূর্ণতাবোধ, গুড়গুড় করা বা বজ বজ করার মত শব্দ হয়। পেটটি শক্ত ও ভারীবোধ হয়। পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ, লিভারের নানা উপসর্গ, অন্ত্রে সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, কাশলে, ডায়রিয়ার সঙ্গে, খাবার পরে, ঋতুস্রাবের সঙ্গে তীব্র বেদনা হতে পারে। ঋতুস্রাবের সময় না হলেও অনেক ক্ষেত্রে বেদনার ধরনে রোগিণীর মনে হয় যেন মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হবে। হাঁটা-চলা করবার সময় মলত্যাগের আগে, প্যারক্সিজম্যাল বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বেদনা দেখা দিতেও দেখা যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা, মলত্যাগে খুব কষ্টবোধ, মলদ্বার সংকুচিত হয়ে থাকা; সকালে, বিকালে, রাত্রে, মধ্যরাত্রির পরে, খাবার পরে বেদনাহীন ডায়রিয়া ও বায়ু নিঃসরণ হতে দেখা যায়। অর্শ সৃষ্টি হয়ে মলদ্বারের বাইরে বলি বেরিয়ে থাকা, সেখান থেকে রক্ত পড়া; মলত্যাগের সময় রেক্টামে বেদনা, ডিসেণ্ট্রি ও জ্বরের সঙ্গে বেদনা থাকা, মলত্যাগের সময়ে ও পরে মলদ্বারে জ্বালা, খুবেশী কুন্থনভাব বা টেনেসমাস দেখা দেওয়া; মলত্যাগের সময় রেক্টাম ঝুলে পড়া, মলত্যাগের ইচ্ছা থাকলেও মল না বেরোনো, মল হাজাকর, রক্ত মেশানো, বাদামী, ঘনঘন হতে, শক্ত, কাদাকাদা, সবুজ রঙের শ্লেষ্মা জড়ানো, পাতলা, সবুজ জলের মত হতে পারে।

মূত্রথলী অথবা ইউরেথ্রা থেকে রক্তস্রাব, জ্বরের সঙ্গে মূত্রথলীতে প্রদাহ ও বেদনা, বারবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ও কোঁথানির সঙ্গে মূত্রথলীর গলার কাছে এবং পেনিস্-এর শেষ অংশে বেদনায় রোগী সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্রাব ত্যাগ করতে যেতে বাধ্য হয় এবং প্রস্রাব ত্যাগের পরে ঐ বেদনাটা কমে যায়। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এবং কেবলমাত্র দিনের বেলাতেই ঐরূপ বেদনা দেখা দেয়। হঠাৎ প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবে বসতে না পারলে প্রস্রাব বেরিয়ে পড়া, দিনের বেলায় অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া; রাত্রিতে ঘুমের, কাশির সঙ্গে, হাঁটা-চলা করার সময় অসাড়ে প্রস্রাব হতে এবং শুয়ে পড়লে সেটা কমে যেতে দেখা যায়। জ্বরের সঙ্গে কিডনীতে ব্যথা দেখা দিতেও দেখা যায়।

ইউরেথ্রা থেকে গ্লীটের মত স্রাব হওয়া, গনোরিয়াতে প্রদাহ অবস্থায় ইউরেথ্রাতে উত্তাপবোধ ও কম পরিমাণে, জলের মত স্রাব, রক্তস্রাব এবং প্রস্রাব ত্যাগের সময় ইউরেথ্রাতে জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকে, প্রস্রাব রক্তমেশানো, জ্বালাকর হয়, দাঁড়ানো অবস্থায় প্রস্রাব করলে সেটা ঘোলাটে, গাঢ় লাল দেখায় এবং সেই সঙ্গে মাথাধরাও থাকতে পারে। খুব ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়ার গন্ধযুক্ত ও প্রচুর তলানী, শ্লেষ্মা, ইউরিক অ্যাসিড ও বেশী স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিযুক্ত হতে দেখা যায়।

রাত্রিতে কষ্টকর লিঙ্গোদ্গম ও রেতঃস্খলন হওয়া, লিঙ্গোদ্গম না হওয়া বা

খুব দুর্বলভাবে হওয়া, যৌনেচ্ছা বেড়ে যাওয়া অথবা একেবারেই না থাকা প্রভৃতি দেখা যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে অ্যাবরসন ঘটার প্রবণতা, যৌনসঙ্গমে বিরূপতা অথবা ইচ্ছা খুব কমে যাওয়া; হাজাকর লিউকোরিয়া দুধের মত সাদা পাতলা হয় এবং মাসিক ঋতুস্রাবের আগে দেখা দেয়। ক্লোরোটিক মেয়েদের ঋতুস্রাব দেখা না দেওয়া; ঋতুস্রাব খুব টক্‌টকে লাল, জমাট বাঁধা, প্রচুর পরিবাণে, গাঢ় রঙের, খুব কম সময়ের ব্যবধানে হতে দেখা যায়; আবার স্রাব অনিয়মিত, বিলম্বে বেদনা সহ, ফেকাশে রঙের, কম পরিমাণে অথবা ঋতুস্রাব আটকে বা দমিত থাকা, পাতলা, জলের মতও হতে দেখা যায়। ডিসমেনোরিয়া, যৌনসঙ্গমে ভ্যাজাইনাতে বেদনাবোধ, পেলভিসে নিচের দিকে ঝুলে পড়া ও ওভারীতে নিরেট ধরনের ব্যথা, জরায়ুর প্রল্যাপস্‌, বন্ধ্যা অবস্থা, ভ্যাজাইনা খুব সংবেদনশীল থাকা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

শ্বাসপথে অ্যাকিউট ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, ল্যারিংক্সএ প্রদাহ, শ্লেষ্মা সৃষ্টি হওয়া, বুকে দগ্‌দগে ও ঘড়ঘড় শব্দের মত বোধ, জ্বরের সঙ্গে মুখমণ্ডলে লাল হওয়া, ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মা জমে যাওয়া, শুষ্কতা ও জ্বালাবোধ, স্বরভঙ্গ ও কর্কশতা, কোরাইজার সঙ্গে স্বরভঙ্গ হওয়া, স্বর দুর্বল হয়ে পড়া বা একেবারেই স্বর না বেরোনো প্রভৃতি অবস্থা দেখা যেতে পারে।

হাঁপানির শ্বাসক্রিয়া, আক্ষেপযুক্ত হাঁপানি; সন্ধ্যা ও রাত্রিতে শ্বাসকষ্ট এবং শুয়ে থাকলে কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে দেখা যায়। বুকের মধ্যে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দযুক্ত, ছোট ছোট, দমআটকাবোধ যুক্ত শ্বাসক্রিয়া এবং গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণে বুকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি যে কোন সময় শুকনো, স্প্যাজমোডিক ধরনের কষ্টকর কাশি দেখা দিতে পারে, শুকনো বা নরম কাশি শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি পায়; কথা বলতে গেলে গলার ভিতরে সুড়সুড় করে এবং সেই জন্য কাশি দেখা দেয়। খুব কষ্টকর কাশি হাঁটা-চলা করলে বেড়ে যেতে দেখা যায়, গভীরভাবে শ্বাসক্রিয়াতেও কাশি বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে।

দিনের বেলা, সকালের দিকে প্রচুর রক্ত মেশানো, গাঢ় লাল রঙের বা কালচে শ্লেষ্মা ওঠে; কোন কোন ক্ষেত্রে শ্লেষ্মা তুলতে বেশ, কষ্ট হয় এবং ফেনা ফেনা, সবুজে, ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা উঠতে দেখা যায়; শ্লেষ্মা কখন কখন সাদা, আঠালো, হলদেটে এবং কম পরিমাণেও উঠতে দেখা যেতে পারে।

বুক ও হার্টের অঞ্চলে একটা উদ্বেগবোধ, বুকে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হওয়া, কনজেসসন হওয়া, হার্ট ও বুক অঞ্চলে সংকুচিত হবার মত বোধ, ফুসফুস থেকে রক্তপাত, ব্রঙ্কিয়াল টিউব, হার্ট, ফুসফুস, প্লুরা প্রভৃতি অংশে প্রদাহ সৃষ্টি হবার জন্য বুকে চাপবোধ ও পূর্ণতাবোধ; শ্বাসগ্রহণে এবং কাশি হলে বুকে ব্যথা, ডানদিকের প্লুরার প্রদাহে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা কাশলে ও গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি পাওয়া, রাত্রিতে উদ্বেগের সঙ্গে প্যালপিটেশন দেখা দেওয়া, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা অবস্থা

দ্রুতে হাঁটা-চলা করায়, পরিশ্রমে ও নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। যক্ষ্মা রোগের অ্যাকিউট অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগলে এই ওষুধটি তাৎক্ষণিক উপসর্গ দূর করার ক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয়ে থাকে। বুকে স্প্যাজমের সঙ্গে দম আটকাবোধ, জ্বর ও মুখমণ্ডল লাল থাকা, থোর‍্যাক্সের উপরের অংশে রিউম্যাটিজম্ প্রভৃতিও থাকতে দেখা যায়।

পিঠে শীতলতা বোধ, পিঠ অথবা ঘাড়ে ক্রিক্ বা খিঁচ্ ধরা ব্যথা, রাত্রিতে ঋতু-স্রাবের সময়, নড়া-চড়া করলে, বসা অবস্থা থেকে উঠতে গেলে, বসা অবস্থায় অথবা হাঁটা-চলা করবার সময় দুই কাঁধের মাঝের অংশে, লাম্বার অঞ্চলে বেদনা বিশেষভাবে মাসিক স্রাবের সময় হতে দেখা যেতে পারে। পিঠ ও ঘাড়ে শক্ত বা আড়ষ্টভাব ও থাকতে পারে।

হাত ও পায়ের দিকে ঠাণ্ডা থাকা, রাত্রিতে বিছানায় থাকা অবস্থাতে পায়ের পাতা শীতলবোধ হওয়া, মাথাধরার সঙ্গে পা ও পায়ের পাতা বিশেষভাবে ঠাণ্ডা থাকা; উরু, পা, কাফ, পায়ের পাতা প্রভৃতি অংশের ক্র্যাম্প বা টান ধরা ব্যথা, হাতের আঙ্গুলের নখ নীলচে হয়ে পড়া; হাত, হাতের তালু ও পায়ের তলা কখনো কখনো গরম ও ভারীবোধ হওয়া, জয়েণ্টে প্রদাহ, হাত, আঙ্গুল, পা ও পায়ের পাতায় অসাড়তা; ডান কাঁধে ও ডান বাহুতে বাতের বেদনায় টেনে ধরা, ছিঁড়ে পড়ার মত বোধ; বাহু জোরে নাড়ালে বা আন্দোলন করলে বেদনা এবং আস্তে আস্তে নাড়ালে কম বোধ হয় (ফেরাম মেট) ও আক্রান্ত অঙ্গ স্পর্শকাতর থাকে। ডানহাত মৃতের মত অসাড়বোধ হয় এবং হাত দিয়েও সেটা উঁচুতে তোলা যায় না। ডান কাঁধ ও ডেল্টয়েড মাংসপেশীতে অ্যাকিউট রিউম্যাটিজমের আক্রমণ হবার ফলে সেখানটা লাল হয়ে ফুলে যায় এবং টন্‌টন্ করা ব্যথা দেখা দেয়। কব্জি, হাঁটু প্রভৃতিতে জ্বরের সঙ্গে বাতজনিত বেদনা হতে দেখা যায়। বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে গেঁটেবাতজনিত উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। সায়াটিকা, উরু, পা ও হাতের দিকে টন্‌টন্ করা ব্যথা বা থেঁতলে যাবার মত বোধ হতে পারে। বাহু, হাত, হিপ জয়েণ্ট প্রভৃতি অংশে সূচ ফোটার মত ও ছিঁড়ে পড়ার মত অথবা খুব দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা, হাঁটুতে তীব্রগতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা পায়ের দিকে নেমে যেতে দেখা, জ্বরের সঙ্গে ব্যথা ও অস্থিরতা, পায়ের দিকে শক্ত আড়ষ্টতাবোধ, ঊর্ধ্বাঙ্গের বিভিন্ন জয়েণ্টে স্ফীতি, হাত ও পায়ের দিকে খুববেশী দুর্বলতা, এক জয়েণ্ট থেকে অন্য জয়েণ্টে ছড়িয়ে পড়া বাতের বেদনা সামান্য নড়া-চড়াতে বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

উদ্বেগজনক, মানসিক বিভ্রম, পড়ে যাওয়া, নানাধরনের বাস্তবানুগ দুঃস্বপ্ন দেখা, রাত্রিতে ঘুমোতে বেশী দেরি হওয়া, ঘুমের মধ্যেও অস্থিরতা থাকা, রাত্রির প্রথমাংশে নিদ্রাহীন থাকা, ঘুম ঘুম ভাব থাকলেও মধ্য রাত্রির পূর্ব পর্যন্ত নিদ্রাহীন থাকা, একবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আর কিছুতেই ঘুমোতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিদিন দুপুর ১টা নাগাদ শীতভাব দেখা দেয় ; রাত্রিতে বিছানায় শোয়ার পরেও শীতভাব দেখা দিতে পারে। শীতাবস্থায় গায়ে যেন ঝাঁকুনি লাগার মত থর্‌থর্ করে কাঁপুনি দেখা দেয়। জ্বরাবস্থার প্রাধান্য থাকতে দেখা যায়। যে কোন সময় বিভিন্ন যন্ত্র, অস্থি-সন্ধি অথবা মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহের সঙ্গে জ্বর আসতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বরের সঙ্গে শীতভাব না থাকতেও পারে। জ্বরে শুকনো উত্তাপ ও খুব পিপাসা থাকতে দেখা যায় ; মাঝে মাঝে উত্তাপের ঝলকানির মত বোধ হয়। সান্ধ্যজ্বর বা হেক্‌টিক ফিভারের সঙ্গে রাত্রিতে ঘাম দিতে দেখা যায়। দেহের অভ্যন্তর ভাগে উত্তাপ বোধ, রেমিটেণ্ট ধরনের জ্বর, ঘুমিয়ে পড়লে উত্তাপ দেখা দেওয়া, দিনের বেলায় ঘাম হওয়া, ঘামে দেহ ভিজে যাওয়া সেই সঙ্গে খুব দুর্বলতা বোধ থাকা, সামান্য পরিশ্রমেই ঘাম দেখা দেওয়া, ঘুমের মধ্যে জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় পরে প্রচুর ঘাম ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

ত্বকে জ্বালাবোধ, শীতলতা, ত্বকে খোসাওঠার মত অবস্থা, ত্বক ফেকাশে বা লাল থাকা, ত্বকে টন্‌টন্ করা ব্যথা, শুকনো ত্বকে কোনরূপ উদ্ভেদ না থাকলেও খুব চুলকায় এবং ত্বক খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকতে দেখা যায়। ত্বকে ক্ষত এবং ছোট ছোট শুকিয়ে যাওয়া অবস্থায় আঁচিল দেখা যেতে পারে।

ফ্লোরিক অ্যাসিড
(Fluoric Acid)

এই ওষুধটির প্রুভিং এবং লক্ষণ প্রকাশে খুব বিলম্ব হতে দেখা যায়। এটি খুব গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল এবং একধারে অ্যাণ্টি-সোরিক, অ্যাণ্টি-সিফিলিটিক এবং অ্যাণ্টি-সাইকোটিক ওষুধরূপে দেখা দেয়, এই ওষুধটির লক্ষণ প্রকাশ খুব ধীরে ধীরে হয় সেই জন্য এটি যে সব রোগ খুব ধীরে ধীরে কিন্তু খুব গভীর ভাবে দেহ ও মনে লক্ষণ ও উপসর্গ সৃষ্টি করে তাদের জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী হতে দেখা যায়। এই ওষুধটিতে কিছুটা জ্বরভাব সৃষ্টি করার লক্ষণ থাকে কিন্তু জ্বরের জন্য এটি খুব একটা ব্যবহৃত হয় না। এটিতে যে ধরনের জ্বর দেখা যায় সেটা খুব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। দেহের খুববেশী উত্তপ্ত অবস্থায়, দীর্ঘদিন ধরে রাত্রিতে যে জ্বর হতে দেখা যায় এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর ধরে যে জ্বর চলতে দেখা যায় সেই জ্বরের ও আনুষাঙ্গিক উপসর্গেই এই ওষুধটির ব্যবহার বেশী হয়ে থাকে।

কোন কোন ক্ষেত্রে যে সব লোকের রক্ত বেশী গরম বলে মনে হয় তাদের পক্ষে ওষুধটি বেশী কার্যকরী হয়, তবে এটিতে দেহের বিভিন্ন অংশে শীতলতাও দেখা যেতে পারে। সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে দেহের প্রকৃত তাপ খুব একটা বেশী বৃদ্ধি না হলেও রোগীর মনে হয় যেন তার দেহ থেকে খুববেশী উত্তাপ উঠবে। ত্বক খুব গরম হয়ে উঠতেও দেখা যায় এবং রোগীর প্রায়ই উষ্ণ দ্রব্যে, দেহ বেশী কাপড়-চোপড়ে ঢেকে রাখলে, উষ্ণ বায়ুতে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং অনেকটা পালসেটিলার

মত উষ্ণ ঘরে থাকলে দম আটকাবোধ বা শ্বাসকষ্ট হতে দেখা যায়। রোগী তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলতে চায় এবং তাতে আরাম পায়। পায়ের পাতায় খুব জ্বালা করে এবং রোগী তার পা বিছানার বাইরে রেখে দেয় তার হাত ও পা রাখার জন্য সে বিছানাতেই কোন একটা ঠাণ্ডা জায়গা খোঁজে। তার হাতের তালু এবং পায়ের তলায় ঘাম হতে দেখা যায় এবং সেই ঘাম হাজাকর হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে হেজে যেতে দেখা যায়। জ্বালা, অস্বাভাবিক উত্তাপ এবং হাজাকর ও দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম থাকার লক্ষণ এই ওষুধের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোন স্রাবই হাজাকর থাকে, চোখের জল এবং চোখ থেকে নির্গত স্রাব হাজাকর হয়, নাক থেকে নির্গত সর্দি, ঘাম প্রভৃতি সবই হাজাকর হতে দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন অংশে জ্বালাবোধ এবং জ্বালা করা ব্যথা ও দেহ থেকে যেন উত্তাপ বেরিয়ে আসে বলে বোধটা একটা ক্রনিক অবস্থার মতই থাকতে দেখা যায়। দেহের ভিতরের বা বাইরের যে কোন উত্তাপেই উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া ওষুধটির একটি বিশেষ লক্ষণ। চা অথবা কফি পানে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণটিও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উষ্ণ পানীয় গ্রহণে ডায়রিয়া, ফ্লাটুলেন্স অথবা পাকস্থলীর গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং তার ফলে হজমের গোলমাল এবং অন্যান্য উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে থাকে। উপসর্গগুলি বসা বা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি পেতে এবং খোলা মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে কম থাকতে দেখা যায়।

এই ওষুধটি দেহের গভীরে এমনভাবে কাজ করে যে তার ফলে হাতের নখ, মাথার চুল, গায়ের চামড়া সব কিছুর উপরেই তার প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাদের গঠনে ত্রুটি থেকে যায়। ওষুধটি ত্বকের এখানে-ওখানে এমন সব ছোট ছোট মামড়ী পড়ার মত অবস্থার সৃষ্টি করে যেগুলি কিছুতেই যেন সারবে না বলে মনে হয়। চুলের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি উঠে যায় এবং মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে, চুল ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে সেগুলিতে নেক্রোসিসের মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ; চুলের গোড়ায় অমসৃণ, এবড়ো-খেবড়ো ধরনের ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। চুলের ডগা শুকনো, বিভক্ত ও ভাঙ্গাভাঙ্গা থাকে এবং জড়িয়ে যাওয়া ও চক্‌চকে ভাব হারিয়ে যাওয়া অবস্থা থাকতে দেখা যায়। নখ কুঁকড়ে ও ঢেউয়ের মত কুঁচকে থাকতে দেখা যায়, সেগুলি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে কিন্তু এবড়ো-খেবড়ো ও বিকৃতভাবে বাড়ে এবং ভঙ্গুর থাকে। দেহের যেসব স্থানে রক্ত চলাচল দুর্বল থাকে এবং ত্বক হাড় ও কার্টিলেজের গায়ে প্রায় লেগে থাকে সেইসব অংশে ভঙ্গুরতা বা ভেঙ্গে যাবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়, যেমন কানের ও নাকের কার্টিলেজ অংশ এবং বিভিন্ন অস্থি-সন্ধি। টিবিয়ার উপরে ক্ষত সৃষ্টি হয় ; হাত ও পায়ের দিকে রক্তচলাচল দুর্বল হয়ে যাবার ফলে সেগুলি ঠাণ্ডা থাকে। সন্ধ্যার দিকে হাত-পা জ্বালা করে এবং জ্বরের মত বোধ হয় কিন্তু সকালে ও দিনের বেলা সেগুলি ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। রোগী ফেকাশে ও রুগ্ণ থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মোমের মত' সাদাটে ও ড্রপসির লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

বিশেষভাবে নিম্নাঙ্গে, প্রিপিউসে ঈডিমা দেখা যেতে পারে। খুববেশী দুর্বল ও রুগ্ণ ব্যক্তি যারা প্রায়ই হাড় ও কার্টিলেজ-এর কোন না কোন উপসর্গে ভোগে তাদের গনোরিয়া হলে তাদের প্রিপিউস বা লিঙ্গের সম্মুখের ঝুলে থাকা চামড়ায় খুববেশী ফোলা অবস্থা দেখা দেয় এবং তা সহজে সারতে চায় না। ঐ ধরনের রোগীর প্রিপিউসের স্ফীতি ও গনোরিয়া ফ্লোরিক অ্যাসিড সারানো যায়। **ক্যানাবিস স্যাটাইভা**-তেও এই লক্ষণটি আছে তবে ঐ ওষুধটি বলবান ও খুব ভাল স্বাস্থ্যের লোকেদের পক্ষেই উপযোগী। সাইকোটিক্ ধাতুগ্রস্ত লোকেদের দেহে ছোট ছোট আঁচিল সৃষ্টি বন্ধ করতে ও সারাতে ফ্লোরিক অ্যাসিড খুবই ফলপ্রদ হয়। সিফিলিসজনিত 'রুপিয়া' বা বিশেষ ধরনের উদ্ভেদও এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

এই ওষুধে হাড়ের উপসর্গ প্রবল থাকতে দেখা যায়। বিশেষভাবে লম্বা হাড়গুলিতে নেক্রোসিস, কানের হাড়ের টিসু বিনষ্ট হওয়া বা নেক্রোসিস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। নাকের হাড় বিনষ্ট হয়ে নাক থেকে দুর্গন্ধ স্রাব বা ওজিনা সৃষ্টি হতে ও বেরোতে দেখা যায়। সেদিক থেকে এই ওষুধের সঙ্গে **সাইলিসিয়ার** অনেকটা সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। **সাইলিসিয়া** বার বার প্রয়োগ করা উচিত নয়, এবং বার বার **সাইলিসিয়া** প্রয়োগের ফলে কুফল দেখা দিলে অ্যান্টি-ডোট হিসাবে এবং **সাইলিসিয়ার** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে ফ্লোরিক অ্যাসিড কার্যকরী হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির রক্ত গরম, অর্থাৎ প্রায়ই যে উত্তাপে কষ্ট পায়, উষ্ণ কাপড়-চোপড় এবং ঘরের উষ্ণতা যার সহ্য হয় না, যে রোগী প্রায় সর্বদাই বিষণ্ন থাকে এবা চোখের জল ফেলে, স্বাভাবিকভাবে তাকে **পালসেটিলার** রোগী বলে মনে হবে। কথাটা সত্যি। তবে যদি দেখা যায় যে ঐ রোগীকে **পালসেটিলা** প্রয়োগের পরে সে শীতকাতুরে হয়ে পড়েছে, দেহ ভালভাবে ঢেকে রাখতে চাইছে, সেক্ষেত্রে **পালসেটিলার** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে **সাইলিসিয়া** খুব ফলপ্রদ হবে। **পালসেটিলার** পরবর্তী আরও অনেক ওষুধ আছে তবে তাদের মধ্যে **সাইলিসিয়াই** সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হতে দেখা যায়। কিন্তু **সাইলিসিয়া** প্রয়োগের পরে রোগী আবার যখন পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ গরম সহ্য করতে পারে না, গায়ের আবরণ খুলে ফেলতে চায় সেই ক্ষেত্রে ফ্লোরিক অ্যাসিড কার্যকরী হয়ে থাকে। **পালসেটিলার** পরে যেমন **সাইলিসিয়া, সাইলিসিয়ার** পরে তেমনি ফ্লোরিক অ্যাসিড পরবর্তী ওষুধ হিসাবে ফলপ্রদ হয়। এইরূপ ভাবে **সালফার, ক্যালকেরিয়া** এবং **লাইকোপোডিয়াম ; সালফার, সারসাপ্যারিলা** এবং **সিপিয়া**, এবং **কলচিকাম, কস্টিকাম**, এবং **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** পরপর এই তিনটি করে ওষুধ একের পর অন্যটি ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে সেগুলি রুটিন হিসাবে প্রয়োগ না করে লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

খুব খারাপ ধরনের হাড়ের উপসর্গ, নেক্রোসিস ও কেরিজ অবস্থা, ফিশ্চুলার মত গর্ত হয়ে যাওয়া, দাঁতের দিকে ফিশ্চুলার মত গর্ত হওয়া ও কেরিজ, চোখের কোণে ফিশ্চুলা এবং মলদ্বারে ফিশ্চুলা সৃষ্টি হওয়া ; নখ, চুল ও দাঁতের বিকৃতি সৃষ্টি হওয়া, উরু ও পায়ের হাড়ে ফিশ্চুলা হয়ে গর্ত হয়ে গিয়ে সেখান থেকে হাজাকর পুঁজ

নির্গত হয়ে আশপাশের অংশে হাজা সৃষ্টি প্রভৃতি অবস্থায় এই ওষুধটির কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে হবে।

রোগী খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে, তার কোষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার না হ'লে, মানসিক স্রাব একটু বিলম্বিত হ'লে, প্রস্রাব পাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্রাবে বসতে না পারলে সে খুব বিরক্তি ও অস্বস্তি বোধ করে। প্রস্রাব পেলে সে যদি সেটা বার করে না দিতে পারে তা হলে তার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় এবং প্রস্রাব ত্যাগের পরে সেটা কমে যায়। ফ্লোরিক অ্যাসিডের এই লক্ষণটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মাথায় কনজেসসনজনিত মাথাধরা ও মাথায় পূর্ণতাবোধ, অক্ষিপুট অংশে তীব্র বেদনা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

এই ওষুধটির কাজের গভীরতার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে এটি মস্তিষ্কের নানা উপসর্গে কার্যকরী হয়। যে সব লোক দীর্ঘদিন ধরে বেশী মস্তিষ্কের কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। মানসিক দুর্বলতা ও মানসিক অবসাদ, বিষন্নতা ; যে যব যুবকের যৌন অত্যাচারের ফলে মানসিক অবসাদ ও বিষন্নতা দেখা দেয় তাদের পক্ষে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যাবে। এই ওষুধের রোগীর মধ্যে যৌনউত্তেজনা ও কাম প্রবৃত্তি এত বেশী থাকে যে একটি মাত্র মহিলায় সে তৃপ্ত না হয়ে অনেকের সংসর্গে লিপ্ত হয়ে লম্পট হয়ে পড়ে এবং রাস্তায় চলা সাধারণ ভদ্রমহিলাদের প্রতিও সে আকৃষ্ট হয়। **পিকরিক** অ্যাসিড এবং **সিপিয়ার** মত এই ওষুধেও ঐরূপ লক্ষণ থাকতে দেখে যায়। সুস্থ ও স্বাভাবিক লোকেদের মত নিজের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের প্রতি ও নিজের বাড়ীর প্রতি যখন কোন আকর্ষণ না থেকে বাহিরমনা হয়ে পড়া অবস্থা হয় তখন সেইরূপ অবস্থায় এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। **সিপিয়াতে** ও এরূপ অবস্থা দেখা দেয় কিন্তু **সিপিয়া** প্রধানত মহিলাদের ঐরূপ লক্ষণে ব্যবহৃত হয় কারণ মহিলাদের জরায়ু ও ওভারীর উপসর্গের জন্যই রোগিণীর মধ্যে নিজের স্বামী ও সন্তানদের প্রতি বীতস্পৃহ হতে দেখা যায় (**ক্যালকেরিয়া কার্ব** তুলনীয়)।

ঐরূপ মানসিক অবস্থার সঙ্গে ফ্লোরিক অ্যাসিডের রোগীর মধ্যে প্রবল যৌনউত্তেজনা, লিঙ্গোদ্গমের জন্য সারারাত জেগে থাকা, গনোরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর প্রবল যৌনউত্তেজনা ও কাম প্রবৃত্তির প্রাবল্যের সঙ্গে লিঙ্গের সম্মুখভাগের চামড়ায় স্ফীতি প্রভৃতি থাকতে দেখা যায় এবং এই ওষুধে সেইরূপ অবস্থা নিরাময় করা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ যৌন ইচ্ছার প্রাবল্য বা প্রিয়াপিজম্ অবস্থায় **ক্যান্থারিস** প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তবে এই ওষুধটির সঙ্গে **ক্যান্থারিসের** লক্ষণে অনেক প্রভেদ থাকে।

কোন কথাবার্তা না বলে চুপচাপ নীরবে বসে থাকা অবস্থা **পালসেটিলা** এবং প্রায়ই বিকৃতমস্তিষ্ক লোকেদের মধ্যে দেখা যায় ; তারা সারাদিনই কোন কথা না বলে নীরবে ঘরের একটা কোণে বসে থাকে, খেতে দিলে খায়, উঠতে বললে উঠে যায়, কোন কথা বলে না, প্রশ্ন করলেও তার উত্তর দেয় না। এইরূপ অবস্থা

পালসেটিলার মত এই ওষুধটিতেও থাকতে দেখা যায়। মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়াও খুববেশী অবসাদ এবং মস্তিষ্কের দুর্বলতা ও ক্লান্তিতেও এরূপ হতে পারে, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে অথবা যৌন অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং সেই ক্ষেত্রে ফ্লোরিক অ্যাসিড ফলপ্রদ হয়।

মেরুদণ্ডের স্নায়ু বা স্পাইন্যাল কর্ডের পক্ষাঘাতের জন্য পায়ের পাতা ও পায়ের তলায় কাঁপুনি ও অসাড়তা সৃষ্টি হয়ে **সাইলিসিয়ার** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে এবং সময় মত ওষুধটি প্রয়োগ করতে পারলে স্নায়ুর পক্ষাঘাত রোধ করে রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়।

ভেরিকোজ ভেইন এবং ভেরিকোজ আলসার সৃষ্টি করা ও সারানোর একটা বিশেষ কার্যকরী ক্ষমতা এই ওষুধটির আছে। দেহের যে কোন অংশে 'ভেরিকোজ ভেইন' হতে পারে তবে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পায়ের দিকে শিরায় রক্ত জমে গিয়ে ঐরূপ অবস্থা বিশেষভাবে ঘটতে দেখা যায়। মলত্যাগের পরে অর্শের বলি, মলদ্বার ও রেক্টাম বাইরে বেরিয়ে আসতে এবং অর্শে বলি থেকে কিছুটা রক্তপাত হতে দেখা যায়। ভেরিকোজ অবস্থার জন্য পায়ের দিকে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত হতে দেখা যেতে পারে, এই ওষুধটিতে রক্তচলাচলের দুর্বলতায় শক্ত মামড়ী পড়া, ত্বকে শক্ত ও ছোট ছোট উঁচু হয়ে ওঠা উদ্ভেদ ও ক্ষত সৃষ্টি হয়, ক্ষতের ধারগুলি শক্ত হয়ে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতে পরিণত হতে দেখা যায়। কোন অংশ ভেঙ্গে বা কেটে গেলে সহজে তা সারতে বা জুড়তে চায় না। হাড়ের আক্রান্ত অংশ ও ক্ষত থেকে দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা জলের মত স্রাব বা পুঁজ নির্গত হতে দেখা যায় এবং সেটা খুব হাজাকর থাকে, আশেপাশের অংশে ঐ পুঁজ লাগায় সেইসব জায়গা হেজে যেতে দেখা যায়; ক্ষতের চারধারে ছোট ছোট উদ্ভেদ ও মামড়ীর মত পড়তে দেখা যায়।

রক্তচলাচলের দুর্বলতায় কান ও স্ক্যাল্প অংশে অসাড়তা, মাথার পিছনটা যেন কাঠের তৈরী এরূপ বোধ, স্ক্যাল্প-এ অনুভূতি না থাকায় মাথার চুল উঠে যাওয়া ও মামড়ী পড়া, হাত ও পায়ের দিকে অসাড়বোধ ক্রমশ নিচের দিক থেকে ওপরের দিকে ওঠা, মেরুদণ্ডের স্নায়ুর উপসর্গের সঙ্গে অসাড়তা দেখা দেওয়া, মস্তিষ্কের রোগের সঙ্গে অসাড়তা, যে হাত বা পা উঁচু করে রাখা হয়েছে তাতে অসাড়তাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

'ক্রাস্টা ল্যাকটিয়া', শুকনো খোসার মত ওঠা, খুব চুলকানো, স্থানে স্থানে টাক পড়ার মত অবস্থা, টেম্পোরাল অস্থিতে কেরিজ হয়ে মাঝে মাঝে দুর্গন্ধ পুঁজ নির্গমন মাথার বামদিকের সবটাতেই স্বাভাবিক গঠনের অভাব, বাম চোখটি ছোট মনে হওয়া প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ থাকতে পারে।

সিফিলিসের চিকিৎসায় এই ওষুধটির কথা ভুললে চলবে না। পুরানো 'এক্স অস্টোসিস' বা অস্থিতে টিসুবৃদ্ধিতে, কেরিজ, নেক্রোসিস প্রভৃতি অবস্থায় পারা জাতীয় ওষুধ প্রয়োগে ক্ষত সৃষ্টি হলে অথবা সিফিলিসের ক্ষত নাকে সৃষ্টি হলে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। নাকে ক্ষত হবার ফলে নাক ঝাড়ার সময় নাকের

হাড়ের ছোট ছোট টুকরো বেরিয়ে আসে, নাকে খুব বেদনা থাকে, নাকের হাড় বিনষ্ট হয়ে নাকটা বসে যায়, ভালভায় ক্ষত হয়ে প্রায় ধ্বংস হয়ে যেতে এবং সিফিলিসজনিত কারণে টনসিলে মৌচাকের মত ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত ও উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া, দাঁত ক্ষয়ে বা ভেঙ্গে বা গোড়ায় ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, দাঁতের গোড়ায় ফিশ্চুলার মত গর্ত সৃষ্টি হওয়া ও সেখান থেকে পুঁজ নির্গত হতে থাকা অবস্থা প্রভৃতিতে এই ওষুধটি প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রেই রোগাক্রমণ ও বৃদ্ধিকে রোধ করা, ফিশ্চুলার গর্ত বন্ধ হওয়া, বেদনা সারানো ও দাঁতটিকে বাঁচানো যেতে পারে।

রোগী সবসময়ই ক্ষুধার্ত থাকে। এবং ঠান্ডাজল পান করতে চায়। পাকস্থলীতে অনেকক্ষেত্রেই শূন্যতাবোধের সঙ্গে প্রায় সব সময়ই তাকে কিছু না কিছু খেতে হয় এবং খাবার পরে কিছুটা আরাম পেতে দেখা যায়, তবে **আয়োডিয়াম**-এর মত সেটা বেশীক্ষণ থাকে না, কারণ একটু পরেই সে আবার ক্ষুধাবোধ করে।

সিফিলিস ছাড়াও গলায় পুরানো ক্ষত দেখা যেতে পারে, তবে সিফিলিসের পুরানো ক্ষত, যেটা টারসিয়ারী স্টেজ-এ দেখা যায় তার সঙ্গে খুববেশী দুর্বলতা, মস্তিষ্কের রোগ, এবং যেসব স্নায়বিক লক্ষণ বা উপসর্গ বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে সেই সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। সিফিলিসের টারসিয়ারী স্টেজের ক্ষত আপাত-দৃষ্টিতে সেরে গেছে বলে মনে হলেও সেটা প্রকৃত-পক্ষে থেকেই যায় এবং ওষুধটি প্রয়োগে সেই ক্ষত পুনরায় প্রথমে গলায় অনেকটা 'গামার' ক্ষতের মত ফিরে আসতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থা **সাইলিসিয়াতে** বিশেষভাবে দেখা যায় এবং **সাইলিসিয়া** পারায় বা মার্কারীর দোষ দূর করতে বিশেষভাবে পারদর্শী হতে দেখা যায়। পোটেনটাইজড অবস্থায় **সাইলিসিয়া** এবং **মার্কারী** পরস্পরের শত্রুভাবাপন্ন বা ইনিমিক্যাল হয়ে থাকে, তবুও **সাইলিসিয়ার** উচ্চ শক্তি অপরিশোধিত বা ক্রুড অবস্থায় মার্কারীর অ্যাণ্টিডোট বা দোষনাশক রূপে কার্যকরী হয়।

এই ওষুধের রোগী ঝাঁঝালো, ঝাল-মশলাযুক্ত খাদ্য পছন্দ করে। কোন কোন সময় খুববেশী খিদে পেলেও রোগী খেতে পারে না, তবে পাকস্থলী পূর্ণ থাকলে এবং খাবার পরে সে ভালবোধ করে থাকে।

খুব ধীরে ধীরে দেখা দেওয়া উপসর্গের সঙ্গে খুব খারাপ ধরনের পুরানো ডায়রিয়া, বিশেষভাবে সকালে দেখা দিতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে মলদ্বারে অসহ্য চুলকানিবোধ থাকে। মলত্যাগের সময় মলদ্বার বেরিয়ে আসা, মলত্যাগের পরে প্রচুর রক্তপড়া, কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে অর্শ হয়ে মলদ্বার ও পেরিনিয়ামে চুলকানি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মদ্যপায়ীদের ড্রপসিতে, লিভার আক্রান্ত হলে, পুরনো ও শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের ধারে লাল হয়ে ওঠা ও ফোস্কা সৃষ্টি হওয়া, সেগুলিতে মামড়ী পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

দেহের লোমকূপ থেকে উত্তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে আসার মত বোধ, জ্বর ও দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়া ও পিপাসা না থাকা অবস্থাতেও এইরূপ গরম বাষ্পের মত তাপ দেহ থেকে বেরোনোর মত বোধ থাকে।

জেলসিমিয়াম
(Gelsemium)

খুববেশী শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রবল ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা লেগে যে ধরনের তীব্র ও দ্রুত সৃষ্টি হওয়া উপসর্গ দেখা দেয় **বেলেডোনা** এবং **অ্যাকোনাইটে** আমরা সেইরূপ উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখি কিন্তু জেলসিমিয়ামে সেইরূপ কারণে এবং সেই ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যাবে না। এই ওষুধের উপসর্গ খুব ধীরে ধীরে এবং অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম তীব্রতায় সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা লাগার বেশকয়েক দিন পরে জেলসিমিয়ামের রোগীর ঠাণ্ডাজনিত উপসর্গ দেখা দেয় কিন্তু **অ্যাকোনাইটের** ক্ষেত্রে ঠাণ্ডালাগার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়। **অ্যাকোনাইটের** শিশুর দিনের বেলা শুকনো কিন্তু ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগলে মধ্যরাত্রির আগেই ক্রুপ ধরনের কাশি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে রোগ খুব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। ঐ অঞ্চলের লোকেদের মত তাদের দেহের বিভিন্ন যন্ত্রাদিও ধীরে ধীরে কাজ করে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতেও বিলম্ব ঘটে। শীতের তীব্র ঠাণ্ডায় তাদের ঠাণ্ডা না লেগে, দেহ অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে পড়ার জন্যই তাদের ঠাণ্ডা লেগে উপসর্গ সৃষ্টি হয়। কাজেই তাদের ঠাণ্ডা লাগার ফলে নিচু ও ম্যালেরিয়া ধরনের জ্বর, রক্তাধিক্য-জনিত মাথাধরা, এবং রক্তাধিক্যজনিত উপসর্গ হঠাৎ সৃষ্টি না হয়ে ধীরে ধীরে আসতে দেখা যায়। আমরা যখন কোন অঞ্চলের জলবায়ু, সেখানকার লোকজনের ওপরে বিভিন্ন ওষুধের ক্রিয়া প্রভৃতি চিন্তা করি তখন আমরা দেখি যে জেলসিমিয়াম উষ্ণ জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলের উপযুক্ত কিন্তু **অ্যাকোনাইট** শীতল জলবায়ু অঞ্চলের উপযুক্ত ওষুধ। উত্তরাঞ্চলের কিছু কিছু অ্যাকিউট ধরনের উপসর্গে **অ্যাকোনাইট** উপযোগী; অপরপক্ষে একই ধরনের উপসর্গে উষ্ণ আবহাওয়ায় যে ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হয় সেগুলি জেলসিমিয়ামের মত হয়ে থাকে। শীতকালের অল্প বা মৃদু শীতে ঠাণ্ডা লেগে জেলসিমিয়ামের মত লক্ষণ সৃষ্টি হতে এবং শীতকালের খুববেশী শীতে ঠাণ্ডা লাগার ফলে বা তীব্র ও দ্রুত সৃষ্টি হওয়া লক্ষণ বা উপসর্গ সৃষ্টি হয় সেগুলি **অ্যাকোনাইট** ও **বেলেডোনার** মত হয়ে থাকে। একথা সত্য যে গ্রীষ্মকালের গরমে অ্যাকোনাইটের উপযোগী জ্বর ও ডিসেণ্ট্রির মত উপসর্গ সৃষ্টি হতেও দেখা যায় কিন্তু সেগুলি শীতকালীন উপসর্গের চেয়ে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

জেলসিমিয়াম বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাকিউট ধরনের উপসর্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সব অ্যাকিউট ধরনের উপসর্গ বেশীদিন ধরে চলার জন্য উপসর্গটিকে ক্রনিক ধরনের বলে মনে হয় সেই সব উপসর্গে এই ওষুধটি বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। এই

ওষুধটির ক্রিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী হয় যদিও এর উপসর্গ সৃষ্টি করার ধরনটা বিলম্বিত বা ধীরে ধীরে হয়। এদিক থেকে ব্রায়োনিয়ার সঙ্গে জেলসিমিয়ামের সাদৃশ্য থাকতে দেখা যাবে। ব্রায়োনিয়াতেও উপসর্গ ধীরে ধীরে সৃষ্টি হতে দেখা যায় সেই জন্য দক্ষিণাঞ্চলে দেখা দেওয়া জ্বরে ঐ ওষুধটি কার্যকরী হয় তবে ব্রায়োনিয়াতে বেলেডোনার মত ততটা না হলেও তীব্র ও দ্রুতগতিতে উপসর্গ সৃষ্টি হতেও দেখা যায়।

জেলসিমিয়ামের বেশীরভাগ উপসর্গই কনজেসটিভ বা রক্তাধিক্যজনিত প্রকৃতির হয়ে থাকে। সেরিব্রাল অংশের হাইপেরিমিয়া মস্তিষ্কে অধিক রক্তসঞ্চালন এবং স্পাইন্যাল কর্ডেও অত্যধিক রক্তসঞ্চালিত হতে দেখা যায়। রোগীর হাত-পায়ের দিকে ঠাণ্ডা কিন্তু মাথা ও পিঠ গরম থাকতে দেখা যায়। উপসর্গগুলিও প্রধানত মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মস্তিষ্কজনিত কারণে হাত-পায়ের দিকে কনভালসন, হাত ও পায়ের আঙ্গুলে ক্র্যাম্প, পিঠের মাংসপেশীতেও খিঁচ্ ধরার মত লক্ষণ সৃষ্টি হয়। হাত ও পায়ের আঙ্গুলে শীতলতা, কখন কখনও হাত ও পায়ের দিকে বরফের মত ঠাণ্ডা থাকতে কিন্তু মাথা উত্তপ্ত ও মুখমণ্ডল বেগুনী বা লালচে নীল হতে দেখা যায়। কনজেসসন হলে মুখমণ্ডলে বেগুনী ও বিভিন্ন রঙের ফুট্ ফুট্ ছাপ থাকতে দেখা যায়। চোখ রক্তাধিক্যে ফুলে থাকে, চোখের তারা বা পিউপিল বড় বা প্রসারিত আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংকুচিত থাকতে দেখা যায়, চোখে অধিক কনজেসসন থাকায় সেখানে খুব জল পড়তে ও মৃদু কম্পন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রোগীর মধ্যে হতবুদ্ধি ভাব দেখা দেয় সে ডিলিরিয়ামে আক্রান্ত রোগীর মত কথাবার্তা বলে, তার উল্টো-পাল্টা কথার কোন পারম্পর্য থাকে না, সে ভুলোমনাও হয়ে পড়ে। যে সবিরাম জ্বরের লক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা দেয় এবং কনজেসটিভ ধরনের শীতলভাবের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে সেই ধরনের লক্ষণ এই ওষুধে দেখা যায়। খুববেশী শীতভাব পিঠ ও মেরুদণ্ডের নিচের দিক থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে মাথার পিছন পর্যন্ত আসতে দেখা যায়। পিঠে যেন বরফ ঘষে দেওয়া হয়েছে সেইরূপ শীতবোধ ও কম্প দেখা দেয়। বেদনাও পিঠ বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকে শীতলতা, মুখমণ্ডলে গাঢ় লাল রঙের ছোপ, মানসিক দিক থেকে হতবুদ্ধিভাব, চোখ কাচের মত স্বচ্ছ, চোখের তারা বিস্ফারিত হয়ে থাকতে, মাথাটি পিছন দিকে টেনে রাখার মত ঝুঁকে থাকতে এবং পিঠ ও ঘাড়ের মাংসপেশীতে শক্ত ও টান ভাব থাকতে দেখা যায় যার ফলে রোগী তার ঘাড় সোজা করে রাখতে পারে না, সেই সঙ্গে পিঠে তীব্র ধরনের ব্যথা ও মেরুদণ্ডে শীতলতা থাকে এবং এইরূপ লক্ষণে সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিসের কথাই স্বভাবত মনে জাগে। মস্তিষ্কের গভীরে নিচের অংশে ও ঘাড়ের পিছনে বেদনা অনুভূত হয়। এসবের সঙ্গে ত্বক উত্তপ্ত ও খুববেশী জ্বর থাকতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে হাত ও পায়ের ত্বক খুব শীতল থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি তীব্র ধরনের শীতবোধের সঙ্গে আসতে দেখা যায়। সবিরাম জ্বরের সঙ্গে এই ধরনের লক্ষণ থাকা এবং কয়েকদিনের মধ্যেই জিহ্বায় প্রলেপ পড়তে, গা-

বমিভাব হয়ে পিত্ত বমি হয়ে যেতে দেখা যায় এবং জ্বরের বিরাম না হয়ে কনটিনিউড ধরনের জ্বরের একটি প্রকোপ বা প্যারক্সিজম থেকে আর একটিতে চলে যেতে এবং সেই সঙ্গে বিকালের দিকে জ্বরে উত্তাপ খুববেশী হতে দেখা যায়। শীতভাবটা প্রকৃতপক্ষেই চলে গিয়ে অনেকটা টাইফয়েডের মত জিহ্বায় শুষ্কতা, পিপাসা বিশেষ না থাকা, মাথার উপসর্গ বেশী থাকা, মনের হতবুদ্ধিভাব প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যদি এরূপ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় তা হলে ডিলিরিয়ামসহ টাইফয়েডের অন্যান্য লক্ষণও দেখা দেয় এবং জ্বরের ধরনটাও সবিরাম থেকে কনটিনিউড বা বিরামহীনে পর্যবসিত হতে দেখা যাবে এবং সেক্ষেত্রে জেলসিমিয়াম প্রয়োগে সুফল আশা করা যেতে পারে। ছোট ছোট শিশু ও বালক-বালিকাদের শীতভাব ছাড়াই বিকালের দিকে আসা জ্বরে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়।

ম্যালেরিয়া প্রধান অঞ্চলে ছোট ছোট শিশুদের রেমিটেন্ট ধরনের এবং বয়স্কদের সবিরাম ধরনের জ্বর হতেই বেশী দেখা যায়। ছোট শিশুদের জ্বরের সঙ্গে কাঁপুনি খুব কমই দেখা যায় কিন্তু বিকালের দিকে এবং রেমিটেন্ট ধরনের জ্বরই তাদের মধ্যে বেশী দেখা যায় যা সকালের দিকে কমে গিয়ে বিকালের দিকে আবার আসতে দেখা যাবে। জেলসিমিয়ামের শিশুটিকে **ব্রায়োনিয়ার** মতই চুপচাপ শান্তভাবে শুয়ে থাকতে দেখা যায় তবে **ব্রায়োনিয়ার** তুলনায় এই ওষুধটিতে কনজেসসন বা মাথায় রক্তাধিক্য বেশী থাকে ; **ব্রায়োনিয়ার** মতই শিশুটির মুখমণ্ডলে গাঢ় লাল আভা অথবা ঘোলাটে-ভাব থাকতে দেখা যায়।

জ্বরের উপসর্গে, স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, সবিরাম বা রেমিটেন্ট ধরনের জ্বরের লক্ষণ যেটা বিরামহীন জ্বরে পরিবর্তিত হয়, এমনকি ঠাণ্ডা লাগার ফলে হাঁচি, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত থাকা, চোখ লাল হয়ে পড়া প্রভৃতির সঙ্গে সর্বাঙ্গে ও হাত পায়ে অদ্ভুত ধরনের একটা ভারবোধ ও ক্লান্তিবোধ থাকতে দেখা যায় ; মাথা ও হাত পায়ে এত বেশী ক্লান্তি ও ভারবোধ থাকে যে রোগী বালিশ থেকে মাথা উঁচু করতেও পারে না। **ব্রায়োনিয়ার** রোগী চুপচাপ শান্তভাবে শুয়ে থাকে, কারণ, নড়া-চড়া করলে তার বেদনা বৃদ্ধি পায় ; রোগী নড়া-চড়া করলে যে তার কষ্ট বেড়ে যাবে সে বিষয়ে সে সচেতন থাকে।

রোগীর হার্ট দুর্বল এবং পালস ক্ষীণ, নরম ও অনিয়মিত থাকতে দেখা যায়। জ্বরাবস্থায় প্যালপিটেশন বা বুক ধড়ফড় করে ; প্যালপিটেশনের সঙ্গে নাড়ী দুর্বল ও অনিয়মিত থাকে। হার্ট অঞ্চলে একটা দুর্বলতা ও শূন্যতাবোধ দেখা দেয় এবং প্রায়ই দুর্বলতা ও শূন্যতাবোধটা পাকস্থলীতেও বোধ হতে থাকে এবং বুকের বাম দিকটা এবং পাকস্থলীতে আড়াআড়িভাবে ঐরূপ বোধের জন্য **ইগনেসিয়া** ও **সিপিয়ার** মত ক্ষুধাবোধ দেখা দেয়। হিস্টিরিয়ার মত একটা অবস্থা জেলসিমিয়ামে থাকে এবং স্নায়ুজনিত ক্ষুধাবোধ অথবা পাকস্থলীতে দাঁত দিয়ে চিবানো বা কামড়ানোর মত একটা অনুভূতিও থাকতে দেখা যায়।

ডিজিট্যালিস, এবং **ক্যাকটাস, সিপিয়ার** মত হৃৎপিণ্ডে স্নায়বিক উপসর্গ সৃষ্টি হতে এই ওষুধেও দেখা যেতে পারে। **ক্যাকটাসের** মত **সিপিয়া** হার্টের উপর কার্যকরী ওষুধ হিসাবে ততটা বেশি বিবেচিত হয় না, তবুও ঐ ওষুধটি অনেকক্ষেত্রে হার্টের গোলযোগ সারাতে পারে। **সিপিয়ার** সাহায্যে এণ্ডোকার্ডাইটিস সারানো যায়। রোগীর মনে হয় যে সে নড়া-চড়া না করলে তার হার্টের স্পন্দন থেমে যাবে।

রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরায় মাথার পিছন দিকে তীব্র ধরনের বেদনা দেখা দেয়, প্রতি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে যেন মাথায় হাতুড়ীর ঘা পড়ে বলে বোধ হতে থাকে। বেদনার তীব্রতায় রোগী দাঁড়াতে না পেরে শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়, খুববেশী অবসাদে সে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা বোধ করে। মাথার পিছনের অংশের বেদনার তীব্রতায় সে তার মাথাটা সবসময় এপাশ-ওপাশে ঘোরাতে বা হাঁটা-চলা করে বেড়াতে বাধ্য হয়। সে এত বেশী হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে যে তখন আর নিজের কষ্ট বা লক্ষণের কথাও বলতে পারে না, নির্জীবের মত বিছানায় পড়ে থাকে, চোখ কাচের মত স্বচ্ছ ও চক্‌চকে দেখায়, পিউপিল বড় হয়ে যায়, মুখমণ্ডলে ছিট্‌ছিট্‌ দাগ থাকে এবং হাত ও পায়ের দিকে ঠাণ্ডা থাকে। জেলসিমিয়ামে নিউর্যালজিয়া ধরনের মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে গা-বমি ভাব এবং বমি হলে মাথাধরা আরও বেড়ে যেতে দেখা যায়। কিছুটা বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হলে মাথাধরা কমে যেতেও দেখা যায়।

খুববেশী স্নায়বিক উত্তেজনা থাকে। ভয় পেয়ে, কোন ভাবে বিরক্ত হয়ে অথবা শক্‌ ও সেই সঙ্গে ভয় পাওয়ায় উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে, হঠাৎ অবাক হয়ে যাবার মত খবর ও সেইসঙ্গে ভয় পেলেও উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হঠাৎ বিশেষ কোন খবরে বিস্মিত ও ভীত হয়ে পড়লে রোগী মূর্চ্ছা যায় অথবা খুববেশী দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, **আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামের** মত তার প্যালপিটেশন দেখা দেয়। **আর্জেণ্ট নাইট্‌**-এর রোগী সিনেমা বা থিয়েটার বা থিয়েটার দেখতে যাবার জন্য পোশাক পরে প্রস্তুত হলে তার ডায়রিয়া দেখা দেয় এবং তার ফলে রোগী কিছুটা অবসাদগ্রস্তও হয়ে পড়ে, প্রস্তুত হয়ে বেরোনোর আগে হয়ত দু'তিন বারই মলত্যাগ করবার জন্য ছুটতে হয়। এই রোগী বা রোগিণী নার্ভাস প্রকৃতির হয় এবং কোথাও যেতে হলে অথবা কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য যেতে হলে যদি কোনরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি হবার কারণ ঘটে তা হলেই তার ডায়রিয়া দেখা দেয়। **আর্জেণ্ট নাইট্রিকাম** ও এই ওষুধে এইরূপ লক্ষণে এতটাই সাদৃশ্য থাকে যে অনেক ক্ষেত্রে একটির বদলে অপরটিকেও একই ধরনের ফল দিতে দেখা যায়।

দেহের বিভিন্ন অংশের স্ফিংক্টারগুলিতে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা থাকতে দেখা যায়, সেইজন্য অনেকক্ষেত্রে জ্বরের সঙ্গে রোগীর অসাড়ে প্রস্রাব বা মল বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকেও পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা যেতে পারে এবং পক্ষাঘাতের সঙ্গে মেরুদণ্ড ও পিঠের মাংসপেশীতে টেনে ধরা, খিঁচধরার মত ব্যথা এবং বাম দিকের স্ক্যাপুলার নিচে কামড়ানো ব্যথা থাকতে দেখা যায়।

চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, চোখে দুটি করে দেখা, চোখের সামনে যেন পাতলা একটা কাপড়ের আবরণ রয়েছে এরূপ দেখা, অন্ধত্ব ইত্যাদি অবস্থা হতে দেখা যায়। জ্বরের শীতাবস্থা শুরুর আগে, অথবা মাথাধরা দেখা দেবার প্রাক্কালে এই ধরনের লক্ষণ আসতে দেখা যায়। চোখ ও চোখের পাতায় প্রদাহ, অক্ষিগোলক বাইরের দিকে ঘুরে গিয়ে খুব দ্রুত কাঁপতে থাকা, টোসিস বা চোখের পাতা পড়ে থাকা, চোখের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ায় চোখ তাকানো অবস্থায় চোখের পাতা খোলা রাখতে না পারায় সে দুটি পড়ে গিয়ে চোখকে ঢেকে ফেলতে দেখা যায়।

সাধারণভাবে এই ওষুধের রোগীর পিপাসা থাকে না, তবে ব্যতিক্রম হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে খুব পিপাসা থাকতেও দেখা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে খুব হাঁচি, নাক থেকে পাতলা সর্দি বা কোরাইজা সৃষ্টি হয়ে ঠাণ্ডাটা গলায় গিয়ে সোরথ্রোট সৃষ্টি করতে দেখা যায়। ওষুধটিতে খুব অবসাদ সৃষ্টিকারী ঘাম হতে দেখা যায় এবং নড়া-চড়া করলে সেটা আরও বেড়ে যেতে দেখা যায়। জ্বরের সঙ্গে সোরথ্রোট, গলা ও টনসিলে ফোলা ও লালভাব সৃষ্টি হওয়া, মাথা ও মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য ঘটা, হাত ও পায়ের দিকে ভারবোধ, পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতার জন্য গলার উপসর্গের সঙ্গে খাদ্য বা পানীয় নাক দিয়ে বেরিয়ে আসা, কোন একটা জিনিস হাত দিয়ে ধরতে গিয়ে অন্য একটা জিনিস ধরে রাখা, জ্বরের সঙ্গে পক্ষাঘাতের লক্ষণও দেখা দেওয়া, দেহের সর্বত্র স্নায়ুতে প্রদাহজনিত কারণে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, সায়াটিকার সঙ্গে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা ও খুব দুর্বলতা বোধ থাকা, নাকের ডগা, কানের কোন অংশ, জিহ্বা, হাত ও পায়ের আঙ্গুল এবং ত্বকের যে কোন অংশে অসাড়বোধ হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

পুরুষদের ক্ষেত্রে দুর্বলতার জন্য বীর্য ফোঁটা ফোঁটা করে পড়া, পুরুষত্বহীনতা, যৌন যন্ত্রাদির শিথিলতা ও দুর্বলতায় যৌনসঙ্গমে সামর্থ্যহীনতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ায় রোগী ঘুমাতে পারে না, তবে খুব জ্বর দেখা দিলে রোগী নিদ্রায় বা কোমা অবস্থায় ঢলে পড়ে।

দেহের যে কোন যন্ত্রে প্রদাহজনিত অবস্থায়, জরায়ু, ওভারী, পাকস্থলী, ফুসফুস, রেক্টাম প্রভৃতিতে জেলসিমিয়ামের উপযোগী লক্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। তবে সেই সঙ্গে ডিলিরিয়াম, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস, মানসিক অবস্থা, মাথায় রক্তাধিক্য কিন্তু হাত-পায়ের দিকটা ঠাণ্ডা থাকা ও ভারীবোধ হওয়া, পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

গ্লোনইনাম
(Glonoinum)

মাথা ও হৃৎপিণ্ডের দিকে রক্ত চলাচলের আধিক্যই এই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় রোগীর মনে হয় যেন তার দেহের সব রক্তই হার্টের দিকে চলে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে হার্টে বা বুকের বাম দিকে একটা উত্তাপ বা ফুটন্ত জলের মত রয়েছে বলে বোধ হতে থাকে। মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটার জন্য সেখানেও খুববেশী উত্তাপ বোধ বা আগুন থেকে বেরোনো তাপের মত বোধ পাকস্থলী থেকে বুক পর্যন্ত অথবা বুক থেকে মাথা পর্যন্ত হতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে অচেতন হয়ে পড়তেও দেখা যেতে পারে। মাথার মধ্যে ঢেউয়ের মত বোধে মনে হয় যেন মাথার খুলি একবার উপরে তারপর আবার নিচে এভাবে অনবরত ওঠানো ও নামানো হচ্ছে অথবা যেন মাথার খুলিটা একবার প্রসারিত, আর একবার সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে; এইরূপ অনুভূতির সঙ্গে মাথায় খুব টন্‌টন্‌ করা ব্যথা অথবা মনে হয় যেন বেদনায় রোগীর মাথাটা বুঝি ভেঙ্গে যাবে। মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস বেশী হবার জন্য হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথায় দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতিও হয় এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বেদনাও থাকতে দেখা যায়। দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতির জন্য রোগীর দেহ কাঁপে এবং মাথার সঙ্গে সঙ্গে দেহের অন্যান্য অংশে, হাত-পায়ের দিকেও পালপেশনবোধ থাকতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে দেহের সর্বত্র বেদনা থাকে, নড়া-চড়া করতে গেলেই রোগীর মনে হয় যেন তার মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। নড়া-চড়া করলে বেদনা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে বমি হতে দেখা যায় এবং বমি হ'লে রোগী কিছুটা আরাম বোধ করে। খোলা হাওয়ায় এবং ঠাণ্ডা সেক্‌ লাগালে কষ্ট কমে যেতে এবং উষ্ণতায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। মাথার যন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গ মাথাটি নিচু করে শুয়ে থাকলে খুব বেড়ে যেতে দেখা যাবে। দেহের দূরবর্তী অংশ অর্থাৎ হাত-পায়ের দিক খুব ঠাণ্ডা, ফেকাশে ও ঘামে ভিজে থাকতে দেখা যায় কিন্তু মাথাটি উত্তপ্ত এবং মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাসজনিত লালাভা, বা বেগুনী রঙ, পিউপিল বড় হয়ে থাকা, চোখ লাল হওয়া প্রভৃতি অবস্থা দেখা যায় এবং এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকলেই রোগীর জিহ্বা শুকনো ও লাল এবং পরে বাদামী রঙের হয়ে পড়তে দেখা যাবে। পিপাসা বেশী থাকে না তবে মুখগহ্বর খুব শুকনো থাকে। চোখের পাতা খুব শুকনো থাকে এবং সে-দুটিকে অক্ষিগোলকের সঙ্গে এঁটে থাকতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ত্বক শুকনো ও উত্তপ্ত থাকতে এবং মুখমণ্ডল লাল ও চক্‌চক্‌ করতে দেখা যায়। মনে সব ধরনের বিভ্রান্তি, এমনকি অচেতন ভাবও থাকতে দেখা যায়।

এতক্ষণ যে সব লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেগুলি অত্যধিক সূর্যের তাপে বা সান্‌স্ট্রোকে দেখা যায়। গ্লোনইন্‌-এ গ্রীষ্মের তাপে উপসর্গ বৃদ্ধি হওয়া এবং শীতকালে কম থাকা লক্ষণও দেখা যায়। মাথার যন্ত্রণা বা নিরেট ধরনের মাথাধরা

উষ্ণ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পেতে এবং ঠাণ্ডায় কমে যেতে দেখা যায়। সূর্যের তাপে মাথার যন্ত্রণা বেশী হয় কিন্তু ছায়ায় থাকলে সেটা কম থাকে, গ্লোনইনের রোগী তার মাথায় যাতে সূর্যের তাপ না লাগে সেজন্য নানা ধরনের চেষ্টা করে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে ঐরূপ মাথার যন্ত্রণা চলে সেটা ক্রনিক অবস্থা সৃষ্টি করলে রোগী কখনো ছাতা সঙ্গে না নিয়ে সূর্যের উত্তাপে বাইরে বেরোয় না।

গ্লোনইন্-এ যে ধরনের কনজেসসন বিশেষভাবে উত্তাপে হঠাৎ সৃষ্টি হতে দেখা যায় সেটা গ্যাসের আলো অথবা যে কোন তীব্র বা উজ্জ্বল আলোতেও সৃষ্টি হতে পারে। মাথার উপরে বা খুব কাছে কোন উজ্জ্বল আলো বা উত্তপ্ত গ্যাসের আলো জ্বালানো থাকলে তা থেকে মাথাধরা দেখা দিতে পারে। এবং সেই ধরনের মাথা-ধরা ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় থাকলে কম হতে দেখা যায়। সারাদিন ধরেই মাথায় কামড়ানো ব্যথা চলতে থাকে, সন্ধ্যায় ব্যথাটা একটু কমে গেলেও রাত্রিতে শুতে গেলে মাথার যন্ত্রণা আবার শুরু হয় এবং তখন রোগী চুপচাপ নির্জীবভাবে বিছানায় পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। রোগী মাথাটা উঁচু করে রাখতে এবং মাথায় ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা কিছু লাগাতে চায়, অল্প একটু ঝিমোনোর মত ঘুমে তার মাথাধরা না কমলেও দীর্ঘক্ষণ ঘুমালে সেটা কমে যায়। রাত্রে গভীর নিদ্রার পরে সকালে রোগী যখন জেগে ওঠে তখন তার হাত-পা উষ্ণ হয়ে ওঠে, জ্বরভাব এবং সারাদেহে দপ্‌দপ্ করা অনুভূতি চলে যায়, ফলে রোগী বেশ আরামবোধ করে; কিন্তু সে যদি রৌদ্রের উত্তাপে বেরোয় অথবা তীব্র বা উত্তপ্ত বা উজ্জ্বল যে কোন ধরনের আলোতে কাজকর্ম করে তা হলে আবার তার মাথার বেদনা দেখা দেয়। বৈদ্যুতিক আলোয় বেশী উত্তাপ থাকে না বলে রোগীর মাথাধরাও ঐ আলোয় বিশেষ হতে দেখা যায় না, তবে গ্যাসের আলোর উত্তাপে মাথাধরা দেখা দিতে বা বেড়ে যেতে দেখা যায়।

শিশুদের সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস হলে তাদের ঘাড়টি পিছনদিকে বেঁকে যায়, মুখমণ্ডল খুব উত্তপ্ত, লাল ও চক্‌চকে দেখায়, চোখে রক্তোচ্ছ্বাস অথবা কাচের মত স্বচ্ছভাব, মাথা ও দেহের উপরের অংশে বেশী উষ্ণতা; হাত-পা ও দেহের নিচের অংশে শীতলতা ও ঠাণ্ডা ঘাম থাকতে দেখা যায়। মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডে খুব তীব্র ধরনের কনজেসসন হয় এবং তার ফলে কনভালসন দেখা দেয়, ঘাড় ও দেহটা সম্পূর্ণভাবে পিছনে বেঁকে যায় বা ওপিসথোটোনাস দেখা দেয়। মাথায় ঠাণ্ডা লাগালে এবং হাত-পায়ের দিকে উষ্ণতায় আরামবোধ হতে দেখা যায়; তবে উষ্ণ ঘরে থাকলে কনভালসন বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগীর দেহের নিম্নাংশ ভালভাবে ঢেকে যখন তাকে কোন একটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ঘরে রাখা হয় এবং ঘরের দরজা-জানালা খুলে দেওয়া হয় তখন সে অনেকটা সহজে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে, তার কনভালসনও কম থাকে। মাথায় কনজেসসনের তীব্রতার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও প্যালপিটেশনের শব্দ শুনতে পাবার মত অবস্থা থাকে।

মাথা ঝাঁকালে, নিচুতে ঝুঁকলে, মাথা পিছনে বাঁকালে, শুয়ে পড়ার পরে,

সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে রোগীর মাথার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। ভিজে, স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, রৌদ্রের তাপে, গ্যাসের আলোতে কাজ করলে, দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে ঘাম হতে থাকলে এবং মাথায় টুপির স্পর্শে রোগীর মাথার উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সারাদিন কোন উষ্ণ ও বদ্ধ ঘরে থাকায় মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পায় কিন্তু খোলা হাওয়ায় সেই কষ্ট কম থাকে; তবে **নাইট্রিক-অ্যাসিড ও ক্যালফস** এর মত মাথায় টুপির ভারে অস্বস্তি ও কষ্টবোধ হতে দেখা যায়।

গ্লোনইনের রোগী সর্বদাই মদ বা যে কোন উত্তেজক পানীয় গ্রহণে এবং মানসিক পরিশ্রমে বেশী কষ্টবোধ করে, তাদের অনেক উপসর্গ ঐ সব কারণে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। মাথাধরা দেখা দিলে তারা কোনরূপ চিন্তা করতে বা লেখাপড়া করতে পারে না। তার দেহে ও আঙ্গুলে কাঁপুনি দেখা দেয় বলে সে কিছু লিখতে পারে না, কোন ধরনের হাতের কাজ করতে সে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

এই ওষুধের উপযোগী মাথার লক্ষণসহ পিওরপেরাল কনভালসনে রক্তাধিক্য-জনিত তীব্র শীতভাব ও কাঁপুনি অথবা মস্তিষ্কে যে কোন ধরনের কনজেসসন থাকতে পারে।

রোগী বাইরে ঘুরে বেড়ানোর সময় অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্তচলাচল কিছুটা বেড়ে যাবার ফলে মাথায় ও মুখমণ্ডলে কিছুটা রক্তোচ্ছ্বাসের মত বোধ করে, তার হাতে কাঁপুনি সৃষ্টি হয়, হাত ও পায়ের দিক শীতল থাকে, দেহে ঘাম দেখা দেয়; এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে তখন যেন তার বাড়ী ফেরার পথটা চিনতে পারে না, পরিচিত লোকদের প্রতিও তখন সে অপরিচিতের মত তাকায়, বাড়ীর কাছে এসেও সে চিনতে না পেরে অন্য পথে চলে যায়; তবে এরূপ অবস্থা খুবই সাময়িক এবং খুব অল্প সময়ের জন্য দেখা দেয় এবং আবার দ্রুতই তার এইরূপ মনের বিভ্রম কেটে যায়। মাথায় রক্তোচ্ছ্বাসের জন্য তার মাথাঘোরা ও হতবুদ্ধিভাব দেখা দেয়, সে মাথা বাঁকায় ও টলে টলে হাঁটে; সাধারণত কোন একটা উষ্ণ দিনে অথবা সূর্য বা তীব্র আলোর উত্তাপে এরূপ লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

সন্ন্যাস রোগ বা এপোপ্লেক্সি দেখা দেবার সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা সন্ন্যাস রোগের সঙ্গে খুববেশী চাপ বা ভারবোধ লক্ষণ থাকলে এই ওষুধটির কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে। প্রথমে হয়ত রক্তের ছোট ক্লট যেটা ধমনীতে আটকে আছে সেটা প্রাণঘাতী না হতে পারে তবে কনজেসসন বেড়ে গেলে ক্লটটাও বড় হয়ে উঠতে পারে। ঐরূপ ক্ষেত্রে রক্তে অধিক উচ্চচাপ ও অন্যান্য লক্ষণে ওপিয়াম ও গ্লোনইন ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। এবং তার ফলে রক্ত চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়ে রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি হাত ও পায়ে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা বেশ কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে চলার পরে তাতে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে দেখা যায়; অপর পক্ষে প্রয়োজনীয় ওষুধটি প্রয়োগ না করলে হয়ত কয়েকদিনের মধ্যেই উচ্চচাপ আরও বেড়ে গিয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটাবে,

এপোপ্লেক্সির সঙ্গে খুবেশী উত্তাপ, ত্বকে চক্‌চকে উজ্জ্বল এবং হাত ও পায়ের দিকে শীতলতা প্রভৃতি এই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। এরূপ ক্ষেত্রে ওপিয়াম প্রায়ই উপযোগী হতে দেখা যায়, তবে ঐ ওষুধটি বেশী মাত্রায় প্রয়োগ না করে উচ্চ শক্তির একটি মাত্র ডোজেই আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাবে।

মাথার যন্ত্রণা অনেক ক্ষেত্রে এত তীব্র হয় যে রোগী উন্মাদের মত জানালা থেকে লাফিয়ে পড়তে যায়। সে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বা হাঁটা-চলা করতে পারে না, কারণ সামান্য দু'এক পা হাঁটলেই তার মাথায় ঝাঁকানি লাগে এবং সে উন্মাদের মত হয়ে পড়ে। রোগীকে অনেক ক্ষেত্রে মাথার যন্ত্রণায় দুই হাতে তার মাথা খুব জোরে চেপে ধরে থাকতে দেখা যায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হাত দুটি একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে ততক্ষণ সে ঐভাবেই তার মাথাটি চেপে ধরে রাখে অথবা মাথাটি খুব শক্ত করে বেঁধে অথবা মাথায় খুব শক্ত ভাবে টুপি পরিয়ে রাখতে চায়। মাথায় একটা খুব ভারীবোধ দেখা দেয়।

গাড়ী চড়তে গিয়ে পড়ে গিয়ে অথবা কোন উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাবার ফলে পিঠ ও ঘাড়ে জোরে ঝাঁকুনি লাগার বেশ কিছুদিন পরে ঐসব স্থানে বা মাথায় অধিক অনুভূতিপ্রবণতা দেখা দিলে এবং সেই সঙ্গে মদ্যপানে অথবা শুয়ে থাকলে ঐসব উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলে গ্লোনইন উপযুক্ত ওষুধ বলে বিবেচিত হবে। মাথায় রক্তাধিক্যজনিত নিদ্রা বা কোমা অবস্থা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে রোগী দীর্ঘক্ষণ ঘুমোতে পারলে, মাথায় বাইরে থেকে ঠাণ্ডা সেক্ বা চাপ দিলে আরামবোধ হতে দেখা যাবে। সানস্ট্রোক অথবা এপোপ্লেক্সিতে একই ধরনের লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। সানস্ট্রোক প্রথমে রোগীর মুখমণ্ডল খুবেশী গরম, লাল ও চক্‌চকে হয়ে পড়ে, কিন্তু উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলে ঘোলাটে বা বেগুনী রঙ সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর মধ্যে হতবুদ্ধিভাব, মুখমণ্ডলে থমথমেভাব এমন কি কোমা অবস্থাও দেখা যেতে পারে। এইরূপ অবস্থায় রোগী বার বার গভীরভাবে শ্বাস নেয়; সেই সঙ্গে বমি হওয়া, হার্টে প্যালপিটেশন-বোধ এবং পাকস্থলীতে বেদনা ও শ্বাসকষ্ট থাকতে এবং শেষে রোগীকে অচেতন হয়ে পড়তে দেখা যায়। তার চোখ যেন গর্তে ঢুকে যায়, চোখের চারধারে নীলচে রঙ দেখা দেয়, চোখ লাল হয়, ফটোফোবিয়া দেখা দেয়; চোখের সামনে ছোট ছোট কালো বস্তু দেখা বা অন্ধত্বও সৃষ্টি হতে পারে। খুবেশী জ্বর থাকলেও রোগীর মুখমণ্ডল ফেকাশে থাকে, পালস খুব দ্রুত গতিতে যেন থির্ থির্ করে কাঁপতে কাঁপতে চলে, আবার কখনো ক্ষীণ, সরু, তারের মত, শক্ত ও ধীর গতির পালসও থাকতে দেখা যায়।

এই ধরনের কনজেসসনের সঙ্গে ঘাড়ের কাছে ও তার আশেপাশে টিউমিফ্যাকশন বা ছোট ছোট টিউমার সৃষ্টি হবার মত টিসু বৃদ্ধি হতে দেখা যায় এবং সেখানে একটা পূর্ণতা ও ভারবোধ থাকে। জামার কলার শক্ত করে বন্ধ করতে গেলে দম আটকা বোধ হয় (ল্যাকেসিসের মত)। দমআটকা বোধের সঙ্গে কানের নিচের অংশটা

ফুলে থাকতে দেখা যায় ; ঘাড় ও গলায় টিউমিফ্যাকশন এবং থুতনির নিচে গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি দেখা দেয়।

এই ওষুধটিতে ঋতুস্রাবেও কিছু কিছু বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকতে অথবা বিলম্বে আসতে দেখা যায়। মাথায় খুববেশী কনজেসসন, মাথাধরা প্রভৃতি মাসিক ঋতুস্রাবের সময় দেখা দিতে পারে। আবার জরায়ু থেকে রক্তস্রাব হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে অথবা দেহের অন্য কোন স্থানের স্রাব আটকে বা বন্ধ হয়ে গেলে রোগী খুববেশী কাহিল হয়ে পড়ে এবং তার মাথায় খুববেশী রক্তোচ্ছ্বাস ঘটতে পারে।

যে সব লোকের প্যালপিটেশনের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকে, সামান্য পরিশ্রম বা উঁচুতে ওঠা বা সামান্য হাঁটা-চলা করতে গেলেই যাদের প্যালপিটেশন, শ্বাসকষ্ট ও সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে অধিক রক্তোচ্ছ্বাস ঘটতে দেখা যায়, সামান্য উত্তেজনাতেই যাদের রক্তোচ্ছ্বাস ঘটা, বুক ধড়ফড় করা, মূর্চ্ছাভাব প্রভৃতি দেখা দেয় ; খুব দুর্বলতা, হাত-পায়ে কাঁপুনি, একটি বা দুটি হাতই পালসি'র মত খুববেশী কাঁপে, হার্টের ক্রিয়া খুব কষ্টে চলে এবং সারা দেহেই পালসেশনবোধ থাকে ; উষ্ণ ঘরে থাকলে উপসর্গ বৃদ্ধি হয় এবং দরজা-জানলা খুলে রাখলে এবং খোলা হাওয়ায় কিছুটা আরামবোধ হয় ; কোন শিশু বেশীক্ষণ উনুনের বা চুল্লীর পাশে অধিক উত্তাপে বসে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লে, চুল কাটাবার পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই ওষুধটির কথাও বিবেচনা করতে হবে, যদিও চুল কাটাবার ফলে মাথায় ঠাণ্ডা লাগা উপসর্গে **বেলেডোনার** কথাই বেশী চিন্তা করা হয়।

গ্র্যাটিওলা
(Gratiola)

স্নায়বিক কারণে অবসাদ, খুববেশী ক্লান্তিবোধ ও সেই সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতায় এই ওষুধটি খুবই ভাল ফল দেয়। এই ওষুধটির অনেক লক্ষণের সঙ্গে **কফিয়া** এবং **নাক্সভমিকার** সাদৃশ্য আছে ; বিশেষভাবে যারা কফি পানে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা ও নিউর‍্যালজিক বেদনায় ঐ ওষুধগুলির সঙ্গে খুববেশী সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হাইপোকণ্ড্রিয়া অর্থাৎ স্নায়বিক দুর্বলতায় নানা ধরনের কাল্পনিক ভয় দেখা দেওয়া এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মানসিক অবসন্নতা ও বিষাদ এবং অত্যধিক যৌনেচ্ছা বা নিম্ফোম্যানিয়া প্রভৃতি থাকতে পারে। অচেতন ভাব দেখা না দিয়েই কনভালসন হওয়া, খোলা হাওয়ায় উপসর্গ কম থাকা এবং **পালসেটিলার** মতই উষ্ণ ঘরে থাকলে শীতভাব বা চিলিবোধ করা, উপসর্গগুলি প্রধানত দেহের বামদিকে সৃষ্টি হওয়া, সব সময়ই যেন উষ্ণ বাষ্প বেরিয়ে দেহকে অবসাদগ্রস্ত করে তুলছে বলে মনে হওয়া ; পাকস্থলী ও অন্ত্রে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে স্প্যাজমোডিক ধরনের উপসর্গ দেখা দেওয়া প্রভৃতি ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে। ঐচ্ছিকশক্তির অভাব ও কাজে অনীহা, মানসিক অবদমন ও খামখেয়ালী ভাব ;

খুব খিটখিটে হয়ে পড়া এবং স্নায়বিক কারণে কাল্পনিক ভয় সৃষ্টি হওয়া, ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভয় দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। মনে খুববেশী গর্ব দেখা দিলে তা থেকে উপসর্গ সৃষ্টি, কফি ও মদের মত উত্তেজক পানীয় গ্রহণের কুফলে উপসর্গ দেখা দেওয়া, পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলযোগের সঙ্গে স্নায়বিক উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতিও দেখা যেতে পারে। খাবার সময় বা পরে মাথাঘোরা; চোখ বন্ধ করলে, পড়াশোনা করতে গেলে, বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে যাওয়া, যেন মাথাটা ছোট হয়ে গেছে এরূপ বোধ, মাথায় টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি, মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস বিশেষভাবে ঝুঁকে থাকা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ালে বোধ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। মাথার উপসর্গ খোলা হাওয়ায় কম থাকতে এবং উষ্ণ ঘরে থাকা অবস্থায় সৃষ্টি হতে বা বেড়ে যেতে দেখা যায়; অক্সিপুট অংশের বেদনা সকালে জেগে উঠলে দেখা দেয় এবং বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লে অথবা উপুড় হয়ে মাথার পিছন দিকটা উপরের দিকে করে শুলে কমে যায়। সিকহেডেক, গা-বমিভাব, বমি হওয়া, খাদ্যে বিরূপতা প্রভৃতির সঙ্গে মাথাঘোরা খোলা উন্মুক্ত হাওয়ায় ঘুরলে বা থাকলে কমে যেতে দেখা যায়।

হাঁচি হলে অক্সিপুটে বেদনা, মাথায় শীতলতাবোধ এবং শীতল হাওয়ায় সংবেদনশীল থাকা, মাথার ভারটেক্স অংশে শীতল অনুভূতি, মাথাধরা অবস্থায় কপালে কুঞ্চন সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মাথার স্ক্যাল্প অংশে চোখে ও কানে চুলকানো, পড়াশোনা করতে গেলে চোখের সামনে কুয়াশার মত বোধ এবং সবুজ জিনিস সাদা দেখা প্রভৃতি ওষুধটিতে আছে।

চোখে বালি ঢোকার মত ব্যথা ও কর্‌কর্ করা, নাকে চুলকানো, মুখমণ্ডলে জ্বালা করা উত্তাপবোধ থাকে কিন্তু হাতের স্পর্শে মুখমণ্ডল শীতল থাকতে দেখা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য থাকতে দেখা যায়।

সকালের দিকে উপরের ঠোঁট ফুলে থাকা, মুখমণ্ডলে টান্‌টান্‌বোধ ও সুড়সুড় করা এবং ফুলে যাওয়ার মত অনুভূতি দেখা দেয়। মুখমণ্ডল লাল থাকে; মুখে ঠাণ্ডা কিছু নিলে দাঁত কন্‌কন্ করতে থাকে। মস্তিষ্কের উপসর্গের সঙ্গে দাঁত কড়মড় করতে দেখা যেতে পারে।

গলার ভিতরে বেদনায় রোগী অনবরত ঢোক গিলতে বাধ্য হয়। গলায় খুববেশী শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয় কিন্তু সেটা রোগী তুলে ফেলতে পারে না। প্রবল পিপাসা খাবার পরে পেটে বা পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ, পাউরুটি বা রুটি ছাড়া অন্যকিছু খেতে না চাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

গা-বমিভাব থাকে এবং কিছু খেলে অথবা ঢেকুর তুললে সেটা কমে যায়। টক, তেতো জল এবং শ্লেষ্মা বমি হতে দেখা যায়। খাবার পরে পাকস্থলীতে খিঁচ ধরা ব্যথা ও ভারীবোধ হয় এবং মনে হয় যেন এপাশ-ওপাশে ঘুরলে সেই ভারী বোঝাটাও পেটের একপাশ থেকে অন্যপাশে সরে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে গা-বমিভাব এবং ঢেকুর উঠতে দেখা যায়। খাবার পরে পেট ফুলে ওঠে ও পেটে চাপবোধ হয় ও খুববেশী

শীতলতাবোধ থাকতে দেখা যায়। পাকস্থলীতে খিঁচধরা ও কামড়ানো ব্যথা খুব দ্রুত বেড়ে গিয়ে পিঠে এবং কিডনী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

পেটে খুব শীতলতাবোধ, ক্র্যাম্পের বেদনা ও কলিক বেদনা, সেই সঙ্গে গা-বমি ভাব থাকা ; বিকালে ও সন্ধ্যায় পেট ফুলে ওঠার সঙ্গে পেটে গড়গড় শব্দ হওয়া, মেজেণ্ট্রিক গ্ল্যাণ্ড বড় হওয়া, পেটে চিমটি কাটার মত বেদনা বায়ুনিঃসরণে কম থাকা, ডায়রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে হলদে বা হলদেটে সবুজ, ফেনা ফেনা পাতলা মল বেরোনো, প্রচুর পরিমাণে জলের মত বমি ও মলত্যাগ করা অর্থাৎ কলেরা মরবাস্-এর মত লক্ষণ থাকা, প্রবল পিপাসার জন্য বেশী পরিমাণে জল পান করলেই ডায়রিয়া দেখা দেওয়া, ডায়রিয়া চলাকালে ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় সংবেদনশীল থাকা ও বারবার মলত্যাগের ইচ্ছা হতে থাকা, সবুজ মল ও সবুজ বমি এবং অসাড়ে মল বেরিয়ে আসা প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে এশিয়াটিক কলেরা দেখা দিলে এই ওষুধটি তা সারাতে পারবে।

মলত্যাগের পূর্বে গা-বমিভাব, পেটে গড়গড় শব্দ হওয়া, কেটে যাবার মত ব্যথা, কোঁথানি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মলত্যাগের সময় গা-বমিভাব এবং সেই সঙ্গে মলদ্বার বা রেক্টামে জ্বালা ও চাপবোধ থাকতে দেখা যায়। মলত্যাগের পরেও রেক্টামে জ্বালা ও টেনেসমাস, কক্কিক্স অঞ্চলে বেদনা ও শীতভাব ; অর্শের বলী বেরিয়ে আসার সঙ্গে হুল ফোটানো ও জ্বালা করা ব্যথা, মলদ্বারে কাঁটা বেঁধানো, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, সংকুচিত হয়ে পড়া ও সেই সঙ্গে চুলকানো, কেঁচো ক্রিমি বা অ্যাসকারাইড্‌স্ থাকা ; প্রস্রাব ত্যাগের সময় ও পরে ইউরেথ্রাতে জ্বালা করা, কম পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া, বাম দিকের স্পার্মাটিক কর্ড থেকে পেটে ও বুক পর্যন্ত সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ইত্যাদি থাকতে পারে।

মহিলাদের যৌন উত্তেজনা ও যৌন কামনা খুববেশী থাকলে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যাবে। প্রবল যৌন কামনায় রোগিণীকে যদি পাপ বা যৌন অনাচারে লিপ্ত হতে দেখা যায় সেক্ষেত্রে **জেলসিমিয়াম**, গ্র্যাটিওলা, **ওরিগেনাম, নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, প্লাটিনা** এবং **জিঙ্কাম** প্রভৃতি ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন হতে দেখা যাবে।

মাসিক ঋতুস্রাব খুব কম সময়ের ব্যবধানে এবং বেশী পরিমাণে হতে দেখা যায়, ঋতুস্রাব কালে, এবং ঝুঁকে থাকা অবস্থায় ডানদিকের স্তনে বর্শার মত সূচালো কিছু বিঁধে যাবার মত বেদনা হয় এবং বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লে ঐ বেদনা আরও বেড়ে যেতে দেখা যায়। লিউকোরিয়ার সঙ্গে সেক্রামে ব্যথা হতেও দেখা যেতে পারে।

মলত্যাগের পরে তীব্র ধরনের প্যালপিটেশন (**কোনিয়াম**), সেইসঙ্গে বুকে খুব চাপবোধ ; বুক, মাথা, হাত প্রভৃতিতে উত্তাপবোধ ও মুখমণ্ডল লাল হয়ে থাকতে দেখা যায়।

বাহু, হাত প্রভৃতিতে বাতের ব্যথা, ; পায়ের দিকে টন্‌টন্ করা ও থেঁতলে যাবার

মত ব্যথা, হাঁটা চলা করার পরে হতে দেখা যায় ; টিবিয়াতে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা ; বসে থাকলে বেশী হতে এবং হাঁটা-চলা করলে কমে যেতে দেখা যায়।

খাবার পরে নিদ্রালু হয়ে পড়া এবং গভীরভাবে নিদ্রা যেতে দেখা যেতে পারে।

ত্বকে চুলকানো ও জ্বালা করা, চুলকানোর পরে আরও বেড়ে যেতে দেখা যায়।

গ্র্যাফাইটিস
(Graphitis)

গ্র্যাফাইটিসের উপসর্গ সকালে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে, বিশেষত মধ্যরাত্রির পূর্বে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। যে সব লোক মোটাসোটা, অথবা পূর্বে মোটাসোটা ছিল কিন্তু বর্তমানে শীর্ণকায় হয়ে পড়েছে, যাদের ডায়রিয়া অপেক্ষা কোষ্ঠবদ্ধতাই বেশী থাকতে দেখা যায়, এই সব লক্ষণের সঙ্গে যে সব মহিলার মাসিক ঋতুস্রাব ফেকাশে থাকে, বিলম্বে আসে, অল্প সময়ের জন্য থাকে এবং কম পরিমাণে হয় ; স্রাব বা শ্লেষ্মা অ্যালবুমিনের মত ও আঠালো থাকে এবং এই ধরনের আঠালো বা চট্‌চটে স্রাবের জন্য ত্বক বিশেষভাবে দগ্‌দগে হয়ে পড়তে দেখা যায় সেই সব লোকের পক্ষে এই ওষুধটি উপযোগী হতে দেখা যায়।

অন্য সব কার্বনের মতোই এই ওষুধটি খুব গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে এবং সেই সঙ্গে আলসার বা ক্ষতের নিচের অংশে শক্তভাব বা ইনডিউরেশন ও জ্বালা, প্রদাহে আক্রান্ত টিসু এবং পুরানো এবং শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত স্থানেও শক্তভাব ও জ্বালা থাকতে দেখা যায় ; কাজেই ক্যান্সারের মত গ্রোথ ও ক্ষততেও ওষুধটিকে কার্যকরী হতে দেখা যায়। পুরানো এবং শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থানে ক্যান্সার সৃষ্টি হওয়া এই ওষুধের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ, টেন্ডনের সংকোচন, বিশেষভাবে হাঁটুর পিছনের টেন্ডনে ঘটতে দেখা যায়। আক্রান্ত স্থান থেকে ফেকাশে রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে চুঁইয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। রোগীকে বিশেষভাবে অ্যানিমিক বা ক্লোরোটিক থাকতে দেখা যাবে। উদ্ভেদ থেকে, শ্লেষ্মায়, ঋতুস্রাবে, ক্ষত, শ্বাস এবং ঘাম প্রভৃতি থেকে খুব দুর্গন্ধ বেরোতে দেখা যায়। (**কার্বোভেজ, সোরিনাম, কেলি ফস, কেলি আর্স**-এর মত)। উদ্ভেদ অথবা চলতে থাকা কোন স্রাব হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে খারাপ ধরনের বা ভয়াবহ কোন ক্রনিক উপসর্গ সৃষ্টি হলে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে গ্র্যাফাইটিসের কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। স্ক্রফুলা অবস্থা এবং গ্ল্যান্ড বড় হয়ে ওঠা, দেহের যে কোন অংশে বার বার হারপিস দেখা দেওয়া, বিশেষভাবে মলদ্বারের কাছে বা যৌনাঙ্গে হারপিস সৃষ্টি হওয়া, বিভিন্ন অংশে, পুরানো ও শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থান বা সিকেট্রিক্স-এ জ্বালা করা ; শোথ হবার প্রবণতা ; মাংসপেশী ও টেন্ডনে খুব চাপ পড়লে বা ভারী কিছু তোলার পরে দুর্বলতা দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

রোগী ঠাণ্ডায় খুব সংবেদনশীল থাকে, উষ্ণ কাপড়-চোপড় পরে থাকতে চায়,

শীতের ঠাণ্ডায় এবং গ্রীষ্মের গরমে সে সংবেদনশীল থাকে ; উষ্ণ ঘরে থাকতেও সে কষ্ট বোধ করে এবং খোলা হাওয়া চায় এবং তাতে আরামবোধ করে ; উষ্ণ বিছানায় তার উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা দেয় ; মাথাধরা উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি পায় এবং খোলা হাওয়ায় কমে যেতে দেখা যায়। গ্র্যাফাইটিস দীর্ঘপ্রসারী লক্ষণসহ স্পাইন্যাল উপসর্গ সারাতে পারে ; যদি রোগীকে খোলা জানালা থেকে আসা ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে ভালভাবে দেহ ঢেকে শুয়ে থাকলে আরাম পেতে দেখা যায় সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে এবং এরূপ লক্ষণের সঙ্গে **কার্বোভেজ** এর সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়, কারণ ঐ ওষুধের রোগী প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাখার হাওয়া চায়। সব কারণেই খোলা হাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকতে দেখা যায়, তবুও প্রায়ই অল্পেতেই শীতবোধ এবং তেমনি সামান্য কারণেই দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়া এবং তার ফলে উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া লক্ষণটি থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধটিতে দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ফলে উপসর্গ দেখা দিতে এবং প্রায় সব উপসর্গই নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, কেবলমাত্র অসাড়তাবোধ ও কিছু যেন কোথাও আটকে আছে এইরূপ অনুভূতি বিশ্রামে থাকা অবস্থায় বেড়ে যেতে দেখা যাবে। অসহ্য দুর্বলতাবোধের জন্য রোগী শুয়ে থাকতে চায়। দেহের যেকোন অংশে, বিশেষত পায়ের দিকে পক্ষাঘাত অথবা পক্ষাঘাতের মত কিংবা দেহ ও হাতে পায়ের দিকে রক্তস্রোত বা কিছু আটকে থাকার মত অনুভূতি দেখা দেয়। স্নান করলে অথবা ভিজে বা স্যাঁতসেতে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রোগী অসুস্থ বোধ করে। দেহের ভাঁজ বা খাঁজগুলিতে বিশেষভাবে উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া এই ওষুধটির একটি বিশেষত্ব ; উদ্ভেদে আক্রান্ত অংশে দগ্‌দগে ভাব ও হেজে যাওয়ার মত অবস্থা হতে দেখা যায়। ক্যাটালেপ্‌সি অবস্থা অর্থাৎ রোগী চেতন অবস্থায় থাকলেও নড়া-চড়া করতে বা কথা বলতে সামর্থ্য না থাকা অবস্থা বিশেষভাবে সৃষ্টি হতে দেখা যায়, সারাদেহে একটা কম্পনবোধ থাকে এবং সেই সঙ্গে হঠাৎ খুববেশী দুর্বলতা ও নির্জীবভাবে পড়ে থাকার মত অবস্থা দেখা দেয়, যেন দেহের সব শক্তিই চলে গেছে বলে মনে হতে থাকে। দেহের বিভিন্ন অংশে সংকোচনবোধ, কনভালসন প্রভৃতিও থাকতে পারে। লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারলে এই ওষুধের সাহায্যে মৃগীরোগ, হিস্টিরিয়াজনিত মূর্চ্ছাভাব এবং দেহে মৃগীরোগের মত আক্ষেপ সৃষ্টি হলে তা সারানো যেতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই ওষুধটি বিশেষভাবে বামদিকের উপসর্গ সৃষ্টি করতে ও সারাতে পারে। রোগীর বেদনা খুব সংবেদনশীল থাকে এবং তার দেহের বাইরের অংশও খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে।

বেদনায় জ্বালাবোধ, টেনেধরা, চেপেধরা, টন্‌টন্‌ করা, সুচ ফোটানো ও ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা এবং অসাড়তা থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে বেদনার তুলনায় অসাড়তা অনেক বেশী থাকতে দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন অংশের ত্বকে, মলদ্বারে ফিশার ও ফাটা ফাটা অবস্থা এবং সেখান থেকে রক্তপাত হওয়া, আক্রান্ত অংশ শক্ত হয়ে পড়া, মাথার স্ক্যাল্প-এ ওয়েন্স বা সিবেসাস সিস্ট সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে এই ওষুধের

অন্যান্য লক্ষণ ও বিশেষ মানসিক অবস্থা থাকলে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। গ্র্যাফাইটিস গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ক্রনিক উপসর্গে সালফারের সঙ্গে এটিতে অনেক সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে।

গভীরভাবে কোনরূপ মানসিক পরিশ্রমের কাজ করতে গেলে রোগীর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং সে মানসিক পরিশ্রম করতে ভয় পায়। তার মধ্যে মানসিক অবসাদ খুববেশী থাকে এবং গান-বাজনা শুনলে তার মানসিক অবসন্নতা আরও বেড়ে যায়। রোগী বা রোগিণী এত বেশী বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে সে মৃত্যু ও মুক্তি পাবার কথাই শুধু ভাবে। শোক বা দুঃখ এবং বিরক্তি দেখা দিলে তার মানসিক কষ্ট এবং উপসর্গ বার বার ফিরে আসতে দেখা যায়। বার বার তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। সে তার যৌবনের সব কথাই হয়ত স্মরণ করতে পারে কিন্তু অল্প কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা হয়ত সে মনেই করতে পারে না; সকালের দিকে তার চিন্তাশক্তির ধীরতা ও মনের দুর্বলতা দেখা যায় কিন্তু সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই তার মানসিক উত্তেজনা, চিন্তাশক্তি খুব প্রবল ও দ্রুত হয়ে পড়তে দেখা যায়; সে খুব খিট খিটে ও অধৈর্য হয়ে পড়ে। অস্থিরচিত্ততা এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সন্ধ্যা থেকে মধ্য রাত্রির আগে পর্যন্ত রোগীর মানসিক ক্রিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং সেইজন্য তার রাত্রে ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে। সকালের দিকে তাকে অবসন্ন, শঙ্কাতুর বা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে দেখা যায়।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার মাথাঘোরা; সন্ধ্যাতেও মাথাঘোরা অবস্থা দেখা দিতে পারে, উপরের দিকে তাকালে, ঝুঁকে থাকা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে রোগীর মাথা ঘুরতে থাকে এবং সে শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়, মাথাঘোরায় সামনের দিকে টলে পড়ে যাবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়।

উষ্ণ ঘরে থাকলে সন্ধ্যার দিকে মস্তিষ্কে হাইপেরিমিয়া, মাঝে মাঝেই অল্প সময়ের জন্য মাথায় রক্তাধিক্যজনিত মূর্চ্ছাভাব, মাথায় সর্বত্র অসাড়তাবোধ, ভারটেক্সের কোন অংশে জ্বালাবোধ, কপালে ও চোখের উপরের অংশে টেনেধরা বা চেপে ধরার মত ব্যথা, টেম্পল অংশে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, টেম্পল অঞ্চল থেকে মুখমণ্ডলের একটা দিক থেকে কাঁধ পর্যন্ত বেদনা ছড়িয়ে যাওয়া, একদিকের মাথাধরা বিশেষভাবে সকালে ঘুম থেকে উঠলে শুরু হওয়া এবং সেই বেদনা দাঁত ও ঘাড়ের পাশে ছড়িয়ে পড়া, ভারটেক্স ও অক্সিপুট অঞ্চলে চেপে ধরার বা চাপ দেবার মত বোধ, অক্সিপুট ও ঘাড়ের পিছন দিকে সংকুচিত হয়ে পড়া বা চেপে যাবার মত বেদনা, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় মাথায় তীব্রধরনের বেদনা বা মাথাধরা; মাথার যন্ত্রণা দেহ ও মাথা ঠাণ্ডা হয়ে পড়লে বা উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকালে দেখা দেওয়া; উষ্ণ ঘরে থাকলে মাথাধরা বৃদ্ধি পাওয়া এবং খোলা হাওয়ায় কম থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। স্ক্যাল্প অংশে টনটনে করা ব্যথা, কোনরূপ উদ্ভেদ থাক না থাক স্ক্যাল্পে চুলকানো, একজিমা সৃষ্টি হয়ে আঠালো বা চটচটে রসস্রাব নির্গমন, কানের পিছনে একজিমা অথবা ফিশার সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে

রক্তপাত হতে থাকা, মাথার স্ক্যাল্প অংশে মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে চুল উঠে যাওয়া, স্ক্যাল্পের কোন কোন অংশে টাক পড়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সূর্যের আলোতে ভীষণ ফটোফোবিয়া ও সেইসঙ্গে চোখ থেকে প্রচুর জল পড়া থাকতে দেখা যায় এবং গ্র্যাফাইটিসের মত এতটা তীব্র ধরনের ফটোফোবিয়া আর অন্য কোন ওষুধে থাকতে দেখা যাবে না। সূর্যের আলোয় আলোকিত জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে থাকলে চোখ ও চোখের উপরের অংশে বেদনা দেখা দেয়। চোখের পরিশ্রমের ফলে উপসর্গ সৃষ্টি হয়। লেখার সময় অক্ষরগুলি দুটি দুটি করে দেখা যায়, পড়তে গেলে অক্ষরগুলো যেন চোখের সামনে দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে, চোখের দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়া, ঋতুস্রাবকালে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা; চোখ জ্বালা, চাপবোধ ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এই ওষুধে কর্নিয়ার ক্ষত সারানো যায়। চোখের কোণে বা ক্যান্থাইতে ফিশার সহ শিশুদের কেরাটাইটিস পাস্টুলোসা, খুববেশী ফটোফোবিয়া, মুখমণ্ডলে একজিমা, কনজাংক্টাইভাতে খুববেশী রক্ত গিয়ে শিরা স্ফীত হয়ে ওঠা, খোলাহাওয়ায় গেলে চোখ থেকে জল পড়তে থাকা এবং চোখের জল হাজাকর থাকা প্রভৃতি গ্র্যাফাইটিসে সারানো যেতে পারে। চোখের কোণে সৃষ্টি হওয়া ফিশার থেকে অল্পেতেই রক্তপাত হয় এবং খুববেশী চুলকায়, চোখ থেকে ঘন, পুঁজের মত স্রাব বেরোনো, রাত্রিতে চোখের পাতা জুড়ে যাওয়া, চোখে গরমবোধ হওয়া, চোখের পাতা খুব ফোলা ও সেই সঙ্গে চোখের পাতার ধারগুলি লাল ও দগ্‌দগে হয়ে পড়া, সেখান থেকে সামান্য কারণেই রক্তপাত ঘটা, কোন কোন ক্ষেত্রে চোখের পাতার ধারগুলিতে শক্ত ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এবং তাতে মামড়ী পড়া; চোখের পাতায় একজিমা, আক্ষপল্লবে শ্লেষ্মা শুকিয়ে থাকা, চোখের পাতায় আঞ্জনী হওয়া এবং সেগুলি বার বার হতে থাকলে সেখানে টেনে ধরার মত ব্যথা হওয়া, চোখের পাতায় সিস্টের মত ছোট টিউমার সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যেতে পারে।

কান থেকে আঠালো, চট্‌চটে ও আটকে থাকা ধরনের পুঁজ বেরোনো এবং সেটা রক্ত মেশানো এবং দুর্গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়। কানে নানা ধরনের শব্দ, হিস্‌ হিস্‌ শব্দ, গুঞ্জনের শব্দ, ঘণ্ট বাজা, সমুদ্রের গর্জনের মত শব্দ, প্রতিধ্বনির মত শব্দ অথবা কোন কিছু ফেটে বা ভেঙ্গে যাবার মত তীক্ষ্ম শব্দ শোনা যায়। রাত্রিতে কানে ভয়ংকর গর্জনের শব্দে মনে হয় যেন কানে তালা লেগে গেছে, কানে বজ্রপাত ও সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীষণ শব্দ শোনা যায়। কানে শোনার ক্ষমতা কমে যাওয়া কিন্তু হৈ চৈ, গোলমালের মধ্যে কানে ভাল শুনতে পাওয়া লক্ষণটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। গাড়ীতে করে যাবার সময় অথবা ট্রেনের চলার শব্দের মধ্যে রোগী কানে অপেক্ষাকৃত ভাল শুনতে পায়। কানে ও কানের পিছনে একজিমা সৃষ্টি হওয়ায় কানে কম শোনা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় কানে সূচ ফোটনোর মত ব্যথা দেখা দেওয়া, কান খুববেশী ফুলে ওঠা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

গন্ধ পাবার শক্তি খুব বেড়ে যায় ; রোগী ফুলের গন্ধ সহ্য করতে পারে না নাকে শুকনোভাব অথবা কোরাইজার সঙ্গে গন্ধ পাবার শক্তি কমে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা, নাক থেকে রক্তমেশানো পুঁজের মত, খুব দুর্গন্ধযুক্ত, চট্চটে বা আঠালো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঘন হলদেটে সর্দি বেরোয়। পুরানো সর্দিতে এই ওষুধটিকে খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। নাকের ভিতরে খুব শুষ্কতা ও বেদনা, নাকের কার্টিলেজ ও হাড়ে খুব স্পর্শকাতরতা, **কার্বোভেজ** এর মতই হাঁচি ও খুববেশী পাতলা সর্দি বা কোরাইজা প্রভৃতি দেখা যায়। সারা শীতকাল ধরেই মাঝে মাঝে কোরাইজা দেখা দেওয়া, ঠাণ্ডা হাওয়ায় সেটা বেড়ে যাওয়া এবং **কার্বোভেজ** এর মতই সেটা ল্যারিংক্স পর্যন্ত ছড়িয়ে যাওয়া , হেজে যাওয়া, ছোট ছোট ক্ষত ও ফাটা ফাটা অবস্থার সঙ্গে নাসারন্ধ্রে শক্ত মামড়ী পড়ে নাসারন্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়া ; নাকের ভিতরে ক্ষত, ফিশার হয়ে সেখানে জ্বালা করা ও শক্ত হয়ে পড়া অবস্থা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডল ফেকাশে, মোমের মত সাদাটে এবং রুগ্ণ দেখায়। মুখমণ্ডলে একজিমা ও হারপিস হয়ে সেগুলিতে চট্চটে ও আর্দ্রভাব থাকতে দেখা যায় ; কোনরূপ উদ্ভেদ না থাকলেও চুলকানিবোধ থাকে। মুখমণ্ডলে মাকড়শার জালের মত কিছু যেন রয়েছে বলে বোধ হয়। মুখের কোণে ফিশার সেগুলিতে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে শক্ত হয়ে পড়তে এবং খুব জ্বালা করতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে ইরিসিপেলাস হয়ে সেটা ডান দিক থেকে বাম দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়, দাড়ি ঝরে যায়। ঠোঁটে মামড়ী পড়ে এবং থুতনিতে একজিমা দেখা দিতে পারে। সাব-ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড ফুলে শক্ত হয়ে পড়ে। মাঢ়ী দাঁত থেকে সরে যায় এবং দাঁতে হুল বেঁধা ও জ্বালা করতে থাকে ; ঠাণ্ডা বাতাসে দাঁতে টেনে ধরা ও ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা হয় এবং উষ্ণতায় সেটা আরও বেড়ে যায়। মুখের স্বাদ তেতো, নোনতা, টক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পচা ডিমের মত লাগে ; সকালের দিকে গা গুলিয়ে ওঠার মত স্বাদ এবং খাবার পরে মুখে টক স্বাদ পাওয়া যায়। জিহ্বার সাদা প্রলেপ, নিচের ঠোঁটে ও জিহ্বার ডগায় জ্বালাকর ফোস্কা সৃষ্টি হতে দেখা যায়, জিহ্বার নিচের অংশে বেদনাদায়ক ক্ষত হয়ে দাঁত ও মাঢ়ী থেকে পচাটে গন্ধ এবং শ্বাসে প্রস্রাবের মত গন্ধ পাওয়া যেতে পারে। সকালে বা রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে উঠলে মুখগহ্বরে শুষ্কতা দেখা দেয়, মুখ থেকে রাত্রিতে লালা ঝরতে দেখা যায়। গলায় পুরানো ক্ষত ও স্ফীতি, টনসিল ফুলে থাকা, গলায় রাত্রিতে বেদনাবোধ ও সেইসঙ্গে সাদাটে ও চট্চটে শ্লেষ্মা নির্গমন হতে দেখা যেতে পারে। গলায় সব সময় চোকিং অথবা সংকুচিত ভাব থাকায় কোন কিছু গিলতে কষ্ট হয় ; গলায় সব সময় একটা স্প্যাজম বা আক্ষেপ থাকায় রোগী অনবরত ঢোক গিলতে বাধ্য হয়।

খুববেশী ক্ষুধাবোধ ; সকালের দিকে তীব্র পিপাসা ও মুখ শুকনো থাকা এবং দেহের অভ্যন্তরে জ্বরবোধ থাকতে দেখা যায়। রোগী মাংস, রান্না করা খাদ্য, মাছ, নোনতা ও মিষ্টি জিনিস খেতে চায় না, ঐসব জিনিসের প্রতি তার বিরূপতা থাকতে

দেখা যায়। পাকস্থলীতে একটা দম আটকা ও জ্বালাকরা ব্যথা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে কিছু না কিছু খেতে বাধ্য হয়, এবং খাবার পরে তার পাকস্থলীর বেদনা কমে যায়। ঢেকুরে তেতো, টক, পচাটে, ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ থাকে এবং সবুজ রঙের জল ঢেকুরের সঙ্গে উঠে আসতে দেখা যায়। খাবার পরে গলা জ্বালা করা ও পচা বা বাসি খাবার বা চর্বির মত ঝাঁঝালো গন্ধ ও স্বাদ পাওয়া যায়, ঋতুস্রাবের সময় খাবার পরে খুব গা-বমিভাব দেখা দেয়, সেই সঙ্গে কাঁপুনি ও ভুক্তদ্রব্য সবটাই বমি হয়ে যাওয়া ; বমি, পাতলা পায়খানা ও ঠাণ্ডা ঘাম হতে দেখা যায়। পাকস্থলীতে সবসময়ই যেন বদহজম হয়েছে এইরূপ বোধ এবং **কার্বোভেজ** এর মত খুববেশী ফ্লাটুলেন্স থাকতে দেখা যায় এবং ঐ ওষুধটির মতই ঢেকুর উঠলে আরামবোধ হতে দেখা যেতে পারে। প্রায়ই পেটে জ্বালা, সংকুচিত হয়ে পড়া, টিপ্‌টিপ্ করা পালসেশন বোধ ও খিঁচধরা ব্যথা থাকতে দেখা যায়। গ্রাফাইটিসে পূর্ণতাবোধ, পেট ফুলে ওঠা ও চাপবোধ প্রভৃতি প্রায় সব সময়ই থাকে। খাবার গিলতে গেলে ওয়াক্ ওঠা (**মার্ক করের** মত) পাকস্থলীর শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে বাধ্য হওয়া, শীতল পানীয় গ্রহণে পাকস্থলীর বেদনা বেশী হওয়া এবং উষ্ণ গরম দুধ পানে বেদনা কম থাকা, খাবার পরেই গ্যাসট্রালজিয়া ও বমি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। পাকস্থলীর লক্ষণে সাদৃশ্য পাওয়া গেলে পুরানো মদ্যপায়ীদের পক্ষে এই ওষুধটি **কার্বন বাইসালফাইডের** মতই বিস্ময়কর ভাবে ফলপ্রদ হতে দেখা যাবে।

লিভার ফুলে বড় হয়ে পড়া, লিভারে টন্‌টন্ করা ব্যথা ও ভারবোধ ও অস্বস্তি, দুই দিকের হাইপোকণ্ড্রিয়াতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে জ্বালাবোধ বিশেষভাবে বাম দিকে ফিরে শোয়া অবস্থায় দেখা দেওয়া, লিভার অঞ্চলে কাপড়ের স্পর্শে সংবেদনশীলতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ফ্লাটুলেন্সের জন্য পেটে খুব চাপবোধ, ফুলে থাকা, বায়ুনিঃসরণ না হয়ে অবরুদ্ধ থাকা ও সেই সঙ্গে পেটে ক্র্যাম্পযুক্ত বেদনা প্রভৃতিতে রোগী খুব অস্বস্তি ও কষ্টবোধ করে। রোগী যা কিছু খায় তাই যেন পরিপাক না হয়ে গ্যাসে পরিণত হয়, পেটে গড়গড় শব্দে বায়ু ঘুরে বেড়ায় এবং তার জন্য পেটে খুব জ্বালা ও মোচড়ানো ব্যথা হয়, খাবার একটু পরেই পেটে খিঁচ ধরা ব্যথা দেখা দেয় এবং কাপড়ের স্পর্শে পেটে খুব কষ্টবোধ হতে দেখা যায়। খাদ্যে সামান্য এদিক-সেদিক হলেই পেটে খুব গ্যাস জমা, পেটে গড়গড় করা ও ডায়রিয়া হওয়া, পেটে ড্রপসিজনিত ফোলা প্রভৃতি দেখা যায়। পেটের ধারের দিকে হারপিস জস্টার, তলপেট ও কুঁচকিতে হারপিস দেখা দেওয়া, ইঙ্গুইন্যাল গ্ল্যাণ্ড শক্ত হয়ে ফুলে যাওয়া, অ্যাবডোমেনের দেওয়ালে ঈডিমা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সারা দিনরাত মলদ্বার দিয়ে খুব দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতার মত ডায়রিয়া ততটা বেশী না দেখা গেলেও কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে ডায়রিয়াও থাকতে দেখা যায়। বেদনাহীন ডায়রিয়ার সঙ্গে খুববেশী বায়ুনিঃসরণ ও সেই

সঙ্গে পাতলা জলের মত, বাদামী রঙের পচাটে বা কাদাকাদা মল বেরোতে দেখা যায়, মল হাজাকর হয় এবং মলদ্বারে খুববেশী টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, ফিশার সৃষ্টি হওয়া ও জ্বালা থাকে। ক্রনিক ডায়রিয়ায়, খাদ্যের এদিক-সেদিক হলেই নতুন করে ডায়রিয়া দেখা দেওয়া, নরম অথবা শক্ত মলের সঙ্গে সাদা থক্‌থকে, জেলীর মত মিউকাস প্রায়ই থাকতে দেখা যায়। মিউকাস বেরোনোর সঙ্গে মলদ্বার সবসময়ই ভিজে বা আর্দ্র থাকা এবং বড় আকারের অর্শের বলীর সঙ্গে খুব টন্‌টন্‌ করা ব্যথা ও ফিশার সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে বড়, শক্ত ও গিঁট্‌গিঁট্‌ ধরনের মলত্যাগের সঙ্গে মলদ্বারে ফিশার ও ক্ষত থাকায় খুববেশী বেদনা থাকে। ফসফরাসের মত সরু ও লম্বা ন্যাড় বেরোতে দেখা যায়। মলদ্বারে ভীষণ জ্বালাসহ মলদ্বারের প্রল্যাপ্স্‌ও হতে দেখা যায়। খুব জ্বালা, টন্‌টন্‌ করা ব্যথা ও ফিশারের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাতযুক্ত অর্শ এই ওষুধে সারানো যায়। মলত্যাগের সময় তীব্র বেদনা, দীর্ঘদিন ধরে মলত্যাগের কোন ইচ্ছা না থাকা, শক্ত মল বের করবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা ও বেগ দেবার প্রয়োজন হওয়া, ডুস বা এনিমা না নিলে মল কিছুতেই বেরোতে না চাওয়া, মলদ্বার ও তার আশপাশে তীব্র ধরনের চুলকানো, একজিমা বা হারপিস সৃষ্টি হওয়া, ফিতে ক্রিমি হয়ে পেটে নানা ধরনের গোলযোগ দেখা দেওয়া প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

প্রস্রাব ক্ষীণ ধারায় পড়তে থাকে এবং প্রস্রাব ধরে রাখলে তাতে প্রচুর লাল বা সাদা তলানী পড়তে ও পচাটে হতে দেখা যায়; প্রস্রাব হয়ে যাবার পরেও ফোঁটা ফোঁটা করে কিছুটা বেরুতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে ইউরেথ্রা ও মূত্রথলীর গলার কাছে জ্বালা এবং সেক্রাম ও কক্সিক্স অঞ্চলে বেদনা হতে দেখা যায়।

খুববেশী যৌন উত্তেজনা ও রাত্রিকালীন রেতঃপাত হতে দেখা যায়; যৌন-উত্তেজনা এত বেশী থাকে যে সঙ্গমের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বীর্যপাত হয়ে যায়; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যৌনসঙ্গমে অনীহা এবং লিঙ্গোদ্‌গম না হতেও দেখা যায়। খুব-বেশী যৌন অত্যাচারের কুফলে পুরুষত্বহীন হয়ে পড়া অবস্থায়ও ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়। প্রিপিউসে হারপিস, গ্ল্যানস পেনিস-এ হেজে যাওয়া অবস্থা ও ফিশার হওয়া, স্ক্রোটাম ও পেনিসে শোথজনিত ফোলাভাব এবং ছোট ছেলেদের হাইড্রোসিল হওয়া; স্ক্রোটামে চুলকানো এবং ভেজা ভেজা ধরনের উদ্ভেদ, ইউরেথ্রা থেকে চট্‌চটে বা আঠালো, গ্লীটের মত স্রাব, টেস্টিসের স্ফীতি প্রভৃতি এই ওষুধের সাহায্যে সারানো যায়।

মহিলাদের ক্ষেত্রে যৌনসঙ্গমে বিরূপতা থাকা, ওভারী বড় ও শক্ত হয়ে পড়া, জরায়ু ও ওভারীতে খুববেশী স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং ওভারীর টিউমার এই ওষুধে সারে। জরায়ুতে প্রসব বেদনার মত ব্যথা, জরায়ুতে ফুলকপির মত দেখতে ছোট টিউমার বা আঁচিলের মত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। জরায়ুর সারভিক্স অংশে ক্যান্সারের ক্ষত হয়ে সেখানে খুব জ্বালা ও

পচাটে রক্তমেশানো স্রাব দেখা গেলে **কার্বো অ্যানিমেলিসের** মত এই ওষুধটি সেই ক্যান্সারের ক্ষতের অগ্রগতি রোধ করে রোগিণীকে কিছুটা আরাম দিতে পারে। মাসিক ঋতুস্রাব বিলম্বে আসে, অনিয়মিত হয়, কম সময় ধরে থাকে, ফেকাশে অথবা কালচে ছোট ছোট ক্লট বেরোতে দেখা যেতে পারে। দেড় মাস বা দু'মাস বাদে ঋতুস্রাব হতেও দেখা যায়। ক্লোরোটিক ধরনের মেয়েদের ঋতুস্রাব দমিত থাকা অথবা খুব দেরিতে দেখা দিতে যেতে পারে। প্রথমবার ঋতুস্রাব বিলম্বে আসতেও পারে। মাসিক ঋতুস্রাবের বদলে লিউকোরিয়া দেখা দিতে পারে (**ককুলাস**)। ভালভায় স্ফীতি, সারা দিন-রাত স্রোতের মত লিউকোরিয়া হওয়া, ভ্যাজাইনাতে শুষ্কতা ও উত্তাপবোধ অথবা শীতলতা থাকা, ঋতুস্রাবকালে খুববেশী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় শুকনো কাশি, প্রচুর ঘাম, পায়ের পাতায় ঈড়িমা, স্বরভঙ্গ, কোরাইজা, মাথাধরা, গা-বমিভাব এবং সকালের দিকে গা-গুলিয়ে ওঠা প্রভৃতি নানা ধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ থাকতে পারে। ঋতুস্রাব শুরু হবার আগে ভালভায় খুব চুলকানো, ঋতুস্রাবকালে যৌনাঙ্গ এবং দুই উরুর মাঝে হেজে যাওয়া, ঋতুস্রাবের পূর্বে হাজাকর লিউকোরিয়া প্রভৃতিও দেখা যায়। লিউকোরিয়ার স্রাব সাদা, হলদেটে সাদা, পাতলা, চট্‌চটে ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। যে সব মায়েরা সন্তানকে স্তন দেন তাঁদের স্তনের বোঁটায় টন্‌টনে ব্যথা ও ফাটা ফাটা হতে দেখা যেতে পারে। পুরানো ক্যান্সারের ক্ষত শুকিয়ে যাওয়া স্থানে ও স্তনে ক্যান্সার নতুন করে সৃষ্টি হতেও দেখা যায়।

ল্যারিংক্স খুব সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। সন্ধ্যার দিকে স্বরভঙ্গ হওয়া (**কার্বোভেজ**-এর মত), রাত্রিতে ল্যারিংক্স-এ শুষ্কতা কিন্তু দিনের বেলা প্রচুর চট্‌চটে বা আঠালো শ্লেষ্মা ওঠা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

ঘুমিয়ে পড়লে রোগী **ল্যাকেসিসের** মত শ্বাসকষ্টবোধ করে এবং প্রায়ই শ্বাসের অভাবে তাকে দমআটকাবোধের জন্য জেগে উঠতে দেখা যায়; তার বুকে সংকুচিত হয়ে যাবার মত বোধ হতে দেখা যায়।

হুপিংকাশির মত প্যারক্সিজম্যাল কাশি হওয়া এবং তারপরে প্রচুর পরিমাণে সাদা ও চট্‌চটে শ্লেষ্মা ওঠা, যে কোন সময়ে দমক বা প্যারক্সিজম্ দেখা দেওয়া প্রভৃতি এবং হুপিংকাশি এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। ল্যারিংক্স অথবা ট্রেকিয়াতে সুড়্‌সুড়্ করার জন্য কাশি দেখা দেয়, রাত্রিতে তীব্র ধরনের কাশি হওয়া, গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণে কাশি দেখা দেওয়া, ট্রেকিয়াতে দগ্‌দগে ভাব এবং বুকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, হার্টে সংকুচিত হয়ে পড়ার মত বোধ, হার্টে বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত বোধ, নড়া-চড়ায় বা পরিশ্রমে প্যালপিটেশন আরম্ভ হওয়া ও সেই সঙ্গে সারা দেহেই বেশ জোরে পালসেশন বোধ থাকা; সারাদিন নাড়ী পূর্ণ, সবল, ধীরগতি থাকে কিন্তু সকালে দ্রুত চলতে দেখা যায়। সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে খাবার পরেও পালসের গতি দ্রুত থাকতে দেখা যায় এবং জ্বরের সঙ্গে পালস্ দ্রুতগতিতে চলে। বুকে হারপিসের মত উদ্ভেদ ও চুলকানিবোধ থাকে, বুকের বাম দিকেই

প্রধানত 'হারপিস জোনা' সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে বেদনা থাকে। যক্ষ্মা রোগ নিরসনেও ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়।

ঘাড়ের গ্ল্যান্ড বড় ও শক্ত হয়ে পড়ে এবং তাতে বেদনা থাকে। ঘাড়ের গ্ল্যান্ডে বৃদ্ধির সঙ্গে বেদনাহীনতাও থাকতে পারে। মেরুদণ্ড বিছানায় নড়া-চড়া বা ঝাঁকুনিতে সংবেদনশীল হয়ে পড়ে; লাম্বার অংশে বেদনায় মনে হয় যেন মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। সেক্রাম অংশে বেদনার সঙ্গে নিচে পায়ের দিকে অসাড়তা থাকতেও দেখা যায়। প্রস্রাব করবার সময় সেক্রাম ও কক্সিক্সে বেদনা এবং কক্সিক্সে চুলকানিবোধ ও ভিজে বা আর্দ্রভাব থাকতে দেখা যেতে পারে। হাত-পায়ে টেনে ধরার মত ব্যথা, দুর্বলতা এবং পক্ষাঘাত হবার মত বোধ; হাত বা পায়ে হারপিস ও একজিমা সৃষ্টি হওয়া, বিশ্রামে বা শুয়ে থাকা অবস্থায় বাহু, হাত, আঙ্গুল প্রভৃতিতে অসাড়তা ও শীতলতা; কাঁধে, বিশেষভাবে বাম কাঁধে বাতের বেদনা ও ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা; বগল, কনুইয়ের ভাঁজ প্রভৃতি অংশে হারপিস হওয়া, হাতের তালুতে ছোট ছোট উঁচু হয়ে ওঠা 'ক্যালোনাইটিস', হাতের চামড়া শক্ত হয়ে পড়া, সেখানে ফিশার হওয়া, গরম থাকা এবং রক্তপাত; হাত ও আঙ্গুলে সোরিয়াসিস সৃষ্টি হওয়া, আঙ্গুলের ফাঁকে দগদগে ও আর্দ্রভাব থাকা, আঙ্গুলের নখ পুরু, ভঙ্গুর ও কালচে হয়ে যাওয়া ও উঠে যাওয়া, হাতের তালু খুব উত্তপ্ত থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। দুই উরুর খাঁজে টন্‌টন্‌ করা ও তীব্র বেদনা, হাঁটা-চলা করতে গিয়ে ঘষা লেগে হেজে যাওয়া; উরুতে হারপিস ও একজিমার মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে আঠালো রস বা স্রাব গড়ানো প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

বিশ্রামে থাকা অবস্থায় পায়ের দিকে অসাড়তা, দুর্বল ও ভারীবোধ হওয়া, যেন পক্ষাঘাত হয়েছে এমন বোধ হওয়া, পায়ে ও পায়ের পাতায় ঈডিমা, কুঁচকি এবং হাঁটুর পিছনের খাঁজে হারপিস সৃষ্টি হওয়া; রাত্রিতে বিছানায় থাকা অবস্থায় পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হয়ে পড়া ও সেখানে প্রচুর দুর্গন্ধ ঘাম দেখা দেওয়া পায়ের তলা ও গোড়ালীতে জ্বালাকর উত্তাপ থাকা, পায়ের আঙ্গুলে গাউটজাত বেদনা ও ছড়িয়ে যাওয়া ধরনের ফোস্কা হয়ে পরে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, পায়ের আঙ্গুলের নখ কালচে, পুরু ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়ে পড়া, ভিতরের দিকে নখ বেড়ে যাওয়ায় বেদনা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

নানাধরনের ভীতিকর, উদ্বেগ সৃষ্টিকারী ও বিরক্তিকর স্বপ্ন দেখা, মধ্যরাত্রির আগে থেকে নিদ্রাহীন হয়ে পড়া কিন্তু দিনের বেলায় নিদ্রালু থাকা, রাত্রিতে বার বার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় সকালে ঘুম থেকে উঠলে সতেজতার অভাব দেখা যায়।

ক্রনিক ধরনের এবং বার বার দেখা দেওয়া সবিরাম জ্বরে গ্র্যাফাইটিস বাবহার করা যেতে পারে। সন্ধ্যায় শীতভাবের সঙ্গে হাত-পায়ে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, শীতাবস্থা ও উত্তাপ মিলেমিশে দেখা দেওয়া, জ্বরের সব অবস্থাতেই গায়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাওয়া, খাবার পরে শীতভাব বেড়ে যাওয়া কিন্তু পানীয় গ্রহণে এবং খোলা হাওয়ায় শীতভাব কমে যেতে দেখা যাবে। জ্বরের উত্তাপের সঙ্গে উদ্বেগ ও অস্থিরতা

থাকে। রাত্রিকালীন জ্বরে শীতবোধ থাকে কিন্তু ঘাম থাকে না। জ্বরের সঙ্গে হাত ও পায়ের তলা খুব গরম এমন কি জ্বালাকর উত্তাপ থাকতে পারে। শীতভাব ও উত্তাপের পরে ঘামও থাকতে পারে এবং দুর্গন্ধ ঘাম সামান্য পরিশ্রমেই শুরু হয়; দেহের সামনের অংশে ঘাম হতে দেখা যায়। আবার অনেক পুরানো উপসর্গের সঙ্গে ঘাম থাকে না, যেন ঘাম হবার সামর্থ্যই থাকে না।

দেহের সর্বত্রই ত্বকে কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ থাকে। রাত্রে, বিছানার গরমে চুলকানি আরও বেড়ে যায়, চুলকানিবোধের সঙ্গে জ্বালা ও উদ্ভেদ ও থাকতে পারে। জয়েণ্টের খাঁজে হেজে যাওয়া, হাতের আঙ্গুলের ডগা, স্তনের বোঁটা, মলদ্বার, ভালভা, পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে সর্বত্রই ফিশার সৃষ্টি হওয়া, মুখমণ্ডলে ইরিসিপেলাস হয়ে সেটা অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়া, ডানদিক থেকে বামদিকে ছড়ানো, ভেরিকোজ ভেইন হয়ে সেখানে চুলকানিবোধ, হারপিস, একজিমা থেকে আঠালো রস গড়ানো, ক্ষতের উপরে মামড়ী পড়া। পুরানো ও শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত স্থান বা সিকেট্রিক্স শক্ত ও বেদনাদায়ক হওয়া, পুরানো ক্ষত দগ্‌দগে হয়ে ওঠা এবং সেখানে চুলকানিবোধ. ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হওয়া এবং ক্ষতের নিচের ও ধারের অংশ শক্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যেতে পারে।

গুয়েকাম
(Guaicum)

এটি খুব গভীরভাবে ক্রিয়াশীল একটি ওষুধ, ওষুধটি এমন গভীরভাবে দেহে কার্যকরী হয় যে বাত, গেঁটেবাত ও জন্মগত ভাবে যারা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার মত ধাতুবিশিষ্ট থাকে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার ক্ষমতা ওষুধটির আছে। এই ধরনের রোগী প্রায়ই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়; তাদের দেহের টেণ্ডনগুলি খুব ছোট থাকে, অথবা তারা প্রায়ই অ্যাবসেস, শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। তাদের দেহের মাংসপেশী ও তন্তুতে টেনে ধরা, টান্ টান্ বোধ ও সংকোচন ঘটে; অস্থি-সন্ধিতে স্ফীতি ও টন্ টন্ করা ব্যথা দেখা দেয়। বাতজনিত অস্থি-সন্ধিগুলি উষ্ণতায় অপেক্ষাকৃত বেশী বেদনাদায়ক হয়ে পড়ে (**ল্যাক ক্যানাইনাম, লিডাম, পালসেটিলা**) এবং ঠাণ্ডায় তারা অপেক্ষাকৃতভাবে আরামে থাকে। জয়েণ্টে গাউটজনিত অ্যাবসেস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অস্থিগুলি স্পঞ্জের মত নরম থাকে অথবা সামান্য কারণেই অস্থিতে পুঁজ সৃষ্টি হবার প্রবণতা দেখা যায়। পা ও অ্যাঙ্কেল-এর হাড়গুলি বিশেষভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। পেরিঅস্টিয়াম সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। সূচ ফোটানোর মত ব্যথা খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধরনের হয়ে থাকে এবং **আর্সেনিকামের** মত জ্বালাবোধ খুব লক্ষণীয় হতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকে সংকোচন ও শক্ত বা আড়ষ্টভাব থাকে। দেহ নিঃসৃত স্রাব খুব দুর্গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন অংশে টানধরা ও ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা থাকে। কোনভাবে ঠাণ্ডা লেগে গেলে সেটা তার হাতে-পায়ে আশ্রয় নেয়

এবং রোগীর অস্থি-সন্ধিতে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা ও মাংসপেশীতে টান্‌ধরা ভাব সৃষ্টি হয়। সামান্য নড়াচড়া বা পরিশ্রমেই তার কষ্ট খুব বেড়ে যায়। অবসাদ ক্রমশ বেড়ে যেতে দেখা যায়। দিন দিন দেহে শীর্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যক্ষ্মার প্রাথমিক অবস্থায় ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। অসুস্থতা ক্রমশ বেড়ে ওঠা, দেহ ও মনের দুর্বলতা এবং গভীর ধাতুগত উপসর্গসমূহ ক্রমশ বাড়তে থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। সোরাজনিত উপসর্গ, সিফিলিস, পারদ ও অন্যান্য তীব্র ওষুধের প্রয়োগের ফলে জটিল হয়ে পড়লে এই অবহেলিত ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়। এই ওষুধটিকে **কাস্টিকাম, সালফার** এবং **টিউবারকুলিনাম**-এর সঙ্গে গভীরভাবে বা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে দেখা যায়।

সকালের দিকে ভুলোমনা হয়ে পড়া, অলস ও ভীরু থাকা, একগুঁয়ে, খিটখিটে এবং সব কিছুই ভুলে যাওয়া প্রকৃতির রোগীদের পক্ষে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়।

উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরতে দেখা যায়।

মাথার একদিকে বাতজনিত ব্যথা মুখমণ্ডল পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। গেঁটেবাত-জনিত মাথাধরা দেখা দিতে পারে। মস্তিষ্ক যেন আলগা বা শিথিল হয়ে গেছে বলে মনে হতে থাকে। মাথায় সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হয়। কপালে, অক্ষিপুটে এবং মস্তিষ্কের গভীরে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়। শিরা ও ধমনী যেন ফুলে উঠেছে বলে মনে হয়। মাথা ও মুখমণ্ডলের বাম দিকে নিউর‍্যালজিয়া দেখা দেয়। নাড়ীর গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিপ্‌টিপ্‌ করা বা পালসেটিং বেদনায় চাপ দিলে এবং হাঁটা-চলা করলে বেদনা কম থাকতে এবং বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। যদিও সাধারণভাবে বেশীরভাগ লক্ষণই নড়াচড়া করলে বেড়ে যেতে দেখা যাবে। মাথা ও মুখমণ্ডলে ঘাম খোলা হাওয়ায় ঘুরলে বিশেষভাবে হতে দেখা যায়।

চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে এরূপ বোধ, চোখে স্ফীতি এবং পিউপিল বড় হয়ে উঠতে দেখা যেতে পারে।

বাম কানে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেয়।

নাকের হাড়ে বেদনা, নাক ফুলে ওঠা, নাক থেকে খুববেশী জল ঝরা বা কোরাইজা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডলের হাড়, নাক, দাঁত প্রভৃতিতে বেদনা, মুখমণ্ডল লাল হয়ে ফুলে থাকা ও ছিট্‌ছিট্‌ দাগ হওয়া, সন্ধ্যায় মুখমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে পড়া, ডানদিকের ম্যালার অস্থিতে তীব্র বেদনা দেখা দিতে পারে। মাথা, মুখমণ্ডল ও ঘাড়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বেদনা শুরু হয়ে ভোর ৪টা পর্যন্ত থাকা, বাম দিকের চোয়ালে কামড়ানো ব্যথা দাঁতে ছিঁড়ে যাওয়া ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। কিছু চিবোতে গিয়ে বা দাঁতে দাঁত ঘষলে ও চোয়াল নড়া-চড়া করলে দাঁতে

বেদনা দেখা দেয়। টনসিলের প্রদাহ উষ্ণ পানীয় পানে খুব বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে খুব জ্বালাবোধ থাকতে দেখা যায়।

মুখের স্বাদে বিকৃতি দেখা দেয়। জিহ্বায় সরু সাদা অথবা বাদামী রঙের প্রলেপ থাকে। গলায় জ্বালাবোধ, টনসিলাইটিস দেখা দেয়। এই ওষুধটি টনসিলের প্রদাহে পুঁজ সৃষ্টি হতে দেয় না।

খাদ্য ও দুধের প্রতি বিরূপতা থাকে ; খুব পিপাসা দেখা দেয়। বড় একদলা শ্লেষ্মা বমি হয়ে উঠে আসে এবং তারপরে খুববেশী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। গলায় শ্লেষ্মা রয়েছে এরূপ বোধের সঙ্গে গা-বমিভাব দেখা দেয়। পাকস্থলী ও উদরে জ্বালাবোধ থাকে। পাকস্থলী যেন সংকুচিত হয়ে গেছে এইরূপ বোধের সঙ্গে আশঙ্কা ও শ্বাসকষ্ট হতে দেখা যায়। পেটে খুব গ্যাস বা ফ্লাটুলেন্স দেখা দেয়। সকালের দিকে ডায়রিয়ায় (**সালফার**) জলের মত পাতলা মল নির্গত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতায় শক্ত, টুকরো টুকরো, দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ করতে দেখা যায়।

প্রস্রাবের পরেও প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব হতে থাকা অবস্থায় ইউরেথ্রাতে কেটে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়। মূত্রথলীর গলার কাছে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা বিশেষভাবে প্রস্রাবের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রস্রাব না হলে দেখা যেতে পারে। স্বপ্নদোর্বল্য ছাড়াই বীর্যপাত বা রেতঃস্খলন হওয়া, ইউরেথ্রা দিয়ে রস বা স্রাব নির্গমন প্রভৃতি হতে দেখা যেতে পারে।

ওভারীতে পুরাতন প্রদাহ, ঋতুস্রাব বন্ধ থাকা, মেমব্রেনাস ধরনের ডিসমেনোরিয়া, স্তনে ভয় পাবার মত কাঁপুনি ও ত্বকে কুঞ্চন দেখা দেওয়া প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

ল্যারিংক্স-এ স্প্যাজম হয়ে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, প্যালপিটেশনও দেখা দেয়। জ্বরের সঙ্গে শুকনো, কঠিন ধরনের কাশি হয় এবং শ্লেষ্মা উঠলে তবে কাশি কমে। প্রচুর দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা ওঠে, শ্লেষ্মা পুঁজের মত হতে দেখা যায়। শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্তও উঠতে পারে।

বুকের মাংসপেশীতে রিউম্যাটিক বেদনা, সামান্য নড়া-চড়াতেই খুববেশী বেদনা বোধ, নড়া-চড়া করায় ও শ্বাসক্রিয়ায় বুকে সূচ বেঁধার মত ব্যথা বিশেষভাবে প্লুরায় হতে দেখা যায়। পুরানো ব্রঙ্কিয়াল ক্যাটার বা পুরানো শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ওঠা, বাতের উপসর্গ বুকে আশ্রয় নিলে বা প্রসারিত হলে শ্লেষ্মা-জনিত লক্ষণ সৃষ্টি হয়। বাত ও গেঁটেবাতের রোগীর 'থাইসিস পিটুইটোসা' বা বিশেষ ধরনের যক্ষ্মা দেখা দেয়। খোলা হাওয়া গাড়ীতে বা ঘোড়ায় চড়ার ফলে বুকে বেদনা দেখা দিতে পারে।

হার্টে প্যালপিটেশন, হার্টে বাতজনিত অবস্থায় পালস দুর্বল ও দ্রুতগতি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ঘাড়ের পিছনে এবং পিঠে বাতজনিত শক্তভাব বা আড়ষ্টতা দেখা দেয়। ঘাড় ও পিঠে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে টেনে ধরার মত

ব্যথা ; সব ধরনের ব্যথাই নড়াচড়ায় বেড়ে যাওয়া এবং বিশ্রামে কম থাকা, উত্তাপে বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি দেখা যায়।

বাহু, হাত প্রভৃতিতে টান ধরা, ছিঁড়ে পড়া, সূচ বেঁধার মত ব্যথা, বাহু ও কাঁধে বাতের বেদনা, প্রথমে হাতের আঙ্গুলের জয়েণ্টে বেদনা দেখা দিয়ে পরে সম্পূর্ণ হাতেই বেদনা হওয়া, হাত গরম থাকা, ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা প্রভৃতি উত্তাপে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে।

হ্যামস্ট্রিং মাংসপেশীতে টান্ধরা বা ছোট হয়ে যাওয়া, উরুর বেদনা পা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, টিবিয়াতে বেদনা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। হাঁটুতে গেঁটে বাতজনিত অ্যাবসেস সৃষ্টি হয়। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটে চলা ব্যথা ; টিবিয়া ও অ্যাঙ্কলের হাড়ের নরম হয়ে পড়া অবস্থা, হ্যামস্ট্রিং মাংসপেশীর সংকোচনে হাঁটু ভাঁজ হয়ে থাকা, ডান পা ফুলে থাকা এবং টেনে সেটা উরুর কাছে নিয়ে এসে রাখা, হাত-পায়ের সব ব্যথাই নড়াচড়ায় ও উত্তাপে বৃদ্ধি পাওয়া, বাহু ও পায়ে দুর্বলতাবোধ, পায়ের দিকে অসাড়তা, হাত ও পায়ের দিকে শক্ত ভাব বা আড়ষ্টতা, ঠাণ্ডা লাগার পরে হাত-পায়ে বেদনা প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে।

অস্থির নিদ্রা, নিদ্রাহীনতা, পড়ে যাবার মত বোধ হওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়া, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে দুঃস্বপ্ন দেখা, সন্ধ্যায় শীতভাবের পরে জ্বর হওয়া, জ্বরে দেহের ত্বক যেন জ্বলে যায়, হাত খুব গরম থাকে ; রাত্রিকালীন ঘাম দেখা দেয়, ঘাম বেশী হলে প্রস্রাবের কোনরূপ গোলযোগ থাকে না।'

হেলিবোরাস নিগার
(Helleborus Niger)

হেলিবোরাসের সব উপসর্গের সঙ্গেই কম-বেশী হতবুদ্ধিভাব বা বোধশক্তির বিলোপ অবস্থা থাকে। কখনো কখনো সম্পূর্ণ কখনও বা আংশিক হতচেতনভাব থাকে, তবে যেকোন ধরনের হতচেতনতা ও মানসিক শৈথিল্য অবশ্যই থাকতে দেখা যাবে।

মস্তিষ্ক, স্পাইনাল কর্ড, স্নায়ুতন্ত্র ও মনের বিভিন্ন উপসর্গে হেলিবোরাস কাজে লাগে, তবে মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের ও তাদের আবরণী পর্দায় অ্যাকিউট প্রদাহ-জনিত অবস্থায় সৃষ্ট উপসর্গ ও মস্তিষ্ক বিকৃতির ক্ষেত্রে ওষুধটিকে বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়। মস্তিষ্কে খুববেশী কনজেসসন বা প্রদাহ হয়ে হাইড্রোকেফেলাস, সেরিব্রোস্পাইন্যাল, মেনিনজাইটিস অথবা মস্তিষ্কের প্রদাহের সঙ্গে হতচেতনতা এবং সম্পূর্ণভাবে চেতনাহীন বা অজ্ঞান হয়ে পড়া অবস্থা দেখা যেতে পারে। এমন কি রোগের প্রাথমিক অবস্থাতে হেলিবোরাসের রোগীর মধ্যে **স্ট্র্যামোনিয়াম ও বেলেডোনা**-র মত ডিলিরিয়ামে বন্যভাব বা উন্মত্ততা থাকতে দেখা যাবে না। আবার ডিলিরিয়ামের মধ্যে বন্যভাব থাকলেও সেটা চলে যাবার পরে

রোগী যখন, হতচেতনভাবে পড়ে থাকে সেই অবস্থাতে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। রোগী চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে, তার চোখ আংশিকভাবে খোলা, মাথা এদিক-ওদিক চালনা করা, মুখে হাঁ করা অবস্থা, জিহ্বা শুকনো, চোখে উজ্জ্বলতাহীন অবস্থা ও মহাশূন্যের দিকে যেন তাকিয়ে আছে বলে মনে হয়। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে এবং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে প্রশ্নের উত্তর দেয় অথবা প্রশ্নের উত্তরই দেয় না।

তীব্র ধরনের মস্তিষ্কজাত গোলযোগ প্রায়ই হঠাৎ চলে যেতে দেখা যাবে কিন্তু যেগুলি অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখা দেয় সেগুলি বেশীদিন ধরে চলতে থাকে এবং সেই ধরনের উপসর্গেই হেলিবোরাস উপযোগী হয়। হেলিবোরাসের রোগীকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি মাসের পর মাস পর্যন্তও হতচেতনভাবে পড়ে থেকে ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে পড়তে দেখা যায়। সে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে, হাত-পা গুটানো অবস্থায় থাকতে দেখা যায় এবং তাকে ফেকাশে ও রুগ্ণ দেখায়। প্রশ্ন করলে খুব ধীরে ধীরে তার উত্তর দেয়; তার হতচেতন ভাবটা যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার প্রান্ত সীমায় বা কাছাকাছি থাকে; দেহের উপরে তার মনের ক্ষমতা যেন কমে যায়। তার মাংসপেশী ইচ্ছাশক্তি অনুযায়ী কাজ করে না। এটা যেন অনেকটা পক্ষাঘাতের মত অবস্থা এবং এটাকেই হতচেতনভাব বলে বোঝানো হয়। সে তার চিন্তা-ভাবনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না, কোন বিষয়ে মনকে স্থির-নিবদ্ধ করতে বা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না, তাকে যেন অনেকটা বোকা-হাবার মত মনে হয়।

এই ওষুধে ডিলিরিয়াম খুব একটা দেখা যায় না, আর থাকলেও বিড়বিড় করে বকা অবস্থা থাকে, হতচেতন অবস্থায় 'কোন কিছু না করা', 'কোন কিছু না বলা' অবস্থাটাই বেশী থাকতে দেখা যায়। তবে তার মধ্যে মানসিক বিভ্রমতা থাকে যার জন্য সে কিছুই ভাবতে পারে না। অনেকক্ষেত্রে রোগটা অনেকটা অগ্রসর হবার পরে রোগীকে হতচেতনভাব থেকে ডেকে তুললে যেন সে কিছু ভাবছে, যেন প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছে অথবা যেন নড়া-চড়া করতে চাইছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রোগী চিকিৎসক বা প্রশ্নকর্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তার চোখ তখন আংশিক ভাবে খোলা থাকে এবং মুখমণ্ডলে একটা হতভম্ব হয়ে পড়ার মত ভাব দেখা যায়, এবং সে হাত দিয়ে তার আঙ্গুলের ডগা খুঁটতে থাকে।

প্রশ্ন করলে হেলিবোরাসের রোগী তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না, তবে খুববেশী ডাকাডাকি করে তাকে ওঠালে সে ভূত-প্রেত ইত্যাদি দেখছে বলে জানায়; সে যে সব ভূত-প্রেত ইত্যাদির কথা পড়েছে বা ছবি দেখেছে তাদের কথাই সে কল্পনার চোখে দেখে।

হেলিবোরাসে একটা অদ্ভুত ধরনের পাগলামি, যেন কিছুটা হিস্টিরিয়া গ্রস্তের মত অবস্থা থাকতে দেখা যায়। তার মনে হয় যেন তার পাপের ভারা পূর্ণ হয়েছে;

অরাম-এর মতই এই ওষুধের রোগীর বা রোগিণীর মনে হয় যেন সে ক্ষমার অযোগ্য কোন ভুল বা পাপ কাজ করছে।

হেলিবোরাসকে দুই থেকে দশ বছর পর্যন্ত শিশু বা বালক-বালিকাদের উপসর্গেই বেশী উপযোগী হতে দেখা যায়। শয্যায় চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় অর্ধ নিমীলিত চোখে তাকিয়ে থাকা লক্ষণটি এই ওষুধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে কোনরূপ শব্দ না করে ঠোঁট দুটি নড়তে দেখা যায়, যেন সে কিছু বলতে চাইছে বলে মনে হয় কিন্তু তাকে তখন প্রশ্ন করলে তার কোন উত্তরই সে দিতে পারে না, যেন সবই সে ভুলে গেছে বলে বোধ হয়।

হাইড্রোকেফেলাসে শিশু হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, এটাকে 'মস্তিষ্কজাত কান্না' বলা যায়। ঘুমের মধ্যেই শিশুটি কেঁদে ওঠে, সে তার হাত মাথার কাছে নিয়ে গিয়ে হঠাৎই চিৎকার করে কেঁদে ওঠে (এপিসের মত), তবে এপিসের হাইড্রোকেফেলাসে লক্ষণগুলি সক্রিয় ও অ্যাকিউট ধরনের হতে দেখা যাবে। এপিসের রোগী তার গায়ের ঢাকা থাক বা না থাক কোন বিষয়েই কিছু মনে করে না। সে ততটা সহজে বিরক্তি বোধও করে না। সে তার শয্যায় চিৎ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে এবং প্রায়ই আপনা-আপনি তার হাত-পা নড়া-চড়া করতে দেখা যায়।

'আপ্যাথেকি টাইফয়েড' অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখা দেওয়া টাইফয়েডের মত লক্ষণ যুক্ত অসুস্থতায় হেলিবোরাস বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। রোগী বাইরের সব ধরনের অনুভূতিতেই উদাসীন থাকে; তাকে স্পর্শ করলে বা উষ্ণ কাপড়ে বেশী ঢেকে রাখলে অথবা একেবারেই কোন ঢাকা বা কাপড়-চাদর না দিলেও তাকে খুব একটা বিরক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় না। ঠাণ্ডা, গরম, সূচ ফোটানো বা চিমটি কাটার মত বোধ বা কোন অনুভূতিই যেন তার থাকে না। সে কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা করতে বা কথা বলতে পারে না; কিভাবে কথা বলতে হবে সেটাই যেন সে জানে না।

যে সব লোকের মধ্যে মানসিক ভারসাম্য কিছুটা হারিয়ে গেছে তাদের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের একটা স্থির ভাবনা-কল্পনা থাকতে দেখা যায়। তার মনে হয় যেন একটা নির্দিষ্ট দিনে সে মরে যাবে, কিছুতেই রোগিণীর মাথা থেকে এই চিন্তাটা দূর করা যায় না। এই লক্ষণটি অ্যাকোনাইটের মত নয়, কারণ এখানে মৃত্যুভয় থাকে না অ্যাকোনাইটে রোগীর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দিনে মরে যাবার মত স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে মৃত্যুভয়ও থাকে। এই ওষুধের রোগিণীর মধ্যে যেন যে কোন একটা ভীষণ পাপ করেছে এরূপ স্থির বিশ্বাস দেখা দেয় এবং সে বিষয়ে সে অনেক সময় সে বিস্তারিত ভাবে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য উল্লেখমাত্র করে, তবে এই স্থির বিশ্বাসটা তার কাছে খুবই বাস্তব বলে বোধ হয়।

রোগী বা রোগিণী যখন একটু হাঁটা-চলা করতে পারে তখন তাকে বিষণ্নমনে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায়। তবে অরামের মত এই ওষুধে হাঁটা-চলা করবার

সময় হাত কচলানো বা মোচড়ানো ও বিলাপ করা অবস্থা থাকতে দেখা যায় না। রোগী নিস্পৃহ বা উদাসীন ভাবে কিন্তু বিষাদগ্রস্ত অন্তরে হয়ত নীরবে বসে কিছু ভাবে। রোগী যত সময় পর্যন্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা করবার মত অবস্থায় থাকে সেই সময়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে তার কষ্ট ও উপসর্গ বৃদ্ধি পাবে। **নেট্রাম মিউরের** মতই এই রোগীকে সান্ত্বনা দিলে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে ; তবে **নেট্রাম মিউরের** সৃষ্ট উপসর্গগুলি এই ওষুধের মত হয় না। হেলিবোরাসের রোগী তার লক্ষণ বা উপসর্গের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার মত সামর্থ্য থাকলে সেগুলি অপেক্ষাকৃত কম হতে বা ভাল হয়ে যেতে দেখা যাবে।

এই ওষুধে কোন কোন ক্ষেত্রে কনভালসনের মত নড়া-চড়া করা অবস্থা থাকতে দেখা যায় তবে সেটা প্রায়ই আপনা-আপনিই হয়ে থাকে, কারণ এইরূপ নড়া-চড়ার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির কোন যোগ থাকে না, যেন অন্যমনস্কভাবেই রোগীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়া-চড়া করে।

হেলিবোরাসের রোগীর দেহের প্রায় সর্বত্রই অসাড়ভাব থাকতে দেখা যায় ; তার সমুদয় অনুভূতিতেই অসাড়তা, হতচেতন ভাব, সব অনুভূতিই যেন তীব্রতা হারিয়ে ভোঁতা হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। রোগীর চোখের দৃষ্টি ঠিক থাকলেও তার দৃষ্টিতে যা কিছু পড়ে তা যেন তার স্মৃতিশক্তি বা মনে যেন কোন দাগই ফেলতে পারে না।

মাথাঘোরা ভাবের সঙ্গে গা-গুলানো ও বমি হতে দেখা যায়। মাথা নিচের দিকে ঝোঁকালে বা ঝুঁকে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরতে থাকে, হতচেতনভাবের সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন তার চারপাশে সবকিছু ঘুরে চলেছে। শিশু বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে তার মাথা অনবরত এপাশ-ওপাশ নাড়াতে বা ঘোরাতে থাকে, তার চোখ আংশিকভাবে খোলা থাকে এবং সে তার মাথার পিছনটা কেবলই বালিশে ঘষতে ও নাড়াতে থাকে। আংশিকভাবে অচেতনতা এবং পিঠ ও ঘাড়ের মাংসপেশীর টানধরা ভাব থেকে কিছুটা আরাম পাবার জন্যই শিশুটি তার মাথার পিছনটা সম্ভবত ঐভাবে বালিশে ঘষতে থাকে। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিসের মত মাথাটা পিছনদিকে যতটা সম্ভব বেঁকে না যাওয়া পর্যন্ত শিশুটি তার ঘাড় ও পিঠের মাংসপেশীর সংকোচন ও টান্ধরা ভাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঐভাবে তার মাথাটি চালাচালি করতে থাকে।

মাথায় জ্বালা করার মত তীব্র উত্তাপ, দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা, মাথায় কনজেসসন থেকে সৃষ্টি হওয়া চাপধরা ব্যথা, অক্সিপুট অঞ্চলে তীব্র বেদনা ও বেদনার তীব্রতায় অসাড়বোধ হতে দেখা যায়। মাথাটা কাঠের মত ভারী, পূর্ণ ও রক্তাধিক্য-জনিত চাপ ধরার মত বোধ হতে থাকে। মাথাধরা, মাথাটা নড়া-চড়া করা এবং মুখমণ্ডলের চেহারায় মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটার মত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। ঐরূপ অবস্থায় ওষুধটি প্রয়োগ করলে ধীরে ধীরে রোগীর মস্তিষ্কজনিত উপসর্গ চলে যেতে বা সেরে যেতে দেখা যাবে, কারণ ঐ ধরনের ধীরে ধীরে সৃষ্টি

হওয়া মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের গোলযোগে ওষুধটি খুব ধীরে ধীরে কিন্তু সফল ভাবে তার কাজ করে থাকে। অনেকক্ষেত্রে ওষুধটি প্রয়োগের দু'একদিন পরে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়—ঘাম হওয়া, ডায়রিয়া অথবা বমি হতে দেখা যেতে পারে এবং তখন ঐসব অবস্থা বন্ধ করার জন্য কোন ওষুধ প্রয়োগ করা অনুচিত। শিশুটির দেহে সুস্থ হয়ে ওঠার মত শক্তি থাকলে সে ঐ ওষুধেই সেরে উঠবে। রোগীর বমি বা ডায়রিয়া বন্ধ করার জন্য কোন ওষুধ প্রয়োগ করলে তার সেই বমি বা ডায়রিয়া হয়ত বন্ধ হবে কিন্তু সেই সঙ্গে হেলিবোরাসের ক্রিয়াও বিনষ্ট হয়ে যাবে। অপরপক্ষে শিশুটির ঘাম, ডায়রিয়া বা বমি স্বাভাবিকভাবে চলতে দিলে হয়ত একটা দিন পরে সেগুলি চলে যাবে এবং শিশুটির দেহ উষ্ণ হয়ে উঠবে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সে তার জ্ঞান ফিরে পাবে; এর পরে ধীরে ধীরে তার হাতের আঙুল, নাক, কান প্রভৃতিতে সুড়সুড় করা বোধ থেকে বোঝা যাবে যে তার স্নায়ুগুলি আবার ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে, শিশুটি আবার চিৎকার করে কাঁদতে ও বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে শুরু করবে, তবে তাতে ভয় পাবার কিছু নেই, সে যে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে এসব তারই লক্ষণ। হেলিবোরাসে জিঙ্কামের মতই হতচেতনভাব থাকে, তবে জিঙ্কামের হতচেতন ভাবটা অপেক্ষাকৃত ভাবে অনেক বেশী প্রবল থাকে। হেলিবোরাস প্রয়োগের পরে শিশুটির মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগুলি যখন ক্রমশ সুস্থ হয়ে আসতে থাকে সেই সময় শিশুটির কান্না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে ছট্‌ফট্ করা প্রভৃতি দেখে যাতে সেসব বন্ধ করবার জন্য অন্য কোন ওষুধ বা চিকিৎসা না করা হয় সেইজন্য শিশুটির বাবাকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে বোঝানো দরকার যাতে তিনি শিশুটির আরোগ্যের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শিশুর মা বা অন্য আত্মীয়-স্বজনকে বোঝাতে পারেন যে এই অবস্থায় অন্য কোন ওষুধ প্রয়োগে বর্তমান ওষুধটির ক্রিয়া নষ্ট হয়ে গিয়ে শিশুটির মৃত্যু ডেকে আনা হবে।

রোগীর দেহে বেদনা বেশী না থাকলেও খুববেশী চুলকানিবোধ, সুড়সুড় করা, ফরমিকেশন অর্থাৎ কোনোরূপ উদ্ভেদ না থাকলেও চুলকানিবোধ হয় রোগী খুব আশঙ্কাতুর হয়ে পড়ে তবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই এইসব উপসর্গ আপনা আপনিই মিলিয়ে যায়, অন্য কোন ওষুধ প্রয়োগের দরকার হয় না।

রোগীর মুখমণ্ডলে একটা খুব রুগ্নতার ছাপ থাকে, তার চোখ-মুখ বসে যায়, শীর্ণতা দেখা দেয়। মুখমণ্ডলে তার মানসিক অবস্থারই প্রতিফলন থাকে। কপালে কুঞ্চন ও ঠাণ্ডা ঘামে কপাল ও দেহ ভিজে থাকে, মুখমণ্ডলে ফেকাশেভাব এবং মাথা উত্তপ্ত থাকতে দেখা যায়, মুখমণ্ডলের মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন দেখা দেয়। এই ধরনের মস্তিষ্কের গোলযোগে আমরা রোগীর ভ্রূ ও কপাল কুঞ্চিত হয়ে থাকতে দেখতে পাব। লাইকোপোডিয়ামেও এই ধরনের কুঞ্চন থাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে উপসর্গটা ফুসফুসে ঘটতে বা থাকতে দেখা যাবে। এই ওষুধে রোগীর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ও ঝুল-কালির মত কালচে থাকতে দেখা যায়, নাকের পাটায় বেশী নড়া-চড়া করতে দেখা যায় না তবে অনেকটা বড় হয়ে ফুলে থাকতে দেখা যাবে।

চোখের গোলক কাচের মত স্বচ্ছ ও চক্‌চকে এবং চোখের পাতা জুড়ে থাকতে দেখা যায়।

এই রোগীর এইসব উপসর্গের সঙ্গে জ্বরে খুববেশী পিপাসা থাকে ও প্রবল ক্ষুধা বোধ থাকতে দেখা যায়। গা-বমি ভাব ও বমি হওয়াটা ততবেশী উল্লেখযোগ্য নয়। ওষুধটি প্রুভিংয়ের প্রথমদিকে ডায়রিয়া এবং ডিসেন্ট্রির সঙ্গে প্রচুর সাদাটে মিউকাস যুক্ত মল বেরোতে দেখা যায়। তারপরে পক্ষাঘাতের মত অবস্থাজনিত কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। এই ধরনের অবসাদ ও শীর্ণতাসহ মস্তিষ্কের গোলযোগে রোগী হয়ত বেশ কয়েকদিন একটুও মলত্যাগ না করে পড়ে থাকে, তাদের অন্ত্রে যেকোন নড়া-চড়াই থাকে না। দু'একদিন পরে হয়ত কোন ইনজেকশন বা এনিমাতেও কোন ফল হবে না। খুব ছোট ছোট শক্ত ও শুকনো গুলির মত মল বেরোয়। আবার যখন ওষুধটির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তখন প্রধানত ডায়রিয়া, ঘাম ও বমি করা এদের যে কোন একটি অথবা তিনটিই একসঙ্গে আসতে দেখা যাবে।

প্রস্রাব আটকে বা দমিত হয়ে থাকতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে বেরোয়, দুর্বল ধারায়, রক্ত মেশানো প্রস্রাব বেরোতে দেখা যেতে পারে।

রোগী বিছানায় চিৎ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে পড়ে থাকে বা বিছানায় পায়ের দিকে গড়িয়ে চলে যায়। খুববেশী অবসন্নতা, শিথিলতা ও মাংসপেশীর কাজে অক্ষমতা দেখা দিতে পারে। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কনভালসন, মৃগীরোগের সঙ্গে অচেতনতা, আঘাতজনিত টিটেনাস, ঘুমের মধ্যে ঘোরা, নিদ্রালুভাব থাকে।

হিপার সালফার
(Hepar Sulphur)

হিপারের রোগী চিলি বা শীতকাতুরে থাকে। সে ঠাণ্ডায় খুব সংবেদনশীল থাকে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে খুব ভালভাবে তার দেহ ঢেকে উষ্ণ রাখতে চায়। সে যে ঘরে ঘুমোবে বা বিশ্রাম নেবে সে ঘরটি যেন উষ্ণ থাকে সেটাই সে চায় এবং সাধারণত লোকে যতটা উষ্ণা সহ্য করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী উষ্ণতা সে সহ্য করতে পারে। শীতলতা তার একেবারেই সহ্য হয় না এবং ঠাণ্ডাতে তার সব উপসর্গই বেড়ে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা লেগে তার বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয় অথবা সে ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো বায়ুতে বাইরে বেরোলে তার উপসর্গ সৃষ্টি হয়, প্রদাহ ও বাতজনিত উপসর্গ দেখা দেয়। বিছানায় থাকা অবস্থায় রাত্রিতে রোগীর হাত বা পায়ে ঠাণ্ডা লাগলে নানা ধরনের লক্ষণ দেখা দেয় বলে সে রাত্রিতে তার দেহ গলা পর্যন্ত কাপড়-চোপড় ও চাদরে ভালভাবে ঢেকে শুয়ে থাকে।

এই ওষুধের রোগী বাইরের যে কোন অবস্থা বা পরিবেশে এবং বেদনায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। যে সব সামান্য কারণে কোন সুস্থ লোকের একটু অস্বস্তির

কারণ মাত্র হতে পারে, হিপারের রোগীর সেই কারণে খুববেশী দুর্ভোগ বা কষ্ট হতে দেখা যাবে। তবে হিপারের বেদনা খুব তীব্র ও ধারালো হয়ে থাকে। প্রদাহে আক্রান্ত স্থান, উদ্ভেদ, ফোড়া ও পেকে পুঁজ হয়ে ওঠে জায়গায় খুব তীক্ষ্ম বেদনা থাকতে দেখা যায়। সেই বেদনা এত তীব্র হয় যে অনেক ক্ষেত্রে সেটাকে সুক্ষ্ম বা ধারালো কাঠির মত কিছু দিয়ে খোঁচানো ব্যথার মত বলে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। ক্ষতস্থানের বেদনায় অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ কাঠি বা লাঠি দিয়ে খোঁচানোর মত ব্যথা থাকতে দেখা যায়। গলায় সোরথ্রোটে আক্রান্ত ব্যক্তিও অনেক সময় বলে যে তার গলায় যেন কাঠি বা ঐ ধরনের কিছু দিয়ে খোঁচা মারার মত ব্যথা বোধ হয়, যেন তার গলায় একটা মাছের কাঁটা বা সরু কাঠির মত কিছু বিঁধে রয়েছে, ঢোক গিলতে গেলে ঐরূপ বোধ হতে থাকে। প্রদাহ, ক্ষত, পুঁজযুক্ত ফোস্কা, ফোড়া এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্ভেদে এই ধরনের ঝাঁটা বা কাঠির মত কিছু আটকে থেকে যেন খোঁচা দিচ্ছে বলে মনে হয়। উদ্ভেদসমূহে খুব স্পর্শকাতর থাকে এবং রোগীর স্নায়ুজনিত এইরূপে অত্যধিক সংবেদনশীলতা যে কোন উপসর্গেই দেখা যেতে পারে। সামান্য বেদনাতেও হিপারের রোগী মূর্চ্ছা যায়।

এই ওষুধের রোগী কোমল ও খুববেশী সংবেদনশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে; রোগীর মানসিক অবস্থাতেও এই অত্যধিক অনুভূতি-প্রবণতার চিহ্ন থাকে এবং রোগী খুববেশী খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে। সামান্য কোন একটা কারণে বিরক্ত হলেই রোগী খুব ক্রুদ্ধ হয়ে গালমন্দ করে, সে খুব আবেগপ্রবণও হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সে এত বেশী আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে যে সে যেন তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও মেরে ফেলতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কোনরূপ কারণ ছাড়াই হিপারের রোগী ভাবপ্রবণ হয়ে পড়তে পারে, যার ফলে একজন লোক তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বুকেও ছুরি বসিয়ে দিতে পারে, কোন নাপিত তার কাছে চুল বা দাড়ি কাটাতে আসা মুরুব্বিকে তার খুর দিয়ে গলায় আঘাত করতে পারে, কোন মা তার শিশু সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে অথবা নিজে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে, এই ধরনের ভয়াবহতা বা তীব্র ধরনের মানসিক বৈকল্য ঘটতে পারে। এই ধরনের লক্ষণ বৃদ্ধি পেলে রোগী সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে পড়ে এবং তখন সে সব কিছুই ধ্বংস করে ফেলতে কোনরূপ বাছ-বিচার করে না।

এই ওষুধের রোগীকে কলহপ্রিয় হতে দেখা যায়, কিছুতেই তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না, তার মনে হয় যে সবাই তাকে বিরক্ত করছে। স্থান, কাল, পাত্র সবেতেই সে সংবেদনশীল থাকে, সবসময়ই সে তার সঙ্গী-সাথী, বসবাসের স্থান প্রভৃতির পরিবর্তন করতে চায়, নতুন স্থানের পরিবেশ ও লোকজনের প্রতিই সে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, খিট্‌খিটে হয়ে যায়। রোগীর এইরূপ মানসিক ও দৈহিক উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে পুঁজ হতে বা পেকে যেতে দেখা যায়। ঘাড়, বগল, কুঁচকি, স্তন প্রভৃতি অংশের গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ ও স্ফীতি। যে কোন সেলুলার টিসুতে প্রদাহ হয়ে পেকে ওঠার প্রবণতা বা ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, আক্রান্ত টিসু বা গ্ল্যাণ্ড শক্ত হয়ে পেকে

ওঠা এবং সেখানে কাটা বা কাঠি যেন বিঁধে আছে বা খোঁচা দিচ্ছে বলে বোধ থাকতে দেখা যায়। প্রথমে আক্রান্ত অংশ প্রদাহে লাল হয়ে ফুলে ওঠে পরে সেখানে পুঁজ সৃষ্টি হয়ে সেই পুঁজ নির্গত হতে থাকে এবং সেই আক্রান্ত স্থান সেরে উঠতে অনেক বিলম্ব হয়। অস্থিতেও পুঁজ সৃষ্টি হয়ে নেক্রোসিস বা কেরিজ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। নখের কোণে এবং আঙ্গুলের ডগায় পেকে ওঠা, আঙ্গুলহাড়া হওয়া, নখের নিচে পুঁজ হয়ে নখ আলগা হয়ে উঠে যাওয়া, নখের নিচে কাঠি বা গোঁজের মত যেন কিছু রয়েছে বলে বোধ হতে দেখা যায়। নখ শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আঁচিলে ফাটল হয়ে রক্ত পড়া, হুল বেঁধার মত ব্যথা, জ্বালা করা ও পেকে ওঠা অবস্থা দেখা যেতে পারে। রোগী শীতকাতুরে থাকলে তাদের আঙ্গুলহাড়ায় হিপার খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যাবে। এই ওষুধটি আঙ্গুলহাড়া বা ফেলনে **সাইলিসিয়ার** সঙ্গে তুলনীয়।

এই রোগীকে প্রায়ই স্ক্রুনি বা যাদের অস্থিতে পেলবতার অভাব ও এবড়ো-খেবড়ো থাকে তাদের মত হতে এবং গ্ল্যান্ড বেড়ে যাবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। তাদের লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যান্ডগুলি সাধারণত শক্ত ও বড় হয়ে যেতে দেখা যায়। গ্ল্যান্ডগুলি কোনরূপ পেকে ওঠার প্রবণতা ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে বড় হয়ে থেকে যায় এবং কোন এক সময় ঠাণ্ডা লেগে সেই বড় হয়ে থাকা গ্ল্যাণ্ডের কোন একটি হয়ত পেকে ওঠে।

এই রোগীর মধ্যে শ্লেষ্মাপ্রবণতা থাকে। দেহের কোন মিউকাস মেমব্রেনই আক্রমণের বাইরে নয়, তবে প্রধানত নাক, কান, গলা, ল্যারিংক্স এবং বুকের শ্লেষ্মা বেশী সৃষ্টি হয়। হিপারের রোগী প্রায়ই কোরাইজাতে ভোগে। একবার ঠাণ্ডা লেগে সেটা তার নাকে আশ্রয় নিয়ে নাক থেকে সর্দি ঝরাতে থাকে। পরে প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগায় হাঁচির সঙ্গে খুববেশী সর্দি ঝরতে দেখা যায় ; সর্দিটা প্রথমে পাতলা জলের মত এবং পরে সেটা ঘন হলদে ও দুর্গন্ধ হয়ে পড়ে। এই দুর্গন্ধ সর্দিটাতে পচা পানীয়ের মত গন্ধ থাকে। দেহের যেকোন স্রাবেই পচা পানীয়ের মত গন্ধ থাকা এই ওষুধের একটি বৈশিষ্ট্য। স্রাবে টক গন্ধও থাকতে দেখা যায়। রোগীর নাকের সর্দির জন্য নাকের ভিতরে এখানে-ওখানে ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি হয়। গলায় ফ্যারিংক্স-এ খুববেশী শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয় ও উঠে যায়। গলায় খুববেশী স্পর্শকাতরতা, যেন সেখানে কাঁটা বা কাঠের টুকরো অথবা অনুরূপ কিছু গেঁথে আছে বলে বোধ হয় ; ঢোক গিলতে গেলে বেদনা বোধ হতে দেখা যায়। কথা বলতে গেলে ল্যারিংক্স এ বেদনাবোধ এবং খাদ্যের দলা ইসোফেগাস হয়ে নিচে নামার সময়ও ল্যারিংক্সে বেদনা বোধ থাকে। সকালে ও সন্ধ্যায় গলার স্বর হারিয়ে যাওয়া ও শুকনো কর্কশ একটা শব্দ বেরোতে দেখা যায়। যতবারই রোগী ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো হাওয়ায় বেরোয় ততবারই তার স্বরভঙ্গ বা স্বরবিলোপ এবং কাশি হতে দেখা যায়। কাশিটা শুকনো, কর্কশ ও ঘঙ্-ঘঙে ধরনের হয়। শ্বাস গ্রহণে ঠাণ্ডা হাওয়া শ্বাসপথে গেলেই তার কাশি দেখা দেয়, তার একটা হাত যদি বিছানার বাইরে ঠাণ্ডায় থাকে-

তা হলেও তার ল্যারিংক্সে বেদনা ও কাশি আরম্ভ হয়ে যায়। একটি হাত বা একটি পা বিছানার বাইরে ঠাণ্ডায় রাখলে হিপারের রোগীর প্রায় সব উপসর্গই সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। হঠাৎ অসতর্কতায় বা যে কোনভাবে রোগীর একটা হাত বিছানার বাইরে চলে গেলেই তার হাঁচি ও কাশি শুরু হয়ে যাওয়া লক্ষণটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটুতেই যেসব শিশুর ঠাণ্ডা লাগে তাদের ল্যারিংক্সের শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থার জন্য ক্রুপ ধরনের কাশি আরম্ভ হতে দেখা যায়। খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ শিশুর যদি শুকনো কিন্তু শীতল ঠাণ্ডা কোন একটি দিন লেগে যায় তা হলে পরদিন সকালেই তাকে তীব্রধরনের ক্রুপে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অনেক সময় যে সব ক্ষেত্রে প্রথমে **অ্যাকোনাইট** প্রয়োজন হয়, তার পরবর্তী অবস্থায় হিপার উপযোগী হয়ে থাকে। **অ্যাকোনাইটের** ক্রুপকে খুব তীব্রতার সঙ্গে আসতে এবং সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রির মধ্যে খুববেশী বেড়ে যেতে দেখা যায়। অনুরূপ লক্ষণে যখন **অ্যাকোনাইটে** সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না, অর্থাৎ রাত্রিতে কমে গিয়ে মধ্যরাত্রির পরে আবার যদি কাশির একটা দমক দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে হিপারই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। যদি ক্রুপকাশি মধ্যরাত্রির পরে দেখা দেয় এবং শিশুকে যদি ভীত ও দমআটকাভাবসহ জেগে উঠতে, একটা শুকনো, কর্কশ ও ঠঙ্‌ঠঙ্‌ করে ঘণ্টা বাজার মত শব্দযুক্ত কাশি হয় তা হলে **স্পঞ্জিয়াই** উপযুক্ত ওষুধ হিসাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ফলপ্রদ হবে ; তবে যে সব ক্ষেত্রে **স্পঞ্জিয়া** প্রয়োগে কাশি কিছুটা কমে গিয়ে সকালের দিকে আবার ফিরে আসে সে ক্ষেত্রে হিপারকে কার্যকরী হতে দেখা যাবে। **অ্যাকোনাইট, হিপার** এবং **স্পঞ্জিয়া** পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং এই তিনটি ওষুধই ক্রুপ কাশির পক্ষে ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

শুকনো, প্যারক্সিজম্যাল কাশি সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সারা রাত ধরে থাকতে এবং সেই সঙ্গে গলা ও মুখ আটকে যাবার মত চোকিং ও গ্যাগিং অবস্থা থাকলে এবং দিনের বেলা কিছুটা আলগা ধরনের কাশির সঙ্গে গলায় দগ্‌দগে ভাব এবং ল্যারিংক্স-এর গলা খাঁকারি দেওয়া অবস্থা থাকলে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় অথবা একটা হাত বা একটা পা আঢাকা অবস্থায় বাইরে থাকায় কাশি খুব বেড়ে যেতে দেখা গেলে হিপারই উপযুক্ত ওষুধ হবে।

রোগীর শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা অনেক সময় ট্রেকিয়াতে নেমে আসায় ট্রেকিয়াতে খুববেশী টন্‌টন্‌ করে ও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সকালে ও সন্ধ্যায় খুববেশী কাশি হতে দেখা যায়। কাশির সঙ্গে গলা ও মুখ আটকে যাবার মত চোকিং ও গ্যাগিং অবস্থা দেখা দেয় এমনকি বমিও হয়ে যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং হাত বা পা বিছানার বাইরে রাখায় কাশি খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। কাশির সঙ্গে ঘাম হয় এবং সারা রাত ধরেই ঘাম হতে থাকে। সারা রাত ধরে ঘাম হলেও কোনরূপ আরামবোধ না থাকা হিপারের অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গেও থাকতে দেখা যায়। সামান্য কারণেই রোগী খুব ঘামে, কাশির সঙ্গে অথবা একটু পরিশ্রমেই ঘামে রোগীর দেহ ভিজে যেতে দেখা যায়।

কানে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায়, হঠাৎ মধ্য কর্ণে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, অ্যাবসেস হয়ে কানের পর্দা ফেটে যায় এবং কান থেকে রক্তমেশানো রস গড়াতে থাকে সেই সঙ্গে কাঠি বা কাঁটার খোঁচা লাগার মত, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা দেখা দিতে দেখা যায়। প্রথমে কানে তালা লাগার মত বোধ থাকে, পরে কানে ফেটে যাওয়া ও চাপবোধের মত অনুভূতি হয় এবং তারপরে কানের ভিতরের পর্দাটা ফেটে যায়। কান থেকে প্রদাহজনিত অবস্থার জন্য দুর্গন্ধ, ঘন, হলদে ও রক্ত মেশানো, পানীয়ের মত টুকরো টুকরো স্রাব বেরোতে এবং তাতে পচা পনীরের মত গন্ধ থাকতে দেখা যেতে পারে।

হিপার অনেক ক্ষেত্রে চক্ষু চিকিৎসকের কাছে খারাপ বলে মনে হবে, কারণ লক্ষণ অনুযায়ী এই ওষুধ চোখের অনেক উপসর্গ এত দ্রুত সারিয়ে তুলতে পারে যে সে ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞ বিশেষ কিছু করার সময় বা সুযোগ পান না। চক্ষু থেকেও একই ধরনের ঘন, দুর্গন্ধ বা পচা পনীরের মত গন্ধযুক্ত স্রাব বেরোতে দেখা যায়। চোখের প্রদাহ হয়ে ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। কর্নিয়াতে ক্ষত হওয়া, কনজাংক্টাইভাতে গ্রানুলেসন বা ডিম ডিম অবস্থা, রক্ত মেশানো ও দুর্গন্ধ স্রাব চোখ থেকে বেরোনো প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। চোখ লাল দেখায়, চোখের পাতায় প্রদাহ হয়, চোখের পাতার ধারগুলি বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে এবং সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। স্ক্রফুলা ধাতুবিশিষ্ট লোকেদের চোখের উপসর্গের-সঙ্গেই হিপারের উপযুক্ত ধাতুগত অবস্থা থাকলে ওষুধটি অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। ধাতুগত অবস্থায় সঙ্গে হিপারের উপযোগী সাধারণ লক্ষণে যে কোন চোখের উপসর্গ এই ওষুধে সারানো যাবে।

মূত্রথলীতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় প্রস্রাবের সঙ্গে ঘন স্রাব ও প্রচুর আধা ঘন শ্লেষ্মার মত তলানীপড়া, মূত্রথলীতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, মূত্রথলীর দেওয়াল শক্ত হয়ে পড়ায় প্রস্রাব বের করে দেবার ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে প্রস্রাব ধীরে ধীরে অথবা ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে অথবা পুরুষদের ক্ষেত্রে লম্বভাবে পড়ে এবং সেই সঙ্গে সব সময়ই প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা থাকে। শীতকাতুরে রোগীদের দীর্ঘদিন ধরে থাকা গ্লীটের মত অথবা ঘন, সাদাটে, পনীরের মত স্রাব বেরোনো, ইউরেথ্রাতে ক্ষত অথবা ছোট ছোট প্রদাহ ও কাঠি বা কাঁটার খোঁচা লাগার মত বোধ, প্রস্রাব ত্যাগের সময় ইউরেথ্রাতে গোঁজ বা অনুরূপ কিছু যেন আটকে আছে এরূপ বোধ; লিউ-কোরিয়াতেও একই ধরনের দুর্গন্ধ, পচা পনীরের মত গন্ধ থাকতে দেখা যায়। লিউকোরিয়া এত বেশী পরিমাণে হয় যে রোগিণীকে ন্যাপকিন বা টুকরো কাপড় ব্যবহার করতে হয় এবং ঘরে ফিরে প্রতিদিনই সেই ন্যাপকিন ভালভাবে কেচে না ফেললে দুর্গন্ধে সারা ঘরটাই ভরে যায়। এই ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত স্রাবে সারা ঘর ভরে যাওয়া লক্ষণে অনেক ক্ষেত্রে কেলিফসকে ফলপ্রদ হতে দেখা যায়; সেক্ষেত্রে গন্ধটা এতই তীব্র থাকে যে রোগিণী ঘরে ঢুকলেই লিউকোরিয়ার দুর্গন্ধে ঘরটা ভরে যায়।

মার্কারী জাতীয় ওষুধ গ্রহণের পরবর্তী অবস্থার বিভিন্ন উপসর্গে হিপার

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। যে সব বৃদ্ধ ক্যালোমেল ব্যবহার করতে বাধ্য হন, যাদের মুখ থেকে খুব লালা ঝরতে দেখা যায়, যাদের পিত্ত ও লিভারের কোন না কোন গোলযোগ প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত যারা খুব শীতকাতর হয়ে পড়ে, যেন শীতে তাদের হাড়েও কাঁপুনি ধরে বলে বোধ হয়, যাদের মাথায় খুব ঘাম হয় ও হাড়ে কামড়ানো ব্যথা হয়, প্রতিটি শীতলবায়ুর ঝাপ্টায় অথবা বায়ুপরিবর্তনের শীতলতায় বা আর্দ্রবায়ুর ঝাপ্টায় যারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে হিপার বিশেষভাবে উপযোগী। এই ধরনের রোগী প্রায়ই হাড়ের উপসর্গে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় সব সময়ই শীতে কাঁপে। যদিও এদের বিভিন্ন উপসর্গ উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায় তবুও সাধারণভাবে এই রোগীরা শীতকাতর প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং সহজেই তাদের ঠাণ্ডা লেগে যায়। মার্কারীজনিত অ্যাকিউট উপসর্গ উষ্ণতায় ও বিছানার গরমে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে কিন্তু পুরানো ও দীর্ঘস্থায়ী ভাবে যখন এই সব বৃদ্ধেরা মার্কারী বা পারার বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় তখন তারা শীতকাতর হয়ে পড়ে, ভালভাবে দেহ কাপড়-চোপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দিতে চায়। তাদের দেহ শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে পড়ে এবং অস্থি-সন্ধিতে বাতজনিত অবস্থা দেখা দেয়। এইরূপ অবস্থায় হিপারের উপযুক্ত লক্ষণ থাকায় এই ওষুধটি মার্কারীর বিষক্রিয়া নাশে অ্যাণ্টিডোট হিসাবে কার্যকরা হয়। **মার্কারীর** পোটেনটাইজড অবস্থায় হিপার তার পরবর্তী বা কমপ্লিমেণ্টারী এবং অ্যাণ্টিডোট হিসাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। **মার্কিউরিয়াসের** পরে **সাইলিসিয়া** ভাল কাজ করতে পারে না। দেহে যতদিন **মার্কিউরিয়াসের** ক্রিয়া চলতে থাকে ততদিন **সাইলিসিয়া** দেহে কোনরূপ সুফল দিতে পারে না, সেইরূপ অবস্থায় মার্কিউরিয়াসের পরে হিপার খুব ভাল কাজ দেয়। হিপারের পরে **সাইলিসিয়া** এবং **মার্কিউরিয়াসের** পরে হিপার এই ভাবে এই তিনটি ওষুধ পরস্পর সম্পর্কযুক্তভাবে একটা সিরিজ হিসাবে অর্থাৎ প্রথমে **মার্কিউরিয়াস**, পরে **হিপার** এবং সবশেষে **সাইলিসিয়া** এই ভাবে প্রয়োজনে প্রয়োগ করলে অধিক ফল লাভ করা যায়।

পুরানো সিফিলিসের উপসর্গে যদি উপযুক্ত লক্ষণ থাকে তা হলে হিপার একাই সেই অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে সারাবার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। সিফিলিসের প্রায় সব লক্ষণই এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যায়, তবে এটি প্রয়োগের জন্য আক্রান্ত রোগীর ধাতুগত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণে সাদৃশ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। যে সব সিফিলিসের ক্ষেত্রে মার্কারীজাতীয় ওষুধ প্রয়োগে সিফিলিসের উপসর্গ চাপা পড়ে গেছে বা দমিত হয়ে রয়েছে, হিপার প্রয়োগে সেগুলি পুনরায় দেখা দিয়ে ধীরে ধীরে রোগীকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করে তোলে। এভাবেই মার্কারী ও সিফিলিসের উপর হিপারের একটা সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া থাকতে দেখা যায়। সিফিলিস ও মার্কারীর সঙ্গে হিপারের এইরূপ সম্পর্কের লক্ষণে **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, অ্যাসাফিটিডা, নাইট্রিক অ্যাসিড, সাইলিসিয়া** প্রভৃতি ওষুধের অনেকটা সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। যে সব সিফিলিসের ক্ষেত্রে খুববেশী পরিমাণে মার্কারী প্রয়োগে

যখন আর রোগটির উপসর্গ দমিত রাখা সম্ভব হয় না, যেসব পুরানো সিফিলিসের মায়াজম বা বিষে নাকের হাড় আক্রান্ত ও বিনষ্ট হয়ে নাকটা বসে যায় অথবা বড় ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হয় ও নাকের হাড়ে তীব্র ধরনের বেদনা, স্পর্শকাতরতা ও নাকের গোড়ায় যেন একটা গোঁজ বা কাঠের টুকরোর মত কিছু আটকে থেকে খোঁচা মারছে বলে বোধ হয়, নাক থেকে যদি দুর্গন্ধ পুঁজ বা ওজিনা বেরোতে থাকে, শীত-কাতরতায় দেহের হাড়ে যদি কাঁপুনি ধরার মত বোধ হয় সেক্ষেত্রে হিপারই উপযুক্ত ওষুধ বলে বিবেচিত হবে এবং হিপার এই ক্ষেত্রে ক্ষত সারিয়ে, শ্লেষ্মাপ্রবণতা কমিয়ে, আক্রান্ত হাড়টিকেও দ্রুত আরোগ্যের পথে এনে ক্রমশ রোগীকে সুস্থ করে তুলবে।

সিফিলিসের আক্রমণে গলা যখন আক্রান্ত হয় তখন মুখের তালুর নরম অংশ প্রথমে আক্রান্ত হয়ে পরে তালুর হাড় আক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। ঐরূপ অবস্থায় গলা পরীক্ষা করবার জন্য রোগীকে যখন মুখ হাঁ করতে বলা হয় তখন তার মুখ থেকে খুব পচাটে দুর্গন্ধ, পচা পনীরের মত গন্ধ পাওয়া যায়। এই ধরনের উপসর্গে বা সিফিলিসজনিত পুরানো ক্ষততে **ক্যালিবাইক্রম, ল্যাকেসিস, মার্ককর মার্কিউরিয়াস** এবং হিপার কার্যকরী হতে পারে তবে যে সব সিফিলিসের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মার্কারী প্রয়োগ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে **নাইট্রিক অ্যাসিড** ও হিপারের কথাই বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। **নাইট্রিক অ্যাসিড** হিপারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ও একইরূপ শীতকাতরতা এবং গলা ও প্রদাহে আক্রান্ত অংশে কাঠি বা গোঁজের মত কিছু আটকে থাকার মত বোধ থাকতে দেখা যায়। ঐ ওষুধটিতেও গলার ভিতরে ছোট ছোট ক্ষত, টনসিল ও ল্যারিংক্স-এ ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়; কাজেই এই দুটি ওষুধকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কার্যকর ওষুধ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

ল্যারিংক্সের কার্টিলেজ সিফিলিসে ও পুরানো মার্কারীজনিত উপসর্গে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যখন উপসর্গটা সিফিলিসজনিত না হয়ে সাইকোটিকজনিত হয় তখন ল্যারিংক্স-এ ছোট ছোট নরম পলিপের মত সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং সেগুলিতে টনটন করা ব্যথা হয়ে স্বরভঙ্গ অথবা ফাটাফাটা স্বর বেরোয় এবং অনেক সময় গলায় আটকাবোধ ও অস্বস্তিবোধ হতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় হিপার ছাড়াও **ক্যালকেরিয়া কার্ব, আর্জেন্ট নাইট, নাইট্রিক অ্যাসিড** এবং কোন কোন ক্ষেত্রে **থুজা** কার্যকরী হতে পারে।

আবার, সিফিলিসের প্রাথমিক অবস্থায় যে স্যাংকার হয় সেটাতে কাঠি বা গোঁজের মত কিছু আটকে থেকে খোঁচা দিচ্ছে এরূপ অনুভূতি থাকে এবং পরে বিউবো সৃষ্টি হয়ে শক্ত হয়ে পড়তে অথবা আক্রান্ত গ্ল্যাণ্ড পেকে যেতে দেখা যায়। এবং সেইসঙ্গে পেনিসে শ্যাংকার অথবা বেদনাহীন ক্ষত সৃষ্টি হতেও দেখা যেতে পারে। এই ধরনের উপসর্গের সঙ্গে উপযুক্ত ধাতুগত লক্ষণ থাকলে হিপার কার্যকরী হয়। হিপার সাইকোটিকজনিত আঁচিলও সৃষ্টি করতে পারে। পুরানো গ্লীটের মত উপসর্গ ও

সেই সঙ্গে ইউরেথ্রার ভিতরে একটা কাঠের টুকরো আটকে থাকার মত অনুভূতি ; স্ট্রিকচারের সঙ্গে অথবা সংকোচন সৃষ্টিকারী প্রদাহের সঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতা ও সেই সঙ্গে একটা কাঠি বা কাঁটার মত কিছু আটকে থেকে খোঁচা দিচ্ছে এরূপ অনুভূতি থাকলে হিপার কার্যকরী হতে পারে। এই ধরনের প্রদাহে **আর্জেন্ট নাইট্রিকাম, নাইট্রিক অ্যাসিড** ও হিপার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত থাকতে দেখা যাবে এবং এদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধটি প্রয়োগ করতে পারলে ঐরূপ প্রদাহ ও স্ট্রিকচার সৃষ্টিকে রোধ করা যেতে পারে। স্ট্রিকচার সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবার পরে সে অবস্থা কেবলমাত্র ওষুধে সারানো খুব কঠিন, তবে প্রদাহ থাকা অবস্থায় ওষুধ প্রয়োগ করতে পারলে সেই অবস্থায় স্ট্রিকচার সারাবার আশা করা যেতে পারে। **সিপিয়া** প্রয়োগে একবার একটা পুরানো স্ট্রিকচার সারানো গেছে। রোগীর স্ট্রিকচার আছে সেটা না জেনেই তার অন্যান্য উপসর্গ ও লক্ষণের উপর নির্ভর করে **সিপিয়া** প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ রোগী কয়েক দিন পরেই তার ইউরেথ্রাতে ভীষণ ব্যথা ও কষ্ট নিয়ে ফিরে আসে এবং তখন স্বীকার করে যে তার গনোরিয়া ও কয়েক বছর ধরেই স্ট্রিকচারজনিত কষ্ট ছিল। **সিপিয়া** ঐ রোগীর ইউরেথ্রায় নতুন করে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং সেই প্রদাহটা স্বাভাবিকভাবে কয়েকদিন চলার পরে যখন সেরে যায়, তার সাথে সাথে রোগীর স্ট্রিকচারজনিত অবস্থারও সম্পূর্ণ নিরাময় ঘটে। ওষুধের এই কার্যকারিতা সর্বদা ঘটে না, সাধারণত স্ট্রিকচার সারানো প্রায় অসম্ভব। মনে রাখা দরকার যে হিপারে আঁচিল, সাইকোসিসজনিত পুরানো স্রাব বা ক্রনিক গনোরিয়া, দুর্গন্ধযুক্ত পনীরের মত ঘন স্রাব, ইউরেথ্রাতে কাঠি বা গোঁজের মত কিছু থাকার অনুভূতি ও সেই সঙ্গে প্রস্রাব ত্যাগে কষ্টবোধ, মূত্রথলীতে দুর্বলতা এবং প্রস্রাবের ধারা দুর্বল ও লম্বভাবে পড়া প্রভৃতি অবস্থা বা লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

কাঁটা, আলপিন প্রভৃতি যে কোন 'ফরেন বডি'কে ঘিরে পুঁজ সৃষ্টি করার ক্ষমতা হিপারের আছে। একটা কাঁটা বা ছোট একটা কাঠের টুকরো অথবা ঐ ধরনের কিছু দেহের যে কোন স্থানে ঢুকে যাবার পরে ত্বকের বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশটা হয়ত বেরিয়ে বা ভেঙ্গে গেছে এবং মনে হয়েছে কাঁটাটা সম্পূর্ণই বেরিয়ে গেছে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাঁটার কিছুটা অংশ ভিতরে থেকে যাওয়ায় সেখানটায় একটু প্রদাহ হয়ে পেকে উঠলে হিপার কার্যকরী হতে পারে। উপযুক্ত লক্ষণে হিপার প্রয়োগ করার ফলে দ্রুত পেকে গিয়ে পুঁজের সঙ্গে ভিতরে বা গভীরে আটকে থাকা কাঁটা বা স্প্লিন্টারটাও বেরিয়ে যাবে এবং ক্ষতস্থানটি দ্রুত সেরে উঠবে। **সাইলিসিয়াও** এইরূপ দেহের যে কোন স্থানের ফরেন বডি থাকা জায়গাটায় পুঁজ সৃষ্টি করে সেটাকে বের করে দেবার সামর্থ্য রাখে। কাঁটা বা আটকে থাকা স্প্লিন্টারের অংশ যখন বাইরে থেকে দেখা যায় বা কোথায় আছে সেটা বোঝা যায় তবে সেটা বের করবার জন্য হয়ত ওষুধের জন্য অপেক্ষা না করে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে আটকে থাকা ফরেন বডিটা ঠিক কোথায় আছে সেটা জানা বা বোঝা যায় না,

সেক্ষেত্রে **হিপার** বা **সাইলিসিয়া** ক্ষেত্র বিশেষ কার্যকরী হবে। তবে দেহের অভ্যন্তরে ফুসফুস, শিরা বা ধমনীর জালিকার প্রভৃতির মত কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যদি একটা বুলেট্ বা গুলি আট্কে থাকে সে ক্ষেত্রে ঐ ওষুধের প্রয়োগে পুঁজ সৃষ্টি করে সেই বুলেটটি বের করে আনবার চেষ্টা করা একেবারেই উচিত নয়, কারণ সেক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা আছে। ফুসফুসে যক্ষ্মাজনিত ক্যাভিটিতে যে টিসু বিনষ্ট হয়ে কেজিয়েসন হয় সেটাও 'ফরেন বডি'র মত হিপার বা **সাইলিসিয়ার** সাহায্যে বের করে আনা সম্ভব তবে সেক্ষেত্রে ঐ ওষুধের পুঁজ সৃষ্টি করার ক্ষমতার জন্য ঐ অবস্থায় সেটা ক্ষতিকর হবে কিনা সেটা বিশেষভাবে বিবেচনা করে তবেই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে।

দেহের যে কোন অংশে একসঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট ফোড়া সৃষ্টি করার ও সারানোর ক্ষমতা হিপারের আছে। **সালফারেরও** এইরূপ ক্ষমতা আছে। কাজেই **সাইলিসিয়া, সালফার** অথবা হিপার প্রয়োগের পূর্বে অথবা ঐ ওষুধগুলির যে কোনটির খুব উঁচুশক্তি অথবা বারবার প্রয়োগের পূর্বে ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে নেওয়া একান্তভাবে দরকার, কারণ ঐ ওষুধটির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে বা উঁচুশক্তি প্রয়োগের ফলে ফুসফুসে যক্ষ্মাজনিত টিউবারকুল থাকলে সেগুলি পেকে গিয়ে উপসর্গটিকে জটিল ও মারাত্মক করে তুলতে পারে।

হিপারের সঙ্গে **ক্যালকেরিয়া কার্বের** পার্থক্যমূলক আলোচনায় (যদিও হিপার ও এক ধরনের ক্যালকেরিয়া) দেখা যায় যে **ক্যালকেরিয়াতে** নিচের দিকে ছিঁড়ে পড়ার মত লক্ষণ থাকে না ; ঐ ওষুধটি ফরেন বডির চারপাশে প্রদাহ ও পুঁজ সৃষ্টি করে সেটা বার করে দিতে পারে না,' তবে বুলেট বা কোন ফরেন বডিকে ঘিরে ফাইব্রাস টিসু সৃষ্টি করে সেটিকে মাংসপেশীর মধ্যে আরও শক্তভাবে আটকে রাখার মত সৃষ্টি করতে পারে। যক্ষ্মারোগজনিত ডিপজিটকে **ক্যালকেরিয়া** শক্ত ও সংকুচিত করে ঘিরে রাখার মত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

অনেক ভাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই মানতে চান না যে **সালফার** যক্ষ্মারোগে কোন বিপদ ডেকে আনতে পারে, কারণ **সালফারের** সাহায্যে অনেক যক্ষ্মারোগ সারানো গেছে। কিন্তু যে সব যক্ষ্মারোগ খুববেশী পরিণত হয়ে মারাত্মক উপসর্গ ও লক্ষণ প্রকাশ করে সে ক্ষেত্রে **সালফার, সাইলিসিয়া**, হিপার প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তা করে নিতে হবে, এবং ওষুধটি প্রয়োগে যে কোন বিপদের আশংকা নেই সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে নিতে হবে ; তা না হলে ওষুধ প্রয়োগের ফলে কোন রোগী যদি মারা যায়, তখন ভুল সিদ্ধান্তের জন্য নিজেরই অনুশোচনা দেখা দেবে। তবে কোন কিছু না জেনে বা না বুঝে ওষুধ প্রয়োগ করার চেয়ে জেনে, বুঝে ওষুধ প্রয়োগ করাই ভাল, সেক্ষেত্রে রোগী মারা গেলেও চিকিৎসক তখন আরও বেশী সচেতন ও সাবধান হয়ে ওষুধ প্রয়োগ করবেন যাতে ওষুধের অপপ্রয়োগে আর কেউ মারা না যায়।

হাইড্র্যাসটিস ক্যানাডেনসিস

(Hydrastis Canadensis)

এই ওষুধটি গভীরভাবে কিন্তু ধীরে কার্যকরী হয়ে থাকে এবং শীর্ণতা, শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থা, ক্ষত এমনকি ম্যালিগন্যাণ্ট ধরনের ক্ষত প্রভৃতি নানা ধরনের পুষ্টি-জনিত গোলযোগে ব্যবহৃত হয়। এই রোগীর মধ্যে পুষ্টি ও পরিপাক-এর ত্রুটি থাকার ফলে পাকস্থলী সম্পর্কিত নানা ধরনের গোলযোগ ও উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কোন বস্তুর প্রতি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা অথবা বিরূপতার লক্ষণই বিভিন্ন জটিল লক্ষণ সমষ্টির মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে প্রায়ই লক্ষণীয় হয়ে থাকে। এই ওষুধটির মধ্যে পেটে শূন্যতাবোধ ও তলিয়ে যাবার মত অনুভূতিসহ ক্ষুধাবোধ থাকলেও খাদ্যের প্রতি খুববেশী বিরূপতা বা ঘৃণা থাকা লক্ষণটি খুবই বৈচিত্র্যময় ও অদ্ভুত এবং সেই কারণেই বিশেষ ভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। প্রায় সব সময়ই রোগী খুববেশী দুর্বলতাবোধ করে। শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় ঘন, হলদে, দড়ির মত, আঠালো শ্লেষ্মা, কখনো কখনো সাদাটে শ্লেষ্মা যে কোন অংশের মিউকাস মেমব্রেন থেকে বেরোতে দেখা যাবে এবং সেই সঙ্গে ক্ষতও থাকতে পারে। মিউকাস মেমব্রেন অথবা ত্বকে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এবং সেই ক্ষত থেকে ঘন, আঠালো ও হলদেটে পুঁজ নির্গত হতে দেখা যেতে পারে। ক্ষতের ভিতরের অংশ ও গ্ল্যাণ্ড শক্ত হয়ে পড়া বা ইনডিউরেশন দেখা যেতে পারে। মিউকাস মেমব্রেনে আলগা ধরনের গুটি গুটি দানা বা ফলস্ গ্র্যানুলেসন হয়ে সামান্য স্পর্শেও সেখান থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। ম্যালিগন্যাণ্ট ধরনের ক্ষতের চিকিৎসায় এই ওষুধটি খুবই প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। এই ওষুধে ঐ ধরনের ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সারানো সম্ভব না হলেও বেদনা কমিয়ে দুর্গন্ধ সরিয়ে দিয়ে বা দূর করে এবং ক্ষতটির বৃদ্ধি রোধ করে রোগীকে অনেকটা আরাম দিতে পারে। এই ধরনের ক্ষততে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হাইড্র্যাসটিসের মত জ্বালাবোধ থাকতে দেখা যায়। যখন রোগীর দুর্বলতা ও অবসাদগ্রস্ত অবস্থা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে পাকস্থলীর ক্রনিক উপসর্গের সঙ্গে চলতে দেখা যায়, মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয় তখন সেক্ষেত্রে হাইড্র্যাসটিস উপযোগী হবে। ক্রনিক ধরনের উপসর্গের সঙ্গে রোগীর বিভিন্ন টিসুতেই কেবল গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যাবে, মনে বা মানসিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন বা বৈকল্য সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের কষ্ট ও দুর্বলতায় রোগীর সামান্য কিছুটা মানসিক দুর্বলতা ছাড়া আর কোনরূপ লক্ষণ সৃষ্টি না হওয়া হাইড্র্যাসটিসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ওষুধটি আরও বিস্তারিতভাবে প্রুভিং হলে হয়ত আমরা রোগীর পছন্দ-অপছন্দ, ভালবাসা ও ঘৃণার বিষয়ে আরও ভালভাবে অবহিত হতে পারতাম। রোগীর বেশীরভাগ উপসর্গ বিশ্রামে থাকা অবস্থায় কম থাকতে দেখা যায়।

পাকস্থলীর গোলযোগের সঙ্গে মাথাধরা বা মাথার যন্ত্রণা এবং দীর্ঘস্থায়ী সর্দি

থাকতে দেখা যায় তবে সেই মাথাধরা অথবা সর্দি বা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। এই ওষুধটি দিয়ে পুরু মামড়ী থাকা একজিমা সারানো যায়।

মুখমণ্ডল এবং চোখে জণ্ডিসের লক্ষণ থাকে। কর্নিয়াতে ক্ষত হওয়া, চোখের পাতায় পুরানো প্রদাহ, চোখের পাতার ধারগুলিতে প্রদাহ হয়ে পুরু ও লাল হয়ে যেতে এবং চোখ থেকে ঘন, চট্‌চটে ও হলদেটে মিউকাস বেরোনো ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

ওটোরিয়া অর্থাৎ কান থেকে পুঁজ পড়া, সেই পুঁজ ঘন ও চট্‌চটে থাকতে দেখা যায়। কান থেকে প্রচুর স্রাব পড়তে থাকে। ইউসটেসিয়ান টিউবে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে কানে নানা ধরনের গোলমালের শব্দ শোনা, কান লাল হয়ে ফুলে থাকা, ফলে খোল বা ময়লা জমে থাকা, কান ও মাথার সংযোগস্থলের পিছন অংশে ফিশার সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি দেখা যায়।

সুতোর মত, হলদে বা সাদা শ্লেষ্মায় নাক বন্ধ হয়ে থাকা, বায়ু নাকে প্রবেশ করলে সেটাকে শীতলবোধ হওয়া, নাকের ভিতরের পর্দা দগ্‌দগে ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, নাকের পিছনের অংশ বা পোস্টিরিয়র নেরিস থেকে গলায় দড়ির মত লম্বাটে শ্লেষ্মা টেনে নেওয়া, নাকের ভিতরটা দগ্‌দগে হয়ে থাকা এবং সেইসঙ্গে সব সময় নাক ঝাড়ার প্রবণতা বা ইচ্ছা হওয়া, ঘরের ভিতরে থাকলে কোরাইজার সঙ্গে খুব অল্প পরিমাণে সর্দি বেরোনো, কিন্তু খোলা হাওয়ায় গেলে সর্দি বেশী পরিমাণে বেরোনো, নাক থেকে রক্ত মেশানো ঘন সর্দি বা স্রাব নির্গমন, সর্দি বা স্রাবটা সাদা অথবা হলদেটে থাকা, নাকের ভিতরে বড় আকারের মামড়ী সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

রোগীর মুখমণ্ডল রুগ্‌ণ, শুকনো বা চুপসে যাওয়া, ফেকাশে মোমের মত সাদাটে, শীর্ণ বা ক্যাচেক্‌টিক এবং জণ্ডিসের লক্ষণযুক্ত থাকে। মুখমণ্ডল, নাক অথবা ঠোঁটের এপিথেলিওমাতে এই ওষুধটিকে খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়।

জিহ্বা হলদেটে, বড়, থলথলে ও স্পঞ্জের মত নরম থাকতে দেখা যায়; মনে হয় যেন জিহ্বাটা পুড়ে গেছে।

মুখের ভিতরে, মাড়ী, জিহ্বা প্রভৃতিতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া ও সেটা ছড়িয়ে যাওয়া ও জ্বালা করা; ছোট ছোট শিশু ও মায়েদের মুখে অ্যাপথী ধরনের ক্ষত হওয়া, মুখ থেকে খুববেশী পরিমাণে দড়ির মত লম্বাটে সোনালী হলুদ রঙের রস ঝরা, মুখের ভিতর হাজার মত হওয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে পুরানো মার্কারী ব্যবহার করতে অভ্যস্ত লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

গলায় দীর্ঘস্থায়ী শ্লেষ্মাজনিত ছোট ছোট ঘা দেখা দেওয়া, গলার ভিতরে ছোট ছোট দানার মত বা গ্র্যানুলেটেড অবস্থা ও ক্ষত হওয়া, হেজে যাওয়া ও জ্বালা করা; ঘন, আঠালো বা চট্‌চটে হলদে শ্লেষ্মা বেরোবার সময় দড়ির মত লম্বা হয়ে পড়তে দেখা ইত্যাদি থাকতে পারে।

ক্ষুধাবোধ ও তৃষ্ণা থাকে না ; খাদ্যের প্রতি বিরূপতা এমন কি ঘৃণাও দেখা দেয়। প্রায় সব ধরনের খাদ্যেই রোগীর পাকস্থলীতে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ফসফরাস ও ফেরামের মত মুখ ভর্তি করে দ্রব্য তুলে ফেলা, সব খাদ্যই বমি করে উঠিয়ে ফেলা ; কেবলমাত্র জল ও দুধ পাকস্থলীতে থেকে যাওয়া, ঢেকুরের টক, পচাটে, এবং ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ বা গন্ধ থাকা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। পাকস্থলীতে শূন্যতা ও মূর্চ্ছা ভাবের মত বোধ ও সেইসঙ্গে খাদ্যের প্রতি খুববেশী বিরূপতা এবং অদম্য ধরনের কোষ্ঠবদ্ধতা ও মলত্যাগের কোনরূপ ইচ্ছা না থাকা প্রভৃতি লক্ষণ একসঙ্গে পাওয়া গেলে হাইড্র্যাসটিসই তার উপযুক্ত ওষুধ বলে বুঝতে হবে। পাকস্থলীতে পালসেশনবোধ, ক্ষত ও জ্বালা করা, পাইলোরাস অংশে সন্দেহজনক একটা লাম্প সৃষ্টি হওয়া, খাবার পরে পাকস্থলীতে একটা ভারী কিছু চাপানো হয়েছে এরূপ বোধ, পাকস্থলীটি কেবলমাত্র একটি থলে এরূপ বোধ, হজমশক্তি কমে যাওয়া, খাবার পরে পেটে পূর্ণতা বা চাপবোধ দীর্ঘক্ষণ থাকা, পাকস্থলীতে শূন্যতা ও তলিয়ে যাবার মত বোধ খাদ্য গ্রহণের পরও থেকে যাওয়া, টক বমি হওয়া, পাকস্থলীতে ক্রনিক ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা এবং পরিপাক ক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

রোগীর ত্বকে জন্ডিসের লক্ষণ, মলের রঙ হালকা থাকা, এমনকি সাদাটে অর্থাৎ পিত্তহীন থাকা, লিভার অঞ্চলে নানারূপ কষ্টবোধ, লিভারের ক্রনিক ধরনের গোলযোগ, লিভার বড় হয়ে শক্ত ও নডুলার হয়ে পড়া প্রভৃতি অবস্থা বা লক্ষণের জন্য হাইড্র্যাসটিসকে লিভারের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় একটি ওষুধ বলে ধরা যেতে পারে।

পেটে টান বা খিঁচ ধরা ব্যথা, কলিক, ফ্লাটুলেন্স বা খুব গ্যাস জমে পেটটি ফুলে থাকা প্রভৃতি দেখা যায়। হজমের গোলমালজনিত নানা উপসর্গে এবং লিভারের জড়তা বা নিষ্ক্রিয়ভাবকে সারাতে পারে। অন্ত্রে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, প্লীহা অঞ্চলে তীব্র ধরনের বা ধারালো ব্যথা প্রভৃতি দেখা যায়।

সহজে সারানো যায় না এমন অর্শ, মলদ্বারের ফিশার ও ক্ষত এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। মলদ্বারে শৈথিল্য ও প্রল্যাপ্স দেখা দেয়। ক্রনিক ডায়রিয়ার সঙ্গে হলদে, পাতলা এমন কি জলের মত মল বেরোতে দেখা যায়। মলদ্বারে প্রদাহ হওয়া, মল পিত্তহীন, সাদাটে, নরম হাজাকর থাকা এবং সবুজ রঙের প্রচুর পরিমাণে আঠালো মিউকাস বা শ্লেষ্মা জড়িত থাকতে দেখা যায়। খুব শক্ত ও গিঁট্‌গিঁট্ বা নডিউলার ধরনের মল ও খুববেশী কোষ্ঠবদ্ধতা, মলত্যাগের কোন ইচ্ছা না থাকা ইত্যাদি থাকতে পারে ; মলদ্বারের প্যারালিসিস বা আংশিক পক্ষাঘাতের মত অবস্থাসহ কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে পাকস্থলী সংক্রান্ত উপসর্গে সাদৃশ্য থাকলে সেই কোষ্ঠবদ্ধতা এই ওষুধে সারানো যায়। দীর্ঘদিন ধরে থাকা কোষ্ঠবদ্ধতায় যখন এনিমাতেও কোন ফল হয় না, মল অন্ত্রের নিচের দিকে না নেমে উপরের অংশেই থেকে যায়, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা ডায়রিয়ার সঙ্গে যদি পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ, পেটের ভিতরে কাঁপুনি ও প্যালপিটেশন দেখা দেয় তা হলে ওষুধটি ফলপ্রদ হবে।

প্রস্রাব কম হয় বা একেবারেই হয় না, মূত্রথলীতে পুরানো শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে প্রস্রাবে খুব চটচটে শ্লেষ্মা বেরোনোয় প্রস্রাব করতে কষ্টবোধ হয়। ক্রনিক গনোরিয়ায় প্রচুর বেদনাহীন হলদেটে স্রাব নির্গমন, স্ক্রোটাম ও টেস্টিস শিথিল থাকা, যৌনাঙ্গে দুর্গন্ধ ঘাম হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে ঘন হলদে বা সাদাটে এবং চটচটে ও দুর্গন্ধযুক্ত লিউকোরিয়া দেখা দেয়, ভ্যাজাইনা হেজে যায়, যৌনসঙ্গমের সময় ভ্যাজাইনাতে টনটন করা ব্যথা হয় এবং সঙ্গমের পরে রক্তপাত হতে দেখা যায়। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, ঋতুস্রাব বেশী পরিমাণে হওয়া, পেলভিস অংশে শৈথিল্য ও টেনে ধরার মত বোধ, ভালভায় খুব চুলকানো, স্তনে এপিথেলিওমা প্রভৃতি থাকতে পারে।

ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কিয়াল টিউবে সহজে সারে না এমন শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, শ্লেষ্মা ঘন, হলদেটে, দড়ির মত শ্লেষ্মা বেরোনো, শ্বাসপথে দগদগেভাব ইত্যাদি দেখা যায়। শুকনো, কঠিন ও ল্যারিংক্স-এ সুড় সুড় করার সঙ্গে কাশি, বুকে দগদগেভাব ও ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া, হলদে বা সাদাটে, চটচটে বা দড়ির মত শ্লেষ্মা ওঠা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা দুর্বলতার সঙ্গে প্যালপিটেশন, পিঠ ও লাম্বার অংশে দুর্বলতা ও আড়ষ্টতা বা শক্ত ভাবের জন্য রোগী পিঠ সোজা করার আগে কিছুটা হাঁটা-চলা করে নিতে বাধ্য হয়; বসা অবস্থা থেকে উঠতে হলে তাকে বাহুর সাহায্য নিতে হয়। বাহুতে বাতের ব্যথা, পায়ের দিকে দুর্বলতা ও বাতজনিত বেদনা, পায়ে ও অ্যাংকেল-এর কাছে ক্ষত হওয়া এবং সেখানে হুল বেঁধানোর মত ও জ্বালাকরা ব্যথা, ক্ষতের ধারগুলি উঁচু ও শক্ত থাকা, রাত্রিতে বিছানার গরমে ঐ ক্ষতে বেদনাবোধ, স্পর্শ-কাতরতা থাকা, পায়ে ঈডিমা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ক্ষত ও উদ্ভেদগুলি উষ্ণতায় ও স্নানে বা ধোয়া-মোছায় বৃদ্ধি পায়। ত্বক সহজেই ছড়ে যায়। দেহে আমবাতের মত উদ্ভেদ হয়ে রাত্রিতে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। মুখে ও মলদ্বারে ফিশার সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। দেহের বিভিন্ন অংশে ক্ষত, বেডসোর, লুপাস এভিডেনস প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে।

হায়োসায়ামাস
(Hyoscyamus)

হায়োসায়ামাসে কনভালসন, সংকোচন, কাঁপুনি, মাংসপেশীতে মৃদুকম্পন ও ঝাঁকুনি লাগা প্রভৃতি অবস্থা বিশেষভাবে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বলবান বা ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারীদের ভয়াবহ কনভালসন সৃষ্টি হয় এবং সেই কনভালসনের তীব্রতায় রোগীর সম্পূর্ণ দেহ ও মন আক্রান্ত হয়ে পড়ে, সে অচেতন হয়ে পড়ে এবং কনভালসন বিশেষভাবে রাত্রিতে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় মহিলাদের কনভালসন দেখা দেয়; এটিতে মাংসপেশীতে কনভালসন অথবা সংকোচন ঘটতে দেখা যায়; ছোট ছোট ঝাঁকুনি বা মৃদু ধরনের কাঁপুনি ঘটতে পারে। খারাপ ধরনের টাইফয়েডে খুব অবসাদের সঙ্গে মৃদু কম্পন সৃষ্টি হয়। রোগী চেতনা

অবস্থায় থাকলে সেটা নিজেই অনুভব করতে পারে, অপরেও সেটা দেখতে পায়। রোগীর স্নায়ুতন্ত্রে খুববেশী অবসাদের চিহ্ন দেখা যায়। রোগী গড়িয়ে বিছানার পায়ের দিকে চলে যায় এবং তার মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন হতে থাকে। রোগীর দেহের সব মাংসপেশীতেই কাঁপুনি বা মৃদু ধরনের কম্পন ঘটতে দেখা যায় এবং রোগী খুববেশী খিট্‌খিটে ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। রোগীর হাত-পা প্রভৃতিতে কনভালসন-জনিত ঝাঁকুনিতে আপনা-আপনি নড়া-চড়া হতে দেখা যায়। স্নায়ুজনিত বা কোরিয়া ধরনের নড়া-চড়া, বাহুতে বিশেষ ধরনের নড়া-চড়া, বিছানার চাদর খোঁটা ইত্যাদি থাকতে দেখা যায়। ডিলিরিয়ামের ঘোরে কিছু হাতড়ানো বা খোঁটা, বিরামহীন জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম বা উত্তেজিত অবস্থায় স্নায়ুতন্ত্র ও মন আক্রান্ত হবার ফলে ক্রমশ বেড়ে ওঠা অবসাদ ও দুর্বলতায় রোগীর চোয়াল ঝুলে পড়ে, আচ্ছন্ন অবস্থায় সে বিছানার নিচের দিকে গড়িয়ে যায়। খাবার পরে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে, বমি করে এবং কনভালসনে আক্রান্ত হয়ে পড়ে; ভয় পাবার জন্যও কনভালসন দেখা দিতে পারে। শিশু ভয় পেয়ে অথবা ক্রিমির জন্য কনভালসনে আক্রান্ত হতে পারে অথবা মা সন্তানের জন্মের পরে কনভালসনে আক্রান্ত হতে পারে অর্থাৎ পিওরপেরাল কনভালসন হতে পারে। ঘুমের মধ্যে, প্রসবকালে দমআটকা বোধ বা শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কনভালসন দেখা দিতে পারে এবং তখন পায়ের আঙ্গুল-গুলিতে স্প্যাজমোডিক বা মোচড়ানো ও ক্র্যাম্প বা খিঁচুনি বা টান্‌ধরা লক্ষণ থাকতে পারে।

হায়োসায়ামাসের মানসিক অবস্থাটাই প্রধান বিচার্য বিষয়। রোগী ডিলিরিয়ামের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় কথা বলে. নিষ্ক্রিয় ধরনের ডিলিরিয়ামের ঘোরে নানা ধরনের ভ্রান্তি ও কাল্পনিক দৃশ্য দেখা, মতিভ্রম হওয়া, অদ্ভুত ধরনের কল্পনার উদয় হওয়া এবং তারপরে হতবুদ্ধি হয়ে অর্ধচেতনভাবে পড়ে থাকা প্রভৃতি। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে দেখা দিতে পারে। ঘুমের মধ্যেই রোগী কথা বলে, চিৎকার করে কাঁদে, নিজের মনে বিড়্‌বিড় করে বা নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলে চলে। কখনো হয়ত রোগীর মধ্যে মতিভ্রম বা হ্যালুসিনেশন দেখা দেয় আবার পরের মুহূর্তেই হয়ত ইলিউসন বা মানসিক বিভ্রমে নানারূপ কাল্পনিক দৃশ্য দেখার লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী নানা বিষয়ে, লোকজন, পরিবেশ, নিজের বিষয়ে নানা ধরনের কল্পনা করে এবং সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। সন্দেহপ্রবণতা লক্ষণটি নানা ধরনের অ্যাকিউট অসুস্থতার সঙ্গেই থাকতে দেখা যাবে এবং তখন রোগী উন্মাদের মত আচরণ করে। সন্দেহপ্রবণতায় তার মনে হয় যেন তার স্ত্রী তাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলবে, অথবা যেন তার স্ত্রী তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; এইরূপ মানসিক অবস্থায় রোগী সবাইকে, সর্ববিষয়েই সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। কখনো সে হয়ত মৃত কোন লোকের সঙ্গে কথা বলে, যারা মরে গেছে তাদের সঙ্গে সে অতীতকালের বিষয় নিয়ে কথা বলে যায়। ডিলিরিয়ামের মধ্যেই হয়ত সে মৃত লোকের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে চলে যেন ঐ ব্যক্তি তার কাছেই বসে আছে।

রোগী অনেক ক্ষেত্রে দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে এবং কখনো তার ঐ ছবিগুলির মধ্যে যেন পোকা, ইঁদুর, বেড়াল প্রভৃতি দেখছে বলে বোধ হয় এবং সেগুলির সঙ্গে সে যেন ছোট ছেলের মত খেলা করে, তাদের সবাইকে একটি সারিতে সাজিয়ে রাখতে চায়। তার মনে নানা ধরনের মানসিক অবস্থা পর্যায়ক্রমে একের পর এক আসতে ও যেতে দেখা যাবে। কখনও তাকে প্রলাপ বকতে এবং পরমুহূর্তেই হয়ত ডিলিরিয়ামের মধ্যেই কাউকে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করতে দেখা যাবে; আবার তারপরে হয়ত সে অর্ধঅচেতন ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে থাকবে। রোগের প্রথম দিকে তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জাগিয়ে কোন প্রশ্ন করলে রোগী সঠিক ভাবেই তার উত্তর দেবে কিন্তু তারপরেই সে গভীর নিদ্রার মত অবস্থায় তলিয়ে যাবে। টাইফয়েডের সঙ্গে ডিলিরিয়ামে রোগী ক্রমশ বেশী করে আচ্ছন্ন হতে হতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অচেতন হয়ে পড়ে। ডিলিরিয়ামটা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় ধরনের হয় এবং তার সঙ্গে বিড় বিড় করে ভুল বকার লক্ষণও থাকতে দেখা যায়। রোগী অচেতন হয়ে পড়লে তাকে তখন আর কিছুতেই জাগানো যায় না, ঐ অবস্থাতেই হয়ত সে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে থেকে ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে পড়ে ও পুরোপুরি স্টুপর অবস্থার মধ্যে থাকে যদি না এই প্রয়োজনীয় ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়। রোগীর মধ্যে অর্ধঅচেতন ভাব বা স্টুপর অবস্থায় যখন সে কিছুই বুঝতে পারে না বা সজ্ঞানে কিছুই করতে পারে না, সেই অবস্থাতেও তার হাত-পা নিষ্ক্রিয়ভাবে নড়া-চড়া করতে দেখা যায়, সে নিজ মনে বিড় বিড় করে কথা বলে এবং হঠাৎ হঠাৎ একটা চিৎকার করে ওঠে। রোগীর হাতের আঙ্গুলে কিছু না থাকলেও তার মনে হয় যেন কিছু আছে, সেই জন্য সে অনবরত তার আঙ্গুল খোঁটে, একইভাবে তাকে বিছানার চাদর খুঁটতে দেখা যায়; সে তার পোশাক বা হাতের কাছে যা পায় তাই খোঁটে, অথবা শূন্যে হাতড়ায়, যেন মাছি বা ঐরূপ কিছু ধরতে যাচ্ছে সেইভাবে তার হাত নড়া-চড়া করে। সম্পূর্ণভাবে হতচেতন বা স্টুপর অবস্থা না আসা পর্যন্ত রোগী ডিলিরিয়ামের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকে; হতচেতন হয়ে যখন সে চুপচাপ শয্যায় পড়ে থাকে তখন তাকে মৃত বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে দু'এক সময় তার মধ্যে উন্মত্তভাব বা বন্যতা দেখা যেতে পারে তবে সেটা খুব কমই দেখা যায়, নিষ্ক্রিয়ভাবে কথাবলা, বিড়বিড় করা, শূন্যে হাতড়ানো, কাপড়, জামা, চাদর প্রভৃতি খোঁটা, প্রতিদিন যে কাজ বরাবর করতে অভ্যস্ত সেই কাজ করবার চেষ্টা করা বা সেই বিষয়ে কথা বলা, প্রভৃতি দেখা যায়।

এই ওষুধটির উন্মত্তভাবের প্রকৃতিটা বুঝতে হলে এর সঙ্গে **স্ট্র্যামোনিয়াম** এবং **বেলেডোনার** তুলনা করতে হবে। **বেলেডোনা** প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে যে এর লক্ষণগুলি খুবই ভয়াবহ এবং এর জ্বরও তীব্র ধরনের হয়, তার সঙ্গে খুববেশী উত্তেজনা থাকতে দেখা যায়। **স্ট্র্যামোনিয়ামের** ডিলিরিয়ামে, উন্মত্ততার অসম্ভব তীব্রতা ও ভয়াবহ অবস্থা দেখা যায়। **হায়োসায়ামাসের** উন্মত্ততার সঙ্গে বেশী জ্বর

থাকে না ; উন্মত্তভাবের সঙ্গে জ্বর সবচেয়ে বেশী **বেলেডোনায়**, তারপরে **স্ট্র্যামোনিয়ামে** এবং এদের তুলনায় অনেক কম জ্বর হায়োসায়ামাসে থাকতে দেখা যাবে। **বেলেডোনার** রোগীকে তার মানসিক লক্ষণের সঙ্গে খুববেশী উত্তপ্ত অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। **স্ট্র্যামোনিয়ামে** খুববেশী, মারাত্মকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠা, যেন সে তখন কাউকে খুনও করে ফেলতে পারে। এইরূপ উন্মত্ততার সঙ্গে মাঝারী ধরনের জ্বর থাকে। হায়োসায়ামাসে নিচু ধরনের জ্বর অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বর নাও থাকতে পারে, কিন্তু এর উন্মাদনার সঙ্গে ভয়াবহতা বেশী থাকে না। উন্মত্তভাবের তীব্রতা বা ভীষণতা সবচেয়ে বেশী **স্ট্র্যামোনিয়ামে**, তার পরে **বেলেডোনায়** এবং হায়োসায়ামাসে এদের তুলনায় অনেক কম থাকতে দেখা যাবে। হায়োসায়ামাসের ম্যানিয়াটা নিষ্ক্রিয় ধরনের হয়, তাতে তীব্রতা বা ভয়ংকরভাব খুব একটা থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর মধ্যে আত্মহত্যা করবার প্রবৃত্তি দেখা দিলেও অপরকে খুন করবার মত উন্মত্ততা তার মধ্যে দেখা যাবে না, তার বদলে তাকে চুপচাপ বসে কথা বা বিড় বিড় করে আপন মনে কথা বলতে দেখা যাবে। নিদ্রায় অথবা জাগরিত অবস্থায় রোগী নানা ধরনের অদ্ভুত ও অবাস্তব কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ধার্মিক লোকের মনে হয় যেন সে খুব একটা পাপ বা অন্যায় কাজ করেছে, যেন কাউকে খুন করেছে বা অন্য কোন দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছে।

রোগীর মনে হয় যেন সে তার বাড়ীর বদলে অন্য কোথাও রয়েছে ; যারা কাছে নেই তাদের যেন সে দেখতে পায়, একা হয়ে পড়ার ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে ভয়ের থেকে সন্দেহপ্রবণতা বেশী থাকতে দেখা যায়, তার কোন বিপদ ঘটতে চলেছে এই আশঙ্কায় সে তার বন্ধুদের প্রতিও সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে।

জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণের সঙ্গে রোগীর মনে জলের প্রতি একটা ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যেন সে জলস্রোতের শব্দ শুনতে পায় এবং জলকে ভয় পায়। জলকে ভয় পাওয়া বা হাইড্রোফোবিয়া লক্ষণটি **বেলেডোনা,** হায়োসায়ামাস, **ক্যান্থারিস** ও **হাইড্রোফোবিনাম**-এ থাকতে দেখা যাবে। **স্ট্র্যামোনিয়ামেও** জল বা জলের মত দেখতে এমন সবকিছুতেই ভয় থাকার লক্ষণ দেখা যায়, ঐ ওষুধে চক্ চকে উজ্জ্বল বস্তু, আয়না, আগুন প্রভৃতিতেও ভয় পেতে দেখা যাবে। **হাইড্রোফোবিনামে** জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ বা জলস্রোতের শব্দ শুনলে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায় বা অসাড়ে মলত্যাগ করতেও দেখা যেতে পারে। হায়োসায়ামাসের রোগী কাল্পনিক প্রশ্নের খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়, তার মনে হয় যে তাকে কেউ প্রশ্ন করেছে এবং সে সেই কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর দেয়, নিজের মনেই বিড় বিড় করে অর্থহীন কথা বলে চলে, হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে।

এই ওষুধের রোগীর ডিলিরিয়ামে আরও দুটি অবস্থা দেখা যেতে পারে। কখনো কখনো সে উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে ও সেইভাবে চলাফেরা করতে চায়, দেহের সব কাপড় জামা খুলে ফেলে। তবে তাতে যে লজ্জাহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে সে বিষয়ে সে মোটেই

সচেতন থাকে না, লজ্জাবোধটাই যেন তার থাকে না, সে তার দেহের ও ত্বকের খুব বেশী অনুভূতিপ্রবণতা বা হাইপারথেসিয়াতেই ঐরূপ করে থাকে। আবার কখনো কখনো রোগীর মধ্যে খুববেশী উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং সেই উত্তেজনা ও উদ্দীপনায় হয়ত সে তার সব কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে তার যৌনাঙ্গ সকলের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত করে রাখে।

রোগী বা রোগিণীর মধ্যে খুববেশী যৌন উত্তেজনা ও কামুকভাব বা নিম্ফোম্যানিয়া দেখা দেয়। ঐ অবস্থায় সে তখন প্রস্রাব, মল, গোবর ইত্যাদি নোংরা বিষয়ে বা অশ্লীল কথাবার্তা বলে, তবে এসবই তার অসুস্থতারই সঙ্গ হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়।

কখনো কখনো সে খুববেশী ক্রুদ্ধ ও উন্মত্ত হয়ে পড়ে হয়ত কাউকে মেরে বসে, আঁচড়ায় বা কামড়ে দেয়, নিজের মনে গান গেয়ে ও খুব দ্রুত কথা বলে চলে, উলঙ্গ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকে। প্রেমে ব্যর্থতা বা বঞ্চনার জন্য প্রতারিত হয়ে পড়ার পরে কোন কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে এই ধরনের মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

কোন বিরামহীন জ্বর, কনভালসন অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতির পরে চোখে পক্ষাঘাতের লক্ষণ সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে চোখের দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ, রাত্রি অন্ধতা, চোখের মণি একদিকে সরে থাকা বা ট্যারাভাব প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

হায়োসায়ামাসের জ্বরের সঙ্গে খুববেশী মস্তিষ্কের গোলযোগ ঘটতে দেখা যায় এবং তারই পরিণতিতে চোখে নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। দৃষ্টিশক্তির গোলযোগের সঙ্গে পিউপিল বড় ও প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে পড়া, রেটিনাতে রক্তাধিক্য ঘটা ও চোখের মাংসপেশীর দুর্বলতার জন্য চোখের দৃষ্টিতে নানাধরনের উপসর্গ দেখা দেওয়া প্রভৃতি টাইফয়েড বা ঐ ধরনের জ্বরের সঙ্গে বা পরে সৃষ্টি হতে পারে। শিশুটির প্রথমে হয়ত ঘন ঘন কয়েকবার কনভালসন হয় এবং তার চিকিৎসায় **বেলেডোনা, কুপ্রাম** অথবা অন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করার পরে কনভালসন কমে গিয়ে চোখের গোলযোগ দেখা দেয়। রোগীর বা শিশুর তখন মনে হয় যেন সব অক্ষরগুলি তার চোখের সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

নানা ধরনের স্প্যাজমোডিক উপসর্গ, পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দেওয়া উপসর্গ এই ওষুধের রোগীর দেহের যে কোন অংশেই সৃষ্টি হতে দেখা যায়; বিশেষভাবে কাশি, পাকস্থলীর গোলযোগ ও পেটের নানা উপসর্গে ঐরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

রোগীর মুখ খুব শুকনো থাকে। টাইফয়েড জ্বরে জিহ্বা খুব শুকনো, লাল, ফাটা ফাটা থাকে, জিহ্বা থেকে রক্ত পড়তে দেখা যায়। রোগীর জিহ্বা এত বেশী শুকনো থাকে যে রোগীর মনে হয় তার মুখের মধ্যে জিহ্বাটা খড়্খড়্ শব্দ করছে।

অনেক চেষ্টায় রোগীকে তার অর্ধচেতন অবস্থা থেকে জাগিয়ে তার জিহ্বাটা দেখাতে বললে রোগী অতি কষ্টে তার কম্পমান জিহ্বাটি বার করে। অনেক ক্ষেত্রে দাঁতে দাঁত শক্তভাবে এঁটে থাকতে দেখা যায়, দাঁতে টিপ্ টিপ্ করা ব্যথা, ছিঁড়ে পড়া বা কন্ কন্ করা বা দপ্ দপ্ করা ব্যথা, দাঁতে ময়লা বা ছাতা পড়া অবস্থা, দাঁত কড়্ মড়্ করা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। কথা বলতে গেলে জিহ্বায় কামড় লাগা, জিহ্বায় পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হবার ফলে খাদ্য বা পানীয় গিলতে কষ্ট হওয়া, ভুক্তদ্রব্য বা পানীয় নাক দিয়ে বেরিয়ে আসা, জলের স্রোতের শব্দ শুনে বা জল দেখে বা জল গিলতে গেলে ইসোফেগাসে স্প্যাজমোডিক বা আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ঘটা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

এই ওষুধটির পাকস্থলী ও পেটের বিভিন্ন লক্ষণও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বমি হওয়া, জলের প্রতি ভয়, অদম্য পিপাসা থাকলেও জলপানে অনীহা বা বিরূপতা, মুখের ও গলার মতই পাকস্থলী খুব শুকনো থাকা, পাকস্থলী ফুলে ওঠা ও খুব বেদনাবোধ, পাকস্থলীতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে রক্তবমি হওয়া, সারা পেটটাই খুব ফুলে থাকা, পেটে খুব স্পর্শকাতর বেদনা, কেটে যাবার মত বেদনা ; খারাপ ধরনের টাইফয়েডে পেটের সব যন্ত্রাদিতেই প্রদাহ ও সমুদয় পেটটি খুববেশী ফুলে ওঠা, পেটের ত্বকে নিচে রক্তজমা বা 'পেটেকী' দেখা দেওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে।

খারাপ ধরনের বিরামহীন জ্বর, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতির সঙ্গে যে ধরনের পেটের গোলযোগ ও ডায়রিয়া থাকে, এই ওষুধেও সেইরূপ ডায়রিয়া থাকতে দেখা যায়। পায়ার্স গ্ল্যান্ডে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, অন্ত্র থেকে রক্তপাত, হলদে, ডালের খোসার মত কিছু যেন জড়ানো মল বেরোতে দেখা যায়। কখনো কখনো জলের মত পাতলা, খুব দুর্গন্ধযুক্ত ও রক্তমেশানো মল বেরোতে দেখা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মলত্যাগের সময় মলদ্বার ও রেক্টামে কোন বেদনা থাকে না ; বেদনাহীন মলত্যাগ এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ। অসাড়ে মলত্যাগ হওয়াও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রস্রাব ও মল রোগীর অজ্ঞাতে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। যে সব হিস্টিরিয়াপ্রবণ মহিলা ও অল্পবয়সী মেয়েদের ডায়রিয়ায় রক্তমেশানো মল বেরোয় তাদের পক্ষে ওষুধটি বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। জরায়ুর সঙ্গে অন্ত্রেও শৈথিল্য থাকতে দেখা যায়। স্ফিংকটার এনাইয়ে পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতায় অসাড়ে মল বেরিয়ে আসা, প্রসবকালীন ডায়রিয়া, প্রসবকালে মূত্রথলীতে পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতায় প্রস্রাব মূত্রথলীতে জমে থাকা এবং প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা না থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাবকালে প্রস্রাব আটকে থাকা লক্ষণে **কস্টিকামই** প্রধান ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। **কস্টিকাম**, **রাসটক্সের** মতই দেহের বিভিন্ন অংশে অধিক চাপা বা স্ট্রেইন হবার ফলে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রসবকালে মহিলাদের পেলভিসের বিভিন্ন মাংসপেশীতে যে খুববেশী চাপ পড়ে তার ফলে সেগুলি ক্লান্ত, শিথিল ও পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হয়ে পড়ে।

মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত অবস্থার জন্য খুববেশী যৌন উত্তেজনা থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ঠাণ্ডা লেগে জরায়ুতে প্রসব বেদনার মত ব্যথা হওয়া, ঠাণ্ডা লাগার ফলে মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হওয়া অথবা ঋতুস্রাব আটকে বা দমিত হয়ে যাওয়া; ঋতুস্রাব, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা ও প্রসবকালে নানা ধরনের উপসর্গ ও হিস্টিরিয়া ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হওয়া, প্রস্রাব ত্যাগের কোন ইচ্ছাই না থাকা প্রভৃতি হায়োসায়ামাসে দেখা যায়।

ল্যারিংক্স ও শ্বাস পথে খুব শ্লেষ্মা সৃষ্টি হওয়া, গলায় প্রদাহের সঙ্গে গলার ভিতরটা খুব শুকনো থাকা ও স্বরভঙ্গ হওয়া, কথা বলতে কষ্ট হওয়া, হিস্টিরিয়া-জনিত অ্যাফোনিয়া বা স্বর-বিলোপ প্রভৃতি উপসর্গে হায়োসারামাস কার্যকরী হয়ে থাকে। স্নায়বিক ও হিস্টিরিয়াজনিত উপসর্গে হায়োসায়ামাস ও **ভেরেট্রাম** বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

বুকের মাংসপেশীতে আক্ষেপ বা স্প্যাজম সৃষ্টি হবার ফলে শ্বাসকষ্ট; বুকের ভিতরে ঘড়্‌ঘড় শব্দ, হিস্টিরিয়াজনিত কাশি, শুকনো ঘঙ্‌ঘঙে কাশি রাত্রিতে, শুয়ে থাকলে বেশী হতে এবং বসা অবস্থায় কম থাকতে দেখা যায়। গলার ভিতরে সুড়-সুড় করে কাশি আরম্ভ হয়, কথা বললে, গান গাইলে, কিছু খাবার বা পান করবার পরে সেই কাশি বেড়ে যেতে দেখা যায়।

হাত-পায়ে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা, মাংসপেশীতে কনভালসন, হাত, পায়ের মাংসপেশীতে ঘন ঘন মৃদু সংকোচন ও কম্পন সৃষ্টি হওয়া, ঘুমের মধ্যে অনেক উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা আবার কোন কোন ক্ষেত্রে খুব গাঢ় নিদ্রা. ঘুমে বা জাগ্রত অবস্থায় বিড়বিড় করা, লাম্পট্য বিষয়ে স্বপ্ন দেখা, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ উঠে বসে আবার শুয়ে পড়া, অর্থাৎ বিচিত্র ও ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে আবার শুয়ে পড়া, স্বপ্নকে বাস্তব বলে মনে হওয়া, ভয় পেয়ে ঘুমের মধ্যেই চমকে ওঠা, ভয় পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠা, দাঁত কড়মড় করা, ঘুমের মধ্যেই হেসে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যায়।

এই ওষুধের জ্বর নিচু ধরনের বিরামহীন, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতির মত হয়ে থাকে।

হাইপেরিকাম
(Hypericum)

হাইপেরিকামে প্রুভিংয়ের লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অনুভূতি সম্পর্কিত স্নায়ুগুলিতে বিশেষ এক ধরনের আঘাতজনিত লক্ষণের মত লক্ষণ দেখা যায়, কাজেই ওষুধটি যে ঐ ধরনের আঘাতজনিত অবস্থায় ফলপ্রদ হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। হোমিওপ্যাথিক সার্জারীতে প্রধানত **আর্নিকা, রাসটক্স, লিডাম, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ক্যালকেরিয়া** এবং হাইপারিকাম প্রভৃতি ওষুধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত

হয়। যে কোন আঘাতজনিত অবস্থায় এই ওষুধগুলির মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী একটিকে রুটিন মত বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। থেঁতলে যাওয়া, কালশিটে পড়া ও টনটনে বেদনায় আক্রান্ত উপসর্গে **আর্নিকা** ব্যবহৃত হয়, এবং প্রধানত সব উপসর্গেরই অ্যাকিউট অবস্থাতেই এটি বেশী কাজে লাগে, আহত স্থানের মাংসপেশী ও টেণ্ডনে কোনরূপ স্ট্রেইন বা বিশেষ চাপ পড়া অবস্থায় **আর্নিকা** বিশেষ কাজ দেয় না। আঘাতের পরবর্তী অবস্থায় যখন মাংসপেশী ও টেণ্ডনে দুর্বলতা ও থেঁতলে যাওয়ার মত, বাতের ব্যথার মত ব্যথা দেখা দেয় তখন **রাসটক্স** কার্যকরী হয়। কিন্তু রাসটক্সেও সম্পূর্ণভাবে ঐ ধরনের উপসর্গ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় না হয়ে প্রতিবার ঝড়ো ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাতের মত ব্যথা ও থেঁতলে যাবার মত বোধ থাকা লক্ষণে এবং একনাগাড়ে নড়া-চড়ায় বেদনা কম থাকা অবস্থায় **রাসটক্সের** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

উপরোক্ত তিনটি ওষুধে আমরা একটা সিরিজ দেখতে পাই ; কিন্তু হাইপেরিকামের সঙ্গে ঐ ওষুধগুলির প্রভেদটা জানা বা বোঝা বিশেষ প্রয়োজন। টেণ্ডন ও মাংসপেশীর থেঁতলানো ও স্ট্রেইনড অবস্থায় হাইপেরিকামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা থাকে না. অন্য একধরনের উপসর্গে এই ওষুধটির গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া দেখা যেতে পারে। হাইপেরিকাম ও **লিডামে** অনেকটা এক ধরনের উপসর্গ বা লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং এই ওষুধ দুটির পার্থক্যটা জেনে নেওয়া দরকার। **লিডামে আর্নিকার** মতই থেঁতলে যাওয়ার মত ব্যথা ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথা থাকতে দেখা যায় কিন্তু আক্রান্তস্থানে কোন স্নায়ুতে আঘাত লেগে প্রদাহ সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে হাইপেরিকাম ও **লিডাম** কার্যকরী হয়। **আর্নিকা, রাসটক্স, ক্যালকেরিয়া কার্বের** মত মাংসপেশী, টেণ্ডন, হাড়, শিরা-ধমনী প্রভৃতির বদলে ঐ ওষুধদুটি প্রধানত স্নায়ুর উপরে এবং স্নায়ুজনিত উপসর্গে বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। যখন হাত বা পায়ের আঙ্গুলের ডগা থেঁতলে যায় অথবা একটা নখ উপড়ে যায় অথবা যদি একটা স্নায়ুতে খুব চোট লেগে সেটাতে প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং বেদনাটা সেই আহত স্নায়ুটির গতিপথ বরাবর থাকে এবং সেখান থেকে সূচ ফোটানো বা বর্শার মত সূচালো কিছু বেঁধার মত ব্যথা যদি দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় তা হলে সে ক্ষেত্রে হাইপেরিকামই প্রধান ওষুধ বলে বিবেচিত হবে।

হাতের আঙ্গুল, কব্জি প্রভৃতি স্থানে কুকুরের কামড়ে গর্ত হয়ে যদি কোন স্নায়ু আহত হয় তা হলে প্রথম অবস্থায় হাইপেরিকামের লক্ষণ না থাকলেও পরে সেগুলি দেখা দেবে এবং হাইপেরিকাম সেই অবস্থাকে সারিয়ে তুলতে পারবে। কোন কোন আহত স্থান ফুলে লাল হয়ে থাকতে এবং সহজে সেরে ওঠার কোন লক্ষণ না থাকতে দেখা যায়। আহত স্থানটি শুকনো, ধারগুলি চক্‌চকে দেখায়, সেখানে প্রদাহ-জনিত অবস্থা, সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে পড়া বা জ্বালা করা ব্যথা থাকে। ঐ ধরনের লক্ষণে হাইপেরিকাম ফলপ্রদ হয়ে থাকে। এই ওষুধটি টিটেনাস প্রতিরোধ করতেও সক্ষম। আঘাতের ফলে কোন সেণ্টিমেণ্ট নার্ভ আহত হলে লক্‌ জ' বা চোয়াল

আটকে যাওয়া লক্ষণ দেখা দিতে পারে। হাতের আঙ্গুলের ডগায় যে কোন ভাবে কেটে গেলে বা আঘাত লাগলে বেদনাটা যদি দ্রুতগতিতে হাত থেকে উপরে বাহুর দিকে ছুটে যেতে দেখা যায় এবং অনতিবিলম্বে লক্-জ অথবা টিটেনাস হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, হাইপেরিকাম এই অবস্থাতে খুব কার্যকরী হয়। ওষুধটি বেদনা কমিয়ে এনে লক্-জ বা টিটেনাস ও ওপিসথোটোনাস অবস্থাকেই সারিয়ে তুলতে সক্ষম হবে।

পুরানো শুকিয়ে যাওয়া কোন স্থানে কোন শক্ত জিনিসে ঘষা লেগে বা আঘাত লেগে নতুন করে যদি সেখানে বা অভ্যন্তরে থেঁতলে বা ছিঁড়ে যায় এবং তার ফলে যদি সেখানে ছিঁড়ে যাবার মত, সূচ বা হুল ফোটানোর মত ব্যথা দেখা দেয় ও জ্বালা করতে থাকে, কিছুতেই যদি সেই বেদনাটা না কমে এবং ঐ স্থানের স্নায়ুর গতিপথ ধরে ব্যথাটা যদি দেহের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় তা হলে সে ক্ষেত্রেও হাইপেরিকাম ফলপ্রদ হবে।

সাধারণত থেঁতলে যাওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় **আর্নিকা** ফলপ্রদ হয়। কিন্তু যে কোন ধরনের আঘাতে যখন-তখন **আর্নিকা** প্রয়োগ করা অনুচিত, কারণ ওষুধটি বেশী মাত্রায় প্রয়োগের ফলে দেহে ইরিসিপেলাস দেখা দিতে পারে।

আবার আঘাত লেগে যদি কোন হাড়, কার্টিলেজ ও টেণ্ডন, জয়েণ্টের কাছাকাছি অংশে থেঁতলে যাওয়া অবস্থার সৃষ্টি হয় তা হলে সেক্ষেত্রে অন্য যে কোন ওষুধের তুলনায় **রুটা** বেশী ফলপ্রদ হবে, কারণ **রুটার** প্রুভিংয়ে আমরা এই ধরনের লক্ষণই পেয়ে থাকি ; হাড়, কার্টিলেজ, জয়েণ্ট প্রভৃতি অংশে দীর্ঘদিন ধরে টনটন্ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা **রুটাতে** থাকতে দেখা যাবে। কিন্তু **লিডাম** প্রায়ই প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোন অ্যাকসিডেণ্টে যদি আঙ্গুলের ডগা, নখ প্রভৃতি আহত হয়, যদি পায়ের পাতায় বা পায়ের আঙ্গুলে একটা পেরেক বা কাচের টুকরো বা অনুরূপ কিছু ঢুকে যায় তা হলে প্রতিরোধক হিসাবে **লিডাম** কার্যকরী হবে। সরু এবং তীক্ষ্ম কিছুর জন্য যদি পাংক্চারড্ উণ্ড অর্থাৎ গভীর ছিদ্র হয়ে পড়ার মত আঘাত লাগে, যেমন ইঁদুর বা বিড়ালে কামড়ালে হয় সেইরূপ আঘাতে **লিডাম** খুবই ফলপ্রদ হয়, এবং লক্-জ, টিটেনাস প্রভৃতিকে প্রতিরোধ করতে পারে। আক্রান্ত স্থানে টনটনে ও সব সময়েই থাকা একটা কামড়ানো ব্যথায়ও **লিডাম** কার্যকরী হবে কিন্তু ব্যথাটা যদি স্নায়ুর গতিপথ ধরে অন্য স্থানে ছড়িয়ে যায় সে ক্ষেত্রে হাইপেরিকামই যোগ্য ওষুধ হবে।

যদি কোন নার্ভাস প্রকৃতির মহিলা দিনের বেলা কোন একটা পেরেক বা তীক্ষ্মধার কিছুতে পায়ে আঘাত পাবার পরে সারাদিনই আহত স্থানটায় টনটন্ করে এবং সে শুয়ে পড়ার পরে আহত স্থানে এমন তীব্র কামড়ানো ও টাটানে ব্যথা হতে থাকে যে সে চুপচাপ থাকতে পারে না তখন সেই অবস্থায় **লিডাম** তার বেদনা কমিয়ে দেবে এবং লক্-জ, টিটেনাস প্রভৃতি থেকে তাকে রক্ষা করবে ; কিন্তু যদি দেখা যায় যে বেদনাটা পরদিন সকাল পর্যন্তও থেকে গেছে এবং পা বেয়ে বেদনাটা উপরের

দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, সেক্ষেত্রে হাইপেরিকাম প্রয়োগ করতে হবে। টিটেনাস দেখা দেবার আগেই **লিডাম** প্রয়োগ করলে আর টিটেনাস হবার আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু মাংসপেশীতে যদি জার্কিং অর্থাৎ ঝাঁকুনি লেগে কেঁপে ওঠার মত লক্ষণ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই হাইপেরিকাম প্রয়োগ করতে হবে। আহত স্থান ছিঁড়ে খুঁড়ে গেলে (ন্যাসারেটেড) ও ছোট ছোট স্নায়ু আহত হলে অযথা **আর্নিকা** প্রয়োগ করে সময় নষ্ট না করে হাইপেরিকাম প্রয়োগ করতে হয় এবং ছিদ্র হয়ে যাওয়া আঘাতে (পাংকচারড্ উণ্ড) **লিডাম** প্রয়োগ করতে হয়।

মেরুদণ্ডে আঘাতজনিত নানা ধরনের উপসর্গে হাইপেরিকাম প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। গাড়ীর ধাক্কা বা অন্য যে কোন ভাবে মেরুদণ্ডের যে কোন স্থানে, কক্সিক্স অঞ্চলে আঘাত লেগে মাথা ও দেহের সর্বত্রই ব্যথা দেখা দিতে পারে, আহত স্থানে প্রদাহজনিত অবস্থা, আহতস্থানের গভীরে রক্তপাত হয়ে পরে সেখানে অ্যাবসেস সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতিতে হাইপেরিকাম কার্যকরী হতে দেখা যায়। কক্সিক্স অঞ্চলে আঘাত লেগে প্রথমে সেখানে একটু টাটানো ব্যথা ও সামান্য প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। আহত স্থানে হাত দিয়ে একটু চাপ দিলে টন্‌টনে ব্যথাবোধ হয়। এরূপ অবস্থায় প্রথম দিকে হাইপেরিকাম প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাবে। কিন্তু তা না হলে দীর্ঘস্থায়ী একটা থেঁতলে যাবার ও ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা ও কামড়ানো ব্যথা থেকে যায় এবং এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গে **কার্বোঅ্যানিমেলিস, সাইলিসিয়া, থুজা** এবং এবং অন্যান্য ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

মেরুদণ্ডের উপর দিকে কোনভাবে আঘাত লাগলে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে পিঠের উপরের অংশে আঘাত পেলে অনেকেই **রাসটক্স** বা **আর্নিকা** প্রয়োগ করে থাকে, কিন্তু ঐরূপ আঘাতের ফলে প্রদাহ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনায় হাইপেরিকামই উপযুক্ত ওষুধ। তবে মেরুদণ্ডের উপরের অংশে আঘাত লাগার ফলে টান ধরা ও বাতের মত ব্যথা থাকতে দেখা গেলে প্রথমে **রাসটক্স** এবং তার পরে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** প্রয়োগ করতে হয়। পিঠে পুরানো বা অনেকদিন স্থায়ী দুর্বলতা, বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে গেলে ব্যথা প্রভৃতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রথমে **রাসটক্স** এবং তারপরে **ক্যালকেরিয়া** প্রয়োগে সেরে যায় কিন্তু সর্বপ্রথমে হাইপেরিকাম প্রয়োগ করলে স্পাইন্যাল কর্ডের তন্তু ও মেনিনজেসের গোলযোগ ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না।

মেরুদণ্ড বা কক্সিক্সে আঘাতজনিত অবস্হা বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে এবং তার জন্য লক্ষণ ভেদে অনেক ওষুধই কাজে লাগে তবে ঐরূপ আঘাতের ফলে যে ধরনের লক্ষণ সাধারণত দেখা দেয় সে সবই হাইপেরিকামের প্রুভিংয়ের সময় থাকতে দেখা যায়, তাই ঐরূপ উপসর্গে এই ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। কোন ধারালো অস্ত্রে কোথাও কেটে গেলে, সার্জারীর সাহায্যে কোন অপারেশন করলে পরে যদি দেখা যায় যে পেটের মাংসপেশীর চেহারাটা অস্বাস্থ্যকর এবং সেখানে যদি হুল বেঁধানো ও জ্বালা করা ব্যথা থাকে তা হলে সেক্ষেত্রে **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** প্রয়োগে

কাটা স্থানটিতে গ্র্যানুলেসন শুরু হবে এবং আহতস্থানটি তাড়াতাড়ি জুড়তে সাহায্য করবে। তা ছাড়া স্ফিংক্টার-এর প্রসারিত অবস্থা বা স্ট্রেচিংয়েও **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** খুব ফলপ্রদ হয়, কারণ সাধারণভাবে মাংসপেশীর স্ট্রেচিং অবস্থায় **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করে থাকে। কোন মহিলার ইউরেথ্রা যদি পাথরীর জন্য প্রসারিত বা স্ট্রেচড্ হয় তা হলে **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** কার্যকরী হবে। স্ফিংক্টার বা মাংসপেশীর স্ট্রেচিংয়ের জন্য দেহে শীতলতা, মাথায় কনজেসসন এবং আক্রান্ত স্থানে চিরে ফেলা বা ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা থাকে তবে সেক্ষেত্রে **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** অবশ্যই কার্যকরী হবে।

দেহে কোথাও সার্জিক্যাল অপারেশনের পরে খুববেশী অবসাদ, শীতলতাবোধ, রক্ত চুঁইয়ে পড়তে থাকা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস খুব শীতল থাকতে দেখা গেলে সাধারণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হয়ত **কার্বোভেজ** প্রয়োগ করবেন, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাবে না। যে চিকিৎসকের সার্জারী সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান আছে তিনি ঐরূপ অবস্থায় **স্ট্রনসিয়াম কার্ব** প্রয়োগ করবেন এবং তাতেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

অনেক ক্ষেত্রে ক্লোরোফর্ম-এর প্রতিরোধক বা অ্যান্টিডোট প্রয়োগের প্রয়োজন হয় কারণ দেহে নানা ধরনের বেদনা, কামড়ানো বা টাটানো ব্যথা থাকে এবং ক্লোরোফর্মের জন্য কোন ওষুধই ভাল ভাবে কাজ করতে পারে না। **ফসফরাসের** একটি মাত্র ডোজ প্রয়োগেই রোগীর বমি বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ **ফসফরাসে** ক্লোরোফর্মের মতই বমি থাকতে দেখা যায়। **ফসফরাসের** রোগী শীতল জিনিস পছন্দ করে, তার পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা জল যাবার পরে উষ্ণ হয়ে উঠলেই সেটা বমি হয়ে উঠে যায়, ক্লোরোফর্মেও তাই দেখা যায়, কাজেই ঐ দুটির পরস্পরের অ্যান্টিডোট রূপে কাজ না করবার কোন কারণ আছে কি?

ইগনেসিয়া
(Ignatia)

ইগনেসিয়া খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ, কোমল প্রকৃতির মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন উপসর্গে, হিস্টিরিয়াপ্রবণ মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। সাধারণ হিস্টিরিয়া ইগনেসিয়াতে সারানো যায় না, তবে খুব অনুভূতি-প্রবণ, ভদ্র, উচ্চশিক্ষিত, কোমল স্বভাবের মহিলাদের স্নায়বিক উপসর্গ অনেক ক্ষেত্রেই হিস্টিরিয়ার উপসর্গের মত হতে দেখা যায় এবং সেক্ষেত্রে ইগনেসিয়া ফলপ্রদ হয়ে থাকে। হিস্টিরিয়ার প্রবণতা থাকাটা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং আগে থেকে তা বোঝাও যায় না। তবে কোন মহিলা অতিমাত্রায় পরিশ্রান্ত বা খুববেশী উত্তেজিত হয়ে পড়লে বা আবেগাপ্লুত হলে অনেক ক্ষেত্রে এমন সব কাজ করে যার কোন অর্থ সে নিজেই খুঁজে পায় না। অত্যধিক উত্তেজনায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে সে নানা ধরনের অদ্ভুত কাজ করে বসে। যেসব কাজ সে কথনো পছন্দ করে না সেইরূপ কাজই করে বসে এবং হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত তাতে আনন্দ পায়, বোকার মত কাজ করেও সে গর্ব

বোধ করে। তবে যারা অচেতনভাবে ঐ ধরনের কাজকর্ম করে বলে আমাদের দৃষ্টি এখানে তাদের প্রতিই নিবদ্ধ হবে।

বাড়ীতে ঝগড়া-ঝাটি, কথা কাটাকাটি হওয়ায় কোন মহিলা খুব বিরক্ত, উত্তেজিত হয়ে পড়লে তার দেহে ক্র্যাম্পস্ বা টানধরা ব্যথা আরম্ভ হয়ে যেতে পারে, সে হয়ত তখন কাঁপতে থাকে, অথবা তার দেহে শিহরণের মত মৃদু কম্পন শুরু হতে পারে। ঐ মহিলার মাথায় যন্ত্রণা দেখা দেয় ও সে খুব অসুস্থবোধ করে। ঐ মহিলার ঐরূপ অসুস্থতায় ইগনেসিয়াই উপযুক্ত ওষুধ হবে। কোন যুবতী মেয়ে যদি প্রেমে প্রতারিতা বা প্রবঞ্চিতা হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, তার যদি মাথার যন্ত্রণা ও দেহে কাঁপুনি দেখা দেয়, সে যদি খুব নার্ভাস ও নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে তা হলে ইগনেসিয়া তাকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সাহায্য করবে। কোন মহিলা তার সন্তান বা স্বামীকে হারিয়ে সেই শোকে-দুঃখে কাতর হয়ে পড়ায় যদি তার মাথার যন্ত্রণা, কাঁপুনি, উত্তেজনা, নিদ্রাহীনতা, নিজেকে কিছুতেই সংযত বা প্রকৃতিস্থ রাখতে না পারা ও কান্নার ভেঙ্গে পড়া অবস্থা দেখা যায় তা হলে ইগনেসিয়া তার এই ভেঙ্গে পড়া মানসিক অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে সাহায্য করবে। এইরূপ শোক, দুঃখ, বিরক্তি, কথা কাটা-কাটি, প্রেমে ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিলে **নেট্রাম মিউর**ও কার্যকরী হতে পারে। বিজ্ঞান, গান-বাজনা, শিল্পকলা প্রভৃতিতে খুববেশী পরিশ্রম করে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ার পরে যদি রোগী বা রোগিণী খুব বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে, সে যদি কাঁপতে থাকে, নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে, কোনরূপ হৈ-চৈ গোলমালই যদি তার সহ্য না হয়, যদি তার দেহের মাংসপেশীতে ক্র্যাম্প এবং ঝাঁকুনি লাগার মত কাঁপুনি দেখা দেয় এবং সে কাঁদতে শুরু করে সেক্ষেত্রেও ইগনেসিয়া তাকে প্রকৃতিস্থ হতে সাহায্য করবে, তবে যদি ঐরূপ অবস্থা ইগনেসিয়া প্রয়োগে সম্পূর্ণ না সেরে কিছুটা ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে **নেট্রাম মিউর** ইগনেসিয়ার পরবর্তী ওষুধ হিসাবে কার্যকরী হয়ে ঐ অসুস্থতাকে সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তুলতে পারবে।

কোন একটি খুব অনুভূতিপ্রবণ মেয়ে গান-বাজনা বা শিল্প কলার কাজ করে খুববেশী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ার পরে যদি তার ভালবাসা বা প্রেমের বিষয়ে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে না পেরে অপাত্রে প্রেম নিবেদন করে বসে, সে হয়ত কোন বিবাহিত পুরুষকে ভালবেসে ফেলে এবং সেটা ঠিক নয় বুঝেও কিছুতেই নিজেকে বা নিজের মনকে সংযত রাখতে পারে না। রোগিণীর মনের এইরূপ অবস্থার প্রথমদিকে ইগনেসিয়া প্রয়োগে তার মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে ; কিন্তু যদি ঐরূপ মানসিক অবস্থা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী বা পুরানো হয় তা হলে ইগনেসিয়ায় কোন কাজ না হলে সে ক্ষেত্রে **নেট্রাম মিউর** ফলপ্রদ হবে। এভাবেই ইগনেসিয়ার সঙ্গে **নেট্রাম মিউরের** ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা দেখাতে বা বুঝাতে পারা যায়।

ইগনেসিয়াতে মৃদু কম্পন ; নার্ভাস ধরনের কাঁপুনি ও উত্তেজনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হঠাৎ দৈহিক দুর্বলতা দেখা দেয়, হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত অবসাদ ও মূর্চ্ছাভাব দেখা দিতে পারে, ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে দেখা যায়। যারা

নার্ভাস প্রকৃতির থাকে, একটুতেই কেঁদে ফেলে, বিষণ্ণ হয়ে পড়ে এবং খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ মানসিকতার অধিকারী থাকে তাদের পক্ষে এই ওষুধটিকে বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়। দেহে ঝাঁকুনি, মৃদু কাঁপুনি, কনভালসনযুক্ত কাঁপুনি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। কোন শিশু বা বালক-বালিকাকে কোন শাস্তি দেবার পরে ঘুমের মধ্যেই তার কনভালসন দেখা দেয়, প্রথম দাঁত ওঠার সময়ও কনভালসন দেখা দিতে পারে, ভয় পেয়ে দেহে স্প্যাজম বা আক্ষেপ সৃষ্টিও হতে পারে। শিশুটির দেহ ঠাণ্ডা ও ফেকাশে হয়ে পড়ে এবং **সিনার** মত সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তীব্র ধরনের কনভালসনের সঙ্গে অচেতন হয়ে পড়তে দেখা যায়। মাংসপেশীতে খুব বেশী টানধরা অবস্থার সঙ্গে কনভালসন, ভয় পাবার পরে টিটেনাস, আবেগজনিত কোরিয়া বা স্নায়বিক কাঁপুনি, খুব ভয় বা শোকের ফলে বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি প্রভৃতি ইগনেসিয়াতে ঘটতে দেখা যায়। কোন একটা হাতে অসাড়তা, মস্তিষ্কে রক্তপাতজনিত অবস্থার মত কোন একটা হাত বা পায়ে পক্ষাঘাতের মত লক্ষণ দেখা দেওয়া কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই পক্ষাঘাতের মত অবশ ও দুর্বল বাহুটি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া প্রভৃতি অবস্থা বা লক্ষণ এই ওষুধটিতে আছে।

ইগনেসিয়াতে নানারূপ বিস্ময়কর অবস্থা থাকতে দেখা যায়। কোন একটা জয়েণ্টে প্রদাহ, দুর্বলতা, লালভাব ও দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি প্রভৃতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ব্যথা থাকার কথা কিন্তু ইগনেসিয়ার রোগী ঐরূপ জয়েণ্টের প্রদাহ-জনিত অবস্থায় কোন বেদনা না থাকতে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রান্তস্থানে জোরে চাপ দিলে আরামবোধ হতেও দেখা যায়। কোন রোগীর গলায় প্রদাহ, লাল হয়ে ফুলে ওঠা ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথা এবং স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে যে রোগীর খাবার গিলতেও কষ্ট হবে, কিন্তু রোগী হয়ত বলবে যে কোন শক্ত খাদ্য গিলতে গেলে তার গলায় কোন বেদনা বা কষ্টবোধ হয় না; কোন শক্ত খাদ্য গিলতে গেলে গলার ভিতরে যে চাপ লাগে তাতে বরং সে কিছুটা আরামবোধ করে। এই ধরনের বিস্ময়কর লক্ষণ বা অবস্থা ইগনেসিয়াতে থাকতে দেখা যায়।

মানসিক দিক থেকেও রোগীকে নানা ধরনের অযৌক্তিক ও ব্যাখ্যার অযোগ্য কাজকর্ম করতে দেখা যায়, যেটা হওয়া উচিত বা যেটা স্বাভাবিক ভাবে আশা করা যায় তার বিপরীত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। রোগী বেদনাক্রান্ত অংশের দিকে চেপে শুয়ে থাকলে বেদনা কম থাকে, তাতে বেদনা বেড়ে যাবার বদলে রোগীকে আরাম পেতে দেখা যায়। রোগীর মাথায় একপাশে পেরেক বা কাঁটার মত একত্র কিছু বিঁধে যাবার মত বেদনা, মাথায় ঐ আক্রান্ত দিকটা চেপে শুয়ে থাকলে কমে যেতে বা কম থাকতে দেখা যাবে।

পাকস্থলী ও হজমের গোলযোগেই অনুরূপ বিস্ময়কর লক্ষণ থাকে। কোন রোগিণীর কোন কিছু খেলেই হয়ত বমি হয়ে যেতে দেখা যায় এবং তাকে সামান্য, সহজে হজম হয় এমন খাদ্য, অল্প একটু টোস্ট হয়ত খেতে দেওয়া হয় কিন্তু তাও

তার সহ্য হয় না, বমি করে তুলে ফেলে। শেষে হয়ত রোগিণী বলবে যে এক টুকরো কাঁচা আনাজ বা পেঁয়াজ কুঁচি চিবিয়ে খেলে ভাল লাগবে বলে তার মনে হচ্ছে এবং সত্যি সত্যিই কাঁচা আনাজ বা পেঁয়াজের টুকরো খেয়ে সে ভাল থাকে। পাকস্থলীর এইরূপ অবস্থাকে হিস্টিরিয়ার মত অবস্থা বলা যায়। যে সব জিনিস সহজে হজম হয় না তা খেলে যেখানে গা-বমি বৃদ্ধি পাবার কথা, সেখানে ঐ ধরনের জিনিস খেয়ে রোগী বা রোগিণীর গা-বমিভাব ও বমি হওয়া বন্ধ হয়ে যেতে দেখা যাবে। রোগী বা রোগিণী ঠাণ্ডা খাদ্য বা পানীয় পছন্দ করে ও সেগুলি সহজে হজমও হয় কিন্তু উষ্ণ খাদ্য ও পানীয় তার সহ্য হয় না তাতে হজমের গোলযোগ সৃষ্টি হয়।

কাশির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিস্ময়কর লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। গলায় কিছুটা সুড়সুড় করায় কাশি দেখা দেওয়া, অথবা ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়াতে পূর্ণতাবোধের জন্য কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা তুলে ফেলার চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইগনেসিয়ার ক্ষেত্রে গলায় যত বেশী সুড়সুড় করে তত বেশী কাশি হতে থাকে এবং কাশিতে সুড়সুড় বোধ না কমে আরও বৃদ্ধি পায় এবং সুড়সুড় ও কাশির তীব্রতায় শেষে স্প্যাজম্ দেখা দেয়। কাশির দমকের তীব্রতায় দেহে ঘাম দেখা দেয়, কাশির দমকের তীব্রতায় সে শয্যায় উঠে বসে থাকে, দম আটকাবোধ হতে থাকে, ওয়াক্ ওঠে, সারা দেহ ঘামে ভিজে যায় এবং রোগিণী খুববেশী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সামান্য কোন বিরক্তিকর ঘটনায়, ভয় পাওয়া অথবা অতিরিক্ত দৈহিক বা মানসিক ক্লেশে নার্ভাস ও অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণ যুবতী বা মহিলাদের ল্যারিংক্সে আক্ষেপ বা স্প্যাজম সৃষ্টি হয়ে যায়। 'লেরিনজিসমাস স্ট্রাইডুলাসের' জন্য ল্যারিংক্স বা গ্লটিস অংশে যে স্প্যাজম দেখা দেয় এবং তাতে যে শব্দ সৃষ্টি হয় সেটা অনেকটা দূর থেকেও শোনা যায়। ইগনেসিয়া প্রয়োগে এই অবস্থা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দূর করা যায়। (**জেলসিমিয়াম, মস্কাস**)।

মানসিক ঋতুস্রাবকালে স্নায়বিক এবং অন্যান্য সব গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রোগিণীর মানসিক অবস্থায় একটা ব্যস্ততা, উত্তেজনা থাকে; স্মৃতিশক্তির উপর ভরসা থাকে না, কোন ঘটনায় যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে এবং একধরনের মানসিক বিভ্রান্তি বা কনফিউশন দেখা দেয়, বা গান-বাজনায় অভ্যস্ত সে গানের বা বাজনার নিয়ম-কানুন, স্বরলিপি প্রভৃতি সব কিছুই ভুলে যায়।

মানসিক বিভ্রান্তির পরে ডিলিরিয়ামের মত অস্বাভাবিক ও অবাস্তব সব কল্পনা বা ভাবনা-চিন্তা রোগিণীর মধ্যে দেখা দেয়। খুববেশী আবেগতাড়িত অবস্থায় রোগিণীর মধ্যে জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম হলে যেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় সেইরূপ অবস্থা দেখা দেয়। সাময়িক একটা হিস্টিরিয়াজনিত উত্তেজনার মত অবস্থা দেখা দেওয়ায় রোগিণী মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সে তখন চুপচাপ একা বসে থাকে এবং চোখের জল ফেলে। রোগিণীর মধ্যে সব সময়ই একটা ভয় ও ভবিষ্যৎ

বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং এই দিক থেকে ইগনেসিয়ার সঙ্গে **হায়োসায়ামাসের** কিছুটা সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়।

এই ধরনের মানসিক অবস্থার সঙ্গে ইগনেসিয়ার রোগিণীর পাকস্থলী ও পেটে একটা শূন্যতাবোধ ও কাঁপুনি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রেমে ব্যর্থতা, খুব দুঃখ বা শোক থেকে তার মধ্যে নানা ধরনের স্নায়বিক লক্ষণ, হাত-পায়ে কাঁপুনির জন্য কোনকিছু লিখতে অসুবিধা, সামান্য কারণেই ভীত হয়ে পড়া প্রভৃতি অবস্থা বা লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ইগনেসিয়ার রোগিণীর মনে শিথিলতা বা হাবা-বোকার মত অবস্থার বদলে ক্লান্তি ও অতি পরিশ্রমজনিত দুর্বলতা দেখা দেয়। সামাজিক কাজকর্মে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তার মানসিক উত্তেজনা ও হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয়। কোন বিষয়ে সে মনঃসংযোগ করতে পারে না, কোন প্রশ্ন করে তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। তার মধ্যে ভয়, আশঙ্কা, উদ্বেগ, কান্নাকাটি করা প্রভৃতি অবস্থা দেখা যায় এবং সে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ বা সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

রোগিণীর অনেক সময় মনে হয় যে সে তার কোন বিশেষ কর্তব্যে অবহেলা দেখিয়েছে এবং এইরূপ লক্ষণ **পালসেটিলা, হেলিবোরাস** ও **হায়োসায়ামাসেও** দেখা যায়, কিন্তু **অরামের** রোগীর ঐরূপ কর্তব্যে অবহেলার কথা শুধু মনেই আসে না, সেটাকে সে সত্যি বলে বিশ্বাসও করে থাকে। ইগনেসিয়ার রোগিণী কোন কর্তব্যে অবহেলা করেছে মনে করে সে বিষয়ে খুববেশী দুঃখ পাবার পরে তার মধ্যে বিমর্ষভাব দেখা দেয়।

মাথায় রক্তাধিক্য, চাপবোধ ও ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা সৃষ্টি হয় এবং মাথায় একপাশে যেন একটা কাঁটা বা পেরেক ঢুকে গেছে এইরূপ বেদনা হতে থাকে এবং আক্রান্ত পাশ চেপে শুয়ে থাকলে সেই বেদনা কমে যায়। খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ ও নার্ভাস প্রকৃতির মহিলাদের মাথাধরা, অত্যধিক কফি পান করা, ধূমপান, নাকে ধোঁয়া টানা, মদ্যপান প্রভৃতির কুফলে মাথাধরা বা মাথার যন্ত্রণা সৃষ্টি হতে পারে; বিশ্রামে থাকলে এবং উষ্ণতায় মাথাধরা কমে যায়। ঠাণ্ডা বায়ুতে, হঠাৎ মাথা কোনদিকে ফেরালে, মলত্যাগের জন্য বেগ বা বেশী জোর দিতে গেলে, মানসিক পরিশ্রমে, উদ্বেগ বা শোকে মাথাধরা দেখা দেয় বা বেড়ে যায়। খাবার পরেই মাথাধরা কমে যায় কিন্তু একটু পরেই আবার মাথার যন্ত্রণা ফিরে আসে।

চোখে নানা ধরনের গোলযোগ, দৃষ্টি বিভ্রম, আঁকাবাঁকা দেখা, চোখে খুববেশী স্নায়বিক উপসর্গ, চোখ থেকে হাজাকর জলপড়া, কান্নাকাটি করা ইত্যাদি থাকতে দেখা যেতে পারে।

রোগীর মুখমণ্ডলে বিকৃতি, কন্ভালসনের মত আক্ষেপ, ফেকাশে ও রুগ্ণ অবস্থা দেখা যায়, তীব্র ধরনের কেটে যাওয়া, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, হিস্টিরিয়ার মত আক্ষেপ ও বেদনা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। খুববেশী উত্তেজনা, গান-বাজনার অত্যধিক পরিশ্রমে, শোকে বা দুঃখে, ভয় পেয়ে, মাসিক ঋতুস্রাবের সঙ্গে বা ওভারীর

বেদনা, জরায়ু বা ভ্যাজাইনার প্রল্যাপ্স, রেক্টামের প্রল্যাপ্স্ প্রভৃতিতে তীব্র বেদনা উপরে উঠে নাভির কাছে এসে ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

রোগিণীর মনে নানা ধরনের বৈপরীত্য থাকতে দেখা যায়, সে কখন যে কি ভাবছে বা কি করছে সেটা বুঝে ওঠাই দুষ্কর হয়ে পড়ে, তাকে কোন কিছু বোঝাতে গেলে সে ভুল বোঝে, কিছু বলেই তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

যখন পিপাসা থাকার কথা নয় তখন তার তৃষ্ণাবোধ হয়, জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে কিন্তু জ্বরের উত্তাপের সময় কোন পিপাসা থাকে না। সবিরাম জ্বরে ওষুধটি কাজে লাগতে পারে যদি সেটা নার্ভাস ও খুব অনুভূতিপ্রবণ ও উত্তেজনাপ্রবণ মহিলা ও শিশুদের মধ্যে দেখা যায় এবং শীতাবস্থায় পিপাসা এবং জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় পিপাসাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

আয়োডিন
(Iodine)

এই ওষুধটির অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক যে কোন ধরনের উপসর্গের সঙ্গে রোগীর দেহ ও মনে অদ্ভুত একটা উদ্বেগবোধ থাকতে দেখা যায়। ঐরূপ উদ্বেগের সঙ্গে তার দেহে একটা উত্তেজনাজনিত কম্পন বা শিহরণ বোধও থাকে এবং সেইজন্য নড়া-চড়া করতে বা এপাশ-ওপাশ করতে বাধা হয়। চুপচাপ থাকতে চেষ্টা করলেই সে উদ্বেগবোধ করে এবং যত সে নড়া-চড়া না করে চুপচাপ থাকে তার উদ্বেগবোধও ততই বেড়ে যায়। চুপচাপ থাকলে তার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের আবেগ বা তাড়না দেখা দেয় এবং সেই আবেগের বশে সে জিনিসপত্র ছেঁড়ে বা ভাঙচুর করে, আত্মহত্যা করতে, খুন করতে অথবা যে কোন ধরনের মারাত্মক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়। চুপচাপ থাকতে না পেরে সারাদিন-রাতই হাঁটা-চলা করে বেড়ায়। আয়োডাইড অব পটাসিয়ামের মত অবস্থা বা লক্ষণ এই ওষুধে থাকে, কাজেই এটি আয়োডাইড় অব পটাসিয়ামের রোগীকে হাঁটা-চলা করতে বাধা করে **কেলি আয়োড** এর রোগী কোনরূপ ক্লান্তিবোধ ছাড়াই অনেকটা দূর পর্যন্ত হাঁটতে পারে এবং হাঁটা-চলা করলে তার উদ্বেগ দূর হয়ে যেতে দেখা যাবে; কিন্তু আয়োডিনের রোগী হাঁটা-চলা করায় খুব অবসাদগ্রস্ত ও সামান্য পরিশ্রমেই খুব ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে। যেসব ক্ষেত্রে একটা ভয়াবহ ঘটনা বা বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে বলে বোধ হয় ও রোগীর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে সেইরূপ ক্ষেত্রে আয়োডিন উপযোগী হয়। অপ্রকৃতিস্থতা অথবা অন্য কোন ভয়াবহ রোগের আশঙ্কা দেখা দেয়; ম্যালেরিয়াদমিত হৃদ্রোগ, যক্ষ্মা, বিশেষভাবে পেটের ভিতরে যক্ষ্মা রোগের সম্ভাবনায় এইরূপ মানসিক অবস্থা থাকতে দেখা যায়।

হাইপারট্রফি সৃষ্টি হওয়া এই ওষুধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। লিভার, প্লীহা, ওভারী, টেস্টিস, লিম্ফগ্ল্যাণ্ড, সারভাইক্যাল গ্ল্যাণ্ড, স্তন গ্রন্থি ছাড়া দেহের যে কোন

গ্ল্যান্ড বড় হয়ে ওঠার প্রবণতা থাকে। দেহের অন্যান্য গ্ল্যান্ড যখন বড়, শক্ত ও নডিউলার হয়ে যেতে থাকে তখন স্তন ক্রমশ ছোট হয়ে শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। দেহের লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যান্ড ও পেটের মেজেণ্ট্রিক গ্ল্যান্ড বিশেষ ভাবে বড় হয়ে উঠতে দেখা যায়।

রোগীর দেহ সাধারণভাবে যখন শুকিয়ে বা শীর্ণ হয়ে যেতে থাকে তখন তার বিভিন্ন গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যেতে দেখা যায়। ম্যারাসমাস অবস্থায় এরূপ ঘটে এবং তখন স্বাভাবিক ভাবেই আয়োডিনের কথা চিন্তা করতে হবে। এই ওষুধের রোগীর মাংসপেশী, ত্বক সবই শুকিয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে এবং কোন শিশুর মুখমণ্ডলটিকে কোন বৃদ্ধের মুখমণ্ডলের মত দেখায়, কিন্তু তার বগল, কুঁচকি ও পেটের ভিতরের গ্ল্যান্ডগুলি ক্রমশ বড় ও শক্ত হয়ে উঠতে দেখা যাবে। দীর্ঘস্থায়ী ও পুরোনো ম্যালেরিয়ায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় **কুইনাইন** ও **আর্সেনিকের** বহুল ব্যবহারের ফলে রোগীর জ্বর বন্ধ হয়ে গেলেও তার শীতভাব থেকে যায়, রোগীর মুখমণ্ডল ও দেহের উর্ধ্বাংশ শীর্ণ হয়ে পড়ে, ত্বক শুকিয়ে কুঁকড়ে যেতে ও হলদে হয়ে পড়তে দেখা যায়; ডায়রিয়া শুরু হয়, লিভার ও প্লীহা বড় হয়ে পড়ে এবং পেটের ভিতরের লিম্ফগ্ল্যান্ডগুলি অনুভব করা যায়। ম্যালেরিয়া রোগের বা যেকোন রোগের প্রাথমিক অবস্থাতেও যদি এই ধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেয় বা দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে তা হলেই আমরা সেক্ষেত্রে আয়োডিন প্রয়োগের কথা চিন্তা করতে পারব।

কোন রোগীর ম্যালেরিয়াজনিত অথবা ঠাণ্ডা লেগে সবিরাম জ্বর দেখা দিলে এবং সেই রোগীর দেহ খুব উত্তপ্ত থাকলে, জ্বর বেশী না থাকলেও যদি উত্তাপবোধ থাকে, যদি সে শীতল জলে স্নান করতে চায়, যদি সে তার মুখমণ্ডল ও দেহ ভালভাবে ঠাণ্ডা জলে মুছিয়ে দিতে বলে, যদি উষ্ণ ঘরে থাকলে তার দম আটকা-বোধ ও শ্বাসকষ্ট এবং কাশি দেখা দেয়, যদি সে যে কোন ধরনের উত্তাপকে ভয় পায়, সামান্য কারণেই যদি তার ঘাম হতে থাকে এবং সে খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তা হলে ঐরূপ দুর্বল ধাতুগত অবস্থায় নানা ধরনের অ্যাকিউট ও প্রদাহজনিত উপসর্গ, লিভার, প্লীহা প্রভৃতির প্রদাহ, ডায়রিয়া, ক্রুপকাশি, গলায় প্রদাহ প্রভৃতি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। গলায় প্রদাহ, ছোট ছোট সাদাটে দাগ, লাল হয়ে ফুলে থাকে প্রভৃতি অবস্থা ল্যারিংক্সেও প্রসারিত হয়ে ডিপথেরিয়াও সৃষ্টি হতে পারে। এইরূপ ধাতুগত অবস্থা ও রসস্রাব সৃষ্টির প্রবণতায় ডিপথেরিয়া, ক্রুপ প্রভৃতি আয়োডিনে সারানো যেতে পারে।

মানসিক অবস্থার বিষয়ে উত্তেজনা, উদ্বেগ, আবেগ, বিষণ্ণতা কোনকিছু করবার জন্য খুন ব্যস্ততা, নিজেকে বা অপরকে খুন করবার মত প্রবৃত্তি প্রভৃতি থাকতে দেখা যাবে। এইদিক থেকে আয়োডিনের সঙ্গে **আর্সেনিকাম** ও **হিপারের** অনেকটা সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। **আর্সেনিকাম** এবং **হিপারের** রোগীর ও কোনরূপ কারণ বা বিরক্তি বা অসন্তোষ ছাড়াই খুন করবার প্রবৃত্তি থাকতে দেখা

যায়। সেক্ষেত্রে উত্তাপের প্রতি অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতা লক্ষণটিই প্রয়োজনীয় ওষুধটি বেছে নিতে সাহায্য করবে, কারণ আয়োডিনের রোগী উত্তাপের প্রতি বিরূপ ও শীতলতা পছন্দ করে, অপরপক্ষে **আর্সেনিকাম** ও **হিপারের** রোগী খুব শীতকাতর থাকতে দেখা যায়। মানুষের মনে হঠাৎ হঠাৎ বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তি দেখা দিতে পারে। মস্তিষ্কবিকৃতি না থাকলেও মানুষ খুন করবার বা আত্মহত্যা করবার প্রবৃত্তি হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিতে দেখা যায়। **হিপারে** দেখা গেছে যে একজন নাপিত দাড়ি কামাতে গিয়ে আর একজন মুরুব্বির গলায় খুর চালিয়ে দেবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল। **নাক্সভমিকার** রোগিণীর মধ্যে তার শিশু সন্তানকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবার অথবা যে স্বামীকে সে খুবই ভালবাসত তাকে খুন করার প্রবৃত্তি জেগে উঠতে দেখা যায়। **নেট্রাম সালফারের** রোগীরও অনেক-ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করবার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে এবং সেটা দমন করতে তাকে খুবই বেগ পেতে হয়। **আয়োডিনের** ক্ষেত্রেও কোনরূপ রাগ, বিদ্বেষ ছাড়াই বা কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ খুন করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠতে দেখা যায়।

আয়োডিনের রোগী দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই খুব দুর্বল থাকে; সে ভুলোমনা হয়ে পড়ে, কোন কিছুই সে মনে রাখতে পারে না। তবে সেই সঙ্গে এই রোগী তার উদ্বেগ ও দুষ্প্রবৃত্তিকে দূরে রাখবার জন্য সবসময়ই কোন না কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। অবসাদগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে মানসিক অবসাদ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কোন কাজ না করলে তার মনে হয় যে সে মরে যাবে বা পাগল হয়ে যাবে। এইরূপ লক্ষণ **আর্সেনিকাম** ও আয়োডিনে আছে। কিন্তু আয়োডিনের রোগী যেখানে উত্তাপ বা গরম একেবারেই সহ্য করতে পারে না, শীতলতা পছন্দ করে, সেখানে **আর্সেনিকামের** রোগী খুব শীতকাতর থাকে, উষ্ণতা পছন্দ করে, উষ্ণ ঘরে থাকতে বা কাজ করতে চায়, উষ্ণ কাপড়-চোপড়ে দেহ ঢেকে রাখতে চায়. দুটি ওষুধেই অস্থিরতা থাকতে দেখা গেলেও যে রোগী শীতলতা একেবারে পছন্দ করে না তার জন্য কখনো **আর্সেনিকামের** কথা ভাবা যায় না, তেমনি যে রোগী খুব শীতকাতর উষ্ণতা একেবারেই সহ্য করতে পারে না তার জন্য কখনো আয়োডিনের কথা চিন্তা করা যাবে না।

এই ওষুধটিতে গ্ল্যান্ড বড় হয়ে ওঠার প্রবণতার কথা আগেই বলা হয়েছে। হার্ট বড় হয়ে ওঠা, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বড় হওয়া এবং চোখের গোলক বাইরে ঠিকরে বেরিয়ে আসা অবস্থা বা এক্সঅপথ্যালমিক গয়টার, নানাধরনের হৃৎপিণ্ডের উপসর্গ দেখা যায়। রোগী যদি শীর্ণকায় হয়ে পড়ে, উত্তাপে যদি তার কষ্টবোধ হয়, যদি গ্ল্যান্ড বৃদ্ধি ছাড়াও অন্যান্য উপযুক্ত লক্ষণ থাকে তা হলে এই ওষুধটি প্রয়োগের ফলে, রোগটা যাই হোক না কেন, তার লক্ষণগুলি ক্রমশ দূর হতে দেখা যাবে।

অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক ধরনের মস্তিষ্কের গোলযোগে আয়োডিন কাজে লাগতে পারে। রোগীর মাথায়, দেহে দপ্ দপ্ করা অনুভূতি হাত ও পায়ের

আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া, পাকস্থলীতে দপ্ দপ্ করা অথবা দেহের সর্বত্রই পালসেশনবোধ থাকা, দপ্ দপ্ করা অনুভূতি হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া, পাকস্থলীতে দপ্ দপ্ করা বোধ, বাহু, পিঠ, মাথার টেম্পোরাল অংশ প্রভৃতি সর্বত্রই টিপ্ টিপ্ করা, পালসেশন বা দপ্ দপ্ করা থ্রবিং বোধ থাকতে দেখা যায়। রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরায় রোগীর বেদনা নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পায় তবুও রোগী নড়া-চড়া করে কারণ তাতে তার উদ্বেগবোধ কম থাকে, কিন্তু নড়া-চড়ার ফলে মাথার যন্ত্রণা ও টিপ্ টিপ্ করা বোধ আরও বেড়ে যায়। একই রোগীর মধ্যে আমরা এইরূপ বিপরীত অবস্থা বা লক্ষণ দেখতে পাই এবং সমগ্রভাবে রোগীর সাধারণ ও ধাতুগত লক্ষণ প্রভৃতি ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে তবেই নির্দিষ্ট ওষুধটি নির্বাচন করতে পারলে সুফল আশা করতে পারি। কখনো হয়ত আমরা কোন একজন রোগীকে উষ্ণ ঘরে থাকতে চাইতে দেখব কিন্তু উষ্ণ ঘরে বসে সে হয়ত তার মাথাটিকে জানালার বাইরে বার করে রাখতে দেখব, কারণ রোগীর দেহে উত্তাপ কিন্তু মাথায় ঠাণ্ডা লাগলে আরামবোধ হয়। এই ধরনের বিশেষ লক্ষণ **ফসফরাসে** আছে, **ফসফরাসের** রোগী মাথায় ও পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা লাগলে আরামবোধ করে। ঠাণ্ডায় তার মাথা ও পাকস্থলীর উপসর্গ থাকে কিন্তু বুকের এবং দেহের অন্যান্য অংশে ঠাণ্ডায় তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, উষ্ণতায় কম থাকতে দেখা যায়। সেইজন্যই **ফসফরাসের** রোগী তার মাথা ও পাকস্থলীর উপসর্গ দেখা দিলে সে বাইরের খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরতে এবং ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু যখন তার বুকের ভিতরের উপসর্গ, কাশি ইত্যাদি এবং হাত-পা বা দেহের অন্যস্থানে বেদনা থাকে তখন সে আর বাইরে খোলা হাওয়ায় না বেরিয়ে ঘরের উষ্ণতার মধ্যেই থাকতে চাইবে। এইসব লক্ষণ ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে একটি থেকে অন্য ওষুধকে আমরা আলাদা ভাবে চিনে নিতে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধটি বেছে নিয়ে রোগীকে দিতে পারি।

আয়োডিনের মত অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল ধাতুর রোগীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নানাধরনের চোখের গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। চোখে স্ক্রুফলাজনিত উপসর্গের সঙ্গে কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ ও চোখ থেকে স্রাব নির্গমন, চোখের পাতায় ছোট ছোট গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে রোগীর দেহে শীর্ণতা, হলদে হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ধাতুগত অবস্থা, উজ্জ্বল আলোতে নানাধরনের দৃষ্টি বিভ্রম হওয়া, চোখের পাতা ও চোখের নিচে ঈডিমা বা ফোলা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। আয়োডিনে হাত ও পায়ের পাতায়ও ঈডিমা সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং আয়োডাইড অব পটাসিয়ামে যেমন কিডনীর গোলযোগে দেহের বিভিন্ন অংশে ঈডিমা দেখা দেয়, আয়োডিনেও সেইরূপ থাকতে দেখা যায় এবং ব্রাইটস ডিজিজের প্রাথমিক অবস্থায় আয়োডিন প্রয়োগ করলে ঐ রোগটি প্রতিরোধ করা বা বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

আয়োডিনের রোগীর বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে অদ্ভুত একটা ক্ষুধাবোধ থাকতে

দেখা যায়। সে প্রায় সর্বদাই ক্ষুধাবোধ করে। সে প্রতিদিন যে নিয়মিত আহার গ্রহণ করে সেটা তার কাছে যথেষ্ট বোধ হয় না। দুটি প্রধান আহারের মধ্যবর্তী সময়েও সে কিছু না কিছু খায় তবে তার খিদে মেটে না, খিদেবোধ থেকেই যায়। তা ছাড়া কোন কিছু খাবার পরে তার অন্যান্য উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়। যখন রোগী ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে তখন তার ভয়, উদ্বেগ, ক্লান্তি ও অবসাদ প্রভৃতিও বেশী বোধ হতে থাকে। পাকস্থলী খালি হয়ে পড়লেই তার পেটে বেদনা দেখা দেয় এবং সে তখন খাদ্য গ্রহণে বাধ্য হয়। যখন রোগী খাবার খায় তখন সে সব কিছু ভুলে থাকে, তখন তার পাকস্থলীও নড়া-চড়া করে। খাবার গ্রহণের পরে ও নড়া-চড়ায় সে আরাম বোধ করে, তার বেদনাও কম থাকতে দেখা যায়। তবে খুব ক্ষুধাবোধ ও প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও রোগী দিন দিন শীর্ণকায় হয়ে পড়ে। **নেট্রাম মিউরের** এবং **অ্যাব্রোটেনামের** মত আয়োডিনের রোগী খুববেশী ক্ষুধাবোধ থাকা সত্ত্বেও ক্রমশ শুকিয়ে যেতে বা শীর্ণকায় হয়ে পড়তে থাকে। তার দেহের পুষ্টির গোলযোগে দেহে মাংসপেশীর গঠনে ত্রুটি দেখা দেয় এবং তার ফলেই শীর্ণতার সৃষ্টি হয়।

নাকের সর্দি ও শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয়োডিনের রোগীর গন্ধ পাবার অনুভূতি কমে যায় বা বিনষ্ট হয়। নাকের মিউকাস মেমব্রেন পুরু ও মোটা হয়ে পড়ে, সামান্য একটুতেই তার ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে প্রায় সবসময়ই হাঁচি হতে ও নাক থেকে জলের মত সর্দি গড়াতে দেখা যায়। নাকের ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে সেখানে রক্তজড়ানো মামড়ী সৃষ্টি হতে দেখা যায়, নাক ঝাড়লে নাক থেকে রক্ত পড়ে। সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে থাকায় তার শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হয় এবং ঠাণ্ডালাগা অবস্থায় এই শ্বাসকষ্ট আরও বেশী হয়, এবং বার বার রোগীর ঠাণ্ডা লাগায় শ্বাসগ্রহণে কষ্ট ও প্রায় সব সময় থেকে যায়। তার নাকের মিউকাস মেমব্রেনে প্রায় সব সময়ই ক্ষত সৃষ্টি হয় বা ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকে এবং কোন কোন ঐ ক্ষতগুলি বেশ গভীর হতেও দেখা যায়।

আয়োডিনের রোগীর মুখ ও জিহ্বায় অ্যাপথাস বা ছোট ছোট সাদাটে ক্ষত হতে দেখা যায় এবং ক্ষতের উপরে সাদা, ভেলভেটের মত অথবা সাদা ও ধূসর রঙের মিলিত একটা রঙ, অথবা হালকা ছাই রঙের একটা প্রলেপের মত রস স্রাব থাকতে দেখা যায়। ঐরূপ ক্ষত ও রসস্রাব নাক ছাড়া গলা এবং ফ্যারিংক্সেও থাকতে দেখা যায়। টনসিলের প্রদাহের সঙ্গে যখন রসস্রাবে টনসিল ভর্তি হয়ে থাকে, এবং তার সঙ্গে ধাতুগত অবস্থায় যদি সাদৃশ্য থাকে আয়োডিন সেই বেড়ে ওঠা টনসিল ও গলার অন্যানা উপসর্গ সারাতে পারবে। ক্ষুধার্ত কিন্তু শীর্ণকায় ব্যক্তিদের টনসিল বড় হয়ে থাকতে দেখা গেলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা টনসিলে প্রদাহ হয়ে পেকে ওঠা অবস্থা বা 'কুইন্‌জি' অবস্থা দেখতে পাই যেখানে আয়োডিনের মত লক্ষণ থাকে। এই রোগী **পালসেটিলার** মত সর্বদাই উত্তাপে কষ্ট বোধ করে, এবং রোগের প্রাথমিক অবস্থায় যখন দৈহিক পরিবর্তন শুরু হয়নি তখন এই ওষুধটিকে **পালসেটিলার** সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়, তবে রোগীকে ভাল

ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে শীর্ণতা সৃষ্টির প্রবণতা চোখে পড়বে। দুটি ওষুধের রোগীই উত্তাপ সহ্য করতে পারে না, দুটিতেই খিটখিটে ভাব ও নানা ধরনের পরিবর্তনশীল মনোভাব থাকে। **পালসেটিলার** রোগী তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী খামখেয়ালী প্রকৃতির, অধিকতর ক্রন্দনশীল থাকে এবং ঐ রোগীর মধ্যে অনেক বেশী বিষাদগ্রস্ততা থাকতে দেখা যায় এবং প্রায় সবসময়েই ঐ রোগীর মধ্যে ক্ষুধামান্দ্য থাকতে দেখা যায়, অপর পক্ষে আয়োডিনের রোগী প্রায় সব সময়ই বেশী খেতে চায়। **পালসেটিলার** রোগীর দেহে মাংসপেশীর বৃদ্ধি ঘটে, যদিও সে দিন দিন বেশী নার্ভাস হয়ে পড়তে থাকে। আয়োডিনের রোগী ক্রমশ রোগা হয়ে পড়ে, তার খুববেশী ক্ষুধা বোধ থাকে, খেয়ে কখনো তার তৃপ্তি হয় না, সে ক্ষুধাবোধে কষ্ট পায়, কয়েকঘণ্টা পর পরই তাকে কিছু না কিছু খেতেই হয় এবং খাবার পরে সে ভাল বোধ করে; তার খুব পিপাসাও থাকতে দেখা যায়। যদি সে বেশীক্ষণ না খেয়ে থাকে তা হলে তার সব উপসর্গই বৃদ্ধি পায়; আয়োডিনের রোগীর উপবাসে যে কোন উপসর্গই বেড়ে যেতে দেখা যাবে।

খুববেশী খাদ্য গ্রহণের ফলে আয়োডিনে হজমের গোলযোগ সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। ভুক্তদ্রব্য টকে যায় এবং টক ঢেকুর উঠতে থাকে, খুববেশী গ্যাস বা ফ্লাটুলেন্স ও উদ্গার উঠতে দেখা যায়, মলেও অজীর্ণতার লক্ষণ থাকে, ডায়রিয়ায় জলের মত বা পনীরের মত মল বেরোয় এবং রোগীর হজমশক্তি ক্রমশই কমে যেতে থাকে, এবং শেষে সে যা কিছু খায় সবই অজীর্ণ থেকে যায় তবুও তার ক্ষুধাবোধ বেড়েই চলে। সে বমি করে এবং ডায়রিয়া দেখা দেয় ফলে সে ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে পড়ে। সে যা খায় তার কিছুই পরিপাক ও পুষ্টির কাজে লাগে না, কাজেই সে ক্রমশ খুববেশী দুর্বল হয়ে পড়বে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রোগীর এই ধরনের পেটের গোলযোগের সঙ্গে লিভার ও প্লীহা বড় ও শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং রোগী জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মল শক্ত, দলাদলা সাদাটে, বর্ণহীন অথবা কাদার মত দেখায়; কোন ক্ষেত্রে মল নরম, পিত্তহীনও থাকতে দেখা যায়, লিভারের হাইপারট্রফি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অবস্থাই চলতে থাকে। সবশেষে পেটটি শীর্ণ হয়ে ভিতরে ঢুকে যায় এবং লিভার ও লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডগুলির বৃদ্ধি তখন সহজেই নজরে আসে। লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডগুলিকে টেবিজ মেসেণ্ট্রিকার মত গিঁট্‌গিঁট্‌ হয়ে পড়তে দেখা যায়। আয়োডিনে মেসেণ্ট্রিক গ্ল্যাণ্ডের যক্ষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে ডায়রিয়া, দেহের শীর্ণতা, খুববেশী ক্ষুধাবোধ, তীব্র পিপাসা, স্তন শুকিয়ে ছোট হয়ে যাওয়া; ত্বক শুকিয়ে ও কুঁকড়ে শুকনো গরুর মাংসের মত চেহারা নেয় এবং চেহারায় ফেকাশে ভাব থাকতে দেখা যায়। রোগের প্রাথমিক অবস্থায়, দেহের বা আক্রান্ত অংশের কোন আঙ্গিক পরিবর্তন সৃষ্টি হবার পূর্বেই ওষুধটি প্রয়োগ করতে পারলে ঐ রোগটির বৃদ্ধি রোধ করে রোগীকে সারিয়ে তোলা যেতে পারে।

স্ক্রফুলা ধাতুগত অবস্থায় ছোট শিশু, যারা ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে পড়েছে, তাদের প্রাতঃকালীন ডায়রিয়াতে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়।

যে কোন উপসর্গই হোক না কেন, রোগীর প্রকৃত ধাতুগত চরিত্র ও প্রকৃতিটাই এই ওষুধ নির্বাচনের পূর্বে প্রধান বিচার্য বিষয় হবে। ধাতুগত চরিত্রে সাদৃশ্য পাওয়া গেলে তখন ডায়রিয়া যে ধরনেরই হোক, তাতেই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। তবে রোগী যদি বেশ বলবান বা ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তখন উপসর্গটির বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ বার করে নিয়ে তবেই ওষুধটি নির্বাচন করতে হবে।

বৃদ্ধদের প্রায় সব সময় প্রস্রাব পড়ে ; আয়োডিনের ধাতুগত প্রকৃতির সঙ্গে যদি টেস্টিসটি ছোট হয়ে শুকিয়ে যাওয়া, পুরুষত্বহীনতা, স্বপ্নদৌর্বল্য, যৌন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি একেবারেই না থাকা অথবা খুব খিটখিটে স্বভাবের সঙ্গে প্রবল যৌনেচ্ছা থাকা, টেস্টিসের যে কোন একটিতে প্রদাহ ও বড় হওয়া বা অর্কাইটিস সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি থাকে তখন এই ওষুধটি অবশ্যই ফলপ্রদ হবে।

জরায়ু এবং ওভারীর স্ফীতি ও শক্তভাব থাকতে পারে। আয়োডিনের উপযুক্ত ধাতুগত লক্ষণ পাওয়া গেলে ওষুধটি ওভারীর টিউমার, স্তনগ্রন্থি শুকিয়ে ছোট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভাবে সারিয়ে তুলতে পারে।

এই ওষুধটির শ্লেষ্মা সৃষ্টির প্রবণতার লক্ষণ লিউকোরিয়া সৃষ্টিতেও দেখা যায়। জরায়ুর সারভিক্স অংশে স্ফীতি ও শক্তভাব সহ লিউকোরিয়া, জরায়ু বড় হয়ে থাকা ও মেনোরেজিয়া দেখা দেওয়া, লিউকোরিয়া হাজাকর হওয়ায় উরু হেজে যাওয়া, স্রাব ঘন ও থক্‌থকে, কখনো রক্তমেশানো থাকা, ঋতুস্রাবের সময় প্রচুর শ্বেতস্রাব হয়ে উরু হেজে যাওয়া প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

আয়োডিনের উপযোগী ধাতুগত লক্ষণের সঙ্গে তীব্র ধরনের কাশি, শ্বাসকষ্ট, ক্রুপ ধরনের কাশি ও শ্বাসপথের নানা গোলযোগ থাকতে দেখা যায়।

পুরানো গেঁটেবাতজনিত উপসর্গের সঙ্গে অস্থি-সন্ধি ফুলে বড় হয়ে থাকতে দেখা যায় এবং জানা যায় যে পূর্বে রোগীর চেহারা বেশ ভাল ছিল কিন্তু এখন সে ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে পড়ছে ; তার খুববেশী ক্ষুধাবোধ থাকলেও এবং প্রচুর খেলেও তাতে যেন কোন কাজই হয় না। আক্রান্ত অস্থি-সন্ধি স্পর্শকাতর থাকে এবং রোগী শীতল ঘরে থাকতে চায়, তার জয়েণ্টের বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ উষ্ণতায়, বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়, সে ঠাণ্ডায় ও খোলা হাওয়ায় আরাম পায়। রোগী দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। সাধারণত রোগী হাঁটা-চলা বা নড়া-চড়া করলে এবং খাদ্য গ্রহণের পরে কিছুটা ভাল বোধ করে এবং তার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক উদ্বেগ থাকতে দেখা যায়। আয়োডিন প্রয়োগে এই ধরনের রোগীর গেঁটেবাতের আক্রমণ রুদ্ধ করা যায় এবং রোগীকে কিছুদিন অন্তত বেশ ভাল ও সুস্থবোধ করতে দেখা যাবে।

ইপিকাকুয়ানা
(Ipecacuanha)

নানা ধরনের অ্যাকিউট উপসর্গ ও অসুস্থতায় ইপিকাককে ব্যাপকভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়। এই ওষুধটির বেশীর ভাগ অ্যাকিউট ধরনের উপসর্গকেই গা-বমিভাব ও বমি হওয়া লক্ষণ দিয়ে শুরু হতে দেখা যায়। জ্বরজনিত অবস্থায় পিঠে, দুই কাঁধের মাঝের অংশে বেদনা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যেতে দেখা যায় এবং রোগীর মনে হয় যেন বেদনায় তার পিঠটা ভেঙ্গে যাচ্ছে; কম্পভাবসহ অথবা কম্প ছাড়াই বেশী জ্বর ও সেই সঙ্গে পিত্ত বমি হওয়া এবং পিপাসা কদাচিৎ থাকতে দেখা যায়। ইপিকাকে এই ধরনের লক্ষণসহ জ্বর, পাকস্থলীর গোলযোগ, অথবা সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থা অথবা পিত্তজনিত উপসর্গ শুরু হতে দেখা যায়।

রোগীর পাকস্থলীর গোলযোগে মনে হয় যেন পাকস্থলীটা ভর্তি হয়ে রয়েছে, পাকস্থলী ও তার নিচের অংশে কেটে যাবার মত ব্যথা বাম দিক থেকে ডান দিকে যেতে বা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। ঐ ব্যথা না চলে যাওয়া পর্যন্ত রোগী নড়া-চড়া করতে বা শ্বাসগ্রহণও স্বাভাবিকভাবে করতে পারে না, সে একই ভাবে শক্ত হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়; তার পাকস্থলী বা নাভীর উপরের অংশে ছুরির আঘাতের মত বেদনা বাম দিক থেকে আরম্ভ হয়ে ডান দিকে যেতে এবং সেই সঙ্গে খুব অবসাদ ও গা-বমিভাব থাকতে দেখা যায়।

ইপিকাকের প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই গা-বমিভাব বা 'নসিয়া' কম-বেশী থাকে; সামান্য একটু বেদনা বা কষ্টের সঙ্গেও গা-বমিভাব বা গা-গুলোনো অবস্থা থাকতে দেখা যায়। প্রায় সব সময়ই গা-গুলোনো অবস্থার সঙ্গে গলা ও মুখ আটকে থাকা বা গ্যাগিং থাকতে দেখা যায়। কাশি হলে তার সঙ্গেও গা-বমিভাব ও বমি হতে দেখা যায়। শুকনো, খক্‌খকে, বিরক্তিকর, দম বন্ধ করা কাশির সঙ্গে গা-গুলিয়ে উঠতে ও বমি হয়ে যেতে দেখা যাবে। রোগীর মুখমণ্ডল লাল হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তার কাশি চলতে থাকে এবং শেষে তার মুখ ও গলায় আটকাবোধ বা দম্‌আটকা অবস্থা দেখা দেয়। দেহের যে কোন অংশ থেকে সামান্য একটু রক্তপাত হলেই তার গা-বমিভাব দেখা দেয়, মূর্চ্ছিত হয়ে তলিয়ে যাবার মত বোধ সৃষ্টি হয়; জরায়ুর রক্তস্রাবে উজ্জ্বল লাল রক্তপাতের সঙ্গে গা-গুলোনো, সামান্য একটু রক্তপাতেই মূর্চ্ছাভাব বা সিংকোপ দেখা দেয়, কিন্তু সব উপসর্গের সঙ্গেই গা-বমিভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাবে। দু'একটি ক্ষেত্রে পিপাসা দেখা দিলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পিপাসাহীনতা থাকে। ইপিকাকের জ্বর বা শীতাবস্থায় ঘাড়ের পিছনে ও পিঠে বেদনা, মাংসপেশীতে টানধরা ব্যথা, মাথা ও ঘাড়ের পিছনে থেঁতলে যাবার মত বেদনা থাকতে পারে। মাথায় রক্তাধিক্যজনিত পূর্ণতাবোধ, মাথা ও মাথার পিছনে চেপ্টে যাবার মত বোধ ও কামড়ানো ব্যথা থাকতে দেখা যায়।

কোন কোন সময় ইপিকাকে **আর্সেনিকামের** মতই অস্থিরতা থাকতে দেখা যায়, তবে সেটা হঠাৎ হঠাৎ এসে কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়, কিন্তু আর্সেনিকামের অস্থিরতা সব সময় থাকতে দেখা যাবে। অনেকক্ষেত্রে ইপিকাকের রোগীকে **রাসটক্সের** মত বিছানায় অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করতে বা হাত পা নাড়াতেও দেখা যায়। তবে মেরুদণ্ড সম্পর্কিত উপসর্গেই প্রধানত ঐরূপ অস্থিরতা দেখা দেয়। ইপিকাকে টিটেনাসের মত লক্ষণ, ওপিসথোটোনাস অর্থাৎ দেহ পিছনদিকে বেঁকে যাওয়া অবস্থা দেখা যেতে পারে এবং সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিনজাইটিসের সঙ্গে পিত্তবমি হওয়া, মাথা ও ঘাড় পিছনদিকে টানধরা, ব্যথা ও মাথাটি প্রসারিত করে রাখা অবস্থায় ইপিকাক ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। রোগী সম্পূর্ণভাবে শীর্ণ হয়ে না পড়া পর্যন্ত সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস চলতে থাকা, কোন সুনির্বাচিত ওষুধেও যখন ভাল ফল পাওয়া যায় না, দেহ পিছনে বেঁকে যাবার মত অবস্থা বা প্রবণতা দেখা দেয় এবং সামান্য খাদ্যও যখন সহ্য না হয়ে বমি হয়ে যায়, জিহ্বা লাল ও দগ্‌দগে দেখায় এবং সবসময়ই বমিভাব থাকে ও পিত্তবমি হয় সেইক্ষেত্রে ইপিকাক সেই রোগীকে সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তুলতে পারে। যে সব গ্যাসট্রিক কিছুতেই সারানো যায় না, সামান্য একটুখানি জল বা যেকোন খাদ্য বা পানীয়ই যখন বমি হয়ে যায়, সবসময়ই গ্যাগিং বা গলা-মুখে আটকাবোধ, পাকস্থলীতে তীব্র বেদনার সঙ্গে পিঠে, দুই কাঁধের মাঝের অংশের নিচে বেদনায় ভেঙ্গে যাবার মত বোধ সেই সঙ্গে পিত্তবমি, একনাগাড়ে থাকা, গা-বমি ভাব ও খুববেশী অবসাদ দেখা দেয় তখন সেই গ্যাস-ট্রাইটিস ইপিকাক প্রয়োগে সারানো যেতে পারে। পাকস্থলীকে খুব উত্তেজিত অবস্থায় থাকতে, পাকস্থলী ও পেটে খুব সংবেদনশীলতা ও টিম্প্যানাইটিসের মত ফুলে থাকা অবস্থা এবং পিত্তবমি হতে দেখা যায়। এপিডেমিক ডিসেণ্ট্রির রোগী যখন প্রায় সবসময়ই মলত্যাগের জন্য বসে থাকতে বাধ্য হয় এবং সামান্য একটু আম বা টাটকা লাল রক্ত ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না, অন্ত্রের নিচের অংশে রেক্টাম ও কোলন্ অংশে প্রদাহ থাকে, খুববেশী ও অসহ্য টেনেসমাস বা কুন্থন, সামান্য একটু মিউকাস ও রক্ত পড়ার সঙ্গে সবসময়ই মলত্যাগের ইচ্ছা থাকা, মলত্যাগের জন্য সামান্য একটু বেগ বা জোর দিতে গেলেও পেটে ব্যথা ও গা-বমিভাব দেখা দেওয়া ও পিত্তবমি হওয়া ইত্যাদি দেখা যায়। তখন সেই ডিসেণ্ট্রিতে ইপিকাক অবশ্যই ফলপ্রদ হবে। অনেক সময় পরিবারের সবাইকেই এরূপ আমাশায় বা ডিসেণ্ট্রিতে আক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়; দেশের একটা বড় অংশে এপিডেমিক রূপে রোগটি আসতে পারে, তবে সাধারণত এটাকে এণ্ডেমিক অর্থাৎ একই সঙ্গে দেশের প্রায় সর্বত্রই রোগটি ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। শিশুদের কলেরার মত লক্ষণ ও ডায়রিয়া হয়ে সেটা ডিসেণ্ট্রিতে পর্যবসিত হতে এবং সেই সঙ্গে খুববেশী টেনেসমাস, খুব অল্প পরিমাণে রক্ত ও মিউকাস বেরোনো, যা কিছু শিশুকে খাওয়ানো হয় সবই বমি করে দেওয়া ও খুব গা-বমিভাব ও ওয়াক্ ওঠা, খুববেশী অবসন্ন ও ফেকাশে হয়ে পড়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়। আবার প্রচুর পরিমাণে সবুজ মল ও সবুজ মিউকাসযুক্ত

মল, বারবার মলত্যাগ করা, মলত্যাগের সময় বেদনায় খুব কান্নাকাটি করা, মলত্যাগের সময় খুব জোর বা বেগ (স্ট্রেইনিং) দিয়ে প্রচুর সবুজ রঙের মিউকাস ত্যাগ, বমিতেও সবুজ শ্লেষ্মা ও সবুজ রঙের ছানা ছানা দুধ তোলা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ইপিকাকের বুকের, শ্বাসযন্ত্রের উপসর্গগুলিও বেশ চিত্তাকর্ষক হতে দেখা যায়। শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্র সম্পর্কিত উপসর্গে ইপিকাক বন্ধুর মত কাজ করে। বেশী ঠাণ্ডা লাগার ফলে শিশুদের ফুসফুসের ও শ্বাস-যন্ত্রের উপসর্গ সৃষ্টি হয় ও শেষে ব্রঙ্কাইটিস দেখা দেয়। শিশুদের প্রকৃত নিউমোনিয়া বড় একটা হতে দেখা যায় না, সাধারণত ব্রঙ্কাইটিস হয়ে বুকে ঘড়ঘড় শব্দ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শিশুটি কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে, তার বুকের ঘড়ঘড় শব্দ ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে শোনা যায় এবং এই ধরনের উপসর্গ বেশ দ্রুত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শিশুটিকে ফেকাশে ও ভীষণ রুগ্ণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে খুববেশী উদ্বিগ্ন থাকতে দেখা যায়। মারাত্মক কোন শ্বাস বা ফুসফুসের গোলযোগের মতই শিশুর নাকটা ভিতরের দিকে ঢুকে যেতে দেখা যায় এবং ইপিকাক এইরূপ অবস্থাকে সহজতর করে তুলতে ও রোগীকে সারিয়ে তুলতে পারে।

বুক ও ফুসফুসের গোলযোগে ইপিকাক ও **অ্যান্টিম টার্ট**-এর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায় এবং দুটি ওষুধেই বুকে ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা, কাশি ও শ্বাস-কষ্ট থাকে ; তবে মনে রাখতে হবে যে ইপিকাক রোগটির প্রাথমিক ইরিটেশনের বা উত্তেজনা অবস্থায় এবং **অ্যান্টিম টার্ট বা টার্টার অ্যাসেটিক** রোগের পরিণত, শেষের দিকের রিলাক্সেশন বা শিথিল অবস্থায় কার্যকরী হয়ে থাকে ; অর্থাৎ ইপিকাকের লক্ষণ বা উপসর্গগুলি খুব দ্রুত অ্যাকিউট লক্ষণের মত দেখা দেয়, অপর পক্ষে **টার্টার অ্যাসেটিক** বা **অ্যান্টিম টার্টের** লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। **অ্যান্টিম টার্টের** এই ধরনের উপসর্গ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সৃষ্টি হতে কদাচিৎ দেখা যেতে পারে, ঐ ওষুধের লক্ষণগুলি ব্রঙ্কাইটিসের শেষের দিকে, যখন ফুসফুসে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা হয় তখন দেখা দিতে দেখা যাবে, রোগের প্রাথমিক ইরিটেশন বা সূত্রপাতের সময় নয়। ঐ ওষুধটির শ্বাসকষ্ট ও দমআটকাবোধ ফুসফুস বা শ্বাসযন্ত্রের ইরিটেশন থেকে সৃষ্টি হয় না, ফুসফুসের মধ্যে ও শ্বাসপথে শ্লেষ্মা ক্ষরিত হবার জন্য ও ফুসফুসের দুর্বলতার জন্য দেখা দেয়। ফুসফুস খুব দুর্বল ও অবসাদ-গ্রস্ত হয়ে পড়ার ফলে সে জমে থাকা শ্লেষ্মা বের করে দিতে পারে না এবং সেইজন্যই বুকে ঘড়ঘড় শব্দ পাওয়া যায়। তার পরেই খুববেশী অবসাদ, মুখমণ্ডলে মৃতের মত ফেকাশে ভাব এবং নাসারন্ধ্রে ধোঁয়াটে বা কালচে রঙের গুঁড়োর মত বা 'সুটি' অবস্থা থাকতে দেখা যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কিছু লক্ষণে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও **অ্যান্টিম টার্ট** ও ইপিকাকের মধ্যে সাদৃশ্যের চাইতে প্রভেদই বেশী থাকে। ইপিকাকে খুব দ্রুত উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে দ্রুতই তা চলে যেতে দেখা যায়, অপর পক্ষে **অ্যান্টিম টার্টের** ক্ষেত্রে উপসর্গ ধীরে সৃষ্টি হতে এবং ধীরে ধীরেই বা বিলম্বে মিলিয়ে যেতে দেখা যাবে।

ইপিকাক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বা প্যারক্সিজম্যাল ভাবে উপসর্গ দেখা দেওয়া, মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠা, কাশির সঙ্গে বমি হওয়া, গলা আটকে বন্ধ হয়ে যাবার মত লক্ষণ থাকে, তাই ওষুধটি হুপিং কাশিতে কার্যকরী হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠা, পিপাসাহীনতা, তীব্র ধরনের হুপিং বা শ্বাস টানা, কনভালসন, বেদম অবস্থা ও যা কিছু খায় সেটাই বমি হয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে ইপিকাক খুবই ফলপ্রদ হয়।

রক্তপাত বা রক্তস্রাবেও ইপিকাকের কার্যকারিতা খুব ব্যাপক থাকতে দেখা যায়। জরায়ু, কিডনী, অন্ত্র, পাকস্থলী, ফুসফুস প্রভৃতি থেকে রক্তপাত বা রক্তস্রাব হতে দেখা গেলে ইপিকাকের প্রয়োজন হতে পারে। জরায়ুতে আওয়ার গ্লাস কণ্ট্রাকসন হওয়া, প্রসবের পরে জরায়ুর মধ্যে প্ল্যাসেণ্টা প্রভৃতি আটকে থাকা বা জরায়ুর মধ্যে কোন ফরেইন সাবস্ট্যান্স বা দেহবহির্ভূত কোন বস্তু আটকে থাকলে যে ধরনের রক্তপাত হয় সেখানে অনেকক্ষেত্রেই সার্জারী বা যান্ত্রিক সাহায্য নিতে হয় কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে কোন একটা পিচ্ছিল অংশ থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত ওষুধের সাহায্যে সেটা বন্ধ করা যেতে পারে। জরায়ু থেকে একনাগাড়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়তে থাকে, একটু বাদে বাদেই রক্তপাতের বেগ কিছুটা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে রোগীর মনে হয় যে তার দেহ থেকে এই টাটকা রক্ত বেরিয়ে যাওয়ায় সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে অথবা তার মধ্যে খাবি খাবার মত অবস্থা বা এত বেশী অবসাদ দেখা দিতে দেখা যায় যেটা রক্তপাতের তুলনায় অনেক বেশী বলে বোধ হবে; সেই সঙ্গে যদি গা-বমি ভাব, সিঙ্কোপ, ফেকাশে চেহারা দেখতে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ইপিকাকই নির্দিষ্ট ওষুধ হবে। যদি খুব উজ্জ্বল. টাটকা রক্ত কিছুটা বেগের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে ও সেই সঙ্গে খুববেশী মৃত্যুভয় থাকতে দেখা যায় সেক্ষেত্রে **অ্যাকোনাইট** উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যদি রোগিণীর মাথা উত্তপ্ত থাকে বরফের মত ঠাণ্ডা জলের জন্য যদি খুব পিপাসা থাকে এবং প্রসবের পরবর্তী অবস্থা যদি সবই স্বাভাবিক থাকে. স্বাভাবিক ভাবেই প্ল্যাসেণ্টা বেরিয়ে যাওয়া প্রভৃতি সত্ত্বেও যদি জরায়ু থেকে রক্তস্রাব হতে থাকে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না. সে সব ক্ষেত্রে **ফসফরাস** খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। রোগা, শুকনো, পাতলা ও লম্বাটে চেহারার মহিলারা যারা কোনরূপ উত্তাপ সহ্য করতে পারে না, যারা দেহের কাপড়-চোপড়, ঢাকা সব সরিয়ে ফেলতে এবং দেহ ঠাণ্ডা রাখতে চায়, যাদের জরায়ু থেকে একটু একটু রক্ত চুঁইয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে, তাদের যদি খুববেশী পরিমাণে ও বিপদজনক ভাবে রক্তস্রাব বা রক্তের দলা বা ক্লট অথবা কেবলমাত্র গাঢ় কালচে রঙের তরল রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখা যায়, তা হলে সেক্ষেত্রে **সিকেলি কর** বা অন্য কোন ওষুধের কথা চিন্তাই করা যায় না। প্রয়োজনীয় ওষুধটি সঠিকভাবে নির্বাচন করে রোগীর জিহ্বায় একটিমাত্র ফোঁটা প্রয়োগেই তার রক্তপাত ও অন্যান্য উপসর্গ খুব দ্রুত মিশে বা সরিয়ে তোলা যায়।

বেশী পরিমাণে মাসিক ঋতুস্রাব হতে দেখা গেলে তাতেও ইপিকাক কার্যকরী হতে

পারে। কোন মহিলার ঠাণ্ডা লেগে, অথবা কোনভাবে শক্ লেগে যদি ঋতুস্রাব বেশী হতে থাকে, বিশেষ ভাবে যে সব মহিলার ঋতুস্রাব সাধারণত কম পরিমাণে হয়, তাদের যদি স্রাব বেশী হতে থাকে ও বেশীদিন ধরে চলে ও সেইসঙ্গে খুব দুর্বলতা ও অবসাদ দেখা দেয় তা হলে রোগিণী আগে কখনও এরূপ হতে দেখেনি বলে ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সামান্য একটু বেগে রক্তপাত হতে দেখলেই তার মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থা হয়। এই অবস্থায় ইপিকাক প্রয়োগে রোগিণী সুস্থ হয়ে উঠবে, তার ঋতুস্রাবও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আমাদের এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলি রক্তপাত বা রক্তস্রাব বন্ধ করতে পারে, সেগুলিকে সর্বদাই হাতের কাছে রাখতে হয়। যে সব ওষুধে তীব্রতা ও ভয়াবহ লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায় সেগুলির বিষয়েও ভালভাবে জানা প্রয়োজন। ইপিকাকে নানা ধরনের রক্তপাত বা রক্তস্রাব থাকতে দেখা যায়। পেটের ভিতরে ক্ষত থাকার জন্য প্রায় সব সময়ই রক্তবমি হওয়া, রক্তপাত বা রক্তস্রাব হবার একটা বিশেষ প্রবণতা থাকা ও তীব্র ধরনের রক্তপাত ঘটা প্রভৃতি অবস্থাতে ইপিকাকের লক্ষণ পাওয়া গেলে এই ওষুধের সাহায্যে সাময়িকভাবে হলেও বন্ধ করা যাবে।

পিঠে কিডনী অঞ্চলে তীব্র ধরনের দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা, বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে প্রস্রাবে রক্ত অথবা ছোট ছোট রক্তের দলা বা ক্লট বেরোতে দেখা যায়, প্রস্রাবে রক্তের জন্য খুববেশী লালচে দেখায় এবং রেখে দিলে লাল রঙের তলানী পড়ে ; কিডনীতে প্রতিবার বেদনার আক্রমণের সঙ্গে প্রস্রাবে ঐরূপ রক্ত থাকতে দেখা যাবে। ইপিকাক প্রয়োগে প্রস্রাবের সঙ্গে ঐরূপ রক্ত বেরোনো বন্ধ করা যায়। তবে খুববেশী রক্তক্ষরণ হবার ফলে অ্যানিমিয়া, ড্রপসি বা শোথ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা না দেখা দিলে সেক্ষেত্রে ইপিকাক আর বিশেষ কিছু করতে পারবে না, এর পরবর্তী ওষুধ হিসাবে তখন **চায়না** ফলপ্রদ হবে এবং **চায়না** প্রয়োগের পরে রোগীর দেহে প্রয়োজনীয় অ্যান্টিসোরিক ওষুধটির লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করবে।

ঠাণ্ডা লাগার ফলে নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বিশেষভাবে ছোট শিশু ও বালক-বালিকাদের মধ্যে সাধারণ কোরাইজা দেখা দিলে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। যখন ঠাণ্ডা লেগে সেটা নাকে আশ্রয় নেয় এবং নাকটা রাত্রিতে বন্ধ হয়ে যায় অথবা বড়দের কোরাইজার সঙ্গে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, নাক থেকে সর্দি ও রক্তপড়া, খুববেশী হাঁচি হওয়া, সর্দি ভাবটা নিচে গলার দিকে নেমে গিয়ে স্বরভঙ্গ হওয়া, ট্রেকিয়াতে গিয়ে দগ্‌দগে ভাব সৃষ্টি করা এবং সবশেষে ব্রঙ্কিয়াল টিউবে পৌঁছে দম আটকা ভাব সৃষ্টি হওয়া ও বুকে সর্দি বসে যাওয়া প্রভৃতি অবস্থায় ইপিকাক প্রয়োগের কথা বিবেচনা করতে হবে। ইপিকাকে ঠাণ্ডাটা বা সর্দি ভাবটা প্রথমে নাকে দেখা দিয়ে খুব দ্রুত বুকের ভিতরে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। এইরূপ সর্দির সঙ্গে নাক থেকে অনেকটা টাটকা লাল রক্ত পড়তে দেখা যায়। যতবারই রোগীর নাকে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয় ততবারই তার নাক থেকে প্রচুর রক্তপাত

হতে দেখা যাবে, ঠাণ্ডা লাগায় নাক থেকে রক্তপাত হবার একটা প্রবণতা থাকে। ইপিকাকের রোগীর মিউকাস মেমব্রেনে যে প্রদাহ সৃষ্টি হয় সেটা তীব্র ধরনের হতে দেখা যায়। নাকে সুড়সুড় করে বা ইরিটেশন হয়ে খুব দ্রুত প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে পড়ে এবং মিউকাস মেমব্রেনটা নীলচে লাল বা বেগুনী ও স্ফীত হয়ে পড়ে এবং রক্তপাত ঘটলেই যেন আক্রান্ত স্থানটিতে আরামবোধ হবে বলে মনে হয়। কান বন্ধ হয়ে যাওয়া ও গন্ধ পাবার শক্তি বা অনুভূতি বিনষ্ট হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে নাকের ভিতরটায় এত বেশী অবরুদ্ধ ভাব সৃষ্টি হয় যে রোগী নাক দিয়ে শ্বাস নিতেই পারে না।

মাথার উপসর্গ, ঠাণ্ডা লাগার লক্ষণ, হুপিং কাশি, জ্বরের শীতাবস্থা এবং অন্যান্য প্রদাহজনিত অবস্থায় এই ওষুধের রোগীর মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটে লাল হয়ে যেতে বা নীলচে লাল হয়ে পড়তে, ঠোঁট নীল হয়ে যেতে; জ্বরের শীতাবস্থায় ঠোঁট ও হাতের আঙুলের নখ নীলচে হয়ে পড়তে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই খুব কম্প দেখা দিতে দেখা যায়। শীতাবস্থায় কম্পের প্রকোপে রোগীর সারা দেহ কাঁপতে ও দাঁতে দাঁত ঘষা লেগে কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ হতে দেখা যায়।

দীর্ঘস্থায়ী ও পুরানো হাঁপানি অনেকক্ষেত্রে ইপিকাকের সাহায্যে সাময়িকভাবে কমিয়ে রাখা যেতে পারে, এবং অনেক হাঁপানির রোগীই তাদের সঙ্গে এই ওষুধের একটি শিশি রাখে এবং টান্‌ উঠলেই এই ওষুধ খেলে তারা নাকি আরামও বোধ করে বলে শোনা যায়। হিউমিড্‌ অ্যাজ্‌মা, হাঁপানির মত লক্ষণসহ ব্রংকাইটিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে এবং যখন ভিজে স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় অথবা হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগার ফলেই যখন ব্রংকাইটিসের মত উপসর্গ ও দম আটকাবোধ ও শ্বাসকষ্ট, কাশির সঙ্গে সঙ্গে বেদম হয়ে পড়া ও একটুখানি রক্ত কাশির সঙ্গে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে ইপিকাক উপযোগী। রাত্রিতে ভালভাবে শ্বাস গ্রহণের জন্য রোগী উঠে বসতে বাধ্য হয় এবং প্রায়ই এই ধরনের হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। ইপিকাকে এই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়, তাই এই ওষুধটি ঐরূপ হাঁপানির মত শ্বাসকষ্টকে যে কমিয়ে সাময়িক আরাম দিতে পারবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ঐ ধরনের হাঁপানি সম্পূর্ণ সারানো যায় না, সাময়িক ভাবেই আরাম দেওয়া যেতে পারে। নতুন করে আবার ঠাণ্ডা না লাগা পর্যন্ত ঐ রোগী সাধারণত কিছুটা হাঁপানির টান সহ মোটামুটি সুস্থ থাকে। কাশিতে বুকের ভিতরে ঘড়ঘড় শব্দ হতে এবং হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট থাকতে দেখা যায়।

কনভালসনের জন্য এই ওষুধটি খুব একটা ব্যবহৃত হয় না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কনভালসন, হুপিং কাশির সঙ্গে কনভালসন, ভয়াবহ স্প্যাজমে দেহের বাম দিকটা আক্রান্ত হয়ে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হওয়া, টিটেনাসের সঙ্গে দেহ শক্ত হয়ে পড়া এবং মুখমণ্ডল রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হয়ে ওঠা প্রভৃতি ইপিকাকে থাকতে দেখা যেতে পারে; তবে এই সব লক্ষণকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ততটা সচরাচর দেওয়া হয় না। মেটেরিয়া মেডিকা এবং অন্যান্য বইয়ে স্প্যাজম, কনভালসন প্রভৃতির জন্য

বেলেডোনাকে ইপিকাকের থেকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঐ ধরনের উপসর্গে ইপিকাককেও সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

উদ্ভেদ দমিত হলে যে সব লক্ষণ দেখা দেয় সেগুলি ইপিকাকের দিকেই প্রধানত অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ঠাণ্ডা লেগে উদ্ভেদ বসে গেলে ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে অথবা ঠাণ্ডাটা বুকের গোলযোগ সৃষ্টি করে থাকে, তা ছাড়া উদ্ভেদের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষভাবে ইরিসিপেলাসের মত উদ্ভেদের সঙ্গে বমি হওয়া, শীতভাব, পিঠে বেদনা, পিপাসাহীনতা ও সারা দেহ আলোড়িত করা গা-বমিভাব থাকলে সেই ইরিসিপেলাস ইপিকাকে সারানো যাবে।

যখন স্কারলেট জ্বরের উদ্ভেদ বেরুতে দেরি হয় ও সঙ্গে গা-বমিভাব ও বমি হতে দেখা যায় তখন সেই গা-বমিভাব ও বমি হওয়া ইপিকাক রোধ করতে পারবে। উদ্ভেদ বা র‍্যাশের আবির্ভাবের বদলে অনেক ক্ষেত্রেই ইপিকাকের মত পাকস্থলী সংক্রান্ত লক্ষণ ও সেই সঙ্গে গা-বমিভাব ও বমি হতে শুরু হতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ইপিকাক ঐ গা-বমিভাব ও বমিভাব বন্ধ করবে, উদ্ভেদগুলি বেরোতে সাহায্য করবে এবং রোগটিকে মৃদু করে তুলবে।

কেলি বাইক্রোমিকাম
(Kali Bichromicum)

দেহের সব মিউকাস মেমব্রেন থেকে প্রচুর পরিমাণে দড়ির মত লম্বাটে শ্লেষ্মা নির্গমনের জন্যই প্রধানত অধিকাংশ চিকিৎসক এই ওষুধটিকে উপযুক্ত বিবেচনা করে থাকেন, কিন্তু ওষুধটি বাতজনিত উপসর্গেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে। অস্থি-সন্ধিতে স্ফীতি, লাল ও গরম হয়ে থাকা ও এইরূপ প্রদাহজনিত অবস্থা যখন একটি জয়েণ্ট থেকে অন্য জয়েণ্টে ঘুরে ঘুরে সৃষ্টি হতে দেখা যায়, তখন এই ওষুধটির কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। দেহের প্রায় সব অস্থিতেই থেঁতলে যাবার মত বেদনা, এমনকি 'কেরিজ' বা ক্ষয়ও হতে দেখা যেতে পারে। শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গের সঙ্গে বাতজনিত-উপসর্গের পর্যায়ক্রমে, একটির পরে অপরটি সৃষ্টি হওয়া লক্ষণ এই ওষুধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন অংশের মিউকাস মেমব্রেন, বিশেষ করে ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়া এবং রেক্টাম থেকে শ্লেষ্মাক্ষরণ, অনেকটা ক্রুপের মত হতে দেখা যায়; কাজেই এই ওষুধটি ডিপথেরিয়াতে যে খুব ফলপ্রসূ হয়ে থাকে সে জন্য অবাক হবার কিছু কারণ নেই। অন্যান্য 'কেলি সল্টস্'-এর মত এই ওষুধটিও শীর্ণতা সৃষ্টি করে। এই ওষুধটিতে ক্যাচেক্‌টিক্ অবস্থা বা শীর্ণকায় হয়ে পড়া অবস্থা, অথবা ম্যালিগন্যাণ্ট কোন রোগের সঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া চলতে থাকা অবস্থায় ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়। ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এই ওষুধের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই ওষুধের ক্ষত গভীর, যেন তীক্ষ্ণ কোন অস্ত্রের আঘাতে সৃষ্ট ক্ষতের মত দেখায় এবং খুব লাল থাকতে দেখা যায়। অন্যান্য

কেলি গ্রুপের ওষুধের মতই এই ওষুধটিতে গেঁটেবাতজনিত উপসর্গ সৃষ্টি হতে প্রায়ই দেখা যাবে। অস্থি-সন্ধিতে ক্র্যাকিং বা হাঁটা-চলা করতে গেলে ফাটা ফাটা শব্দ হওয়া লক্ষণে এই ওষুধটি **কাস্টিকামের** মতই কার্যকরী হয়ে থাকে। অনেকটা বেড়ে যাওয়া সিফিলিসজনিত অবস্থায় ওষুধটিকে খুবই ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। **কেলি কার্ব**-এর মতই এই ওষুধে সূচ ফোটানোর মত তীক্ষ্ণ বেদনা থাকতে দেখা যাবে। এই ওষুধটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ এই যে দেহের যে কোন স্থানে খুব ছোট একটা অংশে বেদনা দেখা দিতে পারে যে অংশটি বুড়ো আঙ্গুলের ডগায় ঢেকে রাখা যায়। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক জয়েন্ট থেকে অন্য জয়েন্টে ঘুরে বেড়ানো বেদনা অথবা বাতজনিত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। দেহের যে কোন অংশে বেদনা দেখা দিতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে বেদনা খুব তীব্র ধরনের, কখনো দ্রুত গতিতে ছুটে চলা, কখনো সূচ বেঁধানোর মত, হুল বেঁধার মত আবার কখনো কামড়ানো ব্যথা হতে দেখা যেতে পারে। জ্বালা করাও এই ওষুধের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। বেদনা খুব দ্রুত দেখা দেয় এবং হঠাৎই আবার চলে যেতে দেখা যায়।

রোগীকে ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকতে দেখা যাবে। তার দেহে প্রয়োজনীয় উত্তাপ কম থাকে। রোগী তার দেহ উষ্ণ জামা-কাপড়, চাদরে ভালভাবে ঢেকে রাখতে চায় এবং যখন সে বিছানায় যথেষ্ট উষ্ণতা পায় তখন তার অধিকাংশ উপসর্গই কম থাকতে দেখা যায়, তবে বাতজনিত অবস্থার মত কিছু উপসর্গ উষ্ণ আবহাওয়ায় বেড়ে যেতে দেখা যাবে। রোগীর কাশি উষ্ণতায় বা উষ্ণ আবহাওয়ায় কম এবং শীতকালে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ল্যারিংক্স এবং ট্রেকিয়ার শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা শীতকালে বাড়ে, **ক্যালকেরিয়া ফস**-এর মতই ঐসব উপসর্গ ভিজে, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়, যে সব জায়গায় বরফ জমে যায়, সেখানে বরফ গলতে শুরু করলে, বিশেষভাবে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বৃদ্ধি পায়। **কাস্টিকামের** রোগীকে শীতল কিন্তু শুকনো বায়ুতে সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। অন্যান্য কেলি গ্রুপের ওষুধেও রোগীকে সাধারণত ঠাণ্ডা ও শুকনো আবহাওয়ায় সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায় কিন্তু কেলি বাইক্রমের গলার উপসর্গ ও শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা শীতল কিন্তু আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। সেপটিক ও জাইমোটিক ধরনের জ্বরে এই ওষুধটিকে খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। **কেলি কার্ব**-এর মত এই ওষুধের অনেক উপসর্গ শেষ রাতে ২টা-৩টা নাগাদ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ উপসর্গ ভোরবেলা বা সকালে বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলেও কিছু কিছু উপসর্গ রাত্রিতেও বেড়ে যেতে দেখা যেতে পারে। খুববেশী দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ কেলি বাইক্রমের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। রোগীর হাত বা পায়ের ব্যথা অথবা যে কোন স্থানের বেদনা চলে যাবার পরে রোগীর সেই অঙ্গটি খুব ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ হতে থাকে। খুববেশী অবসাদ ও শীতল ঘাম হতেও দেখা যায়। প্রতিদিন একই সময়ে নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা দেখা দিতে পারে। কেলি গ্রুপের অন্যান্য ওষুধের

মত এই ওষুধে মৃগীরোগ সারানো যেতে পারে। মৃগীরোগে মুখ থেকে দড়ির মত লালা ও শ্লেষ্মা বেরুতে দেখা গেলে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। লক্ষণসমূহ, বিশেষভাবে বেদনা নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় ; তবে সায়াটিকা এবং পায়ের দিকের অন্য কোন কোন ব্যথা নড়া-চড়ায় কম থাকতে দেখা যায়। রোগীর সারা দেহেই টিপ্‌টিপ্‌ করা বা পালসেশনের অনুভূতি থাকে।

এই ওষুধটি কেবলমাত্র অশোধিত বা ক্রুড অবস্থায় পরীক্ষিত বা প্রুভিং হওয়ায়, এর মানসিক লক্ষণগুলি ভালভাবে জানা যায়নি ; ওষুধটির মানসিক লক্ষণগুলি ভালভাবে জানবার জন্য এটির উচ্চশক্তি বা পোটেন্সিতে প্রুভিং হওয়া প্রয়োজন।

ওষুধটিতে তীব্র ধরনের মাথাধরা বা মাথার যন্ত্রণা, বিশেষভাবে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। কেলি বাইক্রমের রোগী প্রায় সব সময়ই কম-বেশী নাকের সর্দি, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গেলে শ্লেষ্মা শুকিয়ে গিয়ে তীব্র ধরনের মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, কোরাইজার সঙ্গেও মাথাধরা থাকতে পারে। কোরাইজাতে নাকের সর্দি একটু কমে বা শুকিয়ে উঠলেই মাথাধরা দেখা দেয় এবং মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে প্রায়ই দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে দেখা যায়। মাথার বেদনা খুব তীব্র ধরনের হয় ; উষ্ণতায়, বিশেষভাবে উষ্ণ পানীয় গ্রহণে, চাপ দিলে কম থাকতে এবং ঝুঁকলে, নড়া-চড়ায় বা হাঁটা-চলায়, রাত্রিতে এবং বিশেষভাবে ভোরে খুব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। বেদনাটা পালসেটিং, সুটিং বা দ্রুত গতিতে ছুটে যাবার মত ও জ্বালা করা প্রকৃতির হয়ে থাকে। মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে মাথাঘোরাও দেখা দেয় এবং সাধারণত মাথার একটা পাশে বেদনা হতে দেখা যায়। সিফিলিসজনিত মাথার যন্ত্রণা, চোখ ও কপালের বেদনা ও সেই সঙ্গে ওয়াক্‌ ওঠা ও বমি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে বা অবস্থায় ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। বেদনাটা ছোট একটা জায়গায়, এমনকি আঙ্গুলের ডগা দিয়েই ঢেকে দেওয়া যায় এমন ছোট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা গেলে কেলি বাইক্রম বিশেষভাবে ফলপ্রদ হবে। মাথাধরা তীব্র ধরনের হয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দিতে এবং সেই সঙ্গে মাথাঘোরা ও হতবুদ্ধিভাব বা ডিজিনেস থাকতে দেখা যায়। মাথার যন্ত্রণা খোলা হাওয়ায়, যদি সেই হাওয়াটা খুববেশী ঠাণ্ডা না হয়, তা হলে কমে যেতে বা কম থাকতে দেখা যেতে পারে।

মাথার স্ক্যাল্প অংশে একজিমা হয়ে তাতে পুরু ও শক্ত বা ভারী ধরনের মামড়ী পড়া এবং একজিমা থেকে হলদেটে, ঘন ও আঠালো রস গড়াতে দেখা গেলে সেই একজিমা এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

দিনের আলোতে ফটোফোবিয়া দেখা দেয়। চোখের সামনে আলোর ঝলকানি, মাথাধরার আগে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে। বাতজনিত অবস্থায় চোখের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। চোখের পাতায় ছোট ছোট দানার মত গ্র্যানুলেসন, কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, ক্ষত গভীর হয়ে পড়া ও তাতে টিপ্‌টিপ্‌ করা অনুভূতি থাকা, চোখ খুব লাল হয়ে ফুলে থাকা বা প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া,

চোখের পাতায় ফোলা ও লালভাব থাকা, চোখে জ্বালা ও চুলকানিবোধ, চোখের মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ হয়ে প্রচুর ঘন স্রাব বেরোনো প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। কনজাংক্টাইভাতে পলিপ ও সেই সঙ্গে চোখের পাতায় ফোলা এবং সুতোর মত শ্লেষ্মা বা রস বেরোতে দেখা গেলে কেলি বাইক্রম সেই পলিপ সারাতে পারবে।

কান থেকে হলদে, চট্‌চটে বা আঠালো পুঁজ বেরোনো, সেইসঙ্গে সুচ ফোটানো ও টিপ্‌টিপ করা পালসেশনের মত বেদনা থাকতে দেখা যেতে পারে। মধ্যকর্ণে পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী পুঁজ সৃষ্টি হয়ে কানের পর্দা ফুটো হয়ে যাওয়া, কানে একজিমার মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে কানের বাইরের অংশের প্রায় সবটাতে খুব চুলকানি-বোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

নাক ও নাসারন্ধ্রে নানা ধরনের গোলযোগ থাকতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাটাই প্রধান। অ্যাকিউট এবং ক্রনিক ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে প্রচুর ঘন হলদেটে বা সাদাটে ও চট্‌চটে বা আঠালো শ্লেষ্মা নির্গত হতে দেখা যায়। নাক থেকে খুব দুর্গন্ধ বেরোনো ও নাকের ভিতরটা শুকনোবোধ হতে দেখা যায়। নাকে গন্ধ পাবার ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়া এবং নাক ঘন ও আঠালো সর্দিতে বন্ধ হয়ে থাকা, নাক ঝাড়লেও সেই আঠালো সর্দি বার করে ফেলা যায় না। এইরূপ শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে নাকের গোড়ায় একটু শক্ত ধরনের ব্যথা থাকতে দেখা যায়। নাকের মিউকাস মেমব্রেনে প্রায় সব জায়গাতেই ক্ষত সৃষ্টি হয়, মামড়ী পড়ে ও সর্দিতে নাক বন্ধ থাকে এবং রোগী প্রায় সর্বদাই নাক ঝেড়ে পরিষ্কার, রাখার চেষ্টা করতে বাধ্য হয় এবং অনেক চেষ্টার পরে হয়ত সবুজ রঙের মামড়ী নাকের উঁচু অংশ থেকে বেরিয়ে আসে বা নাক টানার সঙ্গে সেই মামড়ী পোস্টিরিয়ার নেরিসে চলে যায় এবং থুথু ফেলার মত করে মুখ দিয়ে উঠিয়ে ফেলতে হয়। নাসারন্ধ্রে জ্বালা ও পালসেটিং অনুভূতি দেখা যায়। এই ধরনে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে একটা দ্রুত ছুটে চলা বেদনা নাকের গোড়া থেকে চোখের কোণ পর্যন্ত ছুটে যেতে দেখা যায়, নাকের ভিতরে খুববেশী টন্‌টনে করা অনুভূতি, নাক দিয়ে টেনে নেওয়া শ্বাসটা উত্তপ্তবোধ হতে ও সেইজন্য নাকের ভিতর জ্বালা করতে দেখা যেতে পারে। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় নাকের শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পাওয়া ও জোরে নাক দিয়ে শ্বাস টানা লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। অ্যাকিউট ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় নাক থেকে জলের মত সর্দি পড়া, জ্বালা করা ও নাকের ভিতরে হেজে যাওয়া লক্ষণ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। ঐরূপ পাতলা সর্দির সঙ্গে নাকে গন্ধ পাবার শক্তি বিনষ্ট হয়ে যেতে দেখা যায়। ক্রনিক অবস্থায় নাকের ভিতরের সেপ্টাম ফুটো হয়ে যাওয়া এবং ফ্রন্টাল সাইনাস বা কপালে চাপধরা ব্যথা থাকতে দেখা যায়। নাকের সেপ্টামে মামড়ী বা স্ক্যাব সৃষ্টি হয় এবং নাক ঝেড়ে সেই মামড়ী বা স্ক্যাব বার করে দিলে ফটোফোবিয়া দেখা দেয় তার পরে দৃষ্টি-শক্তি কমে যায় এবং তার পরে কপালে ভীষণ চাপধরা ব্যথা দেখা দেয়। নাকের

সেপ্টামে অনেকক্ষেত্রে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে বিনষ্ট হয়ে যেতে দেখা যেতে পারে ; নাক ঝাড়লে নাক থেকে ঘন রক্ত বেরিয়ে আসে। সিফিলিসজনিত অবস্থায় এই ধরনের লক্ষণ থাকলে, নাকের পলিপ, নাকের লিউপাস ক্ষত প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অস্থিতে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, 'ম্যালার অস্থিতে তীব্রগতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা ও কাশতে গেলে বেদনাবোধ, শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় ম্যালার অস্থিতে নানাধরনের বেদনা ও কষ্ট অনেকটা **মার্ককরের** মত থাকতে দেখা যায়। কেলি বাইক্রমের সাহায্যে 'লিউপাস এক্সিডেন্স্', ঠোঁটের ক্ষত প্রভৃতি সারানো যেতে পারে। এই ওষুধের প্রুভিংয়ে প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড স্ফীত হয়ে উঠতে দেখা গেছে এবং 'ইম্পেটাইগো' বা ত্বকে একসঙ্গে অনেকগুলি পুঁজযুক্ত ফোস্কা সৃষ্টি হওয়া অবস্থা এই ওষুধে সারানো গেছে।

রোগীর জিহ্বা মসৃণ, চক্‌চকে, কোন কোন ক্ষেত্রে ফাটা ফাটা হয়ে পড়তেও দেখা যায় এবং টাইফয়েডের মত নিচু ধরনের জ্বরে এই লক্ষণ বেশী দেখা যায়। জিহ্বা প্রায়ই প্রলেপযুক্ত, গোড়ার দিকটা মোটা ও হলদেটে দেখায়। জিহ্বার ডরসাম অর্থাৎ পিছনে প্যাপিলিগুলি উঁচু হয়ে স্ট্রবেরীর মত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মোটা বাদামী প্রলেপ যুক্ত থাকতে দেখা যায়। জিহ্বার গোড়ার দিকটা খড়খড়ে ও চুল জড়ানো রয়েছে এরূপ বোধ অনেক ক্ষেত্রে প্রুভাররা বিরক্তবোধও করেছে। এই ওষুধটি জিহ্বার বিভিন্ন ধরনের ক্ষত, এমনকি সিফিলিসজনিত ক্ষতও সারাতে পারে। ক্ষত গভীর অনেকটা পাংকচারড্‌ বা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে সৃষ্ট ক্ষতের মত হয় এবং সেখানে হুল ফোটানোর মত ব্যথা থাকে।

মুখের ভিতরটা খুববেশী শুকনো থাকে ; মুখ থেকে দড়ির মত লালা ও শ্লেষ্মা বেরোয়, মুখের ভিতরে যেকোন স্থানে ক্ষত ; অ্যাপথাস প্যাচ, মুখের তালুতে ক্ষত প্রভৃতি সিফিলিসজনিত হলেও সেগুলি গভীর ও পাংকচারড ক্ষতের মত হলে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যাবে।

গলায় নানাধরনের উপসর্গ ও লক্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণভাবে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া, সব ধরনের টিসুতে আক্রান্ত হওয়া, উপরে নাক থেকে নিচে ল্যারিংক্স পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে প্রচুর দড়ির মত লম্বাটে শ্লেষ্মা বেরোতে দেখা যেতে পারে। ডিপথেরিয়া কেবল মাত্র গলায় সীমাবদ্ধ থেকে সেখানে রক্তক্ষরণ ও ল্যারিংক্সে এক্সুডেসন হতে দেখা গেলে সেই ডিপথেরিয়া এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। ইউভুলাতে স্ফীতি বা ফোলাভাব সৃষ্টি হওয়া কেলি বাই-ক্রমের একটি বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণটি **এপিস, কেলি আয়োড, ল্যাকেসিস, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরাস, সালফ অ্যাসিড** এবং **ট্যাবেকামেও** থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধটিতে গলায় ও টন্সিলে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়ে এত বেশী বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে যে সম্পূর্ণ সফ্‌ট্‌ প্যালেটই বিনষ্ট হয়ে যেতে দেখা যায়।

টনসিলে প্রদাহ হয়ে সেটি খুববেশী লাল ও ফুলে যায়, গলাও ফুলে ওঠে, টনসিলে প্রদাহ হয়ে টনসিল পেকে উঠতে বা তাতে পুঁজ সৃষ্টি হতেও দেখা যেতে পারে। গলায় ছোট ছোট ক্ষত বা সোরথোটের সঙ্গে একটা তীব্র গতিতে ছুটে যাওয়া বা ঝিলিক দেওয়া ব্যথা গলা থেকে কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তে দেখা যায়। গলার শিরাগুলিতেও স্ফীতি দেখা যায়। জিহ্বার মত মুখের ভিতরে ও নাকেও একটা চুল জড়িয়ে থাকার মত বোধ থাকতে পারে। গলার ভিতরে শুষ্কতা ও জ্বালা করা অনুভূতি প্রায়ই থাকতে দেখা যায়। জিহ্বার গোড়ার দিকটাতে একটা খুব তীব্র বেদনা, বিশেষভাবে জিহ্বাটা বের করলে ঐ বেদনাটা বেশী হতে দেখা দেয়া কেলি বাই-ক্রমের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। অনেকক্ষেত্রে ডিপথেরিয়া না হয়েও ডিপথেরিয়ার মত একটা আবরণ বা অ্যাক্রুডেসন গলার ভিতরে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ওষুধে পাকস্থলী সংক্রান্ত নানাধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ থাকতে দেখা যায়। রোগী মাংস খেতে চায় না, কিন্তু বিস্ময়কর হলেও বীয়ার পান করতে চায় এবং বীয়ার পানে সে অসুস্থও হয়ে পড়ে, ডায়রিয়া দেখা দেয়। তার পাকস্থলীতে খাদ্য একটা বোঝার মত থেকে যায়, তার হজমশক্তি যেন থেমে গেলে বলে মনে হয়, খাবার পরেই পেটে বা পাকস্থলীতে একটা বোঝার মত ভারবোধ হতে থাকে এবং খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর ওঠে হঠাৎই তার গা-বমিভাব দেখা দেয়, কখনো খেতে খেতে, আবার কখনো খাবার পরেই গা-গুলিয়ে ওঠে, ভুক্তদ্রব্য সবই বমি হয়ে উঠে যায় এবং সেটাতে টক স্বাদ থাকে, মনে হয় যেন খুব দ্রুত ভুক্তদ্রব্য টকে গেছে এবং সেইজন্য টক বমি ও ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় উঠে আসে, পিত্ত, তেতো শ্লেষ্মা, রক্ত, হলদে শ্লেষ্মা এবং দড়ির মত লম্বাটে হয়ে শ্লেষ্মা বমিতে উঠে আসে দেখা যায়। এই ওষুধটি মদ্যপায়ী ও যারা বেশী বীয়ার পান করে তাদের গা-বমিভাব ও বমি হওয়া অবস্থায় ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। বীয়ার বেশী পরিমাণে পান করতে করতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে বীয়ার পান করলেই রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ে, এইরূপ অবস্থায় কেলি বাইক্রম খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। পাকস্থলীতে টনটন্ করা ব্যথা ও শীতলতাবোধও থাকতে দেখা যায়। পাকস্থলীর ক্ষততে ওষুধটি খুবই কার্যকরী হয়; এই ক্ষতটা ক্যান্সারজনিত হলে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি ঐ ক্ষতজনিত বেদনা কমিয়ে ও বমি বন্ধ করে রোগীকে অনেকটা আরামে রাখতে সাহায্য করতে পারে, অর্থাৎ রোগীর সব কটাই সাময়িকভাবে দমিত বা প্যালিয়েট করতে পারে। পাকস্থলীতে এমন বেদনা হতে দেখা যায় যেটা খাদ্যগ্রহণের পরে কমে যায়, গা-বমিভাবও খাবার পরে কমে যেতে পারে, তবে ঐরূপ লক্ষণকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে হবে। রোগীর পাকস্থলীতে একটা শূন্যতা বা মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয় এবং সেইজন্যই সে বারবার খাদ্য গ্রহণে বাধ্য হয়। কেলি বাইক্রমের রোগীর মধ্যে পাকস্থলীর পুরানো বা ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বিশেষভাবে থাকতে দেখা যায়। লিভারে ক্রোটেলাস হোরাইডাসের মত খুব জোরে সংকুচিত হয়ে পড়ার মত বেদনা কাঁধ

পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। নড়া-চড়ায় লিভারে বেদনা দেখা দেয়, এবং বেদনা নিরেট ও কামড়ে ধরার মত ধরনের হয়ে থাকে। লিভারের গোলযোগের সঙ্গে পিত্ত পাথরী থাকলে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। এই ওষুধটি লিভারের কাজকে স্বাভাবিক করে এবং পিত্ত স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হতে সাহায্য করে এবং পিত্ত-পাথরী গলিয়ে বা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। লিভারে ও প্লীহাতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, নড়া-চড়ায় সৃষ্টি হতে বা বেড়ে যেতে দেখা যায়।

পেট টিম্প্যানাইটিসের মত ফুলে থাকতে ও খুব স্পর্শকাতর থাকতে দেখা যায়। পেটে সূচ বেঁধানো, কেটে যাবার মত ব্যথা খাবার পরে গা-বমিভাব ও পেটে তলিয়ে যাবার মত বোধ হতে দেখা যায়, তার পরে বমি দেখা দেয় এবং শেষে ডায়রিয়া সৃষ্টি হয়। গ্যাস্ট্রো-ইণ্টেস্টাইন্যাল উপসর্গে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। টাইফয়েডের মত অবস্থায় অন্ত্রে ক্ষত এই ওষুধটি নিরাময় করতে পারে। **সালফারের** মত প্রাতঃকালীন ডায়রিয়াও এই ওষুধটির রোগীর হতে দেখা যায়। যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে ডায়রিয়া, ডায়রিয়াতে পাতলা জলের মত, বাদামী রঙের জলের মত অথবা কালচে জলের মত মল নির্গত হতে দেখা যেতে পারে। মলত্যাগের সময় খুববেশী কুন্থন বা টেনেসমাস থাকতেও দেখা যায়। সকালের দিকে ক্রনিক ধরনের ডায়রিয়াও এই ওষুধে হতে দেখা যেতে পারে। **অ্যালো, চায়না, গ্যাম্ব, লাইকো, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড** এবং **সালফারের** মত বীয়ার পানের পরে ডায়রিয়া হতেও দেখা যায়।

প্রায়ই কাদার মত রঙের মল হতে দেখা যায়। আবার রক্ত মেশানো, ডিসেণ্ট্রির মত মলও নির্গত হতে পারে। এই ওষুধটিতে বাতজনিত উপসর্গ মিলিয়ে গিয়ে বা চাপা পড়ে ডায়রিয়া এবং ডিসেণ্ট্রি দেখা দিতে দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে ডায়রিয়ার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বাতজনিত উপসর্গ একটির পরে অপরটি দেখা দিতেও দেখা যায়। গ্রীষ্মকালের গরম আবহাওয়ায় ডায়রিয়া অথবা শ্বাসপথের শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মলত্যাগের আগে পেটে ব্যথা, মলত্যাগের সময় খুববেশী মোচড়ানো বা খিঁচ্ধরা ব্যথা ও টেনেসমাস থাকে। **মার্কিউরিয়াসের** মত মলত্যাগের পরে খুব কুন্থন বা টেনেসমাস থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে খুব শক্ত, গিঁট্ গিঁট্ বা 'নাট' ধরনের মল বেরোনো এবং তারপরে রেক্টাম ও মলদ্বারে খুববেশী জ্বালা থাকতে দেখা যায়। রেক্টামের প্রল্যাপ্স ; খুববেশী শক্ত ও শুকনো মল বেরোনোর পরে রেক্টাম ও মলদ্বারে জ্বালা দেখা দেয়। রেক্টামে একটা বড় প্লাগের মত কিছু আটকে থাকার মত বোধ ও মলদ্বারে খুব 'সোরনেস' বা টন্‌টন্ করা ব্যথা থাকতেও দেখা যায়। মলত্যাগের পরে অর্শের বলী বেরিয়ে আসা এবং তাতে খুব বেশী ব্যথা ও টাটানি থাকতে দেখা যায়।

রক্তস্রাবের সঙ্গে পিঠে ব্যথা হতে দেখা যেতে পারে। কিডনী অঞ্চলে ঝিলিক দেওয়া এবং কামড়ানো ব্যথা এবং সেই সঙ্গে দিনের বেলা বার বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা বা 'আর্জিং' থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাব আটকে বা বন্ধ থেকে কিডনী অঞ্চলে কামড়ানো ব্যথা সৃষ্টি হতে পারে। প্রস্রাবের সঙ্গে দড়ির মত লম্বাটে শ্লেষ্মা বা

মিউকাস বেরোতে দেখা যায়। প্রস্রাব ত্যাগের পূর্বে কক্সিক্স অঞ্চলে বেদনা দেখা দিয়ে প্রস্রাব ত্যাগের পরে কমে যেতেও দেখা যেতে পারে। প্রস্রাব ত্যাগের সময় 'ফোসা নেভিকুলারিস'-এ বেদনা দেখা দিতে পারে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে যৌন ইচ্ছা সাধারণত অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। পেনিসের শেষভাগে খুববেশী সংকুচিত হয়ে পড়া বা সংকোচনবোধ সহ ব্যথা এবং পিউবিস অংশে খুব চুলকানিবোধ থাকতে দেখা দিতে পারে। স্যাংকারের গভীরেও খুববেশী শক্ত ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, হাঁটা-চলা করতে গেলে প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা ইউরেথ্রা থেকে দড়ির মত লম্বাটে, আঠালো বা চটচটে মিউকাস নির্গত হওয়া প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যায়।

গ্রীষ্মকালে এই ওষুধে খুববেশী শিথিলতা থাকে এবং সেটা বিশেষভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে থাকতে দেখা যায়। গ্রীষ্মের গরমে রোগিণীর শিথিলতায় জরায়ুর প্রল্যাপ্স সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জরায়ুতে 'সাবইনভলিউসন' সৃষ্টি হলে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়। ঋতুস্রাবের সঙ্গে প্রায়ই পর্দার টুকরোর মত মেমব্রেন থাকায় রোগিণী বেদনায় খুব কষ্ট পায়। ঋতুস্রাব খুব অল্পকালের ব্যবধানে দেখা দেয়, সেই স্রাবে যৌনাঙ্গ হেজে যেত. লেবিয়ার ফুলে উঠতে ও খুব চুলকানিবোধ হতে দেখা যায়। দেহের অন্যান্য মিউকাস মেমব্রেনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার মতই লিউকোরিয়াতে হলদে এবং দড়ির মত স্রাব হতে দেখা যায়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমি হওয়া, বুকের দুধ সুতোর মত লম্বাটে হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণের সাদৃশ্য পাওয়া গেলে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে।

ল্যারিংক্সের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন লক্ষণের সঙ্গে প্রচুর, ঘন, দড়ির মত লম্বাটে শ্লেষ্মা নির্গত হতে দেখা যাবে। ক্রনিক স্বরভঙ্গ, স্বরের কর্কশতা, শুকনো কাশি, ল্যারিংক্সের ভিতরে ফুলে যাওয়ার মত ও সেখানে কম্বলের মত একটা কিছু থাকার মত বোধ থাকতে দেখা যায়। ল্যারিংক্সের শ্লেষ্মা, ক্রুপ, শ্বাসগ্রহণের সময় কাশি হওয়া, 'মেমব্রেনাস' ধরনের ক্রুপ কাশি, ডিপথেরিয়া, জ্বালাকরা, ল্যারিংক্সে তীক্ষ্ম বেদনা ও দগ্‌দগেবোধ, ট্রেকিয়াতে ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, শীতকালে দেখা দেয় এবং তার সঙ্গে খুববেশী কাশি ও অস্বাস্তিবোধ থাকে। কখনো কখনো এই সব উপসর্গ কমে যায় এবং রাত্রিতে উষ্ণ শয্যায় রোগী বেশ আরামবোধ করে; শীতল আবহাওয়ায় রোগী সর্বদাই কষ্টবোধ করে, শীতল অবস্থাতে ঐসব উপসর্গ সৃষ্টি হয়, তুষারপাতের সময় দেখা দিয়ে সারা শীতকাল ধরেই থেকে যায়। শ্বাসের সঙ্গে খুববেশী সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং ট্রেকিয়া যেখানে দু'ভাগ হয়ে ব্রঙ্কাস সৃষ্টি করেছে সেইখানে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে এইরূপ বোধ থাকতে দেখা যাবে। স্টারনাম থেকে পিঠের দিকে যাওয়া একটা বেদনা ও সঙ্গে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও কাশি থাকা ওষুধটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ল্যারিংক্সে সুড়সুড় করা অনুভূতির জন্য কাশি আরম্ভ হয়; কাশি

শুকনো ও শক্ত ধরনের এবং খুব ঘন ঘন কাশি হতে এবং তার সঙ্গে বুকে খুববেশী টন্‌টন্‌ করা বা 'সোরনেস' কাশলে বা গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণে বেড়ে যাওয়া, কাশতে গেলে স্টারনাম থেকে সরাসরি পিছন দিকে পিঠে বেদনা হওয়া প্রভৃতি থাকতে পারে। সকাল বেলা রোগী যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখনই এই শুকনো ও শক্ত ধরনের কাশি আরম্ভ হয়ে যেতে দেখা যায়। অনেক সময় আবার শুয়ে পড়লে, উষ্ণ বিছানায় কাশি কমে যেতে দেখা যায়; কাপড়-জামা খুলে ফেললে, ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে, খাদ্য গ্রহণের পরে, গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণে কাশি বেড়ে যেতে এবং বিছানায় শুয়ে দেহ উষ্ণ হয়ে উঠলে কাশি কমে যেতে দেখা যাবে। গলায় সুড়সুড় করা ও কাশি ঠাণ্ডা হাওয়ায় খুব বেড়ে যায়। কাশিটা অনেক সময় দম আটকা বা চোকিংয়ের মত, আবার কখনো কর্কশ শব্দযুক্ত কাশি হতে দেখা যায়। অনেক সময় কাশিটা হুপিং কাশির মত সংকোচন ও আক্ষেপযুক্ত থাকতে দেখা যেতে পারে।

বুকে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে কাশিতে যে শ্লেষ্মা বা গয়ের ওঠে সেটা দড়ির মত, হলদে বা হলদেটে সবুজ, কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ত মেশানো, আবার কোন কোন সময় বেশ খানিকটা রক্তের দলা বা ক্লটযুক্ত রক্ত উঠতে দেখা যায়। বুকের ভিতরে খুববেশী ঘড়্‌ঘড় শব্দ ও শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা শীতকালের শুরুতে আরম্ভ হয়ে সারা শীতকাল ধরেই চলতে দেখা যায়; বৃদ্ধদের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় বুকে খুব ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হতে বা থাকতে দেখা যাবে।

ফুসফুসের যক্ষ্মায় কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা, ফুসফুসে ক্যাভিটি হওয়া প্রভৃতিতে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে পারে। বুকে, হার্ট অঞ্চলে একটা শীতলতাবোধ থাকতে দেখা যায়। খাবার পরে বুকে এবং হার্ট অঞ্চলে একটা চাপবোধ ও সেইসঙ্গে প্যালপিটেশন হতে দেখা যায়। হার্টের হাইপারট্রফি ও সেই সঙ্গে প্যালপিটেশনে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রসু হয়ে থাকে।

দেহের সর্বত্র, পিঠে, বিশেষভাবে ঘাড়ের পিছনে শীতকাতরতা বা শীতলতাবোধ থাকতে দেখা যায়। ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডের ডরসাল অংশে ছোরার আঘাত লাগার মত ব্যথা, কিডনী অঞ্চলে তীক্ষ্ন বেদনা, পিঠে নিরেট ধরনের কামড়ানো ব্যথা প্রভৃতি থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পিঠের বেদনা এবং অন্যান্য বেশীর ভাগ উপসর্গেই বাতের রিউম্যাটিক ধরনের লক্ষণ থাকতে এবং বেদনা বার বার জায়গা বদল করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। রিউম্যাটিক বেদনা নিচুতে ঝুঁকলে ও অন্যান্য বেদনার মতই নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কেবল মাত্র সেক্রাম-অংশে এর ব্যতিক্রম থাকে, ঐ অংশে রাত্রিতে শোয়া অবস্থায় কামড়ানো ব্যথা হতে দেখা যায় এবং দিনের বেলা চলা-ফেরায় বা নড়া-চড়া করলে সেক্রামের বেদনা কম হতে দেখা যাবে। বসা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালে সেক্রামের বেদনা দেখা দেয়। বসার পরে উঠে দাঁড়ালে কক্সিক্স অঞ্চলে বেদনা, প্রথম বার বসায় অথবা বসার চেষ্টা করতে গেলে কক্সিক্স-এ বেদনা দেখা দিতেও দেখা যায়।

সকালে উঠতে গেলে হাত-পায়ে শক্তভাব বা আড়ষ্টতা দেখা দেয় এবং বেদনা,

বিশেষভাবে জয়েণ্টের বেদনা এখানে-ওখানে বা এক জয়েণ্ট থেকে অন্য জয়েণ্টে ঘুরে ঘুরে দেখা দিতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকের ব্যথা ঠাণ্ডায় ও নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পায়। ঐ বেদনা গরমে ও বিশ্রামে কম থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অথবা প্রতিদিন একই সময়ে বেদনা দেখা দিতে পারে। হাড়গুলিতে স্পর্শকাতরতা অথবা জোরে চাপ দিলে বেদনা হতে দেখা যায়। অস্থি-সন্ধিতে ক্র্যাকিং বা চলতে গেলে খচ্খচ্ করা ব্যথা হতে পারে। কাঁধে বাতজনিত বেদনা প্রায়ই থাকতে দেখা যায়; হাতের উপরের অংশে জ্বালা, কনুইয়ে বাতের ব্যথা, হাত ও আঙ্গুলে দুর্বলতাবোধ ও জড়তা; আঙ্গুলে স্প্যাসমোডিক ধরনের বা আক্ষেপযুক্ত সংকোচন, হাত ও আঙ্গুলের হাড়ে থেঁতলানোর মত বোধ ও জোরে চাপ লাগলে বেদনাবোধ প্রভৃতি এই ওষুধে প্রায়ই থাকতে দেখা যায়। কোমরের হাড় বা হিপ্ থেকে হাঁটু পর্যন্ত খুববেশী বাতজনিত বেদনা হাঁটা-চলা বা নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এর পরে আসে সায়াটিক নার্ভের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বেদনার কথা। গরমকালে বা গরম আবহাওয়ায় সায়াটিক নার্ভে তীব্র বেদনা দেখা দেয় অথবা বেড়ে যায় এবং এই বেদনা নড়া-চড়া করলে, উষ্ণ সেক বা বিছানার উষ্ণতায় কম থাকে; আবহাওয়ার পরিবর্তনে বেদনাটি বেড়ে যায়, পা ভাঁজ করে বা গুটিয়ে রাখলে সেটা কমে যেতে দেখা যায়। টিবিয়াতে টেনে ধরার মত ব্যথা এই ওষুধটিতে প্রায়ই দেখা যায়। এই ওষুধটির সাহায্যে পায়ে সৃষ্টি হওয়া গভীর গর্ত হয়ে যাবার মত ক্ষত সারানো যায়। অ্যাঙ্কল জয়েণ্টে জ্বালাবোধ এবং গোড়ালীতে টন্ টন্ করা ব্যথা ও ক্ষত এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

রোগীকে নিদ্রায় খুব অস্থির থাকতে দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা এবং বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে দেখা যায়। এই ওষুধের রোগীর বুকের উপসর্গ হাঁটা-চলা করলে খুব বেড়ে যেতে দেখা যাবে।

ত্বকে পুঁজযুক্ত ফোস্কা, ফোড়া, একজিমা, সাধারণ ফোস্কা, হারপিস, সিঙ্গল্স্ বা হারপিস্ জস্টার, যে কোন ধরনের ক্ষত, টিউবারকুল্স্ হয়ে ফুটে ওঠা এবং সিফিলিসের মতবুলক্ষণযুক্ত উদ্ভেদ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

কেলি কার্বনিকাম
(Kali Carbonicum)

কেলি-কার্ব এর রোগীকে এবং কেলি-কার্ব ওষুধটিকে বোঝা ও জানা বেশ শক্ত কাজ।

এই ওষুধটি যতটা ব্যবহৃত হওয়া উচিত সেটা হয় না, কারণ, ওষুধটি খুব জটিল ও বিভ্রম সৃষ্টিকারী। এটিতে নানা ধরনের লক্ষণে বৈপরীত্য ও পরিবর্তনশীলতা থাকতে দেখা যায় এবং রোগীও সঠিক ভাবে লক্ষণগুলি বর্ণনা করতে না পেরে ভাসা ভাসা ভাবে সেগুলির বর্ণনা দেয়।

এই ওষুধের রোগী খামখেয়ালী, কোপনস্বভাব, খুববেশী খিট-খিটে প্রকৃতির হয়ে থাকে ; খুব সামান্য কারণে সে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে বা অপরের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। সে কখনো একা একা থাকতে চায় না, একা থাকলেই তার মনে ভয় এবং নানা ধরনের আজগুবি কল্পনা দেখা দেয় ; ভবিষ্যৎ বিপদের ভয়, মৃত্যুর ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি দেখা দেয়। যদি সে কখনো ঘরে একা থাকতে বাধ্য হয় তা হলে সে না ঘুমিয়ে জেগে থাকে, অথবা ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা, ভীতিকর স্বপ্ন দেখে বার বার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। সে যেন কখনো শান্তি পায় না, সর্বদাই নানা ধরনের অদ্ভুত কল্পনা ও ভয়ে সে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। "বাড়ীতে এখন যদি আগুন লেগে যায় তা হলে কি হবে? আমি যদি এই কাজটা বা ঐ কাজটা করি তা হলে কি হতে পারে? যদি এইরূপ বা অন্য কোনরূপ ঘটনা ঘটে যায় তা হলে কি হবে?" এইরূপ নানা ধরনের চিন্তা বা কল্পিত ভয় তার মনে আশ্রয় নিয়ে তাকে অশান্ত করে তোলে।

সব কিছুতেই এই রোগী খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে ; যে কোন ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তনে সে সংবেদনশীল থাকে ; তার সর্বদাই মনে হয় যে ঘরের ভিতরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক নেই, সামান্য একটু ঝড়ো হাওয়া অথবা ঘরের মধ্যে যে বাতাস আসে সেটাতেও সে অসুস্থ বোধ করে। ঘরের দূরের অংশে থাকা জানালাও সে খোলা রাখতে পারে না। রাত্রিতে বিছানায় উঠে বসে সে কোথা থেকে হাওয়ার ঝাপ্টা আসছে সেটা খুঁজতে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। ভেজা স্যাঁতসেতে এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রোগীর উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। সে ঠাণ্ডায় খুববেশী কাতর হয়ে পড়ে কাঁপতে থাকে। শীতকালে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তার স্নায়ুতে যেন ঐ ঠাণ্ডা লেগে যায় এবং সেগুলিতে বেদনা হতে থাকে। ঠাণ্ডায় তার দেহের বিভিন্ন অংশে নিউর্যালজিয়া ছুটে বেড়ায়। আক্রান্ত অংশে উষ্ণ সেক্ লাগালে সেখানকার ব্যথা সরে গিয়ে অন্য একটা অংশে বেদনা দেখা দেয়। সব সময়ই দেহের শীতল অংশে বেদনা থাকে ; একটি অংশ ভালভাবে ঢেকে উষ্ণ রাখলে বেদনাটা আঢাকা অংশে গিয়ে দেখা দেয়।

এই ওষুধটিতে নানা ধরনের খোঁচা মারা, জ্বালা করা, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা থাকতে দেখা যায় এবং সেই বেদনা দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে ছুটে বেড়াতে দেখা যায়। অবশ্য কেলি-কার্বে কোন একটা স্থানেই থেকে যাওয়া ব্যথা থাকতে পারে, তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বেদনা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যেতে দেখা যায়। বেদনায় ছুরি দিয়ে কেটে নেবার মত বোধ হতে থাকে ; যেন গরম সূচ বিঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে, হুল বেঁধানো, খোঁচামারা এবং জ্বালা করার মত বেদনা-বোধ হতে দেখা যায়। দেহের অভ্যন্তরে এবং শুকনো অংশে এই ধরনের বেদনা হয়ে থাকে। মলদ্বার ও রেক্টামে জ্বালা করায় রোগীর মনে হয় যেন উত্তপ্ত লোহার বালা বা ঐরূপ কিছু যেন মলদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা থাকতে দেখা যায়। অর্শে প্রজ্বলন্ত কয়লার আগুনে পুড়ে

যাবার মত বোধ হয়ে থাকে। কেলি-কার্ব-এর জ্বালাবোধ অনেকটাই আর্সেনিকামের মত হতে দেখা যায়।

এই ওষুধটি ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এর বিভিন্ন উপসর্গ বা লক্ষণ ভোর ২টা, ৩টা অথবা ৫টা নাগাদ দেখা দেয়। কেলি-কার্ব-এ কাশি ভোর ২টা, ৩টা বা ৫টায় সৃষ্টি হতে বা বেড়ে যেতে দেখা যায়। জ্বরও ভোর ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে দেখা দেয়। যে সব রোগীর হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট থাকে, তাদের ভোর ৩টায় হঠাৎ শ্বাসে টান্‌বোধ হয়ে জেগে উঠে বসে থাকতে দেখা যায়। নানা উপসর্গের সঙ্গে শ্বাসকষ্টে সে ৩টায় জেগে উঠে ৫টা পর্যন্ত বসে থাকে এবং ৫টার পরে তার উপসর্গগুলি অনেকটাই কমে যায়। যদিও দিন-রাতের যে কোন সময়েই এই ওষুধের রোগীর নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে, তবে তার বেশীর ভাগই ভোর ২টা, ৩টা বা ৫টা নাগাদ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। রোগী ভোর ৩টায় ভয়, মৃত্যুভয়, ভবিষ্যৎ কোন বিপদ ঘটার ভয়, সব কিছুতেই একটা আতঙ্ক নিয়ে জেগে বসে থাকে এবং তারপরে ৫টা নাগাদ আবার গভীরভাবে নিদ্রা যায়।

তার দেহ শীতল থাকে এবং দেহ উষ্ণ রাখার জন্য অনেক কাপড়-চোপড় পরে থাকতে হয়, কিন্তু দেহ শীতল থাকা সত্ত্বেও তার দেহে প্রচুর শীতল ঘাম হতে দেখা যায়। সামান্য পরিশ্রমেই সে ঘামতে থাকে ; বেদনায় আক্রান্ত অংশে, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হয়ে মাথাধরা থাকতে দেখা যায়।

মাথার স্ক্যাল্প্‌এ এবং চোখের উপরের অংশে নিউর‍্যালজিয়া, গালের হাড়ে স্নায়বিক বেদনা, ঝিলিক দেওয়া বেদনা থাকতে দেখা যায়। মাথার বিভিন্ন অংশে তীব্র বেদনায় মনে হয় যেন তার মাথা চেপ্টে বা থেঁতলে গেছে। মাথায় কেটে যাওয়া বা ছুরির আঘাতে ছিন্ন হবার মত ব্যথাবোধ হতে থাকে। রক্তাধিক্যজনিত তীব্র ধরনের মাথাধরা, মাথায় পূর্ণতা বা ভারীবোধ থাকতে দেখা যায়। মাথার একটা পাশ গরম এবং অন্য পাশটা শীতলবোধ হয় ; কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধটিতে শ্লেষ্মাজনিত ও রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কোথাও বেরোলে তার নাকের মিউকাস মেমব্রেন শুকিয়ে যেতে এবং উষ্ণ ঘরের মধ্যে চলে এলে নাক থেকে পাতলা সর্দি ঝরতে ও নাক সর্দিতে ভর্তি হয়ে যাওয়ায় নাক দিয়ে শ্বাস নিতে কষ্টবোধ হতে থাকে, কিন্তু একটু পরেই সে অনেকটা আরামবোধ করে, উষ্ণ ঘরে তার নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া ও খোলা হাওয়ায় তার নাক খোলা থাকায় সে নাক দিয়ে সহজে শ্বাস গ্রহণ করতে পারলেও সেই সময়ে তার মাথায় খুব বেদনাবোধ থাকে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথায় বেদনা ও জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়া তার কাছে গরমবোধ হয়। এই ধরনের রোগী একটা ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় কষ্ট পায় ; যখন রোগী ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘোরে বা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় তখন তার সর্দি ঝরা বন্ধ হয়ে গিয়ে মাথাধরা

দেখা দেয় ; তার পরে ঘরের উষ্ণতায় ফিরে এলে তার সর্দি ঝরা অবস্থা যখন ফিরে আসে তখন তার মাথাধরা কমে যেতে দেখা যায়। ক্রনিক, শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় সর্দি ঝরা বন্ধ হয়ে গেলে রোগীর চোখের উপরের অংশে, স্ক্যাল্প্-এ, গালের হাড়ে নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা দেখা দেয়, সর্দি ঝরা আবার যখন শুরু হয় তখন ঐ নিউর‍্যালজিয়াও চলে যেতে দেখা যায়।

নাকের ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় নাক থেকে প্রচুর ঘন, হলদে স্রাব নির্গমন, নাকের ভিতরে শুষ্কতা ও সর্দি ভর্তি থাকা অবস্থা পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যটা থাকতে দেখা যায় ; ঐ ধরনের রোগীর নাক সকালে শ্লেষ্মায় ভর্তি হয়ে থাকতে এবং হলদে সর্দি স্রাব বেরোতে দেখা যায়। সকালে রোগী নাক ঝেড়ে ও কেশে শুকনো ও শক্ত মামড়ীর মত শ্লেষ্মা ফ্যারিংক্স, গলা ও নাকের ভিতর থেকে বার করে দেয়। ঐ শুকনো মামড়ীর মত শ্লেষ্মা বার করে দেবার পরে নাক, গলা বা ফ্যারিংক্স এর মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়, যে অংশ থেকে ঐ মামড়ীর মত শুকনো শ্লেষ্মা বের করে দেওয়া হয়েছে মিউকাস মেমব্রেনের সেই অংশ থেকেই রক্তপাত হয়ে থাকে।

এই রোগীর গলায় 'সোরথোট' হবার প্রবণতা, সব সময়ই ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া ও সেই ঠাণ্ডাটা গলায় গিয়ে বসে যাওয়া অবস্থা হতে দেখা যায়। এই রোগীর টনসিল বড় হয়ে ওঠা, প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে যাবার প্রবণতা প্রভৃতির যে কোন একটি অথবা একসঙ্গে দুটিই বড় হয়ে যাওয়া ও শক্ত হয়ে পড়া, কানের নিচের অংশে ও চোয়ালের নিচে শক্ত গিট্‌গিট্ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া ও কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলিতে বেদনা, ঝিলিক দেবার মত, সূচালো বা তীক্ষ্ন ধার বর্শার মত কিছু বিঁধিয়ে দেবার মত বেদনা খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে বিশেষভাবে হতে দেখা যায়। ঐ সব গ্ল্যাণ্ডে হাওয়ার স্পর্শ লাগলেই বেদনা দেখা দেয় এবং উষ্ণ কোন স্থানে গেলে সেই বেদনা কমে যায়। শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় অ্যাকিউট উপসর্গ এই ওষুধের রোগীর বুকে ছড়িয়ে যেতে দেখা গেলেও কেলি-কার্ব-এ ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় বুকে উপসর্গ সৃষ্টি হতেই বেশী দেখা যায়, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের মত উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

নাকের উপসর্গের মতই রোগীর বুকে নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। গলা ও বুকের ভিতরে শুষ্কতার সঙ্গে শুকনো, ঘঙ্‌ঘঙে বা খক্‌খক্ করা কাশি বিশেষভাবে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুরু হতে দেখা যায়, কিন্তু বুকের ভিতরটা উষ্ণ হয়ে উঠলে প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে, রোগীও তখন খুব আরামবোধ করে, কারণ শ্লেষ্মা বেরিয়ে যাওয়ায় তার কষ্ট ও অস্বস্তিবোধ কমে যায় বলে মনে হয়। সে প্রধানত শুকনো, খক্‌খকে কাশি ও সকালের দিকে শ্লেষ্মা ওঠায় কষ্ট পায়। শুকনো, খক্‌খকে কাশি ক্রমশ কোন কোন ক্ষেত্রে খুব দ্রুত বেড়ে গিয়ে তীব্র ধরনের আক্ষেপযুক্ত কাশি ও মুখ-গলা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা গ্যাগিং অথবা বমি হওয়া ; কাশি হতে শুরু করলে রোগীর মনে হয় যেন তার মাথাটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাবে।

রোগীর মুখমণ্ডল ফুলে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার মত দেখায় এবং তার পরেই কেলি কার্ব-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ অর্থাৎ চোখের পাতা ও ভ্রূর মাঝখানটা ফুলে থাকা অবস্থা এবং কাশি শুরু হলে এই জায়গাটা ভর্তি হয়ে থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলের অন্যান্য অংশে ফোলা ভাব থাকলেও চোখের পাতা ও ভ্রূর মাঝের অংশটি ছোট ব্যাগ বা থলের মত ফুলে ওঠা লক্ষণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়; ঐ স্থানটি একটি ছোট জলপূর্ণ থলের মত হয়ে থাকতে দেখা যায়। এইরূপ ফোলা অবস্থা কেলি-কার্ব সৃষ্টি করতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই একটি মাত্র লক্ষণই ওষুধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে থাকে। বয়নিঙ্‌হৃসেন এমন এক ধরনের হুপিং কাশির এপিডেমিকের কথা বলেছেন যেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কেলি-কার্বের লক্ষণ ও সেইসঙ্গে চোখের পাতা ও ভ্রূর মধ্যবর্তী অংশে জলপূর্ণ ছোট থলের মত ফোলা থাকতে দেখা গেছে। কোন ক্ষেত্রেই একটি মাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করে, সেটা যত বৈশিষ্ট্যপূর্ণই হোক না কেন, ওষুধ নির্বাচন করা ঠিক নয়, সর্বদা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ, ধাতুগত বৈশিষ্ট্য, হ্রাস-বৃদ্ধি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি সব লক্ষণ ভাল করে বিচার-বিবেচনা করে তবেই প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করতে হবে তা না হলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা বিপজ্জনকও হয়ে পড়তে পারে।

শুকনো খক্‌খক্‌, একনাগাড়ে হয়ে চলা ও দমআটকা কাশি ও সেই সঙ্গে হুপিং বা লম্বা টানধরা কাশি, নাক ছাড়লে রক্তপড়া, পাকস্থলী থেকে সবকিছুই বমি করে উঠিয়ে দেওয়া, কাশির সঙ্গে রক্তমেশানো গয়ের ওঠা প্রভৃতি লক্ষণসহ হুপিং কাশি ও সেই সঙ্গে চোখে ভ্রূর নিচে জলের ছোট থলে মত থাকা বিশেষ লক্ষণটি থাকতে দেখা গেলে কেলি-কার্ব-এ সেই হুপিং কাশি নিশ্চিত ভাবেই সারানো যাবে।

নিউমোনিয়ার হেপাটাইজেশন অবস্থায় কেলি-কার্ব প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে (**সালফারের** মত)। আবার, নিউমোনিয়া চলে যাবার পরেও যদি দেখা যায় যে প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগলে সেই ঠাণ্ডাটা রোগীর বুকে বা শ্বাসযন্ত্রে গিয়ে বসে যায় এবং তার সঙ্গে এই ওষুধের মত আনুমানিক লক্ষণ থাকে তা হলে কেলিকার্ব প্রয়োগের কথা ভাবতে বা বিবেচনা করতে হবে। আবহাওয়ার পরিবর্তনে রোগীর দেহ খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, বিশেষভাবে ঠাণ্ডা ও ভিজে আবহাওয়ায় তার একনাগাড়ে শুকনো খক্‌খকে কাশি, কাশিতে দমআটকাবোধ, সকালে বা ভোর ৩টা ৫টায় কাশি বৃদ্ধি পাওয়া ও দেহের এখানে-সেখানে ছুটে বেড়ানো স্নায়বিক বেদনা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। এইসব লক্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং রোগীর নিউমোনিয়া শুরু হওয়ার সময় থেকেই এইসব লক্ষণ থাকার কথা জানাবে। কারণ নিউমোনিয়া হবার পর থেকে কখনো সে আর সুস্থ বা ভালবোধ করেনি। শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাটা তার বুকে স্থায়ীভাবে বসে যাবার মত একটা প্রবণতা থাকতেও দেখা যেতে পারে এবং ঠাণ্ডাটা স্থায়ীভাবেই যেন তার দেহকে আশ্রয় করে থাকে। এইসব রোগীর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে এবং কেলি কার্ব ছাড়া অন্যকোন ওষুধে রোগীর ভাল

হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুব একটা থাকে না। বুকে এইরূপ শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা স্থায়ীভাবে আশ্রয় নেবার মত লক্ষণে কেলি-কার্ব ছাড়াও **লাইকোপোডিয়াম** ও **ফসফরাসের** কথা ভাবতে হবে।

এই ওষুধটিতে ড্রপসি সৃষ্টি হবার একটা প্রবণতাও দেখা যেতে পারে। দেহের সর্বত্রই ড্রপসি বা শোথের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। রোগীর পায়ের পাতা, আঙ্গুল, হাত ও হাতের পিছনের অংশে ফোলা ও আঙ্গুলের চাপে বসে বা দেবে যাবার মত লক্ষণ, মুখমণ্ডলেও ফোলাভাব ও মোমের মত ফেকাশে বা সাদাটে হয়ে পড়তে দেখা যায়। রোগীর হার্ট দুর্বল থাকে। হার্টের নানাধরনের উপসর্গ খুব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এবং হার্টের গোলযোগের সূত্রপাত উপযুক্ত লক্ষণে কেলি-কার্ব প্রয়োগ করতে পারলে রোগটি আর থাকতে পারে না; কিন্তু হৃৎপিণ্ডের রোগ বেশী বেড়ে গেলে তখন আর বিশেষ সুফললাভের আশা থাকে না। বিশেষ ধরনের দুর্বলতাবোধ ও রক্ত চলাচলের দুর্বলতার পরিণতিতে ড্রপসি বা শোথ দেখা দেয় ও কেলি-কার্ব এর মত অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এই ওষুধের বিভিন্ন উপসর্গ খুব ধীরে ধীরে বা 'ইনসিডুয়াস' ভাবে দেখা দেবার একটা প্রবণতা থাকে। রোগীর চেহারায় একটা বর্ণনার অতীত অবস্থা, দেহ শুকিয়ে বা কুঁকড়ে যাওয়া, একটু উঁচু-নিচু রাস্তায় হাঁটা?চলা করলে বা পাহাড়ে উঠতে গেলে শ্বাসকষ্ট হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। রোগীর ফুসফুস পরীক্ষা করলে আপাতভাবে সে দুটি যথেষ্ট সুস্থ বলে বোধ হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা উপসর্গ দেখা দেয়, ফুসফুসে খুব দুর্বলতা ও আঙ্গিক পরিবর্তন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেকোন অসুস্থতা বা রোগের চিকিৎসায় রোগটি কিভাবে ঘটেছিল, রোগটির প্রাথমিক অবস্থায় বা সূত্রপাতে কি ধরনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল·সেসব লক্ষণ অবস্থার কথা চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবেই বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।

কেলিকার্ব-এর রোগীর দাঁতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ থাকে। মাঢ়ীতে স্করবিউটিক বা স্ক্রফুলার মত লক্ষণ, মাঢ়ী দাঁত থেকে আলগা হয়ে সরে যাওয়া, দাঁত ক্ষয় হয়ে যেতে, বিবর্ণ আলগা হয়ে পড়ে যেতে দেখা যায় অথবা অল্প বয়সেই তাদের তুলে ফেলতে হয়। ঠাণ্ডা ও অপরিচ্ছন্ন হাওয়া ঘুরে বেড়ালে ঠাণ্ডা লেগে তার দাঁত কন্‌কন্ করে, ব্যথা হয়। দাঁত ক্ষয়ে না যাওয়া বা বিবর্ণ না হয়ে পড়লে ও ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে দাঁতে ব্যথা হতে দেখা যায়. দাঁতে হুল বেঁধানোর বা সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাবার মত বা দাঁত দিয়ে চিবানোর মত ব্যথা, মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোনো, দাঁত ও মাঢ়ী থেকে পুঁজ বেরোনো, মুখের ভিতরে ছোট ছোট ঘা সৃষ্টি হওয়া, অ্যাপথাসের মত ঘা হওয়া, মুখের মিউকাস মেমব্রেন ফেকাশে হয়ে পড়া ও রোজই ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, জিহ্বায় সাদা প্রলেপ থাকা, মুখের স্বাদ বিনষ্ট হওয়া, জিহ্বায় ধোঁয়াটে বা ধূসর রঙের প্রলেপের সঙ্গে সিক্ হেডেক থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

যদিও কেলি কার্বের বেশীর ভাগ উপসর্গ খাদ্যগ্রহণের পরে বৃদ্ধি পায়,

কেছু কিছু উপসর্গ খাবার পরে কমে যেতেও দেখা যায়। পাকস্থলী যখন খালি থাকে তখন পাকস্থলীর উপরের অংশে দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি হতে দেখা যায়। দেহের যে কোন অংশে দপ্‌দপ্‌ করা এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলে টিপ্‌ টিপ্‌ করা পালসেশন বোধ থাকতেও দেখা যেতে পারে, এই ধরনের দপ্‌দপ্‌ করা বা টিপ্‌ টিপ্‌ করা অনুভূতির জন্য প্রায়ই রোগীকে জেগে থাকতে হয়। হার্টের অঞ্চলে প্যালপিটেশনবোধ না থাকা সত্ত্বেও দেহের বিভিন্ন অংশে পালসেশনবোধ থাকতে দেখা যায়। আবার তীব্র ধরনের প্যালপিটেশন ও এই ওষুধের রোগীর হতে পারে।

যাদের দীর্ঘদিন ধরে বদহজম বা ডিসপেপসিয়া আছে তাদের অনেকের পক্ষেই কেলি কার্ব কার্যকরী হতে পারে। খাবার পরে রোগীর পেট এত বেশী ফুলে যায় যে তার মনে হয় যেন সেটা ফেটে যাবে। তার পেটে খুববেশী গ্যাস সৃষ্টি হতে বা ফ্লাটুলেন্স হতে, উদ্গার ও দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হতে দেখা যায়। উদ্গারের সঙ্গে অনেক সময় পাতলা জলের মুখ দিয়ে উঠে আসে এবং দাঁতে লেগে থাকে, মুখ ও ফ্যারিংক্স অংশে হেজে যাবার মত অবস্থা ও তীক্ষ্ম বেদনা সৃষ্টি হতেও দেখা যেতে পারে। খাবার পরে পাকস্থলীতে ব্যথা ও জ্বালা করতে দেখা যায়। পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ হতে থাকে, খাবার পরেও সেই বোধটা থেকে যায়। কেলি কার্ব-এ পাকস্থলীতে একটা বিশেষ ধরনের ব্যাকুলতা বা উদ্বেগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যেন পাকস্থলীটা ভয় পেয়ে গেছে বলে মনে হতে পারে। ভয় পেলেই সেটা যেন পাকস্থলীতে গিয়ে আঘাত করে। জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করলে সেই শব্দটা যেন পাকস্থলী বা এপিগ্যাস্ট্রিক অঞ্চলে গিয়ে আঘাত করে বলে মনে হয় এবং এটি খুবই বিচিত্র ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। অজান্তে বা যে কোনভাবে রোগীর দেহের ত্বকে বা অন্য যেকোন অংশে সামান্য একটু আঘাত লাগলেও রোগী ভয় পেয়ে চমকে ওঠে এবং তার মনে হয় যে ঐ আঘাতটা তার পাকস্থলীতে গিয়ে লেগেছে। বোঝা যায় যে 'সোলার প্লেক্সাসের কোন গোলযোগেই এরূপ লক্ষণ দেখা দেয়; কিন্তু চিকিৎসকের কাছে দেহে ও মনে প্রকাশিত লক্ষণগুলিই সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়। কেলি-কার্ব-এর রোগীর পায়ের তলাটা এত বেশী সংবেদনশীল থাকে যে সেখানে সামান্য একটু স্পর্শেই যেন রোগীর সারাদেহ ঝন্‌ ঝন্‌ করে ওঠে বা কম্প দেখা দেয়। জোরে চাপ দিলে রোগীর কোন অসুবিধা হয় না, তবে হঠাৎ রোগীর অজান্তে স্পর্শ বা আলতো চাপ লাগলেই তার দেহের বিভিন্ন অংশে উত্তেজনা দেখা দেয়। কেলি কার্বের রোগী স্পর্শে, এমনকি খুব মৃদুস্পর্শে ও সে খুববেশী সংবেদনশীল থাকে, যদিও জোরে চাপ সে স্বাভাবিক ভাবেই সহ্য করে, তাতে তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। এই রোগীকে তার চারদিকের সব কিছুতেই সংবেদনশীল থাকতে দেখা যেতে পারে। পায়ের তলায় খুববেশী সুড়সুড়ি বোধ থাকে, কোন প্রয়োজনে রোগীর পায়ে হাত দিলেই সে সুড়সুড়ি বোধ করে। ল্যাকেসিসেও মৃদুস্পর্শে বেদনাবোধ কিন্তু জোরে চাপ দিলে কোনরূপ অস্বস্তি বা কষ্ট থাকতে দেখা যায় না, তবে সেখানে এই ওষুধের মত সুড়সুড়িবোধ থাকে না।

ল্যাকেসিসে পেটে খুব সংবেদনশীলতা এবং সামান্য স্পর্শেই বেদনাবোধ হতে দেখা যায়। বিছানার চাদর অথবা নিজের পরা কাপড়ের স্পর্শও তার সহ্য হয় না, ঐ ওষুধের রোগী তার গলাতেও মৃদুচাপ সহ্য করতে পারে না, এবং সেই জন্য গলবন্ধ বা নেকটাই ব্যবহারও করতে পারে না। তবে ঐসব লক্ষণ এই ওষুধের সুড়সুড়ি বোধের থেকে একেবারেই আলাদা ধরনের। রোগীকে না জানিয়ে তাকে স্পর্শ করলে, তার পালস পরীক্ষা করতে গেলে তার দেহে কম্প বা কাঁপুনি শুরু হয়। এই ধরনের লক্ষণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবস্থা ওষুধের প্রুভিংয়ের প্রকৃত চরিত্র বোঝা বা জানার জন্য বিশেষভাবে খোঁজ করে জেনে বা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, কারণ চিকিৎসার জন্য এইসব ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধিক অনুভূতিপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতার লক্ষণ সম্বন্ধে জানার মূল্য খুবই বেশী। আমাদের মেটেরিয়া মেডিকার কার্যকারিতা খুববেশী, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ মিলিতভাবে সঠিক পন্থায় ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যদি বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতার বিষয়ে তাঁরা যা দেখেছেন বা জেনেছেন সেটা লিপিবদ্ধ করে রাখেন তা হলে খুবই কাজে লাগে; কিন্তু লজ্জার কথা এই যে হ্যানিম্যানের পরে আর সে রকম করে কেউই কিছু লেখেননি বা বিস্তৃতভাবে লিখবার চেষ্টাও করেননি।

লিভারের উপসর্গে আক্রান্ত এমন কিছু কিছু পুরানো রোগীকে দেখা যাবে যারা তাদের লিভারের অসুস্থতা ও উপসর্গ ছাড়া অন্য কোন কথাই বলে না। যখনই তারা চিকিৎসকের কাছে আসে তখনি তারা শুধুমাত্র লিভারের অসুস্থতার কথা বলে চলে, তাদের লিভারে পূর্ণতাবোধ, বুকের ডানদিকের অংশে ও ডানদিকের স্ক্যাপুলার নিচের অংশে বেদনার কথা, লিভার অঞ্চলে খুববেশী চাপবোধ ও ফুলে থাকার কথা; পিত্তবমি হওয়া এবং পাকস্থলী সংক্রান্ত নানা গোলযোগ, খাবার পরে সেখানে পূর্ণতাবোধ, মাঝে মাঝে ডায়রিয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকার কথা, মলত্যাগের সময় যে তাকে খুব জোর চেষ্টা বা স্ট্রেইনিং লাগে সেকথা বলতে শোনা যাবে। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় মাঝে মাঝে পিত্ত-বমি হওয়া, রাত্রিতে শুয়ে থাকতে না পারা, রাত্রিতে অথবা ভোর ৩টা নাগাদ শ্বাস গ্রহণে কষ্টবোধ, বিশেষভাবে যারা ঠাণ্ডায় খুব সংবেদনশীল থাকে, স্যাঁতসেতে আবহাওয়া যাদের সহ্য হয় না এবং যারা প্রায় সময়ই উত্তাপ বা আগুনের কাছে থাকতে চায়, তাদের ভোরের দিকে শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের সব লক্ষণসহ লিভারের রোগীকে অনেকক্ষেত্রেই কেলি-কার্বের সাহায্যে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে তোলা যায়। এই ধরনের রোগীরা প্রায়ই নানা ধরনের লিভারের ওষুধ খায় যাতে বাহ্যে বমি হয় এবং প্রকৃতপক্ষে রোগীর উপসর্গ আরও বাড়িয়ে দেয়। সেইসব ক্ষেত্রে কেলি কার্ব রোগীর দেহের গভীরে গিয়ে কাজ করে এবং রোগীকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে তুলতে পারে।

রোগীর পেটে কেলি কার্ব এর অনেক লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে। বার বার কলিক বেদনা দেখা দেওয়া, কেটে যাবার মত বেদনার সঙ্গে পেট বড় হয়ে ওঠা, খাবার

পরে পেটে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা ডায়রিয়া প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। পেট কেটে যাওয়া, ছিঁড়ে পড়ার মত কলিক বেদনায় রোগী পা ভাঁজ করে পেটে চাপ দিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়, একটু বাদে বাদেই ব্যথা দেখা দিতে থাকে। খুব-বেশী ফ্লাটুলেন্স অবস্থা দেখা দেয়। কলিক বেদনা চলাকালে **কলোসিন্থ** এবং অপর কিছু ক্ষণস্থায়ী কিন্তু কার্যকরী ওষুধের কথা মনে আসতে পারে যাতে দু'এক মিনিটেই বেদনা চলে যায় কিন্তু অনেক সময় ঐসব ক্ষণস্থায়ী ওষুধেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার দেখা দেওয়া বেদনায় আর ততটা সুফল পাওয়া যায় না ; সেইসব ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত অ্যান্টিসোরিক ওষুধ খুঁজে বার করা প্রয়োজন হয় যেটি সম্পূর্ণভাবে রোগীকে ঐরূপ বেদনার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। কেবলমাত্র কলিকের জন্য একপেশে চিন্তায় **কলোসিন্থ** প্রয়োগে বেদনা সেরে গেছে এরূপ চিন্তা মনে আসতে পারে ; কিন্তু খুব ভালভাবে বিচার-বিবেচনার পরে দেখা যাবে যে কেলি-কার্বে ঐ সব লক্ষণই আছে এবং এই ওষুধটি প্রয়োগের পরে আশা করা যায় যে রোগীর আর ঐ ধরনের বেদনা দেখা দেবে না। কেলি-কার্ব ওষুধটির প্রকৃতি এমনই হয়ে থাকে, এটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল, এর কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী ও দেহ ও মনের গভীরে গিয়ে এটি কাজ করে থাকে। সোরাজনিত উপসর্গ, শিশুকালে কোন উদ্ভেদ দমিত করা হয়ে থাকলে অথবা পুরানো ক্ষত, ফিশ্চুলার ক্ষতমুখ বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকেই নানা উপসর্গ চলতে থাকলে এই ওষুধটি সেসব উপসর্গ সারিয়ে তুলতে সক্ষম। রোগীর দেহের এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানো বেদনা শীতকাতরতা প্রভৃতি উদ্ভেদ দেখা দিলে, কোন বন্ধ স্রাব শুরু হলে, রক্তপাত হতে শুরু হলে গভীর ক্ষত হয় সেখান থেকে সহজভাবে স্রাব নির্গমন আরম্ভ হলে অথবা ফিশ্চুলার বন্ধ হয়ে যাওয়া মুখটি আবার খুলে গেলে কমে যেতে দেখা যায়।

পেটে কেটে যাবার মত বেদনায় রোগীর মনে হয় যেন তার পেটটি টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেছে। পেটের তীব্র বেদনায় রোগী দুই হাতে জোরে পেট চেপে বসে থাকতে অথবা পিছনে খুববেশী ঝুঁকে বসে থাকে যাতে তার বেদনা একটু কম থাকে ; সে সোজা হয়ে বসে থাকতে পারে না। পেটে কেটে যাওয়া বা টান্‌ধরা ব্যথাটা অনেক সময় প্রসব বেদনার মত বোধ হতে দেখা যায়। বেদনার সঙ্গে খুব শীতলতা বোধ থাকে, রোগী উত্তাপ চায়, উষ্ণ পানীয়, গরম জলের ব্যাগ দিয়ে সেক্ দিতে চায়। অনেক ক্ষেত্রে ক্রনিক ধরনের শীতলতাবোধ পেটের ভিতরের ও বাইরের অংশে সমানভাবে থাকতে দেখা যায়। বেদনা থাকা অবস্থায় এইরূপ শীতলতা বোধে একটিমাত্র মাত্রা কেলি কার্ব প্রয়োগে সেই বেদনা ও শীতলতাবোধ সারানো যেতে পারে। ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়াসম্পন্ন কিন্তু দ্রুত বেদনা নিরসনে সক্ষম ওষুধে সাময়িক ভাবে বেদনা কমিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু তার পরে যদি বার বার ঐ বেদনার পুনরাক্রমণ ঘটতে থাকে তা হলে একটি উপযুক্ত ধাতুগত ওষুধ নির্বাচন করা প্রয়োজন। তীব্র ধরনের অ্যাকিউট বেদনা **বেলেডোনা** অথবা **কলোসিন্থ** প্রয়োগে কমানো যায়। কিন্তু ঐ বেদনা বার বার দেখা দিতে থাকলে কেলি কার্বের মত একটি উপযুক্ত ধাতুগত

ওষুধ বেছে নিতে হবে, তা হলেই রোগীকে সম্পূর্ণভাবে ঐ বেদনা থেকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব হবে। এইরূপ ধাতুগত ও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে কার্যকরী ওষুধ প্রয়োগে উপসর্গ দূর করতে খুববেশী সময় লাগে না, তা ছাড়া এতে উপসর্গ বেড়ে যাবারও সম্ভাবনা থাকে না।

পেটের মাংসপেশীতে স্পর্শকাতরতা এবং গ্ল্যান্ডগুলি ফুলে থাকতে দেখা যায়। অন্ত্রের গোলযোগ অথবা পেরিটোনাইটিসের পরে পেরিটোনিয়ামের দুটি পর্দার মাঝখানে রস জমে এফিউসন ও সেইসঙ্গে হাত ও পায়ের দিকে ড্রপসিও থাকতে দেখা যেতে পারে। লিভারের গোলযোগে ড্রপসি বা শোথের জন্য ফোলাভাব বা ঈডিমায় এই ওষুধটিকে বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যাবে।

এই ওষুধে রেক্টাম ও মলদ্বারে নানা উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে থাকা ও বড় আকারের অর্শের বলী সৃষ্টি হয়ে জ্বালাকরা, সেখানে খুববেশী স্পর্শকাতরতা, প্রচুর রক্তপাত হওয়া, খুববেশী বেদনা থাকা প্রভৃতি কারণে রোগী ঘুমোতে পারে না। সে চিৎ হয়ে পা দুটি ফাঁক করে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়, কারণ অর্শের বলীতে সামান্য চাপ লাগলেও খুব বেদনা হতে থাকে। অর্শে আক্রান্ত স্থান খুববেশী বড় হয়ে ফুলে থাকতে দেখা যায়। অর্শের বলী মলত্যাগের পরে বেরিয়ে আসে, সেখান থেকে প্রচুর রক্তপাত হয় ও খুব বেদনা থাকে; বেরিয়ে থাকা অর্শের বলী জোর করে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়, শুতে গেলেও অনেকক্ষণ ধরে অর্শের বলীতে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালাবোধ হতে থাকে। মলত্যাগের পরে বেদনা ও জ্বালা খুব বৃদ্ধি পায়। মল খুব শক্ত ও গিঁটগিঁটে মত হয় এবং সেই মলত্যাগের জন্য খুববেশী চেষ্টা করতে বা জোর দিতে হয়। মলদ্বারে ফিশচুলা সৃষ্টি হতে পারে। ঠাণ্ডা জলের মধ্যে বসে থাকলে সেই ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে মলদ্বারেরও অর্শের জ্বালাবোধ সাময়িকভাবে কম থাকতে দেখা যায়।

ক্রনিক ডায়রিয়া এবং ডায়রিয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যটি আসতেও দেখা যেতে পারে। যেখানে অসংখ্য বিশেষ লক্ষণ থাকতে দেখা যায় সেখানে ওষুধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলির উপরেই লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করে ওষুধ নির্বাচন করতে হয়। এই ওষুধটিতে প্রুভিংয়ের সময় ডায়রিয়ার যে সব লক্ষণ পাওয়া গেছে, রোগীদের মধ্যে তার চেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ পাওয়া যায়। এই ওষুধের ডায়রিয়া বেদনাহীন থাকে, পেটে গড়গড় শব্দ হয় এবং মলত্যাগের সময় জ্বালাবোধ. কেবলমাত্র দিনের বেলাতেই ডায়রিয়া হওয়া, ক্রনিক ডায়রিয়ার সঙ্গে চোখের ভ্রূর নিচে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফোলাভাব প্রভৃতিতে ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। বৃদ্ধ, ভগ্ন স্বাস্থ্য ও দুর্বল, ফেকাশে হয়ে পড়া লোকেদের পক্ষে, যাদের হজমশক্তি খুব দুর্বল থাকে, খুববেশী ফ্লাটুলেন্স হতে দেখা যায়, পেটটি খুব বড় হয়ে ফুলে থাকে ও লিভারের গোলযোগ থাকে তাদের জন্য ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হতে দেখা যাবে।

রোগীর কিডনী, মূত্রথলী ও ইউরেথ্রাতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার মত গোলযোগ

সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মূত্রথলী থেকে ঘন আঠালো ও জড়িয়ে থাকার মত প্রচুর মিউকাস বেরিয়ে প্রস্রাবে তলানীর মত থাকতে দেখা যায়। এরূপ স্রাব নির্গমনের সঙ্গে প্রস্রাব ত্যাগের সময় ও পরে ইউরেথ্রাতে খুববেশী জ্বালাবোধ থাকে। প্রস্রাব খুব ধীরে ধীরে বেরোয় এবং সেইসঙ্গে জ্বালা থাকে। মূত্রথলীর পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী গোলযোগে কেলি কার্বের সঙ্গে **নেট্রাম মিউরের** অনেক সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। পুরানো গ্লীট ও গনোরিয়ায় আক্রান্ত হবার পরবর্তী অবস্থায় প্রস্রাব-সংক্রান্ত দীর্ঘস্থায়ী গোলযোগে এই দুটি ওষুধই ভাল ফল দেয়, দুটিতেই অল্প পরিমাণে, সাদাটে গ্লীট স্রাব নির্গত হতে দেখা যায় এবং দুটিতেই প্রস্রাবে বেদনা থাকে। **নেট্রাম-মিউরে** জ্বালাবোধটা প্রস্রাব ত্যাগের পরে হতে দেখা যায়। অল্প পরিমাণে গ্লীট স্রাবের সঙ্গে কেবলমাত্র প্রস্রাবের পরে খুববেশী জ্বালা করা অবস্থায় এবং রোগী যদি খুব নার্ভাস প্রকৃতির হয় এবং সব সময়ই তাকে ছটফট্ করতে দেখা যায় তা হলে **নেট্রাম-মিউর** সেই অবস্থাকে সারাতে পারবে। এই ওষুধে বর্ণিত ভগ্ন স্বাস্থ্য ও অনুরূপ ধাতুগত অবস্থাসহ যদি প্রস্রাবের সময় এর পরেও জ্বালা থাকতে দেখা যায় সেক্ষেত্রে কেলি-কার্ব কার্যকরী হতে পারবে। এই ধরনের কিছু কিছু পুরানো রোগীর ক্ষেত্রে বেদনাহীনতা, প্রস্রাব ত্যাগের সময় বা পরে কোন বেদনাই থাকতে দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের ওষুধের প্রয়োজন হবে। অনেকসময় পুরানো গনোরিয়াজনিত স্রাবের চিকিৎসা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে ; কারণ রোগী অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা না বলে কেবলমাত্র তার স্রাবটার কথাই বলে যায়। রোগী যে ভোর ৩টা নাগাদ প্রতিদিন ঘুম ভেঙ্গে বসে থাকে এবং ভোর ৫টার আগে আর ঘুমোতে পারে না, তার নানা ধরনের স্নায়বিক উপসর্গ প্রভৃতির কথা রোগী হয়ত চিকিৎসকের কাছে বলতে ভুলেই যায়। চিকিৎসকেরও হয়ত রোগীর ধাতুগত বৈশিষ্ট্যের কথা জানা নেই। তবে যে সব রোগীর বিষয়ে, তার ধাতুগত চরিত্র ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা চিকিৎসকের আগে থেকেই জানা থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচনে আর বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

কেলি কার্বের রোগী যে ধাতুগতভাবে দুর্বল তার প্রমাণ, ঐ রোগীর সব উপসর্গ বা লক্ষণই যৌন সঙ্গমের পরে সৃষ্টি হয় বা দেখা দেয় এবং যৌন উত্তেজনার পরে সে সবগুলি দেখা দিতে বা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সাধারণভাবে যৌন-ক্রিয়া পুরুষদের ক্ষেত্রে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক ঘটনা, তাতে কোন দুর্বলতা দেখা গেলে ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে থাকলে সেটাকে অসুস্থতা ও অস্বাভাবিক বলেই বুঝতে হবে। কেলি-কার্বের রোগীর সব উপসর্গই যৌন-সঙ্গমের পরে বৃদ্ধি পায় ; এই লক্ষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রোগীর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল থাকে, সব ধরনের অনুভূতিতেই দুর্বলতা থাকতে ও দেহে কাঁপুনি থাকতে দেখা যায় ; এবং সাধারণভাবে নার্ভাস প্রকৃতির হয়ে থাকে ; সে রাত্রিতে ঘুমাতে পারে না, দুর্বলতাবোধ করে এবং যৌন-সঙ্গমের পরে এক'দুদিন তার দেহে কম্পন বা মৃদু কাঁপুনি থাকতে দেখা যায়।

মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ লক্ষণ দেখা যেতে পারে। যদিও রোগী বা রোগিণী খুব দুর্বল থাকে তবুও যৌন-কামনা খুব প্রবল থাকতে দেখা যায়, যেটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। প্রবল যৌনেচ্ছাকে রোগী আয়ত্তে রাখতে পারবে না এবং বার বারই তার প্রচুর রেতঃস্খলন হতে দেখা যায়; রাত্রিতে যৌনবিষয়ে স্বপ্ন দেখা, যৌন অবসাদ প্রভৃতিও থাকতে পারে। যে সব যুবক মাত্রাতিরিক্ত যৌন ভোগবিলাসে বা যৌন-অত্যাচারে লিপ্ত থেকেছে, বিবাহের পরে তাদের যৌনাঙ্গে দুর্বলতা ও যৌন-সঙ্গমে অসমর্থ হওয়ায় খুববেশী বিরক্ত, অসন্তুষ্ট হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং অনেকক্ষেত্রে এই কারণে স্ত্রীর সঙ্গে ডাইভোর্সও হয়ে যেতে পারে। যুবকদের জীবন-যাপনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনে এবং উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ঐ ধরনের গোলযোগ সারিয়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

কেলি কার্ব-এ যৌনাঙ্গের নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; অণ্ডকোষে অস্বস্তিবোধ ও অধিক অনুভূতিপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতা, অণ্ডকোষ শক্ত ও স্ফীত হয়ে ওঠা, অণ্ডকোষের থলী বা স্ক্রোটামে চুলকানিবোধ, বেদনা ও বিরক্তিকর অনুভূতিতে যেন রোগীর যৌনাঙ্গের কথা সর্বদা মনে করিয়ে দেয়। যৌন অত্যাচারের বা অত্যধিক ব্যবহারের ফলে যৌনাঙ্গে সুড়সুড় করা ও যৌনাঙ্গের কথা সব সময় মনে করিয়ে দেওয়া লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে। অনেক সময় এইরূপ অবস্থায় ভুলভাবে **ফসফরাস** ব্যবহার করা হয়; অনেক চিকিৎসকই ঐ ওষুধটিকে যৌন-যন্ত্রাদির দুর্বলতার ক্ষেত্রে খুব বড় একটি ওষুধ বলে মনে করেন। **ফসফরাসে** যৌন বিষয়ে খুববেশী উত্তেজনা, খুববেশী সক্রিয়ভাবে লিঙ্গোদ্গম ও যৌন যন্ত্রাদির ক্ষমতায় অস্বাভাবিক প্রাবল্য থাকতে দেখা যায়। যৌন দুর্বলতা ও পুরুষত্বহীনতায় ঐ ওষুধটি প্রয়োগে খুব সাবধান হওয়া দরকার, কারণ ঐসব দুর্বলতার সঙ্গে ধাতুগত ভাবেও রোগীকে দুর্বল থাকতে দেখা যায়; কাজেই যৌন-দুর্বলতার ক্ষেত্রে ঐ ওষুধটি যে শুধু বিফলই হয় তা নয়,—রোগীকে আরও দুর্বল করে ফেলতে পারে।

মহিলাদের অনেক উপসর্গেও কেলি কার্ব বন্ধুর মত উপকারী হতে পারে। ফেকাশে, মোমের মত সাদাটে ও রক্তপাতের প্রবণতাযুক্ত মহিলাদের খুববেশী জরায়ুর রক্তস্রাবে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে; অ্যাবরসন হবার পরে খুব বেশী রক্তস্রাবেও ওষুধটি কার্যকরী হয়। অ্যাবরসনের পরে কিউরেট করা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও চুঁইয়ে রক্তস্রাব হতে থাকা; মাসিক ঋতুস্রাবে অধিক পরিমাণে জমাট বা ক্লটযুক্ত রক্তস্রাব আট-দশদিন ধরে চলার পরেও চুঁইয়ে রক্তস্রাব পরবর্তী ঋতুস্রাব পর্যন্ত চলতে থাকা এবং আবার আট-দশ দিন ধরে বেশী পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়া প্রভৃতি অবস্থা এই ওষুধে থাকতে দেখা যায়। জরায়ুর ফিব্রয়েড টিউমার বেশী বড় হয়ে যাবার পূর্বেই কেলি কার্ব প্রয়োগ করে সেটিকে দূর করে রোগিণীকে সারিয়ে তোলা যায়। ঋতুবন্ধের সময় হয়ে গেলে অর্থাৎ ক্লিমেকটারিকের সময় স্বাভাবিক ভাবেই ফিব্রয়েড টিউমার কোন চিকিৎসা ছাড়াই ক্রমশ শুকিয়ে যেতে

থাকে বা তার বৃদ্ধি রোধ হয়। কিন্তু ক্লিমেকটারিকের সময় হবার অনেক আগেই ফিব্রয়েড টিউমারকে কেলি-কার্ব প্রয়োগে তার বৃদ্ধি রোধ করে ক্রমশ শুকিয়ে ছোট করে অবশেষে সম্পূর্ণভাবে দূর করা যেতে পারে।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার মধ্যে বমি হওয়া লক্ষণ কেলি কার্বে আছে। তার চিকিৎসার জন্য রোগীর ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য লক্ষণের প্রতি নজর রেখে তবেই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমি হওয়া লক্ষণ **ইপিকাক** প্রয়োগে সম্পূর্ণ না সারলেও সাময়িকভাবে কমানো যায়, কারণ ঐ ওষুধটিতে গা-বমিভাব ও বমি হবার লক্ষণই প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমিভাব বা বমি হওয়া লক্ষণ কেবলমাত্র সুনির্বাচিত ধাতুগত ওষুধেই সম্পূর্ণ ভাবে সারানো যায়। ঐরূপ অবস্থায় **সালফার, সীপিয়া** এবং কেলিকার্ব প্রধানত এই তিনটি ওষুধই বেশী প্রয়োজন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে **আর্সেনিকামেরও** প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্য সামান্য পাকস্থলীর গোলযোগে কয়েকবার পিত্ত-বমি হতে দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে **ইপিকাকই** উপযোগী ওষুধ হতে পারে। যখন কোন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার কোন বিশেষ ধাতুগত লক্ষণ পাওয়া যায় না, রোগিণীকে ভালভাবে পরীক্ষা করেও কেবলমাত্র গা-বমিভাব, তীব্র ধরনের গা-গুলিয়ে ওঠা এবং সেই সঙ্গে দিন-রাত্রি সর্বদাই বমি হতে থাকে সে ক্ষেত্রে **'সিম্ফোরিকারপাস র্যাক'** নামক ওষুধটির একটি মাত্র ডোজ প্রয়োগেই সুফল পাওয়া যাবে। তবে এই ধরনের ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্র খুবই সীমিত, সচরাচর এভাবে একটি দুটি লক্ষণের উপর নির্ভর করে ওষুধ নির্বাচন করা উচিতও নয়। ঐ ওষুধটির ক্রিয়া **ইপিকাকের** মতই ক্ষণস্থায়ী এবং সেটি ধাতুগত ওষুধও নয়।

প্রসবকালে পিঠে, কোমরের নিচের দিকে বেদনা হতে দেখা যায়। জরায়ুর বেদনা খুব দুর্বল ধরনের হয় এবং সেই বেদনা প্রসবকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রোগিণী পিঠের ব্যথাতেই বেশী কাতর হয়, ঐ বেদনা তার কোমরের নিচের অংশ থেকে ক্রমশ নিচের দিকে পিছন দিক থেকে পায়ের দিকে নেমে যেতে দেখা যায়। পিঠের বেদনায় রোগিণীর মনে হয় যেন তার পিঠটা ভেঙ্গে যাবে। ঐরূপ অবস্থায় সঠিক ওষুধটি প্রয়োগ করতে পারলে প্রকৃত প্রসব বেদনা শুরু হবে এবং দ্রুত প্রসবে সাহায্য করতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে রোগিণীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার সূত্রপাত থেকেই তার বিশেষ ধাতুগত লক্ষণ, তার শীতকাতরতা প্রভৃতি ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে তবেই সঠিক ওষুধটি নির্বাচন করতে হয়। এই রোগিণীকে ছ'মাস আগে দেখে তার লক্ষণ অনুযায়ী তখন যদি কেলি কার্ব প্রয়োগ করা যেত তা হলে এখন এইরূপ কষ্টকর প্রসব বেদনা হবার সম্ভাবনা থাকত না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বেদনা পিঠে শুরু হয়ে জরায়ুর দিকে চলে গিয়ে আবার পিঠের দিকে চলে এসেছে এরূপ বোধ হতে পারে যেটা কেলি-কার্ব এর বেদনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এইরূপ বেদনায় **জেলসিমিয়াম** উপযোগী। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বেদনা এত তীব্র হয় যে সেটা প্রসবকে এগিয়ে দেবার বদলে যেন তাকে আরও পিছিয়ে দেয় বলে মনে হয়; ঐরূপ ক্ষেত্রে জরায়ুর সংকোচন বন্ধ হয়ে যায় এবং রোগিণী বেদনায়

চিৎকার করতে থাকে এবং তার কোমরটা ঘষে দিতে বলে এবং পেটের মাঝখানে বেদনা হবার বদলে পেটের দুইধারের বেদনায় চিৎকার করে উঠতে থাকে। জরায়ুর দুইধারে ব্রড লিগামেণ্টের দিকে ঐ বেদনা ছড়িয়ে যেতে দেখা যায় এবং এইরূপ লক্ষণে **অ্যাকটিয়া রেসিমোসা** উপযুক্ত ওষুধ। যেখানে জরায়ুর সংকোচন প্রায় থাকেই না, সারভিক্সের মুখ বা 'অস' খোলা এবং অন্যান্য অংশ শিথিল থাকতে দেখা যায় এবং সহজভাবেই প্রসব হবে বলে মনে হতে পারে কিন্তু জরায়ুর সংকোচনের অভাবে প্রসব একটুও অগ্রসর হতে পারে না, জরায়ুতে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে **পালসেটিলাই** নির্দিষ্ট ওষুধ হবে। **পালসেটিলা** প্রয়োগের কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রসব বেদনা বা জরায়ুর সংকোচন প্রবল আকারে দেখা দেবে এবং প্রায় বেদনাহীন বা খুব কম কষ্টকরভাবে প্রসব হতে সাহায্য করবে।

রোগিণীর হাঁটা-চলা করবার সময় পিঠে এমন তীব্র কামড়ানো ব্যথা দেখা দেয় যে তার মনে হয় রাস্তার উপরেই শুয়ে পড়লে ভাল হয়, এই বেদনা যেন রোগিণীর সব শক্তিকে নষ্ট করে দেয় বলে বোধ হতে থাকে। প্রসব হয়ে যাবার পরেও দীর্ঘদিন ধরে রক্তস্রাব হবার প্রবণতা, প্রতিবার ঋতুস্রাবের সময় রক্তস্রাব খুব বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, হৃৎপিণ্ডজনিত শ্বাসকষ্ট বা 'কার্ডিয়াক ডিসপ্নিয়া' দেখা দেওয়ায় রোগী হাঁটা-চলা করতে পারে না, অথবা খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে বাধ্য হয়। এরূপ লক্ষণ 'ফ্যাটি হার্ট' এরই সূত্রপাত। শ্বাসকষ্ট ও দমআটকাবোধের জন্য তার শ্বাস এত ছোট ছোট হয় যে কোন পানীয় বা খাদ্য গ্রহণ করতেও সে সমর্থ হয় না। তার শ্বাস ছোট ছোট অগভীর ও দুর্বল কিন্তু দ্রুত থাকে। শ্বাসকষ্টের সঙ্গে তীব্র ধরনের ও অনিয়মিত হার্টের প্যালপিটেশন, দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতিতে সারা দেহ কাঁপিয়ে তোলা, টিপ্‌ টিপ্‌ করা বা পালসেশনের অনুভূতি হাত ও পায়ের আঙুল পর্যন্তও বোধ হতে থাকা ; তীব্র ধরনের পালসেশনের জন্য রোগী বাম দিকে চেপে শুতে পারে না ; এর সঙ্গে বুকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ও কাশি থাকতে দেখা যায়। পুরানো হাঁপানির রোগীদের দুর্বল নাড়ী ও সেই সঙ্গে এইরূপ পালসেশন ও প্যালপিটেশনের জন্য শুতে না পারা লক্ষণ থাকতে পারে। উঠে তার কনুইয়ের ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে বসে থাকলে এই রোগী কিছুটা আরামবোধ করে। এই শ্বাসকষ্টের ও হাঁপানির টানের আক্রমণ খুব তীব্র হয় এবং একনাগাড়েই থেকে যায়, ভোর ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, বিছানায় শুলেও শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে দেখা যায়। হাঁপানির শ্বাসকষ্টে ভোর ৩টা নাগাদ রোগীর ঘুম ভেঙ্গে যায় ; হিউমিড বা তরল হাঁপানিতে অর্থাৎ ফুসফুসে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে থাকা, বুকে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হওয়া, ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দযুক্ত কাশি হওয়া, শ্লেষ্মা ভর্তি হয়ে থাকায় শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হওয়া ; প্রতিটি বৃষ্টির ঝাপ্টা অথবা তুষারপাতে অথবা কুয়াশাচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রোগীর তরল শ্লেষ্মাযুক্ত হাঁপানি বা হিউমিড অ্যাজমা দেখা দেয়, রোগীর হাঁপানির মত শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, বুকে

খুব দুর্বলতাবোধ থাকে এবং ভোর ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে উপসর্গ খুব বেড়ে যায়। রোগী ফেকাশে, রুগ্ণ ও অ্যানিমিক থাকে এবং বুকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথার কথা বলে।

মেটেরিয়া মেডিকার সব ওষুধের মধ্যে কেলি কার্ব-এর কাশিই সবচেয়ে বেশী তীব্র ও ভয়াবহ হতে দেখা যায়। কাশিতে রোগীর সারা দেহই যেন ঝাঁকিয়ে দেয়। দমবন্ধ করা এক নাগাড়ে কাশি ও বমি হওয়া রোজ ভোর ৩টা নাগাদ আসতে দেখা যায়। শুকনো, খক্‌খকে ও শক্ত ধরনের কাশিতে দমআট্‌কা ভাব ও বেদম হয়ে পড়া অবস্থা ভোর ৫টা নাগাদ হতে দেখা যেতে পারে। ভোর ২টা থেকে ৩টার মধ্যে গলার ভিতরে খুববেশী শুষ্কতাবোধ দেখা দেয়। হামজ্বরের মত কোন অসুখের পরে আনুষঙ্গিক লক্ষণ হিসাবে যখন শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা থেকে যায়, সোরাজনিত অবস্থারূপে দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না, সেই অবস্থায় কেলি কার্ব-এর কথা চিন্তা করা যেতে পারে। হামজ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে ভোগার পরে যে ধরনের কাশি হয় বা থেকে যায় তার জন্য কেলি কার্ব ছাড়াও **সালফার**, **কার্বোভেজ** এবং **ড্রসেরা** ওষুধগুলিই সম্ভবত সবচেয়ে উপযোগী হবে।

এই ওষুধের গয়ের বা শ্লেষ্মা প্রচুর পরিমাণে, দুর্গন্ধযুক্ত, টেনে বার করা যায় না এমন আঠালো বা চট্‌চটে, দলাদলা রক্ত মেশানো অথবা পুঁজের মত ঘন, হলদে অথবা হলদেটে সবুজ হতে দেখা যায়। প্রায়ই ঐ শ্লেষ্মা বা গয়েরে একটা ঝাঁঝালো, পনীরের মত স্বাদ বা বাসি পনীরের মত স্বাদ থাকে। দিনরাত শুকনো কাশির সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ও শ্লেষ্মা বমির সঙ্গে উঠে আসতে দেখা যায়। এই কাশি ও বমি খাবার ও পানীয় গ্রহণের পরে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

বুকে সূচ ফোটানোর ও ঘুরে বেড়ানোর মত ব্যথা, এবং বুকের ভিতরে শীতলবোধের মত এত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ লক্ষণ কেলি কার্ব-এ আর নেই। খুব বেশী শ্বাসকষ্ট, মাঝে মাঝেই সূচ ফোটানোর মত ব্যথা এবং বুকে সূচ ফোটানোর মত বেদনা এই ওষুধটির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। কেলি কার্ব-এর বেশির ভাগ উপসর্গই শ্লেষ্মাজনিত কারণে প্রথমে দেখা দেয় এবং ফুসফুসের নিচের দিক প্রথমে আক্রান্ত হয়ে ক্রমশ উপরের দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়তে দেখা যায়। সাধারণত ডালনেস বা শক্তভাবযুক্ত লক্ষণ ফুসফুসের উপরিভাগে, এপেক্স অংশে দেখা দিয়ে সে ক্ষেত্রে কেলি কার্ব খুব একটা উপযোগী হবে না। পরিবারে যক্ষ্মারোগের আক্রমণে কেউ অসুস্থ থাকলে বা পূর্বে কেউ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার কথা জানা গেলে এই রোগীর যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কেলি কার্ব প্রয়োগে দূর করা যেতে পারে। রোগীর দেহে যক্ষ্মাজনিত উপসর্গ, ফুসফুসে ক্যাভিটি, সুপ্ত যক্ষ্মা অথবা যক্ষ্মাজনিত টিউবারকল থাকা অবস্থায় কোন অ্যান্টিসোরিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হলে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, কিন্তু পরিবারে অন্য কারো যক্ষ্মা থাকলে, এই রোগীরও যক্ষ্মা রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে সত্য, কিন্তু সেক্ষেত্রে সুনির্বাচিত অ্যান্টিসোরিক ওষুধ প্রয়োগে ভয়ের কিছু নেই। কারো বাবা বা মা

যক্ষ্মারোগে মারা গেছে বলে সেই রোগীকে **সালফার** প্রয়োগ করা যাবে, এরূপ ভাবা ঠিক নয়। বরং **সালফার** প্রয়োগে শিশুটি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার হাত থেকে বেঁচে যাবে না। যে সব যক্ষ্মারোগের প্রাথমিক অবস্থায় ধাতুগত লক্ষণ অনুযায়ী কেলি কার্ব অনুপযুক্ত ছিল, রোগটির বেড়ে ওঠা বা অ্যাড্ভান্সড্ অবস্থায় হয়ত অ্যাকিউট রেমিডি হিসাবে কার্যকরী হবে। ঐরূপ অবস্থায় এই ওষুধটি প্যালিয়েটিভ হিসাবে কাজ করবে, কিন্তু যক্ষ্মারোগের প্রাথমিক অবস্থায় যদি ধাতুগত-ভাবে কেলি কার্ব উপযোগী হ'ত সেক্ষেত্রে হয়ত রোগটির এই বেড়ে যাওয়া অবস্থায় সেটি প্রয়োগ করলে ভয়াবহ পরিণতি দেখা দেবে। তবে যদি ফুসফুসের বেশ কিছুটা অংশ সুস্থ থাকে এবং সেরে ওঠার পক্ষে উপযুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে কেলি কার্ব আশ্চর্যজনক ভাবে ফলপ্রদ হতে পারে, যদি অবশ্য অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকে।

কেলি কার্ব সম্বন্ধে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান থাকতে হবে। গাউট বা গেঁটে বাতের পক্ষে এই ওষুধটি খুব বিপদজনক। পুরানো গেঁটে বাতের রোগী, যাদের হাতের আঙ্গুলের জয়েন্ট এবং বুড়ো আঙ্গুলের জয়েন্ট আক্রান্ত হয়ে প্রদাহে ফুলে বা বড় হয়ে রয়েছে, যখন-তখন তাদের ঐ অস্থি-সন্ধিগুলিতে বেদনা ও প্রদাহ থাকায় বা সৃষ্টি হওয়ায় কেলি কার্ব উপযুক্ত বলে মনে হতে পারে, এই আবহাওয়ার একইরূপ গোলযোগে আক্রান্ত হয়, সে একইরূপ ফেকাশে ও রুগ্ণ থাকে, তার উপসর্গগুলি কেলি কার্ব-এর মতই ভোর ২টা-৩টা নাগাদ আসে এবং ঝিলিক দেওয়া বা তীব্রগতিতে ছুটে যাওয়া ব্যথা থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এই ধরনের গেঁটেবাতে আক্রান্ত রোগীকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিরাময় করা সম্ভবপর নয়; এদের জন্য উপযুক্ত, গভীরভাবে ক্রিয়াশীল কোন ওষুধ প্রয়োগ করলে তাদের বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ খুববেশী বেড়ে যায় এবং দীর্ঘদিন ধরে সেই বৃদ্ধিটা চলতে থাকে। এই ধরনের ক্ষেত্রে সারানো প্রায় অসম্ভব, এইরূপ অবস্থায় রোগীকে খুব উঁচু শক্তির কেলি কার্ব প্রয়োগে তার বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ খুববেশী বৃদ্ধি পাবে এবং সেটা দীর্ঘস্থায়ী ভাবে রোগীকে কষ্ট দেবে; কিন্তু ওষুধটির নিচুশক্তি বা ৩০ শক্তি প্রয়োগে খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। গাউটজনিত উপসর্গে যেসব ক্ষেত্রে **কেলি আয়োড** উপযোগী হয় সেসব ক্ষেত্রে কষ্টনাশক ও প্যালিয়েটিভ হিসাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে। কিন্তু কেলিকার্ব ওষুধটি প্রয়োগে খুব সাবধান না হলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে; এটি যেন খুব ধারালো ও দুইধারের ধারালো তরবারির মত। এই সব পুরানো গাউটজনিত অবস্থা ও তার সঙ্গে অনেক নোডোসাইটস্ বা গুটি শক্ত হয়ে পড়া অবস্থা থাকলে সেই অবস্থাকে সারিয়ে তোলার জন্য গভীরভাবে ক্রিয়াশীল, অ্যাণ্টিসোরিক কোন ওষুধের উঁচুশক্তি ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ ঐ ধরনের রোগীকে সারাতে চেষ্টা করতে গিয়ে তাকে হয়ত চিরতরে মুক্তি দেওয়া হবে—তার মৃত্যু ডেকে আনা হবে। পুরানো গেঁটেবাতের মত অবস্থা, পুরানো ব্রাইটস্ ডিজিজ, যক্ষ্মারোগের বেড়ে যাওয়া অবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেলি কার্বের উঁচুশক্তি প্রয়োগের বিষয়ে খুববেশী সাবধান থাকতে হবে।

মেটেরিয়া মেডিকার মত পাঠ্যপুস্তক পড়বার সময় রোগীর বিভিন্ন অনুভূতি দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। সেইসব অনুভূতি অসংখ্য ধরনের হতে দেখা যাবে। অবশ্য তাদের মধ্যে সূচ ফোটানোর মত এবং ছিঁড়ে যাবার মত বোধ, তীর গতিতে ছুটে চলা বা ঝিলিক দিয়ে ওঠা, কাঠি বা পেরেক দিয়ে খোঁচানোর মত এবং নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানোর মত ব্যথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বা লক্ষণীয় হয়ে থাকে।

কেলি আয়োডেটাম
(Kali Iodatum)

এটি একটি অ্যান্টি-সোরিক এবং অ্যান্টি-সিফিলিটিক ওষুধ। এটিকে অ্যালোপ্যাথি মতে অ্যান্টি-সিফিলিটিক হিসাবে বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়, তবে বেশীমাত্রায় ওষুধটি ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সিফিলিসের উপসর্গ দমিত হয়ে যেতে দেখা যায়। যে সব ওষুধ হোমিওপ্যাথি মতে ব্যবহার করলে তাদের ক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয় তাদেরই খুব শক্তিশালী হতে দেখা যায় এবং তাদের খুব সূক্ষ্ম মাত্রায়, অনেক দুরারোগ্য রোগও সাদৃশ্য লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগে নিরাময় করা সম্ভব হয়ে থাকে। লক্ষণে সাদৃশ্য না থাকলেও কেবলমাত্র মাত্রা বৃদ্ধি করে তাকে হোমিওপ্যাথি মতে প্রয়োগ করা যায় না। অনেকের এমন অবাস্তব ও ভাসাভাসা ধারণা আছে যে ওষুধের মাত্রা বৃদ্ধি করে তাকে রোগলক্ষণের সাদৃশ্যযুক্ত করে তোলা যায়; কিন্তু সেটা হোমিওপ্যাথিক ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ওষুধটিতে সাদৃশ্যযুক্ত লক্ষণ না থাকলে যে কোন ভাবে, ডোজ বাড়িয়ে তাকে সাদৃশ্যযুক্ত করে তোলা যায় না।

এই ওষুধটি সিফিলিসের মতই দেহের গ্ল্যান্ড ও পেরিঅস্টিয়ামে আঙ্গিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে। ওষুধটি শ্লেষ্মাজনিত প্রদাহও সৃষ্টি করতে পারে। এটি খুব গভীরভাবে ক্রিয়াশীল এবং **মার্কিউরিয়াসের** সঙ্গে এটির সম্পর্কও বেশ ঘনিষ্ঠ থাকতে দেখা যাবে। এটিতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এবং শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়, **মার্কিউরিয়াসের** মতই এটিতে গ্ল্যান্ডের উপসর্গ থাকে। এই ওষুধটির কার্যকারিতাও অনেকটা **মার্কিউরিয়াসের** মত এবং এটি **মার্কিউরিয়াসের** অ্যান্টিডোট বা ক্রিয়ানাশক রূপেও কার্যকরী হয়ে থাকে।

যে সব পুরোনো রোগী ক্যালোমেল বা "নীল পিত্ত" তাদের পিত্তজনিত উপসর্গ দূর করার জন্য সর্বদা ব্যবহারে অভ্যস্ত তাদের প্রায়ই কোরাইজা, কোষ্ঠবদ্ধতা, নানা ধরনের বেদনা ও কামড়ানো ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গে, লিভারের গোলযোগ, পাকস্থলীর গোলযোগ প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়তে এবং আর এক মাত্রা **মার্কারী** ব্যবহার করতে বাধ্য হতে দেখা যায়। ঐ সব রোগীর অনেকেরই এই ওষুধটি প্রয়োজন হতে পারে। কোন কোন অল্পশিক্ষিত হোমিওপ্যাথ এইরূপ ক্ষেত্রে **মার্ক বিন আয়োডাইড** অথবা **মার্কারীর** দ্বারা তৈরি অন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করে থাকে; যেকোন ধরনের **ঠাণ্ডা**

লাগা বা সোরথোট অবস্থায় তারা ঐ ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে ঐ সব রোগীর মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তনে খুববেশী সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হয়ে পড়ে এবং তারা **লাল মার্কারীর** গুঁড়ো ব্যবহার করে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেকে ঐ ওষুধের গুঁড়ো কিছুটা সর্বদাই পকেটে রেখে দেয়। কিন্তু ঐ সব ব্যক্তি ঐরূপ লাল গুঁড়ো ওষুধ যত বেশী ব্যবহার করে তারা তত বেশী ঠাণ্ডা ও সোরথোটে আক্রান্ত হয়। ঐরূপ অবস্থায় কেলি আয়োডের পোটেনটাইজড বা উচ্চশক্তি অথবা **হিপার** প্রয়োগ না করলে তাদের বেশীর ভাগকেই সারিয়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঐসব রোগীদের পক্ষে কেলি আয়োড এবং **হিপার** এই দুটি ওষুধই প্রধানত প্রয়োজন হয়। অত্যধিক **মার্কারী** ব্যবহারের কুফলে অল্পেতেই ঠাণ্ডা লাগা, গলায় সোরথোট হওয়া এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে সহজেই উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি যে "মার্কিউরিয়াল স্টেট" সৃষ্টি হয় সেটা দুভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যায়ঃ যারা খুববেশী শীতকাতর হয়ে পড়ে, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই যাদের কম্প শুরু হয় এবং সর্বদাই উত্তাপ বা আগুনের কাছাকাছি থাকতে চায়, কিছুতেই তাদের দেহ যেন উষ্ণ হতে চায় না, তাদের পক্ষে **হিপার** উপযোগী হয়; আর যারা সর্বদাই খুব উষ্ণ থাকে, দেহের কাপড় চাদর বা ঢাকা খুলে ফেলতে চায় এবং সর্বদাই নড়া-চড়া করতে চায়, খুববেশী ছট্‌ফট্ করে বা অস্থিরতা থাকে, চুপচাপ থাকলেই ভীষণ ক্লান্তিবোধ করে তাদের জন্য মার্কারীর কুফল দূর করবার প্রয়োজনে কেলি আয়োড দরকার হবে। মার্কারীর কুফলজনিত অবস্থা দূর করা যায়, তবে তার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পরপর কয়েকটি সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যে সোরাবিষ রোগীর দেহে সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায় সেটা বার করে আনার জন্য উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ না করতে পারলে **মার্কিউরিয়াসের** কুফল সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হবে না। কত শত শত শিশু বৃদ্ধ, মহিলাদের যে মার্কারীর কুফলে ভুগতে হয় সেটা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়; তবু ঐ সব অল্পশিক্ষিত চিকিৎসক মার্কারী ব্যবহার করে চলে এবং বলে যে সেটা নাকি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ওষুধ নির্বাচন ও তার প্রয়োগ করাটাও একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়।

এই ওষুধটিতে একটি অদ্ভুত মানসিক অবস্থা থাকতে দেখা যায়। রোগীর মধ্যে খুববেশী খিট্‌খিটে ভাব, নিষ্ঠুরতা ও স্বভাবে কর্কশতা থাকতে দেখা যায়। সে পরিবারের লোকজন, স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে, গালমন্দ করে। তার মন থেকে যেন সব সুচারু প্রবৃত্তি দূর হয়ে গেছে। তার আচার-ব্যবহারে এরূপ মনে হতে থাকে। আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে পরে সে বিষণ্ণ ও ক্রন্দনশীল হয়ে পড়ে। সে খুববেশী নার্ভাস প্রকৃতির হয়ে পড়ে এবং সর্বদাই তাকে হাঁটা-চলা, নড়া-চড়া করে বেড়াতে হয়। কোন উষ্ণ ঘরে থাকলে সে খুব ক্লান্ত ও দুর্বলবোধ করতে থাকে এবং তার মনে হতে থাকে যে সে আর নড়া-চড়া করতে পারবে না; তখন সে নড়া-চড়া করতে চায় না এবং তার যে কি হয়েছে সেটাও যেন সে বুঝতে পারে না। জ্বরের মধ্যে উষ্ণতায় সে অসুস্থ বোধ করে, তার উপসর্গ বেড়ে

যায়, কিন্তু খোলা হাওয়ায় গেলে পরেই সে অনেকটা সুস্থ ও আরামবোধ করতে থাকে, তারপরে সে হাঁটা-চলা করতে শুরু করলে আরও ভাল বোধ করতে থাকে এবং কোনরূপ ক্লান্তিবোধ না করে সে অনেকটা দূর পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে ; কিন্তু যখনই সে গৃহে ফেরে তখনই আবার ক্লান্ত, দুর্বল ও অবসাদবোধ করতে থাকে। বিশ্রামে থাকলে এই রোগীর স্নায়বিক এবং মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

মাথায় কিছু কিছু অদ্ভুত লক্ষণ, যেমনটা সিফিলিস হলে হতে দেখা যায়। সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায় ; অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে মাথার ঐসব অদ্ভুত ধরনের লক্ষণ এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। সিফিলিসের স্নায়ুজনিত উপসর্গ হিসাবে মাথার দুইধারের প্যারাইট্যাল অস্থিতে দীর্ঘস্থায়ী ও বহুদিনের পুরানো বেদনা ; ঐ বেদনা প্যারাইট্যাল অস্থি এবং মাথার দুই পাশে হতে দেখা যায় এবং বেদনার তীব্রতায় রোগীর মনে হয় যেন তার মাথার দু'ধার যাতার মধ্যে রেখে পিষে বা চেপে দেওয়া হচ্ছে। বেদনাটা মাথার দু'ধারে চেপে দেওয়া, টিপ্‌টিপ্ করা, চাপ দেওয়া ও চিরে ফেলার মত বোধ হতে দেখা যায়। ঘরের মধ্যে থাকলে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু খোলা হাওয়ায়, ঘুরে বেড়ালে বা হাঁটা-চলায় বেদনা কম হতে দেখা যায়। মাথার ভিতরে সর্বত্রই যেন ছুরি বিঁধিয়ে দেবার মত ব্যথা হয়, যেন মাথার ভিতর পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এরূপ বোধ হতে দেখা যায়। মাথার স্ক্যাল্প অংশে, টেম্পোরাল অংশে, চোখের উপরের অংশে এবং চোখের ভিতরে ছুরি দিয়ে কেটে দেবার মত ব্যথাবোধ থাকে। পেরিক্রেনিয়াম অর্থাৎ মাথার খুলির দু'ধারেই খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা থাকে এবং ছোট ছোট গিঁট্ গিঁট্ নডিউলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখা যেতে পারে। স্ক্যাল্পে গিঁট্ গিঁট্ বা নডিউল ধরনের উদ্ভেদ, যক্ষ্মারোগের উদ্ভেদ, সিফিলিসজনিত উদ্ভেদ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। স্ক্যাল্পে চুলকালে বেদনা দেখা দেয় এবং সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হবার মত বোধ হতে থাকে। চুলের রঙ পরিবর্তন ও চুল উঠে যাবার প্রবণতা দেখা যায় এবং মাথার বেদনাক্রান্ত অংশে শীতলতা থাকতে দেখা যায়।

একটি সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীকে পরীক্ষা করলে প্রায় তার চোখের দৃষ্টিতে গোলযোগ সৃষ্টি হতে এবং শেষ পর্যন্ত আইরাইটিস হতে দেখা যায়। ঐ সব রোগীকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করা যেতে পারে। খুব মারাত্মক ধরনের সিফিলিসজনিত আইরাইটিস **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, হিপার, নাইট্রিক অ্যাসিড, মার্কিউরিয়াস**, কেলি আয়োড এবং অন্যান্য ওষুধে সেরে যেতে দেখা গেছে। প্রয়োজনীয় ওষুধটি প্রয়োগের ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রদাহজনিত অবস্থাটা আর বাড়তে পারে না, জুড়ে যাওয়া, এডহেসন হয় না, বিকৃতিও সৃষ্টি হয় না এবং কোনরূপ গোলযোগই থেকে যেতে দেখা যায় না। সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে প্রদাহটা স্বাভাবিক-ভাবেই তার নির্দিষ্ট গতি বা ক্রম অনুযায়ী চলে, এড্‌হেসন, ফিব্রিনযুক্ত স্রাব বা রস সৃষ্টি করে তার পরে কমে যাবে। একজন চক্ষু চিকিৎসক এটাই ভাববেন এবং

তিনি আট্রোপিন প্রয়োগ করে আইরিসটা প্রসারিত অবস্থায় রাখার চেষ্টা করবেন যতক্ষণ না প্রদাহটা তার নির্দিষ্ট ক্রমটা শেষ করে। কিন্তু সুনির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগে রোগটি তার ক্রম বা গতি শেষ করবার আর সুযোগ পায় না, যে লক্ষণটি সর্বশেষে দেখা দেয় সেটিই সর্বপ্রথম দূর হতে দেখা যায় এবং চোখের যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যেতে দেখা যাবে।

এই ওষুধটিতে খুব বেশী কনজাংক্টাইভা সংক্রান্ত গোলযোগ, এবং সেই সঙ্গে চোখ থেকে সবুজ রঙের শ্লেষ্মাজনিত স্রাব নির্গত হতে দেখা যায়। এই ওষুধের রোগীর যে কোন রস স্রাবই সবুজ রঙের হতে দেখা যাবে। প্রচুর পরিমাণে, ঘন, সবুজ গয়ের ওঠা, নাক থেকে সবুজ রঙের শ্লেষ্মাযুক্ত পুঁজ বেরোনো, চোখ, কান সব জায়গা থেকেই সবুজ রসস্রাব নির্গমন, ঘন, সবুজ রঙের লিউকোরিয়ার স্রাব, ক্ষত থেকেও সবুজ রস গড়াতে দেখা যায়। এইরূপ ঘন, সবুজ বা হলদেটে সবুজ রসস্রাবকে কোন কোন ক্ষেত্রে খুব দুর্গন্ধযুক্ত থাকতে দেখা যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে কনজাংক্টাইভাতে 'কেমোসিস' অবস্থা দেখা যায়, কনজাংক্টাইভা এমনভাবে ফুলে থাকে যে মনে হয় যেন তার পিছনে জল জমে আছে। 'আয়োডাইড অব্ পটাশ' ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে। কেমোসিসের সঙ্গে ঘন রসস্রাব হতে দেখা যায়। পুরানো আমলে বাতে আক্রান্ত রোগীদের যখন 'আয়োডাইড অব পটাশ' প্রয়োগ করা হত তার দু'একদিন পরেই চোখে 'কেমোসিস' দেখা দিত, রোগীর দেহের সর্বত্র হাড়ে কামড়ানো ব্যথা শুরু হ'ত কিন্তু জয়েণ্টের বাতজনিত বেদনা চলে যেত। ঐ রোগীর মধ্যে আয়োডাইড অব্ পটাশের একটা স্থায়ী ক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে থেকে যেতে দেখা যেত। কোন সিফিলিসের রোগীকে বেশী মাত্রায় কেলি-আয়োড প্রয়োগ করা হলে একদিন পরেই দেখা যাবে যে তার কনজাংক্টাইভা জলে পূর্ণ ছোট একটি থলির মত ফুলে উঠেছে এবং চোখের পাতা সে প্রায় খুলতেই পারছে না। কেলি আয়োড চোখের ঈডিমা এবং কনজাংক্টাইভাতে জলপূর্ণ হয়ে ওঠার মত ফুলে উঠতে ও টিসুবৃদ্ধি হতেও দেখা যায়। মিউকাস মেমব্রেন লাল, দগ্‌দগে ও রক্তস্রাবী হয়ে পড়ে। চোখের রক্তবাহী শিরা ও ধমনীগুলি বড় হয়ে ফুলে যায়, চোখ কর্‌কর করে, প্রদাহ ও তীব্র বেদনা দেখা দেয়। চোখের পলক ফেলতে এত বেশী কষ্ট হয় যে রোগী তার চোখের পাতা হাত দিয়ে চেপে রাখার চেষ্টা করে, চোখের পলক ফেলতে বেদনাবোধ ও বালি পড়ে যাবার মত কর্ কর্ করে। যাদের বাতের উপসর্গ আছে, যারা মার্কারীর অপব্যবহারের কুফলে কষ্ট পায় অথবা যাদের সিফিলিস আছে তাদের কনজাংক্টিভাইটিসে কেলি-আয়োড কার্যকরী হয়ে থাকে।

যেসব গেঁটেবাতে আক্রান্ত পুরানো রোগীকে সর্বদাই হাঁটা-চলা করে বেড়াতে হয়, খোলা হাওয়ায় ঘুরতে হয়, যারা সর্বদাই খুববেশী উষ্ণ থাকে এবং ঘরে কোনরূপ উষ্ণতা সহ্য করতে পারে না, চুপচাপ বসে থাকলে যাদের গেঁটে বাতের বেদনা বেশী হয় ও ক্লান্তি দেখা দেয় কিন্তু খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় দীর্ঘক্ষণ হাঁটা-চলা

করলেও ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয় না, যাদের অস্থি-সন্ধি বড় হয়ে ফুলে থাকে, অস্থিরতা, উদ্বেগ, নার্ভাস হয়ে পড়া, মন মেজাজের রুক্ষতা ও খুববেশী খিটখিটে ভাব থাকার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বিষণ্নতা ও কান্নাকাটি করা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে কেলি-আয়োড নিশ্চিতরূপে সুফলদায়ী হবে। হাঁটা-চলা করলে বেদনা কমে যাওয়া লক্ষণে অনেকেই রুটিন মত **রাসটক্স** ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে **রাসটক্স** কিছুই করতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে **রাসটক্সের** রোগী শীতকাতর থাকে, সবসময়ই সে শীতের বা ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উষ্ণতা চায়, আগুনের কাছাকাছি থাকতে চায়, তার উপসর্গগুলি উত্তাপে কম থাকে, উষ্ণ ঘরে থাকলে সে আরাম বোধ করে, চলাফেরা করতে গিয়ে সে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে, যেখানে কেলি আয়োডের রোগী দীর্ঘসময় ধরে একনাগাড়ে হাঁটা-চলা করলেও ক্লান্তি বা অবসন্ন বোধ করে না।

এই ওষুধের রোগীর নাকেও নানাধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পুরানো সিফিলিসজনিত শ্লেষ্মায় রোগী নাক ঝাড়লে বড় বড় মামড়ী ও হাড়ের টুকরো বেরিয়ে আসে; সিফিলিসজনিত 'ওজিনা' দেখা যেতে পারে; নাকের হাড়ে বেশী স্পর্শকাতরতা, নেক্রোসিস হয়ে নাক বসে যাওয়া ও নাকের হাড় নরম হয়ে পড়তে দেখা যায়। **হিপারের** মত নাকের গোড়ায় খুব বেশী বেদনা থাকে। নাক থেকে ঘন, হলদেটে সবুজ, প্রচুর পরিমাণে সর্দি-স্রাব বা পুঁজের মত স্রাব গড়াতে দেখা যায়। প্রতিবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে রোগীর শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা দেখা দেয়। সবসময়ই তার ঠাণ্ডা লাগে, একনাগাড়ে হাঁচি হতে থাকে। নাক থেকে প্রচুর, জলের মত সর্দি বেরোয়, নাকের ভিতরে হেজে যায় এবং তার জন্য নাকে জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়। রোগীর এই কোরাইজা খোলা হাওয়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে, যদিও রোগীর অন্যান্য সব উপসর্গই বাইরের খোলা হাওয়ায় কম থাকে। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে একই রোগীর মধ্যে বিপরীত অবস্থা বা লক্ষণ দেখা দেয় তখন তারা বেশী কষ্ট পায়, কারণ তারা আরাম পাবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পায় না। তার কোরাইজা বা নাকের সর্দি উষ্ণ ঘরে থাকলে কম থাকে, কিন্ত বাইরের খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় রোগীর অন্যান্য সব উপসর্গই কম থাকে। সামান্য একটু ঠাণ্ডা লেগেই এই রোগীর বার বার তীব্র ধরনের হাজাকর কোরাইজা দেখা দেয়। কোরাইজার সঙ্গে রোগীর ফ্রণ্টাল সাইনাসগুলিও আক্রান্ত হয়ে পড়ে ফলে কপালে, চোখে, গালের হাড়ে খুববেশী বেদনা হতে দেখা যায়।

এই রোগীর গলায়, সিফিলিস ও মার্কারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার মতই বিভিন্ন গোলযোগ থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। গলায় গভীর ক্ষত, পুরানো সিফিলিসের ক্ষত, ছিদ্র সৃষ্টিকারী ক্ষত, নরম অংশে টিসু ক্ষয় ও বিনষ্টকারী ক্ষত ইভিউলা ও টাক্‌রার মত নরম অংশে টিসু বিনষ্টকারী ক্ষত প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। টনসিলে ক্ষত হওয়া, টনসিল বড় হয়ে ওঠা এবং খুব বেদনাদায়ক 'সোরথ্রোট' হতে দেখা যেতে পারে। গলার ভিতরে মিউকাস মেমব্রেনে গিটগিট বা গুটির

মত সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। গলার ভিতরে শুষ্কতার সঙ্গে টনসিল বড় হয়ে ওঠা, রাত্রিতে জিহ্বার গোড়ার অংশে অসহ্য বেদনা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ফ্যারিংক্স, ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়া, ব্রঙ্কিয়াল টিউব প্রভৃতিতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, প্রদাহের সঙ্গে সবজেটে স্রাব নির্গমন প্রভৃতি থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

রোগের বাইরের এবং দেহের অন্যান্য অংশের লক্ষণসমূহ খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং বাইরে থেকে ঠাণ্ডা লাগালে আরামবোধ হতে দেখা গেলেও রোগীর দেহের অভ্যন্তরে ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। ঠাণ্ডায় অভ্যন্তর ভাগের উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা দুধ, আইস-ক্রিম, বরফ-জল, ঠাণ্ডা খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতিতে রোগীর পাকস্থলীর সব উপসর্গ বেড়ে যায়। যদিও তার খুববেশী পিপাসা থাকে ও খুব বেশী পরিমাণে জলপান করে থাকে, জলটা বেশী ঠাণ্ডা হলে সে অসুস্থবোধ করে।

কেলি-আয়োডে **কার্বো-ভেজ** এবং **লাইকোপোডিয়ামের** মত খুব বেশী ফ্লাটুলেন্স ও ঢেকুর বা উদ্‌গার ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

এই ওষুধের রোগীর দেহের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড বড়, শক্ত ও টিউমারের মত হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই ওষুধে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড হয়ে ওঠা অবস্থায় **আয়োডিনের** মতই কার্যকরী হতে দেখা যায়।

গনোরিয়ার পরবর্তী অবস্থায় ইউরেথ্রার প্রদাহে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ইউরেথ্রা থেকে ঘন এবং সবুজ বা সবজেটে হলুদ স্রাব নির্গত হয় কিন্তু কোন বেদনা থাকে না। অণ্ডকোষে সিফিলিসে আক্রান্ত হবার মত লক্ষণযুক্ত প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ল্যারিংক্সে বেদনা ও দগ্‌দগে ভাব, তার সঙ্গে স্বরভঙ্গ থাকে; ল্যারিংক্সে সংকোচন বোধে রাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। শুকনো, খক্‌খকে কর্কশ শব্দযুক্ত কাশির সঙ্গে সবজে রঙের শ্লেষ্মা বা গয়ের ওঠা; শ্লেষ্মাযুক্ত যক্ষ্মায় ঘন সবুজ রঙের প্রচুর গয়ের ওঠা, প্লুরায় রসক্ষরণ হয়ে এফিউসন হওয়া, হার্টে থির থির করে কেঁপে চলার মত স্পন্দন, সামান্য পরিশ্রমে, হাঁটা-চলায় প্যালপিটেশন হওয়া, পালস খুব দ্রুত থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

পুরানো গেঁটেবাতজনিত উপসর্গ ছাড়াও যে সব রোগীর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাদের এবং পুরানো ম্যালেরিয়া থেকে সৃষ্ট গোলযোগে ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়।

সায়াটিকার বেদনা হিপের নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেলে এবং বেদনাটা শুয়ে থাকলে, বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে বেড়ে যেতে এবং হাঁটা-চলায় কম থাকতে দেখা গেলে এই ওষুধে সেটা সারে।

কোন রোগী বা রোগিণীর 'হাইভস্' বা বিশেষ ধরনের শক্ত নডিউলের মত উদ্ভেদ সারা দেহে দেখা দিলে এবং সেগুলিতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুব জ্বালা

করতে থাকলে, রোগী বা রোগিণী তার দেহ কাপড়-চাদর দিয়ে ঢেকে না রাখতে পারলে, দেহে খুববেশী তাপবোধ থাকলে ও জ্বর না হতে দেখা গেলে ; ত্বকে নডিউল বা গুটির মত উদ্ভেদ কয়েকদিন থেকে আপনা-আপনি মিলিয়ে গিয়ে আবার কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পরে ফিরে আসতে দেখা গেলে কেলি-আয়োডের উচ্চ শক্তির একটি ডোজেই সুস্থ করে তোলা যাবে।

কেলি ফসফোরিকাম
(Kali Phosphoricum)

এই ওষুধের বিভিন্ন লক্ষণ ও উপসর্গ সকাল, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণ, নার্ভাস ও কোমল প্রকৃতির ব্যক্তি যারা দীর্ঘদিন রোগে ভোগে ভগ্ন ও জীর্ণ দেহ হয়ে পড়ে, খুববেশী দুঃখ বা শোক, বিরক্তি এবং দীর্ঘক্ষণ মানসিক কাজে লিপ্ত হবার ফলে অথবা যৌন অত্যাচারে যাদের দেহ ভেঙ্গে পড়ে তাদের পক্ষে ওষুধটি উপযোগী। এটি দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়াশীল একটি অ্যান্টি-সোরিক। রোগীকে অ্যানিমিক ও ক্লোরোটিক থাকতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ উপসর্গই বিশ্রামে বেড়ে যেতে এবং মৃদু নড়া-চড়ায় ও ধীরে হাঁটা-চলা করলে কম থাকতে দেখা যায়। সাধারণ ভাবে রোগী এবং তার বেদনা ঠাণ্ডা হাওয়া, কোনভাবে দেহ শীতল হলে, কোন শীতল ঘরে বা স্থানে গেলে এবং শীতল ও ভিজে আবহাওয়ায় বেশী কষ্ট পেতে দেখা যাবে। সামান্য কারণেই তার ঠাণ্ডা লেগে যায়। খোলা হাওয়ায় উপসর্গ বেড়ে যায়। ঝড়ো হাওয়ায় ও খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পায় বলে সে খোলা হাওয়া সহ্য করতে পারে না। হাত ও পায়ের দিকে অসাড়তা দেখা দেয়, খুব বেশী ক্লান্তি ও অবসন্নতা থাকে। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলে অথবা শারীরিক পরিশ্রমে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। গ্ল্যাণ্ডগুলি শুকিয়ে ছোট হয়ে যায়। দেহে কোরিয়ার মত কাঁপুনি থাকতে বা সৃষ্টি হতে পারে। যৌন-সঙ্গমের পরে উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। দুর্বলতা, শীর্ণতা, অ্যানিমিয়া এবং যক্ষ্মারোগ হবার প্রবণতা এই বিস্ময়কর অ্যান্টিসোরিক ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। হাত-পায়ে ঈডিমা এবং সেরাস স্যাকগুলিতে ড্রপসি বা শোথ হতে দেখা যায়। খাদ্য গ্রহণের পরে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

দেহের শীর্ণতা, দেহের ক্ষয় সৃষ্টিকারী রোগের সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত মল থাকতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হওয়া অবস্থা, উপবাসে থাকলে আরামবোধ, মাংসপেশী ও বিভিন্ন যন্ত্রে চর্বি জমে মোটা হয়ে পড়ার প্রবণতা, ঠাণ্ডা পানীয়, দুধ প্রভৃতিতে উপসর্গ বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ বা অবস্থা থাকতে দেখা যায়। গ্যাংগ্রীনের মত অবস্থায় এই ওষুধটিকে কার্যকরী হতে দেখা যায় ; আক্রান্ত অংশ কালো হয়ে পড়ে। সেপটিক ও পচাটে গন্ধযুক্ত রক্তপাত বা রক্তস্রাব ও সেইসঙ্গে খুব বেশী অবসাদ থাকে। সব ধরনের স্নায়বিক দুর্বলতা এই ওষুধটিতে সৃষ্টি

হতে দেখা যায়। হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস এবং হিস্টিরিয়া হতে পারে। গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ, দেহের জলীয় অংশ কমে যাবার ফলে উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া, রক্তে অর্গাজম্ বা অস্বাভাবিকতা ; বেদনায় কামড়ানো, চেপে ধরার মত, সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাওয়া, ছিঁড়ে নিচের দিকে যাওয়া, পক্ষাঘাতের মত হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ক্রনিক নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা মৃদু নড়া-চড়ায় কম এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ থাকে। ক্রমশ বেড়ে ওঠা দুর্বলতা থেকে দেহের যে কোন এক দিকের বা এক পাশের পক্ষাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বেদনা দেখা দেওয়া ও তারপরে অবসাদ, দেহের সর্বত্র পালসেশনবোধ প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণগুলিকে দেহের যে কোন একটা পাশে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অনেক উপসর্গই নিদ্রার মধ্যে বা নিদ্রার পরে সৃষ্টি হয়। মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন, হাত-পায়ে ঝাঁকুনি লাগার মত অবস্থা ; ক্ষত থেকে পচাটে গন্ধ বেরোনো, শ্লেষ্মা স্রাবেও দুর্গন্ধ থাকা ; দ্রুত হাঁটা-চলা করলে, খোলা হাওয়ায় ঘোরাঘুরি করলে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিছানার উষ্ণতায় আরামবোধ প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধটির বৈশিষ্ট্য। উপসর্গগুলি শীতকালে খুব বৃদ্ধি পায়। সুসলারের অনেক অনুগামী এই ওষুধের সাহায্যে এত বেশী রোগ নিরাময় করেছেন যেটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়নি। আমাদের শাস্ত্রে এই ওষুধটি ভালভাবে পরীক্ষিত বা প্রুভিং হয়েছে। উঁচু এবং উচ্চতম শক্তিতে ওষুধটি খুব ভাল ফল দেয় ; ওষুধটির একটি মাত্র ডোজ বা মাত্রাই প্রয়োগ করা উচিত।

রোগীর মনে এমন সব আবেগ দেখা দেয় যেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত করতে বা অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারা যায় না। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তার বিরূপতা থাকে। সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে বিছানায় শুলে রোগীর মনে নানা ধরনের আশঙ্কা ও উদ্বেগ দেখা দেয়। খাবার পরে, ভবিষ্যতের বিষয়ে, নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ও মুক্তির বিষয়ে নানারূপ উদ্বেগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যখনই তার ঘুম ভেঙ্গে যায় তখনি ঐ উদ্বেগে সে বুকে চাপবোধ করে ও হাইপোকণ্ড্রিয়াক অর্থাৎ কাল্পনিক ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়, নিজের শিশু সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে ; তার প্রেম-প্রীতিতে বিকৃতি দেখা দেয়। রোগী নিজের কষ্টের কথা ভেবে মনে মনে বিড় বিড় করে ; লোকজনের সঙ্গ সহ্য করতে পারে না। কোন দুঃসংবাদে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সকালে ও সন্ধ্যায় মনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। খারাপ ধরনের টাইফয়েড এবং সেপটিক জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম সৃষ্টি হয়। ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস বা ডিলিরিয়ামের সঙ্গে হাত-পায়ে কনভালসনের মত কাঁপুনি সৃষ্টি হয়। নানা ধরনের কল্পনা তার মনে উদয় হয় ; মৃত ব্যক্তিকে যেন দেখতে পায়, নানারূপ কাল্পনিক দৃশ্য বা লোককে দেখতে পায়, ভয়াবহ মূর্তি যেন তার চোখের সামনে দেখা দেয়। সে অসন্তুষ্ট ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। সকালের দিকে মনে মনে একটা জড়বুদ্ধিভাবের সৃষ্টি হয়। সে সাহস হারিয়ে ফেলে। খাবার খেতে চায় না ; কোন দুঃসংবাদ পেলে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং একেবারে ভেঙ্গে

পড়ে, তার পরেই প্যালপিটেশন এবং নানা স্নায়বিক লক্ষণ দেখা দেয়। মানসিক পরিশ্রমের পরে রোগী খুববেশী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নানা ধরনের উদ্ভট কল্পনা তার মনে এসে বাসা বাঁধে। সন্ধ্যায় সে ভীত হয়ে ওঠে। ভীড়ে ভয়, মৃত্যু ভয়, রোগ ভয়, কোন একটা বিপদ ঘটার ভয় এবং লোকজনে ভয় দেখা দেয় আবার নির্জনতাকেও সে ভয় করে। সামান্য কারণে ভীত হয়ে পড়ায় তার নানা স্নায়বিক ও মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়। স্মৃতিশক্তি কমে যায়, ভুলোমনা হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় শব্দটি মনে করতে পারে না। হোম-সিক্‌নেস অর্থাৎ গৃহের প্রতি অস্বাভাবিক দুর্বলতা বা আসক্তি দেখা দেয়। শোক ও দীর্ঘস্থায়ী কোন দুঃখের প্রতিক্রিয়াতে তার মধ্যে নানা উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তার কাজ-কর্ম, কথাবার্তার মধ্যে একটা স্নায়বিক দ্রুততা লক্ষ্য করা যায়। হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণ দেখা না দেওয়া পর্যন্ত রোগীর মধ্যে এক ধরনের স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই ওষুধটি ইম্বেসিলিটি' অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতায় খুব কার্যকরী হয়।

ধৈর্যহীনতা, আবেগের প্রাবল্য, পারিপার্শ্বিকের বিষয়ে ঔদাসীন্য, কোনরূপ আনন্দ, এমনকি নিজের সন্তানের প্রতিও উদাসীনতা, নিজের কাজকর্ম ব্যবসায় প্রভৃতিতে উদাসীনতা দেখা দেয় এবং তার পরেই আসে আলস্য ও ক্লান্তি। মস্তিষ্ক বিকৃতি, মেলাঙ্কোলিয়া বা মানসিক বিকার সৃষ্টি হয়; রোগিণীর মনে হয় যে পাপ কাজের জন্য তার সুদিন চলে গেছে, এইরূপ চিন্তায় সে খাবার খেতেও অস্বীকার করে। সে যেন তার পরিবেশকেও চিনতে পারে না, ভয়ে আঁতকে ওঠে এবং পাগলের মত আচরণ করে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া করে। সকালে, সন্ধ্যায় যৌন-সঙ্গমের পরে, মাথার যন্ত্রণা হলে, ঋতুস্রাবের সময়, তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে, যে কোন সময় ঘুম থেকে জেগে উঠলে, ডায়রিয়া হয়ে খুববেশী দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়লে রোগী বা রোগিণীর মধ্যে খুববেশী খিট্‌খিটেভাব দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে অনুভূতিগুলি ভোঁতা হয়ে পড়তে দেখা যায়। সকালে, সন্ধ্যায় অথবা ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে বিষণ্নতা দেখা দেয়। একগুঁয়েমি, বিষণ্নতা, মনের বিভিন্নরূপ পরিবর্তনশীলতা দেখা যেতে পারে। ভয় পেয়ে, স্পর্শে, হৈচৈ, গোলমালের শব্দে রোগিণী চম্‌কে ওঠে। কোনরূপ বিরক্তি থেকে অনেক উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ক্রন্দনশীল ও জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে।

বিকালে বা সন্ধ্যায় মাথাঘোরা দেখা দেয়, খোলা হাওয়ায় সেটা কম থাকে, খাবার পরে, উঁচুতে তাকালে মাথাঘোরা বেশী হয় এবং সামনের দিকে পড়ে যাবার প্রবণতা দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে গা-বমিভাব ও মাথাধরাও থাকতে পারে। মাথা ঘোরার জন্য রোগিণী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

মাথাটি শীতল থাকে এবং শীতল হাওয়ায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। মাথায় রক্তাধিক্য ঘটে; কাশতে গেলে মাথায় পূর্ণতা বা ভারীবোধ হয়। মাথায় ও কপালে

উত্তাপ বোধ, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যাবার মত প্রবণতা, সকালে ঘুম থেকে উঠলে মাথায় খুব ভারবোধ হয়। পচাটে দুর্গন্ধযুক্ত ডায়রিয়ার সঙ্গে হাইড্রোকেফেলাস ও অন্যান্য মস্তিষ্কের গোলযোগে এই ওষুধটিকে খুব কার্যকরী হতে দেখা যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠলে মাথার স্ক্যাল্প অংশে খুব চুলকানি-বোধ ভোর ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে মাথায় খুব বেদনাবোধ থাকে, হাঁটা-চলা করে বেড়ালে সেই বেদনা কমে যায়; খুববেশী ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেদনা বৃদ্ধি পায় কিন্তু পরিচ্ছন্ন খোলা হাওয়ায় বেদনা কম থাকতে দেখা যায়। স্ক্যাল্পে স্পর্শকাতর বেদনার জন্য রোগিণী চুল বাঁধতে না পেরে ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। কোরাইজার সঙ্গে এবং ঠাণ্ডা লাগার ফলে মাথাধরা দেখা দেয়। কাশতে গেলে, মাথা ও দেহ বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, পাকস্থলীর গোলযোগ থাকলে, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লে ও বেশী শারীরিক পরিশ্রমে মাথার ব্যথা বেড়ে যায় কিন্তু খাবার পরে মাথার যন্ত্রণা কমে যায়। অক্সিপুটে ভারবোধের সঙ্গে অবসন্নতা দেখা দেয়। আলো আড়াল করে রোগিণী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়। চিৎ হয়ে শুলে আরামবোধ হয়; ঝাঁকুনিতে ও হাঁটা-চলা বা সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠায় বা নামায়, ঋতুস্রাবের সময় মাথায় বেদনা ও ভার-বোধ বৃদ্ধি পায়। মানসিক পরিশ্রমে মাথাধরা, ছাত্রদের 'ব্রেইন-ফ্যাগ' বা স্নায়বিক দুর্বলতা এই ওষুধে সারানো যায়, যদি অবশ্য অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকে। ঋতুস্রাব কালে স্নায়বিক মাথাধরা, প্যারক্সিজম্যাল বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মাথাধরা, মৃদু নড়া-চড়ায় মাথার যন্ত্রণা কমে যাওয়া; কিন্তু হৈচৈ এর শব্দে, গাড়ীতে চড়লে, ঘুমের পরে, হাঁচলে, কাশলে, উঁচুতে উঠতে বা নিচে নামতে গেলে, নিচুতে ঝুঁকলে, স্পর্শে, চাপে, হাঁটা-চলায় এবং লেখাপড়া করায় মাথায় কষ্ট বেড়ে যেতে দেখা যায়। কোনভাবে চোখের বেশী পরিশ্রম হলে মাথার যন্ত্রণা দেখা দেয় এবং মাথাটা ভালভাবে কাপড়-চাদরে জড়িয়ে ঢেকে রাখলে যন্ত্রণা কম থাকে। মাথায় তীব্র ধরনের টিপ্‌টিপ্‌ করা বা পালসেটিং বেদনা হতে দেখা যায়। অক্সিপুট অঞ্চলে সারারাত ধরে বেদনা হওয়া, অক্সিপুট ও কুঁচকি অঞ্চলের বেদনায় ঘুম ভেঙে যাওয়া, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে বেদনা কম থাকা এবং বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লে বেদনা ছেড়ে যেতে দেখা যায়। মাথার দুই ধারে তীব্র বেদনা, বাম দিকের ম্যাসটয়েড প্রসেসে নিউর‍্যালজিয়া নড়া-চড়ায় এবং খোলা হাওয়ায় বেড়ে যেতে দেখা যাবে। মলত্যাগের সময় কপালে জ্বালা করা, ছিঁড়ে বা ফেটে যাবার মত বোধসহ কপালে বেদনা হতে দেখা যায়। কপালের ভিতর থেকে বাইরের দিকে যেন চাপ দিয়ে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, চোখের উপরেও ঐরূপ মনে হয় যেন মস্তিষ্কটা বড় হয়ে যাচ্ছে। মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বে মাথায় ও কপালে ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা, শুয়ে পড়লে এবং ঋতুস্রাব শুরু হলে কমে যায়। মানসিক পরিশ্রমের ফলে কপালে, মাথায় ঘাম দেখা দেয়; ঘাম ঠাণ্ডা থাকে। কপাল ও টেম্পল অংশে পালসেশন বোধ থাকে। ঝাঁকুনি লাগা ও শব্দে মস্তিষ্ক স্পর্শকাতর বা সংবেদনশীল হয়ে পড়ে;

মাথায় শক্ লাগার মত বোধ হয়। মস্তিষ্ক নরম হয়ে পড়ে। মাথা আঢাকা অবস্থায় থাকলে নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

অপটিক নার্ভে রক্তাল্পতা, সকালে চোখের পাতা জুড়ে থাকা এবং স্রাব নির্গমন সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায়। চোখে শুষ্কতা ও নিরেট ভাব দেখা দেয়। চোখের পাতা পড়ে যাওয়া, কনজাংক্টাইভায় প্রদাহ, চোখের শিরা-ধমনী ফুলে থাকে ও চোখ থেকে জলপড়া, অপটিক নার্ভের প্যারালিসিস হওয়া, ফটোফোবিয়া, চোখ লাল হয়ে ওঠা, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, দৃষ্টিতে অস্থিরভাব ও উত্তেজনা থাকা, মস্তিষ্কের গোলযোগের সঙ্গে চোখের মণি একদিকে সরে থাকা, ট্যারা ভাবে তাকানো বা স্ট্রাবিসমাস হওয়া, চোখ গর্তে বসে যাওয়া, চোখের পাতা ফোলা, চোখ ও চোখের পাতায় মৃদু কাঁপুনি সৃষ্টি হওয়া, চোখ ঘোরালে বেদনাবোধ : পড়াশোনা করতে গেলে এবং সূর্যের আলোয় ঐ বেদনা বেড়ে যাওয়া, অক্ষিগোলকে স্পর্শকাতরতা, সকালে চোখ থেকে টেম্পল পর্যন্ত সূচ ফোটানোর মত খোঁচা দেওয়া বেদনাবোধ, চোখে বালি ঢুকে যাবার মত বোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। চোখে লাল ধরনের রঙ দেখা, যেন চোখের সামনে কালো কালো দাগ ভেসে উঠছে, কালো রঙ ফুলে উঠছে, আলোর চারদিকে একটা বৃত্তের মত যেন দেখা যায়। যৌন সঙ্গমের পরে দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে। চোখের দৃষ্টিতে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব থাকতে পারে। দৃষ্টিশক্তির বেশী পরিশ্রম হয়ে চোখের নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হতে ও মাথার যন্ত্রণা হতে দেখা যায় ; দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

কান থেকে রক্তমেশানো, পচা দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন স্রাব নির্গত হয়। কানে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়। কানের ভিতরে ফুস্কুড়ি হয়। কানে পূর্ণতাবোধ থাকে। কান উত্তপ্ত থাকতে দেখা যায়। কানে চুলকানিবোধ শুয়ে থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি পায়। স্নায়বিক অবসাদ এবং মস্তিষ্কের অ্যানিমিয়ার সঙ্গে কানে নানা ধরনের শব্দ শোনা ও মাথাঘোরা দেখা দিতে পারে। কানে বজ্‌বজ্ শব্দ গুঞ্জনে, ঘন্টা বাজার, গর্জনের, জলপড়ার মত অথবা গান গাওয়ার মত বিভিন্ন শব্দ হয়। কানের গভীরে টেনেধরা, চেপে ধরা, খিঁচ্ ধরার মত ব্যথা ; বাম কান থেকে বাম গাল পর্যন্ত সূচ বেঁধার মত ব্যথা, কানের পিছনে বেদনা হতে দেখা যায়। কানে হুল বেঁধার মত ব্যথা শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি পায়। কানে পালসেশন বোধ, কানে তালা লাগার মত বোধ হতে পারে। কানে গানের মত গুনগুন শব্দ হয়, কান ফুলে যায়, মৃদু কম্পন দেখা দেয়। কানে গলার স্বর অথবা যে কোন গোলমালের শব্দ তীব্র ভাবে গিয়ে যেন আঘাত করে, তবে মানুষের গলার স্বরের শব্দ যেন কম শোনা যায় ; বধিরতা থাকতে দেখা যেতে পারে।

প্রচুর তরল সর্দি সহ অথবা শুকনো কোরাইজা ও সেইসঙ্গে মাথাধরা থাকতে দেখা যায়। হে-ফিভারের সঙ্গে খুব বেশি স্নায়বিক দুর্বলতা থাকে। নাক থেকে রক্তমেশানো, হাজাকর, সবজে, দুর্গন্ধ, ঘন সুতোর মত লম্বাটে, পাতলা জলের মত,

সাদাটে, হলদে সর্দি বা স্রাব সকালের দিকে বেশী পড়তে দেখা যায়। হলদেটে মামড়ী ডান নাকে খুববেশী হতে দেখা যায়। নাকে শুষ্কতার জন্য রোগী খুব কষ্টবোধ করে। খারাপ ধরনের জ্বরের সঙ্গে, সকালের দিকে নাক থেকে রক্ত পড়া বা এপিসট্যাক্সিস দেখা যেতে পারে। নাকের গোড়ার অংশে চাপধরা ব্যথাবোধ হয়। নাকের ভিতরে খুববেশী টন্‌টন্‌ করা ব্যথা থাকে, চুলকানিবোধ ও জ্বালা করতে দেখা যায়, সেই সঙ্গে হলদেটে মামড়ী ও কালচে রক্ত পড়তে পারে। ঘ্রাণশক্তি প্রথমে খুববেশী এবং পরে একেবারেই কমে যেতে দেখা যায়। ঘন ঘন হাঁচি হয়, ভোর ২টা নাগাদ এবং সামান্য ঠাণ্ডাতেই খুববেশী হাঁচি হতে বা বেড়ে যেতে দেখা যেতে পারে। নাকের ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি হয়, নাক ফুলে ওঠে। কপালের কাছ থেকে চোখের ভ্রূ পর্যন্ত বাদামী একটা ছোপ পড়ে, সেটা প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া থাকে এবং তিন মাস ধরে থেকে যেতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে ক্লোরোটিক বা বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতার লক্ষণ থাকে। চোখের নিচে কালচে বৃত্তের মত একটা ছাপ থাকতে দেখা যায়। ঠোঁট ফাটা, মুখমণ্ডল ফেকাশে, রুগ্ণ এবং ময়লাটে দেখায়। গালে লালচে ছোপ থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে জণ্ডিসের লক্ষণ, ঠোঁটে হারপিস, ঠোঁটে বেদনা যুক্ত মামড়ী, জলপূর্ণ ফোস্কা সৃষ্টি হয়। মুখমণ্ডলে ক্লান্তি, রুগ্ণতা ও কষ্টের ছাপ থাকে ; মাঝে মাঝে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ ও স্ফীতি দেখা দেয়। মুখমণ্ডলে, দাড়িতে, ডানদিকের গালে, টেম্পল অংশে চুলকানি-বোধ থাকে। মুখমণ্ডলে সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাওয়া, টেনে ধরার মত ব্যথা ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। দাঁতে গর্ত হয়ে মুখমণ্ডলের ডানদিকে বেদনা হলে সেখানে ঠাণ্ডা সেক্‌ লাগালে বেদনা কমে যেতে দেখা যাবে। •চোয়ালের হাড়ে বেদনা, খাবার পরে, কথা বললে, মৃদুস্পর্শে বা হাত বোলালে কম থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলের নিউর‍্যালজিয়ার পরে খুববেশী দুর্বলতাবোধ দেখা দেয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরলে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে নিউর‍্যালজিয়ায় সূচ ফোটানোর মত ব্যথা বেশী হয় এবং সেই বেদনা হাতের উষ্ণতায় কমবোধ হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলের যে কোন একদিকে পক্ষাঘাত (**কস্টিকাম**) মুখমণ্ডলে ঘাম হওয়া, ঠোঁট ফোলা, প্যারোটিড ও সাব ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠা, মুখমণ্ডলে টেনশন বা টান্‌টান্‌বোধ, ঠোঁটে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

জিহ্বা গাঢ় প্রলেপযুক্ত ও রক্তস্রাবী থাকতে দেখা যায়। মাঢ়ী ছোট ঘায়ে ভর্তি হয়ে থাকে এবং সেখান থেকে রক্তপাত হয়। মুখে টাইফয়েডের মত জিহ্বা ও দাঁতে সেপটিক জ্বরের মত ময়লা ও পচাটে দুর্গন্ধ থাকতে দেখা যায়। মাঢ়ী ও জিহ্বার দুইধার খুব লাল হয়ে থাকতে দেখা যায়। জিহ্বা সাদাটে, আঠালো রসযুক্ত এবং সবজেটে হলদে দেখায়। সকালের দিকে মুখ ও জিহ্বা শুকনো থাকে। মাঢ়ী ও মুখে প্রদাহ, মুখ থেকে সকালের দিকে পচাটে দুর্গন্ধ বেরোনোয় মনে হয় যেন পনীর পচে রয়েছে। জিহ্বা ও মুখের ভিতরে ছোট ছোট ক্ষত ও জ্বালা থাকতে দেখা যায়। মাঢ়ী দাঁত থেকে সরে যায়। লালা স্বন ও নোনতা স্বাদের হতে দেখা যায়। মাঢ়ী

স্কার্ভির মত এবং স্পঞ্জের মত নরম হয়ে পড়ে। টাকরা বা মুখের তালু ফুলে থাকে এবং মনে হয় যেন সেখানে চর্বি বা তেলতেলে কিছু মাখানো আছে। মুখের স্বাদ তেতো, পচাটে, টক বা বিস্বাদ থাকে, সকালের দিকে মুখ তেতো হয়ে থাকে। ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করতে দেখা যায়। স্নায়বিক কারণে দাঁতে দাঁতে ঘষায় কিচ্ কিচ্ শব্দ হয়। ঠাণ্ডা কিছু খাবার বা পান করায় দাঁতে ব্যথা হয় এবং সেই বেদনা ঠাণ্ডা বস্তুর স্পর্শে ও চিবানোর সময় বৃদ্ধি পায়, ঘুমের পরেও দাঁতের ব্যথা বেড়ে যায়। দাঁতে টিপ্ টিপ্ করা, কামড়ানো, ঝাঁকানি লাগার মত, জোরে চেপে ধরার মত, ছিঁড়ে যাবার অথবা সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হতে দেখা যায়।

ডিপথেরিয়ায় পচাটে দুর্গন্ধ থাকলে এই ওষুধটি কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ফলপ্রদ হয়। গলায় সন্ধ্যার দিকে শুষ্কতা থাকে। গলায় পূর্ণতা ও সংকোচন-বোধ থাকতে দেখা যায়। বার বার হক্ হক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা থাকে। সকালের দিকে গলায় শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা মুখে নোনতা লাগে। গলায় লাম্প বা একটা দলার মত সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। কিছু গিলতে গেলে গলায় ব্যথা লাগে। ডানদিকের টনসিলে ব্যথা, জ্বালা, দগ্‌দগে ভাব ও ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি হবার মত টন্‌টন্ করা ব্যথা বা 'সোরনেস' দেখা দেয়। ঢোক গিলতে গেলে গলায় সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হয় এবং সেই বেদনা গলার বাম দিকের টনসিল থেকে কান পর্যন্ত যেতে দেখা যায় এবং ঐ ব্যথা সকালের পরে গাড়ী চালাবার সময় বিশেষভাবে হতে দেখা যাবে। গলা ও টনসিলে প্রদাহ ও ফোলা ভাবের সঙ্গে সাদাটে একটা পর্দার মত সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ক্ষুধাবোধ বেশী, কোন কোন ক্ষেত্রে রাক্ষুসে খিদের মত খিদে থাকে কিন্তু খাদ্য-বস্তু দেখলেই খিদে চলে যায়। খাবার একটু পরেই আবার খিদে পায়, স্নায়বিক কারণে বা স্নায়বিক দুর্বলতায় এরূপ খিদেবোধ হতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় খুববেশী খিদেবোধ হতে থাকে। খাদ্যে, রুটি মাংস প্রভৃতিতে বিরূপতা বা অরুচি থাকে। পাকস্থলীতে শীতলতাবোধ থাকতে দেখা যায়। রোগী শীতলপানীয়, টকদ্রব্য ও মিষ্টি পছন্দ করে। পাকস্থলী গোলযোগপূর্ণ থাকতে দেখা যায়; পূর্ণতাবোধ ও ফোলা থাকে। গা-বমিভাবের সঙ্গে শূন্যতাবোধ বিশেষভাবে ঋতু-স্রাবের সময় এবং খাবার পরে থাকতে দেখা যায়। খাবার পরে উদ্গার ওঠে, ঢেকুরে পিত্ত, তেতো স্বাদ, শূন্য ঢেকুর অথবা ঢেকুরের সঙ্গে ভুক্তদ্রব্য, টকজলের মত মুখে উঠে আসে। গলায় জ্বালাবোধ হয়। খাবার পরে পাকস্থলীতে ভারবোধ, খাদ্যের প্রতি ঘৃণা, কাশতে গেলে গা গুলিয়ে ওঠা, খাবার পরে, মাথাধরার সঙ্গে ঋতুস্রাবকালে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ও গা-বমিভাব থাকতে দেখা যায় এবং উদ্গার উঠলে গা-গুলোনো ভাব কমে যায়। ওয়াক্ ওঠা, খাবার পরে এবং ঋতুস্রাবের সময় পাকস্থলীতে ব্যথা হতে দেখা যায়। পেটে জ্বালা, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা; দাঁত দিয়ে চিবানোর মত ব্যথা ভোর ৫টা নাগাদ ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে আরম্ভ হতে দেখা যায়। খাবার

পরে পেটে চাপধরা ব্যথা হয়। পাকস্থলীতে যেন একটা পাথর রয়েছে এরূপ বোধ, শীতল জলের জন্য তীব্র পিপাসা, জ্বরের উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা থাকা, আবার কোন কোন সময় পিপাসাহীনতা থাকতে দেখা যেতে পারে। সকালে, কাশি হলে খাবার পরে, মাথাধরা থাকলে, ঋতুস্রাব কালে ও অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমি হতে দেখা যায়। বমিতে পিত্ত, রক্ত, ভুক্তদ্রব্য, শ্লেষ্মা ও টক দ্রব্য ওঠে।

পেটে শীতলতাবোধ হয় এবং আঢাকা অবস্থায় সংবেদনশীল হয়ে পড়তে দেখা যায়। খাবার পরে এবং ঋতুস্রাবের সময় পেট ফুলে বড় হয়ে উঠতে দেখা যায়। টাইফয়েড জ্বরে পেটে টিম্প্যানাইটিস ও খুব ব্যথা দেখা দেয়। পেটে ড্রপসির মত ফোলাভাব, শূন্যতাবোধ, ভুক্তদ্রব্য হজম না হয়ে গেঁজিয়ে গিয়ে হার্টে অস্বস্তি ও কষ্টবোধ সৃষ্টি করে। পেটে খুব গ্যাস জমে আটকে থাকে ও জোরে শব্দ সৃষ্টি করে। পেটে উত্তাপ ও ভারবোধ; লিভার, অন্ত্র, পেরিটোনিয়াম প্রভৃতিতে প্রদাহ; রাত্রিতে পেটে বেদনা বৃদ্ধি হওয়া; পেটের বামদিক থেকে ডানদিকে বেদনা ছড়িয়ে যাওয়া, সেই বেদনা দেহ কুঁকড়ে, ভাঁজ করে পেটে চাপ দিয়ে শুয়ে থাকলে অথবা বসে দেহ আধ-ভাঁজ করে রাখলে কম হওয়া; খাদ্য গ্রহণের পরে, ঋতুস্রাবের পূর্বে ও পরে, মলত্যাগের আগে বেদনা বেশী হয়ে পড়তে দেখা যায়। লিভার অঞ্চলে ব্যথা, প্রসব বেদনার মত ব্যথা বামদিকে চেপে শুয়ে থাকলে, পানীয় গ্রহণের পরে বৃদ্ধি পায় এবং বসে থাকা অবস্থায় কম থাকতে দেখা যায়। হাঁচি হলে মনে হয় যেন পেটের দুই পাশ ফেটে যাবে। পেটে জ্বালা, খাবার পরে খিঁচ্‌ধরা ব্যথা, মোচড়ানো ব্যথার সঙ্গে মলত্যাগের ব্যর্থ চেষ্টা বা ইচ্ছা থাকা, পেট ও লিভার অঞ্চলে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, প্লীহা অঞ্চলেও সূচ ফোটানো অথবা আঁকড়ে ধরার মত ব্যথা হয় এবং নড়া-নড়া করলে সেই বেদনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। পেটে খুব গড় গড় শব্দ ও টান্‌টান্‌ বোধ থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য মলত্যাগে খুব কষ্টবোধ, মল শক্ত, বড় ও গিঁট্‌ গিঁট হতে দেখা যায়। সকাল ৬টা নাগাদ ডায়রিয়া; সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, খাবার সময় বা খাবার পরেও ডায়রিয়া হতে দেখা যায়; সেই সঙ্গে পেটে মোচড়ানো ব্যথা থাকতে পারে। ভয় পেয়ে বা উত্তেজিত হবার ফলে, ঋতুস্রাবকালে বেদনাহীন ডায়রিয়া এবং তার সঙ্গে বমি হতে দেখা যায়, বমির সঙ্গে পেটে খিঁচ্‌ধরা ব্যথা- খুব বেশী অবসাদ, টাইফয়েড জ্বরে বমি ও অবসাদ থাকতে পারে। ডিসেণ্ট্রিও হতে দেখা যায়। দুর্গন্ধ বায়ু-নিঃসরণের পরে সব লক্ষণ বা উপসর্গ কমে যায়। মলদ্বারে ফরমিকেশন অর্থাৎ কোনরূপ উদ্ভেদ না থাকলেও চুলকানিবোধ, টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব; এক্সটারন্যাল ও ইণ্টারন্যাল ধরনের অর্শ হয়ে সেখানে চুলকানিবোধ, জ্বালা ও স্ফীতি, প্রদাহজনিত স্ফীতির সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত আর্দ্র বা ভিজে ভিজে ভাব থাকা, রেক্টামের নিষ্ক্রিয়তা, অসাড়ে মল নির্গমন, মলত্যাগের সময় ও পরে রেক্টামে বেদনা ও জ্বালাবোধ, চাপধরা ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, মলত্যাগের পরে টেনেসমাস বা কুন্থন ভাব থাকা, রেক্টামের পক্ষাঘাত, মলদ্বার শিথিল হয়ে পড়া, মলত্যাগের জন্য

বার বার ব্যর্থ ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকা, মল হাজাকর, রক্তমিশ্রিত আম বা মিউকাস যুক্ত অথবা শুধু রক্ত পড়া ; মল বাদামী, কাদার মত রঙের, জলের মত হয় এবং তার সঙ্গে পচাটে গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ হওয়া এবং প্রাতঃকালীন জলখাবার গ্রহণের পরে টেনেসমাস হতে দেখা যায়। মল প্রচুর পরিমাণে, হাল্কা রঙের অজীর্ণ খাদ্যযুক্ত বা 'নিয়েণ্টারিক', পচাটে দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা জলের মত, চালধোয়া জলের মত অথবা কিছুটা ঘন, হলদেটে বা হলদেটে সবুজ আম বা মিউকাসযুক্ত থাকতে দেখা যায়।

বৃদ্ধ ও ভগ্ন দেহ এবং নার্ভাস প্রকৃতির ব্যক্তিদের মূত্রথলীতে ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ; মূত্রথলীতে চাপধরা ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, বার বার প্রস্রাব ত্যাগের বাসনা ও ব্যর্থ চেষ্টা, বিশেষভাবে রাত্রিতে ঐরূপ অবস্থা বৃদ্ধি পায়। প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে বেরোয়, প্রস্রাব হয়ে যাবার পরেও ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে দেখা যায়, প্রস্রাবের ধারা দুর্বল থাকে, থেমে থেমে হতে দেখা যায়। বৃদ্ধদের টাইফয়েডে স্নায়বিক অবসাদের জন্য রাত্রিতে অসাড়ে প্রস্রাব হয়। যে সব শিশু সহজেই উত্তেজিত ও অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে তাদের 'এনিউরেসিস' বা একনাগাড়ে অসংযত ভাবে প্রস্রাব হয়ে যেতে দেখা যেতে পারে। কিডনীতে প্রদাহ ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, প্রস্রাব ত্যাগের সময় ও পরে ইউরেথ্রাতে জ্বালাবোধ, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, প্রস্রাব অ্যালবুমিনযুক্ত, ঘোলাটে, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ, আবার কখনো অল্প পরিমাণে, জলের মত, জাফরানের মত হলদে হতে দেখা যায়। প্রস্রাবে তুলোর মত আঁশ আঁশ, শ্লেষ্মা, লাল ও বালির মত তলানী থাকে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বেড়ে যায়, প্রস্রাবে 'সুগার' থাকে।

সকালে ও রাত্রিতে বিরক্তিকর লিঙ্গোদ্গম হয়, যৌন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও লিঙ্গোদ্গম হতে দেখা যায়, সেটা সকালের দিকে তীব্র ধরনের হয় : ইম্পোটেন্স বা ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গোদ্গম হয়ে বার বার বীর্যস্খলন, নিস্ পেনিসের প্রদাহ, যৌন আবেগের বিকৃতি প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে।

ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়া নার্ভাস প্রকৃতির মহিলাদের অ্যাবরসন হয়ে যাবার প্রবণতা, যৌন-সঙ্গমে বিরূপতা, ঋতুস্রাবের পরে চার-পাঁচদিন যৌনেচ্ছা খুব প্রবল ও অদম্য হয়ে পড়া ; জরায়ুর প্রদাহ, লিউকোরিয়ার জন্য চুলকানো প্রভৃতি থাকতে পারে। একটি ক্রনিক অ্যাবসেস হয়ে মাঝে মাঝে ভ্যাজাইনা ও রেক্টাম-পথে প্রচুর পরিমাণে কমলা রঙের রস বা পুঁজ গড়ানো অবস্থা এই ওষুধে সারানো গেছে। লিউকোরিয়া হাজাকর, জ্বালাকর, প্রচুর পরিমাণে, সবুজ হলদে, পচাটে দুর্গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকতে পারে, অথবা প্রচুর, কালচে, অল্প সময়ের ব্যবধানে, বিলম্বে, অনিয়মিত ভাবে, দুর্গন্ধযুক্ত, বেদনাকর, ফেকাশে, অল্প পরিমাণে ও অল্প সময় ধরে, ঘন ঋতুস্রাব অথবা ঋতুস্রাব একেবারেই বন্ধ বা দমিত থাকতে দেখা যেতে পারে। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব ওভারীতে, বিশেষভাবে বাম ওভারীতে বেদনা চিৎ হয়ে অথবা দেহ দু'ভাঁজ করে শুয়ে থাকলে ও ঋতুস্রাব

শুরু হলে কমে যেতে দেখা যায়। ঘুমাতে গেলে ওভারীতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রাত্রিতে জরায়ু ও ওভারীতে বেদনা, প্রসব-বেদনার মত ব্যথা, জরায়ুর প্রল্যাপ্স প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় গলায় ও ল্যারিংক্স-এ ইরিটেসন বা সুড়সুড় করা, শ্বাসপথে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও ঘন হলদেটে সাদা শ্লেষ্মা ওঠা, ল্যারিংক্স-এ টন্‌টন্‌ করার জন্য বার বার গলা খাঁকারি দেওয়া, ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে বিশেষভাবে সুড়সুড় করা অনুভূতি থাকা, গলার স্বর কর্কশ হয়ে পড়া, ভোকাল কর্ডের পক্ষাঘাত হয়ে গলার স্বর বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অথবা ভোকাল কর্ডের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে স্বর বিনষ্ট হওয়া দেখা যায়।

শ্বাসক্রিয়া রাত্রিতে কষ্টকর হয় ; শ্বাসে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ, ছোট ছোট শ্বাস, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলে শ্বাসকষ্ট হওয়া, স্নায়বিক ধরনের হাঁপানি, খাবার পরে বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি থাকে।

সকালে, দিনের বেলা, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে কাশি হয়। জ্বরের সঙ্গে রাত্রিতে শুকনো কাশি, খক্‌খক্‌ করা কাশি হয়। ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে ইরিটেসনের জন্য কাশি দেখা দেয়। প্যারক্সিজম্যাল বা কিছুক্ষণ বাদে বাদে কাশির দমক আসা, কাশির দমকে সারা দেহেই যেন ঝাঁকুনি ও বেদনা দেখা দেয়। ঘড়্‌ঘড়ে কাশি, ছোট ছোট আক্ষেপযুক্ত কাশি, ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাশি, জ্বরের শীত ও উত্তাপ অবস্থায় গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণে, খাবার পরে কাশি দেখা দেওয়া এবং শুয়ে থাকলে কাশি বেড়ে যাওয়া, হাঁপানির টানের মত কাশি, কাশিতে বাঁশীর মত শব্দ হওয়া, হুপিং কাশির সঙ্গে খুব বেশী স্নায়বিক অবসন্নতা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

সকালের দিকে দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন, হলদেটে সাদা গয়ের ওঠে। গয়ের রক্ত-মেশানো, ফেনা ফেনা, সবুজ, পচাটে, নোনতা, মিষ্টি, আঠালো প্রভৃতি ধরনের হতেও দেখা যায়।

অ্যানজাইনা পেকটোরিসে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। সকালের দিকে বুকে একটা উদ্বেগজনিত অবস্থা ও শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা থাকতে দেখা যায়। বুকে ও শ্বাসপথে আক্ষেপ সহ সংকোচনবোধ, হার্টে সংকুচিত হবার মত বোধ থাকে। হার্টের ফ্যাটি ডিজেনারেশন হতে দেখা যায়। ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠা, ফুসফুসে হেপাটাইজেশন, ব্রঙ্কিয়াল টিউব, ফুসফুস ও প্লুরার প্রদাহ ; বুকে চাপ ও দম আট্‌কাবোধ, ত্বকে চুলকানিবোধ ; কাশতে গেলে, শ্বাস গ্রহণে, নড়া-চড়ায় বুকে বেদনা, বুকের বামদিক থেকে সরাসরি স্ক্যাপুলা পর্যন্ত একটা কামড়ানো ব্যথা, বুকে জ্বালাবোধ, ডান স্তনের নিচে কেটে যাবার মত ব্যথা, বা কাশতে গেলে বুকে সূচ বেঁধার মত ব্যথা ; প্যালপিটেশন ও তীব্র ধরনের উদ্বেগ, বগলে পেঁয়াজের মত গন্ধযুক্ত ঘাম হওয়া, খুববেশী শ্লেষ্মাযুক্ত যক্ষ্মারোগ প্রভৃতিতে ওষুধটি খুব কার্যকরী হতে দেখা যায়। ফুসফুসে দমআটকাবোধ ; বগলে ফোলা, অ্যাবসেস হওয়া, বুকে

খুব দুর্বলতাবোধ, হার্ট দুর্বল, পালস অনিয়মিত ও মাঝে মাঝে একটি করে স্পন্দন না থাকা ; রক্তচলাচলে দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যায়।

পিঠে শীতলবোধ, পিঠে ফুস্কুড়ি, উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া ; লাম্বার অংশে একটা ভার বা ওজন চাপানোর হবার মতবোধ ; ঘাড়ের নিচে ও পিঠে অসাড়তাবোধ ; চুলকানো, বিশ্রামে থাকা অবস্থায় পিঠে বেদনা, নড়া-চড়া বা হাঁটা-চলায় সেই বেদনা কমে যাওয়া, শ্বাসক্রিয়ায় ও ঋতুস্রাব কালে পিঠের বেদনা বেশী হওয়া, অক্ষিপুটে ও কুঁচকিতে বেদনা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে এবং বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লে চলে যেতে দেখা যায়। পিঠের স্ক্যাপুলায় প্রথমে ডান এবং পরে বামদিকে বেদনা হওয়া ; লাম্বার ও সেক্রাম অংশে ঋতুস্রাবের সময় এবং বসে থাকা অবস্থায় বেদনা হয় এবং নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা করলে সেই বেদনা কমে যেতে দেখা যায়। মেরুদণ্ডে, কক্সিক্স অংশে, স্ক্যাপুলাতে তীব্র বেদনা, পিঠ ও লাম্বার অংশে জ্বালা করা, টানধরা ব্যথা, সম্পূর্ণ পিঠেই অসাড়তা বা আড়ষ্টবোধ মৃদু নড়া-চড়ায় কম হতে দেখা যায়। বুকের সামনের দিকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হয় এবং চেয়ারে পিঠ রেখে পিছনদিকে ঝুঁকে বসলে সেই বেদনা ও শ্বাসকষ্ট কমে যায়। স্পাইন্যাল্ কর্ড নরম হয়ে পড়া, হাঁটা-চলা করতে গেলে দুর্বলতাবোধ ও হোঁচট লাগার মত খুঁড়িয়ে চলা, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড ফুলে ওঠা ; পিঠে দুর্বলতাবোধে চেয়ারে পিঠ রেখে ছাড়া সোজা হয়ে বসতে না পারা এবং মেরুদণ্ডের নানাধরনের বর্ণনাতীত উপসর্গে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়।

রোগীর হাত ও পা ঠাণ্ডা থাকে। পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও ভেজা ভেজা থাকতে দেখা যায়। উরুতে খিঁচ্‌ধরা ব্যথা, পায়ের তলা এবং পায়ের গুল্ফ বা কাফ্ অংশেও অনুরূপ বেদনা হাত-পায়ে ফুস্কুড়ির মত উদ্ভেদ দেখা দেওয়া, হাত ও পায়ের দিকে ভারীবোধ ; হাত-পায়ে, বিশেষভাবে হাতের তালু ও পায়ের তলায় চুলকানিবোধ, হাত পায়ে অসাড়তা, হাত ও পায়ের গাঁটে বাতজনিত বেদনা ; কাঁধ, বাহুতে বেদনা, বাহু উঁচু করতে গেলে বেদনাবোধ বাতের বেদনা নড়াচড়ায় ও উষ্ণ সেক্-এ কম হয়। সায়াটিক বেদনা মৃদু নড়াচড়ায় কম থাকতে দেখা যায়। হিপ ও হাঁটুতে বেদনা ; পায়ের দিকে ভোর ৫টা নাগাদ বেদনা দেখা দেয় এবং মৃদু নড়া-চড়ায় সেই বেদনা কমে যায়। হাত ও পায়ে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা ও বেদনা নড়া-চড়ায় কম থাকতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের পক্ষাঘাত, একদিকের পক্ষাঘাত বা হেমিপ্লেজিয়া, পায়ের দিকে ও পায়ের পাতা অস্থিরভাবে নাড়া-চাড়া করা ; বিশ্রামের পর পায়ের দিকে বাতের মত শক্তভাব বা আড়ষ্টতাবোধ, হাত ও পায়ের দিকে ঈডিমা, হাত কাঁপা, হাত ও পায়ের দিকে মৃদু কম্পন সৃষ্টি হওয়া, হাত ও পায়ের দিকে, বিশেষভাবে নিম্নাঙ্গে খুব দুর্বলতাবোধ ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

গভীর নিদ্রা ; উদ্বেগজনক, পড়ে যাবার মত, ভীতিকর, যেন উলঙ্গ হয়ে গেছে এমন সব দুঃস্বপ্ন দেখা, প্রেমের স্বপ্ন দেখা, শিশুরা রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে ভয় পায়

(**বোরাক্স**)। ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা নার্ভাস হয়ে পড়া ও উত্তপ্ত হয়ে ওঠা, চিৎ হয়ে শোবার অভ্যাস থাকা ; সন্ধ্যায়, খাবার পরে নিদ্রালু হয়ে পড়া, মধ্যরাত্রির পরে নিদ্রাহীনতা ; বিশেষভাবে মানসিক পরিশ্রমের পরে, উত্তেজিত হলে বা কোন ভাবে বিরক্ত হয়ে পড়লে নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। নিদ্রালু থাকলেও নিদ্রাহীনতা থাকা, ভয় পাবার মত অবস্থায় ভোর বেলা জেগে ওঠা, বারবার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া, খুব কষ্টকরভাবে হাই ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

সকালে, দুপুরের আগে, দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায় যে কোন সময় জ্বরের শীতাবস্থা বা চিল দেখা দিতে পারে। খোলা হাওয়ায়, বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় শীতবোধ এত বেশী হয় যে কিছুতেই যেন রোগী আরাম বা উষ্ণতাবোধ করে না। সন্ধ্যার দিকে শীতবোধ মেরুদণ্ড বেয়ে উপরের দিকে ওঠে। সারাদিনই শীতবোধ থাকতে দেখা যায়। খাবার পরে শীতবোধ, দেহের বাইরে ও ভিতরে সর্বত্রই শীত বোধ থাকতে দেখা যায়! দেহে স্নায়বিক কম্পন ও থর্‌থর্‌ করে কাঁপুনি হতে পারে। শীতবোধে রোগীর সারা দেহেই যেন ঝাঁকানির মত কাঁপে। দেহের যে কোন এক দিকে শীতলতা থাকতে দেখা যায়।

বিকালে এবং সন্ধ্যায় জ্বর আসতে দেখা যায়। সারারাত জ্বরের উত্তাপ থাকে ও সেই সঙ্গে ক্ষুধাবোধ থাকতে দেখা যায়। জ্বরের উত্তাপ ও শীতভাব পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যটিকে আসতে দেখা যাবে। টাইফয়েড জ্বর, খারাপ ও পচাটে লক্ষণ সহ জ্বর, দেহে শুকনো উত্তাপ, উত্তাপের ঝলকানি থাকে। হেক্‌টিক ধরনের জ্বরের সঙ্গে পচাটে ঘাম, পচাটে গয়ের ওঠা এবং সেই সাথে খুববেশী স্নায়বিক দুর্বলতা ও উত্তেজনা থাকলে ওষুধটি খুব ফলপ্রসূ হতে দেখা যাবে। দেহের অভ্যন্তরে উত্তাপবোধ থাকে। জ্বরের সঙ্গে ঘাম থাকতে দেখা যায় না। স্কারলেট জ্বরে ত্বক ময়লাটে এবং গলার মধ্যে পচাটে ও গাঢ় লাল হয়ে থাকতে দেখা যায়। সকালে ও রাত্রিতে, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের সময়, সামান্য পরিশ্রমে, ঘুমের মধ্যে দুর্গন্ধ ঘাম হয়। রাত্রিতে প্রচুর ঘাম হতে দেখা যায়।

পায়ে কাফ অংশে ঘোলাটে দাগ হতে দেখা যায়, চুলকালে জ্বালা করে, ত্বক শীতল, শুকনো ও জন্ডিসের মত দেখায়। ভেজা ভেজা উদ্ভেদ সৃষ্টি হয় এবং ঘামের মত ভেজা ঐ অংশে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। হারপিস, উদ্ভেদ, চুলকানি, ফুস্কুড়ি, সোরিয়াসিস, মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ, আমবাত, ফোস্কায় রক্ত বা জলপূর্ণ অবস্থা, হাজাকর উদ্ভেদ হতে দেখা যায়। প্রায় গ্যাংগ্রীনের মত ইরিসিপেলাস ও তাতে পচাটে গন্ধ থাকলে এই ওষুধে সেটা সারানো যায়। ত্বকের নিষ্ক্রিয় অবস্থা ; ত্বকে চুলকানি, ছোট ছোট পোকা হেঁটে যাবার মত বোধ, হুল ফোটানোর মত বোধ প্রভৃতি থাকতে পারে। ত্বক খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে। ত্বকে কাঠি বা অনুরূপ কিছু দিয়ে খোঁচা মারার মত বোধ হয়। ত্বকে জ্বালা করা, দুর্গন্ধযুক্ত, এমনকি পচাটে গন্ধযুক্ত ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এবং সেখান থেকে হলদে পুঁজ বা স্রাব দেখা যেতে পারে।

কেলি সালফিউরিকাম
(Kali Sulfuricum)

দুটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধের মিলনে এই ওষুধটি তৈরি করা হয়েছে। সুসলারের কাছেই এই ওষুধটির নিরাময়ক্ষমতা প্রমাণের ভার অর্পণ করা হয়েছিল। বায়োকেমিক মতে ওষুধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে, বিশেষভাবে "টিসু-রেমিডি"গুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে 'ডিউঈ'-এর কার্যাবলীই সবচেয়ে ভাল। লেখক বহু বছর ধরে বিভিন্ন উপসর্গ নিরাময়ের বিষয়ে রিপোর্টগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে বিভিন্ন লক্ষণ সংগ্রহ করেছেন এবং দেখতে পেয়েছেন যে দুটি ওষুধের মিলনের পরে যে সব লক্ষণ দেখা গেছে সেগুলি সঠিক। এই লক্ষণগুলির বেশীর ভাগই রোগীর অসুস্থতা বৃদ্ধিজাত। কিছু কিছু লক্ষণ অবশ্য কেবলমাত্র নিরাময় লক্ষণ। তবে এই অবস্থাকে আরও প্রুভিংয়ের দ্বারা উন্নত করা যায়। এখানে বর্ণিত উপায়ে খুব সাবধানে যদি পাঠক সেগুলি ব্যবহার করেন তা হলে এই ওষুধটির কার্যকরী ক্ষমতার গভীরতা দেখে বিস্মিত হবেন, এবং ওষুধটির উচ্চশক্তি ব্যবহারে এর ক্রিয়াশীলতার স্থায়িত্ব যে কত দীর্ঘ হতে পারে, একটিমাত্র মাত্রা প্রয়োগেই সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই ওষুধটি মৃগীরোগ, লুপাস, এপিথেলিওমা এবং অন্যান্য মামড়ী অথবা খোসা ওঠার মত ত্বকের নানা উপসর্গ সারিয়ে তুলেছে। সহজে সারানো যায় না এমন ধরনের ক্রনিক সবিরাম জ্বরও এই ওষুধের সাহায্যে সারানো গেছে।

শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গের সঙ্গে ঘন, হলদে অথবা সবুজ রঙের পুঁজ, চট্‌চটে অথবা পাতলা হলদে জলের মত স্রাব থাকলে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়। বেশীর ভাগ উপসর্গই সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রোগী পরিচ্ছন্ন এমন কি শীতল বায়ু পছন্দ করে ও চায় এবং খোলা ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে আরামবোধ করে থাকে। দেহ খুব পরিশ্রান্ত ও উত্তপ্ত হয়ে পড়লে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। উপসর্গগুলি বিশ্রাম থাকা অবস্থায় দেখা দেয় এবং নড়া-চড়ায় সেগুলি কমে যায়। উষ্ণ ঘরে থাকলে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। দেহ খুব বেশী উত্তপ্ত হবার ফলে রোগীর ঠাণ্ডা লেগে যায়। দেহ একটু উত্তপ্ত হয়ে পড়লে ঠাণ্ডা লাগা না পর্যন্ত তার দেহ শীতল হয় না। যক্ষ্মারোগ হবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। **টিউবারকিউলিনাম** ব্যবহারের পরে এই ওষুধটি প্রায়ই প্রয়োজন হয়। দেহে মৃগীরোগের মত কনভালসন দেখা দেয়; হাতে-পায়ে ঝাঁকুনি এবং মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন সৃষ্টি হয়। হাত ও পায়ের দিকে ড্রপসি বা শোথের মত লক্ষণ সৃষ্টি হয়। দেহের মাংসপেশী শীর্ণ হয়ে পড়ে এবং খাদ্য গ্রহণের পরে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। অনেক উপসর্গই উপবাসে থাকা অবস্থায় কম থাকে। মাংসপেশী থলথলে হয়ে পড়ে, গ্ল্যাণ্ড, লিভার এবং হার্টে ফ্যাটি ডিজেনারেশন সৃষ্টি হতে পারে। হাতে-পায়ে ভারীবোধ ও দেহে দুর্বলতা বা অবসন্নতাবোধ থাকে। হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয়। দেহে

শিথিলতা থাকে এবং শারীরিক উত্তেজনার অভাব থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধের রোগীর ক্ষেত্রে সুনির্বাচিত ওষুধও ব্যর্থ হতে দেখা যায়। রোগী শুয়ে থাকতে চায় কিন্তু শুয়ে পড়লে তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়; কষ্ট কমাবার জন্য সে হেঁটে-চলে বেড়াতে বাধ্য হয়। দেহে রক্তচলাচল যেন বৃদ্ধি পায় বলে রোগীর মনে হয়। দেহ, হাত-পা ও গ্ল্যাণ্ডে বেদনা হয়। বেদনা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো ধরনের হয়ে থাকে। নড়া-চড়া, হাঁটা-চলায় ও খোলা হাওয়ায় বেদনা কম থাকতে দেখা যায়; উষ্ণ ঘরে থাকলে, শুয়ে বা বসে থাকলে অথবা যে কোন ধরনের বিশ্রামে থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। জ্বালা করা, কেটে যাওয়া, ঝাঁকুনি লাগা, সূচ ফোটানো ও ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা হতে দেখা যায়। বেদনা ক্ষতের মত টন্‌টন্ করে। হাত-পায়ের বেদনায় ছিঁড়ে নিচের দিকে পড়ার মত বোধ, মাংস- ও গ্ল্যাণ্ডে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা; সারা দেহে পালসেশনের মত অনুভূতি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। স্পর্শে অনেক উপসর্গ বেড়ে যায়। ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে অনেক উপসর্গ আসতে দেখা যায়। দেহে কাঁপুনি ও শিহরণের মত বা মৃদু-কম্পন দেখা দেয়; হাঁটা-চলা করলে কমে যায়। দেহে উষ্ণ আচ্ছাদন রাখলে, উষ্ণ ঘরে, উষ্ণ বিছানায় থাকলে এবং স্নান করলে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। কোন উদ্ভেদ পূর্বে দমিত হলে বা বসে গিয়ে থাকলে তার ফলে উপসর্গ দেখা দিতে পারে। স্কারলেটিনায় আক্রান্ত হবার পরবর্তী অবস্থায় নেফ্রাইটিস হতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় **পালসেটিলারই** বর্ধিত লক্ষণের মত মনে হয়। এই ওষুধটি অনেক ক্ষেত্রেই **পালসেটিলার** কাজকে সম্পূর্ণ করে **পালসেটিলার** কম্‌প্লিমেণ্টারী রূপে কাজ করে, যদি না রোগী শীতল ও শীতকাতর প্রকৃতির হয়ে পড়ে; বিশ্রামে যদি তার উপসর্গ কমে যেতে না দেখা যায়। যদি দেখা যায় যে রোগী শীতকাতর হয়ে পড়েছে এবং বিশ্রামে থাকলে তার উপসর্গ কমে যাছে, তা হলে সেক্ষেত্রে প্রায়ই **সাইলিসিয়া** উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। যে কোন গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধের রোগীর মধ্যে উপসর্গ হ্রাস-বৃদ্ধি বা মোডালিটিজে বিপরীত লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে; সেই জন্য প্রায়ই **পালসেটিলার** পরে **সাইলিসিয়ার** প্রয়োজন হয়; তবে সবক্ষেত্রে যে এরূপ হবেই সেটা সত্য নয়। বিপরীত হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষণে **পালসেটিলা** কিছু সময়ের জন্য ভাল ফল দেখাবার পরে কোন কোন ক্ষেত্রে **সাইলিসিয়া** ফলপ্রদ হয়, তারপরেই রোগীর মধ্যে আবার প্রথম অবস্থা, হ্রাস-বৃদ্ধির লক্ষণ ফিরে আসতে দেখা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে কেলি-সালফ খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। এইরূপ অবস্থা অনেকটাই **সালফার, ক্যালকেরিয়া** এবং **লাইকোপোডিয়ামের** সিরিজের মত হতে দেখা যায় কারণ রোগ লক্ষণগুলি এমনভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে যে হোমিওপ্যাথিক পন্হাতেই ওষুধগুলিকে ঐরূপ সিরিজ অনুযায়ী একটির পরে অপরটি প্রয়োগ করা যায়।

পালসেটিলার মত না হয়ে এই রোগী সহজেই রেগে ওঠে, সে একগুঁয়ে এবং খুব খিট্‌খিটে মেজাজের হয়ে পড়ে। যেন সে অনেক দূরের কোন কিছুর কথা ভাবছে

বলে মনে হয়। সন্ধ্যায় বিছানায় শুলে তার মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়; রাত্রিতে, ঘুম ভাঙ্গার পরেও উদ্বেগ থাকে। কাজের প্রতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সঙ্গী-সাথীর প্রতি বিরূপতা থাকতে দেখা যায়। (**পালসেটিলার** মত)। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করা কষ্টকর হয়, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব ঘটে। সন্ধ্যায় এবং সকালে, উষ্ণ ঘরে থাকলে মনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, খোলা হাওয়ায় সেই বিভ্রান্তি চলে যায়। মনে জড়ভাব সৃষ্টি হয়; সবকিছুতেই সে ভীরু, অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। সে খুব বেশী উত্তেজনাপ্রবণ থাকে, মানসিক পরিশ্রমে সেটা আরও বেড়ে যায়। রাত্রিতে মৃত্যুভয়, পড়ে যাবার ভয়, লোকজনের প্রতি ভয় দেখা দেয়। সামান্য কারণে সে ভীত হয়ে পড়ে, সে যা করতে বা বলতে চাইছিল সেটা ভুলে যায়। সে সব সময়ই খুব ব্যস্ত থাকে, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। সে ধৈর্যহীন ও প্রচন্ড মেজাজী হয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় রোগী হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত ও খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নিজের মনকে কোন কাজেই লাগাতে পারে না। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে সে খুববেশী খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে; সন্ধ্যায় এবং ঋতুস্রাবের সময়ও সে খুববেশী খিট্‌খিটে থাকে। কোন কিছু লিখতে গিয়ে শব্দগুলি ভুলভাবে লেখে। তার মধ্যে পরিবর্তনশীল মেজাজ থাকতে দেখা যায়। ঋতুস্রাবকালে সে খুব অস্থির থাকে; সকালে ও সন্ধ্যায় সে নিস্তেজ, বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। সামান্য গোলমালেও সে খুববেশী সংবেদনশীল থাকে। অত্যধিক যৌন অত্যাচারের ফলে তার মধ্যে বিভিন্ন মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়। ঘুমের মধ্যে হাঁটা-চলা করে; ঘুমন্ত অবস্থায় চিৎকার করে বা কেঁদে ওঠে; সামান্য কারণেই চমকে ওঠে; ভয় পেয়ে, ঘুম এসে গেলে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে চমকে উঠতে দেখা যায়। রোগী কথাবার্তা বলতে চায় না, তবে ঘুমন্ত অবস্থায় কথা বলে; সাধারণত ভীরুতা, ক্রন্দনশীলতা থাকতে দেখা যায়।

সন্ধ্যায়, উষ্ণ ঘরে থাকলে মাথাঘোরা লক্ষণটি বিশেষ ভাবে থাকতে দেখা যায়; খাবার পরে, মাথাধরার সঙ্গে, উপরের দিকে তাকালে, বমি-ভাবের সঙ্গে মাথাঘোরা বেশী হতে দেখা যায়; মাথাঘোরার জন্য রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়; তার চারদিকে সবকিছু যেন বৃত্তের আকারে ঘুরতে থাকে; বসা অবস্থায়, উঠে দাঁড়ালে, দাঁড়িয়ে থাকলে মাথাঘোরা বৃদ্ধি পায়; খোলা হাওয়ায় মাথাঘোরা কমে যায়। রোগীর মনে হয় যেন সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছে, সেইজন্য সে টলতে থাকে।

মাথায় ফুটন্ত জলের মত উত্তাপবোধ এবং ভারটেক্স অংশে শীতলতা থাকে। শয্যায় থাকা অবস্থায় কাশতে গেলে এবং উষ্ণঘরে থাকলে মাথায় অধিক রক্ত চলাচল করে। মাথা কাপড় বা ব্যান্ডেজ বাঁধার অবস্থার মত সংকুচিতবোধ অথবা খুব এঁটে বসা টুপি যেন মাথায় রয়েছে এরূপ বোধ হয়। কপালেও সংকোচনবোধ থাকে। মাথায় খুব খুস্কি সৃষ্টি হয়। স্ক্যাল্প অংশে নানা ধরনের উদ্ভেদ; মামড়ী, একজিমা, আর্দ্র বা ভেজা, ফুস্কুড়ি খোসা ওঠার মত হতে পারে।

মাথায় পূর্ণতাবোধের সঙ্গে চুল উঠে যাওয়া, মাথায় ভারী.বাধ ; সকালের দিকে কপালে ও অক্ষিপটে অংশেও ভারীবোধ দেখা দেয়। সকালের দিকে স্ক্যাল্প-এ চুলকানিবোধ দেখা দিতে পারে। আলগা বা শিথিল হয়ে পড়েছে বলে বোধ হয়। মাথা নাড়ালে বা ঘোরালে মাথাটা যেন নড়াচড়া করছে বলে মনে হয়।

নানা ধরনের মাথাধরা থাকতে দেখা যায়। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে মাথায় যন্ত্রণা হয় এবং বেদনা ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা লাগলে, শীতাবস্থায়, ঠাণ্ডা লেগে গেলে, কোরাইজা হলে, কাশলে, খাবার পরে, দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, উষ্ণ ঘরে থাকলে, ঝাঁকুনি লাগলে, ঋতুস্রাব চলাকালে, মাথা নড়াচড়া করলে অথবা মাথায় চাপ পড়লে বেড়ে যেতে দেখা যাবে। খোলা হাওয়ায়, ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে ও শুয়ে থাকা অবস্থায় মাথাধরা বা মাথার যন্ত্রণা কম থাকতে বা কমে যেতে দেখা যায়। সন্ধ্যার দিকে বাতজনিত মাথাধরা দেখা দিতে পারে এবং উষ্ণ ঘরে, মাথা এপাশ-ওপাশে অথবা পিছন দিকে বেশী নাড়ালে সেই মাথাধরা বৃদ্ধি পায়। শ্লেষ্মাজনিত, পাকস্থলীর উপসর্গজনিত মাথাধরাও হতে দেখা যায়। মাথাধরার যন্ত্রণা মাথা নড়াচড়া করায় বেড়ে যাওয়া লক্ষণটি একটি ব্যতিক্রম ও চিত্তাকর্ষক ঘটনা। এই ওষুধটি বিশদভাবে প্রুভিং হলে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ভাবে জানা যেতে পারে। মাথাধরায় পালসেশন বোধ থাকে, মাথা ঝাঁকালে সেটা বেড়ে যায় ; ঘুমের পরে, হাঁচলে, দাঁড়িয়ে থাকলে, জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটলে, মাথা নিচুতে ঝোঁকালে, চোখের বেশী পরিশ্রম হলে মাথায় পালসেশন বা টিপটিপ করা অনুভূতি বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে, উষ্ণ ঘরে থাকলেও বেদনা ও পালসেশনবোধ বেড়ে যায়। মাথার তীব্র বেদনা খোলা হাওয়ায় হাঁটা-চলা করে বেড়ালে কমে যায়। মাথার যন্ত্রণা চোখের উপরে ও কপালে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। কপালের ব্যথা সকালে ও সন্ধ্যায় দেখা দেয় এবং খাবার পরে বেশী হয়। চোখের উপরের অংশে, অক্ষিপুটে ; মাথার দুইপাশে, টেম্পল্ অংশে বেদনা হতে দেখা যায় এবং সেই বেদনা যেন কিছু দিয়ে গর্ত করা হচ্ছে বা বিঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জ্বালা করা, ফেটে যাওয়া, টেনে ধরা, ঝাঁকুনি লাগা, চেপে ধরা, সুচ ফোটানো, আঘাতে মূর্চ্ছিত বা অভিভূত হয়ে পড়ার মত, ছিঁড়ে যাবার মত প্রকৃতির হতে দেখা যায়, মাথার বিভিন্ন অংশে টিপ্‌টিপ্ করা ও মাথার ডান দিকে বিশেষভাবে শক্ লাগার মত বোধ হতে দেখা যায়।

চোখে নানা ধরনের লক্ষণ, চোখের পাতা জুড়ে থাকা, শুষ্কতা, চোখ থেকে হলদেটে, সবুজ রঙের স্রাব নির্গমন, কনজাংক্টাইভা, চোখের পাতা প্রভৃতিতে প্রদাহ, চোখের ভিতরে ছোট ছোট শিরা গাঢ় হয়ে ফুটে ওঠা, চোখের আশেপাশে এবং চোখের পাতায় উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া, চোখ থেকে জলপড়া ও চুলকানো, কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে পড়া, ছানি পড়া প্রভৃতিতে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। চোখে জ্বালা করা, চেপে ধরা ও ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা হতে পারে। ফটোফোবিয়া, চোখ লাল হয়ে ওঠা এবং চোখের পাতার ধারগুলি খুব লাল থাকা প্রভৃতি দেখা যায়।

কর্নিয়ার উপরে দাগ পড়া, ক্ষত হওয়া, চোখের পাতা ফুলে যাওয়া, চোখে কালচে, চিত্র-বিচিত্র অথবা হলদে রঙ দেখা, আলোর চারপাশে বৃত্তের মত দেখা, চোখের সামনে ছোট ছোট কালো দাগ ফুটে ওঠার মত দেখা, চোখ ঝলসে যাবার মতবোধ, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। চোখের অধিক পরিশ্রমে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। চোখের দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়। চোখের সামনে আলোর ঝলকানির মত বোধ, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

ইউসটেসিয়ান টিউব এবং মধ্য কর্ণের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, মধ্যকর্ণে শুষ্কতা, কান থেকে হলদে, পাতলা, উজ্জ্বল হলদে অথবা সবজে রক্তমেশানো, দুর্গন্ধযুক্ত, গাঢ় স্রাব বা পুঁজ নির্গত হতে দেখা যায়। কানের বিভিন্ন অংশে একজিমা, হেজে যাওয়া অবস্থা, ফুস্কুড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কানে বজ্‌বজ্‌, চিড়্‌চিড়, চড়্‌চড়্‌, ফেটে বা চিড়্‌ ধরার মত শব্দ, গুঞ্জনের মত, ঘণ্টাধ্বনির মত, গর্জনের, জলস্রোতের মত, সন্‌সন্‌ বা সোঁ সোঁ করার মত বিভিন্ন ধরনের শব্দ শোনা যায়। কানে ঝাপ্‌টা মারার মত অনুভূতি থাকে। সন্ধ্যার দিকে কানে কামড়ানো, কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে গর্ত করার মত, কেটে যাওয়া, চাপধরা, সুচ ফোটানো অথবা ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হতে দেখা যেতে পারে। কানের পলিপাস এই ওষুধে সারতে দেখা গেছে। কান যেন বন্ধ হয়ে গেছে এবং কানে যেন টিপ্‌টিপ্‌ করা বা পালসেশন হচ্ছে বলে বোধ হয়। শ্রবণশক্তি ব্যাহত হয়।

অঝোরে ঝরা সর্দিযুক্ত কোরাইজা; শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় রক্তমেশানো, জ্বালাকরা হাজাকর, সবজেটে, দুর্গন্ধ ঘন বা পাতলা, হলদে, আঠালো বা ঘন চট্‌চটে সর্দিস্রাব হতে দেখা যায়। নাকের ভিতরে শুষ্কতা, সকালের দিকে নাক ঝাড়লে রক্তপড়া, নাকে খুব চুলকানিবোধ, যেন নাকে কিছু আটকে নাসাপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এরূপ বোধ, নাকে জ্বালা ও ব্যথা করা, নাক ও সেপ্টামে টন্‌টন্‌ করা; প্রথমে ঘ্রাণশক্তি তীব্র হয়ে পরে বিনষ্ট হওয়া, খুব হাঁচি হওয়া, নাক ফুলে ওঠা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডল রুগ্ণ, হলদেটে, ক্লোরোটিকের মত ফেকাশে দেখায়। ঠোঁট ফাটা ফাটা, কোন কোন ক্ষেত্রে ফেকাশে, আবার কোন ক্ষেত্রে ঠোঁটের কিছুটায় লালচে ভাব থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল, ঠোঁট প্রভৃতিতে হারপিস, ফুসকুড়ির মত উদ্ভেদ, খোসা ওঠার মত হয়; উত্তাপের ঝলকানি থাকে, চুলকায়; সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ ও ফুলে থাকা; ঘর খুব গরম হয়ে উঠলে 'প্রসোপালজিয়া' দেখা দেয় এবং খোলা হাওয়ায় গেলে সেই বেদনা কমে যেতে দেখা যাবে। বেদনায় ছিঁড়ে যাওয়া, টেনে ধরা, সুচ ফোটানোর মত বোধ থাকে; মুখমণ্ডলে ঘাম দেখা দেয়। ঠোঁট এবং চোয়ালের নিচের গ্ল্যাণ্ডগুলি ফুলে থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে মৃদু কম্পন দেখা দেয়। এই ওষুধটির সাহায্যে ঠোঁটের আঁচিল সারানো গেছে, লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে এপিথেলিওমাও সারানো যেতে পারে।

মুখে অ্যাপ্‌থি, মুখ শুকনো থাকা ও মাঢ়ীতে রক্তপাত, মুখ ও জিহ্বায় শ্লেষ্মা

জড়ানো থাকা, জিহ্বা টনটন্ করা ও জ্বালাবোধ থাকা, খুব লালা পড়া, মুখের স্বাদ বিনষ্ট হওয়া, পচাটে, টক, মিষ্টি স্বাদ পাওয়া অথবা কোন স্বাদবোধই না থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

জিহ্বায় হলদে প্রলেপ ও জিহ্বার গোড়ায় আঠালো ভাব, উষ্ণ ঘরে থাকলে দাঁত ব্যথা বৃদ্ধি পাওয়া এবং খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁতের যন্ত্রণা কমে যাওয়া লক্ষণ থাকে।

গলায় শুষ্কতা ও সংকুচিত হয়ে পড়ার মত বোধ, বার বার হক্‌হক্ করে গলা থেকে শ্লেষ্মা তোলার অভ্যাস, গলায় উত্তাপ ও প্রদাহ থাকতে দেখা যায়। গলায় একটা দলার মত কিছু বা 'লাম্প' আট্‌কে আছে বলে বোধ হয়। সকালের দিকে গলায় শ্লেষ্মা জমা হয়ে থাকে। গলায় বেদনাদায়ক ছোট ছোট ক্ষত বা 'সোরথোট', ঢোক গিলতে বেদনাবোধ, গলায় দগ্‌দগে, জ্বালা করা এবং খোঁচা মারার মত বোধ, টনসিল খুববেশী ফুলে যাওয়ার সঙ্গে কোন কিছু গিলতে কষ্টবোধ প্রভৃতি থাকতে পারে।

পাকস্থলীতে খুববেশী অস্বস্তি ও উদ্বেগবোধ থাকে। খিদেভাব বেড়ে যায়, খুববেশী ক্ষুধাবোধ অথবা ক্ষুধাবোধ একেবারেই না থাকা, রুটি, ডিম, খাদ্য দ্রব্য, মাংস, উষ্ণ পানীয় ও উষ্ণ খাদ্যে বিরূপতা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। পাকস্থলীতে শীতলবোধ, পাকস্থলীতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, টক ও মিষ্টি দ্রব্য খাবার প্রতি ঝোঁক বা ইচ্ছা থাকা, ঠাণ্ডা খাদ্য ও ঠাণ্ডা পানীয় পছন্দ করা; পাকস্থলী ফুলে থাকা, পাকস্থলীতে উত্তেজনা ও অল্পেতেই পাকস্থলীর গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া, পাকস্থলীতে শূন্যতা ও মূর্চ্ছাবোধ; খাবার পরে তেতো, টক, ভুক্তদ্রব্য, টক জলের উদ্গার অথবা শূন্য ঢেকুর ওঠা, উদ্গার উঠলে আরামবোধ, গ্যাসট্রো-ডিওডিনাল ক্যাটারের সঙ্গে জণ্ডিস হওয়া, সামান্য একটু কিছু খেলেই পেটে ভরে যাবার মত বোধ (**লাইকোপোডিয়াম**); গলা-বুক জ্বালা করা, পাকস্থলীতে ভারী ও মাঝে মাঝে উত্তাপের ঝলকানির মত বোধ, হিক্কা ওঠা, খাদ্যের প্রতি ঘৃণা, শীতাবস্থায় গা-বমিভাব, কাশি হতে থাকলে শীতল পানীয় গ্রহণের পরে, খাবার পরে, মাথাধরার সঙ্গে এবং নড়া-চড়ায় ও গা-বমিভাব থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের পরে পাকস্থলীতে বেদনাবোধ হয়; জ্বালাকরা, খিঁচ ধরা, কেটে যাওয়া, চিম্‌টি কাটা, চেপে ধরা, টনটন্ করা, সূচ ফোটানো প্রভৃতি ধরনের বেদনা হতে দেখা যায়। পাকস্থলীতে পালসেশনবোধ; কাশতে গেলে ওয়াক্ ওঠা; তীব্র পিপাসা; কাশতে গেলে, খাবার পরে, মাথাধরা অবস্থায়, ঋতুস্রাব কালে বমি হয় এবং বমিতে পিত্ত, শ্লেষ্মা, ভুক্তদ্রব্য ও টক স্বাদ থাকে।

উদরে শীতলতাবোধ; খাবার পরেই পেটটি ফুলে ওঠা; ড্রপসি; লিভার বড় হয়ে ওঠা; পেটে গ্যাস হয়ে বা ফ্ল্যাটুলেন্স হয়ে আট্‌কে থাকা, খাবার পরেই পেটে পূর্ণতাবোধ, মলত্যাগের পরে তলপেটে শূন্যতাবোধ ও বায়ু নিঃসরণে সেটা কমে যাওয়া; পেটে উত্তাপ ও ভারীবোধ; নানা ধরনের লিভারজনিত উপসর্গ সৃষ্টি

হওয়া ; ত্বকে চুলকানিবোধ ; রাত্রিতে পেটে বেদনা হওয়া, ডায়রিয়া হলে পেটে ক্র্যাম্পযুক্ত বেদনা খাবার পরে, ঋতুস্রাবের পূর্বে ও সময়ে দেখা দিতে পারে এবং নড়া-চড়ায় সেই বেদনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ইঙ্গুইন্যাল অঞ্চল ও লিভারে বেদনা বোধ ; জ্বালাকরা, কেটে নেওয়া, চেপে ধরার মত বেদনা হওয়া, লিভার ও হাইপোগ্যাসট্রিক অঞ্চলে চেপে ধরার মত বোধ ; পেট ও লিভার অংশে টন্‌টন্ করা ব্যথা, পেট ও তার দুই পার্শ্বে, লিভার ইঙ্গুইন্যাল অঞ্চলে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, টিপ্‌টিপ্ করা অনুভূতি, মলত্যাগের পূর্বে পেটে গড়্‌গড় শব্দ হওয়া, পেটে কাঁপুনি দেখা দেওয়া, টিম্প্যানাইটিস সৃষ্টি হওয়া অবস্থা দেখা যেতে পারে।

খুববেশী কোষ্ঠবদ্ধতা ও ডায়রিয়া পর্যায়ক্রমে একটির পর অন্যটি দেখা দেয়। মল কষ্টকর, নরম বা শক্ত, পরিমাণে কম হয় ; মাসিক ঋতুস্রাবের সময় বিশেষভাবে রেক্টামের নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে এবং মধ্য রাত্রির পরে ডায়রিয়া হতে পারে ; ডায়রিয়া বেদনাহীন অথবা ক্র্যাম্প যুক্ত হয়, ঋতুস্রাবের সময় ডায়রিয়া হতে দেখা যায় : ক্রনিক ডায়রিয়া ; দুর্গন্ধ, পচাটে বায়ু নিঃসরণ হবার পরে পেটের অনেক উপসর্গ কমে যাওয়া ; এক্সটারন্যাল পাইলস্ হয়ে বড় বলী সৃষ্টি হওয়া ও রক্তপাত, মল অসাড়ে নির্গত হওয়া ; মলদ্বারে খুববেশী চুলকানিবোধ , মলত্যাগের সময় ও পরে মলদ্বার ও রেক্টামে বেদনা ও জ্বালা ; কেটে যাওয়া, তীক্ষ্ম কিছু বিঁধে যাওয়া বা খোঁচা মারা ও খুববেশী টন্‌টন্ করা ব্যথা হয়, মলদ্বার ও তার আশপাশ হেজে যায় ; মলদ্বারে সুচ বেঁধার মত বোধ ; মলত্যাগের পরে টেনেসমাস হওয়া ; মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু বিফল হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতায় মলত্যাগের কোন ইচ্ছা না থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

মল হাজাকর, কালো পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। বারবার রক্ত মেশানো, দুর্গন্ধ, জলের মত, হলদে আমযুক্ত থাকতে দেখা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতায় মল শুকনো, শক্ত গিঁট্‌গিট, বড়, ভেড়ার মলের মত, ছোট ছোট বড়ি বড়ি হতে দেখা যেতে পারে। মল হাল্কা রঙের ও পিত্তহীন থাকতে দেখা যায়।

মূত্রথলীর ক্রনিক ক্যাটার বা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ; মূত্রথলীতে চেপে ধরা, খোঁচা মারার মত ব্যথা ; বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা রাত্রিতে বৃদ্ধি পাওয়া, আবার ইচ্ছা থাকলেও প্রস্রাব না হওয়া লক্ষণও দেখা যেতে পারে। প্রস্রাবের সময় বেদনা হয়, রাত্রিতে বার বার প্রস্রাব হয়, হাঁটা-চলা করবার সময় ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে দেখা যায়। কিডনীর প্রদাহের সঙ্গে সুচ বেঁধানোর মত বেদনা থাকে।

গনোরিয়ার পরিণত অবস্থায় সবুজ, অথবা হলদে, পাতলা অথবা চট্‌চটে স্রাব, ইউরেথ্রা থেকে রক্তস্রাব, প্রস্রাবের সময় জ্বালাবোধ, ইউরেথ্রার মুখ বা মিয়েটাসে জ্বালা ও কেটে যাবার মত ব্যথাবোধ থাকতে দেখা যায়।

প্রস্রাব অ্যালবুমিন যুক্ত থাকে। এই ওষুধটি স্কারলেট জ্বরের পরে অ্যালবুমিনউরিয়াতে বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। প্রস্রাব করবার সময় জ্বালা-বোধ ও প্রস্রাব ঘোলাটে, গাঢ় রঙের, পরিমাণে প্রচুর অথবা কম, দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং

প্রস্রাবে লাল এবং ঘন তলানী পড়তে দেখা যায়। প্রস্রাবে প্রচুর আঠালো মিউকাস থাকতে দেখা যায়।

পুরুষত্বহীনতা বা ধ্বজভঙ্গ অবস্থা, টেস্টিস শক্ত ও বড় হয়ে ওঠা, গ্ল্যানস্ পেনিস অংশে প্রদাহ, গনোরিয়া দমিত হয়ে বা চাপা পড়ে গিয়ে অর্কাইটিস সৃষ্টি হওয়া (**পালসেটিলা**) যৌনাঙ্গ ও স্ক্রোটামে চুলকানিবোধ; অণ্ডকোষ টেনে ধরার মত বোধ, যৌনেচ্ছা কমে যাওয়া অথবা একেবারেই না থাকা, অণ্ডকোষ স্ফীত হয়ে থাকা প্রভৃতি দেখা যায়।

যে সব মহিলাদের অ্যাবরসন হবার প্রবণতা থাকে তাদের পক্ষে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। যৌন-সঙ্গমে বিরূপতা, যৌনাঙ্গে হেজে যাওয়া ও চুলকানি থাকা; লিউকোরিয়ার হাজাকর, জ্বালাকর, সবুজ, হলদে ট, ঘন অথবা জলের মত পাতলা স্রাব হতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ, উজ্জ্বল লাল, প্রচুর পরিমাণে, খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে দুর্গন্ধযুক্ত, বেদনাদায়ক, আটকে থাকা. অল্প পরিমাণে স্রাব হওয়া অথবা স্রাব দমিত বা সাপ্রেসড্ হয়ে থাকতে দেখা যেতে পারে। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, ঋতুস্রাবের সময় জরায়ুতে বেদনা, পেলভিসে প্রসব-বেদনার মত ব্যথা, যৌনাঙ্গে জ্বালাবোধ. ঋতুস্রাবের সময় প্রসব-বেদনার মত ব্যথা হওয়া, জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ প্রভৃতি অবস্থা বা লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

শ্বাসপথে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও সেই সঙ্গে ঘন, সবুজ, হলদে অথবা সাদাটে শ্লেষ্মা ওঠা, ল্যারিংক্স-এ শুষ্কতা ও দগ্‌দগে অবস্থা, টন্‌টন্ করা ব্যথা ও অমসৃণ-ভাব, প্রায় সব সময় ল্যারিংক্স থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা তুলে ফেলার চেষ্টা, খাবার পরে, রাত্রিতে, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনবরত গলা খাঁকারি দিয়ে সাদা. ঘন শ্লেষ্মা তুলতে বাধ্য হতে দেখা যায়। ল্যারিংক্স-এ সুড়সুড় করা, স্বরভঙ্গ, ল্যারিংক্স-এ উত্তেজনা সৃষ্টি হবার সঙ্গে বার বার কোরাইজা দেখা দেওয়া, গলার স্বর বিনষ্ট হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যায়। প্রত্যেকবার ঠাণ্ডা লাগলে সেটা ল্যারিংক্স-এ গিয়ে আশ্রয় নেয়।

হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট উষ্ণ ঘরে থাকলে বৃদ্ধি পায়, খোলা হাওয়ায় আরামবোধ হতে দেখা যায়। সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, কাশির সঙ্গে, শুয়ে থাকা অবস্থায়. হাঁটা-চলা করার সময় শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং সেটা খোলা হাওয়ায় থাকলে বা গেলে কমে যায়। শ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ থাকে। ছোট, দমআটকাবোধযুক্ত শ্বাস বিশেষভাবে উষ্ণ ঘরে থাকলে বেশী দেখা যায়। উষ্ণ ঘরে থাকলে শ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ, বাঁশীর মত শব্দ হতেও শোনা যায়।

সকালে, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে কাশি দেখা দেয়; কাশি ঠাণ্ডা হাওয়ায়, খোলা হাওয়ায় এবং ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে কম থাকে। কাশির সঙ্গে কোরাইজা থাকতে পারে এবং শোয়া অবস্থায় সেটা বৃদ্ধি পায়। শুকনো, কর্কশ শব্দযুক্ত ক্রুপ ধরনের কাশি রাত্রিতে দেখা দেয় এবং খাবার পরে, জ্বরের মধ্যে কাশি বেড়ে যেতে দেখা যায়। ক্লান্তি ও অবসন্নতা সৃষ্টিকারী কাশি দেখা দিতে পারে। খুসখুসে,

আলগা শ্লেষ্মাযুক্ত, দমকে দমকে আসা ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত, দমআটকা কাশি থাকতে পারে। ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়া এবং বুকের গভীরে সুড়সুড় করা বোধ থাকতে দেখা যায়। উষ্ণ ঘরে থাকলে কাশি বেড়ে যায়। হুপিং কাশির সঙ্গে হলদে শ্লেষ্মা অথবা হলদে জলের মত গয়ের উঠতে দেখা যায়। গয়ের রক্ত মেশানো, কষ্টকর. ঘন, হলদে অথবা সবজে রঙের আঠালো, জলের মত পাতলা, চট্‌চটে হয় এবং গয়েরটা রোগী গিলে ফেলতে বাধ্য হয় অথবা সেটা গলা দিয়ে আপনিই খাদ্যনলীতে চলে যায়।

বুকের ভিতরে উদ্বেগবোধ থাকতে দেখা যায়। বুকের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় বিস্ময়কর ভাবে ফলপ্রদ ওষুধগুলির মধ্যে এই ওষুধটি অন্যতম। প্রতিবার আবহাওয়া পরিবর্তন করে শীতলতা দেখা গেলে এই ওষুধের রোগীর বুকে ঘড় ঘড় শব্দ শুরু হয়। বুকের ভিতরে সংকোচন ঘটে। নিউমোনিয়া ও প্লুরিসির শেষভাগে এই ওষুধটির মত লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বুকের ত্বকে চুলকানি-বোধ দেখা দেয়; একজিমা, পুঁজযুক্ত ফোস্কা প্রভৃতি উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়। বুকে দমবন্ধ হয়ে যাবার মত চাপবোধ ও রক্তস্রাব হতে দেখা যায়; ব্রঙ্কাইটিসের পরে যখন প্রতিটি শীতল আবহাওয়ার ঠাণ্ডা লেগে বুকে ঘড়ঘড়ানি দেখা দেয় কিন্তু কোন গয়ের থাকে না সেইরূপ অবস্থায় এই ওষুধটি কার্যকরী হয়। বুকে জ্বালা, কেটে নেওয়া, সুচ বেঁধানো এবং টন্‌টন্ করা ব্যথা দেখা দেয়। হার্ট-এ বেদনা, সুচ ফোটানোর মত ব্যথা হয়। প্যালপিটেশনের সঙ্গে হার্টে উদ্বেগবোধ থাকতে দেখা যায়। দ্রুত কাঁপা প্যালপিটেশন হতে থাকে। বগলে ঘাম হয়। বুক দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ওষুধটি অনেককেই যক্ষ্মার আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। প্রতি মাসে ঋতুস্রাবের আগে স্তন ফুলে ওঠা এবং সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর হয়ে পড়লে এই ওষুধে সেই অবস্থা সেরে যেতে দেখা গেছে।

পিঠে শীতলতা; শ্বাস গ্রহণের সময় ঋতুস্রাব কালে, মাঝে মাঝেই পিঠে ব্যথা হয়; সেই ব্যথা বসে থাকলে. দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং হাঁটা-চলা করলে কমে যায়; উষ্ণ ঘরে থাকলে বেদনাটা বেড়ে যেতে দেখা যায়। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াবার মত ব্যথা হতে দেখা যায়। ঘাড়ের পিছনে বা সারভাইকাল অংশে, ডরসাল অংশে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মাঝামাঝি অংশে এবং দুই কাঁধের মাঝখানে বেদনা হয়। লাম্বার বা মেরুদণ্ডের নিচের অংশে বেদনা ঋতুস্রাবের সময়, বসে থাকলে এবং হাঁটা-চলা করার সময় হতে দেখা যায়। সেক্রামেও বেদনা থাকতে পারে। কামড়ানো, থেঁতলে যাবার মত. জ্বালা করা, টেনে ধরা অথবা সুচ ফোটানোর মত ব্যথা হতে দেখা যায়। সারভাইক্যাল অংশে টেনসন্ বা টান্‌বোধ এবং লাম্বার অংশে দুর্বলতা থাকতে পারে।

আথ্রাইটিসজনিত ছোট ছোট গুটির মত নোডোসাইট সৃষ্টি হয় কাঁধ. বাহু, হাত প্রভৃতিতে শীতলতা, সন্ধ্যায় বিছানায় থাকা অবস্থায় এবং জ্বরের মধ্যে পায়ের পাতা ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। হাতে ক্র্যাক্ বা ফাটা ফাটা হওয়া, জয়েণ্টে

ফেটে যাওয়া বা চিড় ধরার মত বোধ, হাতে-পায়ে ফুস্কুড়ি, ফোস্কা প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়া, যুবতীদের পায়ের পাতায় ছাল ওঠার মত ছোট ছোট অংশ ওঠা, হাতে খুব উত্তাপবোধ, "হিপ্ জয়েন্ট ডিজিজ" হওয়া, পায়ের দিকে ভারীবোধ, পায়ের ঐ অন্যান্য অংশের ত্বকে চুলকানিবোধ, হাত ও পায়ের দিকে ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ, হাত, পা, পায়ের পাতা প্রভৃতিতে অসাড়তা, জ্বরের শীতাবস্থায় হাত-পায়ে বেদনা ; বাতের ব্যথা, মাংসপেশীতে ক্র্যাম্প বা টানধরা ব্যথা, হাঁটু ও পায়ে টেনে ধরার মত ব্যথা ; বাতের ব্যথা উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি পায় এবং খোলা হাওয়ায় ঘুরলে কম থাকে ; বসা অবস্থায় বেশী, হাঁটা-চলা বা নড়াচড়া করলে কম থাকতে দেখা যায়। টিবিয়াতে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা হতে দেখা যায়। বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে সূচ ফোটানো, হাঁটু, পা প্রভৃতিতে ঘুরে ঘুরে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা দেখা দেয় ; জ্বরের শীতাবস্থায় হাত-পায়ে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, বিভিন্ন জয়েন্টে, বাহু, হাত, উরু, পা প্রভৃতিতে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা ঘুরে ঘুরে দেখা দেয় এবং সেই বেদনা নড়া-চড়ায়, এবং খোলা হাওয়ায় হাঁটা-চলা করলে কমে যেতে দেখা যাবে। হাতের তালু এবং পায়ের পাতায় ঘাম হয় : পায়ের পাতায় ঠাণ্ডা ঘাম হতে দেখা যায় ; পা অস্থির ভাবে নাড়াচাড়া করা, জয়েন্টে শক্ত বা আড়ষ্টভাব, হাঁটু ও পায়ে, পায়ের পাতায় ফোলা, হাত-পায়ে কাঁপুনি, উরুতে মৃদু কম্পন, পায়ে ক্ষত, হাত ও পায়ের দিকের বিভিন্ন জয়েন্টে, হাঁটুতে দুর্বলতা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ঘুমের মধ্যে নানা ধরনের স্বপ্ন দেখা, দুঃস্বপ্ন দেখা উদ্বেগজনক স্বপ্ন, মৃত্যুর, কোন দুর্ঘটনায় পড়ে প্রায় মারা যাবার মত অবস্থার স্বপ্ন, ডাকাতির স্বপ্ন, অসুস্থতা, ভূত-প্রেত প্রভৃতির ভীতিজনক স্বপ্ন দেখা ; ঘুমোতে দেরি হওয়া, অস্থির নিদ্রা, বিকেলে ও সন্ধ্যায় নিদ্রালু হয়ে পড়া, মধ্যরাত্রির পূর্ব পর্যন্ত নিদ্রাহীন অবস্থায় থাকা, বার বার ঘুম ভেঙে যাওয়া ও ভোরে ঘুমভাঙা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

সন্ধ্যা ও রাত্রিতে শীতাবস্থা বা শীতকাতরতা, পরিশ্রমের পরে শীতবোধ, ত্বক শীতল থাকা, প্রতিদিন জ্বরের শীতাবস্থা থাকা, সন্ধ্যা ৫টা, ৬টা নাগাদ দেহ কাঁপিয়ে শীতভাব আসা, জ্বরের সঙ্গে শীতভাব সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত না থাকা জ্বরের সঙ্গে দেহে খুব শুকনো উত্তাপ, উত্তাপের ঝলকানি আসা, সান্ধ্য-জ্বর, সবিরাম জ্বর ; সকালে, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রির পরে ঘাম হতে শুরু করা বা ঘর্মাবস্থা দেখা দেওয়া, সামান্য পরিশ্রমেই প্রচুর ঘাম হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

ত্বকে জ্বালাবোধ, চুলকানোর পরে জ্বালাবোধ থাকে এবং ত্বক প্রায়ই ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। ত্বকের ছাল ওঠা বা ডিসকোয়ামেসন, ত্বক বিবর্ণ হওয়া, লিভার স্পট হওয়া ; ত্বক শুকনো ও জ্বালাকর থাকা, ত্বকে এপিথেলিওমা, হারপিস, ফোস্কা, একজিমা, ফুস্কুড়ি, সোরিয়াসিস, পুঁজযুক্ত ফোস্কা, লালচে উদ্ভেদ, আমবাত, ইরিসিপেলাসের সঙ্গে ফোস্কা, টিউবারকুলার উদ্ভেদ, সহজেই ত্বক হেজে যাওয়া, ইন্টার ট্রিগো বা ত্বকে ঘষা লেগে প্রদাহ হওয়া ; ত্বকে চুলকানো, জ্বালাকরা, ছোট

পোকা হেঁটে যাবার মত বোধ, সূচ ফোটানো ব্যথা প্রভৃতি উষ্ণ ঘরে ও উষ্ণ বিছানায় বৃদ্ধি পায় এবং চুলকালে আরামবোধ হতে বা কমে যেতে দেখা যায়। চুলকানোর পরে ত্বক ভেজা ভেজা হয়ে পড়ে। নিউরাইটিসে ত্বক খুব স্পর্শকাতর হয় এবং টন্‌টন্‌ করা ব্যথাবোধ হয়; চুলকানোর পরে চট্‌চটে বা আঠালো হয়ে পড়ে। ত্বকে শোথের মত ফোলা সৃষ্টি হতে দেখা যায় ও একটা টান্‌টান্‌বোধ দেখা দেয়। ত্বকে ক্ষতের মত বেদনাবোধ, ক্ষত হওয়া, রক্ত পড়া, জ্বালাকরা, রক্তমেশানো স্রাব বেরোনোয় ছুরি বেঁধানোর মত ব্যথা; হলদে স্রাবযুক্ত, ইণ্ডোলেণ্ট অর্থাৎ সহজে সারানো যায় না এমন ক্ষত হয়ে সেখানে টিপ্‌টিপ্‌ করা অনুভূতি, পুঁজ সৃষ্টি হওয়া, টিউবারকুলার ধরনের ক্ষত, বেদনাকর আঁচিল প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া
(Kalmia Latifolia)

এই ওষুধের লক্ষণগুলিকে বিশেষভাবে মাংসপেশী, টেণ্ডন, বিভিন্ন অস্থি-সন্ধি স্নায়ুর গাতপথ বরাবর এবং রিউম্যাটিজমের উপসর্গে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বেদনা পরিবর্তনশীল, ওয়াণ্ডারিং বা এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া ধরনের হয় এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়। তীব্রধরনের বেদনা দেহের মধ্যভাগ থেকে হাত-পায়ের দিকে ছড়িয়ে যায়, ঘুরে বেড়ানো ব্যথা নিচের দিকে, বাহু বেয়ে নিচের দিকে, পিঠের উপরের দিক থেকে নিচে পায়ের দিকে; কাঁধ থেকে হাতের আঙ্গুলের দিকে এবং হিপ্‌ বা কোমর থেকে পায়ের আঙ্গুলের দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। এই বেদনাগুলো কখনো কখনো বিদ্যুতের ঝলকের মত দ্রুতগতিতে আবার সেগুলি স্নায়ুর গতিপথ ধরে ছিঁড়ে যাবার মত, সায়াটিক এবং ক্রুরাল নার্ভ ধরে, পায়ের দিকে কাফ্‌ মাংসপেশীর মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। রিউম্যাটিক ধাতুগ্রস্ত লোকেদের বেদনা নিরেট, ছিঁড়ে যাওয়া, চেপ্টে যাওয়া, চাপধরার মত হতে দেখা এবং নড়াচড়ায় ঐ বেদনা বেড়ে যেতে এবং নিচের দিক থেকে উপরের দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। নড়াচড়ায়, বেদনা দেখা দিতে বা বেড়ে যেতে দেখা যাবে। মাথার বেদনা খুব তীব্র ধরনের হয়। মাথার বেদনা প্রায়ই ঘাড়ের পিছনে বা মাথার পিছনদিকে শুরু হতে এবং মাথার তালুর দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। মাথার সামনের অংশে, যেকোন একটি অথবা দুটি চোখেরই উপরের অংশে ও ছিঁড়ে যাবার মত নিউর্যালজিয়ার ব্যথা থাকতে এবং সেই ব্যথা উত্তাপে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

সূর্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেদনার হ্রাস-বৃদ্ধি হতে অর্থাৎ সকালের দিকে সূর্যের উদয় হবার সঙ্গে শুরু হতে, দুপুর পর্যন্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে এবং তারপরে ক্রমশ কমতে কমতে সূর্যাস্তের সঙ্গে বেদনাও চলে যেতে দেখা যায়। নড়চড়া করা অবস্থায় রোগী কোন মানসিক পরিশ্রমের কাজই করতে পারে না, এমন কি বসা অবস্থায়ও

সে মানসিক কাজ করায় অসমর্থ থাকে, কিন্তু চিৎ হয়ে চুপচাপ শান্তভাবে শুয়ে থাকা অবস্থায়, যখন কোনরূপ নড়াচড়া থাকে না তখন তার মন ভালভাবে ও পরিষ্কার ভাবে কাজ করে ; সামান্য একটু নড়াচড়া করলেই, এমন কি তার একটা হাত একটু নড়লেই রোগীর মাথাঘোরা ও মনে বিভ্রম শুরু হয়। নড়া-চড়া করলে তার মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়, তাকে অকর্মণ্য করে তোলে। তার বেদনাও রাত্রির প্রথমভাগে খুব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

এই ধরনের লক্ষণসহ রোগীর রিউম্যাটিজম্ বা বাত থেকে সৃষ্টি হওয়া হার্টের গোলযোগ শুরু হতে দেখা যায়। হার্টের যান্ত্রিক কোন গোলযোগ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ অবস্থাই চলতে থাকে ; শেষে হার্টের হাইপারট্রফি এবং ভালবের গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং সেই অবস্থা এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে বুকে খুববেশী প্যালপিটেশন হতে শুরু করে, চিৎ হয়ে শুলে এবং কখনো কখনো সোজা হয়ে বসে থাকলে প্যালপিটেশনবোধ কম থাকে ; কিন্তু দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বা বাঁকিয়ে বসলে বা দাঁড়ালে সেটা আবার বেড়ে যেতে দেখা যায়। কেবলমাত্র এইরূপ লক্ষণ থাকলেই এই ওষুধটি প্রয়োগে রোগীকে অনেকটা আরাম পেতে দেখা যায়। বাতের রোগিণীদের মধ্যে যেখানে সিফিলিসের বিষ একেবারে গভীরে রয়েছে, অর্থাৎ সিফিলিসজনিত বাতের উপরোক্ত লক্ষণ থাকে এবং শেষে হার্ট আক্রান্ত হয়ে ভালব্ মোটা ও পুরু হয়ে পড়ে, সেই ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। হার্টের মধ্যে তীরের গতিতে ছুটে যাওয়া বা ঝিলিক দেওয়া ব্যথা, বুকেও অনুরূপ ব্যথা এবং সেই সঙ্গে পালস ইন্টারমিটেন্ট অর্থাৎ মাঝে মাঝে একটি করে স্পন্দন ছেড়ে ছেড়ে হওয়া, বা মাঝে মাঝে লাফিয়ে যাবার মত দেখা যেতে পারে। হার্টের শিরা অথবা ধমনী, এবং ভালবের গোলযোগ সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে হার্টজনিত বা কার্ডিয়াক ডিসপ্নিয়া দেখা দেয়। এই ধরনের উপসর্গ এই ওষুধে সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। সিফিলিসজনিত রিউম্যাটিজমের রোগীর দেহের গভীরে গিয়ে এই ওষুধটি হার্ট সংক্রান্ত নানা গোলযোগ সারাতে সক্ষম হয়েছে। এই ওষুধটির ক্ষেত্রে বেদনা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া বা ওয়ান্ডারিং বেদনা থাকলে এবং সেই বেদনা উপরের দিক থেকে নিচের দিকে, কাঁধ থেকে হাত বেয়ে আঙ্গুলের দিকে, হিপ্ থেকে নিচে পায়ের পাতার দিকে অথবা মাথার পিছন বা ঘাড়ের পিছন থেকে মেরুদণ্ড দিয়ে পিঠের দিকে নেমে যেতে দেখা গেলে এই ওষুধটি নির্বাচনে সেটাই গাইড হিসাবে কাজ করবে। গনোরিয়াজাত পুরানো রিউম্যাটিজমেও এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে।

সামান্য নড়া-চড়ায়, কোন কাজ করার সামান্য চেষ্টা বা পরিশ্রমেই রোগীর মাথাঘোরা দেখা দেয়, এবং এটা তার রক্তচলাচল পদ্ধতির ত্রুটির জন্যই হয়ে থাকে। রোগীর হার্ট এত বেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে যে সামান্য একটু নড়া-চড়া বা পরিশ্রমেই তার মস্তিষ্কে রক্তচলাচলে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। "চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে

তার মানসিক ক্রিয়া এবং স্মৃতিশক্তি ঠিক থাকে কিন্তু সামান্য একটু নড়া-চড়া করার চেষ্টা করলেই তার মাথা ঘুরতে থাকে।" তবুও রোগী যদি নড়া-চড়া করে চলে তা হলে গা-বমিভাব আসতে ও বমি হতে দেখা যাবে। রোগীর বুকে বাইরে থেকেও শোনা যায় এমন ধক্‌ধক্‌ শব্দযুক্ত তীব্র ধরনের প্যালপিটেশন হয়ে তার সারা দেহটাকেই যেন ঝাঁকিয়ে দেয়। সে বাম দিকে চেপে শুতে পারে না।

পুরানো, খুব যন্ত্রণাদায়ক এবং বার বার দেখা দেওয়া মাথাধরার সঙ্গে হার্টের গোলযোগ থাকলে এই ওষুধটি বিবেচ্য। সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন মাথাধরা শুরু হয়, কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য যখন আড়ালে থাকে সেদিন আর মাথাধরা হয় না। সূর্যের আলো ও ক্রমশঃ তার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে রোগীর মাথাধরা এবং অন্যান্য উপসর্গও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

এই সব ছাড়াও রোগীর বেদনার দমক বা প্যারক্সিজম রাত্রিতে আসতে দেখা যায়। বিভিন্ন অস্থিতে, শিন্‌ অস্থি অর্থাৎ টিবিয়াতে এত বেদনা হয় যে রোগীর মনে হয় যেন হাড় থেকে পেরিঅস্টিয়াম ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে ; এই ধরনের বেদনা রাত্রিতে, রাত্রির প্রথম ভাগে দেখা দেয়। এটা সবারই জানা যে সিফিলিসে প্রায় সব উপসর্গই রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। এই ওষুধটি একবারে অ্যান্টি-সোরিক, অ্যান্টি-সাইকোটিক ও অ্যান্টি-সিফিলিটিক এবং ঐ তিনটি বিষের যে কোনটির জন্য সৃষ্ট উপসর্গে, সাদৃশ্য থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা চলে। পেরি-ক্রেনিয়াম এবং যেসব হাড় খুব গভীরে থাকে না সেগুলিতে বেদনা হয় ; রাত্রিতে তীব্র বেদনা শুরু হয়ে সারারাত ধরেই থেকে যায়। যে কোন অ্যান্টি-সিফিলিটিক ওষুধেই উপসর্গের রাত্রিকালীন বৃদ্ধি লক্ষণটি থাকতে দেখা যাবে। **হিপার** এবং **মার্কিউরিয়াসে** ঐ লক্ষণ থাকতে দেখা যায় ; কিন্তু ঐ ওষুধটির কোনটিতেই সিফিলিস রোগটি বা তার মায়াজম থেকে সৃষ্ট ঐ লক্ষণটির মত তীব্রতা থাকতে দেখা যায় না। সিফিলিসে উপসর্গগুলি সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আসতে এবং রাত্রিতে বেড়ে যেতে দেখা যায় ; সাইকোসিসের বেশীর ভাগ উপসর্গ দিনের বেলাতেই সৃষ্টি হয় এবং সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। আমাদের বিভিন্ন ওষুধেও ঐ ধরনের বৈচিত্র্য থাকতে দেখা যাবে। মানুষের চরিত্রের মত ঐ সব লক্ষণযুক্ত ওষুধগুলিকেও আমাদের বিশেষভাবে বুঝতে ও জানতে হবে। কোন কোন ওষুধে ঐ ধরনের বিচিত্র খামখেয়ালী লক্ষণ থাকে এবং সেই সব বিচিত্র খাম-খেয়ালী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলির দ্বারাই আমরা ওষুধগুলির বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বকে আলাদাভাবে চিনতে বা জানতে পারি এবং সেগুলি জানতে পারলে কোন বিশেষ পরিবেশ বা অবস্থায় সেই ওষুধগুলি সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হবে সেটাও বুঝতে পারব।

এই ওষুধটিতে নানা ধরনের কিডনী-সংক্রান্ত গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। আমাদের দেহের বিভিন্ন অর্গ্যান বা যন্ত্রাদি, বিশেষভাবে হার্ট ও কিডনী একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। যখন কিডনী ভালভাবে কাজ করতে পারে না, তখন

হার্টকেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গোলযোগপূর্ণ থাকতে দেখা যায়। ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে, হার্টের গোলযোগও থাকতে দেখা যাবে; শ্বাসের কষ্ট, হার্টের ক্রিয়ায় ত্রুটি এবং অ্যালবুমিনিউরিয়া থাকতে দেখা যাবে। এই ওষুধটি প্রয়োগে শ্বাসের কষ্ট দূর করা যায়। আবার কিডনীর গোলযোগের সঙ্গে আমরা চোখের নানা উপসর্গ, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা প্রভৃতি দেখতে পাই এবং সেই অবস্থায়ও এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। ব্রাইটস্‌ ডিজিজের সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দেখা দিতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চোখে নানা ধরনের বেদনা; অ্যালবুমিনিউরিয়া অবস্থাতেও অনুরূপ বেদনা দেখা গেলে ক্যালমিয়াকে ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। ওষুধটি নিউর্যালজিয়া; চোখের নিউর্যালজিয়া এবং মুখমণ্ডলের তীব্র ধরনের ছিঁড়ে যাবার মত বেদনাযুক্ত নিউর্যালজিয়াতে কার্যকরী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রাত্রিতে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দিনের বেলা উপসর্গ বা বেদনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। যে সব উপসর্গ বা বেদনা দিনের বেলায় দেখা দেয় সেগুলিকে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ও কমে যেতে দেখা যাবে। রাত্রিতে বৃদ্ধি পাওয়া বেদনা বা অন্যান্য উপসর্গ শুয়ে পড়ার পরে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। হার্টের রিউম্যাটিজমে রোগীর হাব-ভাব ও চেহারায় উদ্বেগের প্রকাশ ঘটে। মাথাঘোরা অবস্থার সঙ্গে মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটতে দেখা যায়।

হারপিসের উদ্ভেদ মিলিয়ে যাবার পরে, সেই স্থানের স্নায়ুতে তীব্র ধরনের ঝিলিক দেওয়া, ছিঁড়ে যাবার মত নিউর্যালজিয়ার বেদনা শুরু হতে দেখা যায়। হারপিস জস্টার, দাঁত, অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় সৃষ্ট ক্ষত অথবা কোন স্থানে সীমিতভাবে দেখা দেওয়া জলপূর্ণ ফোস্কা প্রভৃতি মিলিয়ে যাবার পরে, হঠাৎ কোন বিশেষ কারণে, ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসা, ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া প্রভৃতি কারণে হঠাৎ তীব্র ধরনের নিউর্যালজিয়া মিলিয়ে যাওয়া উদ্ভেদের জায়গায় দেখা দেয় এবং উদ্ভেদগুলি পুনরায় বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত সেই বেদনা চলতে থাকে। সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাবার মত খুব তীব্র বেদনা, কখনো কখনো কেটে যাবার মত, ঝিলিক দিয়ে যাবার মত বেদনা সৃষ্টি হয় এবং সেইরূপ বেদনায় এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। মনে হয় যেন বেদনাটা কোন একটা স্নায়ুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে; সেই বেদনা সেখানেই বেশ কিছুক্ষণ থেকে যায়; তীব্রভাবে হঠাৎ বেদনাটা সৃষ্টি হতে এবং হঠাৎই আবার চলে যেতে দেখা যায়। পায়ের দিকেও ঐরূপ বেদনা দেখা দিতে পারে; ঐ বেদনায় মনে হয় যেন ওখানকার স্নায়ুকে চিমটে বা সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরা হয়েছে, যেন স্নায়ুটি টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে। বেদনাটা হঠাৎ চলে গিয়ে হঠাৎই আবার দেখা দেয় এবং তখন রোগীর চোখে-মুখেই বেদনার সেই ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে; বেদনায় সে দেহের একটি মাংসপেশীও নাড়াতে পারে না; বেদনাটাকে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে, তারপরে হঠাৎ চলে যেতে এবং আবার হঠাৎই ফিরে আসতে দেখা যাবে।

হার্টে নানা ধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ সৃষ্টি হয় সে গুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। হার্টের স্পন্দন খুব বেশী দ্রুত হওয়া বা **ফ্লাটারিং,** প্যালপিটেশন প্রভৃতি হতে দেখা যায়। প্যালপিটেশনটাকে গলা পর্যন্ত উঠে যেতে এবং সারা দেহ কাঁপিয়ে দিতে দেখা যায়। বিছানায় শোয়ার পরে প্যালপিটেশন বেশী হয়। পালস খুববেশী ধীর গতি হয়ে পড়ে। একটি পুরানো সিফিলিসের রোগীর হার্টের ভাল্‌ভ এত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে বিশেষজ্ঞগণ তাকে জোরে হাঁটা-চলা বা জোরে নড়া-চড়া করলে সে মরে যাবে বলে জানিয়েছিল। ঐ রোগী নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করিয়েছে এবং খুববেশী পরিমাণে **মার্কারী**গ্রহণ করায় তার সিফিলিস অনেকাংশে চাপা পড়ে গিয়ে শেষপর্যন্ত তার সব গোলযোগ হার্টে গিয়ে দেখা দিয়েছে। এই রোগীকে ক্যালমিয়া প্রয়োগের ফলে কয়েকমাসের মধ্যেই তার শ্বাসকষ্ট ও প্যালপিটেশন দূর হয়ে যায়; প্রায় দুই বছরের মাথায় তার পুরানো উপসর্গ যেগুলি চাপা পড়ে গিয়েছিল সেগুলি পুনরায় দেখা দেয় এবং সেই অবস্থায় এই ওষুধটির আর একবার পুনঃ প্রয়োগে সে ক্রমশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে, তার আর কোন ওষুধের দরকার হয়নি। এটা থেকেই বোঝা যায় যে ক্যালমিয়া কতটা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল এবং এর কার্যক্ষমতা কতটা ব্যাপক।

হার্টের অঞ্চলে ওয়াণ্ডারি ধরনের ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া বাতজনিত বেদনা; জয়েণ্টের বাতের ব্যথা বাইরে থেকে মালিশ বা অন্য কোনভাবে দমিয়ে দেবার পরে হার্টের উপসর্গ সৃষ্টি হলে এবং বাতের বেদনা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে হাত পায়ে ছড়িয়ে যেতে দেখা গেলে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। হাঁটুতে বাতের ব্যথায় মালিশ বা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করার ফলে হাঁটুতে বেদনা চলে গিয়ে হার্টটা অনেকক্ষেত্রেই আক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং সেই ক্ষেত্রে ক্যালমিয়া, **অরাম, ব্রায়োনিয়া, রাস-টক্স, লিডাম, ক্যালকেরিয়া, অ্যাব্রোটেনাম** এবং কোন কোন ক্ষেত্রে **ক্যাকটাস** ওষুধ ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। রিউম্যাটিজমের বেদনা অনেক ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে মালিশ প্রভৃতির সাহায্যে কমিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে এবং সাধারণ লোকেরা এইভাবে বেদনা না সারিয়ে কমিয়ে দেবার বিপদজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবার সম্ভাবনার বিষয়ে সচেতন থাকে না, কিন্তু এইভাবে বাতের বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ দমিত হবার ফলে মস্তিষ্ক ও হার্ট আক্রান্ত হতে পারে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে মালিশ করায় কিছুটা উপকার হলেও বাতের উপসর্গে কোনরূপ মালিশ করা খুবই বিপদজনক। পক্ষাঘাতজনিত অবস্থায় মালিশ মাংসপেশীতে, টেণ্ডন প্রভৃতিতে ব্যায়ামের কাজ হয় কিছুটা উপকারও হয়ে থাকে কিন্তু কোন বেদনা কমাবার জন্য বাইরে থেকে মালিশ ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। বেদনায় মালিশ ব্যবহারে সাময়িক আরামবোধ হতে দেখা গেলেও সেটা রোগীর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। **ফসফরাসের** রোগীকে বেদনার আক্রান্তস্থানে ঘষলে বা মালিশ করলে এত আরাম পেতে দেখা যায় যে তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। আবার **ফসফরাসের** রোগীর মত দেহে মনে দুর্বল রোগীও আর কোথাও দেখা যায় না। সে খুব

সহজেই উত্তেজিত ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আক্রান্ত স্থান ঘষে বা মালিশ করে দিলে খুব আরাম পায় এবং সেটা করতে পছন্দও করে। কিন্তু তার যদি হাঁটু বা অন্য কোন জয়েণ্টে রিউম্যাটিজম থাকে এবং সেখানে মালিশ করা হয়, তা হলে সেখানকার বেদনা চলে গিয়ে হার্ট আক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যাবে। **ফসফরাসের** রোগী আক্রান্ত স্থানে হাত বোলালে, মালিশ করা খুব পছন্দ করে কারণ তাতে তার যন্ত্রণা সাময়িক ভাবে হলেও কম থাকে।

ক্যালকেরিয়ার রোগীর হাত-পা সর্বত্রই দুর্বলতা ও কষ্ট থাকতে দেখা যায়; সে সব রকমের পরিশ্রমকে এড়িয়ে চলে। নিউর‍্যালজিয়ার সঙ্গে দুর্বলতাটাই তার প্রধান লক্ষণরূপে থাকতে দেখা যায়। বেদনার তীব্রতার যেসব ক্ষেত্রে অবসন্নতা সৃষ্টি হয় সেসব ক্ষেত্রে হার্ট আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও থাকে। এই ওষুধটিতে সাধারণ ভাবে সর্বত্রই দুর্বলতা, সন্তান প্রসবের পরে দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা এবং **হিপারের** মত বেদনায় দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এই ওষুধে দুর্বলতার সঙ্গে বেদনাটা আক্রান্ত স্থান ছেড়ে চলে গিয়ে হার্টে আশ্রয় নিতে দেখা যাবে। রোগী সম্পূর্ণ অবসন্ন ও সবসময়ই ক্লান্ত অবস্থায় থাকে।

এই ওষুধটির বিষক্রিয়া নাশক বা অ্যাণ্টিডোট রূপে **একোনাইট** এবং **বেলেডোনার** কথাই প্রধানত বলা হয়েছে। **স্পাইজেলিয়া** এই ওষুধটির পরবর্তী ওষুধ রূপে এবং অ্যাণ্টিডোট হিসাবে খুব কার্যকরী হয়ে থাকে। **বেনজয়িক অ্যাসিড** এই ওষুধটির স্বাভাবিক কমপ্লিমেণ্টারী বা পরিপূরক রূপে কাজ করে। **ক্যালকেরিয়া কার্ব**, **লিথিয়াম কার্ব**, **লাইকোপোডিয়াম**, **নেট্রাম মিউর** এবং **পালসেটিলা** প্রভৃতি ওষুধের সঙ্গে ক্যালমিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা সাদৃশ্য আছে এবং ঐ সব ওষুধের সঙ্গে এই ওষুধটির তুলনামূলক আলোচনা করা উচিত।

ক্রিয়োজোটাম
(Kreosotum)

ক্রিয়োজোটে প্রধানত তিনটি জিনিস বিশেষভাবে থাকতে দেখা যায় এবং সেগুলি যখন একত্রে দেখা দেয় তখন অন্যান্য ছোট ছোট বা কম উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলিরও তাদের সঙ্গে থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয় এই তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে—

(১) হাজাকর স্রাব নির্গমন ; (২) সারাদেহে পালসেশন থাকা এবং (৩) সামান্য বা ছোট কোন আঘাত প্রাপ্ত বা ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত হওয়া।

এই তিনটি লক্ষণ একসঙ্গেই কোন রোগীর মধ্যে খুববেশী প্রবল হতে দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে ক্রিয়োজোটের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। সামান্য একটা পিনের খোঁচা লাগলেই সেখান থেকে উজ্জ্বল লাল রক্ত চুঁইয়ে বেরোতে এবং মিউকাস মেমব্রেন

থেকে সামান্য কারণেই রক্তপাত হতে দেখা যায়। মিউকাস মেমব্রেনের উপরে যেকোনভাবে একটু চাপ পড়লেই সেখান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখা যায়; দেহের এখানে, ওখানে, যে কোনস্থান থেকে অল্পেতেই রক্তপাত হতে দেখা যাবে। চোখের জল হাজাকর হয়। চোখের জলে চোখের পাতা, এমন কি গালও হেজে যেতে এবং লাল ও দগ্‌দগে হয়ে পড়তে, জ্বালাসহ তীব্র বেদনা হতে দেখা যায়। চোখে ঘন স্রাব সৃষ্টি হলে সেটাও হাজাকর থাকে। ঠোঁটের ও মুখের ধারগুলি দগ্‌দগে ও লাল হয়ে পড়ে এবং মুখ থেকে লালা স্রাব হয় সেটা জ্বালাকর ও বেদনা সৃষ্টিকারী হতে দেখা যায়। মুখ থেকে যে কোন রস বা স্রাবই বেরোক না কেন, সেটা হাজাকর হয় এবং মুখের ভিতরে হেজে গিয়ে দগ্‌দগে হয়ে থাকতে দেখা যায়। চোখে দগ্‌দগে হয়ে পড়ার মত জ্বালা ও বেদনা থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। মহিলাদের লিউকোরিয়ার স্রাবে ভালভা অংশ হেজে যেতে, জ্বালা করতে ও বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যাবে; লিউকোরিয়ার স্রাব লেগে লেবিয়া অংশ দগ্‌দগে ও লাল হয়ে পড়তে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদাহ হতেও দেখা যায়; জ্বালা করাটা সব ক্ষেত্রেই থাকতে দেখা যায়। যৌন-সঙ্গম কালে ভ্যাজাইনাতে জ্বালা এবং যৌন-সঙ্গমের পরে রক্তপাত হতে দেখা যায়। ভ্যাজাইনাতে ও জরায়ুর 'অস্' অংশে ছোট ছোট দানা বা গ্র্যানিউল সৃষ্টি হবার জন্য যৌন-সঙ্গমের সময় চাপ ও ঘষা লাগার ফলে ভ্যাজাইনা থেকে রক্তপাত হতে, জ্বালা করতে ও বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যৌন-ক্রিয়ার সময় ভ্যাজাইনাতে সৃষ্টি হওয়া হাজাকর রস লেগে গিয়ে পুরুষদের লিঙ্গেও জ্বালা ও বেদনা শুরু হতে দেখা যায়। প্রস্রাবও জ্বালাকর ও বেদনা সৃষ্টিকারী হতে দেখা যাবে। দেহের যে কোন অংশের টিসুতেই এইরূপ হাজাকর রস বা স্রাব থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যাবে।

প্রতিটি আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া অবস্থায় দেহের সর্বত্র দপ্‌দপ্ করা বা থুবিংয়ের অনুভূতি, হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া পালসেশন-বোধ থাকতে দেখা যায়। প্রতিটি আবেগের সঙ্গেই ক্রন্দনশীলতা থাকতে দেখা যায়। কোন গান-বাজনায় রোগীর সামান্য উত্তেজনা সৃষ্টি হলে, তার আবেগ একটুখানি উত্তেজিত হয়ে উঠলেই, গান-বাজনায় একটু ভাবাবেগ সৃষ্টি হলেই সেটা যেন তার হৃদয়কে গিয়ে স্পর্শ করে; কারণ কোন গান বা বাজনার সুরে তার চোখ থেকে জল ঝরতে শুরু করে এবং সেই চোখের জল হাজাকর হয়; এবং সেই সঙ্গে তার দেহের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্যালপিটেশন, পালসেশন অনুভূত হতে থাকে।

ক্রিয়োজোটের রোগীর গলায় 'সোরথোট' থাকলে টাঙ্‌ডিপ্রেসারের সামান্য চাপেই বিন্দু বিন্দু রক্ত চুঁইয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে। কোরাইজার সঙ্গে নাক থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। চোখ লাল, দগ্‌দগে ও প্রদাহে আক্রান্ত হলে সেখান থেকে সামান্য কারণেই রক্তপাত হতে দেখা যায়, আঙ্গুল খুঁটলে সেখানে সামান্য এক বিন্দু রক্ত ফুটে ওঠার বদলে বেশ খানিকটা রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। যে কোন নির্গমন দ্বার দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে রক্তপাত, কিডনী, চোখ,

নাক, জরায়ু প্রভৃতি থেকে রক্তপাত বা রক্তস্রাব হতে দেখা যায়। যৌন সঙ্গমের পরে রক্তস্রাব হওয়া ; টিউমার থেকে অল্পেতেই রক্তপাত হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

উপরোক্ত লক্ষণগুলিই ক্রিয়োজোটের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি মনে রাখলে ক্রিয়োজোটের রোগীর ধাতুগত অবস্থাটা সহজেই চেনা যাবে এবং এইগুলির সঙ্গে আনুষঙ্গিক ছোট ছোট লক্ষণ, আক্রান্ত স্থান বা যন্ত্র অনুযায়ী থাকতে দেখা যাবে। উপসর্গ বা রোগ যাই হোক না কেন ঐ প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলি না থাকলে ক্রিয়োজোট প্রয়োগে কোন উপসর্গই সারানোর আশা করা যাবে না ; ঐ লক্ষণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক।

মানসিকভাবে রোগী এত বেশী খিটখিটে হয়ে পড়ে যে কোন কিছুই তার পছন্দ হয় না। তার চাহিদা এত ব্যাপক যে কোন কিছুতেই সে সন্তুষ্ট হয় না। রোগী অনেক কিছুই পেতে চায়, কিন্তু তার চাহিদামত একটা জিনিস পেলে সেটার প্রতি তার আর কোন চাহিদা থাকে না। রোগীর খিটখিটে স্বভাব ও অসন্তুষ্ট মনোভাব একটা ক্রনিক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়। কোন শিশু হয়ত মায়ের কোলে রয়েছে। সে একটা খেলনা চাইলে সেটা যখন তাকে দেওয়া হয় তখন সে সেটাকে কারো মুখের উপরেই ছুঁড়ে মারবে এবং তারপরই অন্য আর একটার জন্য বায়না ধরবে ; সবসময়ই সে এটা-ওটা চায়। তার ঠোঁট লাল ও রক্তস্রাবী থাকে, তার মুখের ধার দুটি দগ্‌দগে হয়ে থাকে, চোখের পাতা লাল এবং ত্বকে হেজে যাওয়া অবস্থা থাকতে দেখা যায়। এইসব লক্ষণের সঙ্গে শিশুটির যদি পেট খারাপ থাকে তা হলে তার মলদ্বারে ও তার আশপাশটা হেজে গিয়ে লাল ও দগ্‌দগে হয়ে থাকতে দেখা যাবে। আর শিশুটি যদি কথা বলতে ও বোঝাতে পারে তা হলে দেখা যাবে যে সে তার মলদ্বারের কাছে হেজে যাওয়া অংশটিতে হাত দিয়ে চেপে রেখে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, এবং খুব খিট্‌খিটে ভাব প্রকাশ করছে, কারণ তার মলদ্বারের কাছটা হেজে গিয়ে খুব বেদনা ও জ্বালা করে। এই হচ্ছে ক্রিয়োজোটের শিশু। সে কলেরায় আক্রান্ত হতে পারে। বার বার প্রস্রাব করে সে বিছানা ভিজিয়ে দিতে পারে, বার বার বমি করে সে ভুক্তদ্রব্য সবটাই তুলে দিতে পারে। ক্রিয়োজোটে ডায়রিয়া, বমি হওয়া, প্রস্রাবের নানা ধরনের উপসর্গ, পেট খুববেশী ফুলে থাকা এবং অন্ত্রে নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া, বায়ুতে পেট ফুলে থাকা প্রভৃতি অবস্থা থাকতে পারে এবং সেই উপরে বর্ণিত শিশুটির মত ও প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ তিনটি দেখতে পাওয়া গেলে ক্রিয়োজোটের রোগীকে চিনে নিতে আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

ক্রিয়োজোটের রোগীর মুখমণ্ডলে হলদেটে ফেকাশে ভাব থাকে ; রুগ্ণ, অর্ধ-শীর্ণ মুখমণ্ডলের এখানে-ওখানে লালচে ছোপ দেখা দেয় এবং মনে হয় যেন সেখানে ইরিসিপেলাস দেখা দেবে। পুরানো আমলে এইরূপ চেহারাকে 'স্করবিউটিক' আকৃতি বলা হত।

ধরা যাক কোন মহিলার মধ্যে এই ধরনের আকৃতি রয়েছে ; প্রতিবার মাসিক

ঋতুস্রাবের সময় সে বলে যে তার যৌনাঙ্গে খুব ফোলা ও দগ্‌দগে ভাব সৃষ্টি হয়; স্রাব প্রচুর পরিমাণে, জমাট রক্তের দলা থেমে থেমে দেখা দেয়; সময়ের অনেক আগে এসে অনেকদিন পর্যন্ত ঋতুস্রাব চলতে দেখা যায়; কোন কোন সময় স্রাবটা কালচে, খুব দুর্গন্ধযুক্ত হয়, উরুতে ও যৌনাঙ্গে দগ্‌দগে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গে খুব ফুলেও থাকতে দেখা যায়; প্রতিবার ঋতুস্রাবের সময় তার ঠোঁটে দগ্‌দগে ভাব এবং মুখের কোণগুলি ফাটা ফাটা বা ফিশার হতে দেখা যাবে; তার চোখের জলও হাজাকর হয়ে পড়ে; ঋতুস্রাবের সময় রোগিণীর দেহ নিঃসৃত সব রস বা স্রাবই হাজাকর থাকতে দেখা যায় এবং সেগুলি যেখানে লাগে সেখানেই জ্বালাবোধ হতে থাকে। প্রায়ই তার পাতলা পায়খানা হতে দেখা যায় এবং সেই মলও হাজাকর হয় এবং মলদ্বারে ঋতুস্রাবের সময় হাজা, বেদনা ও জ্বালা করতে দেখা যায়। সব লক্ষণ-গুলিই ঋতুস্রাবের সময়, কখনো ঋতুস্রাবের প্রথম দিকে, কখনো মাঝামাঝি সময়ে, কখনো শেষের দিকে আবার কখনো ঋতুস্রাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সবটাতেই বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগিণীর মাঢ়ীতে স্করবিউটিক অবস্থার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে দেখা যায়; মাঢ়ী ফুলে ও লাল হয়ে যায়, সেখানে টিসু-বৃদ্ধি ঘটে এবং দাঁত থেকে মাঢ়ী সরে যেতে দেখা যায়। মাঢ়ী স্পঞ্জের মত নরম, কোমল ও একটুতেই রক্তস্রাবী হয়ে পড়ে। মুখে ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং অ্যাপথাস্ প্যাচের মত সারা মুখে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, সেগুলিতে খুব জ্বালা ও বেদনা থাকে; জিহ্বাতেও ক্ষত সৃষ্টি হতে এবং সামান্য একটু স্পর্শেও সেখান থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়।

টাইফয়েড জ্বরের শেষাংশে অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব, মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তপাত হতে দেখা যেতে পারে। মুখগহ্বর লাল, দগ্‌দগে হয় এবং দেহের যেখানেই মিউকাস মেমব্রেন আছে সেখানেই দগ্‌দগে ভাব, এবং যে রস বা স্রাব নিঃসৃত হয় সেটা টিসু বিনষ্ট বা ক্ষয় করে ক্ষত সৃষ্টি করে থাকে। টাইফয়েড জ্বরের শেষভাগে যখন কনভালেসেন্সের সময় আসে তখন হয়ত বমি দেখা দেয়। বমি হওয়া, রক্তপাত ও ডায়রিয়া হতে দেখা যেতে পারে। পাকস্থলী থেকে বমি হয়ে উঠে আসা পদার্থ এত বেশী হাজাকর হয় যে তা যেন মুখের মিউকাস মেমব্রেন, ত্বক সব নষ্ট করে দেবে, দাঁতের গোড়া ক্ষয়িয়ে দেবে, ঠোঁট দগ্‌দগে করে তুলবে। সব রস বা স্রাব খুব হাজাকর হওয়া, এবং দেহের সর্বত্রই দপ্‌দপ্ করা বা থ্রবিং অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণগুলিকে ক্রিয়োজোটের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হিসাবে মনে রাখতে হবে।

দেহ নিঃসৃত সব স্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়; দুর্গন্ধযুক্ত, রক্তমেশানো হাজাকর স্রাব নাক থেকে; দুর্গন্ধ, জলের মত স্রাব দেহের যে কোন স্থান থেকে নির্গত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে স্রাবে পচাটে দুর্গন্ধও থাকে; লিউকোরিয়ার স্রাবও খুব দুর্গন্ধযুক্ত থাকতে দেখা যায়। দ্রুত দেহ শীর্ণ হয়ে পড়া ও সেইসঙ্গে স্পঞ্জের মত তুলতুলে, জ্বালাকর ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, পুঁজ হাজাকর হওয়া, হাজাকর

পচাটে দুর্গন্ধযুক্ত ও হলদেটে স্রাব বা পুঁজ নির্গমন প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষততে প্রদাহজনিত অবস্থাটা এত বেশী হয় যে সামান্য একটুখানি ক্ষত থেকেই গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। যে সব অংশে প্রদাহ সৃষ্টি হয় সেখানে গ্যাংগ্রীনও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মিউকাস মেমব্রেনের ধারে ধারে টিসু গঠনে দুর্বলতা দেখা যায় এবং সেইসব অংশে মামড়ী পড়তেও দেখা যায়। মামড়ীর নিচে টিসুতে শক্তভাব বা ইনডিউরেশন হয় এবং তার উপরে মামড়ী সৃষ্টি হয়েই চলতে দেখা যায়। ঠোঁট ও মুখের কোণের অংশে রক্ত চলাচল খুববেশী দুর্বল থাকে; চোখের কোণ, চোখের পাতা, যৌনাঙ্গ প্রভৃতি অংশে ও রক্ত চলাচলে দুর্বলতা থাকায় ঐ সব অংশে শিরায় রক্ত জমে থাকে; ফলে মামড়ী পড়া, ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, রক্তপাত বা রক্তস্রাব হওয়া প্রভৃতি দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত ফ্যাগেটিলার মত ক্ষত সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থা অনেকটা এপিথেলিওমার মত হয়; ক্রিয়োজোটে এপিথেলিওমা সারানো যেতে পারে।

ক্রিয়োজোটের আর একটি প্রধান বিষয় এর পাকস্থলীর লক্ষণ সৃষ্টি। খাবার একটু পরেই পাকস্থলীতে একটা জ্বালাকরা ব্যথা দেখা দেয়, তার পরে একটা পূর্ণতাবোধ ও ক্রমশ বেড়ে ওঠা গা-বমিভাব আসতে দেখা যায় এবং শেষে ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় বমি হয়ে উঠে যায়; বমিটা দেখে মনে হয় যেন ভুক্তদ্রব্য একটুও জীর্ণ হয়নি, কিন্তু সেটা টক ও হাজাকর থাকে এবং খাবার এক বা দুই ঘণ্টা পরে বমি হয়ে থাকে। বমি দেখে মনে হয় যেন পাকস্থলীর হজম বা পরিপাক শক্তিই নেই; বমি হয়ে যাবার পরে পাকস্থলী শূন্য হয়ে পড়লে গা-বমিভাব বা নসিয়া দেখা দেয়। সামান্য একটু জল পান করলেও মুখটা অনেকক্ষণ ধরে তেতো হয়ে থাকে। শীতল কিছু খেলে বা পান করলে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে উপসর্গ কমে যেতে বা কম থাকতে দেখা যায়। পাকস্থলীর কোন ম্যালিগন্যাণ্ট রোগে এই লক্ষণটি থাকলে সেক্ষেত্রে ক্রিয়োজোট প্যালিয়েটিভ হিসাবে খুব ফলপ্রদ হবে; ওষুধটি জ্বালা কমিয়ে দেবে এবং সাময়িকভাবে হজমশক্তির উন্নতি ঘটাবে, তবে ঐ সব উপসর্গ সম্পূর্ণ সারানো যায় না, তারা পুনরায় দেখা দেয়। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সাহায্যে পাকস্থলীর ক্যান্সার অথবা অন্যান্য আরোগ্যের অতীত ম্যালিগন্যাণ্ট রোগে সাময়িকভাবে আরাম দেওয়া যায়; ওষুধগুলির প্যালিয়েশনের ক্ষমতা সম্ভবত মরফিনের চেয়ে বেশীই হয়ে থাকে। মরফিনের তুলনায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্যালিয়েশনের ক্ষমতা যে বেশী সেটা দেখার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে; তবে সঠিক ওষুধটি নির্বাচন করার দ্বারাই চিকিৎসকের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়।

গ্রীষ্মকালীন ডায়রিয়া, বিশেষত শিশুদের গ্রীষ্মকালীন ডায়রিয়াতে ক্রিয়োজোট খুব ফলপ্রদ হয়। শিশুদের গ্রীষ্মকালীন উপসর্গ ও কলেরা ইনফ্যানটাম, যাই হোক না কেন শিশুর মানসিক লক্ষণ পূর্ববর্ণনামত হতে দেখা গেলে এই ওষুধে সেটা সারানো যাবে। দাঁত ওঠার সঙ্গে আনুষঙ্গিক উপসর্গেও ক্রিয়োজোট কার্যকরী

হয়। শিশুদের দাঁত ওঠার সময়টা মেয়েদের পিউবারটি বা বয়ঃসন্ধিকাল ও ক্লিমেকটারিক বা ঋতুবন্ধ হবার বয়সের মত 'ক্রাইসিস' বা বিপদজনক সময় বলে ধরতে হয়, কারণ ঐ সময়ে শিশুর দেহ ও মনের গভীরে যে সব উপসর্গ চাপা পড়ে আছে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসে।

ক্রিয়োজোটের ধাতুগত অবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে প্রস্রাব করবার ইচ্ছা জাগলে রোগী আর একটুও অপেক্ষা করতে পারে না, অপেক্ষা করতে গেলে প্রস্রাব বেরিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব হয়ে যেতে দেখা যায়। প্রস্রাবে রক্তমেশানো, রক্তের ছোট দলা বা ক্লট থাকা, প্রস্রাব হাজাকর হওয়া, মূত্রথলীর দুর্বলতায় প্রস্রাব ধরে রাখার অক্ষমতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাব ত্যাগের সময় এবং পরে 'পিউডেণ্ডা' বা যৌনাঙ্গে তীব্র বেদনা ও জ্বালা করা লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাবে সুগার থাকা, ডায়াবেটিস প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যায়। ওষুধটির বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে কি ধরনের লক্ষণ থাকলে ক্রিয়োজোটের সাহায্যে ডায়াবেটিস সারানো যাবে।

ল্যাক ক্যানাইনাম
(Lac Caninum)

ডাঃ রেইসিগ প্রথমে এই ওষুধটি সৃষ্টি করার চেষ্টা শুরু করেন, ডাঃ রেইসিগের পরে বেয়ার্ড সেই কাজ আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যান। ডাঃ বেয়ার্ডের মৃত্যুর পরে ডাঃ ডায়রে রেইসিগের তৈরি এই ওষুধটির ৩০ শক্তির একটি শিশি আমাকে দিয়েছিলেন এবং সেটা থেকেই প্রধানত এই ওষুধের অন্যান্য পোটেন্সি তৈরি করা হয়।

সব ধরনের দুধই পোটেনটাইজড্ করা উচিত. কারণ সেগুলি খুব ভাল ওষুধের কাজ করে, সেগুলি জৈব পদার্থ এবং সব প্রাণীরই শিশু বা অল্প বয়সের খাদ্য কাজেই আমাদের দেহের গভীরতম অংশের ক্রিয়া এটি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বাঁদর, গরু, ভেঁড়া, মানুষ প্রভৃতি সবার দুধ দিয়ে খুব ভালভাবে প্রুভিং করতে পারি তাহ'লে সেটা খুবই মূল্যবান হবে। ল্যাক ডিফ্লোরেটাম খুব ভাল কাজ দিয়েছে, এই ওষুধটিও তাই। ল্যাক ক্যানাইনামের সাহায্যে বেশকিছু উপসর্গ বিস্ময়কর ভাবে সারানো গেলেও এটির কিছু কিছু লক্ষণ এখনও প্রশ্নাতীত নয়, সেই সব লক্ষণকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়ত একশ বছর লেগে যাবে। অনেকে মনে করতে পারেন যে দুধ কেবলমাত্র একটি খাদ্য, সেটা কোন ওষুধ নয়, কিন্তু দুধ পান করে যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে ঐ দুধ পোটেনটাইজড্ অবস্থায় গ্রহণ করার পরে তার অবস্থা বা দেহে প্রকাশিত লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যাবে যে দুধ একটা ওষুধ কিনা। যে সব প্রুভার দুধ অপছন্দ করে তারা পোটেনটাইজড্ অবস্থায় দুধ গ্রহণের কয়েকদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে নানা ধরনের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

এই ওষুধটিতে নানা ধরনের স্নায়ুজাত উপসর্গ বা লক্ষণের প্রাবল্য ছাড়াও টিস্যুতে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। ওষুধটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল এবং এর ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়; প্রুভিং আরম্ভ হবার কয়েক বছর পরেও প্রুভারদের মধ্যে এই ওষুধটির লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। মানসিক লক্ষণগুলি দীর্ঘস্থায়ী ও খুব ক্লেশজনক হতে দেখা যায়। ওষুধটি বড় হয়ে ওঠা গ্ল্যাণ্ড সারাতে পারে; খুব বেশী লাল হয়ে ওঠা ক্ষত সৃষ্টি করতে ও সারাতে পারে। ক্ষতস্থানে একটা শুকনো ও চক্চকে ভাব থাকে, মনে হয় যেন ক্ষতস্থানটি এপিথেলিয়ামের প্রলেপ দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। ডিপথেরিয়ায় ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসার ফলে পক্ষাঘাত এবং অন্যান্য উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা গেলে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। এই ওষুধে যে সব লক্ষণ দেখা যায় তার অধিকাংশই স্নায়ুজনিত একটা অত্যধিক অনুভূতি-প্রবণতা, ত্বক ও অন্যান্য অংশে একটা হাইপারস্থেসিয়া বিরাজ করতে দেখা যায়। এটি মহিলাদের খুব তীব্র বা ভয়ংকর লক্ষণযুক্ত হিস্টিরিয়া এবং অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য সব লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। কোন মহিলা হয়ত দিনের পর দিন তার হাতের আঙ্গুল-গুলির ফাঁক করে রেখেই শুয়ে থাকে, আঙ্গুলগুলির একটি অপর কোন একটির সঙ্গে ছোঁয়া লেগে গেলেই সে হয়ত চিৎকার করে কেঁদে উঠবে; জোরে চাপ দিলে তার আঙ্গুলে কোন ব্যথা বেড়ে যেতে দেখা যাবে না, কিন্তু একটির সঙ্গে অপর একটির স্পর্শ লাগলেই সে বেদনায় ককিয়ে ওঠে। ল্যাক্ ক্যানাইনাম এবং **ল্যাকেসিস** ছাড়া অন্য কোন ওষুধে এই রকম স্পর্শকাতরতা থাকে না, এবং ঐ দুটি ওষুধ ছাড়া ঐরূপ অবস্থা সারানোও যায় না। **ল্যাকেসিসেও** এই ওষুধের মত খুববেশী স্পর্শকাতরতা থাকে। ঐ ওষুধের রোগীর পেটেও এত বেশী সংবেদনশীলতা থাকে যে বিছানার চাদরটাও তার ত্বকে স্পর্শ করলে সেটা সে সহ্য করতে পারে না।

এই ওষুধটিতে একটি বিশেষ ধরনের 'মাথাঘোরা' অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়; হাঁটা-চলার সময় রোগিণীর মনে হয় যেন সে হাওয়ায় ভাসছে, অথবা বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় তার মনে হয় যেন সে বিছানায় নেই। অন্যান্য কিছু ওষুধেও এইরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। হাওয়ায় ভেসে বেড়ানোর মত অনুভূতি, অথবা বিছানা যেন স্পর্শ করেনি, অথবা যেন তলিয়ে যাচ্ছে এরূপ লক্ষণ **ল্যাকেসিসেও** আছে। হাঁটা-চলা করার সময় পিছনে যাবার মত অনুভূতি **অ্যাসেরাম ইরোপীয়াম** ওষুধের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য।

যে কোন ধরনের উপসর্গই হোক না কেন সেগুলি বারবার স্থান পরিবর্তন করে। বাতের বেদনা হয়ত প্রথমে কোন একটা অ্যাঙ্কল্ জয়েণ্টে দেখা দেয় তারপরে অন্যটিতে এবং তারপরে পুনরায় আবার প্রথমে দেখা দেওয়া স্থানে উপসর্গটি দেখা দেয়। হাঁটু, হিপ্ বা কাঁধ যে কোন স্থানের রিউম্যাটিজমকেই স্থান পরিবর্তন করতে ও পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে দেখা দিতে দেখা যাবে। মাথাধরা এবং নিউর‍্যালজিয়াতেও ঐরূপ স্থান পরিবর্তন করে ঘুরে ঘুরে আসতে দেখা যাবে। 'অ্যাম্বুলেটিং' অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া ধরনের ইরিসিপেলাস প্রথমে যে কোন একটা

দিকে সৃষ্টি হয়ে পরে অন্যধারে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ওভারীর প্রদাহ ও নিউর‍্যালজিয়ার বেদনাও অনুরূপ ভাবে একবার একটাতে এবং পরে অন্যটাতে তারপরে আবার প্রথমে আক্রান্তটিতে এইভাবে পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সোরথ্রোটেও গলার একটা দিক ও টনসিলের একটা পাশ ও পরে অন্য পাশটা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এই ধরনের পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে ও স্থান পরিবর্তন করা উপসর্গকে অনেক ক্ষেত্রেই এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো গেছে। উপসর্গটি প্রথমে ডানদিকে শুরু হয়ে পরে বাম দিকে যাওয়া লক্ষণে **লাইকোপোডিয়াম** প্রয়োগে কোন সুফল দেখা না গেলে এবং পর্যায়ক্রমে ডান ও বামদিকে সৃষ্টি হতে দেখা দেওয়া লক্ষণে ল্যাক ক্যানাইনাম সফল হবে। মাত্র একজন কি দু'জন প্রুভারের মধ্যে নানা ধরনের বহু লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখা গেছে, সুতরাং সেই লক্ষণের সবগুলিকেই বিশ্বাস করা যায় না ; তবে এই ওষুধটি কল্পনাশক্তি ও অনুভূতিশক্তিকে এত বেশী বাড়িয়ে তোলে যে প্রুভারদের পক্ষে বিভিন্ন লক্ষণ কল্পনা করে নেওয়াও সম্ভব এবং সেই অবস্থাটাই বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ। রোগীর মধ্যে খুববেশী কল্পনাপ্রবণতা এবং বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মানসিক অবস্থাতেও ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া বা ওয়াণ্ডারিং অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায় ; সে তার বিভিন্ন ধরনের চিন্তার মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পায় না ; কোন একটা কিছু আরম্ভ হলেই সে সব কিছু ত্যাগ করতে চায় ; একটা দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত মনোভাব থাকে যেটা অন্যান্য ওষুধেও দেখা যেতে পারে। রোগিণীর মনে হয় যে সে যা বলে তার কিছুই সঠিক নয়, যেন তার কথায় কোন বাস্তবতা নেই বলে তার মনে ধারণা সৃষ্টি হয়। এইরূপ লক্ষণের সঙ্গে **অ্যালুমিনিয়ামে** বেশ কিছু সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায় ; ঐ ওষুধটির রোগীর মনে হয় যেন তার বদলে আর কেউ কথা বলছে, সব জিনিসের প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতার বিষয়ে ঐ রোগী যেন অচেতন থাকে বলে মনে হয়।

এই ওষুধটির রোগিণীর কোন একটা লক্ষণ দেখা দিলেই মনে হয় যে ঐ লক্ষণ বা উপসর্গটা, আর সারবে না, স্থায়ী ভাবেই থেকে যাবে, তার মনে ভয় ও উদ্বেগ দেখা দেয়, কারণ, তার মনে হয় যে কোন একটা মারাত্মক রোগে সে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে ; তার মনে ভ্রমযুক্ত চিন্তার উদয় হয়, মনে হয় যেন তার দেহে কোথাও পেকে উঠেছে বা পুঁজ সৃষ্টি হয়েছে এবং একটা ঘৃণ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেন সাপ বা অনুরূপ কিছু তার দেহে এসে বাসা বেঁধেছে। মনের দৃষ্টিতে সে নানা ভীতিকর জিনিস দেখতে পায় এবং সেগুলি যেন চোখের সামনেই এসে দেখা দেবে বলে রোগিণীর ভয় হতে থাকে। এরূপ লক্ষণ **ল্যাকেসিসেও** আছে, যেখানে রোগীর মনে হয় যে তার চারপাশে ভৌতিক সব মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে সে তাদের দেখতে পায় না, যেন কেবল মাত্র তাদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে।

এই ওষুধটির রোগীর মনে হয় যেন নাকটা তার নিজের নয়, যেন সে অন্য কারও নাক পরে আছে। রোগিণীর কল্পনায় মনে হয় যেন দেহটা বা তার গুণাগুণ তার

নিজস্ব নয়, কল্পনা করে যে সে যেন মাকড়শা, সাপ বা অন্য পোকা-মাকড় বা সরীসৃপ দেখতে পাচ্ছে। সে একা থাকা সহ্য করতে পারে না। **ল্যাকেসিসের** রোগী একা থেকে নানা ধরনের বিচিত্র কল্পনায় মশগুল হয়ে থাকতে চায়, আবার একা থাকলেই তার মনে হয় যেন সে জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে খোলা মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, তবে একটু শব্দ শুনলেই সে আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসে। এইরূপ অবস্থা মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা ডিলিরিয়ামের প্রান্তসীমা বলে ধরা যেতে পারে।

যদিও রোগীর মধ্যে এইসব অদ্ভুত বা বিস্ময়কর অনুভূতি দেখা দেয় তবুও সে সারাদিনই তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যায় এবং সে নিজে না বলা পর্যন্ত কারও পক্ষে ঐসব ধরনের অনুভূতির কথা বোঝা সম্ভব নয়। তার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষাদ, সব কিছুই যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়; যেন সব কিছুই বিরক্তিকর, কুৎসিত বা ঘৃণ্য বলে মনে হয়। খুববেশী 'মাথাঘোরা' অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে সেটা তার অনুভূতিজাত ও খুব সূক্ষ্ম একটা বোধ, সব কিছুই যেন তার পাশে ঘুরে চলেছে এরূপ অনুভূতিযুক্ত মাথাঘোরা তার মধ্যে দেখা যায় না। এই অনুভূতিটা তার সারা দেহ ও মনকেই যেন অভিভূত করে রাখে; তার মনে হয় যেন সে সাঁতার কাটছে, অথবা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, যেন ভূত-প্রেত বা কায়াহীন আত্মার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তীব্র ধরনের মাথাধরা, প্রধানত কপালে যন্ত্রণা বোধ থাকে; তবে অক্সিপুট অংশেও বেদনাবোধ হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে বা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরলে তার চোখের উপরের অংশে যন্ত্রণা দেখা দেয় এবং উষ্ণ ঘরে গেলে বা থাকলে বেদনা কমে যায়। কপাল ও অক্সিপিটাল অংশের মাথাধরা চোখ উপরের দিকে ঘোরালে অথবা কোন সূক্ষ্ম কাজে চোখের ব্যবহারে বেড়ে যেতে দেখা যায়। দিনের বেলা মাথায় যে কোন একটা পাশে প্রথমে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে পরে অন্য দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল অথবা চোখের বেদনা ও দিক বদল করে অর্থাৎ একবার একপাশে, তার পরে অন্য পাশে পর্যায়ক্রমে অসহ্য বেদনা দেখা দিতে এবং খোলা হাওয়ায় গেলে সেই বেদনা কমে যেতে দেখা যাবে। বাতজনিত লক্ষণ ঠাণ্ডায় ও ঠাণ্ডা সেক্ লাগালে আরাম বা কমে যেতে দেখা যাওয়া লক্ষণে ওষুধটিকে **পালসেটিলা ও লিডামের** সঙ্গে সমগোত্রীয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কোন কোন সময় মাথাধরাকে উষ্ণতায় কম থাকতেও দেখা যায়।

খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা থাকতে দেখা যায়; রোগী আলো ও কোনরূপ গোলমাল সহ্য করতে পারে না। আলোকে কোন কিছু পড়তে গেলে সেটা তার চোখে অস্পষ্ট বোধ হয়, অন্ধকারে সে তার সামনে যেন নানা ধরনের মুখ দেখতে পায়। বুড়োদের মত, ক্লেশযুক্ত, বিকৃত ও অপ্রীতিকর মুখাবয়ব যেন সে দেখতে পায় বা দেখছে বলে কল্পনা করে। কালো ও বীভৎস বা কদাকার কোন মুখাবয়ব

দেখে বলে মনে করে এবং খুব ভীত হয়ে পড়ে। এটা রোগীর প্রকৃত কোন দৃষ্টির গোলযোগ নয়, মস্তিষ্কজাত লক্ষণ বলে ধরতে হবে।

অনেক দূরে যেন শব্দ হচ্ছে বলে মনে হয়। ডিপথেরিয়ার সঙ্গে গলায় পক্ষাঘাত ; কোন কিছু পান করলে সেটা নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। কোরাইজার সঙ্গে সোরথোট ও হাঁচি হতে দেখা যায়। সর্দিতে নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে থাকে; নাক থেকে ঘন সাদাটে সর্দি বেরোয়। মুখমণ্ডলে কামড়ানো ব্যথা ; বেদনা পরিশ্রমে বৃদ্ধি পায়, উষ্ণ সেক্ লাগালে কমে যায়, তবে সোরনেস্ অর্থাৎ ক্ষতের মত টন্‌টন্ করা ব্যথা একমাত্র ঠাণ্ডা সেক্ লাগালে তবেই কমে যেতে দেখা যাবে।

মুখে পচাটে দুর্গন্ধ থাকা এই ওষুধের একটি প্রধান লক্ষণ। মুখের মিউকাস মেমব্রেন ও দাঁতে একধরনের খুব সূক্ষ্ম ধুলোর মত, চক্‌চকে, রুপোলী, অনেকটা দুধের মত প্রলেপ পড়তে দেখা যার। গলার ভিতরে পশমের বস্ত্রের মত একটা ছাইয়ের মত ধূসর অথবা রুপোর মত উজ্জ্বল বস্তুর প্রলেপ বা রসস্রাব জমে থাকতে দেখা যায়। যে সব ধরনের ডিপথেরিয়াতে গলার একটা থেকে অন্যপাশে আক্রমণে পর্যায়ক্রমে, ঘুরে ঘুরে বা পরিবর্তিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেখা সেই ডিপথেরিয়াতে এবং ডিপথেরিয়া থেকে সৃষ্ট পক্ষাঘাতে এই ওষুধটিকে কার্যকরী হতে দেখা যায়। গলার বেদনা বাম কানের দিকে যেন ঠেলে ওঠে। বেদনা পর্যায়ক্রমে একবার একদিক তারপরে অন্যদিকে ঘুরে ঘুরে সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। গলার বেদনা ঠাণ্ডায় বা উষ্ণ পানীয় গ্রহণে কম থাকতে এবং শুধু শুধু ঢোক গিললে বেড়ে যেতে দেখা যায়। এই ওষুধে **কেলি বাইক্রমের** মত উজ্জ্বল, চক্‌চকে ও লাল চেহারা গলায় বিশেষভাবে থাকতে দেখা যায়। ডিপথেরিয়াতে সৃষ্টি হওয়া পর্দার মত স্তরটিকেও রুপোর মত সাদা, চক্‌চকে থাকতে দেখা যায়। প্রথমে ডানদিকের টন্সিলে, তারপরে বাম দিকেরটিতে পর্যায়ক্রমে প্যাচ্ সৃষ্টি হলে সেটা ল্যাক ক্যানাইনামের সাহায্যে সারানো যায়। মেমব্রেনাস ধরনের ক্রুপ কাশিতেও ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। দেহের যে সব অংশে মিউকাস মেমব্রেন আছে সেখানেই ধূসর, সূক্ষ্ম ধূলির মত আস্তরণ বা প্রলেপ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যেমনটা জিহ্বায় থাকে তেমনি প্রলেপ পড়তে দেখা যাবে। মুখগহ্বরের কোন প্রদাহ অথবা ক্ষত ছাড়াই সাদাটে একটা প্রলেপ গাল ও মুখের ভিতরে সর্বত্রই সৃষ্টি হয়েও জিহ্বার নিচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া অবস্থাকে ল্যাক ক্যানাইনাম প্রয়োগে একবার সারানো গেছে। ঐ আস্তরণটা দেখতে সাদা এবং রুপোলী ছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন অনেকটা কার্বলিক অ্যাসিড মুখের ভিতরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে বা গিলে ফেলা হয়েছে ; মুখের ভিতরটা এত বেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়েছিল যে ঐ রোগী দুধ ছাড়া অন্য কিছুই গিলতে পারছিল না।

উদরে নানা ক্লেশপূর্ণ অবস্থা দেখা যায়। পেলভিস অংশে চাপধরা ব্যথা, বাম কুঁচকিতে তীব্র বেদনা থাকতে দেখা যায়। বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকে। মূত্রথলী খুব উত্তেজিত হয়ে পড়তে দেখা যায়।

মহিলাদের যৌন যন্ত্রাদিতে নানা ধরনের বহু লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ডান ওভারীতে বা ঐ অংশে তীব্র বেদনা, উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাব হলে কমে যেতে দেখা যায়, যেটা অনেকটাই **ল্যাকেসিসের** মত। এই বেদনাটা পর্যায়ক্রমে একবার একপাশে পরে অন্য পাশে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **জিঙ্কামেও** ওভারীর বেদনা ঋতুস্রাব শুরু হলে কমে যাওয়া লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। ঐ রোগিণী ঋতুস্রাবের সময় ছাড়া আর কখনো ভাল বা সুস্থ বোধ করে না ; অন্য সময়ে রোগিণীকে হিস্টিরিয়া-গ্রস্তের মত হয়ে থাকতে দেখাই **জিঙ্কামের** লক্ষণ। মেমব্রেনাস ধরনের ডিসমেনোরিয়া সৃষ্টি হওয়া ল্যাক ক্যানাইনামের প্রলেপ সৃষ্টি করা প্রবণতার একটি প্রমাণ বলে ধরা যেতে পারে। মাসিক ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে সোরথ্রোট সৃষ্টি হতে ও চলে যেতে দেখা যায়। **ম্যাগকার্ব**এ ঋতুস্রাবের পূর্বে এবং **ক্যালকেরিয়া কার্বে** ঋতুস্রাবকালে বেদনা-দায়ক সোরথ্রোট হতে দেখা যায় ও সারানো যায়।

ভ্যাজাইনা থেকে বায়ু নিঃসরণ হয়। মিউকাস এবং অন্যান্য দ্রব্য মূত্রথলিতে গোঁজিয়ে ওঠায় প্রসবকালে ভ্যাজাইনা বা মূত্রদ্বার পথে গ্যাস বা বায়ু নিঃসরণ কেবল মাত্র **সারসাপেরিলাতে** দেখা যায়, প্রস্রাব জোর শব্দ করে বেরোয়। শিশুদের পক্ষে প্রস্রাব করার সময় বায়ু নিঃসরণ হওয়া এবং প্রস্রাব ত্যাগের সময় কল কল বা গড় গড় শব্দ হওয়া অবস্থা **সারসাপেরিলাতে** সারানো যেতে পারে।

স্তনে নানা গোলযোগ দেখা দেয়, মনে হয় যেন সেখানে পেকে ওঠা বা পুঁজ সৃষ্টি হবার মত অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। যখন কোন মা তার শিশু সন্তানকে হারাবার পরে স্তনের দুধ শুকিয়ে ফেলবার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন ল্যাক ক্যানাইনাম এবং **পালসেটিলা** সেই কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী ওষুধ। ঐ ওষুধ দ্রুত স্তনের দুধ শুকিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। ল্যাক ক্যানাইনামের রোগিণী কল্পনাপ্রবণ ও খুব অনুভূতিপ্রবণ থাকে, বিশেষত পরিবেশ প্রভৃতিতে তাকে খুব স্পর্শকাতর থাকতে দেখা যায়। **পালসেটিলার** উপযোগী ধাতুগত লক্ষণ থাকলে সেক্ষেত্রেই **পালসেটিলা** ফলপ্রদ হবে।

রিউম্যাটিজমে যখন নিম্নাঙ্গে, পায়ের দিকে স্ফীতি ও অন্যান্য লক্ষণ, বিশেষ ভাবে যে ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে একবার একদিকের পা থেকে অন্যদিকের পায়ে বা এক পাশ থেকে অন্য পাশে বেদনাকে স্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায়, নড়া-চড়া ও উত্তাপে যদি ঐ বেদনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং ঠাণ্ডা লাগলে যদি বেদনা কম বোধ হয় তা হলে সে ক্ষেত্রে ল্যাক ক্যানাইনাম উপযোগী। হাত-পায়ের বেদনায় মনে হয় যেন ঐস্থানে আঘাত করা বা মারা হয়েছে। অস্থি-সন্ধিতে বাতজনিত স্ফীতি দেখা যায়।

ল্যাক ভ্যাকসিনাম ডিফ্লোরেটাম
(Lac Vaccinum Defloratum)

সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকেরা অসুস্থ লোককে মাঠাতোলা দুধ খাওয়ানোর বিপক্ষেই স্বাভাবিকভাবে তাদের মত জানাবে, কিন্তু ঐ মাঠা তোলা দুধকেই যখন পোটেনটাইজ করা হয় তখন সেটা খুব প্রয়োজনীয় একটি ওষুধে পরিণত হয়।

প্রত্যেক চিকিৎসকই এমন শিশু, মহিলা বা পুরুষকে দেখেছেন যারা দুধ একেবারেই খেতে পারে না। তারা বলে যে দুধ পান করলেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে, দুধ তাদের কাছে বিষের মত বলে বোধ করে।

দুধ খাবার পরে কি ধরনের উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা দেয় প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা ও জেনে নেওয়া প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কাজ। ঐ সব প্রকাশিত লক্ষণ প্রুভিং রূপে ধরা যায় এবং এই ধরনের প্রুভিংকে সবচেয়ে ভাল বলা চলে, কারণ, সংবেদনশীল লোকেদের মধ্যেই দুধ খাবার পরে নানা ধরনের উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা দেয়।

এই লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দুধ খাবার পরে প্রতিটি অসুস্থ লোককে পর্যালোচনা করাটাকে নিজের দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্যরূপে ধরে নিয়েছেন যে পর্যন্ত না রোগীর বা অসুস্থতার সম্পূর্ণ চিত্রটি তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে, সেটা ব্যক্তিগত লক্ষণই হোক অথবা অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রে দেখা দেওয়া লক্ষণই হোক না কেন।

দুগ্ধপ্রবণ ধাতুর বিষয়ে অনেক কিছুই জানবার আছে; কেউ কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে সাধারণ দুধ, মাঠা তোলা দুধ এবং সদ্য দুধে গুণগত প্রভেদ আছে কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে মাঠা তোলা দুধের পোটেনটাইজড্ অবস্থায় উঁচু শক্তি প্রয়োগে দুধের প্রতি অত্যধিক সংবেদনশীলতা বা অনুভূতিপ্রবণতাকে সারিয়ে তুলতে পারে; তবে ঐ কাজে ওষুধটির নিম্নশক্তিতে কোন ফল হয় না।

এই ওষুধটির উচ্চশক্তির আশ্চর্যজনক ক্ষমতা অবিশ্বাসীদের চোখের সামনেই দেখানো যেতে পারে। ওষুধটির উচ্চশক্তি প্রয়োগে দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টাই উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়; কারো কারো ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দিনের বেলা উপসর্গ সৃষ্টি হতে এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি কমে যেতে দেখা যায়, তবে সেটা ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে।

ক্রনিক ধরনের দুধে-সংবেদনশীল লোকেরা খুব শীতল ও রক্তশূন্য থাকে এবং তারা উষ্ণ ঘরে থাকলে বা উষ্ণ কাপড়চোপড় পরে থাকলেও যথেষ্ট উষ্ণতাবোধ করে না, রোগিণী এত বেশী শীতকাতর ও ঠাণ্ডায় অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে যে তার মনে হয় ঘরের মধ্যেও যেন বাতাস এসে তার গায়ে লাগছে, যেন কেউ তাকে পাখার বাতাস করছে, যদিও বাইরে থেকে কোন বাতাস বা ঝড়ো হাওয়া আসার সম্ভাবনা নেই, এবং অন্যান্যদের কাছে ঘরটি বেশ উষ্ণই বোধ হয়। ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াতেও সে খুব সংবেদনশীল থাকে। তার মধ্যে দেহের প্রায় সর্বত্র, বিশেষত মাথায় নিউর্যালজিয়া ও বাতজনিত বেদনা সৃষ্টি হবার প্রবণতা দেখা যায়। মাথার বেদনা ঠাণ্ডা লাগালে কম থাকে কিন্তু তার দেহের অন্যান্য স্থানের বেদনা গরমে বা গরম সেক্ লাগালে কম থাকতে দেখা যায়। রোগিণীর সব কষ্টই নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্রামে কম থাকে; বেদনা চাপে কম থাকতে দেখা যায়। অস্থিতে স্পর্শকাতরতা থাকে। খুববেশী অবসন্নতা ও দুর্বলতা থাকতে দেখা

যাবে, যে জন্য সে কোন পরিশ্রমের কাজই করতে পারে না। তার মধ্যে খুববেশী অস্থিরতা দেখা দেয়, নিদ্রাহীনতা দেখা দিলে সে নিজেকে যেন ধরে রাখতেই পারে না; সামান্য একটু হাঁটলেই রোগিণী খুববেশী ক্লেশ বোধ করে থাকে। তার কাজে ও চেহারায় মনে হয় যেন সে দীর্ঘদিন ধরে কোন অসুস্থতায় ভুগছে, তার স্বাস্থ্য যেন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাচ্ছে। শীতল কোন জিনিসে অথবা দেহে ঠাণ্ডা স্পঞ্জ করে মুছিয়ে দিতে গেলে সেই শীতল স্পর্শেই তার দেহের ত্বকে তীব্র ধরনের সংবেদনশীলতা দেখা দেয়। ওষুধটির প্রকৃতিতে লক্ষণীয় একটা 'পিরিয়ডিসিটি' বা নির্দিষ্ট সময়ে উপসর্গ সৃষ্টি হবার মত বৈশিষ্ট্য থাকে যেটা বিশেষভাবে বারবার দেখা দেওয়া মাথাধরার ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। ডায়াবেটিস সারাবার একটা বিশেষ ক্ষমতা এই ওষুধটির আছে এবং দুর্বলতা, রক্তাল্পতা ও সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলের মত প্রস্রাব ও খুব পিপাসা, অথবা প্রচুর ঘন প্রস্রাব হওয়া অবস্থাকে যে এই ওষুধটি সারাতে পারে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অনেক অথর্ব বা অকর্মণ্য রোগী যাদের ঠিক ডায়াবেটিসের রোগী বলে মনে হয় তাদের এই ওষুধটি সারিয়ে তুলেছে, তবে লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে তবেই ওষুধটি সুফলদায়ী হবে। ডায়াবেটিসের সাধারণ লক্ষণেই ওষুধটির প্রয়োগে সুফল আশা করা যাবে না। সে সব লোকেদের দুধের প্রতি বিরূপতা, ডায়রিয়া, গা-বমিভাব, বমি হওয়া, সিক হেডেক্, উদ্গার ওঠা, দুধ খাবার পরেই পাকস্থলীর গোলযোগ বা দুধ খেলেই যারা কোন না কোন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করা ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করা প্রতিটি 'অবজারভারে'র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

যে সব শিশু দুধ খেতে বা সহ্য করতে পারে না তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এই ওষুধটি প্রায়ই প্রয়োগের প্রয়োজন হতে দেখা যায়, তবে ঐ ধরনের উপসর্গেই একমাত্র নির্দিষ্ট ওষুধ হিসাবে নয়, লক্ষণ অনুযায়ীই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে এবং সঠিকভাবে নির্বাচিত হলে সেই সব শিশু যাদের কেউ দুধ খেলে মোটা, থলথলে হয়ে পড়ে, আবার কেউ বা রোগা বা শীর্ণ হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যাবে।

হার্টের দুর্বলতার জন্য শোথ দেখা দিলে, লিভারের গোলযোগে অথবা ম্যালেরিয়া দমিত হয়ে শোথ সৃষ্টি হলে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। যে সব লোক দুধ পানে অভ্যস্ত তাদের অ্যানিমিয়া ও ডায়রিয়া, মাংসপেশী, হার্ট ও লিভারে ফ্যাটি ডিজেনারেশন সৃষ্টি হলেও ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। দুধ পানের কুফল হিসাবে হজম ও পুষ্টির অভাব সৃষ্টি হওয়াই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দেহের বিভিন্ন অংশে, স্পাইন্যাল কর্ড, অক্ষিগোলক, সুপ্রাঅরবিটাল নার্ভ, কপাল ও মাথার ভিতরে, পাকস্থলী ও পেটের নিচের অংশে তীব্র ধরনের বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কোন লোককে 'ক্রিম' সহজেই ও ভালভাবে হজম ও পুষ্টির কাজে লাগাতে সমর্থ থাকতে দেখা যায় কিন্তু দুধ তাদের একটুও সহ্য হয় না।

সেই ধরনের লোকেদের জন্য ল্যাক ডিফ্লোরেটাম উপযোগী ; ঐ সব রোগীকে ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলে তাদের দেহে মাঠা তোলা দুধের প্রকৃতিভংয়ের মত সাদৃশ্যযুক্ত লক্ষণ প্রকাশিত দেখা যাবে।

স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, উদাসীনতা ও মানসিক কোন কাজের প্রতি বিরূপতা ; বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় মরে যাবার ইচ্ছা এবং নিজের মৃত্যু ঘটাবার সহজ উপায়ের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ; বিষাদের সঙ্গে কান্নাকাটি করা এবং প্যাল-পিটেশন দেখা দেওয়া, লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা কথা বলা প্রভৃতিতে অনীহা, মনের দুর্বলতা ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। রোগী তার মৃত্যু হবার বিষয়ে-নিশ্চিত হয়ে পড়ে। রোগিণীর মনে হয় যে তার আত্মীয় পরিজন সবাই মরে যাবে এবং তাকে কোন একটা কনভেন্ট বা মঠে চলে যেতে বাধ্য হতে হবে ; কোন একটা আসবাবপত্র রাখার ছোট ঘরে বা ক্লসেটে ঢুকেই তার ভয় হয় যে ঐ ঘরটার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়ে তার দমবন্ধ হয়ে যাবে। রোগিণী তার হাত দু'টি উঁচু করে সূচে সুতো পরাতে গেলে মূর্চ্ছাভাব ও মাথা ঘোরার মত ভাব বা ডিজিনেস দেখা দেয় ; বিছানায় একপাশ থেকে অন্য পাশে ঘুরে শুতে গেলে মাথাঘোরা শুরু হয়ে যায়, মাথাটা বালিশের উপর থেকে তুলে একটু নাড়ালে, শোয়া অবস্থায় চোখ মেলে তাকালে শুতে যাবার চেষ্টা করলেই তার মাথা ঘুরতে থাকে। সকালের দিকে মেঝেতে একটু চলাফেরা করলে মূর্চ্ছা-ভাব ও গা-বমিভাব দেখা দেয়। দু'হাত উঁচু করে কোন কাজ করতে গেলে তার মাথা ঘুরতে থাকে, উঠে দাঁড়াতে বা হাঁটতে গেলে তার মাথা ঘুরে ডানদিকে পড়ে যাবার মত একটা প্রবণতা থাকতে দেখা যায়।

যে সব রুগ্ণ, ফেকাশে ও দেহ-মনে বীতশ্রদ্ধ মহিলার কপাল ও চোখের উপরে তীব্র বেদনা সহ মাথা ধরায় খুব চাপ দিয়ে অথবা শক্ত করে বেঁধে রাখলে আরামবোধ হয়, অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকলে, মাথায় ঠাণ্ডা লাগলে, সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকলে বেদনা যে সব ক্ষেত্রে কম থাকতে দেখা যায় এবং সামান্য নাড়াচাড়ায়, আলো, হৈচৈ কথাবার্তা বলা প্রভৃতিতে মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যেতে দেখা যায় ; যদি মাথাধরার বেদনা দুধ পানের পরেই দেখা দেয় ও মাথাধরার সঙ্গে যদি প্রচুর পরিমাণে হাল্কা রঙের প্রস্রাব, গা বমিভাব ও ভুক্তদ্রব্য বমি হয়ে যাওয়া, বমিতে শ্লেষ্মা ও বমি থাকতে দেখা যায় সে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যাবে। মাথায় ভারটেক্স, অক্সিপুট, ও মাথায় দুই ধারে তীব্র বেদনা ও সেই সঙ্গে মাথায় পালসেশন বোধ থাকে ; মাথাধরা অবস্থায় মুখমণ্ডল ফেকাশে ও শীতল থাকতে দেখা যায়। মাথায় খুব বেশী কনজেসনের সঙ্গে মাথায় খুব উত্তাপ এবং মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ও থাকতে দেখা যায় ; কোন কোন ক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে মাথাধরা আসতে দেখা গেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'পিরিয়ডিসিটি' লক্ষণীয়ভাবে থাকতে দেখা যায়। প্রতি সপ্তাহে একবার দেখা দেওয়া মাথাধরা অবস্থা প্রায়ই দেখা যায়। কাশলে বা মাথায় ঝাঁকুনি লাগলে মাথায় সর্বত্র টন্‌টন্‌ করা ব্যথা দেখা দেয়, মনে হয় যেন মাথায়

তালুটা উঁচু করে তোলা হচ্ছে ; বেদনাটা প্রথমে কপালে শুরু হয়ে অক্সিপুট অংশে বিস্তৃত হয়ে পড়ে রোগিণীকে প্রায় পাগল করে তোলে। কপালে ও মাথার মধ্যে প্রথমে তীব্র বেদনা, মাথায় ভারটেক্স অংশে বেদনা সবচেয়ে বেশী বোধ হয়—পরে মাথায় থেঁতলে যাবার মত একটা বোধ দেখা দেয়। কপালে বেদনাযুক্ত মাথাধরার সঙ্গে টেম্পল অংশে পালসেশনবোধ থাকে। শিশুকাল থেকে প্রায় জন্মগতভাবে দেখা দেওয়া তীব্র ধরনের, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া 'সিক হেডেক' এই ওষুধটির সাহায্যে সারানো গেছে। এই ধরনের তীব্র মাথাধরার সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে মাথাটা যেন প্রসারিত হয়ে পড়েছে এরূপবোধ থাকতে দেখা যায় ; ঋতুস্রাবের পূর্বে ও পরে দেখা দেওয়া মাথাধরাও এই ওষুধে সারানো যায়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় 'মর্নিং সিকনেস' লক্ষণটিও এই ওষুধে সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

মাথাধরার আগে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, চোখে কেবল মাত্র আলোতেই দেখতে পাওয়া, কিন্তু কোন বস্তু দেখতে না পাওয়া ; চোখে যেন পাথর ভর্তি হয়ে রয়েছে এরূপ বোধ ; খুববেশী ফটোফোবিয়া, চোখে নিরেট ধরনের ব্যথা, বাম চোখে বেশী টনটনে ব্যথা হওয়া, এমনকি চোখের পাতা বন্ধ করতে গেলেও বেদনাবোধ ; ঠাণ্ডা সেক্ লাগালে, চোখ বন্ধ করে রাখলে, অন্ধকার ঘরে থাকলে চোখের বেদনা কম থাকা, পড়াশোনার সময় চোখে টেনে ধরার মত ব্যথা, একসঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটই পড়তে পারা ; প্রথমবার আলোর মধ্যে গেলে চোখে খুব বেদনাবোধ, চোখের ভিতরে ও উপরের অংশে বেদনা উত্তাপে ও নড়াচড়া বেশী হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। চোখের পাতা ভারীবোধ হয়, ঘুম ঘুম ভাব ও শুকনো থাকে। বাম চোখের উপরে বেশী বেদনা ও চোখ থেকে জল পড়তে দেখা যায়।

নাকের গোড়ায় বেদনাযুক্ত চাপবোধ অথবা শক্ত করে বেঁধে রাখার মত বোধ থাকতে দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডল মৃত দেহের মত ফেকাশে দেখায় ; শুকিয়ে যাওয়া ; পাতলা ও ফেকাশে হলদে মুখমণ্ডলের সঙ্গে চোখের নিচে কালচে ছোপ পড়তে দেখা যায়। ফেকাশে ও হলদেটে চেহারার মুখমণ্ডলে একজিমা সৃষ্টি হতেও দেখা যেতে পারে। মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে উত্তাপের ঝলক থাকে এবং মনে হয় যেন মুখমণ্ডলের হাড় থেকে মাংস আলাদা হয়ে গেছে।

ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়কড় করা ও সেই সঙ্গে পাকস্থলী ও মাথার বেদনা ও বমি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, টক স্বাদ থাকে ; মুখ শুকনো থাকে ; শ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয় ; কথাবার্তা বলার সময় বিশেষভাবে মুখের ভিতরটা ভেজা ভেজা ও ফেনা ফেনা যুক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়।

'গ্লোবাস হিস্টীরিকাস', 'সোরথ্রোট' ঢোক গেলার সময় বেশী হওয়া এবং গলার ভিতরে মিউকাস মেমব্রেন খুববেশী ফেকাশে থাকতে দেখা যায়। ক্ষুধাবোধ

সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় ; একসঙ্গে অনেক জলের জন্য খুববেশী পিপাসাবোধ থাকে ; টক অথবা শূন্য ঢেকুর ওঠা, গ্যাসে জমে পেট বড় হয়ে ওঠা, সন্ধ্যায় শীতল জল পানের পরে গা-বমিভাব দেখা দেওয়া এবং শুয়ে পড়ার পরে সেটা বেড়ে যাওয়া, চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় অথবা নড়াচড়ায় অথবা সকালে বিছানা ছেড়ে উঠলে তীব্র ধরনের গা-বমিভাব দেখা দেয় কিন্তু বমি হয় না, বমি করতে না পেরে রোগিণী আর্তনাদ করে বা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, খুববেশী ক্লেশবোধ করে ; খুববেশী অস্থিরতা ও দেহে শীতলতাবোধ করতে দেখা যায়, যদিও ত্বক বেশ গরম এবং নাড়ী স্বাভাবিকই থাকে। বমি যখন হয় তখন প্রথমে অজীর্ণ খাদ্য খুববেশী অম্ল বা অ্যাসিডযুক্ত অবস্থায় ওঠে, তার পরে কিছুটা তেতো জল এবং সব শেষে বাদামী রঙের ক্লট ও জলীয় অংশ ওঠে এবং সেটা অনেকটা কফির দানার মত দেখায়। ভুক্তদ্রব্যের সঙ্গে কোনরূপ সঙ্গতি নেই এমন বমি একনাগাড়ে হয়ে যেতে দেখা যায় ; পিত্ত-বমি ও তার সঙ্গে মাথাধরা ; পাকস্থলীতে তীব্র বেদনা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। যে সব মহিলা দুধ পান করা একেবারেই সহ্য করতে পারে না, দুধপানে যাদের খুববেশী বিরূপতা থাকে তাদের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমি হতে থাকলে সেটা এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। পাকস্থলীতে খিঁচ ধরা ব্যথা হতে দেখা যায়।

ক্রনিক গ্যাসট্রো-এন্টেরাইটিস ও সেই সঙ্গে ক্রনিক ডায়রিয়া এবং বমি হওয়া ; পেটে স্পর্শকাতরতা, ফ্লাটুলেন্স হয়ে পেট বড় হয়ে ওঠা প্রভৃতি দেখা যায়। পেটে ভারী বোধ ও মনে হয় যেন পেটের ভিতরে পাথর জমে রয়েছে। নাভী অঞ্চলে আড়াআড়ি ভাবে বেদনার সঙ্গে মাথাধরা থাকতে দেখা যায়।

ক্রনিক কোষ্ঠবদ্ধতায় মনে হয় যেন রেক্টামে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হয়েছে ; ইনজেকশন, এনিমা প্রভৃতিতেও কোন ফল হয় না ; মল বড়, খুব শক্ত হয় এবং মলত্যাগ করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে ; অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা ও মলত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকলেও একটুখানি বেরিয়ে এসে এটা আবার ভিতরে ঢুকে যায়। কোষ্ঠবদ্ধতায় **সাইলিসিয়া** ব্যর্থ হবার পরে এই ওষুধে সেটা সারানো গেছে। খুববেশী শীতকাতর, রোগীদের কোষ্ঠবদ্ধতা ; মাঝে মাঝে দেখা দেওয়া বা পিরিয়ডিক্যাল মাথাধরা ও বমি হওয়া অবস্থার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ; বার বার মলত্যাগের ব্যর্থ ইচ্ছা থাকতে দেখা যায়, দুধ পান করার পরে ডায়রিয়া দেখা দেয়।

বার বার অল্প একটু করে প্রস্রাব হওয়া ; মাথাধরার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাল্কা রঙের প্রস্রাব হওয়া ; প্রস্রাব খুব গাঢ় ও ঘন হওয়া, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকা প্রভৃতি দেখা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবার সময়, ঘোড়ায় চড়ে ঘোরার সময় অথবা একটা ট্রেন ধরার জন্য ছুটলে অসাড়ে প্রস্রাব হতে দেখা গেলে এই ওষুধে সারানো যায় ; প্রস্রাব হয়ে যাবার পরেও ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হতে দেখা গেলে সেটাও সারানো যেতে পারে। মূত্রথলী পূর্ণ হয়ে থাকলেও প্রস্রাব করবার অনুভূতির অভাবে প্রস্রাব না হলেও সেটাও এই ওষুধে সারতে দেখা গেছে।

হলদেটে বাদামী রঙের লিউকোরিয়া ঋতুস্রাবের আগে এবং পরে খুববেশী হতে

দেখা গেলে এবং প্রচুর পরিমাণে হলদে লিউকোরিয়া হলে তা এই ওষুধে সারানো যায়। ওভারী অঞ্চলে প্রসব-বেদনার মত নিচের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া বেদনা ; মাসিক ঋতুস্রাব খুব বিলম্বে ও খুব কম পরিমাণে হওয়া, স্রাব ফেকাশে ও জলের মত থাকা ; ঋতুস্রাবের সময় পিঠে ও ওভারী অঞ্চলে বেদনা ; ঠাণ্ডা জলে হাত চুবিয়ে বা রেখে দেবার ফলে হঠাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ বা দমিত হয়ে যাওয়া ; দেহের সর্বত্র, বিশেষ ভাবে মাথায় বেদনা দেখা দেওয়া ; স্তনের দুধ কমে বা বন্ধ হয়ে গেলে সেটা পুনরায় ফিরিয়ে আনা প্রভৃতিতে ওষুধটি খুব কার্যকরী হয়ে থাকে। স্তন শুকিয়ে ছোট হয়ে পড়তে দেখা যায়।

হাঁপানির সঙ্গে পাকস্থলী ফুলে ওঠা, হার্টজনিত শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ছোট ছোট খুস্‌খুসে, শুকনো কাশি ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে অথবা ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়ে যেতে দেখা যায়। বুকের ভিতরে টন্‌টন্ করা ও দম আট্‌কা-বোধ ; ঠাণ্ডা, আর্দ্র বা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বুকে রিউম্যাটিক বেদনা হওয়া, দুটি ফুসফুসের এপেক্স অংশে যক্ষ্মারোগজনিত 'ডিপজিট' প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

হার্টের অঞ্চলে চাপবোধের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও রোগী মরে যাবে এরূপ বোধ হওয়া ; হার্টের এপেক্স অংশে ছুরি দিয়ে কাটার মত বোধ হতে থাকা, হার্টের পালসেশনের সঙ্গে মুখমণ্ডল ও ঘাড়ের বাম দিকে উত্তাপের ঝলকানি বোধ, সামান্য পরিশ্রমে অথবা সামান্য উত্তেজনাতেই প্যালপিটেশন শুরু হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

পিঠে উত্তাপবোধে উপর নিচ করা, দুটি কাঁধের মাঝখানেও উত্তাপবোধ থাকা ; ঠাণ্ডা জলে বা স্পঞ্জ করায় পিঠে খুববেশী সংবেদনশীলতা থাকা ; পিঠের দুইধারে ও ঘাড়ে হারপিস হয়ে সেখানে চুলকানোর পরে চুলকানি ও জ্বালাবোধ খুব বেড়ে যাওয়া ; চতুর্থ সারভাইক্যাল ভার্টিব্রাতে খুব জোরে চাপ দেবার মত ব্যথা, শীতবোধ পিঠে বেয়ে উঠে দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে দেখা দেওয়া ; কোমর ও সেক্রাম-অংশে তীব্র ধরনের জ্বালা করা ব্যথা ; কোমরে সব সময় থেকে যাওয়া ব্যথা প্রভৃতিতে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে।

হাতের আঙুলের ডগাগুলি বরফের মত ঠাণ্ডা—কিন্তু হাতের অন্যসব অংশ উষ্ণ থাকে, উরুর সামনের দিক ও দুইধারে অসাড়বোধ ও অনুভূতি না থাকা ; সায়াটিক নার্ভের গতিপথ ধরে নিচে গোড়ালী পর্যন্ত চাপধরা ব্যথা সকালে ঘুম থেকে উঠলে. গা-বমিভাব ও মূর্চ্ছাভাবের সঙ্গে ঐ বেদনা থাকতে দেখা যায়। স্ফীত হয়ে ওঠা অ্যাঙ্কল্‌এ দুর্বলতাবোধ ও কামড়ানো ব্যথা হতে পারে। পায়ের পাতার দুই ধারের ত্বক পুরু ও মোটা হয়ে পড়ে, পায়ের পাতা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে পড়তে দেখা যায়। হাতের কব্জি এবং অ্যাঙ্কল্‌এ কামড়ানো ব্যথা, মাথাধরার সঙ্গে হাত ও পা ঠাণ্ডা থাকা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

খুববেশী অস্থিরতা, রাত্রিতে নিদ্রাহীনতার জন্য নানা ধরনের দীর্ঘস্থায়ী

কষ্টবোধ হয় ; রোগী সারাদিন নিদ্রালু থাকে ; 'ইনসোমনিয়া' বা নিদ্রাহীনতা খুব প্রকট হতে দেখা যায়।

সকালে, ৯টা নাগাদ জ্বর দেখা দেয়, প্রচুর ঘাম হয়ে ঘুম ভাঙ্গে, ঘামে গায়ের জামা বা বিছানার চাদরে হলদে ছোপ পড়তে দেখা যায়। 'হেকটিক ফিভার' বা সন্ধ্যা-কালীন জ্বর থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বিছানার চাদরটা ভেজা বা স্যাঁতসেতে বোধ দেখা যায়।

ঠাণ্ডা হাত বা ঠাণ্ডা স্পঞ্জের স্পর্শে ত্বকে এত বেশী সংবেদনশীলতা থাকতে দেখা যায় যে প্রুভার কেবলমাত্র উষ্ণ জলেই স্নান করতে পারত। ত্বক ঠাণ্ডা ও ফেকাশে থাকে, শিরাগুলি নীল হয়ে পরিষ্কার ভাবে ফুটে থাকতে দেখা যায়। হারপিসের মত উদ্ভেদ ; ত্বকে খুব চুলকানিবোধ। এবং চুলকানোর পরে জ্বালা করতে দেখা যায়।

ল্যাকেসিস
(Lachesis)

ল্যাকেসিস প্রায়ই ব্যবহার করার যোগ্য এমন একটা ওষুধ যেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে ভালভাবে জানা থাকা দরকার। মানুষ ও তার পরিবেশের সঙ্গে ল্যাকেসিস বেশ খাপ খেয়ে যায়, কারণ মানুষ যে পরিবেশে বাস করে সেখানে সাপও প্রচুর পরিমাণে বাস করে এবং মানুষের দেহে সাপের বিষে সৃষ্ট উপসর্গের মত লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

আমরা প্রথমে ওষুধটির সাধারণ লক্ষণগুলির বিষয়ে আলোচনা করব যেগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং যে পরিবেশ বা অবস্থায় সেইসব লক্ষণ দেখা দেয় বা বেড়ে যায় সে বিষয়ে পর্যালোচনা করব।

ল্যাকেসিসের উপযোগী ধাতুর ব্যক্তিদের উপসর্গসমূহ বসন্তকালে, যখন শীত চলে গিয়ে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া দেখা দেয়, বিশেষভাবে মৃদু ও মেঘাচ্ছন্ন অথবা যখন একটু আধটু বৃষ্টি হতে দেখা যায় সেই সময়ে এই ওষুধটির লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। অথবা রোগী যদি শীতল আবহাওয়া থেকে কোন অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়া অঞ্চলে যায় তখন ল্যাকেসিসের উপযোগী লক্ষণ দেখা দিতে দেখা যাবে। দক্ষিণের উষ্ণ বায়ুতে ল্যাকেসিসের লক্ষণগুলি বেড়ে যায়।

ঘুমোতে গেলেই ল্যাকেসিসের লক্ষণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। জেগে থাকা অবস্থায় হয়ত রোগী তার কষ্টের কথা কিছু বুঝতেই পারে না কিন্তু যখন তার ঘুম পায় তখনই লক্ষণগুলি জেগে ওঠে এবং নিদ্রা গাঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গও ক্রমশ বাড়তে থাকে ; ফলে ল্যাকেসিসের রোগীর সব উপসর্গই দীর্ঘ একটা নিদ্রার পরে খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। রোগীর নিদ্রা দম আটকাবোধ ও নানা ধরনের ভীতিকর স্বপ্ন দেখার জন্য ব্যাহত হয়, অনেক পরে ঘুম ভেঙ্গে যখন সে জেগে ওঠে

তখন তীব্র মাথাধরা, প্যালপিটেশন ও বিষাদগ্রস্ত মনোভাব ও তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বত্রই একটা কষ্টবোধ হতে থাকে। রোগীর দেহ ও মন সবেতেই এই কষ্টবোধ থাকে। মানসিক দিক থেকে রোগীর মধ্যে বিষন্নতা, একটা মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা, পাগলের মত হাব-ভাব, খামখেয়ালীপনা, ঈর্ষা ও সন্দেহপ্রবণতা প্রভৃতি দেখা দেয়। প্রদাহের আক্রান্ত কোন অংশে উষ্ণ সেক্ লাগালে অথবা উষ্ণ জলে স্নান করলে তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। উষ্ণজলে স্নান করা বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে পরে কোন উষ্ণ স্থানে বা ঘরে গেলে অথবা কোনভাবে তার দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে উপসর্গগুলি দেখা দেয় বা বেড়ে যায়। উষ্ণ জলে স্নানের পরে তার প্যালপিটেশন দেখা দেয়, রোগীর মনে হয় যেন তার মাথাটা ফেটে যাবে; তার পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং তার দেহের সর্বত্রই যেন শক্ লাগার মত হয়ে পড়ে, দেহের সর্বত্র পালসেশন দেখা দেয়, হার্টও দুর্বল হয়ে পড়ে। উষ্ণ স্নানের পরে মূর্চ্ছাভাবও দেখা দিতে পারে। মেয়েরা অনেক সময় উষ্ণ স্নানের পরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। রোগী শীতল ও শীতকাতর থাকতে পারে তবুও উষ্ণ ঘরে তার উপসর্গ সৃষ্টি হতে বা বেড়ে যেতে দেখা যায়।

সাধারণ অবস্থা এবং দেহের আক্রান্ত স্থানও অনেক সময় ল্যাকেসিসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। মুখমণ্ডলে একটা উদ্বেগ, অস্থিরতা ও কষ্টের ছাপ থাকে। মুখমণ্ডলে ছিট্‌ছিট দাগ অথবা নীলচে বেগুনী হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং চোখে রক্তাধিক্য বা এনগরজড, অবস্থা দেখা দিতে পারে। চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহের ভাব থাকে; দেহের কোথাও প্রদাহ থাকলে সেটা বেগুনী রঙের হয়ে পড়ে। ল্যাকেসিসে গ্ল্যাণ্ডে ও সেলুলার টিসুতে প্রায়ই প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং প্রদাহের আক্রান্ত গ্ল্যাণ্ডে বেগুনী বা ছিট্‌ছিট্ দাগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কোথাও ক্ষত সৃষ্টি হলে সেখান থেকে কালচে রক্ত বেরিয়ে দ্রুত জমে যায় এবং পুড়ে যাওয়া খড়ের মত দেখায়। 'উণ্ড' বা আঘাত প্রাপ্ত স্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় এবং সেটা কালচে থাকে। **ফসফরাস** এবং **ক্রিয়োজোটের** মতই সামান্য ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে দেখা যায়। সামান্য একটা পিনের খোঁচা লাগলেও সেখান থেকে বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে বেরোতে দেখা যায়; ক্ষত সৃষ্টি হলে সেগুলি আশপাশের টিসু বিনষ্ট করে, পচন সৃষ্টি করে, সহজেই রক্তস্রাবী হয় এবং রক্তটা কালচে দেখায়; ক্ষতটার চারপাশে বেগুনী বা ছিট্‌ছিট্ দাগ সৃষ্টি হয় এবং গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হবার মত দেখায়। প্রায়ই গ্যাংগ্রীনও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কোন স্থানে আঘাত লেগে সেখানে গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হওয়া, পেকে ওঠা ও খুব দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ সৃষ্টি হওয়া, আক্রান্ত স্থানটি কালচে ও পুঁজযুক্ত হওয়া, ভেরিকোজ ভেইন সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি অবস্থা হাত বা পায়ের দিকে হতে দেখা যায়, বিশেষতঃ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এটা দেখা যায়। শিরা বড় ও স্ফীত হওয়া ল্যাকেসিসের খুব বড় একটা লক্ষণ।

মনের সামান্য পরিশ্রমে অথবা সামান্য আবেগ দেখা দিলে রোগীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, হার্টের ক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে, ত্বক ঘামে ভিজে যায় এবং

মাথাটি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। উষ্ণতায় রোগীর পায়ের বা হাতের শীতলতা কমছে বলে মনেই হয় না। হাত-পায়ে উষ্ণ কাপড় বা ফ্লানেল জড়িয়ে রাখলেও সেগুলি ঠাণ্ডাই থাকে, শ্বাসকষ্টও দেখা দেয়। শ্বাসগ্রহণে কষ্টবোধ হওয়ায় সে দরজা-জানালা সব খোলা রাখতে চায়। এটা হার্টের দুর্বলতা থেকে আসে ; অনেক সময় হার্ট এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে হার্টের শব্দ শোনা বা অনুভব করা কষ্টকর হয়, পালসও খুব ক্ষীণ ও অনিয়মিত হয়ে পড়তে দেখা যায়। অন্য সময়ে আবার হার্টের প্যালপিটেশন বাইরের থেকেই শোনা যেতে পারে, এত জোরে হয়।

এই ওষুধটির লক্ষণ বা উপসর্গ অনেক ক্ষেত্রেই বাম দিকে সৃষ্টি হতে বা প্রথমে বাম দিকে দেখা দিতে দেখা যায় এবং তারপরে হয়ত সেটা ডানদিকেও ছড়িয়ে যায়। পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে বাম দিকেই দেখা দিতে দেখা যায়, এবং পরে সেটা দেহের ডানদিকেও ছড়িয়ে যায়। ওভারী আক্রান্ত হবার একটা বিশেষ প্রবণতা ল্যাকেসিসের আছে এবং সেক্ষেত্রেও বাম ওভারী প্রথমে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। ওভারী, গলা প্রভৃতি যেখানেই প্রদাহ সৃষ্টি হয় সেখানে বাম দিকটাই প্রথমে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। মাথার বাম দিকটাই বেশী আক্রান্ত হয় ; বাম চোখে প্রথমে বেদনা শুরু হয়ে পরে ডান চোখে ছড়িয়ে পড়ে। অক্সিপিটাল হেডেকে মাথার বাম দিকটাই ডানদিকের তুলনায় বেশী আক্রান্ত হয়। তবে সর্বত্রই এরূপ অবস্থা না থাকতেও পারে। এর বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ উপসর্গ ডানদিকে সৃষ্টি হয়ে বাম দিকে পরে আসতে দেখা গেলেও সেটা ল্যাকেসিসেরবিরোধী লক্ষণ নয়, তবে প্রধানত বাম দিকটাই বেশী আক্রান্ত হতে দেখা যায় ; উর্ধ্বাঙ্গের বাম দিকে এবং নিম্নাঙ্গের ডানদিকে আক্রমণ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

ল্যাকেসিসের অনেক উপসর্গকেই সকালে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ল্যাকেসিসে ঘুমের পরে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়াটা সবারই জানা, রোগী উপসর্গ বৃদ্ধির মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর ও মৃদু ধরনের উপসর্গ রোগী রাত্রিতে দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার পরে সকালের দিকে জেগে উঠলে দেখা দেয় কিন্তু অপেক্ষাকৃত তীব্র ও বেশী কষ্টকর লক্ষণগুলিকে রোগী ঘুমোতে গেলেই অনুভব করতে পারে তাই ঐ তীব্র বেদনা বা কষ্টে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, যেমন রোগীর হার্টের উপসর্গ। যখনই রোগী ঘুমোতে যায় তখন তীব্র ধরনের প্যালপিটেশনে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তার শ্বাসকষ্ট, দম আটকাবোধ, খুববেশী অবসাদ, মাথাঘোরা, মাথার পিছনের অংশে বেদনা এবং রক্ত চলাচল সংক্রান্ত নানা গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ল্যাকেসিসের মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর মধ্যে আত্ম-সচেতনতা, ঘৃণা, প্রতিশোধপরায়ণতা ও নিষ্ঠুরতা, মানসিক বিভ্রম অবস্থা থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতি সবই থাকতে দেখা যেতে পারে। রোগীর মন ক্লান্ত থাকে। তার মধ্যে মাতালের মত হাব-ভাব, কথাবার্তায় জড়তা ও কথা আটকে আটকে যাওয়া ; মুখমণ্ডল বেগুনী ও মাথাটি উত্তপ্ত থাকা প্রভৃতি দেখা যায়। তার

গলায় আটকে যাবার মত বোধ এবং জামার গলা বন্ধ রাখা বা টাইবাঁধা অস্বস্তিকর হতে দেখা যায় ; তার মধ্যে চোকিং অবস্থা যত বেশী হয়, তার মধ্যে মানসিক বিভ্রম ও মাতালের মত অবস্থাও তত বেশী হতে দেখা যায়। কথা বলার সময় রোগী কি বলছে তা যেন সে নিজেই বুঝতে পারে না, কথা বলতে গিয়ে তার কথা আটকে যায়, কথা শেষ করতেই পারে না। একটা কথা বলতে গিয়ে অন্য কথায় চলে যায়। বসন্তকালের আবহাওয়ায় এই সব উপসর্গ আরও বৃদ্ধি পায় ; ঠাণ্ডার পরে উষ্ণতায়, বর্ষাকালে উষ্ণ স্নানের পরে এবং ঘুমের পরে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রোগী কোন কারণ ছাড়াই ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে ও সন্দেহপ্রবণ হয়। মেয়েরা বিনা কারণে তার বন্ধুদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে, কেউ আস্তে কথা বললেই তার সন্দেহ হয় যে তার বিরুদ্ধেই আলোচনা হচ্ছে। মহিলাদের অনেক সময় মনে হয় যে তাদের স্বামী, সন্তান বা বন্ধুরা সবাই তার ক্ষতি করতে চাইছে। যেন তাকে কোন পাগলাগারদে পাঠাবার ষড়যন্ত্র করছে। ভবিষ্যতের কোন বিপদের কথা তার মনে দেখা দেয়, তার যেন হার্টের রোগ দেখা দেবে, কেউ তাকে বিষ খাইয়ে মারবে, সেই জন্য হয়ত সে ভয়ে কিছু খেতেই চাইবে না। অনেক সময় সে এটাকে স্বপ্ন বলে মনে করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার পক্ষে কোন্‌টা স্বপ্ন আর কোন্‌টা তার কল্পনা সেটা বোঝাও সম্ভব হয় না। অনেক সময় হয়ত তার মনে হয় সে মরে গেছে, অথবা স্বপ্ন দেখে যে সে মরে গেছে বা মরতে বসেছে এবং তার দেহটা যেন ঘর থেকে বের করে নেবার জোগাড়-যন্ত্র চলেছে। কোন কোন সময় হয়ত রোগীর মনে হয় যে সে অপর কেউ, যেন তার দেহটা অধিকতর শক্তিশালী একটা আত্মা এসে দখল করে নিয়েছে, যেন অমানবিক বা দৈবশক্তি তাকে চালনা করছে, এবং সেই বিদেহী আত্মার আদেশ অনুযায়ী যেন সে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে ; যেন সে সেই বিদেহী আত্মার নির্দেশে চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম এবং যে কাজ সে করেনি তা সে করছে বলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। সে সেই বিদেহী আত্মার স্বর ও নির্দেশ যেন শুনতে পায় এবং রাত্রিতে ঐরূপ স্বপ্নও দেখে। এইভাবে তার মানসিক অবস্থায় খুববেশী চাপ পড়ে ও খুব ভীত হয়ে পড়ায় তার মধ্যে ডিলিরিয়ামের মত লক্ষণ দেখা দেয়, সে বিড় বিড় করে বকে এইরূপ অবস্থা বেড়ে গিয়ে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে এবং কোমায় আক্রান্ত হয়। রোগিণী সময় সময় ভয়ানক ডিলিরিয়াম এবং ভয়াবহ কাজ কর্মে লিপ্ত হয়েও পড়ে।

এই ওষুধটিতে নানা ধরনের আধ্যাত্মিক পাগলামির লক্ষণও দেখা যায়। একদা যে বৃদ্ধা মিষ্টি ও খুব ভদ্র স্বভাবের ছিলেন তিনি পূর্বে খুব ভীরু ছিলেন এবং সৎ ভাবেই জীবন যাপন করতেন কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরে তাঁর মধ্যে শঠতা, প্রবঞ্চনা বা পাপ কাজ করার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে বলে তাঁর মনে হয়, যেন অপর কেউ তাঁকে দিয়ে ঐ ধরনের পাপ কাজ করাচ্ছে বলে তাঁর ধারাণা জন্মায়, এই সব ধরনের কথা রোগিণী বলে চলে এবং ধারণা হয় যে ঐ সব পাপ কাজ করার জন্য হয়ত তাকে নরকে পচতে হবে। চিকিৎসককে রোগী বা রোগিণীর সব কথা গভীর

মনোযোগে শুনতে হবে এবং সেগুলিকে হাল্কাভাবে নিলে খুব ভুল করা হবে, সেক্ষেত্রে রোগিণীর উপকার করার বদলে হয়ত অপকারই করা হবে। রোগিণীর মানসিক অবস্থা, ধ্যান-ধারণা যাই হোক না কেন তার বক্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে ও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

রোগিণীর প্রতি সহানুভূতি ও দয়া থাকা প্রয়োজন। চিকিৎসককে সরল মনে রোগীদের সব ধরনের চিন্তা-ভাবনা, খেয়ালীভাব প্রভৃতি শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তাকে সকলের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতে হবে। চিকিৎসকের মধ্যে যদি কোন কপটতা না থাকে, সহজ সরল ভাবে ও সঠিক পথে যদি সে চলে তা হলেই সে রোগীদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারবে।

ধর্ম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় অত্যধিক ব্যাপৃত থাকার ফলে বিষণ্ণতা ও মানসিক অবসাদ, ধর্মোন্মত্ত হয়ে পড়া প্রভৃতির সঙ্গে বাচালের মত কথা বলে চলা ল্যাকেসিসে দেখা যায়; তবে ঐরূপ অবস্থা পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। ঐরূপ রোগিণী অনবরত তার পাপাত্মা ও দুষ্কর্মের কাল্পনিক বিবরণ নানাভাবে অনবরত বলে বলে তার বন্ধু-পরিজনদের অতিষ্ঠ করে তোলে। তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় কি খারাপ কাজ সে করেছে, সে হয়ত তখন অনেক কথাই বলবে কিন্তু তার মধ্যে সত্য বা বাস্তবতা হয়ত প্রায় কিছুই থাকে না; রোগিণীর মনে হয় যে সে ঐ সব ধরনের দুষ্কর্ম করেছে, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কাউকে খুন করেছে বা বিশেষ একটা কাজ যে করেছে সেটা সে প্রমাণ করতে পারে না।

ল্যাকেসিসের আর এক ধরনের বাচালতাও থাকতে দেখা যায়। রোগী সব সময়ই কথা বলে যেতে যেন বাধ্য হয়। আবার রোগিণী যে কাজই করুক না কেন তার মধ্যে খুব ব্যস্ততা থাকে, সব কিছুই সে খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে চায় এবং অন্যেরাও খুব তাড়াতাড়ি তাদের কাজ শেষ করুক সেটা চায়। এই ব্যস্ত স্বভাবের সঙ্গেই একটা বিশেষ ধরনের বাচালতা থাকতে দেখা যায় যেটা না শুনলে বোঝা যাবে না। রোগী বা রোগিণী অনবরত কথা বলে চলে, একটা কথা শেষ হবার আগেই অন্য কথায় চলে যায় এবং যেন ঝড়ের বেগে কথা বলে চলে। সারা দিনরাতই রোগিণী জেগে কাটায়, তার অনুভূতিগুলি এত বেশী তীব্র হয়ে ওঠে যে সে যেন দেওয়ালে ছোট ছোট পোকার হাঁটার শব্দ, অনেক দূরে কোথাও ঘড়ির ঘণ্টা বাজার শব্দ প্রভৃতিও শুনতে পায়, কোন পাঠ্য বইতে হয়ত এই ধরনের লক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যাবে না, তবে রোগী দেখে তাদের বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে এই ধরনের আশ্চর্যজনক সব লক্ষণ পাওয়া গেছে।

অদ্ভুত ধরনের বাচালতায় বিশেষ বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করা কিন্তু তারপরেই হঠাৎ অন্যান্য নানা ধরনের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাওয়া, একটা কথা শেষ করবার আগেই অন্য বিষয়ের অবতারণা করা প্রভৃতি অবস্থা বিষয়ে কিছু কিছু অ্যাকিউট রোগের মধ্যে, টাইফয়েডের ডিলিরিয়ামের মত, অথবা ডিপথেরিয়া, রক্তদূষণ-জনিত কোন উপসর্গ, পিওরপেরাল অবস্থা অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি হলে তবেই দেখা

যায়। ল্যাকেসিস একটি দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ এবং এটি ভুলভাবে প্রয়োগ করলে তার প্রতিক্রিয়া সারাজীবন ধরে থেকে যেতে পারে।

অনেকক্ষেত্রেই রোগীর মানসিক অবস্থার সঙ্গে হার্টের লক্ষণগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে ; যুবতী ও মেয়েদের মধ্যে যারা প্রেমে ব্যর্থ বা হতাশ হয়ে সেই চিন্তায় রাত্রির পর রাত্রি ধরে জেগে কাটিয়েছে অথবা গভীর কোন শোক বা হতাশা যাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে হার্টের লক্ষণ ও মানসিক লক্ষণ একই সঙ্গে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। দীর্ঘস্থায়ী বিষাদ, হতাশা, মানসিক অবসাদ, হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণ, প্রভৃতির সঙ্গে হার্টের বেদনা ও শূন্যতা বা দুর্বলতাবোধ এবং সেইসঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকতে দেখা যেতে পারে। রোগিণী আত্মহত্যা করার কথা অনবরত চিন্তা করে এবং শেষ পর্যন্ত একটা উদাসীনতা, সব কাজেই বীতস্পৃহ হয়ে পড়া এমনকি কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা করতেও তার বিরূপতা সৃষ্টি হয়।

কোন এক রোগিণীকে বিছানায় উঠে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল ; সে শুতে পারছিল না, শুলেই তার উপসর্গ বা কষ্ট বেশ হচ্ছিল, তার মুখমণ্ডল বেগুনী, চোখ রক্তোচ্ছ্বাসে পূর্ণ, মুখমণ্ডলে ফোলা ভাব, চোখের পাতায়ও ফোলাভাব দেখা যাচ্ছিল। ঐ রোগিণী চুপচাপ স্থির হয়ে বিছানায় বসে তার বেদনার কথা বর্ণনা করছিল যেটা তার পিঠ বেয়ে ঘাড়ের পিছনে ও মাথার পিছন দিক হয়ে পরে মাথার সবটাতেই ছড়িয়ে পড়ে। এটাই ল্যাকেসিসের বৈশিষ্ট্য। ঢেউয়ের মত বেদনা ওঠা-পড়া করতে দেখা যায় তবে সেটা সবসময় পালসের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটতে দেখা যায় না, রক্ত চলাচলের সঙ্গে হয়ত তার কোন সম্পর্কই নেই। ঐ ঢেউয়ের মত ওঠা-পড়া করা বেদনা নড়াচড়ায় করার পরে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। হেঁটে চলে বেড়ানো, অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া এবং আবার বসে পড়ার পরে অনেক সময় ঐরূপ বেদনা শুরু হতে দেখা যায় অর্থাৎ নড়াচড়া করার কয়েক মিনিট পরে বেদনা শুরু হয় ও খুব দ্রুত বেড়ে যায় এবং তারপরে ধীরে ধীরে কমে গিয়ে একটা কামড়ানো ব্যথা ও ঢেউয়ের মত ওঠা-পড়ার মত বেদনাবোধ থেকে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই বেদনা খুবই তীব্র হয়ে ওঠে এবং রোগীর মনে হয় যেন ঐ বেদনাতেই তার প্রাণ যাবে।

সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলে মাথাধরা দেখা দেয়। ল্যাকেসিসের উপযোগী মৃদু ধরনের মাথাধরা সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে শুরু হয়। একটু হাঁটা-চলা করার পরেই সেটা চলে যায়। মাথাধরা এবং সাধারণ সব উপসর্গ দেখা দিলে সামান্য একটুক্ষণের জন্য রোগীর মন থেকে সব চিন্তা-ভাবনা চলে যেতে দেখা যায় ; তবে নানা ধরনের মাথাঘোরা অবস্থা, মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমি ভাব ও বমি হওয়া, মাথাঘুরে বাম দিকে টলে পড়ার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়।

মাথায় জ্বালা করা ব্যথা, রক্তাধিক্যজনিত মাথাব্যথার সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন তার দেহের সব রক্ত মাথায় উঠে আসছে, কারণ, মাথাধরার সঙ্গে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং মাথায় পালসেশন ও হাতুড়ীর ঘায়ের মত ব্যথা হতে থাকে।

মাথায় এইরূপ পালসেশনবোধের সঙ্গে তার সারা দেহেই পালসেশনের অনুভূতি থাকতে দেখা যায়। রোগীর দেহের সব আর্টারিতে এবং প্রদাহে আক্রান্ত স্থানেই এইরূপ পালসেশনের অনুভূতি থাকে। ফিশ্চুলার আক্রান্তস্থানে পালসেশন ও হাতুড়ীর আঘাতের মত বোধ দেখা গেলে ল্যাকেসিসের সাহায্যে সেই ফিশ্চুলা সারানো যেতে পারে; ফিশারে আক্রান্তস্থানে হাতুড়ীর আঘাতের মত পালসেশনবোধ থাকলে সেই ফিশারও এই ওষুধে সারানো যায়; অনুরূপ অনুভূতিসহ অর্শও এই ওষুধে সারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে রোগীর মাথায় পালসেশনবোধ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সারা দেহেই এইরূপ পালসেশনের মত অনুভূতি মাথার উপসর্গের মতই থাকতে দেখা যায়।

কিছু কিছু লক্ষণ বার বার দেখা দেবার সঙ্গে অন্যান্য কিছু কিছু আনুষঙ্গিক লক্ষণও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে দেখা যায়। ল্যাকেসিসের মাথার উপসর্গের সঙ্গে প্রায়ই হার্টের কিছু কিছু উপসর্গ দেখা দেয় এবং মাথাধরা বা মাথার অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে হার্টের উপসর্গ না থাকা অবস্থা প্রায় দেখাই যায় না। ল্যাকেসিসের তীব্র ধরনের মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে পালস দুর্বল থাকা অথবা সারাদেহে পালসেশনের অনুভূতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই কম-বেশী থাকে।

ল্যাকেসিসের মাথার উপসর্গের সঙ্গে একটা ওজন চেপে থাকা এবং ভারবোধ বা চাপবোধের কথা বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। দেহের যেকোন উপসর্গের সঙ্গে, টাইফয়েডে ঋতুস্রাবের সময়, রক্তাধিক্যজনিত শীতবোধ প্রভৃতির সঙ্গে মনে হয় যে রোগীর হাত-পা ও দেহ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, তার হাঁটু, পা, পায়ের পাতা এত বেশী ঠাণ্ডাবোধ হয় যে কিছুতেই সেগুলি উষ্ণ রাখা যায় না; রোগীর মুখমণ্ডল ঐ অবস্থায় বেগুনী ও ছিট্‌ছিট্‌ দাগযুক্ত, চোখ রক্তাধিক্যে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে, এবং এই ভয়াবহ মাথার যন্ত্রণায় অচেতন হয়ে পড়ার মত প্রবণতা, অসংলগ্ন কথাবার্তা প্রভৃতির পরে রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে অচেতন হয়ে পড়তে দেখা যায়।

রোগীর মাথার উপসর্গ, বিভিন্ন মানসিক লক্ষণ এবং সাধারণভাবে তার সমগ্র অনুভূতির গোলযোগের সঙ্গে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা বা 'ওভারসেনসিটিভনেস' ল্যাকেসিসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। রোগীর সব উপসর্গেই খুব তীব্রতাবোধ থাকে। তার চোখের দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি, বিশেষ ভাবে তার স্পর্শানুভূতি খুব প্রখর হয়ে পড়তে দেখা যায়। কাপড় বা পোশাকের সামান্য স্পর্শও তার কাছে বেদনাদায়ক বলে মনে হয় কিন্তু জোরে চাপ পড়লে বা চাপ দিলে সেটা তার বেশ সহ্য হয়। সামান্য হাঁটা-চলার শব্দ, সামান্য হৈচৈ, ঘরের মধ্যে সামান্য চলাফেরার শব্দেও রোগী খুববেশী কষ্টবোধ করে, তার কাছাকাছি বসে কেউ কথাবার্তা বললে সেই শব্দও তার সহ্য হয় না; এ সবে তার বেদনা বেড়ে যায়, তার সারাদেহেই খুববেশী সংবেদনশীলতা দেখা দেয়। খুববেশী স্পর্শকাতরতা বোধটা সম্ভবত রোগীর ত্বকেই বেশী থাকে, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই জোর চাপ দিলে

রোগীকে আরামবোধ করতে দেখা যায়। পেরিটোনাইটিস, ওভারী, জরায়ু অথবা পেটের যে কোন ভিসেরার প্রদাহে রোগীর পেটের ত্বকে খুববেশী স্পর্শকাতরতা থাকে, এমন কি পরা কাপড় বা বিছানার চাদরের স্পর্শও তার সহ্য হয় না, বিছানার চাদরের স্পর্শ যাতে তার গায়ে না লাগে সেজন্য সে হয়ত দুই হাঁটু উঁচু করে অথবা 'হুপ' এর সাহায্যে তার দেহকে বিছানা থেকে উঁচু করে রাখে। হাত বা আঙুলের সামান্য স্পর্শও সে তার ত্বকে সহ্য করতে পারে না।

চোখে নানা ধরনের প্রদাহ ও রক্তাধিক্যজনিত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঘুমের পরে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় এবং চোখে স্পর্শ ও আলো একেবারেই সহ্য হয় না। চোখের উপসর্গের সঙ্গে মাথাধরা থাকতে দেখা যায়। সোরথ্রোট, টনসিল বা জিহ্বার গোড়াটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য টাঙ্‌ডিপ্রেসার বা স্প্যাচুলা দিয়ে জিহ্বায় সামান্য একটু চাপ দিলেই রোগীর মনে হয় যেন তার চোখ জোরে চাপ দিয়ে বার করে আনা হচ্ছে। গলায় স্পর্শ করলে রোগীর চোখে তীব্র বেদনা দেখা দেয়।

ল্যাকেসিস জণ্ডিসের একটি বড় ওষুধ, কারণ ওষুধটি লিভারের নানা গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। দেহের ত্বক, চোখের সাদা অংশ হলদে হয়ে পড়া এবং চোখের আশপাশের টিসু পুরু হয়ে পড়া অবস্থা দেখা যেতে পারে। 'ফিশ্চুলা ল্যাক্রিম্যালিস' এবং তার সঙ্গে মুখমণ্ডলে দীর্ঘস্থায়ী কোন উদ্ভেদ থাকতে পারে।

কানের ছিদ্রে খুববেশী স্পর্শকাতরতা থাকে; কানের ছিদ্রে একটা কিছু ঢোকালে রোগীর গলায় সুড়সুড় করা ও তীব্র ধরনের আক্ষেপযুক্ত কাশি শুরু হতে দেখা যায়। কানের মিউকাস মেমব্রেন এত বেশী সংবেদনশীল থাকে যে সেখানে কিছু স্পর্শ করলেই হুপিংকাশির মত কাশি শুরু হয়; এই ধরনের লক্ষণে তার দেহের সর্বত্র খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা ও বিভিন্ন 'রিফ্লেক্স' বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ক্ষমতার অনুভূতির প্রখরতাই প্রমাণিত হয়। রোগীর ইউসটেসিয়ান টিউবে শ্লেষ্মা-জনিত পুরু হয়ে পড়া, স্ট্রিকচার প্রভৃতি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

নাকে শ্লেষ্মাজনিত বিভিন্ন উপসর্গ, নাক থেকে প্রায়ই রক্ত পড়া, নাক থেকে জলের মত সর্দি পড়া প্রভৃতি দেখা যায়। সামান্য কারণেই রোগীর নাকে ঠাণ্ডা লাগে। সর্দিতে নাক ভর্তি হয়ে থাকে এবং ঘ্রাণশক্তি কমে যায়। প্রথমে ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা দেখা দেয় এবং তারপরে ঘ্রাণশক্তি সম্পূর্ণ চলে যায়। ল্যাকেসিসে খুব পুরানো ধরনের প্রদাহজনিত অবস্থা ও সেই সঙ্গে নাকের ভিতরে মামড়ীপড়া, হাঁচি, জলের মত পাতলা সর্দি ও সর্দিজনিত মাথাধরা থাকতে দেখা যায়। অনেক সময় সর্দি বেরোনো শুরু হলে মাথাধরা চলে যেতে দেখা যায় কিন্তু সর্দিঝরা বন্ধ হয়ে গেলেই আবার মাথাধরা ফিরে আসে। তীব্রধরনের মাথাধরার সঙ্গে হাঁচি, পাতলা সর্দি, কোরাইজা প্রভৃতি থাকে, রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরার সঙ্গেও কোরাইজা থাকতে দেখা যায়। সিফিলিসের সঙ্গে এইরূপ শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় এই ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। সিফিলিসে, যেখানে নাকের মিউকাস মেমব্রেন আক্রান্ত

হবার পরে নাকের হাড়ও আক্রান্ত হয়, খুব দুর্গন্ধযুক্ত 'ওজিনা', নাক থেকে খুববেশী দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়, নাক থেকে রক্তপাত হতে থাকে এবং সেই রক্ত শুকিয়ে জমাট বাঁধলে সেটাকে আগুনে পোড়া খড়ের মত দেখায় অথবা কালচে হয়ে পড়তে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে ল্যাকেসিস কার্যকরী হতে পারে।

রোগীর দেহের যে কোন অংশ থেকেই প্রচুর রক্তপাত হতে দেখা যায়। জরায়ু থেকে প্রচুর দীর্ঘস্থায়ী রক্তস্রাব, দীর্ঘস্থায়ী ঋতুস্রাব, নাক থেকে রক্তপাত, রক্তবমি, অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব, বিশেষভাবে টাইফয়েডের সঙ্গে দেখা যেতে পারে। নাসারন্ধ্র ও ঠোঁটে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা, ঠোঁট ফুলে ওঠা, পুরানো সিফিলিসে নাক ফুলে ও টিসু বৃদ্ধি হয়ে টিউমারের মত হয়ে পড়া, নাক খুব ফুলে বেগুনী রঙের হওয়া, নাকের হাড়ে খুব টনটন্ করা ব্যথা, নাকের দুই পাশেই টনটন্ করা ব্যথা থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। যেসব পুরানো মদ্যপায়ীদের নাকটা লাল হয়ে থাকে, যাদের হার্টের গোলযোগের সঙ্গে নাকটা লাল হয়ে থাকতে দেখা যায়, নাকের ডগায় একটা লাল বড়ির মত 'নব' বা 'স্ট্রবেরী নোজ' থাকে তাদের ক্ষেত্রে ল্যাকেসিস বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

মুখমণ্ডল বেগুনী ও ছিট্‌ছিট্ দাগযুক্ত থাকে, চোখের পাতায় খুব ফোলা ও 'টিডমিড' অবস্থা, মুখমণ্ডলে স্ফীতি ও প্রদাহে ফুলে যাবার মত দেখায়, সেখানে শিরায় রক্ত জমে থাকার ফলে বেগুনী ও ছিট্‌ছিট্ দাগ ফুটে উঠতে দেখা যায়। নাকটি ফুলে থাকলেও সেখানে ঈডিমার মত আঙ্গুলের চাপে বসে যাওয়া লক্ষণ থাকে না। ঠোঁট ফুলে থাকলেও সেটা প্রদাহজনিত নয়। মুখমণ্ডলে একটা ঈডিমার মত ফোলা চেহারাও থাকতে পারে যেখানে আঙ্গুলের চাপে বসে যাওয়া লক্ষণ থাকে; হার্টের উপসর্গেও ব্রাইট্‌স্ ডিজিজে এইরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। অপরদিকে আবার মুখমণ্ডল খুব ফেকাশে ও শীতল এবং সেখানকার ত্বক মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদে ভর্তি হয়ে থাকতেও দেখা যেতে পারে যেগুলি থেকে এক্‌ই রক্তপাত হয়, মামড়ী পড়ে; জলপূর্ণ ফোস্কাও সৃষ্টি হতে দেখা যায় যেগুলি অনেক ক্ষেত্রে রক্তপূর্ণ, আগুনে পুড়ে গিয়ে ফোস্কা হবার মত দেখায় এবং সেগুলিতে খুব জ্বালাও থাকে। মুখমণ্ডলে জণ্ডিসের লক্ষণ ও হলদেটে ছাপ থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্লোরোসিসের মত রক্তাল্পতার লক্ষণও থাকতে দেখা যায় যখন মুখমণ্ডলে হলদেটে ফেকাশে, ছাই রঙ বা ধুসর রঙ ও তার সঙ্গে মিশে থাকা সবজেটে রঙের ছোপ থাকে এবং সেইজন্য প্রাচীনকালে একে 'গ্রীন অ্যানিমিয়া' বলা হত। আবার অনেক সময় রোগীর মুখমণ্ডল সাদাটে ও মাতালদের মত ফোলা ফোলা ও মাঝে মাঝে বেগুনী ও বিভিন্ন রঙের ফুটফুট দাগযুক্তও থাকতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে মুখমণ্ডলের ঐরূপ ছাপ পড়তে দেখা যায় এবং ল্যাকেসিসের রোগীর মুখমণ্ডলে ঐ সব ধরনের ফোলা ও দাগ থাকতে দেখা যায়।

ল্যাকেসিসের ইরিসিপেলাস এবং গ্যাংগ্রীনের মত লক্ষণও সৃষ্টি হতে দেখা যায়

যেখানে ল্যাকেসিসের উপযোগী বিশেষ চেহারা, বেগুনী রঙ ও ফুট্‌ফুট দাগযুক্ত চেহারা দেখা যাবে।

ল্যাকেসিসের রোগীর দাঁত ও মাঢ়ী থেকে সামান্য কারণেই রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখা যায়। জাইমোটিক ধরনের রোগের সঙ্গে দাঁতে শুকনো মামড়ী, কালচে দাগ, সর্ডিস প্রভৃতি সৃষ্টি হতে এবং জিহ্বা ও মুখের ভিতরের অংশ পেলব ও মসৃণ থাকতে দেখা যায়। টাইফয়েডে এইরূপ অবস্থা বিশেষভাবে সৃষ্টি হয় যখন রোগীর হজম শক্তি একেবারেই থাকে না, ক্ষুধাবোধও থাকে না, পাকস্থলীতে কোন খাদ্য গেলে সেটা বমি হয়ে উঠে যায়। জিহ্বায় প্যারেসিস অর্থাৎ আংশিক পক্ষাঘাতের মত অবস্থা, মনে হয় যেন জিহ্বাটা একটা চামড়ার মত মুখের মধ্যে রয়েছে, সেটাকে নাড়া-চাড়া করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। সেইজন্য কথাবার্তাতেও জড়তা, মাতালের মত অবস্থা, আড়ষ্টতা দেখা দেয়। জিহ্বাটা ফুলে যায় এবং বাইরে বের করতে হলে খুব ধীরে বের করে। জিহ্বা শুকনো থাকে এবং দাঁতের সঙ্গে যেন লেগে থাকে, যেন তাতে কোন শক্তভাবই নেই, যেন জিহ্বার মাংসপেশী কোন কাজই করতে পারে না, জিহ্বা বের করলে সেটি থিরথির করে কাঁপতে দেখা যায় এবং দাঁতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেও দেখা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জিহ্বা খুব পেলব বা মসৃণ, যেন প্যাপিলাশূন্য ও ভার্নিস করার মত খুব চক্‌চকেও দেখতে পাওয়া যায়। মুখের মধ্যের লালাকে সাবানের ফেনার মত দেখায়। মুখ থেকে প্রচুর লালা ঝরতেও দেখা যেতে পারে এবং সেই লালা সুতোর মত লম্বাটে হয়ে পড়ে। ডিপথেরিয়া, সোরথ্রোট, জিহ্বা, মুখগহ্বর ও মামড়ীর প্রদাহ ও স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহে লালাকে ঐরূপ বেশী পরিমাণে ও সুতোর মত লম্বাটে হয়ে ঝরতে দেখা যেতে পারে। এই লালা স্রাব যখন ঘন, শক্ত, হলদে, সুতো বা দড়ির মত লম্বাটে হয়ে ঝরতে দেখা যায় তখন সেটা **কেলি বাইক্রমের** উপযোগী হবে। খুব খারাপ ধরনের সোরথ্রোটে রোগীকে শুয়ে থাকা অবস্থায় প্রায়ই লালা স্রাবে তার গলা আট্‌কে যায় ও কাশি দেখা দেয় এবং অতি কষ্টে জিহ্বা বের করার চেষ্টা ও লালাটা বের করবার চেষ্টা করতে দেখা যায়। অনেক সময় জিহ্বার গোড়ার দিকটাতে এত বেশী ব্যথা থাকে যে রোগী তার জিহ্বা ও লালা বার করতে খুব কষ্টবোধ করে এবং অতিকষ্টে শক্ত, ঘন ও সুতো বা দড়ির মত লম্বাটে লালা বের করে ফেলে। এইরূপ লক্ষণসহ সোরথ্রোট গলার বাম দিকে অথবা প্রথমে বাম দিকে শুরু হয়ে পরে ডানদিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা গেলে, আর কোন প্রশ্ন না করেই নিশ্চিতভাবে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করা যায়। জিহ্বায় প্রদাহজনিত সাধারণ ক্ষত এবং ক্যান্সারের মত ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, ম্যালিগন্যান্ট ধরনের মামড়ীযুক্ত ক্ষত সৃষ্টি করার একটা প্রবণতা ল্যাকেসিসে থাকতে দেখা যায় যেটা অনেকটা এপিথেলিওমার মত। অনেক ক্ষেত্রেই এপিথেলিওমা ল্যাকেসিসের সাহায্যে সারানো গেছে। লিউপাসেও ল্যাকেসিসকে খুব ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে। সিফিলিসজনিত সোরথ্রোট ; গলায় সিফিলিসজনিত ক্ষত ; টন্সিল, জিহ্বা, মুখের টাকরা প্রভৃতি অংশে ক্ষত ও

সেই সঙ্গে প্রচুর সুতোর মত লালা স্রাব হতে দেখা গেলে ল্যাকেসিস ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

ল্যারিংক্স-এর মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্যের দলা বা 'বোলাস' সেখানে গিয়ে আটকে থাকে ফলে সেটা নিচে নামিয়ে দেবার জন্য খুব কষ্টকর প্রচেষ্টায় ঢোক গেলা ও সেই সঙ্গে গলায় আটকে গিয়ে কাশি ও বুকের আক্ষেপযুক্ত ক্রিয়ায় খুববেশী শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়; প্রায়ই এ ধরনের উপসর্গ ডিপথেরিয়ার সঙ্গে দেখা যায়। অনেক চিকিৎসক ঐরূপ অবস্থায় ল্যাকেসিসের উঁচু শক্তি ব্যবহারের বদলে খুব নিচু শক্তি বেশী মাত্রায় ব্যবহার করে থাকেন এবং তার ফলে ডিপথেরিয়া সেরে গেলেও তার বিষক্রিয়ায় পোস্ট ডিপথেরেটিক প্যারালিসিসের মতই পক্ষাঘাত সৃষ্টি হয় এবং সেটা হয়ত রোগীর সারাজীবন ধরেই থেকে যাবে। প্রতিবছর বসন্তকালে ল্যাকেসিসের উপসর্গ বেড়ে উঠতে দেখা যায়, বিশেষভাবে যে সব রোগীর মধ্যে ল্যাকেসিস বেশী মাত্রায় ব্যবহারে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তাদের সব উপসর্গ বসন্তকালে বেড়ে ওঠে।

সোরথোটে উপসর্গ বামদিকে প্রথমে শুরু হয়ে পরে ডানদিকে ছড়িয়ে পড়া লক্ষণ ছাড়াও গলায় ও ঘাড়ে একটা পূর্ণতাবোধ, শ্বাসক্রিয়ায় কষ্টবোধ, মুখমণ্ডলে ফেকাশে অথবা প্লেথরিক চেহারা সৃষ্টি হওয়া, ঘুমোতে গেলে চোকিং বা দম আটকাবোধ, বিশেষ ধরনের লালা নিঃসরণ এবং উষ্ণ পানীয় গ্রহণে গলার সব উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। উষ্ণ পানীয় গ্রহণে সব সময় হয়ত বেদনাটা বাড়ে না কিন্তু রোগীর পক্ষে উষ্ণ পানীয় গিলতে কষ্টবোধ হতে দেখা যায়। উষ্ণ পানীয় গিলতে গেলে অনেক সময়ই চোকিং দেখা দেয় এবং হয়ত এক ঢোক গরম চা পানের পরেই রোগীকে দম আটকে যাবার মত অবস্থায় গলা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরতে দেখা যাবে; এই কারণে রোগী কোন উষ্ণ পানীয়ই নিতে চায় না, কোন কোন ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা পানীয়তে কিছুটা আরাম পেতেও দেখা যায়। শ্বাসকষ্ট ও গলার উপসর্গ উষ্ণ কোন কিছু গ্রহণেই বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। **লাইকোপোডিয়ামের** 'সোরথোট'-এ কোন কোন ক্ষেত্রে উষ্ণতায় কিছুটা আরামবোধ হতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আবার রোগী শীতল পানীয় চায় এবং শীতলতায় তার গলার উপসর্গে আরামবোধ হতেও দেখা যায়।

ল্যাকেসিসের অ্যাকিউট উপসর্গে অনেক ক্ষেত্রেই উষ্ণ পানীয় গ্রহণের পরে পাকস্থলীতে কষ্টবোধ, গা-বমিভাব ও দমআটকাবোধ, গলা আটকে থাকার মত বা চোকিংবোধ বেড়ে যাওয়া, প্যালপিটেশন, মাথায় পূর্ণতাবোধ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। অপরপক্ষে ল্যাকেসিসের ক্রনিক উপসর্গে যেসব ক্ষেত্রে হয়ত বেশ কয়েক বছর আগে ল্যাকেসিসের বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল সেই সব ক্ষেত্রে শীতল জলপানের পরে অথবা শীতল পানীয় গ্রহণের পরে গা-বমিভাব ও বমি হয়ে যেতে দেখা যায়। শীতল পানীয় গ্রহণের পরে শুয়ে পড়লেই গা-বমি ভাব দেখা দেয়, এ ধরনের লক্ষণ ল্যাকেসিসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যারা দীর্ঘদিন পূর্বে প্রভার হিসাকে

ল্যাকেসিস গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ পাওয়া গেছে। ল্যাকেসিসের অনেক লক্ষণ বেশ কয়েক বছর পরেও সৃষ্টি হতে বা প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

ল্যাকেসিসে গলায় ক্ষত, অ্যাপথাস প্যাচ্, লাল ও ধূসর রঙের ও গভীর ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মিউকাস মেমব্রেনের ধারের অংশে ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতা ল্যাকেসিসের একটা বিশেষত্ব। ত্বকে যে অংশে রক্তচলাচলে দুর্বলতা থাকে সেখানেও ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঢোক গিলতে গেলে গলায় বেদনাবোধ কিন্তু খাদ্যের দলার চাপে, বিশেষতঃ প্রদাহে আক্রান্ত টনসিলের উপরে খাদ্যের দলাটা গেলার সময় যে চাপ পড়ে তাতে রোগীর গলার বেদনা কম হয়। ঢোক গিলতে গেলে সর্বদাই চোকিং ও গ্যাগিং অর্থাৎ গলা ও মুখ বন্ধ হয়ে যাবার মত বোধ দেখা দেয়। কাশিটাও চোকিং ধরনের হয় এবং তাতে গলা সুড় সুড় করতে থাকে। এই কাশিটা অনেকটা **বেলেডোনার** মত। **বেলেডোনা** ল্যাকেসিসের কাশির অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করে এবং দুটি ওষুধের কাশি এমন একই ধরনের হয় যে দুটিকে শুধু কাশির লক্ষণ দেখে কারো পক্ষেই আলাদা করে চেনা বা বোঝা সম্ভব নয়। আবার ল্যাকেসিসের ক্ষেত্রে গলার ভিতরটা খুববেশী শুকনো থাকে কিন্তু সেই শুষ্কতার সঙ্গে পিপাসাবোধ থাকে না, বরং জলের প্রতি বিরূপতা থাকতে দেখা যায়। বার বার ঢোক গেলার ইচ্ছা বা প্রবণতা দেখা গেলেও ঢোক গিলতে গেলেই বেদনা বোধ হয়। শক্ত খাদ্য গেলার তুলনায় শুধু শুধু ঢোক গেলাতে কষ্ট বেশী বোধ হতে দেখা যায়। অনেক হার্টের রোগীর তাদের গলায় সংকোচনবোধ এবং উষ্ণ পানীয় বা খাদ্য গিলতে গেলে গলা আট্‌কে যাবার মত বোধ, কোন কোন ক্ষেত্রে উষ্ণ ঘরে ঢুকলেও চোকিং এবং প্যালপিটেশন শুরু হতে দেখা যায়। বার বার সোরথ্রোট সৃষ্টি হবার অথবা ক্রনিক সোরথ্রোট ও ক্ষত সৃষ্টি হবার একটা প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। তরল পানীয় গেলা অনেকটা শুধু শুধু ঢোক গেলার মত বেদনাদায়ক হয়ে থাকে এবং সে তুলনায় শক্ত খাদ্যের দলা সোরথ্রোটে আক্রান্ত অংশে চাপ সৃষ্টি করলেও ততটা বেদনাদায়ক হয় না. তার কারণ তরল পানীয় ও শুধু ঢোক গেলায় গলার ভিতরে সামান্য স্পর্শের মত অনুভূতি হয় বলে বেদনাও বেশী বোধ হয়। সামান্য স্পর্শ বা মৃদু চাপে গলায় বেশী কষ্টবোধের জন্য রোগী গলায় 'কলার' ব্যবহার করতে পারে না। সোরথ্রোটের সঙ্গে গলা ও ঘাড়ের মাংসপেশী ও গ্ল্যান্ডগুলি প্রদাহে আক্রান্ত, স্ফীত ও বেদনাদায়ক হয়ে পড়ে ও খুব স্পর্শকাতর হয়। সোরথ্রোটের সঙ্গে প্রায়ই মস্তিষ্কের নিচের বা 'বেস' অংশে এবং মাথার পিছনে বেদনা থাকতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে ঘাড়ের পিছনের অংশের মাংসপেশীতে মৃদুচাপেই বেদনাবোধ সৃষ্টি হয় এবং সেই বেদনা চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় কম থাকতে এবং যে কোন একদিকে পাশ ফিরে শোয়া অবস্থায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। গলার ভিতরটা বেগুনী ও ছিট্‌ছিট্ দাগযুক্ত থাকতে দেখা যায়। এইসব ধরনের লক্ষণ, প্রচুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লালা নিঃসরণসহ ডিপথেরিয়া যেখানে প্রথমে

বাম দিকে শুরু হয়ে পরে ডানদিকে ছড়িয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে, মেমব্রেনটা ছোটই থাক আর বড়ই থাক, ল্যাকেসিস ফলপ্রদ হবে। টনসিলাইটিসের সঙ্গে টনসিলে পেকে যাওয়া বা পুঁজ সৃষ্টি হবার মত অবস্থাসহ যখন প্রথমে বাম টনসিল আক্রান্ত হয়ে তার এক বা দু'দিন পরে ডান টনসিলও আক্রান্ত হয়, প্রদাহে ফুলে ওঠে এবং দুটিতেই পেকে ওঠার মত লক্ষণ সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রেও এই ওষুধটি কার্যকরী হবে। গলার ভিতরে ডিপথেরিয়ার মত চেহারা এবং বাম দিক থেকে ডানদিকে আক্রমণটা ছড়িয়ে পড়া, ফ্যারিংক্স-এ সকালের দিকে ঘন ও গাঢ়, সাদাটে ও দড়ির মত শ্লেষ্মা জমে থাকা ও সকালে গলা খাঁকারি দিয়ে সেই শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে বাধ্য হওয়া লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

পেট বায়ু বা গ্যাসে ফুলে থাকে। টাইফয়েডে পেটে টিম্প্যানাইটিসের মত অবস্থা ও পেটে খুব গড় গড় শব্দ থাকা, কোমরে কাপড়ের স্পর্শে অসহ্যবোধ ; অন্ত্র, ওভারী, জরায়ু প্রভৃতির প্রদাহে পেটের গভীরে বেদনা খুব জোরে চাপ না দিলে বোঝা যায় না, কিন্তু সামান্য স্পর্শেই ত্বকে বেদনাবোধ থাকতে দেখা যাবে। প্রসব বেদনার মত ব্যথা, ঋতুস্রাবের সময় কলিক বেদনা প্রভৃতি টাইফয়েড জ্বরে, পিওরপেরাল ফিভারে, ম্যালিগন্যাণ্ট ধরনের স্কারলেট জ্বরেয় সঙ্গে অথবা জাইমোটিক ধরনের বিরামহীন জ্বরের সঙ্গে ঐ ধরনের লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

ল্যাকেসিসে নানাধরনের যকৃৎ সংক্রান্ত গোলযোগ ও জণ্ডিস ; যকৃতে রক্তাধিক্য, প্রদাহ হয়ে লিভার বড় হয়ে ওঠা ও 'নাটমেগ' লিভার প্রভৃতি অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। লিভারে ছুরি দিয়ে কেটে দেবার মত ব্যথাবোধ, পিত্ত-বমি হওয়া এবং কোন কিছু খেলে তা সবই বমি হয়ে উঠে যাওয়া, খুববেশী গা-গোলানো ; জণ্ডিসের সঙ্গে সব সময়ই গা বমিভাব থাকা, মল সাদাটে হওয়া, পিত্তথলীর পাথরী প্রভৃতি অবস্থা এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। রোগী হাইপোকণ্ড্রিয়া অঞ্চলে কোনরূপ চাপ সহ্য করতে পারে না। ক্রনিক অবস্থা পেটের ত্বকে এত বেশী অনুভূতিপ্রবণতা থাকে যে কোমরে কাপড়ের বাঁধন বা কোনরূপ সামান্য চাপও সহ্য হয় না, সামান্য চাপ বা কাপড়ে ঘষাতেই বেদনাবোধ হতে দেখা যায়, খুববেশী অস্থিরতা ও অস্বস্তিবোধের জন্য রোগী ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তলপেটে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা থাকায় পরে থাকা কাপড়ের স্পর্শও অসহ্য বোধ হয়।

মাসিক ঋতুস্রাবেও ল্যাকেসিস যে খুব কার্যকরী হতে পারে সে কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। ক্লিমেকটারিক বা ঋতুবন্ধের বয়সের নানা গোলযোগেও ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। ক্লিমেকটারিক অবস্থায় অনেক মহিলার মধ্যেই মুখায় উত্তাপের ঝলকানি ও অধিক রক্ত চলাচলের মত বোধ এবং রক্ত চলাচলে নানাবিধ গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায় ; ঐ সময়ে এবং ঋতুস্রাবের সময় মাথাধরা ও অন্যান্য নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। ঋতুস্রাবের সময়ও ল্যাকেসিসের রোগীর নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয় ; তীব্র ধরনের মাথাধরা, মাথার ভারটেক্স অংশে

কিছু ঢুকিয়ে গর্ত করার মত বেদনা, গা-বমিভাব ও বমি হওয়া প্রভৃতি ঋতুস্রাবকালে থাকতে দেখা যেতে পারে।

ঋতুস্রাব অথবা যে কোন ধরনের রক্তস্রাব বা রক্তপাতে কালচে রক্ত বেরোয়। বাম ওভারী অঞ্চলে অথবা বাম দিক থেকে ডান দিকে যাওয়া বেদনা দেখা দিতে পারে। যে কোন একটি অথবা দুটি ওভারীই শক্ত ও বড় হয়ে ওঠা বা 'ইনডিউরেশন' সৃষ্টি হতে পারে। ওভারীতে পুঁজ হওয়া বা পেকে যাওয়া অবস্থা এই ওষুধে সারানো যায়। জরায়ু অঞ্চল খুব স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে, কাপড়ের স্পর্শও সেখানে সহ্য হয় না; জরায়ু ও ওভারীর প্রদাহজনিত অবস্থা বাম দিকে অথবা বাম দিক থেকে ডানদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। পেলভিস অংশের বেদনা উপর দিকে বুক পর্যন্ত উঠে আসতে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঢেউয়ের মত একটা বেদনা উপরের দিকে উঠে আসতে এবং তার ফলে গলায় একটা শক্ত করে চেপে ধরার মত বোধ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রসব বেদনা ঢেউয়ের মত উপর দিকে ছড়িয়ে যায় ও গলার দুই হাতে চেপে ধরার মত বোধ হতে থাকে, অথবা হঠাৎ প্রসব বেদনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে গলা জোরে চেপে ধরার মত বোধ হতে পারে। ঋতুস্রাবের সময় তীব্র বেদনা, স্রাব শুরু হলে তবেই কমে যেতে দেখা যায়। ঋতুস্রাবের আগে ও পরে বেশী কষ্টবোধ এবং ঋতুস্রাব চলাকালে উপসর্গ কমে যেতে দেখা যায়। ঋতুস্রাব হঠাৎ একদিনের জন্য বন্ধ থেকে আবার শুরু হওয়া এবং বন্ধ থাকা সময়ে মাথাধরা ও বেদনা বেশী হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। মেনোরেজিয়ার সঙ্গে রাত্রিতে শীতভাব এবং দিনের বেলা উত্তাপের ঝলকানির মত বোধ হতে দেখা যায়। যে কোন ধরনের স্রাব শুরু হলেই ল্যাকেসিসের রোগীকে আরামবোধ করতে ও উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়। ঋতুস্রাব হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে বাম ওভারী অঞ্চলে তীব্র বেদনা ও বমি এবং গলায় আটকাবোধ পর্যায়ক্রমে একটির পর অন্যটি আসতে দেখা যায়।

'মেনোপজ' অবস্থায় উত্তাপের ঝলকানিবোধ, জরায়ু থেকে অধিক রক্তস্রাব, মূর্চ্ছাভাব, উষ্ণ ঘরে দম আটকাবোধ, রক্ত চলাচলে তীব্রতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নানা গোলযোগ, পায়ের শিরায় প্রদাহ সৃষ্টি, 'ভেরিকোজ ভেইন' এ নীল বা বেগুনী রঙ থাকা, শিরার গতিপথ বরাবর খুববেশী স্পর্শকাতরতা ও জোরে চাপ দিলে আরামবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়।

ল্যাকেসিস ওষুধটির বিষয়ে বিশদভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে এখানে ওষুধটির প্রধান প্রধান উপসর্গগুলির কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

লরোসিরেসাস
(Laurocerasus)

ধাতুগত অনেক লক্ষণই ক্ষীণভাবে রক্ত চলাচল ও দুর্বল হার্টের অবস্থাকে সূচিত করে। সেই সব লক্ষণের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে এই যে সারা দেহে খুববেশী শীতলতা যেটা বাইরে থেকে উষ্ণতা প্রয়োগে কমানো যায় না। এটা যেন অনেকটা

একজন কৃত লোকের দেহ উষ্ণ কাপড়ে জড়িয়ে রাখার মত। তবুও ঐ রোগী যদি গরম স্টোভ বা জ্বলন্ত উনানের কাছে যায় তা হলেই তার গা-বমিভাব দেখা দেয়। উষ্ণ ঘরে থাকলে তার কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয়, কিন্তু রোগী যদি খোলা হাওয়ায় আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় তা হলে তার ঘাম বন্ধ হয়ে গিয়ে কপাল আবার উষ্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়। রোগীর দেহে প্রয়োজনীয় উত্তাপের একান্তই অভাব থাকে; দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিরও অভাব থাকতে দেখা যায়। ধাতুগত ওষুধগুলি প্যালিয়েটিভ হিসাবে যেন অল্প সময়ের জন্যই তার দেহে কাজ করে অথবা রোগ লক্ষণগুলি সাময়িকভাবে যেন চলে যায়, রোগীর দেহে যেন বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয় না। হার্ট ফেইলিওরের ক্ষেত্রে যেখানে **ডিজিট্যালিস** অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারের কুফল দেখা দেয় অথবা অসুস্থতা যখন ধীরে ধীরে চলে গিয়ে 'কনভালেসেন্স' শুরু হয় তখন যদি রোগীর হার্ট দুর্বল, ত্বক শীতল কিন্তু বাইরে থেকে উষ্ণতা সহ্য না হওয়া লক্ষণ থাকে তা হলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। এই ওষুধটিকে **ক্যাম্ফর, অ্যামন কার্ব** এবং **সিকোলির** সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটা দীর্ঘস্থায়ী মূর্চ্ছার আক্রমণ, হাত-পায়ে মৃদু সংকোচন, শ্বাস গ্রহণের জন্য খুব কষ্টকর চেষ্টা বা 'গ্যাসপিং' প্রভৃতি দেখা যায়। খুববেশী শোক বা ভয় পাবার পরে উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিবার উত্তেজিত হয়ে পড়লেই 'কোরিয়া' দেখা দেয়। দীর্ঘ ও গাঢ় নিদ্রার সঙ্গে খুব নাক ডাকা, শ্বাসকষ্টের আক্রমণ দেখা দিলেই শুয়ে পড়তে বাধ্য হওয়া (**সোরিনাম**) কিন্তু শুয়ে পড়লেই শুকনো, খক্‌খকে কাশি আরম্ভ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ এই ওষুধটিতে দেখা যেতে পারে।

দেহ ও মনে সর্বত্রই দুর্বলতা, মূর্চ্ছাভাব, নড়াচড়া করতে না পারা, সবকিছুতেই বিপদের আশংকা করা প্রভৃতি দেখা যায়।

খোলা হাওয়ায় গেলে রোগীর মাথাঘোরা দেখা দেয় এবং সে শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়। উষ্ণ ঘরে কপালে শীতলতা দেখা দেয় কিন্তু খোলা হাওয়ায় গেলে সেটা কমে যায়। মাথায় হতবুদ্ধিকর বেদনা ও পালসেশনবোধ, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, কিছু সময়ের ব্যবধানে ফ্রন্টাল অস্থিতে একটা কামড়ানো ব্যথা, নিচের দিকে ঝুঁকলেই যেন মস্তিষ্ক সামনের দিকে পড়ে যাবে বলে বোধ হওয়া, মস্তিষ্কে টেনশন্‌বোধ, কোন কোন ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণের পরে মাথাধরা কমে যাওয়া, মাথার স্ক্যাল্প অংশে চুলকানিবোধ ইত্যাদি থাকতে দেখা যায়।

চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, চোখের সামনে যেন একটা পর্দা পড়ে রয়েছে এরূপ বোধ, সব জিনিস চোখে বড় দেখা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

মুখমণ্ডল নীল, শুকিয়ে বসে যাওয়া বা ফোলা ফোলা, ভাবলেশহীন, জণ্ডিসে আক্রান্ত, হলদে দাগযুক্ত থাকতে দেখা যায়। কোন উদ্ভেদ না থাকলেও মুখমণ্ডলে চুলকানিবোধ বা ফরমিকেশন, চোয়াল আটকে যাওয়া বা লক-জ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে।

মুখ ও জিহ্বা শুকনো থাকে। জিহ্বা শুকনো, ঠাণ্ডা এবং অসাড় শক্ত বা আড়ষ্ট এবং স্ফীত থাকতে দেখা যেতে পারে।

গলার ভিতরে ও ঈসোফেগাসে আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ঘটা, পানীয় ঈসোফেগাস হয়ে নিচে নামার সময় বা অন্ত্রেও গড়গড় শব্দ হতে শোনা যায়।

খাদ্য গ্রহণের পরে পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ (**ডিজিট্যালিস**), মনে হয় যেন তখনো রোগী ক্ষুধার্ত রয়েছে। প্রবল পিপাসা, খাদ্যের প্রতি বিরূপতা, উষ্ণ স্টোভের কাছে গেলেই গা গুলিয়ে ওঠা, কাশির সঙ্গে ভুক্তদ্রব্য বমি হয়ে যাওয়া, উদ্গারে বাদামের মত স্বাদ থাকা প্রভৃতি থাকতে পারে। পাকস্থলীতে তীব্র বেদনার সঙ্গে ত্বক শীতল থাকা, পাকস্থলী ও পেটে শীতলতাবোধ, পাকস্থলীতে খিঁচুনি ধরার মত সংকোচনবোধ এবং পেটে কেটে ফেলার মত ব্যথা, লিভারে অ্যাবসেস সৃষ্টি হচ্ছে সেইরূপ বেদনা, লিভারে চাপ দিলে সূচ ফোটানোর মত বেদনাবোধ, অন্ত্রে গড়গড় শব্দ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

ডায়রিয়াতে সবুজ মিউকাস এবং সবুজ রঙের জলের মত মল নির্গমন ও টেনেসমাস থাকা; কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে মলত্যাগে কষ্টবোধ প্রভৃতি দেখা যায়। শিশু কলেরায় সবুজ জলের মত মল, পানীয় গড়গড় ঈসোফেগাস হয়ে নামা, সারা দেহে শীতলতা, নীলচে হয়ে পড়া ও মাঝে মাঝে মূর্চ্ছার আক্রমণ ঘটতে দেখা গেলে সেই শিশু কলেরা এই ওষুধে সারানো যায়।

প্রস্রাব সংক্রান্ত সব যন্ত্রাদিতেই পক্ষাঘাতের মত অবস্থা, প্রস্রাব আটকে থাকা অথবা দমিত থাকা অথবা খুব ক্ষীণ ধারায় প্রস্রাব পড়া, অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া; প্রস্রাব ত্যাগের সময় পাকস্থলীতে বেদনা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাবের এইসব উপসর্গের সঙ্গে কখনো কখনো প্যালপিটেশন, দম আটকাবোধ এবং মূর্চ্ছার আক্রমণ ঘটা অথবা হার্টের অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিলে লরোসিরেসাসের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

ঋতুস্রাব খুব কম সময়ের ব্যবধানে, প্রচুর পরিমাণে পাতলা স্রাব হতে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে রাত্রিকালে ভারটেক্স-এ ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা থাকতেও দেখা যায়। জরায়ুর রক্তস্রাবে কালচে ও জমাট বাঁধা রক্তের দলা ঋতুবন্ধ হবার সময়ে বিশেষভাবে থাকতে দেখা যায়। ঋতুস্রাব কালে মূর্চ্ছাভাব ও দেহে শীতলতা দেখা দেয়, সেক্রাম অংশে বেদনাও দেখা দিতে পারে।

যে সব হার্টের রোগী প্রায়ই ল্যারিংক্স-এ সংকুচিত হয়ে পড়ার মত বোধে কষ্ট পায় তাদের কষ্ট লাঘবে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। "লেরিনজিসমাস্ স্ট্রাইডুলাস" এই ওষুধে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

শ্বাসপ্রক্রিয়ায় কষ্টবোধ, দম আটকা ও বুকে চাপবোধ; হার্টের উপসর্গে দম বন্ধ হয়ে যাবার মত বোধ বা গ্যাস্পিং, শ্বাসগ্রহণের জন্য আকুলি-বিকুলি করা অবস্থায় শুয়ে পড়লে আরামবোধ হওয়া; হার্টে দুইহাতে জোরে চেপে ধরার মত

বোধ ও প্যালপিটেশন দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই "মাইট্রাল রিগারজিটেসন" এই ওষুধে সারানো গেছে।

ছোট ছোট শুকনো, খুক্‌খুক্‌ করা স্নায়বিক ধরনের কাশি, হার্টজনিত কাশি, ছোট শিশুদের হুপিং কাশির সঙ্গে ত্বক নীল ও ঠাণ্ডা হয়ে পড়া, ল্যারিংক্স-এ স্প্যাজম সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে হার্টের দুর্বলতা থাকলে এই ওষুধ কার্যকরী হতে পারে। বুকের বিভিন্ন লক্ষণের সঙ্গে পক্ষাঘাতের মত লক্ষণও থাকতে দেখা যেতে পারে।

হার্টের অনিয়মিত ক্রিয়া, পালস খুব ধীর গতি অথবা হার্টের স্পন্দন থির থির করে দ্রুত কেঁপে চলার মত অবস্থা বা 'ফ্লাটারিং', উঠে বসলে গ্যাসপিং বা খাবি খাবার মত শ্বাসকষ্ট হওয়া এবং শুয়ে পড়লে বুকের চাপবোধ কমে যাওয়া লক্ষণ থাকতে পারে। নাড়ী ক্ষীণ হয়ে পড়ে, দেহ ঠাণ্ডা ও নীল হয়ে পড়ে, মুখ ও হাত-পায়ের মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন দেখা দেয়। সামান্য পরিশ্রমেই সব লক্ষণ ও উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। জন্মের সময় শিশুর সায়ানোসিস দেখা দিলে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। শ্বাস গ্রহণে বুকের ভিতরে জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়।

হাতের শিরাগুলি ফুলে মোটা হয়ে থাকতে দেখা যায়। পা ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও ভেজা ভেজা থাকে। হাত-পায়ে বেদনাহীন পক্ষাঘাত, হুল বেঁধানো এবং ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, পা আড়াআড়ি করে পায়ের উপরে পা রেখে শুলে পায়ের পাতায় অসাড়তা দেখা দেয়।

লিডাম পলাসটার

(Ledum Palustre)

ল্যাকেসিসের পরে এই ওষুধটির বিষয়ে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত কারণ এই ওষুধটির প্যাথোজেনেসিস অর্থাৎ দেহের ভিতরে অসুস্থতার জন্য যে সব আঙ্গিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে **ল্যাকেসিসের** অনেকটাই সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধটিতেও মুখমণ্ডলে বিভিন্ন রঙের ফুটফুট দাগ ও ফোলাভাব দেখতে পাওয়া যায়। ওষুধটি **ল্যাকেসিসের** পোকামাকড়ের বিষ, **এপিস**-এর বিষজনিত কুফল এবং অন্যান্য প্রাণিজ বিষের অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করে থাকে।

লিডাম সার্জনদের একটি প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং আঘাতজনিত অবস্থায় এই ওষুধটি **আর্নিকা ও হাইপেরিকামের** সঙ্গে তুলনীয়। পায়ে কিছু ফুটে গর্ত হয়ে গেলে, সুচ, কাঁটা-পেরেক বিঁধে গিয়ে গর্ত হয়ে গেলে বা ঐ ধরনের 'উণ্ড' বা আঘাত সৃষ্টি হয়, যেখানে আহত স্থান থেকে রক্ত বেশী বেরোয় না কিন্তু আঘাত লাগার পরে খুব বেদনা, ফুলে যাওয়া ও শীতল হয়ে পড়া লক্ষণে লিডাম কার্যকরী হয়ে থাকে। পায়ের তলায় বা গোড়ালীতে কাঁটা বা পেরেক বিঁধে যাওয়া, হাত বা হাতের তালুতে কাঁটা, পেরেক বা সূক্ষ্ম ও ধারালো কোন একটা টুকরো বা

স্প্লিন্টার ঢুকে গেলে বা নখের মধ্যেও অনুরূপ কিছু বিঁধে গেলে যে গর্তের মত সৃষ্টি হয় সেখানে প্রথমে শীতলতা এবং তার পরে ফেকাশেভাব, পক্ষাঘাতের মত অসাড় ও ফুট্‌ফুট্‌ দাগযুক্ত হয়ে তা হলে লিডামের কথা ভাবতে হবে। ঘোড়ার খুরে অনেক সময় পেরেক গেঁথে যায় এবং 'কফিন বোন'-এ আঘাত করে। ফলে টিটেনাস হয়ে ঘোড়াটির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ঐরূপ অবস্থায় ঘোড়াটির মুখের মধ্যে একডোজ লিডাম প্রয়োগে ঘোড়াটিকে সম্পূর্ণ ভাবে বিপদমুক্ত করে তোলা যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও ওষুধটি একইভাবে সফল হয়ে থাকে, ওষুধটি টিটেনাস প্রতিরোধ করতে পারে।

হাত, হাতের তালু বা পায়ের তলায় গর্ত হয়ে যাওয়া আঘাতের জন্য টিটেনাস হলে **হাইপেরিকাম** প্রয়োগ করতে হয় আর টিটেনাস প্রতিরোধ করবার জন্য ঐ ধরনের আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে লিডাম প্রয়োগ করতে হয়। যদি আঙ্গুলের নখ ছিঁড়ে যায় অথবা আঙ্গুলের ডগা প্রভৃতির মত খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ অংশে আঘাত লেগে ছিঁড়ে বা থেঁতলে যায় সেক্ষেত্রে **হাইপেরিকামই** উপযুক্ত ওষুধ। কোন একটা জায়গা ছড়ে গেলে এবং রোগী যদি দেহের সর্বত্রই ছড়ে যাবার বা থেঁতলে যাবার মত ব্যথা বোধ করে তা হলে আঘাতটা যত ছোট বা যত বড়ই হোক না কেন সেক্ষেত্রে **আর্নিকা** প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাবে। একথা বলা যায় যে আঘাতে যদি গভীর গর্তের মত অর্থাৎ পাংকচার সৃষ্টি হয় তা হলে লিডাম ; থেঁতলে যাওয়া আঘাতে খুব অনুভূতিপ্রবণ স্নায়ুতে আঘাত লাগলে **হাইপেরিকাম** ; ছড়ে যাওয়া বা থেঁতলে যাওয়া আঘাতে **আর্নিকা**. সাধারণ কাটা-ছেঁড়া আঘাতের জন্য **ক্যালেন্ডুলা** উপযোগী। বাইরে থেকে যে সব আঘাত লাগে তার চিকিৎসাও প্রধানত বাইরে ওষুধ ব্যবহার করে করতে হয়। বাইরে থেকে আঘাত লেগে কাটা-ছেঁড়ায় **ক্যালেন্ডুলা** এক্সটারন্যাল সলিউশন বাইরে থেকে ব্যবহারে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়, কারণ ঐ বাইরের আঘাতে দেহের অভ্যন্তরে খুব একটা পরিবর্তন সৃষ্টি হতে দেখা যায় না ; কাজেই অপারেশন প্রভৃতিতে ছুরি, কাঁচির সাহায্যে যে অংশ ছেদন করা হয় সেসব ক্ষেত্রেও বাইরের আহত স্থানে **ক্যালেণ্ডুলা** ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তবে আঘাতে যখন দেহের অভ্যন্তরে উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা দেয় তখন রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো দরকার হয়, সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাইরে থেকে ওষুধ লাগালে সুফল পাওয়া যাবে না। প্রয়োজনে একই ওষুধ খাওয়ানো এবং বাইরে লাগানো যেতে পারে। বাইরে কাটা-ছেঁড়া বা খোলা মুখ যুক্ত আঘাত থাকলে সেখানে ভালভাবে পরিষ্কার করে ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজ করে রাখা প্রয়োজন এবং ড্রেসিংএ **ক্যালেণ্ডুলার** মত সহজ ও কার্যকরী ওষুধ আর নেই। **ক্যালেন্ডুলা** প্রয়োগে আহতস্থানে দ্রুত গ্রানুলেসন হয়ে শুকিয়ে বা সেরে আসতে দেখা যায়, এবং তাতে কোনরূপ দৈহিক বা ধাতুগত উপসর্গও সৃষ্টি হয় না। কেটে দুফাঁক হয়ে থাকা স্থানের দুটি মুখ একত্রে এনে শক্ত করে বেঁধে রাখলে ঐ আহত স্থান সহজেই জুড়ে যায়। তবে যদি ঐভাবে বেঁধে রেখেও আহত স্থান জুড়ে না যায় তা হলে বুঝতে হবে যে রোগীর দেহে ধাতুগত কোন

বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য সেটা সারাবার জন্য উপযুক্ত ওষুধ খুঁজে বার করতে হবে এবং ঐ অবস্থায় স্থানিকভাবে বা বাইরে থেকে ওষুধ লাগানো বন্ধ রাখতে হবে। পূর্ব বর্ণিত ওষুধগুলির মধ্যে একটি না একটি সেক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

লিডামের রোগীকে প্রায়ই ধাতুগত ভাবে শীতল থাকতে দেখা যায়। স্পর্শে শীতলতা; দেহ, হাত-পা সর্বত্রই শীতল থাকে কিন্তু মাথাটি উত্তপ্ত থাকতে দেখা যায়; আবার আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা—রোগীর দেহের মাথাসহ সর্বত্রই খুববেশী উত্তপ্ত থাকতে দেখতে পেতে পারি। দেহের সর্বত্রই থ্রবিং ও পালসেটিং অনুভূতি থাকে; ত্বক বেগুনী অথবা খুববেশী গাঢ় রঙের হয়ে পড়ে, রোগী রাত্রিতে তার গায়ের সব ঢাকা বা আচ্ছাদন অথবা কাপড়-চোপড় খুলে বা সরিয়ে দিতে চায়। লিডামের রোগিণী মাথাধরা দেখা দিলে মাথাটা ঠান্ডা হাওয়ায় বের করে রাখতে, জানালার বাইরে বের করে রাখতে চায় এবং মাথায় কোনরূপ ঢাকা রাখতে চাইবে না; খুব ঠান্ডা জলে মাথা ধুয়ে ফেললে আরামবোধ করে।

লিডামের রোগীর হাত, পা, ও মুখমন্ডলে একটা ফোলাভাব থাকে; ড্রপসির কোন কোন অবস্থায় তার হাঁটু থেকে নিচের দিকে ফোলা ভাবের সঙ্গে ত্বকে বেগুনী ও ফুটফুট দাগ এবং তীব্র ও অসহ্য বেদনা থাকতে দেখা যায়। বরফ ঠান্ডা জলে পা-ডুবিয়ে বসে থাকলে তখনই কেবল রোগী কিছুটা আরাম পায়। দীর্ঘদিন ধরে সিফিলিসে ভুগছে এমন এক রোগীকে লেখক দেখেছিলেন, সিফিলিসে তার নাকের হাড় নষ্ট হয়ে নাকটা একেবারেই বসে গিয়েছিল; সে আবার খুব মদাপও ছিল; মদ খেয়ে বাড়ীর লোকেদের খুব গালাগাল করত। কোন কাজই সে করতে চাইত না; সব উৎসাহ, উদ্দীপনাই সে হারিয়ে ফেলে ঘরে বসে থাকত এবং স্ত্রীর উপরে সব কিছুতেই নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকত। তার পা হাঁটুর নিচে থেকে সবটা খুব ফুলে থাকায় তার পক্ষে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হ'ত না, অন্যান্য দিক থেকে সে ভবঘুরের মতই থাকত। তার পায়ে তীব্র বেদনায় সে এক বালতি জলে পা হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকত এবং সেই বালতির মধ্যে বরফের টুকরো রাখত। সেই বরফের টুকরো যখন তার পায়ের ত্বক স্পর্শ করত তখন সে খুব আরামবোধ করত, বরফ গলে গেলে সে আবার বালতির মধ্যে বরফের টুকরো ছেড়ে দিত। এই রোগীকে লিডাম প্রয়োগের ফলে আর তাকে বরফজলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে হয়নি. তার পায়ের বেগুনী রঙও চলে যায়, পায়ের ফোলা ধীরে ধীরে কমে আসে এবং মদ্যপান করাও সে ছেড়ে দেয়। লিডামে তার সিফিলিসজনিত গোলযোগও সেরে যায় এবং তাকে আর পূর্বের কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফিরে যেতে হয়নি। **পালসেটিলা** এবং লিডাম এই দুটি ওষুধেই প্রধানত পা খুব ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখতে চাওয়া দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ ব্যক্তির পক্ষে লিডামই উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল।

দেহের কোথাও প্রদাহ সৃষ্টি হলে লিডামের রোগীর সেই প্রদাহে আক্রান্ত স্থান থেকে রক্তপাত ঘটার প্রবণতা থাকতে দেখা যাবে এবং সেই রক্ত কালচে থাকে।

লিডামের রোগী বেশ স্বাস্থ্যবান, প্লেথরিক এবং 'ফুল ব্লাডেড' ধরনের হয়ে থাকে। এইসব প্লেথরিক ধরনের রোগীদের একটুতেই বেশী রক্তপাত হতে দেখা যায়, তাদের মুখমণ্ডল লালচে থাকে এবং দেহের মাংসপেশী সবল থাকে এবং দেহের গঠনও সবল থাকতে দেখা যায়। তাদের চোখের ভিতরে, নাক থেকে এবং দেহের অন্যান্য শূন্যস্থানে বা ক্যাভিটিতে রক্তপাত বা রক্তস্রাব হতে দেখা যায়. প্রস্রাবও রক্তমেশানো হতে দেখা যেতে পারে।

পুরানো এবং ছড়িয়ে পড়া ধরনের বেদনাদায়ক ক্ষতের চার পাশের ত্বকে ফুটফুট দাগ ও যাদের ধাতুগতভাবে শীতলতাই পছন্দ থাকে এবং ক্ষততে ঠাণ্ডা লাগালে আরামবোধ হয় তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি উপযোগী।

এই ওষুধটিতেও গেঁটেবাতের লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যারা প্রায়ই গেঁটে বাতে কষ্ট পায়, যাদের বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে চকের গুঁড়োর মত সাদাটে গুঁড়ো জমতে দেখা যায়, পায়ের দিক থেকে ক্রমশ উপরের দিকে আক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, হাতের কব্জি, হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলের গাঁটে যাদের সাদাটে গুঁড়ো জমে মোটা ও বেদনাদায়ক হয়ে পড়ে, আক্রান্ত জয়েন্টে হঠাৎ প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং বিশেষভাবে হাঁটুতে প্রদাহ বেশী হয় এবং ঠাণ্ডায় প্রদাহজনিত বেদনা কম থাকে, এই সব রোগীকে আক্রান্ত জয়েন্টে প্রায় সব সময় ঠাণ্ডা কিছু লাগাতে বা মালিশ করতে দেখা যায়। ক্লোরোফর্ম বা ঈথার জাতীয় কিছু লাগালে সেটা যখন হাওয়ায় শুকিয়ে আসে তখন সেই ঠাণ্ডাবোধে ও হাওয়া করলে আরামবোধ হতে দেখা যায়। এই সব রোগীর বেদনা ও স্ফীতি ক্রমশ উপরের দিকে উঠে অনেক ক্ষেত্রে হার্ট আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

রোগীর মুখমণ্ডল পূর্ববর্ণনামত ফোলা, অনেকটা **ল্যাকেসিসের** মত থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে মাতালের মত একটা জড়বুদ্ধিভাব যেন ফুটে থাকে। লিডাম হুইস্কির প্রতিষেধকরূপে কাজ করতে পারে এবং হুইস্কি পানের তৃষ্ণা দূর করতে পারে। **ক্যালেডিয়াম** যেমন ধূমপানের অভ্যাস ছাড়াতে সাহায্য করে তেমনি লিডাম হুইস্কি পানের অভ্যাস ছাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

লিডামে ইরিসিপেলাস সৃষ্টি হয়ে সেখানটা নীলচে ও ফুটফুট দাগযুক্ত এবং ফোলা ফোলা হয়, কখনো কখনো ঈডিমা হতেও দেখা যায়। ইরিসিপেলাসের অ্যাকিউট অবস্থার সঙ্গে জ্বালা থাকে। 'ফ্লেগমোনাস' অর্থাৎ কানেকটিভ টিস্যুর প্রদাহযুক্ত ইরিসিপেলাস দেহের অনেক অংশেই দেখা দিতে পারে, তবে প্রধানত মুখমণ্ডলে ও আঘাত লাগা অংশেই সেটা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

গেঁটেবাতজনিত উপসর্গ থাকার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই এই ওষুধটিতে নানা ধরনের কিডনীসংক্রান্ত গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঘন ঘন প্রস্রাব, কম অথবা বেশী পরিমাণে হয়; কখনো কখনো প্রস্রাবের ধারা চলতে চলতেই হঠাৎ থেমে যায়; প্রস্রাবের পরে খুব জ্বালাবোধ হতে থাকে; ইউরেথ্রাতে চুলকানিবোধ, লাল হয়ে ওঠা এবং পুঁজ নির্গত হতে দেখা যায়। **লাইকোপোডিয়ামের** মতই এই ওষুধটিতে

লালচে বালির মত তলানী পড়তে দেখা যায়, নানা রঙের বালির মত তলানীও পড়তে দেখা যায় এবং বেশী পরিমাণে বালির মত পড়তে থাকলে সেই সময়ে রোগী অনেকটা ভাল বোধ করে তার বাতজনিত বেদনা প্রভৃতিও সেই সময়ে কম থাকে, কিন্তু ঐরূপ বালির মত প্রস্রাবের সঙ্গে বেরোনো যখন কম থাকে তখন জয়েণ্টে সাদা গুঁড়োর মত পদার্থ বেশী জমতে থাকে এবং রোগীর বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গও তখন বেশী থাকে। তা ছাড়া 'লিপ্পী' যেমন লক্ষ্য করেছেন তেমনি দেখা যায় যে প্রস্রাব যখন প্রচুর, পরিষ্কার, বর্ণহীন ও হাল্কা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিযুক্ত হয় তখন গাউটের উপসর্গ বেশী হয় বা বৃদ্ধি পায়। মনে রাখা দরকার যে এই ওষুধের বাতের উপসর্গে আক্রমণটা নিচের দিক থেকে ক্রমশ উপরের দিকে, নিম্নাঙ্গ থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়, দেহের দূরবর্তী অংশ থেকে মধ্যবর্তী অংশের দিকে আসতে দেখা যায়।

মাসিক ঋতুস্রাবে খুব অল্পদিন বাদে বাদে, প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাব হয় এবং দেহে প্রয়োজনীয় উত্তাপের অভাব দেখা যায়। ঋতুস্রাবের সময় দেহে খুব বেশী শীতলতা থাকে, তবুও রোগিণী ঠাণ্ডা বায়ু পছন্দ করে। বাত বা গেঁটে-বাতজনিত উপসর্গ, মুখমণ্ডলে ফোলা ও ফুটফুট দাগ থাকা প্রভৃতির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঋতুস্রাব ও খুব বেদনা থাকা, জরায়ু ও পেটের অন্যান্য ভিসেরাতে ঋতুস্রাবের সময় খুব স্পর্শকাতরতা থাকা, গেঁটেবাতের রোগিণীর ডিসমেনোরিয়া প্রভৃতিতে লিডাম কার্যকরী হতে পারে। এই ওষুধটি খুব গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই ওষুধটি প্রয়োগের পরে রোগীর গেঁটেবাত বা অন্য কোন বাইরের উপসর্গ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেরূপ অবস্থায় ওষুধ পরিবর্তন না করে অন্য কোন ভাবে বাইরের বৃদ্ধি পাওয়া উপসর্গকে সামাল দিতে হবে, কারণ রোগীর বাইরের উপসর্গ বেড়ে গেলেও তার দেহের গভীরের উপসর্গ এবং সাধারণভাবে রোগিণী যদি ক্রমশ সুস্থবোধ করতে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে সঠিক ভাবেই ওষুধটি কাজ করছে। **লাইকোপোডিয়ামেও** অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু উপসর্গ বাইরে বেরিয়ে আসতে ও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, প্রস্রাবের সঙ্গে লালচে বালির মত তলানী পড়া ও পুনরায় **লাইকোপোডিয়ামে** ফিরে আসতে দেখা যায়।

দেহের রোগাক্রান্ত অংশ শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যায়। কোন একটি গর্ত হয়ে যাবার মত আঘাতে সেখানকার স্নায়ু আক্রান্ত হলে প্রথমে একটু বীজাণু সংক্রমণ হয়ে আক্রান্ত অংশটি প্রথমে কনজেসটেড হয়ে পড়ে বা সেখানে রক্তাধিক্য ঘটে, ছিট ছিট দাগ যুক্ত ও ফোলাভাব সৃষ্টি হয় এবং সেখানটা শীতল হয়ে পড়ে। ঐ আক্রান্ত অংশের কার্যকরী স্নায়ুটিতে ক্রমশ উপরের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া বা অ্যাসেণ্ডিং 'নিউরাইটিস' দেখা দেয়, স্নায়ুটির গতিপথ ধরে বেদনা ঝিলিক দেয়, যে সব মাংসপেশী ঐ স্নায়ুটি দ্বারা চালিত হয় তারা শুকিয়ে বা শীর্ণ হয়ে যেতে থাকে, ফলে আক্রান্ত সম্পূর্ণ অংশটিতেই শীর্ণতা দেখা দেয়। **প্লাসেটিলাতেও** আমরা একইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখি। "দেহের আক্রান্ত অংশ শুকিয়ে যায়।"

লিলিয়াম টিগরিনাম
(Lilium Tigrinum)

এ পর্যন্ত লিলিয়াম টিগরিনামের প্রুভিংয়ে যে সব লক্ষণ পাওয়া গেছে তাতে প্রধানত মহিলাদের বিভিন্ন উপসর্গই প্রধান। ওষুধটি বিশেষভাবে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাদের পক্ষে, যারা জরায়ু, হার্ট ও নানা ধরনের স্নায়ুজনিত গোলযোগে কষ্ট পায় তাদের পক্ষে উপযোগী; যে সব মহিলা খুববেশী খিটখিটে স্বভাবের, যাদের মধ্যে নানা ধরনের কাল্পনিক চিন্তা-ভাবনা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, ধর্মবিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় বিষাদগ্রস্ততা, অদ্ভুত সব কল্পনার সঙ্গে হার্টের গোলযোগ, জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়, তার পক্ষে ওষুধটি খুবই উপযোগী। এই সব উপসর্গ প্রায়ই একটির পর অন্যটিকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হতে দেখা যায়; মানসিক লক্ষণ খুব প্রবল থাকে তখন রোগিণীর দৈহিক উপসর্গ কম থাকে। জরায়ুর প্রল্যাপ্স্-এ টেনে নিচের দিকে নামিয়ে আনার মত অনুভূতিটাকে মনে হয় যেন পাকস্থলীর কাছ থেকে, এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে গলা থেকে যেন সৃষ্টি হচ্ছে বলে বোধ হতে দেখা যায়। টেনে নিচের দিকে নামিয়ে আনার মত বোধে মনে হয় যেন পেটের ও তলপেটের সব যন্ত্রাদিই যেন বেরিয়ে আসবে। পেটের মাংসপেশী ও যন্ত্রাদিতে শিথিলতার সঙ্গে খুববেশী হাত-পা নাড়ানো এবং বিশেষভাবে প্যালপিটেশন থাকতে দেখা যায়। রোগিণী কেবলমাত্র চিৎ হয়ে শুতে পারে, যে কোন একপাশ ফিরে শুলে তার সব উপসর্গ বেড়ে যায়। যে কোন ধরনের ভাবাবেগেই তার হৃদ-পিণ্ডের স্পন্দন খুববেশী বেড়ে যায়, যেন থির থির করে কেঁপে কেঁপে চলে; স্পন্দন অনিয়মিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়তেও দেখা যায়। রোগিণীর মানসিক উপসর্গ, হার্টের উপসর্গ এবং জরায়ুর উপসর্গকে প্রায় ঘুরে আসতে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে একটির পর অন্য একটিকে ঘুরে ঘুরে আসতে দেখা যায়।

রোগিণী প্রায় কারও সঙ্গেই ভদ্র ও নম্রভাবে কথা বলতে পারে না। কেউ তার সঙ্গে নরম ও দয়ালুভাবে কিছু বলতে গেলেও সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে। সে এত বেশী রুক্ষ ও খিট্‌খিটে মেজাজের হয়ে থাকে যে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। তাকে কেউ সান্ত্বনা দিতে গেলেও সে খুব রেগে যায়। সে সারারাত না ঘুমিয়ে ধর্মবিষয়ক নানা কাল্পনিক অদ্ভুত চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে, কখনো কখনো ঐরূপ চিন্তা-ভাবনায় অস্থির ও বিমর্ষ হয়ে পড়তেও দেখা যায়, সব বিষয়েই তার চিন্তা-ভাবনা ভুলপথে চলে, মনে ঐ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় ভুল ও বিকৃত ছাপ পড়তে দেখা যায়। কোনভাবেই তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। এইরূপ মানসিক অবস্থার সঙ্গে খুববেশী যৌন উত্তেজনা, যৌনলিপ্সা বা নিমফো-ম্যানিয়ার সঙ্গে দেহের মাংসপেশীতে টেনে ধরার মত আক্ষেপ, প্যালপিটেশন, ঘাম ও মাঝে মাঝে অবসাদ সৃষ্টি হতে বা আসতে দেখা যায়। সে একা একা বসে

নিজের মনেই তার কাল্পনিক কষ্টের কথা চিন্তা ক'রে বিড় বিড় করে এবং সেই অবস্থায় কেউ কোন কথা বলতে গেলেই খিট্‌খিট্‌ করে ওঠে।

রোগিণী তার মানসিক অবস্থা সঠিকভাবে বোঝাতে না পেরে বলে যে তার মধ্যে একটা পাগল পাগল অনুভূতি দেখা দেয়; যেন তার সব চিন্তা-ভাবনা ছড়িয়ে রয়েছে এবং যত সে সব কিছুর বিষয়ে গুছিয়ে চিন্তা করতে চেষ্টা করে, তার চিন্তা-ভাবনা ততই যেন তালগোল পাকিয়ে যায়, কিছুই সে মনে করতে পারে না। ভগ্ন ও রুগ্ণ এবং স্নায়বিক ধরনের মহিলাদের মধ্যে অত্যধিক যৌন অত্যাচারের জন্য সৃষ্টি হওয়া নানা ধরনের উপসর্গে এই ওষুধটিকে কার্যকরী হতে দেখা যায়, ঐ ধরনের মহিলাদের যৌন উত্তেজনার জন্য মানসিক বিভ্রম বা কনফিউশন ও সেই সঙ্গে প্যালপিটেশন হতেও দেখা যেতে পারে।

রোগিণী উদাসীন ও জড়ের মত নিশ্চেষ্টভাবে থাকলেও সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না; বসে বসে গত দিনগুলির চিন্তায় বিভোর হয়ে মনে মনে বিড় বিড় করে চলে এবং তাকে কোন কথা বলতে গেলেই হয়ত সে বিনা কারণেই লাফিয়ে উঠে গিয়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেয়; বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন কেউ তাকে কোনরূপ সান্ত্বনার কথা বলতে গেলে সে যেন একেবারে উন্মাদের মত ক্ষেপে ওঠে, হয়ত ঐ অবস্থায় যে সান্ত্বনা দিতে এসেছে তাকে মেরে বসতেও পারে। সে হয়ত নিজের বিষয়েই ভাবছিল এবং চাইছিল না যে কেউ তাকে বিরক্ত করে; এইরূপ মানসিক অবস্থা বদমেজাজ ও খিট্‌খিটে হয়ে পড়ারই লক্ষণ। কেউ তাকে বিরক্ত করলে অথবা তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তার মনে পালিয়ে যাবার মত একটা ইচ্ছা দেখা দেয়। এসব ছাড়াও রোগিণীর মধ্যে নানা ধরনের এমন অদ্ভুত ও বিচিত্র সব লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

এই রোগিণীকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উষ্ণ রক্তের হতে দেখা যায়। সে অনেকটা **পালসেটিলার** মত শীতল ঘরে থাকতে, খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে, তবে তার জরায়ুর প্রল্যাপ্স থাকলে হাঁটা-চলায় সেটা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। তার মাথার উপসর্গ সাধারণত খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে কম থাকে, খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে রোগিণী আরামবোধ করে। মাথাধরা ও মাথার অন্যান্য উপসর্গ ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা ঘরে কম থাকে এবং উষ্ণ ঘরে থাকলে বৃদ্ধি পায়। উষ্ণ ঘরে থাকলে তার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। ঘরে লোকজনের ভীড় বেশী হলে রোগিণী দমআট্‌কাবোধ করতে থাকে; সেই জন্য **এপিস, আয়োডিন, কেলিআয়োড, লাইকোপোডিয়াম** এবং **পালসেটিলার** মত সেও থিয়েটার, চার্চ বা উপাসনা মন্দির প্রভৃতিতে যেতে পারে না।

মাথার পিছন দিক থেকে মাথার উপরের অংশ পর্যন্ত একটা পাগল করে দেবার মত অনুভূতি দেখা দেয়, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারও পক্ষে যেটার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কখনো কখনো এই অনুভূতিটাকে শিহরণের মত মৃদু কাঁপুনি অথবা বৈদ্যুতিক শক্‌ এর মত বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ঐরূপ অনুভূতির

সঙ্গে মাথাঘোরা লক্ষণও থাকে। কপালে তীব্র যন্ত্রণা ও সেই সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির নানা গোলযোগ, দৃষ্টি নষ্ট হওয়া, ঘরটিকে চোখে অন্ধকার দেখা, অথবা চোখের দৃষ্টি সঠিকভাবে ফেলতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। দৃষ্টিশক্তিতে স্নায়বিক গোলযোগ, ফটোফোবিয়া, চোখের পাতায় মৃদু কুঞ্চন বা সংকোচন, অক্ষিগোলকে ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ, চোখের মিউকাস মেমব্রেন, চোখের পাতা, অক্ষিগোলক প্রভৃতিতে প্রদাহ, কনজাংক্টিভাইটিস প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মাথার গোলযোগের সঙ্গে প্রায়ই চোখ ভিতর দিকে বেঁকে যেতে দেখা যায়, একই দিকে বা অভিসারীরূপে চোখের মণি বেঁকে থাকতে বা স্ট্রাবিসমাস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অথবা কপালে বেদনার সঙ্গে 'সিঙ্কোপ' অবস্থা দেখা দেবার সম্ভাবনা ঘটে। এইসব লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে এই ওষুধের রোগিণী কতটা বেশী অনুভূতিপ্রবণ, নার্ভাস ও হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হতে পারে। এই রোগিণীর মধ্যে খুববেশী নার্ভাসনেস, হার্টের স্পন্দন থির থির করে কেঁপে ছুটে চলার মত দ্রুত হওয়া, মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে বেদনা, কম-বেশী প্রল্যাপ্স অবস্থা, ও সেই সঙ্গে জরায়ু ও অন্যান্য যন্ত্রাদি যেন টেনে নামিয়ে আনা হচ্ছে এরূপ বোধ বা অনুভূতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে একটা উপসর্গ থাকা অবস্থায় সাধারণত অন্যান্য উপসর্গ থাকে না ; উপসর্গগুলি দেখা দেয় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সবসময়ই থেকে যায়।

ডানদিকের কোমর বা 'ইলিয়াক' অঞ্চলে বেদনার সঙ্গে রোগিণীর মাথায় পাগল করে দেবার মত অদ্ভুত একটা অনুভূতি বোধ হতে দেখা যায় এবং সেইজন্য তার মনে বিভ্রম সৃষ্টি হয়, কোন বিষয়েই সে মনঃসংযোগ করতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এটাতে তার মাথাঘোরার মত বোধও দেখা দেয়, তার মনে হতে থাকে যে সব কিছু তার পাশে যেন ঘুরে চলেছে, অথবা যেন সে তার মনটাকেই হারাবে এইরূপ বোধ দেখা দেয়। এর পরেই আবার তীব্র ধরনের মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। রোগিণীকে পাগল করে তোলার মত কপালে বেদনা শুরু হয়। এই মাথার যন্ত্রণাতেও তার মনে বিভ্রম সৃষ্টি হয় অথবা সে যেন উন্মাদ হয়ে যাবে বলে বোধ হয়।

রোগিণীর পেট, মল, প্রস্রাব ও যৌন যন্ত্রাদিতেও আমরা এই ওষুধটির উপযোগী লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখতে পাব। পাকস্থলী থেকে নিচের দিকে যেন পেটের সব যন্ত্রাদিকেই টেনে নামানোর মত বোধ হতে দেখা যায়। পেটটি ঝোলা অবস্থায় থাকে এবং রোগিণী তার পেটটি দুই হাতে চেপে ধরে রাখতে চায়, তার মনে হয় যে ঐভাবে পেট চেপে ধরে রাখলে তার পেটে সব ভিসেরাতে যে টেনে নিচের দিকে টেনে বার করে ফেলার বোধ থাকে সেটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এই ওষুধটিতে বিশেষ এক ধরনের ডায়রিয়া হতে দেখা যায় যার জন্য রোগিণী সকালবেলা বিছানা ফেলে মলত্যাগের জন্য ছুটতে বাধ্য হয় ; মলত্যাগের জন্য তাকে খুববেশী ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই লক্ষণটির জন্য অনেক সময়

সালফারের সঙ্গে এই ওষুধটির ভুল হতে পারে, কারণ লিলিয়াম টিগ্ এর রোগিণীর মাথাটি খুব উত্তপ্ত থাকে, পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ, এবং হাতের তালু ও পায়ের তলায় খুব জ্বালাবোধও থাকে। এই ওষুধটিতে ডিসেণ্ট্রিও হতে দেখা যায় যেটাকে মার্ক-কর-এর লক্ষণের থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া বেশ কষ্টকর, কারণ টেনেসমাস, মিউকাস ও রক্ত মলের সঙ্গে খুববেশী থাকতে দেখা যায়। মলটিতে মলের পরিবর্তে যেন শুধু রক্ত মেশানো মিউকাস থাকে এবং সেই সঙ্গে মার্ক-করের মতই খুব বেশী কুন্থন বা টেনেসমাস এবং জ্বালা থাকতে দেখা যায়। পূর্ব বর্ণনা মত নার্ভাস প্রকৃতির মহিলাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এই ধরনের ক্রনিক ডিসেণ্ট্রি দেখা দিলে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি উপযোগী হবে। নার্ভাস বলেই যে রোগিণী ছোটখাটো, দুর্বল বা রোগা হবে তা ঠিক নয়, কারণ এই ওষুধের রোগিণীকে শিরাবহুল, শ্লেথারিক, রক্তে টইটম্বুর, মাংসলদেহীনী ও গোলগাল হতে দেখা যায়, কিন্তু তাদের জীবনের পরিবর্তন সময়ে অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকাল এবং ঋতুবন্ধের বয়সে বিশেষভাবে নার্ভাস হয়ে পড়তে দেখা যায়। যে সব মহিলাদের পেট ও পেলভিস অংশে শিথিলতা, মানসিক দিক থেকে খিট্‌খিটে স্বভাব, হার্টের প্যালপিটেশন ও ফ্লাটারিং প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে নার্ভাস প্রকৃতি থাকে তাদের পক্ষেই ওষুধটিকে বিশেষভাবে উপযোগী হতে দেখা যায়। মার্ক-কর-এ এরূপ অবস্থা দেখা যাবে না। কেবলমাত্র ডিসেণ্ট্রির লক্ষণ দেখে হয়ত ওষুধ দুটিকে আলাদা করে চেনা যাবে না, তবে তাদের মধ্যে উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বিশেষ লক্ষণ বা গাইডিং সিম্পটম দেখে তবেই আলাদা-ভাবে চিনে নিতে হয়। এই ওষুধটিতে অদম্য ও খুব গোলযোগপূর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতাও থাকতে দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধটিতে মূত্রথলী ও রেক্টামে 'টেনেসমাস'ও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বার বার প্রস্রাব ও মলত্যাগের ইচ্ছা হতে থাকে এবং সেইজন্য রোগিণীকে পায়খানায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টার পরেও মল বেরোতে চায় না, মনে হয় যেন একটা বলের মত কিছু রেক্টামে আটকে আছে। জরায়ুর 'ফাণ্ডাস' অংশ পিছনে বেশী বেঁকে গিয়ে রেক্টামের উপরে চাপ সৃষ্টি করায় মনে হয় যেন রেক্টামে মল ভর্তি হয়ে রয়েছে, সেইজন্য রোগিণী অনেকক্ষণ বসে থেকে মলত্যাগের চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু তার মূত্থেলী ও রেক্টামের টেনেসমাসে অসহ্য বোধ হতে থাকে, ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও রেক্টাম থেকে কোন মল বেরোয় না। এইরূপ উপসর্গে এই ওষুধটি প্রয়োগে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত ফলপ্রদ হয় যে বিস্মিত হতে হয়। প্রস্রাব ও মল স্বাভাবিক ভাবে নির্গত হতে শুরু করে এবং পরে জরায়ু ও তার স্বাভাবিকতা ফিরে পায়।

রেক্টামে চাপবোধের জন্য প্রায় সব সময়ই মলত্যাগের ইচ্ছা থাকা এবং কিছুতেই সারতে চায় না এমন অর্শ ও সেখান থেকে রক্তপাত ও জ্বালা এই ওষুধে সারানো যায়। সন্তান প্রসবের পরে অর্শ সৃষ্টি হওয়া, অর্শে খুব স্পর্শকাতরতা এবং মলত্যাগের পরে সন্তান-প্রসবের মত নিচের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া বেদনায় মনে হয়

যেন ভ্যাজাইনা দিয়ে সব কিছু বেরিয়ে আসবে ; এইরূপ লক্ষণসহ অর্শ, জরায়ু ও ভ্যাজাইনার শিথিলতা প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

পক্ষাঘাতের মত একটা শিথিলতা পেটের সব টিসুতেই সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মাসিক ঋতুস্রাব কম হওয়া ; নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা করলেই কেবল রক্তস্রাব হওয়া, নার্ভাস প্রকৃতি এবং খোলা হাওয়ায় অপেক্ষাকৃত ভাবে আরামবোধ করা প্রভৃতি লক্ষণের জন্য এই ওষুধটির সঙ্গে **পালসেটিলার** অনেকটাই সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। দুটিতেই পেলভিসে একটা টেনে নিচের দিকে নামিয়ে আনার মত বোধ সৃষ্টি হতে দেখা যায় তবে এই টেনে নিচের দিকে নামিয়ে আনার মত অনুভূতি **পালসেটিলার** তুলনায় এই ওষুধটিতে অনেক বেশী প্রবল থাকতে দেখা যায় ; তা ছাড়া **পালসেটিলার** সঙ্গে এই ওষুধটির আরও অনেক বৈসাদৃশ্য থাকতে দেখা যাবে।

হার্টের লক্ষণের কথায় পুনরায় বলতে হয় যে এই ওষুধে রোগিণীর মনে হয় যেন তার হার্টটা খুব জোরে দুই হাতের মধ্যে ধরে চেপে দেওয়া হচ্ছে অথবা যেন যাঁতায় পেষা বা নিঙড়ানো হচ্ছে। হার্টে সংকোচনের মত বেদনা হতে দেখা যায়। মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন বা নির্মল হাওয়ায় রোগিণীর শীতবোধ হলেও তার মাথাঘোরা কমে যায়।

পিঠ ও মেরুদণ্ডের উপর থেকে নিচের দিকে নেমে যাওয়া বেদনা, মেরুদণ্ডে স্পর্শকাতরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হবার সঙ্গে দেহে কাঁপুনিও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই ওষুধটির সঙ্গে **প্লাটিনাকে** অনেক দিক থেকেই তুলনা করা চলে।

লাইকোপোডিয়াম
(Lycopodium)

লাইকোপোডিয়াম একটি অ্যান্টি-সোরিক, অ্যান্টি-সিফিলিটিক ও অ্যান্টি-সাইকোটিক ওষুধ এবং এটি খুব গভীর ও বিস্তৃতভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এই পদার্থটি নিষ্ক্রিয় ও কেবলমাত্র অ্যালোপ্যাথিক বড়ির কাজেই লাগে বলে অনেকে ভেবে থাকেন ; কিন্তু পদার্থটিকে শক্তি বৃদ্ধি করে বা এটেনুয়েসনের সাহায্যে হ্যানিম্যান এটিকে খুব শক্তিশালী একটি ওষুধে পরিণত করেছেন। এটা হ্যানিম্যানের একটি স্থায়ী কীর্তি। দেহের গভীরে গিয়ে ওষুধটি নরম টিসু, শিরা-ধমনী, অস্থি, লিভার, হার্ট, অস্থি-সন্ধি প্রভৃতিতে নানা ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে। এই ওষুধটির টিসু পরিবর্তনের ক্ষমতা খুবই লক্ষণীয় ; টিসুতে পচন বা নেক্রোসিস, অ্যাবসেস, ছড়িয়ে পড়া ধরনের ক্ষত, খুববেশী শীর্ণতা প্রভৃতি সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। দেহের ডান দিকের অংশে উপসর্গ সৃষ্টির একটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং সেগুলি ডান দিক থেকে বাম দিকে অথবা উপর থেকে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়তে, মাথা থেকে নিচের দিকে বুকে এসে আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

রোগীর দেহের উর্ধ্বাংশে, ঘাড়ে শীর্ণতা সৃষ্টি হয় কিন্তু তার দেহের নিম্নাংশের গঠন মোটামুটি স্বাভাবিকই থাকতে দেখা যায়। বাইরের দিক থেকে রোগীর দেহে উষ্ণতায় একটা সংবেদনশীলতা বা অধিক অনুভূতিপ্রবণতা থাকে, বিশেষ ভাবে তার মাথা ও মেরুদণ্ডের উপসর্গে উষ্ণ আবহাওয়ায় বেশী কষ্ট দেখা দেয়; মাথার লক্ষণগুলি শয্যার গরমে, উত্তাপে এবং পরিশ্রমে দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে রোগী শীতলতায় সংবেদনশীল থাকে, তার দেহে প্রয়োজনীয় উত্তাপের অভাব লক্ষ্য করা যায় এবং ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা হাওয়ায়, ঠাণ্ডা খাদ্য বা পানীয়তে তাকে বেশী কষ্ট পেতে বা তার দেহের অন্যান্য সব উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। তার মাথা ও মেরুদণ্ডের উপসর্গ ছাড়া অন্যান্য সব উপসর্গ ও বেদনা উষ্ণতায় কম থাকে। সাধারণভাবে লাইকোপোডিয়ামের রোগীর উপসর্গ পরিশ্রমে বৃদ্ধি পাবে; পরিশ্রমে তার দেহে ফোলাভাব, ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি সৃষ্টি হয় বা বৃদ্ধি পায়। সে উঁচুতে উঠতে বা দ্রুত হাঁটতে বা ছুটতে পারে না। পরিশ্রমে তার দেহ উত্তপ্ত হয়ে এই ওষুধের রোগীর হার্টের উপসর্গ ও শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়। তবে দেহের প্রদাহে আক্রান্ত অংশে কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তাপে আরামবোধ থাকতে দেখা যায়। গলার উপসর্গ সাধারণত উত্তাপে বা গরম সেক্ এ, গরম চা বা উষ্ণ কোন স্যুপ্ বা ঝোল পান করলে, পাকস্থলীর বেদনাও উষ্ণ খাদ্য বা উষ্ণ পানীয় গ্রহণে কমে যেতে বা কম থাকতে দেখা যায়। স্নায়বিক উত্তেজনা ও অবসাদ খুবেবেশী থাকতে দেখা যায়।

বাতের বেদনা এবং বাতজনিত অন্যান্য উপসর্গে এই ওষুধের রোগী নড়া-চড়ায় আরামবোধ করে। সে খুব অস্থির হয়ে পড়ে, সব সময়ই প্রায় নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা করতে থাকে এবং বাতের বেদনার সঙ্গে প্রদাহ ও কামড়ানো ব্যথা থাকলে বিছানার উষ্ণতায় এবং নড়া-চড়া করলে রোগী কষ্ট কম বোধ করে থাকে, সেইজন্য প্রায় সারা রাতই সে পায়চারি করে বা হাঁটা-চলা করে বেড়ায়। সে এক স্থান থেকে নতুন কোন স্থানে গিয়ে ভাবে যে এবার সে ঘুমোতে পারবে কিন্তু তার অস্থিরতা সারারাত ধরেই চলতে থাকে। মাথার উপসর্গে সে ঠাণ্ডা হাওয়া এবং ঠাণ্ডা কোন জায়গায় থাকতে চায়। নড়া-চড়ায় না হলেও নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা করার ফলে দেহ উত্তপ্ত হয়ে পড়লে তার মাথাধরায় যন্ত্রণা বেড়ে যায়। শুয়ে পড়লে, বিছানার ও ঘরের উষ্ণতায় তার মাথাধরা বেড়ে যায় কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং নড়া-চড়ায় সেটা কম থাকে যে পর্যন্ত না পরিশ্রমে বা ঘোরা-ফেরার ফলে তার দেহ উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এই লক্ষণটি লাইকোপোডিয়ামের মাথাধরায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এই লক্ষণটির সাহায্যে ওষুধটিকে অন্য ওষুধের থেকে আলাদা করে চেনা যাবে। মাথাধরা ও মাথার অন্যান্য সব লক্ষণই বিছানার গরমে ও মাথাটি ভালভাবে কাপড় দিয়ে ঢেকে বা জড়িয়ে উষ্ণ ঘরে রাখলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে।

লাইকোপোডিয়ামের উপসর্গগুলিকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে, বিকেল বেলায় ৪টা থেকে রাত্রি ৮টার মধ্যে বৃদ্ধি পেতে দেখা যেতে পারে। ঐরূপ সময়ের মধ্যে

কোন অ্যাকিউট অবস্থায় আশু বৃদ্ধি অথবা ক্রনিক উপসর্গের আগমন ঘটতে পারে। এই সময়েই লাইকোপোডিয়ামের শীতাবস্থা ও জ্বর বৃদ্ধি পায়; টাইফয়েড জ্বর, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতিতে বিকেল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টার মধ্যেই অবস্থা বেশী খারাপ হতে দেখা যায়। গাউটের আক্রমণ, রিউম্যাটিক জ্বর, যে কোন প্রদাহজনিত অবস্থা, নিউমোনিয়া, অ্যাকিউট কোন শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা প্রভৃতিতে যে সব ক্ষেত্রে লাইকো-পোডিয়াম উপযোগী, সে সব ক্ষেত্রে প্রায়ই বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে উপসর্গ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

লাইকোপোডিয়ামের রোগীর ফ্লাটুলেণ্ট অবস্থা, পেট ড্রামের মত ফুলে থাকার জন্য শ্বাসক্রিয়ায় কষ্টবোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ডায়াফ্রাম মাংসপেশী গ্যাসের চাপে উপরের দিকে ঠেলে ওঠে এবং হার্ট ও ফুসফুসের জায়গায় গিয়ে চাপ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে রোগীর প্যালপিটেশন, মূর্চ্ছাভাব ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। লাইকোপোডিয়ামের রোগীকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে সে যা কিছু খায় তাই বায়ু বা গ্যাস হয়ে যায়। সামান্য একটু কিছু খেলেই তার ফ্লাটুলেন্স হয়, গ্যাসে পেট ফুলে ওঠে, যার জন্য সে আর খেতেই পারে না। তার মনে হয় যে সামান্য একটুখানি খেলেই যেন তার গলা পর্যন্ত ভর্তি হয়ে যায়। যখন তার পেট ফুলে দম্‌সম্ হয়ে থাকে তখন সে এত বেশী নার্ভাস হয়ে পড়ে যে সামান্য একটু গোলমাল বা শব্দও সে সহ্য করতে পারে না। কাগজের খড়্‌খড়্ শব্দ, ঘণ্টাধ্বনি, এমনকি দরজা বন্ধ করার শব্দও তাকে যেন আঘাত করে, এবং **অ্যাণ্টিম ক্রুড, বোরাক্স, নেট্রাম মিউরের** মত মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়। যেকোন অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক উপসর্গেই এরূপ লক্ষণ দেখা যেতে পারে। রোগীর সম্পূর্ণ অনুভূতি শক্তি বা সেনসোরিয়ামেই একটা অধিক উত্তেজক অবস্থা সৃষ্টি হয় যার ফলে সর্বকিছুই তার কাছে বিরক্তিকর বোধ হয়। সামান্য কারণেই তার কষ্টবোধ হয়, সে রেগে ওঠে।

লাইকোডিয়ামের রোগী শুক্তি খেতে পারে না, শুক্তি বা ঝিনুকের শাঁসালো মাংসল অংশ খেলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে; পেঁয়াজ যেমন **থুজার** রোগীর কাছে বিষের মত, শুক্তিও তেমনি লাইকোপোডিয়ামের রোগীর কাছে বিষের মত কাজ করে। **অক্সালিক অ্যাসিড** এর রোগী স্ট্রবেরী খেতে পারবে না। স্ট্রবেরী, টমেটো অথবা শুক্তি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাতের কাছে প্রয়োজনীয় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ না থাকলে রোগীকে পনীর বা চীজ খেতে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগী সুস্থবোধ করবে।

এই ওষুধের ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হয়। বেদনাদায়ক ক্ষত, ত্বকের নিচে পুঁজযুক্ত ক্ষত, অ্যাবসেস, সেলুলার টিস্যুতে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ক্রনিক ক্ষত কিছুতেই সারতে চায় না, গ্রানুলেসনের মত টিস্যু সৃষ্টি হবার মত দেখালেও সেটা সত্যিই গ্রানুলেসন নয়; ক্ষততে খুব বেদনা, জ্বালা, হুল ফোটানোর মত ও তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ হতে দেখা যায় যাতে ঠাণ্ডা কিছু লাগালে আরামবোধ হয় কিন্তু গরম সেক বা গরম পুল্টিশ লাগালে কষ্ট বেড়ে যায়। লাইকোপোডিয়ামের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে উষ্ণতায়, উষ্ণ সেক্-এ

আরাম পেতে দেখা যায়; হাঁটুর বেদনা, গাউটজনিত উপসর্গ ও আক্রান্তস্থান পেকে পুঁজ সৃষ্টি হওয়া অবস্থায় উষ্ণ সেক্ লাগালে আরামবোধ হয়ে থাকে। কিন্তু অস্বাভাবিক উষ্ণ বিছানায় ও উষ্ণ ঘরে শুলে রোগীর দেহে 'হাইভ্স্' বা নেটল র‍্যাশের মত একপ্রকার উদ্ভেদ দেখা দেয়, উদ্ভেদগুলি নাডিউলের মত অথবা লম্বা ও অসমান একটা ডোরা বা ফালির মত হয়ে দেখা দেয় এবং সেগুলিতে খুববেশী চুলকানিবোধ থাকে। ত্বকে যে কোন ধরনের উদ্ভেদের সঙ্গে খুব চুলকানি থাকতে দেখা যায়। ফোস্কা অথবা মামড়ীপড়ার মত উদ্ভেদ, শুকনো অথবা ভেজা, খুস্কির মত নানা ধরনের উদ্ভেদ ঠোঁটে, কানের পিছনে, নাকের পাটার নিচে ও যৌনাঙ্গে সৃষ্টি হতে পারে। হাতে হাজার মত অথবা ফিশার বা ফাটা ফাটা ধরনের উদ্ভেদ ও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ত্বক পুরু ও শক্ত হয়ে ওঠে। যেখানে আগে ফোড়া বা পুঁজযুক্ত ফোস্কা হয়ে ছিল সেই জায়গাটি নাডিউলের মত শক্ত হয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত থেকে যায়। ত্বক অস্বাস্থ্যকর দেখায়, সামান্য কারণেই পেকে যেতে বা পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, আহত স্থান সারাতে চায় না। ত্বকের নিচের অগভীর ক্ষত ও পুঁজ হয়ে গভীর গর্তের মত সৃষ্টি করে; ক্ষত থেকে রক্তপাত ও ঘন হলদেটে, সবুজ, দুর্গন্ধ পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। স্যাঙ্কার এবং স্যাঙ্কারের মত ক্ষতও কোন কোন ক্ষেত্রে লাইকোপোডিয়ামে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

লাইকোপোডিয়ামের উপযোগী দৈহিক অবস্থাটা বিশ্লেষণ করলে সর্বত্রই খুব দুর্বলতা থাকতে দেখা যাবে। শিরা-ধমনীতে রক্তচলাচলের গতি ও তাদের দেওয়ালের দুর্বল অবস্থা, দেহের বিভিন্ন অংশে অসাড় এক একটি স্থান বা স্পট, কোন একটা অংশের শীর্ণতা, হাত ও পায়ের আঙুলে মৃতের মত অবস্থা, হাত-পায়ের দুর্বলতায় সেগুলি স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা লোপ ও খুঁড়িয়ে চলা, জড়তা, কাঁপুনি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

লাইকোপোডিয়ামের মানসিক লক্ষণগুলি বিশাল ও বিস্তৃত। রোগী ক্লান্ত থাকে, তার মনেও ক্লান্তি, একটা ক্রনিক দুর্বলতা ও অবসন্নতা, ভুলোমনা প্রকৃতি, কোন কিছু নতুন কাজ করা বা নিজের কাজের প্রতি বিরূপতা প্রভৃতি দেখা যায়। কিছু একটা বিপদ ঘটবে, হয়ত সে কিছু একটা ভুলে যাবে এরূপ চিন্তায় সে ভীত হয়। লোকেদের সামনে বেরোতে সব সময়ই একটা ভয় যেন ক্রমশ বেড়ে চলে, আবার কোন কোন সময় সে একা একা থাকতেও খুব ভয় পেয়ে যায়। উকিল, মন্ত্রী প্রভৃতি যাদের সাধারণ লোকেদের সঙ্গেই সর্বদা মেলা-মেশা কাজকর্ম করতে হয় তাদের অনেক সময় মনে হয় যেন তারা অযোগ্য, দায়িত্ব সম্পাদনে অক্ষম, যদিও তারা হয়ত দীর্ঘকাল ধরেই যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কোন একজন উকিল হয়ত কোর্টে জজের সামনে ভুল করবে, তোতলাবে বা বক্তব্য ভুলে যাবে এরূপ বোধে যেতেই চায় না, অথচ কোনভাবে তাকে জজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করাতে পারলে তখন সে সাবলীলভাবেই তার কাজ সম্পন্ন

করতে পারবে। এইরূপ লক্ষণ সাইলিসিয়াতেও দেখা যায়। এই দুটি ওষুধের মত আর কোন ওষুধেই এরূপ লক্ষণ এত বেশী থাকতে দেখা যায় না।

লাইকোপোডিয়ামে ধর্ম বিষয়ে পাগলামিও থাকতে দেখা যায়। প্রথমে হয়ত সেটা খুব মৃদু ও সাধারণ ভাবেই শুরু হয় একটা মানসিক বিষাদ নিয়ে। তবে সেটা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে শেষে রোগীকে চুপচাপ একা নিজের মনেই বিড় বিড় করতে দেখা যাবে। সে লোকজনের সঙ্গ পছন্দ না করলেও একা একা থাকতেও সে ভয় পায়। এরূপ অবস্থা যখন বেশী হয় তখন রোগিণীকে বাইরের যে কোন লোকের সঙ্গে, কোন বন্ধু-পরিজন বাড়ীতে এলে তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মিশতে ভয় পেতে দেখা যায়; কেবলমাত্র সব সময়ই যারা তার আশপাশে রয়েছে তাদের ছাড়া আর সবার প্রতিই তার ভয় ও বিরূপতা থাকতে দেখা যায়। সে সঙ্গী পছন্দ করে না, তবে একা থাকতেও চায় না; সে কারও সঙ্গে কথা বলতে, কোন কাজ বা পরিশ্রম করতে চায় না কিন্তু কোনভাবে সে যদি কোন কাজ বা পরিশ্রম করতে বাধ্য হয় তা হলে তার আরামবোধ হয়ে থাকে। রোগী বা রোগিণী কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতে না চাইলেও সে একা থাকতেও চায় না, সে চায় যে তার পরিচিত কেউ না কেউ আশপাশে থাক্, অর্থাৎ সে একা একা নিজের মনে থাকতে চাইলেও নির্জনতা পছন্দ করে না। বাড়ীতে দুটি ঘর থাকলে লাইকোপোডিয়ামের রোগী একা একটা ঘরে এবং তার পাশের ঘরে অন্যেরা থাকলেই খুশী হবে।

লাইকোপোডিয়ামের রোগিণীকে কোন পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কেঁদে ফেলতে দেখা যায়। কোন একটা উপহার পেলেও অদ্ভুত একটা বিষাদে সে কেঁদে ফেলে। সামান্য একটা আনন্দের ঘটনাতেও সে কাঁদে; কাজেই আমরা লাইকোপোডিয়ামের রোগী বা রোগিণীকে নার্ভাস, অনুভূতিপ্রবণ, ভাবাবেগপূর্ণ থাকতে দেখতে পাব। সে এত বেশী অনুভূতিপ্রবণ যে তাকে ধন্যবাদ দিলেও সে কেঁদে ফেলে।

খারাপ ধরনের জ্বরে আক্রান্ত হলে ডিলিরিয়াম, এমনকি অচেতনতায়ও দেখা দিতে পারে। রোগী শূন্যে কাল্পনিক কিছু হাতড়ায়, পোকা-মাকড় এবং ছোট ছোট নানা জিনিস যেন তার চোখের সামনে উড়তে দেখে। সে অসম্ভব রকমের উল্লাসে বিভোর হয়ে থাকে, সামান্য কোন কারণেই সশব্দে হেসে ওঠে। আবার কখনো কখনো তাকে বিষাদগ্রস্ত, হতাশ থাকতে দেখা যায়। বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় সকালে সে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে। তাকে বিষণ্ণ ও শোকগ্রস্ত দেখায়। পৃথিবী ধ্বংসের মুখে এসেছে, তার আত্মীয়-স্বজন সবাই মরে যাচ্ছে, বাড়ীতে আগুন লেগে পুড়ে যাচ্ছে, এরূপ বোধের জন্য তার মনে যেন কখনো কোন আনন্দ আসে না, ভবিষ্যৎ তার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হতে থাকে। তবে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালে রোগীর মনের এই অবস্থাটা চলে যায়। মস্তিষ্ক বিকৃতির সৃষ্টি হবার আগে এরূপ লক্ষণ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং শেষে রোগী বা রোগিণীর জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। সাধারণত প্রতিটি

পুরুষের মধ্যেই যত ক্ষুদ্রভাবেই হোক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, বেঁচে থেকে কিছু একটা করার ইচ্ছা থাকতে দেখা যায়। কিন্তু লাইকোপোডিয়ামের রোগীর মধ্যে সেই ইচ্ছাটাই বিনষ্ট হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা, শ্বাসে কষ্টবোধ ও ভীতি সৃষ্টি হয়। রোগীর মধ্যে মৃত্যুভয়ের আতঙ্ক, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব, ভীরুতা দেখা দেয়। সে সন্দেহপ্রবণ হয়ে সর্বদাই যেন অপরের ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। বেদনায় খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে সে যেন নিজেকেই হারিয়ে ফেলে।

লাইকোপোডিয়ামে 'পিরিয়ডিকাল হেডেক', অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ে মাথার যন্ত্রণা শুরু হতে দেখা যেতে পারে এবং মাথাধরার সঙ্গে পেটের বা পাকস্থলীর গোলযোগও থাকতে দেখা যায়। রোগীর খেতে দেরি হলে, অর্থাৎ তার খাবার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে একটা বিশেষ ধরনের মাথাধরা বা 'সিক হেডেক' দেখা দেয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে না খেলেই তার এই মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়, যেটা অনেকটা **ক্যাকটাসের** মাথাধরার মত। নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যগ্রহণ না করলে **ক্যাকটাসের** রোগীর মাথায় রক্তাধিক্য বা কনজেসসনজনিত মাথাধরা দেখা দেয় এবং তীব্র ধরনের মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে তার মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটতে দেখা যায়। লাইকোপোডিয়ামের মাথার যন্ত্রণা রোগী কিছু খেলেই কমে যায় কিন্তু **ক্যাকটাসের** মাথার যন্ত্রণা খাদ্য গ্রহণের পরে আরও বেড়ে যেতে দেখা যাবে। লাইকোপোডিয়াম ছাড়াও বিশেষভাবে **ফসফরাস** এবং **সোরিনাম**-এ মাথাধরার সঙ্গে খুব ক্ষুধাবোধ থাকতে দেখা যায়। মাথার যন্ত্রণার সূত্রপাতে পাকস্থলীতে একটা শূন্যতাবোধের সঙ্গে মূর্চ্ছা যাবার মত বোধ থাকতে দেখা যায়। **লাইকোপোডিয়ামের** মাথাধরা উত্তাপে, শয্যার গরমে এবং শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি পায় এবং ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায়, জানালা খোলা রাখলে কম থাকতে দেখা যায়। রোগা, শীর্ণ ছেলেরা প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। যখনই ঐসব ছোট ছেলেদের ঠাণ্ডা লেগে যায় তখনই তাদের দীর্ঘস্থায়ী, দপ্‌দপ্‌ করা ও রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা দেখা দেয় এবং দিন দিন সে শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে, বিশেষভাবে তাদের ঘাড় ও মুখমণ্ডল শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যায়। সরু বুকের ছেলেদের শুকনো, বিরক্তিকর কাশি ও কোন শ্লেষ্মা না ওঠা অবস্থাও মাথাধরার সঙ্গে আসতে দেখা যায় এবং তাদের মুখমণ্ডল ও ঘাড় শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। ঐসব শীর্ণ ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে, বিশেষভাবে যখন তাদের ঐরূপ শুকনো কাশি অথবা দীর্ঘস্থায়ী মাথাধরা দেখা দেয়। ঐসব শিশুরা নিউমোনিয়া অথবা ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হবার পরে শুকিয়ে যেতে থাকে, ঘাড় ও মুখমণ্ডল শীর্ণ হয়ে পড়ে, সামান্য একটু ঠাণ্ডাতেই ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়। দেহ কোনভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেই মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পায়, রাত্রিকালীন মাথাধরা দেখা দেয়, রক্তাধিক্যের জন্য যখন তাদের মনও কম-বেশী আক্রান্ত হয় এবং রাত্রিতে মানসিক বিভ্রম নিয়ে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুমের মধ্যেই ঐসব শিশু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, ভয় পেয়ে জেগে ওঠে, হাবভাবে একটা উন্মত্তভাব ফুটে ওঠে, নিজের বাবা-মাকেও

যেন চিনতে পারে না ; মুহূর্ত পরেই অবশ্য সেই ভাবটা কেটে যায়, এবং তখন সে সব কিছু বুঝতে বা চিনতে পারে এবং আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরেই হয়ত সে আবার ভয় পেয়ে জেগে ওঠে এবং তাকে তখন অপরিচিতের মত ও মানসিক বিভ্রমে আক্রান্ত অবস্থায় থাকতে দেখা যায় এবং এই অবস্থার বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। মাথাধরায় দপ্‌দপ্ করা ও চাপবোধ থাকে এবং মনে হয় যেন মাথাটা ফেটে বা ভেঙ্গে যাবে, তবে সেটা মাথাধরা কি কারণে এবং কিভাবে সৃষ্টি হয় তার মত ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিশুটির মাথার যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় কম এবং গোলমালের শব্দে, কথা বলায়, বেলা ৪টা থেকে রাত্রি ৮টার মধ্যে বৃদ্ধি পায় ; দেহের উপর দিক থেকে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসা শীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ মাথার বেদনার প্রকৃতি বা ধরনের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মাথার স্ক্যাল্প অংশের এখানে-ওখানে একটি অংশে 'প্যাচ্' এর আকারে উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, এবং কোন কোন অংশ মসৃণভাব বা চুল ওঠে টাকের মত দেখায়। মুখমণ্ডলের এখানে ওখানে কানের পিছনে প্যাচের আকারে একজিমার মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়, সেগুলি থেকে রক্ত, জলের মত রস গড়ানো, কখনো কখনো হলদেটে জলের মত রস গড়াতে দেখা য য়। একজিমা কানের পিছন থেকে কানের সম্মুখ ভাগ ও মাথার স্ক্যাল্প পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। শিশুদের একজিমায় লাইকোপোডিয়াম বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। রোগা, শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ও যে সব শিশু প্রায় সব সময়ই ক্ষুধাবোধ করে, যাদের কোন না কোন মাথা সম্পর্কিত গোলযোগ থাকতে দেখা যায়, যাদের কানের পিছনের দিক থেকে ভেজা ভেজা একটা রস গড়িয়ে আসতে দেখা যায়, যাদের প্রস্রাবে লাল বালির মত পড়ে, যাদের মুখমণ্ডলে কুঞ্চন সৃষ্টি হয় ; শুকনো, বিরক্তিকর কাশি দেখা দেয়, যে সব শিশু গায়ে ঢাকা রাখতে চায় না, যার বাম পা ঠাণ্ডা এবং ডান পা উষ্ণ থাকে এবং সেই সঙ্গে খুববেশী ক্ষুধাবোধ ও বেশী পরিমাণে খেতে দেখা যায়, মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক খাদ্যের চাহিদা ও প্রবল তৃষ্ণাবোধ দেখা দেয় এবং তবুও দিনদিন শীর্ণ হতে থাকে তাদের প্রায়ই লাইকোপোডিয়ামের সাহায্যে সারিয়ে তোলা যায়। এই ওষুধটির প্রয়োগে প্রথমে হয়ত অনেকগুলি উদ্ভেদ বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে কিন্তু পরে সেগুলি মিলিয়ে গিয়ে শিশুকে পুনরায় তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে। এই ওষুধের রোগীর মাথার উপসর্গের সঙ্গে প্রায়ই প্রস্রাবে লালচে বালির মত বেরোনো লক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাবে যতদিন পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে লালচে বালির মত পড়ে ততদিন রোগীর রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা দেখা দেয় না, কিন্তু যখন প্রস্রাব হাল্কা রঙের ও প্রস্রাবে ঐ লালচে বালির মত জিনিস পড়া বন্ধ হয়ে যায় তখনই মাথার যন্ত্রণা দেখা দেয় এবং বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত সেই বেদনা স্থায়ী হতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থাকে 'ইউরিমিক হেডেক' বলা চলে ; তবে তাকে যে নামই দেওয়া যাক্ না কেন উপযুক্ত লক্ষণ থাকলে ওষুধ কার্যকরী হবে। পুরানো গেঁটেবাতজনিত অবস্থায়, যখন মাথার বেদনা বা

মাথাধরা খুববেশী হতে থাকে তখন রোগীর হাত-পায়ের গাঁটের বেদনা কম থাকতে দেখা যায়, আবার গেঁটেবাতজনিত বেদনা যখন খুববেশী থাকে তখন মাথাধরা কম থাকতে দেখা যাবে। আবার, প্রস্রাবে যখন প্রচুর লালচে বালির মত পড়তে থাকে সেই সময়ে মাথাধরা বা হাত-পায়ের দিকে গেঁটেবাতজনিত উপসর্গ থাকতে দেখা যাবে না, তবে যখনই রোগীর ঠাণ্ডা লাগে তখনই তার প্রস্রাবের সঙ্গে লালচে বালির মত পড়াটাও কমে যায়, সেই সঙ্গে হাত-পায়ের দিকে বেদনা বৃদ্ধি পায়। লাইকোপেডিয়ামের মাথাধরার সঙ্গে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থারও একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লাগার ফলে রোগীর নাক থেকে সর্দি ঝরা বন্ধ হয়ে গেলে তার মাথাধরা খুব বেড়ে যায়। এই রোগী প্রায়ই নাক থেকে ঘন হলদেটে সর্দিতে ভোগে। তার নাসারন্ধ্র হলদে, সবজে মামড়ীতে বোঝাই হয়ে থাকে, সকালের দিকে নাক ঝেড়ে বা গলা খাঁকারি দিয়ে সেগুলি বের করে ফেলতে হয়। এখন, রোগীর বেশী ঠাণ্ডা লাগলে এই ঘন সর্দি পড়া বন্ধ হয়ে হাঁচির সঙ্গে পাতলা জলের মত সর্দি দেখা দেয়। তখন রোগীর লাইকোপোডিয়ামের উপযোগী খুব কষ্টকর মাথার যন্ত্রণা দেখা দেয়, মাথার চাপধরা বেদনা ও খুব ক্ষুধাবোধ দেখা দেয়, এবং শেষে কোরাইজা চলে গিয়ে যখন তার আবার ঘন, হলদে সর্দি ফিরে আসে তখন তার মাথাধরা বা মাথার বেদনা কমে যায়।

লাইকোপোডিয়ামে আমরা অনেক ধরনের চোখের লক্ষণ দেখতে পাই, তাদের মধ্যে চোখে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাই প্রধান। তবে সে সব লক্ষণ এত বেশী ও বিভিন্ন ধরনের যে শুধু সেই সব চোখের লক্ষণ দিয়ে এই ওষুধটিকে অন্যান্য ওষুধ থেকে আলাদা করে বোঝা যায় না। প্রদাহজনিত অবস্থার সঙ্গে প্রচুর জল বা স্রাব নির্গমন, চোখ লাল হয়ে থাকা, কনজাংক্টাইভা, চোখের পাতা প্রভৃতিতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া চোখের পাতায় গ্রানুলেসন প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

কানের উপসর্গেও লাইকোপোডিয়াম কার্যকরী হয়। শীর্ণ, কুঁচকে যাওয়া চেহারায় শিশুর স্কারলেট জ্বরের পর থেকেই যাদের শুকনো কাশি হয়, কান থেকে ঘন, হলদে ও দুর্গন্ধ স্রাব পড়তে দেখা যায় তাদের পক্ষে ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। কান থেকে দীর্ঘদিন ঐরূপ ঘন ও দুর্গন্ধ স্রাব পড়ে তাদের শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। স্কারলেট জ্বরের চিকিৎসা সঠিক ভাবে করা হলে কানের কোন গোলযোগ সৃষ্টি হয় না, কারণ স্কারলেট জ্বরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই. রোগীর ধাতুগত অবস্থার উপরেই সেটা নির্ভর করে। কানে খুব বেদনাদায়ক উদ্ভেদ সৃষ্টি, ও টাইটিস মিডিয়া, কানে অ্যাবসেস, কানের আশপাশে ও পিছনে একজিমা প্রভৃতি লাইকোপোডিয়ামে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মাথার উপসর্গের সঙ্গে নাকের লক্ষণের কথা বেশ কিছটা আগেই বলা হয়েছে। নাকের গোলযোগ. প্রায়ই শিশুকালে শুরু হয় ; শিশু যখন শুয়ে থাকে তখনই তার নাক থেকে একটা ঘড় ঘড় শব্দ হতে থাকে এবং সে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থা হয়ত দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে ; নাক বন্ধ থাকায় সে মুখ দিয়েই

শ্বাস নেয়, এবং যখন সে কেঁদে ওঠে তখন একটা নাকি কান্নার মত শব্দ হয়। ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে শিশুটির নাক ঘন সর্দিতে ভর্তি হয়ে রয়েছে এবং নাক থেকে গলার ভিতর পর্যন্ত ঘন শ্লেষ্মা জমা হয়ে রয়েছে। বেশ কিছুদিন এইরূপ সর্দি থাকার পরে নাকে হলদে, সবুজ অথবা কালচে রঙের বড় বড় মামড়ীর মত পড়ে সেখান থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। এই সঙ্গে লাইকোপোডিয়ামের শিশুর ঘাড় ও মুখমণ্ডলে শীর্ণ ও কুঞ্চিত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায় কিন্তু তার নিম্নাঙ্গের গঠন স্বাভাবিকতাই লক্ষ্য করা যাবে। বয়স্কদের পুরানো সর্দিতে প্রায় সব সময়ই নাক ঝাড়তে দেখা যায়। নাকের মিউকাস মেমব্রেনের সর্বত্রই মামড়ী পড়ায় রাত্রিতে রোগী নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারে না। নাসারন্ধ্রে মামড়ী পড়া ও সেই সঙ্গে একজিমা, রসস্রাবী উদ্ভেদ নাক, মুখমণ্ডল প্রভৃতি অংশে দেখা যেতে পারে। স্রাবটা **কেলি-বাইক্রমের** মতই অনেকটা ঘন ও টেনেসমাস বা দড়ির মত লম্বা হয়ে পড়া প্রকৃতির হয়ে থাকে।

মুখমণ্ডল ফেকাশে, রুগ্ণ, শুকিয়ে কুঞ্চিত এবং শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যায়। ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত হলে যখন বুকের ভিতরে খুব শ্লেষ্মা ভর্তি হয়ে থাকে, তখন রোগীর মুখমণ্ডল ও কপাল বেদনায় কুঁচকে থাকতে দেখা যেতে পারে, শ্বাসগ্রহণের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তার নাকের পাটাও ওঠানামা করতে দেখা যায়, যে কোন শ্বাসকষ্টেই এইরূপ লক্ষণ থাকে। **অ্যান্টিম টার্ট**-এও আমরা অনেকটা এরূপ লক্ষণ দেখতে পাই, শ্লেষ্মায় বন্ধ নাকের নাসারন্ধ্র বড় করে ও নাকের পাটা ওঠা-নামা করে শ্বাস নিতে দেখা যায়। **অ্যান্টিম টার্টের** রোগীর খুব শ্বাস-কষ্টের সঙ্গে অনেক দূর থেকেই তার বুকের ঘড়্ঘড় শব্দ শোনা যেতে পারে; কিন্তু রোগী শোয়া অবস্থায় যদি তার নাকের পাটায় ওঠানামা, মুখমণ্ডল ও কপালে কুঞ্চন, বুকে ঘড়্ঘড়্ শব্দ বা শুকনো খক্খকে কাশির সঙ্গে কোন শ্লেষ্মা না উঠতে দেখা যায় তা হলে এই রোগীর ক্ষেত্রে লাইকোপোডিয়াম প্রয়োজন হতে পারে। নিউমোনিয়ার একজুডেটিভ্ স্টেজ-এ অর্থাৎ শ্লেষ্মা যখন কিছুটা নরম বা তরল হয়ে আসে সেই অবস্থায় লাইকোপোডিয়াম রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারে। এদিক থেকে নিউমোনিয়ার হেপাটাইজেসন অবস্থায় এই ওষুধটির সঙ্গে **ফসফরাস** ও **সালফারের** অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। **সালফারের** রোগী শীতল প্রকৃতির হয়, তার দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির প্রবণতা থাকে না, তার বুকে একটা বোঝা থাকার মত বোধসহ ফুসফুসে হেপাটাইজেশন অবস্থা থাকতে দেখা যায়। সে চুপচাপ কোনরূপ নড়া-চড়া না করে শুয়ে থাকে এবং তার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় **সালফার** তাকে বাঁচিয়ে তুলবে। এই ওষুধে লাইকোপোডিয়ামের মত নাকের পাটা ওঠা-নামা করা এবং কপাল ও মুখমণ্ডলে কুঞ্চন থাকে না। **স্ট্র্যামোনিয়ামের** মস্তিষ্কজনিত উপসর্গে কপালে কুঞ্চন সৃষ্টি হতে দেখা যায়, আর লাইকোপোডিয়ামে বুকের উপসর্গের সঙ্গে কপালে একইরূপ কুঞ্চন সৃষ্টি হয়ে থাকে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য-জনিত অবস্থায় রোগী অর্ধঅচেতন অবস্থা থেকে খুব হিংস্র প্রকৃতির হয়ে পড়লে,

তার চোখ কাচের মত চক্‌চকে থাকলে এবং কপালে কুঞ্চন থাকতে দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে **অ্যামোনিয়ামই** উপযুক্ত ওষুধ। এইসব সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি লক্ষ্য করে অ্যামোনিয়ামের মাথার গোলযোগ ও লাইকোপোডিয়ামের নিউমোনিয়াজনিত লক্ষণগুলি বোঝা যাবে।

মুখমণ্ডলে প্রায়ই তামা রঙের যে উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, সেটা অনেকটা সিফিলিসের উদ্ভেদের মত, সেইজন্য ক্রনিক সিফিলিসে নাক ও নাকের হাড়ে নেক্রোসিস, কেরিজ এবং এই ওষুধের উপযোগী শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় লাইকো-পোডিয়াম কার্যকরী হয়ে থাকে। এই রোগী খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে, সামান্য হৈচৈ, দরজা বন্ধ করার শব্দ প্রভৃতিও সে সহ্য করতে পারে না। তার পেটের এবং বুকের উপসর্গের সঙ্গে কপাল ও ভ্রূর উপরের অংশে কুঞ্চন থাকতে দেখা যায়; **ওপিয়াম** এবং **মিউরিয়েটিক অ্যাসিড্**-এর মত এই ওষুধের রোগীরও চোয়াল ঝুলে পড়তে দেখা যায়। খুববেশী অবসাদগ্রস্ত অবস্থা ও অবস্থার অবনতির সঙ্গে এইরূপ চোয়াল ঝুলে পড়া লক্ষণ দেখা দিতে পারে। খারাপ ধরনের জ্বর, টাইফয়েড, সেপটিক এবং জাইমোটিক ধরনের রোগের শেষ অবস্থায় এরূপ চোয়াল ঝুলে পড়ে; চোয়ালের নিচের গ্ল্যাণ্ড, প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড, সাব-ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি এবং কখনো কখনো সেলুলার টিসু ও ঘাড়ের মাংসপেশী স্ফীত হয়ে উঠতে দেখা যায়। ঐসব গ্ল্যাণ্ডে পেকে ওঠা ও স্ফীত হয়ে পড়ার মত অবস্থা স্কারলেট জ্বর, ডিপথেরিয়া প্রভৃতিতে দেখা যায়।

লাইকোপোডিরামের রোগীর গলার উপসর্গগুলিও বেশ লক্ষণীয়। এই ওষুধটির উপসর্গগুলি ডান দিক থেকে বাম দিকে ছাড়িয়ে যেতে, ডান বা শীতল কিন্তু বাঁ পাটি উষ্ণ থাকতে, ডান হাঁটু আক্রান্ত হতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ উপসর্গই ডান দিক থেকে বাম দিকে যেতে অথবা বাম দিকের তুলনায় ডানদিক বেশী আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সাধারণ 'সোরথেরাট' গলার ডান দিকে প্রথমে শুরু হয়ে পরে গলার সবটাতেই ছড়িয়ে পড়তে, প্রদাহ প্রথমে ডান দিকে শুরু হয়ে পরে বাম দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যাবে। ডিপথেরিয়ায় মেমব্রেন বা পর্দার মত সৃষ্টি প্রথমে ডান দিকে শুরু হয়ে পরে গলার বাম দিকে গিয়ে গলার সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। লাইকোপোডিয়ামে উপসর্গ উপরের দিক থেকে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়তেও দেখা যেতে পারে। লাইকোপোডিয়ামের গলার উপসর্গে অনেক সময় মুখের মধ্যে শীতল জল রেখে দিলে আরামবোধ করতে দেখা যায়, তবে এই ওষুধের 'সোরথেরাটে' সাধারণত উষ্ণ পানীয় গ্রহণেই আরামবোধ করতে দেখা যাবে এবং এই লক্ষণটি দিয়েই **ল্যাকীসসের** সঙ্গে এই ওষুধটির পার্থক্য ধরা যায়। **ল্যাকীসসে** ঠাণ্ডায় আরামবোধ এবং উষ্ণ পানীয় গ্রহণ করতে গেলে গলায় স্প্যাজম সৃষ্টি হতে দেখা যায়, লাইকোপোডিয়ামে কোন কোন ক্ষেত্রে শীতল পানীয় বা মুখের মধ্যে ঠাণ্ডা জল রাখলে আরামবোধ হতে দেখা যায় বটে কিন্তু সাধারণভাবে উষ্ণ পানীয় গ্রহণে এই রোগীর গলার উপসর্গে আরামবোধ হতে দেখা যাবে। **ল্যাকীসসের**

মত লাইকোপোডিয়ামে ঘুমের মধ্যে উপসর্গ বৃদ্ধি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যাবে না।

এই ওষুধটিতে পাকস্থলী ও পেটের নানাধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ক্ষুধাবোধ একেবারেই থাকে না। তার পাকস্থলীতে এত বেশী পূর্ণতাবোধ হতে থাকে যে সে কিছুই খেতে পারে না। সামান্য একটু কিছু না খাওয়া পর্যন্ত তার পেটে পূর্ণতাবোধ থাকে না। ক্ষুধাবোধ নিয়েই সে খেতে বসে কিন্তু প্রথম গ্রাসটি খাবার পরেই তার পেট যেন দমসম হয়ে গেছে বলে মনে হতে থাকে, তার পেট খুব গ্যাসে ভর্তি হয়ে ফুলে যায়, ঢেকুর উঠলে কয়েক মুহূর্ত সে হয়ত একটু আরামবোধ করে কিন্তু তার পেটের ফোলাভাব থেকেই যায়। গা-বমিভাব ও বমি হওয়া, পাকস্থলীতে গ্যাসট্রাইটিসের মত বেদনা ও শ্লেষ্মাপ্রবণতা, সাধারণ ক্ষত ও ক্যান্সারের ক্ষতের সঙ্গে খুব জ্বালাবোধ, খাবার পরেই পেটে বেদনা শুরু হওয়া, পিত্ত বমি, কফিরঙের অথবা কালচে, কালির মত রঙের বমি হতে দেখা যেতে পারে। ম্যালিগন্যাণ্ট ধরনের বা ক্যান্সারের উপসর্গে লাইকোপোডিয়াম রোগীর জীবন কিছুটা দীর্ঘ করে তুলতে পারে। লিভারের গোলযোগে ডানদিকে হাইপোকণ্ড্রিয়ামে স্ফীত, লিভারে বেদনা, বার বার পিত্তজনিত উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া ও পিত্তবমি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। গলস্টোন কলিকে লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগের পরে বেদনা ক্রমশ কমে যায় এবং পাথরীও গলে যাবার মত নরম হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই ওষুধের রোগী প্রায় সবসময়ই টক ও খুব কড়া ধরনের অ্যাসিডের মত ঝাঁঝালো ঢেকুর তোলে এবং ফ্যারিংক্সে জ্বালাবোধ থাকে। শীতল পানীয় গ্রহণে তার পাকস্থলীর উপসর্গ খুব বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণ পানীয় গ্রহণে সেইসব উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়। রোগীর পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে উচ্চশব্দযুক্ত গড়্‌গড়্‌ করা অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। লাইকোপোডিয়াম, **চায়না** এবং **কার্বোভেজ** এই তিনটি ওষুধেই খুববেশী ফ্লাটুলেন্স অবস্থা থাকতে দেখা যায় এবং সেইদিক থেকে এই ওষুধগুলি বিশেষভাবে তুলনীয়। লাইকোপোডিয়ামের রোগীর শীতল পানীয়, কফি, বীয়ার অথবা ফল খেয়ে পেটের গোলযোগ ও ডায়রিয়া সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ওষুধের রোগীর খুব গোলযোগপূর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকতে দেখা যায়। বেশ কয়েকদিন ধরেই হয়ত তার মলত্যাগের কোন ইচ্ছাই জাগে না, এমন কি রেক্টামে মল জমা হয়ে থাকলেও তার মলত্যাগের কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকে না। মল যখন বেরোয় তখন তার প্রথম অংশ খুব শক্ত এবং শেষ অংশ খুব নরম থাকতে ও বেগে বেরোতে দেখা যায় এবং তার পরেই রোগী খুব অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বলবোধ করতে থাকে। লাইকোপোডিয়ামে ডায়রিয়া এবং সব ধরনের মলই নির্গত হতে দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটিতে যেকোন ধরনের অর্শের সঙ্গে ফ্লাটুলেন্স, পাকস্থলীর লক্ষণ, মানসিক লক্ষণ এবং লাইকোপোডিয়ামের উপযোগী অন্যান্য লক্ষণ থাকতে দেখা গেলে সেই অর্শ এই ওষুধে সারানো যাবে।

কিডনী-সংক্রান্ত নানা লক্ষণ দ্বারাই অনেক ক্ষেত্রে লাইকোপোডিয়াম নির্বাচন করা

যেতে পারে। রেক্টামের মতই মূত্রথলীতেও নিষ্ক্রিয়তা থাকতে পারে। প্রস্রাব ত্যাগের জন্য তাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ও চেষ্টা করে যেতে হয়। খুব ধীরে ধীরে এবং ধীর গতিতে প্রস্রাব বেরোতে দেখা যায়। প্রস্রাব অনেক ক্ষেত্রে কাদাগোলা জলের মত ঘোলাটে ও ইঁটের গুঁড়োর মত লালচে গুঁড়োযুক্ত হতে দেখা যায়; যেকোন ধরনের জ্বর, রোগের অ্যাকিউট অবস্থায় প্রস্রাবে এইরূপ লালচে গুঁড়োর মত পদার্থ দেখা গেলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লাইকোপোডিয়ামের মত অন্যান্য লক্ষণও পাওয়া যায় কারণ প্রস্রাবে লালচে ইঁটের গুঁড়োর মত বেরোনো লক্ষণটি লাইকোপোডিয়ামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। ক্রনিক রোগে এইরূপ বেশী পরিমাণে লালচে গুঁড়ো প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হতে থাকলে রোগী অনেকটা আরামবোধ করে থাকে। এই ওষুধটিতে প্রস্রাব আটকে থাকা, ছোট শিশুদের বিছানা ভেজানো, ঘুমের মধ্যে অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন, বিশেষভাবে টাইফয়েড এবং খারাপ ধরনের জ্বরের সঙ্গে দেখা দিতে পারে। রাত্রিতে বার বার মূত্রত্যাগ বা পলিউরিয়া অন্যান্য যেকোন ওষুধের তুলনায় লাইকোপোডিয়ামে বেশী দেখা যায়। দিনের বেলায় বেশী প্রস্রাব না হলেও রোগীকে রাত্রিতে বার বার উঠে অনেকটা করে প্রস্রাব ত্যাগ করতে হয়; প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার ও কম স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিযুক্ত প্রস্রাব হতে দেখা যায়।

পুরুষদের ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতার জন্য লাইকোপোডিয়াম একটি প্রধান ওষুধ। দুর্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের ও খুববেশী ক্লান্ত ও অবসন্ন ধরনের রোগীদের যৌন যন্ত্রাদির দুর্বলতায় **ফসফরাস** খুব কদাচিৎ প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু যেখানে কোন যুবক যৌন অত্যাচারের কুফলে খুববেশী দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যাদের মেরুদণ্ড, মস্তিষ্ক ও যৌন যন্ত্রাদিতে দুর্বলতা সৃষ্টি হয় তাদের পক্ষে লাইকোপোডিয়াম বিশেষভাবে উপযোগী হয়ে থাকে।

এই ওষুধে ইউরেথ্রার মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ সৃষ্টি হতে ও সেই সঙ্গে গনোরিয়ার স্রাব থাকতে দেখা যায়। এটি একটি অ্যান্টি-সাইকোটিক ওষুধ এবং এটিতে পুরুষ বা মহিলাদের যৌনাঙ্গে আঁচিলের মত উদ্ভেদ, পেনিস্-এ ভেজা ভেজা বা আর্দ্র ধরনের কনডাইলোমা, প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ওভারী ও জরায়ুতে প্রদাহ ও নিউর‍্যালজিয়ার বেদনায় এই ওষুধটি মহিলাদের খুব উপকারে আসতে পারে। ওভারীর নিউর‍্যালজিয়া প্রধানত ডান ওভারীতে শুরু হয়ে পরে বাম ওভারীতেও আক্রান্ত হতে এবং প্রদাহ ও ডান ওভারীতেই বেশী হতে দেখা যেতে পারে। ডান ওভারীর 'সিস্ট্' ধরনের টিউমার এই ওষুধে সারানো গেছে।

ভ্যাজাইনাতে খুব শুষ্কতার জন্য যৌন সঙ্গমে খুব বেদনাবোধ, যৌন-সঙ্গমের সময় ও পরে ভ্যাজাইনাতে খুব জ্বালাকরা প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যায়। ঋতুস্রাবের গোলযোগ, ঋতুস্রাব বেশ কয়েক মাস ধরে বন্ধ থাকা বা দমিত অবস্থায় থাকা; রোগিণীর শুকনো, ফেকাশে ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের জন্য মনে হয় যেন ঋতুস্রাব

হবার মত ক্ষমতাই তার নেই। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে ঋতুস্রাব শুরু হবার সময় হয়ে গেলেও স্রাব দেখা না দিলেও এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। তার বয়স ক্রমশ ১৫, ১৬, ১৭ বা ১৮ বছর হয়ে গেলেও তার দৈহিক গঠন ঠিকভাবে হয় না, স্তন বড় হয়ে ওঠে না, ওভারী তার স্বাভাবিক কাজ শুরু করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য পাওয়া গেলে এই ওষুধে মেয়েটির দৈহিক গঠন ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসবে, তার স্তন বড় হতে শুরু করবে এবং তার মধ্যে নারী সুলভ অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেবে। এই ওষুধটিকে দৈহিক গঠনে খুব কার্যকরী হতে দেখা যায় এবং সেদিক থেকে **ক্যালকেরিয়া ফস্**-এর সঙ্গে এটির অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভ্যাজাইনা থেকে বায়ু নিঃসরণ, যৌনাঙ্গের শিরায় স্ফীতি বা 'ভেরিকোজ' প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

শ্বাসযন্ত্রের উপরে লাইকোপোডিয়াম আশ্চর্যজনকভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। বুকে শ্লেষ্মার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানির মত শ্বাসে কষ্টবোধ, ঠাণ্ডাটা নাকে বসে গিয়ে পরে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বুকে ছড়িয়ে যায় এবং তার ফলে বুকের ভিতরে খুব বেশী সাঁই সাঁই বা বাঁশীর মত শব্দ ও খুবেশী শ্বাসকষ্ট হতে দেখা যায়। দ্রুত হাঁটা চলা, উঁচুতে বা পাহাড়ে চড়া বা পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। শুকনো ও শীর্ণ ছেলেদের শুকনো কাশি, বুকের ভিতরে দপ্‌দপ্ করা ও সুড়সুড় করা, নিউমোনিয়া থেকে সেরে ওঠার পরেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত শুকনো কাশি থেকে যাওয়া, হাত-পা ঠাণ্ডা কিন্তু মাথা ও মুখমণ্ডল গরম থাকা ও সেই সঙ্গে খুব বেশী কাশি ও বুকের গোলযোগ থাকা, মাথায় কোন আবরণ বা ঢাকা না রেখে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা থাকতে দেখা যায় কারণ রোগীর মাথায় খুব বেশী রক্তাধিক্য ঘটে। এই রোগীর দেহে প্রতিরোধ শক্তি ও সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষমতা খুব কম থাকে, ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হবার পর থেকেই তার বুকের গোলযোগ চলে আসতে দেখা যায়। শুকনো ও বিরক্তিকর কাশি ছাড়াও লাইকোপোডিয়ামে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে প্রচুর ঘন, হলদে অথবা সবুজ রঙের শ্লেষ্মা ও পুঁজ মেশানো, দড়ির মত শ্লেষ্মা বা গয়ের উঠতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত রাত্রিকালীন ঘাম ও সান্ধ্য-জ্বর প্রতিদিন বেলা ৪-টা থেকে রাত ৮-টার মধ্যে আসতে দেখা যায়। নিউমোনিয়ার হেপাটাইজেসন অবস্থার সঙ্গে মুখমণ্ডল ও কপালে কুঞ্চন বা বলিরেখার মত সৃষ্টি হওয়া। নাকের পাটা ওঠা-নামা করা, গয়ের খুব কম ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধে দেখা যেতে পারে। বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, গয়ের তোলার অক্ষমতা ও নাকের পাটা ওঠা-নামা করা বিশেষভাবে চোখে পড়ে এবং তার সঙ্গে ডান দিকের ফুসফুস প্রথমে বা বেশী আক্রান্ত হতে দেখা গেলে, নিউমোনিয়া সঠিকভাবে চিকিৎসিত না হওয়ায় প্লুরা ও পেরিকার্ডিয়াম অঞ্চলে সেরাম বা বেশী রস জমে শ্বাসকষ্ট হতে দেখা গেলে এই ওষুধের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে।

গাউট এবং স্নায়ুর বিভিন্ন লক্ষণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রোগী ঘুমোতে যাবার কথা ভাবলেই তার পায়ের দিকে খুব অস্থিরতাবোধ হতে থাকে এবং তার

ফলে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রোগী না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে বাধ্য হয় যেটা অনেকটাই **আর্সেনিকামের** মত লক্ষণ। রোগীর হাত-পায়ে অসাড়তাবোধ, রাত্রিতে টেনে ধরা, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, বিছানার উষ্ণতায় ও নড়া-চড়ায়ও কম থাকতে দেখা যায়। ক্রনিক সবিরাম জ্বর, সায়াটিকা প্রভৃতিতে এই ধরনের বেদনা এবং উষ্ণতা ও নড়া-চড়ায় বেদনার উপশম হতে দেখা যায়। পায়ে ভেরিকোজ ভেইন, একটি পা গরম, অন্যটি শীতল থাকা, পায়ের পাতায় ঈডিমা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সবিরাম, রেমিট্যাণ্ট, বিরামহীন প্রভৃতি সব ধরনের জ্বর; বৃদ্ধ বয়সের উপসর্গ, অকাল বার্ধক্য ও দুর্বলধাতুর রোগীদের পক্ষে ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। নানা ধরনের শোথ ও সেইসঙ্গে হার্ট বা লিভারের উপসর্গ থাকা; ত্বকে মামড়ী পড়ে সহজে ঝরে না যাওয়া বা রুপিয়ার মত হয়ে থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সালফার, গ্র্যাফাইটিস এবং **ক্যালকেরিয়া কার্ব** ওষুধগুলির মতই লাইকোপোডিয়াম গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘস্থায়ী ওষুধ। ঐসব ওষুধ ক্রুড অবস্থায় প্রায় নিষ্ক্রিয় বলে মনে হলেও যখন তাদের পোটেনটাইজ করে শক্তি বৃদ্ধি করা হয় তখন তাদের রোগনিরাময়ের আশ্চর্য ক্ষমতায় বিস্মিত হতে হয়।

ম্যাগনেসিয়া কার্বোনিকা
(Magnesia Carbonica)

এই ওষুধটি আংশিকভাবে পরীক্ষিত অবস্থায় হ্যানিম্যান যেভাবে রেখে গেছেন সেইভাবেই আমাদের কাছে এসেছে। এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণ এবং দেহের কিছু কিছু অংশের উপরে এর লক্ষণ বা উপসর্গ সৃষ্টির ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বা বিস্তৃতভাবে জানা যায়নি। কাজেই বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ লোকেদের উপরে এই ওষুধটির উচ্চশক্তি আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করে এর সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি আরও ভাল-ভাবে জানার প্রয়োজন আছে। এই ওষুধটি এমন বিশেষ এক ধরনের উপসর্গে এত গুরুত্বপূর্ণভাবে কার্যকরী হয় যে এটিকে বাদ দিয়ে চিকিৎসা চালানো কষ্টকর হয়ে পড়বে। পুরানো ও দেহের গহ্বরে আসীন সোরাজনিত উপসর্গে এটি কার্যকরী হয়ে থাকে। **সালফারের** মতই এই ওষুধটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়ায় দেহকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে।

এই ওষুধটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে ঃ—নড়াচড়া বা চলা-ফেরায় উপসর্গ কম থাকা; খোলা হাওয়া পছন্দ করা, তবুও ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনুভূতি-প্রবণতা থাকা; জ্বরের সব অবস্থাতেই দেহে আচ্ছাদন বা ঢেকে রাখার ইচ্ছা; প্রতিদিন সন্ধ্যায় জ্বর আসা; লক্ষণ বা উপসগ প্রতি একুশ দিন অন্তর দেখা দেওয়া; উষ্ণ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের পরে উত্তাপবোধ, এমন কি ঘাম দেখা দেওয়া; সন্ধ্যাকালে প্রবল তৃষ্ণা।

অন্যান্য ম্যাগনেসিয়ার মতই এই ওষুধে খুব তীব্র ধরনের নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা,

থাকে এবং সেই বেদনা এত তীব্র হয় যে রোগী চুপচাপ শান্তভাবে থাকতে না পেরে ঘোরাঘুরি, হাঁটা-চলা করতে বাধ্য হয় এবং তাতে তার বেদনা অনেক কম থাকে প্রুভাররা এই বেদনা প্রধানত মাথা ও মুখমণ্ডলে অনুভব করে থাকলেও রোগীদের মধ্যে দেহের যে কোন অংশেই তীব্র ধরনের নিউরালজিয়া সৃষ্টি হতে দেখা গেছে ; তবে প্রধানত মুখমণ্ডলের বাম দিকে এবং রাত্রিতে নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা দেখা দেয় এবং বেদনার তীব্রতায় রোগী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে হেঁটে চলে বেড়াতে বাধ্য হয় ; হাঁটা-চলা বন্ধ করে। একটু চুপচাপ দাঁড়ালেই তার খুববেশী হয় ; ঝিলিক দেওয়া, ছিঁড়ে পড়া বা কেটে যাবার মত বেদনা শুরু হয়ে যায়।

ত্বকে নানা ধরনের উদ্ভেদ ; শুকনো ; খোসা ওঠা, খুস্কির মত উদ্ভেদ ত্বকে সৃষ্টি হতে দেখা যায়, চুল ও নখ খুব অস্বাস্থ্যকর থাকে। দাঁত ও দাঁতের গোড়া এই ওষুধে বিশেষভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। প্রতিবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে রোগীর দাঁতের গোড়ায় খুববেশী বেদনা, জ্বালা, ঝিলিক দেওয়া ব্যথা, কামড়ানো ব্যথা ও কন্‌কন্‌ করা অবস্থা একাদিক্রমে চলতে থাকে। ঋতুস্রাবের পূর্বে ও সময়ে দাঁতের বেদনা দেখা দিতেও দেখা যায়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রোগিণী প্রায় সর্বদাই দাঁতের বেদনায় কষ্ট পায়, কিন্তু তবু দাঁতের গোড়া সম্পূর্ণ সুস্থই থাকতে দেখা যায়। গর্ত হয়ে যাওয়া দাঁত খুববেশী সংবেদনশীল ও বেদনাযুক্ত থাকে। দাঁতে এত বেশী সংবেদনশীলতা থাকে যে ডেনটিস্টের পক্ষে দাঁত পরীক্ষা করে দেখাও কষ্টকর হয়। এই লক্ষণটি অনেকটা **অ্যাণ্টিম ক্রুডের** মত, তবে **অ্যাণ্টিম ক্রুডে** যেখানে দাঁতের ডেনটাইন অংশেই বিশেষভাবে আক্রমণ সৃষ্টি হয়, ম্যাগ্‌কার্ব এ সেখানে দাঁতের গোড়া বিশেষভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এই ওষুধে দাঁতের সংবেদনশীলতার জন্য দাঁতে দাঁত ছোঁয়ানো বা কামড়ানো সহ্য হয় না, মনে হয় যেন দাঁত লম্বা হয়ে পড়েছে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দাঁতের উপসর্গ ছাড়া অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ না থাকলে ম্যাগ-কার্ব এবং **চায়না** এই দুইটিই প্রধান ওষুধ হিসাবে কার্যকরী হতে পারে।

এই ওষুধটির বিষয়ে জানা না থাকলে বিশেষ ধরনের 'ম্যারাসমাসের' চিকিৎসা করতে গিয়ে বিব্রত বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। এই ওষুধটি ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে এটি দেহে যক্ষ্মারোগ সৃষ্টি হবার পূর্ববর্তী একটা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। রোগীর দেহের মাংসপেশী শীর্ণ থাকে এবং সেগুলি ঢিলে ঢালা বা থলথলে হয়ে পড়ে, যেন কোন একটা মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেইরকম দেখায়। যে শিশুর মা-বাবার যক্ষ্মা হয়েছে, সেই শিশুর দেহে এই শীর্ণতা বা 'ম্যারাসমাস' সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকে। শিশুটির মাংসপেশী থলথলে হয়ে পড়ে, যথেষ্ট খাওয়া-দাওয়া ও ওষুধপত্র ব্যবহারেও তার দেহের ঐ অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে না। শেষপর্যন্ত শিশুটি শীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তার মাথার পিছনের অংশটা চেপ্টে যেন ভিতরে বসে যায়, মনে হয় যেন তার সেরিবেলাম অংশের অ্যাট্রফি হয়েছে। শিশুটির দুধ, মাংস, মাংসের সুরুয়া প্রভৃতির প্রতি বেশী রুচি ও খাবার

ইচ্ছা দেখা দেয় কিন্তু সেগুলি সে হজম করতে পারে না, দুধ খাবার পরে সেটা হজম না হয়ে অন্ত্র বেয়ে নিচে নেমে গিয়ে সাদাটে কাদার মত অথবা পুটির মত সাদাটে মল হয়ে বেরিয়ে যায়। ম্যাগ-কার্বে ঐ সাদাটে কাদা বা পুটির মত মল থাকাটা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

জারজ সন্তানদের অনেকেরই এইরূপ মাথার পিছনের অংশটা চেপ্টা হয়ে থাকতে দেখা যায়! অক্সিপিটাল অস্থিটি চেপ্টে যায় এবং প্যারাইটাল অস্থি দুটি তার উপরে থাকতে দেখা যায়। ফলে সেখানে একটা খাঁজ বা গর্তমত সৃষ্টি হয়; ম্যারাসমাসে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে এই অবস্থা প্রায়ই দেখা যায় এবং প্রায়ই তাদের সাদাটে কাদার মত মল ত্যাগ করতে দেখা যায়। এই নরম কাদার মত ও সাদাটে মল ম্যাগ-কার্বের বৈশিষ্ট্য।

ম্যাগ্-কার্বের শিশুর দেহে **হিপারের** শিশুর মতই টকো গন্ধ পাওয়া যায়। শিশুর দেহ ভালভাবে ধোয়া-মোছা করলেও সেই টকো গন্ধ থেকে যায়; তার ঘাম এবং সারা দেহেই টকগন্ধ থাকতে দেখা যায়। কেবল মাত্র জলের জন্য এরূপ টক গন্ধ হয় না; তার মলে খুব কড়া, ঝাঁঝালো, পচাটে গন্ধ থাকে এবং প্রায়ই শিশুটির গায়ে অপরিচ্ছন্ন শিশুর মত একটা ঝাঁঝালো গন্ধ থাকতে দেখা যায়, শিশুকে ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলেও সেই ঝাঁঝালো এবং টক গন্ধ যায় না।

সব ম্যাগনেসিয়ার মতই এই ওষুধে মলদ্বার ও রেক্টামে একটা নিষ্ক্রিয়ভাবে, আংশিক পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মল লম্বা, বড় ও শক্ত হয় এবং সেটা বের করতে খুব চেষ্টা ও জোর দিতে হয়, ফলে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখা যায়। ম্যাগ্-কার্ব-এ সবুজ রঙের মল ডায়রিয়াতে দেখা যায় যেখানে পাতলা জলের মত অংশের উপরে সবুজ অংশটিকে ভেসে থাকতে দেখা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে মল দলা দলা বা 'লাম্পি' এবং পাতলা বা তরল থাকে। মলের দলা অংশ নিচে পড়ে থাকে এবং তার উপরে ভেসে থাকা তরল অংশের উপরে স্বরের মত সবুজ অংশ ভেসে থাকতে দেখা যায়। এই ধরনের মল ম্যাগ-কার্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মলের উপরে চর্বির মত দলা ভেসে থাকা লক্ষণটি **ফসফরাসের** প্রধান লক্ষণ, তবে অনেক ক্ষেত্রে ডালকামারাতেও মলে চর্বির মত দলা ভেসে থাকতে দেখা যায়।

ক্রনিক অবস্থায় আক্রান্ত বয়স্ক রোগীর মুখমণ্ডল ফেকাশে, মোমের মত, রুগ্ণ থাকতে দেখা যায় এবং এই রোগী সেরে না ওঠার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। রোগিণীর মুখমণ্ডলে একটা রুগ্ণতার ছাপ থাকে, মাংসপেশী ঢিলেঢালা ও শিথিল থাকতে দেখা যায় এবং খুব ক্লান্ত এবং সামান্য পরিশ্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মাসিক ঋতুস্রাবের সূত্রপাতে সে খুববেশী অসুস্থবোধ করে থাকে। ঋতুস্রাব দেখা দিলেই যেন তার ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে মনে হয়। প্রতি মাসে ঋতুস্রাব শুরু হবার আগে ম্যাগ-কার্বের রোগিণীর কোরাইজা দেখা দেয়, এই ধরনের রোগিণীর চেহারা দেখে মনে হয় যেন তা পতনোন্মুখ, কিন্তু বছরের পর বছর ধরেই এই রোগিণী একইরূপ অবস্থায় থেকে

যায়, কোন কাজকর্ম করতে পারে ; মাংস খাবার জন্য যাদের খুববেশী ঝোঁক থাকে, তরি-তরকারী তারা খেতে চায় না, ক্রমশ তারা শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে, তাদের দেহের মাংসপেশী থলথলে ও শিথিল হয়ে পড়ে এবং জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকে, হার্নিয়াও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তাদের স্নায়ুতে বেদনা এবং মাংসপেশী ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়।

এই ওষুধটিতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাও দেখা যেতে পারে ; তবে সেই শ্লেষ্মাটা শুকনো থাকে, খুব একটা শ্লেষ্মা বা স্রাব বেরোতে দেখা যায় না। পুরানো ক্ষত শুকিয়ে গিয়ে চক্চকে হয়ে পড়ে এবং কোন স্রাব থাকে না। নাক শুকনো থাকে, অক্ষিগোলক এত শুকনো থাকে যে চোখের পাতা পরস্পর জুড়ে থাকতে দেখা যায় ফলে চোখ খুলতে খুব কষ্ট হয়। ত্বকে শুকনো, জ্বালা করা ও চুলকানিবোধ থাকতে দেখা যায়। ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনে শুষ্কতা সৃষ্টির একটা প্রবণতা থাকে। শুষ্কতা সৃষ্টি এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ।

শিশুদের মাংস খাবার প্রতি একটা অস্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। ম্যাগ কার্ব পাকস্থলীতে প্রায় সর্বদাই গোলযোগ থাকে, পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্য টকে যায়, টক ঢেকুর ওঠে। সাধারণ খাবার খাওয়ার পরেও পেটে বা পাকস্থলীতে বেদনা দেখা দেয়। গা-বমিভাব ও অজীর্ণ খাদ্য টকযুক্ত অবস্থায় গলা পর্যন্ত উঠে আসতে দেখা যায়। খাবার পরেই পেট ফুলে যায় ও খুববেশী ফ্লাটুলেন্স দেখা দেয়। পাকস্থলীতে খুব ধীরে পরিপাক ক্রিয়া চলার ফলে খাদ্য টকে যায়।

কোন লোকের যক্ষ্মা রোগ হবার কথা জানা গেলে তার ক্ষেত্রে ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। যে সব লোক যক্ষ্মায় আক্রান্ত অথবা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত মা-বাবার সন্তানদের দেহে মাংস শুকিয়ে যাওয়া এবং মাংস খাবার প্রতি অস্বাভাবিক ইচ্ছা, শুকনো কাশি থাকা, রাসটক্সের মত সন্ধ্যাকালে জ্বরের শীতাবস্থায় শুকনো কাশি দেখা দেওয়া, দীর্ঘদিন ধরেই শীর্ণ দেহে অল্প-স্বল্প খুক্খুকে কাশি থাকা এবং কোন একটা বিশেষ অবস্থায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি ম্যাগ্-কার্বেও দেখা যেতে পারে। এইরূপ অবস্থায় অন্যান্য ওষুধের তুলনায় **আর্সেনিকাম, ক্যাল কার্ব, লাইকোপোডিয়াম,** ম্যাগনেসিয়া কার্ব এবং **টিউবারকুলিনাম** ওষুধগুলিই বেশী প্রয়োজন হয়। ঐ সব ওষুধে এরূপ দীর্ঘ ও বিলম্বিত অবস্থা, যক্ষ্মা রোগ সৃষ্টির পূর্বাবস্থা থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঐসব ওষুধে এই ধরনের রোগীদের বাঁচানো যেতে পারে, তবে মনে রাখা দরকার যে এই ধরনের রোগীদের নিরাময় করা খুবই কষ্টকর, কারণ তাদের উপযোগী ওষুধটি খুঁজে নেওয়া মোটেই সহজ নয়। এই সব রোগীর অনেক লক্ষণই সুস্থ অবস্থায় থাকে এবং সেগুলিকে বুঝে নিতে হয়। হ্যানিম্যান এই ধরনের অবস্থাকে একপেশে লক্ষণযুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

শুকনো ও গলায় সুড়সুড় করা কাশি, রাত্রিতে স্প্যাজমোডিক ধরনের কাশি ও ল্যারিংক্স-এ সুড় সুড় করার মত বোধ, দিনের বেলায় নিদ্রালু কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রাহীন

থাকা রোগীদের মধ্যে অনেকেরই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। তারা রাত্রে ঘুমোতে না পেরে দিনের বেলায় খুব ক্লান্তিবোধ করতে থাকে সর্বদাই তারা ক্লান্ত ও শিথিল থাকে। এদের বেশীর ভাগই শীতল ও শীতকাতর থাকে। এই ধরনের লক্ষণ প্রুভিং-এ না পাওয়া গেলেও ক্লিনিক্যালি রোগীদের শীতল ও শীতকাতর থাকতে দেখা গেছে এবং ঐ ধরনের রোগীর মনে হয় যেন তার দেহে রক্ত কম আছে।

ম্যাগনেসিয়া মিউরিয়েটিকা
(Mrgnesia Muriatica)

এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে ম্যাগনেসিয়া কার্ব এবং ম্যাগনেসিয়া মিউর এই ওষুধ দুটির প্রুভিংয়ের দ্বারা হ্যানিম্যান যে সুন্দর ভাবে এদের দুটির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তা আজ অবহেলিত ও প্রায় বিস্মৃত। যে সব লিভারের গোলযোগ এখন সহজে সারানো যায় না, এই ওষুধ দুটির সাহায্যে তা সারানো যায়। নার্ভাস ও উত্তেজনাপ্রবণ মহিলাদের যে সব উপসর্গ সারানো যাচ্ছিল না, ম্যাগনেসিয়া মিউরের সাহায্যে তা এখন সারানো যেতে পারে। এই ওষুধগুলি এখনও অবহেলিত কিন্তু **ফসফরাস** ও **সালফার** প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ম্যাগনেসিয়া মিউর একটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল অ্যান্টি-সোরিক এবং এটি পাকস্থলী ও লিভারের গোলযোগে ভুগছে এমন নার্ভাস রোগীদের জন্য বিশেষ উপযোগী। এটিতে গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি এবং স্নায়ুকেন্দ্র ও মস্তিষ্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করার লক্ষণ দেখা যায়; এই ওষুধের রোগী প্রায়ই প্রায়ই ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল ও শীতকাতর থাকে, তবে সে নির্মল ও খোলা হাওয়া পছন্দ করে বা পেতে চায়। মাথার কিছু কিছু উপসর্গ ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই রোগীর উপসর্গগুলি খোলা নির্মল হাওয়ায় কমে যেতে বা কম থাকতে দেখা যায়। রোগী তার মাথাটি ঢেকে রাখে, কারণ খোলা হাওয়ায় তার মাথায় খুব সংবেদনশীলতা থাকে। সে খুববেশী অস্থিরভাবে থাকে, কখনো চুপচাপ, শান্তভাবে থাকতে পারে না, চুপচাপ শান্তভাবে থাকতে বাধ্য হলে সে উদ্বেগবোধ করে। উদ্বেগবোধ এই ওষুধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অস্থিরতা, হাত-পা ও দেহ প্রায় সবসময় নাড়ানো ও উদ্বেগ একত্রেই থাকতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থা যে কোন সময় দেখা দিতে পারে তবে রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে এবং চোখ বন্ধ করলে সে এত বেশী উদ্বিগ্ন, অস্থির ও ফিজেটি হয়ে পড়ে যে সে ঘুমোতে না পেরে উঠে বসে গভীর ভাবে শ্বাস নেয় বা অন্য যাহোক একটা কিছু করতে শুরু করে। উদ্বেগবোধের জন্য সে প্রায় সারারাত জেগে কাটাতে বাধ্য হয়। প্রুভাররা এরূপ অবস্থাকে একটা অস্বস্তিবোধ বলে বর্ণনা করেছে, কিন্তু ওষুধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা গাইডিং লক্ষণে এটিকে শয্যায় অস্থিরতা বলে বর্ণনা করা রোগীর হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণ, অস্থিরতা, উদ্বেগ প্রভৃতি ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঐ লক্ষণ হয়েছে। রোগীর সারাদেহ মনকেই আচ্ছন্ন

করে রেখেছে এবং এগুলিকে স্নায়ু ও মনের সঙ্গে যুক্ত বলেই ধরা যায়। কোন কোন ওষুধে চোখ বুজলে মাথাঘোরা, ও চোখ বুজলে উদ্বেগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; চোখ বন্ধ করলে **কোনিয়ামের** রোগীর দেহে ঘাম দেখা দেয়। এগুলিকে 'কী-নোট' বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হিসাবে ধরা যায় এবং অনেকক্ষেত্রে এরূপ একটি বা দুটি লক্ষণের উপর নির্ভর করেই অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। আমি এমন এক রোগীকে দেখে ছিলাম যার ইউরেথ্রাতে স্ট্রিকচার ছিল; অনেক রকম ভাবে চিকিৎসা করেও তার স্ট্রিকচার সারানো যাচ্ছিল না, শেষে একদিন রোগী জানালো যে চোখ বন্ধ করলেই দেহে প্রচুর ঘাম দেখা দেয় সে জন্য সে ঘুমোতে পারে না। ঐ একটি মাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করে রোগীকে **কোনিয়াম** প্রয়োগ করায় ক্রমশ তার ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে ও স্ট্রিকচার সারিয়ে দিতে পারা গেছে! প্রথমে ঐ রোগীর গনোরিয়াজনিত স্রাব ও প্রদাহ ফিরে আসে এবং তার পর ধীরে ধীরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। তবে একথা ঠিক যে ঐরূপ একটি-মাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করে ওষুধ নির্বাচন করা বিধিসম্মত নয়, এবং সব ক্ষেত্রে এতে সুফলও পাওয়া যায় না। রোগীর ধাতুগত ও অন্যান্য লক্ষণগুলিকে সমগ্রভাবে বিচার করে তবেই সঠিক ওষুধটি বেছে নেওয়া উচিত।

রোগী ঘরের মধ্যে থাকলে উদ্বেগবোধ করে কিন্তু খোলা হাওয়ায় গেলেই তার সেই উদ্বেগ মিলিয়ে যায়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার জন্য চোখ বন্ধ করলেই তার উদ্বেগ দেখা দেয়। কোন কিছু পড়তে গেলে রোগী বা রোগিণীর মনে হয় যেন আর কেউ তার পাশে বসে পড়েছে, সেইজন্য খুব দ্রুত পড়ে যায়। খুব বেশী কাজকর্ম করে তারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে হয় যেন তাদের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। তাদের মনে কোন একটা ভাবনা দেখা দিলে সেটা বার বারই ফিরে আসতে দেখা যাবে।

খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে মাথাঘোরা কমে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই রোগীর মাথা ঘুরতে থাকে। তাও মাথার উপসর্গ খুবই গোলযোগপূর্ণ থাকতে দেখা যায়। যে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রয়োগ করা উচিত সে সব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই **সাইলিসিয়া** প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, কারণ ঐ ওষুধের রোগীর মাথাধরা মাথায় কাপড় জড়িয়ে রাখলে কমে যেতে দেখা যায়। এই ওষুধেও ঐ লক্ষণটি আছে। চুলের গোড়ায় টন্ টন্ করা ব্যথা বা স্পর্শকাতরতা থাকে এবং মনে হয় যেন চুল ধরে টানা হচ্ছে। মাথায় কাপড় জড়িয়ে রাখলে অথবা খুব শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখলে মাথার যন্ত্রণা কমে যায়।

দেহের সর্বত্রই হলদেভাব থাকে। জণ্ডিস ও লিভারের গোলযোগে চোখ হলদে হয়ে পড়ে। চোখে প্রদাহ, চোখের পাতার ধারগুলি ও অক্ষিপল্লবে মামড়ী পড়ার মত, ছোট ছোট ফুস্কুড়ি এবং উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মাথার উপসর্গ উষ্ণতায় কম থাকে; মাথার উপসর্গ ছাড়া অন্যান্য অনেক উপসর্গকেই উষ্ণতার, উষ্ণ ঘরে থাকলে খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়।

কানে পালসেশন বোধ হয়। নাসারন্ধ্রের ধারে ক্ষত সৃষ্টি হয়। জিহ্বাটি পুড়ে যাবার মত দেখায়, জিহ্বার অনেক অনেক জায়গায় হেজে যাবার মত ও ফাটা ফাটা থাকতে দেখা যায়। ফিশারে আক্রান্ত স্থানে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা করে। খুববেশী ক্ষুধাবোধ হয় কিন্তু কি কারণে হয় সেটা রোগী বুঝতে পারে না। খুববেশী ক্ষুধাবোধের পরে গা-বমি ভাব দেখা দেয়। নোনতা জিনিস, নোনতা খাদ্য, নুনজলে স্নান করা, সমুদ্র-স্নান ও সমুদ্রতীরে সমুদ্রের হাওয়ায় শ্বাসগ্রহণে তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। রোগীর বুকের উপসর্গ, লিভারের উপসর্গ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা সমুদ্রের জলে বা হাওয়ায় সৃষ্টি হতে দেখা যায়। নাবিকরা যখন সমুদ্র থেকে এসে উপকূলে বাস করে তখন তাদের উপসর্গ সৃষ্টি হলে **ব্রোমিয়াম** কার্যকরী হয়। সমুদ্রের কাছে গেলে **ম্যাগ মিউরের** উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; সমুদ্রতীরে গেলে আমবাত দেখা দিলে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই **আর্সেনিক**-এ সেরে যায়।

পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর ওঠে। পাকস্থলীতে সামান্য কারণেই গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মুখে টক জল ওঠে, বমি হয়। **ম্যাগনেসিয়া কার্বের** মত এই ওষুধেও দুধ হজম হয় না। দুধ পানে পেটে বেদনা এবং অজীর্ণ অবস্থায় দুধ বেরিয়ে যাওয়া- 'লিয়েণ্টারিক' ধরনের মল নির্গত হতে দেখা যায়; হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাদের খাবার টেবিলে বসেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে।

এই ওষুধে লিভারের নানা গোলযোগ থাকতে দেখা যায়। লিভার বড় ও শক্ত হয়ে ওঠা, ও সেই সঙ্গে ত্বকে জণ্ডিসের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। লিভারের ডান লোবএ টনটন্ করা ব্যথা, ডান দিকে চেপে শুয়ে থাকলে বেদনা বৃদ্ধি পাওয়া, কিন্তু বাম দিকে ফিরে শুলেও অস্বস্তিবোধ, মনে হয় যেন লিভারটিকে বাম দিকে টেনে ধরে রাখা বা শক্ত করে বাম দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে। ঐ ধরনের লক্ষণে অনেকক্ষেত্রেই **নেট্রাম সালফে** ভাল ফল পাওয়া যায়; **টেলিয়াতেও** অনেকটা ঐ ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। ডানদিকে চেপে শুয়ে থাকলে উপসর্গ বৃদ্ধি অর্থাৎ লিভারের টনটনে করা ব্যথা এবং বাম দিকে ফিরে শুলে লিভার বাম দিকে জোরে টেনে ধরার মত বোধ এই লক্ষণ দুটি একই সঙ্গে অথবা আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি হতে পারে। লিভারে চাপ দিয়ে শুয়ে থাকায় এই ওষুধে অনেক উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

পাকস্থলী ও অন্ত্রের অঞ্চলে স্পর্শকাতর বেদনা, সন্ধ্যার দিকে 'গ্যাসট্রালজিয়ার' আক্রমণ ঘটা ও বদহজম হওয়া এই ওষুধে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পাকস্থলীর হজমশক্তি ক্রমশই কমে যেতে থাকে এবং শেষে সামান্য একটু খাদ্য মুখে তুলতেই খুববেশী কষ্ট আরম্ভ হয়ে যায়। পেটে শোথের লক্ষণ; কলিক, খিঁচধরা বেদনা বা ক্র্যাম্প এবং ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা; খুববেশী ফ্লাটুলেন্স প্রভৃতি পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগের সঙ্গে ফিতে ক্রিমির আক্রমণ হতে দেখা যায়। তীব্র ধরনের কোন ড্রাগ ব্যবহারে ফিতে ক্রিমি দূর করার পরে রোগীর দেহে নানা গোলযোগপূর্ণ লক্ষণ দেখা দেয় এবং সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে রোগীর অনেক সময় লেগে

যায়। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগে ক্রিমি ও তার জন্য সৃষ্ট অন্যান্য লক্ষণ দূর করে রোগীকে আরাম দেওয়া যায় এবং উপযুক্ত ওষুধটি প্রয়োগ করতে পারলে সে ক্রমশ তার সব দুর্বলতা ও অসুস্থতা কাটিয়ে উঠবে এবং তখন ফিতে ক্রিমি অথবা অন্য যে কোন ক্রিমিই আর তার দেহে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারবে না।

ম্যাগ-কার্বের মতই এই ওষুধে শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মল খড়ি-মাটির মত সাদাটে হয়। রোগী বয়স্ক হলে এবং জণ্ডিসে তার দেহ হলদে হয়ে থাকলে মল হাল্কা রঙের ও পিত্তহীন হতে দেখা যাবে এবং মল বের করে দেবার উপযুক্ত ক্ষমতা বা 'এক্সপালসিভ পাওয়ার'ই থাকে না।

প্রস্রাব মূত্রথলী থেকে বের করে দেবার ক্ষমতার অভাবে রোগী পেটের মাংসপেশী শক্ত করে মূত্রথলীর উপরে চাপ সৃষ্টি করায় অল্প একটুখানি প্রস্রাব নির্গত হতে দেখা যায়। মূত্রথলীতে অনেক সময় অনুভূতি কমে যায়, ফলে মূত্রথলীতে প্রস্রাব জমে গিয়ে খুববেশী চাপ না পড়া পর্যন্ত রোগী হয়ত বুঝতেই পারে না যে তার প্রস্রাব ত্যাগ করা প্রয়োজন কিনা। এই অনুভূতিবোধের অভাব ইউরেথ্রাতেও থাকতে পারে এবং অনেকক্ষেত্রে অন্ধকারে প্রস্রাব ত্যাগ করতে গিয়ে রোগী বুঝতে পারে না যে তার প্রস্রাব বেরোচ্ছে কিনা।

মেট্রোরেজিয়ার সঙ্গে পিঠে বেদনা থাকে এবং পিঠটা চেয়ারের পিছনে খুব জোরে চেপে রাখলে অথবা খুব শক্ত বালিশের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে সেই বেদনা কমে যায়। পেলভিসে সন্তান-প্রসবের মত নিচের দিকে নেমে আসা ব্যথা বিশেষভাবে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলা ও মেয়েদের মধ্যে থাকতে দেখা যায়।

সমুদ্র স্নানের ফলে বুকে কনজেসসন সৃষ্টি হয়। সমুদ্রতীরে গেলে এবং নোনতা জলে স্নান করলে বুকের গোলযোগ ও ঠাণ্ডা লাগার মত উপসর্গ সৃষ্টি হয়। হার্টের প্যালপিটেশনের সঙ্গে উদ্বেগ দেখা দেয়। বিশ্রামে থাকা অবস্থায় উদ্বেগ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তখন সে কোন একটা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে বাধ্য হয়। এই ধরনের লক্ষণ, রোগী যখন সন্ধ্যার দিকে বা রাত্রিতে ঘুমাতে যায়, তখন পুনরায় দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে।

বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত বোধ রোগী জেগে থাকা অবস্থায় তারা সারা দেহে যেন ঝাঁকুনি লাগে, তার দেহে ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ ও মৃদু কম্পন হতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকে অসাড়তা দেখা দেয়। বাহু, হাত প্রভৃতিতে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা এবং উরু, পা প্রভৃতি অংশে অস্থিরতা দেখা দেয়। রাত্রিতে 'কাফ' অংশে খিঁচ্ ধরা বেদনা, হাত-পা সর্বত্রই পক্ষাঘাতের মত টন্ টন্ করা বা ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, রাত্রিতে বিছানায় থাকা অবস্থায় পায়ের তলায় জ্বালাবোধ প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে। পায়ের পাতায় **সাইলিসিয়ার** মত ঘাম হতে দেখা যায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে বাহুতে অসাড়বোধ হতে দেখা যেতে পারে।

হিস্টিরিয়া এবং স্প্যাজমোডিক ধরনের উপসর্গ, সমুদ্র স্নান বা নোনতা জলে

স্নানের ফলে দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া, লরণে উপসর্গ সাধারণ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। ঘুম ভাল হয় না, ঘুমের মধ্যে উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখে। রোগীর দেহ ঠাণ্ডায় কাতর হয় এবং সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লেগে যাবার প্রবণতা থাকে। কিছু কিছু লক্ষণ খোলা হাওয়ার স্পর্শে কমে কমে যায়, যদি অবশ্য সেই হাওয়াটা বেশী শীতল না হয়।

ম্যাগনেসিয়া ফসফোরিকা
(Magnesia Phosphorica)

এই ওষুধটি স্প্যাজমোডিক অবস্থা ও নিউর‍্যালজিয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। বেদনা খুব তীব্র ধরনের হয় এবং যে কোন স্নায়ুকেই আক্রমণ করতে পারে। যে কোন একটি স্নায়ুতে বেদনাটা গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে ; মাঝে মাঝে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বা প্যারক্সিজমে আসে কিন্তু সেই বেদনার তীব্রতায় রোগী প্রায় পাগলের মত উন্মত্ত হয়ে পড়ে। উত্তাপ ও চাপে সেই বেদনার উপশম হতে দেখা যায়। রোগী উষ্ণ স্থানে গেলে আরামবোধ করে ; তার নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা ও উষ্ণ স্থানে গেলে কম থাকে। সে কোন শীতল স্থানে থাকলে অথবা ঠাণ্ডা লেগে গেলে তার বেদনা অবর্ণনীয় ভাবে বেড়ে যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরলে বা ঘোড়ায় চড়লে ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ঘোরার ফলে বেদনা বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ সময় ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে থাকলে মুখমণ্ডলে নিউর‍্যালজিয়া দেখা দেয়।

রোগীর দেহের প্রায় সর্বত্রই বেদনাবোধ থাকে। অন্ত্রে স্নায়বিক বেদনা বা এণ্টেরালজিয়া, পাকস্থলী ও অন্ত্রে ক্র্যাম্প বা খিঁচ্ধরা ব্যথা প্রভৃতি একই ধরনের মোডালিটি বা হ্রাস-বৃদ্ধির লক্ষণ সহ থাকতে দেখা যায়। উত্তাপে তার অন্যান্য ব্যথার মত মেরুদণ্ডের বেদনাও কম বোধ হতে দেখা যাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি নার্ভে যেখানে কিছুটা ব্যথা আছে, সেখানে চাপ দিলে সংবেদনশীলতা ও টনটন্ করা ব্যথা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রোগীর স্পাইন্যাল কর্ডে টনটন্ করা ব্যথা হতে দেখা যায়। কনভালসনের সঙ্গে হাত-পা শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। শিশু অথবা বয়স্কদের কনভালসন হবার পরে দেহে খুববেশী স্পর্শকাতরতা এবং বাতাস, হৈচৈ এর শব্দ, উত্তেজনা সব কিছুতেই খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়তে দেখা যায়। শিশুদের দাঁত ওঠার সময় এইরূপ কনভালসন সৃষ্টি হতে পারে। কলিক, তিন মাসের কলিক, ক্র্যাম্প, বিলিয়াস কলিক প্রভৃতি সৃষ্টি হয় কিন্তু এই ওষুধটিতে খুববেশী দুর্বল করে ফেলা, মাংসপেশী ও স্নায়ুর উত্তেজনা সৃষ্টি করার ক্ষমতাই প্রধান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রান্ত হয়ে থাকার ফলে দেহে ক্র্যাম্প, শক্তভাব, অসাড়তা, কোন একটি স্নায়ু শুকিয়ে বা মরে যাবার মত অবস্থা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে লেখার কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে 'রাইটার্স'

ক্র্যাম্প' দেখা দেওয়া এর একটি প্রকৃষ্ট উরাহরণ। লেখার কাজে, পিয়ানো বাজানো অথবা হাতের সাহায্যে বাজানো অন্য কোন বাদ্য যন্ত্র বেশী বাজানোর ফলে আঙ্গুলে ক্র্যাম্প দেখা দিলে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত ব্যবহারে আঙ্গুল ছাড়া অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ক্র্যাম্প সৃষ্টি হতে পারে। কোন শ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে হাতের সাহায্যে ভারী জিনিসপত্র ওঠানো-নামানো অথবা অন্য কোন ভাবে হাতের অতিরিক্ত ব্যবহারে হাতে ক্র্যাম্প সৃষ্টি হয়ে তাকে প্রায় অকর্মণ্য করে তুলতে পারে। একজন ছুতোর মিস্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে তার যন্ত্রপাতি নিয়ে হাতের সাহায্যে খুববেশী পরিশ্রম করতে থাকলে তার হাতেও ঐরূপ ক্র্যাম্প হতে পারে, ফলে তার পক্ষে হাতের সাহায্যে আর যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এইরূপ দীর্ঘ ব্যবহারে হাতে বা আঙ্গুলে অথবা অন্য কোন অংশে ক্র্যাম্প সৃষ্টি হওয়া এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ডিসেণ্ট্রি ও কলেরা মরবাসে পেটে তীব্র ধরনের ক্র্যাম্প বা খিঁচ্ধরা ব্যথা দেখা দেয় এবং রোগী সেই ব্যথায় চিৎকার করে কেঁদে উঠতে বাধ্য হয়। দেহের সর্বত্রই কলেরা হলে যেমন দেখা যায় তেমনি মৃদু সংকোচন বা কম্পন হতে দেখা যায়। এটি কোরিয়ার চিকিৎসায় 'সুসলারের' প্রধান ওষুধ হিসাবে গণ্য ছিল কিন্তু আমরা প্রুভিংয়ে প্রাপ্ত লক্ষণের উপর নির্ভর করে তবেই এটির ব্যবহার করে থাকি 'সুসলার' সব ধরনের স্নায়ুর গোলযোগেই এই ওষুধটি ব্যবহার করতেন কিন্তু প্রুভিংয়ে দেখা গেছে, যে ধরনের নিউরালজিয়া উত্তাপ ও চাপে কমে যায়, ক্র্যাম্প ও মৃদু সংকোচন প্রভৃতিও উত্তাপ এবং চাপ দিলে কমে যায় সেই সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। স্নায়ুর গতিপথে ঝিলিক দেওয়া ব্যথা দেখা দিতে পারে তবে তার চেয়ে মাঝে মাঝে দেখা দেওয়া বেদনা যেন কোন একটি স্নায়ুতে টান ধরছে বা ছিঁড়ে যাচ্ছে এরূপ বেদনাই বেশী থাকতে দেখা যায়। 'প্যারালিসিস এজিটেন্স' এবং তার মত অন্যান্য উপসর্গে দেহে ঝাঁকুনি বা কেউ যেন ধরে ঝাঁকাচ্ছে এরূপ লক্ষণ দেখা যেতে পারে। উত্তাপ এবং চাপে উপসর্গ কম থাকা এবং ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা জলে স্নানে, ঠাণ্ডা বায়ুতে, শীতল আবহাওয়ায়, দেহের কম কাপড়-চোপড় ব্যবহারে ঠাণ্ডা লেগে উপসর্গ বৃদ্ধি হতে দেখা গেলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। দেহের সর্বত্রই বেদনা হতে পারে, তবে বিশেষ কোন একটি অংশের বেদনাই বেশী থাকতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণ খুব একটা জানা যায়নি। তবে ক্লিনিক্যালি দেখা গেছে যে ডায়রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে মস্তিষ্কের গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটেছে। নিউর্যালজিয়া এবং বাতজনিত মাথাধরা উত্তাপে কম থাকে। তীব্র অসহ্য বেদনা, হঠাৎ হঠাৎ তীব্র ধরনের মাথাধরার আক্রমণ ঘটে এবং খুব জোরে চাপ দিয়ে রাখলে, উত্তাপে এবং অন্ধকার ঘরে থাকলে মাথার সেই বেদনা কম থাকতে দেখা যায়। ক্রনিক কনজেসটিভ হেডেক-এর সঙ্গে বেলেডোনার মত মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠা ও থুবিং বা দপ্দপ্ করা অনুভূতি থাকতে দেখা যায়।

এবং সেই মাথার যন্ত্রণা বা মাথাধরা উত্তাপ ও চাপে কমে যেতে দেখা গেলে সেক্ষেত্রে ম্যাগ্-ফস্ই উপযুক্ত ওষুধ হবে। রোগী তার মাথাটি খুব শক্ত ভাবে ব্যাণ্ডেজ করে, একটি উষ্ণ ঘরে থাকতে চায় এবং ঠাণ্ডায় তার মাথার কষ্ট বেড়ে যেতে দেখা যাবে।

চোখে স্প্যাজম ও ঝাঁকুনি অথবা দীর্ঘক্ষণ টোনিক স্প্যাজম সৃষ্টি হবার ফলে 'স্ট্রাবিসমাস' বা অক্ষিগোলকের ট্যারা বা একদিকে বেঁকে যাওয়া অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। চোখের উপরের ও নিচের অংশে তীব্র বেদনা হওয়া এবং উত্তাপে ও চাপে সেই বেদনা কমে যাওয়া লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। অন্যান্য বেদনার তুলনায় মুখমণ্ডলের বিভিন্ন বেদনা, কামড়ানো ব্যথায় এই ওষুধটিকে বেশী কার্যকরী হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলের নিউর‍্যালজিয়া, ডানদিকে বেশী বেদনা থাকা এবং সেই বেদনা উত্তাপ ও চাপে কমে যাওয়া কিন্তু ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে ক্রনিক বা অনেকদিনের পুরানো জার্কিং বা ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ, বাত ও গেঁটেবাত আক্রান্ত রোগীদের নিউর‍্যালজিয়াতে আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতিতে ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। স্প্যাজমোডিক ধরনের হিক্কা ওঠায় এই ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

পাকস্থলীর উপরের অংশে বেদনা, স্প্যাজম ও সেই সঙ্গে জিহ্বা পরিষ্কার থাকতে দেখা যায়। কলিক বেদনায় **কলোসিন্থের** মত দেহ গুটিয়ে পেটে চাপ দিয়ে ঝুঁকে থাকলে কম হওয়া ও উত্তাপে কম হওয়া লক্ষণ দেখা যেতে পারে। **কলোসিন্থে** বেদনা উত্তাপে কম হতে বিশেষ দেখা যায় না, তবে চাপে বেদনা কমে যেতে ঐ ওষুধেও দেখা যায়। পেটে গ্যাস জমে পেট খুব ফুলে ওঠা ও পেটে বেদনা, বেদনা এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ার মত বা রেডিয়েটিং ধরনের হয়। বেদনায় রোগী হাঁটা-চলা করলেও আর্তনাদ করতে বাধ্য হয়। মেটিঅরিজম্ বা পেটের এখানে-ওখানে গ্যাস হয়ে ফুলে ওঠা অবস্থা দেখা যেতে পারে এবং গরুর অনুরূপ অবস্থায় এই ওষুধে সেটা সারানো যায়। জলজ উদ্ভিদ বা জলজ ঘাস খেয়ে গরুর পেট খুববেশী ফুটে উঠলে **কলচিকাম** প্রয়োগে সেটা সারানো যেতে পারে।

অর্শে কেটে যাওয়া, তীক্ষ্ণধার বর্শার মত বেদনা হতে দেখা যায়। ওষুধটির প্রুভিং আরও ভালভাবে হলে সম্ভবত আমরা লিভার সংক্রান্ত আরও অনেক লক্ষণ পেতাম কারণ **ম্যাগনেসিয়া** এবং **ফসফরাস** এই দুটিতেই লিভারের নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

অ্যাকিউট ধরনের রিউম্যাটিজম্-এ তীব্র বেদনা উত্তাপে কম হয়। হাত-পায়ে নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা প্রভৃতি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্রামে উপসর্গ কমে যেতে এবং সামান্য নড়াচড়াতেই সেগুলি ফিরে আসতে দেখা যায়। বেদনাকে স্থান পরিবর্তন করে দেখা দিতে দেখা যায়।

ম্যাঙ্গেনাম
(Manganum)

ম্যাঙ্গেনাম প্রধানত ক্লোরোসিস্-এর মত একটা অবস্থা সৃষ্টি করে এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য, মোমের মত, ফেকাশে, অ্যানিমিক, রুগ্ণ ক্লোরোটিক্ মেয়েদের, যাদের যক্ষ্মারোগ সৃষ্টি হবার প্রবণতা বা সম্ভাবনা, সেই সঙ্গে যাদের অস্থি ও অন্যান্য যন্ত্রাদিতে নেক্রোসিস, কেরিজ প্রভৃতি সৃষ্টি হয় তাদের পক্ষে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে মাসিক ঋতুস্রাব খুব পরিমাণে হবার কথা জানা যায় অথবা ১৮-২০ বছর না হওয়া পর্যন্ত হয়তো ঋতুস্রাব বিলম্বিত থাকে।

পেরিঅস্টিয়ামে, বিশেষত সিন্‌বোন-এর পেরিঅস্টিয়ামে খুববেশী 'সোরনেস্' বা টন্‌টন্ করা বা ক্ষতের মত বেদনা থাকা এই ওষুধটির একটি প্রধান লক্ষণ। দেহের বিভিন্ন অংশে ক্ষত এবং উদ্ভেদ সৃষ্টির প্রবণতা এবং তার চারপাশ ঘিরে পুরু ও শক্তভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সোরিয়াসিসের মত ক্রনিক ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। ছোট ছোট ক্ষত পেকে গিয়ে বা পুঁজ সৃষ্টি হয়ে বেগুনী রঙ নেয় এবং শক্ত হয়ে পড়ে। এই ওষুধটি খুব গভীর একটি ক্রিয়ায় রক্ত-কণিকাকে ভেঙ্গে দিয়ে যক্ষ্মারোগ, প্রধানত ল্যারিংক্সে যক্ষ্মার আক্রমণ ঘটার পথ প্রশস্ত করে দিতে পারে। বারবার ল্যারিংক্স-এ প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে প্রতিবারই রোগীকে অধিক থেকে অধিকতর খারাপ অবস্থার মধ্যে নিয়ে যায়; ল্যারিংক্স-এ যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত ঘটতে দেখা যায়। খাদ্যের প্রতি বিরূপতা থাকে, খাদ্যে কোন রুচি থাকে না, কোন কিছু খেতেই তার ঝোঁক বা উৎসাহ থাকে না। এইরূপ লক্ষণের সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অংশে টন্‌টন্ করা ব্যথায় কোন একটা গভীর ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হবার পথ পরিষ্কার করে দেয়। অ্যাকিউট পেরিঅস্টাইটিস সৃষ্টি না হয়ে দেহের সর্বত্রই একটা নিষ্ক্রিয় ধরনের টন্‌টনে ব্যথা দেখা দেয়। জয়েণ্টে প্রদাহ ও ফুলে যাওয়া অবস্থা থেকে সেখানে পুঁজ সৃষ্টি ও নেক্রোসিস হতে দেখা যায়। ক্ষত এবং পেকে যাওয়া অবস্থাটা অনেকটা ম্যালিগন্যাণ্ট ক্ষতের মত দেখায় এবং সেটা সহজে সারতে চায় না, অনেকটা ইরিসিপেলাসের মত চেহারা নেয়। দেহের সর্বত্রই স্পর্শকাতরতা ও ঝাঁকুনিতে টন্‌টন্ ব্যথা করতে দেখা যায়। হাঁটা-চলা করার হাড়ে টন্‌টন্ করা ব্যথাবোধ হতে থাকে। **আর্নিকা** প্রয়োগে হয়তো দু'একদিনের জন্য বেদনাটা কম থাকে; কিন্তু এই ওষুধটির বেদনা গভীরে সৃষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সেক্ষেত্রে **আর্নিকা** অথবা **ব্যাপটিসিয়ার** কথা চিন্তা করা ঠিক নয়, কারণ এই ধরনের বেদনায় হয়ত দু'এক দিনের জন্য ঐ ওষুধে আরামবোধ হবে, কিন্তু এই ওষুধে ঐ বেদনা সম্পূর্ণ ভাবে সারানো যায়। জলপূর্ণ ফোস্কার মত উদ্ভেদ, আশপাশের টিসুতেও ছড়িয়ে যায় এবং দেহের অনেক গভীরে সৃষ্টি হয়; আক্রান্ত অংশে ফাটা ফাটা অবস্থা সৃষ্টি ও সেখান থেকে রক্তপাত হতেও দেখা যেতে

পারে। ত্বক অমসৃণ হয়ে পড়ে এবং সোরিয়াসিস সৃষ্টি হয়। ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় এবং ঝড়ের পূর্বে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণ অল্প কয়েকটি মাত্র দেখা গেলেও সেগুলি খুবই গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। উদ্বেগ ও ভয়, বিপদের খুববেশী আশঙ্কা, মনে হয় যেন কোন একটা মারাত্মক বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, সেইজন্য রোগী খুব অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে উদ্বেগে ঘরের মধ্যে হাঁটা-চলা করতে থাকে; সে যত হাঁটা-চলা করে ততই তার উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। সে নানারূপ চিন্তায় তার মনকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতেই তার উদ্বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে ক্লান্ত ও যেন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। সে তখন আর কোনরূপ চিন্তা-ভাবনাই করতে পারে না, ফলে তার কাজ-কর্মে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রোগীর মধ্যে উদ্বেগজনিত অস্থিরতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

রোগী তার মনের এই অবস্থা থেকে অদ্ভুত একটি উপায়ে মুক্তি পায় বা আরামবোধ করে। সে শুয়ে পড়লে তার সব মানসিক লক্ষণগুলি মিলিয়ে যায়। এই লক্ষণটি খুবই বিস্ময়কর ও বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রোগীর সম্পূর্ণ জীবনটাই উত্তেজনাপ্রবণ, ক্লান্ত ও উদ্বেগপূর্ণ থাকে। তার মধ্যে খুববেশী বিষাদ ও ক্লেশ থাকে কিন্তু চুপচাপ শুয়ে থাকলেই তার সব কষ্ট দূর হয়ে যায়, সে আরাম বোধ করে। সে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেই আবার উদ্বেগ ও অস্থিরতা ফিরে আসে। এই উদ্বেগ ও অস্থিরতা রাসটক্সের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ ঐ ওষুধে নড়া-চড়া করলে উপসর্গ কম থাকে, আর্সেনিকের সঙ্গেও এর অনেক প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, কারণ আর্সেনিকের রোগী অস্থিরতায় এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায়, এক চেয়ার থেকে অন্য চেয়ারে আবার আগের শয্যায় বা চেয়ারে এসে আশ্রয় নেয়, কারণ সে কখনও চুপচাপ বসে বা শুয়ে থাকতে পারে না; বসে বা শুয়ে থাকলে তার উদ্বেগ খুব বেড়ে যায়। এভাবেই আমাদের বিভিন্ন ওষুধের গভীর ও অন্তর্নিহিত লক্ষণগুলি বুঝে নিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ করতে হবে।

রোগীকে খুববেশী ভীতও থাকতে দেখা যায়। দিনের বেলা এদিক-ওদিক ঘুরলে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এবং শুয়ে পড়লে সেই উদ্বেগ চলে যায়। রোগী বিষণ্ণ থাকে ও নীরবে কাঁদে। চুপচাপ শুয়ে শান্তি পাওয়া ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারে না। কাজেই এই ধরনের রোগীর পক্ষে শয্যালীন হয়ে থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। যে সব মহিলা প্রায় সর্বদাই চুপচাপ শুয়ে থাকতে চায় তাদের পক্ষে এই ওষুধটি খুব কার্যকরী হতে দেখা যাবে।

হ্যানিম্যান তাঁর বক্তব্যের প্রথমেই বলেছেন, চিকিৎসকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য রোগীকে ভাল করে জানা ও বোঝা; অর্থাৎ রোগীর মানসিক ও দৈহিক সব বিশেষত্বকে ভাল করে জেনে ও বুঝে নিয়ে সামগ্রিক ভাবে রোগীর সেই সব দৈহিক ও মানসিক লক্ষণের উপযুক্ত ওষুধটি বেছে নিয়ে তবেই সেটি প্রয়োগ করতে হয়, আমরাও সেটাই সর্বদা চেষ্টা করে যাব।

ম্যাঙ্গেনামের রোগীকে **সালফার ও গ্র্যাফাইটিসের** মতই খুঁতখুঁতে ও দুর্বল স্বভাবের হতে দেখা যায়। **আর্জেন্টাম মেট, ফসফরাস, গ্র্যাফাইটিস** এবং **সালফারের** মত এই রোগীরও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার মত দুর্বলতা বা প্রবণতা থাকে। সামান্য কোন কারণেই সে ভীত হয়ে পড়ে।

অ্যানিমিয়ায় রোগীর মত এই রোগীরও তীব্র ধরনের মাথাধরা সৃষ্টি হতে দেখা যায়, মাথাটা ভারীবোধ হয়; মাথায় খোঁচা মারা, গর্ত করা বা চেপে ধরার মত ব্যথা থাকতে দেখা যায়। সূচ ফোটানোর মত ব্যথাও হতে পারে। হাঁটা-চলায় এবং দেহে ও মাথায় ঝাঁকুনি লাগলে মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যায়। মস্তিষ্ক ও মাথার খুলিতে টনটন করা ব্যথা, খুলি স্পর্শে ও চাপে সংবেদনশীল থাকে। স্ক্যাল্পের এখানে-ওখানে লালচে ও বেদনাদায়ক স্পট বা অংশ (**ফসফরাসের** মত) থাকতে পারে, মনে হয় যেন সেখানে ইরিসিপেলাস সৃষ্টি হবে। খোলা হাওয়ায় গেলে টেনে ধরা ও হুল বেঁধানোর মত ব্যথা সহ মাথাধরা দেখা দেয় এবং ঘরের মধ্যে এসে সেই মাথাধরা কমে যায়। অন্যান্য ধরনের মাথাধরা অবশ্য খোলা হাওয়ায় থাকলেই কম হতে দেখা যাবে। মাথাধরা সাধারণভাবে ঝাঁকুনি লাগা, নড়া-চড়া করা, ঠান্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়া এবং উত্তাপের পরিবর্তনে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

চোখের পাতা জুড়ে যাওয়া ও ফোলা, চোখের কাছাকাছি কোন বস্তু, বিশেষত আলোর দিকে তাকালে চোখে টনটনে ব্যথা শুরু হয়। সেলাইয়ের কাজে লিপ্ত থাকার ফলে চোখে ঐরূপ ব্যথায় এই ওষুধটিকে সফল হতে দেখা গেছে। চোখের দৃষ্টি একাগ্র করে কোন কাজ করতে গেলেই ঐরূপ বেদনা দেখা দিলে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে। নার্ভাস প্রকৃতির ও গেঁটেবাতপ্রবণ লোকেদের দীর্ঘক্ষণ সেলাই করা বা লেখাপড়ার কাজ করায় চোখে বেদনা দেখা দিলে **রুটা** কার্যকরী হয়ে থাকে। **রুটা** বিশেষভাবে যে সব শিল্পী আতস-কাচ ব্যবহারে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

কান থেকে দুর্গন্ধস্রাব বেরোয়। কানে কম শোনা অবস্থা নাক ঝাড়লে কমে যেতে দেখা যায়; নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া অনুভূতিও নাক ঝাড়লে চলে যায়। ইউস্টেসিয়ান টিউবে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, বহিঃকর্ণে স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। কানে বিভিন্ন ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এই ওষুধের অনেক রোগীরই মনে হয় যেন তাদের কানেতেই সব রকমের গোলযোগ বা অসুস্থতা এসে আশ্রয় নেয়। গলার বেদনা কান পর্যন্ত ঝিলিক দেয়। চোখের বেদনা যেন কানকে কেন্দ্র করেই দেখা দেয়। এটা সত্যিই অদ্ভুত যে রোগীর কানকে কেন্দ্র করেই বেশীরভাগ উপসর্গ দেখা দেয়। শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় শ্রবণশক্তি ক্রমশ লোপ পেতে দেখা যায়। শীতল ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, শীতকালে বা তুষারপাতের সময় বৃষ্টি হলেই রোগী শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে; তখন তার কানের ভিতরে অডিটরি ক্যানালে টনটন করা ব্যথা, দপদপেবোধ ও জ্বালাকরা ও খুব চুলকানিবোধ হতে

দেখা যায়। অডিটারি ক্যানালে চুলকালে প্যারক্সিজম্যাল কাশি বা কিছু সময় অন্তর দমকে দমকে কাশি আসা লক্ষণে **সাইলিসিয়া** এবং **কেলি-কার্ব** এই দুটিই প্রধান ওষুধ। অডিটারী ক্যানালে চুলকে দেবার পরে গলা-মুখ বন্ধ হওয়া ও দমআটকা কাশি এবং বমি হয়ে যাওয়া অবস্থায় **কেলি-কার্বকে** কার্যকরী হতে দেখা গেছে। ঐরূপ অবস্থায় **সাইলিসিয়া** এবং **কেলি-কার্বই** প্রধান ওষুধ হলেও ম্যাঙ্গেনামেও ঐ অবস্থা সারতে দেখা গেছে। কথা বললে, কিছু গিললে বা ঢোক গিললে, হাসলে অথবা গলার ব্যবহার হয় এমন যে কোন ক্রিয়াতেই কানে চুলকানিবোধ দেখা দেয়। ল্যারিংক্সের ক্রনিক ক্ষততে জ্বালা হুল বেঁধানোর মত ব্যথা প্রভৃতির সঙ্গে গলা থেকে কানে ঝিলিক দেওয়া ব্যথা হতে দেখা যেতে পারে। ম্যাঙ্গেনাম প্রুভিংয়ের সময় কানের নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে এবং সেইসব উপসর্গ ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়াতে বৃদ্ধি পেতেও দেখা গেছে। ইউসটেসিয়ান টিউবে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়ে কান যেন বন্ধ হয়ে গেছে বলে বোধ হয়, শীতল ও বাদলা আবহাওয়ায় কানে তালা লাগার মত বোধ, মনে হয় যেন গাছের একটা পাতা কানের সামনে থেকে শ্রবণশক্তি কমিয়ে দিচ্ছে।

ডালকামারার মতই এই ওষুধের প্রায় সব উপসর্গই ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা বায়ুতে এবং শীতল ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। শীতল আবহাওয়ায় রোগীর শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে বা জলো হাওয়ার ঝাপটায় তার স্বরভঙ্গ ও গলায় শ্লেষ্মা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তন উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া এই ওষুধের একটি প্রধান লক্ষণ।

দেহের কোথাও ইরিটেশন হলেই খুববেশী টনটন করা ব্যথা সৃষ্টি হয়। চোখ লাল ও বেদনাপূর্ণ হয়। গলা লাল ও দগদগে হয়ে ওঠে। খুববেশী বেদনা বা স্পর্শকাতরতার পরে কান থেকে স্রাব নির্গত হতে দেখা যায়। ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় নাক বন্ধ হয়ে যায়; সকালের দিকে হলদে, দলা দলা ও সবজে সর্দি বেরোয়। নাক থেকে রক্তপাত হতেও দেখা যায়। নাক ও তার কার্টিলেজ-এ টনটনু করা ব্যথা থাকতে দেখা যায়, সেই জন্য রোগী চেষ্টা করে যেন তার নাকে হাত দেওয়া না লাগে।

এই ওষুধের মত মুখমণ্ডলের রুগ্ণ অবস্থা আর কোন ওষুধে দেখা যায় না। রক্তপাত হবার পরে রোগী যখন ফেকাশে বা মোমের মত সাদাটে হয়ে পড়ে তখন অনেক চিকিৎসকই **চায়না** প্রয়োগের কথাই প্রধানত ভাবেন, কিন্তু রক্তপাত না হয়ে যেখানে রক্তকণিকাগুলি ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ম্যাঙ্গেনামের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। ক্লোরোসিস এবং পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়াতে **পিকরিক অ্যাসিড** এবং **ফেরাম**-এর মত এই ওষুধটিও ফলপ্রদ হয়ে থাকে ছোট ছোট ক্ষত পেকে যায়, সামান্য ছড়ে যাওয়া অংশেও দীর্ঘদিন টনটনে ব্যথা থেকে যায়। রোগীর দেহে বেশী রক্ত থাকে না বলে রক্তপাতও খুববেশী হতে দেখা যায় না।

এই ওষুধটির 'ইনফিলট্রেশন' বা টিসু বৃদ্ধি করার ক্ষমতা আছে। অ্যানিমিয়াগ্রস্ত

রোগীর শক্ত হয়ে পড়া ও বেগুনী রঙের ক্ষত এই ওষুধে সারতে দেখা গেছে। পাতলা চামড়া ওঠার মত বা 'স্কোয়ামাস' উদ্ভেদ এই ওষুধে সৃষ্টি হতে পারে।

পাকস্থলীর নানা ধরনের গোলযোগ ; বদ হজম, ক্ষুধামান্দ্য, পাকস্থলীর কাছে টেনে ধরার মত বোধ, কলিক বেদনা এই সব উপসর্গই শীতল ও জলো আবহাওয়ার বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। পেটের বেদনা পেট চেপে কুঁকড়ে দেহ ভাঁজ করে রাখলে কমে যায়। টেবিজ মেসেন্টেরিকা, অ্যানিমিয়া প্রধান ধাতুর লোকের ক্ষুধা-মান্দ্য, ডায়রিয়া, অন্ত্রে বেদনা প্রভৃতির সঙ্গে রোগী শীর্ণ হয়ে পড়লে মেসেন্টেরিক গ্ল্যান্ডগুলি অনুভব করা যায়। মহিলাদের রক্তপাত বা রক্তস্রাব বেশী হবার ফলে বেশ কিছুদিন ধরে অ্যানিমিক অবস্থায় থাকতে দেখা গেলে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে, তবে রক্তপাতের তুলনায় রক্তকণিকা ধ্বংস হয়ে গিয়ে অ্যানিমিয়া সৃষ্টি হলেই ওষুধটি বেশী কার্যকরী হতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে অ্যানিমিক মহিলাদের দেহে মাঝে মাঝে উত্তাপের ঝলক ভয়াবহ ভাবে দেখা দিলে **সোরিনাম**, **ল্যাকেসিস**, **সালফার** এবং **গ্র্যাফাইটিসের** মত এই ওষুধটিও কার্যকরী হতে পারে।

এই ওষুধটি লিভারের গোলযোগেও খুব কার্যকরী। লিভারের রক্তাধিক্য ও টিসু বৃদ্ধি বা 'টিউমিফ্যাকসন' হতে দেখা যায়। লিভারের ফ্যাটি ডিজেনারেশন হবার প্রবণতাও এটি সারাতে পারে। জণ্ডিস, গলস্টোন প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায় ; অর্থাৎ রোগীর লিভারের ক্রিয়ায় এমন একটা শিথিলতা সৃষ্টি হয় যে পিত্ত স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, ফলে ছোট ছোট গুঁড়ো পদার্থ সৃষ্টি হয়ে পিত্তপাথরীর সৃষ্টি হয়। এই ওষুধটি প্রয়োগে পাকস্থলী, পিত্তথলী, লিভার প্রভৃতির ক্রিয়াকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলা যায় এবং পিত্তপাথরীকে গলিয়ে বের করে দেওয়া যায়। পিত্তপাথরীর জন্য গল-স্টোন কলিকও এই ওষুধটিতে থাকতে দেখা যায়।

পেটে খুব গড়্‌গড়্‌ করা ও মোচড়ানো ব্যথা প্রভৃতি ঠাণ্ডা ও জোলো আবহাওয়ায় সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। বরফের দ্বারা নির্মিত বা বরফের মত ঠাণ্ডা খাদ্য বা পানীয় থেকেও পেটের ঐ সব উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। শীতল দ্রব্যে রোগীর লিভার অঞ্চলে খুববেশী গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, পাকস্থলী ও অন্ত্রেও অনুরূপ ক্লেশবোধ হতে পারে, নাভির কাছে ব্যথা ও সংকোচন বোধ অনেকটা **প্লামবামের** মত হতে পারে তবে **প্লামবাম** এবং **প্লাটিনাম**-এর মত নাভির কাছে একটা দড়ি বা শক্ত কিছু দিয়ে টেনে ধরার মত বোধ এই ওষুধে দেখা যাবে না।

মলের সঙ্গে খুববেশী বায়ু নিঃসরণ হয়। কখনো কখনো কোষ্ঠবদ্ধতা এবং মাঝে মাঝে বদহজম হয়ে ডায়রিয়াও হতে দেখা যায় ; অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ সুস্থ কখনোই থাকে না, হয় কোষ্ঠবদ্ধতা না হয় ডায়রিয়া একটা না একটা থেকেই যায়। কারণ রোগীর পাকস্থলী ও অন্ত্রের অবস্থা খুবই গোলযোগপূর্ণ থাকে। বসা

অবস্থায় মলদ্বারে ক্র্যাম্প দেখা দেয়, শুয়ে পড়লে সেই অবস্থাটা কমে যেতে দেখা যাবে।

ঋতুবন্ধের বয়সে দেহে উত্তাপের ঝলক দেখা দেয়। ক্লোরোটিক অবস্থার কথা যা পূর্বে বলা হয়েছে তার লক্ষণ মাসিক ঋতুস্রাবেও দেখা যায়। রোগিণীর জরায়ু ও পাকস্থলী এই দুয়েরেই গোলযোগ দেখা দেয়। স্রাব খুব কম পরিমাণে হয়; মাত্র এক বা দু'দিন মাত্র থাকে কিন্তু খুব কম সময়ের ব্যবধানে আবার ঋতুস্রাব দেখা দেয়, যদিও এরূপ লক্ষণ অ্যানিমিয়া ও ক্লোরোসিস অবস্থায় স্বাভাবিক নয়। ঋতুবন্ধের পরেও মাঝে মাঝেই একটু অল্প পরিমাণে রক্তস্রাব হতে দেখা যায়; অ্যানিমিয়াগ্রস্ত বৃদ্ধাদেরও মাঝে মাঝে জরায়ু থেকে জলের মত একত্র-আধটু স্রাব হতে দেখা যেতে পারে। পূর্বে আমরা অ্যানিমিক বৃদ্ধাদের জরায়ু থেকে রক্তস্রাব হতে দেখলে কেবলমাত্র **ক্যালকেরিয়া কার্বের** উপরেই নির্ভর করতাম, কিন্তু ঐ অবস্থায় এই ওষুধও কার্যকরী হয়।

ম্যাঙ্গেনামের উপযোগী অ্যানিমিক ও ক্লান্ত রোগিণীর মাংসপেশীর শিথিলতার জন্য জরায়ু ও রেক্টামের প্রল্যাপ্স সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। শিথিলতার জন্য অন্ত্রে ও সমগ্র পেটেই টেনে নিচের দিকে নামিয়ে নেবার মত একটা ভারীবোধ হতে দেখা যায়।

রোগিণীর ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়া এবং ফুসফুসে খুববেশী কষ্টকর উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং তার দৈহিক উন্নতি না ঘটলে মারাত্মক কোন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। ঋতুস্রাব বা লিউকোরিয়াতে সামান্য একটু ফেকাশে স্রাব হতে দেখা যায়। ল্যারিংক্স-এ দগ্‌দগে ভাব এবং কর্কশতা ও স্বরভঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে, বিশেষত ক্রনিক অবস্থায় এইরূপ হতে দেখা যায়। প্রতিবার ঠাণ্ডা জলো আবহাওয়ার ল্যারিংক্স আক্রান্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত যক্ষ্মার আক্রমণ ঘটতে দেখা যাবে। প্রতিবার ঠাণ্ডা লেগে ল্যারিনজাইটিস সৃষ্টি হয়। **আর্জেন্টাম মেট** এর মতই গায়ক ও বক্তাদের গলার উপসর্গে এই ওষুধটি খুব কার্যকরী হয়ে থাকে। সবসময়ই গলায় শ্লেষ্মা এসে জমে, শ্লেষ্মা তুলে ফেলাব পরেই আবার শ্লেষ্মা জমে যায়, ফলে রোগীকে অনবরত শ্লেষ্মা তোলার জন্য গলা খাঁকারি দিতে হয় এবং অন্যের বিরক্তি সৃষ্টি করতে হয়। **আর্জেন্ট মেট, সাইলিসিয়া, সালফার, ফসফরাস** এবং ম্যাঙ্গেনাম এইসব কটি ওষুধেই ঐরূপ গলা খাঁকারি দিয়ে বার বার শ্লেষ্মা তোলার লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। যক্ষ্মাজনিত ল্যারিনজাইটিসে ল্যারিংক্সএ দগ্‌দগে ভাব সৃষ্টি হয়, সবুজ শ্লেষ্মা ওঠে এবং তার সঙ্গে খুববেশী অ্যানিমিয়া থাকে। **ডালকামারার** মতই প্রতিটি শীতল হাওয়ার ঝাপ্টায় ব্রঙ্কাইটিস দেখা দেয়। কখনো কখনো ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো আবহাওয়ায় রোগী কিছুটা ভাল থাকে, কিন্তু ঠাণ্ডায় সে সংবেদনশীল থাকে, তাকে শীতকাতর ও অ্যানিমিক থাকতে দেখা যায়।

শুয়ে পড়লে কাশি কমে যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শোয়া অবস্থায় কাশি বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে কিন্তু এই ওষুধের মত শুলে কাশি কম হওয়া লক্ষণ অল্প কয়েকটি

মাত্র ওষুধেই দেখা যেতে পারে। **ইউফেসিয়াতে** কোরাইজার থেকে সৃষ্টি হওয়া কাশি, বিশেষত বলবান বা ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারীদের অ্যাকিউট কোরাইজা থেকে কাশি হয় এবং শুয়ে পড়লে সেই কাশি কমে যেতে দেখা যায়। আবার স্পাইনের উপসর্গে যারা বেশী ভোগে এবং নার্ভাস প্রকৃতির মেয়েদের 'স্পাইন্যাল কাফ্' শুয়ে পড়লেই আরম্ভ হতে দেখা গেলে **হায়োসায়ামাস**-এ সেই কাশি সারানো যায়। এই ওষুধটিতে দিনের বেলায় শুকনো কাশি হতে দেখা যায়, রাত্রিতে শুয়ে থাকার জন্য কম কাশি থাকে। **আর্জেন্ট মেট্**-এ দিনের বেলায় যে কাশি হতে দেখা যায় সেটা ম্যাঙ্গেনামের মতই ল্যারিংক্সের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সেই কাশিও শুয়ে থাকলে কম থাকতে দেখা যাবে। কথা বললে, হাসলে, হাঁটা-চলা করলে, গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণে এবং ঠাণ্ডা ও কোন আবহাওয়ায় কাশি বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে।

এই ওষুধটি প্রথমবার দেখা দেওয়া উপসর্গের চেয়ে বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটা উপসর্গেই বেশী কার্যকরী হতে দেখা যায়। যে সব রোগীর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে তাদের পক্ষে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। ফুসফুসে ক্ষত ও রক্তপাত হয় এবং সেই রক্ত জলের মত পাতলা, রক্ত মেশানো লাল অথবা রক্ত মেশানো শ্লেষ্মার মত দেখায়। রোগী নার্ভাস হয়ে পড়ে, তার দেহে কাঁপুনি ও প্যালপিটেশন দেখা যায়।

হাত-পায়ে নানা গোলযোগ, গেঁটেবাতের মত উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। অস্থিতে টন্‌টন্ করা ব্যথা, পায়ের তলায় জ্বালাকরা, আথ্রাইটিসজনিত বৃদ্ধি পেরিঅস্টিয়ামে বেদনা এবং জয়েণ্টে টন্‌টন্ করা ব্যথা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। এই ওষুধে **বেলেডোনা** এবং **পালসেটিলার** মত দ্রুত প্রদাহ ও বাতের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায় না, তবে অস্থি-সন্ধিতে টন্‌টন্ করা ব্যথা ও অল্পস্বল্প স্ফীতিসহ **রডোডেনড্রন, রাসটক্স** এবং **ডালকামারার** মত স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় উপসর্গ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

সাধারণ জ্বর এই ওষুধে বিশেষ দেখা যায় না, তবে খারাপ ধরনের টাইফয়েডে সঠিকভাবে চিকিৎসা না হওয়ায় টাইফয়েড জ্বর সেরে গেলেও অস্থিতে টন্‌টনে ব্যথা ও পেরিঅস্টিয়ামে সংবেদনশীলতা থেকে যায় এবং রক্তকণিকা ধ্বংস হবার জন্য অ্যানিমিয়া এবং অন্যান্য উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

মেডোরিনাম
(Medorrhinum)

শিশুদের মধ্যে বংশগতভাবে সৃষ্টি হওয়া নানা ধরনের উপসর্গে এই ওষুধটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিশু শীর্ণ হতে হতে ম্যারাসমেটিক হয়ে পড়া; হাঁপানি অথবা নাক ও চোখের পাতায় শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, স্ক্যাল্প অথবা মুখমণ্ডলে দাদ হওয়া, বামনাকৃতি হয়ে পড়া প্রভৃতির সঙ্গে হয়ত জানা যাবে যে ঐ শিশুর বাবার গনোরিয়ার চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং সম্ভবত যৌনাঙ্গে কণ্ডাইলোমা ছিল। সেই সব শিশুর চিকিৎসায় এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। কোন মহিলা বিবাহের

বেশ কয়েক বছর পরে হয়ত সন্তান ধারণ করতে চান। বিবাহের সময় তিনি হয়ত বেশ স্বাস্থ্যবতী ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তার ওভারীতে বেদনা, মাসিক ঋতুস্রাবের গোলযোগ যৌনচেতনার অভাব, ক্রমশ ফেকাশে বা মোমের মত সাদাটে হয়ে পড়া, খুব নার্ভাস ও খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা প্রভৃতি দেখা দিয়েছে। ঐ সব উপসর্গের কারণ হিসাবে তার স্বামীর গনোরিয়াজনিত অবস্থাই হয়ত দায়ী। এইরূপ ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ঐ মহিলাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারে।

ফেকাশে চেহারার যুবকেরা, যারা নানা ধরনের উত্তেজক দ্রব্য ও ধূমপানে খুব আগ্রহী থাকে, তারা ঝড়ো হাওয়ায় খুববেশী সংবেদনশীল হয়, বেশী হাঁটা চলা বা পরিশ্রমে যদি তাদের দেহে শক্তভাব দেখা দেয়, সামান্য কারেণেই যদি তাদের ঘাম হয় এবং ঠাণ্ডায় খুব শীতকাতরতা থাকে এবং গনোরিয়ার চিকিৎসায় ইনজেকশন ব্যবহারের পরে থেকে তারা যদি ক্রমাগতই কোন না কোন উপসর্গে ভোগে তা হলে এই ওষুধটি তাদের পক্ষে সুফল দিতে পারে। রোগীর দেহের প্রায় সর্বত্রই বাতজনিত উপসর্গ দেখা দেয়। কোন কোন উপসর্গ দিনের বেলাতেই বেশী বেড়ে যেতে দেখা যায়। **সিফিলিনামের** সঙ্গে ওষুধটির তুলনা করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে **সিফিলিনামে** রাত্রিতে এবং মেডোহ্রীনামে দিনের বেলাতেই উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু ঐ বক্তব্য সর্বাংশে সত্য বলে ধরা যায় না। একথা সত্য যে **সিফিলিনামের** অনেক উপসর্গ বা বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় এবং সাইকোটিক ও মেডোহ্রীনামের অনেক লক্ষণ দিনের বেলা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়; তেমনই আবার সাইকোটিক অনেক উপসর্গকেই দিন ও রাত্রিতে সমানভাবে তীব্র হয়ে দেখা দিতে দেখা যায়; মেডোহ্রীনামের মানসিক লক্ষণগুলি রাত্রিতেই খুববেশী তীব্র হতে দেখা যায়।

এই ওষুধের বাতজনিত প্রদাহ নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে প্রদাহ বা স্ফীতি খুববেশী থাকে না সেসব ক্ষেত্রে রোগীরা **রাসটক্সের** মতই হয়ে থাকে; তারা ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, খুববেশী কষ্টকর কামড়ানো ব্যথায় কষ্ট পায় এবং **রাসটক্সের** মতই নড়া-চড়া করলে কিছুটা আরামবোধ করে। বেশীর ভাগ সাইকোটিক রোগীকেই শীতকাতর থাকতে দেখা যায় অল্প কিছু কিছু রোগী অবশ্য উত্তাপে বেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। এই ওষুধের রোগীর দেহে খুববেশী ঠাণ্ডা লেগে যেন জ্বর আসছে এইরূপ টন্‌টন্ করা, থেঁতলে যাবার মত ব্যথা ও আড়ষ্টভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সারা দেহে একটা টান্‌টান্ বোধের সঙ্গে বেদনা দেখা দেয়। বাতের উপসর্গ সহজে সারতে চায় না। রোগীর দেহের মাংসপেশী শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে, সে হাঁটা-চলা করতে পারে না, দেহে একটা আড়ষ্টতা বা জড়ভাব দেখা দেয়, হাঁটা-চলা করতে গেলে তার দেহ টলে টলে পড়ে। তাকে দেখলে মনে হয় যেন খুব শীঘ্রই সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে। তার দেহের স্নায়ুতে খুব বেশী অনুভূতিপ্রবণতা সৃষ্টি হয়, অপরিচিত কারও স্পর্শ বা কাপড়ের বা পোশাকের স্পর্শ বা একগোছা চুলের স্পর্শও তার সহ্য হয় না।

রোগীর দেহে কাঁপুনি ও শিহরণ দেখা দেয় এবং দিন দিন সে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। তার দেহে কোন উদ্ভেদ না থাকা অবস্থাতেও খুববেশী চুলকানিবোধ থাকে। সামান্য গোলযোগেও সে চমকে ওঠে, মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয় এবং তখন সে চায় যেন কেউ তাকে হাওয়া করে, খোলা হাওয়া পছন্দ করে, তার দেহ শীতল ও ঘর্মাক্ত এবং নাড়ীশূন্য হয়ে পড়ে। তার হাত-পায়ে ঈডিমা ও টন্‌টন্ করা ব্যথা এবং সব 'সেরাম স্যাক' এ ড্রপসির মত অবস্থা দেখা দেয়। ঠাণ্ডা ও স্যাতসেতে আবহাওয়ায় তার দেহের বাইরের অংশে খুব সংবেদনশীলতা দেখা দেয়, প্রায় নিউর‍্যালজিয়া সৃষ্টি হতে দেখা যায়; সূচ ফোটানোর ও ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হতে পারে। বেদনা উত্তাপে কম থাকে। পিঠ ও হাত-পায়ে টেনে ধরার মত ব্যথা-বোধ থাকতে পারে। বেদনায় রোগী খুববেশী কাতর হয়ে পড়ে। এই ওষুধটির খুব নিচু শক্তি কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়।

রোগী ঘটনা, সংখ্যা, লোকের নাম প্রভৃতি ভুলে যায়। পড়া বিষয় সে ভুলে যায়। লিখতে গেলে শব্দ ও বানান ভুল করে। তার সময় যেন খুব আস্তে চলে বলে তার মনে হয়, সবই যেন সব কাজকর্মে খুববেশী ধীর বলে বোধ হতে থাকে। সে নিজে সব কিছুতেই খুববেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই ব্যস্ততার জন্য তার নিজেরই যেন দম বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা দেখা দেয়। মহিলারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ার জন্য মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়। মানসিক বিভ্রম, হতবুদ্ধিভাব, অনুভূতিতে ভয় কথা বলতে গিয়ে বক্তব্য হারিয়ে ফেলা, নিজের কষ্টের বা উপসর্গের কথা বলতে অসুবিধাবোধ, বার বার প্রশ্ন করে তবেই রোগিণীর কষ্টের কথা জানা যেতে পারে। রোগিণীর মনে হয় যেন কেউ এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন কারও ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার শব্দ শুনতে পায়; আসবাবপত্রের পিছন থেকে কেউ যেন উঁকি মেরে তার দিকে দেখছে বলে তার মনে হয় (**মসকাস**)। সবকিছুই তার কাছে অসম্ভব বলে বোধ হয় (**অ্যালুমিনা**)। রোগিণীর মধ্যে যেন পাগলামির লক্ষণ সুপ্ত রয়েছে সেইরকমের উন্মত্তবোধ থাকতে দেখা যায়। কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে। মনে পরিবর্তনশীল অবস্থা কখনো বিষাদ, আবার পরমুহূর্তেই হয়ত উল্লাস দেখা দেয়। তার মনে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়। ঘুম ভেঙ্গে গেলে যেন খুব ভয়াবহ কিছু একটা ঘটেছে এরূপ আশঙ্কায় সে ভীত হয়ে পড়ে। অন্ধকারে সে ভয় পায়; নিজের মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে।

মাথা নিচুর দিকে ঝোঁকালে রোগীর মাথা ঘুরে যায় মাথাঘোরা শুয়ে পড়লে কমে যেতে এবং নড়া-চড়ায় বেড়ে যেতে দেখা যায়। তার মনে পড়ে যাবার ভয় দেখা দেয়।

মাথার এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া নিউর‍্যালজিয়া, ঠাণ্ডা ও স্যাতসেতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। হঠাৎ হঠাৎ তীক্ষ্ম বেদনা দেখা দেয় আবার হঠাৎই চলে যায়। মাথার কোন অংশই ব্যথার হাত থেকে অব্যাহতি পায় না; আলোতে এবং কাশলে বেদনা বেশী হয়। মাথার গভীরে, যেন মস্তিষ্কের ভিতরে

জ্বালা করা ব্যথা দেখা দেয়। স্ক্যাল্পে খুববেশী টেনশন বোধ হয়, মনে হয় যেন কপালকে ঘিরে একটা বাঁধন বা ব্যাণ্ড রয়েছে। অক্সিপুট ও ঘাড়ের পিছনে বেদনা নড়াচড়া করলে বেড়ে যায়। স্ক্যাল্পে খুববেশী চুলকানিবোধ থাকে। স্ক্যাল্পে হারপিসের মত উদ্ভেদ, দাদ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়; মাথায় খুববেশী খুস্কি দেখা দেয়; চুল শুকনো ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

চোখের সামনে ছোট ছোট কালো বস্তু যেন ঘুরে বেড়ায়। চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং ছোট ছোট কালো বা বাদামী রঙের দাগ যেন দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে। দৃশ্যবস্তু দ্বিগুণ অথবা বেশী ছোট দেখা, চোখ যেন টেনে ধরা হয়েছে এরূপ বোধ, মাংসপেশীতে টেনশন্, চোখ ঘোরালে চোখে বেদনা, চোখে বালি পড়ার মত অনুভূতি অথবা কাঠির খোঁচা লাগার মত বোধ; কনজাংক্টাইভাতে প্রদাহ এবং কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, ব্লেফারাইটিসের সঙ্গে খুববেশী ফোলাভাব, সকালের দিকে চোখের পাতা জুড়ে থাকা, চোখের পাতার ধারগুলি লাল ও হেজে যাওয়া, টোসিস, চোখের পাতায় তীব্র বেদনা, চোখের পল্লব ঝরে যাওয়া, চোখের নিচের অংশে স্ফীতি, ব্রাইটস ডিজিজের মত অবস্থা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া এবং সম্পূর্ণ বধিরতা দেখা দিতে পারে। রোগীর মনে হয় যেন সে অপরের গলায় স্বর বা কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে। প্রথমদিকে শ্রবণ-শক্তি খুব বেড়ে যায়। ইউসটেসিয়ান টিউব থেকে কানের ভিতর পর্যন্ত বেদনাবোধ, কানের ভিতরে ছোট পোকা হাঁটার মত বোধ, কানে চুলকানিবোধ ও সূচ ফোটানোর মত বেদনা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ওষুধের সাহায্যে সহজে সারানো যায় না এমন ধরনের সর্দি এবং সেই সঙ্গে নাকের পিছন দিকে অবরোধ ও ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট হওয়া অবস্থা সারানো যেতে পারে। নাক থেকে সাদা অথবা হলদে সর্দি পড়ে। এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের দীর্ঘস্থায়ী ঘন সর্দি মেডোরহীনামের খুব উঁচু শক্তি প্রয়োগে সেরে যাবার পরে দীর্ঘদিন পূর্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউরেথ্রা থেকে গ্লীটের মত একটা স্রাব পুনরায় দেখা দেয় এবং অন্য কোন ওষুধ ছাড়াই সেটা পরে চলে যায়। নাক থেকে রক্তপড়া ও রক্তমেশানো সর্দি পড়তে এবং শ্বাসগ্রহণের বায়ুতে নাকে খুব সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। নাকের ভিতরে চুলকানো এবং ছোট পোকা হাঁটার মত বোধ থাকতে পারে।

এই ওষুধের সবজেটে হলুদ, মোমের মত ফেকাশে ও রুগ্ণ সাইকোটিক রোগীর মুখমণ্ডল অনেকটা **আর্সেনিকের** রোগীর মত দেখায়, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ **আর্সেনিকের** মত না থাকলেও ঐ ওষুধটির সঙ্গে এই ওষুধের অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যেতে দেখা যায়। রোগীর ত্বক চক্চক্ করে ও ফুস্কুড়িতে ভর্তি হয়ে থাকতে দেখা যায় এবং মুখের আশপাশে জ্বর ঠুঁটো হতে দেখা যেতে পারে। মুখমণ্ডলে হারপিস, নাকের পাশে অথবা ঠোঁটে এপিথেলিওমা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে বাতজনিত বেদনা ও শক্তভাব সৃষ্টি হয়; সাব-ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ড স্ফীত হয়ে ওঠে।

চিবোতে গেলে দাঁত খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে থাকতে দেখা যায়। মুখের স্বাদে বিকৃতি, জিহ্বায় ময়লা ও গোড়ার অংশে সাদাটে প্রলেপ, মুখের ভিতরে দুষ্টক্ষত বা ক্যাঙ্কার ক্ষত, মুখ ও জিহ্বায় ক্ষত, শ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখ ও গলায় সুতোর মত লম্বাটে শ্লেষ্মা, মুখ শুকনো ও পুড়ে যাবার মত বোধ, গলায় শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও সেইসঙ্গে প্রায় সবসময়ই নাকের পিছনের অংশ থেকে ঘন সাদাটে শ্লেষ্মা নাক টেনে এনে ফেলা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

প্রচণ্ড ক্ষুধাবোধ, এমন কি খাবার পরেও ক্ষুধাবোধ হতে দেখা যায়। প্রবল তৃষ্ণা কিছুতেই মিটতে চায় না। রোগী উত্তেজক দ্রব্য, তামাক, মিষ্টি দ্রব্য, সবুজ ফল, বরফ, টক জিনিস, কমলালেবু প্রভৃতি খেতে পছন্দ করে। খাবার পরে গা-বমিভাব, এমনকি জল পান করার পরেও গা বমিভাব দেখা দেয়। মিউকাস ও পিত্ত-বমি হতে দেখা যায়। বমি টক ও তেতোর স্বাদের হয়। খুববেশী ওয়াক্ ওঠা ভাব থাকে। গা-বমিভাব ছাড়াই বমি হতে পারে।

পাকস্থলীতে দাঁত দিয়ে চিবানোর মত ব্যথা কোন কিছু খাওয়া বা পান করার পরেও কমে না। পাকস্থলীতে কাঁপুনি দেখা দেয়। পাকস্থলীতে নখ দিয়ে আঁচড়ানোর মত বোধ হাঁটু টেনে ভাঁজ করে রাখলে বেশী হতে দেখা যায়। পাকস্থলীতে তলিয়ে যাবার মত বোধ ও ক্লেশদায়ক বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

লিভারে ভয়ংকর বেদনা, লিভার ও প্লীহাতে যেন হাত দিয়ে খামচে ধরার মত বেদনাবোধ হয়। এই ওষুধটি 'অ্যাসাইটিস্' সারিয়েছে। পেটে টিপ্ টিপ্ করা বা পালসেশনবোধ, ইঙ্গুইন্যাল গ্ল্যাণ্ডে বেদনা ও স্ফীতি, স্পারমেটিক কর্ড প্রভৃতিতে বেদনা সৃষ্টি হতে পারে। এক স্বাস্থ্যবান যুবক গনোরিয়াতে আক্রান্ত হলে ইন্‌জেকশন্ প্রয়োগের পরে তার দেহের মাংসপেশী ক্রমশ শুকিয়ে যেতে শুরু করে। তার কুঁচকির কাছে খুববেদনা দেখা দেওয়ায় সে কুঁজো হয়ে হাঁটা-চলা করতে বাধ্য হয়। সে ক্রমশ মোমের মত সাদাটে হয়ে পড়ে, তার দেহে আড়ষ্টতা ও শক্তভাব দেখা দেয় এবং ঠাণ্ডায় খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। প্রায়ই তার ঠাণ্ডা লেগে যেত। উঁচু শক্তির মেডোরহীনাম প্রয়োগের পরে ঐ রোগীর স্রাব পুনরায় দেখা দেয় এবং ক্রমশ সে সুস্থ হয়ে ওঠে।

পিতা-মাতার সাইকোসিস থেকে বংশগত ভাবে শিশুর দেহেও সেই বিষ থেকে ম্যারাসমাস দেখা দিলে এই ওষুধটি সেই অবস্থার সারিয়ে তুলতে পারে। সাইকোসিসযুক্ত পিতার সন্তানদের বিশেষভাবে বমি, ডায়রিয়া এবং শীর্ণতায় ভুগতে দেখা যায়; উপযুক্ত ক্রনিক ওষুধ প্রয়োগে তার বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না অথবা হয়ত সাময়িকভাবে কিছুটা কম পাওয়া যায়। উঁচু শক্তির মেডোরহীনাম প্রয়োগে ঐসব শিশুর দেহে প্রতিক্রিয়া শক্তি জেগে ওঠে এবং তখন উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যেতে দেখা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতায়, মলত্যাগের সময় খুববেশী পিছন দিকে বেঁকে গিয়ে চেষ্টা ও জোর প্রয়োগের পরে অতি কষ্টে মলত্যাগ করা সম্ভব

হয়। রেক্টামের নিষ্ক্রিয়তা থাকে। গোল বলের মত এবং শক্ত দলা দলা মল বেরোয়। মলদ্বার থেকে ভেজে ভেজা রসের মত গড়াতে বা চুঁইয়ে আসতে দেখা যায় এবং তা থেকে মাছ ধোয়া জলের গন্ধ বেরোতে দেখা যায়।

প্রস্রাব অল্প পরিমাণে, গাঢ় রঙের ও ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত হয়, বিশেষ ভাবে যারা বাতজনিত আড়ষ্টতায় ভোগে তাদের ঐ ধরনের প্রস্রাব হতে দেখা যায়। রোগী শীতলতায় সংবেদনশীল থাকে এবং পায়ের তলায় স্পর্শকাতরতা থাকতে দেখা যায়। ফেকাশে ও মোমের মত সাদাটে হয়ে পড়া রোগীর পায়ের পাতা ও অ্যাঙ্কল্-এ ঈডিমা এবং পায়ের তলায় স্পর্শকাতর বেদনার জন্য যারা হাঁটা-চলা করতে খুব কষ্ট পায়, পায়ের তলার চামড়া নীলচে ও উত্তপ্ত থাকে, ফুলে ওঠা পায়ে খুব স্পর্শ-কাতরতা থাকে এবং তাদের প্রস্রাবে অ্যালবুমিন ও হায়ালিন কাস্ট থাকতে পারে: এইরূপ অবস্থায় মেডোহ্রীনাম খুব দ্রুত কার্যকরী হতে পারে, বিশেষত যদি রোগীর গনোরিয়া ছিল এরূপ কথা জানা যায়। মূত্রথলী, প্রস্টেট গ্ল্যান্ড এবং কিডনীর প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রস্রাবে প্রচুর মিউকাস বেরোয়। রেনাল কলিক, কিডনীতে প্যারাঙ্কাইমায় প্রদাহ প্রভৃতির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাল্কা রঙের প্রস্রাব, রাত্রিতে বার বার প্রস্রাব ত্যাগ করা, বিছানায় প্রস্রাব হয়ে যাওয়া, মূত্রথলীর নিষ্ক্রিয়ভাবের জন্য প্রস্রাব মৃদু ধারায় বেরোনো. পলিউরিয়া প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

যুবকদের রাত্রিকালীন বীর্যস্খলন এবং পুরুষত্বহীনতা দেখা দিতে পারে, যারা পূর্বে গনোরিয়ায় ভুগেছে এবং ইনজেকশন নিতে বাধ্য হয়েছে, তাদের ঐরূপ বীর্যস্খলন ও পুরুষত্বহীনতায় এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে গ্লীটের মত স্রাবের সঙ্গে বাতের উপসর্গ থাকতে এবং দেহ দিন দিন ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। গনোরিয়াজনিত বাতের উপসর্গে এই ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে; এই ওষুধটি প্রয়োগে বাতজনিত উপসর্গকে আয়ত্তে আনা এবং গনোরিয়ার দমিত হয়ে থাকা স্রাব পুনরায় ফিরিয়ে এনে রোগীকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা যায়। টেস্টিসের বৃদ্ধি ও শক্তভাব এবং স্পারমেটিক কর্ডের বেদনা দূর করা যায়। বাম দিকের স্পারমেটিক কর্ড এবং বামদিকের সায়াটিক নার্ভের বেদনা, লাম্বাগো প্রভৃতি যদি বহু পূর্বে গনোরিয়ায় আক্রান্ত এবং দমিত হয়ে থাকা রোগীর ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া লেগে দেখা দেয় তা হলে এই ওষুধের ১০এম শক্তির এক মাত্রা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রয়োগে সম্পূর্ণ ভাবে সারিয়ে তোলা যাবে।

ওভারী অঞ্চলে ক্রনিক বেদনা; বন্ধ্যাত্ব; বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব, দীর্ঘস্থায়ী ও সহজে সারানো যায় না এমন লিউকোরিয়া, ওভারী বড় হয়ে থাকা, ভালবা ও ভ্যাজাইনাতে তীব্র চুলকানিবোধ, প্রচুর পরিমাণে ঋতুস্রাব, সেক্রাম অঞ্চলে টেনে ধরার মত বেদনায় মনে হয় যেন ঋতুস্রাব দেখা দেবে; সম্পূর্ণ পেলভিক অঞ্চলে ছুরি দিয়ে

কেটে ফেলার মত ব্যথা, ঋতুস্রাব কালে সেক্রাম ও হিপ্‌-এ জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে।

শ্বাসক্রিয়ায় কষ্ট, সামান্য পরিশ্রমেই দম আট্‌কাবোধ ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। সাইকোটিক মাতা-পিতার শিশু সন্তানের হাঁপানি (নেট্রাম সালফ), গ্লটিসে স্প্যাজম ও ল্যারিংক্স অংশে হাতের আঙ্গুল দিয়ে জোরে চেপে ধরার মত বোধ; নিঃশ্বাস ফেলার সময় খুব কষ্ট হওয়া কিন্তু শ্বাসগ্রহণ সহজেই করতে পারা প্রভৃতি অবস্থা দেখা দিতে পারে। এই ওষুধের সাহায্যে অনেক হাঁপানির উপসর্গ সারানো সম্ভব হয়েছে। ল্যারিংক্সের শুষ্কতার জন্য ঘুমের মধ্যে স্প্যাজম ও কাশি হতে দেখা যায়। এই ওষুধে দুরারোগ্য ধরনের শ্বাসপথে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা সারানো যেতে পারে যদি শ্লেষ্মাটা খুববেশী আঠালো ও চট্‌চটে থাকে। বুকের গভীরে থাকা শ্লেষ্মা কাশির সঙ্গে তুলে ফেলতে না পারা (কস্টিকাম), উপুড় হয়ে পেটে চাপ দিয়ে শুয়ে থাকলে কাশি কম থাকা এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে। গয়ের হলদে, সাদা বা সবুজ রঙের, চট্‌চটে থাকে এবং তুলে ফেলতে খুব কষ্টবোধ হয়। উষ্ণ ঘরে থাকলে কাশি খুব বৃদ্ধি পায়।

এই ওষুধের অনেক রোগীকেই রুগ্‌ণ ফেকাশে ও হাঁটা-চলা করতে অসমর্থ হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং মনে হয় যেন শীঘ্রই তারা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। শুকনো কাশির সঙ্গে বুকে ঘড়ঘড় শব্দ থাকতে দেখা যায়। বুকের ভিতরে খুব উত্তাপবোধ, এমন কি জ্বালা থাকতে পারে; ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে হাওয়ার স্পর্শে বুকের নানা ধরনের বেদনা, বাতজনিত ও তীব্র বা তীক্ষ্ম বেদনা দেখা দিতে পারে। যে সব রোগী গনোরিয়ায় আক্রান্ত হবার পরে লক্ষণগুলি অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং যক্ষ্মারোগের লক্ষণের সঙ্গে সব লক্ষণেই জটিলতা দেখা দেয় তখন এই ওষুধ প্রয়োগে লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে প্রয়োজনীয় ওষুধটি বেছে নিতে সাহায্য করতে পারে। কাশতে গেলে বুকে খুব বেদনাবোধ হয়। বুকের ভিতরে ও স্তনে শীতল অনুভূতি, বুকে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, বুকে স্পর্শকাতরতা এবং সেটা শ্বাস প্রক্রিয়ার জন্য বুক ওঠা-নামা করাতে ও বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

বাতজনিত ধাতুর উপযোগী হার্টের গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। শ্বাসকষ্ট, হার্টের স্পন্দন থির্‌থির্‌ করে কেঁপে কেঁপে খুব দ্রুত হওয়া, প্যালপিটেশন প্রভৃতি দেখা যায়। তীব্র ধরনের অ্যাকিউট, কেটে ফেলা, সুচ বেঁধানো ব্যথাবোধ হয় এবং সেই ব্যথা নড়া-চড়া করলে বেড়ে যেতে দেখা যায়। হার্টে জ্বালাকরা অনুভূতি বাম বাহু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

এই ধরনের রোগীর পিঠে আড়ষ্টতা একটি খুবই সাধারণ ও প্রায়ই দেখতে পাওয়া যাবার মত উপসর্গ। সাধারণভাবে লাম্বাগো অথবা লাম্বার ও সেক্রাল অঞ্চলে বেদনা প্রায়ই উরু ও পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। ক্রুরাল বা সায়াটিক নার্ভের বেদনা, ঘাড়ের পিছনের অংশে ও পিঠে বেদনা সৃষ্টি হয়। পিঠে

আড়াআড়ি ভাবে বেদনা, কাঁধের বাম দিক থেকে ডান দিকে প্রসারিত হওয়া বেদনা, মেরুদণ্ডের উপরের অংশে খুববেশী উত্তাপবোধ প্রভৃতি দেখা দেয়। শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে অথবা নড়া-চড়া করতে গেলে পিঠে আড়ষ্ট ও শক্তভাব দেখা দেয়। শীতল ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় সব বেদনাই খুব বেড়ে যায়। মেরুদণ্ড স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে; কিডনী অঞ্চলে টন্‌টন্ করা ক্ষতের মত বেদনা দেখা দেয়।

ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ক্রনিক বাতের বেদনা দেখা দেয়। হাত ও পায়ের দিকে আড়ষ্টতা ও শক্তভাব সৃষ্টি হয়। দেহের সর্বত্র এবং হাত-পায়ের দিকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, তীক্ষ্ম বেদনা দেখা দেয়। বেদনা ও সূচ ফোটানোর মত অনুভূতিতে রোগী খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। কিছু কিছু বেদনা নড়া-চড়ায় দেখা দেয়, আবার ক্রমাগত নড়া-চড়ায় কিছু কিছু বেদনা কমে যেতেও দেখা যায়। রোগীর হাত-পায়ের দিক শীতল থাকে। হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালা করে। হাত-পায়ে কাঁপুনি, কাঁধের বাতজনিত বেদনা নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পাওয়া, বাহু ও হাতে অসাড়তা বাম দিকে বেশী থাকা, বাহু ও হাত কাঁপা, হাতের তালুতে জ্বালাবোধে হাওয়া করতে চাওয়া, ডান হাত প্রথমে ঠাণ্ডা হয়ে পরে বাম হাতও ঠাণ্ডা হয়ে পড়া, পিঠ ও হাতে উত্তাপবোধ ও অসাড়তা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

উরু ও পায়ের দিকে কাঁপুনি ও দুর্বলতা এবং অসাড়বোধ, পায়ের জড়তায় পা যথাস্থানে না ফেলতে পারে, উরুতে অসাড়তাবোধ, সবসময়ই পা লম্বা করে রাখার চেষ্টা, পায়ে টান ধরার মত ব্যথা ও টেনশনবোধ, বাতের বেদনা, মাংসপেশী ও পেরিঅস্টিয়ামে শক্তভাব ও টন্‌টন্ করা ব্যথা, ঝড়ো হাওয়ায় পায়ে ঝিলিক দেওয়া ব্যথা দেখা দেওয়া, পায়ে অস্থিরতাবোধের জন্য সবসময়ই পা নড়াচড়া করা প্রভৃতি দেখা যায়। সায়াটিক এবং ক্রুরাল নার্ভে এবং পা ও উরুতে কামড়ানো ও টেনে ধরার মত ব্যথা অনবরত পা নাড়াচাড়া করতে থাকলে কমে যায়। পা কাঠের মত ভারী ও অসাড়বোধ হয়। হাঁটু পর্যন্ত মাংসপেশীতে সংকোচন ঘটে, পায়ের তলা ও কাফ অংশে ক্র্যাম্প বা খিঁচ্ ধরা ব্যথা দেখা দেয়। অ্যাংকলে দুর্বলতা, পায়ে জ্বালাবোধে পায়ে ঢাকা না রাখা ও হাওয়া করতে চাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। পা হাঁটু পর্যন্ত ফুলে থাকা ও সেখানে চাপ দিলে বসে যাওয়া লক্ষণ দেখা যায়। পায়ে টন্‌টন্ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা অ্যাংকল এবং পায়ের তলা পর্যন্ত থাকতে পারে। পায়ের তলায় টন্‌টন্ করা, থেঁতলে যাবার মত ব্যথার সঙ্গে নীলচে হয়ে পড়তে দেখা যায়। পায়ের তলায় চাপ সহ্য হয় না বলে রোগী হাঁটতে পারে না। পায়ের তলায় স্ফীতি ও চুলকানিবোধ সৃষ্টি হয়। ক্রনিক গনোরিয়াজনিত বাতের জন্য পায়ের তলায় প্রায় দেখা যায় এমন স্পর্শকাতরতা এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। পায়ের তলায় স্পর্শকাতর বেদনার জন্য রোগী হামাগুড়ি দিয়ে অর্থাৎ হাঁটুতে ভর করে চলাফেরা করতে বাধ্য হয়। পায়ের তলায় ঠাণ্ডা ঘাম হতে দেখা যায়।

রোগী হাত দুটি মাথার উপরে রেখে কেবল মাত্র চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোতে পারে। কপালটি জোরে বালিশে চেপে রেখে হাঁটু ভাঁজ করে তার উপর বসে থেকে রোগিণীকে ঘুমোতেও দেখা যেতে পারে। ঘুমের মধ্যে ভূত-প্রেত এবং মৃতলোকের ভয়াবহ সব স্বপ্ন দেখার জন্য রোগিণী রাত্রিতে খুব ভীত হয়ে পড়ে। নিদ্রালুভাব থাকলেও সে ঘুমোতে পারে না। রাত্রির প্রথমভাগে সে নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটায়। রাত্রিতে প্রচুর ঘাম হতে দেখা যায়।

মিলিফোলিয়াম
(Millifolium)

এই ওষুধটি 'ভেরিকোজ ভেইন'-এর চিকিৎসায় খুবই প্রয়োজনীয় বিশেষত যখন ক্যাপিলারীগুলি স্ফীত ও স্পঞ্জের মত নরম হয়ে পড়ে তখন ওষুধটিকে খুব কার্যকরী হতে দেখা যায়। রক্তাধিক্য ঘটা অবস্থায় শিরাগুলি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ক্ষতস্থান থেকে সামান্য কারণেই অনেক রক্তপাত হতে দেখা যায়। 'এপোপ্লেক্সি' সৃষ্টি ও নিরাময়ে ওষুধটি কার্যকরী ভূমিকা নেয়। ত্বক ও চোখে একিমোসিস সৃষ্টি হয়। স্থানিকভাবে এতে রক্তাধিক্য সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকে। দেহের যেকোন স্থান থেকে, ক্ষত থেকে, আহতস্থান থেকে রক্তপাত হবার প্রবণতা, শিরা ও ধমনীতে 'এটোনি' সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ফুসফুস, পাকস্থলী, রেক্টাম, নাক, দাঁত তোলার পরে আহতস্থান প্রভৃতি থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় এবং রক্ত সাধারণত টাটকা ও উজ্জ্বল বর্ণের হতে দেখা যায়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ভেরিকোজ ভেইন হাত ও পায়ে দেখা দেয় এবং তাতে বেদনা-বোধ থাকে। ম্যালিগন্যান্ট ক্ষত থেকে রক্তপাত হয়। অপারেশনের পরে কাটামুখ ভাল করে সেলাই করে জুড়ে দেবার পরেও জোড়া মুখের কাছ থেকে অবিরত রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখা যায় এবং সেই রক্ত উজ্জ্বল লাল দেখায়। যে কোন উপসর্গের সঙ্গেই একটা রক্তপাত বা রক্তস্রাবের বিশেষ প্রবণতা থাকে। এইসব লক্ষণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হার্টের গোলযোগের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। এইরূপ রক্তপাতের প্রবণতা জানা গেলে যেকোন সার্জিক্যাল অপারেশনের পূর্বে এই ওষুধটি প্রয়োগ করা যেতে পারে (**ল্যাকেসিস**)। রক্তপাত হবার পরে খুববেশী রক্তাধিক্য ঘটতে দেখা যায়। ভ্যাসকুলার টিসুতে সুস্থ-গঠনের প্রবণতা থাকে না। মস্তিষ্কে হাইপেরিমিয়া ও মুখমণ্ডল লাল হয়ে থাকতে দেখা যায়। মাথায় পূর্ণতাবোধ ও উত্তাপবোধ থাকে কিন্তু জ্বর থাকে না ; বুক থেকে মাথায় ঢেউয়ের মত যেন রক্তস্রোত বয়ে যায় বলে রোগীর মনে হয়। তীব্র ধরনের মাথাধরা, অক্সিপিটাল অংশে নিরেট ধরনের বেদনা এবং মাথার যন্ত্রণা নিচু ঝুঁকে দাঁড়ালে বেড়ে যেতে দেখা যায়।

চোখ রক্তাধিক্যে লাল হয়ে ওঠে। চোখে ও নাকের গোড়ায় তীক্ষ্ণ বেদনা, চোখে কনজেসসন ও লাল হয়ে থাকার সঙ্গে চোখের দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্নের মত ঘোলাটে হয়ে পড়তে দেখা যায়।

বাম কানে গোলমালের মত শব্দে রোগিণী চমকে ওঠে ; পরে আবার হাসতে থাকলেও কানে গোলমালের মত শব্দ যেন শুনতে পায়। মনে হয় যেন শীতল বায়ু কান থেকে বেরিয়ে আসছে। কান যেন বন্ধ হয়ে আছে এরূপ বোধ, কানে তীব্র বেদনা, কান কট্‌কট্‌ করা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

মাথায় ও বুকে কনজেসসন হবার ফলে নাক থেকে রক্তপাত বা এপিসট্যাক্সিস হতে দেখা যায়।

উষ্ণ বা উত্তপ্ত কোন খাদ্য বা পানীয় থেকে দাঁতে বেদনা হতে দেখা যায়। রক্তপাত হবার প্রবণতা যাদের আছে তাদের দাঁত তোলার পূর্বে একডোজ মিলিফোলিয়াম অথবা **ল্যাকেসিস** প্রয়োগ করা উচিত। রোগীর গলার ভিতরটা লাল, ক্ষতযুক্ত ও রক্তস্রাবী হতে দেখা যায়।

সকালে শূন্যতাবোধযুক্ত ক্ষুধাবোধ হতে থাকে। পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ সামনে ঝুঁকে বা বেঁকে দাঁড়ালে বেশী হয় এবং পাকস্থলী ও পেটের জ্বালাবোধ বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। রক্ত-বমি হয়। পেট গ্যাসে পূর্ণ হয়ে থাকে। অন্ত্র ও রেক্টাম থেকে রক্তক্ষরণ, টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে রক্তক্ষরণ, আঘাতের ফলে অথবা ভারী বোঝা তুলতে গিয়ে দেহের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ, দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাত, রক্তপাতযুক্ত অর্শ, মলদ্বারে রক্তপাতযুক্ত কণ্ডাইলোমা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

প্রস্রাবে রক্তমেশানো, প্রস্রাব রেখে দিলে তাতে রক্তের দলা সৃষ্টি হওয়া, কিডনীতে বেদনা দেখা দেবার পরে প্রস্রাবে বেশ কিছুদিন রক্তপড়া, প্রস্রাব একনাগাড়ে হয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

সঙ্গমের পরে বীর্যপাতের অভাব, মূত্রথলী ও ইউরেথ্রা থেকে রক্তক্ষরণ, আহত স্থান থেকে রক্তপাত প্রভৃতি দেখা যায়।

মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর পরিমাণে হয় ; বিলম্বে হয় অথবা আটকে থাকে এবং সেই সঙ্গে জরায়ু ও পেটে খিঁচ্‌ধরা ব্যথা দেখা দেয়। অ্যাবর্শন হয়ে যাবার পরে সামান্য একটু পরিশ্রমেই জরায়ু থেকে রক্তস্রাব. অথবা সন্তান প্রসবের সময় একনাগাড়ে টাটকা লাল রক্তস্রাব হতে দেখা যেতে পারে! অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের পায়ে ভেরিকোজ ভেইন সৃষ্টি হয়ে তাতে ক্ষত ও রক্তপাত হতে দেখা যায়, কষ্টকর প্রসবের পরে কিছুতেই বন্ধ করা যায় না এমন রক্তস্রাব হতে দেখা যেতে পারে। যে সব মহিলাদের এইরূপ রক্তপাত বা রক্তস্রাবের প্রবণতা থাকে তাদের সন্তান প্রসবের পূর্বে একডোজ মিলিফোলিয়াম প্রয়োগ করা উচিত। লোচিয়ার স্রাব দমিত হওয়া, স্তনে দুধ না আসা, জরায়ু থেকে রক্তস্রাবের পরে জরায়ুতে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

বুকে চাপবোধ, প্যালপিটেশন, বুক থেকে মাথায় যেন ঢেউয়ের মত রক্ত বয়ে যাচ্ছে বলে অনুভূতি হওয়া, ফুসফুস থেকে রক্তক্ষরণ, ফুসফুস থেকে রক্তক্ষরণ হবার পরে সেখানে কনজেসসন সৃষ্টি হওয়া, ঋতুস্রাব দমিত থেকে ফুসফুস থেকে রক্তক্ষরণ

হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। রোজ বিকেল ৪টা নাগাদ গয়েরের মত রক্ত ওঠা বা কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা, যক্ষ্মারোগের আক্রমণে ফুসফুস থেকে রক্তক্ষরণ, সামান্য পরিশ্রমেই ফুসফুস থেকে রক্তপাত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধে দেখা যেতে পারে। একজন লোককে গাড়ী থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরে দীর্ঘদিন ধরে তার কাশির সঙ্গে রক্ত পড়তে দেখা গিয়েছিল এবং তাকে এই ওষুধের খুব উঁচুশক্তি প্রয়োগে নিরাময় করা সম্ভব হয়েছিল। হার্টে বেশী রক্ত চলাচল বা অর্গ্যাজিম সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

মার্কিউরিয়াস
(Mercurius)

মার্ক-ভাইভা এবং মার্ক-সল এই দুটি আলাদা ভাবে প্রস্তুত কিন্তু খুববেশী পার্থক্যহীন ওষুধের প্রুভিংয়ের দ্বারাই মার্কারীর দেহে পরিবর্তন বা অসুস্থতা সৃষ্টির ক্ষমতার বিষয়ে জানা যায়।

তাপমাত্রা মাপার কাজে মার্কারী ব্যবহৃত হয়, ঠিক তেমনই মার্কারীর ধাতুর রোগীর মধ্যেও শীতলতা ও উত্তাপে খুববেশী সংবেদনশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা থাকতে দেখা যায়। উত্তাপ ও শীতলতার কোনটাই বেশী হলে তা রোগী সহ্য করতে পারে না তাতে তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। রোগী এবং তার লক্ষণগুলিকে উষ্ণ আবহাওয়ায়, খোলা হাওয়ায় এবং ঠাণ্ডায় খারাপবোধ করতে ও উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রোগীর অ্যাকিউট ধরনের উপসর্গে যখন সে শয্যায় থাকতে বাধ্য হয়, তখন শয্যার উষ্ণতায় তার উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং সেই জন্য রোগী তার দেহে আচ্ছাদন সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু আচ্ছাদন সরিয়ে দেবার ফলে তার দেহ যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসে তখন আবার তার উপসর্গ বেড়ে যায়। রোগীর দেহে বেদনা, জ্বর, ক্ষত ও উদ্ভেদ এবং রোগীর নিজের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এইরূপ ঠাণ্ডা ও উত্তাপ কোন অবস্থাতেই আরামবোধ করতে দেখা যায় না।

রোগীর দেহে মার্কারীজনিত একটা দুর্গন্ধ থাকে। তার শ্বাসে খুববেশী দুর্গন্ধ থাকে, ঘরে ঢুকলেই সেই গন্ধটা পাওয়া যায়, সারা ঘরেই সে দুর্গন্ধটা ছড়িয়ে থাকে। ঘামে দুর্গন্ধ থাকে ; ঘামে ঝাঁঝালো, মিষ্টি একটা গন্ধ যেন অনুভব করা যায়। রোগীর প্রস্রাব, মল, ঘাম সব কিছুতেই ঐরূপ দুর্গন্ধ থাকে ; তার নাক ও মুখ থেকেও ঐ দুর্গন্ধ বেরোয়। মার্কিউরিয়াস বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করা হলে রোগীর লালা বেশী পরিমাণে বেরোতে থাকলে তাতেও দুর্গন্ধ পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের মার্কারীজনিত গন্ধের দ্বারাই অনেক ক্ষেত্রে মার্কিউরিয়াস প্রয়োগের পথ নির্দেশ পাওয়া যায়।

রোগী রাত্রিতে বেশী খারাপবোধ করে। তার অস্থিতে বেদনা, অস্থি-সন্ধির উপসর্গ ও প্রদাহ প্রভৃতি সবই রাত্রিতে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং দিনের বেলা

সেগুলি কিছুটা কম থাকে। রোগীর দেহের সর্বত্রই অস্থিতে বেদনা থাকতে দেখা যায়, তবে যেসব অংশে অস্থির উপরে মাংসপেশী পাতলা থাকে সেই সব অংশের অস্থিতে বেদনা বেশী হতে দেখা যায়। পেরিঅস্টিয়ামের বেদনা, যেন গর্ত করা হচ্ছে এরূপ বেদনা রাত্রিতে এবং বিছানার উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায়।

গ্ল্যাণ্ডগুলিতে প্রদাহ ও স্ফীতি থাকে; প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড, সাব-লিঙ্গুয়াল, ঘাড়, কুঁচকি ও বগলের লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডগুলি বিশেষভাবে আক্রান্ত হতে দেখা যায়; স্তনে স্ফীতি এবং লিভারে প্রদাহ ও ফোলাভাব থাকতে দেখা যেতে পারে। এটি বিশেষ ভাবে গ্ল্যাণ্ডের উপসর্গে কার্যকরী ওষুধ। বড় ও শক্ত হয়ে থাকা অবস্থা, আক্রান্ত অংশে প্রদাহ ও শক্তভাব সৃষ্টি হওয়া এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ। ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হলে সেখানটা শক্ত হয়ে পড়ে; প্রদাহে আক্রান্ত গ্ল্যাণ্ডও শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। শক্তভাবের সঙ্গে ক্ষতও সৃষ্টি হতে পারে।

ক্ষত সৃষ্টি হবার একটা প্রবণতা এই ওষুধটিতে আছে। দেহের সর্বত্রই, গলায়, নাকে, মুখের ভিতরে, পায়ের দিকে ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ক্ষততে হুল বেঁধানোর মত ব্যথা, জ্বালাবোধ সহ ক্ষতের 'বেস্' বা নিচের অংশে একটা তেলতেলে ভাব থাকে, ছাইসাদা একটা চেহারা দেখা যায় এবং মনে হয় যেন ক্ষতের উপরে চর্বি মাখিয়ে রাখা হয়েছে বা চর্বির একটা প্রলেপ পড়েছে। ক্ষতটাকে ডিপথেরিয়ার ক্ষরণ বা একজুডেটের মত দেখায়, এবং মার্কিউরিয়াসে প্রদাহে আক্রান্ত অংশে ডিপথেরিয়াজনিত এক্জুডেট সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। গলার ভিতরের মিউকাস মেমব্রেন প্রদাহ ছাড়াই ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে, সেইজন্য ডিপথেরিয়ায় মার্কিউরিয়াস বেশ কার্যকরী হয়ে থাকে, ক্ষত স্থানে চর্বির প্রলেপের মত আবরণ বা ছাই-সাদা রঙের আবরণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। স্যাংকারের ক্ষতেও অনুরূপ সাদাটে চর্বির মত প্রলেপযুক্ত থাকতে দেখা যায়। মার্কিউরিয়াসের অস্থিতে বেদনা, পেরিঅস্টিয়ামের প্রদাহ প্রভৃতি যখন রাত্রিতে বৃদ্ধি হতে দেখা যায় তখন স্বভাবতই বোঝা যাবে যে এই ওষুধটি কোন কোন ক্ষেত্রে সিফিলিস সারাতে পারে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় মার্কারী ব্যবহারে সিফিলিসের উপসর্গ কমে বা দমিত অবস্থায় থাকে কিন্তু মার্কিউরিয়াস উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করে রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা যায়।

এই ওষুধটির পুঁজ সৃষ্টি করার একটা বিশেষ প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। প্রদাহের সঙ্গে জ্বালা ও হুল বেঁধানোর মত ব্যথা ও দ্রুত পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অ্যাবসেসে জ্বালা ও হুল বেঁধানোর মত ব্যথা, প্রদাহে আক্রান্ত অস্থি-সন্ধিতে পুঁজ সৃষ্টি হওয়া, প্রদাহে আক্রান্ত প্লুরায় প্লুরার ক্যাভিটিতে পুঁজ ভর্তি হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। পুঁজ স্রাবকে হলদেটে-সবুজ হতে দেখা যায়। মার্কিউরিয়াসে গনোরিয়ার স্রাব ঘন সবুজেটে হলুদ হতে এবং সেই সঙ্গে ইউরেথ্রাতে জ্বালা করা ও হুল বেঁধার মত বেদনা থাকতে দেখা যাবে।

বাতজনিত অস্থি-সন্ধির প্রদাহ এবং মিউকাস মেমব্রেনে শ্লেষ্মাজনিত প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেই সঙ্গে ঘাম হতে দেখা যায়, কিন্তু এটা বেশ অদ্ভুত যে সেই ঘাম

হওয়াতে রোগী কোনরূপ আরামবোধ করে না বরং অনেকক্ষেত্রে ঘাম দেখা দিলে রোগীর উপসর্গ বেড়ে যায়। পুরানো সিফিলিসের রোগীর বাতের উপসর্গ, গনোরিয়া ও গেঁটেবাতের রোগীর উপসর্গে এই ওষুধটি কার্যকরী হয় এবং সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এই তিনটি বিষ বা মায়াজমের লক্ষণই এই ওষুধের রোগীর মধ্যে দেখা যেতে পারে।

কোন একজন প্রভার দীর্ঘদিন পূর্বে মার্কিউরিয়াস গ্রহণ করে থাকলেও তাকে ক্রমশ শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যায়। পুরানো সিফিলিসের রোগী এবং দীর্ঘদিন ধরে যারা মার্কারী দ্বারা অ্যালোপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হয়েছে তাদের মধ্যেও এরূপ শীর্ণতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ক্রমশ শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকা ও সেই সঙ্গে দেহে কাঁপুনি, রাত্রিতে ও বিছানার উষ্ণতায় উপসর্গ বৃদ্ধি, খুববেশী অস্থিরতা, কোন ভাবে শুয়ে থাকলেই আরামবোধ না করা প্রভৃতি লক্ষণে মার্কিউরিয়াস খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। সোরা, সিফিলিস অথবা সাইকোসিসের রোগীর দেহ জীর্ণ ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য হয়ে পড়তে দেখা যায় যেটা এই ওষুধেও আছে।

উত্তাপ ছাড়াই একই স্থানে বার বার স্ফীতি ও অ্যাবসেস সৃষ্টি হবার মত বিস্ময়কর অবস্থা দেখা দিতে পারে। একটি অস্থি-সন্ধিতে স্ফীতি ও অ্যাবসেস সৃষ্টি হয়ে রোগীর সারা দেহ ঘামে পূর্ণ হয়ে থাকা, রাত্রিতে বৃদ্ধি পাওয়া, মাংস-পেশী শীর্ণ হতে থাকা, দেহে কাঁপুনি ও দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে, কিন্তু অ্যাবসেস সৃষ্টি হলেও দেহে বা আক্রান্ত অংশে উত্তাপ সৃষ্টি হয় না। অ্যাবসেস সৃষ্টি হলেও দেহে ক্ষত সারানোর উপযোগী ক্ষমতার অভাব দেখা দেয় ফলে দীর্ঘদিন ধরে আক্রান্ত অংশে পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা যায় কিন্তু আক্রান্ত অংশে সুস্থ টিসু সৃষ্টি বা গ্রানুলেসনের কোন. প্রবণতাই চোখে পড়ে না ; ক্ষতস্থান একই ভাবে পড়ে থাকে এবং সেখান থেকে রসস্রাব হয়ে চলে। ঐরূপ অবস্থায় মার্কুরিয়াস প্রয়োগে রোগীর দেহে সুস্থ টিসু সৃষ্টির ক্ষমতা দেখা দেবে, দেহে ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং ক্ষতস্থানে গ্রানুলেসন হতে শুরু করবে।

দেহের অগভীর অংশে সৃষ্ট ক্ষত ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়তে ও ফ্যাগেডিলার মত, গভীর না হয়ে আকারে বড় হয়ে যেতে দেখা যায়। পুরানো সিফিলিসের রোগীদের দেহে এই ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হয়, যার 'বেস' এ চর্বির প্রলেপের মত থাকে, তাতে সুড়সুড় করার বদলে অনেক ক্ষেত্রে অসাড় থাকতে এবং পুঁজ সৃষ্টি হলে সেটা সবুজ-হলদে মেশানো একটা রঙের মত দেখায় এবং শুকিয়ে আসা বা সেরে যাবার বদলে 'ফলস্ গ্রানুলেসন' হতে দেখা যায়। মার্ক-করও এইরূপ অগভীর, টিসু বিনষ্টকারী ও ফ্যাগেডিলার মত ক্ষতের জন্য খুব ফলপ্রদ হয়ে যেতে পারে কোন ক্ষেত্রে মার্কিউরিয়াসে গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হবার মত অবস্থাও দেখা যেতে পারে এবং সেটা যে কোন স্থানে, বিশেষত ঠোঁটে, গালে অথবা দাঁতের মাড়ীতে বেশী দেখা যায়। ক্যাংক্রাম অরিস সৃষ্টি হতে পারে। গ্যাংগ্রীনের মত স্যাংকার কালচে ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া এবং সেখানে টিসু বিনষ্টকারী ক্ষত সৃষ্টি হয়ে পুঁজ

হতে দেখা যায় এবং এই সমস্ত অবস্থাই উত্তাপে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। মার্কিউরিয়াসের লক্ষণযুক্ত অ্যাবসেসে রোগী পুলটিশ লাগাতে দেয় না, কারণ তাতে তার আরও বেশী কষ্ট হয়।

রোগীর দেহে কাঁপুনি ও মৃদু শিহরণের মত অবস্থা প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই থাকতে দেখা যায় এবং "প্যারালিসিস অ্যাজিট্যান্স" অবস্থায় এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। রোগীর হাতে মৃদু কম্পন হওয়ার জন্য তার পক্ষে কোন কিছু তোলা বা হাত দিয়ে খাওয়া, লেখা প্রভৃতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিশুদের মৃগী রোগের মত খেঁচুনি ও হাত-পায়ে উল্টো-পাল্টা ধরনের নড়া-চড়া করা অবস্থায় ওষুধটি খুব কার্যকরী হয়ে থাকে। শিশুদের হাত-পায়ে ঝাঁকুনি, কাঁপুনি ও মৃদু কম্পন এই ওষুধে সারানো যায়। শিশুর জিহ্বায় কম্পন সৃষ্টি হবার জন্য সে কথা বলতে পারে না। কনভালসন দেখা দিতে পারে। হাত-পায়ের অনৈচ্ছিকভাবে নড়া-চড়া করা অবস্থাকে খুব সাময়িকভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে আয়ত্তে আনা যেতে পারে। খুববেশী অস্থিরতা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

কাঁপুনি, দুর্বলতা, ঘাম, দুর্গন্ধ, পুঁজ সৃষ্টি এবং ক্ষত হওয়া, রাত্রিতে এবং উত্তাপ ও ঠাণ্ডায় উপসর্গ বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা এই ওষুধটি প্রয়োগের প্রারম্ভিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে।

মার্কিউরিয়াসের মানসিক লক্ষণগুলি আরও গভীর ভাবে এই ওষুধের লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে। রোগীর মধ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই খুববেশী ব্যস্ততা থাকতে দেখা যায়; রোগী সব কিছুতেই খুব ব্যস্ত, অস্থির ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়ে। ঝড়ো হাওয়া, ঠাণ্ডা মেঘাচ্ছন্ন অথবা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় রোগীর মন শিথিল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, রোগীকে ভুলোমনা হয়ে পড়তে দেখা যায়। শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার সঙ্গে ঐ ধরনের মানসিক অবস্হা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাকে কোন প্রশ্ন করলে সে সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারে না, বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ও ভেবে তার পরে হয়ত সে বিষয়টা বুঝতে পেরে উত্তর দেয়। জড়বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক নরম হয়ে পড়া অবস্হা সৃষ্টি হয়, সে বোকা বা হাবার মত হয়ে পড়ে। অ্যাকিউট উপসর্গের সঙ্গে ডিলিরিয়াম দেখা দেয়। সে অনুভব করে যেন তার সব বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছে। রোগিণীর মধ্যে মানুষ খুন করার প্রবৃত্তি অথবা আত্মহত্যা করার ইচ্ছা দেখা দেয়, হঠাৎ ক্রোধে কোন একটা ভয়াবহ কিছু করে ফেলার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে এবং সেইজন্য সে ভীতও হয়ে পড়ে। পাগলামি বা মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিতে পারে তবে তার চেয়ে মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা ও জড়বুদ্ধিভাব বেশী সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই ধরনের প্রবৃত্তি সৃষ্টি হওয়া ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোগী নিজে হয়ত তার এই প্রবৃত্তির কথা বলে না কিন্তু সেগুলি তার ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং সে কোন না কোন ভয়াবহ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়তে যেন বাধ্য হয়। মার্কিউরিয়াস প্রয়োগে রোগীর ঐরূপ ভয়াবহ কর্মে লিপ্ত হবার প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে আনা যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় রোগিণী খুব বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। যেন কোন একটা

বিপদ বা ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এরূপ চিন্তায় সে অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং এই অবস্থা রাত্রিতে খুব বেড়ে যায় এবং সেইসঙ্গে দেহে ঘাম দেখা দেয়।

পুরানো সিফিলিসের রোগীর মধ্যে এই ধরনের লক্ষণ বেশী দেখা যায়। যে সব রোগীকে মার্কারীর সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং যারা 'সালফার বাথ' নিয়েছে বসন্তকালে, তাদের অস্থিতে বেদনা, গ্ল্যাণ্ডের উপসর্গ, ঘাম হওয়া, শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতা প্রভৃতির সঙ্গে ঐসব লক্ষণ দেখা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মার্কিউরিয়াস ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

স্ক্যাল্পে বাতজনিত উপসর্গ, নিউর্যালজিয়া, মস্তিষ্কের গোলযোগ ও সেইসঙ্গে জ্বালা করা, হুল বেঁধানোর মত ব্যথা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে বেদনার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটা, স্রাব নির্গমন বন্ধ বা দমিত হবার ফলে মাথার উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া, স্কারলেট জ্বরের পরে কান থেকে স্রাব বা অটোরিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে অথবা স্কারলেট জ্বরের সঙ্গে মস্তিষ্কের গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি অবস্থায় মার্কিউরিয়াস বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে। কোন শিশুর মাথায় খুব ঘাম, চোখের তারা বা পিউপিল বড় হয়ে থাকা, মাথা এপাশ-ওপাশ ঘোরাতে থাকা, রাত্রিতে উপসর্গ বৃদ্ধির সঙ্গে যদি স্কারলেট জ্বরে আক্রান্ত হবার কথা অথবা কানের স্রাব বন্ধ হয়ে যাবার কথা জানা যায় তা হলে ঐ শিশুর চিকিৎসায় মার্কিউরিয়াস প্রয়োগের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। 'টাইফয়েড স্টেট' এর মত দীর্ঘস্থায়ী কোন জ্বরে যদি দেহের কোন অংশের কোন স্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া বা দমিত হবার কথা জানা যায় তা হলে সেই জ্বর মার্কিউরিয়াসে সারানো যাবে। কানের উপসর্গ কমানোর জন্য বোরাক্স, আয়োডোফর্ম প্রভৃতি বাহ্যিক প্রয়োগের ফলে প্রথমে রেমিটেন্ট ও পরে বিরামহীন ধরনের জ্বর দেখা দেওয়া অবস্থা মার্কিউরিয়াসে সারানো গেছে। মার্কিউরিয়াস প্রয়োগে রোগী বা শিশুর কানের স্রাব পুনরায় দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তার জ্বর চলতেই থাকে! এরকমই একটি রোগীকে দেখা গিয়েছিল যার সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস দেখা দিয়েছিল। তার মাথাটা পিছনদিকে বেঁকে গিয়েছিল এবং একটা দিকে মুচড়ে যাবার মত অবস্থায় ছিল। প্রথমে ওটাইটিস মিডিয়ার সঙ্গে কান থেকে পুঁজ পড়তে দেখা গিয়েছিল যেটা বন্ধ হয়ে যাবার পরে এই উপসর্গ দেখা দেয়। দু'তিন জন চিকিৎসক ঐ রোগীকে চিকিৎসা করেন কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় রাত্রে আমাকে ডাকা হয়। ভালভাবে রোগীর সব বিবরণ জেনে তাকে মার্কিউরিয়াসের উপযোগী দেখে ওষুধটি প্রয়োগ করার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তার কানের পুঁজ পড়া পুনরায় দেখা দেয়, ঘাড়ের বেঁকে যাওয়া অবস্থা চলে যায়, জ্বর কমে আসে এবং শিশুটি ক্রমশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এরূপ অনেক ঘটনাই স্মরণ করা যেতে পারে।

মাথার স্ক্যাল্প্ অংশে যেন ব্যাণ্ডেজ করে রাখা হয়েছে এরূপ একটা টান্‌টান্ বোধ হয়ে থাকে। নার্ভাস মেয়েদের চোখের চারপাশে ও নাকের উপরের অংশে মাথাধরার বেদনায় মনে হয় যেন শক্ত করে একটা ফিতে মাথার চারপাশে বেঁধে রাখা হয়েছে অথচ খুব শক্ত ভাবে যেন একটা টুপি মাথার উপর চেপে বসে আছে। চোখে

চাপধরা ও ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা হয়; টেম্পল অংশে জ্বালা করা ব্যথা উঠে বসলে বা চলাফেরা করলে কমে যায়; ঐ বেদনা রাত্রিতে খুব বেড়ে যায়। পেরিঅস্টিয়ামের বেদনা ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, বাত ও গেঁটেবাতের ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়া বেদনা ও চোখ এবং কানে সংবেদনশীলতা, সোরথ্রোট, গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি প্রভৃতি সৃষ্টি হতে বা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সিফিলিসের পুরানো রোগীর মার্কারী দ্বারা চিকিৎসার পরে মাথাধরা দেখা দিতে পারে এবং তার আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ বেশী ঠাণ্ডা অথবা বেশী গরমে খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় ঘন শ্লেষ্মা বেরোয় কিন্তু সেই শ্লেষ্মা আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে জলের মত পাতলা হয়ে পড়ে এবং কপালে, মুখমণ্ডলে ও কানে খুববেশী কষ্টকর বেদনা দেখা দেয়। দেহের যে কোন অংশের রসস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে অথবা পায়ের ঘাম দমিত হয়ে ক্রনিক ধরনের বাতজনিত মাথাধরা দেখা দিতে পারে; কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ের ঘাম ও মাথাধরা পর্যায়ক্রমে একটির পরে অপরটিও দেখা দিতে পারে। পায়ের ঘাম হওয়া যখন বন্ধ থাকে তখন তার অস্থি-সন্ধিতে বেদনা ও শক্তভাব দেখা দেয়। **সাইলিসিয়াতেও** এই লক্ষণটি আছে। **সাইলিসিয়া** এবং মার্কিউরিয়াস ওষুধদুটি সাধারণভাবে একে অপরের পরবর্তী ওষুধ হিসাবে বিশেষ কার্যকরী হয় না, তবে দীর্ঘদিন ধরে অশোধিত বা ক্রুড মার্কারী গ্রহণের কুফল দূর করার পক্ষে লক্ষণ অনুযায়ী **নাইট্রিক অ্যাসিড** এবং **সাইলিসিয়া** এই দুটি ওষুধ ফলপ্রদ হতে পারে।

সব ধরনের মাথাধরার সঙ্গেই মাথাটি বেশ উত্তপ্ত থাকতে দেখা যায়। মাথা যেন ফেটে যাবে, এরূপ বেদনা, মস্তিষ্কে পূর্ণতাবোধের সঙ্গে যেন মাথার চারপাশে শক্ত একটা বাঁধনের মত সংকোচনবোধ থাকে, যেন যাঁতার মত ভারী কিছুতে চেপে দেওয়া হচ্ছে মাথায় এরূপ বোধ হতে পারে। মাথাধরার সময় রোগী হাওয়া সহ্য করতে পারে না। একটি সাধারণ তাপযুক্ত ঘরে রোগী আরামবোধ করে কিন্তু উষ্ণ অথবা শীতল ঘরে এবং ঝড়ো হাওয়ায় তার উপসর্গ খুববেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সে দেহে আচ্ছাদন রাখতে চায় কিন্তু উত্তাপ সহ্য করতে পারে না। মাথার চারপাশে 'হুপের' মত বোধ রাত্রিতে বেশী হতে দেখা যায়।

হাম ও স্কারলেটিনার পরে হাইড্রোকেফেলাস দেখা দিলে সেক্ষেত্রে মার্কিউরিয়াস খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। শিশুটি তার মাথাটা এপাশ-ওপাশে নাড়াতে থাকে এবং বিলাপ করতে থাকে, তার মাথায় ঘাম দেখা দেয়। এদিক থেকে ওষুধটির সঙ্গে **এপিস** এর অনেকটা সাদৃশ্য আছে এবং ঐ ওষুধটিও স্কারলেট জ্বরের পরে দেখা দেওয়া হাইড্রোকেফেলাসের ক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

পুরানো সিফিলিসের অস্থিতে টিসুবৃদ্ধি বা এক্সঅস্টোসিস হতে দেখা যায়, সেই সঙ্গে পেরিঅস্টিয়ামে থেঁতলে যাবার মত বা ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা থাকে। মাথার বাইরের সবটাতেই স্পর্শকাতরতা থাকে। স্ক্যাল্প অংশে টন্‌টন্ করা ব্যথা ও টান্‌টান্ বোধ থাকতে দেখা যায়। মাথায় দুর্গন্ধ ও তেলতেলা ঘাম হতে পারে।

শিশুদের আর্দ্র ধরনের একজিমা, দুর্গন্ধযুক্ত ও হাজাকর উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মার্কিউরিয়াস চোখের উপসর্গে, বিশেষত ঠাণ্ডা লেগে চোখের উপসর্গ সৃষ্টি হলে খুব কার্যকরী হয়। বাত ও গেঁটেবাতের রোগীদের ঠাণ্ডা লাগলেই চোখ আক্রান্ত হতে দেখা যায়। চোখে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা আগুনের কাছে বসলে খুববেশী হতে দেখা যায়; বিকিরিত উত্তাপে চোখে তীব্র বেদনা দেখা দেয়। চোখের পাতা দীর্ঘ সময় না ঘুমোনোর মত যেন বুজে আসে। চোখের সামনে কুয়াশাচ্ছন্নের মত বোধ হয়। সিফিলিসের রোগীর আইরাইটিস মার্কিউরিয়াসে সারানো যায়। আইরাইটিসে অ্যাডহেসন যাতে না হয় সেজন্য 'মিড্রিয়াটিক' ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কিন্তু পিউপিল বড় করার চেষ্টা না করেই হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সাহায্যে আইরাইটিসের জন্য যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করা যায়, এডহেসন শুরু হলেও সেটা সারানো যেতে পারে। চোখের ছিঁড়ে পড়া ও জ্বালা করা বেদনা মার্কিউরিয়াসে দূর করা যায়। টেম্পল অংশে বেদনা ও স্ক্যাল্প অংশে টান্‌টান্‌ বোধ এবং যেন শক্ত টুপি বা শক্ত করে মাথার চারপাশে ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে এরূপ বোধ থাকতে দেখা যেতে পারে। কর্নিয়াতে প্রদাহ ও ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। কর্নিয়াতে বেশী রক্ত-চলাচলের মত অবস্থা, প্রদাহ এবং পুঁজ সৃষ্টি হতেও দেখা যেতে পারে। চোখের সব উপসর্গের সঙ্গে চোখ থেকে প্রচুর জল পড়তে দেখা যায় এবং সেই জল হাজাকর হয়। চোখ থেকে গড়ানো জলে গালে লাল দাগ সৃষ্টি হয়; সবজেটে হলুদ বা সবুজ স্রাব নির্গত হতে পারে। চোখের পাতা আক্ষেপযুক্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে, খুববেশী ফটো-ফোবিয়া হয় এবং চোখ ও চোখের পাতার সব টিসুতে প্রদাহে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। চোখে জলকামারার মতই ঠাণ্ডা লাগা অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে আইরিসের উপরে ছোট ছোট 'গ্রোথ' সৃষ্টি হতে দেখা যায় যেটা পিউপিলের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটি পেডিকল্‌ এর সাহায্যে যুক্ত থাকে এবং এটা প্রকৃত পক্ষে সিফিলিসজনিত কণ্ডাইলোমা। কয়েকদিনের মধ্যেই মার্কিউরিয়াস এই অবস্থাকে সারিয়ে তুলতে পারে; রেটিনা, কোরয়েড এবং অপটিক নার্ভের প্রদাহ সৃষ্টি হতে ও সারতেও দেখা যায়। দৃষ্টিশক্তির বিভিন্ন গোলযোগ, পুরুলেণ্ট অপথ্যালমিয়া ও চোখের পাতার স্ফীতি এই ওষুধে সারানো যেতে পারে; সিফিলিটিক এবং বাত অথবা গেঁটেবাতের রোগীর মধ্যে এই ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। রোগী চোখ খুলতে পারে না, চোখের পাতা স্প্যাজমোডিকভাবে বন্ধ হয়ে থাকে এবং সেখানে টিসু বৃদ্ধি হয়ে স্ফীতিও সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

কানের গোলযোগে খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত সবজে রঙের পুঁজ বা রসস্রাব হয়ে থাকে। নাক ও অন্যান্য অংশের মতই ঘন, সবুজ ও হাজাকর পুঁজ কান থেকে পড়ে। খুব দুর্গন্ধযুক্ত অটোরিয়া, কানের ভিতরের পর্দা ফেটে যাওয়া ও সেই সঙ্গে ওটাইটিস্‌ মিডিয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে মার্কিউরিয়াস প্রায়ই ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। দীর্ঘস্থায়ী শীতকালের ঠাণ্ডা অথবা ঠাণ্ডা এবং স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার পরে

বসন্তকাল এলে অনেককেই অটোরিয়ায় আক্রান্ত হতে দেখা যায়, বড় বড় শহরে ক্রনিক অটোরিয়া এন্‌ডেমিক রূপে দেখা দিতেও পারে। এই ওষুধের সময়োপযোগী প্রয়োগে কানের পর্দায় ফেটে যাওয়া অবস্থাও সারানো যায়, কিন্তু সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হলে কানের পর্দা ফুটো হয়ে থেকে যায়। কানে প্রদাহের সঙ্গে একটা খিঁচ ধরা ব্যথা দেখা দেয়। মার্কিউরিয়াসে **এপিস**-এর মতই হুল ফোটানোর মত ব্যথা থাকতে দেখা যায়। হুল ফোটানোর মত বেদনায় বেশীরভাগ চিকিৎসক রুটিন হিসাবে **এপিস** প্রয়োগ করে থাকেন, যদিও সেক্ষেত্রে হয়ত মার্কিউরিয়াসই উপযুক্ত ওষুধ। ঘন ও দুর্গন্ধ পুঁজযুক্ত অটোরিয়া, কানের যে কোন প্রদাহের সঙ্গে প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড ও সারভাইক্যাল গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটে থাকে, প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বড় হয় বেদনা-বোধ থাকে, ঘাড় শক্ত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাথাটি পিছনদিকে বেঁকে যায়। কানের বাইরের দিকে ক্যানালে ফারাঙ্কল্, পলিপ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে।

নাকের সব গোলযোগের কথা বর্ণনা করতে হলে দীর্ঘ সময়ের দরকার হবে। পুরানো সিফিলিসের রোগীর নাকের হাড় আক্রান্ত হয়ে ঘন, সবুজ, হলদে, হাজাকর ও দুর্গন্ধ স্রাব বা পুঁজ নির্গত হতে দেখা যায়। নাক থেকে রক্ত এবং রক্তমেশানো পুঁজ বেরোতে পারে। কোরাইজাতে জলের মত পাতলা, হাজাকর সর্দি বেরোয় এবং মুখমণ্ডলের সব অস্থিতে চাপবোধ হতে থাকে এবং উত্তাপে অথবা ঠাণ্ডায় এই কোরাইজা বেশী হতে দেখা যায়; রাত্রিতেও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ঝড়ো হাওয়ায় রোগী খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং বিছানা ছেড়ে উঠে মেঝেতে হাঁটা-চলা করে বেড়াতে বাধ্য হয়। কোরাইজা ও খুববেশী হাঁচিসহ এর বিপরীত অবস্থাও মার্কিউরিয়াসে দেখা যেতে পারে; কোরাইজা ও হাঁচি রাত্রিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় খুব কম হতেও দেখা যেতে পারে; কেবলমাত্র দিনের বেলা হাঁটা-চলা, কাজকর্ম করার সময়ই সেটা দেখা দেয়। উষ্ণ বাতাস শ্বাসে গ্রহণ করলে নাকে ভাল লাগে কিন্তু সেই উত্তাপে দেহের উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। অনবরত হাঁচি হতে দেখা যায়। নাক থেকে রক্তপাত, নাকের ভিতরে পাতলা পর্দার মত পড়ে লাল হয়ে থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে; নাকে পুরানো সর্দির গন্ধ, নাকে জ্বালাবোধ, দগ্‌দগে ভাব ও স্ফীতি দেখা দেয়। নাকের ভিতরে জ্বালা ও কামড়ানো বা ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা, নাকের হাড়ে ব্যথা ও চাপবোধ; মুখমণ্ডলের হাড়ে বেদনায় মনে হয় যেন ভিতর থেকে বাইরের দিকের চাপ দেওয়া হচ্ছে সেই জন্য রোগী হাত দিয়ে বাইরে থেকে মুখমণ্ডল চেপে ধরতে চায় কিন্তু তাতে বেদনাবোধ হয়।

সোরা বিষের জন্য ঠাণ্ডা লেগে যে উপসর্গ সৃষ্টি হয় মার্কিউরিয়াস ততটা গভীর-ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে সেটা দূর করতে পারে না এই ওষুধে ঠাণ্ডা লাগাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমিয়ে আনা যায় কিন্তু রোগীর মধ্যে এই ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় রোগী বার বার ঠাণ্ডা লাগায় আক্রান্ত হতে থাকে। এই ওষুধটি বেশী ঘন ঘন দেওয়া চলে না, শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে গেলে সমগ্র শীতকালে দুবারের বেশী এই ওষুধটি প্রয়োগ

করা উচিত নয়। মুখমণ্ডলে অনুরূপ জ্বালাবোধ, জলের মত সর্দিসহ কোরাইজাতে এই ওষুধের তুলনায় **কেলি আয়োড** বেশী কার্যকরী হবে। ঐ ওষুধটিতেও রাত্রিতে বিছানার গরমে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং যে সব কোরাইজাতে আপাতভাবে মার্কিউরিয়াস উপযোগী বলে মনে হয় সে সব ক্ষেত্রে **কেলি-আয়োড** ভাল ফল দেয়; ঐ ওষুধটি মার্কিউরিয়াসের অ্যান্টিডোট হিসাবেও কাজ করে থাকে। সোরাবিষজনিত উপসর্গের রোগীকে মার্কিউরিয়াস বেশী না দিয়ে আরও গভীরভাবে ক্রিয়াশীল কোন ওষুধ বেছে নিতে হবে।

মার্কিউরিয়াসে সিফিলিসজনিত উদ্ভেদ ও মুখমণ্ডলের নিউর‍্যালজিয়ার সঙ্গে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাও থাকতে পারে। এই ওষুধটি মাম্প্স্ এর জন্য খুবই কার্যকরী হয় এবং রুটিন হিসাবে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে; তবে রোগ লক্ষণে সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন।

যাদের বেশ কিছুদিন ধরে বেশী লালাস্রাব হচ্ছে তাদের মাঢ়ীতে স্কার্ভির মত ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়; রিগ্স্ ডিজিজ্ হতে পারে; দাঁতের আশপাশ থেকে ঘন পুঁজের মত স্রাব বেরোয়। দাঁতের কন্কনানি ব্যথায় প্রতিটি দাঁতেই বেদনা-বোধ হয় এবং বিশেষভাবে গেঁটেবাতের রোগী ও যারা দীর্ঘদিন ধরে মার্কারী দ্বারা চিকিৎসিত হয়েছে তাদের দাঁতের ব্যথায় ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে, দাঁত আলগা হয়ে পড়া, মাঢ়ী লাল ও নরম হয়ে যাওয়া, দাঁত কালচে ও ময়লা হয়ে পড়া; **স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার** মত সিফিলিটিক শিশুদের দাঁত কালচে ও দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়া অবস্থা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। প্রচুর লালাক্ষরণ হয়ে থাকে; মাঢ়ীতে স্পর্শকাতর বেদনা, মাঢ়ী ও দাঁতের গোড়ায় পালসেশনবোধ, মাঢ়ীতে নীলচে লাল দাগ অথবা বেগুনী রঙের হয়ে পড়তে দেখায়, মাঢ়ী স্পঞ্জের মত নরম হয়ে পড়ে এবং সামন্য কারণেই মাঢ়ী থেকে রক্ত পড়ে। মাঢ়ী দাঁত থেকে সরে যাওয়ায় দাঁত খুব লম্বা দেখায়। দাঁতে টন্টন্ করা ব্যথার জন্য কোন কিছু চিবানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। দাঁতের গোড়া ও মাঢ়ীতে অ্যাবসেস সৃষ্টি হতে পারে।

মুখের স্বাদ, জিহ্বা এবং মুখেও বিশেষ ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। জিহ্বাটি বাইরে বের করলে সেটি থলথলে, অমসৃণ এবং প্রায়ই ফেকাশে থাকতে দেখা যায়। জিহ্বায় দাঁতের ছাপ পড়ে। জিহ্বায় প্রদাহ, ক্ষত হওয়া ও স্ফীতি এই ওষুধের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুরানো গেঁটেবাতের রোগীর জিহ্বা ফুলে থাকতে দেখা যায় এবং রাত্রিতে জিহ্বা ফুলে সারা মুখটা যেন ভরে রাখে এবং তাতে রোগীর ঘুম ভেঙে যায়। মুখের স্বাদে বিকৃতি ঘটে, কিছুই মুখে ভাল লাগে না। জিহ্বায় হলদে বা সাদাটে প্রলেপ দেখা যেতে পারে। মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়, লালাতে বিশেষভাবে মার্কারীর গন্ধ পাওয়া যায়। জিহ্বায় জড়তা দেখা দেওয়ায় কথা বলা কষ্টকর হয়ে পড়ে ও কথা অস্পষ্ট হয়ে যায়। জিহ্বায় নানা ধরনের ক্ষত, চেপ্টা বা গর্ত হয়ে যাবার মত ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এবং গালে ও গর্ত সৃষ্টি হয়ে পড়তে পারে। টাক্রা এবং টাকরার হাড়েও ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গভীর গর্তের মত

সৃষ্টি হতে পারে। 'এন্ট্রাম অব হাইমোর' অংশে ঘন পুঁজের সৃষ্টি হওয়া এবং এন্ট্রাম থেকে মুখের ভিতর পর্যন্ত ফিশ্চুলাও সৃষ্টি হতে পারে। ঐ ধরনের ফিশ্চুলা ও বিশেষভাবে হাড় আক্রান্ত হলে **ফ্লোরিক অ্যাসিড** এবং **সাইলিসিয়া** অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী উপযোগী হয়ে থাকে। খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব হতে দেখা যায়। মুখের ভিতরে মিউকাস মেমব্রেনে প্রায় সর্বত্র প্রদাহ, বেদনা, জ্বালাবোধ, হুল বেঁধানোর মত বেদনা, শুষ্কতা প্রভৃতির সঙ্গে অ্যাপথাস্ প্যাচও সৃষ্টি হতে পারে। শিশুদের মধ্যে থ্রাস, মাঢ়ীতে স্কার্ভি'র মত ক্ষত প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সোরথ্রোট, গলার ভিতরে প্রদাহ হয়ে স্পঞ্জের মত তুলতুলে দেখায় সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়া টিসু বৃদ্ধি অবস্থা ও স্ফীতি, প্যারেটিড গ্ল্যান্ডে স্ফীতি, ক্ষতের 'বেস্' অংশে চর্বি মাখিয়ে রাখার মত চেহারা, গলার ভিতরে খুববেশী শুষ্কতা এবং স্ফীতির জন্য সেখানকার সব মাংসপেশীর ক্রিয়াই কষ্টকর হয় এবং কিছু গিলতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। গলার ভিতর থেকে মার্কারীর মত গন্ধ বেরোনো এই ওষুধের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। গলার ভিতরে দীর্ঘস্থায়ী গোলযোগ ও সিফিলিসজনিত ক্ষত থাকতে দেখা যায় এবং লালচে অংশ ক্রমশ বেগুনী হয়ে পড়ে এবং বেশী বেগুনী হয়ে পড়লে সেটা **ল্যাকেসিসের** মত দেখা যায়। টনসিল গাঢ় লাল বর্ণের হয়ে পড়ে এবং সেখানে হুল বেঁধানোর মত ব্যথা থাকে। টনসিলে পুঁজ সৃষ্টি হয়ে 'কুইনজি' অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐরূপ লক্ষণসহ ডিপথেরিয়া হয়ে গলার ভিতরে স্ফীতি ও টিউমিফ্যাকশন, ঘাড়ে শক্তভাব প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। গলায় ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহ ও টিসুবিনষ্টকারী এবং পুঁজযুক্ত ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

রোগী মাংস, মদ, ব্রান্ডি, কফি, চর্বিযুক্ত খাদ্য, মাখন প্রভৃতি অপছন্দ করে। দুধও তার সহ্য হয় না, টক হয়ে উঠে আসে। মিষ্টিও সহ্য হয় না। রোগীর পাকস্থলীতে দীর্ঘস্থায়ী গোলযোগ থাকে, গা-বমিভাব, বমি হওয়া ও ভুক্তদ্রব্য গলা বেয়ে উঠে আসা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মুখের স্বাদ বিনষ্ট হয়ে যায়, মুখে খাদ্য তেতো বা বিকৃত স্বাদের বলে মনে হয়। খাদ্য গ্রহণের পরে সেটা টক স্বাদ নিয়ে উঠে আসে এবং এসবের সঙ্গে রোগীর মুখ থেকে অনবরত লালা ঝরতে দেখা যায়, খাবার পরে পরিপাক ক্রিয়া চলার সময়ও লালা বেরোনো বন্ধ থাকে না এবং আধা-জীর্ণ অবস্থায় ভুক্ত দ্রব্য উঠে আসে। খুববেশী মদ, বীয়ার, হুইস্কি প্রভৃতি পানের ফলে পাকস্থলী যেমন অসুস্থ ও গোলযোগ পূর্ণ হয়ে পড়ে, এই ওষুধেই তেমনই হতে দেখা যায়।

লিভারেও নানা গোলযোগ দেখা দেয়। লিভারে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, ডান দিকে চেপে শুলে লিভারের গোলযোগ বেশী হওয়া; কোষ্ঠবদ্ধতা, পিত্তজ ও পাকস্থলীর গোলযোগ এবং মার্কিউরিয়াসের অনেক উপসর্গই ডান দিকে চেপে শুলে

বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ফুসফুস ও কাশি, লিভার, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিভিন্ন উপসর্গ ডান দিকে চেপে শুয়ে থাকা অবস্থায় বেড়ে যেতে দেখা যায়।

পেটের উপসর্গের মধ্যে কলিক, পেট গড়গড় করা, পেট ফুলে ওঠা, নানা ধরনের বেদনা, কামড়ানো বেদনা, হুল ফোটানো ও জ্বালা করা ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। পরিপূর্ণ আমাশার লক্ষণ সৃষ্টি হয়। চটচটে আমযুক্ত ও রক্তমেশানো মল ও খুববেশী কোঁথানি থাকে, মলত্যাগ করতে বসে রোগীর মনে হয় যেন কখনও তার কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে না। মলত্যাগের পরেও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়নি এরূপ বোধ হতে থাকে। ডিসেণ্ট্রিতে **নাক্সভমিকা** এবং **রাসটক্সের** বিপরীত লক্ষণ এই ওষুধে দেখা যায়। ঐ ওষুধ দুটিতে অল্প একটু মল ত্যাগের পরেও রোগী কিছুটা স্বস্তি ও আরামবোধ করে কিন্তু মার্কিউরিয়াস এবং **সালফারের** রোগী মলত্যাগের জন্য বসে থেকে কোঁথ পেড়ে চলে কিন্তু কোনরূপ আরাম বা স্বস্তি বোধ হয় না। **মার্ক কর**-এ আক্রমণ আরও তীব্র ধরনের হয়, মল ও প্রস্রাব ত্যাগের খুববেশী তীব্র বেগ ও কোঁথানি থাকে, মল দ্বারে খুব জ্বালাবোধের সঙ্গে টাটকা রক্ত বেরোতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে দেখা দেওয়া এপিডেমিক ডিসেণ্ট্রিতে মার্কিউরিয়াস, **ইপিকাক ও অ্যাকোনাইট** প্রায়ই ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে থাকে; **ইপিকাক, ডালকামারা** এবং মার্কিউরিয়াস শীতকালীন বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ডিসেণ্ট্রিতে কার্যকরী হয়। কিছু কিছু লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলেও খুব ভালভাবে বিচার না করে **আর্সেনিকাম** ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ ঐ ওষুধে রোগটি না সারলে তাকে আরও জটিল করে তুলবে। এমন একটি রোগীকে আমি দেখেছি যার পেটের দু'দিকের হাইপোকণ্ড্রিয়ামেই বেদনা, অনবরত বমি হওয়া; অ্যাঙ্কল, হাত, পা, বাহু, কাঁধ প্রভৃতিতে বাতজনিত প্রদাহ, বাহু ও পায়ে পারপিউরার দাগ, পাকস্থলীতে প্রদাহ প্রভৃতি দেখা দিয়েছিল। ঐ রোগীর চিকিৎসায় পূর্বে **ফসফরাস, আর্সেনিক** এবং অন্যান্য আরও কিছু ওষুধের উচ্চশক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানা যায় কিন্তু **ক্যাডমিয়াম সালফ** প্রয়োগের পনের মিনিটের মধ্যেই সেই রোগী আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ রোগীর অন্যান্য সব লক্ষণ **আর্সেনিকের** মত থাকলেও সে চুপচাপ থাকতে চাইছিল যেটা **আর্সেনিকের** সম্পূর্ণ বিরোধী লক্ষণ। **ক্যাডমিয়াম সালফের** রোগী **কলচিকাম** এবং **ব্রায়োনিয়ার** মত চুপচাপ থাকতে চায়। ঐ ক্যান্সারের রোগীর কফি রঙের বমি ও চুপচাপ থাকতে চাওয়া লক্ষণে **ক্যাডমিয়াম সালফ** প্রয়োগ করে বেশ কিছুটা স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, ঐ ওষুধ প্রয়োগের পরেও সে আরও ছয় সপ্তাহ বেঁচে ছিল কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে ভালভাবে খেতে পেরেছে, বমি বা অন্য কোন কষ্টকর উপসর্গ তার আর মৃত্যুর পূর্বে দেখা দেয়নি। ঐ রোগীকেও পূর্বে **আর্সেনিক, ফসফরাস** এবং **মরফিন** প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয়নি।

প্রস্রাবে খুব জ্বালা ও বেদনা থাকে। বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, খুববেশী জ্বালা ও রক্তমেশানো প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়া, ইউরেথ্রা থেকে রক্তস্রাব, প্রস্রাবের সঙ্গে ইউরেথ্রায় খুব চুলকানিবোধ প্রভৃতি থাকে। দীর্ঘদিন ধরে

গনোরিয়ার উপসর্গ, ঘন সবজেটে হলদে ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গমন হতে দেখা যায়। যৌন ক্ষমতার অভাব, খুববেশী যৌন উত্তেজনা কিন্তু লিঙ্গোদ্গমে বেদনাবোধ, প্রিপিউস ও গ্লান্স্ পেনিসে ক্ষত প্রভৃতি ও স্যাংকার এবং স্যাংক্রয়েড অবস্থায় এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। প্রিপিউসের ভিতরের দিকে প্রদাহ চেপ্টা ধরনের ক্ষততে চর্বি মাখানোর মত বা তেলতেলে ভাব, ব্যালানাইটিসের সঙ্গে দুর্গন্ধ পুঁজ পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। গনোরিয়া অথবা সোরাজনিত ক্রনিক ব্যালানাইটিসে গ্ল্যানস পেনিসের পিছনের অংশে পুঁজ সৃষ্টি হতে অথবা প্রিপিউসের বা ফোরস্কিনের নিচে পুঁজ হলে **জ্যাকারাণ্ডা কারোবা** ওষুধটি প্রয়োজন হতে পারে।

মহিলাদের নানা ধরনের উপসর্গ, ওভারীতে জ্বালাবোধ, হুল বেঁধানোর মত, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথায় চিৎকার করে কাঁদা ; দেহে ঘামে ভিজে যাওয়া, প্রচুর পরিমাণে হাজাকর লিউকোরিয়ার সঙ্গে যৌনাঙ্গে চুলকানো, জ্বালা ও হুল বেঁধানোর মত ব্যথা ; জরায়ুতে হুল বেঁধানো, চুলকানো ও গর্ত করার মত বেদনা ; ঋতুস্রাবের সময় জরায়ু ও ওভারীতে বেদনা ; অন্তঃসত্ত্বা না হলেও ঋতুস্রাবের সময় স্তনে দুধ আসা, ঋতুস্রাব না হয়ে স্তনে দুধ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। একবার ষোল বছরের একটি ছেলের স্তনে দুধ সৃষ্টি হওয়া অবস্থা মার্কিউরিয়াসে সারানো গেছে।

ঋতুস্রাব ফেকাশে ও হাল্কা রঙের হওয়া, হাজাকর প্রচুর অথবা কম স্রাব হওয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব দমিত থাকা, দীর্ঘদিন মার্কারী প্রয়োগের জন্য পিত্তজনিত অবস্থায় রোগিণী বন্ধ্যা হয়ে পড়তে পারে। (যারা বেশী কফি পান করে তারাও বন্ধ্যা হয়ে পড়তে পারে)। অ্যামেনোরিয়া, যৌনাঙ্গে স্যাংকার, বয়স্কা মহিলার যৌনাঙ্গ শুকিয়ে যাওয়া, দগ্দগে ভাব ও টনটনে ব্যথা, আক্রান্ত স্থানে জ্বালা, দপ্দপ্ করা ও চুলকানো, রক্তপাত হওয়া, প্রস্রাব যৌনাঙ্গে লেগে সেখানে চুলকানিবোধ হতে থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ছোট শিশু অথবা বালক-বালিকাদের প্রস্রাবের সঙ্গে জ্বালাবোধ ও বার বার যৌনাঙ্গে হাত দেওয়া, ছোট মেয়েদের হাজাকর লিউকোরিয়ায় জ্বালা ও চুলকানিবোধ থাকা, ঋতুস্রাব কালে যৌনাঙ্গে ফোড়া, অ্যাবসেস প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়া ও খুব বেদনা থাকা এবং ঋতুস্রাব শেষ হয়ে গেলে ফোড়া বা অ্যাবসেসটি ফেটে যাওয়া ও সেই সঙ্গে খুববেশী চুলকানিবোধে রোগিণী খুব কষ্টবোধ করে থাকে।

'মর্নিং সিক্নেস'। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যৌনাঙ্গে ফোলা ও প্রদাহের জন্য বেদনা হাঁটা-চলা করতে না পারায় বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হতে দেখা যায়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রথম দিকে পেলভিস অংশে সেলুলাইটিস দেখা দিলে মার্কিউরিয়াস একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ হিসাবে বিবেচিত হয়। কেবলমাত্র দুর্বলতার জন্য বার বার মিসক্যারেজ হলে মার্কিউরিয়াস শক্তিবর্ধক হিসাবে কাজ করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী লোচিয়া, স্তনের দুধ কম সৃষ্টি হওয়া বা খারাপ দুধ সৃষ্টি হওয়ায় ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে।

জরায়ু ও স্তনের ক্যান্সারে মার্কিউরিয়াস প্যালিয়েটিভ হিসাবে খুব ভাল ফল দিতে পারে। এপিথেলিওমা সৃষ্টি যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এপিথেলিওমা এই ওষুধে সারানোও যেতে পারে। স্তনে ক্ষতপূর্ণ, শক্ত একটি লাম্প, ও সেই সঙ্গে বগলে গুলটির মত হওয়া, আক্রান্ত অংশ নীলচে হয়ে পড়া অবস্থায় রোগিণীর যখন বাঁচার কোন আশাই ছিল না সেই ক্ষেত্রে **প্রোটোআয়োডাইড** প্রয়োগে রোগীকে সারিয়ে তুলতে দেখা গেছে। যত সময় পর্যন্ত রোগিণীর বেদনা খুববেশী তীব্র ছিল তত সময় পর্যন্ত ঐ ওষুধটির ১০০তম শক্তি পুনঃ পনুঃ প্রয়োগে তাকে ক্রমশ সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

মার্কিউরিয়াসের বেশীর ভাগ উপসর্গ নাকে শুরু হতে দেখা যায় যেটা পরে গলা বেয়ে নিচের দিকে নেমে দগ্‌দগে ভাব এবং ল্যারিংক্সে গলা খাঁকারি দেওয়া অবস্থা, ফুসফুসে বেদনা ও দগ্‌দগে বোধ হওয়া, ল্যারিনজাইটিস, ট্রেকিয়াইটিস ও ব্রঙ্কাইটিস সৃষ্টি হতে পারে। স্বরভঙ্গ, স্বর সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়া, উপসর্গ গলা বেয়ে নিচের দিকে নেমে নিউমোনিয়া সৃষ্টি হতে পারে এবং সেই সঙ্গে দেহে খুব ঘাম হওয়া, অস্থিরতা এবং বিছানার উষ্ণতায় উপসর্গ বৃদ্ধি হতে দেখা যেতে পারে।

বুকের ভিতরে নানা উপসর্গ ; কাশি ঠান্ডাটা বুকের ভিতরে থেকে যাওয়া এবং সহজে সারার কোন লক্ষণ না থাকা এবং শেষে ব্রঙ্কাসে এসে সেটা স্থায়ী হওয়া, বুক যেন ফেটে যাবে এরূপ বোধের সঙ্গে ডানপাশে চেপে শুয়ে থাকলে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রাত্রির হাওয়ায় কাশি বেড়ে যেতে দেখা যেতে পারে। বুকে নানা ধরনের ব্যথা, বাতের উপসর্গের সঙ্গে সুচ ফোটানো, ছুরি বেঁধানো, ও বাতের বেদনার সঙ্গে রাত্রিতে ঘাম হতে দেখা যায়। রক্তমেশানো ঘন, সবুজ রঙের গয়ের ওঠে। ফুসফুসে প্রচুর পুঁজ সৃষ্টি হয়। বুকের ভিতরে অস্বাভাবিক উত্তেজনা, বজ্‌বজ্‌ করা ও উত্তাপের ঝলকের মত বোধ হতে দেখা যায়। অনেক উপসর্গের সঙ্গেই সোরথ্রোট, রিউম্যাটিজম এবং ঘাড়ের শক্ত ভাব থাকে ; ঘাড়ে শক্ত-ভাবের সঙ্গে গ্ল্যান্ডে স্ফীতি ও গয়টার সৃষ্টি হতেও দেখা যায় ঠান্ডা লাগলেই ঘাড় শক্ত হয়ে পড়া, ঘাড়ের দুই পাশে আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি হওয়া ; অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে ঘাড়ের গ্ল্যান্ডগুলিও বেদনাপূর্ণ হতে দেখা যায়।

মার্কিউরিয়াস বিশেষভাবে জয়েন্ট আক্রমণ করে থাকে ; জয়েন্টে প্রদাহযুক্ত বাতের উপসর্গ ও খুববেশী ফুলে যাওয়া অবস্থা বিছানার উত্তাপে এবং আক্রান্ত অংশ আঢাকা অবস্হায় রাখলে আরও বৃদ্ধি পায়। বাতের উপসর্গের সঙ্গে ঘাম হওয়া রাত্রিতে, বিছানার উত্তাপে এবং ঘর্মাবস্হায় উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যেতে পারে। প্রধানত বাহু, হাত প্রভৃতি আক্রান্ত হতে গেলেও পায়ের দিকেও আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

হাত-পা প্রভৃতিতে কাঁপুনি, 'প্যারালিসিস এজিটেন্স'-এর মত অবস্হা ও সেই সঙ্গে খুব দুর্বলতা থাকে। উরু, পা প্রভৃতিতে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অঙ্গে মৃদু

কম্পন, ঝাঁকুনি ও শিহরণের মত অবস্থায় এই ওষুধটি **আর্জেন্ট নাইট, ফসফরাস, স্ট্রামোনিয়াম, সিকেলি** প্রভৃতির মতই কার্যকরী হয়ে থাকে।

উরু ও যৌনাঙ্গের মধ্যবর্তী অংশে টনটনে ব্যথা, পায়ে ক্ষত, অ্যাবসেস, পায়ের পাতায় স্ফীতি, শীতল ঘাম, ঘুমের মধ্যে বেশী ঘাম হওয়া, শয্যায় যখন আরামবোধ হতে থাকে তখন বেদনা ও ঘাম দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। রোগী ঠাণ্ডা বোধ করায় দেহে আচ্ছাদন দিয়ে রাখে কিন্তু তার পরে দেহ উষ্ণ হয়ে উঠলেই তার বেদনা বেড়ে যায়।

মার্কিউরিয়াসে নানা ধরনের জ্বর হতে দেখা যায়। প্রধানত সার্জিক্যাল ফিভার প্রথমে রেমিটান্ট ও পরে বিরামহীন ধরনের জ্বর হতে দেখা যায় যেটা অনেক ক্ষেত্রেই কোন না কোন স্রাব দমিত বা বন্ধ হয়ে গিয়ে দেখা দেয়। জ্বরের শীতাবস্থা শুরু হবার আগেই রোগী খুব শীতবোধ করতে থাকে, উষ্ণ ঘরের মধ্যে বয়ে আসা হাওয়ায় সে স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে, ঝড়ো হাওয়ায় খুববেশী সংবেদনশীল থাকে, তার হাত ও পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। তার দেহে প্রচুর ঘাম হয়, ঘাম যত বেশী হয় ততই রোগী বেশী অসুস্থবোধ করতে থাকে। যে কোন ধরনের জ্বরের সঙ্গেই অস্থিতে খুব কামড়ানো ব্যথা, বায়ুতে সংবেদনশীলতা, জ্বরের উত্তাপ খুববেশী থাকা অবস্থায় রাত্রিতে বিছানার গরমে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় যদিও তার দেহের ত্বকে **বেলেডোনার** মত তত্টা বেশী উত্তাপ থাকে না। হেক্টিক্ জ্বর যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থায় এবং খুববেশী অবসাদকর অসুস্থতার সঙ্গে সাধ্য জ্বরে, ক্যান্সারের সঙ্গে খুব কামড়ানো ব্যথা, দুর্গন্ধ ঘাম প্রভৃতি থাকলে মার্কিউরিয়াস কার্যকরী হয়ে থাকে। শ্লেষ্মাজনিত জ্বর, গ্রীপ্প বা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে যখন ঠাণ্ডাটা ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় এবং প্রচুর শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয় তখন ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে। রোগী খুববেশী হলদেটে বা জণ্ডিসে আক্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত, ও দেহে কাঁপুনি বা মৃদুকম্পন যুক্ত ও মাংসপেশীতে শিহরণের মত কাঁপুনি দেখা দিলে টাইফয়েড ধরনের অথবা বিরামহীন জ্বরে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়।

ত্বকে নানা ধরনের লক্ষণ, পাতলা পর্দাযুক্ত উদ্ভেদ, জলপূর্ণ ফোস্কার মত উদ্ভেদ বা উদ্ভেদ থেকে পুঁজ পড়া প্রভৃতি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। উদ্ভেদে খুব জ্বালা ও বেদনা থাকে এবং হাজাকর রস বা স্রাব বিশেষত মাথায় হতে দেখা যায়। ত্বকে খুববেশী চুলকানিবোধ, রাত্রিতে বিছানার গরমে চুলকানি বোধ আরও তীব্র হয়। দেহের যে সব অংশে হাড়ের উপরে পাতলা মাংসপেশীর আস্তরণ থাকে সেইসব অংশে বিশেষভাবে ক্ষত, তামার মত রঙের সিফিলিসের ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত একজিমা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বেশীরভাগ উদ্ভেদই আর্দ্র বা ভেজা থাকে এবং তা থেকে রস গড়াতে দেখা যায়। সিঙ্গল্স্ বা হার্পিস্ জস্টারও এই ওষুধে সারানো যায়। ত্বক ফেকাশে বা হলদেটে থাকে, দুটি অংশ যেখানে একত্রে এসে মেশে সেই অংশ হেজে যাওয়া, উরু ও স্ক্রোটামের মধ্যবর্তী অংশে হেজে দগ্দগে হয়ে পড়া ও ঐ সব অংশে উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মুখের কোণে, চোখের

কোণে ফিশার সৃষ্টি হয়। পেরিঅস্টিয়ামে দগ্‌দগে ভাব ও রক্তপাত ঘটার জন্য হাঁটা-চলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই ধরনের সব লক্ষণ দ্বারাই 'সলট্‌স্‌ অব মার্কারী' নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

দি সলট্‌স্‌ অব মার্কারী

মার্কুরিয়াস, করোসিভ মার্কারী, প্রটো-আয়োডাইড এবং বিণ-আয়োডাইড প্রভৃতি ভালভাবে পর্যালোচনা করে আমরা লক্ষণ অনুযায়ী হয়ত একটি প্রয়োজনীয় সল্ট্‌ অব মার্কারীকে নির্ধারণ করতে পারব। বাত ও গেঁটেবাতের রোগীর অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে ঘাম হলে, বিছানার গরমে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলে, রোগীর গা থেকে মার্কারীর গন্ধ পাওয়া গেলে আমরা সাধারণ ভাবে বলতে পারি যে যে কোন একটি মার্কারী ঘটিত ওষুধে রোগীর অসুস্থতা সেরে যাবে।

মার্কিউরিয়াস করোসাইভাস
(Mercurius Corrosivus)

মার্ক-কর এ অনেক বেশী হাজাকর অবস্থা ও জ্বালাবোধ, আরও বেশী সক্রিয়তা ও উত্তেজনা থাকে। মার্কুরিয়াস সে তুলনায় অনেকটা শ্লথ বা শিথিলভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। মার্ক-কর কার্যকারিতা ও তীব্রতার সঙ্গে তার কার্য সম্পাদনে অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে থাকে। সেইজন্য মার্কারী সৃষ্ট এই ওষুধটি অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনে লাগে।

চোখের উপসর্গে অনেক বেশী হাজাকর অবস্থা, উদ্ভেদ ও ক্ষততে বেদনা জ্বালা প্রভৃতিও অনেক বেশী তীব্র হয়ে থাকে। **মার্কিউরিয়াসে** আমরা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়া ক্ষত দেখতে পাই, কিন্তু মার্ক-কর-এ অনেক বেশী দ্রুততায় ক্ষত বেড়ে উঠতে, এক রাতের মধ্যেই হাতের তালুর মত প্রশস্ত হয়ে পড়তে দেখা যেতে .পারে। ঐ রোগীর দেহেও মার্কারীর গন্ধ, ঘাম হওয়া, দেহে ফেকাশে হলদে ভাব প্রভৃতি থাকে এবং তার জন্য মার্কারী থেকে সৃষ্ট একটি ওষুধের প্রয়োজন হলেও সেটা **মার্কিউরিয়াস** বা **মার্ক-ভাইভ** থেকে আরও বেশী সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।

মার্ক-করের নিজস্ব কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তবে সেগুলি খুবই সীমাবদ্ধ। টায়ালিজম বা লালা ঝরা অবস্হা অথবা ক্ষতে চর্বি মাখানোর মত অবস্হা ছাড়াও সোরথ্রোটে ক্ষত খুববেশী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং জ্বালাবোধও খুববেশী তীব্র হতে দেখা যাবে। খুববেশী দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ক্ষত ও খুববেশী জ্বালাবোধ থাকা মার্ক-করের বৈশিষ্ট্য। গলার ভিতরে অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে যয়ে, গ্ল্যাণ্ডে খুব স্ফীতি ও সেইসঙ্গে সহজে নিবৃত্ত হয় না এমন পিপাসা থাকে।

ডিসেণ্ট্রিতেও অনেক বেশী ভয়াবহ অবস্হা, প্রচুর রক্ত পড়া, খুববেশী উদ্বেগ,

প্রায় সব সময়ই মলত্যাগের ইচ্ছা ও চেষ্টা, খুববেশী কোঁথানিভাব প্রস্রাব ও মলত্যাগের সঙ্গে থাকে, মলদ্বারে খুববেশী জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণে **মার্কিউরিয়াসের** তুলনায় মার্ক-কর অধিকতর উপযোগী হবে।

মূত্রযন্ত্রাদিতে ভয়াবহ লক্ষণ দেখা যায়। **মার্কিউরিয়াসের** তুলনায় মার্ক-কর-এ অ্যালবুমিনিউরিয়া অনেক বেশী লক্ষণীয়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অ্যালবুমিনিউরিয়াতে, বিশেষত গাউটজনিত উপসর্গের সঙ্গে অ্যালবুমিনিউরিয়ায় এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

পুরুষাঙ্গের সামনের ত্বকের বর্ধিতাংশে খুববেশী ইরিটেশন হয়ে ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেন সংকুচিত হয়ে ফাইমোসিস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মার্ক-কর-এ চুলকানি-বোধ ও জ্বালা কমিয়ে দিয়ে মূত্রদ্বারের সংকোচনও মুক্ত হয়। গনোরিয়াতে ওষুধটি কদাচিৎ কাজে লাগে, তবে সবজেটে হলুদ অথবা রক্ত মেশানো জলের মত স্রাব ও সেই সঙ্গে খুববেশী জ্বালা, মূত্রত্যাগের এবং মলত্যাগের জন্য খুব ইচ্ছা দেখা দেওয়া ও খুববেশী বেদনাদায়ক লিঙ্গোদ্গম থাকতে দেখা গেলে এবং স্যাংকার খুব দ্রুত ছড়িয়ে যেতে দেখা গেলে মার্ক-কর কার্যকরী হবে।

সুচ ফোটানো, দাঁতে চিবানোর মত, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষভাবে বুকের ভিতরে থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

মার্কিউরিয়াস সায়ানেটাস
(Mercurius Cyanatus)

ডিপথেরিয়াতে যখন মেমব্রেনটি সবুজ হতে ও নাকের ভিতর দিয়ে বিস্তারিত হয়ে অনেকটা অংশে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে তখন সায়ানাইড অব মার্কারী প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। মার্কারীর দ্বারা সৃষ্ট অন্য যেকোন ওষুধের চেয়ে এই ওষুধে অবসাদ অনেক বেশী থাকতে দেখা যায়। ম্যালিগন্যান্ট অবস্থার ডিপথেরিয়াতে খুব দ্রুত মেমব্রেন সৃষ্টি ও সেইসঙ্গে ফ্যাগেডিনিক ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

মার্কিউরিয়াস আয়োডেটাস ফ্লেভাস
(Mercurius Iodatus Flavus)
—Protoiodide of Mercury

কিছু বিশেষ ধরনের গলার উপসর্গে প্রোটো-আয়োডাইড প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। সোরথ্রোটে যখন প্রদাহ ও বেদনা প্রধানত ডান দিকটাতে দেখা দেয়, এবং সেটা ডানদিকেই থেকে যাবার প্রবণতা থাকে অথবা মার্কারীর উপযোগী অবস্থার সঙ্গে সোর-থ্রোটকে যদি ডান দিক থেকে বাম দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়, তা হলে সেক্ষেত্রে প্রোটো-আয়োডাইড প্রয়োজন হবে। এই ওষুধের উপযোগী ধাতুর রোগীর

উপসর্গ বিশ্রামে থাকা অবস্থায় এবং উষ্ণ ঘরে থাকলে বৃদ্ধি পায় এবং খোলা হাওয়ায় কম থাকতে দেখা যায়।

লেখকদের ডান বাহুতে নিউরাইটিস দেখা দিলে এই ওষুধটি খুব কার্যকরী হয়। লেখার সময় দক্ষিণ বাহুতে খুব বেদনাবোধ হয়; নিষ্ক্রিয় ভাবে বাহু নাড়া-চাড়া করায়, বাহুতে ঘর্ষণ বা মালিশ করা, চাপ দিলে উত্তাপ ও ঠাণ্ডা উভয়েই বেদনা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে বেদনা কম থাকতে বা কমে যেতে দেখা যায়। দেহের ডানদিকেই প্রধানত উপসর্গ সৃষ্টি হতে বা বেড়ে যেতে দেখা যাবে।

মার্কিউরিয়াস আয়োডেটাস রুবারব

(Mercurius Iodatus Ruberb)

---Biu-Iodide of Mercury

মার্কারীর উপযোগী রোগীর ডিপথেরিয়া, টনসিলাইটিস প্রভৃতি উপসর্গ বামদিকে সৃষ্টি হলে ও সেখানেই থেকে যাবার মত প্রবণতা অথবা বাম দিক থেকে ডানদিকে ছড়িয়ে যাবার মত প্রবণতা দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে বিন-আয়োডাইডই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এই দু'টি আয়োডাইডে **মার্কিউরিয়াসের** তুলনায় ক্ষত ও স্যাংকারে বেশী শক্ত ভাব বা ইনডিউরেশন সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং পুরানো সিফিলিসের রোগীর কোন কোন ক্ষেত্রে আয়োডাইড অধিকতর উপযোগী ও কার্যকরী হতে দেখা যায়।

মার্কিউরিয়াস সালফিউরিকাস

(Mercurius Sulphuricus)

—Sulphate of Mercury. Tarpeth Mineral

মার্ক সালফ অনেক ক্ষেত্রে বেশ ফলপ্রদ হয়; বিশেষত যখন হাইড্রোথোর‍্যাক্সের সঙ্গে খুব দ্রুত কিন্তু ছোট ছোট শ্বাসক্রিয়া চলে এবং সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে খুব জ্বালাবোধ থাকে। ফুসফুসের নিচের অংশে পুরানো কনজেসসনযুক্ত অবস্থা ও সেই সঙ্গে ড্রপসি বা শোথ অথবা হাইড্রোথোর‍্যাক্সের সঙ্গে খুব শ্বাসকষ্ট বা ডিস্‌পনিয়া প্রভৃতি উপসর্গে যখন মার্কারীর উপযোগী লক্ষণ থাকে তখন সেক্ষেত্রে এই ওষুধটির কার্যকারিতায় সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

সিনাবেরিস

(Cinnabaris)

—Red Sulphide of Mercury

এই ওষুধের উপসর্গ রাত্রিতে বিছানার গরমে এবং ঘর্মাবস্থায় **মার্কিউরিয়াসের** মতই বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। উত্তাপ এবং ঠাণ্ডা এই দুইতেই উপসর্গ বেড়ে যায়।

শ্লেষ্মাজনিত প্রদাহ, আঁচিল বা ফিগ্ ওয়ার্ট (শ্বেজা), ক্ষত প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যায়। খাদ্য গ্রহণের ফলে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। সিফিলিসের সব অবস্থাতেই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। গ্ল্যাণ্ড পেকে ওঠা, স্যাংকার হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। **মার্কিউরিয়াসেরই** একটি প্রতিরূপ হিসাবে ওষুধটিকে পর্যালোচনা করতে হবে। সাইকোসিসে ওষুধটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

রোগী একা থাকতে চায় ; কোনরূপ মানসিক ক্রিয়া বা চিন্তা-ভাবনার কাজের প্রতি বিরূপতা থাকে। রোগী যে কাজটা করতে চাইছিল সেটার কথা সে ভুলে যায়। মনে নানা ধরনের ভাবনার সৃষ্টি হওয়ায় নিদ্রাহীনতা দেখা দেয় বা নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে।

মাথায় তীব্র ধরনের বেদনা, খাবার পরে খুব বেড়ে যায় এবং উত্তাপ ও চাপে বেদনা কম থাকতে দেখা যায়। মাথার সর্বত্রই পূর্ণতাবোধ থাকে। সংকোচন-বোধ ; শীতল হয়ে থাকা কপালে বেদনা উত্তাপে কমে যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বে কপালে ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনাবোধ হতে পারে। সকালে কপাল ও ভারটেক্স অংশে বেদনা বাম দিকে ফিরে অথবা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে বেড়ে যেতে এবং ডান দিকে ফিরে শুয়ে থাকলে অথবা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লে কমে যেতে দেখা যায়। মাথার বাম দিকে ঝিলিক দিয়ে ওঠা বেদনার সঙ্গে প্রায় লালা ঝরতে ও বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হতে দেখা যায়। মাথাধরার সঙ্গে নাক থেকে রক্তপাত হতেও দেখা যেতে পারে। স্ক্যাল্প ও মাথার খুলি খুববেশী সংবেদনশীল থাকে, সুপ্রা-অরবিটাল নিউর‍্যালজিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

চোখে সূচ বেঁধানোর মত এবং নিরেট ধরনের ব্যথা হয়। কনজাংক্টাইভাতে প্রদাহ রাত্রিতে খুব বৃদ্ধি পায়। চোখের পাতায় খুব লাল ভাব ও কনজেসসন দেখা দেয়। টোসিস চোখের পাতা বন্ধ হয়ে থাকা অবস্থা দেখা যায়। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, সিফিলিসজনিত আইরাইটিস প্রভৃতি সব উপসর্গই রাত্রিতে বেড়ে যেতে দেখা যায়। বিছানার উষ্ণতায় হঠাৎ হঠাৎ তীব্র বেদনা দেখা দিতে পারে।

খাদ্য গ্রহণের পরে কানে সমুদ্রের গর্জনের মত শব্দ শোনা যায়। কানে খুব চুলকানিবোধ থাকে।

নাকের গোড়ায় শীতল একটা ছোট অংশ থাকা, নাকের হাড়ে চাপবোধ, কোরাইজাতে শুকনো হলদে শ্লেষ্মা নাকের পিছনের অংশ থেকে নাক টেনে বের করতে দেখা যায়। নাক থেকে রক্তপাত ; পিঠ ও হাত-পায়ে বেদনা প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে।

দাঁতের লক্ষণগুলি **মার্কিউরিয়াসের** মতই হতে দেখা যায়। প্রতিদিন সকালে জিহ্বায় সাদা প্রলেপ পড়ে ; পচাটে, ধাতুর মত এবং তেতো স্বাদ পাওয়া যায়। মুখের ভিতরে ক্ষত ও বেদনা থাকে, লালা ঝরে, মুখ ও গলায় প্রদাহ ও সেই সঙ্গে খুববেশী তৃষ্ণা থাকে এবং রাত্রিতে সেটা আরও বেড়ে যায়। মুখ শুকনো থাকে

এবং গলায় আঠালো বা চটচটে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। গলার ভিতরে পূর্ণতাবোধের সঙ্গে অনবরত ঢোক গেলার ইচ্ছা থাকে। গলার ভিতরে শুকনোবোধ হয়।

খাদ্যের সহিত বিরূপতা, ঢেকুর তোলা ও বমি হওয়া, পাকস্থলীতে স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

সিফিলিসজনিত বিউবো সৃষ্টি হতে পারে। ডিসেণ্ট্রি প্রতিদিন রাত্রিতে খুব বেশী হয়, মলে রক্তমেশানো আম বা মিউকাস থাকে; খুববেশী কোঁথানি থাকে। ডায়রিয়ার সঙ্গে সবুজ রক্তের মল বেরোয় এবং রাত্রিতে খুব বেড়ে যায়। মলত্যাগের সময় মলদ্বার ঝুলে পড়ে বা বেরিয়ে থাকে।

প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয়; প্রস্রাব ত্যাগের সময় ইউরেথ্রাতে ক্ষতের মত টনটন করা ব্যথা দেখা দেয় এবং রাত্রিতে অনেক ক্ষেত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকে।

গ্লান্স্ পেনিস-এ প্রদাহের সঙ্গে প্রচুর পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যৌনেচ্ছা খুব বেড়ে যায়, প্রিপিউস বেড়ে যায় ও খুব চুলকানিবোধ দেখা দেয়। প্রিপিউস ও ফ্রেনামে আঁচিল সৃষ্টি হয় এবং স্পর্শ করলে সেগুলি থেকে রক্তপাত হয়। প্রিপিউসে স্যাংকার হয় এবং তাতে গ্যাংগ্রীনের মত গন্ধ থাকে। প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত স্যাংকার শক্ত হয়ে যায় ও পুঁজ পড়ে। স্যাংকার অবহেলিত হয়ে শক্তভাব ধারণ করে।

গনোরিয়ার সঙ্গে হলদেটে সবুজ স্রাব, প্রস্রাব ত্যাগের সময় খুব বেদনা থাকা, উপসর্গ রাত্রিতে ও বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি পাওয়া, উষ্ণ ঘর ও ঠাণ্ডা হাওয়া দুটিতেই সংবেদনশীল থাকা, টেস্টিসে ইনডিউরেশন বা শক্তভাব সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

যক্ষ্মারোগীর ল্যারিংক্স-এ সিফিলিসজনিত ক্ষত, সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গ হওয়া, রাত্রিতে ও সন্ধ্যাকালে নাড়ীর গতি দ্রুত হয়ে পড়া, ঘাড়ে শক্তভাবের সঙ্গে অক্সিপুটের দিকে ঝিলিক দিয়ে ওঠা বেদনা, ডরসাল ও লাম্বার অংশের দুধারেই সূচ ফোটানোর মত ব্যথা গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি পায়।

রাত্রিতে হাত-পায়ে বেদনা, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনে সংবেদনশীলতা, নড়া-চড়ায় বেদনা বৃদ্ধি, টিবিয়াতে সিফিলিটিক নোড হওয়া, হাঁটা-চলা করলে টেণ্ডো-একিলিস ও অস ক্যালসিসে বেদনা, পায়ের পাতায় অসাড়তা দিন ও রাত্রি সবসময়ই পায়ের পাতা ঠাণ্ডা থাকা, এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া গাউটের উপসর্গ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

ত্বকে জ্বালাকরা চুলকানিবোধ, চুলকালে আরও বেড়ে যায়। দেহের সর্বত্রই চুলকানিবোধ থাকতে পারে। ত্বকে লালভাব ও কোথাও কোথাও লাল দাগ থাকা, পুঁজ যুক্ত ফোস্কা সৃষ্টি, গ্যাংগ্রীনের মত ক্ষত, উঁচু হয়ে ওঠা ক্ষত প্রভৃতি দেখা যায়। হিপার এবং নাইট্রিক অ্যাসিড এই ওষুধটির অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করে। এই ওষুধটির সঙ্গে থুজার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যায়।

মেজেরিয়াম

(Mezereum)

এই ঔষধটি প্রধানত বিভিন্ন ধরনের উদ্ভেদ ও ক্ষততে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মিউকাস মেমব্রেন, ত্বক ও পেরিঅস্টিয়ামেতেই এর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। দেহের বাইরের অংশে সর্বদাই একটা সুড়সুড় করা বা ইরিটেশন অবস্থা থাকে; নার্ভের বিভিন্ন অনুভূতি, কামড়ানো, সুড়সুড় করা, চুলকানো, প্রভৃতি বোধ. আক্রান্ত স্থান চুলকালে ঐ অনুভূতি অন্য আর কোন স্থানে সরে গিয়ে দেখা দেয়। এমনকি যেখানে কোন উদ্ভেদ বা অন্য কিছুই চোখে পড়ে না সেখানেও তীব্র চুলকানিবোধ হতে থাকে এবং রোগী সেখানটা রগড়াতে বা চুলকাতে বাধ্য হয় ফলে ঐ স্থানে দগদগে ভাব ও জ্বালা দেখা দেয়; চুলকানোর জায়গা পরিবর্তিত হয়; চুলকানোর পরে সেখানটা শীতল হয়ে পড়ে, স্থানে স্থানে শীতলতা দেখা দেয়। কোনরূপ কারণ ছাড়াই চুলকানিবোধ ও চুলকালে সেখান থেকে ঐ বোধটা সরে গিয়ে অন্য স্থানে দেখা দিতে দেখা যায়। যখনই বিছানায় দেহ উষ্ণ হয়ে ওঠে অথবা যখনই রোগী কোন উষ্ণ ঘরে যায়, তখনই চুলকানিবোধ দেখা দেয়। ফরমিকেশন অর্থাৎ কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ, কামড়ানোর মত অনুভূতি হতে দেখা যায়। রোগী এত বেশী নার্ভাস হয়ে পড়ে যে সে বার বার স্থান পরিবর্তন করে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে ফিরে বেড়াতে বাধ্য হয়।

ত্বকে জলপূর্ণ ফোস্কার মত উদ্ভেদ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী থেকে যায়, সেখানে খুব চুলকানিবোধ ও আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালাবোধ হয়; পরে শুকিয়ে মামড়ী পড়ে এবং অদৃশ্য হয়ে বা মিলিয়ে যায়; ঐ স্থানেই বা তার আশপাশে আবার নতুন একঝাঁক উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে। ফোস্কার উপরে মামড়ী পড়ে কিন্তু তার ভিতরে বা নিচে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ঐ মামড়ী সাদাটে হয়ে যায়, খড়ি-মাটির মত সাদাটে দেখায়, পুরু, শক্ত ও চামড়ার মত হতে দেখা যায়। প্রায়ই মামড়ীগুলিকে উঁচু হয়ে থাকতে ও তার নিচে জলীয় পদার্থ থাকার মত বজবজ করতে দেখা যায় এবং চাপ দিলে ঘন পুঁজ বেরিয়ে আসে। পুঁজ সাদাটে, কোন কোন ক্ষেত্রে হলদেটে-সাদা হয়ে গড়িয়ে বেরোতে দেখা যায় এবং খুববেশী চুলকানিবোধ থাকে। ঠাণ্ডায় বেদনা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চুলকানিবোধ ও অস্থিরতা উত্তাপে খুববেশী বেড়ে যায়। শিশুরা উদ্ভেদের উপরে মামড়ী পড়লে সেটা আঙ্গুলের নখ দিয়ে খুঁটে তুলে ফেলে দেয় কারণ উদ্ভেদগুলিতে খুব চুলকায় ও জ্বালাবোধ থাকে।

উদ্ভেদে আক্রান্ত অংশ আগুনে ঝলসে যাবার মত দেখায়; পুরু, সাদাটে ও উঁচু হয়ে ওঠা মামড়ী পড়ে, উদ্ভেদ থেকে সাদা বা হলদেটে-সাদা পুঁজ বেরোয় এবং তাতে প্রায়ই পচাটে দুর্গন্ধ থাকে, মামড়ীর ভিতরে প্রায়ই ছোট ছোট পোকা থাকতে দেখা যায়। হাজাকর পুঁজে চুল উঠে যায়; উদ্ভেদ অনেকটা জায়গায়, বিশেষত

মাথার উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় এবং কানের নিচে, মুখমণ্ডল ও থুতনিতে উদ্ভেদ ছড়িয়ে যেতে পারে।

কালচে, লাল রঙের উদ্ভেদে খুববেশী চুলকানিবোধ, কামড়ানো, সুড়সুড় করা, ছোট ছোট পোকা হেঁটে যাবার মত অনুভূতি দেখা দেয়; চাপে, রগড়ানোতে অথবা চুলকালে ঐ অনুভূতিটা সরে গিয়ে অন্য স্থানে দেখা দেয়। দমিত হওয়া অবস্থার একজিমা বা সিফিলিসে আক্রান্ত হবার কথা জানা যেতে পারে। পা ও বাহুতে অথবা কান, কব্জি, হাতের পিছনের অংশে প্রভৃতি যে সব স্থানে রক্ত চলাচল দুর্বল থাকে সেখানে উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; ত্বকে উদ্ভেদ থেকে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষত থেকে ঘন, সাদা, দুর্গন্ধ রস বা পুঁজ বেরোয়। জিঙ্ক বা দস্তা থেকে তৈরী মলম ব্যবহারের ফলে বা মার্কারী থেকে সৃষ্ট কোন মলম বা অনুরূপ কিছু লাগানোর ফলে উদ্ভেদ বসে গিয়ে থাকলে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। মুখমণ্ডল, চোখ, কানে এবং স্ক্যাল্প অংশে উদ্ভেদ দেখা দিয়ে কোন মলম ব্যবহারের ফলে মিলিয়ে গিয়ে দুরারোগ্য ধরনের শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ সৃষ্টি হলে অথবা চোখের উপসর্গ, কনজাংক্টাইভা দীর্ঘদিন ধরে ফুলে থাকা, একট্রোপিয়ন অবস্থা, চোখের পাতায় ছোট ছোট দানার মত গ্র্যানুলেসন, কনজাংক্টাইভাতে গরুর কাঁচা মাংসের মত দগ্‌দগে ভাব, চোখের কোনে ফিশার, চোখের আশপাশে লালচে সিকেট্রিকস বা ক্ষত শুকিয়ে কুঁকড়ে যাবার মত অবস্থা, চোখ ও নাকের আশপাশে শুকনো দাগ ও শিরা বড় হয়ে ওঠা, ত্বকে শক্ত বা ইনডিউরেশনের মত বোধ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে।

উদ্ভেদ বসে গিয়ে কানের উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া; কানের ভিতরে মিউকাস মেমব্রেন পুরু হয়ে যাওয়া, কানের পর্দা বা ড্রাম বিনষ্ট হওয়া, বধিরতা, অটোরিয়া প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

নাকে দুর্গন্ধ ও খুব গোলযোগপূর্ণ শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা দেখা দেয়; নাকের ভিতরে মামড়ী পড়া, মিউকাস মেমব্রেন পুরু হয়ে যাওয়া, ক্ষত হওয়া, গলা থেকে কেশে ঘন, হলদে শ্লেষ্মা তুলে ফেলা; কটারাইজ, এটোমাইজ করা প্রভৃতি সত্ত্বেও দুর্গন্ধ ওজিনা থেকে যাওয়া প্রভৃতিতে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। পেরিঅস্টিয়ামে আক্রমণ ঘটার জন্য হাড় ভেঙ্গে যাবার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। গলা ও নাকের মিউকাস মেমব্রেনে অ্যাট্রোফিক ডিজেনারেসনের পরিণত অবস্থায় এই ওষুধটি কার্যকরী হতে দেখা যায়।

গলার মিউকাস মেমব্রেন পুরু হয়ে ওঠে, ক্রনিক ধরনের লাল ভাব, টিউমিফ্যাকশন বা টিসু বৃদ্ধি হয়ে ফুলে থাকা, ঢোক গিলতে গেলে টন্‌টন করা ও তীব্র বেদনা বোধ, গলায় ছোট ছোট দানার মত গ্র্যানুলেসন ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। টাকরার নরম অংশে গর্ত হয়ে যাওয়া ক্ষত প্রভৃতি সবই উদ্ভেদ দমিত হবার ফলে দেখা দিতে পারে। এই ওষুধটি প্রয়োগের ফলে দমিত হয়ে যাওয়া উদ্ভেদ প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত রোগী আরাম পায় না। বধিরতা অনেক ক্ষেত্রেই

সারানো যায় না, কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কানের ভিতরের পর্দা অথবা কানের ভিতরের প্রায় সবটাতেই ক্ষয় বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখা দেয়, সাদাটে বা খড়ি মাটির মত হয়ে পড়ে, রক্ত চলাচলের জন্য শিরা-ধমনী বিনষ্ট হয়ে যায়, অ্যাট্রফিক কেটার এর অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার জন্য আঙ্গিক পরিবর্তন বেশী হবার ফলে শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে আনার মত অবস্থা আর থাকে না, তবুও রোগীর অন্যান্য উপসর্গ সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়ে থাকে।

সিফিলিসের মতই তামা রঙের উদ্ভেদ, ক্ষত ও শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা এই ওষুধে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির লক্ষণগুলি দেহের বাইরের অংশে যত বেশী সৃষ্টি হতে দেখা যায়, দেহের অভ্যন্তর ভাগে ততটা দেখা যায় না। ওষুধটির বেশীর ভাগ লক্ষণ ত্বকেই সৃষ্টি হবার একটা প্রবণতা আছে; শারীরিক উপসর্গগুলিকে এই ওষুধটি যেন দেহের বাইরের অংশের দিকেই ঠেলে দেয়; সেই জন্য এই ওষুধের রোগীকে উদ্ভেদ বেরিয়ে আসা অবস্থায় বেশ স্বাস্থ্যবান থাকতে দেখা যায়; উদ্ভেদগুলি বসে গেলে বা দমিত হলে তার শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ, অস্থি-রোগ, স্নায়বিক গোলযোগ, অদ্ভুত সব মানসিক লক্ষণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাতের উপসর্গ ও জয়েন্টের নানা উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা দেয়, সে মানসিকভাবে প্রায় ধ্বংস হয়ে পড়ে।

ধর্মবিষয়ে অথবা অর্থকরী বিষয়ে চিন্তায় সে বিমর্ষ হয়ে থাকে; রোগীর নিজের কাজ-কর্ম ব্যবসা-পত্রের কাজে তাকে বিষণ্ণ হয়ে পড়তে দেখা যায়; সব লোক এবং সব কিছুতেই সে উদাসীন থাকে; তার মধ্যে খিটখিটে ভাব দেখা দেয়, কোন চিন্তা-ভাবনা করা তার পক্ষে কষ্টকর, তার স্মৃতি-শক্তি দুর্বল থাকে এবং ভুলোমনা হয়ে পড়ে; সে যখন একা থাকে তখনও তার মন বিশ্রাম পায় না, তবুও সে কারও সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে চায় না। মস্তিষ্ক বিকৃতির সঙ্গে বিষণ্ণতা থাকে, বিষাদগ্রস্ততার সঙ্গে পূর্বে এমন কোন কোন উদ্ভেদ বেরিয়ে ছিল বলে জানা যায় তার জন্য মেজেরিয়াম উপযোগী।

তীব্র ধরনের মাথাধরা এবং মস্তিষ্কের উপসর্গ, ছিঁড়ে পড়া, চিরে ফেলা, গর্ত করা প্রভৃতির মত বেদনা, মাথায় স্পর্শকাতর বেদনা, মস্তিষ্কের সিফিলিসজনিত উপসর্গ, মাথার দুইধারে বেদনা যেন ভিতরের হাড়ে অনুভূত হয় এবং মনে হয় যেন মাথাটা পিষে ফেলা হচ্ছে (অনেকটা **মার্কিউরিয়াস ও কেলি আয়োডের** মত) মাথার যন্ত্রণা গোড়া থেকে কপাল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে (**মার্কিউরিয়াস ও হিপার**)। মাথার যন্ত্রণায় মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয় (**হিপার**)। মাথার খুলির হাড়ে বেদনা স্পর্শ করলে বেড়ে যায় এবং মনে হয় যেন হাড়ের উপর থেকে চেঁছে নেওয়া হচ্ছে।

চুল জড়িয়ে যায়, মাথায় চামড়ার মত, পুরু মামড়ীতে পূর্ণ হয়ে থাকে এবং তার নিচে ঘন, সাদাটে পুঁজ জমে থাকে এবং সেই আঠালো পুঁজে চুল জড়িয়ে আটকে থাকে। মাথার উপরে মামড়ী বা খোসাগুলি খড়-মাটির মত সাদাটে দেখায় এবং

সেগুলি সামনে চোখের ভ্রূ এবং পিছনে ঘাড়ের সরু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তে দেখা যায়। উঁচু হয়ে থাকা, সাদাটে ধরনের মামড়ী বা চুমটির নিচে পুঁজ জমে থাকে এবং সেখানে ছোট ক্ষতিকর পোকার জন্ম হতে দেখা যায়।

নিউর‍্যালজিয়া, সায়াটিকা, মেরুদণ্ডে বেদনা, ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ও বাহু বরাবর নেমে আসা বেদনা, মুখমণ্ডলে নিউর‍্যালজিয়া প্রভৃতি উদ্ভেদ বসে গিয়ে বা দমিত হয়ে দেখা দিতে পারে।

ত্বক ও উদ্ভেদের ক্ষেত্রে মেজেরিয়ামের রোগীকে উষ্ণতায় সংবেদনশীল থাকতে দেখা যাবে; কিন্তু নিউর‍্যালজিয়ার ক্ষেত্রে সে ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় খুব বেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়, ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় তার বেদনা খুব বেড়ে যায়। উদ্ভেদের জন্য রোগীর দেহের অভ্যন্তরে কোন উপসর্গ সৃষ্টি হলে রোগী শীতকাতর হয়ে পড়ে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে সংবেদনশীল থাকে ও ঝড়ো আবহাওয়ায় তার উপসর্গ খুব বেড়ে যায়, স্নান করলে ঠাণ্ডায় তার আভ্যন্তরীণ উপসর্গ খুব-বেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ধোয়া মোছা করলে তার উদ্ভেদ বৃদ্ধি পায়; উদ্ভেদ না বেরোনো অবস্থায় রোগীর ত্বক উত্তপ্ত থাকে এবং ত্বক শীতল করার জন্য সে ঠাণ্ডা কিছু একটা লাগাতে চায়, ঠাণ্ডা জলে সে আরামবোধ করে; ঐ সময়ে তার ত্বকে কেবলমাত্র লালভাব থাকে। উষ্ণ জলে স্নান করলে তার চুলকানিবোধ বেড়ে যায়।

দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, মাঢ়ীতে স্ক্রফুলা অবস্থা, মাঢ়ী থেকে রক্তপড়া, মাঢ়ী দাঁত থেকে সরে যাওয়া, হঠাৎ দাঁত ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডলে রুগ্ণ ভাব, নানা ধরনের ক্ষত পুরানো স্কার বা ক্ষতের দাগ ও ফোড়া ইত্যাদিতে ভর্তি হয়ে থাকতে দেখা যায়।

রক্তশূন্য মুখমণ্ডলে কোন কোন সময় রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয় কিন্তু সাধারণত মুখমণ্ডল ফেকাশে, ধূসর এবং মোমের মত সাদাটে এবং অস্থি-রোগে আক্রান্ত হলে যে ধরনের শীর্ণতা বা ক্যাচেক্সিয়া দেখা যায় সেইরূপ দেখায়।

শূন্যতাবোধের মত অনুভূতি, ভীতি, বিপদাশঙ্কা, পাকস্থলীতে একটা অচেতন বা মূর্চ্ছাভাব, যেন কিছু একটা ঘটবে এরূপ বোধ; প্রতিটি শব্দ, বেদনা অথবা কোন দুঃসংবাদ শোনার ফলে এইরূপ বিপদাশঙ্কা, ক্ষুধাবোধ, মূর্চ্ছাভাব, দুর্বলতা ও শূন্যতাবোধ বিশেষভাবে পাকস্থলীর উপরের অংশে দেখা দেয়। দরজার ঘণ্টি বাজলে এইরূপ অনুভূতি দেখা দেয়; পোস্ট অফিসের পিয়নের জন্য রোগী বিশেষ কোন খবরের আশায় অপেক্ষা করলে, বাস গুমটিতে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবার আশায় অপেক্ষায় থাকলে অথবা অপরিচিত কারো সঙ্গে রোগীকে পরিচয় করিয়ে দিলে রোগী তার পাকস্থলীতে একটা উত্তেজনা বা খিল্‌ বোধ করে, যেন সে ভীতিটা পাকস্থলীতেই অনুভব করে। এই রূপ লক্ষণ

ক্যালকেরিয়া, কেলি-কার্ব, ফসফরাস এবং মেজেরিয়ামে আছে। এইসব "সোলার-প্লেক্সাস" রোগী অর্থাৎ উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাদের উপসর্গেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাদের জিহ্বায় গভীর ফাটল প্রায়ই দেখা যায় এবং তাদের উপসর্গ সারানো বেশ কষ্টকর হয়। এই রোগীর উপসর্গ বিছানার উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায় সেইজন্য মেজেরিয়ামকে **মার্কিউরিয়াস** ও সিফিলিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতে দেখা যায়। নিউর‍্যালজিয়া রাত্রিতে ও বিছানায় থাকা অবস্থায় বেশী হতে, বাইরে থেকে গরম সেক্ দিলে আরামবোধ হবে কিন্তু পরে আবার খুববেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, খোলা হাওয়ায় ঐ বেদনা কমে যায়।

প্রদাহযুক্ত বাতের উপসর্গ বিছানার উষ্ণতায় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়; স্পর্শেও বৃদ্ধি ঘটে; বেদনা অস্থি বরাবর নেমে যায় এবং অস্থিতে ফেটে যাবার মত অনুভূতি দেখা দেয়। রোগীর মনে হয় যেন অস্থিগুলি লম্বা হয়ে পড়েছে; পেরিঅস্টিয়ামে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, নেক্রোসিস, কেরিজ, ফিশ্চুলার মত ফুটো হয়ে সেখান থেকে লবণের মত গুঁড়ো গুঁড়ো পদার্থ নির্গত হয়, বড় বড় ক্ষত ও তার চারপাশে পুঁজ-যুক্ত ফোস্কা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মস্কাস্
(Moschus)

যে সব মেয়ে আজ্ঞানুবর্তিতা, শালীনতাবোধ প্রভৃতি ছাড়াই পূর্ণবয়স্কা হয়ে উঠেছে তাদের হিস্টিরিয়াজনিত উপসর্গ মস্কাসে সারানো যেতে পারে। ঐ সব মেয়েরা খুববেশী আত্ম-সচেতনভাবে নিজ ইচ্ছায় চলতে অভ্যস্ত, অবাধ্য এবং স্বার্থপর হয়ে থাকে। শিশু বয়স থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের যে কোন চতুরতা, খামখেয়ালীপনাকে মেনে নেওয়া হয়েছে বা উৎসাহ দেওয়া হয়েছে বলে তাদের মধ্যে ঐ ধরনের প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ঐ ধরনের মেয়েরাই মস্কাসের, **অ্যাসাফিটিডা**. **ইগনেসিয়া** এবং **ভ্যালেরিয়ানার** উপযোগী রোগিণী। তাদের মধ্যে যে কেবলমাত্র প্রচুর পরিমাণে বাস্তব ও কাল্পনিক লক্ষণ আছে তাই নয়, তাদের মধ্যে কেলিডোস্কোপে দেখা নানা ধরনের বর্ণ বৈচিত্র্যের মত একটা জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়, লক্ষণগুলি ক্রমশ বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের ইচ্ছাশক্তির, পছন্দ-অপছন্দের প্রাবল্যে তাদের কাছে যারাই আসে তারা হতবাক হয়ে পড়ে, রোগীর একগুঁয়েমি ও স্বার্থপরতায় তারা ভীতিবিহ্বল হয়ে যায়। ঐ সব রোগিণী নিজেকে যতই সৎ ও বিশ্বাসী প্রতিপন্ন করার ভান করুক না কেন তাদের কখনও বিশ্বাস করা যায় না। তারা তাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে এত বেশী প্রাধান্য দেয় যে বিশ্বাসযোগ্য একটা বক্তব্যও সে উপস্থাপন করতে পারে না। ঐ সব রোগিণীর মধ্যে বিরক্তিকর এবং অস্বাভাবিক সব স্নায়বিক বা নিউরোপ্যাথিক অবস্থা দেখা যায়।। চিকিৎসকের পক্ষে তার অভিজ্ঞতার দ্বারা

বোঝা সম্ভব হয় না যে কোন্‌টা সাধারণ ও কোন্‌টা অসাধারণ লক্ষণ ; সেই জন্য রোগিণীর ঐরূপ অবস্থাকে এক কথায় 'হিস্টিরিয়া' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। মস্কাসে রোগিণীর ঐ ধরনের উপসর্গ ও অসুস্থতা সারানো যেতে পারে। ঐ ধরনের মেয়েরা ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার কষ্ট বা লক্ষণগুলিকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে বর্ণনা করে। গ্লোবাস হিস্টেরিকাস বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থাকতে দেখা যায়। ত্বকে অস্বাভাবিক বেশী অনুভূতি বা হাইপারস্থেসিয়া, মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন বা শিহরণ, রাত্রিতে না ঘুমিয়ে জেগে থাকা, প্যালপিটেশন, উত্তেজনা, মূর্চ্ছাভাব এবং কাঁপুনি ইত্যাদিও থাকতে দেখা যায়। "ভয়াবহ" বেদনা দেহের প্রায় সর্বত্রই বোধ হতে থাকা, মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস, হাত ও পায়ের পাতায় ক্র্যাম্প বা টান্‌ধরা, দেহের সর্বত্র কনভালসন প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। রোগীর অসুস্থতার সঙ্গে তার মানসিক অবস্থার সঙ্গতি থাকে না। যখন তার দেহের ক্রিয়া ও টিসুর লক্ষণাদিতে হিস্টিরিয়ার মত অথবা খামখেয়ালীভাব থাকে তখন তার মানসিক অবস্থাতেও হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্কাসের উপযোগী মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ অর্থাৎ গালের একটা দিক লালচে ও ঠাণ্ডা এবং অপরদিকটা ফেকাশে ও গরম থাকতে দেখা গেলে ঐ রোগিণীর মধ্যে নিশ্চিতরূপেই কিছু কিছু হিস্টিরিয়াজনিত মানসিক বিকৃতি থাকতে দেখা যাবে। রোগীর মানসিক অসুস্থতার বিষয়ে ভালভাবে জানতে হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার বিশেষ বিশেষ অনুভূতি ও ক্রিয়াদির কথা জানতে বা বুঝতে হয়। রোগীদের মধ্যে সৃষ্ট অসুস্থতার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে একটা শৃংখলা থাকে। এই ওষুধের রোগী বা রোগিণী শীতকাতর থাকে এবং তার প্রায় সব উপসর্গই ঠাণ্ডা লাগার ফলে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হিস্টিরিয়াজনিত বিভিন্ন মানসিক লক্ষণের সঙ্গে রোগিণীর মধ্যে তীব্র ধরনের ক্রোধ থাকতে দেখা যায় এবং রাগে নীল হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। মৃত্যুভয় দেখা দেয় এবং মারাত্মক কোন উপসর্গ না থাকলেও সে কেবলই মৃত্যুর কথা বলে। মানসিক ক্লেশের সঙ্গে প্যালপিটেশন দেখা দেয়। রোগিণী খুব বেশী কোপন স্বভাব ও ঝগড়াটে হয়ে পড়ে। সব কাজেই সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং জিনিষপত্র হাত থেকে ফেলে দেয়। হাবভাবে বোকামির মত লক্ষণ দেখা দেয়, দেহের বিভিন্ন অংশে বেদনাবোধের কথা বলে। বিপদাশঙ্কা, কাঁপুনি ও প্যালপিটেশন হতে থাকে। শুয়ে পড়লেই সে মরে যাবে বলে বোধ হওয়ায় সে ভীত হয়ে পড়ে।

উঁচু থেকে পড়ে যাবার মত অনুভূতি অথবা হঠাৎ যেন খুব দ্রুত কোন দিকে ঘুরছে বলে বোধ হতে থাকে।

মাথা বা চোখ কোন দিকে ঘোরালে মাথাঘোরা দেখা দেয় এবং খোলা হাওয়ায় সেটা কমে যায় ; মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমি ভাব, বমি হওয়া ও মূর্চ্ছা যাওয়া লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে।

মাথাধরার উপসর্গ উষ্ণতায় বা দেহ উষ্ণ হয়ে উঠলে কমে যায়, মুক্ত হাওয়াতে

গেলেরও মাথাধরা কমে। মাথার পিছনে ও ঘাড়ে টেনশনবোধ থাকে। মাথায় কামড়ানো ব্যথার সঙ্গে শীতলবোধ থাকতে দেখা যায়। চেপে ধরা ও হতবুদ্ধিকর মাথাধরা প্রধানত কপালে দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে গা-বমিভাব থাকে, মাথাধরা নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পায় এবং মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হাওয়ায় কমে যায়। হিস্টিরিয়াজনিত মাথাধরার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বর্ণহীন প্রস্রাব হতে দেখা যায়। মাথায় দড়ি বা অনুরূপ কিছু দিয়ে বেঁধে রাখার মত সংকোচনবোধ হয়। অক্ষিপুট অংশে একটা কাঁটা বা পেরেক বিদ্ধ হবার মত ব্যথা দেখা দেয়, ঘরে থাকলে ঐ ব্যথা বেড়ে যায় এবং মুক্ত, পরিচ্ছন্ন হাওয়ায় গেলে সেটা কমে যেতে দেখা যায়।

চোখ মেলে একভাবে তাকিয়ে থাকা ; হঠাৎ অন্ধত্ব অথবা দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া অবস্থা দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়। চোখ উপরের দিকে ঘোরানো অবস্থায় থাকে, চোখ একদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ অবস্থায় ও চকচকে থাকতে দেখা যায়।

কানে জলোচ্ছ্বাসের মত বায়ু বয়ে যাবার মত শব্দ শোনা যায় অথবা পাখীর ডানা ঝাপ্টানোর মত শব্দ যেন শুনতে পায়। কামানের গর্জনের মত শব্দ যেন কানে প্রতিধ্বনি তোলে এবং সেই সঙ্গে দু-এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসে। মাঝে মাঝে হঠাৎ স্নায়বিক বধিরতা দেখা দেয়।

নাক থেকে রক্তপাত ও ঘ্রাণশক্তির কাল্পনিক ভ্রম বা বিকৃতি দেখা যেতে পারে।

গালের একটা দিক লাল ও শীতল এবং অপর দিকটা গরম ও ফেকাশে থাকে ; ফেকাশে মুখমণ্ডলে টান্‌টান্ বোধ ফেকাশে মুখমণ্ডলে ঘাম হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে মাটির মত ফেকাশে ভাব থাকে। কোন কিছু চিবানোর মত নিচের চোয়াল নড়া-চড়া করতে দেখা যায়।

মুখ ও গলা শুকনো ও উত্তপ্ত থাকে। মুখের স্বাদ তেতো, পচাটেবোধ হয় ; খুব পিপাসা, বিশেষভাবে হিস্টিরিয়াজনিত অবস্থার পিপাসা বেশী থাকে।

রোগিণী বীয়ার ব্র্যাণ্ডি পান করতে চায় ; খাদ্যের প্রতি বিরূপতা থাকে। খাদ্য দেখলেই সে অসুস্থবোধ করে। বমি হয়, পাকস্থলীতে চাপবোধ, জ্বালা করা বেদনা ও ফুলে যাওয়া অবস্থা দেখা দেয়। খাদ্য গ্রহণের সময় মূর্চ্ছা যাওয়া, গলা বেয়ে টক জল ওঠা, হিস্টিরিয়াজনিত হিক্কা, খাদ্যের কথা চিন্তা করলেই গা গুলিয়ে ওঠা, প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। নাভিতে ভিতরের দিকে টেনে ধরার মত বোধ হয় (**গ্রামবাম**), দীর্ঘক্ষণ ধরে ভুক্তদ্রব্য বমি হয়ে যায়, খাদ্যগ্রহণের পরে পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ, রক্তবমি হওয়া, সামান্য কারণেই পাকস্থলীর গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

পেট টিম্প্যানাইটিসের মত ফুলে যায় ও বেদনা থাকে। পেটে কোন বায়ু ওঠা-নামা করে না, তবুও ফোলাভাব থেকে যায় এবং পেটে খিঁচ্‌ধরা বেদনা দেখা দেয়।

ঘুমের মধ্যে অসাড়ে মলত্যাগ হয়ে যাওয়া, রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে জলের মত

মল বেরোতে দেখা যায়। মলদ্বার থেকে মূত্রথলী পর্যন্ত সূচ ফোটানোর মত ব্যথা বোধ হয়।

প্রচুর পরিমাণে বর্ণহীন প্রস্রাব হয়। রাত্রিতে যে প্রস্রাব হয় সেটা দুর্গন্ধ ও মিউকাস বা শ্লেষ্মাযুক্ত থাকে।

পুরুষের ক্ষেত্রে খুববেশী যৌন উত্তেজনা, লিঙ্গোদ্গম ছাড়াই বীর্যপাত হতে দেখা যায়।

মহিলাদের খুববেশী যৌনেচ্ছা থাকে। মাসিক ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে ও খুববেশী পরিমাণে হয়; পেটে টেনে ধরার মত ব্যথা হয়, যৌনাঙ্গে সুড়সুড় করা ও মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়। প্রসব বেদনার মত নিচের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া বেদনা থাকতে দেখা যায়।

খামখেয়ালী ধরনের স্নায়বিক উপসর্গ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

একগুঁয়ে স্বভাবের মেয়েরা যখন স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছামত চলতে বা কাজ করতে বাধা পায় তখন তাদের মধ্যে 'ল্যারিনজিসমাস স্ট্রাইডুলাস' অর্থাৎ গ্লটিসে স্প্যাজম সৃষ্টি হতে দেখা যায়, ল্যারিংক্সে সালফারের ধোঁয়া ঢুকে যাবার মত বোধের সঙ্গে সংকোচন সৃষ্টি হতে দেখা যায়। নার্ভাস ধরনের শিশুদের শাস্তি দিলে তাদের আক্ষেপযুক্ত ক্রুপ কাশি দেখা দেয়।

শ্বাসকষ্টের সঙ্গে হার্ট ও ফুসফুসে চাপবোধ, খুববেশী নার্ভাস মহিলা ও শিশুদের স্প্যাজমোডিক ধরনের হাঁপানি দেখা দেয়।

বুকের ভিতরে সংকোচনবোধ, বুক ও ডায়াফ্রামে স্প্যাজম সৃষ্টি হবার ফলে মুখমণ্ডল নীল হয়ে যায় এবং দেহ ঠাণ্ডা হয়ে পড়লে মুখে ফেনা ওঠে। ফুসফুসের প্যারালিসিস, ঘড়ঘড় শব্দ হওয়া, শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে না পারা, মূর্চ্ছাভাব প্রভৃতি দেখা দেয়। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েদের প্যালপিটেশন, বুকে চাপবোধ, মূর্চ্ছাভাব ও উত্তেজনার সঙ্গে প্রচুর বর্ণহীন প্রস্রাব হওয়া, পালস স্বাভাবিক থাকলেও হার্ট যেন থিরথির করে কাঁপে বলে বোধ হয়। হাত-পায়ে কাঁপুনি, পায়ে অস্থিরতা টিবিয়া শীতল থাকা; একটি হাত গরম ও ফেকাশে, অপরটি ঠাণ্ডা ও লাল হয়ে থাকতে দেখা যায়!

সন্ধ্যাকালে বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেহের ডান দিকটা উত্তপ্ত থাকে, রোগী সেই অংশটি আঢাকা অবস্থায় রাখতে চায়। সকালের দিকে ঘামে মৃগনাভী বা কস্তুরীর মত গন্ধ পাওয়া যেতে পারে।

ত্বক শীতল থাকে, কাঁপুনি, মূর্চ্ছাভাব এবং প্যালপিটেশন থাকতে দেখা যেতে পারে।

মিউরিয়েটিক অ্যাসিড
(Muriatic Acid)

খুব খারাপ ধরনের বিরামহীন জ্বরের সঙ্গে খুববেশী অবসাদগ্রস্ত অবস্থার চিকিৎসায় **আর্সেনিকাম**, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড এবং **ফসফোরিক অ্যাসিডের** কথা বিশেষভাবে আমাদের মনে আসবে। **আর্সেনিকামের** ক্ষেত্রে উদ্বেগযুক্ত অস্থিরতা ; **ফসফোরিক অ্যাসিডে** প্রথমে মানসিক অবসাদ ও পরে মাংসপেশীর দুর্বলতা ; এবং মিউরিয়েটিক অ্যাসিডে মাংসপেশীর দুর্বলতাই প্রথমে দেখা দেয়, এবং পূর্বে অস্থিরতা ছিল সেকথা জানা যায়, তা ছাড়া এই রোগীর মানসিক অবস্থা তুলনায় সবল থাকে। মাংসপেশীর এইরূপ অবসন্নতার সঙ্গে, চোয়াল ঝুলে পড়া অবস্থা, বিছানার নিচের দিকে গড়িয়ে চলে আসা প্রভৃতির সঙ্গে অসাড়ে মল ও প্রস্রাব ত্যাগ হতে দেখা গেলে নিশ্চতরূপেই এই ওষুধের কথা আমাদের মনে আসবে। দ্রুত রোগীর জিহ্বা এবং মূত্রথলী ও রেক্টামের স্ফিংকটার মাংসপেশীতে পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা দেখা দেয়। উপরে বর্ণিত লক্ষণের মত লক্ষণসহ জীবাণুঘটিত জটিল বা জাইমোটিক জ্বরে এই ওষুধটি বিশেষ ভাবে উপযোগী হয়। রোগী শেষ পর্যন্ত অচেতন হয়ে পড়ে। কিছুটা অস্থিরতা দেখা গেলেও **আর্সেনিকাম** ও **রাসটক্সের** তুলনায় সেটা কিছুই নয়। রোগী কথা বলতে চায় না, কারণ তাতে সে বিরক্তি বোধ করে। **ফসফোরিক অ্যাসিডের** রোগীর মানসিক অবসাদের জন্য চিন্তা করার ক্ষমতা না থাকায় প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী হতে দেখা যাবে।

চোখ এদিক-ওদিক ঘোরালে অথবা ডান দিকে চেপে শুয়ে থাকলে মাথাঘোরা দেখা দেয়। এই মাথাঘোরা অনেক সময় লিভারে কোন না কোন গোলযোগের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। একজন স্বাস্থ্যবান, রক্তোচ্ছ্বল কিন্তু জণ্ডিসে আক্রান্ত প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের একজন লোক লিভারের বেদনায় খুব কষ্ট পাচ্ছিল, তার লিভারের টন্‌টন্‌ করা ব্যথা কেবলমাত্র বাম দিকে শুয়ে থাকা অবস্থায় কম থাকত ; সে চিৎ হয়ে অথবা ডান দিকে চেপে শুয়ে থাকলেই তার মাথাঘোরা ও উদ্বেগ এবং সেই সঙ্গে সারা দেহে ঘাম দেখা দিচ্ছিল, যার জন্য সে বাম দিকে ফিরে শুয়ে থাকতে বাধ্য হত। ঐ রোগীর লিভারের অবস্থা খুবই খারাপ বা মারাত্মক বলে অন্যান্য চিকিৎসকরা জানালেও মিউরিয়েটিক অ্যাসিডে ঐ রোগীর লিভারের গোলযোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে।

চোখ এদিক-ওদিক ঘোরালে এবং বিছানায় উঠে বসলেই মাথাধরা দেখা দেয় ; আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ালে মাথাধরা কমে যায়। অক্সিপিটাল অংশে বেদনার সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে দেখা যায় এবং জোর করে দেখার চেষ্টা করলে বেদনা বেড়ে যায়। অক্সিপুটে ভারীবোধ, কপালে অসাড়বোধ, অক্সিপুটে টন্‌টন্‌ করা ব্যথার সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন তার মাথার চুল খাড়া হয়ে রয়েছে, মাথার তালুতে উত্তাপ বোধ হয়।

চোখ লম্বভাবে অর্ধ-দৃষ্টি, অন্ধকারে চোখের উপসর্গ কম থাকা ; চোখের সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা এবং জ্বালাবোধ বাম দিক থেকে ডান দিকের চোখ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এবং চোখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে কম যায়। চোখে চুলকানিবোধ সৃষ্টি হয়।

শ্রবণ-শক্তি কমে যাওয়া, রাত্রিতে কানে বোমা বা পটকা ফাটানোর মত শব্দ শোনা যায় ; গলার স্বরের শব্দ রোগীর কাছে অসহ্য বোধ হয়। কানে ঘণ্টা বাজার মত শব্দ শোনে।

নাক বন্ধ হয়ে থাকে। হুপিং কাশি, জাইমোটিক ধরনের জ্বর, ডিপথেরিয়া, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতির সঙ্গে নাক থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। নাক থেকে কালচে পচাটে রক্ত বেরোয়।

টাইফয়েড জ্বরে নিচের চোয়াল ঝুলে পড়তে দেখা যায়। ঠোঁটের ধারগুলি শুকনো, ফাটাফাটা, বেদনার্ত ও জ্বালাযুক্ত থাকে।

মুখ ও জিহ্বায় সাদাটে প্রলেপ থাকতে দেখা যায়।

দাঁতে ছাতা পড়া বা সর্ডিস আলগা হয়ে পড়া, জিহ্বা শুকনো, ভারী, শক্ত বা আড়ষ্ট এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত থাকতে দেখা যায়। মুখের ভিতর শুকনো ভাব, মুখ ও জিহ্বায় ক্ষত, জিহ্বা লাল হয়ে পড়া বা নীলচে থাকা, ঠোঁটের মিউকাস মেমব্রেন শুকিয়ে কুঁকড়ে যাওয়া, দুগ্ধপায়ী শিশুদের মুখে ছোট ছোট ঘা বা 'সোর', মুখের ভিতরটা ক্ষততে ভর্তি হয়ে থাকা, গভীর ক্ষত ও তার ভিতরের বা বেস্ অংশে কালচে ভাব সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

গলার ভিতরে তীব্র ধরনের প্রদাহ, শুষ্কতা, মিউকাস-মেমব্রেন গাঢ় লাল ও ক্ষততে পূর্ণ থাকে। ধূসর সাদাটে রসক্ষরণ ও ডিপথেরিয়ার মত সাদাটে পর্দার মত ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, গ্যাংগ্রীনের মত সোরথ্রোটে, কেশে পচাটে গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা তোলা, ডিপথেরিয়ার সঙ্গে অসম্ভব রকমের অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

প্রবল পিপাসা ; জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা কিন্তু উত্তাপ অবস্থায় তৃষ্ণাহীনতা ! মাংসের প্রতি বিরূপতা ; উত্তেজক খাদ্য বা পানীয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ; তেতো ও পচাটে উদ্গার ওঠা, ঈসোফেগাসের আক্ষেপযুক্ত ক্রিয়া ; টক্ বমি হওয়া ; অজ্ঞাতেই ঢোক গেলা, পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ খাদ্যগ্রহণের পরও না করা ; খাদ্য গ্রহণের কোন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পাকস্থলী ও পেটে শূন্যতাবোধ ; সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ ; সকালের দিকে স্বাভাবিক মলত্যাগের পরে পেটে শূন্যতাবোধ ; বদহজম ; মূর্চ্ছাভাব ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; মানসিক বিভ্রম ; খাদ্য গ্রহণের পরে নিদ্রালুভাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

লিভারে চাপবোধ, লিভারে টন্‌টন্ করা ব্যথা ও লিভার বড় হয়ে যাওয়া ; পেটে পূর্ণতাবোধ ও গড়গড় শব্দ হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

জলের মত পাতলা মল, প্রস্রাবের সঙ্গে অসাড়ে নির্গত হয়। রোগীর অজ্ঞাতেই

মল বেরিয়ে আসে। মল গাঢ় বাদামী রঙের হয়, তার সঙ্গে রক্তও থাকে। মলত্যাগের সময় খুববেশী বায়ু নিঃসরণ হয়। নড়া-চড়া করলে মলত্যাগের ইচ্ছা বেড়ে যায়। ডিসেণ্ট্রিতে পচাটে রক্ত ও আম পড়তে দেখা যায়। কালচে তরল রক্ত অন্ত্র থেকে পড়তে দেখা যেতে পারে। প্রস্রাব ত্যাগের সময় মলদ্বারের প্রল্যাপ্স্ হতে পারে। প্রস্রাব ত্যাগের সময় মলত্যাগেরও ইচ্ছা দেখা দেয়। মলদ্বারে খুব বেশী শিথিলতা ও চুলকানিবোধ হতে দেখা যায়।

বড়, কালচে, বেগুনী রঙের অর্শের বলী দেখা যায় এবং সেটা খুববেশী স্পর্শকাতর থাকে। টিউমারের মত ফুলে থাকা অর্শের বলীতে প্রদাহ, উত্তাপ ও টিপ্‌টিপ্ করা অনুভূতি প্রভৃতির জন্য রোগী দু-পা অনেকটা ফাঁক করে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। রক্তস্রাবী অর্শতে মলত্যাগের সময় জ্বালা ও কেটে নেবার মত ব্যথাবোধ, মলত্যাগের পরে জ্বালাকরা উত্তাপে বা গরম সেক্ দিলে আরামবোধ, এবং ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে বৃদ্ধি পায়। মলদ্বার হেজে যায়; ফিশার সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

প্রস্রাব খুব সরু ধারায় পড়ে। প্রস্রাব শুরু হবার জন্য অনেকটা সময় অপেক্ষা করে থাকতে হয়; পেটের মাংসপেশীর সাহায্যে চাপ সৃষ্টি করতে হয় এবং তার ফলে মলদ্বার ঝুলে বা বেরিয়ে পড়ে। দেহের মাংশপেশীর পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতার সঙ্গে ঐরূপ লক্ষণের সমতা থাকে। খারাপ বা দূষিত ধরনের জ্বরের সঙ্গে মল ও প্রস্রাব অসাড়ে নির্গত হতে দেখা যায়। প্রস্রাব করার সময় ইউরেথ্রাতে জ্বালা ও কেটে ফেলার মত বেদনার পরে টেনেসমাস বা কুন্থনবোধ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

পুরুষত্বহীনতা; যৌনেচ্ছা কমে যাওয়া বা দুর্বল হয়ে পড়া, ইউরেথ্রা থেকে রক্তমেশানো জলের মত রক্তস্রাব হওয়া; স্ক্রোটাম বা অণ্ডকোষের থলি নীলচে হয়ে পড়া; স্ক্রোটামে চুলকানিবোধ, চুলকানোর পরেও না কমা, প্রিপিউসের ধারে ক্ষত ও টন্‌টন্ করা ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার মত যৌনাঙ্গে চাপবোধ হয়। ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে এবং প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। পচাটে স্রাবের সঙ্গে যৌনাঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যৌনাঙ্গ এত স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে যে বিছানার চাদর বা পরনের কাপড়ের স্পর্শও সহ্য হয় না। পিঠের বেদনার সঙ্গে লিউকোরিয়া হতে দেখা যায়। প্রসবের পরবর্তী অবস্থায় জ্বর বা পিওরপেরাল ফিভারের সঙ্গে খুববেশী অবসাদ, চোয়াল ঝুলে পড়া, বিছানায় গড়িয়ে নিচের দিকে চলে যাওয়া, লোচিয়া স্রাব দমিত বা বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মল ও প্রস্রাব পচাটে গন্ধযুক্ত ও অসাড়ে নির্গত হতে দেখা যায়।

শ্বাসক্রিয়ার কষ্টের সঙ্গে জল পান করলে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হয়। মনে হয় যেন শ্বাসটা পাকস্থলী থেকে আসছে। ফুসফুসে চাপবোধ থাকে।

পালস্ ধীরগতি ও দুর্বল হয়। প্রতিটি তৃতীয় স্পন্দন বাদ পড়তে দেখা যায়।

কোমরে চেপেধরা, টেনেধরা, দুর্বলতাবোধ এবং মেরুদণ্ডে জ্বালাবোধ থাকতে দেখা যায়।

বাহুতে ভারীবোধ, রাত্রিতে হাতের আঙ্গুলে অসাড়তা ও শীতলবোধ হতে থাকে। পায়ের দিকের রঙ ঘোলাটে দেখায়, পায়ে পচাটে গন্ধযুক্ত ক্ষত হয় এবং সেই ক্ষতের ধারের দিকে জ্বালাবোধ হয়। ডানদিকের টেণ্ডো-অ্যাকিলিসে স্ফীতি থাকে। পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও নীল হয়ে যেতে দেখা যায়। হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালা করে, পায়ের আঙ্গুলের ডগায় ফোলা ও জ্বালাবোধ থাকে। হাত-পায়ে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, নড়া-চড়ায় কম থাকতে দেখা যায়। সবিরাম জ্বরের সঙ্গে হাত-পায়ে ব্যথা থাকে।

সন্ধ্যাকালীন জ্বরের সঙ্গে শীতাবস্থা থাকে; ঘাম থাকতে পারে; না থাকতেও পারে। জ্বরের উত্তাপের সঙ্গে শীতাবস্থা মিলেমিশে থাকতে দেখা যায়; টাইফয়েড ও পীত জ্বরের লক্ষণের সঙ্গে এই ওষুধের লক্ষণের সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। ঘুমের প্রথমভাগে ঘাম হওয়া এবং ঘাম হলে উপসর্গ খুব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

ন্যাজা
(Naja)

প্রুভিংয়ে পাওয়া লক্ষণের চেয়েও ন্যাজার ব্যবহার অনেক বেশী বিস্তৃত হয়ে পড়তে দেখা গেছে। সরীসৃপ শ্রেণীর লক্ষণের সঙ্গে এই ওষুধটির অনেক সাদৃশ্য আছে, সেই সব লক্ষণের মাধ্য অনেকগুলি অনুমান নির্ভর হলেও সত্য বলে জানা গেছে। ঐ সব ওষুধের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে এবং প্রতিটি ওষুধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। সব লক্ষণগুলিকে একত্রে নিয়েও তাদের রোগ-নিরাময় ক্ষমতার বিস্তারটা বোঝা যায়।

ব্রাজিলের 'মিউর' মনে করতেন যে সর্বশ্রেণীর রোগ-নিরাময় ক্ষত মানবজাতির নানা উপসর্গের আরোগ্য বিধানে সক্ষম।

অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষ যেমন খনিজ পদার্থের মধ্যে তার রোগ নিরাময়ের উপযুক্ত ওষুধের সন্ধান পায়, উদ্ভিদ ও প্রাণীরাজ্যের মধ্যেও সেইরূপ ওষুধ আছে। মানুষের আরোগ্যের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই সরীসৃপ শ্রেণী থেকে সৃষ্ট ওষুধে পাওয়া যেতে পারে। সমগ্র প্রাণিজগতের কথা বিচার করলে একথা সত্য বলেই মনে হবে। যে কোন একটা শ্রেণীর ওষুধের মধ্যে যা আছে সম্ভবত তা অন্য শ্রেণীর মধ্যেও পাওয়া যাবে। এদের মধ্যে সর্বনিম্ন হচ্ছে খনিজ পদার্থ, তারপরে উদ্ভিদ্ শ্রেণী সব শেষে প্রাণিজগত। খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের যে কোন একটির বিষয়ে যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জ্ঞানলাভ করতে পারি তা হলেই সম্ভবত আমরা রোগ নিরাময়ের বিষয়ে সম্ভাব্য সবকিছুই জানতে পারব। কিন্তু আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকটিমাত্র ওষুধের বিষয়েই জানতে পেরেছি।

অপর একটি ধারণাও বেশ কিছুটা এগিয়েছে, যে দেহের বিশেষ কোন একটি

অংশের সব ধরনের অসুস্থতাই উদ্ভিজ্জ ওষুধে সারানো যায়। উদ্ভিদের বিষয়ে সব কিছু যদি আমাদের জানা থাকত তা হলে হয়ত আমরা দেখতে পেতাম যে আমাদের দেহের প্রায় সব বর্জ্য পদার্থই উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির কাজে লাগে। মানুষের দেহের অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যক্ত পদার্থ গাছ নিজের দেহে শুষে নিয়ে কাজে লাগায়। ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে ঐ অঞ্চলে সৃষ্ট উদ্ভিজ্জের সাদৃশ্য অবশ্যই থাকবে, অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের মানুষের দেহে যে সব রোগ সৃষ্টি হয় তা ঐ সব উদ্ভিদের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে এবং সেক্ষেত্রে হয়ত আগামী দু'হাজার বছরের মধ্যে ঐসব উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দেবে। মানুষের দেহের দূষিত পদার্থ শোষণ করে নেবার ফলে উদ্ভিদের প্রজাতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হবে এবং ঐ ভাবে তাদের বৃদ্ধি ঘটে চলতে থাকলে ও একইভাবে মানুষের দেহের কলুষ শোষণ করে নিতে থাকলে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রভেদ আরও বেড়ে যাবে। এভাবেই বিবর্তন ঘটে এবং তার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়।

ন্যাজার লক্ষণগুলির সঙ্গে অন্যান্য সর্পবিষ সৃষ্ট ওষুধের লক্ষণের তুলনা করার গুরুত্ব খুবইবেশী। রোগী গলার কাছে কলার বা শক্ত কিছু সহ্য করতে পারে না এবং ঘুমন্ত অবস্থায় এই লক্ষণটা আরও বেড়ে যায়। অবসন্নতার সঙ্গে কাঁপুনি, মাংসপেশীতে কাঁপুনি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অনেকটা **ল্যাকেসিসের** মতই এর উপসর্গ বাম দিক থেকে ডান দিকে যেতে দেখা যায়, যেমন ওভারীর বেদনা, ডিপথেরিয়া, অস্থি-সন্ধির বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি বাম দিকে প্রথমে সৃষ্টি হয়ে পরে ডানদিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। **ল্যাকেসিসের** মতই ন্যাজাতেও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। প্রদাহে আক্রান্ত অংশে এই ওষুধের ক্ষেত্রে ধূসর রঙের রসক্ষরণ বা এক্‌জুডেসন হয়। **ল্যাকেসিস** ও **ক্রোটেলাসের** মত এই ওষুধে বিস্তার ততটা প্রবল হতে দেখা যায় না। ন্যাজাতে যেখানে রক্তদূষণের ছায়া মাত্র অর্থাৎ খুব কম পরিমাণে রক্তদূষণের লক্ষণ থাকে সেখানে **ল্যাকেসিসে** সেটা অধিকতর প্রবল হতে এবং **ক্রোটেলাসের** ক্ষেত্রে খুববেশী প্রবল হতে দেখা যাবে। ন্যাজাতে **ল্যাকেসিস** ও **ক্রোটেলাসের** মত রক্তপাতও সেরকম হতে দেখা যায় না।

মাংসপেশীতে কাঁপুনি, বাতজনিত অবস্থা এবং সব উপসর্গ হার্টে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হবার প্রবণতা দেখা যেতে পারে। যে সব যুবক-যুবতী হার্টের ভালবের গোলযোগ নিয়ে বেড়ে ওঠে তাদের হার্টের ভালবের গোলযোগে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। সব গোলযোগটা হার্টেই গিয়ে কেন্দ্রীভূত হতে দেখা গেলে ন্যাজা উপযোগী ওষুধ হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই ঐ হার্টের গোলযোগ নিরাময়ে সমর্থ হতে পারে। হার্টের ভাল্‌বের গোলযোগ জন্মগত হলে সেটা সারানো যায় না, কিন্তু তা না হলে সব গোলযোগই হার্টে কেন্দ্রীভূত হতে দেখা যাবে যেটা ন্যাজাতে আছে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা না গেলে এই ওষুধটি ঐ ধরনের উপসর্গের জন্য সাধারণ ওষুধরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও এই ওষুধের বিরোধী কোন লক্ষণ না থাকলে ন্যাজাই প্রয়োগ করতে হয়।

ন্যাজাতে যেখানে স্নায়বিক লক্ষণ বেশী থাকে **ল্যাকেসিসে** সেখানে রক্তদূষণের বা সেপ্‌টিক লক্ষণ বেশী দেখা যায়। ন্যাজাতে সেপসিস বা রক্তদূষণ ছাড়াই নানা গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে ; **ল্যাকেসিসে** স্নায়বিক গোলযোগের সঙ্গে রক্তপাত ও রক্তদূষণ সৃষ্টি হবার প্রবণতা দেখা দেয় ; আগুনে পুড়ে যাওয়া খড়ের মত কালচে রক্ত, কালচে জমাট বাঁধা রক্ত বেরোতে দেখা যায়।

ন্যাজাতে **ল্যাকেসিসের** মত উপরের দিকে রক্তস্রোত বয়ে যাবার মত একটা কষ্টকর লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। হার্টের জন্য অথবা অন্য কারণে খুববেশী শ্বাসকষ্ট হয়। বুকের ভিতরটা যেন ভর্তি হয়ে আছে এরূপ বোধ, ট্রেকিয়া ও ল্যারিংক্সে খুববেশী দগ্‌দগে ভাব, সমুদয় শ্বাসপথেই দগ্‌দগে ভাবের জন্য মনে হয় যেন হেজে গেছে।

খুববেশী হাঁচির সঙ্গে নাক থেকে জল ঝরে, রাত্রিতে সেইজন্য শোয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে ; নাকের ভিতরে শ্বাসপথ শুকনো থাকে, হে ফিভারের মত লক্ষণ দেখা দেয়। আগস্টমাসে রোগীর মাঝে মাঝে দম আটকাবোধের মত শ্বাসকষ্টের আক্রমণ ঘটে।

বুকের ভিতরে সবটাতেই রক্তাধিক্যজনিত অবস্থা, বুকের বামদিকে শূন্যতাবোধ ; নিচু ধরনের পালসের স্পন্দন মাঝে মাঝে একটি করে বাদ পড়ে বা সবিরাম নাড়ীর গতি হতে দেখা যায়। বুক বা ফুসফুসের সব গোলযোগের সঙ্গে বাম দিকে ফিরে শুয়ে থাকা কষ্টকর বা অসম্ভব হতে দেখা যায়। বাম বাহুতে অসাড়তা, শ্বাসকষ্ট বা ডিসপ্‌নিয়া দেখা দেয়, ঘুমোতে গেলে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট ও দম আট্‌কাবোধের জন্য রোগীর ঘুম ভেঙ্গে যায়, যেন স্বপ্ন দেখে চম্‌কে উঠেছে বলে বোধ হয়। বেশীর ভাগ উপসর্গের সঙ্গেই বাম দিকে চেপে শুতে না পারা লক্ষণটি থাকতে দেখা যায়।

শুকনো, খক্‌খকে কাশি ও সেই সঙ্গে হাতের তালুতে ঘাম হতে দেখা গেলে সেই অবস্থা ন্যাজা প্রয়োগে সারানো যায়। এই ধরনের হার্টের উপসর্গের সঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রেই শুকনো ও খক্‌খকে কাশি, খুব সামান্য পরিশ্রমেও কাশি দেখা দিতে দেখা যায় যেটা শ্লেষ্মাজনিত বা যক্ষ্মারোগজনিত নয়। রোগীর হার্টের স্পন্দন খুব ধীরে হয় এবং যেন হার্ট চলতেই চায় না, সেই সঙ্গে সামান্য পরিশ্রমেই কাশি দেখা দেয়। **ক্যাক্টাসেও** হার্টজনিত কাশি হতে দেখা যায়।

রোগীর হাত ও পায়ের দিকটা ঠাণ্ডা ও নীলচে হয়ে পড়তে এবং মাথাটা উত্তপ্ত থাকতে দেখা যায়। মাথার উপসর্গ উষ্ণ ঘরে থাকলে বৃদ্ধি পায় ; রোগীর মাথা উত্তপ্ত ও জ্বরের মত বোধ হয়। কিন্তু তার হাত ও পা উষ্ণ হতে দেখ যায় না। হাত ও পায়ের পাতায় প্রচুর ঘাম হবার জন্য হাতের দস্তানা ও জুতো ভিজে যেতে দেখা যায় কিন্তু ঘামে দুর্গন্ধ থাকে না। হাত ও পায়ে পূর্ণতা ও ফোলাবোধ থাকে কারণ সেখানে শিরায় রক্ত চলাচল ধীরে হয়ে থাকে।

এই রোগী আশানুরূপভাবেই প্রবল ও উত্তেজনাপ্রবণ হয়। তার মধ্যে আত্মহত্যা করবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়।

মাথাধরা নানাধরনের হতে পারে ; মাথার সর্বত্র রক্তাধিক্যের লক্ষণসহ, বিশেষত অক্সিপুট অংশে রক্তাধিক্য বেশী থাকে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মাথাধরার সঙ্গে পালস দ্রুতগতি ও নার্ভাস ধরনের হতে দেখা যায়।

সাপের বিষ থেকে সৃষ্ট সব ওষুধেই গাঢ় নিদ্রার লক্ষণ থাকে। এই ওষুধেও গাঢ় নিদ্রার সঙ্গে নাসিকা ধ্বনিসহ শ্বাসক্রিয়া চলতে দেখা যায়।

প্রতিদিন সকালে মাথার যন্ত্রণা নিয়েই রোগিণীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। স্বাভাবিক-ভাবেই ন্যাজার মাথাধরা সকালে দেখা দিতে এবং পরিশ্রমে ধীরে ধীরে কমে যেতে দেখা যায়। অন্যান্য উপসর্গ পরিশ্রমে বৃদ্ধি পায়। মানসিক পরিশ্রমে মানসিক উপসর্গগুলি বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

হে ফিভারের লক্ষণের মধ্যে গলার ভিতরে ও ল্যারিংক্সে দগ্‌দগে ভাব ; গলায় তীব্র ধরনের কামড়ানো ব্যথা ল্যারিংক্স পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়, ঢোক গিললেও কোনরূপ আরামবোধ হতে দেখা যায় না। **ল্যাকেসিসের** ক্ষেত্রে গলায় একটি লাম্প বা দলার মত বোধের কথা বলা হয়ে থাকে, গলার ভিতরটা আটকে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে যাবার মত অনুভূতিতে রোগী দু'হাতে তার গলা আঁকড়ে ধরে থাকে।

ন্যাজার রোগীকে মাঝে মাঝে মারাত্মক ধরনের ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। ট্রেকিয়া ও ল্যারিংক্স-এর মধ্যবর্তী অংশে দগ্‌দগে বোধ দেখা দেয় এবং কাশলে সেটা আরও বেড়ে যায়।

হাঁপানির পক্ষে, বিশেষত হার্টের কারণে হাঁপানি বা কার্ডিয়াক অ্যাজমায় ন্যাজা খুবই কার্যকরী ওষুধ। তার শ্বাসক্রিয়া এতই কষ্টকর থাকে যে রোগীর পক্ষে শোয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ক্রনিক ধরনের নার্ভাস প্যালপিটেশনে, যে কোন ধরনের পরিশ্রমেই প্যালপিটেশন দেখা দিলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। ক্রনিক ধরনের নার্ভাস প্যালপিটেশনের সঙ্গে গলায় চোকিং বা আট্‌কাবোধের জন্য রোগী কথা বলতে পারে না।

পিঠ ও কাঁধে একটা নিরেট ও কামড়ানো ব্যথা একটানা ভাবে চলতে থাকে এবং সেইসঙ্গে হার্টের উপসর্গ থাকতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটা উত্তাপবোধ ও কামড়ানো ব্যথার লক্ষণ দিয়েই ওষুধটির উপযোগিতা নির্ধারণ করা যায় ; কাঁধ ও পিঠের মধ্যস্থলে একটা ক্লান্তিবোধ থাকায় রোগী তার পিঠটাকে আরামে রাখার জন্য শুয়ে পড়ে বা চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে বসে থাকে।

বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে এবং হাঁটা-চলা করলে রোগীর প্যালপিটেশন বৃদ্ধি পায়।

হার্টের উপসর্গের সঙ্গে সামান্য দু'একটি লক্ষণযুক্ত অবস্থার পক্ষে এটিই আমাদের

সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ওষুধ। একথা সত্য যে ন্যাজাতে লক্ষণগুলি প্রধানত হৃৎপিণ্ডকে কেন্দ্র করেই দেখা দেয়।

নেট্রাম আর্সেনিকোসাম
(Natrum Arsenicosum)

এই ওষুধটির লক্ষণগুলি প্রধানত দিনের বেলা, দুপুরের পূর্বে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে দেখা দেয়, তবে সকালে এবং মধ্যরাত্রির পরেও দেখা দিতে পারে। ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু খোলা হাওয়ায় কম থাকে; মানসিক লক্ষণসমূহ উন্মুক্ত হাওয়ায় কম থাকে এবং সাধারণভাবে ঠাণ্ডায়; শীতল হাওয়ায়, কোনভাবে দেহ শীতল হয়ে পড়লে: ঠাণ্ডা ও ভিজে আহাওয়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। একটুতেই রোগীর ঠাণ্ডা লেগে যায়। উঁচুতে উঠতে গেলে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। রক্তাল্পতা, দুর্বলতা এবং হাত-পায়ে শোথ বা ড্রপসির লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। খাদ্য গ্রহণের পরে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। দেহের মাংসপেশী ক্রমশ শীর্ণ হতে দেখা যায়। পরিশ্রমের ফলে উপসর্গ সৃষ্টি হয়। মাখন, শীতল পানীয়, ঠাণ্ডা খাদ্য, চর্বি জাতীয় খাদ্য, ফল, দুধ, বেশী চর্বিযুক্ত মাংস—পর্ক, ভিনিগার প্রভৃতি খেলে বা পান করলে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। দেহের সর্বত্রই কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ, গ্ল্যাণ্ড বড় ও শক্ত হয়ে পড়া, দেহের যে কোন অংশে প্রদাহ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। দৈহিক উত্তেজনা ও তা থেকে দুর্বলতা, ঝাঁকুনি লাগলে অনেক উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। প্রাতভংয়ের সময় দেহে খুববেশী ক্লান্তি ও অবসাদ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। শুয়ে পড়ার ইচ্ছা এবং কেউ যেন বিরক্ত না করে সেই ইচ্ছা থাকে কিন্তু শুয়ে পড়া অবস্থায় অনেক উপসর্গই বেড়ে যেতে দেখা যায়। আবার অনেক লক্ষণই নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য রোগী মোটেই নড়াচড়া করতে চায় না; প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা ক্ষরণ হয়ে থাকে। ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে বাতের উপসর্গ দেখা দেয়। কামড়ানো, জ্বালা করা ও চেপে ধরার মত ব্যথা; টন্‌টন্ করা, সর্বত্র সূঁচ বেঁধানোর বা তীক্ষ্ণ কিছু বিঁধিয়ে দেবার মত ব্যথা দেহের উপর বা নিচের দিকের সর্বত্রই দেখা দেয়। ঘাম হলে কোনরূপ আরামবোধ হয় না। চাপে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। দেহে সাধারণভাবে পালসেশন বা টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি থাকতে দেখা যায়।

নাড়ীর গতি অনিয়মিত থাকে। বাতে আক্রান্ত ও ম্যালেরিয়ার রোগী দেহের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই খুববেশী সংবেদনশীল থাকে। দেহে বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত অনুভূতি দেখা দেয়। উপসর্গগুলি প্রধানত দেহের ডান দিকে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রোগী বসে বা শুয়ে থাকতে এবং কেউ যাতে তাকে বিরক্ত না করে তাই চায়। নিদ্রার পূর্বে, নিদ্রার মধ্যে এবং ঘুম ভাঙ্গার পরে কিছু কিছু উপসর্গ দেখা দেয়; কাঁপুনি এই ওষুধের একটি প্রধান লক্ষণ। মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন দেখা দেয়। খোলা হাওয়ায় হাঁটা-চলা করলে শারীরিক উপসর্গ

বৃদ্ধি পায় কিন্তু মানসিক লক্ষণগুলি কম থাকতে দেখা যায় ; দ্রুত হাঁটলে অনেক উপসর্গ বেড়ে যায়। সকালের দিকে, ঋতুস্রাব কালে, সামান্য পরিশ্রমে ও হাঁটা-চলা করলে দুর্বলতা দেখা দেয়। ভিজে, আর্দ্র আবহাওয়ায় অনেক উপসর্গ সৃষ্টি হয়। মদ্যপানে ও শীতকালে উপসর্গ খুববেশী বেড়ে যেতে দেখা যায়।

সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হওয়া, প্রতিবাদ করলে ভীষণ রেগে ওঠা, রেগে গেলে বেশীরভাগ উপসর্গ খুব বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে শয্যা গ্রহণের পরে উদ্বেগ দেখা দেয় ; ভবিষ্যৎ কোন বিপদের আশঙ্কায় উদ্বেগ ; জ্বরের মধ্যে ; ঘুম ভেঙ্গে উঠলে উদ্বেগ দেখা দেয়। ঘরের মধ্যে থাকলে কোন ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা কষ্টকর হয়, কিন্তু খোলা হাওয়ায় গেলে সেটা সহজ হয়ে ওঠে ; সন্ধ্যায় মানসিক বিভ্রম দেখা দেয়। খুব অল্পেতেই রোগী ধর্মভীরু, বিরক্ত ও হতাশাবোধ করে। সামান্য কারণে তার মন বিচলিত হয়। মনে জড়তা দেখা দেয় এবং খোলা হাওয়ায় গেলে সেটা কমে যায়। অল্পেতেই সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মানসিক পরিশ্রমের ফলে উপসর্গ খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে শয্যায় আশ্রয় নিতে গেলে, জনতার ভীড়ে, যেন একটা রোগ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, কোন একটা বিপদ আসছে, যেন কোন একটা কিছু ঘটতে চলেছে সেই আশঙ্কায় এবং লোকজন দেখলে রোগী ভীত হয়ে পড়ে। সামান্য কারণেই তার মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয় ; সে ভুলোমনা প্রকৃতির হয়ে থাকে ; তার মধ্যে সর্বদাই একটা ব্যতিব্যস্তভাব যেন অনুভূত হয়। হিস্টিরিয়ার মত অবস্থার সঙ্গে মনের ও চিন্তা-ভাবনায় খুব সক্রিয়ভাব থাকতে দেখা যায়। জড়বুদ্ধিভাব, খিটখিটে হয়ে পড়া, ধৈর্যহীন ও সব ধরনের উৎসাহ ও আনন্দে উদাসীনতা এই ওষুধের রোগীর মধ্যে দেখা যায়। কাজ-কর্ম, লেখা-পড়া করা সবকিছুতেই বিরূপতা থাকে ; অলসতা ও স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা থাকে। বিলাপ করা, উচ্চস্বরে হেসে ওঠা, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বাচালের মত বক্‌বক্‌ করে চলতে দেখা যেতে পারে। কখনো কখনো রোগীকে উল্লসিত, স্ফূর্তিবাজ হতে দেখা যায় ; আবার তার মধ্যে মানসিক অবসাদও দেখা দেয়। তখন রোগিণী ঝগড়াটে হয়ে পড়ে। অস্থিরতা ; রাত্রিতে বিছানায় এদিক-ওদিক করা, উদ্বেগজনিত অস্থিরতা দেখা দেয়। সন্ধ্যায় ও জ্বরের মধ্যে বিষাদাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কোন গোলমালের শব্দ রোগীর সহ্য হয় না, ঘুমাতে গেলে অথবা ঘুমের মধ্যে গোলমালের শব্দে সে চম্‌কে উঠে পড়ে। সে সন্দেহপ্রবণও হতে পারে। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায় না, লোকের কথাবার্তা শুনলেও বিরক্তিবোধ করে। মনে একটা শূন্যতাবোধের সঙ্গে ভীরুতাও দেখা দেয়। সে কান্নাকাটি করে। হাঁটা-চলা করার সময় মাথা ঘোরে। এই সব সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত অবস্থা দেখতে পাওয়া গেলে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে।

মস্তিষ্কে হাইপেরিমিয়া বা রক্তাধিক্যের সঙ্গে উত্তাপ ও পূর্ণতাবোধ : কপালে পূর্ণতাবোধ হয়। কপালে উত্তাপবোধ থাকে কিন্তু কপালে হাত দিলে সেখানটা শীতল থাকতে দেখা যায়। মাথায় ও কপালে ভারবোধ থাকে। মাথায় শূন্যতা-

বোধ, কপালে অসাড়বোধ, সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে মাথায় বেদনা, হাঁটা-চলা করার সময়ও বেদনাবোধ হতে থাকে ; উন্মুক্ত হাওয়ায় গেলে সেই বেদনা কমে যায় ; শ্লেষ্মাজনিত মাথাধরার সঙ্গে কোরাইজা, খাদ্যগ্রহণের পরে, দেহ উত্তপ্ত হয়ে পড়লে, উত্তাপে, ঝাঁকুনি লাগলে, আলোতে, মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বে ও সময়ে, মানসিক পরিশ্রমে, মাথা নাড়ালে, গোলমালের শব্দে মাথাধরা বৃদ্ধি পায়। মাঝে মাঝে দেখা দেওয়া বা পিরিয়ডিক্যাল মাথাধরা চাপে, ঘরের মধ্যে থাকা অবস্থায়, ঘুমের পরে, মাথা নিচুতে ঝোঁকালে, ধূমপানে, হাঁটা-চলা করলে, মদ্যপানে বৃদ্ধি পায়। দিনরাত সব সময়ই কপালে বেদনা সৃষ্টি হয়, টেম্পল অংশে ও চোখের উপরের অংশে ডানদিকে, মাথার একধার থেকে অপর ধার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। কপালে, মাথায় ও অক্ষিপুটে টেনেধরা, চাপধরা বা ঝিলিক দিয়ে যাওয়া বেদনা, সূচ ফোটানোর মত, ছিঁড়ে পড়ার মত ও অভিভূত করে ফেলার মত বেদনা দেখা দেয়। কপালে ঘাম দেখা দেয়। কপাল, মাথা, মাথার ভারটেক্স প্রভৃতি অংশে টিপ্‌টিপ করা অনুভূতির সঙ্গে কপালে পূর্ণতাবোধ থাকতে দেখা যায়।

চোখের উপসর্গ সকালে বৃদ্ধি পায় ; চোখের পাতা সকালের দিকে জুড়ে থাকে ; চোখ ও তার শিরা-ধমনীতে রক্তাধিক্য, চোখ থেকে শ্লেষ্মাস্রাব হতে দেখা যায়। শুষ্কতা ; সকালে চোখ যেন বড় হয়ে পড়েছে বলে বোধ হতে থাকে। চোখের পাতায় ডিম্‌ডিম্ বা গ্রানুলেসন হয়। চোখ উত্তপ্ত বলে বোধ হয়। ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা বায়ুতে কনজাংক্টাইভাতে প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং সকালের দিকে সেটা খুব বৃদ্ধি পায় ; রাত্রিতে কাজের পরে, চোখে, চোখের পাতা প্রভৃতিতে প্রদাহ দেখা দেয়। চোখের শিরা ফুলে থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে, খোলা হাওয়ায়, কোনদিকে একভাবে তাকালে, পড়তে গেলে চোখ থেকে জল পড়ে, চোখের পাতা খোলা কষ্টকর হয়। চোখের বেদনা সূর্যের আলোতে, চোখ নাড়া-চাড়া করায়, পড়তে গেলে বা লিখতে গেলে, গ্যাসের আলোতে লেখা-পড়া করতে গেলে বৃদ্ধি পায় ; চোখে জ্বালাবোধ, চেপে ধরার মত ব্যথা, চোখের পাতায় পক্ষাঘাত, অপটিক নার্ভের পক্ষাঘাত, দিনের আলোতে ফটোফোবিয়া, পিউপিল বড় হয়ে থাকা, বাম চোখ ডান চোখের তুলনায় বড় থাকা, শিরার লালচেভাব, চোখের পাতায় আড়ষ্ট বা শক্তভাব, সুপ্রা-অরবিটাল ঈডিমা, কর্নিয়াতে ক্ষত, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা বা কমে যাওয়া, চোখের সামনে নানা ধরনের রঙ দেখা, মায়োপিয়া, হেমিওপিয়া, চোখের সামনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু অথবা আলোর ঝলকানি দেখা, চোখের দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়া প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

কান উত্তপ্ত থাকে, কানে চুলকানিবোধ হতে থাকে। সকালে ও সন্ধ্যায় কানে নানা ধরনের গোলমালের শব্দ, গুন্‌গুন্ করা শব্দ, ঘণ্টা বাজার মত শব্দ, সমুদ্রের গর্জনের মত, জলোচ্ছ্বাসের মত শব্দ বিশেষভাবে ডান কানে শোনা যায় এবং সেই সঙ্গে মাথাঘোরাও থাকে। সকালের দিকে কানে সূচ ফোটানোর মত, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, কানের পিছন দিকে বেদনা, কানে গানের মত শব্দ শোনা, কান যেন

বন্ধ হয়ে গেছে এরূপ বোধ ; কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রবণশক্তি খুব তীব্র হয়ে পড়ে ; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রবণ-শক্তি কমে যেতেও দেখা যায়।

শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে কপাল এবং নাকের গোড়ায় বেদনা ও সেই সঙ্গে আঠালো শ্লেষ্মা বেরোতে দেখা যায়। কোরাইজা খোলা হাওয়ায় খুব বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে কাশি থাকে ; নাক থেকে তরল শ্লেষ্মা বেরোতে পারে, কখনও কখনও শুকনো অবস্থাও থাকে আবার তরল শ্লেষ্মা ও শুকনো অবস্থা একের পর অন্যটি পর্যায়ক্রমেও দেখা দেয়। প্রচুর পরিমাণে শুকনো মামড়ী ও রক্তজড়ানো মামড়ী পড়ে, শক্ত নীলচে রঙের দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা বেরোতে পারে ; আবার শ্লেষ্মা বন্ধ হয়ে বা দমিত হয়ে থাকতেও দেখা যায়। কখনো ঘন, হলদে ও আঠালো শ্লেষ্মা বেরোয় আবার কখনও জলের মত পাতলা শ্লেষ্মা বেরোতে দেখা যায়। নাকের ভিতরে শুষ্কতা, মামড়ী বার করে ফেলার পরে নাক থেকে রক্তপাত হয় এবং সেই রক্ত উজ্জ্বল লাল হয়ে থাকে। রাত্রিতে ডানদিকের নাসাপথ বন্ধ হয়ে থাকে, সকালে ঘুম ভাঙ্গা অবস্থাতেও সেই রকম থাকতে দেখা যেতে পারে। নাকের মিউকাস মেমব্রেন পুরু হয়ে পড়ায় নাক দিয়ে শ্বাসক্রিয়া চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। নাক থেকে ওজনা বা পুঁজের মত স্রাব বেরোয়। নাক লাল হয়ে থাকে। নাকে, নাকের উপরের অংশে বেদনা ; নাকের গোড়ায় জ্বালা ও চেপে ধরার মত বোধ ও দগ্‌দগে ভাব দেখা যায়। প্রথমে ঘ্রাণশক্তি খুব তীব্র থাকে পরে সেটা একেবারেই চলে যায়। বার বার তীব্র ধরনের হাঁচি হতে দেখা যায়।

ঠোঁটের কোণায় ফাটা ফাটা ও শক্তভাব সৃষ্টি হয়। মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা, চোখের চারপাশে নীলচে দাগ, মুখমণ্ডলে ফেকাশে, মাটি রঙের, লাল, হলুদ দাগ ; লিভার স্পট্ থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল চুপসে যায় ; মুখমণ্ডল, কপাল, ঠোঁট, মুখের চারপাশে, নাকে নানা ধরনের উদ্ভেদ, বয়ঃব্রণ, ঠোঁটে হারপিস, ফুস্কুড়ি, পাতলা রসপূর্ণ ফোস্কা সৃষ্টি হয়। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত থাকে ও চুলকানিবোধ দেখা দেয়, ফুলে গেছে বলে বোধ হতে থাকে। চোয়াল নাড়াচাড়া করলে মুখমণ্ডলে বেদনা বোধ হয় ; চিবানোর কাজে যুক্ত মাংসপেশীতে শক্ত ও আড়ষ্টভাব, মুখমণ্ডলের মাংসপেশীতে মৃদু কম্পন,প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি, ঠোঁটে ক্ষত প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মুখের ভিতরে অ্যাপথি, মাঢ়ী রক্তস্রাবী হওয়া, জিহ্বা ফাটা ফাটা ও কুঞ্চিত বা ভাঁজ ভাঁজ রেখায় আবৃত থাকা, জিহ্বার বিবর্ণতা, মুখ ও জিহ্বা লাল হয়ে পড়া. জিহ্বা সাদাটে হওয়া বা হলদেটে হওয়া, মুখ ও জিহ্বা শুকনো, জিহ্বা থলথলে হয়ে পড়া ইত্যাদি দেখা যায়। জিহ্বা ও মুখের ভিতরে প্রদাহ ও খুব বেশী লালা ঝরা ; লালা আঠালো বা চট্‌চটে থাকা, কথা বলতে গেলে তোতলানো ; সকালের দিকে মুখের স্বাদ বিকৃত, তেতো, লবণাক্ত, টক, মিষ্টি বা ধাতব লাগে, মুখ ও জিহ্বায় ক্ষত, জলপূর্ণ ফোস্কা হয় ও জ্বালা করে। দাঁত আলগা হয়ে যায়, রাত্রিতে দাঁতে ব্যথা ও পালসেশন বোধ, উষ্ণতায় দাঁতের যন্ত্রণা কমে যাওয়া,

ঝাকুনি লালা, ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা হওয়া প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যেতে পারে।

চোকিং বা শ্বাসবন্ধ হবার মত অবস্থা, ঈসোফেগাস বা অন্ননালীতে সংকোচনবোধ, গলায় শুষ্কতাবোধ সকালের দিকে এবং ঠাণ্ডার পরে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। গলার ভিতরে লাল, চক্‌চকে, বেগুনী লাল দেখায়, রোগী বার বার গলা খাঁকারী দিয়ে সাদাটে শেলষ্মা তোলে, খোলা হাওয়ায় এই অবস্থা আরও বেড়ে যায়। গলায় প্রদাহ, গাঢ় লাল রঙের উপরে হলদেটে শেলষ্মা জমে। গলার ভিতরে একটা দলা বা লাম্পের মত বোধসহ ধূসর রঙের রসক্ষরণ বা প্রলেপ পড়তে দেখা যায়, এই ওষুধে ডিপথেরিয়া সারানো গেছে বলেও জানা যায়। শক্ত, আঠালো,, ধূসর, হলদে অথবা সাদাটে শেলষ্মা নাক টানার ফলে নাকের পিছনের অংশ থেকে উঠে আসে। ঢোক গিলতে গেলে গলায় বেদনাবোধ, কেবল মাত্র শূন্য ঢোক গিলতে গেলেই বেদনাবোধ থাকে, খাদ্য বা পানীয় গেলার সময় বেদনাবোধ থাকে না। গলায় জ্বালাবোধ, টন্‌টন্‌ করা, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হয়। গলার ভিতরে অমসৃণ ভাব, গলা খাঁকারি দেবার প্রবণতা থাকে। ফ্যারিংক্স অংশে স্ফীতি, আলজিহবা এবং টনসিলেও স্ফীতি দেখা দেয়, ঈডিমার মত ফুলে থাকে; জলপূর্ণ থলের মত আলজিহবা ঝুলে থাকে। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের কাছে সংকোচনবোধ, ঘাড় ও গলার দুইধারে শক্ত বা আড়ষ্টভাব দেখা দেয়।

ক্ষুধাবোধ খুব বেড়ে যায়; কখনো রাক্ষুসে খিদে আবার কখনো খিদে একেবারেই থাকে না; চর্বি, মাংস, সিগার বা ধূমপান প্রভৃতিতে বিরূপতা এবং পাকস্থলীতে সংকোচনবোধ হয়। রোগী বীয়ার, রুটি, শীতল পানীয়, মিষ্টি দ্রব্য পছন্দ করে। পাকস্থলীর গোলযোগ দুধপানে বেশী হয়। পাকস্থলী ফুলে ওঠে কিন্তু একটা শূন্যতাবোধ দেখা দেয়; বিকালের দিকে, খাবার পরে ঢেকুর ওঠে, শূন্য উদ্গার, উদ্গারে ভুক্তদ্রব্যের স্বাদ, খাবার পরে টক স্বাদযুক্ত ঢেকুর ওঠা, গলায় টক জল ওঠা; খাদ্য গ্রহণের পরে পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ, গলা জ্বালা করা; খাবার পরে পেটে ভারীবোধ ও উত্তাপের ঝলকানিবোধ হয়। খাবার পরে হিক্কা ওঠা, বদহজম হওয়া, খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা, খাবার পরে অনবরত গা গুলিয়ে ওঠা, কাশির সঙ্গেও গা-বমিভাব থাকে। শীতল পানীয় গ্রহণের পরে, মাথাধারার সঙ্গে এবং ঋতুস্রাব কালে গা-বমিভাব দেখা দেয়। পাকস্থলীতে বেদনা—খাদ্য গ্রহণের পরে উষ্ণ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের ফলে জ্বালাবোধ, খিঁচ্‌ধরা, কেটে দেবার মত, দাঁত দিয়ে চিবানোর মত, চেপে ধরা ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথাবোধ হতে দেখা যায়, পাকস্থলীতে পালসেশন বা টিপ্‌টিপ্‌ করা অনুভূতি, কাশির সঙ্গে গলা থেকে শেলষ্মা তুলে ফেলতে গেলে ওয়াক্‌ ওঠা, পেটে বা পাকস্থলীতে যেন তলিয়ে যাবার মত অনুভূতি, যেন একটা পাথর রয়েছে এরূপ অনুভূতি হতে দেখা যায়। সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে পিপাসাবোধ থাকে; প্রবল তৃষ্ণা যেন কিছুতেই মিটতে চায় না. ঘন ঘন কিন্তু প্রতিবারেই অল্প পরিমাণে পান করে থাকে। কখনো কখনো তৃষ্ণাহীনতাও দেখা

দেয়। কাশতে গেলে, খাবার পরে বমি হয়, পিত্ত বমি ; তেতো স্বাদের, রক্তবমি, শ্লেষ্মা, টক, জলের মত বমি হতে পারে।

খাবার পরে পেট ফুলে ওঠা ; ফ্লাটুলেন্স, পূর্ণতাবোধ, গড়গড় শব্দ ও শক্তভাব থাকে। পেটে ভারী বোধ ; লিভার, প্লীহা প্রভৃতিতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। লিভারের গোলযোগ ; রাত্রিতে, খাবার পরে, বায়ু জমে থাকায়, ডায়রিয়া শুরু হবার আগে, মলত্যাগের পূর্বে পেটে বেদনা দেখা দেয় ; ঐ বেদনা মলত্যাগ ও বায়ুনিঃসরণের পরে কমে যায়। হাইপোকণ্ড্রিয়া, নাভী, তলপেট প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে খিঁচধরা, সূচ ফোটানো, টেনে ধরার মত ব্যথাবোধ মলত্যাগ ও বায়ুনিঃসরণের পরে কমে যেতে দেখা যায়। ইঙ্গুইনাল অংশে, প্লীহায়ও বেদনা হতে পারে। পেটে স্নায়বিক দুর্বলতাবোধ, ডায়রিয়া দেখা দেবার মত পেটে গুড়গুড় শব্দ হতে শোনা যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ডায়রিয়া একটির পর অপরটি দেখা দিতে পারে। সকালে, সন্ধ্যায়, দিনে বা রাত্রিতে যে কোন সময় ডায়রিয়া দেখা দেয়, রোগী বিছানা ছেড়ে মলত্যাগের জন্য ছুটতে বাধ্য হয়। দিনের বেলা কোনভাবে দেহে ঠাণ্ডা লাগলে, ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের পরেও পাতলা মলত্যাগ করা ; খাদ্যগ্রহণের পরে, ঋতুস্রাব কালে, দুধ পান করলে, শাক-সব্জি খাবার জন্য ডায়রিয়া বেশী হয় ; রক্তমিশ্রিত, প্রচুর, বার বার, আম-জড়ানো, বেদনাহীন, পাতলা, কম পরিমাণে ও হলদে মলত্যাগ করতে দেখা যায়। মলদ্বার হেজে যায়। প্রচুর পরিমাণে, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়। মলদ্বারে চুলকানিবোধ থাকে। মলত্যাগের সময় ও পরে পেটে বেদনা ও জ্বালাবোধ থাকতে দেখা যায় ; মলত্যাগের ইচ্ছা, কোষ্ঠ পরিষ্কার হল না বলে বোধ, মলত্যাগের পরও থেকে যায়।

মূত্রথলীতে টনটন্ করা ব্যথা প্রস্রাব ত্যাগের পরে কমে যায় রাত্রিতে বার বার, কিছুক্ষণ বাদে বাদেই মূত্রত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেয়। রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে অসাড়ে মূত্রত্যাগ হয়ে যায়, প্রস্রাব সবটা বেরোয়নি বলে বোধ হতে থাকে। কিডনীতে জ্বালা ও কামড়ানো ব্যথা হয়। প্রস্রাব করার সময় ইউরেথ্রাতে জ্বালা দেখা দেয়। প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকে ও কাঁচে হালকা রঙের, জলের মত পরিষ্কার, দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব রাত্রিতে বেশী হতে দেখা যায় ; প্রস্রাবে মিউকাস এবং ফসফেটও থাকে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কমে যায়—১০১০-এ, তারপর নিচে নামতে দেখা যায়।

সকালের দিকে লিঙ্গোদগম হয় ; গ্ল্যানস্ পেনিসে, প্রিপিউস এবং অণ্ডকোষে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। পেনিস, স্ক্রোটাম ও যৌনাঙ্গের অন্যান্য অংশে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, স্ফীতি, বাম টেস্টিসে টনটনে ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মহিলাদের কামপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, প্রচুর পরিমাণে, দুর্গন্ধ, ঘন হলদেটে লিউকোরিয়া বা সাদাস্রাব হয়। ঋতুস্রাব প্রচুর পরিমাণে, সময়ের অনেক আগে হতে

দেখা যায় ; আবার কম পরিমাণে বা স্রাব আটকে থাকতেও দেখা যায়। জরায়ুতে বেদনা থাকে।

ল্যারিংক্স-এ শুষ্কতা ও সংকোচন বোধ, গলা খাঁকারি দিলে কালচে শ্লেট রঙের শ্লেষ্মা ল্যারিংক্স থেকে উঠে আসে। শ্লেষ্মা গলা থেকে তুলতে বেশ কষ্ট হয়, ল্যারিংক্স-এ জ্বালা, টন্‌টন্‌ করা ব্যথা ও রুক্ষ্মতা দেখা দেয়। ধুলো, ধোঁয়া, এবং শীতল হাওয়ায় ল্যারিংক্সের উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। স্বর কর্কশ, দুর্বল, এমন কি বিনষ্ট থাকতেও দেখা যেতে পারে। কোরাইজার সঙ্গে স্বর কর্কশ হয়ে পড়তে দেখা যায়। শ্বাসক্রিয়া দ্রুত ও গভীর, ধুলোতে খনি কর্মীদের হাঁপানি, উপরের দিকে উঠতে গেলে শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা যায়।

কাশি প্রধানত রাত্রিতে বেশী হয়, তবে সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা সব সময়ই কাশি হতে পারে। গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণে, পরিশ্রমে, বিরক্তিকর শুকনো কাশি দেখা দেয়। ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে সুড়সুড় করে কাশি আসে, তীব্র ধরনের, অবসাদকর, স্প্যাজমোডিক ধরনের কাশি উষ্ণ ঘরে থাকলে বেশী হতে দেখা যায়। সকালে ও সন্ধ্যায় রক্তমেশানো শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধযুক্ত গয়ের ওঠে, গয়েরে তেতো, পচাটে স্বাদ থাকে এবং অনেক সময় গয়ের ঘন, চট্‌চটে ও হলদে হতেও দেখা যায়।

বুকের মধ্যে ও ফুসফুসে সংকোচনবোধ ও উদ্বেগ দেখা দেয়। বুকে ফুস্কুড়ি, উদ্ভেদ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। বুকে পূর্ণতাবোধ থাকে, ফুসফুস থেকে রক্তপাত হতেও দেখা যায়। কয়লায় ধুলো থেকে খনিকর্মীদের নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি হতে পারে। সকালে ব্রঙ্কিয়ালে টিউবে ইরিটেশনবোধ, পরিশ্রমে ও গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণে বুকে চাপবোধ, হার্টেও চাপবোধ হয়। কাশতে গেলে বুকে ও হার্টে বেদনা, জ্বালাবোধ, দগ্‌দগেবোধ, টন্‌টন্‌ করা ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা হয়, হার্টের প্যালপিটেশন, রাত্রিতে উদ্বেগবোধ, পরিশ্রমে ও উঁচুতে উঠতে গেলে বেশী হয়। রোগীর মনে হয় যেন সে ধোঁয়া শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়েছে।

রাত্রিতে পিঠে শীতলতাবোধ, সারভাইক্যাল অঞ্চলে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, হাঁটা-চলা করলে বেশী হয়। দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে বেদনা, দেহ নিচের দিকে ঝোঁকালে ও শ্বাসক্রিয়ার সময় এবং লাম্বার অঞ্চলের বেদনা হাঁটা-চলা করলে এবং নিচের দিকে ঝুঁকলে বেশী হতে দেখা যায়। সারভাইক্যাল অংশে শক্ত বা আড়ষ্ট ভাব, ও পিঠে দুর্বলতাবোধ হতে পারে।

হাত ও পায়ে জড়তা, হাত-পা শীতল থাকা, কাফ্‌-এ খিঁচ্‌ধরা ব্যথা, পায়ের তলাতেও ক্র্যাম্প হতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের দিকে নানা ধরনের উদ্ভেদ, পাতলা ও সাদাটে খোসা ওঠা, ফোস্কা, ঊরুতে হেজে যাওয়া, দেহের বিভিন্ন অংশ-সহ হাত ও পায়ে কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ বা ফ্যামিকেশন, হাত-পায়ে, বিশেষত নিম্নাঙ্গে অসাড় ও দুর্বলতাবোধ, জয়েন্টে বেদনা, হাত-পায়ে জ্বরের শীত অবস্থায় বেদনা, নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা দেখা দেয় ; বাত ও গেঁটেবাতজনিত বেদনা, ডান বাহুতে বাতের বেদনা, কাঁধ, কনুই প্রভৃতিতেও বাতের বেদনা, হাতের আঙুলে বেদনা

দেখা দেয়। পায়ের দিকে বেদনা, সায়াটিকার বেদনা, হাঁটা-চলা করলে বেশী হয়। হাত ও পায়ের দিকে ঘাম হওয়া, পালসেশন, অস্থিরতা, আড়ষ্টতা, ড্রপসির মত ফোলা, দুর্বলতা ও মৃদু কম্পন প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

গভীর নিদ্রা, উদ্বেগজনক, ভীতিকর, খুন-জখম প্রভৃতি দুঃস্বপ্ন আবার কখনো কখনো আনন্দদায়ক, প্রেমপ্রীতি বিষয়ক স্বপ্ন দেখা, বিকেলে নিদ্রালুতা মধ্য রাত্রির পূর্বে ও পরে অনিদ্রা, ভোরের দিকে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সকালে, দুপুরের আগে ও সন্ধ্যায় শীতভাব; ঠাণ্ডা হাওয়ায়, রাত্রিতে বিছানায় শুলে শীতলতাবোধ ও শীতকাতরতা দেখা দেয়, শীতে কাঁপুনি দেখা দেয়। শেষ রাত্রে ২টায় এবং দুপুরের পরে ১টা-২টা নাগাদ শীতভাব দেখা দেয়, উষ্ণ ঘরে থাকলে শীতভাব কমে যায়।

রাত্রিতে শুষ্ক উত্তাপ, উত্তাপের ঝলকানিসহ জ্বর আসে, ঘাম হয় না। সকালে ও রাত্রিতে উদ্বেগ থাকে, ঠাণ্ডায়, কাশলে, সামান্য পরিশ্রমে ও জ্বরের পরে ঘাম দেখা দিতে পারে, ঘাম হবার সময় রোগী দেহের আচ্ছাদন সরিয়ে দিতে চায় না।

ত্বকে জ্বালাবোধ, ত্বক শীতল থাকা, ত্বকের খোসা ওঠা অবস্থা থাকতে দেখা যায়। ত্বকে লিভারজনিত দাগ, লালচে দাগ, ত্বক হলদে হয়ে পড়া, ত্বক শুকনো থাকে, ত্বকে ফোস্কা, ফোড়া, হারপিস, ফুস্কুড়ি, পাতলা সাদাটে মামড়ী বা খোসা ওঠা, উষ্ণতায় চুলকানিবোধ, পেকে ওঠা ছোট ছোট দানা বা টিউবারকুলস্, আমবাত, নডিউল, ফোস্কাসহ ইরিসিপেলাস ও স্ফীতি, চুলকালে ফোলা ও ব্যথা বৃদ্ধি পাওয়া; ত্বকে চুলকানি ও ছোট ছোট পোকা হেঁটে যাবার মত সুড় সুড় করা; ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে সেখানে জ্বালা, গভীর ক্ষত থেকে হলদেটে পুঁজ পড়া, ক্ষত বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়া, ক্ষততে হুল বেঁধানোর মত ব্যথা ইত্যাদি থাকতে দেখা যায়।

নেট্রাম কার্বোনিকাম
(Natrum Carbonicum)

এই ওষুধটি হ্যানিম্যান, হেরিঙ এবং অন্যান্যদের দ্বারা প্রুভিং করা হয়েছে, যে সব লোক পেটে গ্যাস ও অ্যাসিড হবার জন্য কার্বোনেট অব সোডা খেতে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে এই ওষুধটির প্রুভিংজাত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ ধরনের অনেক লোকের মধ্যেই আমি নেট্রামের লক্ষণ দেখতে পেয়েছি।

পুরানো ডিসপেপসিয়ার রোগী, যারা অনবরত ঢেকুর তোলে ও যাদের পাকস্থলী টকে থাকে এবং যারা বাতে আক্রান্ত হয়; কুড়ি বছর পরে তারা হয়ত কুঁজো হয়ে হাঁটবে; ফেকাশে, ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল, শীতকাতর, সামান্য ঝড়ো হাওয়াতেও তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে, দেহে বেশী করে কাপড়-জামা দিয়ে ঢেকে রাখে, বেশী শীত বা বেশী উত্তাপ কোনটাই তাদের সহ্য হয় না, মৃদু বা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় তারা অপেক্ষাকৃত ভাবে ভাল থাকে। আবহাওয়ার পরিবর্তনে তাদের

হজমের গোলমাল, বাত ও গেঁটে-বাতের উপসর্গ প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। সামান্য শব্দ, দরজা বন্ধ করার শব্দে ও তাদের দেহে কাঁপুনি দেখা দেয়, স্নায়বিক উত্তেজনা, প্যালপিটেশন, ও খুববেশী অবসাদ দেখা দেয়; দেহে ও মনের সামান্য পরিশ্রমেই স্নায়বিক দুর্বলতা ও দেহে কাঁপুনি সৃষ্টি হয়। এমনকি কাগজের খস্‌খস্‌ শব্দেও তাদের প্যালপিটেশন, খিট্‌খিটেভাব ও মানসিক বিষাদ ও দুর্বলতা দেখা দেয়। পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে সে যেন দূরে সরে যায়। সমাজ ও সমগ্র মানব জাতির প্রতিই সে বিরূপ হয়ে পড়ে, অপরের সঙ্গে নিজের অনেকটা প্রভেদবোধ করে। বিশেষ বিশেষ লোকের প্রতি সে বেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। গান-বাজনায় তার মধ্যে আত্মহত্যা করা প্রবৃত্তি জেগে ওঠে; সে বিষাদগ্রস্ত, ক্রন্দনশীল, ও কম্পমান হয়ে পড়ে। পীয়ানো বাজাতে গিয়ে রোগিণী এত বেশী দুর্বল ও অবসাদ বোধ করে যে শয্যায় শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়; গান-বাজনার শব্দে সে খুববেশী কাতর হয়ে পড়ে, তার বিষাদগ্রস্ত অবস্থা আরও বেড়ে যায় এবং ধর্মবিষয়ক উন্মাদনা দেখা দেয়। সব সোডিয়ামের ক্ষেত্রেই এইরূপ লক্ষণ থাকে, তবে নেট্রাম কার্বে ঐরূপ লক্ষণ বেশী থাকতে দেখা যায়। দরজা বন্ধ করার শব্দ, পিস্তলের গুলির শব্দ প্রভৃতিতে রোগীর মাথা ধরে যায়। এবং তার বেশীর ভাগ উপসর্গই গান-বাজনায় বৃদ্ধি পায়।

এইসব রোগী যত বেশী সোডা খায়, তত বেশী তারা গ্যাস বা ফ্লাটুলেন্সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তারা কুঁজো হয়ে যায় বা তাদের কাঁধ ঝুঁকে পড়ে, হজমের গোলমাল দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দুধ একেবারেই হজম হয় না; দুধ খেলেই তাদের ডায়রিয়া দেখা দেয়, মলে অজীর্ণ অবস্থায় ভুক্তদ্রব্য বেরিয়ে আসে; শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ও তাদের পেটে ফ্লাটুলেন্স ও পাতলা মল সৃষ্টি করে। দেহ বেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়া অবস্থায় শীতল পানীয় বা ঠাণ্ডা জল পানের ফলে নানা উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

প্রস্রাব ঘোড়ার প্রস্রাবের মত তীব্র ঝাঁঝালো দুর্গন্ধযুক্ত হয়, নিরামিষ খাদ্য ও দুধ খাবার ফলে এরূপ হয়। প্রস্রাবের দুর্গন্ধ **নাইট্রিক অ্যাসিডের** মত ততটা তীব্র না হলেও অনেকটা সাদৃশ্য থাকে।

নেট্রাম কার্বে আঙুলের জোড়গুলি ও আঙুলের ডগায়, পায়ের আঙুলে জল-পূর্ণ ফোস্কার মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে সেগুলি ফেটে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের আঙুল এবং আঙুলের জোড় অংশে ক্ষত ও উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে **বোরাক্স, সিপিয়া, আর্সেনিকাম** এবং নেট্রামকার্বে দেখা যায়।

দেহের বিভিন্ন অংশে প্যাচের আকারে বা গোলাকৃতি ভাবে ফোস্কার মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া, হার্পিসের মত উদ্ভেদ, জোনা, ঠোঁটে হার্পিস, হার্পিস প্রিপিউটিয়া-লিসের উদ্ভেদ পশ্চাদ্দেশে, উরুতে, পিঠ প্রভৃতি অংশে একটি মুদ্রার টাকা বা ডলারের মত আকৃতি বিশিষ্ট হতে দেখা যায়। গায়ে ছোট ছোট ফোস্কা সাদাটে রসপূর্ণ থাকতে এবং তাতে জ্বালা, চুলকানি ও বেদনাবোধ থাকে, চুলকালে বেদনা ও চুলকানি

বোধ কমে যায়। উদ্ভেদ চলে গিয়ে সেখানে একটা মামড়ী পড়ে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে থেকে যেতে দেখা যায়। রক্ত চলাচল দুর্বল থাকে, আহত স্থান পেকে যায়। ত্বক ও পায়ের পাতায় জ্বালাবোধ হয়। ত্বকে মামড়ী পড়া, উদ্ভেদে জলপূর্ণ ফোস্কা না হতেও দেখা যায়, তবে নেট্রাম কার্ব এবং নেট্রাম মিউরে জলপূর্ণ ফোস্কাই বেশী হতে দেখা যায়। উদ্ভেদে কামড়ানো, কট্‌কট্ করা, সুড় সুড় করা, চুলকানিবোধ, স্থানপরিবর্তন করে দেখা দেওয়া উদ্ভেদের সঙ্গে ত্বক শীতল ও ঘামে ভেজা থাকতে দেখা যায়।

স্নায়বিক অবসাদ, দৈহিক অবসাদ, দেহ ও মনের দুর্বলতা দেখা দেয়। হিসাব-রক্ষকদের পক্ষে যোগ-বিয়োগের কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন কিছু পড়তে গেলে, আগের পাতায় পড়া বিষয়ও মনে থাকে না। কোন একটি বাক্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাও মনে থাকে না। যা কিছু পড়ে সবই ভুলে যায়। পড়ার পরে মানসিক বিভ্রম সৃষ্টি হওয়ায় যে কোন মানসিক পরিশ্রম করাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কাজ-কর্মের চাপে মনে অবসাদ ও বিভ্রম সৃষ্টি হবার ফলে তাদের মধ্যে মস্তিষ্কের ক্লান্তিবোধ বা ব্রেইনফ্যাগ দেখা দেয়।

উত্তাপে, বিশেষত অত্যধিক সূর্যতাপে রোগী খুববেশী সংবেদনশীল থাকে। রৌদ্রের মধ্যে কোথাও যেতে হলে সে ছাতা ছাড়া বেরোতে পারে না। ছায়াচ্ছন্ন বা অন্ধকার ও শীতল স্থান খুঁজে পেতে চায়। 'সানস্ট্রোকে' ওষুধটি কার্যকরী হয়। এই ওষুধের রোগী উত্তাপ ও শীতলতা উভয়েই সংবেদনশীল থাকে বটে, তবে তার উপসর্গ বিশেষভাবে সূর্যের তাপে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, মাথার উপসর্গ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পায় না। দেহের অন্যান্য উপসর্গ ঠাণ্ডায় এবং শীতকালে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, তার দেহ এত শীতল থাকে মনে হয় যেন তার দেহে রক্তই নেই. তার হাত-পা খুববেশী ঠাণ্ডা, যেন বরফের মত হয়ে থাকে এবং সেগুলি কিছুতেই উষ্ণ করে তোলা যায় না। রোগীর দেহ এবং হাত-পায়ে শীতকালে বেশী উপসর্গ এবং মাথায় গ্রীষ্মকালে বেশী উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

বেদনায় রোগীর দেহে উদ্বেগযুক্ত কাঁপুনি ও ঘাম দেখা দেয়। তার সব ধরনের অনুভূতিতে গোলযোগ, আলোতে সে খুববেশী সংবেদনশীল থাকে, চোখে উজ্জ্বল আলো সহ্য হয় না, বেদনা দেখা দেয়।

শ্রবণশক্তিতে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা, সামান্য গোলমাল বা হৈচৈ-এর শব্দে ও তার মনে হয় যেন বজ্রপাতের মত শব্দ হচ্ছে; কাগজের সামান্য খড়্ খড়্ শব্দে তার মনে হয় যেন কোনো ঝর্ণার জল খুব জোরে আছড়ে পড়ার মত শব্দ সে শুনতে পায়।

মুখের স্বাদ বিকৃত হয়। যে সব খাদ্য সাধারণভাবে ভাল লাগার কথা, তাতে সে বেদনাবোধ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাদ বোধটাই চলে যায়।

ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট হয়ে পড়ে। হে ফিভার, শ্লেষ্মাজনিত জ্বর প্রভৃতিতে প্রচুর ঘন, হলদে, থক্‌থকে স্রাব চোখ, নাক অথবা ভ্যাজাইনা থেকে পড়তে দেখা যায়।

ফোস্কায় পাতলা, সাদাটে রসে পূর্ণ থাকতে দেখা যায়, কিন্তু পূঁজযুক্ত ফোস্কা ফেটে গেলে ঘন, হলদে পূঁজের মত স্রাব পড়তে দেখা যাবে। লিউকোরিয়াতে ঘন, হলদে, দড়ির মত লম্বাটে স্রাব, গনোরিয়াতেও অনুরূপ স্রাব নির্গত হয় এবং তার ফলে প্রস্রাব ত্যাগের সময় ইউরেথ্রাতে ঘন ও হলদেটে স্রাবে পথরোধ হতে দেখা যায়।

ওটালজিয়া বা কানে স্নায়বিক বেদনায় তীক্ষ্ম, ধারালো কিছু বিঁধিয়ে দেবার মত বেদনা হয় এবং এই ওষুধটির উপযোগী মানসিক অবস্থা, শীতকাতরতা এবং অন্যান্য লক্ষণ থাকলে ওষুধটি ওটালজিয়াতে কার্যকরী হবে।

স্রাবগুলি সাধারণভাবে দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। কোরাইজাতে খুব কষ্ট দেয়; প্রায় সবসময়ই রোগীর মাথায় ঠাণ্ডা লেগে যায়, অল্প সময়ের জন্য নাক থেকে পাতলা জলের মত সর্দি পড়ার পরে সেটা ঘন ও হলুদ রঙের হয়ে পড়তে দেখা যায়। ক্ষত হলে পুরু মামড়ী পড়ে, শুকনো, হলদেটে মামড়ী তুলে ফেললে বেদনা ও রক্তপাত হয়। রোগী মুখ হাঁ করে ঘুমায়। প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগায় তার শ্লেষ্মা-জনিত উপসর্গ আরও বেড়ে যায়, তার নাকের হাড় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, নাক থেকে দুর্গন্ধ স্রাব পড়ে, প্রায় সবসময়ই মাথাধরা থাকে, চোখের উপরে, নাকের গোড়ায়, কপালে বেদনাবোধ হয়। রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা আবহাওয়ার পরিবর্তনে, ঠাণ্ডা ঘরে, স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, ঝড়ের সময় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। খুব দুর্গন্ধযুক্ত ওজিনা, নাকের মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত ও বিনষ্ট হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডল ফেকাশে, চোখের চারধারে নীলচে দাগ, কপালে ফোলাভাব ও হলদেটে দাগ থাকতে দেখা যেতে পারে, সাধারণভাবে রোগীর দেহে, হাত-পায়ে ফোলাভাব এবং আঙ্গুল দেবে যেতে দেখা যায়। হার্ট ও কিডনীর গোলযোগ থেকে ড্রপসি দেখা দেয়, পুরানো ম্যালেরিয়ার রোগীর মাংসপেশী ময়দার তালের মত নরম ও প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকতে দেখা যায়।

দেহের বিভিন্ন অংশের গ্ল্যাণ্ড, বগলের, ইঙ্গুইন্যাল, পেটের, স্যালিভারী প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি ও শক্তভাব সৃষ্টি হয়। প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে ও টনসিলে দীর্ঘস্থায়ী ও একটু একটু করে সৃষ্টি হওয়া ক্রনিক প্রদাহ দেখা দেয়।

মুখের ভিতরে ক্ষত, সোরমাউথ, থ্রাস, ছোট ছোট সাদাটে অ্যাপথি শীর্ণ ও নার্ভাস ধরনের শিশু যারা দুধ একেবারেই সহ্য করতে পারে না, দুধ খেলেই যাদের ডায়রিয়া দেখা দেয়, বিভিন্ন খাদ্যশস্যযুক্ত খাবার খেয়েই যারা ভাল থাকে, যে সব শিশু ঘুমের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে, চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, উঠে বসে তার মাকে জড়িয়ে ধরে, সেইসব নার্ভাস, শীতল ও বোরাক্সের মত অল্পেতেই যে সব শিশু চমকে ওঠে, সাধারণভাবে নেট্রামের শিশুকেও সেই রকমের হতে দেখা যায়।

গলা ও নাকের পিছনের অংশে ঘন, হলদে শ্লেষ্মা জমে থাকে, নেট্রাম মিউরের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সাদা শ্লেষ্মা মুখ ভর্তি করে তুলে ফেলতে দেখা যায়।

নেট্রাম কার্বের রোগী খাদ্যগ্রহণের পরে ভাল বোধ করে ; খাবার পরে তার শীতভাব কেটে যায়; বেদনা কম হয় ; পেটে শূন্যতাবোধ ও বেদনায় রোগী কিছু না কিছু খেতে বাধ্য হয়। ভোর ৫টা এবং রাত ১১টা নাগাদ রোগী ক্ষুধাবোধ করে ; নেট্রাম কার্বে ভোর ৫টাই উপসর্গ বৃদ্ধির উৎকৃষ্ট সময়। ঐ সময়ে রোগী খিদের জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে কিছু খেতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার পেটের ব্যথাও কমে যায় ; মাথাধরা প্যালপিটেশন, শীতভাব সবই খাদ্যগ্রহণের পরে কমে যায় (**ইগনেসিয়া, সিপিয়া, সালফার**)।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের স্নায়বিক ক্ষুধাবোধ, রাত্রিতে যারা উঠে পড়ে বিস্কুট বা অনুরূপ কিছু না খেলে ঘুমোতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে **সোরিনাম** প্রযোজ্য।

লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়ায় তীব্র ধরনের ঝিলিক দিয়ে যাওয়া ব্যথা খাবার পরে কমে যায়। খুববেশী যৌন উত্তেজনার পরিণতিতে পায়ের তলায় অসাড়তা. লিঙ্গোদ্গম ও প্রবল যৌনেচ্ছা বা প্রিয়াপিজাম্, উরুতে অত্যধিক অনুভূতি প্রবণতা মেরুদণ্ডে খুববেশী সংবেদনশীলতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। রেতঃস্খলন. সঙ্গম পূর্ণতা পাওয়ার আগেই বীর্যপাত হয়ে যেতে দেখা যায়।

বিকেলের দিকে প্রবল তৃষ্ণাবোধ, জ্বরের শীতাবস্থা ও উত্তাপের মাঝে পিপাসা, রাত্রিতে খাবার কয়েকঘণ্টা পরে ঠাণ্ডা জল খাবার ইচ্ছা হওয়া ও দুধের প্রতি খুববেশী বিতৃষ্ণা থাকতে দেখা যায়।

পেটে ফ্লাটুলেন্স ও খুববেশী গ্যাস জমে যাওয়া, ডায়রিয়াতে নরম. হলদে মলের সঙ্গে খুববেশী টেনেসমাস ও মলত্যাগের ইচ্ছা, দুধ পানের জন্য ডায়রিয়া দেখা দেয়। খুব কষ্টকর কোষ্ঠবদ্ধতায় মল কঠিন, কালচে, মসৃণ ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়ে থাকে। মলত্যাগের জন্য খুব বেগ বা চাপ সৃষ্টি করতে হয়, মল নিচের দিকে নামার ক্ষমতাও যেন থাকে না। সব নেট্রামেই মলত্যাগর ইচ্ছা চলে যেতে দেখা যায়।

প্রস্রাব ত্যাগ ও কষ্টকর মলত্যাগের পরে প্রস্টেট থেকে স্রাব বা প্রস্টেটোরিয়া হতে দেখা যায়।

বন্ধ্যাত্ব , সন্তানধারণের ক্ষমতা না থাকা মহিলাদের ক্ষেত্রে পায়ের দিকে হাঁটু পর্যন্ত শীতল থাকা, হাতের কনুই পর্যন্তও শীতল থাকে. শীতকালে দেহ শীতল এবং গ্রীষ্মকালে মাথা উত্তপ্ত থাকে ; তারা সর্বদাই ক্লান্ত থাকে, ভ্যাজাইনায় স্ফিংক্টারে শৈথিল্য থাকায় সঙ্গমের সময় বীর্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাজাইনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। ভ্যাজাইনা থেকে রক্তের একটি দলা অথবা শ্লেষ্মা শব্দযুক্ত বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। নার্ভাস. রুগ্ণ, সহজে উত্তেজনাপ্রবণ, ডিসপেপসিয়াগ্রস্ত মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে অথবা অনেক বিলম্বে দেখা দেয়, নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা, ঝড়ো হাওয়া ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় সংবেদনশীলতা, মেরুদণ্ডে সংবেদনশীলতা, পায়ে অসাড়বোধ ; হলদে-সবুজ রঙের লিউকোরিয়া প্রচুর পরিমাণে হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

পক্ষাঘাতের মত অবস্থা, চোখের পাতায় টোসিস্ বা স্প্যাজম, ঢোক গিলতে কষ্টবোধ, ফ্যারিংক্সে পক্ষাঘাতের জন্য খাবার সময় অনেকটা জল খেয়ে তবেই খাদ্য গলা দিয়ে নামানো যায়, অন্ত্রে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতার জন্য মলত্যাগের জন্য চেষ্টা সত্ত্বেও সেটা নিচের দিকে নামতে চায় না ; মলটা ভেড়ার মলের মত হয় ; বাম পায়ের দিকে পক্ষাঘাতের সঙ্গে সেখানে সুড়সুড় করা অনুভূতি থাকে।

রাত্রিতে, বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে এবং উঁচুতে উঠতে গেলে প্যালপিটেশন সুরু হয়, নানা ধরনের স্পাইন্যাল বা মেরুদণ্ডের উপসর্গ ; গলগণ্ড, ঘাড় ও গলায় শক্তভাব, হাঁটা-চলা করার পরে পিঠে তীব্র বেদনা প্রভৃতি দেখা যায়। হাত-পায়ের দিকে বাতজনিত বেদনা, ঝাঁকুনি লাগার মত কাঁপুনি, হাঁটতে গেলে টলে টলে পড়া, শিশুদের অ্যাংকল্-এর দুর্বলতা ; পায়ে ভারীবোধ ; পা নাড়া চাড়া করলে হাঁটুর পিছনে বেদনা ও টেন্শন্বোধ, অল্পেতেই অ্যাঙ্কল্-এর স্থানচ্যুতি বা ডিসলোকেশন ঘটা ; পায়ের তলায় হাঁটা-চলা করতে গেলে জ্বালাবোধ ; গোড়ালীতে ফোস্কা হয়ে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া ; পায়ের পাতা বরফের মত শীতল থাকা ; পায়ে দুর্বলতাবোধ, হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ডগায় জলপূর্ণ ফোস্কা সৃষ্টি, ত্বকে নানা ধরনের দাগ ও গুটি সৃষ্টি হওয়া, ত্বক শুষ্ক ও ফাটা ফাটা থাকা এবং ত্বকে চুলকানি ও ছোট ছোট পোকা হেঁটে যাবার মত বোধ হতে দেখা যায়।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম
(Natrum Muriaticum)

আমাদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে লবণ এতই সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি পদার্থ যে তা থেকে যে কোন ওষুধ হতে পারে সেটা মনেই হয় না। যারা কেবলমাত্র টিসু বা তন্তু নিয়েই ব্যস্ত, এটা তাদেরই কথা। তবে একথা সত্য যে ক্রুড বা অশোধিত লবণ দেহের ধাতুগত কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে না।

লবণের সব লক্ষণসহ কোন ব্যক্তিকে দিন দিন রোগা বা শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে , সে খাদ্যের সঙ্গে বেশী পরিমাণে লবণ খায়, কিন্তু সেটা তার পরিপাক হয় না ; তার মলে লবণ পাওয়া যায়, কারণ ভুক্ত লবণ তার দেহের কোন কাজেই আসে না। নেট্রাম মিউরের অভাবজনিত দুর্বলতা বা ইনানিসন, লবণের অভাব-জনিত অবস্থা দেখা যায়। চুন (লাইম) বা ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। শিশুরা তাদের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে চুন বা ক্যালসিয়াম পেয়ে থাকে এবং সেই ক্যালসিয়াম ও লবণ যখন তার মধ্যেকার মানুষটির বদলে ঐ নির্দিষ্ট শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হয় সেটাই ভাল, কারণ তাতে শিশুটির অস্থিতে লবণের অভাব, নেট্রাম মিউরের অভাবজনিত দুর্বলতা চলে যাবে। রোগীর দেহে যে পরিমাণে লবণের প্রয়োজন সেটা আমরা আমাদের সামান্য মাত্রার ওষুধের মধ্যে দিয়ে সরবরাহ করতে পারি না, কিন্তু আমরা রোগীর দেহে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনে

তাকে সুস্থ করে তুলতে পারি এবং তখন তার দেহের টিস্যুগুলি খাদ্য থেকেই প্রয়োজনীয় লক্ষণ সংগ্রহে সক্ষম হয়। সব ড্রাগ বা ওষুধই প্রয়োজনীয় আকারে দিতে হয়। সেই জন্য যে পর্যন্ত গোপনীয় উৎসটিতে পৌঁছানো না যায় সে পর্যন্ত ক্রমশ ওষুধের শক্তি বৃদ্ধি করে যেতে হবে।

নেট্রাম মিউর একটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘস্থায়ী ওষুধ। এটি পোটেন-টাইজড বা শক্তি বৃদ্ধি করা অবস্থায় প্রয়োগ করলে দেহ ও মনে আশ্চর্যজনক ভাবে কার্যকরী হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সৃষ্টি করে থাকে।

রোগীর দিকে তাকালেই অনেক কিছু বোঝা যায় এবং তা থেকেই আমরা বলতে পারি একে নেট্রাম মিউরের রোগীর মতই দেখাচ্ছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা অনেক রোগীকে তার বাইরের চেহারা দেখেই সে কোন্ শ্রেণীভুক্ত সেটা বুঝতে পারেন। এই ওষুধের রোগীর ত্বক চক্‌চকে, ফেকাশে, মোমের মত দেখায় এবং মনে হয় যেন ত্বকে চর্বি মাখিয়ে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত ধরনের একটা অবসাদও থাকে। শীর্ণতা, দুর্বলতা, স্নায়বিক অবসাদ, স্নায়বিক উত্তেজনা দেখা যায়।

নানাধরনের মানসিক লক্ষণ ; দেহ ও মনের একটা হিস্টিরিয়ার মত অবস্থা ; হাসি ও কান্না পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া ; অপ্রয়োজনীয় স্থানেও অদম্য, দীর্ঘস্থায়ী এবং আক্ষেপযুক্ত হাসি দেখা দেয়। এর পরেই কান্না, খুববেশী বিষাদ, আনন্দহীনতা দেখা দেয়। যত আনন্দের ঘটনাই ঘটুক না কেন রোগিণী তাতে কোন আনন্দই পায় না। তার অনুভূতি যেন অসাড় হয়ে পড়ে, সামান্য কারণেই সে বিমর্ষ হয়। কোন কারণ না থাকলেও সে দুঃখবোধ করে। তার মনে পুরানো কোন দুঃখজনক ঘটনার কথা জেগে ওঠে এবং তার জন্য সে দুঃখবোধ করতে থাকে। সমবেদনা জানাতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে তার শোক, অশ্রুপূর্ণ অবস্থা বা কাতরতা বেড়ে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সে রেগেও যায়। তাকে সান্ত্বনা জানাতে গেলে সে পাগলের মত হয়ে পড়ে। এইরূপ বিষাদপূর্ণ অবস্থায় মাথাধরা দেখা দেয়। ক্রুদ্ধ অবস্থায় সে মেঝেতে পায়চারী করে চলে। সে খুববেশী ভুলোমনা থাকে, কিছুতেই হিসাবের খাতা ঠিক রাখতে পারে না, সে যা বলতে চায় তাও তার মনে থাকে না ; সে যা শোনে বা পড়ে তা তার মনে থাকে না। খুববেশী মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

ব্যর্থপ্রেম বা প্রেমে অতৃপ্তি থেকে উপসর্গ সৃষ্টি হয়। সে নিজের প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে আয়ত্তে রাখতে পারে না, বিবাহিত পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে ; এটা বোকামি জেনেও ঐ পুরুষটির কথা ভেবে সে রাত্রিতে জেগে কাটায় ; হয়ত সামান্য একজন সহিস বা কোচোয়ানের প্রেমে পড়ে যায়, এটা মোটেই বুদ্ধিমতীর মত কাজ নয় বুঝেও সে কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। এই ধরনের মানসিক অবস্থাকে নেট্রাম মিউর প্রয়োগে স্বাভাবিক পথে নিয়ে আসা যায় এবং তখন হয়ত রোগিণী ভেবে অবাকই হয় যে কি করে সে ঐরূপ বোকামি করতে যাচ্ছিল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েদের ক্ষেত্রেও ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে।

যে সব মানসিক অবস্থায় **ইগনেসিয়া** সাময়িকভাবে ফলপ্রদ হলেও সম্পূর্ণ নিরাময়

করতে পারে না, সেই ক্রনিক অবস্থায় নেট্রাম মিউর প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ধাতুগত অবস্থা যদি **ইগনেসিয়ার** তুলনায় অনেক গভীর বলে মনে হয় তা হলে সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই নেট্রাম মিউর প্রয়োগ করা ভাল।

এই ওষুধের রোগী পাউরুটি, চর্বি জাতীয় ও গুরুপাক খাদ্য খেতে চায় না।

নেট্রাম মিউরের রোগী উত্তেজনায় খুববেশী বিরক্তিবোধ করে, সে খুববেশী আবেগপ্রবণ থাকে। তার সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রই উত্তেজিত ও বিরক্ত থাকে; গোলমালের শব্দ, দরজা বন্ধ করার শব্দ, দরজায় ঘণ্টার ধ্বনি, পিস্তলের গুলির শব্দ, গান-বাজনা সবেতেই তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

সূচ ফোটানো, বৈদ্যুতিক শকের মত বেদনা, ঘুমিয়ে পড়লে হাত-পায়ে কনভালসন যুক্ত ঝাঁকুনি, মৃদু কম্পন, ঝিলিক দেওয়া ব্যথা দেখা দেয়। বাইরের সব প্রভাবেই সে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে, তার মধ্যে খুববেশী উত্তেজনা, আবেগপ্রবণতা দেখা দেয়।

উষ্ণ ঘরে থাকা অবস্থায় উপসর্গ দেখা দেয়, ঘরে থাকলে সেটা আরও বেড়ে যায় বলে রোগী বা রোগিণী খোলা হাওয়ায় যেতে চায়। খোলা হাওয়ায় মানসিক লক্ষণগুলি কম থাকে, ঘাম হলে তা থেকে সহজেই রোগীর ঠাণ্ডা লেগে যায়, কিন্তু সাধারণভাবে তার সব উপসর্গ খোলা হাওয়ায় কম থাকতে দেখা যায়; দেহ খুব বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ও বেশী পরিশ্রমে তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় অল্প পরিশ্রমে তার উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়।

নেট্রাম কার্ব এবং নেট্রামমিউর দুটিতেই নেট্রামের উপযোগী সাধারণ স্নায়বিক টেনসন থাকে, তবে **নেট্রাম কার্বের** রোগী শীতকাতর এবং নেট্রাম মিউরের রোগীকে উষ্ণদেহী বা গরম রক্তবিশিষ্ট হতে দেখা যাবে।

রোগীর মুখমণ্ডল রুগ্ণ; ত্বক তেলতেলে, চক্‌চকে, ফেকাশে, হলদেটে, প্রায়ই ক্লোরোসিসের রোগিণীর মত হতে দেখা যায়; চুলের ধারে ধারে, কানে ও ঘাড়ে জলপূর্ণ ফোস্কায় ভর্তি হয়ে থাকতে দেখা যেতে পারে। খোসা ওঠা ও মরা মাস-যুক্ত উদ্ভেদ, খুববেশী চুলকানিবোধ, উদ্ভেদ থেকে জলের মত রসস্রাব গড়ানো বা কখনও কখনও শুকনো উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আক্রান্ত অংশের উপর থেকে পাতলা মরামাসের মত উঠে গিয়ে সেখানটা উজ্জ্বল ও চক্‌চকে হয়ে পড়তে দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন দরজা মুখে আঁশের মত বা মামড়ী সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি ঝরে গেলে সেখান থেকে রস গড়াতে থাকে। ঠোঁটে, নাকের পাটা, যোনাঙ্গ ও মল-দ্বারে জলপূর্ণ ফোস্কা সৃষ্টি হতে পারে। ফোস্কার মত উদ্ভেদে সাদাটে জলের মত রস পড়ে আবার চলেও যায়; ত্বকে খুববেশী চুলকানিবোধ থাকে।

ত্বক মোমের মত সাদাটে ও শোথে আক্রান্তের মত দেখায়। খুববেশী শীর্ণতার সঙ্গে ত্বক শুকনো, কোঁচকানো বা কোঁকড়ানো থাকতে দেখা যায়। ছোট শিশুকেও ছোট একটি বৃদ্ধের মত দেখায়। রোগীর মুখমণ্ডলে চোপসানো ভাব, দেহের উন্নতি ঘটলে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। দেহে শীর্ণতা উপর থেকে নিচের দিকে ক্রমশ

সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে পড়ে এবং গলা ও ঘাড় খুব সরু দেখায় কিন্তু তার কোমর, ঊরু, পা প্রভৃতি বেশ গোলগাল ও পুষ্ট থাকতে দেখা যায়। **লাইকোপোডিয়ামেও** শীর্ণতা সৃষ্টি হয় যেটা উপর থেকে নিচের দিকে নামে। উপসর্গের গতিপথ অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ওষুধের মধ্যে প্রভেদ নির্দিষ্ট করে থাকে।

মিউকাস মেমব্রেন থেকে যে রসস্রাব হয় সেটা পাতলা জলের মত অথবা সাদা ও ঘন, অনেকটা ডিমের সাদা অংশের মত হতে দেখা যায়। কোরাইজার সঙ্গে পাতলা জলের মত সর্দি প্রায়ই দেখা যায় তবে ধাতুগতভাবে ঘন, সাদাটে স্রাবই হয়ে থাকে। রোগী সকালে কেশে ঘন সাদাটে গয়ের তুলে ফেলে। চোখ থেকে আঠালো রস গড়ায়। কান থেকেও ঘন, সাদাটে ও আঠালো স্রাব বেরোতে দেখা যায়। লিউ-কোরিয়াতে সাদা ও ঘন স্রাব হতে দেখা যায়। গনোরিয়ার স্রাব দীর্ঘদিন ধরে থাকায় গ্লীটের মত হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র প্রস্রাব ত্যাগের পরেই ইউরেথ্রা বা মূত্রনালীতে তীব্র বেদনা দেখা দেয়।

খুব কষ্টকর মাথাধরা, ভয়াবহ বেদনা; কেটে যাওয়া, যাঁতায় পিষে যাবার মত অথবা যেন মাথার খুলি চেপ্টে যাবে বলে বোধ হতে থাকে। বেদনার সঙ্গে মাথায় হাতুড়ীর আঘাতের মত এবং দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি থাকে। নড়াচড়া করতে গেলে, সকালে হাঁটা-চলা করলে মাথায় হাতুড়ীর আঘাতের অনুভূতি দেখা দেয়। রাত্রির প্রথমভাগে খুববেশী স্নায়বিক দুর্বলতা এবং রাত্রির শেষভাগে ঘুমের মধ্যে বেদনা দেখা দেয়। রোগী দেরিতে ঘুমোয় এবং ভোরের দিকে মাথায় হাতুড়ীর ঘা পড়ার মত অনুভূতি নিয়ে জেগে ওঠে। বেলা ১০টা—১১টাতেও মাথাধরা শুরু হয়ে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বা সন্ধ্যা পর্যন্ত বেদনা থাকতে দেখা যায়। আবার প্রতিদিন, একদিন, দুদিন বা তিনদিন অন্তরও মাথাধরা দেখা দিতে পারে। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেদের মাথাধরা ঘুমোলে কমে যায়, তারা চুপচাপ, শান্তভাবে শয্যাগ্রহণে বাধ্য হয়; ঘাম হলে মাথাধরা কমে যায়; অনেক ক্ষেত্রে সবিরাম জ্বরের সঙ্গে মাথাধরা দেখা দেয়। জ্বরের শীতাবস্থায় মাথার যন্ত্রণায় রোগীর মনে হয় যেন মাথাটা ফেটে যাবে; তার মধ্যে ডিলিরিয়ামের মত লক্ষণ দেখা দেয় এবং সে প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান করে। ঘাম দেখা না দিলে তার মাথার যন্ত্রণা কমে না। অনেক ক্ষেত্রে মাথাধরা ছাড়া অন্য সব উপসর্গই ঘাম হলে কমে যেতে দেখা যায়।

অপর এক ধরনের মাথাধরায়, বেদনা যত বেশী থাকে ঘামও তত বেশী হয়; ঘাম হলেও মাথার যন্ত্রণা কমে না; কপাল ঠাণ্ডা ও শীতল ঘামে ভিজে থাকতে দেখা যায়। মাথাটা ঢাকা অবস্থায় উষ্ণ হয়ে পড়ে। রোগী খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে যন্ত্রণা কমে যায়।

চোখের দৃষ্টির গোলযোগে মাথাধরা দেখা দিলে রোগী কোন দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে না। মাথাধরা গোলমালে বৃদ্ধি পায়।

মস্তিষ্কের রোগ, হাইড্রোকেফেলাস প্রভৃতিতে আক্রান্ত হবার পরে মাথার পিছনের সবটাতে ও মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসা বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মেরুদণ্ডের গোলযোগে চাপে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা, মেরুদণ্ডে উত্তেজনা থাকতে দেখা যায়। কশেরুকা বা ভার্টিব্রাতে সংবেদনশীলতা এবং মেরুদণ্ড বরাবর খুববেশী টাটানো ব্যথাবোধ থাকে। কাশলে ও হাঁটাচলা করলে মেরুদণ্ডের বেদনা খুব বেড়ে যায় কিন্তু শক্ত কোন কিছুর উপরে শুয়ে থাকলে অথবা শক্ত কোন কিছু দিয়ে পিঠে চাপ দিলে বেদনা কম হতে দেখা যায়।

দেহের সর্বত্রই একটা স্নায়বিক কাঁপুনি সৃষ্টি হয়। মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি, হাত-পায়ে কাঁপুনি এবং **জিঙ্কামের** মতই হাত-পা নড়া-চড়া না করে চুপচাপ রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

পাকস্থলী ও লিভারে প্রায় একই ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পাকস্থলী গ্যাসে ফুলে যায়। খাবার পরে পাকস্থলীতে একটি লাম্প বা দলার মত সৃষ্টি হয়। খাদ্য পরিপাকে অনেক বেশী সময় লাগে বলে মনে হয়, খাদ্য গ্রহণের পরে পাকস্থলীর উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। সাদাটে ও চট্‌চটে মিউকাস বমি হয়ে উঠে যাবার পরে রোগী কিছুটা আরামবোধ করে। শীতল জলের জন্য প্রবল পিপাসা দেখা দেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে জল পান করার পরে উপসর্গ কমে যেতেও দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে অদম্য পিপাসা থাকে। লিভার অঞ্চলে পূর্ণতাবোধের সঙ্গে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনাবোধ হয়। পেট ও অন্ত্রে খুববেশী গ্যাস জমে ফুলে ওঠে। অন্ত্রের ক্রিয়া কমে যাওয়ায় মল ত্যাগে খুব কষ্টবোধ দেখা দেয়, মল কঠিন ও শক্ত দল্যর মত হয়ে পড়ে। মূত্রথলীর ক্রিয়াও কমে যায়; প্রস্রাব ত্যাগ শুরু হতে অনেক বিলম্ব হয়, আরম্ভ হলেও ক্ষীণ ধারায়, ফোঁটা ফোঁটা করে বেরোয়, প্রস্রাবের ধারায় যেন কোন জোর থাকে না। প্রস্রাব ত্যাগের পরেও মনে হয় যেন মূত্রথলীতে অনেকটা প্রস্রাব রয়ে গেছে। কারো উপস্থিতিতে রোগী মূত্র-ত্যাগ করতে পারে না, কোন জনবহুল এলাকায় সে প্রস্রাব ত্যাগ করতে পারে না। বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেয় এবং রোগী ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ক্রনিক ডায়রিয়া, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দেখা দেওয়া পুরানো ডায়রিয়াতে এই ওষুধটি এবং **নেট্রাম সালফই** প্রধানত চিকিৎসকরা ব্যবহার করতেন।

মহিলাদের বিভিন্ন উপসর্গে, ঋতুস্রাবের গোলযোগে নেট্রাম মিউর কার্যকরী হতে পারে। ঋতুস্রাবে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়; ঋতুস্রাব খুব কম পরিমাণে অথবা খুববেশী, সময়ের অনেক আগে অথবা অনেক দেরিতে হতে দেখা যেতে পারে। কেবলমাত্র ঋতুস্রাবের লক্ষণ দিয়ে আমরা এই ওষুধটির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে পারব না, সেজন্য রোগীর ধাতুগত লক্ষণের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। রোগীর দৈহিক ও মানসিক সব লক্ষণগুলিই পর্যালোচনা করে দেখে তবেই নির্দিষ্ট ওষুধটি বেছে নিতে হবে।

বিভিন্ন ওষুধ কত দ্রুত মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশে তাদের ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সেটা ভালভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ; এমন কিছু ওষুধ আছে যারা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কার্যকরী হয়। নেট্রাম মিউর তাদের মতই একটি ওষুধ। এটি খুব ধীরে ধীরে কাজ করে, দীর্ঘদিন পরে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং যে সব উপসর্গ ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, এই ওষুধটিও সেই সব উপসর্গে অনুরূপভাবে কার্যকরী হতে দেখা যাবে। তার মানে অবশ্য এটা নয় যে এই ওষুধটি কখনো দ্রুত কাজ করে না ; সব ওষুধই দ্রুত কার্যকরী হয়, কিন্তু সবাই ধীরে ধীরে কার্যকরী হয় না, দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কার্যকরী ওষুধ অ্যাকিউট উপসর্গে কার্যকরী হতে পারে কিন্তু স্বল্পস্থায়ী ক্রিয়াযুক্ত ওষুধ ক্রনিক রোগ বা উপসর্গে কার্যকরী হয় না। বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতায় গতিবেগ ও সময়ের ব্যবধান বা পিরিয়ডিসিটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কোন কোন ওষুধে বিরামহীন জ্বর, কোনটাতে রেমিটেন্ট ধরনের জ্বর, আবার কোনটাতে সবিরাম জ্বর সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা** এবং **ব্রায়োনিয়াতে** আমরা তিন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন ধাপ বা গতিপথ, গতিবেগ ও অবস্থার পরিবর্তন সৃষ্টি হতে দেখি ; **সালফার, গ্রাফাইটিস,** নেট্রাম মিউর এবং **কার্বোভেজ**-এর তেমনি ভিন্ন ধরনের আকৃতি, ও ভিন্ন ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখতে পাই। কেউ হয়ত বিরামহীন জ্বর হলেই **বেলেডোনা** প্রয়োগে দ্বিধা করে না ; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ঐ ওষুধের উপসর্গ খুব দ্রুত খুববেশী তীব্রতায় দেখা দেয় এবং তার মধ্যে বিরামহীন জ্বরের মত লক্ষণ বিশেষ দেখা যায় না। ঐ সব উপসর্গ টাইফয়েডের মত হতে দেখা যায় না। **বেলেডোনা** এবং **অ্যাকোনাইটে** টাইফয়েডের মত কোন লক্ষণই সৃষ্টি হয় না, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে টাইফয়েডের মত আক্রমণের সঙ্গে ঐ ওষুধটির উপযোগী কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু তবুও টাইফয়েডে ঐ ওষুধটি কার্যকরী হয় না। মনে রাখা প্রয়োজন যে বেশ কিছু লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলেই হবে না, রোগের উপসর্গের ধরন ও চরিত্রেও সাদৃশ্য থাকা দরকার। টাইফয়েডের উপযোগী কিছু কিছু লক্ষণ **ব্রায়োনিয়া** এবং **রাসটক্সে** থাকতে দেখা যায় কিন্তু **বেলেডোনাতে** নয়। যখন আমরা সব কিছু যুক্তি দিয়ে বোঝার মত বয়সে পৌঁছাই তখন কারো প্রতি, এমন কি পিতা-মাতার প্রতি ও আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না, তখন কেবল মাত্র যা সত্য তার প্রতিই আমরা বিশ্বস্ত ও বাধ্য থাকব।

নেট্রাম মিউর দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়াশীল ওষুধ, এর লক্ষণগুলি বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে ; খুব ধীরে ধীরে আসে, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে এবং খুব গভীরে লক্ষণগুলির স্থিতি ঘটে। রোগী মাঝারী ধরনের অনুভূতিপ্রবণ হলেও এই ওষুধের প্রভাব তার দেহে ও মনে বিস্তার লাভ করতে বহু সময় লেগে যায়।

সকাল ১০ ৩০ নাগাদ শীতাবস্থা প্রতিদিন, একদিন অন্তর, দুদিন অথবা তিনদিন অন্তর দেখা দেয়। হাত ও পায়ের দিকে প্রথমে শীতভাব দেখা দেয় এবং সেই অঙ্গ নীলচে হয়ে পড়ে ; মাথায় দপ্‌দপ্‌ করা ব্যথা, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয় ;

ডিলিরিয়ামে একনাগাড়ে নানা ধরনের কথা বলে চলা, উন্মত্তের মত আচরণ করতে দেখা যায়। রক্তাধিক্যজনিত আক্রমণ না ঘটা পর্যন্ত রোগীর উপসর্গ বেড়েই চলে ; আক্রমণের সময়ে সবটাতেই শীতল জলের জন্য পিপাসা থাকে। শীতাবস্থায় উত্তাপে সে কোন আরামবোধ করে না, উষ্ণ কাপড়ে-চাদরে দেহ ভালভাবে ঢেকে রাখলেও তার শীতভাব কমে না, ঐ সময়ে সে কেবলই শীতল পানীয় চায়। সাধারণ ভাবে আমাদের মনে হবে যে ঠাণ্ডায় প্রায় মরতে বসেছে এমন রোগী উষ্ণতাই চাইবে কিন্তু নেট্রাম মিউরের রোগী উষ্ণতা সহ্য করতে পারে না। ঠাণ্ডায় তার দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হতে থাকে, সে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকে, হাড়ে কন্‌কনে ব্যথায় মনে হয় যেন সেগুলি ভেঙ্গে যাবে এবং রক্তাধিক্যজনিত অবস্থার মত তার বমি হতেও দেখা যায়। জ্বরের সময় তার দেহে এত উত্তাপ সৃষ্টি হয় যে তার হাতের আঙ্গুলগুলি যেন আগুনে ঝলসে যাবার মত মনে হয় এবং তার পরে রোগী মাথায় রক্তাধিক্য-জনিত অর্ধচেতন অবস্থা অথবা নিদ্রায় ঢলে পড়ে। ঘাম হলে তার উপসর্গ কমে আসে ; তার দেহের কামড়ানো বা কন্‌কন্‌ করা ব্যথা ঘাম হলে কমে যায় এবং মাথা-ধরাও ধীরে ধীরে কমে আসে। খুব'বশী শীতভাব, উত্তাপ ও ঘাম হতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ বলবান ও ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারীদের ক্ষেত্রে ওষুধটি কার্যকরী হয়, তবে প্রধানত অ্যানিমিয়াগ্রস্ত, শীর্ণ লোকেদের দীর্ঘস্থায়ী ও ক্রনিক ম্যালেরিয়াতে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ওষুধটি বেশী ফলপ্রদ হতে দেখা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস করে যখন রোগী অ্যানিমিয়াগ্রস্ত, প্রায়ই শোথের মত উপসর্গে আক্রান্ত হয় ; যে সব ক্ষেত্রে আর্সেনিক ও কুইনাইনের সংমিশ্রণ-জাত ক্রনিক উপসর্গ সৃষ্টি হয়েছে, সবিরাম জ্বরের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটানো, যেসব ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় সম্ভব হয়নি সেই সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়। রোগীর উপসর্গ অনুযায়ী আংশিক সাদৃশ্যযুক্ত কোন ওষুধ প্রয়োগের ফলে তার উপসর্গ সারানো যায় না, কেবল মাত্র তার অসুস্থতার ধারণাটাতে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। সঠিকভাবে নির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধে সবিরাম জ্বর নির্মূল করা সম্ভব। কিন্তু সঠিক ওষুধ প্রয়োগে ভুল হলে ঐ জ্বর সারানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিছুক্ষণ চিকিৎসকের উচিত প্রথমে রোগীর অসুস্থতাকে স্বাভাবিক পথে নিয়ে এসে তারপরেই অসুস্থতাকে সম্পূর্ণ ভাবে সারানো যেতে পারে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ভুল প্রয়োগ হলে যে বিফলতা দেখা দেবে সেটা পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম বিফলতা বলে ধরা যেতে পারে।

নিয়মিত শীতাবস্থা দেখা দেওয়ার ক্ষেত্রে নেট্রাম মিউরে অনিয়মই বেশী থাকে। শীতাবস্থাকে নিয়মিত ভাবে হতে দেখা গেলে নেট্রাম মিউর প্রয়োগ না করে অপেক্ষা করতে হবে, কারণ, হয় সম্পূর্ণ উপসর্গটা চলে যাবে, অথবা অন্য কোন ওষুধের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আমাদের আরও ওষুধ আছে যেগুলির সাহায্যে উপসর্গটিকে বা অসুস্থতাটিকে নিয়মে আনা যাবে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ভুলভাবে প্রয়োগে যে অনিয়ম দেখা দেয় সিপিয়া প্রয়োগে তাকে প্রায়ই নিয়মে নিয়ে আসা

যেতে পারে। মাথায় রক্তাধিক্যের প্রাবল্য, পিঠে কন্‌কন্‌ করা ব্যথা ও গা-বমি ভাব **ইপিকাকের** সাহায্যে আয়ত্তে আনা যায়। হোমিওপ্যাথিক ওষুধে সম্পূর্ণভাবে রোগ নিরাময় চিরস্থায়ী করা যাবে, শীতভাব আর ফিরে আসবে না।

সবিরাম জ্বর হবার প্রবণতাই যে কেবল নেট্রাম মিউরে দূর করা যায় তা নয়, রোগীকে তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়ে, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগা অবস্থা ও পিরিয়ডিসিটি বা কিছু সময় বা কিছুদিন বাদে বাদে ঠাণ্ডা লাগা, শীতভাব দেখা দেবার প্রবণতা প্রভৃতিও সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায়। আমরা জানি যে ম্যালেরিয়া একবার দেখা দিলে সেটা বার বার ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে, এবং প্রতিবারই আগের বারের তুলনায় আক্রমণটা প্রবলতর হয়। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগে রোগাক্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগে ঐ প্রবণতা কমিয়ে বা দূর করে দেওয়া যেতে পারে। রোগীর রোগ আক্রমণের এই প্রবণতা না কমাতে পারলে দিন দিন সে দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে এবং এই ওষুধের শীর্ণতা উপরের দিক থেকে ক্রমশ নিচের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যাবে।

ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে যেসব শিশু জন্মায় তাদের মধ্যে অনেকেরই ম্যারাসমাসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাদের রাক্ষুসে খিদে থাকে, আশ্চর্যজনক ক্ষুধাবোধের সঙ্গে তারা বেশী পরিমাণেই খাদ্য খায় কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ক্রমশ শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে।

গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থি শুকিয়ে যায়, দেহের ঊর্ধ্বাংশের মাংসপেশীও শুকিয়ে যেতে থাকে। জরায়ু খুববেশী স্পর্শকাতর থাকে। লিউকোরিয়া প্রথমে সাদাটে থাকলেও পরে সেটা সবজে হয়ে পড়তে দেখা যায়। প্রতিটি ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় রোগিণীর ঠাণ্ডা লেগে যায়। ভ্যাজাইনাতে শুষ্কতার জন্য যৌন-সঙ্গমে বেদনাবোধ হয়, তার মনে হয় যেন ভ্যাজাইনার দেয়ালে কাঠি বা অনুরূপ কিছু দিয়ে যেন খোঁচামারা হচ্ছে, সেখানে খোঁচামারার মত ব্যথাবোধ হতে থাকে। সব জায়গার মিউকাস মেমব্রেনই শুষ্ক হয়ে পড়ে। গলার ভিতরটা শুকনো, লাল, ফোলা ফোলা হয়ে পড়ে এবং ঢোক গিলতে গেলে মনে হয় যেন একটা মাছের কাঁটা গলায় আটকে গিয়ে খোঁচা দিচ্ছে ; বেশী জলের সঙ্গে ছাড়া কোনকিছু গেলাই তার পক্ষে সম্ভব হয় না, গলা থেকে ইসোফেগাস বরাবর কাঠি দিয়ে খোঁচা দেবার মত একটা বোধ হতে থাকে। গলায় মাছের কাঁটা ফোটার মত অনুভূতিতে বেশীরভাগ চিকিৎসকই **হিপার** প্রয়োগ করেন ; পুরানো দিনের রুটিন মাফিক চিকিৎসা অনুযায়ীই এটা করা হয়। **নাইট্রিক অ্যাসিড, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম, অ্যালুমিনা** এবং নেট্রাম মিউর প্রভৃতি ওষুধে ঐরূপ লক্ষণ আছে তবে তারা বিভিন্নরূপে থাকে।

হিপারে টনসিল ফুলে থাকে, বেগুনী রঙ নয়, কুইনজী বা গলক্ষতে দেখা যায়। সামান্য ঝড়ো হাওয়াতেই রোগী খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, বিছানার বাইরে হাত রাখলেও তার ঠাণ্ডা লেগে গলায় বেদনা দেখা দেয় ; রাত্রিতে তার ঘাম হয় এবং তাতে কোন আরামবোধ হয় না ; বাইরের যে কোন কিছুর প্রভাবেই সে খুব

বেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে; সব কিছুই যেন দশগুণ হয়ে তার কাছে দেখা দেয়।

নাইট্রিক অ্যাসিডে গলার ভিতরে হলদেটে প্যাচ দেখা দেয়; অমসৃণ ও এবড়ো-থেবড়ো ক্ষত সৃষ্টি হয় অথবা গলার ভিতরে প্রদাহ হয়ে বেগুনী হয়ে যেতে দেখা যায়। প্রস্রাবে ঘোড়ার প্রস্রাবের মত খুবেশী তীব্র, ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়।

আর্জেণ্ট নাইটএ খুবেশী স্বরভঙ্গ ও ভোকাল কর্ডের গোলযোগ থাকতে দেখা যায়। গলার ভিতরটা স্ফীত হয়ে পড়ে, রোগী ঠাণ্ডা জিনিস, ঠাণ্ডা জল, ঠাণ্ডা হাওয়া চায়। যে সব মহিলাদের জরায়ুর অস অংশে ক্ষততে 'কটারাইজ' করা হয়েছে বলে জানা যায় তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

নেট্রাম মিউরের ক্ষেত্রে, মিউকাস মেমব্রেনে খুবেশী শুষ্কতা থাকে, মনে হয় যেন সেগুলি ছিঁড়ে যাবে; কোনরূপ ক্ষত ছাড়াই দীর্ঘস্থায়ী শুষ্কতা থাকতে দেখা যায়। ডিমের সাদা অংশের মত সাদা শ্লেষ্মা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়; মিউকাস মেমব্রেনের শুষ্কতা থাকে, যদি অবশ্য ঐ ধরনের শ্লেষ্মায় সে অংশটা ঢেকে না থাকে। রোগিণী বা রোগী আবহাওয়ার পরিবর্তনে খুবেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

প্রতিটি ওষুধেরই ধাপে ধাপে তাদের নিজস্ব গতিবেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়, যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

পুরানো ড্রপসিজনিত অবস্থা, বিশেষত সেলুলার টিসুর ড্রপসিতে নেট্রাম মিউর বেশী কার্যকরী হয়। দেহের বিভিন্ন অংশের থলিতে বা স্যাক-এ, কোন অ্যাকিউট রোগের পরে মস্তিষ্কে জল জমা বা ড্রপসি হতে দেখা যায়। অ্যাকিউট স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিসের সঙ্গে খুবেশী স্নায়বিক টেন্শন্, মাথাটা পিছনদিকে দীর্ঘদিন ধরে বেঁকে থাকা, মাথাটাতে দীর্ঘদিন ধরে সামনের দিকে ঝাঁকুনি দেওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। অ্যাকিউট কোন রোগের ফলে হাইড্রোকেফেলাস অথবা মেরুদণ্ডে উত্তেজনাজনিত মস্তিষ্কে জলজমা বা শোথ হতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পেটের ড্রপসিও দেখা দেয়, তবে পায়ের দিকেই প্রধানত ঈডিমা হতে দেখা যায়। স্কারলেট জ্বরের পরে অ্যাকিউট ড্রপসি হয়; রোগী খুবেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে, ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে ওঠে, রাত্রিতে মানসিক বিভ্রম নিয়ে উঠে বসে; প্রস্রাবে কাস্ট্ ও অ্যালবুমিন থাকতে দেখা যায়।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবার পরে ড্রপসি দেখা গেলে নেট্রাম মিউর প্রয়োগে যখন সেটা সারানোর চেষ্টা করা হয় তখন প্রথমে শীতাবস্থা ফিরে আসতে দেখা যাবে। রোগ লক্ষণ ফিরে আসতে দেখা গেলে বোঝা যাবে যে রোগীর অবস্থা সুস্থ হবার পথেই চলেছে।

ত্বকের লক্ষণগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে। পুরানো ও দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গের সঙ্গে ত্বককে স্বচ্ছ হয়ে পড়তে দেখা যায়, মনে হয় যেন

রোগী শোথে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে ; ত্বকে মোমের মত, তেলতেলে ও চক্‌চকেভাব দেখা দেয়। **প্লাম্বাম, থুজা** এবং **সেলোনিয়াম**-এও ত্বক তেলতেলে ও চক্‌চকে থাকে এবং ঐ সব ওষুধই দীর্ঘস্থায়ী রূপে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

প্রসবকালে প্রসব ভালভাবে অগ্রসর না হলে, রোগিণী দুর্বল ও উত্তেজিত অবস্থায় থাকলে, লোচিয়া দীর্ঘস্থায়ী হলে, সাদাটে ও প্রচুর পরিমাণে হতে দেখা গেলে ; মাথা ও যৌনাঙ্গের চুল উঠে যেতে দেখা গেলে, স্তনের দুধ শুকিয়ে গেলে বা শিশুসন্তানটির পক্ষে সে দুধ যথেষ্ট না হলে, নেট্রাম মিউর কার্যকরী হতে পারে। জরায়ুতে সাব-ইনভলিউশন, রক্তাধিক্য থাকার ফলে ভ্যাঁদাল ব্যথা দেখা দেয়, গোলমাল, গান-বাজনার শব্দ, দরজা বন্ধ করার শব্দ সবেতেই রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। রোগিণী লবণ বেশী খেতে চায়, পাউরুটি, মদ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের প্রতি তার বিরূপতা থাকে। টক্ স্বাদের মদে তার পাকস্থলীতে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। নেট্রাম মিউর এই রোগিণীকে তার স্তনের দুধ ফিরিয়ে এনে, অন্যান্য উপসর্গ দূর করে সুস্থ করে তুলবে।

যে সব ক্লোরোটিক মেয়েদের ত্বক তেলতেলে, সবজে আভাযুক্ত বা হলদেটে চেহারার দেখায় ; দুই বা তিন মাস বাদে বাদে যাদের ঋতুস্রাব দেখা দেয় তাদের নেট্রাম মিউরে সারানো যায়। ঋতুস্রাব কম বা বেশী পরিমাণে কিন্তু পাতলা জলের মত হতে দেখা যায়। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে এই ধরনের ক্লোরোসিস সম্পূর্ণ ভাবে সারানো যেতে পারে ও রোগিণীর চেহারায় সুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়, তবে সেটাতে ওষুধটি প্রয়োগের পরেও অনেকটা সময় লাগে। টিপিক্যাল ক্লোরোসিস সারাতে ও রোগিণীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে হয়ত বছরের পর বছর সময় লেগে যাবে ; ঐ রোগিণীর আঙ্গুল কেটে গেলে রক্তের বদলে যেন মাত্র জল বেরোয়, ঋতুস্রাবে যেন শুধু লিউকোরিয়ার মত সাদাটে স্রাব হয় ; পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া সৃষ্টি হয়। নেট্রাম মিউর রোগিণীর দেহের একান্ত গভীরে গিয়ে তার দেহের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বা গোলাপী রঙ ফিরিয়ে দেবে।

নেট্রাম ফসফোরিকাম
(Natrum Phosphoricum)

এই ওষুধটির লক্ষণসমূহের জন্য আমরা কেবলমাত্র সুসলারের উপর নির্ভর করি না, কারণ, প্যাথোজেনেটিক বা আঙ্গিক পরিবর্তনের অনেক লক্ষণই এটিতে দেখতে পাওয়া যায়। সুসলার প্রদর্শিত লক্ষণগুলি উপযুক্ত এবং ক্লিনিক্যাল বা রোগীর দেহে প্রকাশিত লক্ষণ হিসাবে সৃষ্টি হ. দেখা গেছে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও যৌন অত্যাচারের ফলে স্নায়বিক দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে লেখক গত বিশ বছর ধরে এই ওষুধটি ব্যবহার করে আসছেন। এই ওষুধের উপসর্গগুলিতে প্রধানত সকালে ও রাত্রিতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি

পেতে দেখা যায়। খুববেশী অ্যানিমিয়া ও খোলা হাওয়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ। ঝড়ো হাওয়া, খোলা হাওয়া, যে কোন ধরনের ঠাণ্ডায় দেহ শীতল হয়ে পড়লে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায়ই ঠাণ্ডা লেগে যাবার প্রবণতা থাকে। আবহাওয়ার পরিবর্তনে রোগীর কষ্ট বেড়ে যায়। ক্লোরোসিস, স্নান করতে না চাওয়া; যৌন সঙ্গমের পরে অনেক উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া, উপবাসের ফলে অনেক উপসর্গ সৃষ্টি এবং খাদ্যগ্রহণে রোগীকে সাধারণভাবে ভাল থাকতে বা আরাম পেতে দেখা যায়। যে কোন দৈহিক পরিশ্রমে তার উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়। তার মাংসপেশী থলথলে হয়ে পড়ে এবং সে দিন দিন শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে। মাখন, শীতল পানীয়, ঠাণ্ডা খাদ্য, চর্বি জাতীয় খাদ্য, ফল, দুধ, টকদ্রব্য এবং ভিনিগার খেলে, রোগীর নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। দেহের ভিতরে ও বাইরে ফরমিকেশন অর্থাৎ কোন উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ দেখা দেয়। প্রথমে খুববেশী দৈহিক উত্তেজনা ও পরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অভাব দেখতে পাওয়া যায়। ঝাঁকুনি লাগলে অথবা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে গেলে অনেক উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালের গরম আবহাওয়ায় সকালের দিকে খুববেশী অবসাদ বা ক্লান্তি দেখা দেয়। রোগী প্রায় সব সময়ই শুয়ে থাকতে চায়। দেহের তরল পদার্থ ক্ষয়ের ফলে দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা দেখা দেয়। বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে অনেক উপসর্গ বেড়ে যায়। রোগিণী ঋতুস্রাবের পূর্বে ও পরে খুববেশী খারাপবোধ করে। ঋতুস্রাবকালে বিকেল ও সন্ধ্যায় তার অনেক লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। দেহের যে কোন একটি অংশে অসাড়তা, রক্ত চলাচলে আধিক্য বা অগার্জম্; ঝড় ও বজ্রপাতের সময় দেহে সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা বেড়ে যায়। দেহের সর্বত্রই পালসেশনবোধ দেখা দেয়। ধমনীর মধ্যে দিয়ে যেন একটা গুলি চলে গেছে এরূপ অনুভূতি একটি পরীক্ষিত লক্ষণ রূপে দেখা যায়। সাধারণভাবেও বেদনায় খুববেশী অনুভূতি-প্রবণতা, রাত্রিতে জেগে থাকা অবস্থায় দেহে বিদ্যুতের শক্ লাগার মত বোধ; বসে থাকা অবস্থায় উপসর্গ বৃদ্ধি; ঝড় ও বজ্রপাতের সময় সাধারণ ভাবে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া; মাংসপেশী ও টেণ্ডনে টান্‌টান্‌বোধ; ঝড় ও বজ্রপাতে দেহে কাঁপুনি হওয়া; মাংসপেশীতে মৃদু সংকোচন সৃষ্টি; স্নায়বিক ও পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা সকালে ও পরিশ্রমে বৃদ্ধি পাওয়া, দেহে টক গন্ধ থাকা (**হিপার সালফার ও লাইকোপোডিয়ামের** মত) প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সামান্য কারণে ক্রোধ এবং বিরক্তি থেকে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে, শয্যায় থাকা অবস্থায়, মধ্যরাত্রির পূর্বে, খাদ্যগ্রহণের পরে উদ্বেগ দেখা দেয়; সেই সঙ্গে ভয়ও থাকে; জ্বরের সময়, ভবিষ্যতের বিপদের বিষয়ে, নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে, হাঁটা-চলা করলে উদ্বেগের সঙ্গে ভয়ও দেখা দেয়। দুঃসংবাদ শুনলেও উপসর্গ দেখা দেয়। লোকজনের সঙ্গ পছন্দ হয় না; কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করা কষ্টকর হয়। সকালের দিকে, সন্ধ্যায়, খাবার পরে, মানসিক পরিশ্রম করার পরে; ঘুম থেকে উঠলে মানসিক বিভ্রম দেখা দেয়। নানা ধরনের ভ্রান্তিযুক্ত

কল্পনায় ভীত হয়ে পড়া, যেন রোগী মৃত কাউকে দেখে, যেন কাল্পনিক সব মূর্তি দেখতে পায়, যেন সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হবে, যেন পাশের ঘরে কারও হাঁটা-চলা করার শব্দ সে শুনতে পায়। সে অসন্তুষ্ট, নিরুৎসাহ ও সামান্য কারণেই বিচলিত হয়। পড়তে গেলে তার মধ্যে হতভম্ব হয়ে পড়া অবস্থা দেখা দেয়। মানসিক পরিশ্রমের ফলে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। সে খুব উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। রাত্রিতে, ঘুম ভেঙ্গে গেলে, রোগ হবার ভয়, যেন কেমন একটা বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, মন্দ ভাগ্যের চিন্তায় রোগী ভীত হয়ে পড়ে। কোন দুঃসংবাদের আশঙ্কায়ও সে ভীত হয়। ভুলোমনা, সহজেই ভীত হওয়া ও অমনোযোগী হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যায়। রোগিণী হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ও সর্বদাই যেন ব্যতিব্যস্ত থাকে। রোগীর মনে হয় যেন কেউই তার মত দ্রুত কাজ করতে পারে না। কখনো তার মনে নানা ধরনের প্রচুর ভাবনা-চিন্তা বা বিশেষ বিশেষ ধারণা জন্ম নেয়, আবার কখনো তার মন শিথিল হয়ে পড়ে ফলে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে যায়। সে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে ; সব কিছুতেই উদাসীন থাকে, নিজের পরিবারের লোকজনের প্রতিও তাকে উদাসীন হয়ে পড়তে দেখা যায়। আলস্য ক্রমশ বেড়ে ওঠে ; শারীরিক ও মানসিক কাজ-কর্ম করার প্রতি ভয় দেখা দেয়। সকালে, ঋতুস্রাবকালে, সামান্য কারণেই রোগী বা রোগিণী খিট্‌খিটে হয়ে যায় ; স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, সময়ে সময়ে রোগী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পড়ে। খুববেশী মানসিক অবসাদ, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে অস্থিরতা ও উদ্বেগ ; সন্ধ্যায়, বীর্যপাত হলে, জ্বরের সময় এবং গান-বাজনা শুনলে রোগী বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রোগী তার পারিপার্শ্বিক, গোলমালের শব্দ, গান-বাজনার শব্দ সহ্য করতে পারে না ; সে গম্ভীরভাবে চুপচাপ নিজের মনে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকে। সামান্য কারণেই সে চমকে ওঠে, ভয় পেয়ে, গোলমালের শব্দে, ঘুমিয়ে পড়লে, ঘুমের মধ্যেই রোগী চমকে ওঠে। মাঝে মাঝেই তার মধ্যে অর্ধচেতন ভাবের আক্রমণ ঘটে। বন্ধু-বান্ধবরা তাকে সন্দেহপ্রবণ বলে মনে করে। সে কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায় না। তার মনে নানা ভাবনা-চিন্তা ঘুরে বেড়ায়। সে ক্রমশ ভীরু ও লাজুক হয়ে পড়ে। একটুতে কাঁদতে শুরু করে। কোনরূপ মানসিক কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং সে ক্রমশ যেন খুববেশী মানসিক অবসাদে জড়বুদ্ধি হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়।

সকালে মাথাঘোরা ; মানসিক পরিশ্রমে, বসা অবস্থায় এবং হাঁটা-চলা করলে মাথাঘোরা বেড়ে যায় ; পড়ে যাবার মত অবস্থা দেখা দেয়।

সন্ধ্যার দিকে মাথায় রক্তাধিক্য ও উত্তাপ দেখা দেয়, কপাল ও মাথার তালুতে উত্তাপবোধ বেশী হয়। ঘাম হবার পরে উত্তাপের ঝলকানিবোধ হয়। মাথায় সোনালী হলুদ রঙের মামড়ী পড়া, কপালে একজিমা ; চোখের উপরের অংশ ও কপালে পূর্ণতাবোধ সকালের দিকে দেখা দেয় এবং মানসিক পরিশ্রমে সেটা আরও বেড়ে যায়। মাথায় ভারীবোধ এবং চুল উঠে যাওয়া, সকাল, বিকেল, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে মাথায় বেদনা, চুল বাঁধলে বৃদ্ধি পায়, খাবার পরও বাড়ে এবং রোগিণীকে

শুয়ে পড়তে হয় ; ঐ বেদনা আলোতে, শোয়া অবস্থায়, ঋতুস্রাবকালে ও তার পরে মানসিক পরিশ্রমে, নড়াচড়ায়, মাথা নাড়লে, গোলমালের শব্দে, শোয়া থেকে উঠে পড়লে, টক-দুধ পান করলে, ঘরের মধ্যে থাকলে, অত্যধিক যৌন অত্যাচারের ফলে, নিচের দিকে ঝুঁকলে, ঝড় ও বজ্রপাতের সময়, হাঁটা-চলা করলে বেড়ে যেতে এবং খোলা হাওয়ায় গেলে বা থাকলে ও মাথায় চাপ দিলে ঐ বেদনা হ্রাস পেতে দেখা যায়। মাথাধরা, মাঝে মাঝে মাথায় দপ্ দপ্ করা অনুভূতিসহ দেখা দেয় ; চোখের উপরের অংশ ও অক্ষিপুটে বেদনা বেশী হয় এবং মানসিক পরিশ্রমে মাথাধরা বৃদ্ধি পায়। টেম্পল অংশে ও মাথার দুইপাশে ফেটে যাওয়া, কেটে যাবার মত বেদনা, মাথা ও অক্ষিপুটে টেনে ধরার মত ও চেপে ধরার মত অনুভূতির সঙ্গে আঠালো, টক ঘাম হওয়া ; মাথা, কপাল, অক্ষিপুট, টেম্পল, ভারটেক্স সর্বত্র চেপে ধরার মত ও সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, বেদনায় যেন হতভম্ব করে দেয়। মাথায় ঘাম হওয়া, টিপ্ টিপ্ করা বোধ, বিদ্যুতের শক্ লাগার মত অনুভূতি, মৃদু সংকোচন, মাথা আঢাকা অবস্থায় থাকলে অনেক উপসর্গ সৃষ্টি প্রভৃতি হতে দেখা যেতে পারে।

চোখে শুষ্কতা, ক্রিমের মত ঘন হলদে স্রাব, চোখের পাতায় ভারীবোধ, চোখে প্রদাহ, স্ক্রফুলার মত অপথ্যালমিয়া, চোখের পাতায় গ্রানুলেসন প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। চোখের পাতা ও তার ধারে চুলকানি ও জ্বালাবোধ থাকে। চোখে জ্বালা ও জল পড়ার জন্য রোগী চোখ রগড়াতে বাধ্য হয়। পড়তে গেলে চোখে জ্বালা করা ও কেটে যাবার মত বেদনা, ঋতুস্রাবকালে চেপে ধরার মত বেদনা, চোখে বালি পড়ার মত কর্ কর্ করা, পড়তে গেলে চোখে টন্ টন্ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, স্ট্রাবিসমাস বা চোখ ট্যারা হয়ে পড়ার মত অবস্থা, অপটিক নার্ভের পক্ষাঘাত, চোখে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, ফটোফোবিয়া, পিউপিল বড় হয়ে থাকা, চোখের পাতা ফোলা, চোখের সাদা অংশ বা স্কেরা অংশ হলদে হয়ে পড়া, চোখে নানা ধরনের রঙ ও কালচে রঙ দেখা, আলোর চার ধারে বৃত্তের মত দেখা, পড়তে গেলে ডান চোখের পাতায় মৃদুকম্পন, দূরের দৃশ্য অস্পষ্ট দেখা, কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি, অন্ধত্ব দৃষ্টিশক্তির অধিক ব্যবহারের ফলে অনেক উপসর্গ সৃষ্টি প্রভৃতি অবস্থা দেখা যেতে পারে। সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠলে এবং বিকেল ৫টায় চোখের সামনে ক্ষুদ্র কালো কিছু উড়ে বেড়ানোর মত দেখা, রাত্রি ৮টা নাগাদ গ্যাসের আলোতে কুয়াশার মত দেখা, মায়োপিয়া, চোখের সামনে আলোর ঝলকানি প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

কানে উদ্ভেদ, ক্রিমের মত হাল্কা হলুদ রঙের মামড়ী পড়া, পূর্ণতাবোধ, যেকোন একটি কানে উত্তাপবোধ ও লালভাব থাকা, চুলকানিবোধ, ডান কানের লতিতে জ্বালা ও চুলকানিবোধের জন্য চুলকাতে চুলকাতে রক্ত বেরিয়ে আসা, কানে নানা ধরনের গোলমালের শব্দ, গুঞ্জন, ঘণ্টাবাজা, সমুদ্রের গর্জনের মত, জলোচ্ছ্বাসের মত, গানের মত ও সাঁই সাঁই শব্দ প্রভৃতি শোনা ও সেই সঙ্গে মাথাঘোরা, কানে বেদনা, ডান কানের ছিদ্রমুখে কন্ কন্ করা, জ্বালা, সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, কানের পিছনে বোধ

হতে দেখা যায়, ছিঁড়ে পড়া, টিপ্ টিপ্ করা, কান বন্ধ হয়ে যাবার মত বোধ, শ্রবণশক্তি, বিশেষভাবে গলার স্বর শোনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে এবং কখনো কখনো শ্রবণশক্তি কমে যেতে বা বিনষ্ট হতেও দেখা যেতে পারে।

রোগীর কোরাইজা ও প্রায়ই নাক থেকে ঘন হলদে সর্দি পড়তে দেখা যায়। নাক ঝাড়লে রক্ত পড়ে, নাকের গোড়ায় পূর্ণতাবোধ, নাকে শ্লেষ্মা ও মামড়ীর জন্য আটকে থাকার মত বোধ থাকে কিন্তু নাক থেকে সাধারণত সর্দি কম পরিমাণেই বেরোয়। সকালে নাক থেকে দুর্গন্ধ স্রাব পড়ে বা ওজিনা দেখা দেয়। বাম নাসাপথে চুলকানি-বোধের সঙ্গে টন্‌টন্ করা ব্যথা ও সেইসঙ্গে চোখে জল এসে পড়া, ঘ্রাণশক্তি খুব বেড়ে যাওয়া, প্রায় সব সময়ই নাক খোঁটার জন্য নাকে মামড়ী পড়ে, ঘন ঘন হাঁচি হতে দেখা যায়, নাকের গোড়ায় টান্‌বোধ বা টেনশন বোধ দেখা দেয়।

মুখমণ্ডলের রঙে বিকৃতি, নীলচে, বক্তের মত কালচে ছোপ চোখের চারপাশে ঘিরে থাকা, মুখমণ্ডল ফেকাশে, মেটে মেটে ভাব, থমথমে ভাব. একবার লাল আবার ফেকাশে ভাব পর্যায়ক্রমে এরূপ অবস্থা থাকা, হলদেটে লিভারজনিত দাগ, নাক ও মুখের আশপাশে সাদাটে দাগ থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল, থুতনি, কপাল, ঠোঁট, মুখের আশপাশ, নাক প্রভৃতি অংশে উদ্ভেদ, কপালে ফুস্কুড়ি, মুখমণ্ডলে পুঁজযুক্ত ফোস্কা ; সন্ধ্যায় জ্বরের শীতাবস্থায় মুখমণ্ডলে উত্তাপবোধ, জ্বালাবোধ মুখমণ্ডল ও নাকে চুলকানিবোধ প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে। মুখমণ্ডলে বেদনা. নিউর‍্যালজিয়া, ডান কানে ঝিলিক দেওয়া ব্যথা, ডান দিকের নিচের চোয়ালের কোণে টন্‌টন্ করা ও কাশির মত তীক্ষ্ন ধার কিছু বিঁধে যাবার মত ব্যথা, সূচ ফোটানোর মত বেদনা, নিচের চোয়ালের গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি, সাবম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি প্রভৃতি থাকে।

মাঢ়ী থেকে রক্তপড়া, জিহ্বায় হলদেটে প্রলেপ, জিহ্বার গোড়ায় হলদে ছোপ অথবা ঘোলাটে সাদা ছোপ থাকতে দেখা যায়। মুখের ভিতরে তালুতে বা টাক্‌রায় সোনালী হলুদ বা ক্রিমের মত হাল্কা হলুদ রঙ দেখা যায়। মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক থাকে। লালা ঝরা, জিহ্বায় চুল থাকার মত বোধের পরে মুখে কাঁটা ফোটা ও অসাড়বোধ, কথা বলায় কষ্টবোধ, জিহ্বায় হুল বেঁধার মত অনুভূতি, মুখের স্বাদ বিকৃত হয়ে পড়া ; তেতো, ধাতব পদার্থের মত, নোনতা ও টক স্বাদ পাওয়া, মুখের ভিতরে ও জিহ্বায় ফোস্কার মত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

দাঁতে ক্ষয় বা কেরিজ ; শিশুদের ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করা. দাঁত আলগা হয়ে পড়া ; রাত্রিতে দাঁত কনকন করা, দাঁত চেপে ধরলে ও বাইরে থেকে উষ্ণ সেক্ দিলে সেই কনকন করা ব্যথা কমে যায়। জ্বালাকরা, চাপধরা ও টিপ্‌টিপ্ করা অনুভূতি হয়ে থাকে।

গলার ভিতরে ও টনসিলে হলদে ছোপ, গলায় শুষ্কতা, শ্লেষ্মা সৃষ্টি হতে দেখা

যায়। নাকের পিছন অংশে শক্ত, সাদাটে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। ঘন সাদাটে শ্লেষ্মা নাকের পিছন অংশ থেকে বেরিয়ে আসে, রাত্রিতে শ্লেষ্মা বেড়ে যায়, রোগী উঠে বসে গলা পরিষ্কার করতে বাধ্য হয়। গলায় লাম্পের মত একটা দলাবোধ, গলা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করা, গলায় প্রদাহ, ঢোক গিলতে গেলে গলায় বেদনা, গলার ডানদিকে সোরথ্রোট, ঢোক গিললে বেশী হয়, গলায় সূচ বেঁধার মত, জ্বালা করা ও খোঁচা মারা ব্যথা, বাম টনসিলে টিপ্‌টিপ্‌ করা, গলা খাঁকারি দিয়ে নাকের পিছন থেকে শ্লেষ্মা তুলে ফেলা, সোরথ্রোটে শক্ত খাদ্যের তুলনায় তরল খাদ্য গেলা সহজ হতে দেখা যায়।

ক্ষুধাবোধ বৃদ্ধি, রাক্ষুসে ক্ষুধা অথবা ক্ষুধাবোধ মোটেই না থাকা, খাদ্যের প্রতি, মাংস, দুধ, রুটি ও মাখনের প্রতি বিরূপতা এবং মদজাতীয় পানীয়, বীয়ার, ঝাঁঝালো খাদ্য, ডিম, ভাজা মাছ, শীতল পানীয় প্রভৃতি পছন্দ করতে দেখা যায়। চর্বিজাতীয় খাদ্য ও দুধে পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দেয়। পাকস্থলীতে শূন্যতা-বোধ, খাদ্য গ্রহণের পরে বৃদ্ধি পায়। খাবার পরে উদ্গার ওঠা, শূন্য উদ্গার, টক ঢেকুর ও মুখে টক বা অম্লজল ওঠা, খাবার পরে পূর্ণতাবোধ, গলা জ্বালা করা, ভারীবোধ ও চাপবোধ দেখা দেয়। পাকস্থলীতে উত্তাপবোধ, সকালে ও সন্ধ্যায় গা-বমিভাব ; কাশলে এবং মাথাধরার সঙ্গে গা-গুলোনো ভাব থাকে। খাবার দু ঘণ্টা পরে পাকস্থলীতে ব্যথা, খিঁচ ধরা, স্নায়বিক বেদনা, প্রতিদিন বেশ কয়েকবার স্নায়বিক বেদনার সঙ্গে টক বমি, ল্যাকটিক অ্যাসিড্‌ বেশী সৃষ্টি হওয়া, পাকস্থলীতে দাঁত দিয়ে চিবানোর মত ব্যথা, খাবার পরে চেপে ধরার মত বোধ, টন্‌টন্‌ করা ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, ওয়াক্‌ ওঠা, প্রবল পিপাসা, পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া ; কাশলে, মাথাধরার সঙ্গে বমি হওয়া, পিত্ত-বমি, তেতো ফেনা ফেনা বমি ও মাথাধরা ; ছোট শিশু যারা শুধুমাত্র দুধ খায়, তাদের টক বমি হওয়া, সবিরাম জ্বরে টক পনীরের মত দলা দলা বমি ; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হলুদ, সবুজ রঙের বমি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

খাবার পরে পেট ফুলে যায়। মল ত্যাগের পরে পেটে শূন্যতাবোধ, পেটে গ্যাস বা ফ্লাটুলেন্স খাবার পরে বেশী হওয়া, পেটে গড়গড় শব্দ ও পূর্ণতাবোধ ও শক্তভাব দেখা দেয়। বিকালে ও সন্ধ্যায়, খাবার পরে, মাঝে মাঝে বা কিছু সময় অন্তর, মলত্যাগের আগে পেটে ব্যথা হয়, হাইপোকণ্ড্রিয়ামে বেদনা, পেটে জ্বালাবোধ, মল-ত্যাগের পূর্বে খিঁচ ধরা, হাঁটা-চলা করার সময় মলত্যাগের ইচ্ছা, পেটে কেটে যাবার মত, চাপধরা ব্যথা, সারা পেটেই টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, পেট ও লিভারে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, লিভারে অসাড় বা জড়তাবোধ, পেট গড়গড় করা, পেটে টান্‌টান্‌বোধ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে কষ্টকরভাবে কঠিন মল ত্যাগ করা। রেক্টামের নিষ্ক্রিয়ভাব, একদিন কঠিন মল, পরদিন ডায়রিয়া দেখা দেওয়া ; সকালে বা রাত্রিতে ডায়রিয়ার সঙ্গে পেটে কলিক বেদনা, খাবার পরে গ্রীষ্মকালে ডায়রিয়ার সঙ্গে প্রচুর বায়ু-

নিঃসরণ হয়। মলদ্বারে হেজে যাওয়া, বায়ুনিঃসরণের সময় অসাড়ে মল নির্গমন, মলদ্বারে টন্‌টন্‌ করা ও চুলকানিবোধ বিছানার উষ্ণতায় বেড়ে যাওয়া, মলত্যাগের পরে রেক্টামে বেদনা, মলত্যাগের সময় ও পরে জ্বালা করা, মলদ্বারে বেদনাদায়ক সংকোচন, মলত্যাগের সময় মলদ্বারে কেটে যাবার মত ব্যথা, হাঁটা-চলা করতে গেলে সূচ ফোটানোর মত ব্যথাবোধ, খুববেশী কোঁথানি, পুরুষদের ক্ষেত্রে যৌনসঙ্গমের পরে মলত্যাগের ইচ্ছা হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। মলত্যাগের বিফল ইচ্ছা ও চেষ্টা, মলত্যাগের পূর্বে রেক্টামে দুর্বলতাবোধ ; মল রক্তমেশানো, পনীরের মত, ভাঙ্গা ভাঙ্গা, হাল্কা রঙযুক্ত, পিত্তহীন ; সবুজ, জেলীর মত, দলা দলা টক গন্ধযুক্ত মল. পাতলা, হলদেটে বাদামী, জলের মত, হলদেটে সবুজ রঙের মল হতে দেখা যায় : মলের সঙ্গে কৃমিও বেরোয়।

মূত্রথলীর পক্ষাঘাত, মূত্রত্যাগের পূর্বে মূত্রথলীতে চাপধরা ব্যথা, রাত্রিতে সঙ্গমের পরে পুরুষদের প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ; খাবার পরে. বার বার ও অল্প সময় বাদে বাদে প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হতে দেখা যায়। ডিসইউরিয়া বা প্রস্রাবত্যাগের সময় বেদনা বা কষ্টবোধ ; রাত্রিতে, ঘাম হলে, ঘুমের মধ্যে বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যাওয়া ; প্রস্রাব শুরু করার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কিডনীতে সূচ বেঁধার মত ব্যথা, মলত্যাগের সময় মূত্রদ্বার দিয়ে প্রস্টেট-রস নির্গমন ; প্রস্টেট বড় হওয়া, প্রস্রাব ত্যাগের সময় ইউরেথ্রাতে জ্বালাবোধ. প্রস্রাবদ্বারে মলত্যাগের পরে জ্বালা করা. প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকা ; প্রস্রাব ঘোলাটে, গাঢ়, হাল্কা রঙের হওয়া ; দুর্গন্ধ প্রস্রাব অল্প পরিমাণে ও প্রস্রাবে মিউকাসযুক্ত তলানী পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সকালে ও রাত্রিতে কষ্টকর লিঙ্গোদ্গম ; লিঙ্গোদ্গম কখনো খুব তীব্র ও যৌনেচ্ছা-সহ দেখা দেয়, আবার কখনো একেবারেই লিঙ্গোদ্গম হয় না। স্পারমেটিক কর্ডে টানধরা, টেস্টিসে চাপবোধ, সঙ্গমের পরে বীর্যপাত, লিঙ্গোদ্গম ছাড়াই বা কোনরূপ স্বপ্ন দেখা ছাড়াই বীর্যপাত হয়ে যাওয়া. বমি হওয়া. যৌন কামনা কমে যাওয়া অথবা বৃদ্ধি পাওয়া, পেনিস ও টেস্টিসে স্ফীতি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

মহিলাদের যৌন কামনা বৃদ্ধি পায়। ঋতুস্রাবের পরে শ্বেতস্রাব দেখা দেয়, স্রাব হাজাকর, প্রচুর, ক্রিমের মত, মধুর মত রঙের, টক গন্ধযুক্ত, হলদে এবং জলের মত হয়। মাসিক ঋতুস্রাব অনুপস্থিত থাকা অথবা প্রচুর, অল্প সময়ের ব্যবধানে বিলম্বে, ফেকাশে, বেদনাদায়ক, আটকে আটকে থেকে দেখা দিতে পারে। জরায়ুর প্রল্যাপ্‌স্‌ ও সেইসঙ্গে মলত্যাগের পরে একটা দুর্বলতা ও তলিয়ে যাবার মত বোধ দেখা দেয়. বন্ধ্যাত্বও দেখা যেতে পারে।

ট্রেকিয়াতে টন্‌টন্‌ করা, স্বরভঙ্গ ও স্বর-বিলোপ, শ্বাসক্রিয়া হাঁপানির মত, কষ্টকর, ছোট ছোট ও সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত হয়ে থাকে।

বিকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে, শীতাবস্থায়, কোরাইজার সঙ্গে ও পানীয় গ্রহণের পরে

কাশি ; সন্ধ্যায় শুকনো কাশি ও সকালের দিকে গয়ের ওঠা, খক্‌খক করা কাশি, ক্ষণস্থায়ী তীব্র ধরনের কাশির সঙ্গে বুকের ভিতরে অথবা ল্যারিংক্স-এ সুড় সুড় করা বোধ থাকে। বসা অবস্থায় কাশি বৃদ্ধি পায়। সকালের দিকে গয়ের ওঠে ; গয়ের রক্ত মেশানো, সবজে শ্লেষ্মাযুক্ত, দুর্গন্ধ, ঘন, চট্‌চটে, হলদে স্বাদহীন, পচাটে বা নোনতা স্বাদযুক্ত হয়ে থাকে।

বুকের ভিতরে উদ্বেগবোধ ; যেন হার্ট থেকে একটা বুদবুদ বেরিয়ে ধমনীর সঙ্গে চলাচল করে বলে বোধ। বুকের ভিতরে সংকোচনবোধ, খাবার পরে বুকে শূন্যতা বোধ, হঠাৎ হঠাৎ বুকের উপরের অংশে পূর্ণতাবোধ, বুকে ফুস্কুড়ি হওয়া, চাপবোধ গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণে, কাশির সঙ্গে ও রাত্রিতে খাবার পরে হার্টে বেদনা, বুকের গভীরে জ্বালা, বুকের ডান দিকে এবং সন্ধ্যায় বিছানায় থাকা অবস্থায় বেশী হয়। বুকে দগ্‌দগেবোধ ও ব্যথা কাশলে বৃদ্ধি পায়। বুকে সূচ ফোটানো ব্যথা, বুকের ধারের বেদনা বাম দিকে বেশী হতে দেখা যায়। বুক ধক্‌ ধক্‌ করা ও উদ্বেগ খাবার পরে, গোলমালের শব্দে, বামদিকে চেপে শুলে, ঝড় ও বজ্রপাতের সময় বেশী হয়। যুবকদের বুকে বিশেষ ধরনের যক্ষ্মা বা থাইসিস ফ্লোরিডা ; হার্টে কাঁপুনি, ঋতুস্রাবের পরে অথবা সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলে বেশী হতে দেখা যায়।

পিঠে খুব ভারী ও টেনে ধরার মত বোধ, ত্বকে চুলকানিবোধ, রাত্রিতে ঋতুস্রাবের সময়, নড়াচড়া করলে, অধিক যৌনক্রিয়ার ফলে, বসা অবস্থায় পিঠের বেদনা বেশী হয়। পিঠের ডরসাল অংশে, স্ক্যাপুলাতে ও দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে বেদনা হয়। লাম্বার অংশে ঋতুস্রাবকালে বেদনা হতে দেখা যায়, ঐ সময় সেক্রামেও বেদনাবোধ হতে পারে। পিঠ ও মেরুদণ্ডে টন্‌টন্‌ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, লাম্বার অংশ ও মেরুদণ্ডে জ্বালাবোধ, পিঠে টানধরা ব্যথা, ডান দিকে সেক্রো-ইলিয়াক জয়েণ্টে তীব্র বেদনা, লাম্বার অংশে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

পিঠে ঘাম হওয়া, ঘাড়ের দুই ধারে শক্তভাব, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি, সন্ধ্যার দিকে পিঠে, লাম্বার অংশে, বীর্যপাতের পরে দুর্বলতাবোধ থাকে।

হাত, বিশেষভাবে পা ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা থাকে। ঋতুস্রাবের সময় ও দিনের বেলা পা বরফের মত ঠাণ্ডাবোধ হয় এবং রাত্রিতে জ্বালা দেখা দেয়। কিছু গিলতে গেলে হাতের এক্সটেনসর মাংসপেশীতে সংকোচন দেখা দেয়, পায়ের কাফ্‌ অংশ বা ডিমে এবং পায়ের পাতায় খিঁচধরা ব্যথা, হুল বেঁধার মত ব্যথাযুক্ত কড়া, লিখতে গেলে হাতে খিঁচধরা বা টান্‌ ধরা ব্যথা, হাত-পায়ে নানা ধরনের উদ্ভেদ, ফোস্কা, ফুস্কুড়ি, অ্যাঙ্কল-এ একজিমা, চুলকানিবোধ, উত্তাপ ও ভারীবোধ, ডানহাত, হাতের আঙ্গুল, ডান পায়ের পাতা অসাড়বোধ ; কব্জি ও অন্যান্য অস্থি সন্ধিতে বাত বা গেঁটে বাতজনিত ব্যথা, ডান কাঁধে বাতের বেদনা, বাম হাত ও তর্জনীতে ব্যথা, বিভিন্ন অংশে টান্‌ধরা, খিঁচধরা, থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, হাত ও পায়ের তলায় জ্বালা করা, কাঁধ, হাত, পা, উরু প্রভৃতি অংশে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, হাত ও

পায়ে ঘাম হওয়া, পা চঞ্চল ভাবে নড়া-চড়া করা, বিভিন্ন জয়েণ্টে শক্ত বা আড়ষ্টভাব, মাংসপেশীতে সংকোচন ও দুর্বলতাবোধ ; শিশুদের অ্যাংকল-এ দুর্বলতা (**নেট্রাম কার্ব**), হাঁটা-চলা করতে করতে হঠাৎ পা অবশ হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

নিদ্রা খুব গাঢ় হয় এবং রোগী খুববেশী স্বপ্ন দেখে। নানা ধরনের উদ্বেগজনক প্রেম-প্রীতির, আনন্দদায়ক, বিরক্তিকর, দুঃস্বপ্ন, মৃত লোকেদের বিষয়ে স্বপ্ন প্রভৃতি দেখে। ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা, চেয়ারেই বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়া, রাত্রিতে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত নিদ্রাহীন থাকা এবং দিনের বেলা নিদ্রালু হয়ে পড়া ; মধ্যরাত্রি বা রাত ১২টা থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত না ঘুমিয়ে জেগে থাকা আবার ভোর ৫টা নাগাদই ঘুম ভেঙে উঠে পড়ায় বিশ্রামের অভাব, দেরিতে ঘুম ভাঙ্গা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সন্ধ্যার দিকে, শীতল হাওয়ায় দেহ শীতল হয়ে পড়ে ; সন্ধ্যায়, ঋতুস্রাবকালে ও খাবার পরে শীতকাতরতা দেখা দেয়, শীতে দেহে যেন কাঁপুনি জাগে, দেহের যে কোন একদিকে শীতলতা, দেহের গভীরে শীতবোধ, প্রতিদিন বিকেলে জ্বর ও উত্তাপে ঝলক সৃষ্টি হয়, রোগী এত বেশী উত্তাপ বোধ করে যে ঘুমোতে পারে না। জ্বরের সঙ্গে ঘুমের মধ্যেই ঘাম হওয়া, জ্বরের সঙ্গে টক দলা দলা বমি হয়। দিনের বেলা সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে ঘাম হওয়া, সামান্য পরিশ্রমে, কাশলে ঘাম, শীতল ঘাম, উদ্বেগের সঙ্গে ঘাম হতে দেখা যায় ও খুববেশী স্নায়বিক দুর্বলতা থাকে। ঘামে টক গন্ধ পাওয়া যায়, শিশুর গায়ে টক গন্ধ থাকে।

ত্বকে কামড়ানো, জ্বালাকরা অথবা শীতলতাবোধ থাকে। ত্বকে লিভার স্পট, লালচে দাগ, হলদে দাগ এবং জণ্ডিসের লক্ষণ দেখা যায়। শুকনো ও জ্বালাকরা উদ্ভেদ, একজিমার সঙ্গে মধু রঙের রস পড়া, ত্বক নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকা, ত্বক অনুভূতি-প্রবণ হওয়া, ত্বকে ক্ষত, ভ্রূপাসির মত অবস্থা, ক্ষত থেকে দুর্গন্ধযুক্ত হলদেটে স্রাব পড়া, অস্বাস্থ্যকর ত্বক, ত্বকে আঁচিল সৃষ্টি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

নেট্রাম সালফিউরিকাম
(Natrum Sulphuricum)

ধাতুগত ওষুধগুলির মধ্যে অন্যতম এই ওষুধটি প্রায়ই আমাদের কাজে লাগে। লক্ষণগুলি সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, বিশেষভাবে মধ্য রাত্রির পূর্বে দেখা দেয়। কিছু কিছু লক্ষণ সকালে জলখাবার গ্রহণের পরে, দিনের বেলায় এবং মধ্যরাত্রির পরে সৃষ্টি হতে দেখা যায়, কেবলমাত্র ঘাম ছাড়া। অবহেলিত অবস্থার গনোরিয়ার ফলে দেখা দেওয়া বিভিন্ন উপসর্গে এই ওষুধটি খুব কার্যকরী হয়ে থাকে। রোগ লক্ষণ এবং ধাতুগত অবস্থা ভিজে আবহাওয়ায় খুব বৃদ্ধি পায়। যে সব লোক জলা জায়গার ধারে বাস করে এবং দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছে তাদের পক্ষে ওষুধটি বিশেষভাবে

ফলপ্রদ হয়ে থাকে। কুইনাইনের অপব্যবহারের কুফলে সৃষ্ট উপসর্গে ওষুধটি কার্যকরী হয়। নিউরোপ্যাথিক বা স্নায়ুরোগে দুর্বল ও পিত্ত ধাতুর রোগীদের পক্ষে এই ওষুধটিকে বিশেষভাবে ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। রাত্রিকালীন হাওয়ায় রোগী খুববেশী সংবেদনশীল থাকে। সে শ্লেষ্মাপ্রবণতায় খুব কষ্ট পায় এবং সবুজ রঙের শ্লেষ্মা নির্গত হতে দেখা যায়। শোথের মত উপসর্গ এই ওষুধে সারে। স্পর্শ ও চাপে রোগী সংবেদনশীল থাকে, মানসিক ও দৈহিকভাবে সে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়; বেদনায় খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। নানা ধরনের বেদনা; ডাল বা নিস্তেজ করা ব্যথা, তীক্ষ্ম বা ধারালো ধরনের ব্যথা সবই নড়া-চড়া করলে কম থাকে। দেহের সর্বত্র থেঁতলে যাবার মত বোধ হয়। খোলা হাওয়া পাবার জন্য প্রবল বাসনা এবং খোলা হাওয়ায় হাঁটা-চলা করলে আরামবোধ হতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বা ঠাণ্ডায় রোগী সংবেদনশীল থাকে ও উষ্ণ কাপড়-চোপড়ে আচ্ছাদিত হবার প্রয়োজন দেখা দেয় তবুও রোগী সাধারণভাবে উষ্ণতায় খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে, উষ্ণ ঘরে থাকলে কষ্টবোধ করে। দেহের নানা স্থানে পূর্ণতা ও ফুলে যাবার মত বোধ হয়; মাথায়, কানে, পেটে এবং সাধারণভাবে শিরায় অনুরূপবোধ থাকতে দেখা যায়। বসন্তকালে ও উষ্ণ আবহাওয়ায় সব উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। দৈহিক অস্থিরতা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। দেহের ভিতরে পালসেশনবোধ ও হার্টের দ্রুতগতিতে চলা অবস্থার সঙ্গে খুববেশী দুর্বলতা ও কাঁপুনি দেখা দেয়। মাংসপেশীতে মৃদু কম্পনে, মাথায় ও মেরুদণ্ডে আঘাতজনিত উপসর্গে, বিশ্রামে থাকা অবস্থায় সব উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণে, দেহের সর্বত্র বাতজনিত উপসর্গে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। রোগী চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। মাথায় আঘাত লেগে কনভালসন সৃষ্টি হতে পারে। আঁচিল ও কণ্ডাইলোমা সৃষ্টি হবার কথা ও সেই সঙ্গে সাইকোটিক অবস্থার কথা জানা যায়। সকালে উদ্বেগ দেখা দেয় এবং জলখাবার গ্রহণের পরে সেটা চলে যায়; সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে এবং মধ্যরাত্রির পূর্বে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়; জ্বরের মধ্যে ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্বেগ ও জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় আত্মহত্যা করার ঝোঁক দেখা দেয় এবং নিজের মানসিকশক্তি প্রয়োগে ঐ ঝোঁক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হয়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এক মহিলা কয়েকবারই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এই ওষুধটি প্রয়োগের পরে সে বেশ হর্ষোৎফুল্লা হয়ে ওঠে এবং আর আত্মহত্যা করার কোন চেষ্টা করেনি। মলত্যাগের পরে রোগীর মন হর্ষোৎফুল্ল হয়; গান-বাজনা তাকে বিষণ্ণ করে। সকালে বিষাদ দেখা দেয় এবং জল-খাবার গ্রহণের পরে সেটা চলে যায়। সকালের দিকে খুববেশী খিট্‌খিটেভাব দেখা দেয়; তীব্র ক্রোধের পরে জণ্ডিস হতে দেখা যায়। রোগী সঙ্গী সাথী পছন্দ করে না। কারো সঙ্গে কথা বলতে বা কারো কথা শুনতে অপছন্দ করে। তার মধ্যে মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে জড়বুদ্ধিভাব দেখা দেয়। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে নানা ধরনের মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়, মাথায় আঘাত লাগার ফলেও মানসিক লক্ষণ

সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জনতার ভীড়, কোন বিপদের আশঙ্কা ও লোকজন দেখলে রোগী ভীত হয়ে পড়ে। সে ভুলোমনা, অল্পেতেই ভীত, উদাসীন, অলস, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ও বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়ে পড়তে পারে। মহিলারা খুববেশী অনুভূতি-প্রবণ ও সন্দেহপ্রবণ হয়। গোলমালের শব্দে, ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে সে চমকে ওঠে। প্রায়ই তাদের মাথা ঘোরে ও মাথায় রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা দেখা দেয়; মাথায় পূর্ণতাবোধ ও পালসেশনবোধ থাকে। পিরিয়ডিক্যাল বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া মাথাধরার সঙ্গে পিত্তবমি হতে দেখা যায়। মানসিক পরিশ্রমের ফলে, সবিরাম জ্বরের সঙ্গে মাথাধরা দেখা দেয়। রোগীর মনে হয় যেন যে পাশে শুয়ে আছে সেই দিকেই তার মস্তিষ্ক যেন ঝুলে পড়ে যাবে। তীব্র ধরনের অক্সিপিটাল হেডেকের সঙ্গে ঘাড়ের সরু অংশে বেদনা, মাথায় আঘাত লাগার ফলে মাথাধরা সৃষ্টি হওয়া, স্ক্যাল্প অংশে চুলকানিবোধ, ফরমিকেশন, একজিমার সঙ্গে খুববেশী ভেজা বা আর্দ্রভাব প্রভৃতি দেখা যায়।

আলোর দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে ফটোফোবিয়া ও মাথার উপসর্গ দেখা দেয়। চোখ থেকে জলপড়া, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, চোখ জণ্ডিসের মত হলদেটে হওয়া, চোখের প্রদাহের সঙ্গে অনেকগুলি ফোস্কা সৃষ্টি হওয়া, সকালে ও সন্ধ্যায় চোখে জ্বালা করা; চোখ থেকে সবুজ রঙের স্রাব নির্গমন, সকালের দিকে চোখের পাতা পরস্পর জুড়ে থাকা, চোখের পাতায় গ্রানুলেসন, কনজাংক্টাইভাতে স্ক্রফুলা-যুক্ত প্রদাহ; লালভাব, স্ফীতি ও জ্বালা করা অবস্থা বিশেষভাবে চোখের পাতার ধারগুলিতে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। চোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠা, কিছু দেখার চেষ্টা করলে চোখে চাপবোধ, সকালে চোখে চুলকানিবোধ প্রভৃতি পাওয়া যেতে পারে।

সন্ধ্যায়, শীতভাব ও জ্বরের সঙ্গে কানে পাখীর কূজন বা কিচির-মিচির করার শব্দ শোনা, কানের ভিতরে পত্ পত্ করার মত শব্দ অনুভব করা, ঘণ্টা বাজার মত শব্দ শোনা, কানে যেন ভিতর থেকে বাইরের দিকে চাপ দিয়ে বা ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এরূপ বোধ, কানে কট্ কট্ করা ব্যথায় মনে হয় যেন কিছু জোর করে কান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কানে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে এসে কোন উষ্ণ ঘরে ঢুকলে, ভিজে ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বেশী হতে দেখা যায়। ডানদিকের কানে ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ বেশী হয়। সন্ধ্যায় ডান কানে উত্তাপ-বোধ, রসস্রাব সৃষ্টি হওয়া, ডান কানে তালা মারা বা বন্ধ হয়ে থাকার মত বোধ, কান থেকে ঘন পুঁজের মত পড়া প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

নাক থেকে হলদেটে সবুজ সর্দি পড়া, ঋতুস্রাবের আগে এবং সময়ে নাক থেকে রক্তপাত, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে রক্তপাত বেশী হওয়া, নাকে শুষ্কতা ও জ্বালাবোধ, রাত্রিতে শ্লেষ্মায় নাক বন্ধ হয়ে থাকা, নাক টেনে নাকের পিছনের অংশ থেকে যে শ্লেষ্মা বের করা হয় সেটা নানা স্বাদের হতে দেখা যায়। হাঁচির সঙ্গে প্রচুর সর্দিস্রাব ও

ইনফ্লুয়েঞ্জা, এপিডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা, নাকের অনেক গভীরে শুকিয়ে থাকা শ্লেষ্মা নাক ঝাড়লে বেরিয়ে আসে।

মুখমণ্ডলে একজিমা ও চুলকানিবোধ, মুখের চেহারায় রুগ্ণভাব ও ত্বকে জণ্ডিসের লক্ষণ থাকে। মুখমণ্ডলে ফোস্কা ও ফুস্কুড়ি সৃষ্টি হয়। নিচের ঠোঁটে ও মুখের চারধারে ফোস্কা হয়, থুতনিতে ফুস্কুড়ি হয় এবং স্পর্শ করলে সেগুলিতে জ্বালাবোধ দেখা দেয়।

সাইকোটিক বা প্রমেহ ধাতুগ্রস্ত লোকেদের দাঁত আলগা হয়ে যায় ও পড়ে যায়। দাঁত থেকে মাঢ়ী আলগা হয়ে পড়ে। দাঁতে বেদনা উষ্ণতায়, উষ্ণ দ্রব্যে বৃদ্ধি পায় এবং ঠাণ্ডা পানীয় ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় কম থাকে। মাঢ়ী লাল হয়, জ্বালা ও ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মাঢ়ীতে ফোস্কা সৃষ্টি হয়। মুখের ভিতর সবসময়ই চট্‌চটে থাকে ; মুখ ও গলায় প্রচুর শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। মুখের স্বাদ তেতো থাকে এবং জিহ্বায় ময়লা সবুজ ও বাদামী রঙের গাঢ় প্রলেপ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জিহ্বা ও টাক্‌রায় ফোস্কা সৃষ্টি হয় ; ঋতুস্রাবকালে টাকরায় জ্বালাবোধ হয়, মুখে অসাড়তা, লালা ঝরা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

গলায় পুরানো বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ও সেই সঙ্গে প্রচুর চট্‌চটে সাদা শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। গলায় শুষ্কতাবোধ, খাদ্য গেলার সময় গলায় ব্যথাবোধ, হাঁটা চলা করার সময় গলায় চোকিং বা দম্ আটকাবোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। গয়টারে এই ওষুধটি প্রায়ই কাজে লাগে। সন্ধ্যায় খুব পিপাসা, খুব ঠাণ্ডা কোন পানীয় খেতে চাওয়া, জ্বর ও শীতাবস্থাতেও ঠাণ্ডা পানীয়ের জন্য পিপাসাবোধ হতে থাকে। পাউরুটি ও মাংসের প্রতি বিরূপতা, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের প্রতি সন্দেহপ্রবণতা, সন্ধ্যায় পাউরুটি খেলে হিক্কা ওঠা ; টকজলের উদ্গার ওঠা, তেতো জল ওঠা, সকালে জলযোগের আগে গা-বমিভাব, প্রায় সবসময়ই গা-গুলোনোভাব থাকা, টক বা তেতো স্বাদের বমি ; পিত্ত-বমি হওয়ার সঙ্গে পেটে কলিক বেদনা ; পাকস্থলী ফুলে ওঠার ও ভারী হয়ে পড়ার মত বোধ, সকালে জলযোগের পরে পাকস্থলীতে পালসেশনবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। পাকস্থলীর ভয়াবহ দুর্বলতার সঙ্গে অ্যাসিডিটি, কেবলমাত্র সহজপাচ্য খাদ্যই রোগী হজম করতে পারে। পরিপাক ক্ষমতা খুব দুর্বল থাকে। লিভারের নানা উপসর্গ, লিভারে রক্তাধিক্য, লিভারের বড় হয়ে ওঠা, লিভারে টন্‌টন্ করা ব্যথা প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যায়। ডান দিকে চেপে শুয়ে থাকলে লিভারে বেদনাবোধ, বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে ডান-দিকের হাইপোকণ্ড্রিয়ামে টানা-হেঁচড়া করার মত অনুভূতি (**ম্যাগমিউর, কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস, পটেলা**), হাঁটা-চলা করার সময় লিভারে টন্‌টন্ করা ব্যথা ও চুলকানি-বোধ, গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণে লিভারে তীক্ষ্ম কিছু দিয়ে খোঁচা মারার মত খচ্ করে ওঠা ব্যথা প্রভৃতি দেখা যায়। মানসিক পরিশ্রমে ও কোন কারণে রেগে গেলে লিভারের গোলযোগ সৃষ্টি হয়। লিভার থেকে বেশী পিত্ত সৃষ্টি হয় বলে মনে হয়। আঠালো ও বিকৃত হয়ে পড়া পিত্ত রসের জন্য পিত্ত-পাথরী সৃষ্টি হওয়া

প্রভৃতির জন্য এই ওষুধটি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রয়োগ করা হলে পিত্তরস সৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে পিত্ত-পাথরী সৃষ্টি হওয়া দূর করা যেতে পারে। গল-স্টোনের অনেক রোগীকেই এই ওষুধে সারানো গেছে, পিত্ত-পাথরীজনিত কলিকও সেরে যেতে দেখা গেছে। রোগীকে হাইপোকণ্ড্রিয়া অঞ্চলে কাপড়ের স্পর্শে সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। নিচে বর্ণিত তিনটি রোগীর উদাহরণের দ্বারা এটা প্রমাণ করা যাবেঃ--প্রথম রোগীঃ—৩৭ বছর বয়সের বিবাহিতা মহিলা, সন্তানরা বড় হয়ে উঠেছে। কয়েক বছর ধরে মাথাধরার পরে পিত্ত-বমি হতে দেখা গেছে। মুখমণ্ডল বেগুনী। উত্তাপে বেদনার উপশম হয়, ডান চোখে বেদনা শুরু হয়, কপালের উপর দিয়ে সেটা ছড়িয়ে যায় এবং মাথার পিছনের দিকে একটা টেনে ধরার মত অনুভূতি দেখা দেয়। সেক্রাম অংশে বেদনা উরুর দিকে ছড়িয়ে পড়ে, ডানদিকে বেদনা বেশী হয়। রোগিণী নার্ভাস, একটুতেই চমকে ওঠে এবং ভবিষ্যতের কোন বিপদের আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়ে, খুববেশী খুঁতখুঁতে বা রুচিবাগীশ প্রকৃতির। তিন মাস পূর্বে পিত্ত-পাথরীজনিত কলিক দেখা দিয়েছিল। পায়ের পাতা ঠাণ্ডা থাকতে দেখা গেছে। গত ষোল বছর ধরে ঋতুস্রাবের সঙ্গে মাথাধরা সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। ঋতুস্রাব ঘন, জমাট রক্ত, কালচে, মাত্র একদিন থাকে। রোগিণী যখন অসুস্থ থাকে তখন মল হাল্কা রঙের, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থায় মল গাঢ় রঙের হতে দেখা যায়। খুব চেষ্টা করে রোগিণীকে আত্মহত্যা করার ঝোঁক দূরে রাখতে হয়। কোন কোন সময় নাড়ীর গতি ধীর হয়ে পড়ে। সব সময়ই ক্লান্তি থাকে। পিত্ত-পাথরী অপারেশনের সাহায্যে দূর করার প্রতি বিরূপতা বা অনিচ্ছা দেখা গেছে। জিহ্বায় ফাটা ফাটা দাগ ছিল। এই রোগিণীকে নেট্রাম সালফ্ প্রয়োগে সম্পূর্ণভাবে সারানো গেছে, পিত্ত-পাথরী দূর হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় রোগীঃ—৪০ বছর বয়সের কর্মকুশল, ব্যবসায় কর্মে লিপ্ত একজন পুরুষ ওজন ১৮০ পাউণ্ড। পিত্তথলী অঞ্চলে বেদনা, পিত্ত-পাথরীজনিত কলিক বদহজম হবার পরে দেখা দিয়েছিল। পিত্তথলী অঞ্চলে একটা নিস্তেজকারী কন্‌কন্ করা ব্যথা ছিল। রোগী ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে বাধ্য হ'ত, যে কোন ভাবে বসে বা শোয়া অবস্থাতেই বেদনার উপশম হ'ত না। কেবলমাত্র একবার মল হাল্কা রঙের হতে দেখা গেছে। কিড্‌নী অঞ্চলে এবং পেলভিক অংশে ও পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়া ব্যথার সঙ্গে প্রস্রাবে ঘোলাটে রঙ, প্রস্রাব ত্যাগের পরেও কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে দেখা গিয়েছে। ডানদিকের শেষ পাঁজরগুলির পিছনে একটা কঠিন বা ভারী ধরনের বেদনা, ঐ বেদনা উপরের দিকে ডান স্তনের বোঁটা পর্যন্ত উঠে যেতে ও বুকে ছোরা মারার মত ব্যথাবোধ হতে দেখা গিয়েছিল। ডিওডিনামে বেদনা খাবার পরে বৃদ্ধি পেত, নেট্রাম সালফ এই রোগীকে সারিয়ে তুলেছে। সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন যাপন করছে।

তৃতীয় রোগীঃ—৬৪ বছর বয়সের প্রৌঢ়া মহিলা ডায়রিয়ায় ভুগছিলেন; মল জলের মত, কখনো কখনো খড়িমাটির মত ফেকাশে সাদা হতে দেখা গেছে; লিভার

বড় হয়ে উঠেছিল, পিত্তথলীতে দুই হাতের আঙুল দিয়ে খামচে ধরে থাকার মত বোধ ও পিত্ত-পাথরী জনিত কলিক বেদনা হ'ত। অপারেশন করতে গিয়ে সার্জনই শেষ পর্যন্ত রাজী হননি। মলত্যাগের পরে মাঝে মাঝেই তলিয়ে যাবার মত অনুভূতি, শীতভাব; ঝুঁকলে, হাঁটা-চলা করলে বা শোয়া অবস্থায় মাথাঘোরা; মাঝে মাঝেই হার্টের স্পন্দন বেড়ে যাওয়া; মানসিক অবসাদ; পিপাসাহীনতা; দেহের উত্তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকা; পেটে কোনরূপ ঝাঁকুনি বা মোচড় লাগলে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা; পেটে খুব ফ্লাটুলেন্স ও গড়্‌গড়্ শব্দ হওয়া; পা হাঁটু পর্যন্ত এবং হাত ঠান্ডা হয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল; খুববেশী ঢেকুর ওঠা; খাবার পরে ঢেকুর ওঠা বেশী হ'ত; আবহাওয়ার পরিবর্তনে রোগিণী সংবেদনশীল হয়ে পড়ত; ঝড় হবার আগে সে খুব নার্ভাস ও নিদ্রাহীনা হয়ে পড়ত; লিভারে একটা টন্‌টন্ করা ব্যথা ও টেনে ধরার মত বোধ, অন্ত্রে শিথিলতা, পরিপাক ক্রিয়ায় ধীরতা, বাহু ও পায়ের দিকে ভারীবোধ; পিঠ বরাবর শীতলতাবোধ; ডানদিকে চেপে শুতে অস্বস্তিবোধ, প্রস্রাব বেশী পরিমাণে ও ঝাঁঝালো তীব্র গন্ধযুক্ত হওয়া; দেরিতে নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ঐ রোগিণীর ক্ষেত্রে নেট্রাম সালফ বিস্ময়কর পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল এবং পিত্ত-পাথরীর আর কোন লক্ষণই তার মধ্যে দেখা দেয়নি।

পেটের মধ্যে খুববেশী অস্বস্তিবোধ বায়ু সরে গেলে কমে যায়; বায়ু নিঃসরণ ও ঢেকুর ওঠায় পেটের শূন্যতাবোধ চলে যায়। পেটে গ্যাস বা বায়ু আটকে থেকে বেদনা ও নানা উপসর্গের সৃষ্টি করে; বায়ু জমে গিয়ে অ্যাসেন্ডিং কোলনে ফোলা-ভাব ও বেদনা সৃষ্টি হয়, সিকাম অংশে বেদনা হতে দেখা যায়। অ্যাপেন্ডিসাইটিসের প্রথমাবস্থার মত উপসর্গ অনেক ক্ষেত্রেই এই ওষুধে সারানো সম্ভব হয়েছে। সমুদয় পেটেই ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা থাকে। পেট থেকে পিঠ পর্যন্ত একটা কঠিন ও ভারী ধরনের ব্যথা ও জ্বালাবোধ দেখা দেয়। যেন ডায়রিয়া দেখা দেবে পেটে এরূপবোধ ঢেকুর উঠলে ও বায়ু নিঃসরণে কমে যায়। পেটে অস্বস্তি ও কষ্টবোধে রোগী দ্রুত মলত্যাগের জন্য ছোটে কিন্তু কেবল মাত্র বায়ু নিঃসরণ হয়। ঋতুস্রাবকালে পেটে ব্যথা হয়। সকালে জলযোগের পূর্বে পেটে টান ধরা ব্যথা; বিকেল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টার মধ্যে পেটে ব্যথা; পেট ও অন্ত্রে সব সময় একটা অস্বস্তিবোধের জন্য বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা হয়। ডায়রিয়া সহ অথবা ডায়রিয়া ছাড়া পেটে পূর্ণতাবোধ, গড়্ গড়্ করা, পেটের ভিতরে কিছু যেন নড়ছে, বজ্ বজ্ করছে এরূপবোধ হয়ে থাকে। ডানদিকে চেপে শুয়ে থাকলে অ্যাসেন্ডিং কোলনে বেদনা, পিত্তজনিত কলিকের সঙ্গে পিত্ত-বমি হতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে সিফিলিস এই ওষুধে সারানো গেছে; পেটের গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধিও এই ওষুধে সেরেছে। সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠলে বা পায়ের উপর দাঁড়ালেই দেখা দেওয়া প্রাতঃকালীন ডায়রিয়া ও তার সঙ্গে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হতে দেখা যায়। ভিজে আবহাওয়ায় ডায়রিয়া; প্রচুর পরিমাণে পাতলা সবুজ, দুর্গন্ধ, রক্তমেশানো ও থক্‌থকে আমযুক্ত মল তোড়ে বেরিয়ে আসে;

মলত্যাগের পূর্বে পেটে খিঁচধরা ব্যথা দেখা দেয়। মলত্যাগের সময় মলদ্বারে তীব্র বেদনা হয়; কখনো কখনো রোগী মলত্যাগের পরে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে; ডায়রিয়া প্রায় সময়ই বেদনাহীন থাকে; বেশী শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, শাক-সব্জি, ফল, পেস্ট্রি, শীতল পানীয়, আইসক্রিম প্রভৃতি খাবার জন্য ডায়রিয়া দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ্ঠবদ্ধতা ও ডায়রিয়া পর্যায়ক্রমে আসতে দেখা যায়। ডায়রিয়াতে দিন-রাত্রির যে কোন সময় পাতলা মল বেরোয় তবে প্রধানত সকালেই ডায়রিয়া বেশী হতে দেখা যায়। ক্রনিক ডায়রিয়ার সঙ্গে অসাড়ে পাতলা, হলুদ গোলা জলের মত মল অনেক ক্ষেত্রেই এই ওষুধে সেরেছে। মলদ্বারে চুলকানিবোধ ও ছোট ছোট পোকা হাঁটার মত সুড় সুড় করা অনুভূতি দেখা দেয়। মলদ্বারে কণ্ডাইলোমেটা সৃষ্টি হতে পারে। একজন উকিলের রেক্টামে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে প্রচুর রক্তপাত হতে দেখা গিয়েছিল এবং তিনি বেশ কয়েকবার আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিলেন; এই ওষুধটি তাঁকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলেছিল। এই ওষুধটি প্রায়ই রক্তক্ষরণযুক্ত অর্শ সারাতে পারে।

স্কারলেট জ্বরের পরে ও ম্যালেরিয়ায় ভোগার পরে কিডনীতে প্যারেঙ্কাইমেটিক প্রদাহ সৃষ্টি হলে এই ওষুধে সেই অবস্থা সারানো যায়; প্রস্রাবে সুগার ও বহুমূত্র রোগ সারে। প্রস্রাবে ইঁটের গুঁড়োর মত তলানী ও প্রচুর পরিমাণে সাদা বালির মত তলানী থাকতে দেখা গেলে তাও অনেকক্ষেত্রে এই ওষুধে সারানো গেছে। প্রচুর পরিমাণে ফসফেট ও সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জেলির মত থকথকে শ্লেষ্মা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরোতে দেখা গেলে সেই অবস্থাও এই ওষুধে সারানো যায়। রোগীকে প্রস্রাব ত্যাগের জন্য অনেক বারই রাত্রিতে উঠে পড়তে হয়। প্রস্রাব ত্যাগের সময় ও পরে খুব জ্বালাবোধ থাকে। প্রস্রাবে প্রচুর পিত্ত থাকতে দেখা যায়। অবহেলিত গনোরিয়াতে এইসব লক্ষণ সৃষ্টি হলে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়।

পুরুষদের যৌন-কামনা খুব বৃদ্ধি পাওয়া ও লিঙ্গোদ্গমে কষ্টবোধ হয়। গনোরিয়াতে সবজেটে হলুদ স্রাবের সঙ্গে প্রস্রাবের সময় ও পরে খুব জ্বালাবোধ থাকে। অনেকক্ষেত্রে প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি হওয়া অবস্থা এই ওষুধে সারানো গেছে। নরম মাংসের তালের মত কণ্ডাইলোমেটার সঙ্গে সবুজ রঙের স্রাব হতে দেখা যায়। স্ক্রোটাম ও প্রিপিউস অংশে ঈডিমা, পেনিস ও স্ক্রোটামে চুলকানিবোধ এবং চুলকানোর পরে জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়।

মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর পরিমাণে জমাট বাঁধা রক্ত ও হাজাকর হয়। লিউকোরিয়া হাজাকর, সবজে, ঘন ও যেখানে লাগে সেখানে হেজে যেতে দেখা যায়। 'মিল্ক লেগ' এই ওষুধে সারানো যায়।

ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে প্রচুর ঘন, আঠালো, সাদাটে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। পরিশ্রমে ও হাঁটা-চলায় শ্বাসকষ্ট ও সেই সঙ্গে বুকের বাম দিকে তীব্র বেদনা দেখা দেয়। গভীরভাবে শ্বাস নিলে বুকে সূচ বেঁধার মত ব্যথা; স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় শ্বাসকষ্ট; সাইকোটিক ধরনের মাতা-পিতার শিশু-সন্তানদের 'হিউমিড অ্যাজমা'তে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়। প্রতিবার উষ্ণ আবহাওয়ায় হিউমিড অ্যাজমার সঙ্গে

প্রচুর আঠালো শ্লেষ্মা ; ব্রঙ্কিয়্যাল টিউবে ক্রনিক ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা প্রভৃতি দেখা যায়।

প্রায়ই কাশির দমকের সঙ্গে ল্যারিংক্সে সুড়সুড় করে প্রচুর সাদা ও আঠালো গয়ের উঠতে দেখা যায়। গয়ের রক্তমেশানো, সবুজ, হলদে, গাঢ়, সাদাটে ও আঠালো ধরনের হতে দেখা যায়। বুকে চাপবোধ বিশেষভাবে সকালে ঘুম থেকে উঠলে ও সন্ধ্যাকালের স্যাঁতসেতে হাওয়ায় দেখা দেয়। শ্বাসগ্রহণের সময় বুকে শূন্যতাবোধ, কাশতে গেলে বুকের ভিতরে টন্‌টন্ করা ব্যথায় দুই হাতে বুক চেপে ধরলে কম হতে দেখা যায়। সাইকোটিক রোগীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ছাড়া ব্রঙকাইটিস ও নিউমোনিয়া অনেক ক্ষেত্রেই সারানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। বৃদ্ধের আধা ঘন গয়ের ওঠা, সাইকোটিক রোগীদের প্রতিবার বসন্তকালে বুকে উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া ; বগলের গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি ও পেকে ওঠা অবস্থা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

আমেরিকাতে সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিনজাইটিসের সঙ্গে মাথার পিছনে ও ঘাড়ে "কুকুরের দাঁত দিয়ে চিবানোর মত" ব্যথাবোধ থাকলে এই ওষুধটি ঐ এপিডেমিকে ফলপ্রদ হয়েছে ; ঐ ক্ষেত্রে মাথাটি পিছনদিকে জোর করে টেনে রাখার মত বেঁকে থাকতে দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে বসা অবস্থায় দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে যেন কিছু বিঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরূপ বেদনা, কোমর ও সেক্রাম অংশে টন্‌টন্ করা ব্যথা প্রভৃতির জন্য রোগী বা রোগিণী রাত্রিতে ডানদিকে চেপে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয় ; সকালে ঘুম থেকে উঠলে এই বেদনা চলে যায়। কাপড় ছাড়ার সময় পিঠে চুলকানিবোধ দেখা দেয়। সেক্রামে বেদনায় কোন একপাশে ফিরে শুয়ে থাকা যায় না।

হাত ও পায়ের দিকে ঘুমের মধ্যে কাঁপুনি, মৃদু শিহরণ ও দুর্বলতাবোধ, বিশ্রামে থাকলে হাত-পায়ে বেদনা, স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বাতের বেদনা, বাহু ও হাতে আঁচিল হওয়া ; শীতাবস্থা ও জ্বরের উত্তাপের সময় হাত-পায়ে বেদনা, হাঁটা-চলা, নড়াচড়া করলে কমবোধ হয়। বেদনা পায়ের দিকে বেশী হতে দেখা যায়।

হাতে দুর্বলতা, কোন কিছু মুঠো করে ধরতে গেলে ফ্লেক্সর মাংসপেশীতে বেদনা ; সকালে ঘুম থেকে উঠলে এবং লিখতে গেলে হাত কাঁপে। আঙ্গুলের নখের কাছে পেকে ওঠার প্রবণতা এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ। হাতের তালু দগ্‌দগে ও বেদনাদায়ক থাকে এবং সেখান থেকে জলের মত একপ্রকার রস গড়ায়। হাতের তালুর খারাপ ধরনের সোরিয়াসিস এই ওষুধে সারানো যায়। আঙ্গুল স্ফীত ও শক্ত হয়ে যায়। আঙ্গুল-হাড়ার বেদনা খোলা হাওয়ায় কম থাকে। নখ, আঙ্গুলের ডগা প্রভৃতি অংশে ক্ষত ও বেদনা দেখা দেয়।

নড়াচড়া করতে গেলে ডানদিকের হিপ্-জয়েণ্টে বেদনা ; হিপ্-জয়েণ্টে সুচ বেঁধার মত ব্যথা ; হিপ্ থেকে হাঁটু পর্যন্ত বেদনা ছড়িয়ে পড়া, বাম পায়ে স্ফীতি, সায়াটিকা নড়াচড়া করলে কম থাকা ; রাত্রিতে বিছানায় শোয়া অবস্থায় পা অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করা, উরুর বাইরের দিকে ক্ষত হওয়া ; হাঁটুতে আড়ষ্টতা, পায়ের দিকে

দুর্বলতাবোধ, পায়ের পাতায় ঈডিমা, পায়ের তলা ও গোড়ালীতে তীব্র বেদনা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

দুপুরের আগে পড়াশোনা করার সময় ঝিমুনিভাব ; ভীতিকর স্বপ্ন দেখা ; সন্ধ্যায় ৬টা থেকে রাত্রি ৯টার মধ্যে শীতাবস্থা ; তার পরে ১টা পর্যন্ত শুকনো উত্তাপ থাকে, ঘাম হয় না। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে শীতভাবের সঙ্গে শীতলতা ও মাংসপেশী কুঁকড়ে থাকার মত অবস্থা বিশেষভাবে ঋতুস্রাবের সময় সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শীতভাবে সারাদেহ যেন কাঁপতে থাকে। শেষরাত্রে অথবা সকালে ঘাম দেখা দিতে পারে। জ্বরের সঙ্গে পিত্ত-বমি হয়। রেমিটেণ্ট ও সবিরাম জ্বরে, বিশেষভাবে ক্রনিক ধরনের সবিরাম জ্বর অবহেলিত হলে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে।

একজিমার সঙ্গে জলের মত রস গড়ানো, জলপূর্ণ ফোস্কা, ফোস্কা ভেঙ্গে গেলে সেখানে হলদেটে মামড়ীপড়া, জণ্ডিস, 'ইণ্টারট্রিগো' অর্থাৎ ত্বকে ঘষা লাগলে এক-প্রকার প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া আঁচলের মত লালচে দানার মত সারা দেহে দেখা দেওয়া ; মাথায়, কানের উপরে লালচে শক্ত গুটির মত উদ্ভেদ, কপালে, কারো বাম দিকে, বুকের মাঝখানেও অনুরূপ উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া ; কাপড় ছাড়ার সময় চুলকানিবোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

নাইট্রিক অ্যাসিড
(Nitric Acid)

দেহের সর্বত্র খুববেশী দুর্বলতা ; দৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির দুর্বলতা ; খুব বেশী অনুভূতিপ্রবণতা এবং স্নায়বিক কাঁপুনি প্রভৃতি এই ওষুধটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। দীর্ঘদিন বেদনা ও অসুস্থতায়, মানসিক থেকে দৈহিক উপসর্গ বেশী থাকা এবং শেষ পর্যন্ত অ্যানিমিয়া এবং শীর্ণতায় খুববেশী ভোগার ফলে রোগী স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। ঠাণ্ডায় সংবেদনশীলতা, সর্বদাই শীত-কাতরতা থাকে। দেহ কোনভাবে শীতল হয়ে পড়লে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। সামান্য কারণে রোগীর ঠাণ্ডা লেগে যায়। শিরা ও ধমনীর দেওয়াল শিথিল থাকায় সহজেই রক্তপাত ঘটে, প্রচুর কালচে রক্ত বেরোয়। প্রদাহে আক্রান্ত স্থানে, ক্ষততে ও স্নায়ুতে বেদনায় মনে হয় যেন মাংস হাড় থেকে টেনে ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং আক্রান্ত স্থানে যেন কাঠের টুকরো বা অনুরূপ কিছু বিঁধে আছে। পেরিঅস্টিয়াম, অস্থি ও স্নায়ুতে প্রদাহ দেখা দেয়। সিফিলিসজনিত অস্থিতে বেদনা। হাড়ে কেরিজ ও এক্সঅস্টোসিস বা অস্থি-বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। বিভিন্ন নির্গমন মুখের ধারে সামান্য কারণে রক্তপাত ঘটা ও আঁচিল সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শীতল আবহাওয়ায় এবং আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পুরানো শুকিয়ে আসা ক্ষতস্থানে বেদনা দেখা দেয় ; বেদনায় মনে হয় যেন কাঠির মত কিছু

সেখানে বিঁধে আছে। সিফিলিসের রোগীর ক্ষেত্রে মার্কারীর অপব্যবহারের কুফলে গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ সৃষ্টি হয়। গ্ল্যাণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী পুঁজ সৃষ্টি, সেরে যাওয়ার কোন লক্ষণ না থাকা এবং সেখানে খোঁচা মারার মত বেদনায় ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। স্রাব বা রসক্ষরণ পাতলা, রক্তমেশানো, দুর্গন্ধযুক্ত ও হাজাকর থাকে; কখনো কখনো ঘোলাটে হলুদ ও সবুজে মেশানো রঙের স্রাবও হতে দেখা যায়। সিফিলিসের রোগীকে খুববেশী মার্কারী প্রয়োগের ফলে আক্রান্ত স্থানে খুববেশী পেকে ওঠা ও সেরে যাবার প্রবণতা মোটেই না থাকা অবস্থা দেখা দেয়। ক্যান্সারের উপসর্গে পুঁজ হওয়া ও ক্ষত সৃষ্টির সঙ্গে রক্তমেশানো, জলের মত দুর্গন্ধ স্রাব এবং সেই সঙ্গে খোঁচা মারার মত ব্যথায় ওষুধটি প্রযোজ্য। নাইট্রিক অ্যাসিডের রোগীকে কোষ্ঠবদ্ধতার চেয়ে ডায়রিয়াতেই বেশী ভুগতে দেখা যায়। গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ালে উপসর্গ কম থাকা ও আরামবোধ থাকলে অনেক উপসর্গই এই ওষুধে সারানো যায়। দেহের সর্বত্র মাংসপেশীতে মৃদুসংকোচন; ঝাঁকুনিলাগা ও গোলমালের শব্দে অনেক উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া, এমনকি গোলমালের শব্দে বেদনাও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। নাইট্রিক অ্যাসিডের রোগীকে ওষুধে, বিশেষত খুব উঁচু শক্তির ওষুধে প্রায়ই খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়তে দেখা যায়। দেহের নানা অংশে ফিশার বা ফাটল; চোখের কোণে, মুখের কোণে, মলদ্বারের উপরে ফাটল দেখা দেয়; ত্বক ফেটে যায় এবং ঐ সব জায়গাতেই কাঠির খোঁচা লাগার মত ব্যথা বোধ থাকে। শেষ পর্যন্ত শোথ, বিশেষভাবে পায়ের দিকে শোথ বা ড্রপসির লক্ষণ দেখা দেয়। প্রস্রাবে ঘোড়ার প্রস্রাবের মত তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ থাকে। লিউকোরিয়া, শ্লেষ্মা স্রাব এবং শ্বাস, পায়ের তলায় ঘাম সবই খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত থাকে; দেহে খুব কড়া বা ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায় ময়লা বা কালো বর্ণের লোকেদের ক্ষেত্রেই যে কেবল মাত্র ওষুধটি কার্যকরী হয় বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে সে কথায় খুব বেশী গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে ফর্সা অথবা কালচে বর্ণের রোগীদের ক্ষেত্রে সমানভাবেই নাইট্রিক অ্যাসিড ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

মানসিক অবসাদ, বিশেষ কোন একটি বিষয়ের প্রতি বেশী মনোযোগ দিলে সেই বিষয়ের প্রতি সব চিন্তা-ভাবনা অদৃশ্য হয়ে যায়। সর্ববিষয় একটা উদাসীনতা; জীবনে ক্লান্তিবোধ; কোন বিষয়েই আনন্দবোধ না করা প্রভৃতি অবস্থা মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সন্ধ্যায় মানসিক অবসন্নতা, নিজের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ার চিন্তায় উদ্বেগ ও সেই সঙ্গে মৃত্যুভয়ও দেখা দিতে পারে। নিদ্রাহীন অবস্থার পরে, কোন কারণে বিরক্তি বা দুঃখ সৃষ্টি হলে উদ্বেগ দেখা দেয়। নিজের ভুলের জন্য রোগী খুব ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্রোধের সঙ্গে কাঁপুনি দেখা দেয়। নিজের মন্দভাগ্যের জন্য অপর কেউ তাকে সমবেদনা জানাতে গেলে সে সেটা সহ্য করতে পারে না। সে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়লেও মৃত্যুকে ভয় পায়। সামান্য কারণেই সে উত্তেজিত হয় ও কান্নাকাটি করে। নিজের অসুস্থতা সেরে যাবার বিষয়ে সে হতাশ হয়ে পড়ে। সামান্য কারণেই রোগী চমকে ওঠে, ভয় পায়।

ঘুমিয়ে পড়লে সে চমকে ওঠে। তাকে কি বলা হল সেটা যেন সে বুঝতে বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। গাড়ীতে চড়া অবস্থায় তার সব মানসিক লক্ষণই কম থাকতে দেখা যায়।

সকালের দিকে খুববেশী মাথাঘোরা দেখা দেওয়ায় রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তীব্র ধরনের মাথাধরা পাথর বাঁধানো রাস্তায় গাড়ী চলাচলের শব্দেও বেড়ে যায় কিন্তু গ্রাম্য নির্জন মসৃণ রাস্তায় গাড়ীতে করে ঘুরে বেড়ালে মাথার যন্ত্রণা প্রায় ক্ষেত্রেই কমে যেতে দেখা যায়। গোলমালের শব্দ ও ঝাঁকুনি লাগায় বেদনা বৃদ্ধি পায়। এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত বেদনায় মনে হয় যেন মাথাটা যাঁতায় পিষে ফেলা হচ্ছে বা সাঁড়াশী দিয়ে চেপে দেওয়া হচ্ছে। মাথার প্যারাইট্যাল অস্থির দুইধারেই সিফিলিসজনিত বেদনা প্রায়ই এই ওষুধে সারে। বেদনায় মনে হয় যেন মাথাটা চারদিকে ঘিরে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথায় বেদনার সঙ্গে টেনে ধরার মত বোধ চোখ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে গা-বমি ভাব দেখা দেয়। মাথায় সূঁচ ফোটানোর মত, হাতুড়ীর আঘাত দেবার মত ব্যথা হয়। সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলে মাথাধরা দেখা দেয়; নড়া-চড়ায়, ঝাঁকুনি লাগায় বা গোলমালের শব্দে যন্ত্রণা বেড়ে যায় কিন্তু শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লে, গাড়ীতে চড়ে ঘুরতে বেড়ালে, মাথায় উষ্ণতা-অর্থাৎ কাপড় জড়িয়ে রাখলে অনেক ক্ষেত্রেই মাথার যন্ত্রণা কমে যেতে দেখা যাবে। মাথায় অনেক সময় মনে হয় ফিতে খুব শক্ত করে জড়িয়ে রাখার মত যেন সংকুচিত হয়ে রয়েছে। মাথার তালু ও স্ক্যাল্প অংশে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতার জন্য মাথার চুল আঁচড়ানো ও মাথায় টুপি পরা কষ্টকর হয়ে পড়ে। সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীর মত মাথার চুল খুববেশী পরিমাণে উঠে যায়। স্ক্যাল্প অংশে আর্দ্র, দুর্গন্ধ ও চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ সৃষ্টি হয় এবং সেইসব উদ্ভেদে কাঠি দিয়ে খোঁচা দেবার মত বোধ থাকে। মাথার খুলির হাড়ে কেরিজ, এক্সঅস্টোসিস প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

চোখের উজ্জ্বল বা চক্‌চকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়, পিউপিল বড় হয়ে থাকে এবং সব জিনিস দুটি করে দেখা বা 'ডিপ্‌লোপিয়া' সৃষ্টি হয়। কনজাংক্টাইভার প্রদাহের সঙ্গে চোখের জল হাজাকর হতে দেখা যায়। কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি ও খোঁচা-মারার মত ব্যথাবোধ; আইরাইটিসের সঙ্গে হুল বেঁধানো, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা রাত্রিতে এবং উষ্ণ আবহাওয়া থেকে শীতল ঘরে বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় গেলে বেড়ে যায়। কর্নিয়াতে দাগ সৃষ্টি হয়। খুববেশী ফটোফোবিয়া বা আলোকভীতি, জ্বালাবোধ, চাপবোধ এবং যেন চোখে বালি পড়ার মত বোধ হতে দেখা যায়। টোসিস বা চোখের পাতা বন্ধ হয়ে থাকা, চোখের পাতায় স্ফীতি, শক্তভাব ও জ্বালা করা লক্ষণ থাকে। চোখের উপরের পাতায় আঁচিল হওয়া, অল্পেতে আঁচিল থেকে রক্তপাত ঘটা এবং সেখানে কাঠির খোঁচা লাগার মত অনুভূতি থাকতে দেখা যায়।

বধিরতা, গাড়ীতে বা ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়ালে কম থাকে। ইউসটেসিয়ান টিউবে

শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ; কানে টিপ্‌টিপ্‌ করা বা পালসেশন বোধ ; স্কারলেট জ্বরে আক্রান্ত হবার পর থেকেই কান থেকে দুর্গন্ধ, বাদামী, হাজাকর, ঘন স্রাব বেরোতে দেখা যায়। কানের ছিদ্রপথ প্রায় বন্ধ হয়ে থাকার মত অবস্থা, কানের আশপাশের গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি, ম্যাসটয়েড অস্থিতে কেরিজ প্রভৃতি দেখা যায়।

প্রতিবার শীতকালে কোরাইজা হবার প্রবণতা ; একবার ঠাণ্ডা লাগা অবস্থা থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই আবার ঠাণ্ডা লেগে যায়। রাত্রে ঘুমের মধ্যে নাক বন্ধ হয়ে যায়। শীতল হাওয়ায়, প্রতিটি ঝড়ো হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে হাঁচি দেখা দেয়, সব সময়ই ঘরটি গরম বা উষ্ণ রাখার প্রয়োজন হয়। নাক থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় এবং সর্দি-স্রাব অপরের কাছে দুর্গন্ধযুক্ত বলে মনে হয়। সকালে ও রাত্রিতে নাক থেকে রক্ত পড়া ; নাকের সর্দি হাজাকর, জলের মত হতে অথবা সিফিলিসে আক্রান্ত হবার ফলে যারা বেশী মার্কারী ব্যবহার করেছে অথবা স্কারলেট জ্বরে ভুগেছে তাদের সর্দি স্রাব হলদে, দুর্গন্ধযুক্ত, হাজাকর, রক্তমেশানো, বাদামী রঙের, পাতলা প্রভৃতি ধরনের হতে পারে। নাকের ভিতরে কাঠির টুকরো রয়েছে বা খোঁচা মারছে এরূপ বোধ, নাসারন্ধ্রের গভীর অংশে বড় বড় মামড়ী পড়া, সবুজ রঙের মামড়ী প্রতিদিন সকালে নাক ঝাড়লে বেরোতে দেখা যায়। নাকের ভিতরে উঁচু অংশে ক্ষত, নাকের ভিতরে ও বাইরে আঁচিল সৃষ্টি হওয়া, নাকের ডগাটা লাল ও নরম হয়ে থাকা, নাকের দুই ধারের চওড়া অংশে বা ডানায় মামড়ী পড়া, নাকে ফাটা ফাটা অবস্থা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

নাইট্রিক অ্যাসিডের রোগীর মুখমণ্ডলে দীর্ঘরোগভোগের ছাপ পড়ে। মুখমণ্ডল ফেকাশে, হলদেটে ও গর্তে বসা বা চুপসে যাওয়া অবস্থা থাকে। চোখ যেন গর্তে বসে যায় ; মুখ, নাক ও চোখের চারপাশে গাঢ় কালচে ছোপ পড়ে। মুখমণ্ডলে ফোলাভাব থাকে। সকালের দিকে চোখের পাতায় টিউমিড বা ফোলাভাব থাকতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে বাদামী দাগ, কপালে ছোট ছোট আঁচিলের মত বিন্দু বিন্দু দাগ দেখা দেয়। ডানদিকের প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বড় থাকে। মুখমণ্ডলের ত্বকে টান্‌টান্‌ বোধ, মামড়ী ও পুঁজযুক্ত ফোস্কা সৃষ্টি হওয়া ; চিবোতে গেলে চোয়ালে কিছু ফেটে যাবার মত কর্কশ শব্দ হওয়া ; মুখের কোণায় ফাটা ক্ষত ও মামড়ী পড়া অবস্থা ; ঠোঁটে দগ্‌দগে ভাব ও রক্তপাত, সাব-ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ডে বেদনাযুক্ত স্ফীতি, চেহারায় উদ্বেগ, উদ্‌ভ্রান্ত ভাব ও রুগ্‌ণতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

দাঁতে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা ঠাণ্ডা বা উষ্ণ কিছু লাগলে বৃদ্ধি পায়, সকাল ও সন্ধ্যায় দাঁতে টিপ্‌টিপ্‌ করা ব্যথা, বিশেষত মার্কারী ব্যবহারের পরে হতে দেখা যায়। দাঁতের ক্ষয় বা কেরিজ, দাঁত হলদে হয়ে যাওয়া, মাঢ়ীতে ফোলা, স্কার্ভির মত অবস্থা, সামান্য কারণেই মাঢ়ী থেকে রক্তক্ষরণ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

জিহ্বায় হেজে যাওয়া ; টন্‌টন্‌ করা ; লাল, হলুদ, সাদা এবং শুকনো ফাটা

ফাটা ও ছোট ছোট ক্ষতের দাগযুক্ত জিহ্বা ; জিহ্বায় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে তার সঙ্গে মুখে আঠালো মিউকাস সৃষ্টি হতে, জিহ্বায় প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মুখের ভিতরে, জিহ্বায়, গলার ভিতরে সাদা অথবা গাঢ় বা কালচে ময়লা রঙের ক্ষত ; পচাটে, ফ্যাগেডিলার মত, সিফিলিসজনিত ক্ষত সৃষ্টি হয়ে সেখানে কাঠি দিয়ে খোঁচা মারার মত ব্যথাবোধ, মুখের মধ্যে ছোট ছোট ক্ষততে হুল বেঁধানোর মত বেদনা ও জ্বালা করা লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। মিউকাস মেমব্রেন লাল, স্ফীত ও হেজে যাওয়া অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। মুখ থেকে খুববেশী পচাটে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। মুখ থেকে যে লালা ঝরে তা এত বেশী হাজাকর হয় যে সেই লালায় ঠোঁট হেজে যায়।

গলার ভিতরে মাংসপেশীর ক্রিয়ায় বিশৃংখলার জন্য খাদ্যদ্রব্য গলায় আট্‌কে গিয়ে দম আট্‌কা অবস্থার সৃষ্টি করে, কোন কিছু গেলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। গলায় তীব্র বেদনা, ঢোক গিলতে গেলে কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। গলার মধ্যে একটি কাঠির টুকরো বা অনুরূপ কিছু বিঁধে গিয়ে যেন খোঁচা দিচ্ছে বলে বোধ হতে থাকে, বিশেষভাবে ঢোক গিলতে গেলে এইরূপ অনুভূতি দেখা দেয় (**হিপার, নেট্রাম মিউর, অ্যালুমিনা, আর্জেণ্ট নাইট্**) গলায় আঠালো শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয় এবং নাক টেনে সেটা নাকের পিছনের গভীর অংশ থেকে বের করে ফেলতে হয়। গলা টনসিল, আলজিহ্বা ও টাকরার নরম অংশে প্রদাহ, ইভিউলা বা আলজিভ্ ও টনসিলে ঈডিমা (**এপিস, রাসটক্স**), গলার ভিতরে ও টনসিলে খুববেশী ফোলাভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ইভিউলা, টনসিল ও টাকরার নরম অংশে ক্ষত, ইসোফেগাসে ক্ষত প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। চর্বিজাতীয় খাদ্য, ঝাঁঝালো খাদ্য, হেরিং মাছ, খড়িমাটি, চুন, মাটি প্রভৃতি খাবার দিকে ঝোঁক এবং পাউরুটি ও মাংসের প্রতি বিরূপতা থাকে। রোগীকে সাধারণত পিপাসাহীন থাকতে দেখা যায়।

দুধে পাকস্থলীর গোলযোগ সৃষ্টি হয় ; ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে টকে যায় এবং টক ঢেকুর ও টক বমি হয়ে যায়। চর্বি জাতীয় খাদ্য সহ্য হয় না। খাবার পরে গা-বমিভাব দেখা দেয় এবং এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালে অথবা গাড়ীতে চড়ে ঘুরলে গা-বমিভাব চলে যায়। বমিতে পাকস্থলী থেকে ভুক্তদ্রব্য তেতো ও টক স্বাদের হয়ে উঠে যায়। পাকস্থলীতে ক্ষত, ঢোক গিলতে গেলে পাকস্থলীর উপরের দিকের মুখ বা কার্ডিয়াক ওপেনিং এ বেদনা সৃষ্টি হয়, পাকস্থলীতে কাঠির টুকরোর মত কিছু বিঁধে যাবার বা খোঁচা মারার মত ব্যথাবোধ দেখা দেয়। পাকস্থলীতে শ্লেষ্মা, খাবার পরে ওজন বা ভারীবোধ ও দগ্‌দগে অনুভূতি দেখা দেয়।

লিভারের ক্রনিক প্রদাহ ; কাদা রঙের মল, লিভার খুববেশী বড় হয়ে যাওয়া, লিভার অঞ্চলে বেদনার সঙ্গে জণ্ডিস, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, প্লীহা বড় হয়ে ওঠা প্রভৃতি দেখা যায়।

পেটে টান্ বা খিঁচ ধরার মত ব্যথা, ইলিও-সিকাল অংশে তীব্র বেদনা, টন্‌টন্ করা, স্পর্শকাতরতা, নড়া-চড়ায় বেদনা বৃদ্ধি পাওয়া, পেটে মধ্যরাত্রিতে খিঁচ্‌ধরা ব্যথায় রোগী জেগে ওঠে ; শীতকাতরতা ; নড়া-চড়া করলে বেদনা বেড়ে যাওয়া, পেটের ভিতরে গড়গড় করা, পেট ফুলে ওঠে ও স্পর্শকাতর হয়। ইঙ্গুইন্যাল গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ ও পেকে ওঠা অবস্থা, দুর্বল ছোট শিশুদের দেহে শিথিলতায় ইঙ্গুইন্যাল হার্নিয়া সৃষ্টি হবার মত অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং ঐরূপ অবস্থা নাইট্রিক অ্যাসিডে অনেক ক্ষেত্রেই নিরাময় হয়ে থাকে (**লাইকো, নাক্স**)।

দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যের রোগী যারা প্রায়ই ডায়রিয়ায় অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা ও ডায়রিয়াতে পর্যায়ক্রমে ভোগে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রায়ই কাজে লাগে ; বিশেষত ঐ রোগীর প্রস্রাবে ঘোড়ার প্রস্রাবের মত তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ, দেহ রুগ্ণ ও ফেকাশে, দেহের মাংস ও শক্তি ক্রমশ কমে যেতে বা শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং বিভিন্ন দ্বার পথে হেজে যাওয়া ও হাজাকর শ্লেষ্মা ও ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মল রক্তমেশানো, পচাটে, অজীর্ণ সবুজ, থকথকে, হাজাকর, টক গন্ধযুক্ত এবং খাদ্যে দুধ থাকলে দৈএর মত বা ছানা কাটা ধরনের হতে দেখা যায়। কালচে পচাটে রক্তও থাকে। ডিসেণ্ট্রিতে কালচে, পচাটে রক্তযুক্ত মল বেরোয়। আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে পড়লে ডায়রিয়া দেখা দেয়। মলদ্বার হেজে যায়। জ্বালা করে, ফাটা ফাটা ও আঁচিলে ভর্তি হয়ে থাকে। মলের সঙ্গে পাতলা পর্দার টুকরোর মত মেমব্রেন বেরোতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর টাটকা তরল রক্তও পড়ে এবং খুব দুর্গন্ধ থাকে। বার বার মলত্যাগের ব্যর্থ ইচ্ছা, রেক্টাম যেন ভর্তি হয়ে আছে এরূপ বোধের জন্য মলত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কোষ্ঠবদ্ধতায় কঠিন, বেদনাদায়ক ও কষ্টকরভাবে মলত্যাগ করা, মলত্যাগের পূর্বে টেনেধরা, কেটে যাওয়া ও চাপবোধ এবং বার বার মলত্যাগের জন্য ব্যর্থ ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা দেখা দেয় (**নাক্স ভমিকা**)। মলত্যাগের সময় কলিক, কোঁথানি ও মলদ্বারে আক্ষেপযুক্ত সংকোচন সৃষ্টি হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। রেক্টামে কাঠির টুকরো বা স্প্লিণ্টারের মত বোধ, মলত্যাগের পরেও আরও মলত্যাগের ইচ্ছা (**মার্কিউরিয়াস**), অবসাদ, মলদ্বারে টন্‌টন্ করা ব্যথা, কেটে যাবার মত ব্যথা, জ্বালা ও ঝিলিক দেওয়া ব্যথা সংকোচনবোধ ; খুব বেশী স্নায়বিক উত্তেজনা, প্যালপিটেশন প্রভৃতি দেখা দেয়। প্রতিবার মলত্যাগের পরে বেদনায় রোগী দীর্ঘসময় পর্যন্ত বিছায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। মলদ্বারে চুলকানিবোধ ও জ্বালা থাকে। কিছুক্ষণ অন্তর রেক্টাম থেকে রক্তপাত ও সেক্রামে বেদনা দেখা দেয়। মলদ্বারে ফিশার, রেক্টামের প্রল্যাপ্স ও বেদনা ; রেক্টামে ফিশ্চুলা, ফিশার, কণ্ডাইলোমা, পলিপ, ক্যান্সারজনিত ক্ষত, অর্শ প্রভৃতিতে কাঠির টুকরোর মত কিছু বিঁধে থাকা ও খোঁচা মারার মত বেদনায় ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। খুববেশী স্পর্শকাতরতা যুক্ত কার্বাঙ্কল বা দুষ্ট ক্ষততে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। অর্শের বলীতে ও মলত্যাগের সময় ও স্পর্শে খুব বেদনাবোধ থাকে, অর্শ থেকে রক্তক্ষরণ এবং মলত্যাগের সময় খোঁচা

মারা ব্যথা ও জ্বালাবোধ দেখা দেয়। অর্শের বলীতে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে রক্ত ও পুঁজ স্রাব হতে দেখা যায়। অর্শের বেদনা এত বেশী হয় যে দেহে ঘাম দেখা দেয়, উদ্বেগ সৃষ্টি হয়; টিপটিপ করা বোধ বা পালসেশন দেখা দেয় (**পিওনিয়া** ও **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** তুলনীয়)। মলদ্বারে পচাটে দুর্গন্ধযুক্ত আর্দ্রতা থাকে।

পুরুষদের যৌন যন্ত্রাদিতে সব সময়ই একটা উত্তেজিত অবস্থা থাকে। যৌন-কামনা খুব বেড়ে যায় এবং রাত্রিতে লিঙ্গোদ্গমে কষ্টবোধ দেখা দেয়। বেদনাকর আক্ষেপযুক্ত লিঙ্গোদ্গমের সঙ্গে রাত্রিতে ইউরেথ্রাতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ও কর্ড সৃষ্টি হতে দেখা যায়। গনোরিয়ার স্রাব পাতলা, রক্তমেশানো ও পরে সেটা সবুজ বা হলদেটে হয়ে পড়তে দেখা গেলে, তার সঙ্গে ইউরেথ্রাতে জ্বালাবোধ ও খোঁচা মারা ব্যথা বিশেষভাবে প্রস্রাব ত্যাগের সময় হতে দেখা গেলে ও ইউরেথ্রায় ফুলে থাকা ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথা থাকলে সেই গনোরিয়ায় এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। কন্ডাইলোমাতে কাঠির টুকরা বিঁধে থাকা অথবা খোঁচা মারার মত অনুভূতি, সামান্য কারণেই সেখান থেকে রক্তক্ষরণ ও খুববেশী স্পর্শকাতরতা বেদনা থাকলে সেটা এই ওষুধে সারানো যাবে। যৌনাঙ্গে ও মলদ্বারের আশপাশে কন্ডাইলোমা সৃষ্টি হতে পারে। গনোরিয়ার সঙ্গে প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি ও প্রদাহ যদি কোন কড়া ধরনের ইনজেকশন দেবার পরে অথবা ঠাণ্ডা লাগার ফলে সৃষ্টি হয় তা হলে এই ওষুধটি সেক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। দীর্ঘস্থায়ী বা পুরানো গ্লীট অবস্থার সঙ্গে ইউরেথ্রাতে প্রস্রাব ত্যাগের সময় বা স্পর্শ করলে কাঠির টুকরোর মত কিছু বিঁধে থাকার মত বোধ; ইউরেথ্রাতে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ও শক্তভাব সৃষ্টি হয়ে সেখানটা স্পর্শে শক্ত নডিউলের মত বা গিট্‌গিট্‌ মত হতে দেখা গেলে (**আর্জেণ্ট নাইট্রিক**) ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। ইউরেথ্রার এখানে ওখানে-বেদনাযুক্ত ছোট ক্ষত বা সোর স্পট্, ক্ষত হয়ে রক্ত মেশানো পুঁজ নির্গমন ও স্প্লিণ্টারের মত বোধ; গণোরিয়ার পরে ইউরেথ্রাতে চুলকানিবোধ (**পেট্রোলিয়াম**) প্রিপিউসে ফুস্কুড়ি, ফোস্কা, হার্পিস ও মামড়ী পড়া, গ্ল্যান্স অথবা প্রিপিউসে ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, ছড়িয়ে পড়া ক্ষত প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ক্ষত থেকে বাদামী, রক্তের সঙ্গে জলের মত ও দুর্গন্ধ স্রাব হতে দেখা যায়। ফ্যাগেডিনার মত ক্ষত (**আর্সেনিকাম, অরাম মিউর নেট্, কাস্টিকাম, মার্ক কর**) সৃষ্টি হতে পারে। প্রিপিউসের প্রদাহ, ক্ষত হয়ে ফ্রেনাম অংশ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, প্রদাহ ও ক্ষততে আক্রান্ত অংশে স্প্লিণ্টারের মত বোধ ও রক্ত মেশানো জলের মত স্রাব হতে দেখা গেলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য। প্যারাফাইমোসিস ও ফাইমোসিস সঙ্গে খুববেশী স্ফীতি থাকে; পিউবিস অংশের চুল ঝরে যায়।

প্রায় সব সময়ই চুলকানি, জ্বালাবোধ ও যৌন সঙ্গমের ইচ্ছা বৃদ্ধির জন্য মহিলারা অস্বস্তি বোধ করে। শ্বেতপ্রদর ও মাসিক ঋতুস্রাবে হাজাকর অবস্থা, প্রতিবারের পরিশ্রমেই জরায়ু থেকে রক্তস্রাব দেখা দেওয়া (**ক্যালকেরিয়া**); ঋতুস্রাবে ঘন ও কালচে রক্তস্রাব হওয়া, স্রাব সময়ের অনেক আগে আগে, প্রচুর পরিমাণে রক্ত মেশানো

জলের মত হতে দেখা যায়। জরায়ুর প্রল্যাপ্স্; ঋতুস্রাবকালে নানা ধরনের ও ভীষণ স্নায়বিক গোলযোগ ও কষ্ট সৃষ্টি হওয়া, ফ্লাটুলেন্স, হাত-পায়ে থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, হাত ও পায়ের আঙ্গুলে কাঁচের টুকরো বা চোঁচ্ বেঁধার মত বোধ, প্যালপিটেশন, উদ্বেগ, কাঁপুনি ও দেহের যে কোন অংশে স্নায়বিক বেদনা বা নিউর্যালজিয়া দেখা দিতে পারে। ঋতুস্রাবের পরে দীর্ঘদিন স্থায়ী ঘোলাটে জলের মত এক ধরনের স্রাব শুরু হয় ও সেটা খুববেশী হাজাকর থাকে। প্রায় সব সময় অথবা যে কোন সময় লিউকোরিয়ায় পাতলা, রক্তমেশানো ও হাজাকর স্রাব হতে দেখা যায়। ভ্যাজাইনা হেজে যাওয়া এবং যৌনাঙ্গে কণ্ডাইলোমেটা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। শিংএর মত উঁচু হয়ে ওঠা টিউমার; ইউরেথ্রার মুখের কাছে দুষ্টক্ষত হয়ে খুববেশী স্পর্শকাতরতা থাকা, ঠাণ্ডায় চুলকানিবোধ বৃদ্ধি পাওয়া, আক্রান্ত অংশে ফাটা ফাটা ও অল্পেতেই রক্তক্ষরণ হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

ঋতুস্রাব কালে ও স্তনে দুধ সৃষ্টি হওয়া অবস্হার সময় অনেক উপসর্গ খুববেশী বৃদ্ধি পায়। স্তনে শক্ত পিণ্ডের মত লাম্প সৃষ্টি হয়। স্তনের বোঁটার ফিশার বা ফাটা ফাটা অবস্হা ও স্পর্শকাতরতা, হেজে যাওয়া অবস্থা ও স্প্লিণ্টারের বোধ থাকে। সাধারণ দুর্বলতায় সহজেই জরায়ু থেকে রক্তস্রাব ও অ্যাবরসন হবার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

স্বরভঙ্গ ও ল্যারিংক্সে ক্ষত সৃষ্টি হয়। স্বর নষ্ট হয়ে যায়। পুরানো সিফিলিসের রোগীদের ল্যারিনজাইটিস দেখা দেয়। বুকে চাপবোধ গয়ের বের করে ফেললে কমে যায়। শ্বাসে কষ্টবোধ, শ্বাসক্রিয়ার সবিরাম অবস্থা বা অনিয়ম দেখা দেয়।

শীতকালে কাশি বৃদ্ধি পায়; আবার উষ্ণ ঘরে থাকলে বা দেহ উষ্ণ হয়ে উঠলেও কাশি বেড়ে যেতে দেখা যায়। কাশি শুকনো, ঘঙ্ঘঙে, রাত্রিতে বেশী হয়, শুয়ে থাকা অবস্থায়, মধ্যরাত্রির পূর্বে কাশি বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, ঘুমের মধ্যে কাশি শুরু হয়। সান্ধ্য জ্বরের সঙ্গে ও রাত্রিকালীন ঘামের সঙ্গে কাশি; হুপিংকাশির মত মাঝে মাঝে দেখা দেওয়া কাশির সঙ্গে ওয়াক্ ওঠা, কষ্টকর তীব্র কাশির সঙ্গে গয়ের তুলতে কষ্টবোধ, ল্যারিংক্সে সুড়সুড় করে কাশি হওয়া; সবুজ আঠালো অথবা পাতলা, ময়লা জলের মত, রক্তমেশানো শ্লেষ্মা ওঠে। দিনের বেলায় বুকে ঘড়্ঘড়্ শব্দ হয় কিন্তু গয়ের ওঠে না। থুতুতে তেতো, টক অথবা নোনতা স্বাদ থাকে, দুর্গন্ধ বা পচাটে গন্ধ থাকতে দেখা যায়। গয়ের তোলার চেষ্টায় ঘাম দেখা দেয়। বুকে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা হয়, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতির সঙ্গে বুকে ঘড়ঘড় শব্দ থাকে, গয়ের তুলতে পারে না, গয়ের উঠলে সেটা বাদামী ও রক্তমেশানো থাকে এবং প্রস্রাবে ঘোড়ার প্রস্রাবের মত উগ্র গন্ধ পাওয়া যায়। যক্ষ্মা রোগে রাত্রিকালীন ঘাম ও কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। উত্তেজনায় প্যালপিটেশন দেখা দেয়, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলেও প্যালপিটেশন শুরু হয়। নাড়ী দ্রুত গতি, অনিয়মিত ও প্রতি চতুর্থঘাতটি বাদ থাকতে দেখা যায়।

গলা, ঘাড় ও বগলের গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠে। ঘাড় শক্ত বা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, বুক ও পিঠে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা হয়। মেরুদণ্ডে কোন কোন অংশে জ্বালা-বোধ, রাত্রিতে পিঠের বেদনায় রোগী উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। টেবিজ ডরসালিসে পিঠ ও হাত-পায়ে তীব্র বেদনা; কাশতে গেলে পিঠে তীব্র বেদনা বোধ হয়।

হাত পায়ে বাতজনিত বেদনা, বাহুর উপরের অংশে ও ঊরুতে শীর্ণতা; হাত-পায়ের দুর্বলতা, শোথ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। নখ কুঁকড়ে যায়, বাহুর উপরের অংশে বাতজনিত বেদনা; সুচ ফোটানোর মত ব্যথা; শীতল আবহাওয়ায় হাত-পায়ে চোঁচ্ বেঁধার মত বা খোঁচা মারা ব্যথা; বাহু ও হাতে অসাড়তা, বাহুতে তামা রঙের দাগ সৃষ্টি হওয়া, হাত ও আঙ্গুলে চিলব্লেইন বা চিড়্‌চিড়্ করা: হাত ঠাণ্ডা ও ঘর্মাক্ত থাকা, হাতের পিছনে অসংখ্য বড় বড় আঁচিল সৃষ্টি হওয়া, আঙ্গুলের ফাঁকে হার্পিস, বুড়ো আঙ্গুলের ডগায় ফোস্কা হয়ে পরে সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, আঙ্গুলহাড়া, আঙ্গুলের নখ বিকৃত ও বিবর্ণ হয়ে যাওয়া; হলদে, বাঁকানো নখ, নখের তলায় চোঁচ্ বেঁধার মত বোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। আহত স্থানে প্রদাহ ও চোঁচ্ বা কাঠির টুকরো বিঁধে যাবার মত বোধে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। রাত্রিতে পায়ের দীর্ঘ অস্থিগুলিতে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা ; পায়ে থেঁতলে যাবার মত বেদনা ও দুর্বলতাবোধ, হিপ্ বা কোমরে মুচড়ে যাবার মত বেদনা, খোঁচামারা ব্যথা স্নায়ু বরাবর দেখা দেয় এবং মনে হয় যেন সেখানে কাঠির টুকরোর মত কিছু বিঁধে রয়েছে। টিবিয়াতে সিফিলিসজনিত 'নোড' বা শক্ত গিঁট্‌মত মত সৃষ্টি হয়ে রাত্রিতে বেদনাবোধ হয়। পায়ের পাতা ও পায়ের আঙ্গুলে চিলব্লেইন বা ত্বকে ঠাণ্ডাজনিত প্রদাহ সৃষ্টি হয়; পায়ের আঙ্গুলে ফ্যাগেডিলার মত ফোস্কা (**গ্র্যাফাইটিস**) সৃষ্টি হয় ; টিবিয়াতে খুব বেশী টন্‌টন্ করা ব্যথা, পায়ের পাতায় খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হতে দেখা যায়।

ঘুমোতে গেলে বিদ্যুতের শক্ লাগার মত বোধ (**অ্যাগারিকাস, আর্জেণ্ট মেট, আর্সেনিকাম, নেট্রাম মিউর**), ঘুমের মধ্যে বেদনা দেখা দেয়। ঘুমের মধ্যে রোগী চম্‌কে ওঠে। উদ্বেগবোধ ও ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখার জন্য ঘুম ভাল হয় না।

বিভিন্ন ধরনের জ্বরে নাইট্রিক অ্যাসিড খুব ভাল কাজ দেয়। জ্বরের সব অবস্থাতেই পিপাসাহীনতা লক্ষণে এই ওষুধটির কথা বিশেষভাবে মনে আসে। হাত ও পা শীতল থাকে। ক্যাচেকটিক্ বা শীর্ণতাযুক্ত ধাতুর রোগীর সবিরাম ধরনের ক্রনিক জ্বরের সঙ্গে রাত্রিতে প্রচুর ঘাম হওয়া, খুববেশী দুর্বলতা ও সেই সঙ্গে এই ওষুধের উপযোগী প্রস্রাবে তীব্র ঝাঁঝালো বা উগ্র গন্ধ, দেহের যেকোন অংশ থেকে কালচে রক্তক্ষরণ প্রভৃতিতে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়।

নাক্স মস্কেটা
(Nux Moschata)

এটি খুব বড় ওষুধ নয় ; এর কার্যকারিতাও খুব বিস্তৃত নয়, কিন্তু, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও ওষুধটি অবহেলিত থাকে। আমরা পলিক্রেস্ট বা প্রধান ওষুধগুলির উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকি বলে এই সব ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় ওষুধকে অনেক সময় উপেক্ষা করে যাই।

প্রাচীনা বৃদ্ধারা হিস্টিরিয়াতে 'নাটমেগ্' বা জায়ফল দিতেন, এবং এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে এই ওষুধটির প্রুভিংয়েও অনুরূপ লক্ষণ পাওয়া গেছে। হিস্টিরিয়াতে এই ওষুধটির কিছুটা প্যালিয়েটিভ বা সাময়িকভাবে দমিয়ে রাখার ক্ষমতা অবশ্যই দেখা যেত। ফলটি থেকে মূলটি একই পরিমাণে ব্যবহারে বেশী শক্তিশালী ও প্রকৃত ওষধিগুণসম্পন্ন থাকতে দেখা যায়।

রোগিণীর মধ্যে হতবুদ্ধিভাব, স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ পাওয়া এবং সে যেন যন্ত্রচালিতের মতই নিজের কাজ করে চলে। মনের এইরূপ অবস্থাটা সত্যিই বিস্ময়কর। রোগিণী নিজের মনে ঘরের কাজকর্ম স্বাভাবিক ভাবেই করে চলে, কিন্তু কোনভাবে কাজে বাধা পড়লে সে কোন্ কাজ করছিল তা ভুলে যায়, সে যে সারাদিন ধরে তার ছেলের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে কাটিয়েছে সে কথা অথবা পিছনের কোন ঘটনার কথাই সে মনে করতে পারে না। মনের এইরূপ বিশেষ অবস্থা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদের মধ্যেই দেখা যায়। রোগী যে কেন এত ভুলোমনা সেটা অনেক ক্ষেত্রে বোঝাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। রোগিণী চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে, তবুও ঘরে কোথায় কি হচ্ছে তা সবই বুঝতে পারে কিন্তু কিছুই মনে রাখতে পারে না। রোগিণী বুদ্ধিমতীর মতই বর্তমানের সব বিষয়ে কথাবার্তা বলে, কিন্তু অতীতের কিছুই যেন সে জানে না। সে বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই ভবিষ্যৎবাণী করে, নিশ্চিতভাবেই সেই সব কথা সত্য প্রমাণিত হবে। রোগিণীর এই মানসিক লক্ষণই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন কোন ক্ষেত্রে তার উপসর্গ সকালের দিকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিকেলে বা সন্ধ্যায় অথবা ঘুম ভাঙ্গলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রোগিণী যন্ত্রচালিতের মত, যেন স্বপ্নের মধ্যে কাজকর্ম করে চলে, সে তখন তার সখি বা বন্ধুকেও যেন চিনতে পারে না।

নাক্স মস্কেটার রোগী সব সময়ই ঘুমোতে চায়, তার পক্ষে জেগে থাকাই যেন কষ্টকর বোধ হয়। যেকোন অবস্থায়, যেকোন সময় রোগিণী ঘুমিয়ে পড়ে। তার চোখ ভারী দেখায়, সে জেগে থাকতে পারে না, সে গভীর নিদ্রায়, কখনো কখনো 'কোমা' অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

টাইফয়েড ও সবিরাম জ্বরের 'কোমা'তে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে রোগীকে জাগালে সে কিছুই মনে করতে পারে না, হতবুদ্ধিভাবে তাকিয়ে থাকে, এদিক-ওদিকে তাকিয়ে তার চারপাশে যারা রয়েছে তারা কে এবং

কি করছে সেটা জানতে চায়। কোন প্রশ্ন করলে সে অনেকক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে উত্তর দেয় এবং তারপরেই যেন সে আবার হতভম্ব হয়ে পড়ে। কখনো সে সঠিকভাবেই প্রশ্নের উত্তর দেয়, আবার কখনো বা তার উত্তরের সঙ্গে প্রশ্নের কোন সম্পর্কই থাকে না। টাইফয়েড অবস্থায়, হিস্টিরিয়াতে, বৈদ্যুতিক শক্ লাগলে, ভয় পেলে, প্রেমে ব্যর্থতায় অথবা বন্ধু বিয়োগ প্রভৃতি কারণে মানসিক আঘাত পেলে এইরূপ মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। টাইফয়েডের বদলে শক্ বা মানসিক আঘাতের পরিণতিতে এরূপ লক্ষণ দেখা দিলে ওষুধটি বেশী ফলপ্রদ হয়। টাইফয়েডে খুববেশী দুর্বলতা, বিছানার নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়া ও স্নায়বিক কম্পনের মত লক্ষণে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে, তবে এটির চেয়ে অনুরূপ লক্ষণে **ফসফোরিক অ্যাসিড** অপেক্ষাকৃত বেশী উপযোগী। **ফসফোরিক অ্যাসিডের** মত নাক্স মস্কেটাতে টাইফয়েডের উপযোগী লক্ষণ ততটা দেখা যায় না।

নিদ্রাচ্ছন্নতা ও বিমূঢ়ভাব এই দুটি লক্ষণকে সচরাচর একসঙ্গে থাকতে দেখা যায় না, তবে তাদের একত্রে দেখা গেলে যে কোন একটি ওষুধে তাদের আয়ত্তে আনা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থা অনেকটা **ওপিয়ামের** মত হয়ে থাকে।

দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকলে মূর্চ্ছাভাব এমনকি মূর্চ্ছা যাওয়া অবস্থা দেখা যায়, বিশেষভাবে নার্ভাস প্রকৃতির মহিলাদের মধ্যেই এরূপ লক্ষণ থাকে।

মুখের ভিতরটা শুকনো থাকে, সব উপসর্গের সঙ্গেই জিহ্বাটি টাকরায় জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। খুববেশী নিদ্রালুভাব ও যন্ত্রচালিতের মত নিজের মনে কাজ করে যাওয়া লক্ষণে, বিশেষভাবে নার্ভাস ধরনের মহিলাদের 'পেটিট্ মল' বা মৃদু-ধরনের মূর্চ্ছা রোগে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে।

রক্তপাতে আরামবোধ, নাক, জরায়ু এবং অন্ত্র থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। বমির সঙ্গেও রক্ত উঠতে পারে।

বায়ুতে ঝড়ো হাওয়ায়, স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় রোগিণীকে অনুভূতিপ্রবণ থাকতে দেখা যায়। তার মাথাধরা হাওয়ার বিপরীতে ঘুরে বেড়ালে বৃদ্ধি পায়, হাওয়ার বিপরীতে ঘুরলে স্বরভঙ্গ দেখা দেয়; সে এত বেশী সংবেদনশীল থাকে যে হাওয়ার বিপরীতে ঘুরে এলে সে বিমূঢ় ও নিদ্রালু হয়ে পড়ে; তার মুখ খুব শুকনো থাকে কিন্তু কোন পিপাসা থাকে না, সে জল খেতেই চায় না (কোন কোন ক্ষেত্রে পিপাসা থাকতেও দেখা যায়)। কোন কোন ক্ষেত্রে জল পিপাসা না থাকলেও রোগিণী হয়ত মুখের মধ্যে জল নিয়ে বসে থাকে। নাক্স মস্কেটার রোগী মুখের শুষ্কতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বরফজল বা রসালো ফল মুখের মধ্যে রেখে দেয়। মুখের ভিতরটা আর্দ্র থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে শুষ্কতাবোধ থাকতে দেখা যায়।

হাত ও পায়ের দিকে অসাড়তা, ঝিন্ঝিন্ করা, কাঁটা ফোটার মত বোধ পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা; পক্ষাঘাত সৃষ্টি হবার মত অবস্থা, মুহূর্তকালের জন্য

হিস্টিরিয়াজনিত পক্ষাঘাত সৃষ্টি হয়ে তা আবার চলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণীর বাইরে ঘুরে বেড়ানোর পরে মুখে শুষ্কতার সঙ্গে স্বরলোপ হতে দেখা যায়। কিন্তু সেই স্বর লোপ বা 'অ্যাফোনিয়া' ঘরে ঢোকার পরে চলে যায়।

সারা পিঠে চাপে অনুভূতিপ্রবণতা, ভার্টিব্রাতে অনুভূতিপ্রবণতা থাকে।

এই ওষুধটিতে দীর্ঘস্থায়ী ও অদম্য কোষ্ঠবদ্ধতা থাকতে দেখা যায়, অনেকক্ষণ মলত্যাগের চেষ্টার পরে কিছুটা নরম মল বেরোয় (**অ্যালুমিনা, সোরিনাম, চায়না**) মলত্যাগের কষ্ট হলেও মল নরম থাকে, এধরনের নরম মলত্যাগের জন্য কেন যে এত কষ্ট হয় সেটা রোগী ভেবে পায় না।

মহিলাদের নানা ধরনের উপসর্গ, মেনোরেজিয়া দশ-পনেরো দিন ধরে চলতে থাকা ; জমাট রক্তস্রাব, ঋতুস্রাব খুব অল্প দিন বাদে বাদে দেখা দেওয়া ও দীর্ঘদিন ধরে চলা অথবা অনিয়মিত হতে দেখা যায়। পেটে কলিক বেদনা, খিঁচধরা ব্যথা, জরায়ুর দুইধারে ব্রড লিগামেণ্ট হয়ে পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়া, খুব কষ্টকর ঋতুস্রাব বা ডিসমেনোরিয়া বিশেষভাবে ঠাণ্ডা লাগার পরে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে, ঘোড়ায় চড়ে ঘোরার ফলে বা স্যাঁতসেতে ঘরে বাস করার ফলে দেখা দিতে দেখা যায়। ঐরূপ লক্ষণের সঙ্গে মুখে শুষ্কতা ও পিপাসাহীনতা, রাত্রিতে মুখের শুষ্কতার জন্য ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা ও মনে হয় যেন জিহ্বাটা টাকরার সঙ্গে সেঁটে গেছে।

এই ওষুধটি রোগা চেহারার মহিলা যাদের দেহের মাংসপেশী শীর্ণ হয়ে পড়েছে, তাদের পক্ষে বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়। তাদের বক্ষদেশ চেপ্টা অর্থাৎ স্তন শুকিয়ে একেবারে যেন বসে যাওয়া অবস্থায় থাকে। আমি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এমন এক মহিলাকে দেখেছিলাম যার স্তন পূর্বে সুডৌল থাকলেও পরে একেবারে চেপ্টা হয়ে পড়ে। নাক্স মস্কেটা প্রয়োগে তার স্তনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

এটি খুব ক্ষুদ্র একটি ওষুধ হলেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্য কোন ওষুধই এর পরিবর্তে ফলপ্রদ হয় না।

নাক্স ভমিকা
(Nux Vomica)

এই ওষুধটির সর্বত্রই আমরা রোগীর খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা দেখতে পাই, সব লক্ষণের সঙ্গেই এই অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রোগী খিটখিটে, গোলমালের শব্দ, আলো, সামান্যতম বায়ুপ্রবাহ, পারিপার্শ্বিক বিষয়ে সে খুব বেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে, তার খাদ্যবস্তুতে, উগ্র বা ঝাঁঝালো খাদ্য, মাংস প্রভৃতিতে তার নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হয় তবুও রোগী উত্তেজক খাদ্য ও পানীয়,

ঝাঁঝালো, তেতো ও রসালো খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। বিভিন্ন ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় সে অধিক অনুভূতিপ্রবণ থাকে। অ্যালোপ্যাথি মতে খুববেশী ওষুধ ব্যবহারের জন্যই নাক্স ভমিকার উপযোগী এত বেশী রোগী আমরা দেখতে পাই। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় নানা ধরনের উত্তেজক ও বলবর্ধক বা টনিক ব্যবহার, মদ ও নানা ধরনের উত্তেজক ওষুধ সেবনের ফলে রোগীর প্রকৃত লক্ষণগুলি বোঝা অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে নাক্স অ্যাণ্টিডোট্ হিসাবে ফলপ্রদ হয়।

চা, কফি, মদ প্রভৃতি বেশী খাবার কুফলে উপসর্গ সৃষ্টি হলে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়। দীর্ঘদিন ধরে কফি পানে অভ্যস্ত লোকেরা খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে; গোলমালের শব্দে অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ায় তাদের লক্ষণগুলি তালগোল পাকিয়ে যায়, সেগুলিকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না। ঐ ধরনের রোগীদের নাক্স ভমিকা প্রয়োগে কয়েকদিন সে বেশ সুস্থ বোধ করবে, তার গোল পাকানো লক্ষণগুলিও চলে গিয়ে প্রকৃত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

নানা ধরনের মানসিক লক্ষণ সৃষ্টি হয় এবং তাদের সবার সঙ্গেই অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা থাকে; খিটখিটে ভাব, স্পর্শকাতরতা ও অধিক অনুভূতিপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রোগী কখনো কিছুতেই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হয় না: পারিপার্শ্বিকের প্রতি বিরক্তি থেকে তাদের মেজাজে রুক্ষতা দেখা দেয়। তারা জিনিসপত্র ছিঁড়ে বা ছুড়ে ফেলতে চায়, চেঁচামেচি করে। কোন কোন সময় ক্রোধান্ধভাব খুব বৃদ্ধি পায়; রোগিণী তার স্বামীকে মেরে ফেলতে অথবা সন্তানকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করে; মনের এইরূপ প্রবৃত্তির সঙ্গে খুববেশী রাগ বা রুক্ষতা মিশে থাকে; সে কারও প্রতিবাদ বা বাধাদান সহ্য করতে পারে না, তার চলার পথে একটা চেয়ার পড়লে সে সেটাকে হয়ত লাথি মেরেই সরিয়ে দেয়, পোশাক পরিবর্তনের সময় একটা বোতাম খুলতে অসুবিধে হলে সে হয়ত জোরে টেনে সেটা ছিঁড়েই ফেলে। তার মধ্যে এইরূপ তীব্র ক্রোধান্ধভাব দেখা দেয় (**নাইট্রিক অ্যাসিডের** মত)। এই ধরনের রুক্ষ মেজাজকে রোগী আয়ত্তে রাখতে পারে না, এটা মানসিক দুর্বলতার সঙ্গে দৈহিক দুর্বলতা থেকে দেখা দেয়; ভারসাম্যের অভাবেই এটা সৃষ্টি হয়। কোন একজন ব্যবসায়ী হয়ত ক্লান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত কাজ করে চলে ছিলেন। অনেকগুলি নানা ধরনের চিঠিপত্র পাওয়া, নানা ধরনের অসংখ্য ঝামেলায় ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হওয়ায় এবং একটা থেকে অন্য কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ায় সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে; কাজের ভেতরের চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কাজই তাকে বেশী উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। বাড়ীতে ফিরে গিয়েও তাকে ঐসব অসংখ্য ছোটখাট বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়; সারাদিনের কর্মব্যস্ততা তার মনে ভীড় করে আসে, তার মনে কনফিউশন বা বৈকল্য দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্রেইন ফ্যাগ্ বা মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়। অসংখ্য কাজের চিন্তা ভীড় করে আসায় তিনি রেগে গিয়ে হাতের কাছে যা কিছু পান সব কিছু হয়ত ছিঁড়ে বা ছুড়ে ফেলতে থাকেন, চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন এবং সব কিছু থেকে পালিয়ে দূরে চলে যেতে চান। এই ধরনের রোগীরা ঘুমের মধ্যে

চমকে চমকে ওঠে, ভোর ৩টা নাগাদ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ব্যবসায়িক কাজকর্মের কথা এসে তার মনে ভীড় করে, সেজন্য সে আর ঘুমোতে পারে না, শেষে হয়ত অনেক বেলায় ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে এবং ক্লান্ত ও অবসন্ন অবস্থাতেই জেগে ওঠে। সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকতে চায়।

রোগী বিষন্ন, বিষাদগ্রস্ত থাকে কিন্তু সর্বদাই যেন সব কিছু ভেঙেচুরে ফেলতে, ঝাঁকাতে, ছিঁড়ে ফেলতে, সব কিছু নিজের মনের মত করে পেতে চায়। তার মধ্যে অপরের ক্ষতিকরা প্রবৃত্তি দেখা দেয় যেটা উন্মত্ততারই নামান্তর। **নেট্রাম সালফ**-এ নিজেকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। **আর্জেন্টাম নাইট্রিকামেও** আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি, বিশেষভাবে উঁচু কোন স্থান থেকে লাফিয়ে পড়ার প্রবৃত্তি দেখা দেয় তবে ঐ ওষুধের রোগী নিজেকে সেই অবস্থায় সংযত করতে সমর্থ হয়।

খোলা হাওয়ায়, ঝড়ো হাওয়ায় রোগী খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, সব-সময়ই সে শীতকাতর থাকে, সর্বদাই তার ঠাণ্ডা লেগে যায় এবং সেটা নাকে আশ্রয় নিয়ে ক্রমশ বুকের ভিতরে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে।

দেহের ত্বক স্পর্শে ও ঝড়ো হাওয়ায় খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে। দেহের বিভিন্ন অংশে বেদনা ও কনকন করা বোধ থাকে। সামান্য কারণেই দেহে ঘাম দেখা দেয়। মস্তিষ্কের দুর্বলতাজনিত অবসাদ ও ক্লান্তিবোধ, স্নায়বিক বেদনা, মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্ণাবস্থা থেকে কনভালসন পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। দেহের যে কোন একটি অথবা সব মাংসপেশীতেই আক্ষেপ বা কনভালসন দেখা দিতে পারে; মাংসপেশীতে মৃদু সংকোচন, দুর্বলতা, কাঁপুনি ও পক্ষাঘাত সৃষ্টি হয়। এই ধরনের পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা এবং মাংসপেশী ও স্নায়ুর ক্রিয়ার গোলযোগের লক্ষণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ায় বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়া নাক্সভমিকার বিশেষ লক্ষণ। পাকস্থলীর গোলযোগ সৃষ্টি হলে সাধারণত বিশেষ কোন চেষ্টা ছাড়াই পাকস্থলী থেকে ভুক্তদ্রব্য উঠে আসতে দেখা যায়; কিন্তু নাক্সভমিকাতে অনুরূপ ক্ষেত্রে ওয়াক্ ওঠা ও বমি করার জন্য খুববেশী চেষ্টা বা জোর দিতে হয়, যেন সব কিছু জোর করে পেট ফেটে বেরিয়ে আসবে, এরূপ বোধ; বিপরীত ক্রিয়ায় ওয়াক্ ওঠা, গলায় আটকে যাবার মত বোধ ও অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টার পরে হয়ত শেষপর্যন্ত পাকস্থলী খালি করে বমি উঠে আসে। মূত্রথলীতেও একইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রস্রাব করতে বসেও খুব বেগ বা জোর দিতে হয়। খুববেশী কোঁথানি ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা থাকে। মূত্রথলী পূর্ণ থাকে এবং প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে থাকে, কিন্তু যখন বেশী জোরে প্রস্রাব করার চেষ্টা করে তখন ফোঁটা ফোঁটা করে বেরোনো প্রস্রাবও বন্ধ হয়ে যায়। অন্ত্রের অনুরূপ অবস্থায়, মলত্যাগের জন্য খুব ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলেও খুব কম পরিমাণে মল অতি কষ্টে বেরিয়ে আসে। ডায়রিয়াতে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে মলত্যাগ করার সময় খুব সামান্য একটা পাতলা মল বেরিয়ে আসে, তারপরে কোঁথানি দেখা দেবার ফলে

মলত্যাগের জন্য খুব ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকে, কিন্তু মনে হয় যেন মল উল্টোপথে ফিরে গেছে, যেন উল্টা ধরনের আন্ত্রিক গতি বা অ্যান্টিপেরিসটালসিস সৃষ্টি হয়েছে। কোষ্ঠবদ্ধতায় রোগী মলত্যাগের জন্য যত বেশী চেষ্টা করে, মলত্যাগে তত বেশী কষ্ট হয়। ডায়রিয়া ও ডিসেন্ট্রিতে মলত্যাগের খুব ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকে কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় না। ডিসেন্ট্রিতে **মার্কিউরিয়াসের** ক্ষেত্রে সর্বদাই খুববেশী মলত্যাগের ইচ্ছা, **মার্ককরে** খুববেশী কোঁথানি ও সেই সঙ্গে মূত্রত্যাগের জন্যও খুববেশী ইচ্ছা থাকে। বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ায় বৈপরীত্য বা উল্টো ক্রিয়া দ্বারা এই ওষুধটির আক্ষেপ-যুক্ত লক্ষণই সূচিত হয়। রেক্টাম বা পায়ু থেকে বেদনা ঝিলিক দিয়ে তীব্র গতিতে উপরের দিকে উঠে যায় ও সেই সঙ্গে জ্বালাবোধ থাকে।

চোখ, মুখমণ্ডল এবং মাথায় স্নায়বিক বেদনা, নিউর‍্যালজিয়াজনিত মাথাধরা ; বেদনায় খোঁচা মারা, ছিঁড়ে ফেলার মত ধরনে রোগী কেঁদে ফেলে, মূর্চ্ছা যায় ; বেদনায় জ্বালা করা ও হুল বেঁধার মত বোধ হতে দেখা যায়। মাথা, মুখমণ্ডল ও হাত-পায়ের বেদনা হুল ফোটানো, ছিঁড়ে পড়ার মত, বিশেষভাবে টেনে ধরার মত হতে দেখা যায়। মাংসপেশী টান্‌টান্‌বোধ, পিঠের মাংসপেশীতে টেনে ধরার মত বোধ, ঘাড়ের পিছনে টেনে ধরা ব্যথায় রোগী তার মাথাটা পিছনে বাঁকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় ; মেরুদণ্ড বরাবর টেনেধরা ব্যথা, কোমরে বেদনা বা লাম্বাগো প্রভৃতি দেখা দেয়। রোগিণী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যখন শুয়ে থাকে তখনই তার পিঠে ব্যথা বৃদ্ধি পায়, মনে হয় যেন পিঠটা ভেঙ্গে যাবে (**ব্রায়োনিয়া**, **ফসফরাস**—যেন ভেঙ্গে গেছে এরূপ বোধ, **কেলিকার্ব**) এবং সেজন্য রোগিণী উঠে হেঁটে চলে বেড়াতে বাধ্য হয়। নিউরাইটিসের সঙ্গে ত্বকে খুববেশী টনটনে ব্যথা, কিডনী ও লিভার অঞ্চলে খুব বেদনা দেখা দেয়। টেনে ধরা বেদনার জন্য রোগী বিছানায় পাশ ফিরে শুতে পারে না, তাকে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসে তার পরে পাশ ফিরে শুতে হয়। সেক্রাম ও হিপ্‌ অংশে টেনেধরা ব্যথা, সেক্রামে টেনেধরা ব্যথা ডিসেন্ট্রির সঙ্গে বিশেষ ভাবে থাকতে দেখা যায়। অন্ত্রে তীব্র ধরনের বেদনার সঙ্গে প্রতিবারে মলত্যাগের ইচ্ছা জাগে। পেটের সব বেদনাতেই এইরূপ বৈশিষ্ট্য-পূর্ণলক্ষণ থাকে। হাত ও পায়ের দিকে টেনে ধরা ব্যথার জন্য পায়ের গুলফ্‌ বা কাফ্‌ মাংসপেশী, পায়ের পাতা ও পায়ের আঙ্গুলে টান্‌ধরা বা স্প্যাজমোডিক ধরনের আক্ষেপ দেখা দেয়। পেটে খিঁচ্‌-ধরা বেদনায় মলত্যাগের ইচ্ছা ; ভ্যাদাল ব্যথায় খিঁচ্‌ধরার মত ব্যথা থাকলে মল-ত্যাগের ইচ্ছা জেগে ওঠে ; মাসিক ঋতুস্রাবের বেদনার সঙ্গে মলত্যাগের ইচ্ছা, খাবার পরে পাকস্থলীর বেদনার সঙ্গে মলত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেয়। খুববেশী চেষ্টা সত্ত্বেও মল বিশেষ বেরোয় না, তবে বার বার চেষ্টা করার পরে অল্প একটু মল বেরোলে রোগী আরামবোধ করে। উল্টো পেরিসটালসিসের ক্রিয়ার জন্য অল্প পরিমাণে মল বেরোয়।

উত্তেজক খাদ্য বা পানীয়তে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা থাকে। যে সব লোক মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে চায় তার পক্ষে, এমনকি ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স-এও

ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন যারা অমিতাচারী, অত্যধিক উত্তেজক পানীয় গ্রহণ, যৌন অত্যাচার ; বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনায় খুববেশী ক্লান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণ বাদে বাদেই মদ বা কোন উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করে; শেষ পর্যন্ত এই ধরনের লোকেরা খুববেশী ক্লান্ত, অবসন্ন, বদমেজাজী ও মস্তিষ্কবিকৃতির প্রান্তসীমায় গিয়ে পেঁছায়, তাদের দেহে খুব ঘাম হয় ; হাওয়ায়, গোলমালের শব্দে, আলোতে তাদের উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। এই রোগীদের নাক্সভমিকা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক বিশ্রাম এবং উত্তেজক পানীয় বর্জন করা প্রয়োজন হবে।

যারা খুববেশী কফি বা অন্য উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করার ফলে রাত্রিতে বেশীর ভাগ সময়ই জেগে থাকতে বাধ্য হয়, স্নায়ুতে খুববেশী টেনশন্ সৃষ্টি হয় ; তাদের মধ্যে একটা পালাই পালাই ভাব দেখা দেয় ; তাদের হাত-পা কাঁপে, ঘুমোতে গেলে, ঘুমের মধ্যেও তাদের দেহে মাঝে মাঝে কাঁপুনি লাগার মত অবস্থা দেখা দেয়।

এই ধরনের রোগীদের মধ্যে খুববেশী উদ্বেগ, হতাশা ও অবসাদগ্রস্ত অবস্থা ; তাদের সব অনুভূতিতেই খুববেশী সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায় ; পড়াশোনা, কথাবার্তা কিছুই তাদের সহ্য হয় না ; তারা খিটখটে হয়ে পড়ে এবং একা থাকা পছন্দ করে। কারো সঙ্গই তার পছন্দ হয় না, অপরের প্রতি সে বিরক্তি বা বিরূপতা বোধ করে ; কেউ তাকে সান্ত্বনা বা সমবেদনা জানাতে গেলে সে রেগে যায়। কাজকর্ম বা ব্যবসায়ের ঝামেলাকে সে ভয় করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সে চিৎকার চেঁচামেচি, ঝগড়া-ঝাটি করে, ঈর্ষাপরায়ণ, বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে পড়ে এবং তার পরেই সে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে এবং উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করতে শুরু করে।

রোগী দীর্ঘদিন ধরে অত্যধিক প্রবল বাসনা ও যৌন অত্যাচার করার ফলে যৌনক্ষমতা শেষ পর্যন্ত প্রায় নষ্ট হয়ে যায়, সে পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে মানসিক ভাবে সঙ্গমেচ্ছা প্রবল থাকলেও সঙ্গমকালে যৌনাঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে। সে আত্মহত্যায় প্ররোচিত হয়।

নাক্সের রোগী দীর্ঘদিন ধরে বদহজমে কষ্ট পায়, রোগাটে, শীর্ণ, ক্ষুধার্ত, কুঁজো হয়ে পড়ে ; অকাল বার্ধক্য দেখা দেয় ; সে সর্বদা নিজের রুচি অনুযায়ী খাদ্য বস্তু বেছে নেয়, কিন্তু তার কিছুই প্রায় হজম করতে পারে না ; মাংস তার সহ্য হয় না বলে মাংসের প্রতি তার বিরূপতা থাকে ; সে ঝাঁঝালো. তেতো জিনিস পছন্দ করে, উত্তেজক বা বলবর্ধক টনিকের প্রতি তার ঝোঁক দেখা দেয়। পাকস্থলীর দুর্বলতা ; খাবার পরে পাকস্থলীতে বেদনা, গা-বমিভাব, ওয়াক্-ওঠা প্রভৃতি দেখা দেয় ; খাদ্যবস্তু পরিপাক ও শোষণক্রিয়ার অভাবে তার দেহের মাংসপেশী শীর্ণ হয়ে পড়ে, শুকিয়ে যায়।

রোগীর ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা, একটুতেই কোরাইজা সৃষ্টি হয়। তার নাকে ঠাণ্ডাটা গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং গলা, বুক ও কানেও ঠাণ্ডাজনিত উপসর্গ দেখা

দেয়। সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগা, দেহে প্রচুর ঘাম হওয়া এবং সামান্য খোলা হাওয়াতেই ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরা ও কোরাইজা দেখা দেয়। উষ্ণ ঘরে থাকা অবস্থায় তার মানসিক ভারসাম্য কোনভাবে বিচলিত হলে তার সর্দি লাগা বা কোরাইজা দেখা দেয়। **অ্যালিয়াম সিপাতেও** উষ্ণ ঘরে থাকলে কোরাইজা বৃদ্ধি পায়। রাত্রিতে ঘরের মধ্যে থাকলে এই ওষুধের রোগীর নাক প্রায় বন্ধ হয়ে থাকে, নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে; বাইরে ঘুরলে নাকের বন্ধ হয়ে থাকা অবস্থা বেশী থাকে, দিনের বেলা ঘরে থাকা অবস্থায় প্রচুর পাতলা সর্দি ঝরে। সামান্য একটু জোর হাওয়া বা ঝড়ো হাওয়াতেই সে সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, চুলকানিবোধের সঙ্গে হাঁচি আরম্ভ হয়। চুলকানিবোধটা নাক থেকে গলা ও ট্রেকিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। কাশি; শ্বাসপথে জ্বালাবোধ, গলা ও শ্বাসপথের সব মিউকাস মেমব্রেনে উত্তেজনা বা সুড় সুড় করা অবস্থা; নেকো স্বর; স্বর লোপ; সোরথ্রোট; খুস্‌খুসে কাশি প্রভৃতি দেখা দেয়। **ব্রায়োনিয়ার** মত বুকে খুব বেশী টন্‌টন্ করা ব্যথার সঙ্গে শুকনো, বিরক্তিকর কাশি দেখা দিতে পারে, রোগীর মনে হয় যেন তার মাথাটা ভেঙ্গে বা ফেটে যাবে। সর্দিভাব বা কোরাইজা বুকের ভিতরে চলে যায়। ইন-ফ্লুয়েঞ্জা 'গীন'র সঙ্গে জ্বর ও হাড়ে বেদনা; দেহ খুব বেশী কাপড়-চোপড়ে ঢেকে রাখার ইচ্ছা; দেহ অস্বাভাবিক গরমে রাখতে পারলেই কেবল আরামবোধ হয় কিন্তু উষ্ণ ঘরে থাকলে জ্বরের পূর্বে তরল সর্দি বা কোরাইজা দেখা দেয়; জ্বর দেখা দেওয়ার পরে উষ্ণতা তার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন হয়; দেহের আচ্ছাদন বা পোশাক একটু সরে গেলেই তার কষ্টবোধ হয়, বেদনা, কাশি প্রভৃতি দেখা দেয়।

তীব্র জ্বরের সঙ্গে ঘাম হওয়া অথবা **ওপিয়ামের** মত গরম ঘাম হয় (কিন্তু **ওপিয়ামের** রোগী গরম ঘাম দেখা দিলে দেহের আচ্ছাদন খুলে ফেলতে চায়, অপর পক্ষে নাক্সের রোগী দেহের আচ্ছাদন সরাতে চায় না, বা পারে না)। শীতাবস্থা ও জ্বর, উত্তাপ ও ঘাম একসঙ্গে মিশে থাকে। শীতাবস্থায় হাত ও আঙ্গুল ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, বেগুনী রঙ নেয়, আপাদমস্তক সর্বত্রই শীতলতা থাকে; হাত-পায়ের দিকে অথবা পিঠে প্রথমে শীতভাব সৃষ্টি হয় ও সারাদেহে সেটা ছড়িয়ে পড়ে এবং শীতবোধের জন্য রোগী সারা দেহ ভালভাবে ঢেকে রাখতে চায়। কিছুক্ষণ পরেই একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার দেহে উত্তাপ ও ঘাম হতে শুরু করে কিন্তু সব অবস্থাতেই রোগীর দেহ ভালভাবে ঢেকে রাখতে হয়। পিপাসার লক্ষণ খুব একটা থাকে না; কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা দেখা দেয়।

সব ধরনের জ্বরের সঙ্গেই জণ্ডিসের লক্ষণ দেখা দেবার প্রবণতা, চোখের সাদা অংশ হলদে হয়ে পড়া, ত্বক খুববেশী হলদে হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। পুরানো সবিরাম জ্বরে ত্বক হলদে হয়; পেটের উপসর্গের সঙ্গে জণ্ডিসের লক্ষণে এই ওষুধটির সঙ্গে **ব্রায়োনিয়ার** অনেকটা সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়।

নাক্সের রোগী প্রায়ই পাকস্থলীর গোলযোগে কষ্ট পায়, যকৃতের রক্ত চলাচল ব্যবস্থা বা পোর্টাল সিস্টেমে একটা অবরোধ বা স্টেসিস্ অবস্থা; রক্তাধিক্য;

হিমারয়ডাল শিরায় অবরোধ ও অর্শ সৃষ্টি হওয়া ; কোষ্ঠবদ্ধতা, আমাশয় ; রেক্টামের পক্ষাঘাত প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। পাকস্থলীর উপসর্গগুলি **পালসেটিলার** মত হয় ; সকালের দিকে বৃদ্ধি পায় ; **পালসেটিলার** মতই সকালের দিকে মুখে দুর্গন্ধ হয়। পাকস্থলীর গোলযোগ সৃষ্টি হবার পরে মাথায় ফেটে যাবার মতবোধে মনে হয় যেন মাথার ভারটেক্স বা তালুতে পাথরে আঘাত লেগে থেঁতলে বা গুঁড়িয়ে গেছে।

নানা ধরনের পক্ষাঘাতজনিত অবস্থা ; প্রথমে অন্ত্রে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং পরে সেটা চলে গিয়ে মল রেক্টামে এসে জমে থাকে, মল ত্যাগের কোন ইচ্ছা জাগে না। মূত্রথলীতেও ঐরূপ লক্ষণ দেখা দেয়। মূত্রথলী পূর্ণ হয়ে গেলেও প্রস্রাব হয় না ; বৃদ্ধদের প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি অথবা গনোরিয়ার সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হতে দেখা যায়। হাত-পায়ে, মুখমণ্ডলে, একটি বাহু বা একদিকের হাতে ; যে কোন একটি মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত নাক্সে সারানো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পক্ষাঘাতের সঙ্গে খোঁচামারা ব্যথা থাকার লক্ষণটি গুরুত্বপূর্ণ।

কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্লেথোরা বা রক্তাধিক্য ও সেই সঙ্গে মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ; মুখমণ্ডলে উত্তেজনার লক্ষণ লাল হয়ে ওঠা ; খুববেশী দুর্বলতা ও অবসাদ ও সেই সঙ্গে খিটখিটে স্বভাব ও অন্যান্য মানসিক লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে। কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা বা পরিশ্রম না থাকলে রোগী ভালবোধ করে কিন্তু কোন কিছু করবার চিন্তা দেখা দিলে মুহূর্তের মধ্যেই সে অবসাদ ও ক্লান্তিবোধ করতে থাকে।

ঘাম হতে থাকলে মাথাধরা দেখা দেয় ; মদ্যপায়ী, যারা রাত্রিতে বাইরে কাটায়, রাত্রে যারা পাহারার কাজে লিপ্ত থাকে তাদের মাথাধরায় ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। সম্পূর্ণভাবে শান্ত ও চুপচাপ থাকলে মাথাধরার যন্ত্রণা কমে যায়। মাথাধরায় মনে হয় যেন একটা পাথর দিয়ে মাথার তালুতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। বেশীর ভাগ লক্ষণ বা উপসর্গ উত্তাপে কম থাকে কিন্তু মাথার উপসর্গ উত্তাপে বৃদ্ধি পায় ; পনীর খাবার ফলে বয়ঃব্রণ দেখা দিলে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে।

তীব্র ধরনের কনভালসন বা আক্ষেপের সঙ্গে দেহ পিছন দিকে বেঁকে যাওয়া বা 'ওপিসথোটোনস্' ; দেহের সব মাংসপেশীতে কনভালসনের সঙ্গে মুখমণ্ডল বেগুনী হয়ে পড়া ও নড়াচড়ায় দম্ আট্‌কাবোধ বা শ্বাসকষ্ট ; আক্ষেপের সময়ের সবটাতেই চেতনা বা অর্ধচেতনা অবস্থায় থাকলেও দেহের তীব্র যাতনা বা কষ্টের বিষয়ে সচেতন থাকে ; সামান্য ঝড়ো হাওয়া, পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি লাগা প্রভৃতিতে উপসর্গ খুব বেড়ে যায় ; গলায় সামান্য স্পর্শতেই দম্ আট্‌কাবোধ বা গ্যাগিং দেখা দেয়।

ক্ষুধামান্দ্য অবস্থায় এই ওষুধটি অনেক ক্ষেত্রেই রুটিন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ওষুধটি রোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধি করে বটে কিন্তু রোগীর দেহে ভয়াবহ অবস্থা

সৃষ্টি করতে পারে। মাংসে অরুচি, স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয়, তামাক এবং কফি যাতে রোগী বরাবর অভ্যস্ত, জলে, যে খাদ্য সদ্য খেয়েছে সে সবের প্রতি বিরূপতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

বেদনা, বিশেষত পেটের বেদনা, কেটে যাবার মত বেদনায় রোগী থুবড়ে দেহ ভাঁজ করে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়; খুব বেশী খাদ্য খাবর পরে গা-বমিভাব সহ পেটে বেদনা, বেদনায় যেন সব কিছু পেট থেকে নিচের দিকে বেরিয়ে যাবে এরূপবোধ; পেটে আক্ষেপযুক্ত বেদনা অনেক সময় পায়ের দিকেও ছড়িয়ে যায়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বেদনা রেক্টামের দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়; কলিক ধরনের বেদনায় মল ও প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা জাগে; রেন্যাল কলিক বা কিডনীর ব্যথার সঙ্গে ব্যথাটা যদি রেক্টামের দিকে ছড়িয়ে যায় ও মলত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেয়, তা হলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে। ইউরেটারে পাথরীর জন্য ইউরেটারের দেওয়ালের গোলাকৃতি মাংসতন্তুতে হাতের আঙ্গুল দিয়ে মুঠো করে চেপে ধরার মত বোধসহ রেন্যাল কলিক দেখা দেয়; প্রয়োজনীয় ওষুধটি প্রয়োগে ঐ তন্তুতে শিথিলতা সৃষ্টি হয় এবং পিছনের চাপে ঐ পাথরী বেরিয়ে যায়। এই একইরূপ অবস্থা পিত্ত-পাথরীর ক্ষেত্রেও দেখা যেতে পারে। যে ওষুধটি বা তার সহযোগী অন্য ওষুধ বেদনা কমাতে পারে, তারা পাথুরী সৃষ্টি হবার প্রবণতাও দূর করতে সমর্থ হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক পিত্ত সৃষ্টি হলে পিত্তথলীর মধ্যেই পাথরী গলে যায়; সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রস্রাবের ও কিডনীর পেলভিস অংশে থাকা পাথরীর উপরে ঐরূপ গলিয়ে দেবার অথবা পাথরী সৃষ্টি যাতে না হয় সেইরূপ কাজ করার ক্ষমতা থাকে। পেটের নানা ধরনের উপসর্গের সঙ্গে ত্বকে হলদে ভাব সৃষ্টি হবার লক্ষণে **ব্রায়োনিয়ার** সঙ্গে নাক্সের অনেকটা মিল থাকতে দেখা যায়। **ব্রায়োনিয়াতে** নড়াচড়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয় এবং উত্তাপে উপসর্গ কম হতেও দেখা যাবে না—নাক্সে এই দুটি লক্ষণ আছে, এবং লিভারের রক্তচলাচল ব্যবস্থায় রক্তাধিক্য বা পেটে কনজেসসন, নিউর্যালজিয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে থাকতে দেখা যায়; সামান্য চাপে বেদনা বৃদ্ধি পাওয়া (সামান্য চাপে **কলোসিন্থের** বেদনা কম থাকে, **ম্যাগ্‌ফসে** চাপ ও উত্তাপে বেদনা কম থাকতে দেখা যায়)। **ব্রায়োনিয়া** পেরিটোনাইটিসে রোগী যখন তার পা-দুটি গুটিয়ে শুয়ে থাকে সেই অবস্থায় বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। এই ওষুধের রোগীর অর্শ, পোর্টাল কনজেসসন, রেক্টামে কেটে নেবার মত ব্যথায় মল ত্যাগের ইচ্ছা হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। **কুপ্রামে** পেটের সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে স্থির হয়ে থাকা কেটে যাবার মত ব্যথা থাকতে দেখা যায়। নাক্সের রোগীর পেট চুপসে থাকে, কিন্তু **ক্যালকেরিয়া** ও **সিপিয়াতে** পেটটা উঁচু হয়ে ফুলে বা এনগর্জড অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। **ইনিউলায়** নাক্সের মত লক্ষণ থাকে; কলিক বেদনার সঙ্গে ঐ ওষুধে মল ও প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হতে দেখা যায়।

দুধ পাকস্থলীতে গিয়ে টকে যায়। খাবার সময় মাথায় উত্তাপ বোধ দেখা দেয়।

কফি, মদ জাতীয় পানীয় ও যৌন অত্যাচারের কুফলে বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি হয়। গলার ভিতরে শ্লেষ্মা জমে থাকার মত বোধ কিছু খাবার পরে খুব বৃদ্ধি পায়। বীয়ার পান করা ছেড়ে দিলে **অ্যালোতে** ডায়রিয়া দেখা দেয়। নাক্সে মদজাতীয় পানীয় ত্যাগে ডায়রিয়া হতে দেখা যায়। পাকস্থলীতে একটি পিণ্ডের মত বোধ হয় (**ব্রায়োনিয়া**)। ক্রনিক অবস্থায় **সিপিয়া** বেশী কার্যকরী হয় এবং নাক্সের পরবর্তী ওষুধ হিসাবে ভাল ফল দেয় কিন্তু **ব্রায়োনিয়ার** সঙ্গে **সিপিয়ার** মিল নেই ; এই ধরনের লক্ষণের সঙ্গে মাথার তালু বা ভারটেক্স অংশে চাপবোধ থাকলে নাক্সের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হয়। মাথার তালুতে পাথর চাপানো থাকার মত বোধ খাদ্য গ্রহণের এক ঘণ্টা পরে দেখা দেয় এবং তা থেকে বোঝা যায় যে পরিপাক ক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছিল, কিন্তু **এবিস নায়গ্রাতে** ঐরূপ ভারবোধ খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয়। **ক্রিয়োজোটের** বেদনা খাদ্য গ্রহণের পরে তিন ঘণ্টার আগে দেখা দেয় না, তার পরে ঐ ওষুধের রোগী বমি করে ফেলে।

এই ওষুধটির সঙ্গে **সালফারের** নিকট সম্পর্ক থাকতে দেখা যায় এবং **সালফারের** অতিক্রিয়া এই ওষুধে দূর করা যায়। দেহের গভীরে গিয়ে এই ওষুধটি **সালফারের** ধাতুগত লক্ষণ বিনষ্ট করতে পারে না, তবে ঐ ওষুধের অতিক্রিয়ায় সৃষ্ট বাইরের উপসর্গগুলি নাক্স বিনষ্ট করতে পারে।

ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে দেখা দেয়, দীর্ঘদিন ধরে চলে ও প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়, স্রাব কখনো প্রচুর পরিমাণে, কখনো ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে কাপড় ভিজিয়ে দেয়, শুরু হয়েই দলা বাঁধে। ঋতুস্রাব একমাস থেকে পরের মাসের স্রাব পর্যন্ত একনাগাড়ে চলতে থাকে। এই লক্ষণের সঙ্গে ওষুধটির উপযোগী মানসিক অবস্থা, উত্তেজিত অবস্থা, ওষুধের প্রতি অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা থাকে। স্রাব কম সময়ের ব্যবধানে দেখা দেয়, দীর্ঘদিন ধরে চলে এবং প্রচুর পরিমাণে কালচে স্রাব হতে দেখা যায়। কখনো কখনো ঋতুস্রাবের সঙ্গে পেটে তীব্র বেদনা ; জরায়ুতে ক্র্যাম্প বা খিঁচধরা ব্যথা দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যায় ; চাপে ও উত্তাপে সেই বেদনা কম হয় : ঠাণ্ডায় বা সামান্য হাওয়ার স্পর্শে বেদনা বৃদ্ধি পায় : বেদনা ও আক্ষেপ গরম জলের বোতলে সেক্ দিলে, বেশী কাপড়-চোপড়ে আচ্ছাদিত থাকলে ও উত্তাপে কম থাকতে দেখা যায়। প্রসব বেদনায় **আর্নিকার** মত টন্‌টন্ করা ব্যথা, মল ও প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা প্রভৃতি থাকে। বেদনা নিচের দিকে ছড়িয়ে যায় এবং রোগীর মনে হয় যেন পেটের যন্ত্রাদি নিচের দিকে বেরিয়ে পড়বে। এরূপ বোধের সঙ্গে মল ও প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছাও দেখা দেয়। কখনো কখনো খুব অল্প পরিমাণে ও থেকে থেকে রক্তস্রাব হতে দেখা যায় ; ভালভা অংশে খুব চুলকানিবোধ থাকে।

হিস্টিরিয়ার নানা ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে হিস্টিরিয়ার যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তাতে নাক্স এবং আমেরিকানদের মধ্যে দেওয়া লক্ষণে **ইগনেসিয়া** বেশী প্রয়োজন হয়ে থাকে।

গোলযোগপূর্ণ হাঁপানি সৃষ্টি হয়। যে সব রোগী বলে যে তাদের পাকস্থলীর

গোলযোগ থেকেই হাঁপানি সৃষ্টি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়। নাক্স প্রয়োগের পরে তারা হয়ত একবছর হয়ত ভাল থাকে, তারপর তারা হয়ত এমন কোন খাবার খায় যেটা তাদের সহ্য হয় না, তারপরেই হয়ত দেখা যায় যে তারা সারারাত হাঁপানির কষ্টে জেগে বসে রয়েছে। এই রোগীদের ক্ষেত্রে নাক্স প্রয়োজন। হাঁপানির সঙ্গে কাশি, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, বুকের ভিতরে শ্লেষ্মা ভর্তি হয়ে থাকা ; কাশির সঙ্গে গলায় দম আটকাবোধ বা গ্যাসিং, ওয়াক্ ওঠা প্রভৃতিতেও মনে হয় যেন নতুন করে রোগীর ঠাণ্ডা লেগেছে।

পাকস্থলীর কোন গোলযোগ ঘটলেই তরল সর্দি বা কোরাইজা দেখা দেয়। প্রতিবার সসেজ খাবার পরেই কোরাইজা দেখা দেয় এমন এক রোগিণীকে আমি দেখেছি। তাকে কিছুতেই নিরাময় করা যায় না, কারণ ঐ রোগিণী কফিপান করা, মদ পান এবং অন্যান্য সামাজিক কর্তব্যকে তার স্বাস্থ্যের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে স্থান দেয়। ঐ রোগিণী অবশ্য কাঠিতে জড়ানো সেঁকা মাংস খেতে পারে ; অনেকে মাংস খেতেই পারে না। পাকস্থলীর গোলযোগের পরেই কোরাইজা সৃষ্টি হয়ে বুকে গিয়ে বসে যায় এবং হাঁপানি দেখা দেয়।

প্যাল্পিটেশন, হার্ট ও রক্ত চলাচলে উত্তেজনা ; খুববেশী দপ্‌দপ্ করা অনুভূতি থাকে।

মানসিক ও শারীরিক দুদিক থেকেই উপসর্গ সকালের দিকে বৃদ্ধি পায়। কোরাইজা ও কিছু কিছু মাথার উপসর্গ **মার্কিউরিয়াসের** মত বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায় ; তবুও দেহ আঢাকা রাখলে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে, খাবার পরে ও নড়াচড়াতেও উপসর্গ বেড়ে যেতে এবং মাথার উপসর্গ উত্তাপে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

চাপবোধ ও বাম ইঙ্গুইন্যাল রিঙ্-এ দুর্বলতাবোধ থাকায় শিশুদের হার্নিয়া এই ওষুধে সারে। **লাইকো**—ডান দিকের ক্ষেত্রে। **আর্নিকা** টনটনে ব্যথা প্রভৃতিতে কার্যকরী হয়। **কোনিয়ামেও** অনুরূপ লক্ষণ থাকে, এবং নাক্সের মতই কুঁচকিতে একটা শূন্যতাবোধের মত লক্ষণ দেখা দেয়।

দেহে যত বেশী আচ্ছাদনই চাপানো হোক না কেন শীতভাব তাতে কমে না ; **ইগনেসিয়াতে** দেহের আচ্ছাদন সরিয়ে দিলে শীতভাব কমে যায়। অবিরাম জ্বরে শীতভাব ও উত্তাপ এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে দেখা যায় ; উত্তাপ অবস্থা শুকনো ও কম সময় ধরে থাকে এবং তারপরেই উত্তপ্ত ঘাম ও খুববেশী উত্তাপ থাকতে দেখা যায় ; সকালের দিকে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শীতভাব যে কোন সময় দেখা দিতে পারে।

ওপিয়াম
(Opium)

এই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বেদনাহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং জড়ভাব প্রভৃতি বিশেষ এক শ্রেণীর লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। প্রুভারদের অনেকের মধ্যেই অল্প পরিমাণে বা মাত্রায় এই ওষুধটি সেবনের ফলে জড়ভাব, তাদের পারিপার্শ্বিককে

বুঝতে বা অনুভব করার অক্ষমতা অথবা কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা বা বিচার করার ক্ষমতার অভাব সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। দৃষ্টিশক্তি, স্বাদ, স্পর্শবোধ প্রভৃতি সবেতেই একটা ভ্রান্তি ; যে অবস্থায় সে রয়েছে তাতে ভ্রান্তি ঃ নিজের বোধবুদ্ধিতে ভ্রান্তি ; সব অনুভূতিতেই একটা বিকৃতি ও খুববেশী ভ্রান্তিজনক অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

বেদনাহীনতা এই ওষুধের প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ হলেও, এর বিপরীত অবস্থাও মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাতে অল্প মাত্রায় ওপিয়াম সেবনে বেদনা, অস্বস্তিবোধ, স্নায়বিক উত্তেজনা প্রভৃতি দেখা দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ডিসেন্ট্রি ও টেনেসমাস থাকতে পারে। সাধারণভাবে রোগী নিদ্রালু থাকে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নিদ্রাহীন রাত্রিযাপন, উদ্বেগ, গোলমালের শব্দে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা প্রভৃতি দেখা দেয়, যার ফলে রোগী বলে যে সে যেন দেওয়ালে মাছি হেঁটে চলার শব্দ, অনেক দূরের গীর্জার ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনিও শুনতে পায়।

সাধারণভাবে মনে হয় যে এইরূপ বিপরীত অবস্থার একটি প্রাথমিক বা মুখ্য এবং অপরটি গৌণ এবং সেটা সত্যি ; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে সব রোগীর মধ্যে অর্ধচেতন অবস্থা ও বেদনাহীনতা থাকে তাদের মধ্যে অচেতনতা, অস্বস্তিবোধ, উদ্বেগ এবং খিটখিটেভাব ক্রমশ বেড়ে যেতে দেখা যায় ; যাদের মধ্যে প্রথমদিকে অধিক চেতনাবোধ থাকে তাদের মধ্যেও পরে জড়তা বা এমন একটা অবস্থা দেখা দেয় যখন তাদের যা কিছু করতে বলা হয় তাই তারা বাধ্যের মত করে যায়। কোন কোন খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ প্রুভারের মধ্যে একটিমাত্র ডোজ ওষুধ সেবনের এক ঘণ্টার মধ্যেই মাথার ভিতরে বা 'বেস্' অংশে বেদনা দেখা দেয়, ফলে তারা বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারে না ; ঐ যাতনায় যেন তারা পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হয়ে পড়ে, বেদনার তীব্রতাই তাদের স্থিরভাবে শুয়ে থাকতে বাধ্য করে। তবে খুববেশী মাত্রায় ওষুধটি সেবন না করলে বেশীরভাগ প্রুভারদের মধ্যে এইরূপ অবস্থা দেখা দেয় না। এইরূপ অবস্থাকে নিয়েই মুখ্য ও গৌণ লক্ষণের কোনটা কি ধরনের তা নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে। এদের মধ্যে একটি যেখানে ওষুধটির ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট, অপরটি তার প্রতিক্রিয়াজাত, তবে সবগুলিই ওষুধটির থেকেই দেখা দেয় ; ওষুধটিতে যেসব ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তারা সবই ওষুধটিরই লক্ষণ হিসাবে গণ্য।

শিথিলতা ও বেদনাহীনতা অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ওষুধেও কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অভাবই নিষ্ক্রিয় অবস্থার প্রমাণ বলে ধরা যায়। এরূপ অবস্থায় এই ওষুধটির সঙ্গে সালফারের প্রতিযোগিতা চলতে পারে। রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওপিয়ামের উপযোগী অনেক লক্ষণ পাওয়া গেলে যখন ওষুধটি প্রয়োগ করা হয় তখন নিষ্ক্রিয়ভাব বা শৈথিল্য দূর হয়ে রোগীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে দেখা যাবে।

ক্ষততে সম্পূর্ণভাবে বেদনাহীন অবস্থা, গ্রানুলেশন না হওয়া অর্থাৎ সুস্থ টিসু সৃষ্টি হয়ে ক্ষত সেরে আসার লক্ষণের অভাব, আবার ক্ষত বেড়ে না গিয়ে একইভাবে থেকে যাওয়া, ক্ষততে অসাড়তা বা কোনরূপ অনুভূতির অভাব প্রভৃতি লক্ষণে ওপিয়াম প্রয়োগে ঐ ক্ষত প্রায়ই সেরে যেতে দেখা যাবে। খুববেশী প্রদাহে আক্রান্ত স্থানেও কোনরূপ অনুভূতি না থাকা লক্ষণ দেখা দেয়।

পক্ষাঘাতের মত অবস্থা বা প্যারেসিস, আংশিক পক্ষাঘাত, নিষ্ক্রিয় অবস্থা ও শৈথিল্য থাকতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থা অন্ত্রে সৃষ্টি হওয়ায় অন্ত্রে নড়াচড়া প্রায় হয়ই না, ফলে রেক্টামে গোল, কালচে বলের মত মল জমে থাকে যেগুলি আঙ্গুল দিয়ে খুঁচিয়ে বা চামচের সাহায্যে বের করে আনতে হয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থার জন্য মলত্যাগের জন্য বেগ বা জোর দেবার ক্ষমতাও রোগীর থাকে না।

মুত্রথলীতেও অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়। পেটের মাংসপেশীকে কাজে লাগিয়ে মুত্রথলীতে চাপ সৃষ্টি করা অথবা প্রস্রাব করার জন্য জোরে চেষ্টা করার সামর্থ্য থাকে না ; ফলে রিটেনসন অর্থাৎ মুত্রথলীতে প্রস্রাব জমে থাকে ; প্রস্রাবের বেগ বৃদ্ধি-কারী 'প্যারেসিস' হতে দেখা যায়।

কিছু পান করতে গেলে মনে হয় যেন ইসোফেগাস নিষ্ক্রিয়ভাবে রয়েছে, সেজন্য তরল পানীয় নিচের দিকে না নেমে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে ; প্যারেসিসের জন্য পানীয় ভুল পথে নেমে যায় অথবা নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে।

হাত-পা ও মাংসপেশীতে দুর্বলতা ও পক্ষাঘাত সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই একটা শান্তিময় অবস্থা থাকতে দেখা যায়। রোগী একা থাকতে চায়। সে হয়ত তখন বলে যে সে অসুস্থ নয়, যদিও সে সময় হয়ত তার দেহে ১০৫°-১০৬° ডিগ্রী জ্বর, গরম ঘামে দেহ ভিজে থাকা, নাড়ীর গতি দ্রুত থাকা, ডিলিরিয়ামের মত লক্ষণ প্রভৃতি দেখা যায়। এইরূপ অবস্থায় সে কিরকম আছে জিজ্ঞাসা করলে বলে যে সে খুব ভাল আছে, তার কোন বেদনা-যন্ত্রণা নেই, কোন কষ্ট বা উপসর্গই নেই ; অথচ সেবিকা বা শুশ্রূষাকারিণীর কাছে হয়ত জানা যাবে যে তার কোষ্ঠ বা প্রস্রাব একেবারেই পরিষ্কার হয়নি। তার মুখমণ্ডলে থমথমে ও ফোলাভাব, বেগুনী রঙের হয়ে যাওয়া ; চোখে চক্‌চকে ভাব এবং পিউপিল সংকুচিত অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। মস্তিষ্কে গোলযোগ বা বিভ্রান্তি থাকলেও সে সঠিকভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে ; অথবা মানসিক লক্ষণগুলি অনেক বেশী প্রকট কিন্তু দৈহিক লক্ষণগুলি সে অনুপাতে কম থাকতে দেখা যেতে পারে ; মানসিক বিভ্রান্তি, ডিলিরিয়াম, বক্‌বক্ করা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে, তবে সাধারণত রোগীকে অর্ধচেতন অবস্থা থেকে ডেকে জাগালে তখনই মাত্র কথা বলতে দেখা যায়। সেই অর্ধচেতন অবস্থায় রোগী কোন কথা বলে না, নিষ্ক্রিয়ভাবেই শুয়ে থাকে। ডিলিরিয়ামের সঙ্গ মনের একটা শান্ত ও সুখকর অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

পাকস্থলীতে অস্বাভাবিক উষ্ণতা, তলিয়ে যাবার মত শূন্যতা, ক্ষুধাবোধ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং খাবার গ্রহণ করার পরেও সেটা কমে না। পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ

থাকলেও সেখানে একটা মূর্চ্ছাবোধের মত অনুভূতি থেকে যায়। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে টকে গিয়ে বমি হয়ে উঠে আসে। সে আর কিছু পারে না। তার দেহ শীতল ঘামে ভিজে যায়; খুববেশী অবসাদ, গা-বমিভাব, ওয়াক্ ওঠা ও বমি হতে থাকে। ওপিয়াম অথবা **মরফিন** প্রয়োগের পরে গা-বমিভাব হলে সেটা বেশ গোল-যোগপূর্ণ লক্ষণ। দীর্ঘস্থায়ী বমি ও গা-বমিভাব সৃষ্টি হয়। সে তার পাকস্থলীতে কিছুই নিতে পারে না, এমন কিছুতেই তাও বমি বন্ধ হতে চায় না। হোমিওপ্যাথগণ **ক্যামোমিলার** কথা জানেন, এবং ঐ ওষুধটির একটিমাত্র মাত্রা প্রয়োগেই আশ্চর্য ফল পাওয়া যায় এবং ওষুধটি প্রয়োগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর মত ভয়ংকর তলিয়ে যাওয়া বোধ ও গা-বমিভাব চলে যায়।

রোগীর ঘরে ক্রুড বা অপরিশোধিত ওপিয়াম বা আফিংয়ের ব্যবহার চলে না। সার্জারিতে কোন কোন সময় হয়ত ওটার প্রয়োজন হয়, তাতে আমাদের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু রোগে, অসুস্থ দেহের উপরে এটির ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। এটি কোন কাজেই আসে না, বরং পরিণতিতে ক্ষতিই করে; হোমিওপ্যাথিক প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রোগ লক্ষণগুলিকে ঢেকে রেখে অবস্থাটা সঙ্গীন করে তোলার ফলে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না।

ওপিয়ামের অনেকক্ষেত্রেই অপব্যবহার হয়েছে এবং তা থেকে অনেক কিছু জানাও গেছে, তবে ঐ অপব্যবহারের ফলে প্রুভিংয়ে কোন সাহায্য হয়নি, কারণ সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের দেহে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ সৃষ্টি হয় সেটা নিয়ে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। বেশী মাত্রায় ওষুধটি প্রয়োগে যে স্থূল ক্রিয়া দেখা দেয় তা অনেক সময় কাজে লাগে, যেমন—সেরিব্রাল এপোপ্লেক্সি বা সন্ন্যাসরোগে জোরে নাকডাকা সহ শ্বাসক্রিয়া, চোয়াল ঝুলে পড়া, পিউপিল সংকুচিত অথবা প্রসারিত থাকা, (বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পিউপিল সংকুচিত অবস্থাতেই থাকতে দেখা যায়), মুখমণ্ডলে নানা বর্ণের ছিট্‌ছিট্ দাগ, বেগুনী রঙের হয়ে পড়া অথবা উত্তপ্ত থাকা, গরম ঘাম ও একদিকের পক্ষাঘাত প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই সব অবস্থা দেখা দেওয়ার কারণ হিসাবে পক্ষাঘাত, ওপিয়াম সেবন, পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়ে অথবা বেশী মদ্যপান করার ফলে লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ঐ অসুস্থতা একটি যান্ত্রিক গোলযোগ, মস্তিষ্কে রক্তের অধিক চাপ সৃষ্টি করার ফল হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। শুধু এই একটি কারণেই রোগীর সাধারণত মৃত্যু হয় না, তবে পরে রক্তের দলাটিকে ঘিরে প্রদাহজনিত ক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ওপিয়াম মস্তিষ্কে রক্তচলাচল বৃদ্ধি করে এবং হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় ওষুধটি প্রয়োগে ঐরূপ অবস্থা দমন করা যায়, ওষুধটি প্রয়োগের ছয় ঘণ্টার মধ্যে রোগী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে; তার দেহের ত্বক শীতল হবে, মুখমণ্ডলে স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে, নাড়ীও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এভাবেই আমরা ওপিয়ামের স্থূল ক্রিয়ায় সৃষ্টি হওয়া সন্ন্যাস রোগের একটা পরিষ্কার ছবি দেখতে পেয়ে উপকৃত হই।

মাথার পিছনের অংশে সৃষ্টি হওয়া স্নায়বিক মাথাধরা পরে মুখমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় ; সকালের দিকে বেদনা খুব বেড়ে যায়। রোগীর মনে হয় যেন মস্তিষ্কের গভীর অংশে তীব্র বেদনায় তার মাথাটা বালিশের সঙ্গে যেন সেঁটে রয়েছে, সেই অবস্থা থেকে একবার উঠে বসলে রোগী আর শুয়ে পড়তে পারে না। এইরূপ অবস্থা মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায় ; কৃত্রিম রক্তাধিক্য ; উত্তেজনাপ্রবণতা ; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা মাসিক ঋতুস্রাব কালে প্রায়ই এইরূপ লক্ষণ দেখা দেয় ; মাথায় যন্ত্রণা বা মাথাধরা থাকে। রোগী উঠে বসলে আর শুতে পারে না। বেদনা সকালে শুরু হয় এবং সেটা এত তীব্র ধরনের হয় যে রোগীর পক্ষে নড়া-চড়া করা, চোখের পলক ফেলা, মাথাটা কোন একদিকে ঘোরানো, সামান্যতম ঝাঁকুনি লাগা, ঘড়ির মৃদু টংটং শব্দ বা টিক্‌টিক্ শব্দ কিছুই সহ্য হয় না ; তার মুখমণ্ডলে নানা বর্ণের ছিট্ ছিট্ দাগ, বেগুনী, নীল হয়ে পড়তে দেখা যায় ; চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে। ঐ রোগিণীর কাছ থেকে লক্ষণ সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। ওপিয়াম তাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুস্থ করে তুলবে।

তবে এই ওষুধের বেশীরভাগ উপসর্গকেই বেদনাহীন থাকতে দেখা যায়।

এর লক্ষণগুলি বা চেহারা মদপানে মাতাল হয়ে পড়া লোকের মত, মূঢ়ভাব, জ্বরের সঙ্গে মূঢ়ভাব যুক্ত চেহারা দেখা যায়। ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস্ বা মত্ত অবস্থায় হাত-পায়ে মৃদু কম্পন সহ মস্তিষ্কের অন্যান্য লক্ষণ সৃষ্টি হওয়া, খুববেশী উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা, বমি হওয়া, রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা, চোখের তারকা বা পিউপিল সংকুচিত থাকা ; মদ্যপানের পরে তীব্র ধরনের মাথাধরা ও অবসাদ সৃষ্টি হওয়া ; বিছানা ছেড়ে ওঠার সামর্থ্য না থাকা ; ডিলিরিয়াম প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। বেশীরভাগ উপসর্গের সঙ্গেই অর্ধচেতন অবস্থা থাকে ; রোগী সন্ন্যাস রোগীর মত অর্ধচেতন অবস্থায় শুয়ে থাকে, তাকে জাগানোই যায় না।

ওপিয়ামের রোগীর মধ্যে কনভালসনের মত অনেক লক্ষণ থাকে। রোগী তার দেহ আঢাকা অবস্থায় রাখতে চায়, শীতল হাওয়া, খোলা হাওয়া পছন্দ করে। ঘর বেশী উষ্ণ থাকলে কনভালসন দেখা দেয়। ওপিসথোটোনস বা দেহ পিছন দিকে বেঁকে যাওয়া, মাথা পিছন দিকে বেঁকে যাওয়া ; সেরিব্রোস্পাইনাল মেনিনজাইটিস প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত শিশুকে তার কনভালসন থেকে আরাম দেবার জন্য শিশুটির মা যখন তাকে 'উষ্ণ স্নান, করান, তখন শিশুটি আরাম পাবার বদলে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়ে, তার দেহ মৃত্যু শীতল হয়ে পড়ে। এরূপ রোগীকে ওপিয়াম প্রয়োগের বার ঘণ্টার মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বা শান্ত হয়ে উঠবে। **এপিসের** সঙ্গে এইরূপ অবস্থায় ওষুধটির সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে। পিওরপেরাল কনভালসনেও ওষুধটি কার্যকরী হয়।

এইরূপ ধাতুগত অবস্থায় বিশেষ ধরনের মানসিক লক্ষণ দেখা দেয়। ভীতি ও

তার প্রতিক্রিয়াজাত উপসর্গ সৃষ্টি হয়। ওপিয়ামের রোগী একেবারে অচেতন অবস্থায় না থাকলে, সে চমকে জেগে ওঠে, জেগে উঠলে তার মুখমণ্ডলে খুববেশী ভীতি ও উদ্বেগের ছাপ পড়ে। পুরানো আফিঙ্‌খোরেরাও খুববেশী ভীত ও উদ্বিগ্ন থাকে, হঠাৎ একটা কুকুর তার দিকে তেড়ে এলে সে কনভালসনে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, ডায়রিয়া দেখা দেয়, যে কোন ধরনের ফিট্ বা মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয় এবং সেই ভয় ও আতঙ্ক দূর হতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। কোন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ভয় পেলে তার অ্যাবরসন হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং ভয়ের দৃশ্যটা সব সময়ই যেন তার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। বহুদিন আগে ভয় পেয়ে এপিলেপ্সি বা মূর্চ্ছারোগ হওয়া এবং ভয়ের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলেই মূর্চ্ছা যাওয়া, ভয়ের অবস্থাটা থেকে যাওয়া ; হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া ; দৈহিক আঘাত বা শক্ এর সঙ্গে ডায়রিয়া বা কোষ্ঠবদ্ধতা ; প্রস্রাব আট্‌কে থাকা অথবা মাসিক ঋতুস্রাব ফিরে আসা অথবা মাসের পর মাস স্রাব বন্ধ হয়ে থাকা প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই খুব বেশী ভীতি ও ভীতির দৃশ্যটা যেন সব সময় চোখের সামনে ভাসে।

ওপিয়ামের প্রুভাররা ওষুধটির প্রভাবযুক্ত হবার পরেও কাল্পনিক ভয়ের দৃশ্য, অদৃশ্য মূর্তি, খুন-জখম, ভূত-প্রেতের দৃশ্য দেখে ভীত হয়, যেন কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এরূপ কল্পনায় ভীত হয়ে পড়ে। তার মনে হয় যেন দেহের কোন অংশে স্ফীতি দেখা দিয়েছে এবং সেখানটা ফেটে যাবে।

আবার দেহে সুস্থতাবোধ, খুববেশী সুখবোধ, ওষুধটি সেবনের পরে প্রথমে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত খুববেশী আত্মবিশ্বাস প্রভৃতিও দেখা যেতে পারে। কাজেই হঠাৎ আনন্দ, ক্রোধ, লজ্জা বা হঠাৎ ভয় পাওয়া থেকে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **কফিয়াতেও** একই ধরনের সৌন্দর্যানুভূতি থাকতে দেখা যায়। ওপিয়ামের সৌন্দর্যানুভূতি দৈহিক ও মানসিক এই দুইদিক থেকেই সৃষ্টি হয়। ওপিয়াম এবং **কফিয়ার** মধ্যে সম্পর্ক আছে ; তারা পরস্পরের অ্যাণ্টিডোট হিসাবে কাজ করে।

আফিঙ সেবনকারীরা হুইস্কি বা মদ্যপায়ীদের মতই ধাতুগতভাবে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। তাদের কোন বিবেকবোধ থাকে না।

শব্দ, আলো, এবং সামান্যতম গন্ধেও রোগী খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে। ঝিমুনিভাবের সঙ্গে মাথাধরায় প্রায় অর্ধচেতন অবস্থা দেখা দেয়। ম্যারাসমাস বা শীর্ণতায় শিশুকে শীর্ণ ও দেহের ত্বক কোঁচকানো অবস্থার জন্য শুকনো ও কুঞ্চিত দেহ ছোট্ট একটি বৃদ্ধের মত দেখায় ; আচ্ছন্নভাব থাকে।

দীর্ঘদিনের পুরানো সীসা-বিষে আক্রান্ত রোগীকে এই ওষুধে সারানো যায়। ওপিয়ামের অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ডায়রিয়া **পালসেটিলার** সাহায্যে সারানো যেতে পারে।

অক্জালিক অ্যাসিড
(Oxalic Acid)

এই ওষুধটি খুবই অবহেলিত। নানা ধরনের অপরিশোধিত বা স্থূল, অপরীক্ষিত ও অনির্দিষ্ট ওষুধ হার্টের নানা উপসর্গে ব্যবহার করায় কোনরূপ সুফল দেখা যায়নি, সেই সব হার্টের উপসর্গ এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। হার্টের উপরে এই ওষুধটির ক্রিয়ার তীব্রতায় সারা দেহই যেন অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাঁপুনি, কনভালসন, অনুভূতি লোপ পাওয়া, দেহের বিভিন্ন অংশে অসাড়তা প্রভৃতি সহ হার্ট, মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ড এই ওষুধে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। লক্ষণসমূহ পরিশ্রমে ও নড়াচড়া করায় খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। রোগী শীতল হাওয়ায় খুব অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। লক্ষণ বা উপসর্গগুলি থেকে থেকে দেখা দেয়। প্যালপিটেশনের সঙ্গে স্বরলোপ পর্যায়ক্রমে দেখা দিতে পারে। এই ওষুধটির মত দেহের বিভিন্ন অংশে এত তীব্র ধরনের কেটে যাওয়া, ঝিলিক দেওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া, সুচ ফোটানোর মত ব্যথা আর কোন ওষুধে দেখা যায় না ; দেহের সর্বত্রই টন্‌টন্ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, কপালে জ্বালাবোধ, পাকস্থলী, পেট, গলা, ইউরেথ্রা, হাত, পায়ের পাতা প্রভৃতি সর্বত্রই জ্বালাবোধ থাকতে পারে ; স্ক্যাল্প এবং অন্যান্য অংশের কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানে টন্‌টন্ করা ব্যথা, ঐস্থানে স্পর্শ করলেও বেদনা বোধ হয়। দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রঙের ছিট্‌ছিট্ দাগ সৃষ্টি হওয়া ; টক কম যেমন স্ট্রবেরী, আপেল, টম্যাটো, আঙ্গুর প্রভৃতি খেয়ে বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, চিনি এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য বেশী খাবার জন্যও উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। রোগীর মদ ও কফি পানে বিরূপতা থাকে। রোগ লক্ষণ, বিশেষত বেদনার কথা চিন্তা করলে সেগুলি দেখা দেয় বা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন সময় খুববেশী উত্তেজনাবোধ এবং প্রফুল্লভাব—আবার কখনো স্মৃতি লোপ ও ভগ্নোৎসাহ অবস্থা, বাতিকগ্রস্তের মত স্বভাব, কথা-বার্তা বলায় অনিচ্ছা প্রভৃতি দেখা যায়। মলত্যাগের সময় মূর্চ্ছা যাওয়া ; মাথায় অধিক রক্ত চলাচল ও মস্তিষ্কে হাইপেরিমিয়া বা রক্তাধিক্য, উত্তাপের ঝলক দেহ থেকে উপরে মাথার দিকে চলে যাওয়া প্রভৃতিতে রোগী হতচেতন ভাবের সঙ্গে মাথা-ঘোরার মত অবস্থা বোধ করে, তার দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। মাথায় শূন্যতাবোধ, মাথা ও কপালে বিভিন্ন অংশে নানা ধরনের বেদনা, চাপধরা ব্যথা, জ্বালা করা, বিশেষ বিশেষ অংশে চাপবোধ ; মাথার যন্ত্রণা মদপানে, শুয়ে থাকা অবস্থায়, ঘুমের পরে এবং বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লে বেড়ে যায় এবং মলত্যাগের পরে কমে যেতে দেখা যায়। স্ক্যাল্পের বিশেষ একটি অংশে স্পর্শকাতরতা, কিছু পড়তে গেলে লেখাগুলি যেন অস্পষ্ট হয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, ছোট ছোট বস্তু যেন অনেক বড় ও স্পষ্ট দেখা যায়। চোখে, বিশেষত বাম চোখে বেদনা, চোখ ঝাপসা হয়ে পড়া ; নাক থেকে রক্তপাতের সঙ্গে চোখে ঝাপসা দেখা ; মুখমণ্ডল ফেকাশে, নীল

থাকা ; চোখ-মুখ চুপসে যাওয়া, মুখমণ্ডলে উত্তাপবোধ ও শীতল ঘামে ভিজে যাওয়া ; প্রথমে বাম দিকে এবং পরে ডানদিকের নিচের চোয়ালের কোণে টেনে ধরার মত ব্যথা ও আড়ষ্টতা প্রভৃতি দেখা যায়। মাঢ়ীতে ক্ষত হওয়া, মাঢ়ী থেকে রক্তপাত ও বিশেষ বিশেষ অংশে বেদনা, মুখে টক স্বাদ পাওয়া, জিহ্বায় ক্ষত, টন্‌টন্‌ করা, শুকনো, লাল, স্ফীতি, জ্বালা করা, সাদা প্রলেপ পড়া ; স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়া, মুখের ভিতরে অ্যাপথিয়া ; প্রচুর ঘন শ্লেষ্মা থাকায় রোগী বার বার কেশে গলা পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করে ; সকালের দিকে কিছু গেলা কষ্টকর ও বেদনাদায়ক হয় ; গলায় বেদনা, ক্রনিক সোরথ্রোট সৃষ্টি হতে পারে।

ক্ষুধাবোধ কখনো বেশী আবার কখনো একেবারেই ক্ষুধাবোধ থাকে না, সেই সঙ্গে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে থাকে : পিপাসাবোধ থাকতে দেখা যায়।

পাকস্থলীর বেদনা খাবার পরে কমে যায় ; পাকস্থলীতে দাঁত দিয়ে চিবোনোর মত ব্যথা স্যুপ বা ঝোল খেলে কমে যেতে দেখা যায়। খাবার পরে অনেক ক্ষেত্রে ঢেকুর ওঠা, গা-বমিভাব, নাভির কাছে বেদনা, কলিক, অন্ত্রে গড়্‌গড় শব্দ হওয়া, মলত্যাগের জন্য বেগ হওয়া, দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। চিনি খেলে পাকস্থলীর বেদনা বেড়ে যায় ; মদপানে মাথাধরা খুব বৃদ্ধি পায় ; কফি পানে হার্টের উপরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ও ডায়রিয়া দেখা দেয় ; অম্ল থেকে গলা-বুক জ্বালা করা সন্ধ্যায় খুব বেড়ে যায় ; উদ্গার টক ও স্বাদহীন থাকে এবং খাবার পরে উদ্গার ওঠে ; গা-বমিভাব ও বমি হতে দেখা যায় ; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গা-বমিভাব থাকে ; ডায়রিয়ার পরে পিপাসা ও কলিক বেদনা দেখা দেয় ; মলত্যাগের পরে গা-বমিভাব ও পায়ের ডিম্‌ বা কাফ্‌ মাংসপেশীতে খিঁচ্‌ধরা বেদনা হতে দেখা যায়। রাত্রিতে পেটে থেকে থেকে বেদনা দেখা দেয় এবং বায়ু নিঃসরণে সেই বেদনা কমে যায় ; পাকস্থলী ও গলায় জ্বালাবোধ ; পাকস্থলীতে স্পর্শকাতরতা ; পাকস্থলী ও অন্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া ; শূন্যতাবোধ খাবার পরে কমে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। পেটে ক্র্যাম্প বা খিঁচধরা ব্যথা ও জ্বালা করা, নাভির কাছে টন্‌টন্‌ করা, পেট ও লিভারে সুচ বেঁধার মত ব্যথা, নাভির কাছে খুববেশী ব্যথা সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে খুব বৃদ্ধি পায়, নড়া-চড়া করলে বেদনা আরও বেড়ে যায়। ব্যথার কথা ভাবলে পেটে ব্যথা দেখা দেয় বা বেড়ে যায়। বৃহদন্ত্রের স্প্লেনিক ফ্লেক্সারে বায়ু বা গ্যাস আটকে থাকার ফলে বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে বেদনা দেখা দেয়। লিভারে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণে কমে যায়।

পেটে খিঁচধরা ব্যথা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় ও সেইসঙ্গে বমি হয় ; নড়া-চড়া করলে ও চিনি খেলে পেটের ব্যথা খুব বেড়ে যায়। অন্ত্রে ক্রনিক ধরনের প্রদাহ ; পেটে খুব বেশী স্পর্শকাতরতা ; সকালে ক্রনিক ডায়রিয়ার সঙ্গে নাভী অঞ্চলে খিঁচধরা ব্যথা ; কোঁথানি ভাব ও মলত্যাগের ইচ্ছা শুয়ে পড়লে বেশী হয়। কফি পানে ডায়রিয়া দেখা দেয় ; মল জলের মত পাতলা, রক্ত ও আম মেশানো, অসাড়ে নির্গত হয়। মলত্যাগের সময় টেনেসমাস বা কোঁথানির জন্য মাথায় বেদনা দেখা দেয় ;

কোষ্ঠবদ্ধতায় খুব কষ্টে মলত্যাগ করতে হয় এবং বেগ বা বেশী জোর দিয়ে মলত্যাগের চেষ্টায় মাথাধরা দেখা দেয়।

কিডনী অঞ্চলে স্পর্শকাতর বেদনা হয়। বার বার প্রস্রাব করা ; প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাবের সঙ্গে 'অক্সালেট অব্‌ লাইম' মেশানো থাকে। সমুদয় প্রস্রাব পথে টন্‌টন্‌ করা ব্যথার সঙ্গে ছোট ছোট ক্ষত হওয়া, প্রস্রাবের জন্য ইউরেথ্রাতে জ্বালা ও টন্‌টন্‌ করা ব্যথা ; প্রস্রাব করার সময় গ্ল্যানস্‌ অংশে বেদনা ; ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব করে ফেলা, প্রস্রাব সংক্রান্ত সব উপসর্গই সেগুলির কথা চিন্তা করলে বেড়ে যেতে দেখা যায়।

স্পার্মাটিক কর্ডে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় ; অণ্ডকোষে খুববেশী স্পর্শকাতর বেদনা হাঁটা-চলা করার সময় বেশী বোধ হয়। শয্যায় থাকা অবস্থায় যৌন কামনা বৃদ্ধি ও লিঙ্গোদ্গম হতে দেখা যায় ; রেতঃস্খলন ও যৌন দুর্বলতা ; স্পার্মাটিক কর্ড বরাবর ঝিলিক দেওয়া ব্যথা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে।

হার্টের উপসর্গের সঙ্গে স্বরলোপ ; স্বরলোপ ও প্যালপিটেশন পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যটি দেখা দেওয়া ; ল্যারিংক্সে টন্‌টন্‌ করা, সুড়সুড় করা ও হাতের আঙ্গুলে চেপে ধরার মত বোধ ; কথা বলতে গেলে ল্যারিংক্সে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হওয়ার জন্য কথা বলার সময় বারবার কেশে গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা ; খক্‌খক্‌ করা কাশির সঙ্গে সাদাটে ঘন হলদে শ্লেষ্মা ওঠা প্রভৃতি দেখা যায়।

হার্টের উপসর্গের সঙ্গে শ্বাসক্রিয়ায় খুব কষ্টবোধ ; নার্ভাস ও দুর্বল মহিলাদের থেমে থেমে শ্বাসক্রিয়া চলা, তীব্র ধরনের দ্রুত শ্বাসক্রিয়া ও মাঝে মাঝে স্বাভাবিক শ্বাস ; অ্যানজাইনা পেকটোরিসের সঙ্গে ঝাঁকুনিযুক্ত শ্বাসগ্রহণ এবং হঠাৎ হঠাৎ জোরে শ্বাসত্যাগ করা ; শ্বাসকষ্টের সঙ্গে ল্যারিংক্সে সংকোচন ও বেদনাবোধ ; সেই সঙ্গে সাঁই সাঁই শব্দ হওয়া এবং ঐ বিষয়ে চিন্তা করলে বুকে চাপবোধ হতে থাকে।

সামান্য পরিশ্রমেই হার্টজনিত কাশি, ল্যারিংক্সে দমআট্‌কা বোধ, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরলে ল্যারিংক্সে সুড়্‌সুড় করা প্রভৃতি হতে দেখা যায়।

বাম ফুসফুস, হার্ট এবং বাম হাইপোকণ্ড্রিয়ামে তীব্র ধরনের ঝিলিক দেওয়া ব্যথা, সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকা অবস্থায় শ্বাসক্রিয়া চালানো কষ্টকর হওয়া ; বুকের মাঝখান থেকে পিঠ পর্যন্ত সরাসরি টনটনে ব্যথাবোধ, বাম ফুসফুসের নিচের অংশে কঠিন হয়ে পড়ার শব্দ বা ডালনেস পাওয়া যায়।

স্টারনামের পিছন থেকে কাঁধ ও বাহুর দিকে ছড়িয়ে যাওয়া সূচ বেঁধানো, ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা, বাম দিকে বেশী হয়, সেই সঙ্গে নখ ও ঠোঁট নীল হয়ে যায় ; শীতল ঘাম দেখা দেয় ; নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাত ; আক্ষেপযুক্ত শ্বাসক্রিয়া (**ম্যাট্রোডেক্টাস ম্যাকটানাস** তুলনীয়)। বাতের রোগীদের তীব্র প্যালপিটেশন সেকথা চিন্তা করলে খুববেশী বেড়ে যায়। নাড়ী অনিয়মিত, সবিরাম, দ্রুত হয় ; শীতল ঘাম, নখ

নীল হওয়া, খুববেশী দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা দেয়। এই ওষুধে পেরিকার্ডাইটিস, এণ্ডোকার্ডাইটিস, ভালবের অসম্পূর্ণ ক্রিয়াজনিত রোগ, হৃৎপিণ্ড থিরথির করে দ্রুত গতিতে চলা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

দুই কাঁধের মাঝখানে, স্ক্যাপুলার নিচের অংশে বেদনা নিচের কোমর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, বুকে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা স্ক্যাপুলা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, পিঠ থেকে উরুর দিকে নেমে যাওয়া তীব্র ধরনের কামড়ানো ব্যথা বসা বা শোয়া অবস্থার পরিবর্তনে কমে যায় যেটা একটা ব্যতিক্রম, কেননা সাধারণভাবে সব বেদনা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কোমরের কাছে অসাড় করে দেবার মত ব্যথা মলত্যাগের পরে কমে যায়। মেরুদণ্ডে অসাড়তা ও কাঁটা বেঁধার মত বোধের জন্য সেখানে একটা শীতল অনুভূতি ও দুর্বলতা দেখা দেয় ; কুঁচকি ও হিপ্ অঞ্চলে সৃষ্টি হওয়া দুর্বলতাবোধ পায়ের দিকেও বিস্তৃত হয়ে পড়ে ; পিঠের দিক থেকে মাথা পর্যন্ত ব্যথা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। পিঠের দিক থেকে মাথা পর্যন্ত ব্যথা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। পিঠের নিচের অংশে আরম্ভ হওয়া ঠাণ্ডা ও শীতবোধের পরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় জ্বর দেখা দেয়। নড়াচড়ায় মেরুদণ্ডে নানা ধরনের ব্যথা ও পিঠের মাংসপেশীতে টেনে ধরার মত বোধ ; স্পাইন্যাল কর্ডের প্রদাহ থেকে পক্ষাঘাত হওয়া ; পায়ের দিকে আড়ষ্টতা বা শক্তভাব ; মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট বা 'ডিস্প্নিয়া' প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

কাঁধ থেকে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত অসাড়তা ; বাহুতে ছুরি বেঁধানো বা কেটে দেবার মত তীব্র যন্ত্রণা, ডান হাতের কব্জি যেন মুচড়ে গেছে এরূপ বেদনা ; ডান হাতের মেটাকার্পাল অস্থি এবং বুড়ো আঙ্গুলের মাংসল অংশে বেদনা ও সেই সঙ্গে উত্তাপ ও অসাড়তাবোধ ; হাত দিয়ে প্রায় কোন কাজই করা যায় না ; হাত মৃত্যু শীতল হয়ে পড়ে ; হার্টের উপসর্গে হাতের আঙ্গুল ও নখ নীল হয়ে পড়তে দেখা যায় ; ভাঁজ করে রাখা আঙ্গুলের ভাঁজ করা অংশে বেদনা দেখা দেয়। কাঁধের মাংস-পেশীতে মৃদু সংকোচন বাহু ও আঙ্গুলেও সৃষ্টি হতে পারে। পায়ে শক্তভাব বা আড়ষ্টতা, অসাড়তা ও দুর্বলতা ; পায়ের দিকে শীতলতা, নীলচেভাব ও পক্ষাঘাত সৃষ্টি হয়, তীব্র ধরনের বেদনা হয়। হাত ও পায়ের পাতায় জ্বালাবোধ থাকে। অস্থি-সন্ধিতে বাতজনিত উপসর্গ দেখা দেয়।

ভীতিকর স্বপ্ন দেখায় রোগী প্যালপিটেশন নিয়ে জেগে ওঠে ; তার হাত-পায়ে বেদনা ও শীতল ঘাম দেখা দেয় ; সে দিনের বেলায় নিদ্রালুবোধ করে এবং রাত্রিতে কষ্টকর নিদ্রা ; বায়ুনিঃসরণের পরে আরামবোধ হয়। পাকস্থলীতে তীব্র বেদনায় রোগী জেগে থাকতে বাধ্য হয়।

শীতভাব ; শীতে যেন দেহে ঝাঁকুনি লাগে, দেহ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। সামান্য পরিশ্রমেই দেহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ; প্রথমে উত্তাপের ঝলক দেখা দিয়ে পরে শীতল ঘাম দেখা দেয় ; সন্ধ্যার দিকে শীতবোধে দেহে কাঁপুনি ধরে তারপর দেহের অভ্যন্তরে

উত্তাপবোধ এবং বাইরের দিকে ঘাম দেখা দেয়, হাত ঠাণ্ডা থাকে। মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের পাতায় ঠাণ্ডা ঘাম হতে দেখা যায়।

পেট্রোলিয়াম
(Petroleum)

যে সব ওষুধের অপব্যবহার বেশী হয় তাদের মধ্যে এটিও একটি। এই ওষুধটি বাতজনিত উপসর্গ, থেঁতলে যাওয়া অংশে এবং অন্যান্য নানা ধরনের গোলযোগে মালিশ হিসাবে বাহ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং তার ফলে যে সাময়িক আরামবোধ হয় সেটা দেহের বাইরের অংশে বা ত্বকে একটা রোগাক্রান্ত অবস্থা সৃষ্টির ফলস্বরূপ দেখা দেয়, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ক্রিয়া থেকে ঐ আরামবোধ সৃষ্টি হয় না। যে সব অঞ্চলে তেল বেশী পাওয়া যায় সেই সব স্থানে অশোধিত বা ক্রুড পেট্রোলিয়াম মানুষ ও পশুর ক্ষেত্রে 'সর্বরোগ হর' হিসাবে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

এটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী একটি উত্তেজক হিসাবে ত্বকে টার্পেণ্টাইন বা তার্পিনের মত উপদাহ, উদ্ভেদ ও নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি করে। প্রুভারের উপরে এই ওষুধটি প্রাথমিক ভাবে মানসিক বিভ্রম এবং বিশৃঙ্খলা ও মাথাঘোরা ভাব সৃষ্টি করে যার ফলে সে রাস্তায় ঘুরতে গিয়ে রাস্তা গুলিয়ে ফেলে। যদিও তাদের আশপাশে কেউ নেই, তবুও তারা কল্পনা করে যেন তাদের আশপাশে অনেক লোক রয়েছে ; যেন অদ্ভুত সব মূর্তি আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন তার হাত-পা সব দ্বিগুণ হয়ে গেছে ; মহিলাদের বিশেষভাবে মনে হয় যেন তাদের শয্যায় অপর কেউ রয়েছে। জ্বরের সঙ্গে এই ধরনের লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। সন্তান প্রসবের পরে সেই মহিলার মনে হয় যেন অপর একটি শিশুও তার শয্যায় রয়েছে এবং ভেবেই পায় না যে কি করে সে ঐ দুটি শিশুর দেখাশোনা বা পরিচর্যা করবে। অনেক রোগের সঙ্গেই এরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায় এবং সেগুলি পরীক্ষিত সত্য বলেও প্রমাণিত। টাইফয়েড ও খারাপ বা নিচু ধরনের অসুস্থতা, ডায়রিয়া বা উদরাময় প্রভৃতিতে, ঘুম ভেঙ্গে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে এইরূপ বিভ্রম বা বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয় ; স্বপ্নের মধ্যে দ্বৈত বা তারও বেশী সত্তার কল্পনা দেখা দেয় এবং অর্ধচেতন অবস্থাতেও সেই ধারণাটা থেকে যায়। অর্ধচেতন অবস্থায় সে ঐরূপ মানসিক অবস্থার কারণ ঠিকভাবে বুঝতে পারে না, তবে যখন, চেতন অবস্থায় তাকে জাগিয়ে তোলা হয় তখন সে এর কার্য-কারণ বিষয়ে উপলব্ধি করতে পারে ; অর্ধ-চেতন অবস্থায় ফিরে গেলে ঐরূপ মানসিক অবস্থা ও অবসাদ ফিরে আসে ; এটা তাকে দিবা-রাত্র উত্যক্ত করে।

ত্বকের লক্ষণ, বিশেষত দেহের বহিরাংশে সৃষ্ট বিভিন্ন লক্ষণগুলিকে খুবই দৃষ্টি আকর্ষক হতে দেখা যায়, ফোস্কা, হার্পিসজনিত ফোস্কা এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটানো ভাবে দেখা না দিয়ে বিশেষ বিশেষ অংশে সীমা নির্দিষ্টভাবে সৃষ্টি

হবার প্রবণতা এবং ফোস্কাগুলিতে পুরু, হলদেটে মামড়ী পড়া ও যথেষ্ট পরিমাণে ভিজে বা আর্দ্র থাকার প্রবণতা দেখা যায়। ফোস্কাগুলি তাড়াতাড়ি ফেটে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফোস্কায় মামড়ী না পড়ে তাড়াতাড়ি ফেটে গিয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি ফ্যাগেডিনার ক্ষততে পরিণত হয় ; এরূপ অবস্থা হাতের আঙ্গুলে, স্ক্রোটাম বা অণ্ডকোষের থলী, মুখমণ্ডল এবং মাথার স্ক্যাল্প অংশে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঘাড়ের পিছনে জলপূর্ণ ফোস্কা সৃষ্টি হবার একটা বিশেষ প্রবণতা থাকে। উদ্ভেদগুলিতে প্যাপুলার বা রসহীন সামান্য উঁচু হয়ে ওঠা অবস্থা, ভেসিকুলার বা রসপূর্ণ ফোস্কা, পাস্টুলার বা পুঁজযুক্ত ফোস্কা, শুকনো, মিনমিনের মত প্রভৃতি ধরনের হতে দেখা যেতে পারে তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলি আর্দ্র বা ভিজে ভাবযুক্ত ও গভীর হতে দেখা যায়। পুরানো উদ্ভেদের উপরে বা তার গায়ে লাগানো অবস্থার উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং সেগুলি অধিকতর শক্ত হয়ে থাকে। মামড়ী শুকিয়ে গেলে সেখানটা শক্ত হয়ে পড়ে এবং ধারের দিকে শক্তভাব সৃষ্টি হয়ে ছোট ছোট আংটির মত গোলাকৃতি ধারণ করতে দেখা যায়। শক্ত হয়ে পড়া অংশে ফাটল দেখা দেয়, রক্তক্ষরণ হয় ও বেগুনী রঙের মত দেখায়। সমুদ্রের নোনা জলে হেজে যাবার মত ক্ষত (সল্ট রিউম) ও হাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভেদ দেখা গেলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য। আঙ্গুলের শেষাংশে ও হাতের পিছনে ফাটা ফাটা অবস্থাতেও ওষুধটি উপযোগী। ত্বক খস্‌খসে, অমসৃণ, খোসা ওঠা, ফাটা ফাটা, রক্তস্রাবী হয় ; টিস্যুগুলি শক্ত হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো হাতের তালু ও নখে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঐ টিস্যুগুলিতে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতগুলি গভীর হয়ে ছড়িয়ে যায়। সব উদ্ভেদেই খুববেশী চুলকানিবোধ থাকে। চুলকাতে চুলকাতে ঐ স্থানটা দগ্‌দগে, রক্তস্রাবী, ভিজে ও প্রদাহে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কোনরূপ উদ্ভেদ দেখা না গেলেও চুলকানিবোধ থাকতে পারে। ত্বকে চুলকানোর ফলে সেখানটা থেকে রসক্ষরণ বা রক্তপাত হয়ে শীতল হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বিশেষ বিশেষ অংশে শীতলতাবোধ এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাকস্থলী, পেটের ভিতরে জরায়ুতে, দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে শীতলতা, হার্টে শীতলতাবোধ হওয়ায় মনে হয় যেন.হার্টটি শীতল হয়ে আছে)। বিভিন্ন ধরনের একজিমা স্ক্যাল্প ও অক্সিপুট অংশে দেখা দেয়। হার্পিসের মত উদ্ভেদ মুখের আশপাশে (·নেটাম মিউর) যৌনাঙ্গে, ঠোঁট, মুখমণ্ডল প্রভৃতি স্থানে প্যাচের আকারে দেখা দেয় এবং সেখানে মামড়ী পড়া অবস্থা ও খুববেশী রস গড়াতে দেখা যায়।

মিউকাস মেমব্রেন বা দেহের অভ্যন্তর ভাগের আবরণে ছোট ছোট প্যাচের আকারে ক্ষত সৃষ্টি হয়, সেখানে শক্তভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়, সেই জন্য সিফিলিস-জনিত ক্ষততে পেট্রোলিয়াম কার্যকরী হয়ে থাকে। গলায় প্যাচ্‌যুক্ত ক্ষত, মুখের ভিতরে অ্যাপথাস ক্ষত দেখা দেয়। দেহের সব মিউকাস মেমব্রেনেই প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে এবং সেখান থেকে প্রথমে জলের মত এবং পরে ঘন হলদে স্রাব নির্গত

হয়। নাকের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেন (Schneiderian membrane)-এ টিস্ বৃদ্ধি হয়ে নাক ভর্তি হয়ে থাকে। পুরানো সর্দিজনিত উপসর্গে নাকে মামড়ী পড়া, ঘন হলদে সর্দি ও নাক থেকে খুব দুর্গন্ধ বেরোতে দেখা যায়। নাক, নাকের পিছনের গভীর অংশ এবং 'ফ্যারিংক্সে পুরুভাব সৃষ্টি হয় এবং বিশেষভাবে সকালে ঐ সব অংশে ঘন শ্লেষ্মা জমে থাকে। ল্যারিংক্স আক্রান্ত হবার ফলে স্বরলোপ ঘটে, গোলযোগটা বুকের ভিতর পর্যন্ত ছাড়িয়ে পড়ায় একটা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও কাশি দেখা দেয়। বিশেষভাবে রাত্রিতে কাশি হয়, রোগী রোগাটে বা শীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তার বুকের ভিতরে বেদনা ও টনটন্ করা বোধ হতে থাকে। শুকনো, খক্‌খকে কাশির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে প্রচুর তরল শ্লেষ্মা ওঠে, বুকের কাছে শীর্ণতা দেখা দেয়। কাশি রাত্রিতে এবং উদরাময় বা ডায়রিয়া দিনের বেলায় বৃদ্ধি পাওয়া এই ওষুধটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতিতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা সৃষ্টি হয়। রেক্টামে ক্যাটার বা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার জন্য মলের সঙ্গে প্রচুর আম পড়ে। ডায়রিয়া দিনের বেলা বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রিতে কম থাকে, কারণ রাত্রিতে রোগী চুপচাপ, শান্তভাবে বিশ্রামে থাকে। খেতে গেলেই সে পেটে বেদনাবোধ করে ; কিন্তু পাকস্থলীতে দাঁতে চিবানোর মত ব্যথাসহ ক্ষুধাবোধ থাকায় রোগী খাদ্য গ্রহণে বাধ্য হয় (**ল্যাকেসিস, গ্র্যাফাইটিস**)। মলত্যাগের পরে শূন্যতাবোধ সহ ক্ষুধাবোধ থাকায় সে খাদ্য গ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়ে। উদরাময়ের সঙ্গে সর্বদাই ক্ষুধাবোধ থাকে কিন্তু খেলেই পেটে ব্যথা হয় ; শীর্ণতা, ত্বকে উদ্ভেদ, হাতের আঙ্গুল এবড়ো-খেবড়ো ও অপরিচ্ছন্ন থাকে কিন্তু রোগী সেগুলি ভালভাবে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে পারে না, কারণ তাতে সেগুলিতে ফাটা ভাব সৃষ্টি হয়।

মূত্রথলী ও ইউরেথ্রাতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ; পুরানো শ্লেষ্মাজনিত স্রাব ; ক্রনিক গনোরিয়া দেখা যায়। মিউকাস মেমব্রেনে চুলকানিবোধ থাকায় গনোরিয়ায় ইউরেথ্রার পিছনের অর্ধাংশে চুলকানিবোধ ও স্রাবনির্গমন এ ওষুধটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঐরূপ চুলকানিবোধের জন্য রোগী প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, সারারাত জেগে থাকে। ঐ চুলকানিবোধ কমানোর জন্য সে পেরিনিয়াম অংশ হাত দিয়ে ঘষে বা রগড়ায়। গনোরিয়ার স্রাবটা সাদা বা হলদেটে হয়। গনোরিয়ায় প্রস্রাবের শেষ ফোঁটাটি যেন আটকে আছে এরূপ বোধ এবং প্রথমাবস্থায় চুলকানিবোধটা যখন খুব কষ্টকরবোধ হয় তখন এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে।

দেহের সর্বত্র, বিশেষভাবে অস্থি-সন্ধিতে থেঁতলে যাবার মত বোধ ; নড়া-চড়া করলে জয়েন্টে বাতজনিত বেদনা দেখা দেয় ; আক্রান্ত স্থান স্পর্শকাতর থাকে এবং থেঁতলে যাবার মত অনুভূতি দেখা দেয় ; থেঁতলে যাবার মত বোধে এই ওষুধটির সঙ্গে **আর্নিকার** সাদৃশ্য আছে।

দীর্ঘস্থায়ী বা পুরানো, দুর্দম্য অক্সিপিটাল অংশের মাথার যন্ত্রণায় পেট্রোলিয়াম উপযোগী। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া 'অক্সিপিটাল হেডেক' এবং তার সঙ্গে পায়ের পাতায় দুর্গন্ধ ঘামের লক্ষণে **সাইলিসিয়া** রুটিন ওষুধ

হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়ামেও পায়ের পাতায় দুর্গন্ধ ঘাম হতে দেখা যায়; দেহের সর্বত্রই এই ওষুধের রোগীর দুর্গন্ধ ঘাম হয়, বিশেষভাবে তার বগলে এত উগ্র গন্ধযুক্ত ঘাম হয় যে রোগী ঘরে ঢুকলেই সেই গন্ধটা পাওয়া যায়। সাধারণত বেদনাটা অক্সিপুট অংশে থেকে যায় তবে বেদনাটা খুববেশী তীব্র হলে সেটা উপরে মাথার তালু, চোখও কপালে ছড়িয়ে যায় (**সাইলিসিয়াতেও** এরূপ অবস্থা আছে)। পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে **গ্র্যাফাইটিস** ও **কার্বোভেজ**-এর যতটা নিকট সম্পর্ক দেখা যায়, **সাইলিসিয়ার** সঙ্গে ততটা নয়, কারণ, ঐ ওষুধগুলি পেট্রোলিয়ামের মতই কার্বনজাত বা অঙ্গারজাত বস্তু থেকে সৃষ্ট। অঙ্গারজাত বস্তু থেকে সৃষ্ট সব ওষুধেই মাথার পিছনের অংশে বেদনা সৃষ্টি হয়ে থাকে। অক্সিপুট অংশ থেকে এই ওষুধের বেদনা মাথা, কপাল, চোখ প্রভৃতি অংশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে সাময়িকভাবে অন্ধকার দেখা; শক্ত হয়ে পড়া ও অচেতন হয়ে পড়া লক্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। মাথার পিছনের একটা বিশেষ অংশে বেদনা, মাথা ঝাঁকালে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এই ওষুধটিতে শ্রবণশক্তি, স্পর্শ ও গন্ধ সব ইন্দ্রিয়তে খুববেশী সংবেদনশীলতা বা অধিক অনুভূতিপ্রবণতা সৃষ্টি হতে দেখা যায় যেটা **কার্বোভেজ** ওষুধটির বিপরীত লক্ষণ।

পেট্রোলিয়ামের উপযোগী ধাতুর লোকেদের একটা অদ্ভুত ধরনের মাথাঘোরা দেখা দেয় যেটা বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, জাহাজে চড়া অবস্থায়, ঘোড়া-গাড়ী বা মোটর গাড়ীতে চড়া অবস্থায় সৃষ্টি হয়। মোটর গাড়ীতে গমনের সময় অথবা অনুরূপ নড়া-চড়ায় এই ওষুধের রোগীর মাথার পিছনের অংশে বেদনা বা 'অক্সিপিটাল হেডেক' দেখা দেয় এবং সেইসঙ্গে গা-বমিভাব ও সমুদ্র পীড়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সমুদ্র পীড়ার মত উপসর্গ আমরা খুব একটা দেখতে পাই না, তবুও সঠিকভাবে ধাতুগত চিকিৎসায় তাদের স্বাভাবিক বা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় যার ফলে মোটর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়লে গা গুলানো, মাথার যন্ত্রণা হওয়া প্রভৃতি আর দেখা দেবে না। ঐ সব উপসর্গ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ, একোমোডেসনের অভাবজনিত হতে দেখা যায়; জাহাজে চলে ঢেউ বা স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাথাঘোরা, গা-গুলোনো প্রভৃতি দেখা দেয়, কিন্তু কোন অন্ধকার ঘরে চলে এলে সেটা কমে যায়। অক্সিপুট অংশে ঐরূপ বেদনা ও মাথাঘোরা; পাকস্থলীতে বেদনা ও শূন্যতাবোধ সহ ক্ষুধাবোধের জন্য খাদ্য গ্রহণে বাধ্য হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পেট্রোলিয়ামে দূর করা যাবে। সমুদ্র পীড়ার লক্ষণ হিসাবে খুববেশী দেখা যায় এমন যে অবস্থা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা হ'ল :—ভয়ঙ্কর ও খুব তীব্র ধরনের গা-বমিভাব, খুববেশী ফেকাশে চেহারা, দেহ শীতল হয়ে পড়া, দেহে প্রচুর ঘাম হওয়া ও অবসাদ দেখা দেওয়া অবস্থা যা পাখার হাওয়ায়, খোলা হাওয়ায়, চোখ বন্ধ করে রাখলে, অন্ধকারে চুপচাপ, শান্তভাবে থাকলে কমে যায় কিন্তু উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায়। এরূপ অবস্থায় সাধারণত **ট্যাবেকামই** উপযোগী ওষুধ।

পেট্রোলিয়ামে দৃষ্টিশক্তির বহু গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চোখে ফোস্কা সৃষ্টি হওয়া, ক্ষত, প্রদাহ, লাল হয়ে ওঠা এবং প্রচুর জলের মত স্রাব পড়া ; চোখের পাতায় ডিম্‌ডিম্‌ হওয়া বা গ্রানুলেসন, মিউকাস মেমব্রেন পুরু হয়ে পড়া, চোখের পাতায় ফাটাফাটা হওয়া, চোখের কোণে ফিসার হয়ে খুববেশী চুলকানিবোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মিউকাস মেমব্রেনে কনজেসসন হয়ে এরূপ চুলকানিবোধ সর্বত্রই দেখা দেয়। ইউসটেসিয়ান টিউবের মিউকাস মেমব্রেনে পুরু হয়ে পড়ায় বধিরতা দেখা দেয়। ঐ শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় ইউসটেসিয়ান টিউবে খুববেশী চুলকানিবোধ, কানের এত গভীরে চুলকানিবোধ হয় যেন কোনভাবেই সেখানে হাত যায় না। রোগী বাইরে থেকে কানের উপর হাত দিয়ে রগড়ায় ও চুলকাতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু সেখানে চুলকানিবোধ থাকে। কান থেকে পুঁজ পড়ে।

দেহের বিভিন্ন অংশের গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ ও শক্তভাব সৃষ্টি হয়। কানের গোলযোগে প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠে ; চোয়ালের কাছাকাছি অঞ্চলের গোলযোগে সাব-ম্যাক্সিলারী ও সাব-লিঙ্গুয়াল গ্ল্যাণ্ডগুলি আক্রান্ত হয় ; সেগুলি শক্ত হয়ে থেকে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়। মুখমণ্ডল ফেকাশে অথবা হলদেটে এবং রুগ্ণ দেখা, গা-বমিভাব বা গা-গুলোনো (কোয়ামিশনেস) ভাব সারাদিন ধরেই থাকতে দেখা যায়।

পিঠে শক্ত বা আড়ষ্টভাব ; বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে পিঠে বেদনাবোধ হয়।

উত্তাপ ও জ্বালাবোধ ; বিভিন্ন অংশের ত্বকে উত্তাপবোধ ও সেইসঙ্গে কোন কোন বিশেষ অংশে শীতলতা বোধ থাকে। হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালাবোধ ও চুলকানিবোধ ; মুখমণ্ডল ও মাথার স্ক্যাল্প অংশে জ্বালা বোধ থাকে। চুলকানি-ও জ্বালাবোধ প্রায়ই একসঙ্গে থাকতে দেখা যায় ; যে সব অংশে চুলকানি বোধ থাকে সেখানে জ্বালাও করে। পায়ের তলায় জ্বালা করা ও যেন বরফের মত জমে গেছে এরূপ অনুভূতি দেখা গেছে। এরূপ বরফের মত জমে যাবার অনুভূতি হওয়া অংশে হয়ত কয়েক বছর পরে চুলকানি ও জ্বালাবোধ দেখা দেয় এবং ঐ অংশে হুল বেঁধানোর মত বোধ, লাল ও উত্তপ্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। 'চিলব্লেইন' বা ঠাণ্ডায় ত্বকে প্রদাহ-জনিত অবস্থায় চুলকানি ও জ্বালাবোধের জন্য রোগী বুঝতে পারে কখন সেখানটা গলে যাবে। দেহের কোন অংশে জমে যাবার মত অনুভূতিযুক্ত স্থানে চুলকানি ও জ্বালাবোধ পেট্রোলিয়ামে সারে, তবে ঐ লক্ষণটি এই ওষুধে **অ্যাগারিকাসের** মত তত প্রবল হয় না। ঐ ক্ষেত্রে **অ্যাগারিকাস** অন্যান্য সব ওষুধের তুলনায় বেশী উপযোগী, বিশেষত যদি আক্রান্ত স্থানটি অস্থির উপরে পাতলা টিসু দিয়ে ঢাকা অংশ হয়, যেমন পায়ের আঙ্গুলের পিছনের অংশ বা উপরিভাগ।

আংশিক পক্ষাঘাত, বিশেষত দেহের বামদিকের অংশে দেখা দেয়। মাংস-পেশীতে দুর্বলতা, পায়ের দিকে, বিশেষভাবে বামদিকের পায়ে দুর্বলতা দেখা দেয়।

দেহের বাইরের অংশে বা ত্বকে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে শক্ত হয়ে পড়া লক্ষণটা অনেকটা **গ্র্যাফাইটিসের** মত হতে দেখা যায়, কিন্তু পেট্রোলিয়ামের রসস্রাব পাতলা জলের মত এবং **গ্র্যাফাইটিসে** সেটা আঠালো, মধুর মত, চট্‌চটে ও শক্তভাবে জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। দুটি ওষুধেই আঙ্গুলে ফাটাফাটা, শক্তভাব ও র‍্যাগেডস্‌ বা দূষিত ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়, কিন্তু শিংয়ের মত উঁচু হয়ে ওঠা আঁচিল এবং নখ বিকৃত হয়ে পড়া প্রভৃতি কেবলমাত্র **গ্র্যাফাইটিসেই** দেখা যেতে পারে।

পুরুষ ও মহিলাদের যৌনাঙ্গের একজিমায় এই ওষুধটি ব্যবহারের উপযোগিতা **রাসটক্সের** সঙ্গে তুলনীয়। স্ক্রোটাম, পেনিস, ভালভা প্রভৃতি অংশে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়। রাসটক্সে পুরুষ ও মহিলাদের যৌনাঙ্গের ত্বকে ভয়াবহ প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহ; নডিউল, ভেসিক্‌ল্‌ ও বড় বড় জল-ফোস্কা সৃষ্টি হয়। পেট্রোলিয়মে ছোট ছোট ফোস্কা হয় এবং সেগুলিতে খুব চুলকানি বোধ, হুল বেঁধার মত ব্যথা ও জ্বালাবোধ থাকে। হার্পিসের উদ্ভেদকে ইরিসিপেলাসের মত হয়ে পড়তে দেখা যায়। স্ক্রোটাম ও যৌনাঙ্গে উদ্ভেদ সৃষ্টিতে পেট্রোলিয়াম এবং **রাসটক্স** এই দুটি ওষুধই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হার্পিসের মত চুলকানিবোধ, লালভাব ও স্ক্রোটামে আর্দ্রতা; ত্বকে ফাটা ফাটা, রুক্ষতা এবং রক্তক্ষরণ হওয়া; উদ্ভেদে পেরিনিয়াম ও উরু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া; যৌনাঙ্গ ও পেরিনিয়ামে দুর্দম্য উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই যৌনাঙ্গের বাইরের দিকে ঘাম ও আর্দ্রতা দেখা যেতে পারে।

স্তনের বোঁটায় আঁশ আঁশ; সাদাটে, তুষের মত আঁশ সৃষ্টি হওয়া, চুলকানিবোধ, সব সময়ই খোসা ওঠার মত অবস্থা; রোগিণীর ভগ্ন-স্বাস্থ্য অবস্থা হলে তার স্তনের বোঁটায় প্রদাহ ও খুববেশী স্পর্শকাতর, এমন কি পরনের কাপড় লাগলেও বেদনাবোধ হতে দেখা যায়।

বায়ু পরিবর্তনে **ফসফরাস** ও **রডোডেনড্রনের** মতই অধিক অনুভূতি-প্রবণতা, ঝড়ো আবহাওয়া দেখা দেবার পূর্বে বৃদ্ধি পাওয়া; প্রায়ই হাওয়া ও শীতলতায় সংবেদনশীল থাকা; উদ্ভেদগুলি নিজে নিজেই মিলিয়ে যাওয়া বা বসে যাওয়া; হাত ও পায়ে জ্বালাবোধের জন্য হাতের তালু ও পায়ের তলা বিছানার বাইরে রাখার ইচ্ছা প্রভৃতির জন্য **সালফার** প্রয়োগের বিষয়ে অথবা পায়ের পাতায় ঘাম হবার জন্য **সাইলীসিয়া** প্রয়োগের বিষয়ে খুববেশী নিশ্চিত হওয়া ঠিক নয়, কারণ ঐরূপ লক্ষণ এই ওষুধেও দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ অংশে উদ্ভেদ, চুলকানি-বোধ, শীতলতাবোধ, কোন একটি মাত্র অংশে উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া, পা ও বগলে খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হওয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। **গ্র্যাফাইটিস** ও

স্যালফারের ত্বকের লক্ষণগুলি ভালভাবে পর্যালোচনা করে পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে সেগুলির তুলনা করা যেতে পারে।

ফসফরাস
(Phosphorus)

ফসফরাসের উপযোগী উপসর্গগুলি দুর্বল ধাতুর লোকেদের, যারা রুগ্ণ হয়েই জন্মায়, রোগাটে হয়েই বেড়ে ওঠে এবং খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হয়ে যায়, তাদের মধ্যেই বেশীর ভাগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যারা শীর্ণদেহী ও যারা দ্রুত শীর্ণকায় হয়ে পড়েছে তাদের বিভিন্ন উপসর্গে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে ; যে সব শিশু ম্যারাসমাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং বয়স্কদের মধ্যে যাদের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেয় তাদের পক্ষে এই ওষুধটি উপযোগী। রোগীদের দেহ কোমল বা নরম থাকে, ফেকাশে বা মোমের মত সাদাটে, অ্যানিমিয়াগ্রস্ত ও শীর্ণকায় থাকতে দেখা যায়। এইসব রোগীর প্রচণ্ডতা ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের দ্বারা তাদের মানসিক অবস্থার কিছুটা এবং অভ্যন্তরস্থ ধাতুগত অবস্থাটা সূচিত করে। ঐ সব রোগীর দেহের অভ্যন্তরস্থ ধাতুগত অবস্থাটা সূচিত করে। ঐ সব রোগীর দেহের অভ্যন্তরে একধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে তীব্র ধরনের পালসেশনবোধ, বজ্র-বিদ্যুৎজনিত আবহাওয়ার পরিবর্তনে নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হওয়া, তীব্র ধরনের প্যালপিটেশন ও রক্তোচ্ছ্বাস সৃষ্টি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ক্লোরোটিক বা বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়াতে আক্রান্ত মেয়ে যারা খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে ও খুব দ্রুত দুর্বল, ফেকাশে ও ঋতুস্রাবের গোলযোগে কষ্ট পায় তাদের পক্ষেও ওষুধটি উপযোগী। রক্তাধিক্য ও দেহে যেন রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফোটে বলে বোধ হয়। ধাতুগতভাবে রক্তস্রাবপ্রবণ হতে দেখা যায়। সামান্য ক্ষত হলেও সেখান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় ; সুচ বা কাঁটার খোঁচা লাগলেও সেখান থেকে উজ্জ্বল রঙের টাটকা রক্ত বুদ্বুদের মত বেরোতে থাকে। সামান্য আঘাত লাগলেই নাক, ফুসফুস, মূত্রথলী, জরায়ু প্রভৃতি আঘাত লাগা স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। ক্ষত থেকে রক্তস্রাব, কৃত্রিম গ্রানুলেসন সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। পারপিউরা হেমারেজিকা ; দেহের বিভিন্ন অংশে কালো এবং নীলচে দাগযুক্ত স্থান ; কনজাংক্টাইভা ও দেহের যে কোন অংশের দেহের ত্বকের নিচে রক্ত জমে যাবার প্রবণতা থাকে। লালা রক্তমিশ্রিত থাকে ; রক্তের বিভিন্ন উপাদানে ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা অথবা রক্ত বেশী তরল হয়ে পড়তে দেখা যায়। সামান্য ছড়ে যাওয়া স্থানেও বড় আকারে ছড়িয়ে পড়া নীলচে দাগ হয়। নাক ঝাড়লে প্রচুর রক্ত পড়ে। দেহের সর্বত্র ত্বকে নিচে রক্ত জমা বা পেটেকী, টাইফয়েড বা অনুরূপ রক্তদুষ্টি হওয়া জনিত জ্বরের সঙ্গে রক্তস্রাব হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। ফাঙ্গাস বা ব্যাঙের ছাতার মত 'গ্রোথ', ডিজেনারেশনের ফসফরাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা লিভার, হার্ট অথবা কিডনীতে সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণভাবে

শোথজনিত অবস্থা সৃষ্টি হয়। হাত-পায়ের ফোলাভাব ও শোথের মত লক্ষণ, স্কারলেট জ্বরের পরে বিশেষভাবে দেখা দেয়। সব জায়গার মিউকাস মেমব্রেন ফেকাশে দেখায় যেমনটা রক্তপাতের ফলে বা কোন রক্তদূষণ জনিত রোগে দেখা যায়। একটা বিশেষ অ্যানিমিয়াগ্রস্ত অবস্থা ও মাংসপেশীর শিথিলতা চোখে পড়ে। মাংসপেশী থলথলে হয়ে যায়। মাংসপেশীতে ফ্যাটি ডিজেনারেশন অর্থাৎ মেদ-টিস্যুর বিনষ্টি ঘটে। যৌনাঙ্গ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে। মহিলাদের পেলভিসের ভিতরের যন্ত্রাদিতে শৈথিল্য, প্রল্যাপ্স এবং স্থানচ্যুতি ঘটে। শক্ত বা আড়ষ্টভাব সৃষ্টিও ফসফরাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। নড়া-চড়া করতে গেলে আড়ষ্টতা, হাত-পায়ে চোট লাগা, ঘোড়ার মত আড়ষ্ট ভাব বিশেষভাবে সকালের দিকে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হাত-পায়ের সর্বত্র বাতজনিত আড়ষ্টতা বা শক্তভাব সৃষ্টি হয়। হাত-পায়ে টেনে ধরার মত, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা ফসফরাসে দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানে টেনে ধরা, ছিঁড়ে যাওয়ার মত ব্যথা হয়। ফসফরাসের উপসর্গ শীতল আবহাওয়ায় খুব বৃদ্ধি পায়। রোগীকে সাধারণ বিচারে ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকতে দেখা যাবে। তার সব উপসর্গই ঠাণ্ডায় এবং ঠাণ্ডা সেক্ লাগালে বেড়ে যেতে এবং উত্তাপ ও উষ্ণ সেকএ আরামবোধ হতে দেখা যাবে। তবে পাকস্থলী ও মাথার উপসর্গ ঠাণ্ডায় কম থাকে। মুচড়ে যাওয়ার পরে অস্থিসন্ধিতে দুর্বলতা ও শৈথিল্য দেখা গেলে এবং অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে ফসফরাস খুব ফলপ্রদ হতে পারে। নেক্রোসিস বা অস্থিতে ক্ষয়, বিশেষত নিচের চোয়ালের হাড়ে ক্ষয় হলে ফসফরাস ভাল ফল দেয়, তবে দেহের যে কোন স্থানের হাড়ের নেক্রোসিসেই এটি ফলপ্রদ হতে পারে। মাথার খুলিতে অস্থিবৃদ্ধি বা এক্সঅস্টোসিস ও সেই সঙ্গে ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা থাকতে দেখা যায়। বিশেষভাবে রাত্রিতে ছিঁড়ে যাওয়া বা গর্ত করার মত বেদনা হতে দেখা যায়। ফসফরাসের সাহায্যে নাক ও কানের পলিপ সারানো গেছে। স্ক্রফুলা অবস্থা ও গ্ল্যান্ডে স্ফীতি সৃষ্টি হয়। গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি বিশেষত বেলিসের মত কোন অঙ্গে আঘাত লেগে থেঁতলে গেলে, সেখানকার গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে উঠতে দেখা গেলে ফসফরাস কার্যকরী হতে পারে। যেসব রুগ্ণ, দুর্বল ফেকাশে চেহারার লোকেরা প্রায়ই উদরাময়ে ভোগে, খুববেশী অবসাদগ্রস্ত হয়, অ্যাবসেস, ফিশ্চুলা প্রভৃতি সহ সান্ধ্যজ্বরে ভোগে তাদের গ্ল্যাণ্ডের উপসর্গে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়, অ্যাবসেস বা বড় আকারের ফোড়া থেকে হলদে পুঁজ বেরোতে দেখা যায়। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে ফসফরাসের সাহায্যে ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ বা ক্যান্সারের ক্ষতের বৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারে। সর্বত্রই জ্বালাকরা ব্যথা ; মস্তিষ্ক, ত্বক প্রভৃতিতে জ্বালাবোধ, পাকস্থলী, বুকের ভিতরে এবং অন্যান্য অংশে জ্বালা-বোধ হতে দেখা যায়।

ফসফরাসের রোগীর মধ্যে বাইরের সব ইন্দ্রিয়ে অত্যধিক অনুভূতি-প্রবণতা ; সামান্য গন্ধ, গোলমালের শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতিতে খুববেশী সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সামান্য কারণেই দেহ ও মনে খুববেশী অবসন্নতা দেখা দেয়।

সামান্য কারণে, হাত নাড়ালে, সামান্য পরিশ্রমে, দুর্বলতায় কাশতে গেলে রোগীর হাত-পায়ে ও দেহের সর্বত্র কাঁপুনি হতে দেখা যায়। খুববেশী দুর্বলতা সৃষ্টি হয় ; টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে বিছানার নিচের দিকে গড়িয়ে চলে যাওয়া, মাংসপেশীতে কাঁপুনি ও ঝাঁকুনি লাগা প্রভৃতির মত অবস্থা ও পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হাত-পায়ে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা ও কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ, সন্ন্যাসরোগের জন্য পক্ষাঘাত হওয়া, পক্ষাঘাতে যেমন দেখা যায় তেমনি মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি ও মৃদু সংকোচন সৃষ্টি হতে পারে। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অংশে স্প্যাজম বা টানধরা ভাব দেখা দেয়। দেহের সবত্রই ছিঁড়ে যাওয়া, টেনে ধরা ও জ্বালা করা ব্যথা দেখা দিতে পারে। ফসফরাসের রোগী দেহে ঘর্ষণ বা রগড়ানো পছন্দ করে ; সাধারণভাবে ঘুমের পরে এই রোগী আরামবোধ করে। সব সময় বিশ্রাম করতে চায়। সে সব সময়ই ক্লান্তিবোধ করে। ফসফরাসের রোগী প্রায়ই খুববেশী উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। তার সারা দেহে কাঁপুনি ভাব ও ভীরুতা, উদ্ভট চিন্তা প্রভৃতি দেখা দেয়। উত্তেজনায় সে প্রায় সারারাত জেগে কাটায়। তীব্র ধরনের কল্পনা, উত্তেজনায় উল্লসিত হয়ে ওঠা এবং অন্তর্দৃষ্টিতে যেন অনেক কিছুই যেন সে দেখতে পায়। মনের খুববেশী সক্রিয়তা অথবা একেবারেই নিষ্ক্রিয়ভাব ও স্মৃতিশক্তি লোপ ; দেহ ও মনের ইরিটেশন বা মৃদু-উত্তেজনা ও সেই সঙ্গে খুববেশী মানসিক অবসাদ বিশেষভাবে কোন মানসিক পরিশ্রমের পরে এবং দৈহিক পরিশ্রমের পরে দৈহিক অবসাদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তায় বিষণ্ণ হয়ে পড়া, কোন বিপদ ঘটবে ভেবে ভীত হওয়া ; গোধূলি বা উষাকালের হাল্কা আলোতে উদ্বেগ দেখা দেওয়া, একাকী থাকলে উদ্বেগবোধ, ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করা, ঝড়-ঝঞ্ঝাতে বিপদের আশঙ্কা ও অন্য অনেক উপসর্গ দেখা দেয় ; বুক ধড়ফড় করা, উদরাময় এবং কাঁপুনি দেখা দেয় ; ভয় থেকে হজমের গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সন্ধ্যাকালে ভয় পাওয়া, মৃত্যুভয় ; অপরিচিত বৃদ্ধদের দৃষ্টি রোগীর দিকে থাকলে সে ভীত হয়ে পড়ে। অদ্ভুত, পাগলের মত উদ্ভট চিন্তা বা কল্পনা দেখা দিতে পারে। রোগী কোনরূপ মানসিক শ্রম সহ্য করতে পারে না। সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। আলোর প্রতিবিম্ব থেকে মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট ও সেইসঙ্গে ভবিষ্যৎ কোন বিপদের আশঙ্কা অথবা পাকস্থলীতে শূন্যতা বা তলিয়ে যাবার মত বোধ দেখা দেয়। তার ভয়টা যেন পাকস্থলীর ভিতরেই সৃষ্টি হয়। উদাসীনতা ; পারিপার্শ্বিক ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি উদাসীন থাকতে দেখা যায়, নিজের সন্তানদের প্রতিও উদাসীন থাকে। রোগী কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না, তার নিজের পরিবার এবং আশপাশের কোন বিষয়েরই সে খোঁজ রাখে না, ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, চিন্তা-ভাবনায় শৈথিল্য, হতভম্ব ভাব বা অর্ধ-অচেতনভাব থাকতে দেখা যায়। সব কিছুই তার কাছে অন্ধকার, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণভাব থাকায় সে কোন কথা-বার্তা বলতে চায় না। তার মধ্যে বীতস্পৃহভাব, হাইপো-কণ্ড্রিয়াসিস বা স্নায়বিক কারণে বদহজম থেকে ভয় দেখা দেওয়া অবস্থা সৃষ্টি

হয়। রোগী ক্রন্দনশীল, বিষণ্ণ, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়, উলঙ্গ হয়ে দেহের গোপন অংশ খুলে ধরে। তার মধ্যে প্রচণ্ডতা, বক্‌বক্‌ করা স্বভাব বা বাচালতা ; জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়ামে প্রলাপ বকা বা বাতিক-গ্রস্তের মত প্রলাপ বকে চলা ; ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ড মত্ততা বা ভয়াবহতার সঙ্গে বাতিকগ্রস্ত ভাব ও প্রলাপ বকা অবস্থা দেখা দিতে পারে, যার ফলে কেউই তার কাছে যেতে সাহস করে না ; ঐরূপ অবস্থা থেকে মানসিক অবসাদ দেখা দেয়, তার মধ্যে মানসিক জড়তা, নির্বুদ্ধিভাব ও মস্তিষ্কের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। মানসিক শ্রম বেশী করার জন্য এবং খুববেশী চোখের কাজ করার ফলে তার মস্তিষ্কের অবসাদ বা ক্লান্তি দেখা দেয়। ফসফরাসের প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই মাথাঘোরা লক্ষণ থাকে। হাঁটা-চলা করার সময় মাতালের মত টলে টলে হাঁটে। খোলা হাওয়ায় থাকা অবস্থায় মাথাঘোরা ; খাবার পরে মাথা-ঘোরা, সন্ধ্যায় মাথাঘোরা অবস্থা দেখা দেয়। মাথায় ভারীবোধ ও মানসিক বিভ্রম বা বিশৃঙ্খল অবস্থা ও সব যেন চারপাশে ঘুরে চলেছে বলে বোধ, মাথায় খুববেশী দুর্বলতা বোধ হতে দেখা যায়। এইসব মানসিক লক্ষণই মানসিক শ্রমে, গোলমালের শব্দে বৃদ্ধি পায়। অন্ধকারে, একা থাকলে, কোন কোন ক্ষেত্রে গান-বাজনার শব্দে, উত্তেজনায়, পীয়ানো বাজানো প্রভৃতিতে বেশীরভাগ উপসর্গই খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়।

ফসফরাসের মাথাধরা রক্তাধিক্যজনিত ও মাথায় দপ্‌দপ্‌ করা লক্ষণ থাকে। মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘটে। মাথার যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় ও বিশ্রামে কম কিন্তু উত্তাপে, নড়া-চড়া করলে এবং শুয়ে থাকলে খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই রোগী মাথাটা শক্তভাবে চেপে ধরে থেকে ও ঠাণ্ডা কিছু লাগিয়ে সোজা হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়। তার মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ও উত্তপ্ত ভাব ; মস্তিষ্কে জ্বালাবোধ থাকে। ঘরের উষ্ণতা, পরিবেশের উষ্ণতা, উষ্ণ খাদ্য ও পানীয়, হাত গরমজলে ডুবিয়ে রাখা প্রভৃতিতে রোগীর মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যায়। তার মাথার মতই পাকস্থলীর উপসর্গও গরমে, গরম লাগালে, গরম বা উষ্ণ খাদ্য পানীয় গ্রহণে বৃদ্ধি পেতে এবং ঠাণ্ডা কিছু খেলে বা শীতলতায় কম থাকতে দেখা যায় ; কিন্তু তার দৈহিক অন্যান্য উপসর্গকে ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পেতে ও উত্তাপে বা উষ্ণতায় কম থাকতে দেখা যায়। মাথার যন্ত্রণা খুব তীব্র ধরনের হয় এবং প্রায়ই তার সঙ্গে বা পরে ক্ষুধাবোধ হতে থাকে ; মাথাধরার সঙ্গে বমি হয়, মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠে, প্রস্রাব কমে যায় ; ইউরিমিয়াজনিত মাথাধরা দেখা দিতে পারে ; তীব্র ধরনের বর্শা বেঁধানো, ছিঁড়ে যাবার মত, ঝিলিক দেওয়ার মত, নিউর্যালজিয়াজনিত মাথার বেদনা, মাথায় চাপবোধযুক্ত বেদনা দেখা দেয়। পিরিয়ডিক্যাল বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মাথাধরা, মানসিক শ্রমের কারণে মাথার যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। মাথায় খুববেশী উত্তাপ এবং মুখমণ্ডল ও চোয়ালের মাংসপেশীতে শক্তভাব বা আড়ষ্টতা দেখা দেয়। এর সঙ্গে কখনো কখনো মাথার পিছনে শীতলবোধ হতে দেখা যায়। মাথার ভিতরে বা মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক শক্‌ লাগার মত বোধ হতে পারে। মাথাধরা গোলমালের

শব্দে, আলোতে বৃদ্ধি পায় ; মাথায় সন্ন্যাসরোগজনিত রক্তাধিক্য ঘটতে পারে। এই ওষুধে হাইড্রোকেফেলাস বা ঐরূপ লক্ষণযুক্ত অবস্থা সারানো গেছে। মস্তিষ্কের আবরণী পর্দা বা মেনিনজেসের ক্রনিক প্রদাহ ; মস্তিষ্ক নরম হয়ে পড়া ; মানসিক জড়তা, মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা ; মস্তিষ্ক, মেডালা অবলঙ্গাটা অংশ শুকিয়ে যাওয়া বা অ্যাট্রফি সৃষ্টি হতে পারে। মাথার স্ক্যাল্পে খুস্কি ভর্তি হয়ে থাকে, মাথার বিভিন্ন অংশ থেকে চুল উঠে যাওয়া বা ঝরে পড়া, মাথার এখানে-ওখানে টাক পড়ার মত হতে দেখা যেতে পারে। স্ক্যাল্প-এ খুববেশী উত্তাপ, স্ক্যাল্প, মাথা ও মুখমণ্ডলে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখার মত টান্‌টান্‌বোধ, মাথার টাক পড়ার মত অংশে মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া, মাথার খুলিতে অস্থি-বৃদ্ধি বা এক্সঅস্টোসিস প্রভৃতি দেখা যায়। দেহে কোনভাবে খুববেশী স্পর্শানুভূতি প্রভৃতি কারণে ও মাথাধরার জন্য রোগিণী তার মাথার চুল লম্বা করে ছেড়ে বা ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

চোখে বহু ধরনের লক্ষণ ; জ্বালা করা, লাল হয়ে ওঠা, রক্তাধিক্য ঘটা, শিরা ও ধমনীগুলির স্ফীতি প্রভৃতি দেখা যায়। চোখের সামনে বস্তুগুলি লাল অথবা নীল দেখায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ছানিপড়ার সূত্রপাত হলে যেমন হয় তেমনি সবুজ অথবা ধূসর রঙও দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন রঙকেও কালচে দেখায়। চোখে ঝাপসা দেখায় এবং পড়তে গেলে ঝাপসা দেখা ও ক্লান্তিবোধ সৃষ্টি হয় ; সকালে এবং গোধূলির মৃদু আলোতে চোখে ভাল দেখতে পাওয়া যায়। ফসফরাসের চোখের লক্ষণগুলি সাধারণভাবে বিশ্রামে কম থাকতে দেখা যায়। মূর্চ্ছাভাবের মত মুহূর্তকালের জন্য দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া ; অপটিক নার্ভের পক্ষাঘাত, বৈদ্যুতিক শক্‌ লাগার পরে অথবা বজ্র-বিদ্যুতের জন্য সামান্য আহত হবার পরে অন্ধত্ব প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এই ওষুধে গ্লকোমা, ব্রাইটস্‌ ডিজিজে রেটিনার প্রদাহ প্রভৃতি সারানো সম্ভব হয়েছে। ভিট্রাস হিউমারের অস্বচ্ছতা এবং চোখের বিভিন্ন মাংসপেশীর পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতাও এই ওষুধে সারানো গেছে। চোখের পাতা পড়ে যাওয়া, চোখের সাব-অ্যাকিউট প্রদাহসহ অকুলোমোটর বা মস্তিষ্কের তৃতীয় নার্ভ দুটির পক্ষাঘাতের লক্ষণকেও সারাতে পেরেছে। জ্বালা করা, লাল হওয়া ও চোখে তীব্র বেদনা বাইরে থেকে ঠাণ্ডা প্রয়োগে আরাম বা কম হতে দেখা যায়। চোখের পাতায় মৃদু সংকোচন ও কাঁপুনি ; স্ফীতি, শোথের জন্য ফোলাভাব ; চোখের চারপাশে খুববেশী কালচে হয়ে পড়া বা গোলাকৃতি কালচে ছোপ্‌ পড়তে দেখা যায়। ম্যালিগন্যাণ্ট গ্রোথ্‌ বা ক্যান্সার জাতীয় কোন টিউমার বা ক্ষততে চোখ আক্রান্ত হয়ে পড়লে সেই অবস্থাও দ্রুত রোগটির বৃদ্ধি রোধে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। যে সব লোক খুববেশী মস্তিষ্ক চালনার কাজে লিপ্ত থাকে তাদের মস্তিষ্ক ও মাথার উপসর্গের মতই এই ওষুধের চোখের লক্ষণগুলিকে হতে দেখা যায় ; খুব কড়া বা উজ্জ্বল আলোতে কাজ করার ফলে মাথায় রক্ত চলাচল খুব বেড়ে যায় যার ফলে চোখ এবং অন্যান্য স্থানেও কষ্টবোধ দেখা দেয়।

ফসফরাসে অদ্ভুত ধরনের বধিরতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মানুষের কণ্ঠস্বরের বা উচ্চারিত শব্দগুলি বুঝতে না পারা এই ওষুধের লক্ষণগুলির মধ্যে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন কিছু শুনতে কষ্ট হয় অর্থাৎ কানে কম শোনা যায়। অনেক সময় রোগীর মনে হয় যেন তার কান দুটি কিছু দিয়ে ঢাকা রয়েছে বা কিছু দিয়ে চাপা দেওয়া রয়েছে যাতে শব্দ তরঙ্গ কানে প্রবেশে বাধা পাচ্ছে। কানে তীব্র ধরনের চুলকানিবোধ, বহিঃ কর্ণের কনজেশসন বা রক্তাধিক্য ; কানের ভিতরে চুলকানি বোধের সঙ্গে ছিঁড়ে যাওয়া, দপ্‌দপ্‌ করা, জ্বালা করা ব্যথাও থাকে। কানের পলিপ এই ওষুধে সারানো গেছে।

নাকেও নানা ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায় ; নাকে দুর্দম্য শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা হয়। রোগীর নাকে ঠাণ্ডা লাগে, তবে ফসফরাসের ঠাণ্ডাটা বসে যাবার অন্যতম স্থানটি হচ্ছে বুকের ভিতরটা, এবং তার বেশীরভাগ কষ্ট বুকেই শুরু হয় ; তবে ফসফরাসে নাকের শ্লেষ্মা ও কোরাইজা সারানো যায়। নাকে বেদনাদায়ক শুষ্কতা এবং অনবরত হাঁচিসহ নাক থেকে রক্ত মেশানো পাতলা জলের মত সর্দি ঝরতে দেখা যায়। প্রায়ই পাতলা সর্দিঝরা ও নাক বন্ধ হয়ে থাকা অবস্থাকে পর্যায়ক্রমে আসতে, কোরাইজা ও সোরথ্রোট সৃষ্টি হতে ; নাক বন্ধ হয়ে থাকতে, খুববেশী হাঁচি ও পাতলা সর্দি ঝরার সঙ্গে নাকে শুষ্কতা সৃষ্টি হওয়া অবস্থা পর্যায়ক্রমে বিশেষভাবে স্কারলেট জ্বরের সঙ্গে আসতে দেখা যায়। নাক সবুজ সর্দিতে ভরে থাকে ; সবুজ-হলদেটে প্রচুর সর্দি, রক্তমেশানো সর্দি ঝরা, সকালের দিকে খুববেশী হয় ; নাকে খুব দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, নাক ঝাড়লে প্রায়ই রক্ত পড়ে ; নাক থেকে প্রচুর টাটকা লাল রক্ত পড়ে ; নাক ফুলে যায়, লাল ও চক্‌চকে ও খুববেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে ; নাকের হাড়ে ক্ষয় বা নেক্রোসিস সৃষ্টি হতে পারে। নাকের পলিপ, বিশেষত রক্তস্রাবী পলিপ এই ওষুধে সারানো গেছে। **লাইকোপোডিয়ামের** মত এই ওষুধেও নাকে পাখার মত ওঠা-নামা করা লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

ফসফরাসের রোগীর মুখমণ্ডল রুগ্ণ, মাটির মত রংয়ের, চুপসে যাওয়া, ফেকাশে দেখায় এবং যারা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে তাদের মত হতে দেখা যায় অথবা যারা কোন গভীর ধাতুগত উপসর্গে ভুগছে তাদের মত ক্লান্তিজনিত উদভ্রান্তভাব, অ্যানিমিয়া প্রভৃতি সৃষ্টি হতেও দেখা যেতে পারে। মুখমণ্ডলের রঙ পরিবর্তনশীল থাকে ; স্ফীতি ও ফোলা বা ঈডিমার মত অবস্থা, চোখের নিচে ফুলে থাকা, ঠোঁট ও চোখের পাতায়ও ফোলাভাব থাকে। আবার গালে লালচে ভাব সান্ধ্য-জ্বরের সঙ্গে (হেক্‌টিক্‌ ফিভার) দেখা দেয়। ত্বক ও মুখমণ্ডলে টান্‌টান্‌ বোধ ; ছিঁড়ে যাওয়া ও ঝিলিক দেবার মত ব্যথা, মুখমণ্ডল, চোখের আশেপাশে, মাথার তালুদেশ প্রভৃতি থেকে জাইগোমা বা গালের হাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। দাঁতে ঝাঁকুনি লাগা, ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা অনেক সময় উষ্ণতায় কম থাকে যদি মাথার উপসর্গ ঠাণ্ডায় কম থাকতে দেখা যাবে। দাঁতের ব্যথা

কথা বলা ও খাবার সময় এবং খাবার পরে বৃদ্ধি পায়। এই ওষুধে মুখমণ্ডলে তীব্র স্নায়বিক বেদনা চোয়াল ও মাথার দুই পাশে ছড়িয়ে যেতে ও সেই সঙ্গে উত্তাপ, মুখমণ্ডল থমথমে হয়ে থাকা অবস্থা প্রভৃতি দেখা যায় এবং কথা বলা ও খাবার খেলে সেই অবস্থা আরও বেড়ে যায়। নিচের চোয়ালে কেরিজ ও সেই সঙ্গে খুব উত্তাপ, জ্বালাবোধ এবং ফিশ্চুলা বা নালী ঘা হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল ও দাঁতে নিউর্যালজিয়ার বেদনায় রাত্রিতে ভালভাবে মাথা-মুখ কাপড়ে জড়িয়ে রাখতে হয়, ঝড়ো হাওয়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। মুখমণ্ডলের চেহারায় রুগ্ণতা, চুপসে থাকা, ক্ষীয়মাণ অবস্থা দেখা যায় এবং মনে হয় যেন কোন মারাত্মক রোগের আক্রমণ ঘটতে চলেছে।

ঠোঁটে আগুনে ঝল্সে যাবার মত অবস্হা, শুষ্কতা, ও রক্তস্রাবী হতে দেখা যায়। ঠোঁট কালচে, বাদামী ও ফাটা ফাটা ও সেই সঙ্গে নিচের চোয়ালের নেক্রোসিস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ, পেকে ওঠা বা নালী ঘা সৃষ্টি হতে পারে, দাঁত খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়; মাঢ়ী থেকে রক্ত পড়ে ও মাঢ়ী দাঁত থেকে আলগা হয়ে সরে যায়।

দাঁত তোলার পরে টাটকা উজ্জ্বল রক্তপাত হতে দেখা গেলে ফসফরাস খুব ফলপ্রদ হয়। জিহ্বা স্ফীত হয়ে পড়ায় কথা বলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। মুখের স্বাদ তেতো বা টক হয়; দুধ খাবার পরে বিশেষভাবে মুখে টকস্বাদ থাকে; কখনো কখনো মুখে নোনতা অথবা মিষ্টি স্বাদ থাকতেও দেখা যায়; খাবার পরে মুখের স্বাদ তেতো বোধ হয়। সকালের দিকে মুখে হাইড্রোজেন সালফাইডের মত স্বাদ বোধ হতে পারে। জিহ্বায় পশু লোমের মত আবৃত থাকার অনুভূতি, কখনো কখনো খড়ি-মাটির মত সাদাটে, হলদেটে প্রলেপ যুক্ত জিহ্বা; শুকনো, ফাটাফাটা ও রক্তস্রাবী হতে এবং দাঁতে টন্‌টন্ করা ব্যথাবোধ হতে দেখা যায়, দাঁতে ছাতা পড়া ও সর্ডিস থাকতে দেখা যায়। মুখ, মাঢ়ী, ঠোঁট ও জিহ্বার মিউকাস মেমব্রেনের উপরে মামড়ী পড়ে। জিহ্বা ফুলে থাকে এবং প্যাপিলিগুলি রক্তোচ্ছ্বল (এনগর্জ'ড) হয়ে উঁচু হয়ে থাকে।

মুখে ও গলার ভিতরে শুষ্কতা, সেখানকার মিউকাস মেমব্রেনে টন্‌টন করা ব্যথা ও ছোট ছোট ক্ষতযুক্ত ও হেজে যাবার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। মুখের ভিতরে থ্রাশ, স্তন্যপানকারী ছোট শিশুদের মুখের ভিতরে সৃষ্টি হওয়া ঘা-এর মত দেখায়; মুখের ভিতরে ছড়ে যাবার মত রক্তমুখী ঘা হতে দেখা যায়। মুখ থেকে প্রচুর জলের মত ও রক্ত মেশানো লালা পড়ে। লালায় মিষ্টি, নোনতা অথবা বিকৃত স্বাদ থাকে। গলায় মিউকাস মেমব্রেনেও মুখের মত অবস্থা দেখা যায়। খুববেশী শুষ্কতা, রুক্ষ বা অমসৃণ ভাব, দগ্‌দগে ভাব, হেজে যাওয়া ভাব; টনসিলে প্রদাহ ও রক্তপাত ঘটা; গলার ভিতরে প্রদাহ ও তুলোর আস্তরণের মত বোধ হতে দেখা যায়। টনসিল খুববেশী ফুলে যায়। গলায় খুববেশী বেদনা ও জ্বালাবোধ ইসোফেগাস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। গলা ও ইসোফেগাসের মিউকাস মেমব্রেনে অ্যাকিউট ধরনের প্রদাহ

অথবা ইসোফেগাসের পক্ষাঘাতের জন্য কিছু গিলতে না পারায় দেহের পুষ্টির অভাব ঘটে। ফসফরাসের খুব ক্ষুধাবোধ থাকে, খাবার কিছুক্ষণ পরেই আবার ক্ষুধাবোধ হয়ে থাকে। শীতাবস্থায় তীব্র ক্ষুধাবোধের জন্য রোগী কিছু না কিছু খেতে বাধ্য হয়। রাত্রিতে খাবার জন্য সে উঠে পড়ে; মূর্চ্ছাভাব দেখা দেবার জন্য রোগী খাদ্য গ্রহণে বাধ্য হয়। মাথাধরার সঙ্গে রাক্ষুসে ক্ষুধাবোধ; খিদেবোধের তীব্রতার জন্য সে বুঝতে পারে যে মাথাধরা শুরু হতে যাচ্ছে। খিদেবোধটা অনেক ক্ষেত্রে স্প্যাজমোডিক বা আক্ষেপযুক্ত হতে দেখা যায়, কারণ কোন কোন সময় খাদ্যের প্রতি বিরূপতাও থাকে। আবার, রোগী খেতে চায়, কিন্তু তাকে খেতে দেবার পরে সে আর খেতে চায় না,. জল পিপাসা প্রায় সব সময়ই থাকা লক্ষণটি ফসফরাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক উপসর্গ যাই হোক না কেন তার সঙ্গে তীব্র পিপাসাবোধ থাকে; বরফ ঠাণ্ডা জলের জন্য পিপাসাবোধ হতে দেখা যায়। তৃপ্তিদায়ক কিছু খেতে বা পান করতে চাওয়া ও ঠাণ্ডা জিনিস খেলে বা পান করলে ক্ষণিকের জন্য হলেও আরামবোধ করা, কিন্তু পানীয় পাকস্থলীতে গিয়ে উষ্ণ হয়ে উঠলেই আবার পিপাসাবোধ হতে দেখা যায়। জল পাকস্থলীতে উষ্ণ হয়ে উঠলেই বমি হয়ে যায়, তবে এমন অনেক অবস্থাও দেখা যায় যেখানে বরফ শীতল জল রোগী সহ্য করতে পারে, বমি হয় না। অদম্য পিপাসা, বিশেষভাবে জল বমি হয়ে যাবার পরে প্রবলভাবে পিপাসাবোধ হতে থাকে। শীতল খাদ্য ও পানীয়, তৃপ্তিদায়ক জিনিস, মশলা দেওয়া খাদ্য ও রসালো জিনিস খেতে চায় মদ ও টক জিনিস চায়। অ্যালকোহলের প্রতি তীব্র আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিদের মদ্যপানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনেক ক্ষেত্রে ফসফরাসে দূর করা যায়। পাকস্থলীর মিউকাস মেমব্রেন বা শৈল্ষিক ঝিল্লিতে কনজেসসন বা রক্তাধিক্য ঘটা অবস্থার অনুরূপ অবস্থা ফসফরাসে দেখা যায়। এই রোগীর মিষ্টি দ্রব্য, মাংস, ফোটানো দুধ, নোনতা মাছ, বীয়ার, পুডিং, চা, কফি প্রভৃতির প্রতি বিরূপতা থাকে।

ফসফরাসের অনেক উপসর্গই খাবার পরে কমে যেতে দেখা যায় স্নায়বিক লক্ষণগুলি রোগীকে খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করে এবং খাবার পরে কিছুক্ষণের জন্য সে একটু আরামবোধ করে, কিন্তু তার পরেই সে কিছু আবার না খেলে স্নায়বিক লক্ষণগুলি ফিরে দেখা দেয়। অনেক সময় রোগী কিছু খাবার পরে ভালভাবে ঘুমোতে পারে, কিছু না খাওয়া পর্যন্ত সে ঘুমোতেই পারে না।

পাকস্থলীতে নানা ধরনের বহু লক্ষণ থাকে—বেদনা, গা-বমিভাব, বমি হওয়া, জ্বালা করা প্রভৃতি দেখা দেয়। পাকস্থলীর লক্ষণগুলি ঠাণ্ডা জিনিসে কম এবং উষ্ণ জিনিসে বৃদ্ধি পায়। গরম জলে হাত ডুবিয়ে রাখলে তার গা-বমিভাব ও বমি হতে দেখা যায়; উষ্ণ ঘরে থাকলে, উষ্ণ কোন দ্রব্যে এবং উষ্ণ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে গা-বমি ভাব ও বমি হওয়া লক্ষণ দেখা দেয়। রোগিণী গরম জলে হাত ডোবালেই বমি হওয়া লক্ষণ থাকলেও অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গা-বমি ভাব ফসফরাসে সারানো যাবে। ভুক্ত দ্রব্যের ঢেকুর ওঠা ফসফরাসের আর একটি বিশেষ লক্ষণ। উদ্গারের সঙ্গে ভুক্ত

খাদ্য মুখ ভর্তি হয়ে উঠে আসতে থাকে এবং পাকস্থলী সম্পূর্ণ খালি হয়ে না পড়া পর্যন্ত সেটা চলতে থাকে। পাকস্থলীতে ঠাণ্ডাজল না থাকলে সব সময়ই গা-বমিভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জলটা পাকস্থলীতে গিয়ে উষ্ণ হয়ে উঠলেই সেটা বমি হয়ে যায়। এই লক্ষণটির সঙ্গে **ক্লোরোফর্মের** গা-বমিভাব ও বমি হয়ে যাওয়া অবস্থায় সাদৃশ্য আছে, এবং এই ওষুধটি সার্জনদের খুব বড় বন্ধুর কাজ করে, কারণ **ক্লোরোফর্মের** পাকস্থলীর উপসর্গের ফসফরাস অ্যান্টিডোট হিসাবে খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। রক্ত-বমি হওয়া এবং টক স্বাদের তরল বমি; পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমিতে ওঠা; কালচে জিনিস বমিতে ওঠা, কফিরঙের বমি হতে দেখা যায়। পাকস্থলীতে ভয়াবহ নিমজ্জমান ভাব ও শূন্যতাবোধ; অনেক ক্ষেত্রে **সালফারের** মত বেলা ১১টা নাগাদ শূন্যতাবোধ হতে দেখা যায়। পাকস্থলীতে চেপে ধরা, ছিঁড়ে যাওয়া, জ্বালা করা ব্যথা দেখা দেয় এবং পাকস্থলীর প্রদাহ সৃষ্টি হয়। পাকস্থলীর ক্যান্সার ও সেই সঙ্গে কফি রঙের, কালচে বমি হওয়া ও জ্বালাকরাবোধ; শীতলতায় মনে হয় যেন পাকস্থলীর ভিতরটা বরফের মত জমে গেছে; মাঝে মাঝে বা হঠাৎ হঠাৎ পাকস্থলীতে ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনাবোধ দেখা দেয়। পাকস্থলীর বেদনা বরফ-শীতল জিনিসে খুব অল্প সময়ের জন্য কম থাকতে দেখা যায়; পাকস্থলীর আক্ষেপযুক্ত সংকোচন; রক্তপাত, প্রচুর পরিমাণে জমাট বাঁধা রক্ত-বমি হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী অজীর্ণ রোগ বা ডিসপেপসিয়া, খুববেশী ফ্লাটুলেন্স বা গ্যাস জমা, ভুক্তদ্রব্য গলা বেয়ে উঠে আসা, পাকস্থলী ও পেট খুব ফুলে ওঠা; পাকস্থলীর ক্ষত প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ফসফরাসের নানাবিধ লক্ষণ লিভারে সৃষ্টি হতে বা প্রকাশ পেতে দেখা যায়। লিভারে রক্তাধিক্য, পূর্ণতাবোধ, বেদনা, শক্ত হয়ে পড়া, লিভারের ফ্যাটি ডিজেনারেশন বা মেদ-টিসুর বিনষ্টি ঘটা, লিভারের হাইপেরিমিয়া বা অধিক রক্তসঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে ফসফরাস লিভারের উপর ফলপ্রসূ ওষুধগুলির মধ্যে একটি অন্যতম ওষুধ বলে ধরা যায়; লিভার শক্ত ও বড় হয়ে পড়তে দেখা যায়। পাকস্থলী ও লিভারের উপসর্গের সঙ্গে সাধারণত জণ্ডিস বা ন্যাবার লক্ষণও দেখতে পাওয়া যায়।

পেটে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা, স্পর্শকাতর বেদনা, পেটের ভিতরে কিছু যেন গড়িয়ে পড়ছে এরূপ কল্‌কল্‌, গড়্‌গড়্‌ শব্দ হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। পেটে শূন্যতাবোধ, তলিয়ে যাবার মত বোধ, শৈথিল্যবোধ ও মনে হয় যেন পেটটি ঝুলে পড়ছে এবং পেটে খুব ভারী কিছু বা ওজন চাপিয়ে রাখা হয়েছে। টাইফয়েড জ্বরের মত টিম্প্যানাইটিসও দেখা যেতে পারে। পাকস্থলীতে কল্‌কল, গড়্‌গড়্‌ শব্দ আরম্ভ হয়ে সেটা অন্ত্র বরাবর নিচের দিকে নামা ও অসাড়ে মলত্যাগ হওয়া ফসফরাসে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। টাইফয়েডে এরূপ অবস্থা দেখা যায়। **আর্সেনিকামে** যে গড়্‌গড়্‌ শব্দ হয় সেটা ইসোফেগাস দিয়ে নামার সময় শোনা যায়। ফ্লাটুলেন্স; কলিক, দাঁতে কাটার মত, ছিঁড়ে যাবার

মত, কেটে ফেলার মত বেদনা, সূচ বেঁধানোর মত, তীব্র ধরনের স্নায়বিক বেদনা ; অন্ত্রে, পেরিটোনিয়ামে, অ্যাপেণ্ডিক্সে প্রদাহ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। পেটে হলদে বা বাদামী দাগ ; টাইফয়েড জ্বরে পেটের যে কোন অংশে চামড়ার নিচে রক্ত জমে থাকার জন্য লালচে বা বাদামী দাগ বা পেটেকী সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ফসফরাসে রেক্টাম ও মলের বিষয়ে প্রচুর লক্ষণ দেখা যায় ; অসাড়ে মল ত্যাগ, জলীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বেরোনো, পচাটে গন্ধযুক্ত মল তোড়ে বেরিয়ে আসা, মল হলদে ও জলের মত এবং খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়। রোগী মড়ার মত পড়ে থাকে, অসাড়ে মল বেরিয়ে আসে ; মলে সাদাটে শ্লেষ্মা, আঠালো ও সাগু দানার মত মেশানো মল সব সময় হাঁ হয়ে খুলে থাকা মলদ্বার দিয়ে অসাড়ে গড়াতে থাকে। টাইফয়েডে ও অন্যান্য দূষিত ধরনের জ্বরের সঙ্গে মলের সঙ্গে রক্তপাত, মাংসধোয়া জলের মত রক্তমেশানো স্রাব সামান্য নড়া-চড়া করলেই অসাড়ে বেরিয়ে আসে। মলত্যাগের সময় রেক্টামে জ্বালাবোধ থাকে। রেক্টাম, অর্শের বলি বেরিয়ে আসে। তীক্ষ্ণ, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা কক্সিক্স থেকে শুরু হয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে মাথার ভিতরে মস্তিষ্কের গভীর অংশ পর্যন্ত উঠে আসে এবং এরূপ বেদনা মলত্যাগ করার সময় বিশেষভাবে সৃষ্টি হতে দেখা যায়, অসাড়ে মলত্যাগ হতে থাকলে তার সঙ্গেও দেখা যেতে পারে। মলত্যাগের পরে রেক্টামে বেদনা ও ক্র্যাম্প, মলদ্বারে জ্বালা, ভয়ংকর কোঁথানি, পেটে তলিয়ে যাবার মত বোধ প্রভৃতির জন্য রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়, তার মধ্যে অবসাদ ও মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়। উদরাময়ের প্রচুর মলত্যাগে মনে হয় যেন খোলা নর্দমা দিয়ে তোড়ে জলের স্রোত বেরিয়ে আসছে। কলেরা দেখা দেবার সময়ে সেইরূপ লক্ষণ ও কলেরা মরবাসে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। ক্রনিক ডায়রিয়ায় নরম ও পাতলা মলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। শিশু কলেরাতেও ওষুধটি খুববেশী ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। আমাশার সঙ্গে রক্তমেশানো আম পড়া, অল্প পরিমাণ মল বেরোনো কিন্তু খুববেশী কোঁথানি থাকা অবস্থা এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতাও এতে সারানো যায়। কোষ্ঠবদ্ধতায় মল খুব শক্ত হয় ও লম্বা হতে দেখা যায় এবং বিভিন্ন বইয়ে একে কুকুরের বিষ্ঠার মত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃদ্ধদের পর্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা হতে দেখা যায়। রেক্টামে আক্ষেপ বা স্প্যাজম থাকে। অন্ত্রে পক্ষাঘাতের জন্য বেগ দেওয়া সম্ভব হয় না। অন্ত্র থেকে রক্তপাত ঘটে। রেক্টামে পলিপ ও প্রদাহ এই ওষুধে সারানো গেছে। জ্বালাসহ ঝুলে থাকা রক্তস্রাবী অর্শের বলি এই ওষুধে অনেক-ক্ষেত্রে সারানো সম্ভব হয়েছে। মলদ্বারের ফিশার বা ফাটা ফাটা অবস্থাও এই ওষুধে সারে। অন্ত্রের এই ধরনের বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে বোধ হয় যেন মলদ্বার হাঁ হয়ে খোলা অবস্থায় রয়েছে।

কিডনীর বিভিন্ন উপসর্গে, বিশেষভাবে ডায়াবেটিসে যখন প্রস্রাবে 'সুগার' ও সেই সঙ্গে বরফ-শীতল জল ও বরফ-ঠাণ্ডা জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে তখন সেই অবস্থায় ফসফরাস খুব কার্যকরী হয়। ক্রমশ শীর্ণ হয়ে পড়া, ধীরে ধীরে দুর্বলতা

দেখা দেওয়া ; মাথা অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত থাকা, হাত-পা ঠাণ্ডা ও প্রস্রাবে সুগার থাকা প্রভৃতি দেখা যায়। কিডনীর ফ্যাটি ডিজেনারেশন ; কিডনীর পাথরী প্রভৃতি উপসর্গের সঙ্গে মূত্রথলী পূর্ণ হয়ে থাকলেও প্রসাব ত্যাগের ইচ্ছা না থাকা লক্ষণ দেখা যেতে পারে। মূত্র-যন্ত্রাদিতে সারা দেহের মাংসপেশীর মতই পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। প্রস্রাব ত্যাগের জন্য বেগ বা জোরে চেষ্টা করলে মূত্রথলীতে বেদনা দেখা দেয় বলে রোগী প্রস্রাবে জোর দিতে পারে না। প্রচুর পরিমাণে হাল্কা রঙের, জলের মত প্রস্রাব, বার বার অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ অথবা প্রস্রাব দমিত হয়ে থাকতেও দেখা যেতে পারে। প্রস্রাব ঘোলাটে, সাদাটে হয়, দুধের মত ছানাকাটা অবস্থায় প্রস্রাবও হতে দেখা যায়। প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকা, ঘুমের মধ্যে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যাওয়া, ইউরেথ্রাতে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা ও মৃদু সংকোচন সহ জ্বালাবোধ থাকতে পারে। কখনো কখনো প্রস্রাব কম পরিমাণে হবার সঙ্গে 'পিরিয়ডিক্যাল হেডেক' আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে জলের মত প্রস্রাবের পরেও হঠাৎ হঠাৎ মাথার যন্ত্রণা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

পুরুষদের যৌন-যন্ত্রাদিতে বহু ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তীব্র ধরনের যৌন সঙ্গমের ইচ্ছায় ফসফরাসের রোগী অনেক সময় প্রায় উন্মাদের মত হয়ে পড়ে। দিন ও রাত্রির যে কোন সময়ই বেদনা সহ লিঙ্গোদ্গম হতে পারে। কোন কামোদ্দীপক স্বপ্ন না দেখলেও রাত্রিতে স্বপ্নদোষজনিত বীর্যপাত হতে দেখা যায়। খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণের কুফলে যৌন-দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। খুব বেশী যৌন উত্তেজনা ও অত্যাচারের পরে যৌন-যন্ত্রাদিতে খুববেশী উত্তেজনা ও শেষে পুরুষত্বহানি ঘটতে পারে। দিন ও রাত্রিতে প্রায় সব সময়ই পাতলা, পিচ্ছিল ও বর্ণহীন রসের মত ইউরেথ্রাতে বেরোতে দেখা যায়। মেরুদণ্ডের রোগের সঙ্গে যৌন-অত্যাচারের লক্ষণ থাকে। কঠিন মলের সঙ্গে প্রস্টেট রস নির্গত হতে পারে। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি বা হাইপারট্রফির জন্য ইউরেথ্রা থেকে ক্রনিক স্রাব ; গ্লীটের মত স্রাব বেরোতে পারে। টেস্টিস ও স্পারম্যাটিক কর্ডের স্ফীতি ও টনটনে ব্যথা ও প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। গনোরিয়ার পরে হাইড্রোসিল সৃষ্টি হলে সেটা এই ওষুধে সারানো যায়।

মহিলাদের উপসর্গেও ওষুধটি সমান ভাবে কার্যকরী হয়। খুববেশী যৌন-উত্তেজনার ফলস্বরূপ বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হলে ফসফরাসে সেই বন্ধ্যাত্ব সারানো যেতে পারে। প্রবল যৌন-উত্তেজনা থাকলেও সঙ্গমে অনিচ্ছা থাকে। ওভারীর প্রদাহের জন্য ঋতুস্রাব কালে ওভারীতে তীব্র ধরনের বেদনা নিচে উরুর দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। ঋতুস্রাবের সময়, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অথবা পাইমিয়াতে জরায়ুর প্রদাহ হতে দেখা যেতে পারে। জরায়ু থেকে প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লাল, জমাট বাঁধা রক্ত স্রাব, বিশেষ ভাবে সন্তান প্রসবের পরে ঋতুস্রাবের সময় অথবা ঋতু-বন্ধকালে (ক্লিমেটারিক) দেখা যেতে পারে। ক্যান্সার জাতীয় উপসর্গেও জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তস্রাব হতে দেখা যায়। ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে দেখা দেয়, স্রাব

টক্‌টকে লাল হয়, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে ও বেশী পরিমাণে হয়; ঋতুস্রাবের সময় হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে; গা-বমিভাব দেখা দেয়; পিঠে বেদনা থাকে এবং তাতে মনে হয় যেন পিঠটা ভেঙ্গে যাবে; চোখের চারদিকে গোলাকৃতি নীলচে ছাপ পড়ে; মাংসপেশী শুকিয়ে যায়; খুববেশী ভয়ভাব দেখা দেয়। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে থাকা বা দমিত হওয়া, সেইসঙ্গে কাশি হওয়া, নাক থেকে রক্তপাত ও থুতুর সঙ্গে রক্ত উঠতে দেখা যেতে পারে। খুববেশী যৌন-উত্তেজনার জন্য গোপন-মৈথুনে লিপ্ত হতে রোগিণী অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়। হলদে রঙের খুববেশী পরিমাণে লিউকোরিয়ার সঙ্গে খুববেশী দুর্বলতা, ঋতুস্রাবের বদলে লিউকোরিয়া বা শ্বেতপ্রদর দেখা দেওয়া; সাদাটে, জলের মত, হাজাকর ও দুধের মত সাদাটে স্রাব হয় এবং হাঁটা-চলা করার সময় স্রাব বেশী হতে দেখা যায়। সাদা-স্রাব এত বেশী হাজাকর থাকে যে তাতে যৌনাঙ্গে ফোস্কা সৃষ্টি হয়। ভ্যাজাইনাতে জ্বালা ও তীব্র বেদনা দেখা দেয়। ভ্যাজাইনা থেকে উপরের দিকে পেলভিস বা বস্তি প্রদেশের ভিতর পর্যন্ত উঠে যাওয়া-সুচ ফোটানোর মত ব্যথা হয়। খুববেশী যৌন উত্তেজনা থাকা অবস্থায় সঙ্গমকালে ভ্যাজাইনাতে অসাড়তার মত অনুভূতিহীনতা থাকে। বড় আঁচিলের মত কণ্ডাইলোমা ও অন্যান্য গ্রোথ, রক্তস্রাবী আঁচিল ভ্যাজাইনা ও যৌনাঙ্গে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যৌনাঙ্গের বাইরের দিকে শিং-এর মত উঁচু হয়ে থাকা টিউমার সৃষ্টি হতে পারে। লেবিয়া অংশে শোথের মত ফোলাভাব দেখা দেয়। ফুলকপির মত টিউমার সৃষ্টি হওয়া ও তা থেকে খুববেশী রক্তক্ষরণ হতে দেখা যেতে পারে। স্তনের উপরে শক্ত, বড় আকারের ও বেদনাময় ডেলা পাকানো অবস্থা বা নোডোসাইট সৃষ্টি হতে পারে। স্তনে ফিব্রয়েড টিউমার, জরায়ুতে ফিব্রয়েড টিউমার সৃষ্টি হয়ে খুববেশী রক্তস্রাব হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

অন্তঃসত্ত্বা ও দুগ্ধবতী অবস্থায় খুববেশী যৌনসঙ্গমেচ্ছা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমি হওয়া; খুববেশী অবসাদ, তলিয়ে যাবার মত বোধ, কাঁপুনি, প্রসবের পরে কনভালসন (পিওরপেরাল কনভালসন) পিঠে যেন ভেঙ্গে যাবে এরূপ বোধযুক্ত বেদনা প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে। অকালে স্তনে খুববেশী পরিমাণে দুধ সৃষ্টি হওয়া; স্তনগ্রন্থিতে প্রদাহের সঙ্গে খুববেশী উত্তাপ, ভারীবোধ এবং পেকে ওঠার বা পুঁজ সৃষ্টি হবার মত অবস্থা দেখা দিতে পারে। স্তনে অথবা যৌনাঙ্গে ইরিসিপেলাস সৃষ্টি হতে পারে।

ল্যারিংক্সে প্রদাহের সঙ্গে সকালের দিকে স্বরভঙ্গ হওয়া; স্বর কর্কশ ও ফ্যাস্‌ফেসে হয়ে পড়া; স্পর্শে ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় ল্যারিংক্সে খুববেশী সংবেদন-শীলতা, কথা বলতে গেলে ল্যারিংক্সে বেদনা ও জ্বালাবোধ এবং খুববেশী সুড়সুড় করা, স্বরযন্ত্র বা ভোকাল কর্ডে খুব দুর্বলতাবোধ; ল্যারিংক্সে সংকোচন ও আক্ষেপ, ল্যারিংক্সে প্রায় সব সময় সুড়সুড় করায় কাশি দেখা দেওয়া; ল্যারিংক্সে যক্ষ্মার আক্রমণ থেকে রক্তপাত, স্বরলোপ, বেদনার জন্য একটি শব্দও উচ্চারণ করতে

না পারা, ল্যারিংক্সের ভিতরে নরম তুলোর গদি বা ভেলভেটের মত বোধ, দগ্‌দগে বোধ ও তীব্র বেদনা হতে পারে। ফসফরাসের সাহায্যে অনেক ধরনের ক্রুপ বা ঘুংড়ি কাশি অন্যান্য উপযুক্ত লক্ষণের সঙ্গে থাকতে দেখা গেলে সারানো যেতে পারে। প্রতিবার বায়ু পরিবর্তনে, দেহ খুবেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়লে এবং ঠাণ্ডাটা ল্যারিংক্সে গিয়ে বসে যাবার ফলে স্বরলোপ, স্বরভঙ্গ বিশেষত বক্তা ও গায়কদের মধ্যে দেখা গেলে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। স্বরলোপ, স্বরভঙ্গ বা কর্কশতা, ল্যারিংক্সে খুবেশী শুষ্কতার সঙ্গে শ্বাসপথের সর্বত্রই শুষ্কতা থাকতে দেখা যায়। ল্যারিংক্সে সুড়সুড় করার জন্য কঠিন, শুকনো, ঘঙ্‌ঘঙে কাশি সারা দেহ যেন ঝাঁকাতে থাকে। সুড়সুড় করা বোধটা ল্যারিংক্স থেকে নিচে শ্বাসপথে নেমে ট্রেকিয়াকে আক্রমণ করার ফলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানির টানের মত শ্বাসক্রিয়া, ল্যারিংক্সে দুই হাতের আঙুল দিয়ে জোরে চেপে রাখার মত বোধ, দমআট্‌কাবোধ, ডিসপনিয়া, বুকে স্প্যাজম ও সংকোচনবোধ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সন্ধ্যার দিকে ঘুমিয়ে পড়লে দীর্ঘ সময় অন্তর কর্কশ শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া; দম বন্ধ হয়ে যাবার ভয়; কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া হতে দেখা যায়। ফুসফুসের পক্ষাঘাত; খাবার পরে বুকের ভিতরে পূর্ণতাবোধ, ল্যারিংক্সে খুবেশী সুড়সুড় করা বা ইরিটেশন, শ্বাসক্রিয়ায় কষ্ট; খাবার পরে গলা খাঁকারি দিয়ে ল্যারিংক্স থেকে শ্লেষ্মা তুলে ফেলা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

ফসফরাস বুকের ভিতরে চাপ সৃষ্টি করে; বুকের বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে উদ্বেগ, দুর্বলতাবোধ ও সংকোচনবোধ প্রভৃতিও থাকে। বুকের ওপরে খুবেশী ওজন চাপানোর মত ভারীবোধ হতে দেখা যায়। কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া এবং হার্টের বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে সংকোচনবোধ কম-বেশী থাকে এবং মনে হয় দড়ি বা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বুকের চারপাশটা জড়িয়ে বা বেঁধে রাখা হয়েছে। স্টারনাম অঞ্চলে শক্ত করে বেঁধে রাখার মত অনুভূতি ও সব উপসর্গের সঙ্গেই বুকে ভারবোধ এবং যেন স্টারনামের মধ্যভাগে খুব ভারী একটা ওজন চাপিয়ে রাখা হয়েছে এরূপ বোধ; বুকের ভিতরে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটার মত অনুভূতির পালসেশন বোধও থাকতে পারে; বুকে উত্তাপবোধ মাথা পর্যন্ত উঠে আসে; উত্তাপের ঝলকানি উপরের দিকে ওঠে, বুকে সুচ বেঁধানোর মত ব্যথা; আক্ষেপযুক্ত বেদনা, বুকের বাম দিকে তীব্র ধরনের সুচ বেঁধানোর মত ব্যথা ডান পাশে চেপে শুয়ে থাকলে কমে যায়। এই সব ধরনের ব্যথা প্লুরিসিতে অথবা প্লুরিসির সঙ্গে নিউমোনিয়া হলে তবে দেখা দেয়। বুকের উপসর্গ ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। ট্রেকিয়াতে দগ্‌দগেবোধ ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে; বুকে জ্বালা, ফুসফুসের নিচের অংশে অ্যাকিউট বা তীব্র ধরনের বেদনা, বুকে প্রচণ্ড ব্যথার সঙ্গে কাশি থাকতে দেখা যায়। রোগী দুই হাতে তার বুক চেপে ধরতে বাধ্য হয়। ফুসফুসে প্রদাহের সঙ্গে উদ্বেগবোধ, চাপবোধ ও টাটকা লাল রক্ত গয়েরের সঙ্গে ওঠে। ফুসফুসের যক্ষ্মা, প্রদাহ, ব্রঙ্কিয়াল টিউবে প্রদাহ ও সেই সঙ্গে খুবেশী জ্বর ও প্রচণ্ড কাশির সঙ্গে ফসফরাসের রোগীর

কাশিতে রক্ত ওঠার প্রবণতা থাকে ; কাশির সঙ্গে সারাদেহ কাঁপতে থাকে, কাশির সঙ্গে স্টারনামে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, দমআটকাবোধ এবং বুকের ভিতরে সংকোচনবোধ হতে দেখা যায়। ল্যারিংক্সে বেদনা হয়। গয়ের লালচে ছিট্‌ছিট্ যুক্ত অথবা মরচে রঙের, নিউমোনিয়াতে যেমন হয় তেমনি হতে পারে। গয়ের পুঁজের মত ঘনও হতে পারে। নিউমোনিয়ার শেষভাগে গয়ের ঘন, হলদে ও মিষ্টি স্বাদের হতে দেখা যায়। পুরানো ব্রঙ্কিয়্যাল শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায়, নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হবার পর থেকে সৃষ্ট উপসর্গে ফসফরাস বেশ কার্যকরী হয়। প্রতিবারের ঠাণ্ডা বুকে এসে বসে যায়। ফুসফুস দুর্বল বলে মনে হয়। আবার, নিউমোনিয়ার হেপাটাইজেসন অর্থাৎ ফুসফুসের আক্রান্ত অংশ যখন লিভার মত শক্ত হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে কঠিন, শুকনো, ঘঙ্‌ঘঙে কাশি দেখা দেয় সেইরূপ অবস্থায় ফসফরাস, **সালফার** এবং **লাইকোপোডিয়াম** খুববেশী উপযোগী ওষুধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফসফরাস প্রায়ই **আর্সেনিকামের** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে ফলপ্রদ হয়, বিশেষত যখন **আর্সেনিকাম** অস্থিরতা, অবসাদ ও উদ্বেগ প্রভৃতি লক্ষণের জন্য উপযোগী হলেও ফুসফুসের হেপাটাইজেসন অবস্থায় আর বিশেষ কার্যকরী হয় না. সেই অবস্থায় ফসফরাস ফলপ্রদ হয়ে থাকে। অবশ্য ফসফরাসের উপযোগী রোগীর ক্ষেত্রে বরফ শীতল জলের জন্য পিপাসা, বুকের ভিতরে সংকোচনবোধ, শুকনো ঘঙ্‌ঘঙে কাশি, ফুসফুসে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা এবং গয়েরে রক্ত বা ফেনা ফেনা শ্লেষ্মা প্রভৃতি থাকতে দেখা যাবে এবং সে ক্ষেত্রে ফসফরাসই সবচেয়ে বেশী ফলপ্রদ ওষুধ হিসাবে কার্যকরী হবে। নিউমোনিয়াতে বুকের ভিতরে জ্বালাবোধ, মাথায় জ্বালাবোধ, গাল উত্তপ্ত ও সেই সঙ্গে জ্বর থাকতে পারে ; জেস্টিকুলেসন বা নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গী করা ও ডিলিরিয়াম বা ভুল বকা ; বরফ-ঠাণ্ডা জলের জন্য তীব্র পিপাসা ; নাকে পাখার মত ওঠা-নামা করা লক্ষণ, শ্বাসে কষ্টবোধ, শ্বাস গ্রহণের সময় আট্‌কে আট্‌কে যাওয়া, চিৎ হয়ে শুয়ে মাথাটা অনেক বেশী বাঁকিয়ে রাখা ; ছোট ছোট, শুকনো, খুকখুকে কাশি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ক্যারোটিড ধমনীতে টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতি বা পালসেশনবোধ থাকে। বুকের ভিতরে দগ্‌দগেবোধ ; থেঁতলে যাবার মত অনুভূতি ; কেটে যাওয়া, জ্বালা করা অথবা তীব্র ধরনের ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা কাশির সঙ্গে ফুসফুসে দেখা দেয়। দম্‌আট্‌কাবোধ অথবা শ্বাসগ্রহণ একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়া, বিশেষত হেপাটাইজেসনের প্রথমাবস্থার যখন মুখমণ্ডল সাদাটে হয়ে পড়ে, ঘামে ভিজে যায় এবং নাড়ী কঠিন ও দ্রুতগতি হয়ে যায়, তখন ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। খারাপ ধরনের নিউমোনিয়া যাকে 'টাইফয়েড নিউমোনিয়া' বলা হয় তার সঙ্গে ফেনা ফেনা গয়ের ওঠে। ফুসফুসে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আবার, সরু বুক, রোগাটে ও লম্বা এবং দুর্বল ধাতুর লোকেদের ফুসফুসের যক্ষ্মা সৃষ্টি হবার সূত্রপাতেও ফসফরাস খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ঠাণ্ডাটা তাদের বুকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। প্রতিবার ঠান্ডা লাগায় বুকে খুব ঘড়ঘড়ানি, কঠিন ঘঙ্‌ঘঙে কাশিতে সারা দেহ

যেন ঝাঁকিয়ে দেয়। দুর্বল, ফেকাশে ও রুগ্ণ লোকেদের উপরোক্ত লক্ষণের সঙ্গে রক্তপাত বা রক্তস্রাব হবার একটা প্রবণতাও থাকতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাশি দেখা দেয়। শীর্ণতা; বুক এবং ঘাড় বেশী সরু হয়ে পড়ে। এই সব লক্ষণের সঙ্গে সান্ধ্য-জ্বর বা হেকটিক-জ্বর দেখা দেয়; বিশেষত যক্ষ্মারোগের শেষ দিকে প্রচণ্ড জ্বর, মুখমণ্ডল লালচে হয়ে পড়ে, রাত্রিকালীন ঘাম দেখা দেয়; জ্বর প্রতিদিন বিকেলের দিকে শুরু হয়ে মধ্য রাত্রির পর পর্যন্ত চলে। খুব উঁচু শক্তির এক পুরিয়া ফসফরাস প্রয়োগে এই জ্বরকে কমিয়ে আনা ও মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে কিছুটা আরামে রাখা যেতে পারে। সব দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগের জ্বর কম থাকা অবস্থায় ফসফরাস প্রয়োগ করা উচিত নয় কারণ তাতে জ্বরটা বৃদ্ধি পাবে এবং রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটতে। দীর্ঘ সময় ধরে ঘাম হওয়া ও উদরাময় হঠাৎ বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ ঐ সব উপসর্গ সময় মত স্বাভাবিকভাবেই কমে আসবে এবং রোগী শান্তিবোধ করবে। যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থা উঁচু শক্তির ফসফরাস প্রয়োগ একেবারেই উচিত নয়, তবে বিশেষ প্রয়োয়জনীয় ক্ষেত্রে ওষুধটির ৩০ শক্তি প্রয়োগ করে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কিনা সেটা পরখ করে দেখা যেতে পারে। কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেলে তবেই সেই রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধটির উচ্চতর শক্তি ব্যবহার করা চলতে পারে কিন্তু প্রথমেই ফসফরাসের ৩০ বা ২০০ শক্তির বেশী উঁচু শক্তির ওষুধ প্রয়োগ করা কখনো উচিত হবে না। তবে একথাও সত্য যে ফসফরাসের উপযোগী রোগীর ক্ষেত্রে ওষুটির খুব নিম্নশক্তি ব্যবহারে ওষুধটির বিষক্রিয়া দেখা দেবে। ফসফরাস যাদের পক্ষে সঠিক ভাবে উপযোগী নয় তাদের ক্ষেত্রে ওষুধটির নিম্নশক্তি প্রয়োগে হয়ত খুব মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হবে না; রোগী ফসফরাসের উপযোগী হ'লে তবেই তার নিচুশক্তি ব্যবহারে হয় রোগী সেরে উঠবে নয়ত মারা যাবে।

ফসফরাসে তীব্র ধরনের বুক ধড়্ফড়্ করা বা প্যালপিটেশন হতে দেখা যায়; নড়া-চড়ায় এবং বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে সেটা বিশেষভাবে সন্ধ্যার দিকে খুব বেড়ে যায়; রাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে, বুকের ভিতরে বেশী রক্তোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ও দম আটকাবোধ সহ প্যালপিটেশন বৃদ্ধি পায়। বুকে শক্ত করে বেঁধে রাখার মত অনুভূতি ও দেহের সর্বত্র প্যালপিটেশনের মত ধড়ফড় করা এবং হার্টের কাছে চাপ-বোধ হতে দেখা যায়। ফসফরাসে এণ্ডোকার্ডাইটিস, হার্টের ডাইলেটেশন ও ফ্যাটি ডিজেনারেশন সারানো যায়। ফ্যাটি ডিজেনারেশনের সঙ্গে শিরায় খুববেশী রক্ত জমে থাকা অবস্থা, মুখমণ্ডলে ফোলা ভাব, বিশেষভাবে চোখের নিচের অংশে ফোলাভাব সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে ফসফরাস খুব ফলপ্রদ হতে পারে। এই ধরনের সব হার্টের গোলযোগের সঙ্গে খুব ঠাণ্ডা জলের পিপাসা প্রায় সব ক্ষেত্রেই থাকতে দেখা যাবে। দেহের অভ্যন্তরে উত্তাপবোধ থাকে; রোগী তার দেহের ভিতরটা শীতল রাখার জন্য সর্বদাই ঠাণ্ডা কিছু চায়। প্রতিবার উত্তেজিত হয়ে উঠলে রোগীর বুকের ভিতরে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস ঘটে, কোন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটলে বা

বিপদের আশঙ্কার চিন্তাতেও ঐরূপ রক্তোচ্ছ্বাস বা অর্গ্যাজম অব ব্লাড হতে দেখা যেতে পারে। বুকের বাইরের অংশে সাদা ধরনের নিউর‍্যালজিয়া বেদনা এবং হলদেটে বাদামী রঙের ছোপ পড়তে দেখা যায়। পিঠে অনেক লক্ষণ, পিঠে ও ঘাড়ের পিছনে শক্ত বা আড়ষ্টভাব, দুটি কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ এবং কোমরে আড়ষ্টতা সৃষ্টি হয়। বসা অবস্থা থেকে উঠতে গেলে আড়ষ্টতাবোধ এবং পিঠ বেয়ে চলা প্রবল উত্তাপের অনুভূতি দেখা দিতে পারে। রোগী তার মেরুদণ্ডে উত্তাপবোধের কথা বলে। মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অংশে ক্ষতের মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা দেখা দেয়, কাঁধের মাঝখানে স্পর্শকাতর বেদনা; মেরুদণ্ড ও পিঠে টিপ্‌টিপ্‌ করা বা পালসেশনের অনুভূতি থাকতে দেখা যায়। কক্সিক্স অংশে চাপে বেদনাবোধ, ক্ষত সৃষ্টি হবার মত বেদনায় নড়া-চড়া করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ঋতুস্রাবকালে অথবা সন্তান প্রসবের সময় পিঠে বেদনায় মনে হয় যেন পিঠটা ভেঙ্গে যাবে। মেরুদণ্ডের নানা গোলযোগ ও প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। মানসিক শ্রম, দীর্ঘসময় ধরে দৈহিক পরিশ্রম, দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, রৌদ্রতাপে আক্রান্ত বা সান্‌স্ট্রোকের ফলে এবং অতিরিক্ত যৌন অত্যাচারের পরে হাত-পায়ে খুববেশী দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে; পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতাবোধ হয়। স্পাইন্যাল কর্ডের ভিতরের স্নায়ুতন্তুর প্রদাহ বা মায়েলাইটিস; মেরুদণ্ডের হাড় নরম হয়ে যাওয়া, ক্রমশ স্পাইনাল কর্ডের অংশে বিশেষের দুর্বলতাজনিত পক্ষাঘাত প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়াতে ফসফরাস কার্যকরী হয়; এই ওষুধে বেদনা কমানো ও মাংসপেশী এবং জয়েণ্টের প্রতিবর্তী ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স স্বাভাবিক করে অনেক লক্ষণকেই সাময়িকভাবে কমিয়ে আনা যায়। হাত-পায়ে খুববেশী দুর্বলতা ও মাংসপেশী ও জয়েণ্ট স্ক্লেরোসিস বা শক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা অনেকাংশে ফসফরাসে রোধ করা যায়। স্ক্রুফুলায় আক্রান্ত শিশুদের মেরুদণ্ডের অস্থি বা ভার্টিব্রার কেরিজ বা ক্ষয় ফসফরাসের সাহায্যে সারানো সম্ভব হয়েছে। মেরুদণ্ডের অনেক উপসর্গেই ফসফরাস একটি বহু দিক থেকে কার্যকরী বা বহু বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন ওষুধ হিসাবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা দুই বাহু ও পায়ের দিকে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়, সেই সঙ্গে ঐসব সঙ্গে কাঁপুনি ও অসাড়তা; পায়ের দিকের যে কোন এক দিকে অথবা দুই পায়ের দিকেই অথবা দুই হাতের দিকেই পক্ষাঘাত ও সেইসঙ্গে কাঁপুনি এবং অসাড়তা সৃষ্টি হতে পারে। বাহু ও হাত খুববেশী ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। হাত-পা শীর্ণ হয়ে যায় এবং শিরাগুলি ফুলে উঁচু হয়ে ওঠে; বাহুতে জ্বালাবোধ, আঙ্গুলে মাঝে মাঝে বা থেকে থেকে সংকোচন সৃষ্টি, অসাড়তা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে আঙ্গুলে সম্পূর্ণ অনুভূতিহীনতা দেখা দেয়, আঙ্গুলের ডগায় অসাড়তা ও অনুভূতি-শূন্য অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। পায়ের দিকে খুববেশী অস্থিরতা ও ক্লান্তিবোধ; দুর্বলতাবোধে; বিশেষভাবে হাঁটা-চলার সময় প্রতি পদক্ষেপে টলে টলে পড়া ও কাঁপুনি এবং পায়ের দিকে পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা দেখা দেয়। হাঁটু ও হিপ্‌

জয়েণ্টে অ্যাকিউট ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে হাত-পায়ে জ্বালা করা, ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা ; জয়েণ্ট ও মাংসপেশীতে বাতজনিত বেদনা, দেহ কোন-ভাবে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে অস্থি-সন্ধিতে শক্ত বা আড়ষ্টভাব প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হাত ও পায়ের সব উপসর্গই উত্তাপে কম থাকে। বুকের উপসর্গগুলিও উত্তাপে কম থাকে ; কিন্তু মাথা ও পাকস্থলীর উপসর্গ ঠাণ্ডায় কম থাকতে দেখা যাবে। পায়ের দিকে গ্যাংগ্রীনের মত অবস্থা দেখা দেয়। টিবিয়ার পেরিঅস্টিয়ামে প্রদাহ, পায়ের দিকে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এবং বরফের মত ঠাণ্ডা থাকতে দেখা যায়। ফসফরাসের রোগী সব সময় শুয়ে থাকতে চায়, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, হাঁটা-চলা করতে পারে না, হাঁটা-চলা করতে গেলে দুর্বলতা ও মাথাঘোরার জন্য টলে টলে পড়ে। ক্রমশ বেড়ে ওঠা একটা দুর্বলতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ; তার মধ্যে দুর্বলতা, কাঁপুনি ও মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়। মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি ও মৃদু সংকোচন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে আক্ষেপ দেখা দেয়। মৃগী রোগ, কনভালসন, হাত-পা ও দেহের বিভিন্ন অংশে নিউর্যালজিয়ার বেদনা উত্তাপে কম থাকতে দেখা যায়। নানা স্থানের স্নায়ুর প্রদাহ বা নিউরাইটিস এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

নিদ্রায় অস্থিরতা, ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা, সকালে উঠে রোগীর মনে হয় যেন ঘুমটা প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট হয়নি, তবুও তার অনেক উপসর্গ, কলকলানি প্রভৃতি ঘুমোলে কম থাকে, বিশেষভাবে মাথার উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায় ; ঘুমের মধ্যেই সে হেঁটে বেড়ায়। রোগী ডানদিকে চেপে শুয়ে থাকে। বাম দিকে চেপে শুলে উদ্বেগ, হার্টে বেদনা ও প্যালপিটেশন ইত্যাদি দেখা দেয়। রাত্রে শুয়ে অনেক সময় পর্যন্ত জেগে থেকে সে সারাদিনের কাজকর্মের বিষয়ে চিন্তা করে নিজের কষ্টই বাড়িয়ে তোলে। পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী লক্ষণে খারাপ ধরনের টাইফয়েডে ফসফরাস ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

ফসফরাসে নানা ধরনের উদ্ভেদে, শুকনো, মামড়ীযুক্ত হার্পিস, রসযুক্ত ফোস্কা, বেগুনী রঙের ছোপ, পেট ও বুকে হলদেটে দাগ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ, ত্বকে অসাড়তা ; দেহের বিভিন্ন অংশে অসমান বাদামী দাগ ; হাঁটু, পা, কনুই, চোখের ভ্রূ প্রভৃতিতে সোরিয়াসিস ; হাইভস্ বা আমবাতের মত উদ্ভেদ, রক্তমুখী ফোড়া, জ্বালাযুক্ত প্রদাহ, ক্রনিক ধরনের খোলা মুখযুক্ত ও পুঁজ পূর্ণ ঘা ও সেইসঙ্গে সান্ধ্য জ্বর ; নালী ঘা ; ঋতুস্রাব শুরু হলে ক্ষত থেকে রক্তপাত শুরু হওয়া, গভীর ও টিসু ধ্বংসকারী ক্ষত, দুষ্টক্ষত, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকার মত অবস্থার ক্ষত প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। ক্যান্সারের ক্ষত থেকে রক্তপাত ও ফাঙ্গাসের মত অবস্থা ; স্কারলেট জ্বরে উদ্ভেদগুলি কালচে হয়ে পড়লে বা মিলিয়ে গেলে এবং দেহের বিভিন্ন অংশে, ঘাড়ে ও হাত-পায়ের দিকে বা আঙ্গুলের ডগায় পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা গেলে এবং সেইসঙ্গে ঠাণ্ডা জলের জন্য প্রবল তৃষ্ণা, গলায় বেগুনী রঙ থাকা, শুকনো ঘঙ্ঘঙে কাশি প্রভৃতিতে ফসফরাস কার্যকরী হয়।

ফসফোরিক অ্যাসিড
(Phosphoric Acid)

ফসফোরিক অ্যাসিডের রোগীর কথা, কাজ ও চেহারা দেখে তার 'মানসিক দুর্বলতা'র কথাটাই মনে আসে। তার মনটা যেন ক্লান্ত বলে মনে হয়। তাকে প্রশ্ন করলে সে হয় খুব ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, না হয় কোন উত্তরই দেয় না, প্রশ্নকর্তার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে। সে কথা বলতে, এমনকি কোন কিছু চিন্তা করতেও খুব ক্লান্তিবোধ করে। সে বলে, "আমার সঙ্গে কথা বলো না, আমায় একা থাকতে দাও।" এরূপ অবস্থা অ্যাকিউট এবং ক্রনিক উভয় অবস্থার রোগেই সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রোগী মানসিক দিক থেকে খুববেশী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। ক্রনিক কোন রোগের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা, কাজ-কর্ম, প্রভৃতিতে কর্মী, ব্যবসায়ী ও স্কুলের দুর্বল ছাত্রীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী দুশ্চিন্তায় তারা সামান্য কাজ বা চেষ্টা করতে গেলেই শৈথিল্য দেখা দেয়। অ্যাকিউট রোগে, বিশেষত টাইফয়েডে রোগীর মধ্যে কথা বলা বা প্রশ্নের উত্তরদানে বিরূপতা থাকতে দেখা যায়। সে কেবলমাত্র তাকিয়ে থাকে। সে বলে, "আমার সঙ্গে কথা বলো না, আমি ভীষণ ক্লান্ত।" সে যা বলতে চায় সে বিষয়ে চিন্তা করতে, প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে বলতে পারে না। যুবকদের মধ্যে খুববেশী যৌন অত্যাচার, হস্তমৈথুন প্রভৃতি কারণেও ঐরূপ দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। দুর্বলতাবোধ ; প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অভাব, অর্ধচেতন বা আচ্ছন্ন অবস্থা, ও সেই সঙ্গে পুরুষত্বহীনতা বা ধ্বজভঙ্গ অবস্থা ; মানসিক অবসাদ প্রভৃতিতে রোগীর মনে হয় যেন তার মেরুদণ্ডটাই ভেঙ্গে গেছে।

এই ওষুধের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানসিক লক্ষণগুলি প্রথমে দেখা দেয়। এই ওষুধের লক্ষণগুলির মধ্যে প্রথমে মানসিক ও পরে দৈহিক, মস্তিষ্ক থেকে পরে মাংসপেশীর লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এরূপ অবস্থা এতই লক্ষণীয় যে এটির সঙ্গে **মিউরিয়েটিক অ্যাসিডের** তুলনা করা যায়। **মিউরিয়েটিক অ্যাসিডে** মাংসপেশীর অবসাদ প্রথমে দেখা দেয়, তার পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত রোগীর মনটা স্বচ্ছই থাকে। ফসফোরিক অ্যাসিডে মানসিক অবস্থা যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন আবার রোগীর মাংসপেশীকে বেশ সবল বলেই মনে হয়। রোগীকে দৈহিক দিক থেকে বেশ সবল দেখায়। সে বলে যে শারীরিক দিক থেকে সে সুস্থ আছে, সে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারে, এমনকি, কঠিন পরিশ্রমেও সে সক্ষম হয় ; কিন্তু তার মনটা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কোনরূপ মানসিক শ্রমের কাজ, খবরের কাগজ পড়ে সে বিষয়ে চিন্তা করা, কোন অঙ্কের হিসাব করা, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র বা সমন্বয় সাধন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। নিজের পরিবারের লোকজনের নামও সে মনে রাখতে পারে না ; একজন ব্যবসায়ী হয়ত তার অফিসের কেরানীদের নাম ভুলে যায় ; তার মধ্যে মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তবুও সে দৈহিক পরিশ্রম, বাইরে বেরিয়ে

হাঁটা-চলা করা প্রভৃতিতে সক্ষম থাকে ; তার দেহের মাংসপেশীর দুর্বলতা অনেক পরে দেখা দেয়।

ফসফোরিক অ্যাসিডে দৈহিক দুর্বলতাও খুববেশী থাকতে পারে ; রোগী পিঠে, মাংসপেশীতে, দেহের সর্বত্রই খুববেশী দুর্বলতা, পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা বোধ করে। পরে ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতা দেখা যায় ; যৌন সঙ্গমে অনিচ্ছা বা ইচ্ছা একেবারে লোপ পাওয়া, লিঙ্গোদ্গম না হওয়া অবস্থা দেখা দেয় ; পেনিস বা পুরুষাঙ্গ সঙ্গমের প্রারম্ভেই শিথিল হয়ে পড়ে বলে সঙ্গম পূর্ণ হয় না (**নাক্সভমিকা**)

বিষয়-চিন্তা, দীর্ঘস্থায়ী শোক প্রভৃতি থেকে উপসর্গ সৃষ্টি ; যুবতীদের অতৃপ্ত প্রেম অথবা প্রিয়জনের মৃত্যুর দুঃখ থেকে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। কেউ কেউ অন্যান্যদের তুলনায় বেশী কষ্ট পায়, কাউকে কাউকে অধিকতর দার্শনিক ভাবাপন্ন অর্থাৎ শোক-দুঃখের বিষয়ে উদাসীন থাকতে দেখা যায়। "দুশ্চিন্তা, দুঃখ ও শোক, বিরক্তি বা চাগ্রীণ, হোম সিক্‌নেস বা নিজগৃহ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাকুলতা অথবা প্রেম-প্রীতিতে অতৃপ্তি বা ব্যর্থতা থেকে উপসর্গ সৃষ্টি ; বিশেষত তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব সকালের দিকে বা ভোরের দিকে ঘাম দেখা দেওয়া, শীর্ণতা প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রোগী শোক-কাতর হয়ে ক্রমশ শুকিয়ে বা শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে, দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে ; তার মুখমণ্ডল চুপসে বা বসে যায় ; রাত্রিকালীন ঘাম দেখা দেয় ; পিঠের দিকে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয় ; হাত-পা ঠাণ্ডা থাকে ; রক্তচলাচলে দুর্বলতা, হার্টের ক্রিয়ায় দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যায় ; সামান্য কারণেই রোগীর ঠাণ্ডা লাগে ও সেটা বুকে গিয়ে আশ্রয় নেয় ; শুকনো ঘঙঘঙে কাশি, বুকে শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থা ; যক্ষ্মার উপসর্গ ; ফেকাশে হয়ে পড়া ও সেই সঙ্গে ক্রমশ দুর্বলতা ও শীর্ণতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ধরনের দুর্বলতার সঙ্গে মাথাঘোরা দেখা দেয়। বিছানায় শোয়া অবস্থায় মাথা ঘোরে ; শুয়ে থাকা অবস্থায় রোগীর মনে হয় যেন সে ভেসে বেড়াচ্ছে। শয্যা থেকে মাথা না তুললেও মনে হয় যেন তার হাত-পা ভেসে বেড়াবার মত উঁচুতে উঠে গেছে।

রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা ; মনের স্বল্প শ্রমে ও চোখের কাজ বেশী করায় স্কুলের ছাত্রীদের কনজেসসনজনিত মাথাধরা দেখা দেয়। পেরিঅস্টিয়ামে বেদনা ; অস্থিতে চেঁচে নেবার মত কন্‌কন্‌ করা ব্যথা ; নড়াচড়া করলে বেদনার উপশম হয় ; শুয়ে থাকা অবস্থায় যে পাশ ফিরে রোগী শুয়ে থাকে বেদনাটাও সেইদিকে পরিবর্তিত হতে বা সরে যেতে দেখা যায়।

বেশীরভাগ উপসর্গে আক্রান্ত অংশ উত্তপ্ত রাখলে কম থাকে, পরিপূর্ণ বিশ্রামে একাকী চুপচাপ শান্তভাবে শুয়ে থাকলে বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়। পরিশ্রমে, দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমে, রোগীর সঙ্গে কথা বললে তার উপসর্গ বেড়ে যায়। সকালের দিকে মাথাধরা দেখা দেয় এবং মাথার যন্ত্রণায় রোগী শুয়ে

পড়তে বাধ্য হয়। রোগীর সঙ্গে কথা বললে মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যায়। শীতল আবহাওয়ায় রোগী সংবেদনশীল থাকে, উষ্ণ ঘরেও তাকে সংবেদনশীল হয়ে পড়তে দেখা যায়।

মাথাধরায় বেদনা প্রায়ই মাথার পিছনে শুরু হয়ে মাথার তালুতে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়; মনে হয় যেন মাথার তালুতে খুব ভারী একটা বোঝা চাপিয়ে যেন সেখানটা চেপ্টে দেওয়া হচ্ছে; নড়া-চড়ায়, কথায় এবং আলোতে মাথার যন্ত্রণা খুব বেড়ে যায়। মাথায় ভারী বোঝা চাপানোর মত বোধ উপর থেকে নিচের দিকে চেপে থাকার মত অনুভূত হয়। এই মাথাধরার সঙ্গে মানসিক দুর্বলতা, মস্তিষ্কের ক্লান্তি বোধ থাকে। রোগী খুববেশী ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করে। মাথাঘোরার সঙ্গে কানে ঘণ্টার ধ্বনির মত শব্দ ও চোখে চক্‌চকে ভাব থাকতে দেখা যায়।

খারাপ বা নিচু ধরনের জ্বরে এই ওষুধটির লক্ষণগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনার যোগ্য। উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে দেখা দেয়, ধীরে ধীরে কমে আসে এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে অবসাদ ক্রমশ বেড়ে চলে। টাইফয়েডের অগ্রবর্তী অবস্থার মত চেহারা দেখা দেয়। অবসাদ, পেটে টিম্প্যানাইটিসের মত ভাব, জিহ্বা শুকনো ও বাদামী রঙের হওয়া, দাঁতে ছাতা বা সর্ডিস থাকা, ক্রমশ অচৈতন্য অবস্থা সৃষ্টি হওয়া, অল্প পিপাসা, পরে প্রবল তৃষ্ণায় প্রচুর পরিমাণে জল পানের ইচ্ছা ঘাম হবার সঙ্গে দেখা দেয়; রোগী একা একা থাকতে চায়; প্রশ্ন কর্তার দিকে তাকিয়ে থাকে যেন ধীরে ধীরে প্রশ্ন কর্তার কথা বুঝতে পারে; তার চোখে চক্‌চকে ভাবে, পিউপিল প্রসারিত বা সংকুচিত থাকে; চোখ বসে যায়; চেহারায় একটা হতভম্ব বা বিমূঢ়ভাব থাকে; বিরামহীন বা একজ্বর; নাক, ফুসফুস; অন্ত্র প্রভৃতি থেকে রক্তপাত ঘটে; যে কোন অংশের মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তস্রাব ঘটতে পারে; চোখের চারপাশ বসে যায়; ঠোঁট বিবর্ণ হয়ে পড়েও ছাতা পড়া বা সর্ডিসে আবৃত থাকে, কালচে দেখায়; অবসাদ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। প্রথম থেকেই রোগীর মানসিক অবস্থা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং শেষে মাংসপেশীর দুর্বলতা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে চোয়াল ঝুলে পড়ে এবং তখন মনে হয় যেন রোগী অবসাদ ও ক্লান্তিতে মারা পড়বে। বেশী রক্তপাত ঘটায় এরূপ অবস্থা দেখা দিতে পারে (প্রাচীন পন্থী হোমিওপ্যাথদের দ্বারা এই অবস্থায় **চায়না** রুটিন হিসাবে ব্যবহৃত হয়)। এই ওষুধটি রক্তপাত বন্ধ করে, রোগীর অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং শোথ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দূর করে। অ্যানিমিয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়; ঠোঁট ও জিহ্বা ফেকাশে হয়ে; মুখমণ্ডল, হাত-পা প্রভৃতি মোমের মত সাদাটে দেখায়।

দেহের সর্বত্র বেদনা ও কামড়ানো ব্যথা নড়া-চড়ায় কম থাকে এবং ঠাণ্ডায় খুব বৃদ্ধি পায়। বেদনা যেন খুব গভীরে সৃষ্টি হয় বলে বোধ হয়, প্রায়ই স্নায়ু বরাবর অথবা লম্বা অস্থিগুলি বরাবর হতে দেখা যায়। এবং মনে হয় যেন হাড়গুলিকে চেঁচে নেওয়া হচ্ছে, যেন কোন অমসৃণ যন্ত্র বা অস্ত্র হাড়ের উপর দিয়ে ঘষটে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে এরূপ বোধ হয়। সাধারণত ঐ বেদনা রাত্রিতে বেশী হয়, রাত্রিতে অস্থিতে তীব্র বেদনা হতে দেখা যায়।

পাকস্থলী তার স্বাভাবিক কাজ করে না। ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ ধরে থেকে গিয়ে টকে যায়। টক বমি হয়; দীর্ঘদিন ধরে যারা অজীর্ণ রোগে ভোগে তাদের মস্তিষ্কের অবসন্নতা বা 'ব্রেইন-ফ্যাগ' দেখা দেয়। অম্ল জাতীয় পানীয়, শীতল পানীয় এবং গুরুপাক খাদ্য খেয়ে উপসর্গ দেখা দেয়। স্বাভাবিক ধরনের মলত্যাগের পরে পেটে একটা তলিয়ে যাওয়া বা নিমজ্জমান ভাব দেখা দেয়।

ফসফোরিক অ্যাসিডের বেশীর ভাগ উপসর্গের সঙ্গেই দুধের মত সাদাটে প্রস্রাব হওয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণরূপে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্রাব ত্যাগের সময় সেটা দুধের মত সাদাটে দেখায়; দুধের সরের মত সব প্রস্রাবের সঙ্গে বেরোয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের ইউরেথ্রার নালীপথ বন্ধ হয়ে যায় এবং পরীক্ষা করলে ঐরূপ দুধের সরের মত পদার্থ সেখানে আটকে থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাবটা কিছু সময় রেখে দিলে সেটাকে দুধের মত, ময়দা, খড়িমাটি বা ফসফেটের গুঁড়ো যেন তাতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে সেইরকম দেখায়।

ফসফোরিক অ্যাসিডের অনেক উপসর্গকেই উদরাময় বা ডায়রিয়া হয়ে কমে যেতে দেখা যায়। প্রচুর, পাতলা, জলের মত মল বেরোয়। মলের পরিমাণ দেখে মনে হয় যেন রোগী অবসন্ন হয়ে পড়বে। গ্রীষ্মকালে শিশুদের প্রচুর পরিমাণে পাতলা জলের মত মলত্যাগ করতে দেখা যায়; পরিমাণটা এত বেশী হয় যে বার বার কাপড় বা তোয়ালে পাল্টে দিয়েও সেটা সামাল দেওয়া যায় না; মল শিশুর মায়ের কাপড়-চোপড় ও মেঝে যেন ভাসিয়ে দেয়; মলে প্রায় কোন গন্ধই থাকে না; পাতলা, জলের মত হয় এবং যেন কিছু হয়নি, শিশুটি সেইরকম ভাবে হাসতে থাকে। তার মা ভেবেই পায় না যে এতটা মল কোথা থেকে আসছে, তবুও শিশুটিকে মোটামুটি সুস্থ বলেই মনে হয়। ফসফোরিক অ্যাসিডের এই উদরাময়ে অনেক উপসর্গই কমে যায় এবং রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে। ক্রনিক ডায়রিয়াতে পাতলা, জলের মত, প্রচুর পরিমাণে, সাদাটে ধূসর রঙের মল বেরোয় এবং রোগী তাতে বেশ আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখবোধ করে। কিন্তু উদরাময় বন্ধ হয়ে গেলেই রোগীর উপসর্গ খুব বেড়ে যায়, তার মধ্যে যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ, দুর্বলতা, অবসাদ, মানসিক ক্লান্তি প্রভৃতি দেখা দেয়। কোন কোন রোগী বলে যে উদরাময় না দেখা দিলে তারা কখনো আরামবোধ বা সুস্থবোধ করে না। **পডোফাইলামে**-এর ঠিক বিপরীত লক্ষণ থাকে। একই শিশুর কথা যদি ধরা যায়, একই রকম প্রচুর পাতলা জলের মত মলে মেঝে হয়ত ভেসে যেতে দেখা যায়, মারও মনে হয় যে তার শিশুর এতটা মল কোথা থেকে আসছে; তবে এই মল খুবই দুর্গন্ধযুক্ত থাকে এবং শিশুটিকে দেখে মনে হয় যেন সে মরতে বসেছে; তার নাক-মুখে টানু-ধরাভাব, চেহারায় বিমূঢ়ভাব ও প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। বেদনাহীন ভাবে মলত্যাগের লক্ষণ এই

দুটি ওষুধেই থাকে, তবে ফসফোরিক অ্যাসিডে ততটা বেশী অবসাদ থাকে না। ফসফোরিক অ্যাসিডে মল সাদাটে ধূসর, ময়লাটে সাদা রঙের পেইণ্ট-এর মত দেখায়; **পডোফাইলামে** মল হলদে হয়ে থাকে। **গ্রাটিওলাতেও** অনুরূপ অবসাদ দেখা যায়, তবে তাতে মলটা সবুজ রঙের মত হয়; সেটাকে দেখলে অনেকটা যেন স্বচ্ছ সবুজ কাচের ভিতর দিয়ে আলো আসার মত উজ্জ্বলবোধ হয়; অনেক ক্ষেত্রে মলটা কিছুটা ঘন, সবুজ পিত্তের মত হতে দেখা যায়।

পেটটি খুব উঁচু হয়ে ফুলে থাকে, টিম্প্যানাইটিসের মত দেখায়; টাইফয়েডের অবস্থার মত পেটে খুববেশী টন্‌টন্‌ করা ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা থাকে, "সাদা বা হলদে, জলের মত উদরাময়, অ্যাকিউট বা ক্রনিক অবস্থা, বেদনা অথবা দুর্বলতা ও অবসন্নতা প্রভৃতি বিশেষ না থাকা লক্ষণ" দেখা যেতে পারে। মল যখন জলের মত পাতলা থাকে তখন সেটা হলদেটে হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। যখন সেটা কিছুটা ঘন বা থক্‌থকে হয় তখন সেটাকে হলদে হতে দেখা যায়, কিন্তু যখন মল পাতলা জলের মত হয় তখন সেটাকে হাল্কা রঙের, কোন কোন ক্ষেত্রে দুধের মত সাদাটে হতে দেখা যায়। যখন মল হলদে থাকে তখন সেটাকে ডালের জলের মত, থক্‌থকে বা কাদা কাদা, অনেকটা টাইফয়েডের মলের মত হতে দেখা যায়। "উদরাময়; কিন্তু রোগী অবসাদগ্রস্ত হয় না; গ্রীষ্মের উত্তাপে ঠাণ্ডা লেগে ডায়রিয়া, জলের মত পাতলা মল; ক্রনিক; ভয়াবহ, পিত্ত বা কুড়ি মাসের থেকে যাওয়া শ্লেষ্মা বা আম বেরোয়; চেহারায় বৃদ্ধদের মত দেখায়, যুবকদের অম্ল থেকে উদরাময় দেখা দেয়, বিশেষত যে সব যুবক খুব দ্রুত বেড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে এই ধরনের ডায়রিয়া হতে দেখা যায়; খাবার পরে, অজীর্ণ অবস্থায়, সবুজ রঙের সাদাটে মল; বেদনাহীন অবস্থায় বেরোতে দেখা যায়।" অম্ল থেকে উদরাময় হলে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ফসফোরিক অ্যাসিডের উপযোগী লক্ষণ পেতে পারি। টক মদ খেয়ে, ক্লারেট পান করে, ভিনিগার, লেবু প্রভৃতি অম্ল দ্রব্য থেকে উদরাময় দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে **অ্যাণ্টিমোনিয়াম ক্রুডাম** ওষুধটির বিষয়েও পর্যালোচনা করে স্থির নিশ্চিত হতে হবে; কারণ অম্ল থেকে উদরাময় সৃষ্টি হওয়া ঐ ওষুধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফসফোরিক অ্যাসিড কলেরাতেও উপযোগী।

পুরুষদের যৌন যন্ত্রাদিতে দুর্বলতা, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি, ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্ব-হীনতা; হস্তমৈথুনকারীদের স্বপ্নদোর্বল্য, বীর্যস্খলন ও খুববেশী অবসন্নতা দেখা দেয়! "প্রস্টেট রস-ক্ষরণ; প্রতিবার লিঙ্গোদ্গমের সঙ্গে প্রস্টেট-রসক্ষরণ হতে দেখা যায়।" নরম মলত্যাগ করার সময়ও প্রস্টেট-রসক্ষরণ হয়ে থাকে।

চুল ঝরে পড়া বা উঠে যাওয়া ফসফোরিক অ্যাসিডের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; যৌনাঙ্গের চুল ঝরে যাওয়া; মাথার চুল, দাড়ি-গোঁফ এবং ভ্রূর চুল ঝরে যেতে দেখা যায়। চুল ঝরে যাওয়া লক্ষণটিতে **নেট্রাম মিউর** এবং **সেলিনিয়ামের** সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য থাকে। **সেলিনিয়ামেও** মাথা, চোখের ভ্রূ ও চোখের পল্লবের চুল ঝরে যাওয়া লক্ষণ আছে, গোঁফ-দাড়ি, যৌনাঙ্গ সব জায়গা থেকেই ঐ ওষুধটিতে চুল

ঝরে যেতে দেখা যেতে পারে। **নেট্রাম মিউরে** চুল খুব পাতলা হয়ে যায়, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যৌনাঙ্গের চুল ঝরে যেতে দেখা যায়।

ফসফোরিক অ্যাসিডে খুব গোলযোগপূর্ণ লিউকোরিয়া দেখা দেয়; "হলদে রঙের স্রাব, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মাসিক ঋতুস্রাবের পরে হতে দেখা যায়, সেই সঙ্গে খুব চুলকানিবোধ থাকে; প্রচুর পরিমাণে পাতলা, হলদে, হাজাকর স্রাব ক্লোরোসিস বা বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়ার সঙ্গে থাকতে দেখা যায়।" যে সব মহিলা দীর্ঘদিন ধরে সন্তানকে স্তনের দুধ পান করানো বা যারা যমজ সন্তানদের স্তন দেন ও বেশী পরিমাণে স্তনের দুধ খাওয়ান তাঁদের পক্ষে এই ওষুধটি বিশেষভাবে উপযোগী হতে দেখা যাবে। ঐসব মহিলারা ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁদের দেহের তরল পদার্থ, রক্ত প্রভৃতি কমে যায় এবং দীর্ঘ দিন ধরে স্তন দানের ফলে দুর্বলতা দেখা দেয়।

ফসফোরিক অ্যাসিডের রোগীর মধ্যে মানসিক ক্লান্তি ও দুর্বলতার পরে বুকের বিভিন্ন গোলযোগ সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকে। যদি ঐ রোগীর ডায়রিয়া দেখা দেয় তবে বুকের গোলযোগ আর দেখা দেয় না। কোষ্টবদ্ধতা সৃষ্টিকারী কোন ওষুধ (অ্যাসট্রিনজেণ্ট) অথবা রোগীর পক্ষে উপযোগী নয় এমন কোন ওষুধ গ্রহণে তার ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। ঐ রোগীর মধ্যে যক্ষ্মারোগের লক্ষণ, শ্বাসক্রিয়ায় কষ্টবোধ, কাশি ও বুকের গোলযোগ থেকে ফুসফুসের আঙ্গিক পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে। ফসফোরিক অ্যাসিডে টিসু পরিবর্তনের লক্ষণ খুব একটা দেখা যায় না, তবে রোগীর প্রাথমিক অবস্থায়, স্নায়বিক গোলযোগে; সাদা, দুধের মত প্রস্রাব এবং দীর্ঘদিন ধরে ডায়রিয়া চলতে থাকলে টিসু পরিবর্তনও ঘটতে পারে। বুকের উপসর্গে অ্যাকিউট অবস্থা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া; দুষ্ট প্রকৃতির জ্বরের পরিণতিতে বুকের গোলযোগ বা ক্ষয় কাশি প্রভৃতি অনেকটা **ফসফরাসের** মত হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী নিউমোনিয়ার সঙ্গে মানসিক লক্ষণ, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অভাব, নিউমোনিয়ার শেষ দিকে ইনফিলট্রেশন বা ফুসফুসে রসক্ষরণ; কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা বা হিমপ্‌টেসিস প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী জ্বরের পরিণতিতে হার্টের দুর্বলতা, প্যালপিটেশন ও মানসিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যৌন উত্তেজনার সময়ও বুক ধড়ফড় করে। দীর্ঘস্থায়ী জ্বরের পরে অ্যাবসেস সৃষ্টি হবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

হাত-পা ও অস্থি সন্ধি আক্রান্ত হয়। বস্তি প্রদেশ বা হিপ্‌জয়েণ্টে বেদনা, দুটি অস্থি-সন্ধির মধ্যবর্তী লম্বা অস্থিতে বেদনা নড়া-চড়া করলে কম থাকে। পুরানো গেঁটে বাত ধাতুগত অবস্থা, টিসুগুলি দুর্বল হয়ে পড়া, হাড়ের উপরে টিসু বা মাংস যেখানে পাতলা সেখানে লালচে ছোপ সৃষ্টি হওয়া, সেগুলিতে বেদনা ও প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে ক্ষততে পরিণত হওয়া অবস্থা দেখা যেতে পারে, জ্বরের পরে মাংসপেশীতে অ্যাবসেস সৃষ্টি হওয়া, অ্যাঙ্কলের কাছে, টিবিয়া যেখানে মাংসপেশী পাতলা সেই

সব অংশে খুব ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ফসফোরিক অ্যাসিডে পেরিঅস্টিয়ামের প্রদাহ, রাত্রিতে টিবিয়াতে বেদনা থাকতে দেখা যায়। হাড়ের বেদনায় মনে হয় যেন সেখানটা চেঁচে নেওয়া হয়েছে। হাত ঠাণ্ডা কিন্তু পায়ের পাতা উত্তপ্ত থাকে। পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে জলের মত পাতলা দুর্গন্ধ রসস্রাব হয়।

ফোড়া, অ্যাবসেস, পুঁজ যুক্ত ফোস্কা এবং আর্দ্র ধরনের অন্যান্য উদ্ভেদ, পেকে ওঠা উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে পারে ; টিসুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্নায়বিক লক্ষণের মধ্যে খুববেশী উদাসীনতা ; দুর্বলতা ও কাঁপুনি, মূর্চ্ছাভাব, খুববেশী স্নায়বিক অবসাদ ; হিস্টিরিয়াজনিত উপসর্গ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। দেহের সর্বত্র সুড়সুড় করা, ছোট পোকা হাঁটার মত শিরশির করা বিশেষভাবে যে সব স্থানে চুল আছে সেখানে দেখা দেয় যেন চুলের গোড়াতেই ঐরূপ অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে বলে বোধ হয় ; উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ বিশেষভাবে, যৌন অত্যাচারের ফলে দুর্বল হয়ে পড়লে বেশী হতে দেখা যায়। মেরুদণ্ডে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, পিঠে বেদনা ও অসাড়বোধ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

আঙ্গুলের ফাঁকে, হাতে অথবা জয়েণ্টের খাঁজে চুলকানিবোধ ; হার্পিস, একজিমা, ইরিসিপেলাস প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা দেয়। ত্বকে বড় বড় বেগুনী রঙের দাগ সৃষ্টি হয় ; শিরা ও ক্যাপিলারী থেকে ত্বকের নিচে রক্ত এসে জমা হওয়া, একিমোসিস প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ত্বকে ক্ষত, কার্বাঙ্কল, আঁচিল, 'চিলব্লেইন, ওয়েন বা আব কড়া প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে সেখানে হুল ফোটানোর মত ব্যথা ও জ্বালাবোধ, কালচে হয়ে পড়া, রক্তচলাচলে দুর্বলতায় ত্বক শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়, বৃদ্ধদের মত দেখায়, ধূসর রঙ নেয় এবং রোগী শীর্ণ হয়ে পড়ে।

ফাইটোলাক্কা
(Phytolacca)

এই ওষুধটি খুবই অসম্পূর্ণভাবে পরীক্ষিত, এবং এর কিছু কিছু লক্ষণ আংশিক বর্ণনা করা যেতে পারে। মানসিক লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়নি, তবে ওষুধটির কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

এই ওষুধটির সঙ্গে **মার্কারীর** অনেকটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে এবং এটি মার্কারীর অ্যান্টিডোট বা প্রতিষেধক রূপে কার্যকরী হয়। মার্কারীজনিত দীর্ঘস্থায়ী হাড়ের বেদনার সঙ্গে রোগীর মুখ থেকে লালা ঝরে ; বেদনা রাত্রিতে বিছানার উষ্ণতায় দেখা দেয় ; দেহে কন্‌কন্‌ করা ব্যথা ; ক্রনিক ধরনের টন্‌টনে ও থেঁতলানোর মত ব্যথা দেখা দেয় ; টিবিয়া, জয়েণ্ট প্রভৃতিতে, যে সব অংশে মাংসপেশী পাতলা সেইসব অংশে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, পেরিঅস্টিয়ামে বেদনা ; মাংসপেশীতে টেনে ধরার মত, খিঁচ ধরা ব্যথা ; পিঠের মাংসপেশীতে টান্‌ধরা ব্যথা প্রভৃতি রাত্রিতে, বিছানার গরমে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। **মার্কারীর** মতই রোগী ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেঁতে

আবহাওয়ায় ঐসব উপসর্গে কষ্ট পায়। ক্ষত সৃষ্টি হবার প্রবণতার জন্য এই ওষুধটি সিফিলিসে কার্যকরী হয়; পুরানো, দীর্ঘস্থায়ী সিফিলিসের ক্ষতের সঙ্গে রোগীর মুখ থেকে খুব লালা ঝরা; **মার্কারী** বাইরে থেকে প্রলেপ বা মালিশ করার ফলে তার দেহে মার্কারী থিতিয়ে থাকায় তাতে আর কোন ফল হয় না। গলায়; ত্বকে, দেহের কোন স্থানের মিউকাস মেমব্রেনে ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

আক্ষেপযুক্ত বা স্প্যাজমোডিক অবস্থা; মাংসপেশীতে টান্ধরা প্রভৃতি ভয়াবহ আক্ষেপে পরিণত হতে পারে; ওপিসথোটোনস হতে পারে; কোন কোন ক্ষেত্রে সার্ভাইক্যাল অংশ আক্রান্ত হবার ফলে মাথাটা পিছনে বেঁকে যায়; মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি ও মৃদু সংকোচন দেখা দেয়।

ফাইটোল্যাক্কা গ্ল্যান্ডের উপরে কার্যকরী ওষুধ। গ্ল্যান্ডগুলিতে প্রদাহ হয়ে শক্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। সোরথ্রোট ও সেইসঙ্গে ঘাড়ের ও গলার গ্ল্যান্ডগুলিতে প্রদাহ, বিশেষভাবে সাব-ম্যাক্সিলারী এবং প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। গলার ভিতরে প্রদাহ হয়ে ঘন, টানলে লম্বা হয়ে যাবার মত আঠালো শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়, টনসিলে স্ফীতি; ইরিসিপেলাসের মত খারাপ ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

লক্ষণগুলি রাত্রিতে, শীতের দিনে, শীতল ঘরের মধ্যে থাকা অবস্থায় এবং বিছানার উষ্ণতায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, কাজেই ওষুধটিতে ঠাণ্ডা ও উত্তাপের মধ্যে একটা বিরোধ থাকতে দেখা যায়।

মনে হয় যেন ওষুধটির সব লক্ষণ স্তনগ্রন্থিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়। স্তনে টন্টন্ করা এবং লাম্প বা ডেলা পাকানো অবস্থা বিশেষভাবে প্রতিটি ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় দেহ বেশী শীতল হয়ে পড়লেই সৃষ্টি হতে দেখা যায়; ঋতু-স্রাবকালে স্তনে টন্টন্ করা ক্ষতের মত ব্যথা; স্তনদানকারী মহিলাদের ঠাণ্ডা লেগে গেলেই তাদের স্তনে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, স্তনের দুধ দড়ির মত ও জমাট বাঁধা অবস্থায় পরিণত হতে দেখা যায়। প্রুভিংয়ের সময় এরূপ লক্ষণ পাওয়া গেছে, কিন্তু গরুর দুধ বেশী ঘন হয়ে পড়লে এবং গরুর পালানে ডেলা ডেলা বা লাম্প সৃষ্টি যদি গরু বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে দেখা দেয় তা হলে গোয়ালারা সেই অবস্থা সারানোর জন্য বহুদিন ধরেই 'পোক' (ফাইটোল্যাক্কা) গাছের মূল ব্যবহার করে আসছে।

যে কোন ধরনের উত্তেজনা, ভয় অথবা দুর্ঘটনায় উত্তেজনা দেখা দিলে রোগিণীর স্তন আক্রান্ত হয়; সেখানে লাম্প সৃষ্টি হয়; বেদনা, উত্তাপ, স্ফীতি, টিস্যু বৃদ্ধি পেয়ে টিউমারের মত অবস্থা এমনকি তীব্র ধরনের প্রদাহ এবং পেকে ওঠা বা পুঁজ হওয়া অবস্থাও দেখা দিতে পারে। মেটেরিয়া মেডিকার অন্য কোন ওষুধেই এইরূপ রোগ লক্ষণ স্তনে কেন্দ্রীভূত হতে দেখা যায় না। **মার্কারীতে** এর বেশ কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়; ঠাণ্ডা লেগে গেলে রোগীর গ্ল্যান্ডে টন্টন্ করা ব্যথা দেখা

দেয়। দৈহিক বা মানসিক যে কোন গোলযোগেই স্তনদানকারী মহিলাদের স্তনে ক্ষতের মত টন্‌টন্‌ করা ব্যথা দেখা দেয় তা হলে তাকে ফাইটোল্যাক্কা প্রয়োগ করতে হবে। যদি কোন শিশু সন্তানের মা বলেন যে তাঁর স্তনে দুধ নেই, অথবা দুধ খুব অল্প, ঘন ও অস্বাস্থ্যকর, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় তা হলে তাঁর ক্ষেত্রে, অন্য কোন বিরোধী লক্ষণ না থাকলে ফাইটোল্যাক্কা ধাতুগত ওষুধ হিসাবে কাজ করবে। এক মহিলার সন্তানকে স্তন-দুধ ছাড়াবার পরও প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত রক্ত মেশানো জলের মত স্রাব হতে দেখা যাচ্ছিল, তাকে ফাইটোল্যাক্কা দিয়ে সারানো গেছে। স্তন এত বেশী টন্‌টন্‌ করে যে শিশুকে স্তনদানের সময় তার মধ্যে প্রায় আক্ষেপের মত অবস্থা দেখা দেয়, স্তন থেকে বেদনা পিঠ ও হাত-পা বেয়ে যেন দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়।

ডিপথেরিয়া। বিশেষ করে এপিডেমিকের সময়; গলায় খুব স্ফীতি ও টিস্যুবৃদ্ধি, গলার বাইরের ও ঘাড়ের গ্ল্যান্ডে স্ফীতি, প্যারোটিড ও সাব-ম্যাক্সিলারী গ্ল্যান্ড বড় হয়ে ফুলে ওঠা, হাড়ে কন্‌কন্‌ করা বা কামড়ানি ব্যথা; মুখে দুর্গন্ধ, জিহ্বায় পুরু প্রলেপ, পিঠে খুববেশী বেদনা, নাক থেকে রক্ত পড়া এবং মাংস-পেশীতে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। **মার্কিউরিয়াসের** সদৃশ এইরূপ লক্ষণ ডিপথেরিয়াতে দেখা যায় এবং সে ক্ষেত্রে ফাইটোল্যাক্কা কার্যকরী হতে পারে। কোন কোন ডিপ্‌থেরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কেবল দুর্গন্ধ, জিহ্বায় ঘন প্রলেপ, রসক্ষরণ বা এক্‌জুডেসন, ঘাড় ও গলার বাইরে স্ফীতি এবং আড়ষ্ট বা শক্ত ভাব দেখতে পাই। এইরূপ লক্ষণ **মার্কিউরিয়াস** অথবা মার্কারীজাত যে কোন একটি ওষুধের মধ্যে থাকতে দেখা যেতে পারে। **প্রোটো-আয়োডাইডে** ডানদিকে আক্রমণ ঘটা ও সেখান থেকে যাওয়া অথবা পরে বাম দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। **মার্ক বিন-আয়োডাইডে** আক্রমণটা বাম দিক থেকে ডান দিকে বিস্তারিত হয়। **মার্ক-সায়ানাইডে** একটা ঘন, সবুজ পর্দার মত আবরণ বা 'মেমব্রেনাস কাস্ট' নাক থেকে গলা পর্যন্ত প্রসারিত থাকতে দেখা যায়। ফাইটোল্যাক্কাতে আমরা **মার্কারীর** মত অনেক লক্ষণই দেখতে পাই।

মাথার খুলিতে এবং টিবিয়া বা 'সিনবোন'এ সিফিলিসজনিত নোড বা গিঁট্‌গিঁট্‌ অবস্থা এই ওষুধে সারানো সম্ভব হয়েছে।

নানা ধরনের উদ্ভেদ; "আঁশযুক্ত উদ্ভেদ; পিটিরিয়াসিস, সোরিয়াসিস," দাদ, দাড়ি কামানোজনিত চুলকানি বা বারবারাস্‌ ইচ্‌, দেহে নানা ধরনের র‍্যাশ; হাম, স্কারলেট জ্বরের উদ্ভেদ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটিতে স্কারলেট র‍্যাশ, সোরথ্রোট ও গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হবার লক্ষণ দেখা যায়, কাজে এটি যে স্কারলেটিনাতে কার্যকরী হতে পারে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ম্যালিগন্যান্ট বা ক্যান্সারের মত গ্রোথকে বিলম্বিত করার ক্ষমতা এই ওষুধটির আছে, বিশেষত যদি সেটা স্তনে দেখা দেয়; গ্ল্যান্ডে টিউমার সৃষ্টি হয়ে সেটা শক্ত ও 'সিরাস' প্রকৃতির হয়ে পড়তে দেখা যায়। মহিলাদের স্তনে পুরানো, শুকিয়ে যাওয়া

ক্ষতের চিকিৎসায় এই ওষুধটির বিষয়ে জানার পূর্বে আর মাত্র একটি ওষুধের কথাই জানা ছিল। যেসব মহিলা দীর্ঘদিন পূর্বে সন্তানধারণ করেছেন তাঁদের স্তনে অ্যাবসেস সৃষ্টি হলে হয়ত পুলটিশ ব্যবহার করেছেন বা অস্ত্রোপচার করা স্তনে ক্ষতের দাগ থেকে গেছে বর্তমানে আবার সন্তান সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়ায় তাদের সেই পুরানো, শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের স্থানে **প্রদাহ** ও ক্ষত সৃষ্টি হয়ে ল্যাক্টিল গ্ল্যাণ্ড-গুলি বা স্তনগ্রন্থির ক্ষয় হতে থাকে অথবা স্তনগ্রন্থির নালী বা ডাক্টগুলি একপাশে সরে গিয়ে হয়ত মুচড়ে যায়, ফলে সেখানে ভয়াবহ প্রদাহ, দপ্‌দপ্‌ করা ব্যথা, দুধ রক্ত মেশানো হয়ে পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে পূর্বে **গ্র্যাফাইটিস** রুটিন ওষুধটি ব্যবহৃত হত ; কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে ফাইটোল্যাক্কা অধিকতর উপযোগী এবং আনুষঙ্গিক প্রায় সব লক্ষণের সঙ্গেই তার মিল থাকতে দেখা যায়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্তনগ্রন্থিতে প্রদাহ হবার ফলে যে সব লক্ষণ দেখা দেয় সেগুলি হচ্ছে—পিঠে কামড়ানো ব্যথা এবং হাড়ে বেদনা ; জ্বর ও কাঁপুনি সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি। ফাইটোল্যাক্কাতে এই সব লক্ষণই আছে এবং রোগিণীর প্রকৃতির সঙ্গেও এটি সম্পূর্ণ-ভাবে মিলে যায়। **গ্র্যাফাইটিসে** সেটা সীমিতভাবে থাকে। খুববেশী জ্বর, মাথায় রক্তাধিক্য, ক্যারোটিড ধমনীতে দপ্‌দপ্‌ করা ; খুববেশী লালভাব এবং সেই লাল-ভাবটা স্তনের বোঁটা থেকে স্তনের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে **বেলেডোনা** উপযোগী হবে। যদি সমগ্র স্তনগ্রন্থিটি পাথরের মত ভারী ও শক্তবোধ হয় এবং নড়া-চড়া ও স্পর্শে যদি কষ্টবোধ থাকে তা হলে **ব্রায়োনিয়া** উপযোগী হবে। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে **মার্কারী** কার্যকরী হয়। যখন প্রদাহ থেকে পেকে ওঠা বা পুঁজ সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে **হিপার** এবং **সাইলিসিয়া** কার্যকরী হয়, যদি অবশ্য একমাত্র উত্তাপে কিছুটা আরামবোধের লক্ষণ থাকে। যখন আক্রান্ত স্থানে খুববেশী স্পর্শকাতর বেদনা, ও ক্ষতের মত টনটন করা, মানসিক উত্তেজনা বা খিটখিটে ভাব এবং উত্তাপে আরামবোধ লক্ষণে তখন **হিপার** কার্যকরী হয় ; ঐ ওষুধটি স্তনের পেকে ওঠা অংশকে সীমিত করে রাখে এবং আক্রান্ত স্থানটিকে বেদনা-হীন ভাবে উন্মুক্ত করে পুঁজ বের হতে সাহায্য করে থাকে।

খুব কষ্টকর, দীর্ঘস্থায়ী, অদম্য, পুরানো শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও সেই সঙ্গে নাকের হাড়ে ক্ষয় সৃষ্টি হতে দেখা যায়। "নাক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে ; হাওয়ার বিপরীতে ছুটলে বা ঘোড়ায় চড়ে ছুটলে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়।" "সর্দি বা কোরাইজা ও কাশির সঙ্গে চোখ লাল হয়ে ওঠা, চোখ থেকে জল পড়া ; আলোক-ভীতি, চোখে বালি ঢোকার মত বোধ ও সেই সঙ্গে চোখে কর্‌কর্‌ করা ব্যথা ও জ্বালাবোধ থাকে।" "সিফিলিসজনিত ওজিনার সঙ্গে রক্তমেশানো পুঁজের মত স্রাব ও অস্থিতে ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।" "নোলি মি ট্যাঙ্গার এবং নাকের ক্যান্সার জাতীয় উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে।"

ফিশারে আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ, শক্তভাব ও উদ্ভেদ সৃষ্টি করা লক্ষণে এই ওষুধটির সঙ্গে **গ্র্যাফাইটিসের** কিছুটা সাদৃশ্য আছে। যে সব অংশে রক্তচলাচল

ক্ষীণ বা দুর্বল সেখানে ইনডিউরেশন বা শক্তভাব সৃষ্টি করার একটা প্রবণতা এই ওষুধে দেখা যায়।

মুখমণ্ডল বসে যায়, ফেকাশে হয়ে পড়ে, চোখের চারপাশে নীল বা কালচে দেখায়, চেহারায় হলদেটে ভাব, নীলচে ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে পড়তে দেখা যায়। রাত্রিতে মাথা ও মুখমণ্ডলের হাড়ে বেদনাবোধ ; বাম কানের চারপাশে ও মুখমণ্ডলের ধারের দিকে ইরিসিপেলাসের মত স্ফীতি ক্রমশ স্ক্যাল্প অংশেও ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে খুব বেদনাবোধ থাকে। ঠোঁট উল্টে থাকা ও শক্তভাব, টিটেনাস, ঠোঁটে ক্ষত, প্যারোটিড ও সাব-ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি, জিহ্বার পিছনে ঘন প্রলেপ, হলদেটে প্রলেপ ও শুকনো জিহ্বা দেখা যায়। অ্যাকিউট উপসর্গে **মার্কিউরিয়াসের** মত এইরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যেতে পারে। এক্লেক্টিক অর্থাৎ সব ধরনের চিকিৎসার মধ্য থেকে যারা ভাল অংশটুকু বেছে নেয় তাদের কাছে ফাইটোল্যাক্কার বেশ কিছুটা সমাদর আছে, এবং তাদের ফলাফলে, আমরা এই ওষুধটির কার্যকারিতার একটা ছায়া দেখতে পাই। 'সিন্সিনাটি' নামে আমেরিকার একটি অঞ্চলে একলেক্টিকরা একবালতি জলে ফাইটোল্যাক্কার (ক্রুড অবস্থায়) তিন ফোঁটা ফেলে, মিশিয়ে সেটা মুখের ঘায়ে প্রয়োগ করতেন, তাদের মধ্যে এটা একটা বাঁধাধরা ওষুধ ছিল এবং এতে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির মতই রোগ নিরাময় হতে দেখা গেছে। মুখের ভিতরে ক্ষত সহ 'সোর মাউথ', সিফিলিসজনিত ক্ষত প্রভৃতিতে লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে ফাইটোল্যাক্কা সেগুলিকে সারিয়ে তুলতে পারে।

গলায় বিভিন্ন উপসর্গ, ডিপথেরিয়া, সোরথ্রোট, গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ, হাড়ে কন্কন করা ব্যথা রাত্রিতে বৃদ্ধি পাওয়া, তীব্র ধরনের উপসর্গে ঢোক গিলতে বা কিছু গিলতে গেলে খুব কষ্টবোধ, টনসিলে বেদনা ; টনসিল বড় হয়ে ওঠা ; পেকে ওঠার প্রবণতা প্রভৃতিকে এই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করা যায়। সিফিলিস ও মার্কারীর অপব্যবহারের সৃষ্ট সোরথ্রোটে গরম পানীয় গ্রহণে কষ্ট বেড়ে যায় বলে রোগী ঠাণ্ডা খেতে বা পান করতে চায় এবং রাত্রিতে কষ্ট বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, ডিপথেরিয়াতে রোগী বসবার চেষ্টা করলে বেশী অসুস্থবোধ এবং মাথাঘোরা, গা-বমিভাব দেখা দেয়, মাথার সামনে বা কপালে বেদনা বা মাথাধরা ; গলা থেকে বেদনা ঝিলিক দিয়ে কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষত কিছু গিলতে বা ঢোক গিলতে গেলে এইরূপ ঝিলিক দেওয়া বেদনাবোধ দেখা দেয় ; মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস, জিহ্বায় খুব পুরু প্রলেপ, জিহ্বা বাইরে ঝুলে থাকা ; জিহ্বার পিছনের অংশে বেশী প্রলেপ থাকা, জিহ্বার ডগার দিকে ভীষণ লাল হয়ে থাকা, শ্বাসে দুর্গন্ধ, পচাটে গন্ধ, বমি হওয়া, টনসিল ফুলে থাকায় ও পর্দার মত আবরণে ঢেকে থাকায় কিছু গিলতে গেলে খুব কষ্টবোধ ; প্রথমে বাম দিকের টনসিলে পর্দার মত আবরণ সৃষ্টি হওয়া ; তিন-চারটি ছোট ছোট অংশে বা প্যাচ্-এ ক্ষত সৃষ্টি হওয়া ; টনসিল, আলজিভ বা ইভিউলা ও গলার পিছনের অংশে ছাই-রঙের রসক্ষরণে (এক্জুডেসন) আবৃত থাকা প্রভৃতি দেখা যায়।

জিহ্বা বাইরে বের করতে গেলে জিহ্বার গোড়ায় বেদনাবোধ হতে দেখা যায়।

পুরানো গেঁটেবাত ও হাত-পায়ে বাতের উপসর্গ ; বাতের অ্যাকিউট অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে ও রাত্রিতে, বিছানার উষ্ণতায়, উষ্ণ সেক্ লাগালে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। গেঁটে বাতের মত বাতের উপসর্গে, সিফিলিসজনিত উপসর্গে বেদনা যেন হাড়ে দেখা দিচ্ছে বলে বোধ হতে দেখা যায়। হিপ্ অংশে তীব্র ধরনের কেটে যাওয়া, ছিঁড়ে ফেলার মত ও টেনে ধরার মত বেদনা, পায়ে টেনে ধরার মত বেদনায় মেঝেতে পা রাখাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। সিফিলিস অথবা গনোরিয়াজনিত সায়টিকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। পায়ে ক্ষত ও নোড বা ছোট ছোট গিঁট্গিঁট্ অবস্থা সৃষ্টি হয়।

এক শ্রেণীর চিকিৎসক **পডোফাইলামকে** উদ্ভেদজনিত পারদ বা "ভেজিটেব্ল মার্কারী" বলে বর্ণনা করতেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ নামটি অর্থাৎ 'ভেজিটেবল মার্কারী' নামটি ফাইটোল্যাক্কার পক্ষেই প্রযোজ্য কারণ এই ওষুধটির মধ্যে **মার্কারীর** সঙ্গে সাদৃশ্য অনেক লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায়।

পিক্রিক অ্যাসিড
(Picric Acid)

এই ওষুধটি প্রুভিং থেকে প্রাপ্ত লক্ষণগুলির দিকে তাকালে রোগীর দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার লক্ষণটাই প্রথমে আমাদের মনে রেখাপাত করে। এই দুর্বলতা ক্রমশ বেড়ে যায়, ক্লান্তি বোধ থেকে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দেয়। মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ড নরম হয়ে পড়ার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। রোগী শীঘ্রই উত্তাপে সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং ঠাণ্ডা হাওয়া চায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার মাথা ও দেহের উপসর্গ কম থাকে বা কমে যায়। ঠাণ্ডা হাওয়া ও শীতল জলে স্নান তার কাছে খুব আরামপ্রদ বলে বোধ হয়। ভিজে আবহাওয়ায় রোগী অধিক অনুভূতি-প্রবণ হয়ে পড়ে। দেহের বিভিন্ন অংশে অসাড়তা, কাঁপুনি, ক্লান্তিবোধ, ভারীবোধ প্রভৃতির জন্য রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়, সামান্যতম পরিশ্রমেই উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি এই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নিদ্রাহীনতা, মানসিক ক্লেশ ও দুশ্চিন্তা প্রভৃতি উপসর্গ মানসিক শ্রমের ফলে সৃষ্টি হয়। খুববেশী উদাসীনতা দেখা দেয়। উদাসীনতা ও ইচ্ছা-শক্তির অভাব, কথা বলায় অনিচ্ছা, কোন মানসিক কাজ বা চিন্তা করায় অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ এই ওষুধটির মস্তিষ্কের দুর্বলতা বা 'ব্রেইন-ফ্যাগ্' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সামান্যতম মানসিক শ্রমেই রোগী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার মধ্যে টন্‌টন্ করা ব্যথা ও হাঁটা-চলা করায় অক্ষমতা, ডায়রিয়া, মেরুদণ্ডের বরাবর জ্বালাবোধ, সাধারণভাবে হাত-পা ও পিঠে দুর্বলতা ও ভারীবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। কোন বিষয়েই তার

কোন উৎসাহ বোধ থাকে না, যে কোন মানসিক শ্রমের কাজেই সে বিরক্ত ও খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে। অল্প বয়সী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আমরা এই ওষুধটির উপযোগী সাধারণ লক্ষণগুলি দেখতে পাই, যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি অবহেলা করা হয়ে থাকে। ছোট শিশুর যখন প্রথম বর্ণ-পরিচয় ঘটে তখন তার মাথাধরা দেখা দেয়, যখনই সে পড়ার চেষ্টা করে তখনই সেই মাথার যন্ত্রণা ফিরে আসে, এবং প্রায়ই তার সঙ্গে পিউপিল প্রসারিত হয়ে নড়তে দেখা যায়। স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষার সময়ই এই মাথাধরা দেখা দেয়। স্কুলের এক অল্প বয়সী যুবককে নিম্নে বর্ণিত লক্ষণে দ্রুত নিরাময় করা সম্ভব হয়েছিল ঃ—ছাত্রটির মাথাধরা, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মাথাঘোরা, মাথায় ভারীবোধ, নাক থেকে রক্তপড়া, পিউপিলে প্রসারিত অবস্থা, কনজাংক্টাইভায় রক্তাধিক্য, কৃত্রিম আলো সহ্য না হওয়া, ক্ষুধামান্দ্য, মুখে তেঁতো স্বাদ পাওয়া, বমি হওয়া ও জণ্ডিস সৃষ্টি হওয়া। মানসিক শ্রমের ফলে মাথাঘোরা, মাথা নিচের দিকে ঝোঁকালে, হাঁটা-চলা করলে, সিঁড়ি বেয়ে উঁচুতে উঠলে, বালিশ থেকে মাথা উঁচুতে তুললে তাঁর দেহে একটা অসার বা খঞ্জের মত দুর্বলতাবোধ হয় ; রোগী উঠে বসতে গেলেই তার গা-বমিভাব দেখা দেয় এবং তার সঙ্গে প্রায়ই মাথার যন্ত্রণা থাকে। ছাত্রদের মাথাধরায়, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও যাদের খুববেশী পরিশ্রম করতে হয় তাদের মাথাধরায় এই ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। মাথাধরার সঙ্গে খুববেশী স্নায়বিক দুর্বলতা, শোক এবং দমিত আবেগ থেকে সৃষ্টি হতে দেখা গেলে ওষুধটি উপযোগী হলেও প্রায়ই এটিকে অবহেলা করা হয়ে থাকে। এই ওষুটিতে মাথার তালু বা ভারটেক্স অংশে তীব্র বেদনা, কপাল ও অক্সিপুট অংশেও অনুরূপ ভয়ংকর বেদনা মেরুদণ্ড বেয়ে খুববেশী উত্তাপবোধ সহ ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরায় রোগী মাথায় ঠাণ্ডা কিছু লাগাতে বা মাথাটি ঠাণ্ডা রাখতে চায় ; উষ্ণ ঘরে থাকতে, মাথা ও দেহ কাপড়-চোপড়ে জড়িয়ে রাখলে মাথাধরার যন্ত্রণা বেড়ে যায় এবং দেহ ও মনের বিশ্রামে মাথাধরা কমে যায়।

মাথাধরার যন্ত্রণা প্রায়ই দিনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে এবং রাত্রিতে ঘুমালে কমে যেতে দেখা যায়। দিনের বেলায় রোগী সম্পূর্ণভাবে অক্ষম বা অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, কিন্তু রাত্রিতে ঘুম ও বিশ্রামের পরে সে আরামবোধ করে থাকে। এই মাথাধরা সঙ্গে প্রায়ই খুববেশী অবসাদ দেখা দেয়। মাথাধরার সঙ্গে ওষুধটির অন্যান্য উপসর্গের মতই যৌন-উত্তেজনাও খুববেশী হতে দেখা যায়, তবে সেটা একান্ত আবশ্যিক কোন লক্ষণ নয়।

মস্তিষ্কের ক্লান্তি বা দুর্বলতা (ব্রেইন-ফ্যাগ্) থেকে চোখের মাংসপেশীর দুর্বলতা দেখা দেয় এবং তা থেকে চোখের বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি হয়। তাকিয়ে থাকা, খুব ছোট ছোট করে ছাপানো অক্ষর পড়া ও দৃষ্টিশক্তির বেশী পরিশ্রমের ফলে মাথাধরা দেখা দেয় (অনস্মোডিয়াম)। চোখে বালি পড়ার মত কর্‌কর্ করা তীক্ষ্ন বেদনা, চোখের জল হাজাকর থাকা, চোখের সামনে আলোর বিন্দুর মত

দেখা, কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি, নিকট দৃষ্টিতে গোলযোগ, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া ; বিভিন্ন বস্তু যেন চোখের সামনে জড়িয়ে তালগোল হয়ে যায়, পিউপিল প্রসারিত হয়ে পড়ে, চোখে তীব্র বেদনাবোধ দেখা দেয়। চোখে ঘন পিঁচুটি জমে ; কৃত্রিম আলোয় চোখের উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

কানের বাইরের 'অডিটরী ক্যানালে' ছোট ছোট ফোড়া এবং পুঁজযুক্ত ফোস্কা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

উদ্গার বা শূন্য ঢেকুর ওঠা, টক ঢেকুর ওঠা ; সকালে গা-বমিভাব দেখা দেয়, বিছানা ছেড়ে উঠলে ও নড়া-চড়া করতে গেলে গা-বমিভাব বেড়ে যায়।

লিভারের গোলযোগের লক্ষণ থাকে এবং রোগী জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়।

পেট গড়্‌গড় করা, মানসিক শ্রম থেকে উদরাময় সৃষ্টি হয়ে হলদে, জলের মত অথবা পাতলা, তেলতেলে চেহারার মল নির্গত হতে দেখা যায় ; মলত্যাগের পরে পেটে তীব্র বেদনাবোধ, মলে হলদে, শস্যদানা বা ময়দা গোলা জলের মত চেহারা থাকে। ভগ্ন স্বাস্থ্যের লোকেদের, মলত্যাগের পরে আরও বেশী দুর্বলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

প্রস্রাবে সুগার এবং অ্যালবুমিন থাকে ; স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ও বেশী হয়ে যায়। প্রস্রাবে প্রচুর ইউরেটস, ইউরিক অ্যাসিড ; ফসফেট থাকে, সালফেট অপেক্ষাকৃত ভাবে কম থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাবের পরেও ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব পড়ে। মূত্রথলীর খুববেশী দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। ফসফেটের খুববেশী পরিমাণ বিনিষ্ট ঘটে।

প্রুভিংয়ের সময় দেখা গেছে যে স্বাভাবিক যৌনেচ্ছা খুব বৃদ্ধি পেয়ে কামুকতা দেখা দেয়, তার সঙ্গে তীব্র ধরনের লিঙ্গোদ্গম, বিশেষভাবে রাত্রিতে হতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ লক্ষণ দীর্ঘদিন ধরে থাকতে দেখা গেলেও এই ওষুধে সেটা সারানো যায়। মাথার অক্সিপুট অংশ ও মেরুদণ্ডে বেদনা, হাত-পায়ে ভারী-বোধ ও যৌন উত্তেজনা থাকতে দেখা যায়। পায়ের তলায় খুববেশী অস্থিরতা থাকলে সে ক্ষেত্রে **জিঙ্কাম পিকরিকাম** বেশী কার্যকরী হয়। ঐ ওষুধে পুরুষত্বহীনতা বা ধ্বজভঙ্গ এবং স্পারমাটোরিয়া সারানো যায় যদি অবশ্য কামোন্মাদনাকে দমন করা রোগীর মনের পক্ষে সম্ভব না হওয়া লক্ষণটি থাকে।

দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমে মেরুদণ্ডে জ্বালা করা উত্তাপবোধ দেখা দেয়। মেরুদণ্ডের দুর্বলতা এবং হাত-পায়ের, বিশেষত পায়ের দিকে ভারীবোধ দেখা দিতে দেখা যায়। পিঠে এত দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ হয় যে রোগী সোজা হয়ে বসে থাকতে না পেরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসতে বা শুয়ে পড়তে বাধ্য হয় ; শুয়ে থাকলে সে কিছুটা আরামবোধ করে। মায়েলাইটিসের সঙ্গে হাত-পায়ে দুর্বলতা এবং হাত পা এবং দেহ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখার মত অথবা সংকুচিত হয়ে পড়ার মত বোধ দেখা দিলে সেই মায়েলাইটিসে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর পায়ে অসাড়বোধে মনে হয় যেন ইলাস্টিক দেওয়া মোজা

পায়ে পরা আছে। লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়ার সঙ্গে খুব তীব্র ধরনের লিঙ্গোদ্গম এবং ঘুমিয়ে পড়া মাত্রই বীর্যপাত হতে দেখা গেলে ওষুধটি কার্যকরী হবে। মেরুদণ্ডের অনেক দুর্বলতাই এই ওষুধে সারানো সম্ভব হয়েছে।

পায়ের দিকে দুর্বলতার সঙ্গে কাঁপুনি, অসাড়তা এবং সংকুচিত হয়ে পড়ার মত বোধ থাকে। কোনরূপ উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ এবং সূচ ফোটানোর মত বা কাঁটার খোঁচা লাগার মত বোধ হতে দেখা যায়। পায়ের পাতায় খুববেশী শীতলতা থাকে। শারীরিক পরিশ্রমে এই সব লক্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘক্ষণ বিশ্রামের পরে রোগী আরামবোধ করে। সামান্য পরিশ্রমের পরেই হাত-পা ও সর্বদেহে দুর্বলতা দেখা দেয়। খুববেশী অবসন্নভাব থাকতে দেখা যায়। মাংসপেশীতে খুব দুর্বলতা, দিনের বেলায় নিদ্রালু হয়ে পড়া, কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রাহীন থাকা, বিশেষত মানসিক পরিশ্রমের পরে এইরূপ লক্ষণ সৃষ্টি হয়।

প্লাটিনাম
(Platinum)

প্লাটিনামের প্রুভিংয়ে মহিলাদের মনের বিকৃতি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে দেখা যায়। ভয় পেলে, দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা অথবা হতাশা, মানসিক আঘাত অথবা দীর্ঘদিন ধরে রক্তপাত ঘটা প্রভৃতি কারণে মহিলাদের হিস্টিরিয়া দেখা দিলে ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। রোগিণীকে উদ্ধত প্রকৃতি ও গর্বিতা হয়ে পড়তে দেখা যায়। গর্ববোধ এবং নিজের সম্বন্ধে খুববেশী উঁচু ধারণাবোধ এই ওষুধটির একটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। রোগিণীর ধারণা হয় যে সে খুব উচ্চ বংশজাতা এবং তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন সবাই তার তুলনায় অনেক নিচু বংশজাত, সেইজন্য সে তাদের নিচু নজরে দেখে ; তার পরিচিত সবাই যেন তার থেকে নিচু স্তরের। এইরূপ মানসিক ধারণা রোগিণীর দেহেও প্রকাশ পাওয়া এই ওষুধটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। রোগিণীর ধারণা হয় যে অন্যের তুলনায় তার দেহটা বড়, অন্য সবাই তার তুলনায় ছোট আকৃতির। তার মানসিকতায় অবজ্ঞা, উদ্বেগ এবং যে সব বিষয় মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় সেই সব বিষয়েও তার মধ্যে গাম্ভীর্য দেখা দেয়, সে সেইসব গুরুত্বহীন বিষয়কেও গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখে, সামান্য কারণেই সে খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে, সামান্য বিরক্তির কারণ ঘটলেই সে আবেগ-প্রবণ, ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কেঁদে ফেলে। সামান্য উত্তেজনাতেই তার বুক ধড়ফড় করে ; দেহে, হাত-পায়ে কাঁপুনি দেখা দেয় ; সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়ে। ভীত হয়ে পড়া এই ওষুধের একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। তার ভয় হয় যেন কোন বিপদ ঘটবে, যেন তার অনুপস্থিত স্বামী আর কোনদিনই তার কাছে ফিরে আসবেন না, যদিও তিনি নিয়ম মত প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসেন, তবুও ঐরূপ ভয় হতে দেখা যায়। তার হাবভাবে অস্থিরতা,

উত্তেজনার লক্ষণ থাকে, সে চুপচাপ থাকতে না পেরে হেঁটে চলে, ঘুরেফিরে বেড়ায় এবং কান্নাকাটি করে।

রোগিণীর মানসিক লক্ষণগুলিকে দৈহিক লক্ষণের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তার মধ্যে অদ্ভুত বা অলীক ধরনের কল্পনা বা ধারণার জন্ম হয়। তার মনে কল্পনা জাগে যে সে এই বংশ বা জাতির লোক নয়, সে ধর্মীয় বিষয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়ে, ঘরের এক কোণে বসে আপন মনে বিড়্বিড় করে, কারো সঙ্গে কথা বলে না। তার মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়; যৌন-বিকৃতিতে উন্মত্ত হয়ে সে অশ্লীল কথাবার্তা বলে, কাঁপতে থাকে। বিরক্তি বা ক্রোধ থেকে তার মধ্যে আক্ষেপ বা স্প্যাজম দেখা দেয়। সে কখনো শিস দেয়, কখনো গান গায়, কখনো নাচতে থাকে। কাল্পনিক বিষয়ে সব সময় কথা বলে চলে। তার মধ্যে মানসিক অবসাদজনিত বিমর্ষভাব অথবা বাতিকগ্রস্ত অবস্থা বা ম্যানিয়া সৃষ্টি হতে পারে। তার গর্বে আঘাত লাগলে নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; যৌন-উত্তেজনা থেকেও নানা লক্ষণ দেখা দেয়। তার মধ্যে সাধারণ মানসিক লক্ষণগুলিকে হাত-পায়ে কাঁপুনি, যৌন-উত্তেজনা এবং দেহের বিভিন্ন অংশ ও হাত-পায়ে অসাড়তা-বোধ প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে থাকতে দেখা যায়। চেপে ধরার মত অনুভূতি, চাপবোধ যুক্ত বেদনা, হাত-পায়ে চেপে ধরার মত বেদনায় মনে হয় যেন ঐসব অঙ্গ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে অথবা ঐ সব স্থান যেন সংকুচিত হয়ে পড়েছে, হাত-পায়ের ত্বকে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখার মত টান্‌বোধ দেখা দেয়। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেহের বিভিন্ন অংশে দেখা দিতে এবং বিভিন্ন লক্ষণে নতুন নতুন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে। স্ক্যাল্প অংশে অসাড়বোধের সঙ্গে মাথায় চাপযুক্ত বেদনাবোধ, মাথায় গর্ত করার মত, খুব জোরে চেপে ধরার মত বেদনাবোধ হতে দেখা যায়। স্ক্যাল্পে টেনশন বা টানবোধ, খিঁচ্‌ধরা বা ক্র্যাম্পের মত বোধ ও সংকুচিত হয়ে পড়ার মত অনুভূতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ভীষণ আকার ধারণ করে। মাথা যেন নিঙড়ে নেওয়া হচ্ছে এরূপ বোধসহ বেদনাটি মাথার টেম্পল অংশে, মাথার তালুতে অথবা কপালে সৃষ্টি হতে পারে। আবার, স্ক্যাল্প অংশে ছোট পোকা হাঁটার মত বিড়বিড়্ করা, সুড়্সুড়্ করা, অসাড়তাবোধ হতে দেখা যেতে পারে। মাথায় হঠাৎ শক্ লাগার মত বোধ হতে পারে। স্ক্যাল্প অংশে অসাড়-বোধের মত একাদিক্রমে থেকে যাওয়া আর কোন লক্ষণ মাথায় সৃষ্টি হতে দেখা যায় না, সব বেদনা ও সব ধরনের অনুভূতির সঙ্গেই অসাড়তাবোধ থেকে যেতে দেখা যাবে। সব ধরনের মাথার যন্ত্রণাই ক্রমশ বেড়ে গিয়ে ভয়াবহ বা তীব্র হয়ে ওঠে। তীব্র ধরনের স্নায়বিক বেদনার জন্য হিস্টিরিয়াগ্রস্তদের মাথায় খুববেশী অনুভূতি-প্রবণতা দেখা দেয়; কখনো মাথার অসাড়তাবোধকে মস্তিষ্কের ভিতরে অসাড়-বোধ বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। চাগ্রীণ বা মানসিক ক্লেশ, ভয়, বিরক্তি, রক্তপাত ঘটা এবং যৌন উত্তেজনা প্রভৃতি থেকে মাথাধরা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

চোখের সামনে আলোর ফুলকির মত দেখা, চোখের পাতায় আক্ষেপ এবং

বস্তুগুলিকে তাদের প্রকৃত আয়তনের তুলনায় ছোট দেখায়। চোখে শীতল অনুভূতি, চোখের মাংসপেশীতে আক্ষেপযুক্ত কাঁপুনি ও মৃদু সংকোচন ঘটে। কানে ক্র্যাম্পযুক্ত বেদনা, কানে শীতলতাবোধ, কানের বাইরের অংশে অসাড়তাবোধ সৃষ্টি হয়। কানের অসাড়বোধ মুখমণ্ডল, নাক এবং মাথার স্ক্যাল্প পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তে দেখা যায়। প্লাটিনাম রক্তস্রাবের পক্ষে উপযোগী একটি ওষুধ। দেহ ও মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তপাত ঘটতে দেখা যায় এবং সেই রক্তকে কালচে জমাট বাঁধা ক্লটের সঙ্গে তরল হতে দেখা যায়। নাকের লক্ষণে রক্তপাতের অবস্থা দেখা যায়। নাক থেকে কালচে জমাট বাঁধা রক্ত পড়ে। ঘ্রাণশক্তি তীব্র হয়ে ওঠে। নাকের গোড়ায় ভয়ানক টান ধরা বা খিঁচ্ ধরা বেদনা এবং সেই সঙ্গে মুখমণ্ডলে লালভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মুখমণ্ডলে শীতলতাবোধ, অসাড়তা, খিঁচধরা ও চাপধরা বেদনাবোধ থাকে, নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা দেখা দেয়। মুখমণ্ডলে ছোট পোকা বা পিঁপড়ে হাঁটার মত বিড়বিড় করা, সুড়্সুড়্ করা, শীতলতা ও অসাড়তাবোধ থাকতে দেখা যায়। ম্যালার বোন্ বা হনু-অস্থি অর্থাৎ গালের হাড়ে অসাড়তা এবং মুখমণ্ডলে ছিঁড়ে যাওয়া, গর্ত করার মত বেদনাবোধ হতে দেখা যায়।

নিচের চোয়ালে, বিশেষভাবে ডানদিকের চোয়ালের নিচে দপ্‌দপ্ করা এবং গর্ত করার মত বেদনা এবং সেই সঙ্গে শীতলতায় অসাড়তা থাকতে দেখা যায়। বেদনা ধীরে ধীরে আসে এবং ধীরে ধীরেই চলে যায়। জিহ্বায় ঝল্সে যাবার মত বোধ, ছোট পোকা হাঁটার মত সুড়্সুড়্ করা অনুভূতি থাকে। বিষণ্ণতার জন্য ক্ষুধা-মান্দ্য দেখা দেয়, আবার অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাক্ষুসে খিদে দেখা দেয়; রোগী খুব তাড়াতাড়ি খায়, যা পায় তাই খায়। পেটে খুব গ্যাস জমে, ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে গোঁজিয়ে যায়। পাকস্থলী ও পেটের মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি দেখা দেয়। সম্পূর্ণ পেটটি যেন ব্যাণ্ডেজ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে অথবা সংকুচিত হয়ে পড়েছে এরূপ অনুভূতি হতে থাকে। পেটের ত্বকে টেনশনবোধ হয়। পেটে তীব্র ধরনের খিঁচ্ধরা ব্যথা, নাভীতে দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে রাখার মত অনুভূতির জন্য মনে হয় যেন পেটটা ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে। পেটে চাপধরা, নিচের দিকে নেমে যাওয়া ব্যথা সৃষ্টি হয়; এই ধরনের ব্যথা অনেকটা **প্লামবামের** মত হতে দেখা যায় এবং প্লাটিনাম **প্লামবামের** প্রতিষেধক বা অ্যাণ্টিডোট হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পেটে জমে থাকা বায়ু থেকে চাপধরা বা টেনে ধরার মত ব্যথা দেখা দেয়। **প্লামবামের** মতই এই ওষুধটিতে পেটে বা অন্ত্রে অসাড়ভাব বা নিষ্ক্রিয়তা থাকতে দেখা যায় এবং সেই জন্য দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা এবং প্রচুর বায়ু জমে থাকতে ও নিঃসরণ হতে দেখা যায়।

মল অর্ধজীর্ণ এবং কাদা কাদা অথবা পোড়া ইঁটের মত শক্ত, অথবা খুব কম পরিমাণে হতে ও কষ্টকর ভাবে নির্গত হতে অথবা আঠালো অবস্থায় কাদা-মাটির মত মলদ্বারে লেপ্টে থাকতে দেখা যেতে পারে। বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু

মলত্যাগের জন্য জোর বা বেগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা না থাকা, দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য মলত্যাগের ব্যর্থ চেষ্টা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। সীসা দ্বারা বিষক্রিয়া সৃষ্টি হবার পরে পেটে বেদনা ও কলিক বা শূল বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। ভ্রমণকারীদের কোষ্ঠবদ্ধতায় মলত্যাগের জন্য বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করে যেতে হয়। মলত্যাগের সময় মলদ্বারে কামড়ানো, জ্বালা করা ব্যথা, অর্শের বলী বেরিয়ে পড়া, মলত্যাগের সময় রেক্টামে জ্বালাবোধ ; মলদ্বারে চুলকানিবোধ, সুড়সুড় করা ও কোঁথানি বিশেষ ভাবে সন্ধ্যাকালে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যেই খুববেশী কামোন্মাদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রবল যৌন কামনায় রোগী হস্তমৈথুনে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। ওনানিজম্ বা হস্তমৈথুন ক্রিয়া থেকে মৃগীরোগ সৃষ্টি হ'লে সেটা এই ওষুধে সারানো যায়। মহিলাদের কামোন্মাদনার লক্ষণ প্লাটিনামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অসহ্য যৌন উত্তেজনা এবং যৌনাঙ্গে ভীষণ সুড় সুড় করা অনুভূতি দেখা দেয়। যৌনাঙ্গে এত বেশী অনুভূতিপ্রবণতা সৃষ্টি হয় যে ঋতুস্রাবের সময় ন্যাপকিন্ ব্যবহার করাও কষ্টকর হয়ে পড়ে ; ভ্যাজাইনাতে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতার জন্য চিকিৎসকের পক্ষে তর্জনীর সাহায্যে সেখানটা পরীক্ষা করে দেখাও সম্ভবপর হয় না। এইরূপ অবস্থা প্রদাহজনিত নয়, সেখানে হাইপারস্থেসিয়া বা অনুভূতির আধিক্য থাকাতেই ঐ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়। অলপবয়সী যুবতী, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েদের মধ্যে যৌন-উত্তেজনা খুব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে খুববেশী যৌন-সঙ্গমেচ্ছার সঙ্গে যৌনাঙ্গে খুববেশী চুলকানিবোধ, সুড়সুড় করা এবং যৌন সম্ভোগে আনন্দ লাভের অভিলাষ দেখা দেয়। ওভারী অঞ্চলে, বিশেষত বাম ওভারীতে বেদনা-বোধ থাকে। এই ওষুধে বন্ধ্যাত্ব সারানো যেতে পারে, বিশেষত যদি অত্যধিক যৌন উত্তেজনা থেকে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়, সেটা এই ওষুধে সারানো যাবে। ওভারীতে জ্বালা করা ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথা দেখা দেয়। জরায়ু থেকে রক্তস্রাবের সঙ্গে এবং ঋতুস্রাবকালে ওভারীতে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। ওভারীর টিউমার, সিস্টিক টিউমার এই ওষুধে সারানো যায়। জরায়ুর প্রদাহ, প্রসব বেদনার মত নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়া বেদনা, প্রল্যাপ্স্-এর মত বেদনাবোধ হতে দেখা যায়। জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ ও পেলভিসে টেনে ধরা বা হেঁচড়ে টানার মত ব্যথাবোধ হয়। জরায়ুতে পলিপাস সৃষ্টি হওয়া এবং রক্তস্রাব হওয়া, ঋতুস্রাবে প্রচুর রক্তস্রাব হওয়া ; স্রাব কালচে এবং প্রচুর তরল স্রাবের সঙ্গে ডেলা ডেলা জমাট বাঁধা রক্ত বেরোয়। নার্ভাস প্রকৃতির মহিলাদের সব সময়ই মনে হয় যেন মাসিক ঋতুস্রাব দেখা দেবে। ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে, প্রচুর পরিমাণে হয় এবং সাধারণত কম সময় ধরে থাকে। বৃদ্ধা মহিলাদের ঋতুস্রাবের মত স্রাব হতে দেখা যেতে পারে। ঋতুস্রাব অনেক ক্ষেত্রে চৌদ্দ দিন অন্তর দেখা দেয় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে স্রাব সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। যৌন সঙ্গমের সময় ভালভা ও ভ্যাজাইনা অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোনি দেশেই খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা দেখা দেয় এবং তার জন্য অনেক সময় সঙ্গমে লিপ্ত

হওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঐ সব মহিলাদের প্রায়ই অ্যালবুমিন বা ডিমের সাদাটে অংশের মত লিউকোরিয়া, প্রধানত দিনের বেলায় হতে দেখা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে অনুভূতিপ্রবণতা খুব একটা থাকে না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নানা উপসর্গ, অ্যাবরসনের সম্ভাবনা, অবসন্নকর রক্তস্রাবে কালচে ক্লটযুক্ত রক্তস্রাব প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ভ্যাজাইনা ও গভীর অংশে অধিক অনুভূতিপ্রবণতায় প্রসব-কালীন সংকোচন সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি হয়, অবশ্য টোট্রিসয়ন বা ধাত্রী বিদ্যা বিশারদের পক্ষেও রোগিণীকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয় না, প্রসব-কালে হাত-পায়ে খিঁচুনির মত সৃষ্টি অথবা খুববেশী রক্তস্রাব হওয়া, হিস্টিরিয়ার মত কনভালসন, পিওরপেরাল কনভালসন প্রভৃতি দেখা দেয়। প্রতিবার মানসিক শ্রমের পরেই বুক ধড়ফড় করা, কাঁপুনি, অসাড়তা, দেহ থর্‌থর্ করে কাঁপা, হাত-পায়ে উত্তেজনা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। পায়ে কম্পনসহ অস্থিরতা ও অসাড়তা দেখা দেয়। পায়ের পাতা শীতল থাকে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ব্যাণ্ডেজ করে রাখার মত টন্‌টন্ করা ব্যথা এবং দেহের সর্বত্রই ব্যাণ্ডেজ করে রাখার মত অনুভূতি থাকতে দেখা যায়। উরু বা পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখার মত বোধ হয়। বেশীর ভাগ সময়ই স্নায়ুগুলিতে প্রবল উত্তেজনাজনিত অবস্থা থাকতে দেখা যায়। রোগী খুববেশী অবসাদগ্রস্ত থাকে। পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা সৃষ্টি হয় এবং বিশ্রামে সেটা আরও বেড়ে যায়। অসাড়তা, আড়ষ্টভাব ও শীতলতাবোধ থাকে। দেহের সর্বত্র বেদনাযুক্ত কম্পন, শিরা ও ধমনীতে দপ্‌দপ্ করা অনুভূতি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। স্ক্যাল্প অংশে অসাড়তা দেখা দেয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে সরে যাওয়া স্নায়বিক বেদনা বা নিউর‌্যালজিয়া, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাদের আক্ষেপযুক্ত উপসর্গ, প্রবল যৌন উত্তেজনা থেকে আক্ষেপ সৃষ্টি হওয়া; ত্বকে শীতলতা, বিড়্‌বিড়্ করা এবং অসাড়বোধ, বিশেষভাবে জ্বরের সঙ্গে দেখা দেওয়া প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

প্লামবাম মেটালিকাম
(Plumbum Metallicum)

এই ওষুধটি হ্যানিম্যানের একটি ডক্‌ট্রিন বা মতবাদ—ওষুধের শক্তিবৃদ্ধিকরণ বা এটেনুয়েসন মতবাদকেই সূচিত করে। সীসার অদ্রবণীয়তার কথা চিন্তা করে, যখন ঘরের দেওয়ালে সীসাযুক্ত রং করার পরে সেই নতুন রং করা ঘরে ঘুমালে লোকে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন রংয়ে কতটা সীসা ছিল যা লোককে অসুস্থ করে তুলতে পারে সে কথা ভেবে অবাক হতে হয়। অনেকেই নতুন রং করা ঘরে ঘুমাতে পারে না—তাদের মধ্যে সীসার বিষক্রিয়াজনিত কলিক অথবা সীসাজনিত কোন অ্যাকিউট উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অনেকেই সীসাতে খুববেশী সংবেদনশীল থাকে। পেইণ্টার বা চিত্রকরদের মধ্যে এই অধিক সংবেদনশীলতা বাইরে থেকে যতটা চোখে পড়ে তার থেকে বেশী হয়। তারা দীর্ঘদিন ধরে রং ব্যবহার করেও

সুস্থ থাকে কিন্তু হঠাৎই সীসায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো খুব কম পরিমাণ সীসাতেই তারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো সীসার পরিমাণ এত সূক্ষ্ম বা কম থাকে যে মাইক্রোসকোপের সাহায্যে সেটা নির্ধারণ করা যায় না, তবুও লোকে তাতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যারা সীসার বিষ-ক্রিয়ায় অসুস্থ হয় তাদের দেহে কতটা সীসা প্রবেশ করেছে সেটা মাপার মত কোন যন্ত্র আমাদের নেই; তবে যারা সীসায় অধিক সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, সীসা নিয়ে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া পক্ষাঘাতের লক্ষণ, চিত্রকরদের সীসাজনিত কলিক প্রভৃতি লক্ষণ প্রুভিংয়ে প্রাপ্ত লক্ষণের সঙ্গে যোগ করে আমরা প্লামবামের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেয়ে থাকি।

প্লামবামের সমগ্র লক্ষণ সমষ্টি বা সিম্পটম্যাটোলজি যদি আমরা পর্যালোচনা করি তা হলে এই ওষুধটির সাধারণ পক্ষাঘাত সৃষ্টিকারী ক্ষমতা দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে পড়ব। দেহের সব ক্রিয়া, যন্ত্রাদির ক্রিয়া ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে বা কমে যেতে দেখা যাবে। স্নায়ুগুলি স্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলিকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে না। মাংসপেশীগুলির কার্যক্ষমতা কমে যায়, তারা শিথিল হয়ে পড়ে। প্রথমে আংশিক ভাবে দুর্বলতা ও অসাড়তা এবং পরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেহে যে কোন একটি অংশে ও পরে সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। মন অসুস্থ, পঙ্গু হয়ে পড়ে, মনের ক্রিয়ায় ধীরতা দেখা দেয়, কোন কিছু বোঝা বা অনুভব করার ক্ষমতা কমে যায়, কোন কিছু মনে রাখতে গেলে তার খুব কষ্ট হয়। নিজের কথা বুঝিয়ে বলার মত কথা সে খুঁজে পায় না; ঐ ধরনের রোগীর সঙ্গে কথা বলার সময় ভেবেই পাওয়া যায় না যে রোগী উত্তর দেবার সময় কি ভাবছে। ত্বকে শিথিলতা থাকে। রোগীর ত্বকে কোথায় পিনের খোঁচা দিলে হয়ত এক সেকেণ্ড পরে সে 'ওহ' করে উঠবে, যাতে বোঝা যায় যে তার অনুভবশক্তিও বিলম্বিত হয়ে পড়েছে। কখনো কখনো ত্বকে খুব বেশী অনুভূতি বা হাইপারস্থেসিয়াও দেখা যেতে পারে। তবে ক্রনিক উপসর্গে সাধারণত অনুভূতি লোপ পেতে বা কমে যেতেই বেশী দেখা যায়। হাত ও পায়ের আঙ্গুল, হাতের তালু, প্রভৃতিতে অসাড়তা দেহের বিভিন্ন অংশের ত্বকে, মেরুদণ্ডের দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

দেহের পুষ্টিক্রিয়াতে ধীরতা থাকায় সেটা দেহের ক্ষয়ের সঙ্গে সমতা রেখে চলতে না পারায় আমরা শীর্ণতা সৃষ্টি হতে দেখি এবং শেষ পর্যন্ত রোগী প্রায় অস্থি-সর্বস্ব হয়ে পড়ে। ত্বক কুঞ্চিত পাকানো এবং একেবারে শুকিয়ে কুঁকড়ে যেন হাড়ের উপরে চেপে বসে যায়। কোন ক্ষেত্রে এই শীর্ণতা দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে দেখা দেয় এবং সাধারণত তার সঙ্গে ঐ শীর্ণ অংশে বেদনা থাকে; বেদনা সায়াটিক নার্ভ বরাবর নিচের দিকে নামে; জ্বালা করা ও ঝিলিক দিয়ে ওঠা বেদনায় মনে হয় যে নির্দিষ্ট স্থান থেকে সেখানকার হাড়টিকে টেনে সরিয়ে আনা হচ্ছে; যেন হাড়ে চেঁচে নেবার মত শীর্ণতা দেখা দিয়েছে। বাহু বেয়ে নিচের দিকে, কাঁধে, ব্রেকিয়াল

প্রশ্বাসে তীব্র বেদনায় বাহুর মাংসপেশীতে কুঁকড়ে যাওয়া অবস্থা দেখা দেয়। মুখমণ্ডলের একধারে নিউর‍্যালজিয়া সৃষ্টি হয়ে সেই দিকটা কুঁকড়ে বা শুকিয়ে যায়। কোন একটি মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত হয়ে সেটি শীর্ণ হয়ে পড়ে। ফ্লেক্সর ও এক্সটেনসর উভয় শ্রেণীর মাংসপেশীতেই পক্ষাঘাত হতে পারে, তবে প্রধানত এক্সটেনসর বা প্রসারণকারী মাংসপেশীতেই পক্ষাঘাত বেশী হতে দেখা যায়। হাতের প্রসারণকারী মাংসপেশীগুলি আক্রান্ত হবার ফলে কব্জি অবশ হয়ে পড়ে বা 'রিস্টড্রপ' দেখা দেয়। রোগী তখন হাত দিয়ে কোন জিনিস তুলতে পারে না। হাত প্রসারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পীয়ানোবাদকরা তাদের হাতের আঙ্গুল দ্রুত চালনা করে বাজাতে পারে না, যদিও হাত মুঠি করা বা ফ্লেক্সন ক্রিয়া ঠিকই থাকে। পীয়ানো-বাদকদের এইরূপ অবস্থায় **কিউপ্রাম** ওষুধটিও কার্যকরী হতে পারে, সেখানে এক্সটেনসর মাংসপেশীকে অধিক চালনা করার ফলে সেগুলিতে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ব্যায়াম করা, পীয়ানো বাজানো প্রভৃতির ফলে মাংসপেশী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়তে দেখা গেলে **রাসটক্স** কার্যকরী হতে পারে ; তবে এই ওষুধের ক্রিয়া খুব ক্ষণস্থায়ী। বিশেষ বিশেষ মাংসপেশীর অত্যধিক ব্যবহার-জনিত অবস্থা এবং রোগীর ঠাণ্ডা লাগার ফলে একটা দুর্বলতা দেখা দেয় ; ঠাণ্ডা জলে স্নান করা অথবা ঠাণ্ডা জলে ক্লান্ত মাংসপেশীগুলিকে ডুবিয়ে রাখার ফলে সেগুলিতে আংশিক পক্ষাঘাতের মত সৃষ্টি হয় ; ক্লান্ত অবস্থায় জলে ভিজলে **রাসটক্সের** উপযোগী অবস্থা দেখা দেয়। তার পরে যে ক্রনিক অবস্থা সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে প্লামবাম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে **কিউপ্রাম** উপযোগী হবে।

অন্ত্রে আংশিক পক্ষাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়, রোগী মল-ত্যাগের জন্য জোর বা বেগ দিতে পারে না। পেটের মাংসপেশীকে কাজে লাগালেও রেক্টামে আংশিক পক্ষাঘাতের মত অবস্থার জন্য মল বের করে ফেলা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

মূত্রথলীতেও অনুরূপ আংশিক পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়, প্রস্রাবত্যাগের জন্য প্রয়োজনীয় মাংসপেশীগুলি স্বাভাবিক ভাবে কাজ না করায় প্রস্রাব মূত্রথলীতে জমে থাকে বা 'রিটেনসন' দেখা দেয়। প্লামবামে প্রস্রাবের রিটেনসন এবং সাপ্রেসন বা প্রস্রাব মোটেই সৃষ্টি না হওয়া দেখা যেতে পারে।

ক্রনিক অবস্থার উপসর্গে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অ্যাকিউট অবস্থায় জ্বর, কলিক বেদনা, হঠাৎ দেখা দেওয়া কোষ্ঠবদ্ধতা ; অন্ত্রে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, অজীর্ণতা ও বমি হতে দেখা যায়। রোগী যা কিছু খায় সবই টকে যায়।

তীব্র ধরনের বমি হয়ে সব ভুক্ত দ্রব্য উঠে আসে। পাকস্থলীর ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে অ্যালবুমিনের মত লাসালাসা শ্লেষ্মা বমি ও মিষ্টি স্বাদের বমি হয়। বমিতে গোবরের মত দ্রব্য, কালচে রক্ত ও সবুজ রঙের তরল পদার্থ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। টক ঢেকুর ওঠে।

এই ওষুধটির ক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে, প্রায় অলক্ষিতে বা গুপ্তভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে ; তবে সেই ক্রিয়া একনাগাড়ে চলতে থাকে এবং রোগীর দেহে এটির নিজস্ব একটি মায়াজম্ বা ধাতুগত অবস্থার সৃষ্টি হয়। কাজেই, এই ওষুধটি ধীরে ধীরে সৃষ্টি হওয়া লক্ষণযুক্ত ক্রনিক উপসর্গ, যেগুলিতে সেরে ওঠার কোন লক্ষণই দেখা যায় না, সেইসব ক্ষেত্রের পক্ষে উপযোগী হয়ে থাকে। ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া মাংসপেশীর শীর্ণতা বা অ্যাট্রফি ; ক্রমবর্ধমান পক্ষাঘাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন স্থায়ী বা ক্রনিক কোষ্ঠবদ্ধতা ; প্রস্রাবের ক্রনিক রিটেনসন ; ক্রনিক ধরনের মলের ভেঙে পড়া অবস্থা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

সাধারণ লক্ষণ হিসাবে মনের ক্রিয়ায় ধীরতা সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও এই ওষুধটিতে মানসিক বিমর্ষতা, বিষাদ ও কোন একটা বিপদ যেন ঘটবে এইরূপ অনুভূতি দেখা দেয় ; যেন রোগিণী ক্ষমার অযোগ্য এমন কোন পাপ কাজ করেছে যার ফলে সে অন্তিম কালের প্রাপ্য ক্ষমা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। তার দেহ ও মনে দুর্বলতা থাকে। ভীরুতা ও অস্থিরতার সঙ্গে খুববেশী মানসিক বিষাদ দেখা দেয়। তার ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষমতা কমে গেলেও সে ভাবনা-চিন্তা করেই চলে এবং তাতে রাত্রিতে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, ঐরূপ চিন্তার জন্য সে রাত্রিতে ঘুমোতে পারে না, 'ইনসোমনিয়া' বা নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। রোগীর মন কাজ না করলেও তার মধ্যে নানা কল্পনা ও আবেশ ভরে থাকে। সে কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে বা স্মরণে রাখতে পারে না এইরূপ মানসিক অবস্থায় রোগীর নিদ্রাহীনতা থেকে কোমা দেখা দেয় এবং তার সঙ্গে প্রস্রাব বন্ধ বা দমিত হয়ে থাকে। ইউরিমিক কোমা, ইউরিমিয়া দেখা দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে উঁচুশক্তির প্লামবামের একটি মাত্র ডোজ প্রয়োগেই কয়েক-ঘণ্টার মধ্যে রোগীর প্রস্রাব হবে ও ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠবে।

হৃৎপিণ্ডে খুববেশী আক্ষেপযুক্ত প্যালপিটেশন সৃষ্টি হয়, বাম দিকে চেপে শুলে সেটা খুব বেড়ে যায় এবং সেইসঙ্গে হার্ট অঞ্চলে খুববেশী উৎকণ্ঠা দেখা দেয় ; হার্টের হাইপারট্রফি বা ডাইলেটেশন সৃষ্টি হতে পারে ; হার্টে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা অনুভূত হয়।

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থা ; হিস্টিরিয়ার মত মাংসপেশীর আকুঞ্চন, হাতের আঙুলে খিঁচ্ ধরার মত বেদনা, হিস্টিরিয়ার মত নড়া-চড়া করা ; হাত, পা, সারাদেহেই আক্ষেপ বা কনভালসন ; ডিলিরিয়ামের মত অবস্থা, হার্টে বেদনা, দেহের বিভিন্ন অংশে অসাড়তা প্রভৃতি হিস্টিরিয়াজনিত সব উপসর্গ দেখা দেয়।

প্লামবাম অপরকে ঠকাবার, প্রতারণা করার একটা প্রবণতা সৃষ্টি করে। এক মহিলা আত্মহত্যা করতে গিয়ে সীসার জারক রস বা অ্যাসিটেট্ অব্ লেড্ একটুখানি পান করেছিল, ফলে তার মধ্যে হিস্টিরিয়ার একটা নিশ্চিতরূপ সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছিল। কেউ তার দিকে তাকালেই বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তার মধ্যে হিস্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা যেত। যখন তার মনে হত যে কেউ কাছাকাছি নেই, তখন সে উঠে

হেঁটে চলে বেড়াত, আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের রূপ-সৌন্দর্য দেখত, কিন্তু কারও পায়ের শব্দ শুনতে পেলেই সে বিছানায় শুয়ে পড়ত এবং তখন তাকে অচৈতন্যের মত মনে হত। ঐ সময় তার দেহে পিনের খোঁচা দিলেও তাতে তার বিশেষ তাপ-উত্তাপবোধ হত না, তার শ্বাসক্রিয়া চলছে কিনা সেটা বোঝাও কষ্টকর হতো।

রোগিণীর মনে সব সময়ই একটা পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়। এক ধরনের কল্পনা থেকে অন্য কল্পনায়, একরকমের ভাবাবেগ থেকে অন্য রকমের ভাবাবেগ দেখা দেয়। ওষুধটির সব উপসর্গেই খুববেশী ভাবালুতা বা আবেগের লক্ষণ দেখা যায়; বুদ্ধিবৃত্তিতে মন্থরতা সৃষ্টি হলেও তার বেশীর ভাগ উপসর্গ বা লক্ষণকে ভাবাবেগ পূর্ণ থাকতে দেখা যায়।

প্রস্রাবে অ্যালবুমিন ও সুগার সহ কিডনীর গোলযোগ প্লামবামে সারানো যায়। প্রস্রাব গাঢ় রঙের, কম পরিমাণে হয় এবং স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বেশী থাকে। মূত্রথলী পূর্ণ হয়ে থাকলেও সেই অনুভূতি বা বোধের অভাবে প্রস্রাবে রিটেনসন থাকতে দেখা যায়।

সন্ন্যাসরোগে অর্ধচেতন অবস্থা, ছোট রক্তের দলা বা ক্লটটিকে ঘিরে যে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ঘটে সেটা দূর করার মত লক্ষণ অনেকটা **ওপিয়ামের** মত হতে দেখা যায় এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে প্লামবাম তার পরবর্তী ওষুধ হিসাবে ফলপ্রদ হয়। এদিক থেকে প্লামবাম, **ফসফরাস** এবং **অ্যালুমিনা** এই তিনটি ওষুধ খুবই উপযুক্ত। সে সব ক্ষেত্রে প্রথমাবস্থাটা **ওপিয়ামের** মত থাকে সেই সব ক্ষেত্রে এই তিনটি ওষুধের উপযোগী লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত, দেহের একটা দিকে পক্ষাঘাত-জনিত দুর্বলতা অথবা যে কোন একটা অংশের পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতার লক্ষণই এই সব ধরনের উপসর্গে ওষুধটির সম্পর্ক বোঝা যেতে পারে।

দেহের উর্ধাংশ, মাথা ও মনে অপর একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যেতে পারে যেটি বিভিন্ন বইয়েতে পরিষ্কার ভাবে বলা না থাকলেও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মানসিক লক্ষণ, ভাবাবেগের লক্ষণ এবং মাথার লক্ষণ প্রভৃতি পরিশ্রমে, বিশেষত খোলা হাওয়ায় পরিশ্রম করলে খুব বৃদ্ধি পায়। খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে রোগী মাথায় উত্তাপবোধ করে, তার মুখমণ্ডল ফেকাশে এবং হাত পা ঠাণ্ডা, বরফের মত, মৃতদেহের মত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে; তারপর ও সে পরিশ্রম করে চললে তার মুখমণ্ডল মৃত দেহের মত বিবর্ণ বা ক্যাডাইভেরিক হয়ে পড়তে দেখা যায়। মস্তিষ্কের মৃদু উত্তেজনা; মস্তিষ্কের গভীরে, ঘাড়ের পিছনে ও স্নায়ুকেন্দ্র বেদনা দেখা দেয়। পরিশ্রমে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে কিন্তু মানসিক পরিশ্রমে হাত-পা ততটা ঠাণ্ডা হয় না। হাত-পায়ে সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে থেকে থেকে ব্যথা দেখা দেয়, চাপে বেদনা কম থাকে এবং নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পায়। তড়িৎ-প্রবাহের মত বেদনা, হাত-পা সর্বত্র ঝাঁকুনি ও কাঁপুনি দেখা দেয়।

প্লামবামের রোগী শীতল ও শীর্ণ থাকে, উষ্ণ আবহাওয়াতেও তাদের দেহ

ঢেকে রাখার জন্য প্রচুর কাপড়-চোপড়ের প্রয়োজন দেখা দেয়, কিন্তু মাথাটি আঢাকা অবস্থাতেই রাখতে চায়। হাত-পা খুব ঠাণ্ডা, নীল, অসাড় এবং শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যায়। হাত-পায়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হয়। ধোবাদের হাতের মত তাদের পায়ের পাতা ও পায়ের আঙ্গুল কুঁচকে থাকতে দেখা যায়। পায়ের আঙ্গুলে এবং আঙ্গুলের ফাঁকে জলপূর্ণ ফোস্কা হয়, সেগুলিতে খুব বেদনা হয়। ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলের ত্বকে কোষ ও টিসু বিনষ্ট হওয়া এমনকি গ্যাংগ্রীনও হতে পারে। পায়ের পাতার চার ধারে টিসু বৃদ্ধি বা ক্যালাসেস্ কর্ণ বা কড়া, বুনিয়ন প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে।

মাথার ক্রনিক উপসর্গের সঙ্গে পিঠের ও ঘাড়ের মাংসপেশীতে সংকোচন সৃষ্টি হয়; টেনে ধরার মত ব্যথা ও মৃদু সংকোচনে মস্তিষ্কের আবরণী পর্দা বা মেনিনজেস এর গোলযোগ সূচিত করে; আক্ষেপযুক্ত ঝাঁকুনি লাগা অবস্থা দেখা যায়। সাব-ম্যাক্সিলারী ও সাব লিঙ্গুয়াল গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি, অনেক ক্ষেত্রে টিটেনাসের মত আক্ষেপ বা কনভালসন, লক-জ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। নাড়ীর ধারে পরিষ্কার নীলচে দাগ ফুটে থাকে: মাঢ়ী ফেকাশে, স্ফীত; নীলচে, বেগুনী অথবা বাদামী রঙের, সীসা রঙের দাগযুক্ত থাকে; সেখানে বেদনা ও শক্ত গুটির মত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জিহ্বা শুকনো, বাদামী রঙের, ফাটাফাটা, হলদে বা সবুজ প্রলেপ-যুক্ত; ক্রনিক গ্যাসট্রাইটিসে জিহ্বা লাল এবং চকচকে হয়ে পড়ে। শ্বাসে দুর্গন্ধ; মুখে শুষ্কতা, ক্ষত, অ্যাপথি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। গলায় একটা প্লাগ বা ছিপি দিয়ে আটকে থাকার মত বোধ, গ্লোবাস হিস্টিরিকাস; গলায় পক্ষাঘাত ও কিছু গিলতে না পারা, ইসোফেগাসের পক্ষাঘাত প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়।

খাদ্য পরিপাক করার ক্ষমতা পাকস্থলীর থাকে না, খাদ্য শোষণ ও পুষ্টির ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। পেটে ছিঁড়ে যাবার মত, কলিকের মত বেদনা হয় এবং তাতে রোগী দেহ কুঁকড়ে ছোট করে (বেন্ড ডাব্‌ল) পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। একটা দড়ি দিয়ে যেন নাভির কাছটা টেনে ধরা হচ্ছে, যেন পেটটা ভিতরের দিকে টেনে ধরা হচ্ছে এরূপ বোধ হতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পেটে খাঁজ সৃষ্টি (কনকেভ) হতে দেখা যায় যেন পেট ও পিঠ খুব কাছাকাছি একে অপরের সঙ্গে প্রায় মিশে যাবার মত মনে হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা এই ওষুধটির সাধারণ ও খুবই পরিচিত লক্ষণ। কোষ্ঠবদ্ধতা, কলিক এবং পেটের উপসর্গগুলিকে সাধারণত একইসঙ্গে থাকতে দেখা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতায় মল কঠিন, ডেলা ডেলা, ভেড়ার মলের মত হতে দেখা, সেই সঙ্গে মলদ্বারে স্প্যাজম ও সংকোচনের জন্য মলত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে প্রচণ্ড বেদনাবোধ হতে দেখা; ছোট ছোট মার্বেলের মত গিঁট্‌গিঁট্ মল বেরোয়। মলত্যাগের জন্য যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, মল বের হয় না। অন্ত্রে সংকুচিত অবস্থা, নাভীও মলদ্বার ভিতরে ঢুকে যাবার মত হয়। পেটে বেশী বেদনা, পেট থেকে দেহের অন্যান্য

অংশেও ছড়িয়ে যায়। কলিকের প্রচণ্ড বেদনা, পেটে সংকোচন ঘটায় দেহ পিছনে বেঁকে যায়, মোটর নার্ভগুলি খুবেশী আক্রান্ত হয়। পেটে গড়গড় শব্দ ও ফ্লাটুলেন্স, পেট মলে ভর্তি হয়ে থাকে, ভ্যাজাইনাতে আক্ষেপযুক্ত সংকোচন সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

বিছানায় অদ্ভুত ভাব ধারণ করা, অদ্ভুতভাবে শোবার প্রবণতা; অ্যানিমিয়া, ক্লোরোসিস, শীর্ণতা, মাংসপেশী শুকিয়ে যাওয়া বা অ্যাট্রফি, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো বেদনা, শোথের মত ফুলে যাওয়া, ত্বক হলদে হয়ে পড়া, জণ্ডিস সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি অবস্থা বা লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

দেহের যে কোন স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া ও জ্বালা করা লক্ষণ সর্বত্রই দেখা যায়।

পডোফাইলাম
(Podophyllum)

এই ওষুধটি অ্যাকিউট বা তরুণ উপসর্গ ছাড়া খুব একটা ব্যবহৃত হয় না, তবে এটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়াযুক্ত ওষুধ; দেহে এই ওষুধটি প্রবল শক্তির ছাপ সৃষ্টি করে, দেহের গভীরে থাকা মায়াজম্ বা ধাতু-বিষের সঙ্গে এটির সম্পর্ক আছে।

ওষুধটি পেটের বিভিন্ন যন্ত্রাদিকে প্রবল ভাবে আক্রান্ত করে। পেটের যন্ত্রাদিতে প্রধানত ওষুধটি তার লক্ষণ সৃষ্টি করে; পেটের ভিতরের যন্ত্রাদি, পেলভিসের ভিতরের যন্ত্রাদি এবং লিভারে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পেটটাই ওষুধটির প্রাথমিক আক্রমণের কেন্দ্রস্থল বলে মনে হয়। পাকস্থলীতে অন্ত্রের পথে ওষুধটির ক্রিয়ায় তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়; পরিপাক ও শোষণক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়; যে কোন খাদ্যই পাকস্থলীতে গিয়ে টকে যায়। পাকস্থলীর গ্ল্যাণ্ডগুলিতে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়; পরিপাকক্রিয়া একেবারেই হয় না এবং শেষ পর্যন্ত বমি ও উদরাময় দেখা দেয়। এরূপ অবস্থা চলাকালে পেটে গড়্‌গড়্, কুল-কুল শব্দ হতে থাকে, যেন পেটের ভিতরে জীবন্ত কোন প্রাণী ধড়ফড় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে; পুকুরের ভিতরে মাছ যেমন ঝড়ের পূর্বে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ সৃষ্টি করে ছোটাছুটি করে তেমনই বোধ হতে থাকে। এর সঙ্গে পেটে তীব্র বেদনা দেখা দেওয়ায় রোগী পেট চেপে কুঁকড়ে ছোট হয়ে বা দেহ দুভাঁজ করে শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়। পেটে খুব স্পর্শকাতরতা দেখা দেয়; পেটে কোনরূপ চাপ সহ্য হয় না। পেটে টন্‌টন্ করা ব্যথা পাকস্থলী থেকে অন্ত্র ও লিভার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তার পরেই গড়গড় শব্দে জলের মত পাতলা মল মলদ্বার দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। মল এত বেশী পরিমাণে বেরোয় যে রোগী ভেবেই পায় না যে এত মল কোথা থেকে আসছে; এ কথা ভাবতে ভাবতেই পুনরায় তোড়ে অনেকটা

পাতলা মল বেরিয়ে আসে। বার বার প্রচুর পরিমাণে মল, অল্প সময়ের ব্যবধানে বেরোয়। মলত্যাগের পূর্বে পেটে গড়গড় শব্দ, টনটন্ করা ব্যথা এবং খিঁচ্ধরা বা মোচড়ানো ব্যথা দেখা দেয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঐসব অবস্থা মলত্যাগের সময়ও চলতে থাকে। সাধারণত মলত্যাগের পরে রোগী কিছুটা আরামবোধ করে। মলত্যাগের সঙ্গে প্রচুর বায়ু জোরে শব্দ করে বেরোতে দেখা যায় তবে সেটা অ্যালোর মত ততটা বেশী থাকে না। মন ছাড়াই মাঝে মাঝে কলিক বেদনা দেখা দেয় ও চলে যায়। বেদনাহীন ভাবে মলত্যাগের লক্ষণটি চায়নার সঙ্গে তুলনীয়, ঐ ওষুধে সাধারণত রাত্রিতে এবং খাবার পরে মলত্যাগ হতে দেখা যায়। মল পচাটে হোক বা না হোক, তার রঙ কালির মত কালচে দেখায়। যেখানে মলে দুর্গন্ধ থাকে না সে ক্ষেত্রে পড়োফাইলাম কদাচিৎ ব্যবহারের উপযোগী হবে। মলত্যাগের কিছুক্ষণ পরেই পেটটি আবার ফুলে ওঠে এবং পুনরায় মলত্যাগের পরে ঐ অবস্থা চলে যায়। এরূপ অবস্থা বার বার চলতে থাকে। মনে হয়, দেহের সব রক্ত যেন জল হয়ে গিয়ে পেটের ভিতরে পড়ছে এবং সেটাই যেন পরে মলের আকারে বাইরে বেরিয়ে আসছে। সাধারণ কলেরা এবং কলেরা মরবাসের মত উপসর্গে এই ওষুধটি রুটিন হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কলেরা মরবাস রাত্রির শেষ ভাগে, বিশেষত ভোর ৩টা ৪টা অথবা ৫টা নাগাদ পডোফাই-লামের উপযোগী লক্ষণ সব আসতে দেখা যায়। অন্ত্রের গোলযোগপূর্ণ ক্রিয়ার সঙ্গে পেটে গড়গড় করা, বেদনা, টনটনে ব্যথা এবং অবসাদের লক্ষণ খুব প্রবল থাকতে দেখা যায় এবং দু'এক দিনের মধ্যে এইরূপ অবস্থা কমে না গেলে মনে হয় যে রোগী হয়ত মারা যাবে। মল চাল ধোয়া জলের মত এবং কিছুক্ষণ রেখে দিলে সেটা জেলির মত হয়ে পড়তে দেখা যায়।

পেটে গোলযোগপূর্ণ ক্রিয়ার সঙ্গে রোগিণী একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি, একটা শূন্যতাবোধ একটা মারাত্মক অসুস্থতা বোধ করে; কেউ কেউ এই অবস্থাটাকে উপবাস করার মত খালি খালি বোধ বলে বর্ণনা করে থাকে, কিন্তু ঐরূপ শূন্যতা-বোধ সত্ত্বেও খাদ্যের প্রতি বিরূপতা থাকে। পেটে ভয়ংকর একটা ক্ষুধাবোধ এবং শূন্যতাজনিত দুর্বলতায় মনে হয় যেন অন্ত্র পেট থেকে খসে পড়ে যাবে। এরূপ বোধ হওয়া বিচিত্র নয়, কারণ ওষুধটি দেহের যে কোন অংশে বিস্ময়কর পরিমাণে শিথিলতা সৃষ্টি করে থাকে: কেউ কেউ ঐরূপ অবস্থাকে যেন পেট থেকে সব কিছু টেনে বার করে ফেলা হচ্ছে বলেও বর্ণনা করে থাকে। জরায়ুর লিগামেণ্ট শিথিল হয়ে পড়ায় জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ সৃষ্টি হয়। রেক্টাম হয়ত কয়েক ইঞ্চি বাইরে বেরিয়ে বা ঝুলে পড়ে। পেট থেকে সব কিছু টেনে বার করে নিয়ে আসার মত অনুভূতিটা প্রায়ই থাকতে দেখা যায় এবং সেটা লিভার অংশে প্রথমে শুরু হয়। দুর্বলতার সঙ্গে ক্ষতের মত টনটনে ব্যথাও থাকতে দেখা যায়।

ওভারী অঞ্চলে টেনে নামিয়ে নেবার মত বোধের সঙ্গে ওভারীতে রক্তাধিক্য থাকে। জরায়ু খুববেশী টনটন্ করে এবং বড় হয়ে থাকে; খুব স্পর্শকাতরতা

থাকায় কোমরের কাপড়ের স্পর্শে ব্যথাটা আরও বৃদ্ধি পায়। উদরাময় ও বমির সঙ্গে, কলেরা মরবাসে, মহিলাদের ঋতুস্রাবকালে পেটে অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা দেখা দেয়। ঋতুস্রাবের সময় প্রচুর পরিমাণে পাতলা মল সহ ডায়রিয়া ও জরায়ুতে খুববেশী টনটনে ব্যথা থাকলে এই ওষুধটি উপযোগী হয়। যে কোন একটি, অথবা দুটি ওভারীতেই খুব ব্যথা কুঁচকি থেকে উরুর সম্মুখভাগ দিয়ে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঋতুস্রাব কালে ওভারীতে, বিশেষভাবে ডান দিকের ওভারীতে বেদনা, অন্ত্রে মোচড়ানোর মত ব্যথাবোধ হতে দেখা যেতে পারে। ঋতুস্রাবের আগে ও সময়ে পেটে খুববেশী টনটন্ করা ব্যথা (**এপিস, সিমিসিফিউগা, ভেসপা, ল্যাকেসিস** প্রভৃতিতেও দেখা যায় তবে ঐ সব ওষুধে ডায়রিয়া বেশী দেখা যায় না, আর থাকলেও তাতে মল এত বেশী না)।

পর্যায়ক্রমে উপসর্গ সৃষ্টি এই ওষুধটির একটি বৈশিষ্ট্য। পডোফাইলামের রোগীর ঠাণ্ডা লেগে গেলে, মানসিক উত্তেজনা থাকলে, বেশী পরিশ্রম করলে; সিদ্ধ করা খাদ্য, বাঁধাকপি, ফল ইত্যাদি খেয়ে; গুরুপাক খাদ্যে পাকস্থলী বেশী ভারী করে ফেলায় তাঁর উদরাময় দেখা দেয় এবং তার পরেই হয়ত কয়েক সপ্তাহ ধরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়, খুব কষ্টে কিছুটা দলা দলা মল বেরোয়; তারপরে অতিভোজন প্রভৃতির জন্য হয়ত পুনরায় ডায়রিয়া দেখা দেয়। ক্রনিক ডায়রিয়ার তুলনায় পডোফাইলামে এইরূপ পর্যায়ক্রমে ডায়রিয়া এবং কোষ্ঠবদ্ধতাই বেশী দেখা যায়।

পর্যায়ক্রমে দেখা দেওয়া আর একটি লক্ষণ হচ্ছে মাথাধরা, ক্রনিক ধরনের মাথা ধরা, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া মাথাধরা, দুর্বলতা বা অন্য কোন অসুস্থতার সঙ্গে মাথাধরা বা সিক্ হেডেক্ প্রভৃতিতে রক্তাধিক্যের মত লক্ষণ থাকে, মনে হয় যেন দেহের সব রক্ত মাথায় উঠে এসেছে, যেন মাথাটা ফেটে যাবে; মাথার যন্ত্রণাটা মাথার পিছন দিকে খুববেশী থাকে এবং মাথা ফেটে যাবার মত বোধ দেখা দেয়; তারপরেই ডায়রিয়া দেখা দেয় এবং তখন মাথার যন্ত্রণা কমে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে মাথাধরা দেখা দেয়। প্রায়ই দেখা যায় যে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খুব উঁচু শক্তির পডোফাইলাম প্রয়োগে ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার পরে মাথাধরা দেখা দেয়। তবে ওষুধটি হঠাৎ কার্যকরী হওয়ায় ঐ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সেই মাথাধরা তাড়াতাড়িই চলে যেতে দেখা যাবে।

মাথাধরার সঙ্গে লিভারের গোলযোগকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। রোগী একপাশে ফিরে বা পেটে চাপ দিয়ে শুয়ে থাকে। ডিওডিনাম অংশে চিরে ফেলার মত ব্যথায় অনেকটা পিত্তপাথরীর বেদনার মত মনে হয়। থেকে থেকে বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তীব্র ধরনের মাথাধরার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেওয়া; লিভারের বেদনায় পিঠের দিক থেকে সামনের দিকে টোকা বা মৃদু চাপড় মারায় রোগী কিছুটা আরামবোধ করে কিন্তু বেদনা এত তীব্র হয় যে কোনরূপ চাপ সেখানে সহ্য হয় না। লিভার খুব স্পর্শকাতর থাকে।

লিভারের টন্‌টন্‌ করা ব্যথা সামনে থেকে পিঠের দিকে সরাসরি চলে যায়, একটা নিরেট ধরনের কনকন করা বা কামড়ানো ব্যথা থেকে শেষে জণ্ডিস দেখা দেয় ; রোগী খুববেশী হলদেটে হয়ে পড়ে। জণ্ডিসের সঙ্গে খাবার দু-তিন ঘণ্টা পরে অস্বস্তি ও কষ্টবোধ, ভয়ংকর গা-বমিভাব, খাদ্যে বিরূপতা, অন্তে খালি খালি বা একেবারেই শূন্য বলে মনে হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। বমিতে প্রচুর সবুজ রঙের জলের মত বমি হয়, যা কিছু রোগী খায় বমি হয়ে উঠে যেতে দেখা যায়. দুধ বমি হয় (**ক্যালকেরিয়া, ঈথুজা**—অনেকক্ষেত্রে ঈথুজাতে জল পেটে থেকে যায়) ; বমি হবার পরে ক্ষুধাবোধ ; ভয়ংকর গা-বমিভাব ও অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। বমি হবার সময় রেক্টাম ও মলদ্বার প্রল্যাপ্স্‌ হয়ে ঝুলে পড়ে. (**মিউরিয়েটিক অ্যাসিড**), ডিওডিনামের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বা একটা ক্রনিক অবস্থা যে কোন সময় পডোফাইলামের উদরাময়কে বাড়িয়ে তোলে বা সৃষ্টি করে।

মানসিক লক্ষণে নানা ধরনের গোলযোগ থাকতে দেখা যায়। লিভারের গোলযোগের সঙ্গে প্রায়ই মনের একটা পরিবর্তনশীল গোলযোগ, কখনও বেশী ; কখনও কম এরূপভাবে থাকতে দেখা যায় ; সেই সঙ্গে পালসের ধীর গতি, শ্লথতা ও হার্টের প্যালপিটেশন থাকে। মনের অবসন্নতা, বিমর্ষভাব, বিষণ্ণতা ও ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা দেখা দেয় ; যেন সব কিছু ভুলভাবে চলছে, মেঘ যেন খুব গাঢ়, যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, কোথাও আলো নেই ; রোগীর মনে হয় যেন সে মরতে বসেছে অথবা সে যেন খুববেশী পীড়িত হয়ে পড়বে. যেন তার হার্ট ও লিভারের কোন যান্ত্রিক বা অগ্যানিক রোগ সৃষ্টি হয়েছে, যেন তার পাপের ভারা পূর্ণ হয়েছে এই ধরনের নানা বিভ্রান্তিকর ধারণা সৃষ্টি হয়। রোগীর মন অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনে চঞ্চলতা বা অস্থিরতা দেখা দেয়, কখনো সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না. তার সারা দেহেই চঞ্চলতা থাকে।

এইরূপ মানসিক অবস্থার সঙ্গে জণ্ডিস, পেটে শূন্যতাবোধ, খাদ্যে অরুচি. এমন কি খাদ্যের চিন্তা করলে বা খাদ্য দেখলেই তার বিরূপতা দেখা দেয় ; লিভার অঞ্চলে ভর্তি হয়ে থাকা ও ফুলে থাকার মত অনুভূতি প্রভৃতি দেখা যায়। জিহ্বা ঘন লালায় আবৃত, পেস্টের মত হলদেটে প্রলেপ থাকে এবং যেন সরষের গুঁড়ো জিহ্বায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি দেখায়। জিহ্বায় দাঁতের ছাপ পড়ে যায়, শ্বাসে দুর্গন্ধ থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রাচীনেরা ক্যালোমেল ব্যবহার করতেন বা প্রয়োগ করতেন।

পিত্তপাথরীজনিত কলিক ; লিভার বড় হয়ে পড়া, পাকস্থলীর দুর্বলতা, হজম করতে না পারা ; ডিওডিনামে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, অন্ত্রে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার জন্য প্রচুর পাতলা মল সহ উদরাময় প্রভৃতি দেখা যায়। পডোফাইলামের মলটাকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণ জলীয় পদার্থের নিচে ময়দা গোলা অথবা ডালসেদ্ধ ঘেঁটে দেবার মত তলানী পড়েছে। মলটা প্রথম দিকে দেখলে সেটাকে

হলদে, কাদা কাদা অথবা হলদেটে-সবুজ দেখায় ; প্রচুর পরিমাণে, খুববেশী দুর্গন্ধ যুক্ত মলে সারা গৃহ যেন ভরে থাকে এবং গড়গড় শব্দেও প্রচুর বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে যেন একটা নলের খোলামুখ থেকে সবেগে জল বেরিয়ে আসার মত তোড়ে বেরিয়ে আসে। এরূপ মলের সঙ্গে প্রায়ই রেক্টাম ঝুলে পড়ে ; তোড়ে জলের মত মলের সঙ্গে রেক্টামও বেরিয়ে আসতে বা প্রল্যাপ্স্ হতে দেখা যায় ; নরম নরম মলের সঙ্গেও খুব বেগ দিতে হয় এবং রেক্টামের প্রল্যাপ্স্ দেখা দেয়।

জরায়ুর প্রল্যাপ্সে **মিউরেক্স, সিপিয়া, নেট্রাম মিউর** উল্লেখযোগ্য। **সিপিয়াতে** বসে বা শুয়ে থাকলে অপেক্ষাকৃত ভাল থাকতে এবং হাঁটা-চলা করলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। যৌন-সঙ্গমে বিরূপতা থাকে ; দেহে উত্তাপের ঝলকানিবোধ, কোষ্ঠ-বদ্ধতার সঙ্গে রেক্টামে দলা বা লাম্পের মত একটা কিছু রয়েছে বলে বোধ হওয়া এবং মলত্যাগে আরামবোধ হতে দেখা যাবে। **মিউরেক্সের** ক্ষেত্রে ভালভা অংশে চাপ দিলেই কেবল মাত্র আরামবোধ হয় ; শুয়ে থাকলে কোন আরামবোধ হয় না, শোয়া অবস্থায় তার পিঠে ও হিপ্ অংশে বেদনা দেখা দেওয়ায় রোগিণী হাঁটা-চলা করতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাতেও তার উপসর্গ বেড়েই যায়। যৌন-কামনা খুব বৃদ্ধি পায়। ডান ওভারীতে বেদনা উপর দিয়ে কোনাকুনি উঠে গিয়ে বাম স্তন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। জরায়ুতে ঝিলিক দেওয়া বেদনাবোধ হয়।

পিত্ত শব্দটিই পডোফাইলামের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বমি ও মলে পিত্তের মত রঙ থাকে। রোগী নিজেই বলে যে তার পিত্তের ধাত আছে, তার লিভারে গোলযোগ দেখা দিয়েছে. মুখে তেঁতো স্বাদ থাকে ; মুখ থেকে থুথুর সঙ্গে পিত্ত ওঠে এবং তার রঙ হলদেটে থাকে ; ডায়রিয়াতে সেটা সবুজ দেখায়।

শিশুদের প্রচুর পাতলা মল সহ ডায়রিয়া ; মলদ্বারে প্রল্যাপ্স্ এই দুটি ছাড়া অন্য কোন লক্ষণ না থাকলে পডোফাইলামে প্রায়ই সেই শিশুকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়।

শিশুদের ডায়রিয়া না থাকা, এমনকি কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলেও হয়ত শিশুটিকে ঘুমের মধ্যে মাথাটা এদিক-ওদিক চালাতে দেখা যায়। **বেলেডোনা** এবং **এপিস**-এও মাথা এদিক-ওদিক চালাতে দেখা যায়। **এপিসে** শিশুটি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে কিন্তু তার মাথাটা একপাশে কাত করা থাকে। চোয়ালে কিছু চিবানোর মত নড়চড়া করা লক্ষণ ; কোন কোন ক্ষেত্রে চুষে নেবার মত দেখায় ; যে সব শিশুর দাঁত উঠেছে তাদের দাঁত কড়্কড়্ করা, মাথা এদিক-ওদিক চালনা করা ; চোখের পাতা তুলে ধরলে 'স্ট্র্যাবিসমাস' বা ট্যারা দৃষ্টি দেখা যায়। প্রুভারদের মনে হয়েছে যেন চোখ ভিতরের দিকে টেনে ধরা হয়েছে। হঠাৎ উদরাময় বন্ধ হয়ে গিয়ে স্ট্র্যাবিসমাস দেখা দিলে পডোফাইলামে সেটা সারানো যায়।

যে সব শিশুর মলে রং থাকার কথা তার বদলে মল সাদাটে, খড়ি-মাটির মত (**ক্যালকেরিয়া কার্ব**) হতে দেখা যায়। বয়স্কদের পিত্তহীন, সাদাটে মল বেরোয় ৮

দেহে খুব দুর্গন্ধ, ঘামে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় এবং সে ক্ষেত্রে **সিপিয়া**, **মার্কিউরিয়াস**, **অ্যালো**, **সালফার**, **মিউরেক্স**, **নাক্সভমিকা** প্রভৃতির সঙ্গে ওষুধটি তুলনীয়।

সোরিনাম
(Psorinum)

সোরিনাম **সালফারের** সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যযুক্ত। এই ওষুধের রোগী দেহ ধোয়া-মোছা করতে অর্থাৎ স্নান করতে ভয় পায়। তার দেহের, বিশেষত মুখ-মণ্ডলের ত্বক ময়লাটে দেখায়, যদিও তার মুখমণ্ডল ভালভাবে ধোয়া-মোছা করা হয়েছে তবুও সেটি মলিন দেখায়; যেন অপরিচ্ছন্ন, ময়লা, কদাকার, ধুলো-বালিতে আচ্ছন্ন বলে মনে হয়। ত্বক কর্কশ ও অমসৃণ থাকে, সহজেই ফাটাফাটা হয়ে পড়ে, রক্তস্রাবী ফিশার সৃষ্টি হয়; ত্বক এবড়ো-খেবড়ো ও ছাল ওঠা বা আঁশযুক্ত হয়। রোগী তার দেহের ত্বক পরিষ্কার করতে পারে না। হাতের ত্বক কর্কশ হয়ে পড়ে, সহজেই ছাল ওঠা ভাব, পুরু ও আঁশযুক্ত হওয়া, সহজেই ফেটে যাওয়া অবস্থা দেখা দেয়; ছোট ছোট আঁশ বা মামড়ী যুক্ত উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়; যেন হাত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়নি এরূপ দেখায়; মনে হয় যেন সর্বদাই তার হাত অপরিচ্ছন্ন থাকে। ত্বকের অনেক উপসর্গই স্নানে এবং বিছানার উষ্ণতায় খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। উষ্ণতায় ত্বক চুলকায়, উষ্ণ পোশাক পরলে ত্বক চুলকাতে থাকে। বিছানার উত্তাপে চুলকানিবোধ হয়, আক্রান্ত অংশ দগ্‌দগে না হয়ে পড়া পর্যন্ত রোগী সেখানটা চুলকে চলে এবং তার পরে সেখানটায় চিমটি কাটে। ছাল ওঠা জায়গাটা সেরে যাবার মত হলে সেখানে চুলকানিবোধ দেখা দেওয়ায় সেখানটা আবার চুলকে চুলকে লাল ওঠা অবস্থা করে তোলে। চুলকাবার জন্য হাত ও পায়ের বিভিন্ন অংশের ছাল উঠে গিয়ে পরে চুমটি পড়া অবস্থা দেখা দেয়। কোনরূপ উদ্ভেদ না থাকলেও বিছানার উষ্ণতায় ভয়ানক চুলকানিবোধ হয়। ত্বক অস্বাস্থ্যকর, ময়লাটে, অপরিচ্ছন্ন ও ছোট ছোট ক্যাপিলারী ও রক্তবাহী নালীতে পূর্ণ হয়ে থাকতে দেখা যায়। উদ্ভেদ সৃষ্টির পূর্বে ত্বকে এইরূপ অবস্থা থাকে। চুলকানোর ফলে চুমটি পড়ে এবং তার পরে সেখানে উদ্ভেদ দেখা দেয়। মশার কামড়ে উঁচু হয়ে ওঠা অবস্থার মত বা প্যাপিউলা, ফুস্কুড়ি, মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ, ফোড়া, জলপূর্ণ ফোস্কা প্রভৃতি সৃষ্টি হয় এবং উদ্ভেদ থেকে এক ধরনের রস গড়ায়। উদ্ভেদগুলি বেশ কিছুদিন থাকার পরে সেখানে মামড়ী পড়া অবস্থা দেখা দেয় এবং জলপূর্ণ ফোস্কাগুলি মিলেমিশে একাকার হয়ে পড়ে; ত্বক পুরু ও শক্ত হয়ে পড়ে এবং তার পরে পুরানো মামড়ীগুলির নিচে নতুন এক ঝাঁক উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়; দগ্‌দগে ভাব, চুলকানিবোধ, সুড়সুড় করা ও রক্তপাত ঘটা প্রভৃতি দেখা দেয়।

স্ক্যাল্পে ও মুখমণ্ডলে একজিমা সৃষ্টি হয়, মামড়ীতে স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বক ভরে যায়, চুল পড়ে যায়; রসক্ষরণ হয়ে মামড়ী উঠে যায় এবং সেখানে নতুন নতুন ফোস্কা বেরিয়ে পড়ে; সেগুলিকে কাঁচা গরুর মাংসের মত দেখায়; সেখানটা

চিড়্বিড়্ করতে থাকায় শিশুরা সেখানটা আঙ্গুল দিয়ে না চুলকে থাকতে পারে না, চুলকানি ও সুড়্সুড় করা রাত্রিতে বিছানার উষ্ণতায়, উষ্ণ সেক্ লাগালে অথবা যা কিছু সেখানে বায়ু রোধে সাহায্য করে তাতেই খুব বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে; সেগুলি ঠাণ্ডা বায়ুতে কম থাকতে এবং ঢেকে রাখলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। সাধারণ ভাবে এটা সোরিনামের বিপরীত, কারণ সাধারণত এর ওষুধের উপসর্গ খোলা হাওয়ার বৃদ্ধি পায়; খোলা হাওয়ার প্রতি রোগীর বিরূপতা থাকে।

উদ্ভেদগুলি চলতে থাকে, ছড়িয়ে যায় এবং আসল ত্বক উঁচু হয়ে ওঠে, পুরু, শক্ত হয়ে পড়ে এবং সেখানে রক্তচলাচল বৃদ্ধি পায় এবং লালভাব সৃষ্টি হয়। উদ্ভেদ থেকে যে রস গড়ায় তাতে খুব দুর্গন্ধ, পচা-গলা মাংসের মত গন্ধ গন্ধ, গা-বমিভাব সৃষ্টিকারী গন্ধ দেখা দেয়।

সোরিনামের প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই দুর্গন্ধ থাকে; শ্বাসে দুর্গন্ধ, উদ্ভেদের স্রাবে পচা বা গলা মাংসের মত দুর্গন্ধ, মলের দুর্গন্ধে সারা বাড়ীটাই যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায়; ডায়রিয়ায়, গ্রীষ্মকালীন উপসর্গে, শিশুকলেরায়; দেহের ঘামে; লিউকোরিয়া প্রভৃতি দেহ নিঃসৃত সব স্রাবেই খুববেশী দুর্গন্ধ থাকে; উদ্গারে পচা ডিমের মত গন্ধ ওঠে; মল, বায়ুনিঃসরণ এবং উদ্গারে পচা ডিমের মত গন্ধ; যেসব রোগীর এই ওষুধটি প্রয়োজন তার চেহারা দৃষ্টিকটু থাকে এবং দেহেও দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

রোগীর ত্বক ক্রমশ পুরু ও রক্তস্রাবী হয়ে পড়ে এবং উদ্ভেদগুলি দেহের অন্যান্য অংশে বিস্তার করে। ঠোঁটে, যৌনাঙ্গে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়; খুব দুর্গন্ধযুক্ত হয়; মলদ্বারের কাছে টন্টনে ব্যথা ও দগ্দগে ভাব দেখা দেয়, ভালভায় ক্ষত হয়ে দুর্গন্ধ যুক্ত হতে দেখা যায়; পায়ে, টিবিয়াতে, হাতের তালুর পিছনে, পায়ের পাতায়, কানের পিছনে ও কানে, মাথার ত্বকে, গালের হাড়ের উপরে, নাকের পাটায় এবং চোখের পাতায় উদ্ভেদের সৃষ্টি হয়। ত্বক তেলতেল, চর্বি মাখিয়ে রাখার মত দেখায়। উদ্ভেদের সঙ্গে নাক, মুখ, ঠোঁট এবং চোখের মিউকাস মেমব্রেন বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে লালভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায় ও উল্টে থাকে, একট্রোপিয়নের মত দেখায়; চোখের মিউকাস মেমব্রেনে ছোট ছোট দানার মত গ্র্যানিউল হয়ে সেগুলি শক্ত হয়ে যায়, লাল ও ক্ষতপূর্ণ হয়ে পড়ে। কর্নিয়ায় ক্ষত, চোখ থেকে জল পড়া, চোখের পাতা উল্টে থাকা ও চোখের পল্লব ঝরে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। চোখে লাল ভাব, মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ, লাল হয়ে থাকা, ত্বক থেকে হলদে ও ঘন রস গড়ানো প্রভৃতির জন্য রোগীকে দেখলে ভয় হয়। প্রথম দিকে রসস্রাব পাতলা ও সাদাটে অথবা ঘন সাদাটে হতে দেখা যায়। পুরানো উদ্ভেদে মামড়ীর নিচে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে ঘন, হলদে পুঁজের মত স্রাব নির্গত হতে দেখা যায়। চোখ ও নাক থেকে হলদে সবুজ স্রাব বেরোয়। নাক থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত, আঠালো স্রাব ঝরে; দুর্গন্ধ অনেকটা **মার্কিউরিয়াস, সাইলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া কস এবং হিপারের** মত হয়। চোখে দুর্গন্ধ বা পচাটে গন্ধযুক্ত পুঁজ জমে থাকে।

কোরাইজাতে নাক থেকে ঘন, হলদেটে সর্দি বেরোয়। অল্পেতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। কোরাইজাতে দিনের মধ্যে কিছু সময় নাক শুকনো আবার কিছু সময় নাক থেকে সর্দি ঝরতে দেখা যায়; সেইজন্য রোগীকে সবসময় রুমাল কাছে রাখতে হয়, রুমালে প্রায় সব সময় নাক ঝাড়তে হয়। কোরাইজার প্রথমাবস্থায় রোগীকে প্রায় সব সময়ই নাক ঝাড়তে হলেও নাক থেকে বিশেষ কিছু বেরোয় না, বা রোগী আরামও পায় না। ঐরূপ অবস্থা এতই প্রকট হয় যে অনেকে এটাকে 'হে ফিভারের' দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা বলে মনে করেন যাতে সারা বছর ধরেই নাক থেকে সর্দি ঝরে এবং তুষারপাতের সময় সর্দি পেকে ঘন হয়ে যেতে দেখা যায়। এই ওষুধের কোরাইজার সঙ্গে 'হে ফিভারের' অনেকটা মিল আছে, তুষারপাতের সময় নাক বন্ধ হয়ে থাকা; চোখ ও নাকে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা দেখা যায়। হে ফিভারের উপযোগী ওষুধ নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর। হে ফিভারের উপযোগী নিম্নমানের ধাতুগত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে তবেই হে ফিভার নিরাময় করা যেতে পারে। এই রোগটি সোরা-বিষেরই একটি অভিব্যক্তি যেটা বছরে একবার করে দেখা দেয় এবং সেই সোরা-মায়াজম কে পরিবর্তিত করে তোলা প্রয়োজন। বেশীর ভাগ রোগীকেই কয়েক বছরের মধ্যে পরিবর্তিত করে তোলা যায়, তবে সেটা একটি মাত্র ঋতুতেই সম্ভব নয় কাজেই এতে হতাশার কিছু নেই। শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায়, দীর্ঘদিন পূর্বে সৃষ্টি হওয়া দুষ্ট জ্বরের ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসার জন্যই হয়ত হে ফিভারের সূত্রপাত ঘটে।

সোরিনামের রোগী নিজে খুবই দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। অল্প একটুখানি হাঁটার পরই সে বাড়ী ফিরে যেতে চায়। খোলা হাওয়ায় সে খুব কষ্টবোধ করে, তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। খোলা হাওয়ায় সে স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে পারে না, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেও সে শ্বাস নিতে পারে না; তাই সে দ্রুত বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়তে চায় যাতে ভালভাবে শ্বাস নিতে পারে। হাঁপানি অথবা হার্টের দুর্বলতাজনিত শ্বাসকষ্টে রোগী তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়তে চায় যাতে সে ভালভাবে শ্বাস নিতে পারে। সাধারণ ক্ষেত্রে হাঁপানি শ্বাসকষ্টে খোলা হাওয়ায় এবং উঠে বসা অবস্থায় রোগীর আরামবোধ করাটাই স্বাভাবিক; কিন্তু সোরিনামে সেইরূপ এতে দেখা যাবে না; এখানে রোগী উষ্ণ জায়গা খুঁজে শুয়ে পড়তে এবং একাকী থাকতে চায়।

সোরিনামের রোগীর সব কাজেই ধীরতা থাকতে দেখা যায়; একটা আংশিক পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা থাকে। জ্বর কমে গেলেও সে সুস্থবোধ করে না; তার হজমশক্তি কমে যায়; মল স্বাভাবিক থাকলেও সেটা বের করতে রোগীকে খুব চেষ্টা ও বেগ দিতে হয়; মূত্রথলী প্রস্রাবে ভর্তি হয়ে থাকলেও প্রস্রাব ধীরে ধীরে পড়ে এবং রোগীর মনে হয় যেন কিছুটা রয়ে গেল; কখনো তার মল বা প্রস্রাব পরিষ্কার হয়েছে বলে বোধ হয় না, সেইজন্য বার বার তাকে মল বা প্রস্রাব ত্যাগের জন্য যেতে হয়। যদিও রোগীর মল নরম ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে তবুও কেবলমাত্র একবারের চেষ্টাতেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

সোরা ধাতুর একজন রোগীর হয়ত টাইফয়েড হয়েছে; সেই টাইফয়েড হয়ত নিবারিত হয়েছে অথবা সেটা স্বাভাবিক ভাবেই হয়ত তার নির্দিষ্ট গতিতে চলে কনভালেসেন্স অবস্থা বা আরোগ্য লাভের প্রাথমিক অবস্থায় পৌঁছেছে, জ্বর হয়ত চলে গেছে কিন্তু রোগীর মুখে রুচি থাকে না, কাজেই তার কনভালেসেন্স আরম্ভ হতে পারে না; রোগী চুপচাপ শুয়ে থাকতে চায়, নড়াচড়া করা পছন্দ করে না; চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে, উঠে বসতে চায় না; তার শ্বাসক্রিয়ার কষ্টবোধ থাকায় সে বিছানায় শুয়ে থেকে হাত দুটি বিছানায় ছড়িয়ে দেয় কারণ তাতে তার শ্বাসক্রিয়া সহজে চলতে পারে এবং রোগীও কিছুটা আরাম পায়; সে খুব ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করে; এক ডোজ সোরিনাম প্রয়োগে এই রোগীর দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, তার দেহে ঘাম হওয়া বন্ধ হবে, ক্ষুধাবোধ বাড়িয়ে দেবে বা মুখে রুচি নিয়ে আসবে এবং শ্বাসক্রিয়াকেও সহজ করে তুলবে।

এই ওষুধের মানসিক লক্ষণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। বিষাদ, আশাহীনতা; রোগী তার মাথার উপরে অন্ধকারে যেন কোন আলো অর্থাৎ আশার আলোই দেখতে পায় না, যেন তার কাছে সবই অন্ধকার বলে মনে হয়। তার মনে হয় যেন তার ব্যবসায় নষ্ট হয়ে যাবে, যেন সে দরিদ্র হয়ে পড়বে, যেন সে এমন কোনো পাপ করেছে যার জন্য তার এরূপ ভাগ্যহীন অবস্থা দেখা দিতে যাচ্ছে। দিনের বেলায় রোগীর মনে এই ধরনের বদ্ধমূল ধারণা দেখা দেয় এবং সে রাত্রিতে সেই বিষয়েই স্বপ্ন দেখে। সে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে, দুঃখে কাতর হয়, পরিবারের লোকজনের মধ্যে থেকেও সে নিরানন্দ বোধ করে, যেন সে কোনরূপ আনন্দ করার উপযুক্ত নয়। তার ব্যবসায় হয়ত যথেষ্ট ভালভাবে উন্নতির পথেই চলেছে তবুও রোগীর মনে হয় যেন সে দরিদ্র হয়ে পড়তে চলেছে, সে খুব বেশী খিটখিটে হয়ে পড়ে, একা থাকতে চায়। দেহ ধোয়া-মোছা করতে বা স্নান করতে চায় না। তার মধ্যে খুব বেশী উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা দেখা দেয়, এমনকি সে আত্মহত্যা করার কথাও ভাবে। অসুস্থ থেকে মুক্তি পাবার বা আরোগ্য লাভের বিষয়ে সে হতাশ হয়ে পড়ে।

রোগীর দেহে কোথাও কোনও উদ্ভেদ না থাকলেও রাত্রিতে চুলকানিবোধে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। সে দেহ থেকে ঢাকা ফেলে দিলে শীতবোধ করে, আর দেহ ঢেকে রাখলে চুলকানিবোধ হতে থাকে। রোগী ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকলেও উত্তাপে তার ত্বকের উপসর্গ খুব বৃদ্ধি পায়। ত্বকে সুড়সুড় করা চুলকানি-বোধ, উদ্ভেদ না থাকা অবস্থাতেও চুলকানিবোধ বা ফরমিকেশন, ছোট পোকা বা পিঁপড়ে হাঁটার মত বিড়বিড় করা প্রভৃতি দেখা দেতে পারে।

যে সব লোকের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে, খোলা হাওয়ায় গেলেই যাদের মাথাঘোরে এবং সেইজন্য বাড়ী চলে গিয়ে শুয়ে পড়তে চায়, যাদের মনে ভয় হয় যে খোলা হাওয়ায় থাকলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, সেই সব লোকের পক্ষে ওষুধটি বিশেষভাবে উপযোগী।

পুরানো, দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ধরনের পিরিয়ডিক হেডেক বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আসা মাথাধরার সঙ্গে খুববেশী ক্ষুধাবোধ অনেক ক্ষেত্রে যতক্ষণ মাথাধরা থাকে ততক্ষণ ধরেই চলতে থাকে ; সেইজন্য রোগী গভীর রাত্রিতেও উঠে কিছু খেতে বাধ্য হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে খাবার পরে মাথার যন্ত্রণার কিছুটা উন্নতি হয়, কিছু না খেয়ে থাকলে তার মাথাধরা দেখা দেয়। মাথায় খুববেশী রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, মাথার চুল ঘামে ভিজে যায়, ক্ষুধাবোধ দেখা দেয়। প্রতি এক, দুই বা তিন সপ্তাহ অন্তর বারে বারে ফিরে আসা বা রেকারেণ্ট ধরনের মাথাধরা দেখা দেয়। প্রতিবার রোগীর মাথায় হাওয়ার স্পর্শে সর্দি শুকিয়ে বা বন্ধ হয়ে গিয়ে মাথাধরা দেখা দেয়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে সর্দি বা কোরাইজা অথবা মাথাধরা এর যে কোন একটা দেখা দেয়। ভয়ংকর ধরনের মাথা-ধরার সঙ্গে মাথায় দপ্‌দপ্‌ করা, ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠোকার মত বোধ, মুখমণ্ডল লাল ও মাথাটি উত্তপ্ত—রক্তাধিক্যের লক্ষণ থাকে, কোন কোন সময় মাথায় ঘামও হতে দেখা যায়। শীতকালে শুকনো কাশির সঙ্গে ক্ষুধাবোধসহ মাথাধরা দেখা দেয়। শুকনো, বিরক্তিকর, সারা দেহ ঝাঁকিয়ে দেবার মত কাশি থাকে কিন্তু কোন শ্লেষ্মা ওঠে না। এই কাশি বন্ধ হয়ে গেলে রোগীর 'পিরিয়ডিক হেডেক দেখা দেয়। এভাবে উপসর্গগুলিকে পর্যায়ক্রমে আসতে দেখা যায়। মাথাধরা চলে গেলে কাশি দেখা দেয় অথবা শীতকালে উদ্ভেদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে মাথাধরা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বক শীতল থাকে, গ্রীষ্মকালেও রোগী পশমী টুপী পরে থাকে, মাথা আঢাকা অবস্থায় রাখলে তার উপসর্গ খুব বেড়ে যায় (**সাইলিসিয়া**), চুল কাটালেও তার উপসর্গ বৃদ্ধি পায় (**বেলেডোনা**, **গ্লোনইন**, **সিপিয়া**)। **হিপারে** ও ঠাণ্ডায় উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

শীতকালে সল্ট রিউম অর্থাৎ নুন ছাল ওঠার মত উদ্ভেদ, সোরিয়াসিস প্রভৃতি দেখা দেয় ; শুকনো, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, ঠাণ্ডা ভিজে আবহাওয়ায়, ঠাণ্ডা জলে স্নান করা, থালা-বাসন মাজা প্রভৃতি কারণে 'সল্ট রিউব' বা বিশেষ ধরনের হাজা বেড়ে যায়।

মাথার চুল শুকনো, চাকচিক্যহীন, সহজেই আঠার মত জড়িয়ে থাকতে বা জট পাকিয়ে যেতে দেখা যায়, সেইজন্য অনবরত চুল আঁচড়াতে হয়।

ক্রনিক, দুর্গন্ধযুক্ত অটোরিয়া বা কান থেকে পুঁজ পড়া ; পুঁজ ঘন দুর্গন্ধযুক্ত, হলদে থাকে, ঐ পুঁজ স্রাবে পচা মাংসের মত গন্ধ পাওয়া যায় ; এই স্রাব এক নাগাড়ে হয়ে চলে ; কানের চার ধারে ও পিছনে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়, ওটাইটিস মিডিয়া বা মধ্য কর্ণে প্রদাহ ; কানের পর্দা ফেটে যাওয়া ; অ্যাবসেস থেকে ক্রমাগত পুঁজ পড়ার মত স্রাব কান থেকে বেরোয় এবং তাতে খুব দুর্গন্ধ থাকে। "অটোরিয়ার সঙ্গে মাথাধরা : পাতলা, হাজাকর ও পচা মাংসের মত খুব দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ পড়ে, বাম কান থেকে প্রায় চার বছর ধরে দুর্গন্ধ, ঘন, বাদামী রঙের পুঁজ পড়তে দেখা

গেছে।" অটোরিয়ার সঙ্গে জলের মত পাতলা ও ময়লা এবং কানের পিছনে আর্দ্র পর্দার মত ময়লা জমতে দেখা যেতে পারে।

দাঁতের উপসর্গ ; রিগ্‌স্‌ ডিজিজ ; দাঁত আলগা হয়ে পড়ে ; মাঢ়ী দাঁত থেকে সরে যায়, স্পঞ্জের মত নরম ও রক্তস্রাবী হয়ে পড়ে, ভেজা ভেজা ও নীলচে দেখায় ; দাঁত পড়ে যায়। জিহ্বা ও মুখের ভিতরে ক্ষত, শিশুকালে যেমন দেখা যায় তেমনি ক্ষত, অ্যাপথি, থ্রাস, ক্ষত ও টন্‌টনে ব্যথা মুখ, গলা প্রভৃতিতে দেখা যায়, গলায় পুরানো বা ক্রনিক ক্ষত সৃষ্টি হয়ে পারে। আলজিহ্বায় পুরানো পুরু ভাব ও লম্বাটে হয়ে পড়া অবস্থা ; টনসিল বড় হয়ে ওঠা ; প্যারোটিড্‌ ও সাব ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ডের বৃদ্ধি ; সেগুলি শক্ত ও স্পর্শকাতর হয়ে পড়া, ঠাণ্ডা লাগার ফলে গ্ল্যাণ্ড-গুলিতে স্ফীতি, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডে টন্‌টনে ব্যথা ইত্যাদি থাকতে দেখা যায়।

পেটের পুরানো উপসর্গের সঙ্গে মলের নানা গোলযোগ ; নরম মল ত্যাগ করতেও রোগীকে বেশ জোর দিতে বা বিশেষ বেগ দেবার চেষ্টা করতে হয় (**নাক্স মস্কেটা, অ্যালুমিনা**)। ক্রনিক ডায়রিয়া ; দিন ও রাত্রিতে যে কোন সময় বার বার ভয়ংকর দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ করতে দেখা যায় (**সালফারের** সঙ্গে এই ওষুধটির অনেক সাদৃশ্য থাকলেও এই লক্ষণটি সালফারের মত নয়)। স্বাভাবিক মলত্যাগের জন্যও রোগীকে বেশ কয়েক বার পায়খানায় যেতে হয়।

ক্রনিক অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে বমি হওয়াও সেই সঙ্গে পাকস্থলীতে ক্ষত হয়ে এবং ফুলে থাকতে দেখা যায়। সব সময়ই পাকস্থলী থেকে টক ঢেকুর ওঠে। বমির সঙ্গে ও মলের সঙ্গে রক্ত বেরোয়। সোরিনামে রক্তপাত ঘটার একটা প্রবণতা, বিশেষ ভাবে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ঋতুস্রাবের সব ধরনের গোলযোগ ; ঋতুস্রাব বেশী দিন ধরে চলতে থাকে। কোন মহিলার অ্যাবরসনের পরে প্লাসেণ্টা বেরিয়ে গেলেও কয়েকদিন বাদে বাদেই কিছুটা করে টাটকা, উজ্জ্বল লাল রঙের রক্ত ও ক্লট বেরোতে অথবা বেশ কিছুদিন এমন কি কয়েক সপ্তাহ ধরেই একটু একটু উজ্জ্বল লাল রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখা যায়, যখনই ঐ মহিলা পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় তখনই নতুন করে একটু রক্তস্রাব দেখা দেয়, সেটা সেরে যাবার কোন লক্ষণই থাকে না। এরূপ অবস্থায় **সালফার** ও সোরিনাম এই দুটি মাত্র ওষুধই উপযোগী হতে পারে। জরায়ুতে খুববেশী শিথিল অবস্থা, সাব-ইনভলিউশন অবস্থা থাকতে দেখা যায়। জরায়ু স্বাভাবিক আকারে ফিরে না যাওয়ায় এইরূপ রক্তস্রাব হবার প্রবণতা, একটা ইনারসিয়া বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা দেখা দেয়।

"নরম মলও খুব কষ্টে বেরোয়" এই লক্ষণটির কথা ভুলবে না। দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা ; রেক্টাম থেকে রক্তপড়া ; কলেরা ইনফ্যাণ্টাম বা শিশু-কলেরার প্রথম দিকে কয়েকদিন পর্যন্ত মলে খুববেশী দুর্গন্ধ থাকে, মল আমযুক্ত, অজীর্ণ থাকে ; বমি ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা ও শিশুটির সারা দেহেই মারাত্মক দুর্গন্ধ পাওয়া যায় ; শিশুটিকে অপরিচ্ছন্ন দেখায় ; তার নাক ভিতরে বসে যায় (**অ্যাণ্টিম টার্ট**) মুখ-মণ্ডলের চোপসান ভাব থাকে। সোরিনামে এই শিশুর দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়

এবং সে আরোগ্যলাভ করে অথবা তার দেহে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যাতে খুব সাধারণ কোন ওষুধেই সে আরোগ্যলাভ করবে। এই ওষুধে যে গন্ধ পাওয়া যায় সেটা **হিপারের** মত টক গন্ধ নয়; ভাল করে ধোয়া-মোছা করার পরেও শিশুটির দেহে খুব টক গন্ধ পাওয়া যায় যেটা দুধ টকে যাবার মত বোধ হয়; শিশুর জামা-কাপড়, কাঁথা, তার প্রস্রাব ও মল এবং ঘাম সবেতেই টক গন্ধ থাকে। এইরূপ টক গন্ধ **হিপারের** একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। সোরিনামের মলে পচা ডিমের মত দুর্গন্ধ থাকে, উদ্গার এবং নিঃসৃত বায়ুতেও তেমনি দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। মলের দুর্গন্ধ খুবই ভয়ংকর হলেও সেটা **ব্যাপটীসিয়ার** মত ততটা তীব্র ঝাঁঝালো দুর্গন্ধযুক্ত হয় না; ঐ ওষুধটির মল কাদা কাদা ও ঘন হতে দেখা যায় কিন্তু সোরিনামের মল পাতলা, জলের মত, বাদামী রঙের হয় ও তোড়ে বেরোয় এবং মলে রক্তমেশানোও থাকতে পারে। ক্রনিক ডায়রিয়াতে সকালের দিকে মলত্যাগের জন্য তাড়াতাড়ি ছুটতে দেখা যায়। উত্তপ্ত বায়ু নিঃসরণ, মলদ্বারে জ্বালাবোধ, পচা ডিমের মত গন্ধ **আর্নিকা** ও **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া**-তেও হতে দেখা যায়। রাত্রিতে অসাড়ে মল নির্গত হয় (**চায়নাতে** কালচে রঙের প্রচুর পাতলা জলের মত মল রাত্রিতে এবং খাবার পরে হতে দেখা যায়)। সোরিনামে আমরা **সালফারের** মত দ্রুত মলত্যাগের জন্য ছোটা, **ওলিয়েন্ডার** ও **অ্যালো-র** মত ফ্লাটুলেন্স বা পেটে গ্যাস জমে থাকা অবস্থা এবং **অ্যালুমিনা**, **চায়না** ও **নাক্স মস্কেটার** মত নরম মলত্যাগেও কষ্ট হওয়া লক্ষণ দেখা যায়।

সোরিনামে কোন কোন ক্ষেত্রে অবসাদ থাকতে দেখা যায়; বিশেষত যৌনাঙ্গে অবসাদ দেখা দেয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে যৌন-সঙ্গমে বিরূপতা থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে যৌন সঙ্গমে অনিচ্ছা বা বিরূপতা খুব একটা দেখা যায় না। তবুও মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই যৌন-সঙ্গমে অনিচ্ছা অথবা তাতে আনন্দবোধ না হওয়া অবস্থা দেখতে পাই। পুরুষদের ক্ষেত্রে লিঙ্গোদ্গম এবং যৌন-ক্রিয়ায় কোন অসুবিধা থাকে না, কাজেই অনিচ্ছা বা বিরূপতাটা ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতার জন্য নয়, তার কারণ রোগী যৌন ক্রিয়ায় আনন্দ পায় না। পুরুষত্বহীনতা পরে দেখা দেয়। তখন "লিঙ্গোদ্গম হয় না, যৌনাঙ্গ থলথলে ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।" যৌন-ক্রিয়ার প্রতি বিরূপতা, ধ্বজভঙ্গ অবস্থা, যৌন মিলনের সময় বীর্যস্খলন না হওয়া" "প্রস্রাব ত্যাগের পূর্বে প্রস্টেটরস নির্গত হওয়া" প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

পুরানো গ্লীটে বেদনাহীন স্রাব নির্গমন, প্রস্রাবের শেষ ফোঁটাটি যেন রয়ে গেল বলে বোধ, যৌনাঙ্গ শিথিল ও ঠাণ্ডা থাকা; একটি ফোঁটা সাদা বা হলদে পুঁজ পড়া অবস্থা সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগের পরেও দেখা দিতে পারে। **সিপিয়া, সালফার, অ্যালুমিনা** এবং সোরিনামে এরূপ লক্ষণ থাকে। যৌনাঙ্গে অস্বাভাবিক দুর্গন্ধের সঙ্গে উপরোক্ত অবস্থা দেখা গেলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য সব ওষুধের চেয়ে সোরিনাম বেশী উপযোগী হবে। গন্ধটায় যদি মিষ্টিভাব এবং গা-বমিভাব সৃষ্টি হতে দেখা

যায় ; পুরুষাঙ্গের বর্ধিত ত্বকের অংশকে সরালে যদি আঁচিল চোখে পড়ে এবং ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পরেও যৌনাঙ্গে যদি মিষ্টিগন্ধ থেকে যায় তা হলে থুজাই উপযুক্ত ওষুধ।

সোরিনাম হার্টের নানা গোলযোগ সারাতে পারে। সামান্যতম পরিশ্রমেই বুক ধড়ফড় করা অবস্থা দেখা দেয় এবং শুয়ে পড়লে সেটা কমে যায়। বুকে সুচ ফোটানোর মত ব্যথা শুয়ে পড়লে কমে যায়। হার্টের যে কোন পাশে কার্ডিয়াক মারমার মাইট্রাল ভালবের দুর্বলতায় রিগারজিটেসন জনিত মারমার ; বাতজনিত অবস্থার জন্য পেরিকার্ডাইটিস সৃষ্টি হওয়া ; খুববেশী দুর্বলতাসহ হার্টের উপসর্গ দেখা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে মুখমণ্ডলে মলিন ভাব, দৃষ্টিতে হতভম্ব ভাব থাকতে দেখা যায়। পালস দুর্বল, অনিয়মিত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

তবে মোডালিটি অর্থাৎ উপসর্গের হ্রাস-বৃদ্ধির লক্ষণগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। খোলা হাওয়ায়, উঠে বসলে, লেখার টেবিলে ; রোগী শুয়ে পড়তে চায়, বুকের যাতে বিশ্রাম হয় এবং শ্বাসক্রিয়া সহজতর হয় সেইজন্য সে শুয়ে পড়তে চায়। হাঁপানির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট শুয়ে থাকলে কম হয় এবং হাত দুটি দেহের যত কাছাকাছি রাখা হয় কষ্টও তত বেশী হয়ে থাকে। এধরনের লক্ষণ অল্প দু'একটি ওষুধেই মাত্র দেখা যায় এবং অন্য কোন ওষুধেই ঐরূপ লক্ষণ সোরিনামের মত ততটা প্রকট ভাবে থাকতে দেখা যায় না।

জ্বরজনিত অবস্থা,সবিরাম জ্বর, পিত্তজ জ্বর, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হতে দেখা যায়। এই রোগী এতই উত্তপ্ত থাকে যে চাদরের নিচে থাকা রোগীর হাত এত গরমবোধ হয় যে মনে হয় যেন গরম বাষ্পের ভিতরে রয়েছে, উত্তাপের জন্য রোগীর হাত স্পর্শ করতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিতে হয়। এই উত্তাপটা বেলেডোনার মত শুকনো উত্তাপ নয়, কিন্তু তবুও সেটা খুববেশীই থাকে, যেন গরম বাষ্পের মত বোধ হয়। জ্বরের মধ্যে রোগীর দেহে ফুটন্ত জলের মত গরম ঘাম দেখা দেয়। রোগীর মাথা ও দেহ ভীষণ গরম থাকে এবং দেহের ঢাকনার নিচে গরম বায়ু বা বাষ্পের মত বোধ হতে দেখা যায়। (ওপিয়ামে) এরূপ লক্ষণ দেখা যেতে পারে, তবে সেটা মাথার রক্তাধিক্য-জনিত অবস্থায়, সন্ন্যাস রোগের মত অবস্থায়)। সবিরাম জ্বরে রোগী রাস্তায় বেরোলে তার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, সে বাড়ী ফিরে যেতে চায় ; সে খুব দুর্বল ও অবসন্ন থাকে, হামাগুড়ি দিয়ে অর্থাৎ হাত ও হাঁটুতে ভর করে তবেই সে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে পারে। শীতাবস্থা বিশেষ থাকে না কিন্তু উত্তাপ অবস্থা খুবই প্রবল থাকে, ঘামও প্রচুর হতে দেখা যায়। রোগী প্রায় অর্ধচেতনার মত হয়ে পড়ে, যেন তার চার দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এরূপবোধ ও হতভম্বভাব থাকে ; সে তখন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না ; তার মুখমণ্ডল লাল, ফোলা ফোলা বা থমথমে এবং নানা বর্ণের ছিটছিট দাগযুক্ত হয়ে পড়ে। "প্রচুর পরিমাণে, ঠাণ্ডা, চটচটে ঘাম সামান্য পরিশ্রমেই দেখা দেয়।" এরূপ অবস্থা দুর্বল ও স্বাস্থ্য

একেবারে ভেঙ্গে পড়ার মত হলে তখন দেখা যেতে পারে। টাইফয়েডের পরে রোগী বিছানায় একটু নড়ে-চড়ে বা পাশ ফিরে শুলেই, সামান্য পরিশ্রমে ঘাম দেখা দেয় এবং ঘাম ঠাণ্ডা থাকে। প্রচুর রাত্রিকালীন ঘাম হয়। যক্ষ্মারোগের রাত্রিকালীন ঘামের সঙ্গে দেহে যে ঢাকা দেবার চাদরটি থাকে তার নিচে প্রচণ্ড রকমের উত্তাপ; প্রচুর পরিমাণে গরম ঘাম এবং মানসিক অবস্থাতে হতভম্বভাব থাকতে দেখা যায়।

ম্যারাসমাস বা শিশুদের শীর্ণতারোগ; ত্বক শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়; অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং ত্বককে ধোয়া-মোছা করেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় না। অন্ত্র বা পেট থেকে খুববেশী দুর্গন্ধ বেরোয়; খুববেশী শীর্ণতা, মুখমণ্ডলে বেশী লোম গজিয়ে ওঠে; ফুরফুরে লোমে আবৃত বা 'ফাজ' অবস্থা (**নেট্রাম মিউর, সোরিনাম, সালফার, ক্যালকেরিয়া কার্ব**); ভালভাবে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পরেও তীব্র বা মারাত্মক দুর্গন্ধ থাকা, রাক্ষুসে খিদে থাকলেও রোগা-পাতলা হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যায়। ভয়াবহ দুর্গন্ধ থেকেই সোরিনাম প্রয়োগের কথা মনে আসবে।

পালসেটিলা
(Pulsatilla)

এই ওষুধটিকে মহিলাদের, গৌরবর্ণা, বিশেষত যে সব গৌরবর্ণ মহিলা সামান্য কারণেই কেঁদে ফেলে তাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হয়ে থাকে। এটি পলিক্রেস্ট বা প্রধান ওষুধগুলির মধ্যে একটি এবং এটিকে প্রায়ই ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তেমনই ওষুধটিকে বহুভাবে অপব্যবহারও করা হয়ে থাকে।

পালসেটিলার রোগিণী খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে এবং যেসব পরিবারে অল্পবয়সী অনেক মেয়ে থাকে সেখানে এই ধরনের রোগিণীও প্রায়ই থাকতে দেখা যায়। সে ক্রন্দনশীলা প্রকৃতির, শ্লেষ্মোরিক বা রক্তপ্রধান এবং তার চেহারায় অসুস্থতার লক্ষণ বিশেষ থাকে না; তবুও সে খুবই নার্ভাস, চঞ্চলা, মানসিক দিক থেকে পরিবর্তনশীলতা প্রকৃতির হয়, তাকে সহজেই ইচ্ছানুযায়ী চালনা করা বা স্ববশে আনা যায়। সে নম্র, শান্ত ও একটুতেই কেঁদে ফেলা প্রকৃতির হয় তবুও সে খিটখিটে হয়ে পড়ে, তবে এ খিট্‌খিটে ভাবের সঙ্গে কোপন স্বভাব বা কলহপ্রিয়তা দেখা যাবে না; কিন্তু সে সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, মানসিক ভাবে খুবই স্পর্শকাতর থাকে, সামান্য কারণেই তাকে যেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হবে মনে করে সে ভীত হয়; সামাজিক সব প্রভাবেই সে সহজে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। মানসিক বিমর্ষতা, বিষাদ, ক্রন্দনশীলতা, হতাশা, ধর্ম বিষয়ে নিরাশা ও উন্মাদনা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। রোগিণীর মধ্যে নানা ধরনের খেয়াল, ভাববিলাস, কল্পনা প্রভৃতি দেখা যায় এবং সে সহজেই উত্তেজিতা হয়ে পড়ে। তার মনে হয় যেন পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করা খুবই বিপদজনক, মানুষের পক্ষে কল্যাণকর বলে যে সব বিষয় স্বীকৃত তা

তার কাছে বিপদজনক বলে বোধ হয়। রোগিণীর চিন্তায় এবং খাদ্যবস্তু নির্ধারণে এই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। তার মনে হয় যে দুধ পান করা ভাল নয়, সেইজন্য সে দুধ খায় না। বিশেষ বিশেষ খাদ্য খাওয়া উচিত নয় বলে মনে হওয়ায় সে সেই সব খাদ্য বর্জন করে। বিবাহে অনিচ্ছা এই ওষুধের একটি বড় লক্ষণ; কোন রোগীর হয়ত ধারণা জন্মায় যে স্ত্রীর সঙ্গে যৌন-মিলন একটা খারাপ কাজ, সেইজন্য সে স্ত্রীসঙ্গ থেকে দূরে থাকে। ধর্মের বিষয়ে তার মনে নানা ধরনের খেয়াল জন্মায়। ধর্মগ্রন্থের বিষয়ে অদ্ভুত ধারণা সৃষ্টি হয় এবং ধর্মপুস্তকের লেখা বিষয়কে সে নিজের মনের মত করে অপব্যাখ্যা করে; ধর্ম বিষয়ে সে নিজের খেয়াল মত ধারণা নিয়ে বসে থাকে এবং সেইভাবেই চলে শেষ পর্যন্ত হয়ত বাতিকগ্রস্ত বা বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়ে পড়ে। তার মনে হয় যেন সে খুব পবিত্র একটা মানসিক অবস্থায় রয়েছে অথবা তার মনে হতে পারে যে সে এমন পাপ করেছে যে সে জীবনের শেষলগ্নে প্রাপ্য ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে। এই ধরনের চিন্তা থেকে শেষ পর্যন্ত হয়ত তার মধ্যে মানসিক বিকৃতি দেখা দেয় এবং তখন সে হয়ত দিনের পর দিন বিষন্ন মনে চুপচাপ বসে থাকে। খুববেশী চাপাচাপি না করলে সে হয়ত তখন কথার উত্তরও দেয় না; শুধু 'হ্যাঁ বা না' বলে বা কেবল মাত্র মাথা নেড়ে তার বক্তব্য বোঝাতে চায়। প্রসবের পরে মস্তিষ্ক বিকৃতি বা "পিওরপেরাল ইনস্যানিটি" অবস্থায় রোগিণীকে বিষাদগ্রস্তা ও মিতবাক হয়ে পড়তে ও সারাদিন চুপ করে চেয়ারে বসে থাকতে এবং কথা না বলে কেবলমাত্র 'হ্যাঁ' বা না' বলেই বা মাথা নেড়েই তার বক্তব্য বোঝাতে দেখা যায়, অথচ পূর্বে হয়ত ঐ মহিলা খুবই নম্র, কোমল স্বভাবা ছিলেন এবং সামান্য কারণেই হয়ত তাঁর চোখে জল এসে যেত।

অনেক উপসর্গই পাকস্থলীর দুর্বলতা ও অজীর্ণ অবস্থায় অথবা মানসিক গোলযোগের সঙ্গে একত্রে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যে সব মহিলার অ্যাবরসন হয়ে যায়, ঋতুস্রাবের নানা ধরনের গোলযোগ থাকে, মিছামিছি বা ভূয়া গর্ভ সম্ভাবনা প্রভৃতি দেখা দেয় তাদের পক্ষে ওষুধটি উপযোগী। মানসিক লক্ষণগুলিকে প্রায়ই ওভারী ও জরায়ুর কোন না কোন গোলযোগের সঙ্গে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এইরূপ মানসিক অবস্থার সঙ্গে দেহের উপসর্গগুলিকে সাধারণ ভাবে উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি পেতে এবং নড়া-চড়া করলে কম থাকতে দেখা যায়। ক্রন্দনশীলতা, বিষাদ ও হতাশা অবস্থা খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে আরামবোধ হয়, বিশেষত ঠাণ্ডা, নির্মল, ঝকঝকে ও উজ্জ্বল আবহাওয়ায় ঘুরলে রোগীকে আরামবোধ করতে দেখা যায়। উষ্ণ ঘরে থাকলে দম্ আট্কাবোধ, বেদনা বৃদ্ধি পাওয়া, এমন কি শীতবোধ করতেও দেখা যায়, ঘরের উত্তাপে রোগীর মধ্যে স্নায়বিক শীতকাতরতা দেখা দেয় ও সে ঘামতে থাকে। প্রদাহজনিত লক্ষণ, স্নায়বিক বেদনা এবং বাতের উপসর্গ প্রভৃতি ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে, ঠাণ্ডা সেক্ বা প্রলেপ লাগালে অথবা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে কম থাকে। রোগী পিপাসার্ত না থাকলেও ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে তার আরামবোধ হয়। শীতল খাদ্য রোগীর সহজে হজম হয়, কিন্তু গরম খাবার

খেলে তার দেহ গরম হয়ে ওঠে এবং উপসর্গও খুব বেড়ে যায়। বরফ শীতল জল ইসোফেগাস দিয়ে নামার সময় রোগী বেশ আরামবোধ করে এবং পিপাসা না থাকলেও ঠাণ্ডা জল তার পাকস্থলীতে বেশ সহ্য হয়, বমি হয়ে উঠে যায় না।

অনেক লক্ষণ আবার খাদ্য গ্রহণের পর বৃদ্ধি পায়। খাবার পরে পাকস্থলীতে একটি দলা বা লাম্পের মত বোধ ছাড়া রোগীর মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণগুলিকেও খাদ্য গ্রহণের পরে খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। পাকস্থলীর লক্ষণগুলি সকালে এবং মানসিক লক্ষণ সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায়। চর্বিজাতীয় ও গুরুপাক খাদ্য গ্রহণে পেটের উপসর্গ বেড়ে যায়। চর্বি, শুয়োরের মাংস, তেলতেলে দ্রব্য, কেক, পেস্ট্রি এবং অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য খেলে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। পালসেটিলার পাকস্থলীর পরিপাক ক্রিয়া ধীরে ধীরে বা বিলম্বে হয়। খাবার কয়েক ঘণ্টা পরেও পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ, একটা লাম্পের মত অনুভূতি হতে থাকে এবং খোলা হাওয়ায় আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ালে সেসব উপসর্গ কমে যায়। সাধারণত রোগী খোলা হাওয়ায় ধীরে ধীরে চলাফেলা করলে আরামবোধ করে এবং চুপচাপ বসে থাকলে সে উন্মাদের মত হয়ে পড়ে ; বিশ্রামে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, কোন একটা কিছু করলে, সাধারণত ধীরে ধীরে, মাঝারী ধরনের চলা-ফেরায় আরামবোধ হয়। এইরূপ নড়াচড়া করায় আরামবোধ বা কষ্ট কমে যাওয়া, বিশ্রামে বৃদ্ধি ; খোলা হাওয়ায় কষ্ট কমে যাওয়া কিন্তু উষ্ণ ঘরে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে এই সুন্দর ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সারাংশ আমরা পাই।

পালসেটিলার রোগীর ত্বকে জ্বর জ্বর ভাব ও উত্তাপ থাকে, যদিও তার দেহের তাপ স্বাভাবিকই থাকতে দেখা যায়। বেশী কাপড়-চোপড়ে দেহ আবৃত রাখলে তার কষ্টবোধ হয় ; সে মাঝারী ধরনের ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও পাতলা কাপড়-চোপড় পরে থাকতে চায় ; তার উষ্ণ পোশাকের প্রয়োজন হয় না। দেহে বেশী কাপড়-চোপড় চড়ানো বা দেহ ঢেকে রাখায় তার উপসর্গ বেড়ে যায়। পশমী কাপড়ে তৈরি জামা-প্যাণ্ট পরা রোগীর পক্ষে কষ্টদায়ক হয়, কারণ তাতে তার দেহের ত্বকে সুড়সুড় করে ; চুলকায় এবং **সালফারের** মত উদ্ভেদ দেখা দেয় ; **সালফার** এবং পালসেটিলা পরস্পরের প্রতিষেধক বা অ্যাণ্টিডোটরূপে কাজ করে তাই পালসেটিলাতে সালফারের মত উদ্ভেদ সৃষ্টির মত কিছু কিছু লক্ষণে মিল থাকা বিচিত্র নয়। প্রতি বসন্তকালে "রক্ত পরিষ্কারকরণ ক্রিয়ায়" **সালফারের** অ্যাণ্টিডোট হিসাবে পালসেটিলার মত কার্যকরী আর কোন ওষুধই নেই। কোন কোন চিকিৎসক দেহের চামড়া লাল, গরম, সহজেই উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে পড়া অবস্থা এবং কাপড়-চোপড় পরলে ত্বকের উপসর্গ বৃদ্ধি পাবার মত অবস্থা দেখা না দেওয়া পর্যন্ত সালফার প্রয়োগ করে চলেন। সেরূপ ক্ষেত্রে পালসেটিলাই তার প্রতিষেধক। পুরানো সোরিয়াসিস, বুড়ো আঙ্গুলের নখের মত আকারের ছোট ছোট চেপ্টা, বাদামী রঙের দাগ বা প্যাচ সৃষ্টি হয় এবং সেগুলিতে ভীষণ চুলকায় ; **সালফারের** পুরানো রোগীদের এইরূপ লক্ষণ পালসেটিলায় সারানো যায়। ত্বকের সাধারণ

লক্ষণের মধ্যে চুলকানিবোধ ও জ্বালাকরা থাকলেও ত্বকের চেহারা অনেকটা ল্যাকেসিসের মত হতে দেখা যায়। ত্বকে নানা রঙের ছিট্‌ছিট্ দাগ, ইরিসিপেলাসের মত ফোলা ফোলা ভাব, স্থানে স্থানে বেগুনী রঙের দাগ, সৃষ্টি হওয়া; শিরায় রক্ত জমে স্ফীত হয়ে ওঠা, ছোট ছোট ক্যাপিলারীগুলি ফুলে উঁচু হয়ে ওঠা; ক্যাপিলারী অথবা শিরায় ভ্যাসো-মোটর প্যারালিসিস সৃষ্টি হয়ে ত্বকে নানা বর্ণের ছিট্ ছিট্ দাগ সৃষ্টি করে থাকে। পালসেটিলাতে অস্বাভাবিক একটা শিরাপ্রধান ধাতুগত অবস্থা থাকে। শিরাগুলি রক্ত জমে স্ফীত হয়ে ওঠে, ষ্টেসিস অবস্থা দেখা দেয় এবং সেই জন্যই ত্বকে উত্তাপের আধিক্য থাকে। মুখমণ্ডলে অস্বাভাবিক পূর্ণতা-বোধ, লালভাব এবং বেগুনী আভা প্লেথোরা রক্তাধিক্যের কৃত্রিম অবস্থা সূচিত করে। এরূপ অবস্থা থেকে, বিশেষত ঋতুস্রাবের সময় মুখমণ্ডল ফোলা ফোলা ও স্ফীত হয়ে পড়তে পারে। চোখ, মুখ, পেট প্রভৃতি অংশে ফোলাভাব; পায়ের পাতা ফুলে যাওয়ায় জুতো পরতে না পারা; পায়ে লাল ও স্ফীত ভাব ঋতুস্রাবকালে বিশেষভাবে দেখা দেয় এবং ঋতুস্রাব হবার পরে সেটা কমেও যায়। অনেক মহিলাকে খুব ধীর প্রকৃতির, কোথাও যাবার আগে হয়ত ৭-১০ দিন আগে থেকেই প্রস্তুত হতে দেখা যায়, তাদের মুখমণ্ডলে বেগুনী, লালচে আভা, ফোলাভাব; পেটটি ফুলে থাকা; শ্বাসকষ্ট হওয়া প্রভৃতি থাকে এবং ঋতুস্রাবের পরে সে সুস্থ বোধ করে। সম্ভবত ঐ রোগিণী ৭-১০ দিন আগে থেকেই তার ঐ ধরনের লক্ষণগুলি অনুভব করে এবং খোলা হাওয়ায় ধীরে ধীরে নড়াচড়া করায় তার উপসর্গ কম থাকে বলেই সে হয়ত ঐরূপ ধীরতা দেখায়। উষ্ণ ঘরে তার শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়; ঘরের জানালা খোলা রাখতে চায়; রাত্রিতে উষ্ণ বিছানায় তার গলার ভিতরে আট্‌কাবোধ বা দমআট্‌কাবোধ দেখা দেয়। ঋতুস্রাব আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত এরূপ অবস্থা চলতে থাকে। তার পাকস্থলীতে এতটা পূর্ণতা ও ফোলাভাব থাকে যে সে খেতেই পারে না। খাদ্যের প্রতি ইচ্ছা বা রুচি কোনটাই থাকে না।

শিরায় রক্ত জমে থাকার ফলে 'ভেরিকোজ ভেইন' দিয়ে ঘিরে থাকা ক্ষত এই ওষুধে প্রায়ই দেখা যায়। ক্ষত থেকে কালচে রক্ত পড়ে এবং সেটা দ্রুত জমাট বাঁধে; ছোট ছোট কালচে ক্লট সৃষ্টি হয়; রক্ত বেশী পড়ে না, তবে সেটা একটুতেই ক্লট বাঁধে, কালচে আলকাতরার মত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে, রক্তমেশানো জলের মত পাতলা অথবা ঘন হলদে বা সবুজ রঙের রসক্ষরণ হতে দেখা যায়।

সব মিউকাস মেমব্রেনেই শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, বেগুনী রঙের বা শুকনো দাগ পড়ে; ফোলা ফোলা ভাব, ইরিসিপেলাসের মত অবস্থা দেখা দেয়। মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ সৃষ্টি হলে সেখানটা বেগুনী রঙের মত হয়ে পড়ে, শিরায় রক্তাধিক্য ঘটে। ঘন, হলদে বা সবুজ রঙের রসস্রাব এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্লেষ্মাজনিত রসস্রাব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাজাকর হয় না, তবে ভ্যাজাইনা থেকে যে স্রাব নির্গত হয় সেটা হাজাকর থাকে এবং যোনাঙ্গ ও তার আশপাশে দগ্‌দগে

ভাব সৃষ্টি করে। চোখ, নাক, কান, বুক প্রভৃতি থেকে যে শ্লেষ্মাস্রাব হয় সেটা ঘন, হলদে, সবুজ রঙের হয় এবং হাজাকর থাকে না ; কিন্তু লিউকোরিয়া ঘন, হলদে, সবুজ ও হাজাকর হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পালসেটিলার অন্যান্য রসস্রাবের মতই লিউকোরিয়াও হাজাকর না হতে দেখা যায়। স্রাব প্রায়ই দুর্গন্ধযুক্ত, কখনো কখনো রক্তমেশানো, জলের মত হয় কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেও হলদে সবুজ পুঁজের মত রস মিশে থাকতে দেখা যায়।

পালসেটিলার রোগী চোখের উপসর্গ থেকে মাথাঘোরায় কষ্ট পায় এবং চশমা ব্যবহার করলে সেই মাথাঘোরা কমে যায়। মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমিভাবও দেখা দেয় এবং সেটা শুয়ে থাকলে, নড়া-চড়ায় চোখ ঘোরালে বেড়ে যায় কিন্তু শীতল ঘরে থাকলে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ালে কমে যায়। যখনই সে উষ্ণ কোন ঘরে প্রবেশ করে তখনই তার গা-বমিভাব এমন কি বমিও হতে দেখা যায়। খাবার পরে মাথাধরা ও গা-বমিভাব দেখা দিতে পারে।

পালসেটিলাতে তীব্র ধরনের মাথাধরা দেখা যায়। যে সব অল্পবয়সী বা স্কুলের মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হতে যাচ্ছে তাদের মাথাধরায় ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। ঋতুস্রাবের সঙ্গেও মাথাধরা হতে দেখা যায়। মাথাধরার সঙ্গে ঋতুস্রাব দমিত বা সাপ্রেসড্ থাকা ; ঋতুস্রাবের যে কোন ধরনের গোলযোগ থাকে, তবে সেই গোলযোগের জন্যই যে মাথা ধরে তা নয়, দুটি উপসর্গ একই সঙ্গে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঋতুস্রাবের পূর্বে, সময়ে এবং পরে মাথাধরা দেখা দিতে পারে ; তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের পূর্বে যখন সাধারণভাবে কনজেসসন বা রক্তাধিক্য ; রক্ত জমে থাকা বা স্টেসিস এবং শিরায় ফোলাভাব থাকে, সেই সময়ে মাথাধরা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঋতুস্রাব যখন স্বাভাবিক ভাবে হতে থাকে তখন মাথাধরাও কমে যায়। ঋতুস্রাব যখন খুব কম, প্রায় লিউকোরিয়ার মত খুব কম পরিমাণে হয় তখন রোগিণীর মাথা ও স্নায়ুর উপসর্গ দেখা দেয়। দেহের যে কোন একদিকের উপসর্গও এক দিকের মাথাধরা পালসেটিলার বৈশিষ্ট্য। মাথা ও মুখমণ্ডলের একধারে ঘাম হওয়া, দেহের একটা দিকে জ্বরের উত্তাপ বেশী থাকা ; দেহের একটা পাশ শীতল ও স্বাভাবিক কিন্তু অন্য পাশটা উত্তপ্ত থাকতে দেখা যায়। 'পিওরপেরাল ফিভারের এমনই এক রোগিণীকে আমি দেখেছিলাম যার দেহের এক ধারে ঘাম ও অন্য ধারটা শুকনো থাকত এবং অন্যান্য লক্ষণগুলিও বিভ্রান্তিকর ছিল। তাকে পালসেটিলা প্রয়োগে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা গিয়েছিল।

পালসেটিলার মাথাধরা রক্তাধিক্যজনিত ও দপ্‌দপ্ করা প্রকৃতির হয় ; মাথায় খুববেশী উত্তাপ থাকে ; মাথায় ঠাণ্ডা প্রলেপ বা ঠাণ্ডা কিছু লাগালে, বাইরে থেকে চাপ দিলে এবং কখনো কখনো আস্তে আস্তে চলাফেরা করলে আরাম পেতে এবং শুয়ে বা চুপচাপ বসে বিশ্রামে থাকলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় ; খোলা হাওয়ার ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ালে আরামবোধ হয় ; সন্ধ্যার দিকে ক্রমশ মাথাধরা বাড়তে থাকে, রাত্রিতে বেশী থাকে ; চোখ এদিক-ওদিক ঘোরালে এবং মাথা নিচুতে ঝোঁকালে

যন্ত্রণা খুব বেড়ে যায়। মাথার যন্ত্রণা বা বেদনাটা প্রায়ই সংকুচিত হয়ে পড়ার মত, দপ্‌দপ্‌ করা এবং রক্তাধিক্য সৃষ্টি হবার সঙ্গে থাকতে দেখা যায়ঃ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া মাথাধরা ও সেই সঙ্গে ভুক্তদ্রব্য টকে যাওয়া অবস্থায় বমি হতে দেখা যায়। অতিভোজনে মাথাধরা দেখা দেয়। রোগী আইসক্রিম পছন্দ করে কিন্তু আইসক্রিম খেলেই তার মাথাধরা ও পাকস্থলীতে রক্তাধিক্যজনিত উপসর্গ সৃষ্টি হয়।

চোখে শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ ; চোখের পাতায় ও অক্ষিগোলকে, কর্নিয়াতে পুঁজ যুক্ত ফোস্কা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রদাহের লক্ষণ, ঘন, হলদে সবুজ পুঁজ সৃষ্টি চোখের পাতায় গ্রানুলেসন, ছোট ছোট পুঁজযুক্ত ফোস্কা একাদিক্রমে সৃষ্টি হয়ে চলে। চোখের পাতা ফুলে যায় ও সহজেই সেখান থেকে রক্তপাত ঘটে। ঠাণ্ডা লাগালেই সেটা চোখ ও নাকে এসে আশ্রয় নেয়। চোখ লাল, প্রদাহে আক্রান্ত ও রসস্রাবী হয়ে পড়ে। ছোট শিশুদের চোখে শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গে গনোরিয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয় ; অপথ্যালমিয়া নিওনেটোরাম হতে দেখা যায়। শিশুটির জন্মের প্রথম দিকে তার মায়ের মতই তারও একই ধাতুগত ওষুধের প্রয়োজন হয়। চোখ থেকে ঘন হলদেটে সবুজ স্রাব নির্গমন ; চোখের উপসর্গ উষ্ণ জলে চোখ ধোরায় আরামবোধ, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শীতল জলে ধুলেও চোখে আরামবোধ হতে দেখা যায়। সালফারের রোগীর উপসর্গ স্নানের পরে বৃদ্ধি পায় ; তার চোখে তীব্র বেদনা জ্বালা করা ও জলে ধোয়ার পরে ক্রমশ বেশী লাল হয়ে পড়তে দেখা যায়। পালসেটিলাতে চোখের পাতায় আঞ্জনী সৃষ্টি হবার একটা প্রবণতা থাকে, প্রায় সব সময়ই চোখে আঞ্জনী থাকে। পুঁজযুক্ত ফোস্কা, প্যাপিউল এবং ছোট ছোট নোডোসাইটস্‌ চোখের পাতায় দেখা দেয়।

অল্পবয়সী কিশোরীদের ঋতুস্রাব প্রথম বার দেখা দেবার আগে চোখে সব কিছু ঝাপসা বা অন্ধকার দেখে। স্নায়বিক উপসর্গ, চোখে মৃদু কম্পন, মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য অন্ধের মত হয়ে পড়া, মূর্চ্ছাভাব প্রভৃতি দেখা যায়। অপটিক নার্ভের পক্ষাঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় পালসেটিলা খুবই কার্যকরী ওষুধ ; রোগী প্রায় সব সময়ই তার চোখ রগড়ায় ; চোখে পিঁচুটি পড়ুক বা না পড়ুক, চোখের সামনে পাতলা একটা কাপড়ের পর্দার মত বোধ হয় এবং চোখ রগড়ালে সেটা কমে যায়। ছানির সূত্রপাতে পালসেটিলাকে ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে। চোখে খুব চুলকানিবোধ দেহের অন্যান্য অংশের ত্বকের মতই থাকে। রোগীর কানে, নাকে, চুলকানিবোধ ; গলায় ও ল্যারিংক্সে সুড়সুড় করা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

কানেও একই ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, কান থেকে ঘন, হলদেটে সবুজ পুঁজের মত এবং হাজাকর নয় এমন স্রাব বেরোতে দেখা যায় ; স্রাব খুব দুর্গন্ধযুক্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তমেশানো স্রাব নির্গত হয়। শিশুদের কানে কট্‌কট্‌ করা বা কামড়ানো ব্যথায় প্রায়ই পালসেটিলা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় ; যে সব শিশু

শান্ত, মোটাসোটা ও গোলগাল থাকে, যাদের মুখমণ্ডল শিরাবহুল ও লালচে দেখায় এবং প্রায় সব সময়ই করুণ ভাবে কান্না-কাটি করে সেই ধরনের শিশুর কানের ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গে ওষুধটি উপযোগী। বর্ণনা করে বোঝানো যায় না বা বৈচিত্র্যহীন এমন শিশুর কানে কামড়ানো ব্যথাতেও পালসেটিলা সাময়িকভাবে আরাম দিতে পারে, কানের ব্যথায় এই ওষুধটি এমনই কার্যকরী হয়ে থাকে। সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে কানের ব্যথা দেখা দেয় এবং ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়ালে বেদনা কম থাকে। **ক্যামোমিলার** শিশু উগ্র মেজাজের ও অস্থির প্রকৃতির থাকে, তাকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না, সে তার সেবিকা বা মাকেও গালাগাল করে, কটু কথা বলে এবং ঘুরে বেড়ালে কিছুটা আরামবোধ করে। খিটখিটে ও কোপন-স্বভাবই **ক্যামোমিলা** প্রয়োগের বিষয় মনস্থির করতে সাহায্য করে। করুণ কান্না এবং ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে কান্নাকাটি করা এই দুটির মধ্যে পার্থক্য সহজে বোঝা যায়। দুটি ওষুধেই চলাফেরায় এবং কোলে নিয়ে ঘুরলে আরামবোধ লক্ষণ আছে। দুটি ওষুধেই শিশু এটা-ওটা চায় কিন্তু সেইসব জিনিস পেলেও কখনও সন্তুষ্ট হয় না ; তারা আমোদ বা আনন্দ পেতে চায়। কিন্তু পালসেটিলার শিশু যখন আনন্দ পায় না তখন সে করুণভাবে কাঁদে। এদের প্রথমটিকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং অপরটিকে ধমকে কান্না বন্ধ করতে হয়।

কানের গোলযোগে কানের ভিতরে পর্দা ছিঁড়ে ঘা ফেটে যায়, এবং সেটা সারে না ; ওটাইটিস মিডিয়া দেখা দেয়। মধ্যকর্ণে অ্যাবসেস, প্রদাহ প্রভৃতি হয়ে প্রথমে প্রচুর ঘন রক্তমেশানো স্রাব এবং পরে হলদেটে সবুজ পুঁজের মত স্রাব পড়ে। কানের পর্দা ফেটে না যাওয়া পর্যন্ত দিন-রাত ধরেই চলতে থাকে। এপিডেমিক অর্থাৎ একই সঙ্গে দেশের একটা বিশাল অংশ জুড়ে এইরূপ কানের উপসর্গ সৃষ্টি হতে আমি দেখেছি এবং সে ক্ষেত্রে **মার্কিউরিয়াস, হিপার** এবং পালসেটিলাই উপযোগী ওষুধ হিসাবে কার্যকরী হয়েছে। উদ্ভেদজনিত রোগের পরে কানের উপসর্গ সৃষ্টি হলে এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হামজ্বর, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতির পরে দেখা দিলে এবং ঐ সময় ভুল চিকিৎসা বা খুববেশী কড়া কড়া ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে পালসেটিলা ফলপ্রদ হবে। বহিঃকর্ণে প্রদাহ ও স্ফীতি, ইরিসিপেলাসের মত বেগুনী রঙের চেহারা, ট্রেগাস অংশে স্ক্যাব বা মামড়ী পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

পালসেটিলার রোগী বার বার কোরাইজা বা সর্দিতে আক্রান্ত হয়, হাঁচি ও নাক বন্ধ হয়ে থাকা ; জ্বর জ্বর ভাব ; কোন কোন সময় শীতাবস্থা, উত্তাপ ও ঘামও হয়। নাকের মধ্য থেকে মুখমণ্ডলে বেদনা ছড়িয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে বেশ খানিকটা জলের মত পাতলা সর্দি ও হাঁচি এবং সকালের দিকে ঘন হলদেটে সবুজ সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে থাকতে দেখা যায়। ক্রনিক ধরনের সর্দিতে ঘন, হলদেটে সবুজ এবং হাজাকর নয় এমন সর্দি বেরোতে দেখা গেলে সেক্ষেত্রেও পালসেটিলা কার্যকরী হয়ে থাকে। রোগীর নাক বন্ধ হয়ে থাকে, নাক থেকে একটা দুর্গন্ধ বেরোয়, নাকের ভিতরে পুরু হলদে রক্তমেশানো মামড়ী পড়ে ; দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে ঘ্রাণশক্তি ও মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। মিউকাস মেমব্রেনে পুরুভাব ও পুঁজ সৃষ্টি হওয়া অবস্থা সৃষ্টি

হবার একটা প্রবণতা দেখা দেয় এবং নাকের ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি হতে ও মামড়ী পড়তে দেখা যায়। রোগী সকালের দিকে কেশে পুরু, হলদেটে ও দুর্গন্ধযুক্ত মামড়ী বের করে ফেলে এবং পালসেটিলার রোগী অনেক ক্ষেত্রেই নাক থেকে ঐ ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত পুরু মামড়ী নাক ঝেড়ে বের করে দেবার পরে বেশ কিছুটা আরামবোধ করে। নাকের ভিতরে শ্লেষ্মা বা পুঁজ শুকিয়ে গিয়ে শুরু মামড়ীর মত চাপড়া সৃষ্টি হয় এবং সেগুলিতে খুব দুর্গন্ধ থাকে; নাক ঝেড়ে ঐ চাপড়াগুলি বের করে ফেলার পরে ঐরূপ চাপড়া আবার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কিছুদিন নাক থেকে আসা দুর্গন্ধটা চলে যায়। রোগী নিজে খোলা হাওয়ায় আরাম এবং উষ্ণ ঘরে দম আট্‌কা-বোধ করে। কখনো কখনো এমনও দেখা যায় যে উষ্ণ ঘরে তার নাক বন্ধ হয়ে যায়, আবার উষ্ণ ঘরে থাকা অবস্থায় তার হাঁচি ও বেশী হতে থাকে।

পুরাতন বা তরুণ শ্লেষ্মার এই দুই অবস্থাতেই ঘ্রাণশক্তি লোপ পেতে পারে। সন্ধ্যার দিকে নাকে খুববেশী বন্ধ হয়ে থাকার মত অবস্থা দেখা দেয়; দিনের বেলায় রোগী সহজেই নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করে ফেলতে পারে কিন্তু সন্ধ্যার দিকে নাক বন্ধ হয়ে থাকলে নাক ঝেড়ে সেটা পরিষ্কার করা যায় না। এই রোগীর মানসিক লক্ষণগুলিও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায়। সকালের দিকে ঘুম থেকে উঠে সহজেই তার বন্ধ হয়ে থাকা নাক পরিষ্কার করে ফেলে; তার মুখে দুর্গন্ধ থাকে, জিহ্বায় প্রলেপ, মুখের স্বাদ ঝাঁঝালো ও বিস্বাদ হয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রাতঃরাশের আগে তাকে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মেজে, ভালভাবে মুখ ধুয়ে ফেলতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে রোগীর মুখ ও পাকস্থলীর উপসর্গ সকালের দিকে এবং তার মানসিক লক্ষণ ও নাক বন্ধ হয়ে থাকা উপসর্গ সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি পায়। পালসেটিলাতে সন্ধ্যার দিকে এক ধরনের শুকনো কাশি এবং সকালের দিকে আলগা অর্থাৎ সহজেই শ্লেষ্মা উঠে আসে এমন কাশি হতে দেখা যায়। সকালের দিকে প্রচুর গয়ের ওঠে কিন্তু সন্ধ্যায় বুকের ভিতরে একটা শুকনো, শক্ত করে বেঁধে রাখার মত, সংকুচিত থাকার মত বোধ থাকে। সন্ধ্যায় নাক বন্ধ থাকায় শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর হয়। এখানে পুনরাবৃত্তি করা যায় যে পুরানো সর্দিতে ঘ্রাণশক্তি লোপ; ঘন হলদেটে সবুজ সর্দি পড়া এবং খোলা হাওয়ায় আরামবোধ; যদি নার্ভাস ভীরু, নম্র প্রকৃতির লোকেদের মধ্যে সন্ধ্যায় নাক বন্ধ এবং সকালে প্রচুর সর্দিস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে পালসেটিলাই প্রধান ওষুধ বলে বিবেচিত হবে।

সর্দিজনিত অবস্থা ও তরুণ সর্দিতে প্রায়ই নাক থেকে রক্ত পড়ে, নাক ঝাড়লে রক্ত বেরিয়ে আসে; মামড়ীগুলি শক্তভাবে নাকের ভিতরে এঁটে থাকে এবং নাক ঝাড়লে সেগুলো ছিঁড়ে আলগা হয়ে যায় এবং তার ফলেই রক্তপাত হয়; কিন্তু সহজেই নাক থেকে রক্তপড়া এপিস্টেক্সিসের প্রবণতা এই ওষুধের রোগীর থাকে। ঋতুস্রাবের সময় ও পূর্বে ঋতুস্রাব দমিত হয়ে থাকলে নাক থেকে রক্ত পড়ে এবং কালচে, ঘন, জমাট বাঁধা রক্ত, শিরার রক্ত পড়ে। ঋতুস্রাব কম পরিমাণে, লিউকোরিয়ার মত খুবই অল্প পরিমাণে হয়, সেটা যদি হাল্কা রঙের অর্থাৎ সামান্য একটু

রুট বা কাপড়ে একটুখানি মাত্র দাগ লাগার হত হয় তা হলে সেক্ষেত্রে পালসেটিলা উপযোগী হবে। ক্লোরোটিক রোগিণীদের মাসিক স্রাব হয়ত দু'তিন মাস বাদে বাদে, অনিয়মিত ভাবে দেখা দেয় এবং তারা প্রায়ই শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গে ভোগে।

হে ফিভারে পালসেটিলা খুবই কার্যকরী হয়। হে ফিভারের চিকিৎসা বেশ কষ্টকর, কারণ এতে রোগীর গোলমেলে কল্পনা-ভাবনার বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করতে হয়, তাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করাও কষ্টকর হয়ে পড়ে; সে তার হে ফিভারের চিকিৎসাই করাতে চায়, তার অন্যান্য উপসর্গ, অর্শ, তার পায়ের তলার ত্বক পুরু হয়ে যাওয়া, সেক্রাম অংশে বেদনা, উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে আসা প্রভৃতির বিষয়ে বলতে চায় না, যদিও ঐসব উপসর্গ হে ফিভার থাকা অবস্থায় কম থাকতেই দেখা যাবে। অনেক সময় রোগী হয়ত বলবে যে তার হে ফিভার ছাড়া অন্যদিক থেকে সে ভালই আছে। সে হয়ত ভাল বোধ করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সময়ে তার পক্ষে ভাল থাকা সম্ভব নয়, কারণ উপরোক্ত উপসর্গগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে তবে সেগুলির বিষয়ে সে গুরুত্ব দিতে চায় না। হে ফিভারের প্রকৃত প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করার মত লক্ষণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেইজন্য জানা বা বোঝা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগেও মূর্চ্ছা যাওয়া অবস্থায় প্রাপ্ত লক্ষণ দেখে ওষুধ নির্বাচন করে রোগীকে সারানো যায় না। হে ফিভারের মত এ ক্ষেত্রেও রোগের বর্ধিত অবস্থার লক্ষণ দেখে প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করা যায় না। হে ফিভারে অথবা মৃগীরোগে আক্রান্ত হবার আগে রোগীর যে সব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তার ধাতুগত প্রভৃতি উপসর্গের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে তবেই প্রকৃত ওষুধটি নির্বাচন করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক লক্ষণগুলি বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। নাকের উপসর্গ দেখা দেবার আগে দেহের অন্য কোথায় উপসর্গ দেখা দিয়েছিল সেটা জানাও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ দরকারী হয়। কখনো হয়ত মেরুদণ্ডের লক্ষণ, পিঠে খুব টনটন্ করা ব্যথার কথা জানা যাবে যেটা শক্ত কিছুর উপরে শুয়ে থাকলে কমে যায়। মাত্র অল্প কয়েকটি ওষুধেই ঐরূপ লক্ষণ আছে। রোগী হয়ত ঐ লক্ষণের কথা না বলে কেবলমাত্র তার হে ফিভারের কথাই বলবে। অনেক নার্ভাস প্রকৃতির মহিলার ক্ষেত্রেই প্রথম আক্রমণটার সঙ্গে হাঁচি ও পাতলা জলের মত সর্দি দেখা দেয় এবং পরে সেটা ঘন, হলদেটে-সবুজ হয়ে পড়তে দেখা যায়। এগুলি সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু রোগীর পিঠের বেদনার উপসর্গটিই হয়ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পালসেটিলাতে মানসিক লক্ষণের সঙ্গে প্রল্যাপ্সও আসে। হে ফিভার দেখা দিলে অন্যান্য সব লক্ষণই কম থাকে, রোগিণী হে ফিভারের কষ্ট ছাড়া আর কোন অসুবিধাই অনুভব করে না, যদিও অন্যান্য লক্ষণগুলি সবই একত্রে মিলেমিশে থেকে যায়। নেট্রাম মিউরের লক্ষণসমূহ সকালের দিক থেকে দুপুর পর্যন্ত খুববেশী

বেড়ে যেতে দেখা যায়, কিন্তু পালসেটিলাতে উপসর্গগুলি সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি পায়; নাক ঘন, হলদেটে সবুজ, দাঁড়ির মত শ্লেষ্মায় ভরে থাকে এবং নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করার পরে একটা শুকনো, জ্বালা করা ও তীব্র বেদনাকর একটা অনুভূতি হতে থাকে, ঘরটা রাত্রিতে উষ্ণ থাকলে রোগিণী ঘুমাতে পারে না। নাকে তীব্র বেদনা ও রাত্রিতে উষ্ণ ঘরে ঘুমোতে না পারার মত কিছুটা লক্ষণ **নেট্রাম মিউরেও** দেখা যায়। নেট্রাম মিউরেও দিন-রাত ধরে স্রাবটা চলতে দেখা যায়। এমন এক শ্রেণীর তরুণ অবস্থা দেখা যায় সেক্ষেত্রে কোন কোন সময় পালসেটিলা উপযোগী—প্রচুর জলের মত স্রাব শেষ পর্যন্ত হাঁচিতে গিয়ে শেষ হয়। উপসর্গটির প্রাথমিক অবস্থায় আমরা **কার্বোভেজ, আর্সেনিক, অ্যালিয়াম সিপা** এবং **ইউফ্রেসিয়ার** কথাই ভেবে থাকি।

কার্বোভেজ-এ জলের মত পাতলা সর্দি থাকে এবং সুড়সুড় করা বোধটা বুকের ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে সেই সঙ্গে স্বরভঙ্গ ও দগ্‌দগে অনুভূতিও থাকে। **অ্যালিয়াম সিপাতে** এমন এক ধরনের লক্ষণ দেখি যেগুলি এই ওষুধটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। নাক থেকে হাজাকর সর্দি ঝরে কিন্তু চোখের স্রাব হাজাকর থাকে না; ল্যারিংক্সের ভিতরে হুকের মত বাঁকানো কিছু যেন আট্‌কে আছে এরূপ বোধ হয় এবং সময় সময় সেটা ল্যারিংক্সের নিচের দিকেও বিস্তৃত হয়ে পড়ে; এরূপ লক্ষণ একমাত্র **অ্যালিয়াম সিপাতেই** আছে; এই ওষুধটিতেও পালসেটিলার মতই উপসর্গ উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। **ইউফ্রেসিয়ার** লক্ষণগুলিকে **অ্যালিয়াম সিপার** মতই মনে হয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে এই ওষুধটিতে চোখের জল ও চোখ থেকে নির্গত স্রাব হাজাকর ও জ্বালাকর থাকে এবং তাতে গাল হেজে যায়, কিন্তু নাক থেকে যে সর্দি স্রাব হয় সেটা পালসেটিলার মত হাজাকর নয় এমন অবস্থায় দেখা দেয়; সময় সময় শ্লেষ্মাটা বুকের ভিতরে প্রসারিত হয় এবং সে ক্ষেত্রে ঐ অবস্থাটা আর **ইউফ্রেসিয়ার** উপযোগী থাকে না।

আয়োডিনেও উপসর্গ উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি পায়; ঘন সর্দিতে নাক জ্বালা করা ও হেজে যাওয়া অবস্থা এবং সর্দিস্রাবটা হলদেটে সবুজ হতে দেখা যায়; কিন্তু একটা বিষয়ে এই ওষুধটির সঙ্গে অন্য সব ওষুধের পার্থক্য বোঝা যায়—যখনই উপসর্গ দেখা দেয় প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই রোগী শীর্ণ হয়ে পড়তে শুরু করে এবং সে খুব খিদে বোধ করে।

কেলি হাইড্রোর স্রাব হলদেটে ও ঘন হয়, উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি পায়, নাকে খুব দগ্‌দগে ভাব ও জ্বালাবোধ থাকে; নাকের বাইরের অংশে চাপ দিলে খুব টন্‌টন্‌ করা ব্যথা দেখা দেয়; নাকের গোড়ার দিকটা খুববেশী সংবেদনশীল থাকে; মুখমণ্ডলের সবটাতেই কামড়ানি ব্যথা ও রোগীকে খুব অস্থির থাকতে দেখা যায়; রোগী খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে চায় এবং তাতে সে ক্লান্তি বোধ করে না।

আয়োডাইড অব আর্সেনিক; এতে উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এবং দুর্বলতা থাকে; বার বার হাঁচি ও নাক থেকে প্রচুর জলের মত সর্দি ঝরে এবং সেটা গড়িয়ে ঠোঁটের

দিকে এলে ঠোঁটে জন্বালাবোধ হয়। **আর্সেনিকের** মতই এতেও চোখ থেকে জন্বালাকর, জলের মত পাতলা স্রাব পড়ে। **আর্সেনিকের** রোগী খনুব উষ্ণ থাকতে চায়; চোখে গরম জলের সেক্ দিতে বা গরম জলে চোখ ধনুতে চায়; নাকে গরম জল টানলে রোগী কিছনুটা আরাম পায়! **আয়োডাইড অব আর্সেনিক (আর্স আয়োড)** এর রোগী উষ্ণ ঘরে থাকলে তার উপসর্গ খনুব বেড়ে যায়, এবং বেশ কিছনুদিন ধরে হাঁচি হবার পরে তার সর্দি ঘন ও আঠালো হয়ে ওঠে, ঘন, হলদেটে মধনুর মত দেখায় এবং সেটা হাজাকর থাকে; নাকের গোড়ায় ও চোখে খনুব বেদনাবোধ থাকে; প্রায়ই বনুকের ভিতরে দগ্দগেবোধ ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। যে সব ওষনুধে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় তারা হল **আর্সেনিক**, **আর্স আয়োড**, **আয়োডিন, কেলি হাইড্রো** এবং **স্যাবাডিলা**; হে ফিভারের সঙ্গে হাঁপানির মত কষ্ট দেখা গেলে ঐগনুলি উপযোগী হতে দেখা যায়। হে ফিভারে আক্রান্ত হবার সময় যদি কোনভাবে দেহ খনুববেশী উত্তপ্ত হবার কথা জানা যায় তা হলে **সাইলিসিয়া**, পালসেটিলা এবং **কার্বোভেজ** ওষনুধগনুলিকে বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। আর এক ধরনের ওষনুধ আছে যেগনুলিতে বন্ধ হয়ে থাকা নাকের সর্দি বেরিয়ে যাবার পরেও আরামবোধ দেখা দেয় না; প্রায় সব সময়ই নাক ঝাড়তে ইচ্ছা করে কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয় না। এরনুপ লক্ষণে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের **ল্যাকেসিস, কেলি বাইক্রম, সোরিনাম,** ন্যাজা এবং **স্টিক্টার** কথা মনে আসবে।

সোরিনামে প্রচনুর জলের মত, হাজাকর নয় এমন সর্দি ঝরে, আবার সর্দিটা হাজাকরও থাকতে দেখা যায়, দনুটি অবস্থাই এতে আছে, সাধারণত খোলা হাওয়ায় ঘনুরলে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া অবস্থা দেখা দেয়; রোগী উষ্ণ ঘরে, বন্ধ ঘরে থাকলে ও শনুয়ে পড়লে আরাম পায়, কিছনুটা শ্বাসকষ্ট থাকে এবং হাত দনুটি বিছানায় আড়াআড়ি করে দনু'পাশে ছড়িয়ে দিলে সেই শ্বাসকষ্ট কম হতে দেখা যায়। হে ফিভার একটি সোরাজনিত অসনুখ, একটিমাত্র ডোজ **সোরিনাম** প্রয়োগে লক্ষণগনুলি পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠে রোগটির চিকিৎসা সহজতর করে দেবে। রোগের তীব্রতার সময় ওষনুধ প্রয়োগ ঠিক নয়; তাতে অনেক ক্ষেত্রে উপসর্গ খনুব বেড়ে যায়। ঐ অবস্থায় ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়াযনুক্ত কোন ওষনুধ প্রয়োগ করে অবস্থাটা সামাল দিতে হয়।

নাক্সভমিকাতে খোলা হাওয়ায় ভালভাবে শ্বাসক্রিয়া চালানো রোগীর পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু উষ্ণ ঘরের ভিতরে ঢুকলেই তার নাক বন্ধ হয়ে যায়, রাত্রিতেও ঐ অবস্থা ঘটাতে পারে; নাক থেকে পাতলা জলের মত সর্দি গড়িয়ে বালিশ ভিজিয়ে দিলেও পালসেটিলা, **অ্যামোনিয়া, আয়োডিন দিয়ে তৈরি ওষনুধ, আর্স আয়োড** এবং **সাইক্লামেন**-এর মত নাক বন্ধ হয়েই থাকে। আমি এখানে হে ফিভারের জন্য ওষনুধের কথা বলছি না; রোগের নাম অননুযায়ী আমরা ওষনুধ নির্বাচন করতে পারি না। রোগীর সমগ্র ধাতুগত অবস্থা বিশেষ যত্নের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করতে হবে।

রোগীর মনুখমণ্ডল রনুগ্ণ, প্রায়ই ছিট্ ছিট্ বিভিন্ন রঙের দাগযনুক্ত, বেগনুনি, হলদে ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর রং-এ রঞ্জিত থাকার মত দেখায়; শিরাজনিত ফোলাভাব,

পূর্ণতাবোধ, প্রায়ই লালাভ হয়ে থাকা ও স্বাস্থ্যবতীর মত দেখানোর জন্য রোগিণী যে অসুস্থ সেটা যে বোঝাই যায় না, সেইজন্য সে কারও সহানুভূতিও পায়ে না, তার মুখমণ্ডলে প্রায়ই রক্তোচ্ছ্বাস, উত্তাপের ঝলক থাকতে দেখা যায়; কোন কোন সময় রোগিণীর দৃষ্টিতে একটা বসে যাওয়া ভাব, চোখের চারদিকে ঘিরে কালি পড়া অবস্থা, মুখমণ্ডলে ফেকাশে, সবুজ ক্লোরোটিক বা বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়াগ্রস্তের মত দেখায়। ইরিসিপেলাস হবার প্রবণতা, মুখমণ্ডলে ইরিসিপেলাসের মত ফোলা ফোলা অংশ মাথার চামড়া বা স্ক্যাল্পেও ছড়িয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে হুল বেঁধানোর মত ব্যথা ও জ্বালাবোধ থাকে, ঐরূপ অবস্থায় মুখমণ্ডলের ত্বকে খুব স্পর্শকাতরতা দেখা দেয়।

মাম্পস এবং প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ দেখা দিতে পারে। এই ওষুধটির উপযোগী কোন মহিলার মাম্প্স্ হলে তার স্তন ফুলে যায়, স্তনে প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কিশোরীদের ঠাণ্ডা লাগলে প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি তাড়াতাড়িই চলে যায় কিন্তু যে দিকের প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়েছিল সেদিকের স্তন ফুলে ওঠে; কোন কোন ক্ষেত্রে দু'দিকের স্তনেই ফোলাভাব দেখা দেয় অথবা প্রথমে একদিকে আরম্ভ হয়ে পরে অন্য দিকেরটিও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পুরুষদের ক্ষেত্রে অণ্ডকোষে এরূপ অবস্থা দেখা দেয়। উপসর্গের এই ধরনের বিস্তারের লক্ষণে পালসেটিলা একটি প্রধান ওষুধ। বালকদের মাম্প্স্ থেকে অণ্ডকোষ খুববেশী বড় হয়ে পড়া অবস্থা দেখা গেলে সেক্ষেত্রে পালসেটিলাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। **কার্বোভেজ**-এও অনুরূপ লক্ষণ আছে। তবে সেক্ষেত্রে রোগীকে **কার্বোভেজ** এর উপযোগী হতে হবে। দেহের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়ানো উপসর্গে **অ্যাব্রোটেনামও** কার্যকরী হয়। পালসেটিলাতে দেহের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো বেদনা থাকতে দেখা যায়, বাতের বেদনা এবং অস্থি-সন্ধি বা জয়েণ্ট থেকে অন্য জয়েণ্টে ঘুরে বেড়ায়, স্নায়বিক বেদনা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেন উড়ে বেড়ায়, প্রদাহ একটি গ্ল্যাণ্ড থেকে অন্য গ্ল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। তবে ঐ ওষুধগুলির মধ্যে পার্থক্য এই যে পালসেটিলায় উপসর্গটি তার আদি অবস্থাকে ঘিরেই দেখা দেয়, লক্ষণগুলি আশপাশ ঘোরাঘুরি করে কিন্তু নতুন ধরনের কোন রোগ সৃষ্টি করে না। **অ্যাব্রোটেনামে** লক্ষণের এইরূপ বিস্তার ঘটে, তবে এটিতে উপসর্গটি সম্পূর্ণ বদলে যায়। নতুন উপসর্গ সৃষ্টি হয়। ঐ রোগীর উদরাময় দেখা দিলে কোন চিকিৎসক হয়ত সেটাকে ওষুধ দিয়ে হঠাৎ বন্ধ বা দমিত করে দিয়েছে এবং যার ফলে প্রদাহযুক্ত বাতের উপসর্গ দেখা দেয়। হঠাৎ ডায়রিয়া, রক্তস্রাব বা অর্শের রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেলে দেহের অন্য কোথাও অন্যভাবে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও নতুন কোন অসুখের সৃষ্টি হয়। কোন একটি শিশুর গ্রীষ্ম-কালীন উপসর্গ **অর্থাৎ** ডায়রিয়া চাপা পড়ে গেলে তার মস্তিষ্কের, কিড্নী, লিভার প্রভৃতির কোন উপসর্গ অথবা ম্যারাসমাসের সঙ্গে দেহের নিচের দিক থেকে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আসা শীর্ণতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **অ্যাব্রোটেনামের** প্রকৃতিতে এইরূপ ঘটতে দেখা যায়।

পাকস্থলী ঃ—খাবার কয়েক ঘণ্টা পরেও মুখ ভর্তি হয়ে টক, ঝাঁঝালো, তেতো তরল পদার্থ উঠে আসে ; পাকস্থলী থেকে তরল পদার্থ উপর দিকে ঢেকুরের সঙ্গে ওঠে, সর্বদা ঝাঁঝালো খাদ্যের ঢেকুর উঠে। কোন কোন রোগী মাখন সহ্য করতে পারে না, তাদের খাদ্যে অলিভঅয়েল বা জলপাইয়ের তেল থাকতে সে খাদ্য তাদের পরিপাক হয় না। মুখে সব ধরনের বিস্বাদ থাকে। কয়েক ঘণ্টা ধরে খাদ্য পাকস্থলীতে থাকলেও তা ভালভাবে হজম হয় না। টক বমি ও টক ঢেকুর ওঠে। রোগীর পরিপাক ক্রিয়ায় বিলম্ব হয় ; পরবর্তী খাদ্য গ্রহণের সময় সে খিদেবোধ করে, খাদ্য গ্রহণে সে খিদে মেটে না, পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়া ভালভাবে হয় না। সর্বদাই তার পিত্তজনিত অবস্থা দেখা দেয়। মুখের ভিতরটা আঠালো এবং বিস্বাদ থাকতে দেখা যায়। এইসব লক্ষণই সকালে খুব বেড়ে যায়। মুখের ভিতরে খুববেশী লালা ও শ্লেষ্মা জমে থাকে।” মিষ্টি স্বাদের অথবা মুখের মধ্যে শক্তভাবে জড়িয়ে থাকা ধরনের লালা ক্ষরণ হয়। অনবরত মুখ থেকে থুথুর সঙ্গে ফেনা ফেনা তুলোর মত শ্লেষ্মা ওঠে।

পালসেটিলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে রোগী কখনও জল পান করতে চায় না এমনকি জ্বরের সঙ্গে ও রোগী কোন পিপাসাবোধ করে না ; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়—খুব উঁচু জ্বরে কিছুটা পিপাসা থাকতেও পারে। “জিহ্বা আর্দ্র অথবা শুকনো যাই থাক না কেন, পিপাসা থাকে না।” টক এবং সতেজ ও স্নিগ্ধকর খাদ্য খেতে চায়।” রোগী প্রায় দুষ্পাচ্য খাদ্য, লেমনেড, হেরিঙ্ মাছ, পনীর, ঝাঁঝালো খাদ্য, খুববেশী মশলাযুক্ত খাদ্য, রসালো জিনিস খেতে চায়। “মাংস, মাখন, চর্বিযুক্ত খাদ্য, শুয়োরের মাংস, পাউরুটি, দুধ, ধূমপান প্রভৃতিতে বিরূপতা থাকে।” ইসোফেগাস এবং পাকস্থলীতে অ্যাসিড থেকে বুক জ্বালা করা বোধের মত, চেঁচে নেবার মত অনুভূতি হয়। পাকস্থলী খালি অথবা পূর্ণ যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সেখানে নানা ধরনের বেদনা দেখা দেয়। তবে অন্য সব উপসর্গের তুলনায় পেট ফুলে ওঠা, পেটে খুব গ্যাস জমা ও পাকস্থলী টকে থাকা অবস্থা বেশী উল্লেখযোগ্য। পাকস্থলীর শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় আইসক্রিম, পেস্ট্রি প্রভৃতি খাবার জন্য বিশেষ ঝোঁক থাকে কিন্তু সেগুলি হজম না হয়ে আরো ক্ষতি করে থাকে। হুইস্কি পানকারী আরও বেশী করে মদ পান করতে চায়, যদিও সে জানে যে তাতে হয়ত তার মৃত্যু হবে। পালসেটিলার রোগীও তেমনি পেস্ট্রি, পিঠে পায়েসের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে ; কেক, ক্ষতিকর সিরাপ, খুববেশী মশলা দেওয়া খাদ্য খেতে চায়, যদিও সে জানে যে ঐসব দ্রব্য খেলে তার বমি হয়ে যাবে। একমাত্র শুয়োরের মাংসের প্রতি রোগীর বিরূপতা থাকতে দেখা যায়।

পালসেটিলা জণ্ডিস বা নানা রোগ সৃষ্টি করতে ও সারাতে পারে। “হেপাটাইটিস সৃষ্টি হবার পুরানো প্রবণতা ও পিত্তক্ষরণের গোলযোগ থেকে জণ্ডিস হলে এবং সেই সঙ্গে পাতলা মল, ডিওডিনামের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, হজমের গোলযোগ, জ্বর

জ্বর ভাব ও পিপাসাহীনতা ; কুইনাইনের অপব্যবহার প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে সেই জণ্ডিস পালসেটিলাতে সারানো যাবে।”

পেট ফুলে ওঠা, পেটে বেশী গ্যাস জমে থাকা বা ফ্লাটুলেন্স, কলিক বেদনা, পেট গড় গড় করা, খাদ্য হজম না হয়ে পাকস্থলীতে গেঁজিয়ে থাকা ডায়রিয়া অথবা মাসিক ঋতুস্রাবের গোলযোগ প্রভৃতি থেকে পেটের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। চর্বি জাতীয় ও গুরুপাক দ্রব্য খাবার পরে পেটটি ফুলে উঠে ; পেটে পূর্ণভাবোধ ও একেবারে ঠেসে ভর্তি হয়ে থাকার মত বোধের জন্য শ্বাসক্রিয়ায় কষ্টবোধ দেহের পোশাক ঢিলেঢালা করে রাখার ইচ্ছা প্রভৃতির সঙ্গে মুখমণ্ডলের ও ঠোঁটের চেহারাতেও একটা ফোলা ফোলা, থমথমে ভাব, চোখ লাল হয়ে থাকা এবং পা ফুলে থাকায় জুতো পরতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়। সাধারণত ঋতুস্রাব ও জরায়ুর উপসর্গের সঙ্গে তলপেটে নিচের দিকে টেনে ধরার মত বোধ ও খুবেশী দুর্বলতাবোধ থাকে। তলপেটে খুবেশী অনুভূতিপ্রবণতা দেখা দেয় ; নিচের দিকে টেনে ধরার মত অনুভূতির জন্য রোগিণী পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে বা বেশী হাঁটা-চলা করতে কষ্টবোধ করে। জরায়ু ও পিঠে প্রসব বেদনার মত ব্যথা বোধ ও ঋতুস্রাব দেখা দেবার মত অনুভূতি হওয়া বিচিত্র নয় ; পালসেটিলার রোগীর সারা মাস ধরে প্রায় সব সময়ই ঋতুস্রাব হবার মত একটা বোধ হতে থাকে।

রোগীর পেটের ও অন্ত্রের উপসর্গ একত্রে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কেটে ফেলা, দ্রুত চলে যাওয়া এবং পরিবর্তনশীল বেদনা ; বেদনায় মলত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেওয়া, পেটে মোচড়ানো ব্যথার সঙ্গে উদরাময় অথবা আমাশা হওয়া ; জলের মত পাতলা মল অথবা পাতলা সবুজ রঙের মলত্যাগ করা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। অন্ত্রের লক্ষণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মলের পরিবর্তনশীল উদরাময়ে যেখানে পালসেটিলা উপযোগী সেখানে এই ধরনের মল দু'বার হওয়া বড় একটা দেখা যাবে না, সর্বদাই সেটা যেন পরিবর্তিত হয়ে দেখা দেয়। সাধারণভাবে পালসেটিলার পরিবর্তনশীলতার লক্ষণটি থাকতে দেখা যাবে ; বেদনা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, উপসর্গের পরিবর্তন বা রূপান্তর এক স্থান থেকে দেহের দূরবর্তী কোন অংশে সেটা স্টেসিস রূপে সৃষ্টি হয়, একই ধরনের লক্ষণ একই স্থানে দু'বার দেখা যায় না। ডায়রিয়া কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে দেখা দেয় ; ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে থেকে আবার দেখা দেয়, থেমে থেমে বা পরিবর্তিত হয়ে দেখা দেয়। পালসেটিলার রোগীর পরবর্তী উপসর্গ কিভাবে কোথায় দেখা দেবে সেটা বোঝাই যায় না ; মল কখনও আমাশয়ের মত অল্প পরিমাণে, আমযুক্ত ও রক্তমেশানো আবার কখনও সবুজ, পাতলা জলের মত অল্প বেগের সঙ্গে বেরোতে দেখা যায় ; তার পরেই হয়ত ডায়রিয়ার মত প্রচুর পরিমাণে পাতলা জলের মত মলত্যাগ করতে দেখা যায়।

গোলযোগ পূর্ণ পুরানো কোষ্ঠবন্ধতার সঙ্গে শক্ত, বড় বা লম্বা ধরনের মল খুব

কষ্টে বের করতে হয়। নাক্স-এর মত এই ওষুধে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেয় কিন্তু মল বেরোয় না, অথবা বার বার চেষ্টা করার পরে খুব অল্প একটু মল বেরোয়। পর পর বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পরে মলত্যাগ করতে পারা-লক্ষণটি **নাক্সভমিকা** এবং পালসেটিলাতে পাওয়া যায়। ক্রনিক অবস্থায় মলত্যাগের জন্য বার বার ব্যর্থ চেষ্টা নাক্স-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু পালসেটিলার মত আরও বেশ কিছু ওষুধে ঐরূপ লক্ষণ আছে। পালসেটিলার উদরাময় ও অন্ত্রের লক্ষণগুলি সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে খুববেশী বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ রাত্রিতেই বেশী মলত্যাগ হয়ে থাকে। পাকস্থলী, মুখ ও গলার উপসর্গ সকালের দিকে বেশী হতে দেখা যায়। মানসিক উপসর্গ সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায়। অন্ত্রের উপসর্গ ও মলের লক্ষণগুলি একেবারে চুপচাপ স্থির হয়ে থাকলে বৃদ্ধি পায় এবং মৃদু নড়াচড়ায় কম থাকে। পালসেটিলাতে অস্থিরতার লক্ষণ অনেকটাই দেখা যায়। খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় নড়াচড়া, হাঁটা-চলায় উপসর্গ কম থাকে। রোগী বন্ধ ঘরে কষ্টবোধ করে, ঘরের জানলা খুলে রাখতে চায়। আমাশয় পরিষ্কার হলদে, লাল অথবা সবুজ আম, পিঠে বেদনা, মলত্যাগের জন্য খুব চেষ্টা বা বেগ দিতে হয়। গাঢ় সবুজ আমযুক্ত মল, পেটে বেদনা; পিপাসাহীনতা প্রভৃতি পালসেটিলাতে দেখা যায়। শ্লেষ্মাজনিত স্রাবে সবুজ শব্দটি পালসেটিলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখতে হয়।

খুব কষ্টদায়ক কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে অর্শ ও তাতে ভয়ানক বেদনা শুয়ে থাকলে বেড়ে যাওয়া, মৃদু নড়াচড়ায় কম থাকা, বিছানার উষ্ণতায় বৃদ্ধি, খোলা হাওয়ায় ঘুরলে আরামবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যাবে। ঘরের মধ্যে থাকা অবস্থায় অর্শের বেদনায় রোগিণী এত নার্ভাস হয়ে পড়ে যে সে মনে করে, বিশ্রামে থাকলে বেদনা আরও বেড়ে যাবে, সেই জন্য সে হেঁটে-চলে বেড়াতে বাধ্য হয়। অর্শে সূচ বেঁধানো চুলকানো, মলদ্বারে খুব বেদনা ও বলী বেরিয়ে থাকা অবস্থা দেখা দেয়। শুয়ে থাকলে অর্শের বেদনা বৃদ্ধি লক্ষণটির ঠিক বিপরীত লক্ষণ **অ্যামোনিয়াম কার্ব**-এ পাওয়া যায়, সেখানে তীব্র বেদনাযুক্ত অর্শে রোগী চিৎ হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলে বেদনা কম থাকে। তীব্র বেদনাযুক্ত অর্শে খুববেশী জ্বালাবোধে **আর্সেনিকাম** এবং **কেলি কার্বোনিকামের** কথা ভাবতে হয়, অর্শে যদি ছুঁচ ঢোকা বা খোঁচা মারা ও ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা বোধ হয় তা হলে **ইসকুলাসের** কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। খুব বেদনাদায়ক অর্শের সঙ্গে ভগ্ন স্বাস্থ্যযুক্ত ধাতুগত অবস্থায় যদি মনে হয় যে রোগীর সব অসুস্থতা অর্শে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, রক্তস্রাবী বলী বেরিয়ে থাকা অবস্থায় সামান্য একটু স্পর্শে ও প্রায় কনভালসনের মত অবস্থা দেখা দেয়; বেদনার তীব্রতায় রোগিণী যদি খুব জোরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে এবং মনে করে যে মৃত্যু ছাড়া এই বেদনার হাত থেকে তার মুক্তি নেই; বিছানায় শুয়ে সে দুই হাতে তার পাছার দুই ধার টেনে ধরে মলদ্বারটিকে যতটা সম্ভব স্পর্শ ও চাপ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে এবং মলত্যাগের পরে তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত খুববেশী বেদনা ও যাতনাবোধ করে। এইরূপ লক্ষণে **পিওনিয়ার** কথা চিন্তা করতে হবে। এই ওষুধের

অর্শের বলী খুববেশী প্রদাহযুক্ত, লাল ও রক্তস্রাবী হয়, রক্ত চুঁইয়ে পড়তে থাকে, খুববেশী স্পর্শকাতর ও বেদনার তীব্রতায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। অর্শটিকে গাছে টাটকা ফুটে থাকা একটি ফুলের মত দেখায়। এই ধরনের বেদনা ও যাতনা **পিওনিয়াতে** সারানো যায়। তবে এই ওষুধটি খুব ভাল ভাবে পরীক্ষিত নয়। কাজেই রোগীর ধাতুগত ও অন্যান্য লক্ষণের উপযুক্ত এবং ভালভাবে পরীক্ষিত কোন উপযোগী ওষুধ পেলে এই ওষুধটি ব্যবহার না করাই ভাল। তবে অনেক ক্ষেত্রে রোগী তার সব অবস্থা ও লক্ষণের কথা ভাল ও পরিষ্কার ভাবে বলে না, সে ক্ষেত্রে 'বাহ্য' লক্ষণ দেখে এই ওষুধটি প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও থাকে না।

বার বার অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া, খুববেশী কুন্থনবোধের সঙ্গে প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, খুববেশী বেদনাযুক্ত, রক্তমেশানো, জ্বালা করা ও বেদনার সঙ্গে মূত্রত্যাগ হয়; সামান্য একফোঁটা প্রস্রাব মূত্রথলীতে জমলেই সেটা বার করে দিতে চেষ্টা করতে দেখা যায়। রোগিণী চিৎ হয়ে শুয়ে না থাকলে সারারাতের মধ্যে একবারও হয়ত তাকে প্রস্রাবত্যাগের জন্য উঠতে হয় না, কিন্তু সে চিৎ হয়ে শোয়া মাত্রই তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তার মনে হয় যে সে যদি তক্ষুণি প্রস্রাব করতে না যায় তা হলে সেটা অসাড়েই বেরিয়ে যাবে। কাশি, হাঁচি, অথবা হঠাৎ কোন বিস্ময়ের কারণে বা শক্ লাগার ফলে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়। হাসলে, হঠাৎ আনন্দে, দরজা বন্ধ করার শব্দে, পিস্তলের গুলির শব্দে তার অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যেতে পারে। পালসেটিলাতে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব পড়া, সামান্য কারণেই ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হতে দেখা যায়। সব সময়ই রোগিণীকে তার প্রস্রাব ত্যাগের বিষয়ে মন দিতে হয়, একটু অন্যমনস্ক হলে অথবা ঘুমিয়ে পড়লে তার প্রস্রাব বেরিয়ে যায়। ছোট বয়সের মৃদু, শান্ত, ধীর প্রকৃতির শ্লেষ্মোরিক, উষ্ণ রক্তের মেয়েদের, যারা রাত্রিতে গায়ে কাপড় বা চাদর রাখতে পারে না তাদের রাত্রিতে অসাড়ে প্রস্রাব হতে দেখা গেলে অথবা রাত্রিতে বার বার প্রস্রাব করার জন্য উঠতে হলে পালসেটিলা ফলপ্রদ হবে। হলদে, ফেকাশে ও রুগ্ণ চেহারার মেয়েরা যদি রাত্রির প্রথমভাগে ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে সে ক্ষেত্রে **সিপিয়া** প্রযোজ্য। রাত্রিতে ঘুমের প্রথম ভাগে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যাওয়া উপসর্গে **কাস্টিকাম** এবং **সিপিয়ার** কথাই ভাবা হয়ে থাকে, তবে ঐরূপ উপসর্গের জন্য অন্য ওষুধও আছে। এক মধ্য বয়সী ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়লেই রাত্রিতে প্রস্রাব করে বিছানা নষ্ট করে ফেলতেন। এরূপ লক্ষণ যে সব ওষুধে আছে সবই তাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। তখন আমি অন্য দিক থেকে ভাবতে শুরু করি। আমি দেখতে পাই যে রোগী যতক্ষণ তার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করে ততক্ষণ প্রস্রাব আটকে রাখায় তার কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু বসে পড়লেই প্রস্রাবের বেগ ধারণ করার জন্য তাকে বেশ চেষ্টা করতে হয়। এইরূপ অবস্থা যখন প্রথমে দেখা দেয় তখন তিনি অ্যাটলাণ্টিক সিটিতে ছিলেন এবং অনেকবার সমুদ্রে

স্নান করেছেন। এভাবেই **রাসটক্সের** হ্রাস ও বৃদ্ধির লক্ষণ পাওয়া যায় এবং **রাসটক্স** ঐ ভদ্রলোকের প্রস্রাবের উপসর্গ সম্পূর্ণ সারিয়ে দেয়। প্রস্রাবের গোলযোগে **ব্রায়োনিয়ার** কথাও কেউ কেউ ভাবেন, নড়া-চড়া করলেই রোগীর প্রস্রাব পায় ও ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে, যখন সে হাঁটা-চলা করে তখন প্রস্রাব ধারায় বেরোয়। একমাত্র চুপচাপ শান্তভাবে থাকলেই রোগী ভাল বোধ করে। **ব্রায়োনিয়ার** উপসর্গ নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পায় ; **রাসটক্সে** নড়া-চড়া করলে আরামবোধ দেখা দেয়।

পালসেটিলাতে নড়াচড়াতে আরামবোধ লক্ষণটি আছে। মৃদু নড়া-চড়ায় আরামবোধ অল্প কয়েকটি মাত্র ওষুধেই দেখা যায়, তাদের মধ্যে পালসেটিলা এবং **ফেরাম** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্রুত নড়া-চড়া করায় আরামবোধ হওয়ায় লক্ষণ যে অল্প কয়েকটি ওষুধে দেখা যায় তাদের মধ্যে **ব্রোমাইন** এবং **আর্সেনিকাম** উল্লেখযোগ্য। **আর্সেনিকের** শিশুকে যত দ্রুত কোলে নিয়ে ঘোরা হ'ক না কেন শিশুর কাছে সেটা যথেষ্ট বলে মনে হয় না। পালসেটিলার শিশুকে মাঝারী ধরনের গতিতে কোলে নিয়ে হেঁটে বেড়ালেই খুশী করা যায়। যে ধরনের নড়াচড়ায় পালসেটিলার রোগীর দেহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সেই ধরনের নড়াচড়ায় তার সব উপসর্গই বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। একজন কাঠের মিস্ত্রি বলেছিল যে এদিক-ওদিকে একটু ঘুরে বেড়ালে সে বেশ ভাল থাকে কিন্তু কাঠে করাত চালাতে গিয়ে যখন তার দেহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখনই তার তীব্র আক্ষেপযুক্ত কাশি দেখা দেবার ফলে তাকে করাত চালানো বন্ধ করে চুপচাপ বসে বিশ্রাম করতে হয়।

পালসেটিলাতে বৃষ্টির জলে ভিজে, পায়ের পাতা ভিজলে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। দেহ বেশী শীতল হয়ে পড়লে প্রস্রাবের গোলযোগ দেখা দেয় (**ডালকামারা**)। পালসেটিলাতে রক্তমেশানো, প্রচুর রসস্রাব হতে দেখা যায়, বিশেষত ঠাণ্ডা লেগে যাবার পরে বেশী পরিমাণে স্রাব ঘন, দাঁড় দাঁড়, পূঁজের মত, সবুজ রঙের ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে।

যৌন কামনা সাধারণত খুব প্রবল থাকে। সকালের দিকে দীর্ঘস্থায়ী লিঙ্গোদ্গম হয়ে থাকে। অত্যধিক যৌন সম্ভোগের ফলে মাথাধরা, পিঠে ব্যথা, হাত-পায়ে ভারীবোধ, অণ্ডকোষে জ্বালা ও কামড়ানি ব্যথা, অণ্ডকোষে প্রদাহ ও স্ফীতি, বিশেষত গনোরিয়া দমিত হবার ফলে, মাম্পস্ হয়ে ঠাণ্ডা লেগে যাবার ফলে, ঘামতে থাকা অবস্থায় ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে বা শুয়ে থাকার ফলে, কোন ইনজেকশন দিয়ে গনোরিয়ার স্রাব বন্ধ করা হলে অর্কাইটিস, অণ্ডকোষের প্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গে পালসেটিলা কার্যকরী হয়ে থাকে। গনোরিয়ার স্রাব ঘন হলদে বা হলদেটে সবুজ হলে, উত্তাপে সংবেদনশীলতা, খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে আরামবোধ প্রভৃতি লক্ষণে পালসেটিলা ফলপ্রদ হয়। বারবার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে কুন্থনবোধ, প্রস্রাবে জ্বালা ও হলদেটে স্রাব নির্গমন ; পুরুষাঙ্গ বা পেনিসে টিসু বৃদ্ধি হয়ে বড় হয়ে ওঠা বা টিউমিফ্যাকসন, পুরুষাঙ্গের সম্মুখের ত্বক বা 'ফোরস্কিন' শোথের মত

ফুলে যায় (**নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্লোরিক অ্যাসিড, ক্যানাবিস স্যাট**)। গনোরিয়া দমিত হয়ে প্রস্টেটের প্রদাহ, খুববেশী যৌনসম্ভোগ বা যৌন-অত্যাচারের পরে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় ও শক্ত হয়ে পড়া প্রভৃতিতে পালসেটিলা কার্যকরী হয়। স্ফীত অণ্ডকোষে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, স্পারম্যাটিক কর্ড বরাবর ছুরি দিয়ে কাটার মত ব্যথা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মহিলাদের প্রবল যৌন ইচ্ছা, নিম্ফোম্যানিয়া, যৌন চিন্তায় নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা, প্রায় উন্মাদের মত হয়ে পড়া, যৌন কামনাকে সংযত করতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। জরায়ু ও ওভারীর প্রদাহ, পায়ের পাতা জলে ভিজে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে ঋতুস্রাব বন্ধ বা দমিত হওয়া ; অল্প পরিমাণে এবং বিলম্বে ঋতুস্রাব আসা ; মুখমণ্ডল ফেকাশে, হলদেটে অথবা ক্লোরোটিক রোগিণীর মত সবুজাভ হতে দেখা যায়। মিস ক্যারেজ বা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার মধ্যবর্তী সময়ে (৫-৬ মাস অবস্থায়) ভ্রূণ বিনষ্ট হবার প্রবণতা, কৃত্রিম অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা, মোল প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়া বোধ এবং লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে ফিব্রয়েড টিউমার যাতে বৃদ্ধি পেতে না পারে সে অবস্থায়ও পালসেটিলা প্রয়োগ করা যায়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ও প্রসবকালীন নানা উপসর্গেও পালসেটিলা কার্যকরী হয়। যে সব ক্ষেত্রে বেদনা খুব দুর্বল থাকে এবং রোগিণীর মেজাজও খিট্‌খিটে প্রকৃতির হয় না সেই সব ক্ষেত্রে ক্ষীণ ধরনের প্রসব বেদনা বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে থাকলেও প্রসবাবস্থার কোন অগ্রগতি হয় না, বেদনা অনিয়মিতভাবে আসে এবং বেদনার প্রকৃতি পরিবর্তনশীল হয়, রোগিণীর মন মেজাজ শান্ত, মৃদু ও কোমল প্রকৃতির হয়, অস বা জরায়ুর মুখ প্রসারিত বা ডাইলেটেড এবং সংকোচন দেখা দিলেও বেদনা খুব ক্ষণস্থায়ী হতে দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে পালসেটিলা প্রয়োগে সহজে এবং দ্রুত প্রসব হবে। অনিয়মিত ও ক্ষীণ প্রসব বেদনার সঙ্গে রোগিণীর মেজাজ খুব খিট্‌খিটে থাকলে **কামোমিলা** ফলপ্রদ হবে।

ঋতুস্রাবের সময় তীব্র ধরনের কলিক বেদনায় রোগিণী কুঁকড়ে প্রায় কুকুরকুণ্ডলী হয় শুয়ে থাকে, ওভারী ও জরায়ুতে টনটনে ব্যথা, পেট ফুলে বড় হয়ে থাকা, গায়ের ঢাকা ছুঁড়ে ফেলা, জানালা খুলে রাখতে ও খোলা হাওয়া চাওয়া ; ক্রন্দনশীলতা, প্রায় বিনা কারণে কান্নাকাটি করা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। পায়ের পাতা ভিজে যাবার ফলে ঋতুস্রাব বন্ধ বা দমিত হয়ে যায়, খুব অল্প পরিমাণে ও খুব বিলম্বে স্রাব দেখা দেয়। প্লেথোরিক মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই ঋতুস্রাবের সময় বেদনায় পালসেটিলা খুব ফলপ্রদ হয়। পালসেটিলা প্রয়োগের কয়েক মাসের মধ্যেই ঐ সব অল্পবয়সী মেয়েদের ঋতুস্রাব স্বাভাবিক হয় আসতে দেখা যায়। আর একটি ওষুধে এর তুলনামূলক বৈপরীত্য দেখা যেতে পারে। রুগ্‌ণ ও শীর্ণ কিশোরী, ঠাণ্ডায় যে সংবেদনশীল থাকে, প্রথম ঋতুস্রাব দেখা দেবার ঠিক পূর্বে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে বা পায়ের পাতা জলে ভিজে থাকার ফলে ঋতুস্রাবের পরিমাণ খুব হয় বা আংশিকভাবে দমিত অবস্থা দেখা দেয় অথবা একটা প্রদাহ নিয়ে দেখা

দেয়, জরায়ু ও অন্যান্য যৌনাঙ্গে পরিপূর্ণ গঠনের যেন কিছুটা ঘাটতি থেকে যাওয়া অবস্থা সৃষ্টি হয়, ঋতুস্রাবজনিত তীব্র কলিক বেদনা, নিচের দিকে প্রসব বেদনার মত নেমে আসে যেন তলপেটের সব কিছু বেরিয়ে যাবে এরূপ বোধে রোগিণী কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়, উত্তাপে উপসর্গ কম থাকা এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ সহ উপরোক্ত অবস্থায় **ক্যালকেরিয়া ফসই** নির্দিষ্ট ওষুধ বলে বিবেচনা করতে হবে। মৃদু, কোমল স্বভাবের মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের আগমনে অস্বাভাবিক বিলম্ব অথবা ঋতুস্রাব ত্রুটিপূর্ণ ভাবে দেখা দিলে অথবা অনিয়মিত হতে দেখা গেলে তারা ফেকাশে ও দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদের মাথাধরা, শীতভাব ও ক্লান্তিবোধ দেখা দেয়। এই ধরনের মেয়েদের পরিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক করে তুলতে পালসেটিলা সক্ষম ও ফলপ্রদ ওষুধ। খুব গোলযোগপূর্ণ প্রল্যাপ্স্ অবস্থায় এই ওষুধটি **সিপিয়া, বেলেডোনা, নেট্রাম মিউ, নাক্স ভমিকা,** এবং **সিকেলির** সঙ্গে পাল্লা দেয়; ঐ সব ওষুধেই জরায়ুর খুববেশী শৈথিল্য, প্রসব বেদনার মত নিচের দিকে নেমে যাওয়া বেদনা; এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে জরায়ুর স্থানচ্যুতিও থাকতে দেখা যায়। মেয়েদের গনোরিয়াজনিত অনেক উপসর্গ পালসেটিলাতে সারানো যায়। এই ওষুধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ঋতুস্রাব দেখা দিলে সেই সময়ে স্তনে দুধ সৃষ্টি হয়, বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের স্তনে দুধ আসা, উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই স্তনে দুধ সৃষ্টি হওয়া, অন্তঃসত্ত্বা নয় এমন মহিলাদের স্তনে দুধ সৃষ্টি হতে দেখা যায় (**সাইক্লামেন., মার্কিউরিয়াস**)।

বুকের ভিতরে, শ্বাসযন্ত্রাদি এবং কাশিতে নানা ধরনের গোলযোগপূর্ণ লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া সৃষ্টি হয়। শুকনো, বিরক্তিকর কাশি এবং শ্বাসকষ্ট থাকে; রোগী জানালা খোলা রাখতে চায়, শুয়ে থাকলে কষ্ট বৃদ্ধি পায়; কাশি, গলা বন্ধ ও দম আটকাভাব দেখা দেয়। সকালের দিকে প্রচুর ঘন, হলদেটে সবুজ শ্লেষ্মা ওঠে। রাত্রিতে শুকনো, বিরক্তিকর কাশি, শুয়ে থাকলে বেড়ে যায়। হামজ্বরের পরে পুরানো বা দীর্ঘদিন স্থায়ী আলগা কাশি দেখা দিতে পারে। হুপিং কাশিও হতে পারে। গলার ভিতরে, ল্যারিংক্সে সুড়সুড় করা অনুভূতি, সংকুচিত হয়ে পড়ার মত বোধের জন্য কাশি দেখা দেয়; উষ্ণ ঘরে এবং শোয়া অবস্থায় কাশি বেড়ে যায়, রাত্রিতেও কাশি বেশী হতে দেখা যায়। ব্রঙ্কাইটিসে সকালের দিকে আলগা কাশি এবং সন্ধ্যার দিকে শুকনো কাশি হতে দেখা যায়।

শ্বাসকষ্ট; দ্রুত বেগে হাঁটা-চলা করলে বুকে চাপবোধ অথবা খাবার পরে কোন কারণে দেহ অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে পড়লে, নাক বন্ধ হয়ে গেলে; কোনরূপ আবেগ দেখা দিলে শ্বাসকষ্ট হয়, বাম দিকে চেপে শুয়ে থাকলে শ্বাসকষ্ট; সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে দম আটকাবোধ হয়। শিশুদের কোন প্রকার উদ্ভেদ বসে গিয়ে বা চাপ পড়ে এবং মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ বা দমিত হয়ে হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। শুয়ে থাকলে বুকে খুব উঁচু বা জোরে ঘড়ঘড় শব্দ হয়। হাম

জ্বরের পরে ক্রনিক ধরনের আলগা কাশি দেখা দেয়। প্রচুর, ঘন হলদে সবুজ, নোনতা স্বাদের, দুর্গন্ধ, রক্তমেশানো গয়ের ওঠে। বামদিকে চেপে শুয়ে থাকলে প্যালপিটেশন দেখা দেয়। বুকের ভিতরের দেওয়ালে টনটন্ করা ব্যথা, বুকের ভিতরে দগদগে ও শুকনো হয়ে যাবার মত বোধ ; কোন কোন ক্ষেত্রে বুকের ভিতরে বেদনা উল্টো দিকে ফিরে শুলে কমে যেতে দেখা যায়। বুকের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো, ছিঁড়ে যাবার মত, কেটে ফেলার মত ব্যথা দেখা দেয় ও খুববেশী উত্তাপ বোধ হতে দেখা যায়। ফুসফুস থেকে কালচে রঙের রক্ত ওঠে। ঋতুস্রাব বন্ধ বা দমিত হয়ে অথবা ঋতুস্রাবের বদলে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে দেখা যেতে পারে। ক্লোরোটিক ধরনের মেয়েদের ক্যাটারাল থাইসিস অর্থাৎ যক্ষ্মার শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় পালসেটিলা খুব কার্যকরী হয়ে থাকে।

মেরুদণ্ডের বক্রতায় পালসেটিলা খুবই মূল্যবান। পিঠ, লাম্বার ও সেক্রাম অংশে ঘুরে বেড়ানো বেদনা ; যৌন অত্যাচারের ফলে মেরুদণ্ডে উত্তেজনাবোধ ও হাত-পায়ে বাতের বেদনা বিশ্রামে থাকা অবস্থায় খুববেশী এবং মৃদু নড়াচড়ায় কম থাকতে দেখা যায়। কোমরে মুচড়ে যাবার মত ব্যথা ; পিঠ বেয়ে যেন ঠাণ্ডা জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে এরূপ বোধ প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

সর্বদেহে, হাত-পায়ে বেদনা, টেনেধরা, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা নড়া-চড়া করলে ও নাড়া-চড়া করার পরে কম থাকে ; উষ্ণ ঘরে থাকলে বেদনা বেড়ে যায়, শীতল প্রলেপ অথবা কিছু লাগালে আরামবোধ হয়। বাহু ও হাতের শিরায় স্ফীতি, **ফ্লোরিক অ্যাসিডের** মত হাত-পায়ের শিরায় ভেরিকোজ অবস্থা ; জয়েণ্টে বাতের বেদনায় মনে হয় যেন জয়েণ্টের অস্থির স্থানচ্যুতি ঘটেছে। সায়টিকার বেদনা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে চলা-ফেরা করলে কম থাকে। সন্ধ্যার দিকে শোয়া অবস্থায় পায়ের দিকে মাংসপেশীতে টেনে ধরার মত টেনশন বা টানটান্ বোধ, হাত-পায়ে ছিঁড়ে যাবার, ঝাঁকুনি লাগার মত ব্যথা স্থান পাল্টে দেখা দেয়। শিরায় জ্বালাবোধ হয়। পায়ের পাতায় বেগুনী রঙের স্ফীতি হয়ে সেখানে তীব্র ধরনের চুলকানিবোধ এবং যেন সেখানটা জমে বরফের মত হয়ে গেছে এরূপ বোধ হয়। পায়ের পাতায় জ্বালা করায় রোগী পা বিছানার বাইরে বের করে রাখতে বাধ্য হয়। হাঁটা-চলা করার সময় পায়ের তলায় জ্বালা ও থেঁতলে যাবার মত বেদনা দেখা দেয়। হাত-পায়ে খুব অস্থিরতা ও মৃদু সংকোচন, শুয়ে থাকলে হাত-পায়ের যেদিক চাপা থাকে সেদিকে অসাড়তা-বোধ, হাত-পায়ের সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো ধরনের বেদনা থাকতে দেখা যায়।

রোগী মাথার উপরে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমায়। বাম দিকে চেপে শুতে পারে না কারণ তাতে প্যালপিটেশন এ দম আটকাবোধ হয়। বিভ্রান্তকর, ভীতিকর, উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখা ; দেহে উত্তাপের ঝলকবোধ হওয়ায় নিদ্রাহীন থাকা প্রভৃতি দেখা যায়। পালসেটিলায় পাকস্থলীর গোলযোগ থেকে সবিরাম জ্বর আসতে দেখা যায়। প্রতিদিন সকালে শীতভাব দেখা যায়। হাত ও পায়ের পাতায় শীতভাব

শুরু হয়, শীতাবস্থায় হাত-পায়ে ; দেহের একধারে শীতলতা ও অসাড়বোধ, দেহের একপার্শ্বে জ্বরের উত্তাপ ; শীতাবস্থার পূর্বে তৃষ্ণাবোধ কিন্তু উত্তাপের সময় পিপাসা না থাকা ; উত্তাপ অবস্থার সঙ্গে শিরা ফুলে থাকা, দেহে খুববেশী ঘাম অথবা একটা পাশে ঘাম হওয়া, শীতাবস্থায় বমি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

পাইরোজেন
(Pyrogen)

এই পুস্তকের লেখক (ডাঃ কেণ্ট) বহু বছর ধরে সকল ধরনের রক্তদূষণজনিত জ্বর ও তার বিভিন্ন উপসর্গে, লক্ষণে সাদৃশ্য অনুযায়ী ডাঃ হীথের তৈরি পচা গরুর মাংস থেকে সৃষ্ট ৩য় ক্রমের ওষুধ থেকে অন্যান্য ক্রম বা বর্ধিত শক্তির পাইরোজেন ওষুধটি ব্যবহার করে আসছেন। তীব্র শীতবোধের সঙ্গে মিলেমিশে উত্তাপ ও ঘাম থাকা, অথবা শুকনো উত্তাপের সঙ্গে হাত-পায়ে খুববেশী কামড়ানো ব্যথা, অস্থিরতা নড়া-চড়া ও উত্তাপে কম থাকতে দেখা যায়। টন্‌টন্‌ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা **আর্নিকা** এবং **ব্যাপটিসিয়ার** মতই তীব্র ধরনের হতে দেখা যায় ; হাড়ে কামড়ানো ব্যথা **ইউপেটোরিয়ামের** মত হয়, অস্থিরতা নড়া-চড়ায় এবং উত্তাপে কম থাকা লক্ষণটি **রাসটক্সের** মত হয়ে থাকে। বসা অবস্থায় সব ধরনের বেদনাই বৃদ্ধি পায়। দেহ কোনভাবে ঠাণ্ডা হয়ে পড়লে বা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থায় হেক্টিক বা সান্ধ্য জ্বরের সঙ্গে এবং রক্তদূষণজনিত জ্বরে এইরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই ওষুধটি পিওর পেরাল ফিভার বা প্রসবের পরে সংক্রমণজনিত জ্বর রোধ করতে পারে, যদি অবশ্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকে। টাইফয়েড জ্বরে ব্যাপটিসিয়ার মত মানসিক বিশৃঙ্খল অবস্থা বা বিভ্রম এবং সেই সঙ্গে জ্বরের উত্তাপ ভয়ঙ্কর ভাবে বেশী থাকে সেই ক্ষেত্রে পাইরোজেনের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। জ্বরের উত্তাপ যখন ১০৬° পর্যন্ত ওঠে এবং তার সঙ্গে দেহে খুব টন্‌টনে ও কামড়ানি ব্যথা প্রভৃতি থাকলে এই ওষুধটি একটি মাত্র দিনের মধ্যেই ঐ রোগীর ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে ; কিন্তু বেদনা যদি নড়া-চড়া ও উত্তাপে কম হতে দেখা যায় তা হলে ওষুধটি ঐ জ্বরকে আর বাড়তে না দিয়ে বন্ধ করে দেবে। পালসের গতি খুববেশী এবং জ্বরের উত্তাপের তুলনায় বেশী থাকলে পাইরোজেন ফলপ্রদ হবে। অপর পক্ষে পালস ও উত্তাপের সম্পর্ক উভয় দিকেই বা যে কোন একদিকে বেশী পার্থক্যযুক্ত হয় এবং রক্তদূষণজনিত অবস্থানজনিত অবস্থার জন্যই ঐরূপ ঘটে তা হলেও এই ওষুধটির কথা বিবেচনা করতে হবে। অ্যাবসেস ফেটে যাবার পরে তা থেকে নিঃসৃত পুঁজস্রাব কমে গিয়ে খুববেশী বেদনা ও তীব্র ধরনের জ্বালা দেখা দেয় (**আর্সেনিকাম, অ্যান্থ্রাসিনাম, ট্যারেন্টুলা কিউবেনীসস**)।

ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া দুর্গন্ধ; দেহ, শ্বাস, ঘাম এবং স্রাবে পচাটে বা দুঃসহ দুর্গন্ধ থাকে। নর্দমার দুর্গন্ধ ও বিযাক্ত গ্যাসের বিষক্রিয়ায় জ্বর হলে; কোন ধরনের সংক্রমণে ইরিসিপেলাস এবং সার্জিক্যাল অর্থাৎ কোন অপারেশনের পরে জ্বর দেখা দিলেও ওষুধটি কার্যকরী হয়। রক্তদূষণ ও বিষক্রিয়াজনিত অবস্থা থেকে ক্রনিক ধরনের কোন উপসর্গ দেখা দিলে সেটা এই ওষুধে সারানো যায়। বহুদিন পূর্বে পিওরপেরাল বা সন্তান প্রসবের পরে সংক্রমণজনিত জ্বর হবার পর থেকেই রোগিণীর শরীর অসুস্থ থেকে গেলে পাইরোজেন প্রয়োগের উপযোগী যথেষ্ট কারণ দেখা যায়।

একজন ভাল বংশের যুবক রক্তদূষণজনিত উপসর্গে ভুগছিল এবং সে ভালভাবে আরোগ্যলাভ করতে পারেনি এবং বেশ কয়েক বছর ধরেই দেহের বিভিন্ন অংশে ফোড়া, অ্যাবসেস প্রভৃতি দেখা দিচ্ছিল। সে ফেকাশে ও রুগ্ণ হয়ে পড়েছিল, দেহে বাতজনিত আড়ষ্টতাও ছিল; ঐ সময়ে তার পায়ের কাফ্ বা গুলফে একটি অ্যাবসেস ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছিল। সে পাইরোজেন গ্রহণ করার পরে দ্রুত সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করে। এবারে তার অ্যাবসেসটি আর ফাটেনি। তারপর থেকে গত দশ বছর ধরে ঐ যুবক বেশ সুস্থই আছে।

রক্তদূষণ বা সেপটিক অবস্থা থেকে ব্রাইট্স্ ডিজিজ সৃষ্টি হলে সেটাও এই ওষুধে সারানো যায়। সেপটিক ও জাইমোটিক ধরনের জ্বর থেকে হার্টের ক্রিয়ার অবনতি ও 'ফেইলিওর' অবস্থা সৃষ্টি হবার উপক্রম হলে এই এই ওষুধটি খুব উপযোগী হবে, রক্তদূষণজনিত রক্তপাত বা রক্তস্রাবে রক্ত কালচে হতে দেখা যাবে। রক্তদূষণ থেকে দ্রুত মারাত্মক ধরনের জ্বর দেখা দিলে এই ওষুধটি রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারে।

অনবরত বাচালের মত কথা বলে চলা; রোগী পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে ও কথা বলে যেতে পারে, বিশেষত জ্বরের মধ্যে এইরূপ অবস্থা বেশী দেখা যায়।

খিট্খিটে ভাব, ডিলিরিয়াম ও নিজের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয়ে মানসিক বিভ্রান্তি দেখা দেয় (**ব্যাপটীসিয়া**)

রোগীর মনে হয় যেন সে সম্পূর্ণ বিছানাটা জুড়েই শুয়ে রয়েছে। রোগিণী যদিও জানে যে তার মাথাটা বালিশের উপরে রয়েছে কিন্তু তার হাত-পা বা দেহের অন্যান্য অংশ যে কোথায় রয়েছে সেটা সে জানে না, বোঝে না। একপাশে ফিরে শুয়ে থাকা অবস্থায় নিজেকে একজন, আবার পাশ ফিরে অন্যদিকে ঘুরে শুলেই নিজেকে অপর একজন বলে মনে করে। রোগীর মনে হয় যেন তার দেহে অনেকগুলো হাত ও পা আছে। এই ধরনের লক্ষণ অনেকটা **ব্যাপটীসিয়ার** মত থাকে, কিন্তু জ্বর যদি খুব বেশী উঁচুতে ওঠে তা হলে সেক্ষেত্রে এই অবস্থা পাইরোজেনের মত **ব্যাপটীসিয়া** দ্বারা আয়ত্তে আনা যাবে না।

মাথায় তীব্র ধরনের কনজেসসন সহ চাপবোধযুক্ত বেদনা, এবং টিপ্‌টিপ্‌ করা বা পালসেশনের অনুভূতি চাপে থাকলে বা চাপ দিলে কম হয়। মাথায় খুব ঘাম হয়। কাশতে গেলে, সকালের দিকে হাঁটা-চলা করলে মাথার পিছনে, অক্সিপুট অংশে বেদনা দেখা দেয়।

চোখের গোলক স্পর্শে টন্‌টন্‌ করে ; বাইরের দিকে অথবা উপরের দিকে চোখ ঘোরালেও চোখে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা দেখা দেয়।

নাক থেকে রক্তদুষণজনিত রক্তপাত, নাকের পাটা পাখার মত ওঠা-নামা করে (**লাইকোপোডিয়াম**)।

মুখমণ্ডল ফেকাশে, চুপসে থাকতে এবং শীতল ঘামে ভিজে থাকতে দেখা যায়। গাল লালচে ও জ্বালা করার মত উত্তপ্ত হয়ে থাকে।

মুখে দুর্গন্ধ ও স্বাদ পচাটে গন্ধযুক্ত হয়। জিহ্বা প্রলেপযুক্ত বাদামী রঙের হয়ে পড়ে ; জিহ্বার মধ্যাংশ থেকে বাদামী রঙের একটা দাগ নেমে আসতে দেখা যায়। দাঁতে সর্ডিস বা ছাতাপড়া ও মুখ থেকে পচাটে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

বমি হয়ে পিত্ত, রক্ত, পচাটে দ্রব্যের দলা উঠে যায়। পাকস্থলীতে জল উষ্ণ হয়ে উঠলে সেটা বমি হয়ে যায় ; গোবরের মত দেখায় এমন পদার্থ বমিতে ওঠে ; কফি রঙের বমি হতে এবং জ্বরের শীত ও উত্তাপ অবস্থায় ঠাণ্ডা পানীয়ের জন্য পিপাসা বোধ থাকে।

পেটটি ফুলে উ'চু হয়ে ওঠে এবং খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। রক্তদুষণ-জনিত কারণে পেরিটোনিয়াম, অন্ত্র এবং জরায়ুতে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। অন্ত্রের ভিতরে গড়্‌গড় শব্দ হওয়া ; গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণে বেদনা ; কেটে নেবার মত, কলিক ধরনের বেদনা দেখা দেয় ; পেটের ডানদিক থেকে সরাসরি বেদনা পিঠের দিকে যায় এবং প্রতিদিন নড়া-চড়া, কথা বলা ও শ্বাসক্রিয়াতেও সেই বেদনা বেড়ে যায় ; ডানদিকে চেপে শুয়ে থাকলে বেদনা কমে যায়। এই বেদনায় প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে রোগী আর্তনাদ করে ওঠে।

প্রচুর পাতলা পচাটে মলত্যাগ করতে দেখা যায়। অসাড়ে মলত্যাগ ; প্রচুর পরিমাণে জলের মত পাতলা মল বেদনাহীনভাবে বেরোয়। পচা মাংসের মত মল ; কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্টদায়ক মলও পচা মাংসের মত গন্ধযুক্ত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতায় মল কঠিন, শুকনো, কালচে ও পচাটে হয় ; জলপাইয়ের মত ছোট ছোট কালো গুট্‌লে মল বেরোয়। পচাটে রক্তমেশানো মল ; নরম ও সরু মলও খুব বেগ দিয়ে বের করতে হয়। মলত্যাগের সময় অন্ত্র থেকে রক্তস্রাবও হতে দেখা যেতে পারে।

প্রস্রাব কম পরিমাণে অথবা দমিত হয়ে থাকতে পারে। লালচে তলানী পড়ে এবং সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করা খুব কষ্টকর হয়। অ্যালবুমিনযুক্ত প্রস্রাবে কাস্টও থাকতে পারে। পচাটে প্রস্রাব হয়। জ্বর যখন আসে তখন বারবার প্রস্রাব পায়। মূত্রথলীতে অসহ্য কোঁথানিবোধ, আক্ষেপযুক্ত সংকোচন রেক্টামে, বা ওভারী ও ব্রড

লিগামেণ্টে ও ছড়িয়ে পড়ে (ইঙলিঙ এরূপ উপসর্গ সারিয়েছেন)। রক্তদূষণজনিত জ্বরে অসাড়ে মল ও প্রস্রাব হতে দেখা যায়।

জরায়ুতে রক্তস্রাব হয়। পচাটে, অল্প পরিমাণে লোচিয়া স্রাব, অথবা লোচিয়ার স্রাব দমিত হয়ে যায়। তীব্র শীতবোধের সঙ্গে পিওরপেরাল ফিভার দেখা দেয়। ঋতুস্রাব মাত্র একদিন থাকে, তার পরে রক্তমেশানো লিউকোরিয়ার স্রাব হতে থাকে। অ্যাবরসন বা দু'তিন মাসের ভ্রূণ বিনষ্ট হয়ে যাবার পরে রক্তদূষণজনিত জ্বর দেখা দেয়। জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ হতে পারে।

শ্বাসত্যাগের সময় সাঁই সাঁই শব্দ হয়। স্বর দুর্বল ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয় এবং স্বরভঙ্গ দেখা দেয়। কাশির সঙ্গে ল্যারিংক্স থেকে দলা দলা শ্লেষ্মা ওঠে, নড়া-চড়া এবং উষ্ণ ঘরে কাশি বেড়ে যায়। কাশির জন্য ল্যারিংক্সে এবং ব্রঙ্কাইতে জ্বালা করে; ঘন, পচাটে, পুঁজের মত থক্থকে গয়ের ওঠে। কাশি শুয়ে থাকলে বেশী হয়, উঠে বসে থাকলে কমে যায়। রক্তমেশানো বা মরচে রঙের গয়ের ওঠে। কাশির সঙ্গে প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত রাত্রিকালীন ঘাম দেখা দেয়। ফুসফুসের যক্ষ্মার শেষ অবস্থায় এই ওষুধটি সাময়িকভাবে আরাম দেবার বা প্যালিয়েটিভ হিসাবে খুবই ফলপ্রদ হয়। ফুসফুসের অ্যাবসেস এ ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে।

রক্তদূষণজনিত জ্বরের জন্য 'হার্টফেইলিওর' অবস্থা, সামান্য নড়া-চড়াতেই খুব বৃদ্ধি পায়। হার্টের প্রতিটি স্পন্দনই দেহের দূরতম অংশেও অনুভূত হয়। হার্টের অঞ্চলে উদ্বেগবোধ ও তলিয়ে যাবার মত অনুভূতি দেখা দেয়। হার্টের উপস্থিতি স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। ট্রেকিয়া যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে সেখানে কামড়ানো ব্যথা; হার্ট ও বুকের ভিতরে খুব চাপবোধ হয়। হার্ট অঞ্চলে পূর্ণতাবোধ থাকে। হার্ট যেন শীতল জল পাম্প করে দেহে ছড়িয়ে দিচ্ছে এরূপ বোধ (ডাঃ ইঙ্লিঙ্) হতে থাকে। বুক ধড়ফড় করে, হার্টের স্পন্দনের শব্দ খুব জোরে হতে শোনা যায়; বিড়ালের গলার ঘড়্ঘড়্ শব্দের মত রোগীর হার্টে ঘড়্ঘড়্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। পালস বা নাড়ী দ্রুত, অনিয়মিত ও থিরথির করে দ্রুতগতিতে কেঁপে কেঁপে চলার মত বোধ হয়।

ঘাড়ে পালসেশন; পিঠে দুর্বলতাবোধ; কাশতে গেলে পিঠে সূচ ফোটানোর মত বোধ হয়।

হাত-পায়ের সর্বত্র বেদনা ও খুববেশী অস্থিরতা, দেহের সর্বত্রই হাড়ে কামড়ানি ব্যথা, মাংসপেশীতে টন্টন করা ও বিছানাটা শক্ত বলে মনে হয়; নড়া-চড়া করলে ঐরূপ বেদনা কম থাকে। হাত-পা ঠাণ্ডা থাকে ও অসাড়তা দেখা দেয়; হাত শীতল ও চট্চটে থাকে। জ্বরের শীতাবস্থায় ঊরুতে বেদনা, শীত ও উত্তাপ অবস্থায় হার্ট ও পায়ে বেদনাবোধ সৃষ্টি হয় এবং হাঁটা-চলা ও উত্তাপে ঐ বেদনা কমে যায়। হাঁটুর উপরের অংশে ভেঙ্গে যাবার মত ব্যথা, পা লম্বা করে ছড়িয়ে দিলে ও নড়া-চড়া করলে কমে যায়। পা ও পায়ের পাতায় শোথের মত ফুলে যায়; অসাড়তা দেখা দেয়।

ত্বক ফেকাশে, শীতল ও ছাইয়ের মত রঙ নিতে দেখা যায়। বৃদ্ধদের দুর্গন্ধযুক্ত ভেরিকোজ ক্ষত দেখা দেয়। পুরানো জ্বরের সঙ্গে ছোট ছোট ক্ষত ও তা থেকে পচাটে, পাতলা, রক্তমেশানো স্রাব দেখা দিলে ওষুধটি তা সারাতে পারে। ঘামে পচা মাংসের মত দুর্গন্ধ, দেহ থেকেও পচাটে গন্ধ বেরোয়। জ্বরের সব অবস্থাতেই রোগী দেহ ঢেকে রাখতে চায়। উষ্ণ শয্যায় শীতবোধ কমে যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায়, ৭টা নাগাদ শীতাবস্থা দেখা দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবেই উপসর্গ দেখা দেয়; দেহে ঠাণ্ডা ঘাম হয়। কিন্তু উঁচু জ্বরের সঙ্গে ঘাম ও গরম থাকে। ঘুমের মধ্যে ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখা, একাদিক্রমে চিন্তা করতে থাকায় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটা, ঘুমের মধ্যে দম আটকাবোধ এবং ঘুমের মধ্যে বুকে চাপবোধের জন্য চিৎকার করে কেঁদে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

র‍্যানানকুলাস বালবোসাস
(Ranunculus Bulbosus)

বাটারকাপ নামের এই গুল্মজাতীয় গাছটি থেকে এক প্রকার হাজাকর বাষ্পীয় পদার্থ বেরোয় যেটা খুব অনুভূতিপ্রবণ লোকেদের দেহে এমন বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে যেটা **রাসটক্সের** বিষক্রিয়া বলে ভুল হতে পারে। বন্য গুল্মজাত এই ওষুধটির সম্বন্ধে অন্যান্য ওষুধের তুলনায় আমরা অনেক কম জানি বলেই বোধ হয় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও ওষুধটি সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। বাতজনিত উপসর্গে যখন বুকের মাংসপেশী আক্রান্ত হয় সেই ক্ষেত্রে এই ওষুধটি খুবই কার্যকরী হয়; মেরুদণ্ডের স্নায়ুতে, প্লুরা ও কস্টাল অর্থাৎ পাঁজরার মধ্যবর্তী অংশের মাংসপেশীতে বেদনা ও সর্বদাই খুববেশী টনটন্ করা ব্যথা দেখা দেয়। এই ওষুধের রোগী নড়াচড়ায় **ব্রায়োনিয়ার** মত এবং ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় **ডালকামারার** মত সংবেদনশীল প্রকৃতির হয়। এই ওষুধে হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া দুর্বলতা, এমনকি মূর্চ্ছাভাবও দেখা যায়, এবং এটি মৃগীরোগ সারাতে পারে। এই ওষুধের রোগী খুববেশী উত্তেজনা-প্রবণ থাকে এবং যে সব ভগ্ন স্বাস্থ্যের লোক খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে এই ওষুধের রোগীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়; সেইজন্য ভয় পেয়ে এবং বিরক্তি থেকে এই ওষুধের উপযোগী অনেক উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ওষুধটির উপসর্গ সন্ধ্যার দিকে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে, বিশেষত আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে উষ্ণ থেকে শীতল হয়ে পড়লে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সন্ধ্যার দিকে উপসর্গ বৃদ্ধির লক্ষণটি বেশ লক্ষণীয়; মাথাধরা, কানে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বুকে ও হার্টে চাপবোধ ও শক্ত করে বেঁধে রাখার মত অনুভূতি, বেড়ে যাওয়া পালসেশনবোধ, কাঁপুনি, শীতবোধ প্রভৃতি সব উপসর্গ সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি পায়। রোগী ঠাণ্ডায় এবং ঠাণ্ডা খোলা হাওয়ায় খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাধরা; বাতের কষ্ট বুকে, মেরুদণ্ড, ওভারীতে স্নায়বিক বেদনা; মাথাঘোরা;

প্রভৃতি দেখা দেয়। দেহ খুববেশী উত্তপ্ত থাকা অবস্থায় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেলে জ্বরের লক্ষণ দেখা দেয়, প্লুরিসি অথবা নিউমোনিয়া সৃষ্টি হতে পারে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে বুকের মাংসপেশীতে থেঁতলে যাবার মত টন্‌টনে ব্যথা সৃষ্টি হয়; ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টায় দেহের নানা অংশেই টন্‌টনে ব্যথা হতে দেখা যায়। রোগী বৃষ্টি ও ঝড়ো আবহাওয়ায় খুববেশী সংবেদনশীল থাকে; তার দেহের বিভিন্ন অংশে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, লিভার, কান, বুক, পেট, কাঁধ ও অন্যান্য জয়েণ্ট, পিঠে, মেরুদণ্ডে, দুটি কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ প্রভৃতিতে সুচ বেঁধানো, জ্বালা করা ও ছড়িয়ে পড়া ব্যথা; মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ বা ডর্সাল অংশ থেকে বিশেষভাবে বেদনা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। পাকস্থলীর উপর দিকের মুখ বা কার্ডিয়াক অরিফিসে জ্বালা করা ব্যথা; পাকস্থলীর উপরের অংশ বা পিট্‌এ, মূত্রথলীর গলার কাছে, কর্নিয়াতে, উদ্ভেদে, ক্ষততে জ্বালাকরা ব্যথা দেখা দেয়। কপালে, মাথার তালু, চোখ, টেম্পল অংশ, নাকের গোড়া, পাকস্থলীর উপরের অংশে, কাঁধ, বুকের নিচের অংশে আড়াআড়ি ভাবে এবং বুকের মধ্যাংশে চাপধরা ব্যথা দেখা দেয়। ওষুধটিতে ছোট ছোট পোকা, পিঁপড়ে প্রভৃতি হাঁটার মত, সুড়সুড় করা বোধ থাকতে পারে। প্লুরায় প্রদাহ হয়ে জল জমে যাওয়া বা শোথের মত অবস্থা ও অ্যাড্‌হেসন বা জুড়ে যাওয়া অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। প্লুরার এফিউশনে ওষুধটি খুব কার্যকরী হয় যদি অবশ্য পাঁজরা বরাবর খুববেশী টন্‌টনে ব্যথা, বিশেষত নিচের দিকের পাঁজরায় ঐরূপ বেদনাবোধ থাকে। এই ওষুধে লুপাস এবং এপিথেলিওমা সেরেছে। রোগী জণ্ডিস বা ন্যাবাতে আক্রান্ত হতে পারে।

এই ওষুধে দৈহিক ও মানসিক দিকে খুববেশী অবসাদবোধ এবং মরে যাবার ইচ্ছা হতে দেখা যায়। রোগী ভূতের ভয় পায় এবং খুববেশী খিট্‌খিটে, কোপন স্বভাব বা ঝগড়ুটে হয়ে পড়ে। মানসিক বিভ্রম দেখা দেয়।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় গেলে মাথা ঘোরে। মাথাটা যেন বড় হয়ে পড়েছে বলে মনে হতে থাকে।

মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পেয়ে মুখমণ্ডলে উত্তাপবোধ দেখা দেয়। আবহাওয়ায় তাপের পরিবর্তনে মাথাধরা, কপাল ও মাথার তালুতে চাপধরা ব্যথা সহ মাথাধরা, বিশেষভাবে তাপের পরিবর্তনে ঠাণ্ডা অথবা উষ্ণ ঘরে দেখা দেয়। ডান চোখের উপরের অংশে তীব্র বেদনা শুয়ে পড়লে আরও বেড়ে যায় এবং দাঁড়ালে বা হেঁটে চলে বেড়ালে ঐ বেদনা কমে যায়। অন্যান্য সব বেদনা নড়া-চড়া, হাঁটা-চলায় বৃদ্ধি পায়; একমাত্র চোখের উপরের অংশের বেদনা নড়া-চড়া, হাঁটা-চলায় কমে যাওয়া লক্ষণটি একটি বিশেষ ব্যতিক্রম।

চোখে চাপবোধ ও জ্বালা থাকে, চোখে বিশেষত ডান চোখে খুববেশী ব্যথা; ডান চোখের নিচের পাতায় টান্‌টান্‌ করা ব্যথা ও জ্বালাবোধ; ডানচোখের বাইরের

দিকের কোণে জ্বালা ও টন্‌টনে ব্যথা ; চোখের উপরে নীলচে কালো হার্পিসের মত ফোস্কা সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সৃষ্টি হওয়া 'হেমিওপিয়া' বা সবকিছু অর্ধেক বা একটা মাত্র অংশ দেখতে পাওয়া অবস্থা সারানো গেছে।

কানে, বিশেষত ডান কানে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

হে ফিভারের সঙ্গে চোখে জ্বালাকরা এবং টাকরার নরম অংশে চুলকানিবোধ (**উয়েগিয়া**-র মত) সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি ও নাকের গোড়ায় চাপধরা ব্যথা থাকলে সেই হে ফিভার এই ওষুধে সারানো গেছে। নাকের ত্বক লাল ও খুব প্রদাহে আক্রান্ত হয়ে ফুলে থাকতে দেখা যায়।

মুখমণ্ডলে ফোস্কার মত উদ্ভেদ ও তাতে খুববেশী জ্বালাবোধ এই ওষুধে সারতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলের ইপিথেলিওমা ওষুধটিতে সেরেছে। মুখমণ্ডলে, নাক এবং থুতনিতে কাটা বেঁধার মত খচ্‌খচ্ করে ; ঠোঁটে মৃদু কম্পন দেখা দেয়।

গলার ভিতরে জ্বালা, টন্‌টন্ করা ও লালভাব সৃষ্টি হয়, টাকরার নরম অংশে তীক্ষ্ণ বেদনা ও চুলকানিবোধ দেখা দেয়।

বিকেলে খুব পিপাসাবোধ হয়। যে সব রোগী হুইস্কি, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক-পানীয় দীর্ঘদিন ধরে গ্রহণের ফলে দুর্বল ও হাঁটতে গেলে টলে টলে পড়ার মত হয় এই ওষুধটি অনেক ক্ষেত্রেই সেই ধরনের রোগীকে সরিয়ে তুলছে। ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস্-এ রোগী বিমূঢ় হয়ে পড়লে, হিকা এবং কনভালসনের মত কিছুটা অবস্থা সৃষ্টি হলে ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। মদ জাতীয় পানীয় গ্রহণের ফলে মৃগী-রোগের মত আক্ষেপ বা কনভালসন দেখা দিতে পারে। হিক্কা খুব প্রবল ও কনভালসিভ্ বা আক্ষেপযুক্ত হতে দেখা যায়। অনবরত ঢেকুর উঠতে থাকে।

পাকস্থলীতে, বিশেষভাবে পাকস্থলীর উপরের দিকের মুখের কাছে জ্বালা করে। পাকস্থলীতে খুববেশী স্পর্শকাতরতা দেখা দেয় এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পাকস্থলীতে স্নায়বিক বেদনা বা নিউর‍্যালজিয়া দেখা দেয়।

ছোট ছোট পাঁজরাগুলিতে টন্‌টন্ করা ও থেঁতলে যাবার মত অনুভূতি, লিভারে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, জণ্ডিস অবস্থা ; জোরে চাপ দিলে লিভারে টন্‌টন্ করা ব্যথা দেখা দেয় এবং সব লক্ষণ সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি পায়।

পেটে খুববেশী গ্যাস জমে যাওয়া, কলিক, জ্বালা করা ও চাপে খুববেশী টন্‌টন্ করা ব্যথা দেখা দেয়। পেটের ডানদিকে পাঁজরার নিচে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ; বেদনা নড়া-চড়ায়, শ্বাসক্রিয়া এবং হাঁটা-চলা করলে খুব বৃদ্ধি পায়। ওষুধটিতে জলের মত পাতলা মলসহ উদরাময় এবং অ[illegible]শা হতেও দেখা যায়। হার্পিস জস্টার সৃষ্টি হওয়া এবং তাতে ভয়াবহ বেদনাবোধ থাকে।

হাজাকর লিউকোরিয়া এবং আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে পড়লে

ওভারীতে তীক্ষ্ম বেদনা দেখা দেয় ; নড়া-চড়া করলে এবং সন্ধ্যার দিকে ঐ বেদনা আরও বেশী হয়।

ভারী, ছোট ছোট শ্বাস ও বুকে চাপবোধ সন্ধ্যায় বেশী হয়, শ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। বুকে চাপ ও সংকোচনবোধ থাকে, বুকের ভিতরের দেওয়ালে চাপধরা ব্যথা, ভয়ানক ধরনের সুচ বেঁধানোর মত বেদনাবোধ হতে দেখা যায়। পাঁজরায় ক্রনিক বাতজনিত বেদনা ; ডায়াফ্রাম মাংসপেশী ও প্লুরাতে প্রদাহ, হাইড্রোথোর্যাক্স বা প্লুরায় জল জমে থাকা অবস্থা, অ্যাড্‌হেসনের জন্য বুকে বেদনা ; ঠাণ্ডা হাওয়ায় গেলে বুকে যেন একটা ভিজে কাপড় জড়ানো আছে এরূপবোধ ; উষ্ণ থেকে ঠাণ্ডায় পরিবর্তিত আবহাওয়ায় বুকে সুচ বেঁধানোর মত ব্যথা, বুকের পেক্টোরাল মাংসপেশীতে বাতজনিত স্ফীতি ও খুববেশী স্পর্শকাতরতা ; প্লুরোডাইনিয়ার সঙ্গে শ্বাসগ্রহণের সময় বুকে তীব্র ধরনের কেটে ফেলার মত ব্যথা ; নড়াচড়ায়, দেহ এদিক-ওদিক ঘোরালে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঐ বেদনা আরও বেশী হয়। নাড়ীর গতি সন্ধ্যায় পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুতগতি হতে এবং সকালের দিকে ধীর গতি হয়ে পড়তে দেখা যায়।

মেরুদণ্ডের বিশেষ বিশেষ অংশে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, বাম স্ক্যাপুলার ভিতরের দিকের মার্জিনে এবং দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে সুচ বেঁধার মত ব্যথা, বিশেষভাবে লেখক, মুচি, দরজী প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঐ ধরনের বেদনা বেশী হতে দেখা যায় কারণ তারা ঝুঁকে পড়ে, পিঠ বাঁকিয়ে বসে তাদের কাজ করে থাকে। একটি স্ক্যাপুলার পিঠের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ায় হাত-নড়াচাড়া করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং পরে সেখানে জ্বালা করা ব্যথা দেখা দেয়। মেরুদণ্ডে খুব দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ সৃষ্টি হয়। পিঠে লালচে রসযুক্ত ফোস্কা সৃষ্টি হয় এবং তাতে ভয়ানক বেদনা থাকে।

বাহু ও হাতের উপরের অংশে বাতের ব্যথা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানের দেখা দেয় ; হাত ও পায়ের স্নায়ু বরাবর সুচ বেঁধানোর মত ব্যথা, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হয় এবং ঠাণ্ডায় ও নড়া-চড়ায় সেই ব্যথা খুববেশী বৃদ্ধি পায়। হাতের তালু ও আঙ্গুলে নীলচে রঙের ফোস্কা, বুড়ো আঙ্গুলে ফলের বীজের মত ছোট আকারের আঁচিল সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

দুপুরের আগে পায়ের দিকে খুববেশী দুর্বলতাবোধ ; ঠাণ্ডা, ভিজে ও স্যাঁত-সেতে আবহাওয়ায় এবং ঝোড়ো আবহাওয়ায় মেরুদণ্ড থেকে পায়ের দিকে সায়াটিক নার্ভ বরাবর সুচ বেঁধানো এবং জ্বালা করা ব্যথা দেখা দেয়, নড়-চড়া করলে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় সেই বেদনা আরও বেড়ে যায়। উরুতে টেনে ধরার মত ব্যথা ; হাঁটুতে বাতের বেদনা, হুল বেঁধানো এবং টন্‌টন্‌ করা ব্যথা পায়ের পাতা এবং পায়ের আঙ্গুলেও হতে দেখা যায়। খুব বেদনা যুক্ত কড়া সৃষ্টি হয়, তাতে খুব স্পর্শকাতর বেদনা, হুল বেঁধার মত ব্যথা ও জ্বালা করে। চেলব্লেইন বা ঠাণ্ডা থেকে ত্বকে প্রদাহ হয়ে চিড়্‌চিড়্‌ করা অবস্থা, প্রভৃতিতে রোগী কষ্ট পায়।

রোগীর ঘুমোতে বিলম্ব হয়। শ্বাসক্রিয়ায় কষ্ট, উত্তাপ ও অধিক রক্ত চলাচলের বা অগ্যাজম এর জন্য রোগী নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে।

ত্বকে কালচে বা গাঢ় নীল রঙের ফোস্কা হয় এবং ঐ ফোস্কা গলে যাবার পরে সেখানে শিংয়ের মত উঁচু উঁচু মামড়ী পড়তে দেখা যায়। ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদ পোড়া ঘা; হার্পিস জস্টার; পেমফিগাস, একজিমা প্রভৃতি চর্মরোগে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। চেপ্টা ধরনের, জ্বালা করা ও হুল বেঁধানোর মত ব্যথা সহ ক্ষত, শিংয়ের মত উঁচু হয়ে থাকা উদ্ভেদ এই ওষুধটি সৃষ্টি করতে ও সারাতে পারে।

রডোডেনড্রন
(Rhodoendron)

যে সব গেঁটে বাতের রোগী বাতের বেদনায়, মাঝে মাঝে এক জয়েণ্ট থেকে অন্য জয়েণ্টে ঘুরে ঘুরে সৃষ্টি হওয়া বেদনায় কষ্ট পায়, বিশ্রামে থাকা অবস্থায়, ঝড়ের পূর্বেও সময়ে এবং ঠাণ্ডা, ভিজে আবহাওয়ায় যাদের উপসর্গ বৃদ্ধি পায় এবং আক্রান্ত অংশ ও দেহ উষ্ণ কাপড় জামায় ভালভাবে আচ্ছাদিত করে রাখলে যারা আরাম পায় সেই ধরনের রোগীর পক্ষে এই ওষুধটি খুব কার্যকরী হয়ে থাকে। ঐ ধরনের বেদনা মাথা অথবা হাত-পায়ে দেখা দিতে পারে। যে সব বৃদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে গেঁটে বাতে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁদের বেদনা সাময়িক ভাবে কমিয়ে দিতে, প্যালিয়েটিভ হিসাবে এটি বড় একটি ওষুধ। জয়েণ্টে বাতজনিত স্ফীতি দেখা দেয়। রাত্রিতে, বিশ্রামে থাকা অবস্থায় জয়েণ্টের অ্যাপোনিউরোজেস অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র ও শিরাগুলিতে বেদনা দেখা দেয়। বেদনার সূত্রপাতেই সে বুঝতে পারে যে ঝড় ও দুর্যোগ আসছে। ছিঁড়ে যাওয়া এবং ঝিলিক দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া বেদনা সৃষ্টি হয়, টন্‌টন্ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, জয়েণ্ট, ঘাড় ও পিঠে আড়ষ্টতা বা শক্ত ভাব প্রভৃতি দেখা দেয়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় খুববেশী সংবেদনশীলতা এবং দেহ কোনভাবে শীতল হয়ে পড়লে উপসর্গ খুব বেড়ে যায়। বিশ্রামে থাকা অবস্থায় পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতাবোধ করে। একনাগাড়ে নড়া-চড়া করতে থাকলেই কেবলমাত্র রোগী কিছুটা আরামবোধ করে। শীতল ঝড়ো হাওয়ায় বেদনাদায়ক অত্যানুভূতি, ঝড়ের আগে কোরিয়া অর্থাৎ স্নায়বিক কারণে হাত-পা কাঁপা অবস্থা দেখা দেয়। বেদনায় আক্রান্ত অংশ নাড়া-চাড়া করতে গেলে বেদনা বৃদ্ধি পেলে ও সাধারণভাবে রোগীর উপসর্গ নড়া-চড়ায় কম থাকতে দেখা যায়।

নার্ভাস রোগীরা বজ্র-বিদ্যুতে অর্থাৎ বাজ পড়ার শব্দ ও বিদ্যুতের ঝলকানিতে ভীত হয় (ফসফরাস), ভুলোমনা হয়ে পড়ে। কথা বলতে গিয়ে সে কি বলছিল সেটা ভুলে যায়, লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে শব্দ বাদ দিয়ে ফেলে, ব্যবসায়ের কাজ কর্মের প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়, মদ পানে সহজেই অসুস্থ বা মাতাল হয়ে পড়ে।

সকালে বিছানায় থাকা অবস্থায় বাতজনিত ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় এবং উঠে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালে, মাথা ভালভাবে আচ্ছাদিত করে রাখলে মাথা-ধরার যন্ত্রণা কম হয়; মদ পানে এবং ভিজে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মাথা ধরার ব্যথা বেশী হতে দেখা যায়। ঝড়ের পূর্বে মাথাধরা দেখা দেয়; কপাল ও মাথার দুইধারের টেম্পল্ অংশে বেদনা হয় এবং মনে হয় যেন মাথাটা থেঁতলে গিয়ে টন্‌টন্ করছে। মাথার যন্ত্রণা বাইরে থেকে তাপ প্রয়োগে কমে যেতে দেখা যায়।

ঝড়ের পূর্বে চোখে বেদনা দেখা দেয় এবং সেটা উত্তাপেও নড়া-চড়ায় কম থাকে। ঝড়ের আগে চোখের ভিতরের রেক্টাই মাংসপেশীর দুর্বলতা ও সূচ ফোটানোর মত বেদনা দেখা দেয়।

কানে তীব্র ধরনের, কখনো কখনো ছিঁড়ে যাবার মত বেদনাবোধ হয় এবং সেই বেদনা ঝড় আসার আগে খুব বাড়ে, কিন্তু উত্তাপে কমে যায়। কানে সমুদ্রের গর্জনের মত, ঘণ্টা বাজার মত এবং গুঞ্জনের মত শব্দ শোনা যায়।

গেঁটে বাতের রোগীদের মুখমণ্ডলে স্নায়বিক বেদনা, নড়া-চড়ায় বেদনা বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়াতে বৃদ্ধি পেতে এবং উত্তাপ প্রয়োগে কমে যেতে দেখা যায়। রোগী সাধারণভাবে বিশ্রামে থাকা অবস্থায় উপসর্গ বৃদ্ধিতে কষ্ট পায়, ঝড়ো আবহাওয়ার উপসর্গ দেখা দেয়। উত্তাপ প্রয়োগ এবং খাদ্য গ্রহণে বেদনা কমে যেতে দেখা যায়। ঝড়, আসার আগে দাঁতে বেদনা, দাঁতে ব্যথার সঙ্গে কানে ব্যথাও দেখা দেয়; বেদনা উত্তাপ প্রয়োগে কমে যায়; রাত্রিতে, ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে বেদনা বৃদ্ধি পায়।

সামান্য একটুখানি খাবার পরেই পেট ভর্তি হয়ে গেছে বলে বোধ হতে থাকে (**লাইকোপোডিয়াম**)। শূন্য উদ্গার ওঠে। ঠাণ্ডা জল পান করার পরে সবুজ রঙের তেঁতো স্বাদের বমি হয়; পাকস্থলীতে তলিয়ে যাবার মত বোধ এবং খাবার পরে সেখানে চাপবোধ হতে থাকে।

পেটের দুইধারের উপরের অংশে ফ্লাটুলেন্স বা গ্যাস জমে থাকার মত বেদনা; দ্রুত হাঁটলে প্লীহাতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা এবং খাবার পরে পেটে গড়্‌গড়্ করা ও পূর্ণতাবোধ হতে দেখা যায়।

নরম মলত্যাগেও খুব বেগ দিতে হয়। অজীর্ণ, পাতলা, বাদামী রঙের মল বেরোয়। খাবার পরে, ফল খেয়ে, ঠাণ্ডা ভিজে আবহাওয়ায়, ঝড় ও বিদ্যুৎ দেখা দেবার আগে ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। বজ্র-বিদ্যুৎ আসার পূর্বে আমাশাও দেখা দিতে পারে। মলদ্বারে টিপ্‌টিপ্ করা অনুভূতি, টেনে ধরার মত বোধ যৌনাঙ্গেও ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

মূত্রথলীতে টান্‌ধরা ব্যথার সঙ্গে বার বার প্রস্রাব করার ইচ্ছা দেখা দেয়।

বাতের রোগীদের ঠাণ্ডা লেগে, ঠাণ্ডা, শান বাঁধানো মেঝে বা পাথরের উপর

বসা, গনোরিয়ার স্রাব দমিত হয়ে গিয়ে অর্কাইটিস বা অণ্ডকোষে, বিশেষতঃ বাম অণ্ডকোষে প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। স্পার্মাটিক কর্ডে বিশ্রামরত টানা ধরা ব্যথা দেখা দেয় এবং সেই ব্যথা উত্তাপ প্রয়োগে ও নড়া-চড়া করায় কমে যায় বা কম থাকে। অণ্ডকোষ, স্পার্মাটিক কর্ড এবং হিপ্-এ খুব ব্যথা দেখা দেয়; উত্তাপ প্রয়োগে এবং নড়া-চড়া করলে সেই বেদনা কম বোধ হয়। বালকদের হাইড্রোসিল এবং স্ক্রোটামে খুব চুলকানিবোধ এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে, প্রচুর পরিমাণে ঋতুস্রাব হতে দেখা যায়। ভ্যাজাইনাতে সেরাস সিস্ট বা জলপূর্ণ থলির মত সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

বিশ্রামরত অবস্থায় ঝড়ো আবহাওয়ায় বুকে বাতজনিত সূচ ফোটানোর মত ব্যথা দেখা দেয়। বুকে সংকুচিত হবার মত বোধ, হার্টে বেদনা বোধ হয়ে থাকে।

ঘাড় ও পিঠে বাতজনিত বেদনা ও আড়ষ্টতা; ঠাণ্ডা, ভিজে আবহাওয়ায়; পিঠের ডরসাল অংশের বেদনা বাহু পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, বিশ্রামরত অবস্থায় বেদনা বৃদ্ধি পায়। ঘাড় ও পিঠে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনায় রোগী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে বাধ্য হয়।

ঝড়ো আবহাওয়ায় হাত-পায়ের সর্বত্র ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা দেখা দেয়, ঝড় আসার আগে এবং বিশ্রামে থাকা অবস্থায় সেই বেদনা খুব বেড়ে যায়, রাত্রিতেও বেদনা বৃদ্ধি পেতে, প্রধানত হাতের উপরের অংশ বা ফোরআর্ম এবং পায়ে বেশী বেদনা হতে দেখা যায়। হাত-পা ও জয়েণ্টে ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া বেদনা, অস্থি ও পেরিঅস্টিয়ামে বেদনাবোধ, বেদনায় শয্যাত্যাগে বাধ্য হওয়া, হাত-পায়ে পক্ষাঘাতের মত বেদনা হতে দেখা যায়। পরস্পর আড়াআড়ি বা ক্রস্ করে না রেখে রোগী ঘুমোতে পারে না। মধ্য রাত্রির পরে নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। কাঁধের জোড় এ এত তীব্র বেদনা দেখা দেয় যে রোগী তার হাত নাড়াতে পারে না কিন্তু রোগী এই বেদনা হাঁটা-চলা করলে কম বোধ হতে দেখা যাবে।

রাস টক্সিকোডেনড্রন
(Rhus Toxicodendron)

এই ওষুধটির উপসর্গসমূহ ঠাণ্ডা ভিজে বা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, দেহে ঘাম হতে থাকা অবস্থায় ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে হাওয়ার স্পর্শে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় রোগী খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে এবং সব উপসর্গই ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পায় উষ্ণতায় কম থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, রোগীর কামড়ানি ব্যথা দেহে থেঁতলানোর মত অনুভূতি, হাত-পায়ের সর্বত্রই অস্থিরতাবোধ এবং নড়া-চড়া করলে বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ কমে যাওয়া বা কমবোধ হওয়া প্রভৃতি অবস্থা রাসটক্সে সর্বত্রই থাকতে দেখা যায়। যদিও রোগী নড়া-চড়া করলে, হাঁটা-চলা করলে

আরামবোধ করে, কিন্তু সে একাদিক্রমে হাঁটা-চলা করতে থাকলে অবসাদগ্রস্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাসটক্সের রোগীকে, দেহ ও মনের যে কোন পরিশ্রম একসঙ্গে বেশী সময় ধরে চলতে থাকলে, ক্লান্ত ও অবসন্ন করে তোলে। সে বাতজনিত অবস্থায় হাড়ে বেদনা, মাংসপেশীতে টেণ্ডন, লিগামেণ্ট ও জয়েণ্টে দুর্বলতা বোধ করে; বিশেষত ঘাম বসে গিয়ে বা ঠাণ্ডা লেগে এরূপ অবস্থা বেশী হতে দেখা যায়। জ্বরের সঙ্গে অথবা বিনা জ্বরেই এরূপ অবস্থা দেখা দিতে পারে। পুরানো, ক্রনিক বাতজনিত অবস্থায় রাসটক্স ফলপ্রদ হয়ে থাকে। এই ওষুধের রোগী প্রথমবার নড়া-চড়া করতে গেলে আড়ষ্টতা, দুর্বলতা ও দেহে থেঁতলে যাবার মত বেদনা বোধ করে। দেহ উষ্ণ হয়ে উঠলে এরূপ অবস্থা চলে যায় কিন্তু শীঘ্রই রোগী দুর্বলতা বোধ করে এবং বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়। তার পরেই দেখা দেয় অস্থিরতা, কামড়ানি ব্যথা ও অস্বস্তিবোধ যার জন্য সে আবার নড়া-চড়া, চলা-ফেরা করতে বাধ্য হয় এবং তাতে সে কিছুটা আরামবোধ করে, কিন্তু ঐভাবে কিছুক্ষণ চলা-ফেরা করার পরেই সে আবার দুর্বলতা বোধ করতে থাকে, ফলে সে কখনই সম্পূর্ণ স্বস্তি বোধ করতে ও বিশ্রামে থাকতে পারে না। গ্ল্যাণ্ড ও মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ, মাংসপেশীতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। পেলভিস, ঘাড়, গ্ল্যাণ্ডের কাছাকাছি অংশে সেলুলাইটিস হয়ে খুব স্ফীত হয়ে পড়তে দেখা যায়। ত্বকে প্রদাহ হয়ে ইরিসিপেলাসের মত হতে, বেগুনী রঙ নিতে, আঙ্গুলের চাপে বসে যাওয়া অবস্থা এবং বড় ফোস্কা হয়ে তাতে জলের মত, কখনো কখনো রক্তমেশানো রস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই ওষুধে অ্যাবসেস বা বড় আকারের ফোড়া, কার্বাঙ্কল এবং ফোস্কার মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ হয়ে খুব উত্তপ্ত ও বেদনাদায়ক হয়ে পড়তে এবং পরে পেকে যাবার মত বা পুঁজযুক্ত অবস্হা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বগলের গ্ল্যাণ্ড এবং প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে অ্যাবসেস সৃষ্টি হতে পারে। ঘাড় ও চোয়ালের নিচের গ্ল্যাণ্ডে স্ক্রফুলার মত প্রদাহ হয়; পেরিঅস্টিয়াম এবং হাড়েও প্রদাহ হতে দেখা যায়। স্ক্রফুলা ও রিকেটের মত অবস্হা দেখা দেয়। হাড়ের উঁচু হয়ে থাকা অংশে স্পর্শকাতর বেদনা, গালের হাড় বা হনুতে ঐরূপ বেদনা হয়। এই ওষুধের উপসর্গগুলি কম-বেশী পিরিয়ডিক্যাল অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, থেকে থেকে আসতে দেখা যায়। এই ওষুধটি দিয়ে অনেক সবিরাম জ্বর সারানো গেছে, প্রায়ই রেমিটেন্ট ধরনের জ্বরে এটি কার্যকরী হয় এবং বিরামহীন জ্বর ও টাইফয়েডের মত খারাপ ধরনের জ্বরে ওষুধটিকে খুবই ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। রাসটক্সের উপযোগী বেদনার প্রকৃতি কামড়ানো, ছিঁড়ে যাওয়া ও থেঁতলে যাবার মত হয় এবং সেই সঙ্গে হাত-পায়ে অসাড়তা ও পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতাও সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ওষুধে হাত-পায়ে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হয়ে সেখানে অনুভূতি লোপ পেতে দেখা যায়। শিশুদের পক্ষাঘাতে রাসটক্স একটি বহু ব্যবহৃত ওষুধ। শিশুদের এই ধরনের পক্ষাঘাত ও মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত বর্তমান কালে সেবিকা মেয়েদের দ্বারাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সৃষ্ট। ঐ সব সেবিকা বা আয়ারা শিশুকে পার্কে বেড়াতে

নিয়ে গিয়ে গাড়ী থেকে তাকে তুলে এনে ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে মাঠের জমির উপরে বসিয়ে রাখে এবং তার ফলে কয়েকদিনের মধ্যে ঐ শিশু পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রাসটক্সের উপযোগী লক্ষণ থাকায় ঐ ধরনের পক্ষাঘাত রাসটক্সে সারানো যায়। হেমিপ্লেজিয়া অর্থাৎ দেহের একটা দিকে পক্ষাঘাত, বিশেষত ডান দিকে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হয়। হাত-পায়ে ও মাংসপেশীতে মৃদু সংকোচন বা কম্পন দেখা দেয়। ঠাণ্ড্য জলে স্নানের ফলে 'কোরিয়া' দেখা দেওয়া অবস্থা এই ওষুধে সারানো গেছে।

টাইফয়েডের মত খারাপ ধরনের জ্বরে যে ধরনের মানসিক লক্ষণ দেখা দেয় রাসটক্সের মানসিক লক্ষণও সেই ধরনের হতে দেখা যায়। ঐরূপ অবস্থায় অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে ও খুব দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখা যায়। উৎকণ্ঠা, বিপদাশঙ্কা ও ভীতি দেখা দেয়। রাত্রিতে ভীত অবস্থা খুব বৃদ্ধি পায়। রাসটক্সের অধিকাংশ উপসর্গ রাত্রিতেই আসে। মানসিক লক্ষণগুলি রাত্রিতে খুববেশী বেড়ে যায়। ডিলিরিয়াম বা প্রলাপ বকা; উদ্বেগ ভয় সবই রাত্রিতে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রাসটক্সের ক্রনিক ধরনের মানসিক লক্ষণের মধ্যে হতাশা, মানসিক অবসাদ, কোনরূপ মানসিক শ্রমে অক্ষমতা, জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে আত্মহত্যা করার চিন্তা প্রভৃতি প্রধান। রোগীর মধ্যে মৃত্যুভয় থাকলেও সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে চায়। সে মরতে চাইলেও আত্মহত্যা করবার মত সাহস তার থাকে না। অনেক সময়ই সে আত্মহত্যা করার চিন্তায় উদ্বেল হয়ে পড়ে, তার মধ্যে বিষাদ ও ক্রন্দনশীলতা দেখা দেয় কিন্তু সে তার কারণ জানে না। যে কোন অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক উপসর্গে রোগীর মধ্যে অস্থিরতা ও উদ্বেগবোধ এবং খুববেশী নার্ভাস হয়ে পড়া অবস্থা দেখা দেয়, ভাগ্য বিপর্যয় ঘটার মত অবস্থা, খিট্‌খিটে ভাব ও উৎকণ্ঠায় রোগী আবিষ্ট হয়ে থাকে। তার দেহ ও হাত-পা সর্বত্রই ঠাণ্ডা লাগার ফল দেখা দেয়। মাতাল হয়ে পড়ার মত মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমিভাব দেখা দেয়; হাঁটা-চলা করতে গিয়ে রোগী টলতে থাকে।

জ্বরের সঙ্গে, বাতের উপসর্গে এবং মূত্রথলীর প্রদাহ প্রভৃতির সঙ্গে মাথাধরা দেখা দেয়। মস্তিষ্ক যেন আলগা হয়ে গেছে অথবা মাথার মধ্যে যেন আন্দোলিত হচ্ছে এরূপ বোধ হতে থাকে। মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক যেন ছিঁড়ে গেছে এরূপ ব্যথাবোধ হয়। মাথাধরার বেদনায় বিমূঢ় বা হতচেতন হয়ে পড়া ভাব এবং সেই সঙ্গে কানে গুঞ্জনের মত শব্দ শোনা যায়। মাথায় সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা, যেন ঐ অংশটা স্ক্রু দিয়ে এঁটে শক্ত করে আটকে রাখা হয়েছে, যেন মস্তিষ্ক চেপে দেওয়া হয়েছে এরূপ বোধ হতে দেখা যায়। মাথার মাংসপেশীতে টন্‌টন্ করে; মাথার খুলির পেরিঅস্টিয়ামে স্পর্শকাতর বেদনা থাকে, মাথাটা পিছনের দিকে বেঁকিয়ে বা ঝুঁকিয়ে রাখলে মাথার পিছনের অংশের বেদনায় আরামবোধ হয়। মাথার চামড়াতে সুড়সুড় করে; মাথায় রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, কানে মৌমাছির গুঞ্জনের মত গুনগুন শব্দ যেন রোগী শুনতে পায়; স্ক্যাল্পে কোন উদ্ভেদ ছাড়াই চুলকানিবোধ দেখা

দেয় ; দপ্‌দপ্‌ করা বোধ সহ মাথাধরা ; খুববেশী জ্বরের সঙ্গে মেনিনজাইটিস দেখা দেয়। রাসটক্সের এই ধরনের লক্ষণের সঙ্গে খুববেশী অস্থিরতা থাকে। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিনজাইটিসের সঙ্গে উদ্বেগ ও অস্থিরতা থাকে। হাড়ে কামড়ানি ব্যথা নড়া-চড়া করলে কম থাকে। স্ক্যাল্পে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয় ও খুববেশী স্পর্শকাতর থাকে। রোগী যে পাশ চেপে শুয়ে থাকে সেই পাশের স্ক্যাল্পে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা দেখা দেয়। মাথার পেরিঅস্টিয়ামে ছিঁড়ে যাবার মত, টেনে ধরার মত ব্যথা, খুলির হাড়ে স্ক্রু দিয়ে এঁটে রাখার মত চাপবোধ হয়। প্রতিবার ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় অথবা মাথার ঘাম বসে গিয়ে মাথাধরা, বাতজনিত মাথাধরা দেখা দেয়। মাথার চুল জলে ভেজালে মাথাধরার যন্ত্রণা খুববেশী বেড়ে যায়। মাথার চামড়ায় জলপূর্ণ ফোস্কার মত উদ্ভেদ, ইরিসিপেলাসের সঙ্গে বড় বড় ফোস্কা হতে এবং ঐ অংশের উদ্ভেদ পেকে উঠতে বা তাতে পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শিশুর স্ক্যাল্পে একজিমা, হার্পিসের মত উদ্ভেদে এই ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

বাতের রোগীদের ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে অথবা ঘাম বসে গিয়ে চোখে প্রদাহ, সেই সঙ্গে অস্থিরতা, এবং জ্বর দেখা দেয়। কর্নিয়াতে পুঁজযুক্ত ফোস্কা, আলোক স্ফীতি, চোখে পুঁজ সৃষ্টি হওয়া ; আইরিসের প্রদাহের সঙ্গে বাতের লক্ষণ থাকা প্রভৃতি দেখা যায় ; চোখে খুববেশী স্ফীতি হয়ে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। খুব তীব্র ধরনের কনজাংক্টিভাইটিস, কেমোসিস ; চোখ খুব লাল হয়ে থাকা, সকালের দিকে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগার ফলে চোখে স্ক্রফুলাজনিত প্রদাহ হতে দেখা যায়। চোখের গোলকটি নাড়া-চাড়া করলে, ব্যথা, বিশেষত চোখে থেঁতলে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়, চোখের পাতা লাল হয়ে ঈডিমার মত ফুলে থাকে। চোখের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত হতে, বিশেষত বাতের আক্রমণের ফলে অথবা ঠাণ্ডা লেগে বা পা জলে ভিজে থাকার ফলে দেখা দিতে পারে। চোখ থেকে খুব জল পড়ে, চোখের পাতা সকালের দিকে প্রচুর ঘন, পুঁজের মত পিঁচুটি হয়ে জুড়ে থাকতে দেখা যায়। চোখের নিচের পাতায় আঞ্জনী হবার একটা প্রবণতা, চোখে নিউর‍্যালজিয়া হতে দেখা যায়।

কানে স্নায়বিক বেদনা, কানের বাইরের অংশে ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহ, ফোস্কা হওয়া ; প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ ; নাক থেকে রক্তস্রাব ও তীব্র কোরাইজা বা শ্লেষ্মা স্রাব হতে দেখা যায়। প্রতিবার ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যায়, নাকের ভিতরে টন্‌টনে ব্যথা দেখা দেয়, নাক থেকে ঘন, হলদে, সবুজ, দুর্গন্ধ সর্দি পড়তে দেখা যায়। ইরিসিপেলাস হয়ে নাক খুব ফুলে যেতে, নাকের ডগা লাল ও খুব স্পর্শ-কাতর হয়ে পড়তে দেখা যায়। নাক ও নাকের কোণের দিকে উদ্ভেদ, একজিমা প্রভৃতি হয়ে খুববেশী ফুলে উঠতে পারে।

মুখমণ্ডলে ইরিসিপেলাস এবং তার সঙ্গে বড় বড় ফোস্কা হয়ে প্রদাহ খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায়, আক্রান্ত অংশে খুব জ্বালা, বেগুনী রঙ ও আঙ্গুলের চাপে বসে যাওয়া

অবস্থা সৃষ্টি হয়। ইরিসিপেলাসের প্রদাহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মুখমণ্ডলের বাম দিকে সৃষ্টি হয়ে ডানদিকে প্রসারিত হয়; খুববেশী জ্বালা, চুলকানিবোধ, সুড়সুড় করা, ডিলিরিয়ামে প্রলাপ বকা ও খুব উঁচু ধরনের জ্বর ও পূর্ববর্ণনা মত মানসিক লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে একজিমা, ক্রনিক পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া; চোয়াল আড়ষ্ট বা শক্ত হয়ে পড়া; চোয়াল ও জয়েণ্টে বাতজনিত অবস্থা প্রভৃতি দেখা দেয়। মুখের কোণে ঘা, জ্বর ঠুঁটো সৃষ্টি হয়; টাইফয়েডে ঠোঁট শুকনো, পুড়ে যাবার মত বা ঝলসানো, এবং লালচে বাদামী রঙের মামড়ী দিয়ে ঢাকা থাকতে দেখা যায়। জিহ্বায় ছোট ছোট ক্ষত, দগ্‌দগে ভাব ও রক্তস্রাবী অবস্থা, মুখের ভিতরে সব টিসুতে খুব জ্বালা করে, জিহ্বা লাল দেখায়। মুখের স্বাদ পচাটে ও ধাতব বোধ হয়। দাঁতে রক্ত লেগে থাকে, মাঢ়ী উত্তপ্ত ও রক্তজড়ানো থাকে, জিহ্বায় ফোস্কা দেখা দেয়, মুখের ভিতরে সর্বত্রই দগ্‌দগে ও কখনো কখনো রক্তস্রাবী হতে দেখা যায়। মুখের ভিতরটা শুকনো ও প্রচুর লালা জমে থাকতে এবং সেই লালা কোন কোন সময় রক্তমেশানো থাকে এবং লালা ঘুমের মধ্যে মুখ থেকে গড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

রাসটক্সে প্রায়ই তীব্র পিপাসা দেখা দেয় কিন্তু গলার ভিতরটা সংকুচিত হয়ে থাকায় শক্ত খাদ্য গিলতে কষ্ট হয়। গলায় প্রদাহ, গলার ভিতরে ও বাইরে সেলুলাইটিস সহ প্রদাহ ও বেদনা দেখা দেয়। ঘাড়ের ও চোয়ালের নিচের গ্ল্যাণ্ডগুলি স্ফীত হয়; ঘাড় শক্ত ও খুব ফুলে যেতে, বিশেষত প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডে ইরিসিপেলাসজনিত প্রদাহে ঘাড় স্ফীত হয়ে পড়তে দেখা যায়। ঐ ধরনের লক্ষণসহ ডিপথেরিয়া রাসটক্সে সারানো গেছে! ইসোফোগাসের প্রদাহে রাসটক্স বিশেষভাবে উপযোগী। কোন করোসিভ বা হাজা বা ক্ষত সৃষ্টিকারী দ্রব্য গেলার ফলে সেখানে সেলুলাইটিস সৃষ্টি হয়ে অ্যাকিউট ধরনের প্রদাহের মত কোন কিছু গিলতে খুব বেদনা বা কষ্টবোধ হওয়া লক্ষণ রাসটক্সের মত হয়ে থাকে।

এই ওষুধটির লক্ষণে খেয়ালিভাব দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন রুচিবোধ না থাকলেও খিদে পায়; খাদ্যের প্রতি কোন ইচ্ছা না থাকলেও পাকস্থলীতে ক্ষুধাবোধ বা শূন্যতাবোধ থাকে। মুখ ও গলার ভিতরে শুষ্কতার সঙ্গে প্রবল পিপাসা, বিশেষত রাত্রিকালে মুখের ভেতরে শুষ্কতার সঙ্গে ঠাণ্ডা পানীয়ের জন্য অদম্য পিপাসাবোধ হতে থাকে, কিন্তু ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে শীতবোধ হতে থাকে, কাশি দেখা দেয়।

পাকস্থলীতে বেদনা ও গা-বমিভাব দেখা দেয়। রোগীর বিশেষ বিশেষ খাদ্য খেতে যে ইচ্ছা হয় সেগুলিও বেশ অদ্ভুত। সে ঝিনুক বা শুক্তি, ঠাণ্ডা দুধ এবং মিষ্টি জিনিস খেতে চায়। মাংসের প্রতি বিরূপতা থাকে, রাসটক্সে গা-বমিভাব ও বমি হওয়া; ঠাণ্ডা জল পান করলে পিত্ত বমি ও গা-বমিভাব হতে দেখা যায়; খাবার পরে বমি-ভাবের সঙ্গে হঠাৎ বমি হয়; খুববেশী খিদেবোধের সঙ্গে বমি

হবার একটা প্রবণতা দেখা দেয় ; রাত্রিতে এবং খাবার পরে ঐরূপ অবস্থা আরও বেড়ে যেতে দেখা যায়।

পাকস্থলীর উপরের অংশে পালসেশনবোধ, পাকস্থলীতে চিবানো মত ব্যথা ; পূর্ণতা ও ভারীবোধ মনে হয় যেন সেখানে ভারী একটা বোঝা চাপানো আছে, চাপবোধেও মনে হয় যেন পাকস্থলীর উপরে একটা ভারী ওজনের কিছু চাপিয়ে রাখা হয়েছে ; পাকস্থলীতে বেদনা ও গা-বমিভাব বিশেষভাবে ঠাণ্ডা কিছু খাবার পরে, আইসক্রিম খাবার পরে দেখা দেয়।

লিভারে স্ফীতি, চাপে বেদনাবোধ হয় বলে রোগী ডান দিকে চেপে শুতে পারে না ; নড়া-চড়া করতে গেলে লিভারে ঝিলিক দেওয়া বেদনা দেখা দেয়, টন্‌টন্‌ করে।

রাসটক্সে আমরা পেটে নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখি। টাইফয়েড জ্বরে পেট খুব ফুলে ওঠা, পেটের টিস্যুগুলিতে খুববেশী স্পর্শকাতরতা ও টন্‌টনে ব্যথার জন্য পেটে কোনরূপ চাপ এমন কি কাপড়ের স্পর্শও সহ্য হয় না। নানা ধরনের বেদনা ও তীব্র ধরনের কলিকের জন্য রোগী চিৎ হয়ে পা গুটিয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। পেটের যে কোন টিস্যুতে প্রদাহ, পেরিটোনাইটিস, এণ্টেরাইটিস, টিফিলাইটিস প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

অন্ত্রে ঐ ধরনের প্রদাহের সঙ্গে সাধারণত টাইফয়েডের মত লক্ষণ ও অসাড়ে মলত্যাগ হতে দেখা যায়। পেট ও কুঁচকির গ্ল্যাণ্ডগুলিতে প্রদাহ এবং স্ফীতি দেখা দেয়। টাইফয়েডের মত অবস্থায় প্রচুর পাতলা জলের মত, রক্তমেশানো, বা কাদা কাদা মল, ফেনা ফেনা মল অসাড়ে বেরোয়। টাইফয়েডের সঙ্গে ডায়রিয়া দেখা দেয় ; রাত্রিতে ডায়রিয়ায় মলত্যাগ বেশী করতে দেখা যায় এবং দিনের বেলায় উদরাময় কম থাকে ; অসাড়ে মলত্যাগের সঙ্গে খুববেশী অবসন্নতা দেখা দেয়। এই ওষুধে শিশু কলেরা সারানো গেছে এবং আমাশার সঙ্গে রক্ত ও আমমেশানো মল, খুববেশী তীব্র ধরনের কোঁথানি, পেটে ভয়ানক ছিঁড়ে যাবার, খিঁমচোনো ব্যথার সঙ্গে অসাড়ে মলত্যাগ হয়, অনেক ক্ষেত্রে আমাশার জন্য রোগী ভোর বেলা, ৪-টা নাগাদ উঠে মলত্যাগ করার জন্য ছুটতে বাধ্য হয়। অন্ত্র থেকে কালচে রক্ত পড়তে দেখা যায়, রেক্টামে ঝিলিক দিয়ে ওঠা বেদনা দেখা দেয়। অর্শের সঙ্গে খুববেশী টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, অর্শের বলি ভিতরে অথবা বাইরে বেরিয়ে আসা অবস্থা, বিশেষত মলত্যাগের পরে রেক্টামে চাপবোধসহ অর্শের বলি বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

প্রস্রাব করবার ইচ্ছার সঙ্গে প্রস্টেট অঞ্চলে খুব কোঁথানি এবং বেদনাবোধের জন্য মলত্যাগেরও ইচ্ছা জাগে এবং এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালে সেই অবস্থাটা কমে যায়। কিডনী অঞ্চলে কম-বেশী ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা থাকে। প্রস্রাব অ্যালবুমিনযুক্ত থাকে ; প্রস্রাব রক্তমেশানো, প্রস্রাব কাদা কাদা, গরম, সাদা তলানীযুক্ত দেখায় এবং কিছুক্ষণ রেখে দিলে প্রস্রাব ঘোলাটে হয়ে পড়ে, রক্তমেশানো প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করে

পড়ে। মূত্রথলীতে খুববেশী কোঁথানিবোধের সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়া, প্রস্রাব না বেরিয়ে মূত্রথলীতে জমে থাকা, মূত্রথলী পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতার জন্য, খুব ধীরে ধীরে প্রস্রাব পড়া ; কখনো কখনো মূত্রথলীর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতের জন্য রাত্রিতে বিছানায় অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যেতেও দেখা যায়। দিন-রাত সবসময়ই বার বার প্রস্রাব করার ইচ্ছা জাগে, বার বার প্রস্রাব করার ইচ্ছা সহ বালিকা ও মহিলাদের মূত্রথলীতে দুর্বলতা এবং বিশেষভাবে, ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে বা দেহ কোনভাবে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ার জন্য মহিলাদের ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হতে দেখা যেতে পারে।

পুরুষদের যৌন যন্ত্রাদিতে ইরিসিপেলাসের মত ধরনের প্রদাহ, একজিমা প্রভৃতি দেখা যায়। স্ক্রোটাম পুরু ও শক্ত হয়ে পড়ে, সেখানে অসহ্য চুলকানিবোধ দেখা দেয় ; যৌনাঙ্গে ঈডিমার মত ফোলা দেখা দেয় ; যৌনাঙ্গে ইরিসিপেলাস, আর্দ্র ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। ইরিসিপেলাস এবং একই ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়। ভারী ধরনের কোন পরিশ্রমের কাজ অথবা ভারী জিনিস তোলা প্রভৃতি কারণে জরায়ুর প্রল্যাপ্স্ ; পেলভিস অংশের মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়া ; কোন কাজ করতে গিয়ে জোর বা বেগ দেবার জন্য পেটের মাংসপেশীতে প্রসব বেদনার মত ব্যথা হওয়া প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে দেখা দেয়। খুববেশী পরিমাণে হয় এবং অনেক বেশী দিন ধরে চলে। স্রাবটা হাজাকর হওয়ায় যেখানে সেটা লাগে সেখানটাই হেজে যায়। প্রতিবারের অত্যধিক পরিশ্রমে মেনোরেজিয়া দেখা দেয়। ঋতুস্রাবে মেমব্রেন সৃষ্টিকারী টিসু বেরোয়, জলে ভিজে গেলে অথবা পায়ের পাতা জলে ভেজা অবস্থায় থাকার ফলে বা দেহ ঠাণ্ডা হয়ে পড়লে ঋতুস্রাব বন্ধ বা দমিত হয়ে পড়তে পারে। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একইরূপ উপসর্গ সৃষ্টি অথবা অ্যাবরসন হয়ে যাবার প্রবণতা বা সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভ্যাঁদাল ব্যথা বা প্রসবের পরবর্তী বেদনা খুবই কষ্টদায়ক হয়। 'মিল্ক-লেগ' বা সূতিকা স্তম্ভের ম মহিলারা সেলুলাইটিসেও ভোগে। টাইফয়েডের মত লক্ষণ এবং স্তনগ্রন্থির প্রদাহ সৃষ্টি হয়। স্তনে দুধ সৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

গলার ভিতরে ল্যারিংক্সে ঠাণ্ডা বসে গিয়ে স্বরভঙ্গ, দগ্‌দগে ভাব ও কর্কশতা সৃষ্টি করে। বুকের ভিতরে টন্‌টনে ব্যথা এবং খুব জোরে বা উঁচু স্বরে চিৎকার করা বা স্বরের খুববেশী ব্যবহারের ফলে ল্যারিংক্সের মাংসপেশীতে অবসন্নতা সৃষ্টি হয়। গান গাইবার শুরুতেই স্বর ভঙ্গ অবস্থা দেখা দেয় কিন্তু একটুখানি গাইবার পরে অথবা কিছুক্ষণ কথা বলার পরে সেই স্বরভঙ্গ চলে যায় ; ল্যারিংক্সে জ্বালাবোধ ও দগ্‌দগে ভাব থাকে। 'রাস'-এর লক্ষণ সহ ইনফ্লুয়েঞ্জা যখন নাকে আরম্ভ হয়ে পরে ল্যারিংক্স পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে স্বরভঙ্গ দেখা দেয় তখন সেই ইনফ্লুয়েঞ্জাতে রাসটক্স উপযোগী হয়। শ্বাসক্রিয়া খুব দ্রুত হয়ে পড়ে, বুকে খুব চাপবোধ থাকে ; শ্বাসক্রিয়ায় খুব কষ্টবোধ হয়, বিশেষত নিউমোনিয়া,

ব্রঙ্কাইটিস অথবা ঠাণ্ডাটা বুকে বসে গিয়ে শ্বাসে বেশী কষ্টবোধ সৃষ্টি করে। পরিশ্রমে রাসটক্সের রোগীর প্রায় দমবন্ধ অবস্থা দেখা দেয়। কাশিটা শুকনো, বিরক্তিকর ও খুব কষ্টদায়ক হয় এবং জ্বরের শীতভাব দেখা দেবার আগে বা সময়ে বেশী কাশি হতে দেখা যায়। শুকনো, বিরক্তিকর কাশির সঙ্গে মুখে রক্তের মত স্বাদ থেকেই রোগী বুঝতে পারে যে তার জ্বরের শীতাবস্থা আসছে; শুকনো, কর্কশ ও খুব কষ্টদায়ক কাশি, বাতজনিত কাশি হতে দেখা যায়।

ফুসফুস, প্লুরা প্রভৃতির প্রদাহের সঙ্গে সূঁচ ফোটানোর মত ব্যথা, খুব জ্বর, বেড়ে গিয়ে সেটা টাইফয়েডের মত অবস্থা ও সেই সঙ্গে হাড়ে কামড়ানি ব্যথা সৃষ্টি সেই সঙ্গে হাড়ে কামড়ানি ব্যথা সৃষ্টি করে; অস্থিরতা দেখা দেয়; সাধারণভাবে বেদনা নড়া-চড়ায় কম থাকতে দেখা যায়; খুববেশী প্রবল জ্বর, তীব্র পিপাসা, খুববেশী অবসাদ প্রভৃতির সঙ্গে টাইফয়েডের মত লক্ষণও থাকতে পারে। নিউমোনিয়াতেও টাইফয়েডের মত খারাপ ধরনের লক্ষণ বা অবস্থা সৃষ্টি হয়। ফুসফুস ও শ্বাসপথ থেকে রক্ত পড়া রাসটক্সে দেখা যায়; অতিরিক্ত পরিশ্রম, বাঁশী বাজানোর মত যন্ত্রাদিতে শ্বাসযন্ত্রের পরিশ্রম বেশী হওয়া, খুববেশী মানসিক উত্তেজনা ঘটলে ফুসফুস ও শ্বাসপথ থেকে গয়েরের সঙ্গে রক্ত উঠতে দেখা যেতে পারে।

হার্ট দুর্বল, প্যালপিটেশনের সঙ্গে থর থর করে কাঁপে; চুপচাপ বসে থাকলে তীব্র ধরনের বুক ধড়ফড় করা; পালসেশনের অনুভূতি সারা দেহেই হতে থাকে; সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে উদ্বেগবোধের সঙ্গে প্যালপিটেশন দেখা দেয়, পরিশ্রমে বা ব্যায়াম করলেও বুক ধড়ফড় করে। খুববেশী পরিশ্রম করার ফলে, খেলোয়াড়দের, দৌড়বীরদের হার্টের বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি, হার্টের যান্ত্রিক রোগ ও সেই সঙ্গে খোঁচা মারার মত ব্যথাবোধ দেখা যায়। হার্টের রোগের সঙ্গে বাম বাহুতে অসাড়তা ও ক্লান্তিবোধ সৃষ্টি হয়।

পিঠে শক্ত বা আড়ষ্টভাব এবং নড়া-চড়া করতে না পারার মত দুর্বলতা বা খঞ্জভাব, নড়া-চড়া করতে শুরু করলেই বিশেষভাবে আসতে দেখা যায় কিন্তু কিছুক্ষণ নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা করার পরে ঐরূপ অবস্থা আর থাকে না, সেটা মিলিয়ে যায়। কাঁধে বেদনা ও আড়ষ্টতা; দুটি কাঁধের মাঝের অংশে খাদ্য বা কিছু গিলতে গেলে বেদনা বাতের উপসর্গ, টান্‌টান্‌ বোধ প্রভৃতি দেখা দেয়। বসে থাকা অবস্থায় কোমরে বেদনা, আসন থেকে উঠতে গেলে বেদনাদায়ক আড়ষ্টতা, পিঠে থেঁতলে যাবার মত বেদনা, টন্‌টন্‌ করা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। পিঠের বেদনা শক্ত কোন কিছুর উপরে শুয়ে থাকলে অথবা কিছুটা ব্যায়াম করলে কমে যায়। পিঠ ও কোমরে তীব্র বেদনায় মনে হয় যেন সেখানটা ভেঙ্গে গেছে। জলে ভেজার ফলে, ভারী কিছু তুলতে গিয়ে, ঠাণ্ডা লেগে অথবা ঘাম বসে গিয়ে কোমরে ব্যথা বা লাম্বাগো দেখা দিলে রাসটক্সে সেটা সারানো যাবে। এই বেদনা নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা করলে কম থাকতে এবং প্রথমবার নড়া-চড়া শুরু করতে গেলে বেশী হতে দেখা যায়। এই ওষুধটি মেরুদণ্ডের অনেক উপসর্গ, পায়ের দিকে অথবা দেহের যে কোন

একধারে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা ; পরিশ্রম বা ব্যায়ামের পরে বিশ্রামের সময় সেক্রাম অংশে বেদনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সূচ বেঁধানো, চেপে ধরার মত, সব ধরনের বাতের বেদনা ও খঞ্জতাবোধ প্রভৃতি, বেদনা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে, ঘাম বসে গিয়ে দেখা দেয় এবং সেই বেদনা বেড়ে গিয়ে ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা ও টেনে ধরার মত বেদনার সৃষ্টি হয়। নড়া চড়া, হাঁটা চলা করলে বেদনা কম থাকে বা কমে যেতে দেখা যায়। হাত পা সর্বত্রই অসাড়তাবোধ ; হার্টের রোগের সঙ্গে বাহুতে কামড়ানি ব্যথা ; অস্থি-সন্ধিতে অসাড়তা, ছিঁড়ে যাবার মত এবং ঝাঁকুনি লাগার মত ব্যথা, বাহু, হাত প্রভৃতিতে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা, ইরিসিপেলাস হয়ে হাত-পা খুববেশী ফুলে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। হাত দিয়ে কোন কিছু মুঠো করে ধরতে গেলে হাতের তালু ও আঙ্গুলে সুড়সুড় করা ও কাটা বেঁধার মত বোধ দেখা দেয়, হাত ও আঙ্গুলে নানা ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। নিম্নাঙ্গে, হিপ ও পায়ের দিকেও ছিঁড়ে যাওয়া, টেনে ধরার মত ব্যথা, সায়াটিকা, প্রভৃতি বেদনা বিশ্রামে বৃদ্ধি পেতে এবং নড়া-চড়া হাঁটা-চলায় কমে যেতে দেখা যাবে। পায়ের জোড় অথবা যে কোন জয়েণ্টে স্প্রেইন বা মুচড়ে যাওয়া অবস্থায় **আর্নিকা** প্রয়োগে প্রাথমিক উপসর্গ ও তীব্র বেদনা কমে যাবার পরে ঐ স্থানের টেণ্ডন, মাংস তন্তু প্রভৃতির দুর্বলতা সারাতে রাসটক্স কার্যকরী হয়। দেহ ভিজে যাবার ফলে, বিশেষত দেহে ঘাম থাকা অবস্থায় জলে ভেজার ফলে ঠাণ্ডা লেগে পায়ে মাঝে মাঝে বেদনা দেখা দেয় ; স্যাঁতসেতে ঘরে বসবাস করার ফলে উপসর্গ সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রেও রাসটক্স কার্যকরী হয়। স্কারলেট জ্বরের সঙ্গে বড় বড় উদ্ভেদ ; টাইফয়েডের পূর্বর্বর্ণিত লক্ষণে ; উদ্ভেদ বসে গিয়ে গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ ও গলির ভিতরে ছোট ছোট ক্ষত বা সোরথোট সৃষ্টি হলে রাসটক্স কার্যকরী হয়। পায়ে ক্ষত, রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় পায়ে অসহ্য চুলকানিবোধ, বাতের রোগীদের পায়ে দুর্গন্ধ ঘাম হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। জ্বরের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ভয়াবহ আমবাত দেখা দেয় এবং ঘর্মাবস্থায় সেগুলি মিলি... যায় ; রাত্রিকালীন ঘামের সঙ্গে খুববেশী চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ, ঠোঁটে শীতল ক্ষতসহ জ্বর ; রেমিটেণ্ট ও সবিরাম ধরনের জ্বর পরে টাইফয়েডের মত লক্ষণ যুক্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। ত্বকে অসহ্য চুলকানিবোধ, সুড়সুড় করা ; উদ্ভেদে খুব জ্বালা ও চুলকানি-বোধ, ত্বকের উদ্ভেদে খুববেশী আর্দ্রতা বা ভিজে ভিজে অবস্থা, ইরিসিপেলাসের সঙ্গে অথবা সেটা ছাড়াই ত্বকে বড় বড় ফোস্কা সৃষ্টি হয় এবং সেখানকার অসহ্য চুলকানিবোধ অনেক ক্ষেত্রে খুব গরম জলে ধুয়ে দিলে বা গরম জলের সেক্ দিয়ে আক্রান্ত অংশটি ঝলসে দেবার মত অবস্থা সৃষ্টি করলে কিছুটা কম থাকতে দেখা যায়। রাসটক্সে সিঙ্গলস্ বা হার্পিস জস্টার এবং হার্পিসের মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হবার প্রবণতা সারানো যায়। আর্দ্র বা ভিজে ধরনের একজিমায় আক্রান্ত অংশে দগ্দগে ও হেজে যাবার মত অবস্থা, খুববেশী রসক্ষরণ প্রভৃতিতে রাসটক্সকে কার্যকরী হতে দেখা গেছে। **জলে ভেজার ফলে, বাতের উপসর্গের সঙ্গে অথবা**

জ্বরের শীত অবস্থায় হাইভস্‌ বা আমবাতের মত লক্ষণ দেখা দিলে এবং সেই আমবাতের মত উদ্ভেদ ঠাণ্ডা হাওয়ায় খুব বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলে রাসটক্সই প্রকৃত নিরাময়কারী ওষুধ হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রিউমেক্স ক্রিস্‌পাস
(Rumex Crispus)

'ইয়েলো ডক' নামে পরিচিত গাছড়া থেকে প্রস্তুত রিউমেক্স একটি অবহেলিত এবং আংশিকভাবে পরীক্ষিত ওষুধ। এই ওষুধের মানসিক লক্ষণগুলির বর্ণনা করা হয়নি কিন্তু শ্লেষ্মাজনিত লক্ষণগুলির বিষয়ে প্রুভাররা ভালভাবেই বর্ণনা করেছে।

এই ওষুধটিতে এক ধরনের বিষাদগ্রস্ত অবস্থা, মনের দুর্বলতা, কাজের প্রতি বিরূপতা, খিটখিটে ভাব ও মানসিক উত্তেজনা থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণের বিষয়ে এইটুকুই আমরা জানতে পেরেছি, কারণ এই ওষুধটির খুব নিম্নশক্তি ও টিংচার দ্বারাই কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রুভিং করা হয়েছে। 'ইয়েলো ডক' ঘর গৃহস্থালীর কাজে, রক্তশুদ্ধির জন্য ; উদ্ভেদ, ফোড়া প্রভৃতি সারানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এইভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় এটিকে একটি মৃদু ও কোমলদ্রব্যরূপে দেখা যায় এবং সেভাবেই এটির প্রুভিং হয়েছে।

এই ওষুধের শ্লেষ্মাজনিত লক্ষণগুলি খুবই লক্ষণীয়। নাক, চোখ, বুক, ট্রেকিয়া, শ্বাসপথে সর্বত্রই প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব সৃষ্টি হয়। নাক থেকে অবিরল ধারায় সর্দি ঝরতে দেখা যায়, ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কিয়াল টিউব থেকে কেশে কেশে রোগী অনবরত পাতলা, জলের মত ও সাদাটে শ্লেষ্মা তুলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই থুকদানীর মধ্যে প্রায় আধ পাইন্টের মত শ্লেষ্মায় ভরিয়ে ফেলে। এই ওষুধটিতে ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে খুববেশী শুষ্কতা সহ শুকনো, কঠিন ও আক্ষেপযুক্ত কাশিও হতে দেখা যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব সহ ইনফ্লুয়েঞ্জা বা 'গ্রাপ্পির' মত রূপ নেয়। পাতলা, ফেনা ফেনা জলের মত গয়ের মুখভর্তি হয়ে উঠে আসে। এটা কেবলমাত্র প্রথমাবস্থায় দেখা যায়। পরবর্তী অবস্থায় শ্লেষ্মাটা ঘন, হলদে অথবা সাদাটে সুতোর মত, টানলে লম্বা হয়ে পড়ার মত শ্লেষ্মা নাক ঝেড়ে অথবা কেশে কেশে সেই শ্লেষ্মা তুলে ফেলা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। ঐ আঠালো, সুতোর মত ও সহজে বেরোতে না চাওয়া শ্লেষ্মা বা গয়ের তুলে ফেলার চেষ্টা করতে গিয়ে রোগী একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে। এই ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাতঃকালীন উদরাময়ের সঙ্গে দেখা দেয় এবং তা থেকেই ওষুধটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণ জানা বা বোঝা যায়।

ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে খুববেশী সুড়সুড়ানি সহ শ্লেষ্মাজনিত মাথাধরা দেখা

দেয়, ক্লাভিকলে ও স্টারনামের পিছনের অংশে খুববেশী বেদনা ও টন্‌টন্‌ করা অনুভূতি থাকে। শুকনো কাশির দমকের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে তরল শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা সৃষ্টি হবার সঙ্গে শ্লেষ্মাজনিত মাথাধরা দেখা দেয়। ট্রেকিয়া ও ল্যারিংক্সে খুববেশী দগ্‌দগেবোধ, বেদনা ও জ্বালাবোধ থাকে এবং রোগী গলার উপরে চাপ বা জোরে স্পর্শকরা সহ্য করতে পারে না। গলার ভিতরে সুড়সুড় করার জন্য কাশি দেখা দেয়; সেইজন্য রোগী নড়া-চড়া না করে চুপচাপ বসে থাকতে বাধ্য হয়; সে গভীরভাবে শ্বাস নিতে পারে না; দ্রুত বা অনিয়মিতভাবে শ্বাস গ্রহণের ফলে তার গলার ভিতরে জ্বালাবোধ খুব বেড়ে যায়। খোলা হাওয়ায় বেরোলেই রোগীর একটা দমকা কাশি এসে দম আটকা অবস্থা সৃষ্টি হয়; রোগী খোলা হাওয়া থেকে কোন উষ্ণ ঘরের মধ্যে এসে বসলেও ঐরূপ দমকা কাশি দেখা দেয়। সকালের দিকে কাশির দমক এত তীব্র ধরনের হয় যে রোগীর মল বেরিয়ে আসে, অসাড়েই সে কাশির সঙ্গে মলত্যাগ করে ফেলে। চর্বিস্রাব কমে বা বন্ধ হয়ে গেলে রোগীর মাথাধরা ফিরে দেখা দেয়।

ক্ল্যাভিকল বা কণ্ঠাস্থির নিচে বেদনা এই ওষুধের একটি বৈশিষ্ট্য। কণ্ঠাস্থির নিচে একটা দগ্‌দগেবোধ, যেন সেখানটাতে সরাসরি হাওয়া এসে লাগছে এবং তার ফলেই সেখানে দগ্‌দগেবোধ ও জ্বালা করা দেখা দিচ্ছে বলে রোগীর মনে হয়। শ্বাসগ্রহণের সময় যে বায়ু ভিতরে ঢোকে তা থেকে দগ্‌দগে ও জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়।

নাক অবরুদ্ধ থাকে; নাকের ভিতরে, এমনকি নাকের গভীরের পিছনের অংশে বা পোস্টিরিয়র নেরিসেও শুষ্কতাবোধ থাকে। অনেকক্ষেত্রেই নাকের পোস্টিরিয়ার নেরিস অংশে খুববেশী শুষ্কতাবোধের সঙ্গে কোরাইজা শুরু হতে দেখা যায়, যার ফলে রোগী অনবরত গলা খাঁকারি দেয়, সেখানে খুববেশী সুড়সুড় করায় সে গলা খাঁকারি না দিয়ে থাকতে পারে না। ন্যাসো-ফ্যারিংক্স অংশে পুরু হয়ে যাবার মত একটা বোধ হতে থাকে এবং তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য রোগী অদ্ভুত ধরনের একটা শব্দ করতে থাকে। খুববেশী সুড়সুড় করা অনুভূতিকে অনেক ক্ষেত্রে চুলকানিবোধের মত একটা অনুভূতি নাকের শেষ অংশ থেকে ফ্যারিংক্সে ছড়িয়ে পড়ার মত বলে বর্ণনা করা হয়। এবং সেই অনুভূতি থেকে নিস্তার পাবার জন্য কাশতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ হতে শোনা যায়। প্রদাহটা ছোট ছোট ব্রঙ্কাই ক্যাপিলারী ও ব্রঙ্কাইয়ে ছড়িয়ে যাবার ফলে ক্যাপিলারী ব্রঙ্কাইটিস ও শেষ পর্যন্ত নিউমোনিয়া হতে দেখা যায়।

অ্যাকিউট এবং ক্রনিক উভয় ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাতেই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। পুরানো যক্ষ্মারোগে, প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগায় রোগী এত বেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে যে রাত্রে ঘুমানোর সময় সে বিছানার চাদরটা মুখের উপরে ঢাকা দিয়ে রাখে, শ্বাসের জন্য গ্রহণ করা বায়ুতে তার আক্ষেপযুক্ত কাশি দেখা দেয়। প্রথম-দিকে পাতলা শ্লেষ্মাযুক্ত গয়ের ওঠে পরে ক্রমশ সেটা ঘন ও বের করে ফেলতে খুব

কষ্টকর, আটকে বা লেগে থাকার মত হয়ে পড়ে ; রোগী নিজেই তার বুকের ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পায়, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে, কেশে সে অতিকষ্টে একটুখানি শ্লেষ্মা তোলে কিন্তু তাতে তার কষ্টের লাঘব হয় না, রোগী আরও বেশী ক্লান্ত, শ্রান্ত, ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। যক্ষ্মারোগের ক্ষত সাময়িকভাবে দমিত রাখার পক্ষে ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়। বুকের ভিতরে ট্রেকিয়া বরাবর নিচের দিকে ও স্টারনামের নিচের অংশে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা, দগ্‌দগে ভাব ও জ্বালাবোধ বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়।

ভয়ানক হাঁচির সঙ্গে অবিরল ধারায় সর্দিঝরা অবস্থায় কোরাইজা সন্ধ্যার দিকেও রাত্রিতে খুব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। অনেক উপসর্গই সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায়। পাতলা সর্দিযুক্ত কোরাইজার সঙ্গে খুববেশী হাঁচি, মাথাধরা প্রভৃতি থাকে এবং সন্ধ্যা ও রাত্রিতে সেটা সব খুব বেড়ে যায়। কোন কোন লক্ষণ ভোরের দিকেও বেড়ে যায়। বিশেষ ধরনের কোন কোন কাশি রাত্রি ১১টা নাগাদ বৃদ্ধি পায়। **ল্যাকেসিস** ও রিউমেক্স এই দুটি ওষুধেই ধাঁধায় ফেলে দেবার মত লক্ষণসহ কাশি থাকতে দেখা যায় এবং সেই সব লক্ষণ খুব ভাল ভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। **ল্যাকেসিসে** ছোট ছোট শিশুকে ঘুমের প্রথম ভাগে খুব কাশতে দেখা যায়, কিন্তু তাকে জাগিয়ে রাখলে তখন আর কাশি হতে দেখা যায় না। কাজেই **ল্যাকেসিসের** ক্ষেত্রে রাত্রি ১১টার কাশিটা ঘুমের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণ বলে ধরতে হবে। কিন্তু রিউমেক্সে শিশু জেগে অথবা ঘুমিয়ে থাক, রাত ১১টা নাগাদ তার কাশি দেখা দেয়। পোস্টিরিয়ার নেরিস-এ শ্লেষ্মা জমে থাকে এবং সেখান থেকে হলদেটে শ্লেষ্মা ওঠে। নাকের গর্তে ভয়ানক সুড়সুড় করে তীব্র ধরনের হাঁচি ও নাক থেকে রক্ত পড়তে দেখা যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জাতে প্রচুর সর্দিস্রাব হয় এবং পরে ব্রঙ্কাইটিস দেখা দিতে পারে। শ্লেষ্মাভাব ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে পেঁছিলে অনবরত গলা খাঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা বের করে ফেলার চেষ্টা থাকে। স্বরভঙ্গ হয়, ভোকাল কর্ডের উপরে ঘন ও কিছুতেই সরিয়ে ফেলা যায় না এমন শক্ত হয়ে এঁটে থাকার মত শ্লেষ্মা জমে থাকায় রোগী কথা বলতে পারে না। **ফসফরাসেও** এরূপ স্বরভঙ্গের লক্ষণ আছে কিন্তু সেখানে কিছুটা কেশে ভোকাল কর্ডের কাছ থেকে একটু-খানি শ্লেষ্মা বার করে দিলেই স্বরভঙ্গ বা স্বরলোপ অনেকটা কমে যায়। **কস্টিকামে** ভোকাল কর্ডের দুর্বলতা থেকে স্বরভঙ্গ হতে দেখা যায়। ফসফরাসে একটা প্রদাহ-জনিত অবস্থা ও অনবরত শ্লেষ্মা জমে থাকায় কথা বলায় বাধা সৃষ্টি করে। রিউমেক্স এ শক্ত, ঘন, আঠালো শ্লেষ্মা জমে থাকায় রোগীকে অনবরত গলা খাঁকারি দিয়ে ল্যারিংক্স পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করতে দেখা যায়।

গলায় একটা লাম্প বা দলার মত আটকে থাকার মত বোধ হয় এবং হক্‌ হক্‌ করে কেশে বা ঢোক গিলে সেটাকে সরানো যায় না ; ঢোক গিললে সেটা নেমে যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে আসে। এরূপ লক্ষণও **ল্যাকেসিসের** একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রূপে থাকতে দেখা যায়। রিউমেক্স-এ ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ায় নানা-

রূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু যে ধাতুগত অবস্থায় অনবরত ঠাণ্ডা লেগে যাবার একটা প্রবণতা থাকে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে উপসর্গ খুব বৃদ্ধি পায়; আগুনের কাছে গেলেও যাদের দেহে খুব কাঁপুনি চলতে থাকে, যারা সর্বদা দেহ খুববেশী কাপড়-চোপড়ে ঢেকে রাখতে চায়, এমনকি মাথাটাও ঢেকে রাখতে চায়, তাদের পক্ষে এই ওষুধটি বেশী উপযোগী।

অনেক উপসর্গই সন্ধ্যার দিকে, স্নানের ফলে ঠাণ্ডা লেগে, কোন ভাবে দেহ বেশী শীতল হয়ে পড়লে, ঠাণ্ডা হাওয়া শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিলে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। বাতের উপসর্গ প্রায়ই দেখা দেয় এবং সেগুলি ঠাণ্ডায় বেড়ে যায়। প্রতিটি ঠাণ্ডাই যেন রোগীর জয়েণ্টে গিয়ে আক্রমণ করে। এই ধরনের লক্ষণ **ক্যালকেরিয়া ফস** এরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য; প্রতিটি আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে শীতল হয়ে পড়লে সেটা রোগীর জয়েণ্টে গিয়ে উপসর্গ সৃষ্টি করে; জয়েণ্ট আক্রান্ত হবার কারণ হিসাবে স্নান করার পরে দেহ বেশী শীতল হয়ে পড়া অবস্থাও একটি বলে ধরা যায়।

এপিগ্যাস্ট্রিয়াম অর্থাৎ পেটের উপরের অংশে শক্ত করে বেঁধে রাখা, দম আট্‌কে যাবার মত, ভারীবোধসহ কাম্‌ড়ানি ব্যথা সরাসরি পিঠের দিকে চলে যেতে দেখা যায়, কোমরে জড়ানো কাপড় খুববেশী শক্ত ভাবে এঁটে আছে বলে বোধ হয়; পেটের উপরের অংশে দুর্বলতাবোধ প্রভৃতি সব লক্ষণই কথা বলতে গেলে বেড়ে যায়; সেই জন্য রোগী বার বার গভীরভাবে শ্বাস নেয়। পাকস্থলীর উপরের অংশ থেকে একটা ঝিলিক দেওয়া ব্যথা বুক পর্যন্ত উঠে যায়; বুকের বাম দিকে তীক্ষ্ন বেদনা, সামান্য গা-বমিভাব; কপালে নিরেট ধরনের কামড়ানি ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয়। পাকস্থলীর উপরের অংশ এবং স্টারনামের দুই ধারে ঝিলিক দেওয়া ও কামড়ানি ব্যথা দেখা দেয়। পাকস্থলীতে খাদ্য সহজে হজম হয় না। অন্যান্য মিউকাস মেমব্রনের মত ওষুধটি পাকস্থলীর মিউকাস মেমব্রনকেও আক্রান্ত করে; পাকস্থলীতে কামড়ানি, ঝিলিক দেওয়া প্রভৃতি নানা ধরনের বেদনা সৃষ্টি করে। কখনো কখনো একটা সুচ বেঁধানোর মত ব্যথা পাকস্থলী থেকে বুক পর্যন্ত উঠে যেতে এবং সেই সঙ্গে লাম্প বা দলার মত কিছু যেন উপর দিকে, স্টারনামের পিছনে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করে বোধ হয়; নড়া-চড়া করলে ঐ বেদনা ও চাপবোধ খুব বেড়ে যায়। গভীরভাবে শ্বাস নিলেও সেটা বাড়তে পারে; খাবার পরে সাধারণত ঐ বেদনা ও চাপবোধ বাড়ে এবং চুপচাপ শুয়ে থাকলে কমে যায়। কথা বলতে গেলে, হাঁটা-চলা করলে, শ্বাসে ঠাণ্ডা হাওয়া গ্রহণ করলে পাকস্থলীতে একটা টন্‌টন্‌ করা ব্যথা দেখা দেয় বা বেড়ে যায়; রোগী উষ্ণ খাদ্য বা পানীয় পছন্দ করে। পেটে খুব বেশী গ্যাস জমে, ফ্লাটুলেন্স অবস্থায় পেটে ব্যথা দেখা দেয়, উদ্গার উঠলে সেই বেদনা কমে যায় (**কার্বোভেজ**); বায়ু নিঃসরণেও ঐ বেদনা কমে যেতে দেখা যায়। কথা বললে, অনিয়মিত ভাবে শ্বাসগ্রহণে পেটের ব্যথা বৃদ্ধি পায় বলে রোগী চেয়ারে সোজা হয়ে বসে নিয়মিত ভাবে শ্বাসগ্রহণে বাধ্য হয়।

সকালের দিকে **সালফারের** মত দ্রুত মলত্যাগের জন্য ছুটতে হয়। মল বেদনা-হীন, দুর্গন্ধযুক্ত, প্রচুর পরিমাণে, বাদামী বা কালচে, পাতলা, জলের মত হয় এবং মলত্যাগের পূর্বে পেটে বেদনা থাকে। মলত্যাগের আগে হঠাৎ খুব বেগ সৃষ্টি হওয়ায় রোগী বিছানা ছেড়ে ভোরবেলা মলত্যাগ করতে ছোটে। যক্ষ্মা রোগীদের প্রায়ই প্রাতঃকালীন ডায়রিয়া হয় এবং তাতে অনেক ক্ষেত্রে **সালফারের** মত লক্ষণও থাকে। যক্ষ্মাজনিত প্রাতঃকালীন ডায়রিয়াতে মল তোড়ে বেরোতে দেখা গেলে রিউমেক্স সেটা সাময়িকভাবে কমাতে পারবে ; রোগীর ফুসফুসের খুববেশী অনুভূতি-প্রবণতাও ঠাণ্ডায় সংবেদশীলতাও রিউমেক্সে কমে গিয়ে, রোগীকে অনেকটা সুস্থ করে করে তুলবে। রিউমেক্স অ্যাণ্টিসোরিক হলেও **সালফারের** মত ততটা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল নয়। রোগটির প্রথম দিকে সীমাবদ্ধভাবে ওষুধটি ফলপ্রদ হবে কিন্তু ক্রনিক অবস্থায় গভীভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়াযুক্ত ওষুধ হিসাবে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** রিউমেক্সের পরবর্তী ওষুধ হিসাবে ভাল ফল দেয়।

রিউমেক্সের রোগী **রাসটক্সের** মতই ঠাণ্ডায়, স্নান করলে স্যাঁতসেতে বা ঠাণ্ডা পরিবেশে সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, কিন্তু এই ওষুধটির উপসর্গ নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়। ঐ ধরনের বৃদ্ধিযুক্ত লক্ষণের জন্য ওষুধটির সঙ্গে **ব্রায়োনিয়া**-র ভুল হতে পারে। **ব্রায়োনিয়াতেও** নড়া-চড়া ও কথাবার্তা বললে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ঐ ওষুধের রোগী রিউমেক্সের মত ঠাণ্ডা হাওয়ায় ততটা বেশী সংবেদনশীল থাকে না। বরং রোগীকে অনেক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা হাওরায় আরাম পেতে এবং উষ্ণ ঘরে কষ্ট বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রিউমেক্সে স্নায়ুগুলি খোলা হাওয়ায় **নাক্সের** মতই সংবেদনশীল থাকতে দেখা যাবে।

বাদামী রঙের জলের মত মল সহ উদরাময় প্রধানত সকাল ৫টা থেকে ৯টার মধ্যে হতে দেখা যায়। বৃদ্ধদের প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ভয়ানক আক্রমণে **সালফার** বিফল হলে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়। **সালফারের** যক্ষ্মা-রোগী কাশির সঙ্গে সাধারণত ঠাণ্ডা হাওয়া, শীতল জিনিস চায় ; যদিও ঐ রোগীর পাকস্থলীর লক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে গরম পানীয়তে কম থাকে তবুও রোগী ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধকর হাওয়া চায়।

ঠাণ্ডা লাগার পরে স্বরলোপ, ঘন, টেনে বার করা যায় না এমন শ্লেষ্মা বার করে ফেলার জন্য অনবরত হক্‌হক্‌ করে কাশা বা গলা খাঁকারি দেওয়া, গলার ভিতরে অনবরত সুড়সুড় করায় কাশি দেখা দেওয়া, গলার ভিতরে দগদ্‌গে্‌ ভাব ও জ্বালা করা প্রভৃতি দেখা যায়। তীব্র ধরনের সর্দি বা কোরাইজাতে **ব্রায়োনিয়া, রাসটক্স** অথবা **অ্যাকোনাইটের** মত জ্বরের লক্ষণ থাকে না। ধাতুগত লক্ষণ হিসাবে হাত-পায়ে কামড়ানি ব্যথা, সাধারণভাবে দেহের সর্বত্র টন্‌টন্‌ করা, উঁচু জ্বর ও পিপাসা এই ওষুধে দেখা যায় না।

স্বরভঙ্গের সঙ্গে ঘঙ্‌ঘঙে কাশি প্রতিদিন রাত্রি ১১টা এবং ২টা নাগাদ এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ভোর ৫টা নাগাদ দেখা দেয়।

মহিলাদের ক্ষেত্রে কাশির প্রতি দমকের সঙ্গে দু'এক ফোঁটা করে প্রস্রাব বেরিয়ে যেতে দেখা যায়।

যক্ষ্মারোগের খুব বেড়ে ওঠা বা শেষ অবস্থায় প্রায়ই **রিউমেক্স** প্যালিয়েটিভ হিসাবে রোগীর আয়ু বেশ কয়েক মাস বাড়িয়ে দিতে পারে। **রিউমেক্সের** সঙ্গে **পালসেটিলা, সেনেগা, আর্সেনিকাম** এবং **নাক্সভমিকা** ওষুধগুলি প্রয়োগে যক্ষ্মার শেষ অবস্থায় রোগীকে অনেকটা আরাম দেওয়া যায়। যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে ডায়রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে **অ্যাসেটিক অ্যাসিডকে** অনুমোদন করা হয়, কিন্তু ওষুধটি সুনির্বাচিত না হলে ঐরূপ অবস্থায় সাধারণ কোন ওষুধ প্রয়োগ করাই ভাল, কেননা ভুল ওষুধ প্রয়োগে রোগীর উদরাময় বন্ধ হয়ে গেলে আরও ভয়ঙ্কর ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক ডায়রিয়া ও রাত্রিকালীন ঘাম বন্ধ করে দিয়ে পরবর্তী মারাত্মক উপসর্গগুলির জন্য **মরফিন** প্রয়োগ করে থাকেন কিন্তু ঐ রোগীর বাহ্যিক উপসর্গগুলিকে দূর করার চেষ্টায় রোগীর আরও বেশী ক্ষতি করা হয়ে থাকে। কোন হোমিওপ্যাথের পক্ষে ঐরূপ অবস্থায় **মরফিন** প্রয়োগ করা একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

আর্নিকা প্রয়োগে রোগীর দেহের টনটনে ব্যথা, কামড়ানি ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা ও সেই সঙ্গে যক্ষ্মারোগীটির কাশি, গলায় আটকাবোধ, ওয়াক্ ওঠা প্রভৃতি কমে গিয়ে রোগী ঘুমিয়ে পড়বে। পরে **পাইরোজেন** প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে যাতে হাড়ের কামড়ানি ব্যথা ও ক্লান্তিকর কাশি দূর করা যায়। দোগীকে বছরের পর বছর এইভাবে জোড়াতালি দিয়ে কিছুটা সুস্থ রাখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে **আর্সেনিকামের** প্রয়োজন হয় এবং ঐ ওষুধটি মাঝে মাঝে পুনঃপ্রয়োগেরও দরকার হতে পারে; কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে আরাম ও স্বস্তি দেবার জন্য অবস্থা ভেদে **লাইকোপোডিয়াম, পালসেটিলা, পাইরোজেন** অথবা **আর্নিকা** প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোগীর অবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, তখন আর ঐসব ওষুধে কোন ফল হবে না। মারাত্মক ধরনের একটা শ্বাসকষ্ট এসে রোগীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, হাওয়া পাবার জন্য একটা প্রচণ্ড আকুতি দেখা দেয় এবং হাত-পায়ে শোথের লক্ষণ সৃষ্টি হয়। হার্টের অবস্থাও খারাপ হয়ে পড়ে, শীর্ণতা দেখা দেয়, আকৃতি কদাকার হয়ে পড়ে; শীতল ঘামে দেহ ভিজে থাকে, মুখমণ্ডল নীলচে হয়ে চুপসে যায়। ঐরূপ অবস্থাতেও আমরা **ট্যারেণ্টুলা কিউবেনসিস** দিয়ে প্যালিয়েটিভ হিসাবে সাময়িকভাবে কষ্ট লাঘবে সাহায্য করতে পারি; কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ ওষুধটি পুনঃ প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। ওষুধটি কয়েক দিনের জন্য হলেও রোগীকে আরাম দেবে এবং মৃত্যুও সহজতর বা কম ক্লেশকর অবস্থায় (ইউথেনাসিস) হতে সাহায্য করবে। **মরফিনের** মত হতচেতন ভাব সৃষ্টি করার বদলে ঐ ওষুধটি রোগীকে প্রকৃত আরাম দেবে।

রুটা গ্র্যাভিওলেনস্
(Ruta Graveolens)

রুটা আর একটি অবহেলিত ওষুধ। এটিকে অগ্রাহ্য করে অনেক ক্ষেত্রে **রাসটক্স** অথবা **আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম** প্রয়োগ করা হয় অথবা অন্য এমন কোন ওষুধ প্রয়োগ করা হয় যার সঙ্গে রোগীর প্রকৃত লক্ষণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কারণ, রুটা খুব বেশী পরিচিত ওষুধ নয়। এই ওষুধটির বেশীরভাগ লক্ষণকেই রেপার্টরীর মধ্যে যথাযোগ্য শ্রেণীতে স্থান দেওয়া কষ্টকর। এই ওষুধটির প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অবশ্য প্রয়োজন। এটিতে এমন একশ্রেণীর উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায় যেগুলি সঙ্গে **রাসটক্সের** অনেকটা সাদৃশ্য আছে, যেমন এর রোগ শীতলতায় সংবেদনশীল; ঠাণ্ডায় এর উপসর্গ বৃদ্ধি পায়; ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়; কোনভাবে দেহ শীতল হয়ে পড়লে উপসর্গ বেড়ে যেতে দেখা যায় এবং অংশটির অধিক শ্রমে সেখানে উপসর্গ সৃষ্টি হয়; অতিরিক্ত শ্রম বা ব্যায়ামের ফলে বিশেষত যে সব অংশে বেশী টেণ্ডন, অ্যাপনিউরোটিক তন্তু, সাদা ফাইব্রাস টিসু; বিশেষ ভাবে ফ্লেকসর টেণ্ডনে খুববেশী কাজের ভারে পরিশ্রান্ত বা ক্লান্ত অবস্থা সৃষ্টি হবার ফলে সেখানে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **রাসটক্সে** অনেকটা ঐ ধরনের. সার্জিক্যাল অবস্থায়, আঘাতের ফলে পেরিঅস্টিয়ামে গোলযোগ সৃষ্টি হলে রুটা উপযোগী হয়ে থাকে। যে সব অংশের হাড়ের উপরের মাংসপেশী পাতলা,, যেমন. টিবিয়ার পেরিঅস্টিয়ামের গোলযোগে রুটা কার্যকরী হতে পারে। থেঁতলে যাওয়া অবস্থা ধীরে ধীরে সেরে যাবার পরে একটা শক্ত হয়ে পড়া অংশ থেকে যায়, পেরি-অস্টিয়াম সেখানে পুরু হয়ে পড়ে; সেখানে একটা গিঁট্ গিঁট্ নডিউলের বা গুল্টির. মত অবস্থা দেখা দেয়; হাতুড়ী বা ভোঁতা লোহার মত কিছুর আঘাতে অথবা. সিন্‌বোন অর্থাৎ টিবিয়াতে আঘাত লেগে ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। কৃষক,. কাঠুরে যন্ত্রবিদ্ মিস্ত্রী হাতে হাতুড়ী বা লোহার কোন যন্ত্র শক্ত করে দীর্ঘদিন ধরে হাতে ধরে কাজ করায় হাতের তালুতে শক্ত ডেলার মত হয় বা কড়া পড়ে, তেমনি কোন টেণ্ডনেও বারসার মত শক্ত একতাল টিসু সৃষ্টি হয়। পেরিঅস্টিয়ামে অস্থিতে, টেণ্ডনে, জয়েন্টের কাছে ঐরূপ শক্ত টিসু সৃষ্টি বা জমে থাকার প্রবণতা এই ওষুধে. দেখা যাবে। ঐ ধরনের শক্ত টিসু জমে যাবার স্থান হিসাবে কব্জিই বিশেষভাবে উপযোগী হতে দেখা যায়। টেণ্ডনের বেশী পরিশ্রম হয়ে থাকলে সেই টেণ্ডনে টিউমারের মত ছোট শক্ত ডেলার মত সৃষ্টি হয়। ক্রমশ ফ্লেক্সর মাংসপেশীতে সংকোচন ঘটতে থাকে ফলে হাতের আঙ্গুলগুলি বরাবরের মত ফ্লেক্সড অর্থাৎ বেঁকে যায়। পায়ের পাতায়ও বক্রতা বা ফ্লেক্সন সৃষ্টি হয় ফলে পায়ের তলা বেঁকে গিয়ে সেখানে একটা খাঁজ সৃষ্টি হয়, পায়ের আঙ্গুলগুলি নিচের দিকে বেঁকে যায়,. ওখানকার ফ্লেক্সর মাংসপেশীর অধিকশ্রমে এবং বেশী চোট লাগার ফলে এরূপ হতে. পারে।

চোখের মাংসপেশীর বেশীরভাগই টেণ্ডন ধরনের, দীর্ঘদিন ধরে ঐ মাংসপেশী ও চোখের শ্রম খুববেশী হতে থাকার ফলে মাথাধরা, অক্ষিগোলক ও চোখের বহিরাবরণে তার প্রতিক্রিয়ায় চোখ লাল হয়ে ওঠে। চোখের অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির অত্যধিক ব্যবহারে চোখের সর্বত্রই বেদনা সৃষ্টি হয় এবং চোখ ঘুরিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করলে সেই বেদনা আরও বেড়ে যায় ; সূক্ষ্ম লেখার দিকে তাকালে বা সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ করলে চোখের বেদনা খুব বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টিশক্তির অত্যধিক ব্যবহারের ফলে চোখ লাল হয়ে পড়ে, বেদনা দেখা দেয় এবং কোন একটা নির্দিষ্ট জিনিসের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় ; পরে মাথাধরা দেখা দেয়। এইরূপ লক্ষণে **আর্জেণ্টাম নাইট্** এর সঙ্গে রুটার সাদৃশ্য আছে। **আর্জেণ্ট নাইট্** এবং **নেট্রাম মিউর** ওষুধ দুটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু চোখের অত্যধিক পরিশ্রমে মাথাধরা দেখা দিলে **অনোস-মোডিয়াম** ওষুধটি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী হয়। তবে ঐ ওষুধের লক্ষণের মধ্যে পার্থক্যটা সহজেই বোঝা যায়। রুটাতে ঠাণ্ডায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয়, রোগী সব কিছু উষ্ণ পছন্দ করে। **আর্জেণ্টাম নাইট্**-এর রোগীর উপসর্গ উত্তাপে বৃদ্ধি পায়, ঐ রোগী ঠাণ্ডা জায়গায় থাকতে চায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগীকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

রুটাতে দেহের সর্বত্রই সাধারণভাবে অবসন্নতা থাকে। চেয়ার থেকে উঠতে গেলে রোগীর পা দুটি ক্লান্ত বোধ হয়, সে টলমল করে এবং চেয়ার থেকে ওঠার জন্য তাকে অনেক কসরত বা চেষ্টা করতে হয়। এরূপ লক্ষণে যারা রুটিন মাফিক চিকিৎসা করেন তাঁরা **ফসফরাস** অথবা **কোনিয়াম** প্রয়োগ করে থাকেন। রুটা এবং **ফসফরাস** এই দুটি ওষুধেই বরফ ঠাণ্ডা জলের জন্য প্রবল, অদম্য তৃষ্ণা থাকতে দেখা যায়। হিপ্ ও উরু বরাবর দুর্বলতার লক্ষণে **ফসফরাস** ও **কোনিয়াম** ওষুধ দুটির মধ্যে তুলনা করতে হবে।

মানসিক লক্ষণগুলি প্রকাশিত হবার উপযুক্ত প্রুভিং এই ওষুধটির হয়নি। সাধারণ কিছু লক্ষণ জানা গেছে যেগুলি অন্যান্য ওষুধেও আছে। "বাদ-প্রতিবাদ ও ঝগড়া করার প্রবণতা ;" "নিজের ও অপরের প্রতি অসন্তুষ্টি ;" "উদ্বেগসহ মানসিক অবসাদ ও বিষণ্ণতা ;" প্রভৃতি কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায় যে গুলিকে একটি বা দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করে রাখা চলে। রোগী খিটখিটে অথবা শান্ত, ভাল স্বভাবের এর যে কোন ধরনেরই হতে পারে, তবে ওষুধটিকে খিট্‌খিটে শ্রেণীর মধ্যেই ফেলা হয়। "অসন্তুষ্টি" সন্ধ্যার দিকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়। সন্ধ্যার দিকে বেড়ে যাওয়া লক্ষণটি এখানে লক্ষণীয়।

অনেক উপসর্গই শুয়ে থাকলে, বিশেষত তীক্ষ্ণ ধরনের বেদনা, হুল বেঁধার মত, স্নায়ু ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা শুয়ে থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি পায়। রুটা একটি বেদনাপূর্ণ ওষুধ, কিন্তু এর লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, সেই জন্য এর বেদনাকে ক্রনিক ধরনের হতে দেখা যায়। পুরানো স্নায়বিক বেদনা, হুল বেঁধানো,

ছিঁড়ে যাওয়া, জ্বালা করা ব্যথা বিশেষভাবে পায়ের দিকে, চোখ ও তার চারপাশে, মুখমণ্ডলে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যত রকমের বেদনা হতে পারে তার সবই এই ওষুধে দেখা যেতে পারে, তবে সেগুলি শুয়ে থাকা অবস্থায় এবং ঠাণ্ডায় খুববেশী বেড়ে যেতে দেখা যাবে। সায়াটিক নার্ভে ছিঁড়ে ফেলা, তীক্ষ্ন ধার কিছু দিয়ে বিদ্ধ করার মত ভয়ঙ্কর ধরনের বেদনা বা সায়াটিকা প্রথমে পিঠে শুরু হয় এবং হিপ্ ও উরু হয়ে নিচের দিকে নেমে যায়। দিনের বেলায় এই বেদনা অনেক কম থাকে কিন্তু সন্ধ্যার পরে বা রাত্রিতে রোগী যখন শুয়ে পড়ে তখন ঐ বেদনা খুব বেড়ে যায়। **ন্যাফেলিয়াম** ওষুধটি সায়াটিকার খুব বড় ওষুধ এবং এটিতেও বেদনা শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণটি দেখতে পাওয়া যায়।

আগুনের গোলার মত চোখ উত্তপ্ত বলে মনে হতে দেখা যায়। তবে চোখে প্রদাহজনিত উত্তপ্তবোধ লক্ষণটির জন্যই রুটা প্রয়োগ করলে ভুল হবে। **ইউফেসিয়া, বেলেডোনা** এবং **অ্যাকোনাইট** প্রভৃতি ওষুধ ঠাণ্ডা লেগে চোখের সাধারণ প্রদাহ হলে ব্যবহার করা হয় এবং পুরানো বা ক্রনিক ধরনের প্রদাহে কোন অ্যান্টিসোরিক ওষুধের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোন মহিলা সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজে চোখের অত্যাধিক পরিশ্রম করালে যদি তার চোখে আগুনের গোলার মত উত্তপ্তবোধ হতে থাকে তা হলে সেক্ষেত্রে ঐ রোগিণীর জন্য রুটা প্রয়োগ করার দরকার হবে। ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে ঠাণ্ডা লেগে চোখের প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে সেই সঙ্গে চোখ থেকে খুব জল পড়া এবং চোখ যদি কাঁচা গরুর মাংসের মত লাল ও দগ্‌দগে হয়ে পড়ে তা হলে সেক্ষেত্রে **অ্যাকোনাইট** প্রয়োগ করতে হবে।

"চোখে জ্বালা করা, কামড়ানি ব্যথা এবং চোখের খুববেশী পরিশ্রম হয়েছে বলে মনে হয়; দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সন্ধ্যার দিকে চোখের ব্যবহারে ঐরূপ চোখের উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।" পাণ্ডুলিপি থেকে লেখাটা নকল করতে গিয়ে লেখার কাগজটা ও পাণ্ডুলিপিটা আলাদা আলাদা জায়গায় থাকার ফলে বার বার দৃষ্টি একবার পাণ্ডুলিপিতে, আর একবার লেখার কাগজে রাখার জন্য, বিশেষত নকল করা বা লেখার কাগজটা যদি কোন স্বল্প বা মৃদু আলোতে করা হয় তা হলে মাথাধরা দেখা দেয় এবং রুটা সেই মাথাধরা সারাতে পারবে। হাওয়ার স্পর্শে অথবা ঠাণ্ডায় ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ালে চোখ থেকে বেশী জল পড়তে পারে; চোখের কোন কোন মাংসপেশীর পক্ষাঘাত এমনকি ট্যারাদৃষ্টি বা 'স্ট্র্যাবিস্‌মাস্' এবং দৃষ্টিশক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়া বা 'অ্যাকোমোডেসনে নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। "চোখের ভিতরের দিকের রেক্টাস মাংসপেশীতে দুর্বলতা" "অ্যাসথেনোপিয়া; চোখের অত্যাধিক পরিশ্রম অথবা খুব সূক্ষ্ম কাজে চোখের ব্যবহারে চোখের সব ধরনের টিসুতে উত্তেজক অবস্থা সৃষ্টি হয়; চোখ ও তার উপরের অংশে উত্তাপ ও কামড়ানি ব্যথা, রাত্রিতে চোখে আগুনের গোলার মত উত্তাপবোধ, দৃষ্টি ক্ষীণ বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া, চোখ থেকে জল পড়া, অক্ষরগুলি যেন পরস্পর জড়িয়ে যায় বলে বোধ" প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। চোখের অত্যাধিক

ব্যবহার অথবা আলোকের বিবর্তন বা রিফ্রাকশনের গোলযোগে অ্যাম্‌প্লিওপিয়া বা দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়া, কৃত্রিম ও মৃদু আলোতে লেখাপড়া করা, সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ করা প্রভৃতি কারণে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়া; তাঁতী কাপড় বুনতে গিয়ে এক ধরনের সুতোকে অন্য ধরনের সুতো থেকে আলাদা করে বেছে নিতে কষ্টবোধ করে, কোন কিছুই পড়তে পারে না, দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন বলে বোধ হয় এবং একটু দূর থেকে সব কিছুই ঝাপসা দেখে।

কোষ্ঠবদ্ধতা ও সেই সঙ্গে মলত্যাগ করার সময় রেক্টাম বেরিয়ে আসা বা প্রল্যাপ্স হওয়া এই ওষুধের একটি বৈশিষ্ট্য। "মলদ্বারের প্রল্যাপ্স সহ বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা" "সন্তান প্রসবের পরে রেক্টামের প্রল্যাপ্স্" ; বসা অবস্থায় রেক্টামে বেদনা, ক্ষতের মত খুববেশী টন্‌টন্‌ করা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ সহ অর্শ ও রেক্টামের স্ট্রিক্‌চার-এ রুটা খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

বাতজনিত উপসর্গে এটি একটি প্রধান ওষুধ। যে সব ওষুধে ঠাণ্ডায় সংবেদনশীলতা, ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেতে, ভিজে ঝড়ো আবহাওয়ায় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, তাদের বাতের ওষুধ বলে ধরা হয়। এই ওষুধ পিঠে বাতজনিত উপসর্গ, লাম্বার ভার্টিব্রাতে থেঁতলে যাবার মত বেদনা; পিঠ ও কক্সিক্স অংশে পড়ে গিয়ে আঘাত লাগা বা থেঁতলে যাবার মত বেদনা; হ্যামস্ট্রিং মাংসপেশী দুর্বল ও যেন ছোট হয়ে পড়েছে এরূপ টান্‌বোধ, সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা বা নিচে নামতে খুব কষ্ট হওয়া; পায়ের জোড়ে মুচড়ে যাওয়া অথবা স্থানচ্যুতি ঘটার মত ব্যথা; মুচড়ে গিয়ে কব্জি অথবা অ্যাঙ্কল্‌ অংশে খঞ্জতার মত দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যায়। কোথাও মুচড়ে গিয়ে যে প্রদাহ সৃষ্টি হয় তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রথমে **আর্নিকা** এবং পরে **রাসটক্স** প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু অত্যধিক ব্যবহারে কোন টেণ্ডনে ডেলার মত নডিউল সৃষ্টি হলে রুটা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হবে। কেবলমাত্র মুচড়ে যাওয়া অথবা অত্যধিক ব্যবহার জনিত দুর্বলতার লক্ষণ ছাড়া আর কোন লক্ষণ না পাওয়া গেলে রুটিন হিসাবে **আর্নিকা**, **রাসটক্স** এবং **ক্যালকেরিয়া** প্রয়োগে. প্রয়োজন হয় কিন্তু মুচড়ে যাওয়া বা অত্যধিক ব্যবহারে টেণ্ডনে টন্‌টন্‌ করা ব্যথা ও দুর্বলতায় রুটা খুব ফলপ্রদ ওষুধ।

পিঠে মুচড়ে যাবার পরে পায়ের দিকে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দেয়।

যেসব উপসর্গ সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় তার মধ্যে মানসিক বিষণ্ণতা, চোখে জ্বালা ও আলোর চারদিকে সবুজ বৃত্তের মত দেখা, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়া, চোখে কামড়ানি ব্যথা, ডানদিকের স্ক্যাপুলার নিচে বেদনা প্রভৃতি প্রধান।

রাসটক্সের মত খুববেশী অস্থিরতা, স্নায়বিক অস্থিরতাবোধে রোগী কখনও চুপ-চাপ থাকতে পারে না।

"আঘাত লাগা বা পড়ে গিয়ে থেঁতলে যাবার মত ব্যথা দেহের সর্বত্রই দেখা দেয়; হাত-পা ও জয়েণ্টে বেদনা বেশী হয়ে থাকে। হাড় ও পেরিঅস্টিয়ামে

থেঁতলে যাওয়া বা আঘাত লাগা থেকে মুচড়ে যাওয়া, পেরিঅস্টাইটিস, ইরিসিপেলাস প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

রুটা **মার্কারীর** সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং মার্কারীর অ্যান্টিডোট বা প্রতিষেধক রূপে কাজ করে।

ত্বকে উদ্ভেদ ও চুলকানিবোধ থাকে এবং **মেজেরিয়ামের** মত আক্রান্ত অংশ চুলকালে চুলকানিবোধ স্থান বদলে অন্য জায়গায় আরম্ভ হতে দেখা যায়। শীতল জলের জন্য পিপাসা এবং পায়ের দিকে দুর্বলতা লক্ষণে এই ওষুধটির সঙ্গে **ফসফরাস** তুলনীয়। বাতের উপসর্গে **ফাইটোল্যাক্কার** সঙ্গে তুলনা করতে হবে; অন্যান্য ক্ষেত্রে **রাসটক্স, সিপিয়া, সাইলিসিয়া,** এবং **সালফারের** সঙ্গে এই ওষুধটির তুলনা করতে হবে। রুটা অ্যান্টিসোরিক হলেও এটি **সাইলিসিয়া** এবং **সালফারের** মত ততটা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয় না।

স্যাবাডিলা
(Sabadil'a)

স্যাবাডিলার রোগী শীতে কম্পমান থাকে; সে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, শীতল খাদ্য সবেতেই খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। সে দেহ ভালভাবে ঢেকে রাখতে চায়; পাকস্থলী উষ্ণ রাখতে গরম পানীয় চায়। তার শ্লেষ্মা প্রবণতা দেখা দেয় এবং ঐ অবস্থায় সে উষ্ণ হাওয়া পছন্দ করে। গলায় শ্লেষ্মার প্রবণতার জন্য রোগী উষ্ণ খাদ্য ও পানীয় পছন্দ করে। ঠাণ্ডা জিনিস গিলতে সে কষ্টবোধ করে, শীতল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে সে বেদনাবোধ করে, সে সব গিলতেও তার কষ্ট হয়।

আমরা বিভিন্ন ওষুধকে তুলনামূলক ভাবে বিচার-বিবেচনা করে থাকি। এই ওষুধের উপসর্গ বামদিক থেকে ডান দিকে যায়; এবং যে কোন কালো ব্যবস্থাপকের পক্ষেই সঙ্গে সঙ্গে **ল্যাকেসিসের** সঙ্গে ঐ লক্ষণটিকে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হবে। টন্‌টন্ করা ব্যথা এবং গলার প্রদাহযুক্ত অবস্থা প্রথমে বমেদিকে শুরু হয়ে পরে ডান দিকে ছড়িয়ে পড়া লক্ষণ স্যাবাডিলা এবং **ল্যাকেসিস** এই দুটি ওষুধেই থাকতে দেখা যায়। কিন্তু **ল্যাকেসিসে** বেদনা উষ্ণ দ্রব্যে বৃদ্ধি পায়; সেগুলিতে ঐ ওষুধে একটা আক্ষেপযুক্ত অবস্থা ও দম আটকা বা চোকিং অবস্থার মত বোধ হয় বলে রোগী ঠাণ্ডা জিনিস চায় এবং ঠাণ্ডায় তার উপসর্গ কম থাকে; ঠাণ্ডা জিনিস **ল্যাকেসিসের** রোগী সহজে গিলতে পারে, বেদনাও কম থাকে। অপরপক্ষে স্যাবাডিলাতে ভিতরের দিক থেকে গরম খাদ্য ও পানীয় এবং বাইরে থেকে উষ্ণ বা গরম সেক্-এ আরামবোধ করে থাকে।

নাকে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে অনবরত হাঁচি হয়, নাকে খুব দগ্‌দগে অনুভূতি, জ্বালা এবং নাক বন্ধ হয়ে থাকার মত অনুভূতি সৃষ্টি হয়; প্রথমে নাক থেকে পাতলা সর্দি ঝরে, পরে সেটা ঘন হয়ে যায়। কোরাইজার সব লক্ষণই এই ওষুধে দেখা যায় এবং কোরাইজায় উষ্ণ হাওয়া শ্বাসে গ্রহণ করলে রোগী আরাম

বোধ করে। রোগী ঐরূপ অবস্থায় খোলা উনান অথবা উত্তাপ সৃষ্টিকারী যন্ত্র বা রেজিস্টারের দিকে তার মাথাটা এগিয়ে এনে শ্বাসের সঙ্গে গরম হাওয়া টেনে নেয়। যখন শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বা কোরাইজা দীর্ঘস্থায়ী ভাবে দেখা দেয় তখন এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। এই ওষুধের রোগীর সর্দি-স্রাব ফুলের গন্ধে বেড়ে যেতে দেখা যায়। এমন কি ফুলের গন্ধের কথা চিন্তা করলেও সে হাঁচতে থাকে এবং নাক থেকে সর্দিঝরাও বেড়ে যায়। নানা বিষয় চিন্তা করলেও রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

হে ফিভারের অনেক রোগীকে ফুলের গন্ধে, শস্য উৎপাদন ক্ষেত্রের গন্ধে, শুকিয়ে আসা শাক-সব্জির গন্ধে সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়; ফলের গন্ধে রোগী এত বেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে যে আপেলের ঝুড়ি ঘর থেকে বের করে সরিয়ে দিতে হয়। কোন কোন হে ফিভারের রোগী ল্যাভেন্ডারের মত সুগন্ধও সহ্য করতে পারে না তাতে হয়ত অকালেই তাদের রোগাক্রমণ ঘটে। স্যাবাডিলার রোগীর ক্ষেত্রেও ঐরূপ অবস্থা দেখা যায়। সে তার পরিবেশ, গন্ধ প্রভৃতিতে খুববেশী অনুভূতি-প্রবণ থাকে, ঐসব কারণে তার শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বৃদ্ধি পায়; হাঁচি ও বেশী পরিমাণে সর্দি ঝরা শুরু হয়, এমনকি নাকে ক্ষতও সৃষ্টি হতে পারে। হে ফিভার সাধারণ কিছু ওষুধের সাহায্যে সাময়িকভাবে দমিয়ে রাখা যায় কিন্তু ঐ রোগটি সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করতে বছরের পর বছর লেগে যায়। যখন হে ফিভারের লক্ষণ দেখা দেয় তখন অন্যান্য সব লক্ষণ বা উপসর্গ চাপা পড়ে যায়, হে ফিভারের উপসর্গ কমে গেলে তখন হয়ত অন্য কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। রোগীকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করতে হলে সব ধরনের লক্ষণকে একত্রিত করে সেই অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করতে হবে।

এই ওষুধের রোগী যে সব কারণে ক্রুদ্ধ হয় বা বিরক্ত হয় তার বেশীর ভাগই কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয়। তার মনটা অদ্ভুত সব চিন্তায় যেন ভরপুর থাকে। সে কল্পনা করে যেন তার দেহটা শুকিয়ে যাচ্ছে, যেন তার হাত-পা বেঁকে যাচ্ছে, যেন তার থুতনিটা লম্বা হয়ে গেছে এবং একটা দিক অপর দিকের তুলনায় বড় হয়ে গেছে। রোগিণী নিজের চোখে দেখতে পায় যে তার দেহে সে ধরনের কোন পরিবর্তন হয়নি তবু সে ঐ ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বলে বোধ করে এবং সেটাকে বিশ্বাসও করে। রোগিণীর দেহ যেন শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে, বায়ু জমে পেট ফুলে গেলেও তার মনে হয় যেন সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে যেন তার গলায় এমন কোন মারাত্মক রোগ হয়েছে যাতে তার মৃত্যু হবে। এই ধরনের সব অবাস্তব ও ভয়াবহ কল্পনায় রোগী বা রোগিণী ভরপুর থাকে। বাইরে থেকে ঐ সব রোগীর কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না বলে তারা লোকের সহানুভূতিও পায় না। নিজের দেহের অবস্থা সম্বন্ধে ভুল ধারণা থুজাতেও দেখা যায়, ঐ রোগিণীর মনে হয় যেন তার দেহ কাঁচের তৈরি, সহজেই ভেঙ্গে যাবে। মাত্র কয়েকটি ওষুধেই নির্দিষ্ট বা স্থির কিছু ধারণা বা কল্পনা সৃষ্টির লক্ষণ দেখা যায়। প্যালসেটিলায় পুরুষ রোগীর মানসিক অবস্থা এমন হয় যে

তার ধারণা জন্মায় যে কোন স্ত্রীলোক দ্বারা তার আত্মার ক্ষতি হবে ; এটা তার ভ্রান্তি কিন্তু স্থির ধারণায় পর্যবসিত হয়। **আয়োডিনে** নানা ধরনের বদ্ধমূল ধারণা থাকে। অ্যানাকার্ডিয়ামে রোগীর বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় যে একটা অশুভ আত্মা বা প্রেত তার একটা কাঁধে বসে তার কানের কাছে কথা বলছে, অপরপক্ষে একজন দেবদূত তার অপর কাঁধে বসে তার অন্য কানে কথা বলে যাচ্ছে, রোগী কোন কথা না বলে যেন দু'জনের কথাই শুনে যাচ্ছে।

সবিরাম জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম ; মানসিক পরিশ্রমে মাথাধরা বৃদ্ধি পায় ও রোগীর ঘুম নিয়ে আসে। চিন্তা করলেই রোগীর নিদ্রালু ভাব দেখা যায়, গভীর ভাবে কিছু মনে রাখার চেষ্টা করলে, পড়ার সময় রোগীর ঘুম পেয়ে যায়। **নাক্স মস্কেটা** এবং **ফসফোরিক অ্যাসিডের** মত রোগী চেয়ারে বসে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

এই ওষুধের রোগীর মাথাঘোরা ও সেই সঙ্গে গা বমিভাব দেখা দেয়। রাত্রিতে মাথাঘোরার জন্য তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। খোলাহাওয়ায় যে কোন অবস্থাতে রোগীর মাথা ঘোরে নানাধরনের মাথাধরাও দেখা যায়। মাথার এধারে যন্ত্রণাসহ মাথাধরা, কোন কিছু চিন্তা করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও মাথাধরা দেখা দেয়। স্কুলের ছাত্রীদের মাথাধরা উপসর্গের জন্য যখন ছুটি করিয়ে বাড়ীতে নিয়ে আসা হয় তখন তার মধ্যে নিজের সম্বন্ধে এবং স্কুল সম্বন্ধে অদ্ভুত সব কল্পনা দেখা দেয়। হতচেতন অবস্থা সৃষ্টিকারী মাথাধরার কোরাইজা দেখা দিতে পারে, কপালে ও চোখের উপরে বেদনাও সৃষ্টি করে। মাথায় ফেটে যাওয়া, পূর্ণতা ও হতচেতন বোধ সৃষ্টিকারী বেদনা ঝাঁকুনি লাগলে, হাঁচলে বা হাঁটা-চলা করলে বৃদ্ধি পায়। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মাথাধরা দেখা দেয় এবং ক্রমশ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গিয়ে দুপুরের পূর্বে খুববেশী হয়। মাথায় ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয়। এই ওষুধের অনেক লক্ষণের সঙ্গে, বিশেষত যে কোন উপসর্গের সঙ্গে কপালে শীতল ঘাম হওয়া লক্ষণটিতে **ভেরেট্রাম**-এর অনেক সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

হে ফিভারে আক্ষেপযুক্ত হাঁচি, অনবরত সর্দি ঝরা, নাক সর্দিতে বন্ধ হয়ে থাকা, নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হওয়া, নাক ডাকা, নাকে চুলকানিবোধ, নাক থেকে প্রচুর রক্তপাত হওয়া ; উজ্জ্বল লাল রক্ত গয়েরের মত তোলা, রসুনের গন্ধ সহ্য না হওয়া, কোরাইজার সঙ্গে কপালে খুব বেদনা ও চোখের পাতা লাল হওয়া ; ভয়ানক হাঁচি, নাক থেকে পাতলা জলের ত সর্দি ঝরা প্রভৃতি দেখা গেলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হবে।

হে ফিভারে অনেক ক্ষেত্রে মুখের ভিতরে টাকরায় খুব চুলকানিবোধ হতে থাকে এবং রোগী তার জিহ্বাটা বার বার টাকরার নরম অংশের উপর দিয়ে বুলিয়ে আসতে বাধ্য হয়, সেই সঙ্গে কোরাইজা, হাঁচি প্রভৃতি লক্ষণও থাকে। **উইখিয়া** প্রয়োগে জ্বরের প্রকোপটা কমিয়ে আনা যায়। ঐ চুলকানিবোধটা নিচে ল্যারিংক্স এবং

ব্রোঁকিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে গেলে এবং সেই সঙ্গে ঠাণ্ডায় গলার মধ্যে খুববেশী সুড়সুড় করা ও অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা থাকলে **নাক্সভমিকা** উপযোগী হবে।

জ্বালাকর সর্দি স্রাব সহ উপরের ঠোঁট ও নাকের পাটায় এক লাল ডোরা কাটা দাগের মত সৃষ্টি হলে এবং সেই সঙ্গে হাঁচি ও নাক থেকে প্রচুর পরিমাধে জলের মত সর্দি ঝরতে দেখা গেলে **আর্সেনিকাম** উপযোগী।

চোখ থেকে প্রচুর হাজাকর জল পড়া এবং সেই সঙ্গে নাক থেকে হাজাকর নয় এমন সর্দি প্রচুর পরিমাণে হাঁচি সহ ঝরতে থাকলে **ইউফ্রেসিয়া** ; প্রচুর পরিমাণে হাজাকর সর্দি স্রাব কিন্তু চোখ থেকে হাজাকর নয় এমন জলের মত স্রাব পড়তে থাকলে অ্যালিয়াম সিপা উপযোগী হবে। কিন্তু এগুলি ধাতুগত ওষুধ নয়, এগুলিতে রোগ নিরাময় হয় না, রোগের মারাত্মক আক্রমণকে দমিত করা বা প্যালিয়েট করা যায় মাত্র। ঐসব উপসর্গ সোরা ধাতুরই বহিঃপ্রকাশ, তাই ঐগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হলে অ্যাণ্টিসোরিক ওষুধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কখনও কখনও হে ফিভার এমন মারাত্মক লক্ষণসহ দেখা দেয় যে মনে হয় যেন রোগীর মধ্যে ঐ লক্ষণগুলিই সোরার একমাত্র লক্ষণ ; কিন্তু ঐগুলিকেই ভুল বা খারাপ ধরনের চিকিৎসায় দমিত বা বন্ধ করে দিলে সারা বছর ধরেই রোগী কোন না কোন অসুস্থতায় কষ্ট পাবে, ঐ লক্ষণগুলিকে বসিয়ে বা দমিত না করে নিজপথে চলতে দিলে বছরের অন্য সময়-গুলিতে রোগী বেশ সুস্থই বোধ করবে। অনেকক্ষেত্রেই হে ফিভারকে সারা শীতকাল ধরে চলতে দেখা যায়, ধাতুগত চিকিৎসায় সেটাকে অনেকটা আয়ত্তে রাখা যাবে, এবং ধাতুগত চিকিৎসা শুরু করলে পরের বছরগুলিতে ক্রমশ আক্রমণের প্রবণতা কমতে থাকবে এবং চিকিৎসার শেষে রোগীকে শীতকালেও আর ঐ উপসর্গে আক্রান্ত হ'তে হবে না। তবে যেক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা আরোগ্যের অগম্য সেক্ষেত্রে ধাতুগত চিকিৎসাতেও ঐ রোগীর হে ফিভার সারানো সম্ভব হবে না।

এই ওষুধের রোগীর নাক, গলা, ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়ার মিউকাস মেমব্রেনই আক্রমণের প্রধান কেন্দ্রস্থল, ঐসব অংশের মিউকাস মেমব্রেনে ভয়াবহ প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

উষ্ণ বা গরম পানীয়ের জন্য প্রবল তৃষ্ণাবোধ হয়। ক্ষুধাবোধও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সেটা অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। রোগিণী বলে যে সে কখনো খিদে-বোধ করে না, সে কিছু খেতে চায় না, অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রতি বিরূপতা দেখা দেয় ; কিন্তু কোন কারণে সে যদি খেতে রাজী হয়ে একটুখানি খেতে শুরু করে সেটা তার মুখে ভালই লাগে, তার খিদেবোধটা ফিরে আসে এবং ভালভাবেই খেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সময়ে তার যে শুধু খিদেবোধ থাকে না তাইই নয়, খাদ্যের প্রতি একটা বিরূপতা, একটা ঘৃণার ভাব দেখা দেয় ; মাংস, টক দ্রব্য, কফি, রসুন সবকিছুর প্রতিই তার অপ্রবৃত্তি দেখা দেয়।

সুতো ক্রিমি, ক্ষুদ্র কিমি, ফিতে ক্রিমি প্রভৃতি পাকস্থলীর সব ধরনের কৃমির জন্যই এই ওষুধটি রুটিন হিসাবে ব্যবহারযোগ্য ওষুধ। তবে সাবধানী কোন

চিকিৎসক শুধু মাত্র কৃমির জন্য ওষুধ প্রয়োগ করেন না। তিনি রোগীর দেহ ও মনের সব লক্ষণ বিচার-বিবেচনা করে তবেই প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করে থাকেন। আমার মনে আছে, একবার এক ভদ্রমহিলার গৃহে একটি কুকুরকে তার মলদ্বার চুলকানোর মত করে পেছনের অংশটা কার্পেটে ঘষতে দেখেছিলাম, এবং ঐ ভদ্রমহিলা তার ঐ কুকুরটির জন্য কোন ওষুধের কথা বলায় আমি ঐ কুকুরটির মুখে একডোজ স্যাবাডিলা প্রয়োগ করেছিলাম। কয়েকদিন পরে জানতে পেরেছিলাম যে ঐ কুকুরটির মলের সঙ্গে প্রচুর ছোট ছোট ক্রিমি বেরিয়ে যাবার পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। যে সব ক্ষেত্রে সুতো কৃমির লক্ষণ দেখা দেয় সেই সব ক্ষেত্রে স্যাবাডিলা এবং **সিনাপিস্ নাইগ্রা** খুব ফলপ্রদ হয়। অনেকক্ষেত্রেই একটি মাত্র ওষুধে রোগী ভাল হয়ে যায় এবং আক্রান্ত অংশও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে অ্যাসকারাইড্স্ বা কেঁচো কৃমির জন্য খুববেশী কামোন্মাদনা বা 'নিম্ফোম্যানিয়া' অবস্থায় ওভারীতে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত বেদনা, ঋতুস্রাব খুববেশী বিলম্বে শুরু হবার কয়েকদিন আগে থেকে প্রসববেদনার মত নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়া ব্যথা দেখা দেয় ; উজ্জ্বল লাল রঙের রক্তস্রাব কখনও ত কম, কখনো বেশী পরিমাণে হতে দেখা যায়।

রোগিণী হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হয় ; তার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের একটা মানসিক-ভাবে ভারসাম্যহীন অবস্থা ও সেই সঙ্গে নানা ধরনের স্নায়বিক উপসর্গ থাকতে দেখা যায়। কৃমি থেকে মৃদুসংকোচন, আক্ষেপযুক্ত কাঁপুনি বা ক্যাটালেপ্সি দেখা দিতে পারে। একথা সত্য যে সুস্থ লোকের পাকস্থলী, অন্ত্র বা রেক্টামে কৃমি সৃষ্টি হতে বা বাড়তে পারে না, অসুস্থ হয়ে পড়লে তবেই কৃমি দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর বিভিন্ন লক্ষণের উপর নির্ভর করে একটি অ্যান্টিসোরিক ওষুধ প্রয়োগের পরে হয়ত রোগীর একটি ফিতে কৃমি বেরিয়ে আসে, যদিও তার যে ফিতে কৃমি আছে সেটা ওষুধটি প্রয়োগের সময় জানাই ছিল না। অনুরূপ অবস্থা যেকোন জার্ম বা বীজাণুর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারলে প্যারাসাইট বা পরজীবী বীজাণুও চলে যাবে। রোগ সৃষ্টি হবার আগে থেকেই জীবাণু রয়েছে এটা জানা বা বলা চলে না। কৃমির থাকার কথা অগ্রাহ্য করে রোগীর দেহে প্রাপ্ত সব লক্ষণগুলি বিচার-বিবেচনা করে ওষুধ নির্বাচন করলে রোগ নিরাময় হবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও চলে যাবে। অপর পক্ষে কোন আসুরিক পন্থায় কৃমি বের করে ফেললে হয়ত সারা বছর ধরেই রোগী নানা ধরনের উপসর্গে কষ্ট পাবে, এবং কেন যে রোগী নিরাময় করা যাচ্ছে না সেটা বোঝাই কষ্টকর হয়ে পড়বে।

রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। রোগীর পক্ষে উপযোগী ধাতুগত চিকিৎসা না করে রোগের ফলস্বরূপ প্রকাশিত লক্ষণগুলিকে দূর করা যায় না কাজেই ধাতুগত চিকিৎসার জন্য ওষুধটি যে সুনির্বাচিত হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

স্যাবাইনা
(Sabina)

এই ওষুধটির ব্যবহার সাধারণত কিড্নী, মূত্রথলী, জরায়ু, রেক্টাম এবং মলদ্বার প্রভৃতিতে সৃষ্ট লক্ষণ বা উপসর্গে সীমাবদ্ধ, সাধারণত ঐ সব যন্ত্রাদিতে প্রদাহ ও রক্তপাত বা রক্তস্রাবের লক্ষণই বেশী দেখা যায় ! স্যাবাইনা রক্ত সঞ্চালন প্রণালীতে একধরনের গোলযোগ সৃষ্টি করে, ফলে সারা দেহে তীব্র পালসেশনবোধ দেখা দেয়। উত্তাপে, উষ্ণ ঘরে থাকলে, দেহে বেশী কাপড়-চোপড় চাপালে রোগী বিচলিত হয়, অস্বস্তি বোধ করে ; ঘরের জানালা খোলা রাখতে চায় এবং **পালসেটিলার** মতই খোলা হাওয়া পছন্দ করে। যে সব ওষুধ রক্তপাত-প্রবণ, এই ওষুধটির রক্ত সঞ্চালন প্রণালীর গোলযোগ অনেকটাই তাদের মত হতে দেখা যায়। দেহের সব মিউকাস মেমব্রেন থেকে, বিশেষভাবে কিডনী, মূত্রথলী ও জরায়ু থেকে রক্তপাত হবার প্রবণতা থাকে। শিরায় ভেরিকোজ, কোন অংশ বড় হয়ে ওঠা, গিঁট্ গিঁট্ বা 'নট সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতির উপর এই ওষুধটির বিশেষ ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় ; তবে প্রধানত অন্ত্রের খুব শেষভাগে, মলদ্বারে ঐ ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অর্শ খুব বড় ও সুস্ফীত হয়ে টিউমারের মত হয়ে পড়ে এবং তা থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে রক্তস্রাবী অর্শ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঐ অংশে এবং দেহের সব শিরাতেই একটা পূর্ণতাবোধ দেখা দেয়, সেই সঙ্গে সারা দেহে একটা ফোলা ফোলা বা ভারী হয়ে পড়ার মত অনুভূতি ও খুববেশী পালসেশন বা টিপ্ টিপ্ করা বোধের সঙ্গে বিভিন্ন অংশের মিউকাস মেমব্রেন থেকে বার বার রক্তপাত হতে দেখা যায়। কিডনী অঞ্চলে খুববেশী জ্বালাবোধ ও দপ্ দপ্ করা অনুভূতি থাকে। খুব বেশী কষ্টবোধের সঙ্গে প্রদাহের লক্ষণ, রক্তমেশানো প্রস্রাব হওয়া, মূত্রথলীর প্রদাহের সঙ্গে বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও সাধারণভাবে উত্তাপে উপসর্গ বৃদ্ধি এবং দপ্ দপ্ করা অনুভূতি সর্বত্রই দেখা যায়।

ইউরেথ্রা বা প্রস্রাব নির্গমন পথে প্রদাহ, সেই গনোরিয়াজনিত স্রাব অথবা শ্লেষ্মাজনিত স্রাব নির্গমন বিশেষভাবে পুরুষদের ক্ষেত্রে থাকতে দেখা যেতে পারে। তবে ঋতুস্রাবের লক্ষণ ও সেই সঙ্গে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব বহার লক্ষণগুলিই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় হয়। ঋতুস্রাবের সময় মেয়েদের প্রসববেদনার মত তীব্র বেদনা পেট ও পিঠ থেকে নিচের দিকে নেমে যেতে দেখা যায়। খুব কষ্টকর ডিসমেনোরিয়া হতে পারে। ঋতুস্রাব খুববেশী পরিমাণে হয় এবং অনেক বেশীদিন ধরে থাকে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসিকস্রাব শুরু না হওয়া পর্যন্তও চলতে দেখা যায়। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে, প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়ে থাকে। অন্যান্য কয়েকটি ওষুধের মত এই ওষুধের স্রাবও তরল, উজ্জ্বল লাল ও তার সঙ্গে ছোট ছোট রক্তের দলা বা ক্লট থাকতে দেখা যায়। কয়েকদিন ঋতুস্রাব চলার পরে কিছু সময়ের জন্য স্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে প্রসব বেদনার মত বেদনা শুরু হয়

এবং প্রচুর পরিমাণে আংশিকভাবে পচাটে ধরনের রক্তে ক্লট বেরোয় এবং তার পরে আবার টাটকা লাল রক্তস্রাব হতে থাকে ; এইরূপ লক্ষণ এই ওষুধটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অ্যাবরসনের পরে, সন্তান প্রসবের পরে অথবা ডিসমেনোরিয়াতে এইরূপ লক্ষণ দেখা যেতে পারে। প্রসব বেদনার মত বেদনার সঙ্গে সেক্রাম অংশ থেকে জরায়ু বা পিউবিস পর্যন্ত একটা তীব্র ধরনের বেদনাও দেখা যেতে পারে। এই ওষুধটির আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে চুলকানিবোধ, ঝিলিক দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে যাওয়া ও ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত ব্যথায় রোগিণী জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে বাধ্য হয় ; ঝিলিক দিয়ে ওঠা ব্যথাটা ভ্যাজাইনা থেকে জরায়ু পর্যন্ত অথবা উপরের দিকে নাভীদেশ পর্যন্ত উঠতে দেখা যায়। ঝিলিক দিয়ে ওঠা বেদনা পিঠের দিকে সামনের দিকে নিচের দিক থেকে উপরের দিকে ওঠা এবং বিশেষ ধরনের রক্তস্রাব হওয়া লক্ষণদুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং যেন একে অপরের সমর্থক বলে মনে হয়।

তিন মাসের ভ্রূণ নষ্ট হওয়া অ্যাবরসনে **বেলেডোনা** এবং স্যাবাইনা এই দুটিই প্রধান ওষুধ হিসাবে কার্যকরী হয়। **বেলেডোনাতেও** একই ধরনের নিচের দিকে নেমে যাওয়া, প্রসব বেদনার মত বেদনা হয় এবং কিছুটা ক্লট বা রক্তের দলা বেরোনোর পরে টাটকা লাল রক্তস্রাব বেশী পরিমাণে হতে দেখা যায়। কিন্তু **বেলেডোনার** রোগিণীর অবস্থা স্যাবাইনার মত থাকে না। **বেলেডোনাতে** খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা বা হাইপারস্থেসিয়া, স্পর্শ ও ঝাঁকুনিতে খুববেশী সংবেদনশীলতা থাকে ; রোগিণী তার বিছানাটা নাড়াচাড়া করতে বা পরিষ্কার করতে দিতেও চাইবে না। রক্তস্রাবটাও টাটকা লাল এবং খুব গরম থাকে ; গড়িয়ে নামার সময় সেটাতে রোগিণীর যৌনাঙ্গ ও উরু যে সব জায়গায় ঐ গরম রক্ত লাগে সেখানটাতেই ঐ রক্তস্রাব অসহ্য রকমের উত্তপ্ত বলে অনুভূত হয়। এইরূপ লক্ষণের সঙ্গে **বেলেডোনার** ক্ষেত্রে স্পর্শ, আলো, নড়া-চড়া ও ঝাঁকুনিতে খুববেশী সংবেদনশীলতার লক্ষণও থাকতে দেখা যায়। ঐ রোগিণীকে পরীক্ষা করে দেখতে গেলে যে ঝাঁকুনি বা নড়া-চড়া হয় তাতেই তার মুখে একটা বিকৃতির ছাপ ফুটে ওঠে, ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। **বেলেডোনাতে** ঝিলিক দেওয়া ব্যথা ছাড়াও নানাধরনের বেদনা দেহের ভিন্ন অংশে ওঠা-নামা করতে দেখা যায়। ঐ ধরনের বেদনা থাকলে **আরগট** এর শারীর বিধান ক্রিয়া বা ফিজিওলজিক্যাল এফেক্টের জন্য অপেক্ষা করবার প্রয়োজন হবে না। অনেকে বলেন যে ঐ ধরনের রক্তস্রাব হতে থাকলে উপযোগী লক্ষণ খোঁজার সময় থাকে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর হাব-ভাব, তার দেখা-শোনা করার জন্য নিযুক্ত সেবিকার কথা থেকে এবং নিজে দেখে-শুনে চোখের নিমেষেই উপযুক্ত ওষুধটি বেছে নিতে পারেন।

অ্যাবরসনের জন্য ব্যবহৃত ওষুধগুলির মধ্যে স্যাবাইনার কথাই প্রথমে বিবেচনা করতে হবে কারণ অ্যাবসরনের সময় যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, এবং অ্যামনিয়েটিক মেমব্রেনটা ছিঁড়ে যাবার পরে অথবা ভ্রূণটা বেরিয়ে যাবার পরে অথবা প্ল্যাসেণ্টা বেরিয়ে যাবার সময় যে সব ধরনের লক্ষণ দেখা দেয় তার সবই এই ওষুধটিতে আছে।

এই ওষুধ প্রয়োগে জরায়ুর সুস্থ ও স্বাভাবিক ক্রিয়া সৃষ্টিতে সাহায্য হয়, ফলে অ্যাবরসনের পরবর্তী অবস্থায় মেমব্রেনের যে সব অংশ তখনও রয়ে গেছে সেসব সহজে বেরিয়ে আসে ; জরায়ুর ভিতরটা চেঁচে দেবার বা কিউরেট করার প্রয়োজন হয় না।

অ্যাবরসন অথবা অকাল প্রসবের পরে ওভারী ও জরায়ুতে প্রদাহ ও তীব্র বেদনা সৃষ্টি হতে পারে। সেক্রামে ভেঙ্গে যাবার মত কামড়ানি ব্যথা ; ছিঁড়ে যাওয়া, দাঁত দিয়ে চিবানো, জ্বালা করা ব্যথার সঙ্গে সেক্রামে ও জরায়ু বা মূত্রথলীতে খুব বেশী দপ্ দপ্ করা ব্যথা দেখা দেয়। জোরে সংকোচন হবার মত, প্রসব বেদনার মত ব্যথা পিঠ থেকে সামনে পিউবিস পর্যন্ত আসতে ও সেই সঙ্গে প্রস্রাব করার তীব্র ইচ্ছা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জরায়ুতে প্রসব বেদনার মত, টেনে ধরার মত বেদনা ছাড়াও ভিতর থেকে রক্তের ক্লট বের করে ফেলার মত নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়া বেদনা ও দেখা দেয়। কৃত্রিম প্লেথোরা অবস্থায় মেনোরেজিয়া ও সেই সঙ্গে সেক্রাম বা লাম্বার অংশ থেকে সামনে পিউবিস পর্যন্ত প্রসব বেদনার মত, নিচের দিকে সবকিছু ঠেলে বার করে ফেলার মত বেদনা সহ পাতলা, তরল, টাটকা লাল রক্ত ও মাঝে মাঝে বড় বড় রক্তের দলা বেরিয়ে আসে, তোড়ে রক্তস্রাব হয় ; নড়া-চড়ায় স্রাব বিশেষভাবে বেশী হতে দেখা যায়।

আবার ক্লিম্যাকটারিকে অর্থাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হবার বয়সে যে সব মহিলার স্বাস্থ্য খুববেশী পরিশ্রমে অথবা বহুসন্তানের জন্ম দেবার ফলে ভেঙ্গে পড়ে তাদের ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উপরোক্ত ধরনের রক্তস্রাব হতে দেখা যেতে পারে ; টকটকে লাল তরল রক্তের সঙ্গে রক্তের ক্লট মিশে থাকে, সেক্রাম থেকে পিউবিস পর্যন্ত বেদনা দেখা দেয় ; রোগিণী অবসন্ন ও অ্যানিমিক হয়ে পড়ে ; কিন্তু কিছু সময় পরেই তাকে আবার সুস্থ দেখায়, তার মুখমণ্ডল পুষ্ট ও রক্ত প্রধান বা প্লেথোরার মত হয়ে পড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আবার স্রাব হয়ে দেহ ভেঙ্গে পড়ে। ফিব্রয়েড টিউমারের সঙ্গেও ঐরূপ রক্তস্রাব হতে পারে।

ভ্যাজাইনাতে ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে ছোট ছোট দানার মত গ্র্যানিউ-লেসন সৃষ্টি ও প্রচুর লিউকোরিয়া স্রাব হয়। লিউকোরিয়া স্রাবে রক্তমেশানো থাকে। গনোরিয়ার আক্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে উপযোগী। এটিতে **থুজার** মতই আঁচিল বা সেই ধরনের গ্যাজ সৃষ্টি হতে দেখা যায় যেটা সাইকোসিসের লক্ষণ। **থুজার** আঁচিল প্রভৃতি কিছুটা অধিক অনুভূতিপ্রবণ থাকে, তার উপরে পাতলা একটা আবরণের মত থাকতে দেখা যায় এবং সামান্য স্পর্শেও সেখান থেকে রক্তপাত হয়। স্যাবাইনা প্রয়োগে মলদ্বারের কাছে, ভালভা ও পুরুষদের যৌনাঙ্গে সৃষ্টি হওয়া আঁচিল ফুলকপির মত চেহারার উদ্ভেদ প্রভৃতি সারানো যেতে পারে।

জরায়ুর রক্তস্রাবে এই ওষুধের সঙ্গে **ইপিকাক** তুলনীয় ; ঐ ওষুধটিতেও স্যাবাইনার মত প্রচুর টাটকা লাল রক্তস্রাব তোড়ে হতে দেখা যায়। কিন্তু স্রাব তোড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু হবার অনেক আগে থেকেই রোগিণী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে

তার মুখমণ্ডল ফেকাশে হয়ে যায় ; গা-বমিভাব ও মূর্চ্ছা থাকার মত অনুভূতি দেখা দেয় ; সিংকোপের মত লক্ষণ প্রভৃতি সবই রক্তপাতের পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে। **মিলিফোলিয়ামে** তোড়ে রক্তস্রাব হয়, তবে ঐ ওষুধে দিনের পর দিন ধরে ফোঁটা ফোঁটা করে, এক নাগাড়ে টাটকা লাল রক্তস্রাব হতে দেখা যাবে। **সিকেলি কর**-এও স্যাবাইনার মত লক্ষণ থাকতে দেখা যায় এবং ঐ ওষুধটি ব্যবহার করতে হলে কখনও বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করা উচিত নয়। ঐ ওষুধে বার করে দেবার মত, নিচের দিকে নামা বেদনা, প্রসব বেদনার মত বেদনার সঙ্গে বড় বড় রক্তের দলা বা ক্লট বেরোয়, স্রাবও বেশী পরিমাণে হয় ; কিন্তু সেই স্রাব কালচে ও দুর্গন্ধ-যুক্ত থাকে ; কিছু সময় পরে ঐ স্রাব পাতলা জলের মত হয়ে পড়ে এবং কাপড়ে এমন একটা বাদামী দাগ সৃষ্টি করে যা সহজে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় না ; অনেক সময় স্রাবটাকে আলকাতরার মত কালচে ও একনাগাড়ে প্রচুর স্রাব হতে দেখা যায় এবং মনে হয় যেন জরায়ুর সংকোচন সৃষ্টির কোন ক্ষমতাই নেই। প্রসবের সময় অথবা অ্যাবরসনের ক্ষেত্রে **আরগট** ক্রুড অবস্থায় প্রয়োগ করলে জরায়ুর সংকোচন ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং ঋতুস্রাবের সময় অথবা পরবর্তী সন্তান প্রসবের সময় ঐরূপ দুর্বলতা দেখা দেয় এবং আরগট্ প্রয়োগজনিত ঐ সব লক্ষণ বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে যেটা সোরার আর এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ। **আরগট** বেশী পরিমাণে ব্যবহার করলে ভ্রূণটা মরে গিয়ে অ্যাবরসন দেখা দিতে পারে কিন্তু রোগীর স্রাব একনাগাড়ে চলতেই থাকবে, যখন তার জরায়ুর সংকোচন ঘটা একান্ত প্রয়োজন, তখন সেই সংকোচন আসে না, জরায়ুতে একটা পক্ষাঘাতের মত অবস্থা দেখা দেয়। ঐরূপ লক্ষণেই আমরা **সিকেলি কর** (**আরগট** থেকে তৈরি ওষুধ) প্রয়োগ করে থাকি। ঐ রোগিণীর একনাগাড়ে স্রাব চোয়াতে থাকে ; ঘরটা যত ঠাণ্ডা থাক না কেন সে দেহে কোন আচ্ছাদন রাখতে চায় না, কোন উত্তাপ সহ্য করতে পারে না ; রোগিণী রোগাটে, শুকনো কুঁকড়ে থাকা ত্বক যুক্ত, খুব ক্ষুধার্ত থাকে ; তার ত্বক মলিন দেখায় ; দেহে কখনো চর্বি জমে না, দেহ কখনো সবল হয় না। তার ত্বকে শিরাজনিত স্ফীতি বা ভেরিকোজ অবস্থা, পায়ের আঙুলে কালচে, মলিন ছোপ পড়ে পায়ের লম্বা হাড় বা টিবিয়ার উপরে কালচে দাগ সৃষ্টি হয় এবং রোগিণী তার পায়ে কোন ঢাকা না রেখে সে শুয়ে থাকতে চায়। এই ধরনের রোগিণীদের দেহের মাংস শুকিয়ে যায়, গায়ের চামড়া কুঁচকে যেতে দেখা যায়।

পুরানো বা দীর্ঘদিনস্থায়ী, গোলযোগপূর্ণ রক্তস্রাব, সামান্য কারণেই নতুন করে শুরু হতে দেখা গেলে স্যাবাইনা তোড়ে রক্তস্রাব হওয়াটা বন্ধ করতে পারবে, অ্যাকিউট স্টেজটা দূর করতে পারলেও সম্পূর্ণভাবে সারাতে পারবে না ; ঐ স্রাব বার বার দেখা দিতে থাকলে তখন **সালফারের** মত কোন অ্যাণ্টিসোরিক কার্যকরী হবে। **সোরিনামে** রক্তস্রাবের লক্ষণ বিশেষ না থাকলেও যে সব ক্ষেত্রে বার বার চুঁইয়ে রক্তস্রাব ফিরে ফিরে দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে **সালফারের** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে **সোরিনাম** ফলপ্রদ হতে পারে।

ফসফরাসেও স্যাবাইনার সম লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। ঐ ওষুধটিতেও প্রচুর টাটকা লাল রক্তস্রাব হয় এবং তার সঙ্গে ক্লট থাকতেও পারে। তবে ঐ ওষুধের বিশেষত্ব রক্তস্রাবের বাইরে অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায়। মুখমণ্ডলের চুপসে যাওয়া অবস্থা, জিহ্বা ও মুখ খুববেশী শুকনো থাকা, তীব্র ধরনের অদম্য পিপাসা, বরফ ঠাণ্ডা জলের জন্য আকুতি প্রভৃতির সঙ্গে উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাব তোড়ে অথবা একনাগাড়ে চুঁইয়ে পড়তে দেখা যায়।

এভাবেই আমরা বিভিন্ন ধরনের রক্তস্রাবযুক্ত ওষুধগুলি সম্বন্ধে জানতে ও বুঝতে পারি। চিকিৎসককে আপৎকালীন ওষুধগুলি, যেমন ভয়াবহ ধরনের উদরাময় কলেরা, ভয়ংকর কষ্টদায়ক রক্তস্রাব প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ কার্যকরী ওষুধগুলি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করে পরিচিত হতে হবে। যাতে সহজেই একের সঙ্গে অপরের পার্থক্যটা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায় ; কেননা রক্তস্রাবের মত গুরুতর অসুস্থতায় বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বন্ধ করা একান্ত জরুরী।

জরায়ুর সংকোচন ক্ষমতার অভাবজনিত দুর্বলতা বা অ্যাটোনি স্যাবাইনার একটি বিশেষ লক্ষণ। জরায়ুর ভিতরে একটা রক্তের দলা বা ক্লট অথবা পিণ্ডাকৃতি কোন টিউমার বা মোল থাকলে তবেই জরায়ুতে সংকোচন দেখা দেয়, নতুবা নিজে থেকে জরায়ুতে সংকোচন সৃষ্টি হয় না। স্যাবাইনাতে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে ও রক্তপাত হতে পারে তবে সেই লক্ষণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য ওষুধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কারণ দেহের অন্যান্য অংশের রক্তপাতের লক্ষণে এই ওষুধটির বৈশিষ্ট্য খুব একটা জানা যায়নি।

বাত ও গেঁটেবাতের অনেক লক্ষণই এই ওষুধে দেখা যায় ; জয়েন্টে গেঁটে বাত-জনিত নোডোসাইটস সৃষ্টি হয় সেগুলিতে খুব জ্বালা ও উত্তাপবোধ থাকে বলে রোগী হাত-পা বিছানার বাইরে রাখতে বাধ্য হয়। গেঁটেবাতের উপসর্গের সঙ্গে ধাতুগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটা ; পর্যায়ক্রমে লক্ষণ দেখা দেওয়া ; যখন গেঁটে বাতের উপসর্গ থাকে তখন রক্তস্রাব দেখা দেয় না, আবার রক্তস্রাব যখন দেখা দেয় তখন বাতজনিত উপসর্গ কম থাকে। শিরায় গেঁটে বাতজনিত অবস্থা থেকে প্রায় ক্ষেত্রেই রক্তপাত বা রক্তস্রাবের অবস্থা সৃষ্টি হয়।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া
(Sanguinaria)

'ব্লাডরুট' একটি প্রাচীন গৃহস্থালী ওষুধ রূপে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের কৃষক বধূরা ঘরে 'ব্লাডরুট' না থাকলে শীতকালের ঠাণ্ডায় ঘর থেকে বাইরে বেরোয় না। শীতকালের ঠাণ্ডা দিনগুলিতে যখন 'কোরাইজা' দেখা দেয় ; মাথা গলা ও বুকে ঠাণ্ডা বসে যায় তখন ঐ কৃষক বধূরা 'ব্লাডরুট' থেকে পাঁচন তৈরি করে খায়। ঠাণ্ডা লাগার ক্ষেত্রে এটা তাদের একটা রুটিন হিসাবে ব্যবহার্য

ওষুধ। ঠাণ্ডা লাগা অবস্থার সব উপসর্গেই এটা ব্যবহার হয় এবং ক্রুড বা অপরিশোধিত অবস্থায় ব্যবহার করা হলেও তাতে ঠাণ্ডা লেগে যে সব উপসর্গ সৃষ্টি হয় তার অনেকটাই প্রশমিত বা দমিত হয়; এই ওষুধটির প্রুভিংয়েও দেখা গেছে যে এটিতে বুকের উপসর্গ ও ঠাণ্ডা লাগা অবস্থায় বুকের ভিতরে গোলযোগ সৃষ্টি হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মাথাধরা, বিশেষত সাতদিন অন্তর মাথাধরা আসতে দেখা যায়; সকালে মাথাধরা নিয়েই রোগীর ঘুম ভাঙ্গে। অক্সিপুট অংশে বেদনা শুরু হয়ে উপরের অংশ ও ডানদিকের টেম্পল অংশে গিয়ে স্থায়ী হয়। দিনের বেলা মাথার যন্ত্রণা খুববেশী থাকে এবং আলোতে সেটা বেড়ে যায় বলে রোগী কোন একটা অন্ধকার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। বমি হয়ে পিত্ত, শ্লেষ্মা, তেঁতো জিনিস ও ভুক্তদ্রব্য উঠে যাবার পরে মাথার যন্ত্রণা কমে আসে। ঢেকুর উঠলে এবং বায়ু নিঃসরণ হলেও মাথাধরার যন্ত্রণা কমে যায়। মাথাধরার সঙ্গে যদি রাত্রিতে রোগীর হাত-পায়ে উত্তাপবোধ থাকায় হাত-পা বিছানার বাইরে রাখার চেষ্টা বা লক্ষণের কথা জানা যায় তবে সেটা এই ওষুধের একটি বাড়তি উপযোগী লক্ষণ হবে।

ধরা যাক একজন লোক ক্রনিক মাথাধরা থেকে কোন একভাবে মুক্তি পেয়েছে এবং বেশ কিছু দিন তার আর মাথার যন্ত্রণা হয়নি; কিন্তু তখন থেকেই সে ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে; 'ঠাণ্ডা লাগলেই সেটা তার নাক, গলা ও ব্রঙ্কিয়াল টিউবে গিয়ে বাসা বাঁধে এবং ঐ সব অংশে আগুনের মত বোধ হয়, যেন সেখানে হেজে গেছে; দগ্‌দগেভাব সৃষ্টি হয়ে জ্বালা করতে দেখা যায়; ঘন ও সহজে বের করে ফেলা যায় না এমন আঠালো ধরনের শ্লেষ্মা বা গয়ের ওঠে; পেটে নানা ধরনের উপসর্গ, খুব উদ্গার ওঠে এবং তীব্র ধরনের কাশির একটা আক্রমণ ঘটার পরেই বেশী করে উঠতে দেখা যায়।

এই ওষুধটি দীর্ঘদিন ধরে ক্রিয়াশীল ওষুধ নয়। স্যাঙ্গুইনেরিয়া প্রয়োগে বমি সহ পিরিয়ডিক মাথাধরা দমিত বা কমিয়ে আনার পরে একটি উপযুক্ত অ্যান্টিসোরিক ওষুধ প্রয়োগ করা না হলে ঐ মাথাধরা আবার ফিরে আসবে অথবা আরও খারাপ কোন উপসর্গ দেখা দেবে, কারণ স্যাঙ্গুইনেরিয়ার উপসর্গটিকে সারিয়ে তোলার মত গভীরতা নেই। আমি এমন এক রোগীকে দেখেছিলাম যার মাথাধরা স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে কমে যাবার পরে এপিথেলিওমা সৃষ্টি হয়েছিল এবং **ফসফরাস** প্রয়োগে সেটা সেরে যায়। **ফসফরাস** ঐ রোগীর উপযুক্ত ধাতুগত ওষুধ, তাই মাথাধরার চিকিৎসার শেষভাগে তাকে **ফসফরাস** প্রয়োগ করা হলে তার আর এপিথেলিওমার মত মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিত না বলেই আমার স্থির বিশ্বাস।

একজন রোগী ব্রঙ্কাসের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় খুববেশী দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে ঠাণ্ডায় খুববেশী সংবেদনশীল; আবহাওয়ার প্রতিটি পরিবর্তন, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়, প্রতিটি ঝড়ো হাওয়ায়, পোশাক পরিবর্তনেও প্রতিবার তার নতুন করে

ঠাণ্ডা লেগে যেত। তার বুকে, স্টারনামের পিছনে জ্বালাবোধ, ঘন, দড়ির মত, শক্ত ধরনের গয়ের ওঠা, আক্ষেপযুক্ত কাশি এবং প্রতিবারে কাশির পরে ঢেকুর ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা গেছে। এর সঙ্গে রোগীর হাতের তালু ও পায়ের তলায় উত্তাপ-বোধের লক্ষণটি যোগ করে নিলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি তাকে সাময়িকভাবে সুস্থ করে তুলবে। এই ধরনের উপসর্গে অনেকক্ষেত্রেই **সালফার** প্রয়োগ করে রোগীর অবস্থা আরও শোচনীয় করে তোলা হয়। এই ধরনের যক্ষ্মারোগীদের জন্য **সালফার, সাইলিসিয়া** এবং **গ্র্যাফাইটিসের** তুলনায় ভাল ফলদায়ী আর এক শ্রেণীর ওষুধ আছে, যেমন, **পালসেটিলা, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সিনাসিও, গ্রাগিনিস** এবং **কক্কাস ক্যাকটাই** ; এই সব ওষুধে রোগী অনেকটা সুস্থ হয়, তার কষ্ট কমে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাকে কোন গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধের মাঝারী ধরনের শক্তি গ্রহণের উপযোগী করে তুলতেও সক্ষম হয়। তবে রোগীর জীবনীশক্তি বা ভাইটাল ফোর্স ক্ষীণ হয়ে পড়লে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ প্রয়োগ না করাই উচিত। যাদের জীবনীশক্তি খুব করে কমে গেছে বা দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের **ফসফরাস** প্রয়োগ করার বিষয়ে হ্যানিম্যান সাবধান করে গেছেন। স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্ষণস্থায়ী ভাবে ক্রিয়াশীল এবং উপরে উপরে কার্যকরী ওষুধ এবং এটির সাহায্যে প্যালিয়েশন ভালভাবে করা যায়।

নাক ও গলায় শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বিশেষ ভাবে ঠাণ্ডা লেগে, বিষাক্ত গাছ-গাছড়া থেকে অথবা গোলাপের গন্ধ থেকে সৃষ্টি হলে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়। এই ওষুধে জুন মাসে 'রোজ কোল্ড' হতে দেখা যায়। রোগী ফুল ও তার গন্ধে খুব অনুভূতিপ্রবণ হয়, হে ফিভারে আক্রান্ত হবার প্রবণতা দেখা যায়। হে ফিভারে নাক ও গলায় জ্বালাবোধে মনে হয় যেন ঐ সব অংশ একেবারে শুকনো ; মিউকাস মেমব্রেন যেন ফেটে, ছিঁড়ে যাবে বলে বোধ হতে থাকে। ল্যারিংক্সে শুষ্কতা ও জ্বালাবোধ সঙ্গে স্বরভঙ্গ ; বুকের ভিতরে জ্বালাও শুকনো অনুভূতির সঙ্গে হাঁপানি ও সেই সঙ্গে হাত ও পায়ের তলায় জ্বালাবোধ থাকে। হাতের তালু পরীক্ষা করলে শুকনো, কোঁচকানো ও উত্তপ্ত থাকতে দেখা যায় ; পায়ের তলাতেও ঐ রূপ অবস্থার সঙ্গে সেখানকার ত্বক পুরু ও শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। কড়া সৃষ্টি হয়ে তাতে জ্বালা করে, পায়ের আঙুলে জ্বালাবোধ থাকায় রোগী পা বিছানার বাইরে রেখে জ্বালা বোধ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে।

মাথাধরায় সেটাকে রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা বলে মনে হয় ; সকালের দিকে মাথাধরা দেখা দেয়, মাথার পিছন দিক থেকে উঠে সেটা ডানদিকের চোখের উপরের অংশে এসে চেপে বসতে দেখা গেলেও সারা মাথাতেই উত্তাপ ও কামড়ানি ব্যথা থাকে।

সালফার, সাইলিসিয়া এবং স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে প্রতি সাতদিন অন্তর মাথাধরায় লক্ষণ পাওয়া যায়। **আর্সেনিকামে** প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর মাথাধরা দেখা দেয়। তবে অন্য ধরনের মাথাধরায় যে ঐসব ওষুধ কার্যকরী হবে না সেটা বলা চলে না ;

কারণ স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে প্রতি তিন দিন বাদে বাদেও মাথাধরা হতে দেখা যায়। প্রতি দু'সপ্তাহ বাদে দেখা দেওয়া মাথাধরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই **আর্সেনিকামে** সারানো যায় অথবা খুব ভগ্নস্বাস্থ্যের রোগীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সারানো না গেলেও কমিয়ে রাখা যায়। যে কোন ক্রনিক ধরনের মাথাধরা রোগীর বার্ধক্যজনিত ভগ্ন দশা সৃষ্টি হবার আগেই সারিয়ে তোলা প্রয়োজন, কারণ বার্ধক্যজনিত ক্ষয় শুরু হলে তখন আর ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় সুস্থতা সৃষ্টির ক্ষমতা দেহে থাকে না।

তেতো বমি হবার সঙ্গে মাথায় পালসেশন বা টিপ্‌টিপ্ করা অনুভূতি দেখা দেয়; নড়া-চড়ায় সেটা আরও বেড়ে যায়। মাথাধরা নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পেলেও সেটা **ব্রায়োনিয়ার** মত ততটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। স্যাঙ্গুনেরিয়ায় মাথাধরা বিকেলের দিকে বা রাত্রিতে বেড়ে গিয়ে এত তীব্র আকায় নেয় যে রোগী গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, তখন সামান্য একটা পা ফেলা বা ঝাঁকুনি লাগায় বেদনা খুববেশী বোধ হতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই ঐ তীব্র ধরনের মাথাধরায়, আলো, গোলমালের শব্দ, নড়া-চড়া প্রভৃতি রোগীর সহ্য হয় না।

মাথাধরায় রোগীর মনে হয় যেন তার কপালটা ভেঙ্গে বা ছিঁড়ে পড়বে; সেই সঙ্গে শীতভাব ও পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ দেখা দেয়। মাথাধরায় ডানদিকের চোখের উপরে বেদনা হয় যেটা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা দেওয়া 'সিক্ হেডেক' সকালের দিকে শুরু হয়, দিনের বেলায় বৃদ্ধি পায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে; মাথাটা ফেটে যাবে বলে মনে হতে থাকে, অথবা যেন চোখ ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে এরূপ বোধ সহ মস্তিষ্কে দপ্‌দপ্ করা, ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত ব্যথা, ডান দিকে বেদনা বেশী থাকে, কপাল ও মাথার ভারটেক্স অংশের ডানদিকে বেদনা বেশী থাকতে দেখা যায় এবং তার পরেই শীতভাব, গা-বমিভাব, ভুক্তদ্রব্য বা পিত্ত বমি হওয়া প্রভৃতি দেখা দেয়; রোগী শুয়ে পড়তে বা চুপচাপ থাকতে বাধ্য হয়; ঘুমিয়ে পড়লে বেদনা কমে যায়। মাথাধরার ক্ষেত্রে এই ধরনের সব লক্ষণ না পাওয়া গেলেও স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে মাথাধরায় এই ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

সব ধরনের স্নায়বিক বেদনা; কেটে ফেলা, ছিঁড়ে যাওয়া, ঘষটে বা থেঁতলে যাবার মত বেদনায় মনে হয় যেন মাংসপেশী ছিঁড়ে গেছে অথবা মাংসপেশী খুব জোরে টেনে রাখা হয়েছে। নিউর্যালজিয়া অথবা বাতজনিত বেদনার সব ক্ষেত্রেই ছিঁড়ে যাবার মত বোধ থাকে। স্কাল্পে বেদনা হতে পারে, তবে কাঁধ ও ঘাড়েই বেদনা বেশী হয়; ঘাড় শক্ত বা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে; রোগী বিছানায় পাশ ফিরতে কষ্ট বোধ করে, হাত উঁচুতে তুলতে পারে না, যদিও হাত এদিক-ওদিক ঘোরাতে তার বিশেষ কষ্ট হয় না। ঘাড়ের দিকে, ডেলটয়েড মাংসপেশীতে বেদনা দেখা দেয়। এই ওষুধটিতে ডান দিকে বেশী বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গ সৃষ্টি করতে দেখা গেলেও দেহের বাম দিকেও আক্রমণ ঘটতে দেখা যায়। ডান বাহুতে ও কাঁধে বাতজনিত বেদনায় রোগী বাহু উঁচু করতে পারে না; তার ঘাড় ও পিঠের সব মাংসপেশীই

আক্রান্ত হয়ে পড়ে, ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। বেদনা দিনের বেলায় দেখা দিলে সেটা দিনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ও রাত্রি পর্যন্ত চলে, তবে স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে রাত্রিতেই উপসর্গ খুববেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

একজন রোগীর ঠাণ্ডা লাগার পরে হয়ত চিকিৎসার জন্য এসেছে। সে হাত উঁচু করতে পারছে না, হাত দুটি দু'পাশে ঝুলেই রয়েছে; বেদনা রাত্রিতে বিছানায় থাকা অবস্থায় বেশী হয়; সে বিছানায় পাশ ফিরতে পারে না, কারণ তাতে কাঁধের মাংসপেশীকে কাজে লাগাতে হয়; সম্ভবত তার ডেলটয়েড মাংসপেশীতে বেদনা আছে, তবে কোন্ টিসু আক্রান্ত হয়েছে সেটা দেখার প্রয়োজন নেই।

ফেরাম এই ওষুধের সঙ্গে তুলনীয়। যে সব রোগীর মুখমণ্ডল লালচে থাকে, যাদের দেহে রক্তোচ্ছ্বাস বেশী দেখা যায়, তারা যদি বাহু উপরের দিকে তুলতে বেদনা বোধ করে এবং রাত্রির বদলে দিনের বেলাতেই যদি বেদনা খুব বৃদ্ধি পায় এবং খুব আস্তে বা বা মৃদুভাবে নড়া-চড়ায় যদি আরামবোধ হতে দেখা যায়, তা হলে সেই রোগীকে **ফেরাম** দিতে হবে। স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে নড়া-চড়ায় আরামবোধ হয় না, বাহুতে নাড়া লাগে এমন নড়া-চড়ায় তার বেদনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। **ফেরামে** ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করলে আরামবোধ কিন্তু দ্রুত নাড়াচাড়া করায় বৃদ্ধি এবং দিনের বেলায় বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **ফেরামের** রোগীর মুখমণ্ডলে লালচে, প্লেথরিক ভাব থাকে কিন্তু স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে মুখমণ্ডল ফেকাশে দেখা যায়। বুকের উপসর্গের সঙ্গে এই ওষুধটিতে গালের হনু বা 'ম্যালার বোন' এ হেকটিক্ জ্বরের বা সান্ধ্যজ্বরের রোগীদের মত লালচে গোল একটা দাগ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

পাকস্থলীর গোলযোগ, অতিভোজন, বেশী গুরুপাক খাদ্য, মদ প্রভৃতি গ্রহণের ফলে মাথাধরায় এই ওষুধটি **নাক্সের** মত কার্যকরী হয়। বীয়ার পানের ফলে পাকস্থলীর গোলযোগ দেখা দেয়, এক চামচ জলও পেটে না থেকে বমি হয়ে যায়; কোন খাদ্য বা পানীয়ই পাকস্থলীতে সহ্য হয় না, বমি হয়ে উঠে আসে। এই ধরনের গোলযোগের সঙ্গে মাথাধরা; অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে উদরাময় এবং বমি হওয়া লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গলায় ক্রনিক শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় গলায় মিউকাস মেমব্রেন পুরু হয়ে যায় বলে মনে হয়। নাক ও ফ্যারিংক্সে শ্লেষ্মা ভর্তি হয়ে থাকে এবং রোগী সেটা কেশে তুলে ফেলে; শুকনো জ্বালাকরা অনুভূতি থাকে এবং প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগার সঙ্গে জ্বালাবোধটা বিশেষভাবে দেখা যায়।

স্রাবের হাজাকর লক্ষণ এই ওষুধের অপর একটা বৈশিষ্ট্য। নাকে হাজাকর শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়ে গলায় জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়। হাজাকর, গরম, তরল পদার্থ পাকস্থলী থেকে ঢেকুরের সঙ্গে উঠে আসে এবং তাতে মুখ ও গলা হেজে যায়। ডায়রিয়াতেও হাজাকর মলত্যাগ করতে দেখা যায়; বিশেষভাবে শিশুদের মলদ্বারের কাছটা হেজে গিয়ে দগ্‌দগে ও লাল হয়ে উঠতে দেখা যায়। পুরানো পাকস্থলীর

গোলযোগের সঙ্গে অন্ত্র, পাকস্থলী ও পেটে এক ধরনের জ্বালাবোধ, সামান্য এক চামচ জলও বমি হয়ে যাবার সঙ্গে জ্বালাবোধ ; সব ধরনের পেটের গোলযোগ, ডিসপেপসিয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

জিহ্বা লাল থাকে এবং উত্তপ্ত কিছুর সংস্পর্শে আসার মত জ্বালা করে। ফ্যারিংক্স ও ঈসোফেগাসে, মুখের ভেতরে টাকরায় জ্বালাবোধ হয়। টন্সিলাইটিসের সঙ্গে জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়। জ্বালা করা ও হেজে যাবার মত অনুভূতি যেকোন আক্রান্ত মিউকাস মেমব্রেনেই দেখা যেতে পারে।

শীতবোধের সঙ্গে হঠাৎ অসুস্থবোধ করায় রোগীকে হয়ত বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে ; তার বুকের ভিতরে জ্বালাবোধ, নিউমোনিয়ার লক্ষণ ; মরচে রঙের গয়ের ওঠা ; ভয়ানক কাশি ; প্রতিবারের কাশিতে ট্রেকিয়া যেখানে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে সেখানে জোর ঝাঁকুনি বা কণ্ঠকাসনের মত অনুভূতি, মনে হয় যেন সেইস্থানে একটা ছুরি বিঁধে আছে, যেন ঐ জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে ; এবং কাশির পরে প্রচুর পরিমাণে, উচ্চশব্দযুক্ত উদ্গার, শূন্য ঢেকুর ওঠে। এরূপ লক্ষণ আর কোন ওষুধেই পাওয়া যায় না।

গা-বমিভাবের সঙ্গে পাকস্থলীতে খুব জ্বালাবোধ ও প্রচুর থুথু ওঠে ; বমি হয়ে গেলেও গা-বমিভাব কমে না ; বমি ও ওয়াক্ ওঠা চলতেই থাকে। আগুনের মত জ্বালাবোধ দেখা দেয়। খুববেশী জ্বালাবোধর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল করে **আর্সেনিক** প্রয়োগ করা হয়।

তেতো, টক, হাজাকর তরল, ভুক্তদ্রব্য, কৃমি প্রভৃতি বমির সঙ্গে উঠে আসে ; বমি হবার আগে উদ্বেগবোধ দেখা দেয়, সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ এবং মাথাধরাও থাকে। বমি হবার পরে মাথার যন্ত্রণা কমে যায় কিন্তু খুব অবসাদ দেখা দেয়। মাথাধরা ও পাকস্থলীর গোলযোগের সঙ্গে এই ধরনের উপসর্গ থাকে। পাকস্থলী টকে যাবার লক্ষণ হিসাবে টক বমি ও টক উদ্গার ওঠে।

মাথাধরা ও অন্যান্য অনেক উপসর্গের সঙ্গেই স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়, যেন ক্ষুধাবোধ হচ্ছে সেইরূপ শূন্যতাবোধ থাকে কিন্তু ঐ বোধ খাদ্যের জন্য ক্ষুধাবোধ নয়। ক্ষুধাবোধযুক্ত মাথাধরা লক্ষণসহ **ফসফরাসের** মত লক্ষণ দেখা যায়। ক্ষুধাবোধযুক্ত মাথাধরায় অন্যসব ওষুধের তুলনায় **সোরিনাম** অগ্রগণ্য ; কিন্তু **সোরিনামে** খাদ্যের প্রতি ক্ষুধাবোধ থাকে, রোগীর মনে হয় যেন সে যথেষ্ট খেতে পারে নি ; স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে ক্ষুধাবোধ আছে তবে সেটা খাদ্যের জন্য নয়, সেখানে খাদ্যের কথা শুনলে বা গন্ধ পেলে তার বিরূপতা দেখা দেয়। **সোরিনাম** এবং **ফসফরাসের** রোগী প্রচুর পরিমাণে (নেকড়ে বাঘের মত) খেতে পারে। স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে মাথাধরার সঙ্গে কৃত্রিম ক্ষুধাবোধ হতে দেখা যাবে। মাথাধরা ও শীতবোধের সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়।

হাঁপানির সঙ্গে হাজাকর তরলপদার্থ ঢেকুরের সঙ্গে ওঠে। পাকস্থলীর গোলযোগের সঙ্গে হাঁপানি দেখা গেলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া সেটা সাময়িকভাবে কমিয়ে

দিতে পারবে। পাকস্থলীর গোলযোগের সঙ্গে হাঁপানিতে **নাক্সের** কথা ভুললে চলবে না।

লিভারের উপসর্গে বেদনা, কামড়ানিবোধ ও পূর্ণতাবোধ থাকে। পাকস্থলী ও ডিওডিনামের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় পিত্ত ডিওডিনাম থেকে নিচের দিকে যাবার বদলে পাকস্থলীতে উঠে আসে এবং সেটা তেতো, সবুজ, হলদেটে তরল পদার্থরূপে ঢেকুরের সঙ্গে উঠে আসে। কয়েকদিন ধরে পাকস্থলীর গোলযোগ, টক গরম উদ্গার ওঠা প্রভৃতি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে পিত্তসহ তরল জলের মত তোড়ে মল নির্গমন সহ উদরাময় দেখা দেয়। **নেট্রাম সালফ্**, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, **পালসেটিলা** এবং **লাইকোপোডিয়ামে** ডায়রিয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে দেখা দিলে সেটা সারানো যেতে পারে।

জরায়ুর নিচে, সারভিক্সের অস্ অংশে ক্ষত ও সেই সঙ্গে দুর্গন্ধ, হাজাকর লিউকোরিয়া হতে দেখা যায়। সন্ধ্যার দিকে পেট ফুলে ওঠে, জরায়ুর অস্ থেকে ভ্যাজাইনার মাধ্যমে বায়ু নিঃসরণ হয় এবং সেই সঙ্গে ঘাড়ের সরু অংশ থেকে মাথা পর্যন্ত একটা আলোক শিখার মত বেদনা ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়।

গলায় শুষ্কতা ও জ্বালাবোধের সঙ্গে বিশেষ ধরনের কাশি ; হুপিং কাশির মত উপসর্গ, কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি পাওয়া এবং তার সঙ্গে ডায়রিয়া দেখা দেওয়া ; শুকনো কষ্টকর, আক্ষেপযুক্ত কাশির সঙ্গে ব্রঙ্কাইতে দগ্‌দগে অনুভূতি ও জ্বালাবোধ ; ট্রেকিয়াতে এত বেশী টন্‌টন্ করা ও ক্ষতের মত বেদনা থাকে যে ঈসোফেগাস দিয়ে খাদ্যের দলা নামার সময় রোগী সেটা অনুভব করতে পারে এবং কখন কোথা দিয়ে সেটা নামছে সেটা দেখিয়েও দিতে পারে।

সার্সাপেরিলা
(Sarsaparilla)

সার্সাপেরিলা খারাপ ধরনের ক্রনিক রোগ, বিশেষত যে সব রোগ মার্কারী, সাইকোসিস, সিফিলিস ও সোরা বিষের জটিল একটা মিশ্রিত রূপ নিয়েছে সেইসব রোগের পক্ষে উপযোগী। **মার্কিউরিয়াস, ল্যাকেসিস** এবং অন্যান্য কিছু ওষুধের মত দুর্বলতাটাই প্রধান উপসর্গ রূপে দেখা দেয়। দেহের বিভিন্ন টিসু থলথলে হয়ে পড়ে, আহত স্থানের টিসু সহজে সেরে উঠতে চায় না, সামান্য কারণেই সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। কোন একটা স্থানে আঘাত লাগলে একটা উন্মুক্ত ঘা থেকে যায় এবং সেটা সহজে সারতে চায় না এবং ফ্যাগেডিলার মত পচা ঘায়ে পরিণত হয়ে **আর্সেনিকাম ল্যাকেসিস,** এবং **মার্ককরের** মত ছড়িয়ে পড়ে। সারাদেহে দুর্বলতা, পক্ষাঘাতের মত একটা দুর্বলতাবোধ দেখা দেয়। মানসিক দিক থেকে একটা হতবুদ্ধিভাব, কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, মনে এক ধরনের ধীরতা, শ্লথতা দেখা দেয় এবং

জড়বুদ্ধি হবার প্রান্তসীমায় গিয়ে পেঁছায় এবং শেষ পর্যন্ত জড়বুদ্ধি হয়ে পড়তেও দেখা যায় ; মল ও বিভিন্ন টিস্যুর দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

দেহের সব যন্ত্রাদিই দুর্বল, শ্লথ, ধীরগতি এবং কনজেসটেড বা অধিক রক্তসঞ্চিত অবস্থায় থাকে। শিরায় দুর্বলতা ও স্ফীতি, হাত-পায়ে ভেরিকোজ অবস্থা সৃষ্টির প্রবণতা, দেহ ও মুখমণ্ডলে ভেরিকোজ ক্ষত, এবং অর্শ সৃষ্টি হবার প্রবণতা দেখা দেয়। মুখমণ্ডল প্রায়ই লাল হয়ে থাকে এবং স্হানে স্থানে বিবর্ণ অংশ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পায়ে, পায়ের পাতায়, পায়ের আঙ্গুলে রক্ত সঞ্চালনের দুর্বলতায় নীলচে হয়ে পড়তে, বার্ধক্যজনিত গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হবার মত অংশ বিশেষ নীলচে হয়ে পড়তে দেখা যায়।

আর্দ্র, মামড়ীযুক্ত, চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ দেখা দেয়। হাতের তালুর ত্বকে পুরু শক্ত ও কড়া পড়ার মত হয়ে পড়তে, **সোরিনামের** মত দেখায় এবং মাঝে মাঝে নীলচে দাগও থাকে।

ঠাণ্ডা ও উত্তাপের বিষয়েও এই ওষুধে নানা ধরনের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। দেহের অভ্যন্তরে উত্তাপ গ্রহণে নানা ধরনের উপসর্গ ও লক্ষণ বৃদ্ধি পায় ; উষ্ণ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে উপসর্গ বেড়ে যায় ; রোগী শীতল পানীয় পছন্দ করে ; কিন্তু দেহের বাইরের অংশে উত্তাপ তার ভাল লাগে, উত্তাপে সে আরামবোধ করে।

সিকেলি কর্নেও টিস্যুতে খুববেশী দুর্বলতা, শিরায় রক্ত জমে থাকা, ক্ষত ও গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে একই ধরনে মনে হলেও শীত ও উত্তাপের সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ **সিকেলি কর** ও সার্সাপেরিলাতে দেখা যায়।

এই ওষুধের রোগীর পাকস্থলীতে খুবই খারাপ অবস্হা সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। ফ্লাটুলেন্স বা খুব গ্যাস জমে যাওয়া, একনাগাড়ে গা-বমিভাব, ঢেকুর ওঠা ও টক বমি হওয়া চলতে থাকে। কিছুই যেন হজম হতে চায় না : সবসময় রোগীর মনে হয় যেন খুববেশী খেলে যেমন হয় তেমনই তার পেটটা দমসম হয়ে রয়েছে, যেন সব ভুক্ত দ্রব্যই পাকস্হলীতে অজীর্ণ থেকে পচে গেছে।

দেহের বিভিন্ন অংশে স্ফীতি ও রক্তাধিক্য ঘটে। গলা, জিহ্বা ও মুখ দেখলে মনে হয় যেন সে সব জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হতে যাচ্ছে ; বেগুনী রঙের দাগগুলি যেন ছিঁড়ে যাবে ; কিন্তু সেরূপ কোন কিছুই হতে দেখা যায় না।

পায়ের দিকের টিস্যুতে ঈডিমা বা জলীয় রসযুক্ত ফোলাভাব সৃষ্টি হয়, আঙ্গুলের চাপে বসে যায়, শোথের মত লক্ষণ, ব্রাইট্স্ ডিজিজ সৃষ্টি হতে পারে।

পুরানো সিফিলিসের রোগী যাদের উপসর্গগুলি **মার্কারী** প্রয়োগে দমিত করা হয়েছে, যাদের মন ও দেহ বর্তমানে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ; পায়ের দিকে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে, সহ্যশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ; হার্টে প্যালপিটেশন দেখা দেয়, সামান্য পরিশ্রমেই দমবন্ধ হবার মত বোধ দেখা দেয়, সর্বদাই ক্লান্তিবোধ হয় ; দেহের এখানে-সেখানে ক্ষত, ত্বক থলথলে ও রাত্রিতে নানা

ধরনের কষ্টকর উপসর্গ দেখা দেয় ; রাত্রিতে হাড়ের বেদনা খুববেশী বেড়ে যায় সেইসব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি উপযোগী হবে। সার্সাপেরিলা **মার্কিউরিয়াসের** অ্যান্টিডোট হিসাবে কার্যকরী দেহে প্রতিক্রিয়া শক্তি ফিরিয়ে আনে।

বংশগত সিফিলিস থেকে শিশুদের ম্যারাসমাস বা শীর্ণতা রোগ দেখা দেয় ; গলা বা ঘাড়ের কাছে শীর্ণতা দেহের বিভিন্ন অংশে শুকনো, বেগুনী বা তামা রঙের উদ্ভেদ সৃষ্টি হয় ; খাদ্য পরিপোষণ ক্রিয়া থাকে না।

শিশুদের প্রস্রাবে খড়িমাটির মত, সাদাটে বা হলদেটে বালির মত গুঁড়ো গুঁড়ো পড়ে, প্রস্রাবের সময় খুব বেদনাবোধ থাকায় প্রস্রাব পেলেই শিশুটি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্রাব শেষ হবার মুহূর্তে শিশুটি অপার্থিব একটা চিৎকার করে ওঠে। পুরানো ভগ্ন স্বাস্থ্যের রোগীদের মধ্যে এইরূপ লক্ষণ দেখা যায় ; হঠাৎ যেন প্রস্রাব পড়া আটকে গেছে ও প্রস্রাব শেষ হবার সময় বেদনা-বোধ প্রভৃতির জন্য রোগী জোরে চিৎকার করে ওঠে।

দীর্ঘদিন ধরে লাম্পট্যে অভ্যস্ত লোকেদের অতিরিক্ত মদ ও মেয়ে মানুষের সংসর্গের জন্য হার্ট, ফুসফুস, মস্তিষ্ক এবং মূত্রথলীতে দুর্বলতা সৃষ্টি হয় তারা শীর্ণ ও লোল চর্ম হয়ে পড়ে। অকালবার্ধক্য দেখা দেয়, পায়ে স্ফীতি থাকায় হাঁটতে গেলে তারা টলতে থাকে। ভগ্ন স্বাস্থ্যের দুর্বলতা প্রথম দিকে **নাক্সের** সাহায্যে কমিয়ে রাখা বা প্যালিয়েট করা যায় কিন্তু পরে এমন একটা সময় আসে যখন ঐ রোগী দেহ ও মনে দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে ; তখন সার্সাপেরিলা, **ল্যাকেসিস, সিকেলি কর** প্রভৃতি ওষুধের প্রয়োজন হবে।

শিশুদের শীর্ণতা দেখা দেয়, পেটটি বড় হয় ; ত্বক শুকনো থলথলে হয়ে পড়ে, থক্‌থকে গরম বা অল্প ঘন কাদার মত মলত্যাগ করতে দেখা যায়।

বসন্তকালে উদ্ভেদ দেখা দেয় ; কিন্তু **ল্যাকেসিস, সিকেলি কর** এবং **হ্যামামেলিসের** মত শিরাপ্রধান ওষুধগুলিতে শীতকালে উপসর্গ বৃদ্ধি ও বসন্তকালে কমে যেতে দেখা যায়।

মূত্রথলী ও কিডনীতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ; দুর্বল শিশুরা রাত্রিতে অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে। বসে প্রস্রাব করতে গেলে স্ফিংক্টার মাংসপেশীর আক্ষেপযুক্ত একটা অবস্থা সৃষ্টি হবার ফলে রোগী বসে প্রস্রাব করতে পারে না, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবে সে প্রস্রাব করতে পারে, তখন আব কোন অসুবিধা হয় না।

পুরুষদের ইউরেথাতে ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ থাকে। মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রস্রাব ত্যাগের সময় প্রতিবারই গড়্‌গড়্‌ শব্দে কিছু বায়ু ইউরেথা দিয়ে বেরিয়ে আসে। ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগের ব্যর্থ ইচ্ছা দেখা দেয়, প্রস্রাব কম পরিমাণে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ওষুধটি অনেক ক্ষেত্রেই মূত্রথলীর পাথরী দূর করতে পেরেছে, প্রস্রাবে এটি এমন পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে যাতে আর পাথরী সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাই

থাকে না ; পাথরী থাকলে সেটা ক্রমশ গলে ছোট হয়ে বেরিয়ে যায়। গাঢ় রঙের রক্ত মেশানো এবং শ্লেষ্মাযুক্ত প্রস্রাব সার্সাপেরিলা প্রয়োগে পরিষ্কার হয়ে ওঠে ; প্রস্রাব কিছুক্ষণ রেখে দিলে সেটাতে বালি বালি থাকতে দেখা যায়। প্রস্রাব আবার ঘোলাটে হয়ে পড়লে আর একটি ডোজ সার্সাপেরিলা প্রয়োগ করা দরকার।

কয়েক বছর আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে একজন সার্জন পরীক্ষা করে তাঁর মূত্র-থলীতে পাথরী আছে বলে তাঁকে অপারেশন করাতে উপদেশ দেন। কিন্তু সেই বৃদ্ধ অপারেশন করতে না চেয়ে আমার (ডাঃ কেণ্ট) কাছে আসেন। তাঁর লক্ষণগুলি সার্সাপেরিলার উপযোগী বলে মনে হয়। পরের বছর ঐ রোগীর প্রস্রাবের সঙ্গে এত বেশী পরিমাণে বালির মত গুঁড়ো পড়তে দেখা গেল যেটা অবাক হবার মত। এই ওষুধটি তার শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা দূর করে তার মূত্রথলীকে অনেকটা আরাম-দায়ক করে তোলে। একবছরের মাথায়, একদিন রাত্রিতে খুব কষ্টভোগের পরে ঐ বৃদ্ধের প্রস্রাবে মটর দানার মত একটি পাথরী বেরিয়ে আসে ; তার পরে আরও বেশ কিছু ছোট ছোট পাথরী পড়ে যাবার পরে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এক যুবকের প্রস্রাবে খুববেশী সরের মত তলানী পড়ত। তাকে একটি কমোডে প্রস্রাবের তলানী জমিয়ে রাখতে বলা হয়। একমাস পরে সেখানে এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগ থিতানি জলে থাকতে দেখা যায়। সার্সাপেরিলা প্রয়োগের ফলে তার পাথরী হয়নি। বেশ কিছু দিন ধরে তার প্রস্রাবে বালির মত গুঁড়ো পড়েছে এবং তার পরে সেটা চলে গেছে। ঐ যুবকের গেঁটেবাতের উপসর্গ ছিল, তাও সেরে যায়।

সার্সাপেরিলাতে গেঁটেবাতজনিত 'নোড' সৃষ্টি হতে এবং তাতে খুববেশী টন্‌টন্‌ করা ব্যথা থাকতে দেখা যায়। এই ওষুধটি প্রয়োগের পরে প্রস্রাবে বালির মত গুঁড়ো গুঁড়ো তলানী পড়তে দেখা যায় যেটা ভাল লক্ষণ, সেটা বন্ধ করা উচিত নয়।

দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, অন্ত্রে সংকোচনের সঙ্গে মলত্যাগের ইচ্ছা, উপরের দিক থেকে নিচের দিকে খুব জোরে চাপবোধে মনে হয় যেন অন্ত্র নিচের দিকে টেনে বেরিয়ে আসবে ; মলত্যাগের সময় রেক্টামে খুব বেশী কেটে নেওয়া, ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনাবোধ হয়। মল ছোট ছোট আকারের হয় এবং তার সঙ্গে নিচের দিকে ঠেলে দেবার মত বেদনাবোধ থাকতে দেখা যায়।

পুরনো, শুকনো সাইকোটিক ধরনের আঁচিল গেঁটেবাতের রোগীদের ক্ষেত্রে মার্কারীর সাহায্যে চিকিৎসার পরও থেকে গেলে সার্সাপেরিলা কার্যকরী হতে পারে।

সিকেলি করনুটাম

(Secale Cornutum)

যে সব শীর্ণকায় ব্যক্তি এই ওষুধে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ, এবং যাদের এই ওষুধটির সাহায্যেই সারিয়ে তোলা যাবে বলে মনে হয়, সেই ধরনের লোকেরাই এই

ওষুধটির সবচেয়ে ভাল প্রভাব বলে পরিগণিত হয়। অবশ্য এই ওষুধটি মোটা-সোটা লোকেদের পক্ষে যে কার্যকরী হতে পারে না এমন নয়। বিশেষ বিশেষ ওষুধে বিশেষ ধরনের ধাতুগত অবস্থা বেশী উপযোগী হয়, কিন্তু লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলেও অন্য ধরনের চেহারার লোকেদের ক্ষেত্রে যে সেই ওষুধ ফলপ্রদ হবে না এমন কথা বলা চলে না। সিকেলি অস্থিচর্মসার, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার লোকেদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হয়ে থাকে।

এই ওষুধের রোগীর ত্বক শীর্ণ, শুকিয়ে কুঁকড়ে থাকে এবং দেখে অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়; ত্বক বেগুনী, নীলচে দেখায়; সর্বত্র অথবা স্থানে স্থানে বেগুনী বা নীলচে দাগ যুক্ত ও কুঞ্চিত ত্বক, বিশেষত যে সব অংশে রক্ত চলাচলের অবস্থা দুর্বল থাকে, যেমন হাত ও পায়ের পিছন দিকে টিবিয়ার উপরের ত্বক ঐরূপ থাকতে দেখা যায়। ঐ সব অংশে অসাড়বোধ, সুড়সুড় করা ও শুকিয়ে থাকা অবস্থা হতে দেখা যায়। হাত-পায়ে কাঁটা ফোটার মত বোধ, ঝিনঝিন্ করা, ছোট ছোট পোকা বা পিঁপড়ে হাঁটার মত সুড়সুড় করা প্রভৃতি অনুভূতি থাকে; হাত ও পায়ের আঙ্গুলে অসাড়তা, কালচে হয়ে পড়া ও অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। সেইজন্য বৃদ্ধদের রক্ত চলাচল পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে সিকেলি সেনাইল গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হওয়া রোধ করতে পারে।

জ্বালাকরা এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ; ত্বক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতিতে জ্বালা-বোধ থাকে; কোন অঙ্গ স্পর্শে শীতলবোধ হলেও সেখানে জ্বালাবোধ হয়, শীতল স্থানে উত্তাপের অনুভূতি দেখা দেয়। দেহের অভ্যন্তরভাগে জ্বালাবোধ বিশেষভাবে দেখা দেয়। জ্বালা করার সঙ্গে শুষ্কতাবোধ থাকে; পাকস্থলী ও অন্ত্রে জ্বালা-বোধ, মুখ ও গলার ভিতরে নাক ও শ্বাসপথে জ্বালাবোধের সঙ্গে শুষ্কতা থাকে; ফুসফুসে জ্বালাবোধ হয়।

এই ওষুধে ক্ষত সৃষ্টি এমনকি ক্ষততে পুঁজ সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। পুরানো ক্ষততে অদ্ভুত একটা কুঁকড়ে যাবার মত চেহারা দেখা যায়, শুষ্কতা থাকে এবং সুস্থ টিসু গঠন বা গ্র্যানিউলেসনের সম্ভাবনা দেখা যায় না; একটা চক্চকে, কালো চেহারা থেকে হঠাৎই সম্পূর্ণ কালো চেহারার দানা দানা গজিয়ে ওঠে, সেগুলি সহজে সারতে চায় না, শেষ পর্যন্ত কালচে রঙের গ্যাংগ্রীন দেখা দেয় এবং আক্রান্ত অংশটি শুকনো হয়ে পড়ে; মাঝে মাঝে অল্প একটু কালচে রক্ত বেরোনো ছাড়া সেখান থেকে আর কোন স্রাব বেরোতে দেখা যায় না।

কোনরূপ প্রদাহ ছাড়াই কালচে তরল রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখা যায়; নাক থেকে কালচে, দুর্গন্ধ, তরল, শিরার রক্ত পড়ে, গলা, ফুসফুস, মূত্রথলী এবং রেক্টাম থেকেও কালচে রক্ত পড়ে; প্রস্রাব কালির মত কালচে রঙের হতে দেখা যায়। ঋতুস্রাব এত দীর্ঘদিন ধরে চলে যে পরবর্তী মাসের স্রাব না আসা পর্যন্তও চলতে দেখা যায়; রোগিণী জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার হয়ে থাকে; প্রথম দিনের ঋতুস্রাব মাঝারী পরিমাণে হয় এবং তরল কালচে স্রাব প্রথম দিন থেকে হয়ত দু'তিন সপ্তাহ ধরেই চলে, তারপরে

কালচে জলের মত স্রাব শুরু হয়ে পরবর্তী ঋতুস্রাব না আসা পর্যন্তই চলতে থাকে। তারপরে আবার ঘন কালচে, তরল ও ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব দেখা দেয়। যে সব মহিলার অ্যাবরসনের জন্য অথবা সন্তান প্রসব কালে **আরগট** প্রয়োগ করা হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে ঐ ধরনের ঋতুস্রাব হতে দেখা যায়। **আরগট** প্রয়োগের ফলে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়, কারণ এটি সোরার মত একটা মায়াজম বা বিষক্রিয়া দেহের গভীরে সৃষ্টি করে। ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলার ইচ্ছাও সোরা বিষেরই একটা বহিঃপ্রকাশ এবং **আরগট** গ্রহণ করে ঐ সব মহিলা সাইকোসিস এবং সিফিলিসের মতই মারাত্মক ধাতুজ বিষ বা মায়াজম্ নিজ দেহে সৃষ্টি করার সুযোগ করে দেয়।

সাধারণভাবে রোগীর ধাতুগত অবস্থা উত্তাপে বৃদ্ধি পায়; অবশ্য এর কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। রোগীর হাত-পা দেহ বরফের মত ঠাণ্ডা থাকলেও সে ঠাণ্ডা চায়, দেহ আঢাকা অবস্থায় রাখতে, জানালা খোলা রাখতে চায়; রক্তপাত বা রক্তস্রাব হচ্ছে এমন রোগী শীতল ঘরের মধ্যে থাকা অবস্থাতেও দেহে ঢাকা রাখতে চায় না। রোগীর দেহে ক্ষত থাকলে সেখানটা আঢাকা অবস্থায় রাখতে, পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহের মত অবস্থায় পেটটি আঢাকা অবস্থায় রাখতে চায়।

কখনো কখনো দেহের ত্বকে উত্তাপ দীর্ঘস্থায়ী হলে রোগী দেহ ঢেকে রাখতে চায়; খুববেশী, হুল বেঁধানো, কেটে ফেলার মত ব্যথাসহ নিউর‍্যালজিয়ার সঙ্গে ত্বক আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালা করতে থাকে এবং সেই সময় বাইরে থেকে উত্তাপ প্রয়োগে রোগী আরামবোধ করে, মাথাধরার বেদনা ঠাণ্ডা হাওয়ায় খুব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রোগীর সাধারণ সব উপসর্গই আঢাকা অবস্থায় রাখলে, শীতল কোন ঘরে থাকলে এবং দেহে শীতল বায়ুর স্পর্শে আরামবোধ হতে দেখা যাবে।

দেহের কোথাও তীব্র ধরনের প্রদাহ; গ্যাংগ্রীনের মত অবস্থায় নিউমোনিয়া, গ্যাসট্রাইটিস, পেরিটোনাইটিস, জরায়ু ও ওভারীর প্রদাহ হতে দেখা যায় এবং সে সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটির সঙ্গে **আর্সেনিকাম** তুলনীয়। তাদের লক্ষণে এতই সাদৃশ্য থাকে যে তাদের দুটিকে পৃথক করে দেখা কষ্টকর হয়ে পড়ে; দুটি ওষুধেই পেট খুব ফুলে ওঠা, টিম্প্যানাইটিস; কয়লার আগুনের পুড়ে যাবার মত জ্বালাবোধ, তীব্র পিপাসা, খুববেশী স্পর্শকাতর বেদনা ও টন্‌টন্ করা ব্যথার জন্য নড়া-চড়া করা বা ঝাঁকুনি সহ্য হয় না; রক্তবমি হয়; দলা দলা বা ক্লটযুক্ত রক্তপাত হতে দেখা যায়। কিন্তু এদের সাধারণ লক্ষণে পার্থক্য আছে। **আর্সেনিকের** রোগী তার দেহ ঢেকে রাখতে চায়, উষ্ণ রাখতে চায়, দেহে ভিজে অথবা শুকনো উত্তাপযুক্ত সেক্ বা প্রলেপ দিতে চায় কিন্তু সিকেলি-র রোগী তার দেহ আঢাকা অবস্থাতে রাখতে চায়, শীতল হাওয়া চায়।

দেহের কোনও একটি অংশের অথবা সমগ্র পেশীতন্ত্রে আক্ষেপ, পায়ের গুলফ, উরু, পায়ের তলা, হাত প্রভৃতিতে টান্ ধরা ব্যথা, হিস্টিরিয়ার মত সংকোচন ঘটতে

দেখা যায়। মুখমণ্ডলে কনভালসন বা আক্ষেপ শুরু হয়। খুববেশী উত্তেজনাসহ পাগলামির লক্ষণ দেখা দেয়, রোগিণী উলঙ্গ হয়ে যৌনাঙ্গ টেনে ছিঁড়ে ফেলার মত, ভ্যাজাইনার ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে খুঁচিয়ে রক্ত বের করে ফেলে, তার মধ্যে ভদ্রতা, সভ্যতার সব আবরণ যেন খসে পড়ে।

রক্তস্রাব বা ঋতুস্রাব চলাকালে রোগিণীর ঐ সব আক্ষেপ স্নায়বিক ও মানসিক উপসর্গ দেখা দেয় বা বৃদ্ধি পায়; সুতরাং রক্তপাত হতে থাকা অবস্থাতেই প্রসবের পরে সৃষ্টি হওয়া বা পিওরপেরাল কনভালসনের মত আক্ষেপ দেখা দিতে পারে।

রক্তপাতের প্রবণতা এবং লোহিত কণিকা ধ্বংসকারী ক্ষমতা থাকায় অ্যানিমিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। মুখমণ্ডল শুকনো গরুর মাংসের মত, কোঁচকানো ও শীর্ণ দেখায়, ত্বক অপরিচ্ছন্ন, ধুসর রঙের ময়লায় আচ্ছন্ন থাকার মত দেখায়।

মিউকাস মেমব্রেনে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, শুকনো ও রক্তস্রাবী হতে দেখা যায়; কালচে তরল, দুর্গন্ধ রক্তপাত হয়, রক্ত জমাট বাঁধতে বিলম্ব হতে অথবা মোটেই জমাট না বাঁধা অবস্থায় থাকতে দেখা যায়।

যে সব লোক **আরগট** দ্বারা বিষক্রিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তাদের চোখের লেন্স্ বার্ধক্যজনিত অস্বচ্ছতার মতই অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে; বৃদ্ধদের চোখে ছানি পড়ে।

শীর্ণ, অস্থিচর্মসার লোকেদের ক্ষত সৃষ্টির প্রবণতা, ত্বক অস্বাস্থ্যকর থাকা এবং উত্তাপে উপসর্গ বৃদ্ধি লক্ষণ যে কোন অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক উপসর্গেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা যায়।

ক্রনিক উদরাময়, জলের মত অবসন্নতা সৃষ্টিকারী মলত্যাগ করা, কলেরা প্রভৃতিতে **ক্যাম্ফরের** সঙ্গে এই ওষুধটি তুলনীয়। জীর্ণ-শীর্ণ দেহের লোকেদের কলেরার সঙ্গে ত্বক ঠাণ্ডা ও নীল হয়ে যায়; ঠাণ্ডায় উপসর্গ কম থাকা, সঙ্গে তীব্র পিপাসা প্রভৃতি থাকে।

উদরাময় ও রক্তপাত বা রক্তস্রাব একই সঙ্গে দেখা দিতে পারে; ডায়রিয়াতে রক্ত-মেশানো জলের মত অথবা কালচে তরল রক্ত পড়ে।

সিকেলি বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করা হলে জরায়ুতে এত জোরে সংকোচন ঘটে যে ভিতরে সব কিছু বেরিয়ে যায় এবং তার পরে খুব অবসন্নতা সৃষ্টিকারী রক্তস্রাব দেখা দেয়; বড় বড় রক্তের দলা নির্গত হয়; প্রথম দিকে কিছুটা লালচে রক্তও থাকে, কিন্তু কালচে তরল রক্তস্রাবই এই ওষুধের বিশেষত্ব।

এশিয়াটিক কলেরায় দেহ হিম হয়ে পড়ে; মুখমণ্ডল, বিশেষত মুখ চুপসে, বিকৃত হয়ে পড়ে, পিঁপড়ে হাঁটার মত সুড়সুড় করে।

পক্ষাঘাতের মত অবস্থা, হাত-পায়ের দিকে পক্ষাঘাত, দেহের একদিকের পক্ষাঘাত, একটি হাত বা একটি পায়ের পক্ষাঘাত ও সেই সঙ্গে চিড়্বিড়্ করা বা সুড়সুড় করার মত বোধ, অসাড়তা এবং কাঁটা বেঁধার মত বোধ থাকে। মেরুদণ্ডের

সবটাতেই অসাড়তা ও জ্বালাবোধ ও সেই সঙ্গে সারা দেহে অথবা আক্রান্ত অংশে শীর্ণতা দেখা দেয়।

নানা ধরনের উদ্ভেদ, অ্যাবসেস, ফোড়া, কার্বাঙ্কল প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে; সবুজ রঙের পুঁজ পড়ে; সবুজ বা বেগুনী রঙের মত চেহারা নেয়; ছোট ছোট ফোড়ায় সবুজ রঙের পুঁজ জমে এবং সেগুলি পেকে উঠতে বা সেরে যেতে খুব বিলম্ব হতে দেখা যায়।

ওষুধটি বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করতে পারে; জরায়ু এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে তার পক্ষে ভ্রূণকে ধারণ করার ক্ষমতাই থাকে না, কাজেই বন্ধ্যাত্ব বা পুনঃ পুনঃ অ্যাবরসন হলে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হয়।

স্তন শুকিয়ে যায়; সন্তান প্রসবের পরে স্তনে দুধ আসে না।

রোগা, শীর্ণ চেহারার শিশুদের দেহের ত্বক কুঞ্চিত থাকতে দেখা যায়, দেহে আক্ষেপযুক্ত মৃদু সংকোচন, হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ওঠা, জ্বর জ্বর ভাব ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

পারাপিউরা হেমারেজিকা; হাত-পায়ে পক্ষাঘাত, মেরুদণ্ডে ইরিটেশন বা মৃদু উত্তেজনা দেখা দেয়। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার মহিলাদের কর্কশ ত্বকে পুঁজযুক্ত ফোস্কা হয়ে গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হবার প্রবণতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

সেলেনিয়াম
(Selenium)

দীর্ঘদিন ধরে জ্বর চলতে থাকার পরে, খুববেশী যৌনসম্ভোগ বা যৌন অত্যাচার, হস্তমৈথুন প্রভৃতির জন্য অথবা গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপে ঘুরে বেড়ানোর ফলে খুব বেশী দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা দেখা দিলে এই ওষুধটি প্রযোজ্য। এত বেশী ক্লান্তিবোধ হয় যে রোগী বিশ্রামে থাকলেও যেন সেই ক্লান্তি দূর হবে না বলে মনে করে। সামান্য পরিশ্রমেই খুববেশী ক্লান্তি ও দুর্বলতা, বিশেষত গ্রীষ্মকালের উষ্ণ আবহাওয়ায় ক্লান্তি ও দুর্বলতাবোধ বেশী হতে দেখা যায়। উত্তপ্ত আবহাওয়ায় হঠাৎ দুর্বলতা দেখা দেয়। টাইফয়েড অথবা অন্য কোন সাময়িক রোগে আক্রান্ত হবার পরে পিঠে খুববেশী দুর্বলতা, প্রায় পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা দেখা দেয়। ঝড়ো হাওয়া, সেটা শীতল, উষ্ণ অথবা স্যাঁতিসেতে যাই হোক না কেন তাতে রোগী খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে। সারাদেহে খুববেশী শীর্ণতা; মুখমণ্ডল, হাত-পা, উরু প্রভৃতিতেও শীর্ণতা দেখা যেতে পারে। রোগাক্রান্ত অঙ্গ শুকিয়ে বা শীর্ণ হয়ে যায়। দেহের সব জায়গা থেকেই, মাথা, ভ্রূ, দাঁড়ি-গোঁফ এবং যৌনাঙ্গ সব স্থানের চুলই ঝরে যেতে বা পড়ে যেতে দেখা যায়। যৌনসঙ্গমের পরে স্নায়বিক সব লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্য গ্রহণের পরে দেহের সর্বত্র এবং পেটে পালসেশনবোধ; খুববেশী বিষাদগ্রস্ততা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। কোন কোন উপসর্গ মদ, চা এবং লেমনেডে

বৃদ্ধি পায়। মদ্যপায়ীদের পক্ষে ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। মদ্য জাতীয় উত্তেজক পানীয়ের প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকে। ঘুমের, বিশেষত গরমকালে নিদ্রার পরে উপসর্গ খুববেশী বৃদ্ধি পায়। বীর্যপাত হবার পরে রোগী খুববেশী খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে। রোগী তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি উদাসীন থাকে এবং তার মনে জড়তা ও বিভ্রান্তি দেখা দেয়। জেগে থাকা অবস্থায় সে খুব ভুলোমনা হয়ে থাকে কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় ভুলে যাওয়া বিষয়েই সে স্বপ্ন দেখে। কিছু লিখতে গেলে বানান ভুল করে এবং শব্দ উচ্চারণেও ভুল হয়। কথা বলার সময় তোতলামি দেখা দেয়। প্রায় সে যা শোনে বা পড়ে সেটা বুঝতে পারে না; কাজকর্মের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় সে উত্তেজিত হয়ে বেশী বক্ বক্ করে। মানসিক পরিশ্রমে খুববেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ায় সে কারো সঙ্গ বা কারো সঙ্গে কথা-বার্তা বলা সহ্য করতে পারে না। নানারূপ কামজ চিন্তায় তার মন ভরে থাকে তবুও কখনো কখনো পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে। রোগীর সব মানসিক লক্ষণই যৌনসঙ্গমের পরে বৃদ্ধি পায়।

শয্যা ছেড়ে বা বসা অবস্থা থেকে উঠে পড়লে, এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করলে মাথা ঘোরা, গা-বমিভাব, বমি হওয়া এবং মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়, প্রাতঃরাশ ও রাত্রিতে খাবার পরে ঐ অবস্থা আরও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

খুব কড়া কোন গন্ধ; মদ, চা লেমনেড বা মদ জাতীয় কোন উত্তেজক পানীয় গ্রহণের পরে মাথাধরা দেখা দেয়; বামচোখের উপরের অংশে তীব্র ধরনের হুল বেঁধার মত ব্যথা, বিশেষত প্রখর সূর্যের তাপের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর পরে দেখা দেয়, মাথা-ধরার সঙ্গে প্রস্রাব বেশী হতে দেখা যায়। পুরানো মদ্যপায়ী, মাতালদের মাথাধরা প্রভৃতিতে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে।

মাথা, ভ্রূ প্রভৃতি থেকে চুল পড়ে যাওয়ায় চেহারায় অদ্ভুত একটা ভাব দেখা দেয়। মাথায় চক্‌চকে টাক পড়ার মত দেখায়। সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীদের চুল পড়ে যাওয়া এই ওষুধে বন্ধ করা যায়। এই ওষুধে একজিমা, সুড়সুড় করা এবং মাথার চামড়ায় চুলকানি দেখা দেয়। মাথার চামড়া যেন খুলির হাড়ের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে এরূপ টান্ টান্ বোধ হতে দেখা যায়। চোখের পাতার ধারে চুলকানি যুক্ত ফোস্কা, বাম চোখের গোলকে আক্ষেপযুক্ত মৃদু সংকোচন ঘটে। কান বন্ধ হয়ে থাকে, কানের ভিতরে ময়লা বা খোলা শক্ত হয়ে যাওয়ায় কানে শোনার ক্ষমতা কমে যেতে দেখা যায়।

নাক থেকে কাঁচে জমাট বাঁধা রক্ত পড়ে। নাকে ঘন, হলদে জেলীর মত থক্‌থকে সর্দিতে ভর্তি হয়ে থাকে। নাকে চুলকানিবোধে আঙুল নাকের ভিতরে ঢুকিয়ে চুলকাতে হয়। নাকে দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ধরনের অবরুদ্ধ ভাব কোরাইজা বা সর্দির পরে পাতলা জলের মত মল সহ উদরাময় দেখা দেয়।

মুখমণ্ডল শীর্ণ ও চক্‌চকে দেখায়, যেন মুখমণ্ডলে তেল বা চর্বি মাখানো হয়েছে। মুখমণ্ডলের খুববেশী শীর্ণতা, সেখানকার মাংসপেশীতে মৃদুসংকোচন

প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। চা পানের ফলে দাঁতে ব্যথা হয়। খুববেশী নোনতা খাবারে বিরূপতা থাকে। জিহ্বায় সাদাটে প্রলেপ থাকে এবং রোগী প্রাতরাশ ভাল ভাবে খেতে পারে না বা তৃপ্তি বোধ করে না। কড়া বা উত্তেজক পানীয়ের জন্য খুববেশী আসক্তি থাকে। খাবার পরে দেহের সর্বত্র বিশেষত পেটে পালসেশনবোধ দেখা দেয়। চিনি, নুন বা নোনতা খাদ্য, চা এবং লেমনেড গ্রহণের পরে লক্ষণগুলি খুব বৃদ্ধি পায়। লিভার অঞ্চলে চাপ পড়লে বা গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণে বেদনা-বোধ ও সেইসঙ্গে ডানদিকের হাইপোকণ্ড্রিয়ামে উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। লিভার বড় হয়ে ওঠে ; নড়া-চড়া করলে এবং চাপ পড়লে লিভারে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা বোধ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে রেক্টামে নিষ্ক্রিয় অবস্থা দেখা দেয়। খুব বড়, শক্ত ও খুববেশী শুকনো মল বের করতে খুব কষ্ট হয়, অনেক সময় আঙ্গুল দিয়ে অন্যভাবে মল বার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার নরম কাদাকাদা অথবা জলের মত পাতলা মলত্যাগ করতেও দেখা যায়।

হাঁটা-চলা করার সময় অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়, অনেক সময় প্রস্রাব অথবা মলত্যাগের পরেও ঐরূপ অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যেতে দেখা যায়। ইউরেথ্রা থেকে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে এরূপ বোধ সহ ক্ষণস্থায়ী বেদনা দেখা দেয়। প্রস্রাব কম পরিমাণে, গাঢ় এবং সন্ধ্যার দিকে লালচে হতে দেখা যায়। প্রস্রাবে বমির মত, লালচে, বড় বড় দানার মত পড়ে ; প্রস্টেটে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ক্রনিক গনোরিয়াতে ওষুধটি খুব ফলপ্রদ হতে দেখা যায়।

পুরুষদের যৌন যন্ত্রাদিতে খুববেশী দুর্বলতা দেখা দেয়। প্রবল যৌনেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লিঙ্গোদ্গম হয় না অথবা সঙ্গম পূর্ণ বা তৃপ্তিদায়ক হয় না প্রায় সব সময়ই প্রস্টেট-রসক্ষরণ হতে দেখা যায়। পুরুষাঙ্গ বা পেনিস শিথিল হয়ে পড়ে। যৌনাঙ্গে কোন উদ্ভেদ না থাকলেও চুলকানিবোধ হতে থাকে।

ঋতুস্রাব প্রচুর পরিমাণে ও কালচে হয়। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পেটে টিপ্‌টিপ্‌ করা বা পালসেশনের অনুভূতি, বিশেষভাবে খাবার পরে বেশী হতে দেখা যায়।

সাধারণ দুর্বলতার সঙ্গে স্বরেও দুর্বলতা, স্বরের প্রথম ব্যবহারের সময় স্বরভঙ্গ, দীর্ঘদিন ধরে স্বরের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে স্বরভঙ্গ হওয়া ; ল্যারিংক্স থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে অনেকটা স্বচ্ছ, শ্বেতসারের মত শ্লেষ্মা বা গয়ের তুলে ফেলতে দেখা যায়। রোগী বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে ল্যারিংক্স পরিষ্কার করার চেষ্টা করে।

সকালের দিকে শুকনো খুক্‌খুকে কাশি ও বুকে দুর্বলতাবোধ হতে থাক। অনেকটা দলা দলা রক্ত মেশানো শ্লেষ্মা ওঠে। পরিশ্রমে এবং বুকে ও শ্বাসপথে শ্লেষ্মা জমে থাকায় শ্বাসক্রিয়ায় কষ্টবোধ হতে দেখা যায়, বুকের ডান দিকে সবচেয়ে নিচের পাঁজরের নিচে একটা বেদনা কিডনী অঞ্চলে ছড়িয়ে যায় এবং চাপ পড়লে ঐ অংশে টন্‌টনে ব্যথা বোধ হয়।

টাইফয়েড বা দীর্ঘস্থায়ী কোন রোগে ভোগার মত পিঠে পক্ষাঘাতের মত একটা অবশভাব বা দুর্বলতা দেখা দেয়। মাথা ঘোরালে ঘাড়ে আড়ষ্টতা, সকালের দিকে পিঠে একটা দুর্বলতা বা খঞ্জতার মত বোধ দেখা দেয়।

হাতের তালুতে সিফিলিসজনিত সোরিয়াসিস এই ওষুধে সারানো গেছে। হাতের তালুতে চুলকানিবোধ, হাত শুকিয়ে কুঁচকে যায়। রাত্রিতে হাতে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা দেখা দেয়।

পায়ের শীর্ণতা ; খুববেশী দুর্বলতা ; সন্ধ্যার দিকে পায়ের গাঁটে চুলকানিবোধ দেখা দেয় ; পায়ের আঙ্গুলে ফোস্কা হয়। পায়ে এবং পায়ের গাঁটের কাছে চেপ্টা ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হয়। পায়ের গুলফ্ এবং পায়ের তলায় খিঁচ্ ধরা ব্যথা দেখা দিতে পারে।

রোগী মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নিদ্রাহীন অবস্থায় জেগে থাকে। মাঝে মাঝে একটু ঢুলুনির মত দেখা দেয়। খুব ভোরে, একই সময়ে প্রতিদিন ঘুম ভেঙ্গে যায়। নিদ্রার পরে উপসর্গ খুববেশী বৃদ্ধি পায়।

শীত ও উত্তাপ পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়। স্থানে স্থানে জ্বালাকরা অংশ দেখা দেয়। বুকে, বগলে ও যৌনাঙ্গে প্রচুর ঘাম হয় এবং জামা কাপড়ে হলদেটে ছোপ লাগে। সামান্য পরিশ্রমেই ঘাম দেখা দেয়।

বিভিন্ন অংশের ত্বকে ভেজা ভেজা চুলকানিযুক্ত স্থান দেখা দেয়, বাইরে থেকে মলম প্রভৃতি দিয়ে উদ্ভেদ বসিয়ে দিলে ত্বকে সুড়্সুড় করতে থাকেঃ হাতের আঙ্গুল ও আঙ্গুলের জোড়গুলিতে চুলকানিবোধ দেখা দেয়।

এই ওষুধটির সঙ্গে **চায়নার** লক্ষণে বৈসাদৃশ্যই বেশী বলে বলা হয়ে থাকে। সাধারণ ক্রিয়ায় ওষুধটি **সালফারের** মত, স্নায়ুতন্ত্র ও যৌনাঙ্গের উপরে ক্রিয়ায় ওষুধটি **ফসফোরিক অ্যাসিডের** মত হয়ে থাকে। এর বুকের লক্ষণ ও গয়ের **আর্জেন্টাম মেট্‌** ও **স্ট্যানামের** মত হতে দেখা যায়। ওষুধটির কোষ্ঠবদ্ধতা অনেকটা **অ্যালুমেন** এবং **অ্যালুমিনার** মত হতে দেখা যায় ; সেইজন্য এই ওষুধটিকে ঐসব ওষুধের সঙ্গে গভীর যত্নে ও সতর্কতায় তুলনা করতে হবে।

সিনিসিও অরিয়াস
(Senecio Aureus)

এটি আমেরিকার যে সব অঞ্চলে জন্মায় তার কিছু কিছু অংশে এটকে 'গোল্ডেন র‍্যাগওয়ার্ট' ; আবার অন্যান্য অংশে 'হার্ট্‌ল্ রুট' বলা হয়। এটি পুরানো একটি পারিবারিক বা গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত ওষুধ এবং এর খুব আংশিক একটা প্রুভিং হয়েছে। এই ধরনের যে সব ওষুধ পারিবারিক ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেগুলি ভালভাবে পরীক্ষিত বা প্রুভিং হওয়া প্রয়োজন ; তা হলেই তাদের ক্ষমতা ও

গুরুত্ব অর্থাৎ তারা যেসব লক্ষণ সৃষ্টি করবে তাদের উপর নির্ভর করেই তখন তাদের উপযোগিতা বোঝা যাবে।

যে সব মেয়েদের ঋতুস্রাবে নানা ধরনের অনিয়ম ও গোলযোগ দেখা দেয় তাদের উপরে সিনিসিও কিভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা দরকার। জলে ভিজে, পা জলে ভিজে থাকার ফলে যাদের ঋতুস্রাব দমিত বা বন্ধ হয়ে যায়; যাদের অ্যানিমিয়া না হওয়া পর্যন্ত একনাগাড়ে অতিরিক্ত বেশী পরিমাণে ঋতুস্রাব বা মেনোরেজিয়া হতে থাকে; এবং যারা ডিসমেনোরিয়ার সঙ্গে তীব্র বেদনায় কষ্ট পায় তাদের পক্ষে ওষুধটি বিশেষ ভাবে উপযোগী। ঐ ধরনের সব উপসর্গ থেকে যুবতী মেয়েদের শেষে শ্লেষ্মাজনিত যক্ষ্মা (ক্যাটারাল থাইসিস) রোগে আক্রান্ত হবার মত সম্ভাবনা দেখা দেয়। বেশ কয়েক মাস ধরেই ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে বা দমিত অবস্থায় থাকে, রোগিণীকে ফেকাশে দেখায়; শুকনো, খুক্‌খুক্‌ করা কাশি ও ঋতুস্রাবের বদলে ফুসফুস থেকে রক্ত কাশির সঙ্গে উঠে আসে, ক্রনিক ধরনের কাশি থাকে, ঝড়ো হাওয়ার প্রতিটি ঝাপ্টায় তারা সংবেদনশীল থাকে, সব সময় তাদের ঠাণ্ডা লাগে এবং শেষ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে রক্ত কাশির সঙ্গে উঠতে দেখা যায়। বেশ কয়েক বছর পর্যন্তই হয়ত তার যক্ষ্মা রোগটাকে বুকের সাধারণ শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থা বলে ধরে নেওয়া হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলিয়ারী টিউবারকিউলোসিস আরম্ভ হয়ে রোগী অ্যাকিউট ধরনের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে ঋতুস্রাবের গোলযোগ থাকলে এই ওষুধটি ফলপ্রদ হতে পারে। "যক্ষ্মারোগের সঙ্গে ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ থাকা" ও অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে সিনিসিও অবরুদ্ধ হয়ে থাকা ঋতুস্রাব ফিরিয়ে আনতে পারে। কাশিটা আস্তে আস্তে কমে যেতে দেখলে বোঝা যাবে যে ওষুধটি কার্যকরী হয়েছে। অবশ্য এই ধরনের অবস্থায় অনেক ওষুধই উপযোগী হতে পারে, তবে ঐরূপ অবস্থায় এই ওষুধটিকে বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়; ঋতুস্রাব ফিরিয়ে আনতে গৃহস্থালী ওষুধরূপে এটি দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

দেহের বিভিন্ন অংশের মিউকাস মেমব্রেন থেকে এই ওষুধটি এত বেশী রক্তপাত বা রক্তস্রাব ঘটাতে পারে যে সেই প্রবণতার কথা পড়তে বা ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হবে। কোরাইজার সঙ্গে নাক থেকে রক্ত পড়ে; গলা ও বুকের ভিতর থেকে থুতুর সঙ্গে রক্ত ওঠা; ফুসফুস থেকে রক্তপাত হওয়া; সব মিউকাস মেমব্রেনেই শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে রক্তপাত ঘটার একটা প্রবণতা দেখা দেয়; কিডনীতে প্রদাহ বা রক্তাধিক্য ঘটে রক্তপাত হতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থা থেকে সহজেই ড্রপসি বা শোথ সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। যে সব মোমের মত ফেকাশে, অ্যানিমিক, ক্লোরোসিস যুবতী মেয়েদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে জরায়ু, কিডনী ও মূত্রথলী থেকে ধীরে ধীরে রক্তস্রাব হতে হতে শেষে শোথের লক্ষণ দেখা দেয়, অ্যানিমিয়া থেকে ড্রপসি দেখা দেয়, তাদের পক্ষে এবং শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে রক্তপাত বা রক্তস্রাব থাকলে এই ওষুধটি সব চেয়ে ভাল কাজ দেয়।

প্রুভিংয়ের সময় ওই ওষুধে মূত্রযন্ত্রাদিতে নানা ধরনের কষ্টদায়ক লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। প্রস্রাবে বেদনাবোধ থাকে। মূত্রথলীর গলার কাছে একটা অস্বস্তিকর উত্তাপবোধ হতে দেখা যায়। রেনাল কলিকে বেদনা এত তীব্র হয় যে তাতে গা-বমি ভাব দেখা দেয়। কিডনীজনিত শোথ বা 'রেনাল ড্রপসি' সৃষ্টি হয়। ডান দিকের কিডনীতে ভয়াবহ বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যায়। মূত্রথলীর সবটাতেই অর্থাৎ কিডনী থেকে নিচে ইউরেথ্রা পর্যন্ত সর্বত্রই বেদনা ও রক্তস্রাব হবার প্রবণতা থাকে তবে বিশেষভাবে, ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে থেকে তার বদলে রক্তপাত বা রক্তস্রাব হওয়া এই ওষুধের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেখানে কোন প্রদাহজনিত অবস্থা অথবা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে থাকলে আক্রান্ত মিউকাস মেমব্রেন থেকে রক্তপাত হতে দেখা যাবে। ভাইকেরিয়াস ভাবে অর্থাৎ ঋতুস্রাবের বদলে দেহের অন্য কোন অংশ থেকে রক্তপাত বা রক্তস্রাব হবার লক্ষণ **হ্যামামেলিস**, **ফসফরাস** এবং **ব্রায়োনিয়া**-তে দেখা যায়, কিন্তু সিনিসিওতে ঐ লক্ষণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এটি ঐরূপ অবস্থার জন্য একটি অপেক্ষাকৃত নতুন ওষুধ বটে।

"প্রস্রাবের গোলযোগের সঙ্গে 'ডিসমেনোরিয়া' বা কষ্টকর ঋতুস্রাব; সেক্রাম হাইপোগ্যাস্ট্রিক অঞ্চলে কেটে ফেলার মত বেদনা;" "রাত্রিতে খুক্‌খুকে বা বেশি কাশি;" "ঠাণ্ডা লাগার ফলে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অ্যামেনোরিয়া; স্নায়বিক উত্তেজনা, ক্লান্তিবোধ ও শোথ বা ড্রপসি" দেখা দেওয়া; "যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগিণীর অনিয়মিত ঋতুস্রাব" "শ্লেষ্মা বুকে বসে গিয়ে বুকে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হওয়া" প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

বিশেষভাবে ক্লোরোটিক মেয়েদের অর্থাৎ যে সব মেয়েদের মধ্যে বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়া সৃষ্টি হয় তাদের লিউকোরিয়ার ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। ক্লোরোসিস অবস্থায় অ্যানিমিয়ার সঙ্গে একটা সবুজ আভা দেখা যায় যাকে "গ্রীন সিকনেস" বলে, সেইরূপ অবস্থায় এই ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়।

সেনেগা
(Senega)

সেনেগা দীর্ঘদিনের পুরানো ফুসফুসের বলবর্ধক একটি ওষুধ, এবং গত একশত বৎসর ধরে ফুসফুসের উপর কার্যকরী যত ওষুধ তৈরি হয়েছে তার প্রতিটির মধ্যেই এই ওষুধ কিছু পরিমাণে মেশানো হয়েছে বলেই মনে হয়। এই ওষুধটি কেবলমাত্র আংশিকভাবে পরীক্ষিত, এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য এটির আরও প্রুভিং হওয়া প্রয়োজন। কোন ওষুধ ভালভাবে পরীক্ষিত হলে তার লক্ষণগুলি যেন মূর্তি নিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অর্থাৎ ঐ ওষুধটি মানুষের দেহে সম্পূর্ণভাবে সর্বাঙ্গে কার্যকরী হয় যে তার সব স্বাভাবিক ক্রিয়া, বৃত্তি প্রভৃতি এমন একটা ছাপ ফেলে যেটা ঐ ওষুধটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই ওষুধটি এমনই কিছু

কিছু আশ্চর্যজনক কাজ দেখিয়েছে বহুক্ষেত্রেই যে গুলিকে আনুমানিক সিদ্ধান্ত বলে ধরে নিতে হয়। অসতর্ক ও আলগাভাবে কোন ঔষধ নির্বাচন করার সপক্ষে কেবল এইটুকুই বলা যেতে পারে।

সেনেগা প্রধানত বুকের উপসর্গের পক্ষে উপযোগী একটি ঔষধ ! এতে বুকের নানা ধরনের লক্ষণ দেখা যায় এবং ঔষধটির সঙ্গে শ্বাসপথের ক্রিয়ার সম্পর্ক এমন যে তার জন্যই এটির কথা বিবেচনা করতেই হয়, যদিও এই ঔষধটির বিষয়ে আলাদাভাবে চিনে নেবার মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ বেশীর ভাগই এখনও জানা যায়নি। শ্বাসপথের মিউকাস মেমব্রেনের উপরে ঔষধটির বিশেষ লক্ষণীয় ক্রিয়ার জন্যই এটিকে বুকের বিভিন্ন উপসর্গে, হাঁপানির উপসর্গে, নানাধরনের শ্বাসকষ্ট সেটা হার্ট অথবা হাঁপানি জনিত যাই হোক না কেন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বুকে তীব্রধরনের বেদনা, বিশেষত প্লুরিসির মত বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এটিতে নিউমোনিয়ার মত লক্ষণও সৃষ্টি হয় ; প্লুরো-নিউমোনিয়াতে ঔষধটি বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়। গরু, মোষ প্রভৃতির মধ্যে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় ঔষধটিকে খুব ফলপ্রদ হতে দেখা গেছে। আংশিকভাবে পরীক্ষিত যে কোন ঔষধ কোন নির্দিষ্ট উপসর্গে মানুষের তুলনায় অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীর উপরে বেশী কার্যকরী হতে দেখা যাবে, কিন্তু মানুষের দেহে সেটা কার্যকরী হতে হলে আরও অনেক বেশী সূক্ষ্ম পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জানা থাকা প্রয়োজন। **ব্রায়োনিয়া** অপেক্ষা অনেক গভীর ও মারাত্মক ধরনের প্লুরিসি ও সেইসঙ্গে নিউমোনিয়াতে সেনেগা ফলপ্রদ হতে পারে। সেনেগা **ব্রায়োনিয়া** এবং **রাসটক্সের** একটি মিলিত রূপ বা 'ক্রস' হিসাবে যেন দেখা দেয়। ভয়াবহ লক্ষণগুলি অনেকটা **ব্রায়োনিয়ার** মত হতে দেখা গেলেও উপসর্গগুলি বিশ্রামে থাকলে খুব বৃদ্ধি পায় যেটা **ব্রায়োনিয়ার** বিরোধী বা বিপরীত। সেনেগার লক্ষণগুলি বেশীর ভাগই **রাসটক্সের** মত হতে দেখা যায় না, তবে এটির উপসর্গ-গুলিকে **রাসটক্সের** মতই নড়া-চড়ায় কম থাকতে, বিশ্রামে থাকা অবস্থায় বেদনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। বুকের বেদনা, বাতের যন্ত্রণা এবং প্রদাহজনিত বেদনা বিশ্রামে থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কাশি নড়া-চড়ায় বেড়ে যায়, হাঁপানির শ্বাসকষ্ট সামান্য নড়া-চড়া করলেই খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। সেনেগার রোগী পাহাড়ে চড়তে পারে না, হাওয়ার বিপরীতে হাঁটতে পারে না কারণ তাতে তার বুকের উপসর্গ ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

অ্যান্টিম টার্ট-এর মত এই ঔষধে বুকের ভিতরে খুব ঘড় ঘড় শব্দ হয়, শ্লেষ্মা **কেলিবাইক্রমের** মতই আঠালো, সুতোর মত লম্বা ও সহজে তুলে ফেলা যায় না এমন প্রকৃতির থাকতে এবং অতি কষ্টে একটুখানি শ্লেষ্মা কিছুটা ওঠার পরে সেটা গিলে ফেলতে দেখা যায় (**স্পঞ্জিয়া ও কস্টিকামের** মত)। সেনেগা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল একটি আশু কার্যকরী বা অ্যাকিউট রেমিডি। এটিতে নানাধরনের তীব্র ও অ্যাকিউট ধরনের কষ্ট সৃষ্টি হয় ; ঠাণ্ডা লেগে বা ঠাণ্ডা লাগার পরিণতিতে বুকের সবটাই খুব দ্রুত আক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়।

পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু চোখের উপসর্গের কথা বলা হয়েছে যেগুলি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। "চোখের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত," আইরাইটিস এবং কর্নিয়ার উপরে দাগ সৃষ্টি হওয়া," "চোখের সুপিরিয়র অবলিক মাংসপেশীর আংশিক পক্ষাঘাত," চোখের অরবিট অর্থাৎ যে অস্থিময় কোটরটিতে চক্ষুগোলকটি থাকে সেখানে কামড়ানি ব্যথা," "চোখের বেদনায় মনে হয় যেন চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে," "ব্লেফারাইটিস অর্থাৎ চোখের ধারগুলিতে প্রদাহ প্রভৃতি দেখা যায়। ভিট্রাস হিউমারের অস্বচ্ছতা এই ওষুধে সারানো সম্ভব হয়েছে।

খুববেশী ঠাণ্ডা লেগে অথবা স্বরের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে স্বরলোপ পাওয়া বা অ্যাফোনিয়া, ল্যারিংক্সে সবসময়ই সুড়সুড় করা ও জ্বালাবোধে রোগী এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম পায় না, দম আটকে যাবার ভয়ে সে শুতেও পারে না। মুখ ও গলার ভিতরে খুব শুষ্কতা, অনবরত কাশি চলতে থাকে; মুখ ও গলায় তামার মত একটা ধাতব স্বাদ থাকলে এবং কাশির সঙ্গে তামার গুঁড়ো উঠে আসার মত বোধ হতে থাকলে সেনেগা উপযোগী হবে। গ্রীপ্প বা ইনফ্লুয়েঞ্জাতে, কাশতে গেলে ডান চোখের ভিতরে সুচ বেঁধানোর মত ব্যথা বোধ হওয়া; ল্যারিংক্স অংশের যক্ষ্মা; শ্বাসপথে প্রচুর শক্ত ও আঠালো শ্লেষ্মা জমে থাকায় সেটা তুলে ফেলার চেষ্টায় বার বার খক্ খক্ করে কাশতে হয় কিন্তু তবুও সেটা উঠে আসে না। এই ধরনের ঘন শক্ত দড়ির মত হয়ে পড়া গয়ের দেখে রুটিন মাফিক যাঁরা চিকিৎসা করেন তাঁরা সেনেগার প্রয়োজনীয়তার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে **কেলি বাইক্রম, ল্যাকেসিস** অথবা **মার্ক কর** এর কথাই চিন্তা করে থাকেন।

খুববেশী ঠাণ্ডা লেগে সেটা বুকে, ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়াতে গিয়ে বসে যাওয়া ও অন্যান্য বহুবিধ উপসর্গে এই ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে, বিশেষত যে সব ক্ষেত্রে শ্লেষ্মাটা খুব শক্ত ও টেনেও সহজে তুলে ফেলা যায় না এমন ধরনের হয়; শ্লেষ্মাটা তুলে ফেলার চেষ্টা করতে গিয়ে কাশতে কাশতে বমি হয়ে যায় কিন্তু তাতে শ্লেষ্মাটা না উঠে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যায় সেটা রোগী বুঝতেই পারে না।

রোগীর মনে হয় যেন তার বুকের ভিতরটা খুব সরু হয়ে গেছে। খুব ভয়াবহ ধরনের দম আটকাবোধের সঙ্গে হাঁপানি দেখা দেয়। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গেলে বুকে চাপবোধ ও শ্বাসে কষ্ট; বিশ্রামে থাকা অবস্থায় শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি থাকে।

শুকনো কাশির সঙ্গে স্বরলোপ; ঠাণ্ডা হাওয়ায় ও হাঁটা-চলায় সেটা খুব বেড়ে যায় (**ফসফরাস** ও **রিউমেক্স**-এর মত)। রোগী প্রথম যখন হাওয়ার মধ্যে যায় তখনই ঐ ওষুধ দুটিতে কাশি শুরু হতে দেখা যায়। সেনেগাতে **ফসফরাসের** মতই কাশির তীব্রতায় রোগীর সারা দেহ যেন ঝাঁকিয়ে দেয়, রোগীর দেহের সর্বত্রই ঐ কাঁপুনি একটা ভয়াবহ অনুভূতির সৃষ্টি করে। ঠাণ্ডা হাওয়া শ্বাসে গ্রহণ করায় ভয়াবহ কাশি দেখা দেয় এবং গয়ের তোলাও খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে। যেসব পুরানো ক্রনিক ধরনের বুকের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার প্রথম দিকে **অ্যামোনিয়া** উপযোগী, তার পরবর্তী অবস্থায় ঐ ধরনের শক্ত তুলে ফেলতে পারা যায় না এমন ঘন, আঠালো ও দড়ির মত

শ্লেষ্মায় সেনেগা, এমন কি যক্ষ্মার শেষ অবস্থাতেও কার্যকরী হতে পারে। খুব কষ্টকর কাশিতে দম আটকে যাবার মত অবস্থা, দেহে শীতল ঘাম দেখা দেওয়া, বিশেষত দেহের ঊর্ধ্বাংশে শীতল ঘাম দেখা দেয়। বুকে ঘড় ঘড়ে শ্লেষ্মার শব্দ পাওয়া গেলেও তা তুলে ফেলা যায় না। এরূপ লক্ষণে **অ্যান্টিম টার্ট, পাইরোজেন, কেলি বাইক্রম** প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ঐরূপ শ্লেষ্মা ও কাশির সঙ্গে গলা, ল্যারিংক্স প্রভৃতিতে বিশেষভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় শুষ্কতা সৃষ্টি হতে এবং ঘুম ভেঙ্গে গেলে সেটা অনুভব করলেও যদি ঐ শক্ত দড়ির মত শ্লেষ্মাটা বের করে ফেলতে না পারা যায় তা হলে সেনেগা সেক্ষেত্রে উপযোগী হবে। ভয়াবহ কাশির জন্য সারা দেহে যেন ঝাঁকুনি লাগে, সেই ঝাঁকুনিতে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়, মাথায় ও চোখের উপরের অংশে বেদনা দেখা দেয়। যেকোন অবস্থায় তীব্র বেদনার সঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে প্লুরা আক্রান্ত হয় সেই সব ক্ষেত্রে সেনেগা বিশেষভাবে উপযোগী হয়ে থাকে। বৃদ্ধদের ফুসফুসে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে থাকে, বুকের খাঁচায় স্পর্শকাতর বেদনা থাকতে দেখা যায়; বুকে খুব ঘড় ঘড় শব্দের সঙ্গে ছুটে বেড়ানো বা দ্রুত ছুটে যাওয়া ব্যথা থাকে।

ফসফরাস ও আর্সেনিকামের মত খুববেশী অবসাদসহ প্লুরো-নিউমোনিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে এই ওষুধে সারানো যায়। সেনেগাতে ঐরূপ দুর্বলতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা দেখা যায়। এই ওষুধটি **সালফার** ও **সাইলিসিয়ার** মত ততটা গভীর ক্রিয়াশীল হতে পারে না; যে সব ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনা থাকে সেসব ক্ষেত্রেই ঐসব ওষুধ প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে নিরাময়ের আশা থাকে না সেসব ক্ষেত্রে আক্রান্ত অংশে কিছুটা আরাম বা স্বস্তি দেবার জন্য, প্যালিয়েশনের জন্য ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যখন বুকের কষ্টের সঙ্গে খুববেশী অবসাদ থাকে সেক্ষেত্রে **আর্সেনিকাম** রোগীকে কিছুটা আরাম ও স্বস্তিবোধ এনে দিয়ে রোগী যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন তাকে বেশ কিছুটা আরামে থাকতে সাহায্য করতে পারে। যদি বুকের বেদনা খুববেশী তীব্র ধরনের হয় তা হলে সেক্ষেত্রে সেনেগা অথবা **ব্রায়োনিয়া** রোগীকে সেই বেদনার হাত থেকে কিছুটা মুক্তি দিতে পারে; যদি রোগীর দেহে টনটনে ব্যথা, থেঁতলে যাবার মত বেদনার জন্য এপাশ-ওপাশ করতে রোগী বাধ্য হয় তা হলে **আর্নিকা** সেই বেদনা কমিয়ে দেবে; কিন্তু এই সব ওষুধ দেহের গভীরে গিয়ে রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোলার মত গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ নয়, যা যক্ষ্মা রোগের মত দেহের গভীর গভীরভাবে স্থান গেড়ে বসা রোগকে সম্পূর্ণভাবে দূর করে রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারে। তবু যক্ষ্মারোগের মত মারাত্মক কষ্টদায়ক উপসর্গগুলিকে এইসব ওষুধের সাহায্যে সাময়িক ভাবে হলেও কিছুটা আরাম দেওয়া যায়। নানাধরনের স্প্রে বা অথবা বেদনা নিরোধক 'অ্যানাডাইন' প্রভৃতি ওষুধের তুলনায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধে ঐ ধরনের দুরারোগ্য উপসর্গে রোগীকে অনেক বেশী আরাম এনে দিতে পারে।

বুকের বেদনা বিশ্রামে থাকা অবস্থায় এবং শ্বাস গ্রহণে খুববেশী বেড়ে যায়। ডান দিকে চেপে শুয়ে থাকলে বুকে সুচ বেঁধার মত ব্যথা দেখা দেয়। বুকের খাঁচার

দেওয়ালে খুববেশী টনট্রনে ব্যথা থাকে। কাশি চলতে থাকার সময় পিঠের ডান দিকে স্ক্যাপুলার নিচে বেদনা দেখা দেয়। খোলা হাওয়ায় ঘুরলে বা হেঁটে চলে বেড়ালে বুকের বেদনা কম থাকে।

সিপিয়া
(Sepia)

যে সব লম্বা, পাতলা বা তন্বী চেহারার মহিলাদের 'পেলভিস' সরু বা কম প্রশস্ত থাকে, মাংসপেশী ও তন্তু ঢিলেঢালা বা শিথিল থাকে, যাদের দৈহিক গঠন স্ত্রীসুলভ নয়, তাদের পক্ষে, সিপিয়া উপযোগী। যে সব মহিলাদের হিপ্ বা পশ্চাদ্দেশ পুরুষালী ধরনের কঠিন ও দৃঢ়, তাদের গঠন সন্তান ধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত; ঐ সব মহিলাদের পেলভিস বা বস্তি কোটরের যন্ত্রাদি ও টিসুতে শৈথিল্য বা ঢিলেঢালা অবস্থা সৃষ্টি না করে স্ত্রীসুলভ স্বাভাবিক ক্রিয়া অর্থাৎ সন্তান ধারণ ইত্যাদি করতে সমর্থ হয় না। সিপিয়ার উপযোগী রোগিণীর দৈহিক গঠন ঐরূপ হয়ে থাকে; তারা লম্বা, রোগা চেহারার হয়; তাদের কাঁধ থেকে নিচের দিকে দেহের সবটাই যেন সোজা ভাবে নেমে এসেছে বলে মনে হয়।

সিপিয়ার রোগীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার মনে, তার স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতির লক্ষণে। এই ওষুধে স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি যেন লোপ পায়, যেন স্নেহ, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি প্রদর্শনের কোন ক্ষমতাই রোগীর থাকে না। কোন একজন মায়ের কথায় বলা যায় যে তিনি বোঝেন যে তাঁর সন্তান ও স্বামীকে তাঁর ভালবাসা উচিত, আগে তিনি তাদের ভালবাসতেনও কিন্তু এখন আর তিনি সেই ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতির বোধ বা অনুভূতিটাই যেন হারিয়ে ফেলেছেন। এই ওষুধের একটি প্রবল বৈশিষ্ট্য এই যে স্নেহ, মায়া, মমতা সব যেন নিথর, স্থির হয়ে এক স্থানেই থেকে যায়; সবই যেন কেমন অদ্ভুত বলে মনে হয়; রোগিণীর পক্ষে যেন কোন কিছুই ভালভাবে অনুভব করাই সম্ভব হয় না; তিনি পূর্বে যাদের ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন তাদের প্রতি হয়ত এখন বিরূপ হন। এরূপ লক্ষণ উন্মত্ত অবস্থা বা মস্তক বিকৃতির প্রান্তসীমা বলে ধরা চলে; কোন স্ত্রী তার স্বামীর কাছে লাঞ্ছিতা বা ভর্ৎসিতা হবার পরে হয়ত অনুভব করে যে সে আর তার স্বামীকে ভালবাসে না, কিন্তু উপরোক্ত মানসিক অবস্থা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

মহিলাদের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, জরায়ু অথবা অন্য কোন স্থান থেকে রক্তস্রাব হবার পরে, দীর্ঘদিন ধরে হজমের গোলযোগ চলতে থাকলে, ধনীদের মত করে বেঁচে থাকার সঙ্গে রক্তচলাচলের গোলযোগে দেহে ফেকাশে ভাব, দেহ ও মনের দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে ঐ ধরনের মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। পুরুষদের মধ্যে এরূপ অবস্থা কদাচিৎ ঘটে কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ঐ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। শিশু সন্তানকে স্তনদান করতে গিয়ে স্তন-গ্রন্থির রসক্ষরণ বেশী

হবার জন্য মায়ের শরীর যখন ভেঙ্গে পড়ার মত দুর্বল হয়ে পড়ে তখন এই ধরনের মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। আবার স্বামী খুববেশী বলবান হলেও স্ত্রীর মধ্যে এরূপ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। খুববেশী যৌন উত্তেজনা ও যৌন-সম্ভোগের পরিণতিতে মানসিক শীতলতা সৃষ্টি হতে পারে, ফলে ঐ মহিলা হয়ত যৌন বিষয়ে একেবারে শীতল অর্থাৎ উৎসাহহীনা হয়ে পড়তে পারে।

যেসব মহিলা পূর্বে উত্তেজনাপ্রবণ নার্ভাস এবং ছটফটে ছিল তারা ঠিক তার বিপরীত অবস্থায় অর্থাৎ শীতল, দার্শনিক মনোভাবাপন্ন বা সব কিছুতেই উদাসীন মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। তবুও সিপিয়ার রোগিণীর মধ্যে সব ধরনের উত্তেজনাই থাকে এবং সেগুলি হৈচৈ, গোলমালের শব্দে, উত্তেজনায়, লোকজনের ভিড়ে, দেহ ও মনের খুববেশী উত্তেজনা বা ইরিটেশন ঘটলে বেড়ে যেতে দেখা যায়; রোগিণী উত্তেজনার বশে আত্মহত্যা করতে চায়; বিষাদগ্রস্ত হয়ে চুপচাপ, কোন কথাবার্তা না বলে একধারে বসে থাকে; কথাবার্তা বলতে অনিচ্ছুক থাকে, কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশী চাপাচাপি করলে হ্যাঁ বা না বলেই কাজ সারে। রোগিণীর মনে কোন আনন্দই থাকে না, যে সব ঘটনা ঘটছে তা যে সত্য তা সে যেন বুঝতেই পারে না; সব কিছুই তার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়; জীবনে আনন্দ উপভোগের প্রতি তার কোন আকর্ষণ থাকে না। রোগিণী লোকের সঙ্গ পছন্দ করে না কিন্তু একা থাকতেও ভয় পায়; লোকজনের সঙ্গে থাকতে হলে সে বিদ্বেষপরায়ণা হয়ে পড়ে এবং যাদের সে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে তাদের প্রতিই তার সব বিদ্বেষ, সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে। সিপিয়ার রোগিণী তার মতের বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করতে পারে না; কোন বিষয়ে মত বিরোধ ঘটলে সে তার সব সুকুমার প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধীরতা, নম্রতা প্রভৃতি হারিয়ে ফেলে।

এর পরে যে বিশেষ লক্ষণটির কথা মনে রাখা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে রোগিণীর অদ্ভুত ধরনের একটা বিবর্ণতা, সিপিয়াতে জণ্ডিসের লক্ষণ দেখা দেয়, তবে এই অদ্ভুত ধরনের বিবর্ণতায় মোমের মত সাদাটে, অ্যানিমিয়ার মত, হলদে ছাপ ছাপ দাগযুক্ত চেহারা সৃষ্টি হতে দেখা যায়; নাকের উপর দিয়ে মুখমণ্ডলে আড়াআড়ি ভাবে একটা হলদেটে দাগ পড়ে। আবার, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার মত মুখমণ্ডলে, গালে বাদামী রঙের ছোপ পড়া, আঁচিল থাকলে সেটা লাল বা গোলাপী রঙ থেকে বাদামী অথবা ছিট্‌ছিট্ রঙের হয়ে পড়া, লিভারজনিত বাদামী ছোপ মুখমণ্ডল, বুক অথবা পেটের উপরে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলের ত্বক বিবর্ণ হয়, মাংসপেশী থলথলে দেখায়; সিপিয়ার রোগিণীর মুখমণ্ডলে বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ বিশেষ দেখা যায় না; তাকে বোকা বা হাবার মত দেখায়, সে গভীর ভাবে কিছু ভাবতে পারে না, ভুলোমনা প্রকৃতির হয়; কর্মপটুতার কোন ছাপ তার মুখমণ্ডলে থাকে না। দুই-একটি ক্ষেত্রে রোগিণীকে দ্রুত ও কর্মতৎপর হতে দেখা গেলেও সিপিয়ার রোগিণীর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিবৃত্তির অভাব মুখমণ্ডলে ফুটে থাকতে দেখা যাবে।

এই রোগিণীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ, ঠোঁট ও কান রক্তশূন্য ও ফেকাশে দেখায় ; হাত ও আঙ্গুল শুকিয়ে কুঁকড়ে থাকে, সেগুলি বিবর্ণ, ফেকাশে ও রক্তশূন্য হয়ে পড়তে দেখা যায়। সিপিয়ার রোগীর দেহ শীর্ণ হয়ে পড়ে, ত্বক কুঁচকে যায়, অকালবার্ধক্যের রূপ নেয় ; যুবককে প্রৌঢ়ের মত, ছোট শিশুকে বার্ধক্যে শীর্ণ বা জীর্ণ হয়ে পড়ার মত লোলচর্ম হয়ে পড়তে দেখা যায়।

প্রায় সব উপসর্গের সঙ্গেই কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, মল নিচের দিকে ঠেলে নামিয়ে দেবার মত ক্ষমতা অন্ত্রের না থাকায় রোগী সর্বদা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে ; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, মল ধীরে ও খুব কষ্টে বেরোয়, ভেড়ার মলের মত মলত্যাগ করতে দেখা যায়। সর্বদাই রেক্টামে যেন একটা লাম্প বা দলার মত কিছু আট্‌কে আছে এরূপ বোধ হয়, মলত্যাগ করতে গেলেই ঐরূপ অনুভূতি হতে থাকে এবং অন্ত্রের নিচের অংশে অনেকটা মল না জমা পর্যন্ত রোগী মলত্যাগ করতে পারে না।

সিপিয়ার রোগীর মধ্যে পাকস্থলীতে চিবানোর মত বোধ সহ তীব্র ক্ষুধাবোধ থাকতে দেখা যায়, পেটভরে খাবার পরও সেইরূপ চিবানো ব্যথার সঙ্গে খিদেবোধ থেকে যেতে দেখা যায়, অথবা সামান্য কিছুক্ষণ খিদেবোধটা চলে গিয়ে পুনরায় দেখা দেয়। কোষ্ঠবদ্ধতা ও মানসিক বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খিদেবোধের ঐরূপ লক্ষণটিও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এই ধরনের সব লক্ষণের সঙ্গে জরায়ুর প্রল্যাপ্স দেখা গেলে সিপিয়াতে সেটা অবশ্যই সারানো যাবে ; সেটা যতই খারাপ ধরনের হোক, অথবা জরায়ুর স্থানচ্যুতিটা যে ধরনেরই হোক সেটা সিপিয়াতে সারানো যাবে। দেহের অভ্যন্তরে সব কিছু শিথিল হয়ে পড়ার ফল রূপেই ঐ অবস্থার সৃষ্টি হয় ; রোগিণীর মনে হয় যেন সব কিছু নিচের দিকে ঝুলে পড়ছে, সেই জন্য রোগিণী ঐ সব যন্ত্রাদিকে ঠিকভাবে রাখার জন্য ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখতে, হাত দিয়ে বা তোয়ালে দিয়ে চেপে ধরে রাখতে চায় ; তার মনে হয় যেন জরায়ুর ঝুলে পড়া মুখটা ফানেলের মত চওড়া হয়ে খুলে রয়েছে ; পা দুটি আড়াআড়ি করে রেখে বসে থাকলে ঐরূপ অনুভূতিটা কমে যায়।

যখন পেটে দাঁত দিয়ে চিবানোর মত ব্যথাসহ খিদেবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, টেনে পেটের নিচের দিকে নামিয়ে দেবার মত বোধ এবং ঐরূপ মানসিক অবস্থা দেখা দেয় তখন সেটাতে একমাত্র সিপিয়াই কার্যকরী হবে। এদের যে কোন একটি উপসর্গ থাকাই যথেষ্ট নয়, ঐসব ধরনের উপসর্গই মিলেমিশে একত্রে থাকতে দেখা গেলে তবেই সেক্ষেত্রে সিপিয়া ফলপ্রদ হবে।

সিপিয়াতে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, মিউকাস মেমব্রেন থেকে দুধের মত চেহারার রসক্ষরণ হতে বিশেষভাবে সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকে। পরিপাক ক্রিয়া চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরে গা-বমিভাব দেখা দেয় এবং বমিও হয়ে যেতে দেখা যায়। পাকস্থলীর এইরূপ শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে দুধের মত চেহারার রসস্রাব

বা বমি হতে দেখা গেলে সিপিয়া সেক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান ওষুধ হিসাবে ফলপ্রদ হবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমি হতে থাকলে সেক্ষেত্রেও এরূপ লক্ষণ দেখা দেওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। বমি হয়ে পাকস্থলী যখন একেবারে খালি হয়ে যায়, তখন ঢেকুর অথবা বমির সঙ্গে সাদা, দুধের মত রস উঠে আসতে দেখা যায়; সকালের দিকে বমি হয়ে প্রথমে ভুক্তদ্রব্য ওঠে, পরে দুধের মত একটা জিনিস উঠে আসতে দেখা যায়। দুধ বমি হয়ে উঠে আসার সঙ্গে ঐ ধরনের দুধের মত পদার্থ বমি হওয়াকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। কোন কোন ওষুধে শুধুমাত্র দুধই বমি হতে দেখা যায়, সিপিয়াতেও সেরূপ হয়ে থাকে।

নাকের পিছনের গভীর অংশ থেকে দুধের মত সর্দি পড়ে; ভ্যাজাইনা থেকে হাজাকর, দুধের মত দেখতে এমন লিউকোরিয়া স্রাব হতে দেখা যায়, যা কোন কোন ক্ষেত্রে দৈ-এর মত ঘন, পনীরের মত এবং খুব দুর্গন্ধযুক্ত হয়; এই ওষুধে ঘন, সবুজ অথবা হলদে স্রাবও হতে পারে; মিউকাস মেমব্রেনের উপরে শুকনো মামড়ীর মত পড়তে দেখা যেতে পারে।

নাকে দীর্ঘদিন স্থায়ী দুর্দম্য সর্দি, ঘন, সবুজ এবং হলদে রঙের মামড়ি নাক ঝেড়ে অথবা কেশে বা গলা খাঁকারি দিয়ে নাকের পিছনের গভীর অংশ থেকে বের করে তুলে ফেলতে দেখা যায়; সেই সর্দি বা শ্লেষ্মাটাকে ঘন, চামড়ার মত হয়ে পড়তে দেখা যায়। মুখের স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তি লোপ পায়। রান্না করা খাদ্য, মাংস এবং সুরুয়া বা ব্রথের গন্ধে রোগীর গা-বমি করে, গা গুলিয়ে ওঠে। বুকে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় ঘন, হলদে, সহজে তুলে ফেলা যায় না এমন ধরনের শ্লেষ্মা বা গয়ের ওঠে সেই সঙ্গে ভয়াবহ কাশি, ওয়াক্ ওঠা, গলা-মুখ বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা বা গ্যাগিং, দীর্ঘস্থায়ী ভয়ানক ওয়াক্ ওঠা, বমি হওয়া, শুকনো কাশির সঙ্গেও বুকের ভিতরে ঘড়্ঘড়্ শব্দ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। হুপিং কাশি; হাঁপানির মত কাশির সঙ্গে ওয়াক্ ওঠা ও প্রস্রাব হয়ে যেতে দেখা যায়। ঘুমের প্রথম ভাগে কাশি হয় (**ল্যাকেসিস**, খিট্খিটে শিশুদের ক্ষেত্রে **ক্যামোমিলা**)। (যক্ষ্মা রোগ, বিশেষত গনোরিয়া দমিত হবার পরে) দ্রুত যক্ষ্মারোগ দেখা দিলে, রোগেব একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় সিপিয়া প্রয়োগে সেই যক্ষ্মা রোগের বৃদ্ধি রোধ করা যায়। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শুকনো, আক্ষেপযুক্ত কাশি হতে এবং কাশির সময় বুক দুই হাতে চেপে ধরতে দেখা যায় (**ব্রায়োনিয়া, নেট্রাম সালফ, ফসফরাস**)।

ত্বকে নানা ধরনের উদ্ভেদ দেখা দেয়। যৌনাঙ্গ, ঠোঁট, মুখ প্রভৃতি অংশে হার্পিসের মত উদ্ভেদ সৃষ্টির প্রবণতা; মুখমণ্ডল ও দেহে দাদ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। বগলে, কনুইয়ের উপরে জলপূর্ণ ফোস্কা, কনুইয়ে মামড়ীযুক্ত ফোস্কায় ভরে যাওয়া, অস্থি-সন্ধিতে পুরু মামড়ী পড়া; আঙ্গুলের ফাঁকে এবং অন্যান্য স্থানে ভেজা ভেজা, জলের মত অথবা ঘন, হলদেটে পুঁজের মত রসযুক্ত উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

সিপিয়াতে এপিথেলিওমা ধরনের উদ্ভেদ হয়ে শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় ; ঠোঁটে ঐরূপ শক্ত ভাব সৃষ্টি, ফাটাফাটা ও রক্তস্রাবী অবস্থা সৃষ্টি হয়। মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদকে অনেকটা এপিথেলিওমার মত দেখালে সিপিয়া উপযোগী। মামড়ী ওঠে বা খসে গেলে হলদে বা সবুজ রঙের হাজাকর ক্ষতের মত দেখায় এবং মামড়ী খসে গেলেই সেখানে আবার মামড়ী পড়ে, এবং জোর করে সেই মামড়ী তুলে ফেলতে চেষ্টা করলে রক্তস্রাব হয়। ঠোঁটে, নাকের পাটায় এবং চোখের পাতায় এপিথেলিওমা সিপিয়া প্রয়োগে সারানো সম্ভব হয়েছে। তামাক খাবার জন্য যারা 'ক্লেপাইপ' ব্যবহার করেন তাদের ঠোঁটে দীর্ঘস্থায়ী কাঠিন্য সৃষ্টি হয়, এবং ঐরূপ শক্তভাব সৃষ্টি হয়ে চলতে দেখা গেলে এবং তার নিচে ঘন, হলদে, পুঁজের মত রস জমে থাকতে দেখা গেলে এই ওষুধে সেটা সারানো যাবে। ত্বকে লাম্প বা পিণ্ডের মত অথবা যক্ষ্মাজনিত লিউপাসের মত ক্ষত বা টিউমার সৃষ্টি হয়ে যেখানে টিসু বৃদ্ধি হতে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ক্ষত বা টিউমারের কেন্দ্র থেকে সুস্থ টিসু সৃষ্টি হয়ে একটি গোলাকৃতি আংটির মত সৃষ্টি হতে দেখা গেলে সেটা সিপিয়ার উপযোগী প্রকৃষ্ট লক্ষণ রূপে ধরতে হবে। ঐ অংশে সিপিয়ার মতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শক্তভাব ও বেগুনী রঙ সৃষ্ট হতে দেখা যায়। বেগুনী রঙের ক্ষতের লক্ষণটিতে সিপিয়া ও **ল্যাকেসিস** দুটি ওষুধ পরস্পরের সমকক্ষ।

সিপিয়াতে হিস্টিরিয়া হবার মত ধাতুগত অবস্থা আছে। হঠাৎ হঠাৎ রোগিণী কেঁদে ওঠে : এক মিনিট ধরে সে হয়ত বিষণ্ন, কোমল স্বভাব ও অপরের কথা মেনে চলার মত অবস্থায় থাকে, কিন্তু তার পরের মিনিটেই সে অনমনীয়, উত্তেজিত ও একগুঁয়ে হয়ে পড়ে ; এরপরে রোগিণী যে কি করবে সেটা বোঝাই যায় না। সে অদ্ভুত সব কথা বলে ও অদ্ভুত ধরনের সব কাজ করে, নানা ধরনের ভুলের কাজ কর্ম করে চলে ; তার উপরে নির্ভর করা চলে না ; মানসিক কোন সহ্যশক্তিই তার থাকে না ; পরিবারের কারও প্রতি তার স্নেহ, মমতা থাকে না। মানসিক ভাবে তার মধ্যে দুর্বলতা ও নানা গোলযোগপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয় ; জ্বর বা সেরূপ কোন উপসর্গ থেকে নয়, তার মনের এরূপ অবস্থা সোরা অথবা সাইকোসিসেরই প্রতিফলন মাত্র। সে ভূত প্রেতের ভয় করে ; যেন কোন বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, যেন তার চারপাশের আবহাওয়ায় বিদেহী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে. তাদের সে দেখতে না পেলেও তারা যেন তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে মনে হয়। অপরকে বিরক্ত না করতে পারলে সে যেন সন্তুষ্ট হতে পারে না. সে সব সময় নিজের অভিযোগগুলোর কথা বলে চলে, অপরের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে থাকে ; সে পাগল হয়ে যাবার, গরীব হয়ে পড়ার ভয়ে ভীত হয়। খুব সামান্য কারণেই সে অপমানবোধ করে, বিরক্ত হয়, অপরকে কটুকথা বলে।

নানা ধরনের মাথাধরা, স্নায়বিক, পিত্তজনিত, থেকে থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বা পিরিয়ডিক ধরনের মাথাধরায় ভয়াবহ বেদনা দেখা দেয়, মাথার সবটাই মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয় ; রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরাও হতে দেখা যায়।

সাধারণত মাথার বেদনা শুয়ে থাকলে কমে যায়, চুপচাপ একেবারে ধীর স্থির ভাবে থাকলে মাথাধরা কম থাকতে দেখা যায় ; সাধারণভাবে নড়া-চড়ায় মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যায় কিন্তু সিপিয়ার অন্যান্য সব সাধারণ লক্ষণের মতই তীব্র ধরনের নড়া-চড়ায় মাথার যন্ত্রণাও কম থাকতে দেখা যায়, রোগিণী যেন বেশী হাঁটা-হাঁটি করেই তার সব উপসর্গ দূর করে দিতে পারে। মস্তিষ্কে রক্ত যেন অবরুদ্ধ হয়ে থাকে এবং সেই জন্য চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা বিলম্বিত হয়ে পড়ে, মন কাজ করে না, মানসিক পরিশ্রমে মাথাধরার কষ্ট আরও বেড়ে যায়। ভালভাবে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারলে মাথাধরা কমে কিন্তু অল্প একটুখানি ঘুমের পরই যদি রোগীকে জাগিয়ে তোলা হয় তা হলে মাথাধরা খুববেশী বৃদ্ধি পায়। সেই একই অবস্থা নড়া-চড়াতেও লক্ষ্য করা যায় ; চোখ, মাথা বা দেহ এদিক-ওদিক অল্প একটু ঘোরালে, উষ্ণ ঘরের মধ্যে হাঁটা-চলা করলে বেদনা বেড়ে যায় কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে খোলা হাওয়ায় ঘুরে দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বেদনা কমে যেতে দেখা যাবে। সিপিয়ার লক্ষণ খোলা হাওয়ায় বৃদ্ধি পায় যদি না তার সঙ্গে দেহের পরিশ্রম বেশী হয় ; খোলা হাওয়ার মধ্যে বেশী পরিশ্রম করলে, ব্যায়াম করে দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে উপসর্গ কমে যেতে দেখা যায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকলে বৃদ্ধি পায়। মাথাধরার কষ্ট মাথা নিচুতে ঝোঁকালে, নড়া-চড়ায়, কাশলে, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে, দেহে অল্প ঝাঁকুনি লাগলে, আলোতে, মাথা এদিক-ওদিক ঘোরালে, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে এবং কোন কিছু চিন্তা করলে খুব বেড়ে যায় কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে পরিশ্রম বা ব্যায়াম করলে, মাথা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জোরে বেঁধে রাখলে, উত্তাপ লাগালে কম হয় যদিও উষ্ণ ঘরে থাকলে মাথার যন্ত্রণা খুববেশী হতে দেখা যাবে।

সিপিয়াতে বিশেষ একধরনের মাথাধরায় অক্সিপুট অংশে বেদনা সকালের দিকে খুববেশী হতে দেখা যায় ; চোখ ও টেম্পল অংশে ভয়ঙ্কর ব্যথাবোধ থাকে, ঘাম দেখা দিলে বেদনাটা কমে যায় ; নড়া-চড়া করতে আরম্ভ করলে বেদনা খুব বাড়ে ঝুঁকে দাঁড়ালে বা মাথা নিচুতে ঝোঁকালে মাথায় দপ্ দপ্ করা অনুভূতি হতে থাকে, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে সেটা আরও বেড়ে যায়।

ফসফরাসের মাথাধরা ঘুমানোর পরে কমে, কিন্তু একাদিক্রমে দ্রুত হাঁটা-চলা, নড়া-চড়ায় সেই মাথাধরা বেড়ে যেতে দেখা যায়, রোগী সেটা সহ্য করতে পারে না। পুরানো প্রকৃতির পিত্তজ মাথাধরায় সিপিয়া উপযোগী। বমি হয়ে গেলে সেই মাথাধরা কমে যায় ; বেদনাটা একটু একটু করে ক্রমশ বাড়ে ; খাদ্যের প্রতি বিরূপতা ও তারপরে গা-বমিভাব ও বমি হয়ে গেলে তারপরে রোগী ঘুমিয়ে পড়ে ; ঘুম থেকে জেগে উঠলে তখন আর মাথার যন্ত্রণা থাকে না। **স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে** অনেকটা এই ধরনের লক্ষণ দেখা যায় ; বমি হয়ে গেলে, অন্ধকার ঘরে থাকলে মাথার যন্ত্রণা কমে যায়, অবশ্য মাথাধরার স্থান ও গতিপথ ভিন্ন থাকে।

মাথায় স্নায়বিক বেদনা, গেঁটেবাতের রোগীদের পিরিয়ডিক সিক্ হেডেক অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে গা-বমিভাবের সঙ্গে মাথাধরা দেখা দেয় ; তীব্র

ধরনের, রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরায় যুবতী মহিলারা, যারা গোলমাল সহ্য করতে পারে না, খুব কোমল তন্তু বিশিষ্ট্য মহিলা, যাদের গাঢ় বা কালচে চোখ, ত্বক গাঢ় বা বাদামী থাকে এবং অসুস্থতায় যারা বিবর্ণ হয়ে পড়ে সেই ধরনের যুবতী মহিলা-দের মাথাধরায় সিপিয়া বিশেষ ভাবে উপযোগী। মাথাধরার সঙ্গে প্রায়ই জণ্ডিস বা ন্যাবা দেখা দেয়; মাথাধরার পরে বমি হতে থাকার কয়েকদিনের মধ্যেই জণ্ডিস দেখা দেয় যেটা মাথাধরা কমে যাবার সঙ্গে চলে যায়, কিন্তু আবার মাথাধরা দেখা দিলে জণ্ডিস ফিরে আসে। প্রতিদিন সকালের মাথাধরার সঙ্গে নসিয়া বা গা-বমিভাব দেখা দেয়, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ সহ্য হয় না।

সিপিয়ার রোগীর মনে পূর্ব বর্ণনা মত একটা হতবুদ্ধিভাব দেখা দেয়; তার মন কাজ করে না; রোগিণী কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না, মাতালের মত বিমূঢ় বা অর্ধ অচেতনতা দেখা দেয়; তার চোখ-মুখ স্ফীত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থা অনেকক্ষেত্রে তীব্র ধরনের একটা বমির দমক আসার পরে চলে যায়। রোগী মশলা দেওয়া খাদ্য, ঝাঁঝালো বীয়ারের মত তেতো জিনিস খেতে বা পান করতে পছন্দ করে—পুরানো মদ্যপায়ীদের মাথাধরার সঙ্গেও ওই রূপ খাদ্য পছন্দ করতে দেখা যায়; সেসব ক্ষেত্রে সন্ন্যাসরোগ বা এপোপ্লেক্সি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। যে সব লোকের বাতজনিত উপসর্গ, অর্শ প্রভৃতির সঙ্গে বেশী মদ্যপান করা অথবা খুবেশী যৌন-সম্ভোগের কথা জানা যায় তাদের সন্ন্যাস রোগের প্রবণতা থাকে তাদের ক্ষেত্রে সিপিয়া কার্যকরী হয়।

মাথার বাইরের অংশে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে মাথার চুল পড়ে যেতে দেখা যায়; মাথায় হলদে মামড়ী পড়ে, পুঁজ ও রস চুঁইয়ে পড়তে দেখা যায়; ফোস্কা, একজিমা প্রভৃতি বিশেষভাবে শিশুদের মাথায় সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

চোখে শ্লেষ্মাযুক্ত অবস্থায় চোখে পুঁজযুক্ত ফোস্কা হয়, চোখের পাতায় দানা দানা দেখা দেয়, ক্ষত ও সোরাজনিত লক্ষণ প্রভৃতি সৃষ্টি . । রোগীর মনে হয় যেন সে জলের মত একটা আবরণের মধ্য দিয়ে দেখছে; টার্সাল টিউমার বা চোখের গহ্বরের কোমলাস্থিতে উদ্ভেদ, চোখের পাতা জুড়ে যাওয়া, চোখের পাতায় আঞ্জনী হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

কান থেকে ঘন, হলদে, দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব হতে দেখা যায়।

সিপিয়ায় রোগীর নাক বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী একটি ক্ষেত্র; ঘ্রাণশক্তি লোপ পাওয়া; হলদে অথবা সবুজ রঙের পুরু মামড়ীতে নাকের রন্ধ্রপথ ভর্তি হয়ে থাকে এবং সেগুলি নাক ঝেড়ে বের করে ফেলা যায় না; ঘন, হলদে পুঁজের মত দুর্দম্য স্রাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। "বড় বড় দুর্গন্ধ মামড়ী নাক বন্ধ করে রাখে এবং প্রায়ই সেগুলি এত বড় হতে দেখা যায় যে নাক থেকে সেগুলি মুখের ভিতরে টেনে নিয়ে গয়েরের মত ফেলতে গিয়ে বমি হয়ে যায়। বিশেষভাবে নাকের বাম দিকের নাসাপথে শুকনো সর্দি জমে থাকে। নাক ঝেড়ে

হলদে অথবা সবুজ বড় বড় শ্লেষ্মার দলা অথবা বড় বড় হলদেটে-সবুজ রঙের মামড়ী বের করে ফেলতে এবং সেই সঙ্গে নাক থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়।" খুব খারাপ ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাতেই এরূপ হতে দেখা যায় এবং অনেকেই সর্দিটাকে এতদূর অগ্রসর হতে না দিয়ে বাহ্যিক চিকিৎসার সাহায্যে নাকের উপসর্গ কমিয়ে আনে কিন্তু তার ফলে সর্দিটা বুকে গিয়ে আশ্রয় নেয়, ফলে শ্লেষ্মাযুক্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়।

মাড়ী দাঁত থেকে আলগা হয়ে সরে যায়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে দাঁতে কন্‌কন্‌ করা ব্যথা এবং নিউর‍্যালজিয়া বা স্নায়বিক বেদনা দেখা দেয়।

গলায় একটি দলা বা লাম্পের মত বোধ হয় (**ল্যাকেসিসের** মত), কিন্তু **ল্যাকেসিসে** কিছু গিলতে গেলে সেটা চলে যেতে দেখা যায়। কৃমির জন্য গলায় একটা লাম্প বা পিত্তের মত বোধ হতে থাকলে **সিনা** ফলপ্রদ হবে। **ল্যাকেসিসের** মতই রোগী গলায় কলার আঁটতে, অন্তর্বাস বা কর্সেট শক্ত করে বাঁধতে পারে না। **ল্যাকেসিসের** মতই ঘুমের প্রথম ভাগে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

সিপিয়ার খিদে, তৃষ্ণা, খাওয়া, পানকরা এবং পাকস্থলী প্রভৃতির বিষয়ে অনেক ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই ওষুধের রোগী সাধারণত তার পাকস্থলীর গোলযোগের বিষয়ে, তেতো টক এবং ভুক্তদ্রব্যের উদ্গার ওঠা; শ্লেষ্মা, পিত্ত, টক ও তেতো বমি হওয়া, খিদে বোধসহ পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ খাদ্য গ্রহণের পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে সেই বোধটা দূর না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন থাকে। খিদে-বোধের সঙ্গে দাঁত দিয়ে চিবানোর মত একটা ব্যথা ও তলিয়ে যাবার মত পাকস্থলীর অনুভূতি কোন কোন ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণের পরেও থেকে যেতে দেখা যায়। প্রায় সব সময়ই গা বমিভাব, বিশেষত সকালের দিকে হতে দেখা যায়; গা-বমিভাব, ঢেকুর ওঠা ও দুধের মত পদার্থ বমি হতে দেখা যেতে পারে, পাকস্থলী একেবারে খালি হয়ে পড়লেও অনুরূপ বমি হতে পারে, থুতুর সঙ্গে, ঢেকুরের সঙ্গে দুধের মত উঠতে দেখা যেতে পারে। খাদ্যের প্রতি, খাদ্যের গন্ধে, রান্না করা খাদ্যের গন্ধে **কলচিকাম** এবং **আর্সেনিকের** মত বিরূপতা থাকতে দেখা যায়। রোগী সকালে ঘুম থেকে উঠলে পেটে শূন্যতাবোধ, পাকস্থলীতে কষ্ট ও পূর্ণতাবোধের পরে ঢেকুরের সঙ্গে শ্লেষ্মা, সাদা দুধের মত তরল পদার্থ ওঠা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমি হওয়া, সকালের দিকে দুধের মত পদার্থ বমি হওয়া প্রভৃতি সিপিয়ার বৈশিষ্ট্য।

হাজাকর, গলায় জ্বালাসহ উদ্গার ওঠা, গলা ও বুকে অম্লজনিত জ্বালাবোধ, ঝাঁঝালো ঢেকুর ওঠায় গলার ভিতরে দগ্‌দগে ভাব সৃষ্টি হওয়া, পাইরোসিস বা মুখে টক জল ওঠার মত এক ধরনের উদ্গার উঠে গলার ভিতরে হেজে যাবার মত সারা পথটাতেই জ্বালাবোধের সৃষ্টি হয়, এবং সেই জন্য গলার ভিতরে সংকোচন, সুড়সুড় করা ও তীব্র বেদনা প্রভৃতিও দেখা দেয়।

ভয়ংকর ধরনের গা-গুলিয়ে ওঠা ভাব, তলিয়ে যাবার মত ভয়াবহ একটা অনুভূতির সঙ্গে পাকস্থলীতে ভীষণ উদ্বেগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ফসফরাসে যে বিশেষ ধরনের খিদেবোধ থাকে সেটা খাদ্য গ্রহণের পরে চলে যায়। **ইগনেসিয়ার** রোগী সব সময়ই গভীরভাবে সাঁই সাঁই শব্দে নিঃশ্বাস ফেলে, সে কখনো ঐ অনুভূতিটা থেকে মুক্তি পায় না। **ওলিয়েণ্ডারে** সব যেন একেবারে শূন্য হয়ে গেছে এরূপ একটা মারাত্মক অনুভূতি হয়, খাবার পরেও সেটা কমে না, খাদ্য হজম না হয়ে অজীর্ণ অবস্থায় পরদিন মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। **লাইকোপোডিয়ামেও** সব যেন খালি হয়ে গেছে এরূপ বোধ দেখা দেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খাবার পরেও সেটা থেকে যায়; শূন্যতাবোধের অনুভূতি খাদ্য গ্রহণের আগে যেমন ছিল, খাবার পরেও তেমনই থাকতে দেখা যায়, খাবার পরে পেটে একটা দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতিও দেখা দেয়। **কেলি কার্ব**-এও অনুরূপ শূন্যতাবোধ খাবার পরও থেকে যেতে এবং আরও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়; কিন্তু তারপরেই পেটে পূর্ণতাবোধ এবং দপ্‌দপ্‌ করা অনুভূতি দেখা দেয়।

লিভার ও হার্টের মারাত্মক ধরনের গোলযোগ থাকলে পরিপাক ও পরিশোষণ ঠিকমত হতে পারে না; প্যালপিটেশন ও খুববেশী দুর্বলতা দেখা দেয়; লিভারে রক্তাধিক্য ঘটে, মল সাদা সাদা। এখানে **ডিজিট্যালিসের** কথাও উল্লেখ করতে হয়; কারণ ঐ ঔষুধেও ভয়াবহ শূন্যতাবোধ খাদ্য গ্রহণের পরেও কমে না। সিপিয়াতে ঐ লক্ষণটির সঙ্গে স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি প্রবৃত্তি লোপ পাওয়া, রেক্টামে লাম্প বা পিণ্ডের মত যেন কিছু আটকে আছে এরূপ বোধ সহ কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি থাকতে দেখা যাবে।

"সামান্য একটু খাদ্য গ্রহণের পরেও পাকস্থলীতে বেদনা, সূচ ফোটানোর মত ব্যথা ও জ্বালাবোধ দেখা দেয় এবং বেদনা বমি হবার পরে, খুব বেড়ে যায়।" এরূপ লক্ষণ থাকা বেশ অদ্ভুত কেন না সাধারণত বমি হবার পরে বেদনা বা কষ্ট কমে যেতেই দেখা যায়। সিপিয়ার রোগীর পাকস্থলী যেন একটি চামড়ার থলির মত, কিছু খাবার পরেই সেটা একই অবস্থায় অথবা কোন কোন সময় টক অবস্থায় অথবা পিত্ত মেশানো অবস্থায় বমি হয়ে উঠে আসে।

লিভারের প্রদাহ ও বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে জণ্ডিস হওয়া; লিভারে বেদনা, পূর্ণতাবোধ, ফুলে যাবার মত বোধ ও লিভার অঞ্চলে একটা কষ্ট বা অস্বস্তিবোধ থাকতে দেখা যায়।

পেটে বায়ু জমে ফুলে যায় ও গড়্‌গড়্‌ শব্দ হয়। যে সব মেয়েদের পেট ছোট ঘোড়ার মত উঁচু হয়ে ফুলে থাকতে দেখা যায় তাদের মধ্যে প্রায়ই এই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক উপসর্গ দেখা দেয়, তাদের পেটের বিভিন্ন অংশে বাদামী রঙের দাগ সৃষ্টি হয়।

সিপিয়া প্রয়োগে ফিতে ক্রিমি দূর করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রনিক ধরনের ডায়রিয়াতে জেলীর মত থকথকে, দলাদলা মল বেরোতে দেখা যায় এবং প্রায়ই উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য, পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যটি দেখা দেয়; মলের সঙ্গে প্রচুর আম থাকে, ডায়রিয়া অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য যে কোন অবস্থার মলেই

আম মেশানো থাকতে দেখা যায়, কোষ্ঠবদ্ধতায় কঠিন মলের উপরে জেলীর মত থক্‌থকে আম পড়ে। হয়ত রোগীর বেশ কয়েকদিন ধরে মলই বেরোয় না তার পরে অনেকক্ষণ মলত্যাগের জন্য বসে থেকে বেগ দিতে থাকার পরে দেহে প্রচুর ঘাম দেখা দেয় কিন্তু তবুও বেরোতে চায় না; শেষ পর্যন্ত হয়ত মলদ্বারে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ও অনেকক্ষণ ধরে বেগ দেবার পরে সামান্য একটু মল বেরোয় এবং তার পরে বেশ খানিকটা জেলীর মত থক্‌থকে সাদা বা হলদে এবং খুব দুর্গন্ধযুক্ত আম পড়তে দেখা যায়।

অ্যাকিউট ধরনের ডায়রিয়া ও ডিসেণ্ট্রিতে জেলীর মত থক্‌থকে আম পড়া লক্ষণটি অনেকটাই **কেলি বাইক্রম** এবং **কষ্টিকামের** মত। তবে সিপিয়াতে ক্রনিক ধরনের ডায়রিয়া অথবা কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে জেলীর মত থক্‌থকে আম পড়তে দেখা যাবে।

গ্রাফাইটিসের সঙ্গে সিপিয়াকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না; **গ্রাফাইটিসে** অনেকক্ষণ ধরে বেগ দেওয়া ও ঘাম ঝরার পরে অনেকটা মল বেরোয় এবং তার উপরে অথবা তার সঙ্গে রান্না করা ডিমের সাদা অংশের মত পদার্থ মিশে থাকে, মনে হয় যেন অ্যালবুমিন দিয়ে মল আবৃত হয়ে রয়েছে।

সিপিয়াতে সব ধরনের স্রাবেই দুর্গন্ধ থাকে; মলের গন্ধটা অস্বাভাবিক ধরনের পাতলা মলে খুববেশী দুর্গন্ধ থাকে, পচাটে গন্ধ পাওয়া যায়; ঘাম, প্রস্রাব প্রভৃতিতে ও পচাটে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। "মলে পচাটে, টক ও দুর্গন্ধ থাকে এবং সবটা মল হঠাৎই একসঙ্গে বেরিয়ে আসে।" মলত্যাগের পরেও রেক্টামে পূর্ণতাবোধ, মলত্যাগের জন্য অনেকক্ষণ ধরে ব্যর্থ চেষ্টা ও ঘাম দেখা দেওয়া (কারণ রোগী খুব দুর্বল ও অবসন্ন থাকে) প্রভৃতির সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতায় সিপিয়া অনেকক্ষেত্রেই রুটিন ধরা-বাঁধা ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। সিপিয়াতে **নাক্সের** মতই ব্যর্থ চেষ্টা ও কোঁথানি থাকতে দেখা যায়। রোগিণীর হয়ত বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত মলত্যাগের বেগই আসে না এবং তারপরে যে চেষ্টা ও বেগ অথবা কোঁথানি দেখা দেয় সেটা যেন সন্তান প্রসবের মত বলে মনে হয়। রেক্টামের প্রল্যাপ্স দেখা দিতে পারে। মলদ্বারে একটা বল আটকে থাকার মত ভারবোধ মলত্যাগের পরও থাকে। মলদ্বারে ক্ষতের মত টন্‌টন্ করে। গোল বা কেঁচো কৃমি বেরোতে পারে। রেক্টাম থেকে ভেজা ভেজা একটা রস গড়ায়, মলদ্বারের দুইধারে, নিতম্বে ক্ষতের মত টন্‌টনে ব্যথা দেখা দেয়।

রেক্টামে দীর্ঘদিন ধরে শক্ত মল জমে থাকার ফলে অর্শ দেখা দেয় এবং তার ফলে রেক্টাম ও মলদ্বারে আরও কষ্টবোধ হয়ে থাকে।

প্রস্রাবে নানা ধরনের গোলযোগ দেখা দিতে পারে; শিশু রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়লেই অসাড়ে প্রস্রাব করে ফেলে। সিপিয়ার রোগিণীর মনটা মূত্রথলীর গলার অংশের দিকে সবসময়ই নিবদ্ধ রাখতে হয় নতুবা যখন তখন প্রস্রাব বেরিয়ে আসে; কাশতে গেলে, হাঁচি হলে, হাসতে গেলে, দরজা বন্ধ করার শব্দে, কোনরূপ মানসিক আঘাত বা শক্ পেলে অথবা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে প্রস্রাব করে ফেলতে দেখা যায়।

প্রায় সবসময়ই প্রস্রাব করার ইচ্ছা, বার বার প্রস্রাব হওয়া, দুধের মত সাদাটে রঙের প্রস্রাব হবার সঙ্গে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালাবোধ থাকে এবং প্রস্রাবটা কিছুক্ষণ রেখে দিলে দুধের মত, ধূসর বর্ণের তলানি পড়ে যেটা পাত্র থেকে সহজে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় না। রক্তমেশানো, অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হয় অথবা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে কিডনী ও মূত্রথলীতে খুববেশী বেদনা ও নিচের দিকে যেন টেনে নামানো হচ্ছে এরূপ খুববেশী বেদনাবোধ হতে দেখা যায়; হঠাৎ প্রস্রাব করার ইচ্ছার সঙ্গে কোঁথানি দেখা দেয় এবং মনে হয় জরায়ু সেই কোঁথানিতে বেরিয়ে আসবে। হঠাৎ প্রস্রাবের ইচ্ছার সঙ্গে ছুরি দিয়ে কেটে নেবার মত বেদনা ও সঙ্গে অন্য কেউ থাকার জন্য প্রস্রাব করতে না পারলে সারা দেহে শীতবোধ হতে থাকে।

সিপিয়ার রোগিণীর তৃতীয় মাসে ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়। সব রকমের ক্ষতযুক্ত অবস্থা, স্থানচ্যুতি, টেনে নিচের দিকে নামানোর মত বেদনাবোধ ও শিথিলতা প্রভৃতি থাকে। প্ল্যাসেন্টা না বেরিয়ে আটকে থাকে, জরায়ুর সাবইনভলিউশন অর্থাৎ প্রসবের পরে জরায়ু আবার স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে না আসা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে; বস্তিকোটরের যন্ত্রাদিতে ক্লান্তি ও দুর্বলতা থাকে। ঋতু বন্ধ হবার বয়সে অথবা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, বিশেষত ৫ম ও ৭ম মাসে মেট্রোরেজিয়া বা ঋতুস্রাবের মত স্রাব হতেও দেখা যেতে পারে।

পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বিরূপতা বা অনাসক্তি দেখা যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে খুববেশী যৌন সম্ভোগ না করা হয়ে থাকলেও মনে হয় যেন রোগিণী খুববেশী যৌন সম্ভোগে লিপ্ত থেকেছে। সহ্যশক্তি থাকে না, সঙ্গমের পরে খুববেশী ক্লান্তি, নিদ্রাহীনতা, নিদ্রায় নানারূপ স্বপ্ন দেখা, মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি মৃদু সংকোচন হওয়া, লিউকোরিয়া, পেলভিস্ বা বস্তিকোটরে রক্তাধিক্য প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। কোন মহিলার পূর্বে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বেশ স্বাভাবিক ও ঘনিষ্ঠ থাকলেও একটি সন্তান হবার পরেই সেই মহিলার যৌন সম্পর্কে কথা ভাবলেই হয়ত গা-বমিভাব দেখা দেয় ও খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে।

ঋতুস্রাবের বিষয়ে সিপিয়ার মধ্যে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না; এই ওষুধে ঋতুস্রাব খুববেশী অথবা একেবারেই কম হতে দেখা যেতে পারে।

ফেকাশে, হলদেটে চেহারার ও কোমলতন্তুবিশিষ্ট মেয়েদের ভয়াবহ ধরনের ডিসমেনোরিয়া দেখা দিতে পারে।

শিশু যখন স্তন পান করা বন্ধ করে তখন অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু মারা যাবার পরে পুনরায় ঋতুস্রাব দেখা দেবার কথা থাকলেও স্রাব দেখা না দিলে এবং রোগিণীর শরীর ভেঙ্গে পড়লে ও শুকিয়ে যেতে দেখলে সিপিয়া উপযোগী হবে এবং ঋতুস্রাব ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে :

ক্যালকেরিয়াতে এর ঠিক বিপরীত লক্ষণ দেখা দেয়; শিশু স্তনপান করা অবস্থাতেই ঋতুস্রাব দেখা দেয়। ঘন, সবুজ, হাজাকর অথবা দুধের মত লিউকোরিয়া, ছোট ছোট বালিকাদেরও লিউকোরিয়া দেখা দিতে পারে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরানো গনোরিয়াজনিত স্রাব ইঞ্জেকশনেও বন্ধ করা যায় না। প্রচুর পরিমাণে হলদে অথবা দুধের মত স্রাব প্রস্রাব পথ দিয়ে বেরোয় অথবা প্রস্রাবের পরে শেষ ফোঁটাটি ঐরূপ থাকে এবং সেটা বেদনাহীন হতে দেখা যায়। গনোরিয়াতে আশু বা অ্যাকিউট লক্ষণগুলি যখন চলে যায় সেই অবস্থায়, প্রস্রাবে খুব বেশী ইউরেট থাকা ও কাপড়ে লাগলে লালচে ছোপ পড়া, প্রায়ই হাজাকর ও খুব দুর্গন্ধ থাকা ও সেই সঙ্গে প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ প্রভৃতি দেখা যায়। "গ্লীট স্রাবে কোন বেদনা থাকে না, কেবলমাত্র রাত্রিতে স্রাব, এক বা দুটি ফোঁটা বেরিয়ে হয়ত কাপড়ে হলদেটে দাগ ফেলে, প্রস্রাব ও স্রাবে কোন ব্যথা বা জ্বালা থাকে না ; দেড় বছরের পুরানো ঐ উপসর্গে ইউরেথ্রার মুখটা সকালের দিকে, বিশেষত যখন যৌন যন্ত্রাদি দীর্ঘস্থায়ী কোন রোগের জন্য অথবা পুনঃ পুনঃ বীর্যপাতের জন্য দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন প্রস্রাব-দ্বার সকালের দিকে জুড়ে বা আট্‌কে থাকতে দেখা যেতে পারে।

যৌনাঙ্গে আঁচিল হয় ; যৌন যন্ত্রাদির খুববেশী ব্যবহারে ফলে ঐরূপ চেহারা হতে দেখা গেলে সিপিয়া উপযোগী হবে। পুরুষদের পুরুষত্বহীনতা এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে যৌন অনুভূতি লোপ পেতে দেখা যায়।

এই ওষুধটির সঙ্গে **মিউরেক্স**-এর গভীর সম্পর্ক অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। মাংসপেশীতে শৈথিল্য, পেটে নিচের দিকে টেনে নামানোর মত বোধ পেলভিসেও থাকা, পরিশ্রমে এবং হাঁটা-চলা করলে সেটা বৃদ্ধি পাওয়া এবং পা-দুটি পরস্পর আড়াআড়ি করে রেখে বসে থাকা অবস্থায় ঐ অনুভূতি কমে যাওয়া এবং যৌনাঙ্গে চাপ দিলেও কম মনে হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ ঐ দুটি ওষুধেই একই ধরনের হয় কিন্তু তার সঙ্গে খুববেশী পরিমাণে ঋতুস্রাব হওয়া ও যৌনসঙ্গমের ইচ্ছা খুববেশী প্রবল থাকতে দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে সিপিয়ার কথা ভুলে গিয়ে **মিউরেক্স**-এর কথাই বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। দুটি ওষুধেই পাকস্থলীতে খুববেশী শূন্যতাবোধ থাকতে দেখা যায়। সিপিয়াতে যৌন-চেতনা ও যৌনসম্ভোগের ইচ্ছা কমে যায়, প্রায়ই বিরূপতা বা অনাসক্তি দেখা দেয়। **মিউরেক্স**-এ জরায়ুতে খুববেশী টন্‌টন্‌ করা ব্যথা সহ রক্তাধিক্য দেখা দেয় এবং রোগিণীর সবসময়ই তার জরায়ুর অবস্থার কথা মনে আসে। **মিউরেক্স**-এ জরায়ুর ডানদিকে তীব্র বেদনা উপরের দিকে কোনাকুনি বুকের বাম দিক পর্যন্ত উঠতে অথবা বাম স্তন পর্যন্ত উঠতে দেখা যায়। এই ওষুধে ভীষণ বেদনাদায়ক ডিসমেনোরিয়া থাকে। জরায়ুর ক্যান্সারেই ঐ ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। জলের মত, সবুজ রঙের, ঘন, রক্তমেশানো লিউকোরিয়া দেখা দেয় এবং তাতে চুলকানিবোধ থাকে।

সিপিয়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, প্রবল পরিশ্রমে উপসর্গ কম থাকা ; নড়া-চড়া শুরু করবার সময় কষ্ট বৃদ্ধি পায় কিন্তু দেহ কঠিন পরিশ্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রোগী আরামবোধ করে। এই অবস্থার সঙ্গে পিঠের লক্ষণগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পিঠে খুববেশী পরিমাণে টন্‌টনে ব্যথা, মেরুদণ্ডের উপর থেকে

নিচে পর্যন্ত সর্বত্রই কামড়ানি ব্যথা থাকে। মেরুদণ্ডে চাপ দিলে বেদনার্ত স্থানগুলি বোঝা যায়। পিঠের কামড়ানি ব্যথা প্রধানত কোমর থেকে কক্কিক্স অস্থি পর্যন্ত দেখা দেয়; বসা অবস্থায় প্রায়ই ঐ বেদনা দেখা দেয় এবং কঠিন পরিশ্রমে কমে যায়। খুব জোরে চাপ দিলে বেদনা কমে যাওয়া লক্ষণটিও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে দেখা যায়। রোগী সাধারণত একটা বই চেয়ারের উপর রেখে তাতে পিঠের বেদনার্ত অংশটা জোরে চেপে রাখে। **নেট্রাম-মিউরের** মত চিৎ হয়ে পিঠে চাপ দিয়ে শুয়ে থাকলে সিপিয়াতে বেদনা কমে না। পিঠের কন্‌কন্‌ করা ব্যথা নিচের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালে আরও বেড়ে যায়। "হাঁটু গেড়ে বসলে পিঠের ব্যথা খুববেশী বৃদ্ধি পায়।

নিম্নাঙ্গের উপসর্গের মধ্যে পায়ের পাতায় খুববেশী অসাড়বোধ, সন্ধ্যার দিকে বিছানায় শোয়া অবস্থায় পা ও পায়ের পাতা খুব শীতলবোধ হয়; পা যখন উষ্ণ হয়ে ওঠে তখন হাত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে; পায়ের পাতা বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে, পায়ের পাতায় প্রচুর ঘাম হয়, ঘামে দুর্গন্ধ থাকে, পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ক্ষতের মত টন্‌টনে ব্যথা দেখা দেয়।

ঘুমের মধ্যে নানা ধরনের স্বপ্ন দেখা ও কষ্টবোধ হয়; বামদিকে চেপে শুতে পারে না, কারণ, তাতে হার্টের প্যালপিটেশন শুরু হয়, আঙ্গুলের ডগায় ও ঐ টিপ্‌ টিপ্‌ করা অনুভূতি থাকে।

চাপা পড়ে যাওয়া ম্যালেরিয়ার পুরানো রোগীর ক্ষেত্রে সিপিয়া প্রয়োগে শীতাবস্থা ফিরে আসে; তবে যে সব ক্ষেত্রে ভুল চিকিৎসার ফলে উপসর্গটি জটিল ও বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে সেই সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটিকে বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখা যায়। যখন কোন উপসর্গে এমন একটি ওষুধ প্রয়োগ করা হয় যে তাতে উপসর্গের একটা দিকে একটুখানি উপশম ও পরিবর্তন হবার পরে আর কোন শুভ পরিবর্তন দেখা দেয় না, জ্বরের উত্তাপ, শীতাবস্থা ও ঘাম যতটা অনিশ্চিত বা খামখেয়ালীভাবে চলা সম্ভব সেই ভাবেই চলতে থাকে, সেইরূপ অবস্থায় সিপিয়া ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ম্যালেরিয়ার পক্ষে **নেট্রাম-মিউর** খুব বড় উপযোগী ওষুধ, কিন্তু তাতে **চায়নার** মতই সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে, কিন্তু সিপিয়ার লক্ষণে সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষণই থাকতে দেখা যায় না। ওষুধ প্রয়োগের ভুলে উপসর্গ জটিল ও বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়লে **ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকাম, সালফার,** সিপিয়া এবং **ইপিকাকের** কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ম্যালেরিয়া জ্বরের শীতাবস্থা, উত্তাপ অথবা ঘামের লক্ষণে অনিয়ম দেখা গেলে কখনও **নেট্রাম-মিউর** অথবা **চায়না** প্রয়োগ করা উচিত নয়।

সিপিয়া **নেট্রাম-মিউরের** পরিপূরক ওষুধ। মনের হতচেতন ভাবের লক্ষণ ছাড়াও সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রেই একটা উত্তেজিত অবস্থা **নেট্রাম মিউরেও** বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, গোলমালের শব্দ, দরজা বন্ধ করার শব্দে রোগীর মধ্যে ঐরূপ অবস্থা দেখা দেয়। ঐরূপ অবস্থার ঘুমেই মধ্যেই মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি সৃষ্টি হয়; কাল্পনিক গোলমালের শব্দে রোগী বার বার ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে, রোগিণীর মনে হয়

যেন কেউ তাকে ডাকছে , ঘরের আশপাশে সামান্য একটু গোলমাল হলেও সে জেগে ওঠে।

রোগিণী ঋতুস্রাবের পূর্বে ও সময়ে খুববেশী খারাপ বোধ করে ; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, খাবার পরে, ঘুমের প্রথমভাগে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, বজ্রবিদ্যুতযুক্ত ঝড়ো আবহাওয়ায়, খুববেশী ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া প্রভৃতি অবস্থায় রোগীর কষ্ট বা উপসর্গ খুব বৃদ্ধি পায়।

সাইলিসিয়া (সিলিকা)
Silicea (Silica)

সিলিকার ক্রিয়া খুব ধীরে প্রকাশ পায়। প্রুভিংয়ের সময় এর লক্ষণ প্রকাশ পেতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। সুতরাং যে সব উপসর্গ খুব ধীরে ধীরে দেখা দেয় সেই সব উপসর্গে ওষুধটি উপযোগী হয়। বছরের বিশেষ একটা সময়ে এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই ওষুধের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং প্রুভারের জীবনের অবশিষ্ট সময়ের সবটাতেই সেইসব লক্ষণ থেকে যাওয়া সম্ভব। যে কোন গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরী ওষুধেই এরূপ দেখা যায় ; তারা জীবনধারার এমন গভীরে পেঁছাতে পারে যে বংশানুক্রমে সৃষ্টি হওয়া উপসর্গও তারা দূর করে দিতে সক্ষম। সিলিকার রোগী শীতকাতর থাকে। ঠাণ্ডায়, স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় তার উপসর্গ সৃষ্টি হয় ; যদিও ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো আবহাওয়ায় প্রায়ই রোগী ভালবোধ করে ; স্নান করার পরে অনেক সময় উপসর্গ দেখা দেয়।

রোগীর মানসিক অবস্থা বেশ অদ্ভুত। তার স্থৈর্য বা সহিষ্ণুতা কম থাকে শস্য ক্ষেত্রে গাছের ডাঁটাটির যে প্রয়োজন, মানুষের মনের পক্ষে সিলিকাও তেমনই প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ। ফসলের ডাঁটাটি যেমন ফসল পেকে না ওঠা পর্যন্ত শক্ত আবরণে গাছটিকে দৃঢ় রাখে, তাকে দৃঢ় রাখার জন্য সেখানে একটু একটু করে সিলিকার আস্তরণ জমে। মানুষের মনের ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা হয়। মনের জন্য যখন সিলিকার প্রয়োজন হয় তখন সে দুর্বল, ঝঞ্ঝাটে আকীর্ণ ভীত ও নমনীয় অবস্থায় থাকে। কোন একজন বিখ্যাত ধর্মযাজক, বিশিষ্ট উকিল অথবা যারা আত্ম-বিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা, সুগভীর চিন্তায় ও বক্তব্যে পারদর্শী ও জনসমক্ষে নিজের বক্তব্য যাঁরা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনা করতে পারে না সেইরূপ কোন লোকের কাছে যদি এই ওষুধের উপযোগী মানসিক অবস্থার কথা শোনা সম্ভব হয় তা হলে শোনা যাবে যে তিনি এখন জনসমক্ষে যেতে ভয় পান, কারণ, এখন আর তিনি পূর্বের মত দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর মতামত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন না বলেই তাঁর মনে হয় ; মানসিক পরিশ্রমে দীর্ঘদিন রত থেকে তিনি এখন ক্লান্ত, দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তাঁর মন এখন আর আগের মত কাজ করে না। কিন্তু তিনি একথাও বলবেন যে

কোনভাবে জোর করে তিনি যদি নিজেকে তাঁর কাজে লাগাতে পারেন তা হলে পুনরায় তিনি স্বচ্ছন্দে, সহজ, সাবলীল ভাবেই তাঁর কর্তব্য করে যেতে পারেন, তখন তাঁর আত্ম-বিশ্বাস ও ক্ষমতা ফিরে আসে। বিফল হবার ভয়টাই সিলিকার বৈশিষ্ট্য। যদি রোগীকে নতুন ধরনের কোন মানসিক চিন্তা-ভাবনার কাজ দেওয়া হয় তা হলেই সে সেটা সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে না বলে মনে করে ভীত হয়, কিন্তু কাজটা শুরু করলে সে সেটা ভালভাবেই সম্পন্ন করে থাকে। উপসর্গের প্রথমাবস্থায় এরূপ লক্ষণ দেখা দেয়; তারপরে অবশ্য এমন একটা সময় আসে যখন সে কাজটা নির্ভুল ও সুষ্ঠুভাবে আর করতে সমর্থ হয় না, তবু সেক্ষেত্রেও ঐ রোগীর সিলিকা প্রয়োজন।

একজন যুবকের উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। ঐ যুবক বেশ কয়েক বছর ধরে পড়াশোনা করে তার পাঠক্রমের শেষ পর্যায়ে এসে পেঁছে এখন শেষ পরীক্ষাটাকে সে ভয় পায়, কিন্তু ভালভাবেই পরীক্ষাটা দেবার পরেই সে খুববেশী ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং তারপরে বেশ কয়েকবছর পর্যন্ত সে নিজের ব্যবসার কাজে যোগ দিতে পারেনি। এখানে নতুন কাজের ভার নেবার ভয়ে ভীতির লক্ষণটা দেখা দিচ্ছে।

সিলিকার রোগীকে জাগিয়ে দিলে সে খুব উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু যখন একা থাকে তখন সে ভীরু, ক্লান্ত ও বিশ্রামে উৎসুক এবং সব কিছু থেকে দূরে থাকতে চায়। মহিলারা কোমল স্বভাব, ধীর স্থির, শান্ত ও ক্রন্দনশীল প্রকৃতির হয়। সিলিকার শিশু একটুতেই রেগে যায়, তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। এই ওষুধটি **পালসেটিলার** পরবর্তী পরিপূরক ও এর পরবর্তী ওষুধরূপে কার্যকরী হয় কারণ এর সঙ্গে **পালসেটিলার** খুববেশী সদৃশ্য আছে; তবে সিলিকা ঐ ওষুধটির তুলনায় অনেক বেশী গভীরভাবে ও বিস্তৃতভাবে কার্যকরী ওষুধ। ধর্ম বিষয়ে বিষাদ ও মানসিক বিষন্নতা, উত্তেজনাপ্রবণ বা খিটখিটে ভাব, হতাশা প্রভৃতি দেখা যায়। **লাইকোপোডিয়ামের** রোগী জড়বুদ্ধি হয়, সে তার সাধারণ বুদ্ধিতেই তার অক্ষমতা বুঝতে পেরে নতুন কোন কাজ করতে ভয় পায়। সিলিকাতে ঐ ভয়টা তার কল্পনাপ্রসূত অক্ষমতার ধারণা থেকে দেখা দেয়।

ব্যবসায়িক কাজকর্মের পরিশ্রমে মানসিক ক্লান্তি ও দুর্বলতা থেকে যে খিটখিটে ভাব ও স্নায়বিক অবসন্নতা দেখা দেয়, তার ফলে, ছাত্র, উকিল, ধর্মযাজক অথবা বিশেষ কোন একটা বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকেদের মধ্যে সে অবস্থা প্রায়ই দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সিলিকা উপযোগী। দীর্ঘদিন ধরে মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি অবস্থায় সিলিকা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

এই ওষুধে যে কোন তন্তুময় স্থানে প্রদাহ ও পেকে ওঠা অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঢিলেঢালা, শিথিল ধাতুর লোকেদের উপরে ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে দেহের কোন গভীর অংশে আটকে থাকা কোন 'ফরেন বডির' চারদিকে ঘিরে থাকা ফাইব্রাস টিসুতে পুঁজ সৃষ্টি করে সেই 'ফরেন বডি'কে বাইরে

বের করে দিতে পারে। দেহের পুষ্টির কাজ খুব ধীরে ধীরে হয়; দেহের কোথাও সামান্য একটু আঘাত লেগে কেটে বা ছড়ে গেলে সেখানটা পেকে ওঠে এবং শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত স্থান শক্ত হয়ে যায়, সেখানটা শক্ত ও নডিউলের মত হয়ে যায়। ছুরিতে কেটে যাওয়া অংশে সূক্ষ্ম তন্তুময় পদার্থ জমা হয়। পুরানো ক্ষত শুকিয়ে যাবার পরে সেখানে সিকেট্রিকাল টিস্যু সৃষ্টি হয়, শক্ত, চক্‌চকে এবং কাচের মত স্বচ্ছ ভাব নেয়। ঐরূপ অবস্থায় সিলিকা প্রয়োগে সেখানে ফোড়া বা অ্যাবসেস সৃষ্টি হয়ে সেই শুকিয়ে কুঁকড়ে থাকা অংশ থেকে পুঁজ বেরিয়ে গিয়ে সেখানটা নরম হয়ে যায়। পুরানো ক্ষতস্থানকে এই ওষুধ নতুন করে পাকিয়ে দেয় এবং সারিয়ে দিয়ে সেখানে সুস্থ সিকেট্রিকস্ সৃষ্টি করে।

কোন একজনের দেহের ভিতরে কোথাও কোন কাঁটা, পাথর বা কাঠির টুকরো কিছু গেঁথে গেলে সেখানটা পেকে উঠে পুঁজের সঙ্গে সেটা বেরিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু এই ওষুধের মত দুর্বল ধাতুর লোকেদের ক্ষেত্রে বিশেষ এক ধরনের 'প্লাস্টিক ডিপজিট' হবার ফলে সেই গেঁথে থাকা পদার্থটি ভিতরেই থেকে যায়, যেটা মোটেই সুস্থ লক্ষণ নয়। বন্দুক বা রিভালবারের গুলি ভিতরে আটকে থাকলে তার পাশে পেকে পুঁজ সৃষ্টি হয়ে সেই গুলিটি ঠেলে বাইরে বের করে দেবার মত অবস্থাটাকেই সব চেয়ে বেশী আশাপ্রদ অবস্থা বলে ধরে নিতে হবে।

কাজেই সিলিকা অ্যাবসেস বা ফোড়াকে দ্রুত পাকিয়ে দিতে পারে। পুরানো 'ওয়েন' বা সিবেসাস সিস্ট এবং শক্ত হয়ে যাওয়া টিউমারকে ওষুধটি পাকিয়ে দিতে পারে। বার বার সৃষ্টি হওয়া ফিব্রয়েড এবং পুরানো বা দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী, শক্ত হয়ে পড়া টিউমার এই ওষুধে সারানো যায়।

ফুসফুসে যক্ষ্মাজনিত টিউবারক্‌ল্ বা গুটি হলে সিলিকা সেখানে প্রদাহ সৃষ্টি করে সেটাকে বের করে দেবে, কিন্তু সমস্ত ফুসফুসেই যদি ঐরূপ গুটিতে ভরে যায় সেক্ষেত্রে পুঁজযুক্ত নিউমোনিয়া সৃষ্টি হবে; সুতরাং এই ধরনের ওষুধ প্রয়োগ বা পুনঃপ্রয়োগের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। যক্ষ্মারোগের অগ্রবর্তী বা অ্যাডভান্সড্ অবস্থায় এই ধরনের ওষুধ প্রয়োগের বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে হয়। শুধু সিলিকাই নয় আরও অনেক ওষুধেই পুষ্টির দুর্বলতা থেকে এইরূপ টিস্যু বা কোন অংশ পেকে ওঠা বা পুঁজ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকতে দেখা যায়।

ত্বকে আঁচিলের মত উদ্ভেদ, ভেজা ভেজা উদ্ভেদ, ফুস্কুড়ি, পুঁজযুক্ত ফোস্কা, অ্যাবসেস বা বড় ফোড়া প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। পুরানো নালী ঘায়ের ধারগুলিতে শক্তভাব থাকলে এই ওষুধে সেটা সারানো যেতে পারে। শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও পুঁজস্রাব; চোখ থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা ও পুঁজ মিশে থাকার মত স্রাব হয়; নাক, কান, বুক, ভ্যাজাইনা প্রভৃতি থেকেও ঐ ধরনের আধা ঘন স্রাব হতে দেখা যায়।

কোন ধরনের স্রাব দমিত বা চাপা পড়ে যাবার ফলে উপসর্গ দেখা দিলে; ঘাম হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে দেহে সাধারণ ও স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে।

কোনভাবে পা বেশীক্ষণ জলে ভিজে থাকলে পায়ের দুর্গন্ধ ঘাম হঠাৎ বন্ধ হয়ে বা চাপা পড়ে মারাত্মক কোন উপসর্গ অথবা শীতভাব নিয়ে আসতে পারে। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে দীর্ঘস্থায়ী, দুর্গন্ধযুক্ত পায়ের ঘাম সিলিকাতে সারানো যায়। পায়ের ঘাম চাপা পড়ে যাবার পর থেকে সৃষ্টি হওয়া উপসর্গও ওষুধটিতে সারানো যেতে পারে। কোন রোগীর ঘন, হলদে সর্দি বা শ্লেষ্মা স্রাব হয়ত বেশ কয়েক বছর ধরেই চলেছে। ভাল করে খোঁজ নিয়ে হয়ত জানা যাবে যে কোন ধরনের মানসিক আঘাত বা শক্ লাগা, অথবা ঠাণ্ডা লাগার ফলে পায়ের ঘাম হওয়া দমিত বা চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং তারপর থেকে পায়ের ঘাম আর দেখা দেয়নি এবং তখন থেকেই ঐ সর্দিস্রাব বা শ্লেষ্মাটা চলে আসছে। এই ক্ষেত্রে সাইলিসিয়া বা সিলিকা প্রয়োগ করলে প্রথমে পায়ের ঘামটা ফিরে দেখা দেবে, তারপরে ক্রমশ সর্দি বা শ্লেষ্মাস্রাব কমে যাবে এবং শেষে পায়ের ঘামও চলে গিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তুলবে। নাক অথবা অন্য কোন স্থানের শ্লেষ্মাজনিত স্রাব, টিসু শক্ত হয়ে পড়া, টিউমার হওয়া, ক্রনিক ধরনের গ্যাসট্রাইটিস, মস্তিষ্কের দুর্বলতা বা অবসন্নতা প্রভৃতি যদি পায়ের ঘাম, কান থেকে স্রাব বা অটোরিয়া দমিত হবার পরে অথবা নালী ঘা বন্ধ হয়ে গিয়ে দেখা দেয় তা হলে সিলিকা উপযোগী হবে।

ক্রনিক মাথাধরা ও গা-বমিভাব এমনকি বমি হতেও দেখা যায়। মাথার পিছন দিকে মাথাধরার বেদনা প্রথমে শুরু হয়, সকালের দিকে অথবা দুপুরের দিকে বেদনা আরম্ভ হয়ে ক্রমশ কপালের দিকে ছড়িয়ে পড়ে, রাত্রির দিকে মাথার যন্ত্রণা খুববেশী বেড়ে যায়; গোলমালের শব্দেও মাথাধরা বৃদ্ধি পায় এবং উত্তাপে কম থাকে; চোখের উপরের অংশে স্নায়বিক বেদনা চাপ ও উত্তাপ প্রয়োগে কম থাকে; ঐ বেদনার সঙ্গে মাথায় প্রচুর ঘাম হতে দেখা যায়। কপালে শীতল, চট্চটে, দুর্গন্ধ ঘাম হয়। যখন কোন সিলিকার রোগী পরিশ্রমের কাজে লিপ্ত হয় তখন তার নিম্নাঙ্গ শুষ্ক অথবা প্রায় শুকনো থাকে। রোগীর সারা দেহে ঘাম দেখা দিতে হলে খুববেশী দৈহিক পরিশ্রম করা দরকার, অর্থাৎ সে খুববেশী পরিশ্রম করলে তবেই তার সারা দেহে ঘাম দেখা দেয়, নচেৎ নয়। মাথা ও দেহের উর্ধ্বাংশে ঘাম হওয়া এই ওষুধের একটি বৈশিষ্ট্য। মাথাধরা প্রতি সপ্তাহে একবার করে আসে অর্থাৎ সাতদিন অন্তর মাথাধরা দেখা দেয় (**জেলসিমিয়াম, লাইকোপোডিয়াম, স্যাঙ্গুই-নেরিয়া, সালফার**)। ঘাড় থেকে মাথার যন্ত্রণা উপরের দিকে, বিশেষত মাথার ডানদিকে উঠে যায় (**স্যাঙ্গুইনেরিয়ার** মত)। অক্সিপুট অংশে ভারীবোধে মনে হয় যেন মাথাটা পিছন দিকে টেনে রাখা হয়েছে, সেই সঙ্গে মাথায় রক্তোচ্ছ্বাসও ঘটতে দেখা যায় (**কার্বোভেজ ও সিপিয়ার মত**)। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাধরা খুব বেড়ে যায়। **সোরিনামের** রোগী গ্রীষ্মকালেও মাথায় পশমী টুপী পরে থাকে। **ম্যাগ মিউরে** মাথায় কাপড় জড়িয়ে রাখলে ভাল বোধ করে কিন্তু তবুও রোগী হাওয়ায় যেতে চায়, বা হাওয়া পছন্দ করে। **রাসটক্সে** দেহে ঘাম হতে দেখা যায় কিন্তু মাথাটা শুকনো থাকে। **পালসেটিলায়** মাথার একটা ধারে ঘাম হতে দেখা যায়।

মাথাঘোরায় রোগীর মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়; সেই সঙ্গে গা-বমিভাবও থাকে; মাথাঘোরার অনুভূতি মেরুদণ্ড বেয়ে উপরে উঠে মাথায় এসে আশ্রয় নেয়।

সিলিকার রোগীর পক্ষে ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত থেকে দূরে থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়; মাথা ভালভাবে কাপড়ে জড়িয়ে রাখতে, বিশেষত মাথার যেখানটায় বেদনা বেশী সেই অংশ ভালভাবে কাপড়ে জড়িয়ে রাখতে রোগী বাধ্য হয় এবং সেই অংশে প্রচুর ঘাম দেখা দেয়।

মানসিক পরিশ্রমে, খুববেশী পড়াশোনা করা, গোলমালের শব্দ, নড়া-চড়া, পা ফেলার জন্য যে মৃদু স্পন্দনের সৃষ্টি হয় সেই স্পন্দনের জন্য, আলোতে, নিচু হয়ে মাথা ঝোঁকালে, মলত্যাগের জন্য বেগ দিতে গেলে, কথা বললে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় স্পর্শে, মাথাধরার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

ভেজা ভেজা, মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ মাথার ত্বকে সৃষ্টি হতে পারে, মাথায় একজিমা বা একজিমা কেপিটিস্ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

সিফিলিসজনিত পচাটে ধরনের বা ফ্যাগেডিনার মত ক্ষতে সিলিকা উপযোগী। মাথার ত্বকে গভীর হয়ে ছড়িয়ে পড়া ক্ষতের ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে। মাথার চামড়া ও মাথার খুলির মধ্যবর্তী অংশে প্রদাহ, টিউমার সৃষ্টি হওয়া, সেখানে ঘন এক ধরনের রস বা গ্রুমাস ফ্লুইড দ্বারা ভর্তি হয়ে থাকা প্রভৃতি; এই ওষুধটি ব্লাড টিউমারও দূর করতে পারে। নবজাতকের মাথায় টিউমার বা সেফালেটোমা নিউনেটোরাম, এনকণ্ড্রোজেস অর্থাৎ মাথার হাড়ের উপর টিউমার প্রভৃতি এই ওষুধে দূর করা সম্ভব। কার্টিলেজ বা কোমলাস্থি এবং অস্থি-সন্ধির বিভিন্ন উপসর্গ, টিউমার প্রভৃতির চিকিৎসায় সিলিকা বিশেষ উপযোগী। হাত ও পায়ের আঙ্গুলের অনুরূপ উপসর্গেও সিলিকা কার্যকরী হয়।

সিলিকার উপসর্গগুলি সাধারণত গ্ল্যান্ড শক্ত হয়ে পড়া, বিশেষত গলা ও ঘাড়ের সারভাইক্যাল গ্ল্যাণ্ড, নানা গ্রন্থি বা স্যালিভারী গ্ল্যাণ্ড, বিশেষত প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি বড় ও শক্ত হয়ে থাকার সঙ্গে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা লাগলেই প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বড় ও শক্ত হয়ে পড়ে (**ব্যারাইটা কার্ব, ক্যালকেরিয়া, সালফার**)।

প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ডের অ্যাকিউট ধরনের প্রদাহে **পালসেটিলা** উপযোগী, কিন্তু সোরার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্রনিক ধরনের প্রদাহে সিলিকা উপযোগী হয়ে থাকে, স্ক্রফুলার মত গ্ল্যাণ্ডের অবস্থায় সিলিকা কার্যকরী হয়।

চোখে প্রদাহ ও অন্যান্য নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। কর্নিয়াতে ক্ষত, চোখের পাতায় পুঁজযুক্ত ফোস্কা, চোখের পাতা বা অক্ষিপক্ষ ঝরে পড়া, চোখের পাতার ধারগুলিতে পুঁজ সৃষ্টি হওয়া ও জ্বালা করা, হুল বেঁধানোর মত ব্যথা এবং লালভাব প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। চোখের সব উপসর্গের সঙ্গেই খুববেশী আলোকভীতি বা ফটোফোবিয়া থাকে। স্ক্রফুলার রোগীদের চোখে ছোট ছোট ক্ষতসহ টনটনে ব্যথা, দুর্দম্য ধরনের ক্রনিক অবস্থা; চোখ থেকে পুঁজ

স্রাব ; পাতলা, জলের মত অথবা রক্ত মেশানো স্রাব ; ঘন ও হলদে পুঁজের মত স্রাব ইত্যাদি দেখা যেতে পারে, সেই সঙ্গে ক্ষতও থাকে। সিফিলিসজনিত আইরাইটিস, কর্নিয়াতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী অথবা পুঁজ সৃষ্টিকারী ক্ষত, কর্নিয়াতে দাগ ও পুরানো শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের চিহ্ন থাকতে দেখা যায়। আঘাত লেগে চোখের প্রদাহ, বাইরের কোন জিনিস চোখের ভিতরে ঢুকে থাকা ; অ্যাবসেস্, ফোড়া প্রভৃতি চোখ ও চোখের পাতায় সৃষ্টি হওয়া, টারসান টিউমার, অঞ্জনী প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। চোখের কোণের দিকে কোন রোগ হওয়া, চোখের অশ্রুস্রাবকারী নালীতে ঘা বা ফিশ্চুলা, ঐ নালীপথ কুঁকড়ে প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা বা স্ট্রিকচার প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

যক্ষ্মারোগ সৃষ্টির প্রবণতা নির্মূল করার পক্ষে সিলিকার চেয়ে বেশী গভীরভাবে কার্যকরী আর কোন ওষুধ আমাদের নেই ; লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে, যেমন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঠাণ্ডা, ভিজে আবহাওয়ায় যক্ষ্মারোগজনিত সব উপসর্গ খুববেশী বেড়ে যেতে এবং ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো আবহাওয়ায় কম থাকতে দেখা গেলে সিলিকা অবশ্যই ফলপ্রদ হবে।

কানে দুর্দম্য ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ; পুরানো, দুর্গন্ধযুক্ত ঘন, হলদে অটোরিয়া বা কানের পুঁজ পড়া ; স্কারলেট জ্বরের পরে নানা ধরনের উপসর্গ, কানে কম শোনা, এমন কি বধিরতাও দেখা দিতে পারে। কানের নানা ধরনের পীড়ার সঙ্গে, শ্রবণশক্তির দুর্বলতার সঙ্গে কানে সমুদ্র গর্জনের মত শব্দ হওয়া, হিস্‌হিস্ শব্দ, জোর শব্দে বাষ্প বেরিয়ে যাবার মত শব্দ, ট্রেন বা মোটর গাড়ী থেকে বাষ্প বেরোনোর মত শব্দ কানের কোন যান্ত্রিক গোলযোগ থেকে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে স্নায়ুর দুর্বলতায় সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সাধারণত মধ্যকর্ণের শুকনো শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থা সৃষ্টি হবার প্রথম দিকে এরূপ লক্ষণ দেখা দেয় ; মধ্যকর্ণ ও ইউসটেসিয়ান টিউবের শুকনো শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার জন্য বধিরতা বেশ কিছুদিন চলার পরে, কানে জমে থাকা পুঁজ বা রসস্রাবটা অন্য কোথাও সরে গেলে হঠাৎ শ্রবণশক্তি ফিরে আসতে দেখা গেলে সিলিকা উপযোগী হয়ে থাকে। হঠাৎ কানে বন্দুক বা কামানের গোলার মত শব্দ হয়ে শ্রবণশক্তি ফিরে আসে। মার্কারীর অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট কানের উপসর্গ, দেহের কোন অংশের অস্থি, বিশেষত কান, নাক এবং ম্যাসটয়েড প্রসেস প্রভৃতি ছোট ছোট অস্থিতে ক্ষয় বা কেরিজ, কানের পিছনে মামড়ী পড়া, কানে ভিতরের পর্দা ফেটে যাওয়া, অন্তঃকর্ণ ও ইউসটেসিয়ানের উপসর্গের সঙ্গে কানে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার মত অনুভূতি, মুখ হাঁ করলে বা ঢোক গিললে সেই অনুভূতিটা কমে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

কানের বেশীর ভাগ গোলযোগের সঙ্গেই প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বড় ও শক্ত হয়ে থাকতে দেখা যায়। নাকে শক্ত শক্ত মামড়ী জমে, স্বাদ ও গন্ধ পাবার ক্ষমতা লোপ পায় ; নাক থেকে রক্ত পড়ে, মিউকাস মেমব্রেনে পুঁজভাব দেখা দেয়, খুব খারাপ ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে ছোট ছোট হাড়ের টুকরোও নাক থেকে বেরিয়ে আসতে

দেখা যায়। নাক থেকে খুববেশী দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ স্রাব বা ওজিনা, বিশেষত পুরানো সিফিলিসের রোগীদের নাকের হাড় বিনষ্ট হয়ে গিয়ে নাক থলথলে একটা থলীর মত, চুপসে ভিতরের দিকে বসে যাবার মত অথবা ক্ষত হয়ে একেবারে খসে গিয়ে কেবলমাত্র একটি গর্ত হয়ে থাকা অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঐরূপ অবস্থার ক্ষত সিলিকার সাহায্যে সেরে যাবার পরে কৃত্রিম নাক ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিফিলিসজনিত নাকের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে আক্রান্ত অংশে পচনশীল বা ফ্যাগেডিনার মত ক্ষত সৃষ্টি হলে **হিপার** সিলিকার সঙ্গে তুলনীয়। **হিপার, মার্ক কর আর্সেনিকাম** ওষুধগুলি অ্যাণ্টিসিফিলিটিক প্রধান ওষুধ বলে পরিগণিত হয়; বিশেষ যে সব ক্ষেত্রে নাকে ফ্যাগেডিনার মত পচনশীল অবস্থা দেখা দেয়। ছোট ছোট শিশুরা রক্তমেশানো নাসাস্রাবে ভোগে। ঐরূপ অবস্থায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে **ক্যাল সালফ** উপযোগী।

সিলিকার রোগীর মুখমণ্ডলের চেহারা রেশম-কোমল, অ্যানিমিক, মোমের মত ফেকাশে ও ক্লান্ত দেখায়। পুঁজ বা জলের মত রসযুক্ত ফোস্কা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে থাকে নাকের পাটার পাশে ফাটা ফাটা, ঠোঁটে অল্পেতেই ফিশার সৃষ্টি হওয়া, মুখের মিউকাস মেমব্রেন ও ত্বকের সংযোগস্থলের মধ্যবর্তী অংশে মামড়ী সৃষ্টি হওয়া, উদ্ভেদে মামড়ী পড়া এবং মামড়ীর নিচে শক্তভাব সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। মামড়ী উঠে যাবার পরেও ক্ষতস্থান শুকোবার বা সেরে ওঠার লক্ষণ দেখা দেয় না। লুপাস, এপিথেলিওমা সৃষ্টি হবার মত খারাপ ধরনের টিসু গঠন হতে দেখা যায়, সেখানে খারাপ ধরনের একজিমা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। ঐ সব ক্ষতস্থানের সঙ্গে যুক্ত রক্তবাহী শিরা-ধমনীগুলি ক্রমশ পুরু হয়ে যায়। নরম ও কোমল ধরনের টিসুগুলি ক্রমশ শক্ত হয়ে পড়ার এবং শক্ত ধরনের টিসু আরও বেশী শক্ত হয়ে যাবার প্রবণতা থাকে।

শিশুকালে হাড়গুলি অপেক্ষাকৃত নরম ও ক্ষয় পেতে থাকে অথবা পেরিঅস্টিয়ামে প্রদাহ হয়ে পরে নেক্রোসিস দেখা দেয়। লম্বা হাড়ের মাঝের ও মাথার দিকের অংশে এবং কার্টিলেজযুক্ত অংশে ক্ষয় বা কেরিজ দেখা দেয়, কার্টিলেজ অংশে অ্যাবসেস, এনকণ্ড্রিওমা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং সেখানে ফিশ্চুলার মত গর্ত সৃষ্টি হয়। চোয়ালের হাড়, জয়েণ্ট, বিশেষত হিপ্‌জয়েণ্ট, টিবিয়া ভার্টিব্রার স্পাইন প্রভৃতি অংশে নেক্রোসিস হয়ে শেষে মেরুদণ্ড বাইরের দিকে বিশেষ ভাবে বক্র হয়ে পড়তে দেখা যায়। হোমিওপ্যাথগণ এই ধরনের হাড়ের বিভিন্ন উপসর্গে উপযুক্ত প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে কিছু কিছু যান্ত্রিক সাহায্য নিতে পারেন।

সিলিকার রোগীর ঠোঁট কর্কশ, ফাটা ফাটা ও ছাল ওঠা ধরনের হয়ে পড়ে। ঠোঁটের ধারে ধারে আঁশের মত সৃষ্টি হয়, মুখের কোণে ফাটল বা ফিশার হয়ে শক্ত হয়ে পড়ে। যেখানে মামড়ী পড়ে তার কাছে একটা ফাটা রেখার মত প্রায়ই সৃষ্টি

হতে দেখা যায়। নাকের পাটায় এপিথেলিওমার মত ছোট ছোট মামড়ী পড়ে এবং সেই মামড়ী তুলে ফেললে একটা দগ্‌দগে ক্ষতের মত সৃষ্টি হয় এবং সেটা সারতে চায় না। কানের উপরেও মামড়ীর মত সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

দাঁত ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়, দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যায়। দাঁতের ডেনটাইন অংশ কর্কশ বা খসখসে হয়ে পড়ে, দাঁতের চক্‌চকে ভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং কেরিজ হয়। মাঢ়ীর কাছাকাছি অংশে এইরূপ ঘটে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ঠাণ্ডা বা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, ভিজে আবহাওয়ায় দাঁতের উপসর্গ, দাঁত কন্‌কন্‌ করা প্রভৃতি দেখা দেয় ; দাঁত হলদেটে হয়ে পড়ে এবং দ্রুত দাঁতের ক্ষয় হতে শুরু করে, মাঢ়ী দাঁত থেকে আলগা হয়ে সরে যায়। স্নায়বিক বেদনা ও দাঁতের ব্যথা উষ্ণ ঘরে থাকলে এবং গরম পানীয় গ্রহণে কমে যায়। মাঢ়ী ও মুখমণ্ডলে অ্যাবসেস সৃষ্টি হলে, উষ্ণ সেক্‌ দিলে আরামবোধ হয়। চোয়ালে দারুণ ব্যথা, দাঁত দিয়ে চিবানোর মত, ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা রাত্রিতে বেশী হয়, উত্তাপে কম থাকে ; এই ধরনের ব্যথার পরে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দাঁতের ও মাঢ়ীর কাছে অ্যাবসেস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রদাহে আক্রান্ত হয়ে ঐ অংশে স্পর্শকাতর বেদনা সৃষ্টি না হলে সাধারণত চাপে বেদনা কম থাকতে দেখা যায়।

জিহ্বায় গেঁটেবাতে আক্রান্ত হবার মত প্রদাহ, প্রদাহের সঙ্গে অ্যাবসেস সৃষ্টি হবার মত সম্ভাবনা দেখা দেয়, জিহ্বায় চিবানোর মত, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি পেতে এবং উত্তাপে কম থাকতে দেখা যায়।

গলা ও ঘাড়ের সব গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ ও স্ফীতি একই সঙ্গে বা আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যে কোন একটি অথবা দুটি টনসিলেই খুব বেদনা, পেকে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্যারোটিড, সাব-লিঙ্গুয়াল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাব-ম্যাক্সিলারী এবং সারভাইক্যাল গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ, স্ফীতি ও শক্ত হয়ে ওঠা, বেদনা প্রভৃতির সঙ্গে ঘাড়, কাঁধ এবং মাথায়ও বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। আবার, এর বিপরীত অবস্থাও ঘটতে দেখা যায়। পুরানো ক্রনিক উপসর্গে রোগীর স্বাস্থ্য যখন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে তখন স্নান করার পরে রোগীর উপসর্গ ও কষ্ট খুব বেড়ে যায়, সে উষ্ণতা চায়, ঠাণ্ডাকে ভয় করে, সব সময়ই সে যেন শীতে কাঁপে। কিন্তু ঘাড়ে যখন অ্যাকিউট কোন প্রদাহ দেখা দেয় তখন উল্টো ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়, তার দেহে উত্তাপের ঝলকানি দেখা দেয়, অনিয়মিত একটা উত্তাপের ঝলকানিযুক্ত জ্বর, পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়া কিন্তু দেহের ঊর্ধ্বাংশে গরমভাব, মাথা ও ঘাড়ে ঘাম হওয়া, উষ্ণ ঘরে থাকলে উত্তাপ ও দম আট্‌কাবোধ হওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। কুইনজি অর্থাৎ টনসিলের অ্যাকিউট প্রদাহ ও পেকে ওঠার মত অবস্থা, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডে অ্যাকিউট ধরনের অ্যাবসেস প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় সিলিকার সঙ্গে **পালসেটিলার** সম্পর্কটা স্পষ্ট করে বোঝা যায়। **পালসেটিলার** ক্রনিক উপসর্গে রোগী সবসময়ই অধিক উত্তাপ বোধ করতে থাকে কিন্তু অ্যাকিউট অবস্থার উপসর্গে সে সর্বদাই শীতকাতর থাকে। উপসর্গের অ্যাকিউট ও ক্রনিক অবস্থার

সিলিকা ও **পালসেটিলার** মধ্যে ঠিক বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। উপসর্গের প্রথমাবস্থায় **পালসেটিলার** রোগী শীতকাতর থাকে ও ঘেমে যায়।

সিলিকাতে গলার নানা ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায় কিন্তু ওষুধটি অ্যাকিউট উপসর্গে খুব একটা উপযোগী হয় না, কারণ এর লক্ষণ ও উপসর্গ খুব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়; বেশ কয়েকবার ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া এবং সেই ঠাণ্ডাজনিত উপসর্গ **বেলেডোনা** অথবা অন্য কোন অ্যাকিউট ওষুধের সাহায্যে কমিয়ে আনার পরেও যখন ঠাণ্ডাটা সম্পূর্ণভাবে সেরে না গিয়ে টনসিল এবং ঘাড়ের অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডে গিয়ে চেপে বসে সেইরূপ অবস্থায় সিলিকা ফলপ্রদ হতে পারে। ঐ সব ক্ষেত্রে সিলিকা প্রয়োগ করলে ঠাণ্ডা লেগে যাবার মত অবস্থাটা আটকানো যায়। ঠাণ্ডা লাগার পরে প্রতিবারই উপসর্গ বা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা আগের বারের তুলনায় বেশী কষ্ট নিয়ে দেখা দেয়, স্বরভঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে উপসর্গটা আবার ক্রনিক অবস্থায় চলে যায়; ফ্যারিংক্সে ক্রনিক ধরনের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাটা সৃষ্টি হয়। গলায় দুর্দমনীয় ধরনের সোরথেÖাট বা গলক্ষত অবস্থায় সিলিকার সঙ্গে **নেট্রাম মিউর** প্রতিযোগী রূপে দেখা দেয়।

সিলিকা পাকস্থলীতে গোলযোগ সৃষ্টি করে, হিক্কা দেখা দেয়, গা-বমিভাব ও বমি হয়; লিভারেরও গোলযোগ দেখা দেয়। এইসব লক্ষণই একই সঙ্গে দেখা দেয়, তাদের আলাদা করে দেখা সম্ভব হয় না। উষ্ণ খাদ্যে লক্ষণীয় বিরূপতা, শীতল জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকতে দেখা যায়। রোগী চাও কিছুটা ঠাণ্ডা করে নিয়ে খায়। সে তার সব খাদ্য ও পানীয়ই শীতল পছন্দ করে, উষ্ণ খাদ্য সে অপছন্দ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাংসের প্রতি বিশেষভাবে বিরূপতা থাকে কিন্তু রোগী যদি মাংস খায় তবে সেটা ঠাণ্ডা এবং টুকরো টুকরো ফালি করে তবেই খায়। সে আইসক্রিম, বরফজল পছন্দ করে এবং সেই ঠাণ্ডা খাদ্য বা পানীয় পাকস্থলীতে গেলে রোগী আরামবোধ করে; কখনো কখনো সিলিকার রোগীর পক্ষে গরম পানীয় গ্রহণ অসম্ভব হয়, গরম পানীয় গ্রহণে তার মাথা ও মুখমণ্ডলে ঘাম দেখা দেয়, দেহে উত্তাপের ঝলক সৃষ্টি হয় (ব্যারাইটা কার্ব)।

খুববেশী উত্তাপ এবং খুববেশী ঠাণ্ডা কোনটাই সিলিকার রোগীর সহ্য হয় না উত্তাপের সামান্য কয়েক ডিগ্রী কম-বেশী হলেই তার উপসর্গ দেখা দেয়; দেহ কোন ভাবে খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, আবহাওয়ার অল্প পরিবর্তনেই তার দেহে ঘাম দেখা দেয় এবং সেই ঘাম বসে গিয়ে সে ঠাণ্ডাজনিত উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

একজন চিকিৎসক এক রোগিণীর প্রসবের সময় চিকিৎসা করবার জন্য বসেছিলেন, প্রসবের শেষ অবস্থায় কিছুটা কষ্ট ও বিলম্ব হচ্ছিল এবং তার ফলে ঐ চিকিৎসকের দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়ে, তিনি তাঁর ওভার কোট ও টুপি পরেই দেহ ঠাণ্ডা করার জন্য বারান্দায় বেরিয়ে আসেন; কিন্তু তার পরে তাঁর হাঁপানি, তীব্র কাশি, গলা ও মুখ বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা বা গ্যাগিংসহ প্রচুর গয়ের ও বমি হতে

থাকে. বেশ কয়েকমাস পর্যন্ত এইরূপ উপসর্গে ঐ চিকিৎসক কষ্ট পেয়েছেন। তিনি যে সব অ্যাকিউট ওষুধ খেয়েছেন তাতে তাঁর উপসর্গ সাময়িকভাবে কম হচ্ছিল কিন্তু একডোজ সিলিকা গ্রহণের পরে যত দ্রুত তিনি আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তত দ্রুতই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঐ চিকিৎসক উষ্ণ ঘরে থাকা সহ্য করতে পারছিলেন না ; সিলিকার অ্যাকিউট উপসর্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উষ্ণ ঘরে এবং উত্তাপে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

সিলিকার রোগীর উপসর্গ দুধ পানে বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিশু কোনরকম দুধই সহ্য করতে পারে না, সেইজন্য, সে চিকিৎসক ঐ অবস্থার জন্য উপযোগী ওষুধটির কথা জানেন না বলে হয়ত বাজারে যত ধরনের দুধ পাওয়া যায় সেগুলি খাওয়াবার জন্য ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দেন। **নেট্রামকার্ব** এবং সিলিকা এই দুটি ওষুধই কার্যকরী হতে পারে যদি দেখা যায় যে শিশু মায়ের দুধ পান করলেই উদরাময় ও বমি হচ্ছে। ঐরূপ ক্ষেত্রে রুটিন মাফিক অনেকে **ইথুজা** প্রয়োগ করেন, সিলিকার কথা তাঁরা ভুলে যান। কিন্তু সিলিকা ও **নেট্রাম কার্বে** টক বমি হওয়া, টক দই-এর মত পদার্থ মলের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। "মায়ের দুধের প্রতি বিরূপতা ও বমি হওয়া," "দুধ খেলে ডায়রিয়া দেখা দেওয়া" এই দুটি লক্ষণকে একসঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

যদিও উত্তপ্ত জিনিসের প্রতি রোগীর বিরূপতা থাকে এবং সে ঠাণ্ডা জিনিস খেতে চায়, কিন্তু বুকের উপসর্গে শীতল জল, আইসক্রিম এবং সাধারণভাবে ঠাণ্ডায় রোগীর কাশি ও গলা, মুখ রুদ্ধ হয়ে পড়া অবস্থা খুব বেড়ে যায় এবং তারপরে ভয়াবহ ওয়াক্ উঠতে থাকে ; ভীষণ কাশি, ওয়াক্ ওঠা এবং গলা ও মুখ রুদ্ধ হয়ে পড়া অবস্থা দেখা দেয়। গয়ের তুলে ফেলার চেষ্টায় ওয়াক্ উঠতে থাকলে সাধারণত **কার্বোভেজ**-এর সাহায্যে সেটা আয়ত্তে আনা যায়, কিন্তু সিলিকাতেও সেটা আছে।

শীতবোধের সঙ্গে মুখে জল ওঠা, সঙ্গে বাদামী রঙের জিহ্বা ; গা-বমিভাব এবং যা কিছু খায় তাই বমি হয়ে যাওয়া, সকালের দিকে ঐ অবস্থা খুব বৃদ্ধি পাওয়া ; জলে বিস্বাদবোধ, জল পান করার পরে সেটা বমি হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

সিলিকার পাকস্থলী দুর্বল থাকে, তার যেন কোন কাজ নেই সেই রকম নিষ্ক্রিয় থাকে ; পুরানো বদহজমের রোগীদের দীর্ঘদিন ধরে বমি হতে থাকা, বিশেষত যাদের উষ্ণ খাদ্যের প্রতি বিরূপতা থাকে, যারা দুধ সহ্য করতে পারে না, মাংসে যাদের বিরূপতা থাকতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে মানসিক ও দৈহিক লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে সিলিকা সেই পুরানো বদহজম বা ডিসপেপসিয়া সারাতে পারবে।

আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের সময় সৈন্যদের মধ্যে যে ক্রনিক ধরনের ডায়রিয়া দেখা দিয়েছিল তাতে যে সব ওষুধ ফলপ্রদ হয়েছিল সিলিকা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম।

স্যাঁতসেতে মাঠে ঘুমানোর ফলে যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, পাকস্থলীর গোলযোগ না দেখা দেওয়া পর্যন্ত যারা সব ধরনের খাদ্যই খাচ্ছিলেন এবং দীর্ঘ পথ মার্চ করে শীতল আবহাওয়াযুক্ত উত্তরাংশ থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে যেতে বাধ্য হয়ে দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি উপসর্গ একটা বড় অংশই সিলিকায় সুস্থ হয়ে উঠেছিল। ঐ সব ধরনের লক্ষণে সিলিকার মত **সালফারও** কার্যকরী হয়।

সিলিকায় পাকস্থলী ও অন্ত্রে বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়, কিন্তু চাপে টন্‌টন্ করা ব্যথাই বেশী অনুভূত হয়; কলিক ও গ্যাস জমে থাকা অবস্থা বা ফ্লাটুলেন্স এবং চাপে বেদনাবোধ লক্ষণ দেখা যায়; পাকস্থলীতে একটা ক্রনিক ধরনের টন্‌টনে ব্যথা যদি বেশীদিন চলতে থাকে তা হলে যক্ষ্মারোগের মত অবস্থা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। পেটের বেদনা উত্তাপ প্রয়োগে কমে যায়; গ্যাস জমে থাকায় অন্ত্র ফুলে থাকে এবং পেটে গড়গড় শব্দ হয়। শিশু ও বয়স্কদের পেট বড় হয়ে পড়া (**ব্যারাইটা কার্ব**); পেটে আড়াআড়িভাবে শক্ত করে বেঁধে রাখায় মত অনুভূতি বা টান্‌টান্ বোধ হয়ে থাকে। পেটে শক্ত করে কাপড়ের বাঁধনে অস্বস্তিবোধ খাদ্য গ্রহণের পরে খুব বেড়ে যায়; উত্তাপে কমে যাওয়া বা কম বোধ হওয়া লক্ষণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মল বাইরে বের করে আনায় রেক্টামের অক্ষমতার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। মল রেক্টামে এসে জমে থাকলেও **অ্যালুমিনার** মত মলত্যাগের ইচ্ছা না থাকা এই ওষুধে কদাচিৎ দেখা যায়; বরং মলত্যাগের জন্য খুববেশী ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকে কিন্তু রেক্টামের অক্ষমতায় রোগী সফল হয় না। মল ছোট গুলির মত, বড় এবং নরম, অথবা বড় এবং শক্ত হয়; কিন্তু মলত্যাগের জন্য খুববেশী প্রচেষ্টা ও বেগ বা কোঁথানি দিতে হয়, ফলে মাথায় ঘাম ও কষ্টবোধ হতে দেখা যায়; রেক্টাম মলে একেবারে ঠেসে ভর্তি হয়ে থাকে; দুর্বল ও অবসন্ন না হয়ে পড়া পর্যন্ত রোগী মলত্যাগের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে বা বেগ দিতে থাকে; মল একটুখানি বেরিয়ে এসে আবার ভিতরে ঢুকে যায়; ফলে রোগী হতাশ হয়ে মলত্যাগের জন্য প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয়। কেবলমাত্র যান্ত্রিক উপায়ে বা আঙ্গুল ভিতরে ঢুকিয়ে তবেই হয়ত কিছুটা মল বের করে আনা সম্ভব হয় এবং তখন রোগী একটু আরামবোধ করে। মলত্যাগের জন্য খুববেশী প্রচেষ্টা ও কোঁথানি অনেক ওষুধেই দেখা যায়, তবে **অ্যালুমিনা, অ্যালুমেন, চায়না, নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, নাক্স মস্কেটা** এবং সিলিকাতে ঐ লক্ষণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে সিলিকা ফিতে কৃমি দূর করতে পারে (**ক্যালকেরিয়া** ও **সালফার**)

এই ওষুধে ফিশ্চুলাও সারানো গেছে। যে সব লোকের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা থাকে তাদের রেক্টামের কাছাকাছি অংশে অ্যাবসেস সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে; ঐ অ্যাবসেস ভিতরের দিকে ফেটে যায় অথবা বাইরের দিকেও ফাটতে পারে এবং তারই ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ফিশ্চুলার মত ছিদ্র সৃষ্টি

হয়। ঐ ক্ষত বা নালী ঘা একইভাবে থেকে যায় এবং অপারেশনে বা অন্য কোন ভাবে ফিশ্চুলার খোলা ছিদ্র পথ বন্ধ করা হলে বুকে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা অথবা যক্ষ্মারোগের মত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অন্য কিছু ওষুধের মত সিলিকাও ঐরূপ অবস্থাকে সুস্থ ধাতুগত অবস্থায় পরিবর্তিত করে তুলতে পারে এবং তার ফলে ফিশ্চুলার ছিদ্র পথ এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে খোলা থাকার প্রয়োজনীয়তা আর না না থাকায় ক্রমশ শুকিয়ে সেরে ওঠে। সার্জনরা ঐ খোলামুখটিকে হঠাৎই বন্ধ করে দেন এবং তাতে রোগী হয়ত সাময়িক ভাবে কিছুটা আরামবোধ করে, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই রোগীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, তার মধ্যে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। এই ধরনের অবস্থায় **কস্টিকাম, বারবেরিস, ক্যালকেরিয়া কার্ব, ক্যালকেরিয়া ফস, গ্রাফাইটিস, সালফার** প্রভৃতি ওষুধ উপযোগী হয়ে থাকে ; এরূপক্ষেত্রে সিলিকা থুজার পরবর্তী ওষুধ হিসাবে ভাল কাজ করে।

প্রস্রাব পথ বা ইউরিনারী ট্র্যাক্টে পুঁজ সৃষ্টি হবার মত অবস্থা, মিউকাস মেমব্রেনে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ; মূত্রথলীর পুরানো দুর্দমনীয় শ্লেষ্মাজনিত অবস্থার সঙ্গে পুঁজ ও রক্ত প্রস্রাবের সঙ্গে পড়া ; প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে সুতোর মত পদার্থের তলানী পড়তে দেখা যায়। গনোরিয়াতে পুঁজ অথবা পুঁজের মত স্রাব পড়া, প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ ও ঘন, দুর্গন্ধ পুঁজ সৃষ্টি হয়ে প্রস্রাব পথের মাধ্যমে পড়তে দেখা যায়। পুঁজস্রাবে সুতোর মত পদার্থ থাকা, রক্তমেশানো পুঁজস্রাব হওয়া ; কোন কোন ক্ষেত্রে মিউকাস মেমব্রেন থেকে ঘন অথবা দই-এর মত ছানা ছানা পদার্থ স্রাবে বেরোতে দেখা যায়।

পুরুষাঙ্গ বা পেনিস, পেরিনিয়াম, প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড, অণ্ডকোষ, প্রভৃতি অংশে অ্যাবসেস বা বড় আকারের ফোড়া সৃষ্টি হতে পারে। টেস্টিসে ক্রনিক ধরনের প্রদাহ হয়ে শক্ত হয়ে যেতে ও সেই সঙ্গে খুব বেদনা থাকতে দেখা যায় ; যেন অণ্ডকোষ চেপে বা মুচড়ে দেওয়া হচ্ছে এরূপ বোধ হয়, অণ্ডকোষ খুব অনুভূতিপ্রবণ ও বেদনার্ত হয়ে পড়ে। বালক অথবা বয়স্কদের হাইড্রোসিল হতেও দেখা যায়।

পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতা, যৌনসঙ্গমের পরে যৌন যন্ত্রাদিতে দুর্বলতা, অল্পেতেই অবসন্নতাবোধ করা, যৌন ক্ষমতার অভাব সৃষ্টি হওয়া, স্বাভাবিক ভাবে যেরূপ সময়ের ব্যবধানে স্ত্রী সহবাস করা উচিত সেইরূপ সময়ের ব্যবধানে স্ত্রীসঙ্গমের পরেও রোগী ক্লান্তি ও অবসন্নতাবোধ করে, সাত থেকে দশ দিনের বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করে (**অ্যাগারিকাস**)। যৌনাঙ্গে প্রচুর ঘাম হয় এবং সে সঙ্গে অবসন্নতা-বোধ, মেরুদণ্ডে ক্লান্তি, পিঠে দুর্বলতা বোধ সৃষ্টি হয়।

রাত্রিতে অসাড়ে প্রস্রাব বেরিয়ে যায় ; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এনিউরেসিস অর্থাৎ যখন তখন প্রস্রাব, অনবরত প্রস্রাব হয়ে হেতে দেখা যায়।

মহিলাদের যৌন যন্ত্রাদির ক্রিয়ায় একটা অবসাদগ্রস্ত অবস্থা, একটা বিশেষ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। ভ্যাজাইনাতে জলপূর্ণ থলীর মত সেরাস সিস্ট, ভালভা অংশে ফিশ্চুলা, অ্যাবসেস প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে শুকিয়ে গিয়ে গিঁট্ গিঁট্ নডিউলের মত সৃষ্টি

করে, আর নয়ত সেগুলি শুকোতে বা সেরে উঠতেই চায় না ; ফিশ্চুলা বা নালী ঘা থেকে রস চুঁইয়ে পড়তে, যে কোন ক্ষত থেকে দুর্গন্ধ, পনীরের মত রস-স্রাব হতে দেখা যায়। ক্ষতগুলি শুকিয়ে শক্ত গুটি বা নডিউলের মত হয়ে ওঠে এবং তারপরে সেই একই ক্ষতের উপরে সেগুলি নতুনভাবে আবার অ্যাবসেসে পরিণত হয়। যে সব মহিলাদের এই ধরনের অ্যাবসেস প্রভৃতি সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকে তাদের পক্ষে সিলিকা উপযোগী।

দুটি ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তমেশানো বা রক্তের মত স্রাব হতে দেখা যায়। সিলিকাতে জরায়ু থেকে খুব সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয় ; উত্তেজনা, বিশেষত শিশুকে স্তনদান কালে উত্তেজার কোন কারণ ঘটলে ঋতুস্রাব শুরু হবার আগেই জরায়ু থেকে রক্তস্রাব হতে দেখা যায়। সন্তানকে স্তনদান করতে গেলেই রক্তস্রাব শুরু হয়ে যায়। এখানে **ক্যালকেরিয়া** ও সিলিকার মধ্যে প্রভেদটা লক্ষণীয়। **ক্যালকেরিয়াতে** ল্যাকটেসন পিরিয়ডে অর্থাৎ মায়ের স্তনে দুধ থাকা অবস্থায় জরায়ু থেকে রক্তস্রাব হতে দেখা যায় বটে কিন্তু সন্তানকে স্তনদান করতে গেলেই রক্তস্রাব হতে দেখা যাবে না।

হাইড্রো-স্যালপিংকস্ বা ফেলোপিয়ান টিউবে জলের মত রস-সঞ্চিত অবস্থা এবং পায়ো-স্যালপিংকস্ অর্থাৎ ফেলোপিয়ান টিউবে পুঁজ হওয়া অবস্থা ও তার সঙ্গে জরায়ু থেকে প্রচুর জলের মত পাতলা স্রাব হতে দেখা গেলে সিলিকায় সেই অবস্থা সারানো যায়। অনেকক্ষেত্রে মহিলাদের জরায়ুর যে কোন একপাশে একটা পিণ্ডের মত লাম্প সৃষ্টি হতে ও ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে দেখা যায় তারপর হঠাৎই একদিন হয়ত প্রচুর পাতলা, জলের মত, রক্তমেশানো স্রাবে কাপড় জামা ভেসে যায় এবং সেই পিণ্ড বা লাম্পটিকেও মিলিয়ে যেতে দেখা যায়, কিন্তু কিছুদিন বাদে বাদেই সেটি আবার পূর্ণ হতে ও প্রচুর ঐ ধরনের স্রাব হয়ে খালি হয়ে যেতে দেখা যায়। হাইড্রো-স্যালপিংকস্ বা পায়ো-স্যালপিংকস্-এ ঐ ধরনের লক্ষণই পাওয়া যায়।

মাসের পর মাস ধরে ঋতুস্রাব বন্ধ থাকা বা অ্যামেনোরিয়া দেখা যেতে পারে।

মটর দানা, এমনকি কমলালেবুর মত বড় আকারের সেরাস সিস্ট সৃষ্টি হয়ে ভ্যাজাইনা থেকে বাইরে কিছুটা বেরিয়ে থাকতে দেখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে হিকরী দানার মত অনেকগুলি ছোট ছোট 'সিস্ট' একসঙ্গে জুড়ে থাকতেও দেখা যেতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় অন্যান্য লক্ষণ বিশেষ কিছু না থাকলেও রডোডেনড্রন এবং সিলিকাতে ঐ ধরনের 'সিস্ট' সারানো যায় ;

"প্রচুর পরিমাণে, হাজাকর ক্ষত সৃষ্টিকারী, দুধের মত লিউকোরিয়া স্রাব হতে দেখা যায় এবং স্রাবের আগে নাড়ীর চারপাশে কেটে নেবার মত, কামড়ানোর মত ব্যথা, বিশেষত ঝাঁঝালো খাদ্য খাবার পরে, প্রস্রাব করার পরে ঐ ধরনের ব্যথা দেখা দেয় ; জরায়ুর ক্যান্সারে প্রচুর সাদাটে স্রাব বেগে বা তোড়ে বেরোতে দেখা যায়। স্তনে শক্ত পিণ্ড বা লাম্প সৃষ্টি হতে দেখা যায়।"

স্তনে অ্যাবসেস সৃষ্টি হবার মত অবস্থা দেখা দেয়। সময়মত এই ওষুধটি

প্রয়োগ করতে পারলে ঐ উপসর্গটি গোড়াতেই আটকানো যায়। প্রয়োজনীয় ওষুধটি প্রয়োগে বিলম্ব হওয়ায় যখন ঐ অ্যাবসেসের পেকে ওঠা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তখন সিলিকা তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। আক্রান্তস্থানে দপ্‌দপ্‌ করা, স্পর্শ-কাতরতা, ভারীবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকতেও ওষুধটি বেদনা কমিয়ে এনে, দ্রুত অ্যাবসেসটিকে পরিণত করে তুলে সেটিকে স্বাভাবিক ভাবে ফেটে যেতে সাহায্য করবে। সেখান থেকে অল্প একটু স্রাব হয়েই মুখটা বন্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়। কোন বেদনা নিবারক ওষুধ বা অ্যানোডাইন অথবা গরম পুল্টিস লাগানো হয়ে থাকলে সুনির্বাচিত ওষুধও কাজ করতে পারে না। আক্রান্ত অংশে খুববেশী রক্ত জমে থাকে এবং পেকে উঠলে সেখানকার অনেক বেশী টিসু বিনষ্ট হয়; গরম পুল্টিস লাগানোর ফলেই এইরূপ অবস্থা বিশেষভাবে দেখা দেয়। অল্প একটু পুঁজ বেরোনোর বদলে কয়েকদিন ধরেই অনেকটা করে পুঁজস্রাব হতে দেখা যায় এবং স্তনগ্রন্থির অর্ধেকটাই নষ্ট হয়ে যায়।

মহিলারা এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে তাদের গর্ভস্রাব বা অ্যাবরসন হয়ে যাবার প্রবণতা অথবা গর্ভসঞ্চার মোটেই না হতে দেখা যেতে পারে। যৌন যন্ত্রাদির দুর্বলতা ও ক্লান্তি বা অবসাদগ্রস্ত অবস্থা হলে তাদের ক্রিয়ায় এইরূপ গোলযোগ বা অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হতে দেখা যাওয়া সম্ভব।

শিশুদের নানাধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হয়। তার দৈহিক গঠনও বৃদ্ধিতে রুগ্ণতার লক্ষণ থাকে; সে মায়ের স্তনের দুধ অথবা অন্য কোন খাদ্যই সহ্য করতে পারে না, বমি ও উদরাময়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুস্থ শিশুরা কিন্তু অস্বাস্থ্যকর দুধও সহ্য করতে পারে, তাদের কোন অসুস্থতা দেখা দেয় না।

সিলিকার কাশি সাংঘাতিক ধরনের হয়; যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় ওষুধটি উপযোগী হয় যদি অবশ্য ফুসফুসে ব্যাপকভাবে আক্রমণ না ঘটে থাকে; লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে সাধারণ শ্লেষ্মাজনিত কাশিতেও এই ওষুধটি উপযোগী হতে পারে। ফুসফুসে ছোট একটি অ্যাবসেস্‌ হয়ে সেটি সেরে ওঠার কোন লক্ষণ দেখা না গেলে এই ওষুধটি ফুসফুসের দেওয়ালে সংকোচন সৃষ্টি করে সেই অ্যাবসেসটিকে সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। বুকের দুর্দমনীয় শ্লেষ্মার সঙ্গে হাঁপানির মত সাঁই সাঁই শব্দ ও খুববেশী পরিশ্রান্তবোধ করতে দেখা যায়। ভীষণ রকমের কোন পরিশ্রম অথবা দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠার পরে স্নান করা বা অন্য কোনভাবে ঠাণ্ডা লেগে রোগী শীতকাতর হয়ে পড়ে। তরল শ্লেষ্মাযুক্ত হাঁপানি, বুকে খুব ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ হওয়া, বুকে শ্লেষ্মা খুব জমে রয়েছে বলে মনে হওয়া ও দম আট্‌কে যাবার মত বোধ হতে দেখা যায়। পুরানো সাইকোটিক অর্থাৎ গনোরিয়ার রোগীদের অথবা গনোরিয়ায় আক্রান্ত পিতা-মাতার শিশু সন্তানের মধ্যে হাঁপানি দেখা গেলেই ওষুধটি ফলপ্রদ হয়। এইরূপ অবস্থায় এই ওষুধটির সঙ্গে **নেট্রাম সালফের** প্রতিযোগিতা চলতে পারে। রোগীকে মোমের মত ফেকাশে, রক্তশূন্য ও খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং খুব বেশী পিপাসাবোধ থাকে।

গনোরিয়ায় স্রাব হঠাৎ বন্ধ বা দমিত হবার ফলে হাঁপানি এবং অতি পরিশ্রম ও অধিক উত্তাপে উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা গেলে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়।

শুকনো, বিরক্তিকর কাশির ও স্বরভঙ্গ, ল্যারিংক্সের যক্ষ্মা হবার সম্ভাবনা, ল্যারিংক্সের মিউকাস মেমব্রেন মোটা হয়ে পড়ার ফলে অথবা যক্ষ্মারোগের আক্রমণের ফলে স্বরে অদ্ভুত এক ধরনের ভাঙ্গা ভাঙ্গাভাব সৃষ্টি হয়; বুকের ভিতরে ক্ষতের মত টন্‌টনে ব্যথায় মিলিয়ারী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, ঠাণ্ডায় ঐ উপসর্গ বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণ পানীয় গ্রহণে কম থাকে। পাথর-কাটা শ্রমিকদের ফুসফুসের রোগের সৃষ্টি হয়; পাথরের খুব সূক্ষ্ম ধুলো বুকের ভেতরে প্রবেশ করার ফলে ক্রনিক ধরনের ইরিটেশন বা উপদাহ সৃষ্টি করে। সিলিকা ঐ অবস্থায় প্রয়োগ পুঁজ সৃষ্টি করে ফুসফুসের ভিতর থেকে সেই জমে থাকা পাথরের ধূলিকণাকে বের করে দিতে পারে।

প্রচুর দুর্গন্ধ, সবুজ, পুঁজের মত গয়ের ওঠে; কেবলমাত্র দিনের বেলাতেই ঐরূপ গয়ের ওঠে; চট্‌চটে, দুধের মত, হাজাকর শ্লেষ্মা কখনো ফেকাশে ফেনা-ফেনা ও রক্তমেশানো শ্লেষ্মা দেখা যায়।

ঠাণ্ডা লেগে সেটা বুকে বসে গিয়ে ক্রনিক অবস্থা সৃষ্টি করার প্রবণতা ও হাঁপানি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের প্রদাহ ও পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। নিউমোনিয়ার শেষের দিকের অবস্থায় এবং নিউমোনিয়ার পরে যে সব ক্রনিক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গ দেখা দেয় সেইসব অবস্থায় সিলিকা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার পরে সেরে উঠতে বিলম্ব দেখা দেয় (**লাইকোপোডিয়াম, সালফার, ফসফরাস,** সাইলিসিয়া ও **ক্যালকেরিয়া**)। বুকে উত্তাপের ঝলক ও ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ হওয়ার লক্ষণ থাকে। দিনের বেলা মুখমণ্ডলে উত্তাপের ঝলকানিবোধ (**সালফার, সিপিয়া, ল্যাকেসিস**), **অ্যান্টিম টার্টের** মত বুকে ঘড়ঘড়ানি এবং **সালফার** ও **লাইকোপোডিয়ামের** মত উত্তাপের ঝলকানিবোধ থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

যক্ষ্মারোগে ঘন, হলদে, সবুজ ও দুর্গন্ধ থুতু বেরোতে দেখা যায়; **ক্যালকেরিয়ার** তুলনায় শীতলতাবোধ আরও বেশী প্রবল থাকে; মাথার ঘাম, ফুসফুসের বেদনা, টন্‌টন্ করা সুচ বেঁধার মত ব্যথা প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যেতে পারে।

হাত-পায়ের দিকে পেরিঅস্টিয়ামের প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কড়া সৃষ্টি হয় (**অ্যান্টিম ক্রুড, গ্রাফাইটিস**)। পায়ের আঙ্গুলের নখ ভিতরের দিকে ঢুকে থাকার প্রবণতা, পায়ের তলায় বাতের উপসর্গ দেখা দেবার ফলে হাঁটতে না পারা (**অ্যান্টিম ক্রুড,** মেজোরিনাম, **রুটা, সিলিকা**) প্রভৃতি দেখা যায়।

রোগী ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘামতে শুরু করে (**পালস, কোনিয়াম**)।

মৃগীরোগের আক্রমণ প্রথমে সোলার প্লেক্সাস্ অর্থাৎ পেটের ভিতরে পাকস্থলীর পিছনে অবস্থিত স্নায়ুতন্তুর জাল-এ আরম্ভ হয়ে গুটি গুটি পাকস্থলী ও বুকের দিকে উঠে আসে।

সিলিকা **ক্যালকেরিয়া কার্ব, পালসেটিলা** এবং **থুজার** পরিপূরক।

স্পাইজেলিয়া অ্যানথেলমিনটিকা
(Spigelia Anthelmintica)

বেদনার জন্যই স্পাইজেলিয়া বিশেষভাবে পরিচিত; ঠাণ্ডা লাগার ফলে যে সব লোক দুর্বল হয়ে পড়ে, বাতের উপসর্গে আক্রান্ত হয়, বেদনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে এই ওষুধটি তাদের পক্ষে উপযোগী। দেহের কোথাও এমন কোন স্নায়ু নেই যেখানে বেদনা দেখা দেয় না; ঝিলিক দিয়ে যাওয়া, জ্বালা করা, ছিঁড়ে যাবার মত, স্নায়বিক বেদনা হতে দেখা যায়; বেদনা চোখের কাছাকাছি অংশে, চোয়ালে, ঘাড়ে, মুখমণ্ডল, দাঁত, কাঁধ প্রভৃতি অংশে বেশী হয়; মুখমণ্ডল ও ঘাড়ে যেন গরম সূচ বিঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরূপ জ্বালাবোধ হয়; সূচ বেঁধা বা ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা প্রভৃতি নড়া-চড়া করলে খুব বৃদ্ধি পায়; কোন কাজ করতে গেলে, এমন কি কোন কিছু ভাবলে, মানসিক পরিশ্রমে, খাবার পরে বেদনা খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। ঘাড় ও কাঁধের বেদনা উত্তাপে কম থাকে; কিন্তু চোখ ও তার আশপাশের বেদনা ঠাণ্ডায় কম থাকে।

হাত ও পায়ের দিকে ঝিলিক দিয়ে ওঠা এবং ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথায় মনে হয় যেন উত্তপ্ত তার জড়িয়ে রাখা হয়েছে। কখনো কখনো বেদনা শুয়ে থাকলে বেড়ে যায়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চুপচাপ, শান্তভাবে থাকলে কমে; আলো, খাদ্য গ্রহণ, নড়া-চড়া করা, ঝাঁকুনি লাগা প্রভৃতিতে বেদনা খুববেশী বৃদ্ধি পায়, বেদনায় আক্রান্ত অংশে এত বেশী টনটন করে যে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে গেলে অথবা সামান্য ঝাঁকুনি লাগে এমন গাড়ীতে করে ঘুরলে বেদনার তীব্রতা বেড়ে গিয়ে সেটাকে অসহ্য করে তোলে।

স্পাইজেলিয়ার রোগী ঠাণ্ডায়, আবহাওয়ার পরিবর্তনে খুব সংবেদনশীল থাকে; সে বাতের উপসর্গে ভোগে কিন্তু তার দেহের স্নায়ু..ত নিউর‍্যালজিয়া দেখা দেয়।

চোখের আশপাশে তীব্র বেদনা হয়। এই অংশের বেদনার জন্য এই ওষুধটির ব্যবহারকে ধরা-বাঁধা ভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। জোরে চাপ দিলে বেদনা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মৃদু এবং দীর্ঘ সময় ধরে দৃঢ়ভাবে চাপ দিলে বেদনা কম থাকে কিন্তু যে হাতটি দিয়ে জোরে চাপ দেওয়া হচ্ছে সেই হাতটির কোনরূপ নড়া-চড়া হলেও বেদনা বৃদ্ধি পায়। বেদনায় আক্রান্ত অংশে প্রদাহ হয়ে ফুলে থাকতে দেখা যায়। চোখে অধিক রক্ত সঞ্চালনজনিত স্ফীতি ও লালবর্ণ হতে দেখা যায়।

বুকের মাংসপেশীতে স্নায়বিক বেদনা বা নিউর‍্যালজিয়া দেখা দেয়। বুকে স্পাইজেলিয়ার যে বেদনা হয় তার বেশীর ভাগই হার্ট থেকে সৃষ্টি বলে ধরা হয়, কিন্তু পাঁজরার মধ্যবর্তী অংশে নিউর‍্যালজিয়াও সৃষ্টি হতে দেখা যায়; ছিঁড়ে যাবার

মত বেদনা কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্য দিয়ে, বিশেষভাবে বাম দিক দিয়ে বাহুর দিকে ছুটে নেমে যেতে দেখা যায়। বেদনা যেখানে-সেখানে ঝিলিক দিয়ে যায়।

হার্টের ক্রিয়ায় নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব থাকতে দেখা যায়। বেদনাযুক্ত উপসর্গের সঙ্গে হার্টের ভালব বা কপাটিকার গোলযোগ, বিশেষভাবে বাতজনিত গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বাতের লক্ষণসহ পেরিকার্ডাইটিস ও অ্যাণ্ডোকার্ডাইটিস সৃষ্টি হতে পারে। বুকে এবং চোখে ছুরি বিঁধিয়ে দেবার মত বেদনা দেখা দিতে পারে।

এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণ খুব একটা জানা যায়নি, তাই এটির আরও প্রুভিং হওয়া দরকার। দুর্বল স্মৃতিশক্তি ; কাজ-কর্মে অনিচ্ছা ; মানসিকভাবে অস্থির ও উদ্বিগ্ন, ভবিষ্যতের বিষয়ে উৎকণ্ঠা ; মনমরা ভাব, আত্মহত্যাকারীর মত মনোভাব ; সূচালো জিনিস, পিন প্রভৃতির প্রতি ভয় ; সামান্য কারণেই উত্তেজিত বা অপমান বোধ করা ইত্যাদি থাকে। এই ওষুধের রোগীর মানসিক লক্ষণের মধ্যে কেবলমাত্র এই ধরনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায় এবং তা থেকেই বোঝা যায় যে ওষুধটি খুব ভালভাবে পরীক্ষিত হয়নি।

অনেক উপসর্গই সকালের দিকে প্রকাশ পেতে দেখা যায় ; সকালের দিকেই রোগী ক্লান্তিবোধ করে এবং সেই সময়ে ছিঁড়ে যাবার মত খুববেশী বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

পুরানো অ্যানিমিয়াগ্রস্ত রোগীদের উপসর্গ যখন স্নায়ুতে গিয়ে দেখা দেয় ; যারা ভগ্ন স্বাস্থ্য, ফেকাশে, নার্ভাস হয়ে পড়ে ; যাদের নানা ধরনের নিউর‍্যালজিয়া, প্যালপিটেশন, পালস অনিয়মিত হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যায়, তারা এই ওষুধের উপযোগী। উঠে দাঁড়ালে মাথাঘোরা দেখা দেয় ; রোগী যখনই উঠে দাঁড়ায় তখন তার তীব্র বেদনা, মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমিভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। সে এত নার্ভাস প্রকৃতির যে কখনো চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, নিজেকে স্ববশে রাখতে পারে না, সে খুব উত্তেজনা বোধ করে, মনে হয় যেন সে "উড়ে" যাবে।

মাথায় পালসেশন ও সূচ ফোটানোর মত ব্যথাবোধ হয় ; কোন কোন সময় মাথা উঁচুতে রেখে শুয়ে থাকলে রোগী আরামবোধ করে ; নিচের দিকে ঝুঁকলে, নাড়াচড়ায় এবং গোলমালের শব্দে মাথার যন্ত্রণা খুববেশী বেড়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে, চোখের আশপাশ ও মাথার যন্ত্রণা মাথা ঠাণ্ডা জলে ভাল করে ধুয়ে ফেললে কমে যায় ; ঠাণ্ডা জল লাগালে আরামবোধ হয়।

মাথাধরা ও নিউর‍্যালজিয়ার বেদনার সঙ্গে ঘাড় ও কাঁধে শক্তভাব দেখা দেয়, বেদনা থাকার জন্যও রোগীর মনে শক্তভাব সৃষ্টি হওয়ার মত বোধ হতে পারে এবং সেইজন্য সে ঘাড় বা কাঁধ নাড়তে পারে না। সে এমনভাবে চেয়ারে বসে থাকে যেন তার দেহ নিশ্চল পাথর হয়ে গেছে ; গোলমালে, আলোতে, ঘরে কোন কিছু নড়াচড়া করতে দেখলে তার চোখ তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে এবং ঐসব কারণে রোগীর মাথা ও চোখের বেদনা বৃদ্ধি পায়। "মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম জ্বালাবোধ, ছিঁড়ে যাবার মত

বেদনাবোধ হয়।" রোগীর ঐ জ্বালাবোধ ও বেদনা তার মস্তিষ্কে হচ্ছে বলে বোধ হলেও খুব সম্ভব সেগুলি তার মাথার ত্বকের স্নায়ুতেই সৃষ্টি হয়। "মাথার বাম দিকের প্যারাইটাল হাড়ে তীব্র বেদনা, বিশেষভাবে নড়া-চড়ায়, হাঁটা-চলা করলে অথবা পদক্ষেপে ভুল হলে দেখা দেয়; সন্ধ্যার দিকে কপালে ভয়ানক চাপবোধ, যেন বাইরের দিকে জোরে ঠেলে কিছু বেরোতে চাইছে এরূপ বোধ সহ বেদনা দেখা দেয়; ঐরূপ বোধ নিচের দিকে ঝুঁকলে, হাত দিয়ে মাথা বা কপাল চেপে ধরলে খুব বেড়ে যায়; কপালে টান্টান্ বোধ সহ ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা; বিশেষ ভাবে দুটি ভ্রূর মধ্যবর্তী অংশে ঐরূপ বোধ হয় এবং সেটা চোখের গর্তের দিকে ছড়িয়ে যায়।" বেদনার তীব্রতাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। অক্ষিপুট, মাথার তালু বা ভারটেক্সের বাম ধারে এবং কপালে ভয়াবহ ছিঁড়ে ফেলা, গর্ত করার মত ব্যথা দেখা দেয়; নড়া-চড়া করলে, জোরে কোন শব্দ হলে, অথবা নিজে উঁচু স্বরে কথা বললে বা উঁচু স্বরে কথা বলার জন্য মুখ একটুখানি হাঁ করলে ঐ বেদনা আরও বৃদ্ধি পায়; শুয়ে থাকলে ঐ বেদনা কমে যায়। কপালের ডান দিকে চেপে ধরার মত ব্যথা ডান চোখেও ছড়িয়ে পড়ে, ভোরের দিকে বিছানায় থাকা অবস্থাতে দেখা দেয়, বেলা একটু বাড়ার পর শয্যাত্যাগ করে উঠলে ঐ বেদনা আরও বেশী হয়; ঐ বেদনাটা অনেক গভীরে সৃষ্টি হয়, চাপে তার কোন পরিবর্তন হয় না, নড়া-চড়ায় খুব বেড়ে যায়; মাথা হঠাৎ কোন দিকে ঘোরালে মনে হয় যেন মস্তিষ্ক আলগা হয়ে গেছে; সামান্য ঝাঁকুনি লাগলে, পদক্ষেপে অথবা মলত্যাগের জন্য কোঁথ পাড়লেও ঐ বেদনা খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলের মাংস-পেশীর নড়া-চড়ায় মনে হয় যেন মাথাটা ফেটে যাবে। মাথার চার পাশে যেন তার জড়িয়ে রাখা হয়েছে এরূপ অনুভূতি হতে থাকে। নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা বাম দিকের চোখের উপরের অংশে অথবা তার নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয়; ঐ বেদনা স্যাঁতসেতে, বৃষ্টির ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় দেখা দেয়, পঞ্চম ক্রনিয়াল নার্ভযুগল বা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু যুগলের খুববেশী অনুভূতিশীল অবস্থা বা হাইপারস্থেসিয়া সৃষ্টি হয়।

বেদনা প্রথম শুরু হবার সময় খুববেশী অনুভূতিশীলতা থাকে না, কিন্তু বেদনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিশীল অবস্থাটাও বাড়তে থাকে এবং চোখে রক্তাধিক্য ঘটে। এই বেদনার তীব্রতায় রোগীকে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে, ঠাণ্ডা ঘাম হতেও দেখা যায়।

হিপারের রোগী বেদনায় এত বেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে যে সে অজ্ঞান বা অচেতন হয়ে যায়, বেদনায় সে মূর্চ্ছা যায়।

ক্যামোমিলার রোগী বেদনার তীব্রতা এত বেশী অনুভব করে যে সে বেদনায় প্রায় পাগল হয়ে যায়, উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

স্পাইজেলিয়ার রোগী বেদনার তীব্রতায় খুব কষ্ট পায় এবং বেদনাটা তার ছাপ রেখে যায়; আক্রান্ত অংশ লাল, প্রদাহে আক্রান্ত ও অধিক অনুভূতিপ্রবণ অবস্থায়

থেকে যায়। মাথার বেদনা উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায়; ঠাণ্ডা লাগালে বেদনা সাময়িক-ভাবে কম থাকে; কিন্তু অন্যান্য অংশের বেদনায় এর বিপরীত লক্ষণ থাকতে দেখা যায়, অর্থাৎ ঠাণ্ডায় উপশম এবং উত্তাপে বৃদ্ধি পায়।

ফসফরাসের মাথা ও পাকস্থলীর উপসর্গ ঠাণ্ডায় কম থাকে; বুক ও দেহের অন্যান্য অংশে উষ্ণতায় উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায়। **আর্সেনিকে** মাথা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেললে অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে আরামবোধ করতে দেখা যায়, কিন্তু **আর্স**-এর রোগী নিজে ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল প্রকৃতির হয় এবং মাথার উপসর্গ ছাড়া অন্যান্য সব উপসর্গেই সে উষ্ণতা চায়।

স্পাইজেলিয়াতে নানা ধরনের চোখের লক্ষণ থাকে; চোখের বিভিন্ন লক্ষণ থেকে অন্যান্য উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; কোন কোন সময় রোগী সোজা তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, কারণ তার মাথায় বেদনা না থাকা অবস্থাতেও মাথাঘোরা অবস্থা থাকে, নিচু কোন কিছুর দিকে তাকালে তার চারপাশে সব যেন চক্রের মত ঘুরতে থাকে, উঁচু কোন স্থান থেকে নিচের দিকে তাকালে অনেকেরই মাথা ঘুরতে পারে কিন্তু স্পাইজেলিয়ার রোগী সামান্য একটু নিচে, তার নাক বরাবর থেকে সামান্য নিচের দিকে তাকালেই তার মাথা ঘুরতে থাকে, সুতরাং সে চুপচাপ বসে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চোখের ভিতরে ও বাইরের দিকের স্নায়ুতে বেদনা, চোখের দৃষ্টির সামঞ্জস্য বিধানে গোলযোগ, খুব সূক্ষ্ম প্রকৃতির আক্ষেপযুক্ত অবস্থা প্রভৃতি দেখা যায়; এই ধরনের রোগীর চোখের জন্য চশমার কাঁচ স্থির করা কষ্টকর হয়ে পড়ে, কারণ চোখের দৃষ্টিতে কোন স্থিরতা, দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ক্ষমতা থাকে না। স্পাইজেলিয়াতে নিউর‍্যালজিয়ার যে অবস্থা দেখা দেয় **রুটাতে** চোখের খুববেশী ব্যবহারে বা চোখের অধিক পরিশ্রমে সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। চোখে আপাত প্রচ্ছন্ন কোন ত্রুটি থাকে।

চোখের পরিবর্তনশীল অবস্থায় ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। চোখ ও তার চারদিকে ছুরি মারার মত ব্যথা, প্রায়ই সেই ব্যথা কোন একট নির্দিষ্ট স্থান থেকে সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অক্ষিগোলক স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। চোখের উপসর্গের কথা চিন্তা করতে গেলে সেগুলি খুববেশী বেড়ে যায়। রাত্রিতেও উপসর্গ খুব বৃদ্ধি পায়। চোখে অসহ্য চাপ পড়ার মত ব্যথা, চোখ এদিক-ওদিক ঘোরালে খুব বেড়ে যায়, চোখ নাড়া-চাড়া করলে অর্থাৎ ঘোরালে মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমিভাব দেখা দেয়, কোনকিছু দেখতে হলে মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে তবে দেখতে রোগী বাধ্য হয়। বেদনা কপালের ভিতরের সাইনাস ও মাথার দিকে ছড়ায়। রোগীর মনে হয় যেন অক্ষিকোটরের তুলনায় চোখ বেশী বড় হয়ে পড়েছে।

এমন একজন রোগীকে আমি দেখেছিলাম যে বিভিন্ন চক্ষু চিকিৎসকের দ্বারে দ্বারে ঘুরছিল। তার চোখের নানা গোলযোগ ছিল, তার চোখের পক্ষে কোন চশমার কাঁচই উপযুক্ত হচ্ছিল না। ঐ মহিলার বাম চোখের উপরের অংশে দিনরাত

সব সময়ই হুল ফোঁটানোর মত একটা তীক্ষ্ম বেদনা হত, এবং যখন সে একেবারে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়ত কেবলমাত্র তখনই একটু ঘুমাতে পারত। **ল্যাক ক্যানাইনাম** তাকে সারিয়ে তোলে। বিড়ালের দুধ থেকে প্রস্তুত ওষুধটির প্রুভারদের মধ্যে সর্বদাই সূক্ষ্ম একটা হুল বেঁধার মত বেদনা বাম চোখের উপরে দেখা দিতে দেখা গিয়েছিল।

এই ওষুধে টৌরিজিয়াম (স্ফিনয়েড অস্থির কোণায় অস্থি বৃদ্ধি হয়ে বাড়তি হাতের মত সৃষ্টি হওয়া), সম্ভবত নিউর‍্যালজিয়া থেকে সৃষ্টি হওয়া ভূয়া টৌরিজিয়াম, যেটা বেশ কয়েক মাস ধরে চলছিল, সেটা সারানো গেছে।

বুকে সূচ বেঁধানোর মত বেদনা, নড়া-চড়া করলে খুব বেড়ে যায়; শ্বাস ক্রিয়ায়, বেদনাটা বেড়ে গিয়ে মনে হয় যেন বুকের ভিতরে কিছু ছিঁড়ে যাচ্ছে; বুকের ভিতরে কম্পনবোধ, বিশেষভাবে হাত নাড়ালে অথবা নড়া-চড়া করলেই দেখা দেয়। মাথা উঁচুতে রেখে রোগী কেবলমাত্র ডানদিকে চেপে শুয়ে থাকতে পারে। বুকের বাম দিকে বিশেষভাবে বাতের উপসর্গ দেখা দেয়। রোগীর মনে হয় যেন তার হৃৎপিণ্ড হাত দিয়ে পিষে ফেলা বা মুচড়ে ধরা হচ্ছে। আনন্দ হলে বিড়ালের গলার ভিতরে যেমন গর্‌ গর্‌ করা একটা মৃদু শব্দ হয়, রোগী তার হৃৎপিণ্ডেও যেন সেইরূপ শব্দ অনুভব করে, হার্টের উপরে একটা ঢেউয়ের মত নড়া-চড়া বোধ হয় যেটার সঙ্গে পালসের গতির কোন সমতা থাকে না, প্যালপিটেশনেও ঢেউয়ের মত বোধ হয় এবং সেটাও পালসের সঙ্গে কোন সমতা রেখে হতে দেখা যায় না। ক্যারোটিড ধমনীতে কম্পন দেখা দেয়। অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিসের সঙ্গে উদ্বেগবোধ ও প্রিকর্ডিয়াম অর্থাৎ হার্টের উপরিভাগে ভারীবোধ থাকে। বাতের উপসর্গের শেষ দিকে অথবা বাতজনিত জ্বর কমে যাবার অনেকদিন পরে হার্টে এই ধরনের গোলযোগ দেখা দিতে পারে। যে সব শ্লেষ্মাপ্রবণ বা ফ্লেগম্যাটিক রোগীর বেদনার অনুভূতি খুব একটা তীব্র হয় না তাদের বাতজনিত হৃৎপিণ্ডের উপসর্গে স্পাইজেলিয়া খুব একটা উপযোগী হয় না।

যখন কোন বাতের উপসর্গ হার্টের শিরার দিকটাকেই আক্রমণ করে এবং তার সঙ্গে শক্ত শক্ত বা আড়ষ্টভাব, সারা দেহেই একটা পূর্ণতাবোধ, হাত-পায়ে ফোলাভাব কিন্তু আঙ্গুলের চাপে বসে না যাওয়া অবস্থা, মুখমণ্ডলে চিত্র-বিচিত্র বর্ণ হয়ে পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় তখন সেটা খুবই মারাত্মক অবস্থা বলে ধরতে হবে কেননা ঐ অবস্থায় প্রায় ক্ষেত্রেই ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ দেখা দেয় এবং রোগীর মৃত্যু হয়।

স্পঞ্জিয়া টোস্‌টা

(Spongia Tosta)

স্পঞ্জিয়ার মানসিক লক্ষণেই বোঝা যায় যে এটি হার্টের ওষুধ। যখন কোন ওষুধে উদ্বেগ, ভয়, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি স্পঞ্জিয়ার মত লক্ষণ প্রকাশ করে তখন সম্ভবত সেটি হৃৎপিণ্ডেরই উপযোগী ওষুধ হবে, অবশ্য যদি ঐরূপ অবস্থা মস্তিষ্কের

উপদাহ এবং প্রদাহযুক্ত কোন রোগ থেকে না সৃষ্টি হয়। এই ওষুধটিতে আমরা মস্তিষ্কের কোনরূপ উপসর্গ বা লক্ষণ ছাড়াই উৎকণ্ঠা, মৃত্যুভয় এবং দম্ আট্‌কা-বোধ ও সেই সঙ্গে বুক ধড়ফড় করা ও হার্ট অঞ্চলে অস্বাস্তিবোধে লক্ষণ পাই। যে সব ক্ষেত্রে বেদনা, আড়ষ্টতাবোধ ও পূর্ণতাবোধ প্রভৃতি বুকের ভিতরে, হার্ট অংশে অনুভূত হয়, তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা, মৃত্যুভয়, ভবিষ্যতের বিষয়ে ভয়, যেন কোন একটা ভয়ানক বিপদ ঘটতে যাচ্ছে এরূপ ভয় দেখা যায় সেই সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিশেষভাবে উপযোগী হবে। রোগী রাত্রিতে নিদারুণ ভয়ে জেগে ওঠে এবং তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হতে বা বুঝে উঠতে তার বেশ কিছুটা সময় লাগে (**ইসকিউলাস, লাইকো, স্যাম্বুকাস, ল্যাকেসিস, ফসফরাস** এবং **কার্বোভেজ**)।

স্পঞ্জিয়া **অ্যাকোনাইটের** সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, কারণ ঐ ওষুধে হার্ট খুব উত্তেজিত হয়, উদ্বেগ, ভয়, অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, মৃত্যুর সময় ঘোষণা করা প্রভৃতি সৃষ্টি হয় কিন্তু এসব লক্ষণের সঙ্গে জ্বরজনিত খুববেশী উত্তেজনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। স্পঞ্জিয়াতে জ্বরজনিত উত্তেজনা খুব কম পরিমাণে থাকে। এটি **অ্যাকোনাইটের** তুলনায় অনেক বেশী গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ। এর হার্ট-সংক্রান্ত রোগ ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গে টিস্যুতে প্রকৃত পরিবর্তন ঘটে, হার্টের বৃদ্ধি ক্রমশ দৃঢ় ভাবে ঘটতে থাকে, ভালব্ বা কপাটিকায়ও পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি যথাযথ ভাবে বন্ধ হয় না, ফলে নানা ধরনের হিস্ হিস্, সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যায়, মানসিক লক্ষণের সঙ্গে রিগারজিটেসন অর্থাৎ রক্ত চল্‌কে ফিরে এসে কপাটিকা ভাল ভাবে বন্ধ না হবার ফলে যে শব্দ সৃষ্টি করে, সেই অবস্থা দেখা দেয়। ক্রুপ্-এর লক্ষণে এই ওষুধ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু স্পঞ্জিয়াতে গভীরভাবে, আস্তে আস্তে বেশ কয়েকদিন ধরে উপসর্গটি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা কিন্তু শুকনো হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে **অ্যাকোনাইটের** রোগী দিনের বেলায় অসুস্থ হয়ে পড়লে সেদিন রাত্রিতেই ঘুমের প্রথম ভাগেই ক্রুপের লক্ষণে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মধ্যরাত্রির আগেই ঐ রোগীর একটা শুকনো আক্ষেপযুক্ত কাশি দেখা দেয়; কর্কশ শব্দযুক্ত কাশি হয়; স্পঞ্জিয়াতে হয়ত ঠাণ্ডা লাগার একদিন কি দু'দিন পরে ক্রুপের লক্ষণ দেখা দেবে। প্রথমে মিউকাস মেমব্রেনে কর্কশতা বা রুক্ষতা এবং শুষ্কতা দেখা দেয়, হাঁচি হয়। দুটি ওষুধেই মধ্য রাত্রির আগে ক্রুপ কাশি আরম্ভ হতে দেখা যায় সেই সঙ্গে শুকনো, কর্কশ বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে, কুকুরের ডাকের মত শব্দযুক্ত বা ঘঙ্‌ঘঙে কাশি, করাত চালাবার মত শব্দযুক্ত শ্বাসক্রিয়া ও শ্বাসপথে শুষ্কতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঐ ওষুধ দুটির লক্ষণে এতই সাদৃশ্য থাকে যে যখন **অ্যাকোনাইটের** ঐ উপসর্গ আংশিক ভাবে কমে যাবার পরে সেটা আবার যখন পরদিন রাত্রে ফিরে দেখা দেয় অথবা মধ্য রাত্রির পরেও চলতে থাকে সে ক্ষেত্রে পরবর্তী ওষুধরূপে স্পঞ্জিয়া খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে। স্পঞ্জিয়া এখানে কার্যকরী হয় কারণ, সম্ভবত রোগটির প্রথম থেকেই এই ওষুধটি

উপযোগী ছিল। যে সব ক্ষেত্রে প্রতি পরবর্তী রাত্রিতে উপসর্গটি আরও বেশী কষ্টকর বা তীব্র লক্ষণ নিয়ে দেখা দেয়, কর্কশ বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দযুক্ত ঘঙ্ঘঙে কাশি মধ্যরাত্রির আগে আরম্ভ হয় (ওষুধটিতে মধ্যরাত্রির পরেও ক্রুপ কাশি হতে দেখা যায়) সে সব ক্ষেত্রে স্পঞ্জিয়া ফলপ্রদ হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ হঠাৎ উপসর্গ দেখা দিলেও ওষুধটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল।

হিপারের উপসর্গ রাত্রিতে ও সকালের দিকে খুব বৃদ্ধি পায়। আপাতভাবে ক্রুপ কাশিকে **অ্যাকোনাইট** আয়ত্তে আনলেও সেটা আবার পরদিন সকালেই দেখা দিলে **হিপার** ফলপ্রদ হবে; অথবা সেটা পরদিন সন্ধ্যায় বুকে খুব ঘড়্ ঘড়্ শব্দ নিয়ে দেখা দিলেও **হিপার** কার্যকরী হবে। স্পঞ্জিয়াতে কাশি শুকনো থাকে, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ থাকে না। আক্রান্ত শিশু যদি দেহ ভালভাবে ঢেকে রাখতে চায় অথবা শীতবোধ করার কথা বলে, সে ক্ষেত্রেও **হিপারই** উপযুক্ত। শিশুটি বলে যে ঘরটা তার কাছে খুব উষ্ণবোধ হচ্ছে, সেইজন্য যদি সে গা থেকে ঢাকা বা আচ্ছাদন খুলে বা ছুঁড়ে ফেলে, সে ক্ষেত্রে **ক্যালকেরিয়া সালফ** প্রয়োগ করতে হবে।

স্পঞ্জিয়ার রোগীর উপসর্গ উষ্ণ ঘরে খুববেশী বেড়ে যায়, উত্তাপে বৃদ্ধি পায়। আয়োডিনের মত সে শীতলতা চায়, কিন্তু **আর্সেনিকাম, নাক্সভমিকা** ও **লাইকোপোডিয়ামের** মত উষ্ণ পানীয়তে ভালবোধ করে, উষ্ণ পানীয় পছন্দ করে।

গ্ল্যাণ্ডকে আক্রান্ত করার প্রবণতা এই ওষুধের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত পক্ষে সব গ্ল্যাণ্ডই আক্রান্ত হয়; তারা ক্রমশ বড় ও শক্ত হয়ে পড়ে। গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ হয়ে সেগুলিকে বড় ও শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়, অথবা তাদের বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি ঘটে। হার্টেরও হাইপারট্রফি ঘটতে দেখা যায় (**ক্যালমিয়া, সিপিয়া, ন্যাজা**)। স্পঞ্জিয়াতে এণ্ডোকার্ডাইটিস, হার্টের ক্রুপ এবং বাত থেকে সৃষ্টি হওয়া হার্টের নানা ধরনের প্রদাহযুক্ত রোগ বা উপসর্গ সারানো সম্ভব হয়েছে। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের হাইপারট্রফি, গয়টার প্রভৃতি হার্টের উপসর্গ ও চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা লক্ষণসহ সৃষ্টি হতে দেখা গেলে এই ওষুধটি উপযোগী হতে পারে। গলার পাশের দিকের সারভাইক্যাল গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় হয়ে ওঠে, সহজে সারানো যায় না অণ্ডকোষে এমন ধরনের বৃদ্ধি; গনোরিয়া দমিত হয়ে, ঠাণ্ডা লেগে অথবা অন্য যে কোন কারণে অর্কাইটিস বা অণ্ডকোষের প্রদাহ হয়ে ক্রমশ শক্তভাব বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

সমুদয় শ্বাসযন্ত্রাদিতে এই ওষুধটির ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়; হার্ট-এর গোলযোগ থেকে শ্বাসকষ্ট এবং ভীষণ কষ্টদায়ক হাঁপানি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শ্বাসপথে শুষ্কতা সৃষ্টি হবার সঙ্গে শিস্ দেবার মত শব্দ, সাঁই সাঁই শব্দ, কদাচিৎ ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শোনা যায়, রোগী শ্বাসকষ্টে উঠে সামনে ঝুঁকে বসে থাকতে বাধ্য হয়; কখনো কখনো খুববেশী শ্বাসকষ্টের পরে সাদা, শক্ত শ্লেষ্মা শ্বাসপথে সৃষ্টি হয় কিন্তু সেটাকে গয়েরের মত তুলে ফেলা যায় না; উঠে এলেও শ্লেষ্মাটাকে প্রায়ই গিলে

ফেলতে হয় (**আর্নিকা, কস্টিকাম, ল্যাকিসস, কেলি কার্ব, কেলি সালফ, নাক্সমস্কেটা, সিপিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া**)।

শ্বাসকষ্ট শুয়ে থাকলে খুববেশী বৃদ্ধি পায়। এর হ্রাস-বৃদ্ধি অন্যান্য উপসর্গের মতই হয়ে থাকে; মস্তিষ্কের গভীরে বা 'বেস্' অংশে তীব্র যন্ত্রণাসহ মাথাধরায় রোগী বিছানায় উঠে চুপচাপ বসে থাকতে বাধ্য হয়। অক্সিপুট অংশে একটা নিরেট ভার বা চাপবোধ মাথা সম্পূর্ণ সোজা বা খাড়াভাবে রাখলে কম বোধ হয়।

নানা ধরনের মাথাধরা দেখা যায়। অক্সিপুট বা মাথার পিছনের অংশে, কপালে, রক্তাধিক্যজনিত মাথাধরা দেখা দেয়, তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গয়টার বা গলগণ্ড, হার্টের উপসর্গ এবং হাঁপানির সঙ্গে মাথাধরা থাকতে বা আসতে দেখা যায়, সম্ভবত মস্তিষ্কের রক্ত চলাচলে শিথিলতার জন্যই ঐ মাথাধরা সৃষ্টি হয়।

ক্রুপ কাশিতে আক্রান্ত রোগীর মুখমণ্ডলে ক্লেশের ছাপ পড়ে, উদ্বিগ্ন, সাদাটে বা ফেকাশে দেখায়, ফোলা ফোলা হয়ে পড়তে; নীল, ফেকাশে ও চোখ গর্তে বসে যাবার মত হয়ে পড়তে দেখা যায়; লালভাব ও উদ্বেগাকুল চেহারা ফুটে ওঠে মুখ-মণ্ডল পর্যায়ক্রমে একবার লাল, একবার ফেকাশে হয়ে পড়ে; ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয়। এই সব লক্ষণ শ্বাসকষ্টেরই স্বাভাবিক ফল, কাজেই ওষুধ নির্বাচনে এই সব লক্ষণের গুরুত্ব খুববেশী নেই। প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে এগুলির জন্য সম্ভবত **আর্সেনিকাম** উপযোগী হবে, কিন্তু হার্টের কষ্ট থেকে এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে সেগুলিকে গুরুত্বহীন বলেই ধরতে হবে।

"গলায় ছোট ছোট ক্ষত সহ বেদনা বা 'সোরথ্রোট' মিষ্টি জিনিস খেলে খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে থুতনি পর্যন্তও চলে আসতে পারে; রাত্রিতে দম আটকাবোধ, ঘঙ্ঘঙে কাশি প্রভৃতির সঙ্গে গলায় সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা এবং পেটে টন্‌টন্ করা ব্যথা দেখা দেয়।" টনসিল বড় হয়; ঢোক গিলতে কষ্টবোধ হতে দেখা যায়।

শ্বাসকষ্ট ও কাশি উষ্ণ খাদ্যগ্রহণে কমে যেতে দেখা গেলে স্পঞ্জিয়াই নির্দিষ্ট ওষুধ হবে; উষ্ণ পানীয়তেও ঐসব উপসর্গ কম হতে দেখা যেতে পারে।

খুববেশী স্বরভঙ্গের সঙ্গে ল্যারিংক্সের গোলযোগ, যে সব লোকের যক্ষ্মা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যাদের মধ্যে বংশগতভাবে যক্ষ্মারোগ দেখা গেছে, যাদের চেহারা জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়েছে, ফুসফুস দুর্বল হলেও তখনো টিউবারকল্ বা যক্ষ্মারোগের গুটি সৃষ্টি হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। ঐ ধরনের রোগীদের হঠাৎ স্বরভঙ্গ দেখা দেয়। যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীদের ল্যারিংক্স আক্রান্ত হবার একটা প্রবণতা থাকে, তাদের জন্য স্পঞ্জিয়া প্রয়োজন। এই রোগীর তীব্র ধরনের ঠাণ্ডা লেগে সেটা ল্যারিংক্সে গিয়ে বসে যায় এবং তার সঙ্গে স্বরভঙ্গ দেখা দেয়। এই ধরনের রোগীদের ফুসফুসে যক্ষ্মা রোগের গুটিকা সৃষ্টি হবার একটা

সম্ভাবনা থাকে, কাজেই তাদের ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তদের ল্যারিংক্সেই প্রথমে আক্রমণ ঘটার প্রবণতা থাকে।

স্পঞ্জিয়াতে এক্‌জুডেটিভ ধরনের বদলে ইনফিলট্রেটিভ ধরনের ক্রুপ বা ঘুংড়ি কাশি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

স্বরভঙ্গের সঙ্গে স্বরলোপ, ঠাণ্ডা লাগার ফলে ল্যারিংক্সে খুববেশী শুষ্কতা সৃষ্টি, কোরাইজা, হাঁচি, বুকের সবটাতেই শুষ্কতার জন্য হর্ন বাজার মত শুকনো, ঘঙ্‌ঘঙ্ শব্দ; স্বরে হিস্‌হিস্ শব্দ, ঘঙ্‌ঘঙে শব্দ এবং নাক শুকনো থাকতে দেখা যায়। শ্লেষ্মা খুব কম জমে, কিন্তু পরে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে প্রচুর গয়ের উঠে ; বুকে ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ যত বেশী শোনা যাবে, এই ওষুধটির উপযোগিতা ততই কম হবে। **হিপারে** প্রচুর শ্লেষ্মার সঙ্গে বুকে জোর ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ শোনা যায়।

কোন কোন সময় বড়দের ঠাণ্ডা লাগার ফলে ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে দগ্‌দগে ভাব সৃষ্টি হয়। শুতে গেলে রোগিণীর ল্যারিংক্সে আক্ষেপযুক্ত সংকোচন দেখা দেয়। মহিলাদের মধ্যে সাধারণত ল্যারিনজিস্‌মাস স্ট্রাইডুলাস দেখা যায় এবং এইরূপ লক্ষণ **ইগনেসিয়া, জেলসিমিয়াম, ল্যরোসিরেসাস** এবং স্পঞ্জিয়াতে আছে, এদের মধ্যে আবার প্রতি দশটির মধ্যে আটটিই **ইগনেসিয়া** এবং **জেলসিমিয়ামে** সারে। এই ওষুধে **ফসফরাসের** মতই ক্রুপ কাশিতে ল্যারিংক্সে স্পর্শের অত্যানুভূতি থাকে।

শুকনো, আক্ষেপযুক্ত, কষ্টকর কাশি ; কোন কিছু ঠাণ্ডা পাকস্থলীতে গেলে অর্থাৎ ঠাণ্ডা কিছু খেলে ঐ কাশি বেড়ে যায় (ভেরেট্রামে ঠাণ্ডা জলে অন্যান্য উপসর্গ কমে যায়, কিন্তু কাশি বেড়ে যেতে দেখা যায়)। ঘর বেশী উষ্ণ হয়ে উঠলে শুকনো, গলা সুড়সুড় করা, বিরক্তিকর, ঘড়ঘড়, আক্ষেপযুক্ত কাশি দেখা দেয়।

হার্ট ও হাঁপানির উপসর্গে ঘুমের মধ্যে দম আটকাবোধে জেগে ওঠা লক্ষণে এই ওষুধের সঙ্গে **ল্যাকেসিসের** সাদৃশ্য আছে, ঘুমের পরে দম্ আটকা ভাবটা আরও বেড়ে যায়।

ফসফরাসের শ্বাসকষ্ট প্রায়ই নিদ্রায় পরে বৃদ্ধি পায়, দম আটকাভাব দেখা দেয়। **ল্যাকেসিসে** ঐরূপ অবস্থা অনেক বেশী স্পষ্ট থাকে ; যক্ষ্মা রোগে রোগী যখন প্রায় মরতে বসেছে তখন ঘুমাতে গেলে তার দেহে ঘাম দেখা দেয়, ঘুমোতে গেলে এবং ঘুম থেকে জেগে উঠলে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে **ল্যাকেসিস** সাময়িকভাবে কার্যকরী বা প্যালিয়েটিভ হিসাবে খুব ফলপ্রদ হয় ; ওষুধটি কয়েকবার পুনঃ প্রয়োগ করতে হয়।

বুকের উপসর্গের সঙ্গে ঘন, সবুজ অথবা হলদেটে, পুঁজের মত গয়ের ওঠে, ঘুমিয়ে পড়লে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় বলে রোগীর যতক্ষণ পারে জেগে থাকার চেষ্টা করে ; বুকের গোলযোগের পরিণত অবস্থায় রোগী ঘুমোতে ভয় পায়। এইরূপ অবস্থায় **গ্রিণ্ডেলিয়া রোবাস্টা** প্যালিয়েটিভ হিসাবে ভাল কাজ দেয়, এবং ঐ অবস্থাটা

যক্ষ্মারোগজনিত না হয়ে কেবলমাত্র শ্লেষ্মার কারণে হলে সেক্ষেত্রে ঐ ওষুধটি সেটা সারিয়ে তুলবে।

হৃৎপিণ্ডের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। রক্ত চলাচলের লক্ষণগুলি মানসিক অবসাদ, কাশি, ডানদিকে চেপে শোয়া অবস্থা, ঋতুস্রাবের আগে শুয়ে পড়ার পরে, সামনের দিকে ঝুঁকে বসলে, ধূমপানে, সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে খুব বেশী শোচনীয় হয়ে পড়ে। রোগী ভয়ে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে এবং দম আটকে যাবার মত বোধ করে। রাত্রিতে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লেও দম্ আটকাবোধ নিয়ে রোগী জেগে ওঠে। এসব লক্ষণগুলিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে।

শিরায় স্ফীতি, এবুলিসন অর্থাৎ যেন ফেটে যাবে এরূপ বোধ হওয়া; দেহের বড় বড় গর্ত বা ক্যাভিটিগুলিতে শোথ দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত মাতা-পিতার যুবা বয়সের সন্তানদের পক্ষে, যারা দুর্বল হয়েই থেকে যায়, ফেকাশে দেখায় এবং যাদের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি ঘটে না, তাদের পক্ষে ওষুধটি বিশেষভাবে উপযোগী হতে দেখা যাবে। তারা যক্ষ্মা রোগের ধাতুগ্রস্ত অবস্থায় থাকে।

চুলকানিবোধ থাকে কিন্তু কোনরূপ উদ্ভেদ দেখা দেয় না। রোগীর মনে হয় যেন যেকোন সময় উদ্ভেদ দেখা দেবে। সাধারণ প্রকৃতির হার্পিসের মত উদ্ভেদই কেবল সৃষ্টি হতে পারে। সারাদেহে চুলকানিবোধ থাকলেও কোন উদ্ভেদ চোখে পড়ে না।

অ্যাকিউট ধরনের এণ্ডোকার্ডাইটিসের প্রধান ওষুধ হচ্ছে স্পঞ্জিয়া, **অ্যাকোনাইটেনাম, সীপিয়া**, এবং **ক্যালমিয়া**। ভালভ্ বা কপাটিকার রোগের প্রধান ওষুধ **ন্যাজা**।

স্কুইলা
(Squilla)

প্রাচীনকালে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় ফুসফুস, ব্রঙ্কাস, এবং কিডনীর বিভিন্ন ধরনের পীড়ায় স্কুইলা ব্যবহার করা হত; নিউমোনিয়া, হাঁপানি, কম পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া এবং শোথের উপসর্গে ওষুধটি প্রয়োগ হত।

এই ওষুধে সকালের দিক আলগা কাশি এবং সন্ধ্যায় শুকনো কাশি দেখা দেয় (**অ্যালুমিনা, কার্বোভেজ, ফসফোরিক অ্যাসিড, সীপিয়া, স্ট্র্যামোনিয়াম, পালসেটিলা**)। ঐরূপ লক্ষণ **পালসেটিলা** ও স্কুইলাতে খুব থাকে, তবে স্কুইলাতে কঠিন ধরনের কাশি; কাশতে কাশতে রোগীর মুখ ও গলা বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা বা গ্যাগিং, হাঁচি হওয়া, প্রায়ই প্রস্রাব, এমন কি মলও বেরিয়ে যেতে দেখা যেতে পারে; সারাদেহ ঘামে ভিজে না ওঠা পর্যন্ত রোগী কাশতে থাকে, কাশতে কাশতে তার গলা ধরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দুটি কি তিনটি সাদা, টেনে বের করে ফেলা যায় না এমন শ্লেষ্মার দলা তুলে ফেলতে সমর্থ হয়; ব্রোঙ্কিয়াতে শ্লেষ্মা জমা হয়ে থাকা অথবা বুকের

ভিতরে সুড় সুড় করা বা ছোট কোন পোকা হেঁটে যাবার মত বিড় বিড় করা অনুভূতির জন্য ঐ আক্ষেপ যুক্ত কাশি দেখা দেয়।

সকালের দিকের আলগা কাশি সন্ধ্যায় শুকনো কাশির তুলনায় অনেক বেশী প্রবল থাকে। রোগী শীতকাতুরে, সামান্য হাওয়ার ঝাপ্টাও তার সহ্য হয় না, কাপড় জামায় ভালভাবে দেহ ঢেকে রাখতে চায়, ঠাণ্ডায় খুব সংবেদনশীল থাকে ; কিন্তু **পালসেটিলাতে** ঐরূপ লক্ষণ থাকে না। প্রস্রাব সাধারণত বেশী পরিমাণে, জলের মত, বর্ণহীন হতে দেখা যায়।

বুকের ভিতরে শ্লেষ্মায় ভর্তি হয়ে যাবার জন্য বেলা ১১টা থেকে ১ টার মধ্যে খুব শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, ঐ সময়ে হার্টের দুর্বলতার জন্য একই ধরনের অনুভূতি বার বার ফিরে আসে। প্রচুর পরিমাণে বর্ণহীন প্রস্রাব হওয়া এই ওষুধের একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং **ইগনেশিয়ার** সঙ্গে ঐ লক্ষণটির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু স্কুইলার রোগীকে **ইগনেশিয়ার** মত হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হতে দেখা যায় না। মস্তিষ্কের উপসর্গে এই ওষুধের সঙ্গে **ক্যানাবিস ইণ্ডিকা** অথবা **জেলসিমিয়ামের** অনেকটা মিল থাকতে দেখা যায়, কিন্তু স্কুইলাতে মস্তিষ্কের উপসর্গ এবং জ্বরের উপসর্গ বিশেষ একটা থাকে না। **ফসফরাসে** মস্তিষ্কের প্রদাহ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, অবস্থাটা খারাপ দিকে পারবর্তিত হবার সঙ্গে বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া লক্ষণটি মারাত্মক অবস্থাই সূচিত করে। **পালসেটিলাতে** ক্রন্দনশীলতার সঙ্গে বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হতে দেখা যায়। স্কুইলাতে ডায়াবেটিসে বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হয় ; যখন প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গিয়ে বুকের উপসর্গ দেখা দেয়, ডায়াবেটিস ও প্রস্রাব কমে যাবার পরে কিডনীর গোলযোগ দেখা দেয়, ঐসব উপসর্গ কমে গিয়ে শোথের উপসর্গ দেখা দেয় ; প্রস্রাবের পরিমাণ আবার বেড়ে গেলে শোথের লক্ষণ কমে যাওয়া প্রভৃতি অবস্থায় স্কুইলা কার্যকরী হয়, এবং দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যায়।

নাক থেকে, বিশেষত সকালের দিকে প্রচুর পরিমাণে, সাদাটে, বর্ণহীন সর্দি পড়তে দেখা যায় ; কাশিটা টার্টার এমেটিক বা **অ্যাণ্টিম টার্টের** মত হয়ে থাকে।

আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে **থুজার** সঙ্গে স্কুইলার অনেকটাই সাদৃশ্য দেখা যায় ; বিশেষত প্রস্রাবের বেগ ও আক্ষেপযুক্ত কাশির ধরনে ঐ সাদৃশ্য বেশী চোখে পড়ে ; প্রস্রাব বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই একটু মলও বেরিয়ে আসে এবং সেই মল কালচে বা বাদামী অথবা কালচে তরল ও ফেনা বুদ্বুদযুক্ত, বেদনাহীন, খুব দুর্গন্ধযুক্ত ও অসাড়ে নির্গত হতে দেখা যায়।

শ্বাসক্রিয়ায় কষ্টবোধের সঙ্গে শ্বাসগ্রহণ বা কাশি, চলার সময় বুকে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা বোধ হয়। খুববেশী শ্বাসকষ্ট হয়, শ্বাসকষ্টে শিশুরা দুধ বা কোন কিছুই পান করতে পারে না, দুধের বা পানীয়ের কাপটি হয়ত সাগ্রহে টেনে নেয় কিন্তু খুব অল্প একটু একটু করে চুষে টানার মত করে তবেই একটু পান করতে পারে ; শিশু মাঝে মাঝে গভীরভাবে শ্বাস নিতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে কাশি দেখা দেয় ; সামান্য পরিশ্রমেই শ্বাসে হ্রস্বতা দেখা দেয়। সকালের দিকে বুকের

বেদনা বৃদ্ধি পায় । ব্যায়াম করা বা পরিশ্রমে বাতজনিত নিরেট ধরনের বেদনা বেড়ে যায় বিশ্রামে ঐ বেদনা কম থাকে বা কমে যায়। সন্ধ্যায় শুকনো কাশির সঙ্গে মিষ্টি স্বাদের গয়ের ওঠে। দেহে খুববেশী উত্তাপ থাকে। **ব্রায়োনিয়ার** পরে ওষুধটি ভাল ফল দেয়। একেবারেই ঘাম না হওয়া এই ওষুধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাত্রি ১১টা নাগাদ শুকনো কাশি, ঠাণ্ডা হাওয়া এবং ঠাণ্ডা জলে বেশী হতে দেখা যায়। (**রিউমেক্স**)। **বেলেডোনাতে** রাত্রি ১১টা নাগাদ কাশি হতে দেখা যায়, দেহের ঢাকা খুললে কাশি বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে মুখমণ্ডল লাল হয়ে পড়ে, মাথায় রক্তাধিক্য থাকে। **ল্যাকেসিসে** ঘুমিয়ে পড়ার একটু পরেই কাশি দেখা দেয় যেটা রাত ১১ টা নাগাদও হতে পারে।

নাক থেকে হাজাকর, ক্ষত সৃষ্টিকারী সর্দি পড়ে, সকালের দিকে সর্দি খুব বৃদ্ধি পায়, তীব্র হাঁচি থাকে। মল গাঢ় বাদামী অথবা কালচে হয়।

দিনের বেলায় কাশি কমই দেখা দেয়। নিউমোনিয়াতে শ্বাসগ্রহণের সময় বুকে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, ঝাঁকুনি দেবার মত ব্যথা, সর্বদাই ডানদিকে আক্রমণ ঘটে; বুকের শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও নিউমোনিয়ার আশংকা ফুসফুস থেকে রক্তপাতের পরে বিশেষভাবে দেখা দেয়। বুকে ক্ষতের মত টনটনে ব্যথা, নড়া-চড়ায় খুববেশী বৃদ্ধি পায়। এরূপ অবস্থায় প্রায়ই **ব্রায়োনিয়া** সাময়িক উপশম দেয় এবং রোগীর অবস্থা স্কুইলার উপযোগী হয়ে পড়ে।

স্ট্যানাম মেটালিকাম
(Stannum Metallicum)

যে সব লোক দীর্ঘদিন ধরে ক্রমশ রোগা, দুর্বল হয়ে পড়ছে স্ট্যানাম তাদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। এই লক্ষণটি এতই লক্ষণীয় হতে দেখা যায় যে বলা যেতে পারে কোন গভীর ধাতুগত অবস্থাই এর মূলে রয়েছে। ক্রমশ বেড়ে যাওয়া দুর্বলতা, ক্যাচেকসিয়া বা শীর্ণতা, শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, এবং নিউর‍্যালজিয়ায় আক্রান্ত হবার বিষয়ে, দীর্ঘদিন পূর্বের কোন ইতিহাস রোগীর বিষয়ে জানা যেতে পারে। বেদনায় খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া কাজের প্রতি বিরূপতা; কোন একজন পুরুষের তার ব্যবসায়ের কাজে অনীহা, কোন মহিলার তার দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজের প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়; তারা সর্বদাই ক্লান্ত বোধ করে, সব ধরনের কাজেই তারা কষ্টবোধ করে।

চেহারায় ক্রমশ ফেকাশেভাব, এমনকি মোমের মত সাদাটে ভাব এবং ক্যাচেকসিয়া বা শীর্ণকায় চেহারা চোখে পড়ে। কোন লোক ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা অবস্থায় তার মুখমণ্ডল, চোখ, পাকস্থলী এবং অন্ত্রে স্নায়বিক বা নিউর‍্যালজিয়া বেদনা দেখা দেয়; সাধারণত যে ধরনের ঝিলিক দেওয়া ও ছিঁড়ে যাবার মত বেদনার কথা বলা হয় এই বেদনা সে ধরনের নয়; তবে বেদনাটা প্রথমে ধীরে ধীরে আরম্ভ

হয়, দৃঢ়ভাবে ক্রমশ ঐ বেদনা বেড়ে চলে এবং তার পরে আবার ধীরে ধীরে কমে আসে। বেদনাটা অনেক ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়, দুপুর পর্যন্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে কমতে থাকে ও সূর্যাস্তের সময় সম্পূর্ণ চলে যায়। অপরপক্ষে, যে কোন সময় বেদনাটা আরম্ভ হতে পারে, প্রায়ই বেলা দশটা নাগাদ আরম্ভ হয় এবং দশ-কুড়ি মিনিট ধরে বেড়ে চলে, তার পরে ক্রমশ কমতে থাকে এবং পরে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়। সূর্যের উদয় ও অস্তের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এইরূপ মাথাধরার হ্রাস-বৃদ্ধি আরও কয়েকটি ওষুধে দেখা যায়। **ক্যালমিয়াতে** এই ধরনের মাথাধরা লক্ষণ আছে, তবে সেটা এতটা নির্দিষ্টভাবে ও নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে দেখা যায় না, কিন্তু ঐ ওষুধের মাথাধরা দুপুরে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। **ক্যাকটাসেও** সূর্যের গতির সঙ্গে মিলিয়ে মাথাধরা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **নেট্রাম মিউরে** এই ধরনের উপসর্গ সৃষ্টির কথা জানা যায় না, কিন্তু বিশেষভাবে যখন বেলা ১০টায় মাথাধরা শুরু হয় এবং বেলা ২টা থেকে ৩টার মধ্যে খুববেশী বৃদ্ধি পায়, সেই মাথাধরা **নেট্রাম মিউরে** সারানো গেছে। **স্যাঙ্গুইনেরিয়াতেও** সূর্যের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাথাধরার বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

স্ট্যানামের যক্ষ্মারোগ হবার প্রবণতা নিউরালজিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। এই ধরনের রোগীরা যদি নিউর্যালজিয়া বা স্নায়ুশূলের ধাতুবিশিষ্ট হয়ে পড়ে তা হলে তাদের দেহে যক্ষ্মারোগের গুটি বা টিউবারকল্ সৃষ্টি হওয়া আপাতত বন্ধ থাকে, তবে বেশীরভাগ রোগীই নিউর্যালজিয়ার হাত থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায় প্যালিয়েটিভ বা সাময়িকভাবে বেদনা নিরোধক ওষুধ ব্যবহার করে এবং তার ফলে রোগীর মৃত্যুকেই অবশ্যম্ভাবীরূপে কাছে এগিয়ে আনা হয়। স্ট্যানামে স্নায়ুশূল বা নিউর্যালজিয়া যদি দমিত হয়, তা হলে যক্ষ্মারোগের প্রকাশ আমরা দেখতে পাব। প্রকৃতি সম্ভবত শ্লেষ্মা স্রাবের মাধ্যমে রোগের প্রভাবটা দূর করতে পারে। নিউর্যালজিয়াকে স্বাভাবিক ভাবে চলতে না দেবার ফলে রোগী ঠাণ্ডায় খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, খুব অল্পেতেই তার ঠাণ্ডা লেগে যায়। ঐ অবস্থায় তাকে থাকতে দেওয়া হলে ঠাণ্ডাটা গিয়ে তার স্নায়ুতে আশ্রয় নেয়, ফলে প্রতিবার শীতল হাওয়ার ঝাপ্টাতে ঐ রোগীর চোখের আশপাশে স্নায়ুশূল দেখা দেয়; আবহাওয়ার প্রতিটি পরিবর্তনে সে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে—ডাঃ গ্রভগুল্ বর্ণিত 'হাইড্রোজেনয়েড কনস্টিটিউশন' অর্থাৎ সামান্য কারণেই (জলজ আবহাওয়ায়) ঠাণ্ডা লেগে যাবার প্রবণতাযুক্ত ধাতুবিশিষ্ট অবস্থা দেখা দেয়। কিন্তু **কুইনাইন** অথবা অনুপযুক্ত কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধে যদি সেই স্নায়ুশূলকে সাময়িকভাবে দমিত রাখা হয় তা হলে **ফসফরাসের** মতই সামান্য কারণে বুকে সর্দি বসে যেতে দেখতে পাব; ঐ রোগী ঠাণ্ডা লেগে গেলে সেটা থেকে সহজে মুক্তি পায় না, তার বুকে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত সে মিলিয়ারী ধরনের যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মরে যাবে। স্ট্যানাম যক্ষ্মারোগের সৃষ্টি রোধ করতে এবং ঐ রোগের সাময়িক উপশম বা প্যালিয়েসনের কাজেও খুব ফলপ্রদ হয়।

এই ওষুধের বেদনাকে দড়ি ধরে টানা অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে, বেদনাটা ক্রমশ বেড়ে ওঠে এবং ক্রমশই কমে যায়।

পালসেটিলার বেদনার প্রথমাংশটা এই ওষুধের মত হয়ে থাকে; সেটা ক্রমশ খুব বেড়ে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ ঝপ করে কমে যায়; বেদনা ধীরে ধীরে আসে কিন্তু হঠাৎ চলে যায়।

বেলেডোনার বেদনার বিষয়ে কি বলা হয়েছে সেটাও স্মরণ করা দরকার। ঐ বেদনা হঠাৎ দেখা দেয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুব তীব্র হয়ে ওঠে, বেদনা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্তও চলতে পারে, তারপরে হঠাৎই মিলিয়ে যায়।

স্ট্যানামের বেদনা কোন কোন সময় এত প্রবল হয় যে তার সঙ্গে একটা দপ্ দপ্ করা, টিপ্ টিপ্ করা অনুভূতিও মিশে থাকে, এবং মনটা যেন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে।

"প্রতিদিন সকালে মাথাধরা, যেকোন একটি চোখের উপরের অংশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাম চোখের উপরে বেদনা দেখা দেয় এবং ক্রমশ সেটা সম্পূর্ণ কপাল জুড়ে দেখা দেয়; বেদনার তীব্রতা ক্রমশ একটু একটু করে বৃদ্ধি পায় এবং সেই ভাবেই ধীরে ধীরে কমে আসে; প্রায়ই মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে বমিও হয়।" "তীব্র গনগনে আগুনের মত, আঘাত লাগার মত বেদনা," কোন কোন ক্ষেত্রে তার সঙ্গে জ্বালাবোধও থাকে। যেন মাথার ভিতর থেকে ঘুষি মারা হচ্ছে এবং তার ফলে মাথাটা ভেঙ্গে যাবে এরূপ বোধ হতেও দেখা যায়। বাম চোখের উপরে বেলা ১০টা নাগাদ নিউর‍্যালজিয়া দেখা দেয়, দুপুর পর্যন্ত ক্রমশ ঐ বেদনা বাড়তে থাকে, তারপরে ধীরে ধীরে কমতে থাকে; বেদনার সঙ্গে চোখ থেকে জল পড়তে দেখা যায়। "কুইনাইনের অপব্যবহারের ফলে চোখের উপরের অংশে নিউর‍্যালজিয়া বেলা ১০টা থেকে ৩টা, ৪টা পর্যন্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে চরমে পেঁছে তারপরে ধীরে ধীরে ক্রমশ কমে যেতে দেখা যেতে পারে।"

যে সব রোগাটে, দুর্বল লোকের একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে তা নাকে বা বুকে না বসে স্নায়ুতে গিয়ে আশ্রয় নেয়, যাদের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা থাকে, তাদের মধ্যেই বিশেষভাবে ঐ ধরনের স্নায়ুশূল বা নিউর‍্যালজিয়া দেখা দেয়। পরে ঐ রোগীর বুকেও ঠাণ্ডাটা গিয়ে আশ্রয় নেয়, ফলে শ্বাসকষ্ট, ভয়ানক কাশি, গলা ও মুখ বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা, ওয়াক্ ওঠা, বমি হওয়া, প্রভৃতি ভয়ানক কষ্ট-দায়ক উপসর্গ দেখা দেয়। প্রচুর, ঘন হলদেটে-সবুজ, রক্তমেশানো এবং মিষ্ট স্বাদের গয়ের (**কফকরাস**) ওঠে। কাশতে গেলে ওয়াক্ ওঠা এবং ঘন, হলদে বা সবুজ, আঠালো শ্লেষ্মা ওঠা এই ওষুধের বিশেষত্ব। রোগী হাঁটা-চলা করতে, কোন কাজ করতে গেলেই কাশি দেখা দেয়। সে সর্বদাই ক্লান্তিবোধ করে, কোন কাজ করতে গেলেই ক্লান্তিবোধ বেশী হয়। সকালে বুকে খুব শ্লেষ্মা ভর্তি হয়ে থাকা অবস্থায় তার ঘুম ভাঙ্গে, সে কাশতে কাশতে গয়ের তুলে ফেললেও কিছুটা থেকে যায়;

কাশতে কাশতে তার মুখ ও গলা যেন বন্ধ হয়ে যায়, ওয়াক্ ওঠে ও বমি হয় এবং মুখ থেকে মিষ্টি স্বাদের দাঁড়ি দাঁড়ি শ্লেষ্মা, কখনো নোন্‌তা বা টক স্বাদের গয়ের ওঠে।

এই ভীষণ আকারের দুর্বলতা রোগীর স্বরেও প্রকাশ পায়; স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ দেখা দেয়; ভোক্যাল কর্ড যেন কোন কাজ করতে পারে না, একটা পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। কথা বলতে গেলেও সে খুব দুর্বলতাবোধ করে, বুকে দুর্বলতা দেখা দেয়। "গান করতে শুরু করলে স্বরভঙ্গ, দুর্বলতা ও বুকের ভিতরে শূন্যতাবোধ দেখা দেয়, ফলে রোগিণী বার বার থেমে থেমে গভীরভাবে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে গয়ের ওঠার মত কয়েকবার কাশি হবার পরে কয়েক মিনিটের জন্য স্বরভঙ্গ অবস্থা চলে যায়। ল্যারিংক্সে দগ্‌দগে ভাব থাকে।" ট্রেকিয়াতে দগ্‌দগে ভাবের সারা পথেই তীব্র বেদনার সঙ্গে কাশি হতে দেখা যায়। ট্রেকিয়াতে শ্লেষ্মা জন্যে থেকে যেন গলার ভিতরে সুড়সুড় করে কাশি নিয়ে আসে; অথবা আলগা কিংবা শুকনো কাশির সঙ্গে শ্বাসগ্রহণে, হাঁটা-চলার সময় অপেক্ষা ঝুঁকে বসে থাকা অবস্থায় কাশি বেশী হতে দেখা যায়। ট্রেকিয়াতে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে থাকে, কাশির সঙ্গে সহজেই সেটা তুলে ফেলা যায়। উঁচুতে উঠতে গেলে, সামান্য পরিশ্রমে বা নড়া-চড়ায়, শুয়ে থাকা অবস্থায়, সন্ধ্যার দিকে কাশতে কাশতে রোগী ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে, পেটের উপরের অংশ বা এপিগ্যাসট্রিয়ামে আঘাত লাগার মত বেদনাবোধ হয়; কাশতে কাশতে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, কাশিতে দুর্বল, কর্কশ শব্দ হয়। কথা বলতে গেলে, গান করা, হাসা, যে কোন একপাশে শোয়া এবং উষ্ণ পানীয় গ্রহণে কাশি বেড়ে যায়।" গয়ের বা থুথু ডিমের সাদা অংশের মত, হলদে, সবুজ পুঁজের মত, মিষ্টি স্বাদের, পচাটে, টক বা নোন্‌তা স্বাদের; বিশেষ-ভাবে দিনের বেলা এরূপ শ্লেষ্মা নির্গত হতে দেখা যায়। রুটিন মাফিক যাঁরা চিকিৎসা করেন তাঁরা অনেক সময় যে সব ক্ষেত্রে **স্ট্যানাম** প্রয়োগ করেন, তার মধ্যে অনেক-ক্ষেত্রেই হয়ত এই ওষুধটি উপযোগী। যক্ষ্মারোগের ক্ষেত্রে স্ট্যানামের ব্যবহার বিপদজনক নয়, এবং সেই যক্ষ্মারোগ দুরারোগ্য অবস্থায় গেলে স্ট্যানাম প্যালিয়েটিভ হিসাবেও ভাল ফল দিতে পারে। **সাইলীসিয়ার** মত এই ওষুধে যক্ষ্মারোগীর সব উপসর্গ খুঁচিয়ে তোলা অবস্থা দেখা দেয় না, এ রোগীর পক্ষে শুভ কিছু হওয়া সম্ভব হলে স্ট্যানাম তাইই করবে। স্ট্যানাম প্রয়োগের ফলে যদি নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা ফিরে আসে এবং রোগীর আর বেশীদিন বাঁচার সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে **পালসেটিলা** এই ওষুধের অ্যান্টিডোট হিসাবে কার্যকরী হবে।

যখন কোন আলগা, সহজ ধরনের কাশি পরিবর্তিত হয়ে ভয়াবহ, শুকনো এবং দেহকে সম্পূর্ণ নাড়া দেবার মত কাশি যদি স্ট্যানাম প্রয়োগ করলে সৃষ্টি হয় এবং সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বলে যদি মনে হয় তা হলে **পালসেটিলা** আলগা কাশিটা ফিরিয়ে আনবে। দুরারোগ্য অবস্থায় খুব উঁচু শক্তি প্রয়োগ না করেই কিছুটা ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

মহিলাদের মধ্যে আর এক ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। কোন মহিলার নিউর্যালজিয়ার বেদনা থাকতে দেখা গেলে এবং যদি ঐ মহিলা বলে যে যদি কোন ভাবে ঐ বেদনা কমে যায় তা হলে প্রচুর, ঘন, হলদে বা সবুজ লিউকোরিয়া দেখা দেয় তা হলে সেই ক্ষেত্রে স্ট্যানামের কথাই ভাবতে হবে। খুববেশী দুর্বলতা থাকে এবং সেটা যেন বুক থেকেই উঠে আলে বলে রোগীর মনে হয়। লিউকোরিয়া হয়ে ঐ মহিলা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ঋতুস্রাব খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এবং খুববেশী পরিমাণে হতে দেখা যায়; জরায়ু অঞ্চলে প্রসব বেদনার মত নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়া ব্যথা দেখা দেয়; জরায়ু ও ভ্যাজাইনার প্রল্যাপ্‌স্‌ হতে পারে।

পক্ষাঘাতের মত লক্ষণ; লেখকদের হাতে টান্‌ বা খিঁচ্‌ধরা ব্যথার মত বেদনা যে কোন লোকেরই হতে দেখা যেতে পারে; মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে হাতে খিঁচ্‌ ধরার জন্য হাত থেকে ঝাঁটা সরাতে বা ফেলে দিতে পারে না (এই লক্ষণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই **ড্রসেরা** ফলপ্রদ হয়)।

"কোষ্ঠবদ্ধতা; মল কঠিন, শুকনো, গিঁট্‌ গিঁট অথবা পরিমাণে খুব কম ও সবুজ রঙের হয়।" রেক্টাম বা পায়ুতে নিষ্ক্রিয়তা, অর্থাৎ একটা পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতার জন্য মলত্যাগের খুব ইচ্ছা ও বেগ দেখা দিলেও মলত্যাগে অক্ষমতা দেখা দেয়, অনেক ক্ষেত্রে মল নরম থাকলেও মলত্যাগে অক্ষমতা থাকে। কলিকের বেদনা চাপ দিলে, উপুড় হয়ে পেটে চাপ দিয়ে শুয়ে থাকলে কমে যায় (**কলচিকাম, কুপ্রাম**); নড়া-চড়ায় ঐ বেদনা বৃদ্ধি পায়, দেহ বেঁকিয়ে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে থাকলে বেদনা কমে যেতে দেখা যায়।

"কথা বলা বা উঁচু শব্দে পড়ার জন্য খুববেশী অবসন্নতা দেখা দেয়। হাঁটা-চলা করতে গেলে দুর্বলতা, সারা দেহেই ক্লান্তিবোধ, বিশেষত সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে ক্লান্তিবোধ হয়; ল্যারিংক্স এবং বুকের ভিতরে খুববেশী দুর্বলতার অনুভূতি প্রথমে দেখা দিয়ে সেটা সারা দেহেই ছড়িয়ে যায়; ধীরে ধীরে ব্যায়াম করলে দেহে কাঁপুনি খুববেশী হয়।

স্ট্যাফিসেগ্রিয়া
(Staphisagria)

এই ওষুধটির মানসিক লক্ষণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি মনের উপরে এবং তা থেকে সমগ্র দেহে যে ছাপ ফেলে তা থেকেই স্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রয়োগের পথ নির্দেশ মেলে। রোগী সহজেই উত্তেজিত হয়, সহজেই ক্রুদ্ধ হয় কিন্তু তার মধ্যে উদ্ধতভাব খুব কমই দেখা যায় অর্থাৎ রোগী বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেও সেটা কদাচিৎ প্রকাশ করে। ক্রোধ, আবেগ প্রভৃতি রুদ্ধ বা দমিত থাকায় যে সব উপসর্গ দেখা দেয় সেই উপসর্গে ওষুধটি উপযোগী। অন্যায়, অবিচারের ফলে দেখা দেওয়া ক্রোধ ও অপমানবোধ দমিত হবার জন্য রোগী বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই

সব কারণে যে সব উপসর্গ দেখা দেয় ; মূত্রথলীতে উত্তেজনা ও সেইজন্য বার বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা বা বেগ হওয়া, ক্রুদ্ধ বা অপমানিত হওয়া অবস্থা দমিত হয়ে ঐ ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকা প্রভৃতি লক্ষণে ওষুধটি কার্যকরী হয়।

কোন একজন ভদ্রলোক তার থেকে নিচুস্তরের কোন লোকের সংস্রবে এসে হয়ত তার সঙ্গে তর্কাতর্কি, বাদ-প্রতিবাদে জড়িয়ে পড়ে শেষে অপমানিত হয়ে ফিরে এলেন। তিনি বাড়ী ফি'র ঐ অপমানের কথা কাউকে না বলে নিজের মধ্যেই সেই অপমানবোধটাকে পুষে রেখে কষ্ট পান। তিনি রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, মানসিক ভাবে দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ করতে থাকেন, দিনের পর দিন তিনি সাধারণ যোগ-বিয়োগও করতে পারেন না, লিখতে বা কথা বলতে গেলেও ভুল করে বসেন, তার মূত্রথলীতে উত্তেজনা দেখা দেয়, পেটে বেদনা বা কলিক দেখা দেয়। স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, সেই সঙ্গে দুই চোখের মাঝে একটা ভারীবোধ হতে থাকে, কিন্তু ঠিক কোথায় যে ঐ অনুভূতিটা হচ্ছে সেটা বর্ণন করা অথবা মনের নিরেট বা জড় ভাবের কথা বোঝানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। ঐ ভদ্রলোকের মনে হয় যেন তাঁর কপালে একটা কাঠের বল রয়েছে, অথবা তার মস্তিষ্কের সবটাই যেন কাঠ দিয়ে তৈরি, মস্তিষ্কে অসাড়বোধ হয়। এই বোধটা মনের না মাথার সেটা বোঝাই যায় না। কপালে পিণ্ডের মত কিছু একটা রয়েছে এরূপ বোধের সঙ্গে মনে হয় যেন মাথার পিছনের সবটাতেই একটা গর্ত রয়েছে ; রেগী হয়ত ঐ অনুভূতিটাকে একটা অসাড়তাবোধ অথবা অনুভূতিবোধের অভাব বলে বর্ণনা করবে।

"হস্তমৈথুন করার পরে রোগী উদাসীন, দুর্বলচিত্ত ও মনের জড়ভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।" যৌনউত্তেজনা, হস্তমৈথুন, অত্যধিক যৌনসঙ্গম ইত্যাদির ফলে উপরোক্ত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হলে স্ট্যাফিসেগ্রিয়াতে তা সারানো যায়। রোগী যৌন বিষয়ে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে। তারা খিটখিটে, অল্পেতে ক্লান্ত, সামান্য কারণেই খুববেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তাদের মনের সেই ভাবাবেগকে আয়ত্তে রাখতে গিয়ে তারা খুব বেশী কষ্টবোধ করে, অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুস্থ অবস্থায় লোকে বাদ-প্রতিবাদ বা তর্ক-বিতর্ককে সহজেই মন থেকে সরিয়ে দিতে পারে, কারণ, তারা জানে যে তারা সঠিক কাজই করেছে, কিন্তু স্ট্যাফি-সেগ্রিয়ার রোগীকে যখন ঐরূপ অবস্থায় নিজেকে সংযত রাখতে হয় তখন সে যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে ; তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপতে থাকে, স্বর বন্ধ হয়ে যায়, তার কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়, সে ঘুমোতে পারে না এবং পরে তার মাথাধরা দেখা দেয়।

অনেকবারেই আমার চিকিৎসালয়ে এমন লোক এসেছে যার ঠোঁট নীল হয়ে গেছে, হাতে কাঁপুনি হচ্ছে, হার্ট ও দেহের অন্যান্য অংশে বেদনা হচ্ছে, এবং রোগী মনে করছে যে সে মরে যাবে। সে হয়ত একটা ঝগড়া, বাদ-প্রতিবাদের কথা ও তাতে তার ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ার কথা বলে, সে সব ক্ষেত্রে স্ট্যাফিসেগ্রিয়া তার কাঁপুনি বন্ধ করে

তাকে শান্ত করে তুলবে। ঐ ওষুধটির অভাবে সে হয়ত নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাত, মানসিক ও শারীরিক অবসাদ এবং মাথাধরায় আক্রান্ত হত। যারা খুববেশী যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়, তাদের মধ্যেই এরূপ ঘটে।

রোগীর সব অনুভূতিগুলিতেই এইরূপ উত্তেজক অবস্থা দেখা দেয়, ফলে তার আঙ্গুলের ডগা খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে, তার কান সামান্য হৈচৈ, গোলমালের শব্দেও সংবেদনশীল হয়, জিহ্বার স্বাদে এবং নাকের ঘ্রাণশক্তিতেও অত্যানুভূতির লক্ষণ দেখা দেয়, সংবেদনশীলতা এতই বেড়ে যায় যে সব কিছুতেই যেন বেদনার অনুভূতি দেখা দেয়। অল্প একটু প্রদাহে আক্রান্ত স্থানেও খুব বেদনা স্নায়ুতে বেদনাযুক্তস্থান, ক্ষততে স্পর্শ করলেই রোগীর মনে হয় তার সারা দেহ ঝন্ ঝন্ করে উঠে ভেঙ্গে যাচ্ছে ; একটা কনভালসনের মত অবস্থা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

অর্শের বড় বা স্ফীত হয়ে ওঠা বলিতে এত বেশী সংবেদনশীলতা থাকে যে তা স্পর্শ করা যায় না। ত্বকের স্নায়ুতে ছোট ছোট টিউমার, গমের দানার মত ছোট আকারের পলিপয়েড বা বহুপদ বিশিষ্ট 'গ্রোথ' সৃষ্টি হয়ে এপিথেলিয়ামকে ক্ষয়িত করে, ভেজা ভেজা, লাল, প্রদাহে আক্রান্ত এবং নীল হয়ে থাকা ঐ অংশে সামান্য স্পর্শেই রোগীর কনভালসনের মত অবস্থা দেখা দেয় এবং বেশ কয়েকদিন ধরেই হয়ত সে তাতে কষ্ট পায়। হাতে বা পিঠে খুববেশী অনুভূতিযুক্ত স্নায়ু-অর্বুদ সৃষ্টি হতে পারে। কখনো কখনো ঐ অর্বুদ কালচে হয়ে পড়ে, আবার, হয়ত যৌনাঙ্গে অথবা মলদ্বারের কাছে ছোট আঁচিল বেরোয়, ইউরেথ্রা ও ভ্যাজাইনার কাছাকাছি কোন অংশে কার্বাঙ্কল্ বা দুষ্ট ব্রণের মত ছোট ছোট উদ্ভেদ বেরোয়, সেগুলি দুটি আঙ্গুলের সাহায্যে একটু চেপে ধরলেই সংবেদনশীলতায় রোগিণীর আক্ষেপ বা স্প্যাজম্ দেখা দেয় ;

সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এই তিন ধরনের মায়াজম্ বা ধাতুবিষেই স্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপযোগী।

সব ধরনের উপসর্গের সঙ্গেই এই ধরনের স্নায়বিক অবস্থা থাকে। স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার রোগীর মধ্যে সমুদয় স্নায়ুতন্ত্র ও মনের একটা বিক্ষুব্ধ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যাবে।

স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার মাথাধরায় একটা অসাড় করা, নিরেট ধরনের বেদনা মাথার পিছনের অংশ বা অক্সিপুট এবং কপালে, বিশেষত এই ধরনের স্নায়বিক ধাতুর লোকেদের মধ্যে থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। "কপালে যেন একটা গোলাকার বল বা পিণ্ড রয়েছে এবং মাথা ঝাঁকালেও সেটা কপালে থেকেই যাচ্ছে এইরূপ অনুভূতি হয়। বিরক্তি ও অপমানবোধ থেকে মাথাধরায় এই ওষুধটি কার্যকরী হয়।

মাথার ত্বকে মামড়ী পড়া, ছাল উঠে যাবার মত উদ্ভেদ দেখা দেয়। "স্ক্যাল্প অংশে বেদনাদায়ক অত্যানুভূতি থাকে, ত্বক থেকে ছাল ওঠা ও সেই সঙ্গে চুলকানি

বোধ ও তীক্ষ্ন বেদনা, সন্ধ্যাকালে এবং দেহ উষ্ণ হয়ে উঠলে খুববেশী বৃদ্ধি পায়।" একধরনের রসক্ষরণে স্ক্যাল্পের ত্বকে সৃষ্টি হওয়া মামড়ী খসে যায় এবং শুকিয়ে আসা স্থানে খুববেশী স্পর্শকাতরতা থাকতে দেখা যায়।

চোখের পাতা ও চক্ষু গোলকের আশপাশে ছোট ছোট টিউমারের মত উদ্ভেদ বা গ্রোথ হতে দেখা যায় এবং সেগুলি খুববেশী স্পর্শকাতর বেদনাযুক্ত থাকে। খিট্‌খিটে স্বভাবের শিশুদের (**ক্রিয়োজোট**) মেলিবোনিয়ান টিউমার (**কোনিয়াম, থুজা**) সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

গ্ল্যাণ্ডে স্ক্রফুলাস অবস্থা সৃষ্টি হয়; গলার পাশে, ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে ওঠে; ওভারী অথবা অণ্ডকোষ বড় ও শক্ত হয়ে পড়ে; দেহের বিভিন্ন অংশের গ্ল্যাণ্ডে সূচ ফোটানো ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়। শক্তভাব এবং দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ধরনের ইনডিউরেশন হতে দেখা যায়।

স্নায়ুর গতিপথ বরাবর সূচ বেঁধানোর মত, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা; নার্ভাস প্রকৃতির লোকেদের মন স্বাভাবিক ভাবেই হার্টের দিকে থাকে এবং তারা হার্টে ঐরূপ বেদনাবোধ করে; পাঁজরার মধ্যবর্তী মাংসপেশীতে সূচ বেঁধানোর মত, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনায় তাদের মনে হয় যেন বেদনাটা হার্টেই হচ্ছে। ঐরূপ সূচ ফোটানো এবং ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা বুক থেকে সোজাসুজি পিঠের দিকে অনুভূত হতে দেখা যায়।

মার্কারীর অপব্যবহারের ফলে টনসিলে স্ফীতি দেখা দেয়। ক্রনিক ধরনের টনসিলাইটিস হতে দেখা যায়; টনসিল বেশী বড় হয় না, কিন্তু পূর্বে সৃষ্টি হওয়া অ্যাকিউট ধরনের টনসিলের প্রদাহের ফলে টনসিল শক্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়; স্ক্রফুলাজনিত গণ্ডমালা সৃষ্টির প্রবণতাসহ রোগী খিটখিটে ও অল্পেতেই রেগে যাওয়া প্রকৃতির হয়ে থাকে। "খাদ্য গ্রহণের পরে বেদনা দেখা দেয়।"

স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার রোগীর অন্ত্রে নানা গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তাদের প্রায়ই উদরাময় অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। পেটে কলিক, মৃদু সংকোচন ও ছিঁড়ে যাবার মত বেদনার সৃষ্টি হয়। শীতল জল পান করলে, খাদ্য গ্রহণে, অপমান বোধ ও ক্রুদ্ধ হবার ফলে উদরাময় দেখা দিতে পারে, সেই সঙ্গে ফ্লাটুলেন্স বা পেটে খুব গ্যাস জমে, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ হতেও দেখা যায়। "দুর্বল ও রোগাটে শিশুদের রেগে যাবার ফলে, শাস্তি দেওয়া হলে, কোন ভাবাবেগ থেকে ক্রনিক ধরনের ডায়রিয়া বা ডিসেণ্ট্রি হতে দেখা যেতে পারে" (**কলোসিন্থ** এবং **ক্যামোমিলা**)।

স্ট্যাফিসেগ্রিয়া এবং **কলোসিন্থ** এই ওষুধ দুটির পরস্পরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। দুটি ওষুধেই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের পরে পেটে মোচড়ানো ব্যথাসহ মলত্যাগ করা; দুটিতেই কলিক বেদনায় মনে হয় যেন পাথর দিয়ে নিঙড়ানো বা

চেপে দেওয়া হচ্ছে ; স্ট্যাফিসেগ্রিয়াতে অন্ত্র, মাথা ও অণ্ডকোষে এবং **কলোসিন্থে** অন্ত্র ও ওভারীতে ঐরূপ বেদনা থাকতে বা সৃষ্টি হতে দেখা যায়, দুটি ওষুধেই ক্রোধ থেকে বেদনা বৃদ্ধি পায়। **সালফার, ক্যালকেরিয়া** এবং **লাইকোপোডিয়ামের** মতই **কস্টিকাম, কলোসিন্থ** এবং স্ট্যাফিসেগ্রিয়া একে অপরের অনুপূরক হিসাবে কাজ করে থাকে।

কোন কোন নার্ভাস প্রকৃতির মহিলার বিবাহের পরে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বার বার প্রস্রাব ত্যাগের জন্য বেদনাদায়ক ইচ্ছা ও কষ্টকর অবস্থা সৃষ্টি হতে এবং বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ঐরূপ অবস্থা থেকে যেতে দেখা যায়। যুবতী মহিলাদের এ ধরনের উপসর্গ দূর করার পক্ষে স্ট্যাফিসেগ্রিয়া উপযুক্ত। সারারাত ধরে খুব বিরক্তিকর ছিঁড়ে যাবার অনুভূতি ; রক্তমেশানো প্রস্রাব, প্রস্রাব অসাড়ে নির্গত হওয়া, প্রস্রাব হাজাকর, ক্ষত সৃষ্টিকারী এবং জ্বালাকর ধরনের হয় এবং নড়া-চড়ায় ঐসব লক্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়। খুব জ্বালাসহ মূত্রবেগ হয় এবং প্রচুর পরিমাণে হাল্কা বা ফেকাশে রঙের প্রস্রাব হতে দেখা যায়।

বার বার মূত্রবেগ সৃষ্টির লক্ষণসহ প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি এই ওষুধে সারানো যায়, বিশেষত যদি সেটা বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে হয়। একনাগাড়ে মূত্রথলীতে সুড়সুড় করার মত একটা বিরক্তিকর অনুভূতির সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব বেরিয়ে আসে এবং তারপরে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মনে হয় যেন মূত্রথলী থেকে সবটা প্রস্রাব বেরোয়নি।

পুরুষদের যৌন যন্ত্রাদিতে উত্তেজনাপ্রবণতাই প্রধান লক্ষণরূপে দেখা দেয়, তবে পুরুষত্বহীনতা বা ধ্বজভঙ্গ, যৌন যন্ত্রাদির খুববেশী দুর্বলতা প্রভৃতিও দেখা যেতে পারে। খুববেশী কামেচ্ছা থাকলেও ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতা সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন ধরে যারা গোপন যৌনক্রিয়া বা হস্তমৈথুন করে আসছে তাদের ক্ষেত্রে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। বীর্যস্খলনের পরে খুববেশী মানসিক অশান্তি, বিরক্তি বা ক্রোধ দেখা দেওয়া, খুববেশী অবসাদ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। হস্তমৈথুন বা অত্যধিক যৌন ক্রিয়ার ফলে স্মৃতিশক্তি লোপ, বিষণ্ণতা, একগুঁয়েভাব, মুখমণ্ডল চুপসে যাওয়া, দৃষ্টিতে সলজ্জভাব, রাত্রিতে প্রায়ই বীর্যপাত হওয়া, পিঠে বেদনা, পায়ে দুর্বলতা, যন্ত্রাদিতে শৈথিল্য, দেহে প্রয়োজনীয় উত্তাপের অভাব, সহজেই ঠাণ্ডা লেগে যাবার প্রবণতা ; চোখ বসে যাওয়া, লাল হওয়া ও উজ্জ্বলতাহীন হয়ে পড়া, চুল উঠে যাওয়া, প্রস্টেট রসক্ষরণ, কামেচ্ছা কমে যাওয়া বা লোপ পাওয়া ; অণ্ডকোষে নিরেট ধরনের আঘাত লাগার মত বেদনা, অণ্ডকোষের থলী বা স্ক্রোটামে ভীষণ চুলকানিবোধ, অণ্ডকোষ শুকিয়ে ছোট হয়ে পড়া বা অ্যাট্রোফি সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। খুববেশী নার্ভাস প্রকৃতির লোকেদের এই ধরনের লক্ষণে এই ওষুধটির কথা বিবেচনা করতে হবে।

শুকনো, খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ আঁচিল ; মার্কারীর অপব্যবহারের ফলে অথবা সাইকোসিস থেকে যৌনাঙ্গে এ ধরনের আঁচিল সৃষ্টি হবার প্রবণতা সৃষ্টি হতে

পারে। ভেজা ভেজা, লাল, দুর্গন্ধ আঁচিল সৃষ্টি হতে দেখা গেলে **থুজাই** উপযুক্ত ওষুধ।

অণ্ডকোষ শুকিয়ে ছোট হয়ে যেতে পারে, আবার প্রদাহে স্ফীত হয়ে উঠতেও দেখা যায়; যৌনযন্ত্রাদি শুকিয়ে যেতে দেখা যায়।

দেহের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট পোকা হাঁটার মত বিড়্‌বিড়্‌ করা অনুভূতি পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন দেখা দেয়, মহিলাদের যৌনাঙ্গের বাইরের দিকেও তেমনি অনুভূতি দেখা দেয়। **কফিয়া, প্লাটিনাম, পেট্রোলিয়াম, এপিস, ট্যারাণ্টুলা, হিস্পানিকা** প্রভৃতি ওষুধে ঐ ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। **ট্যারাণ্টুলা হিস্পানিকায়** দেখা যায় যে যৌনাঙ্গের বাইরের অংশে যেন ছোট ছোট পোকা কামড়াচ্ছে ও হেঁটে বেড়াচ্ছে; ঐরূপ অনুভূতি উত্তাপ অথবা ঠাণ্ডায় কমে যাবে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে তীব্র যৌন উত্তেজনা, খুববেশী যৌন কামনা বা নিম্ফো-ম্যানিয়ার সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক দিকে প্রচণ্ড আবেগ দেখা দেয়; রোগিণীর মনে কামনা-বাসনার চিন্তা যেন খুব প্রবলভাবেই বাসা বেঁধে থাকে। "ওভারীতে খুব ধারালো একটা ঝিলিক দেওয়া ব্যথা দেখা দেয়. ওভারী খুববেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে; ঐ বেদনা জঙ্ঘা ও উরুর দিকে ছড়িয়ে যায়। ঋতুস্রাব অনিয়মিত, বিলম্বে কিন্তু খুববেশী পরিমাণে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব একেবারেই থাকে না; প্রথমে ফেকাশে রক্ত ও পরে কালচে এবং চাপবাঁধা রক্তস্রাব হয়। স্করবিউটিক অর্থাৎ স্কার্ভি রোগের মত ধাতুবিশিষ্ট অবস্থা দেখা যায়; ভ্যাজাইনাতে গ্যাঁজ সৃষ্টি হওয়া এবং ভালভাতে হুল বেঁধানো এবং চুলকানিবোধ থাকতে দেখা যায়।"

হার্টের অঞ্চলে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা; দেহে কাঁপুনির সঙ্গে স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার উপযুক্ত একটি চমৎকার লক্ষণ।

রক্তপাত, শক্‌ বা মানসিক আঘাত, সার্জিক্যাল অপারেশন, ধারালো অস্ত্রের আঘাত, কেটে যাওয়া ক্ষত প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট উপসর্গ; লিথোটমি বা মূত্রথলীর পাথরী বের করে ফেলার জন্য অপারেশন করার ফলে পেটে কলিক বেদনা, বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা, গা-বমিভাব প্রভৃতিসহ পানীয় গ্রহণে উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণটিও পাওয়া যেতে পারে।

হাতে টেটার বা বিশেষ ধরনের চর্মরোগ হয়ে তাতে খুব চুলকানি ও জ্বালাবোধ হয়, সন্ধ্যার দিকে এবং চুলকানোর পরে চুলকানি ও জ্বালাবোধ আরও বেড়ে যেতে দেখা যায়; আঙ্গুলের ডগায় অসাড়তা; আঙ্গুলে আথ্রাইটিসজনিত নোডোসাইট্‌স্‌ বা ছোট ছোট গিঁট গিঁট ভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। আমি এমন একজন গেঁটে-বাতের রোগীকে নোডোসাইটে আক্রান্ত হতে দেখেছিলাম; যে অদ্ভুত একটা আত্মসংযমের মধ্যে বাস করত, তার পূর্বকৃত পাপাচারের চিন্তায় তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। স্ট্যাফিসেগ্রিয়া প্রয়োগে তার পায়ে হাঁটু পর্যন্ত এক ধরনের উদ্ভেদ বেরিয়ে পড়ে এবং সেগুলির জন্য রোগী যেন ট্রাউজার বা ঢিলে পাজামা পরে

আছে বলে মনে হ'ত। ঐ উদ্ভেদগুলির উপরে মামড়ীর একটা আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল এবং সেগুলি শুকিয়ে যেতে প্রায় এক বছর সময় লাগে, কিন্তু ঐ রোগীর অবস্থার অনেক উন্নতি হয়, তার জয়েণ্টের বেদনা ও স্ফীতি ক্রমশ দূর হয়ে যায়। উদ্ভেদগুলি হলদে, মামড়ীযুক্ত, শক্ত চামড়ার মত ছিল ; উদ্ভেদের নিচে ভেজা ভেজা বা রসালো পদার্থের জন্য মামড়ীগুলি উঁচু হয়ে উঠলে ব্যাণ্ডেজের মতই সেগুলিকে কেটে তুলে ফেলতে হত ; সে প্রকৃতপক্ষে খোঁড়া হয়ে পড়েছিল, যে সব স্থান থেকে মামড়ী কেটে তুলে ফেলা হ'ত সেই সব অংশে আবার নতুন উদ্ভেদ সৃষ্টি হত। মামড়ীগুলির জন্য তার পায়ে কট্ কট্ করে কামড়ানোর মত ব্যথা হত বলে তার হাঁটা-চলা করায় খুব কষ্ট হ'ত।

অস্থিতে নানা ধরনের গোলযোগ, এক্সঅস্টোসিস বা অস্থি বৃদ্ধি, পেরিঅস্টিয়ামে প্রদাহ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। যেসব লোক খুব দ্রুত কাজ করতে চায় অথবা যারা খুব ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্বল তাদের অস্থি-সন্ধিতে বাতজনিত বেদনা, সরে সরে যাওয়া বেদনা থাকে। মার্কারীজনিত অস্থিরোগ, ক্ষত, কেরিজ, কোন ধারালো অস্ত্রের আঘাতজনিত ক্ষত, রাত্রিতে হাড়ের বেদনা প্রভৃতি (**অ্যাসাফিটিডা**, **মার্কিউরিয়াস** ও **সাইলিসিয়া**)।

স্ট্র্যামোনিয়াম
(Stramonium)

স্ট্র্যামোনিয়ামের কথা বিবেচনা করতে বা ভাবতে গেলে প্রথমেই একটা তীব্রতা ভয়াবহ অবস্থার কথা মনে জাগে। যে রোগীর স্ট্র্যামোনিয়াম প্রয়োজন ; অথবা এই ওষুধে যাদের মধ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তাদের দেহ ও মনে ভীষণ একটা গোলযোগ বা আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার কথা না চিন্তা করে পারা যায় না। রোগীর মধ্যে খুব-বেশী উত্তেজনা, ক্রোধ, সব কিছুতেই একটা প্রচণ্ডতা, একটা ভয়ংকর গোলযোগপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয় ; মুখমণ্ডলে একটা উগ্রতা, উৎকণ্ঠা, ভীতির ছাপ ; চোখ দুটি কোন একটা জিনিসের প্রতি স্থির নিবদ্ধ থাকতে দেখা যায় ; মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস খুববেশী উত্তাপ সহ জ্বর, মাথা খুববেশী গরম এবং হাত পায়ের দিকে শীতলতা, তীব্র ধরনের ডিলিরিয়াম প্রভৃতি থাকে। উৎকণ্ঠিত ভাবে রোগী প্রায়ই আলোর দিক থেকে ঘুরে শোয় অথবা দূরে চলে যাবার চেষ্টা করে, ঘরটা অন্ধকার থাকুক তাইই চায়, আলো যদি বিশেষভাবে উজ্জ্বল থাকে তা হলে তার উপসর্গ বেড়ে যায়। খুব উঁচু ধরনের জ্বরের সঙ্গে ডিলিরিয়াম দেখা দেয়, দেহের উত্তাপ এত বেশী তীব্র থাকে যে অনেক সময় এই রোগীকে **বেলেডোনার** রোগী বলে ভুল হতে পারে তবে এই ওষুধে সাধারণত বিরামহীন জ্বর, কখনো কখনো রেমিটেণ্ট ধরনের জ্বর হতে দেখা যায়, কিন্তু **বেলেডোনাতে** সর্বদাই রেমিটেণ্ট ধরনের জ্বর হতে দেখা যায়।

স্ট্র্যামোনিয়ামের তীব্রতা বা ভয়াবহ অবস্থাটা ভূমিকম্পের মত হয়। রোগীর

মানসিক অবস্থায় একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা যায় ; রোগী সব সময়ই কাউকে না কাউকে অভিশাপ দেয় কাপড়-জামা ছেঁড়ে, কথাবার্তায় প্রচণ্ড উগ্রতা থাকে ; পাগলের মত একটা উন্মত্তভাব দেখা দেয় ; সে কাপড় খুলে ফেলে, উলঙ্গ হয়ে বিরামহীন বা কন্টিনিউড জ্বরে, মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যজনিত অবস্থায় এই ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। ভয়াবহ ধরনের টাইফয়েডে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে।

বেশ কিছুদিনের পুরানো ম্যানিয়া বা পাগলামির লক্ষণেও ওষুধটি কার্যকারী হতে পারে ; কিছুদিন বাদে বাদে হঠাৎ হঠাৎ ম্যানিয়ার লক্ষ্য দেখা দেয়, সুতরাং একবারে ম্যানিয়ার আক্রমণের লক্ষণ দেখে সেটাকে **বেলেডোনার** মক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রোগীর পূর্বের ইতিহাস থেকেই ঐ দুটি ওষুধের প্রভেদটা ধরা পড়বে। ঐরূপ প্রথম আক্রমণে **বেলেডোনা** কেবল মাত্র প্যালিয়েটিভ হিসাবে সাময়িকভাবে ফলপ্রদ হতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় বা পরবর্তী আক্রমণের ক্ষেত্রে ঐ ওষুধটি নিষ্ফল হবে।

যখন ডিলিরিয়াম থাকে না, তখন রোগীর চেহারায় ভীষণ একটা কষ্টের ছাপ চোখে পড়ে : তার কপাল কুঞ্চিত ; মুখমণ্ডল ফেকাশে, রুগ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত দেখায়। মাথার বেদনার সঙ্গে এইরূপ উৎকণ্ঠাযুক্ত চাউনি, প্রচণ্ড কষ্টের ছাপ থেকে রোগীর মস্তিষ্কের পর্দা বা মেনিনজেস যে আক্রান্ত হয়েছে সেটা বোঝা যায়।

"সাধারণ ডিলিরিয়ামে বিড় বিড় করে বকে চলা ; প্রচণ্ড ধরনের ডিলিরিয়ামে বোকার মত হাব-ভাব, কখনো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা, বাচালের মত অনবরত বক্ বক্ করার সঙ্গে চোখ দুটি খোলা থাকতে দেখা যায় ; কখনো কখনো ছবির মত সুস্পষ্ট ডিলিরিয়াম দেখা যায় ; আনন্দের উচ্ছ্বাসে আক্ষেপযুক্ত উচ্চরবের হাসিও দেখা দিতে পারে ; আরার কখনো সে ভীষণ ক্রুদ্ধ, উগ্র বা বন্যের মত হয়ে ওঠে ; অপরকে তখন ছুরি মারতে বা কামড়াতে চেষ্টা করে ; তার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের মনোভাব দেখা দেয় খুববেশী যৌন উত্তেজনার সঙ্গে ডিলিরিয়াম হতে পারে ; যেন একটা কুকুর তাকে কামড়াতে আসছে ভেবে সে ভীভ হয়ে পড়ে।

নিজের দেহের গঠন সম্পর্কে অদ্ভুত সব ধারণা জন্মায় যেন তার দেহের গঠন কুৎসিৎ, লম্বাটে, বিকৃত বলে মনে হয় ; নিজের দৈহিক অবস্থায় বিষয়ে অদ্ভুত বা বিস্ময়কর অনুভূতি দেখা দেয়। নানা ধরনের আজগুবি চিন্তা-ভাবনা, ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় ; ঐ সব অবস্থাগুলিতে একের সঙ্গে অপরের প্রভেদটা ভালভাবে বোঝা দরকার। 'ইলিউসন' বা ভ্রান্ত ধারণা রোগীর চোখে বা মনে দেখা দেয় এবং রোগী নিজেও জানে যে সেটা সত্য নয়। 'হ্যালুসিনেসন' বা মতিভ্রম হচ্ছে এমন মানসিক অবস্থা যেটা সত্য না হলেও রোগীর কাছে সত্য বলে মনে হয়। 'ডিলিউসন' বা ভ্রান্ত বিশ্বাস হচ্ছে মনের বিকারের আরও পরিণত অবস্থা যাতে কোন একটা বিষয়কে সত্য বলে রোগীর মনে হয় কিন্তু তার কারণটা যে ভ্রান্ত তাকে সেটা বোঝানো যায় না। জল পড়ার শব্দে রোগী ভীত হয় ও খুববেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

সে নানা ধরনের জীব-জন্তু, ভূত-প্রেত, দেবদূত, মৃত আত্মা প্রভৃতি যেন চোখের সামনে দেখতে পায়, সে বোঝে যে ঐসব সত্য নয়, কিন্তু পরে সেগুলি সব সত্য বলেই তার স্থির বিশ্বাস দেখা দেয়। এই ধরনের মতিভ্রম বিশেষভাবে অন্ধকারে থাকা অবস্থায় সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় উজ্জ্বল আলোয় রোগী বেদনাবোধ করে বলে সেটার প্রতি তার বিরূপতা দেখা দেয়, আবার কখনো কখনো সে গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেও বাধ্য হয়, তবে তার কাশি অথবা অন্য কোন উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

"রোগী প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি বিষয়ের গান করে এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলে। কষ্ট ভোগের যন্ত্রণায় সে পাগল হয়ে ওঠে ; বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে, এমন হাব-ভাব প্রকাশ করে যেন শয্যাটা তার নিচ থেকে কেউ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গলা ভেঙ্গে যায় বা স্বর বন্ধ হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত রোগী চিৎকার করে কাঁদে। জ্বরের সঙ্গে পাগলামির লক্ষণের সঙ্গে দিন-রাত সব সময়ই যে তীক্ষ্ন কণ্ঠে কর্কশ শব্দে চিৎকার করে চলে। অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছা হলে সে খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে, সর্বশক্তি দিয়ে সে দ্রুত চলে যেতে চায়।" ভয়াবহ উঁচু স্বরে হাসির সঙ্গে মুখমণ্ডলে একটা ইচ্ছাকৃত ব্যঙ্গের ছাপ ফুটে থাকতে দেখা যায়।

"শিশু ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে, কাউকেই তখন সে চিনতে পারে না, ভীতভাবে চিৎকার করে কাঁদে, কাছাকাছি যাকে পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে।"

হায়োসায়ামাস-এ ভয়াবহ উন্মত্ততার সঙ্গে ডিলিরিয়াম সৃষ্টি হতে দেখা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে জ্বর খুব অল্প থাকে। **স্ট্র্যামোনিয়ামে** জ্বর অপেক্ষাকৃত বেশী থাকতে দেখা যায়। **বেলেডোনায়** জ্বর বিকাল ও সন্ধ্যার দিকে, রাত্রি ৯টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে আসতে এবং তারপর সম্পূর্ণ বিরাম হতে দেখা যায়।

ভয়ঙ্কর কনভালসন বা আক্ষেপে দেহের প্রতিটি মাংসপেশীই আক্রান্ত হয়, ওপিসথোটোনস বা দেহ পিছনে বেঁকে যাওয়া, ভয়াবহ বিকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংকোচন, জিহ্বায় কামড় লাগা, এবং বিভিন্ন দ্বারপথের মাধ্যমে রক্তস্রাব বা রক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। আক্ষেপের সময় দেহ শীতল ঘামে ভিজে যায় ; কোন কোন ক্ষেত্রে বরফের মত ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয় ; উন্মত্ততা বা ম্যানিয়ার সঙ্গে শীতল ঘাম হওয়া লক্ষণটি আর কেবলমাত্র **ক্যাম্ফরে** সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

দীর্ঘদিন ধরে হিস্টিরিয়ার মত কনভালসন বা আক্ষেপ, সেই সঙ্গে মেরুদণ্ডের গোলযোগ থাকতে দেখা যায় ; ভয় থেকে ঐ অবস্থা খুববেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। নার্ভাস ও উত্তেজনাপ্রবণ লোকেদের মধ্যে ভয় পাবার ফলে কনভালসন দেখা দিতে পারে।

প্রসবের পরবর্তী অবস্থায় সৃষ্টি হওয়া পিওরপেরাল কনভালসনের সঙ্গে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। এই ওষুধে রক্তদূষণের লক্ষণ সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। ঐ ধরনের অবস্থায় রোগিণী কিছুদিন পর্যন্ত বিষণ্নমনা, মানসিক অবসাদে বিপর্যস্ত হয়ে থাকে ; রোগিণীর মনে হয় যেন তার পাপের ফলে জীবনের শেষে ক্ষমা পাবার আশা

তার আর নেই, তাহলেও সে দৃঢ় বা শক্তভাবে থেকেই জীবন-যাপন করে এসেছে ; সে বিষাদগ্রস্ত থাকে ; সে নানা ধরনের অদ্ভুত কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, অদ্ভুত সব কাজকর্ম করে চলে এবং শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ ধরনের ডিলিরিয়াম দেখা দেয় ; তখন সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে কাঁদে, অপরকে অনুতাপ করার জন্য অনুরোধ করতে থাকে ; তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠে, চোখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয় ;" অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে ও অপরকে অনুরোধ উপরোধ করতে থাকে। এই ধরনের অবস্থার স্ট্র্যামোনিয়ামের সঙ্গে **ভেরেট্রামের** তুলনা করা উচিত।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের জন্য ডিলিরিয়াম কমে গিয়ে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে ; তার চেহারায় সম্পূর্ণ মাতালের ভাব ফুটে ওঠে ; চোখের তারা বা পিউপিল প্রসারিত অথবা সংকুচিত (**বেলেডোনায়** সে দুটি প্রসারিত থাকে) হয়ে পড়ে। খুববেশী আচ্ছন্নভাব, উঁচু ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া দেখা দেয়, নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ে। সুতরাং টাইফয়েড এবং দুষ্ট প্রকৃতির জ্বরে মুখ ও অন্যান্য দ্বারপথে রক্ত চুঁইয়ে পড়া, দুর্গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। গলা ও মুখ শুকনো থাকে ; জিহ্বা শুকনো ও স্ফীত হয়ে মুখেও ভিতরটা ভর্তি হয়ে যায়, জিহ্বা সরু বা তীক্ষ্ণাগ্র হয়ে পড়ে এবং একটুকরো কাঁচা মাংসের মত লাল দেখায়, মুখ থেকে রক্তপাত হয়, দাঁতে সর্ডিস বা ময়লা জমে, ঠোঁট শুকনো এবং ফাটা ফাটা হয় : কোন কোন সময় তীব্র পিপাসাবোধ হয় কিন্তু রোগী জল পান করতে ভয় পায় ; প্রচুর পরিমাণে মল সহ ডায়রিয়া অসাড়ে মল নির্গমন ; পেট টিম্প্যানাইটিসের মত বড় হয়ে ফুলে ওঠা, অসাড়ে প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

মস্তিষ্কের তলদেশের অংশে মেনিনজাইটিস, বিশেষত কানের স্রাব দমিত বা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে দেখা দিতে পারে। এই ধরনের অবস্থায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোন ওষুধ নেই। কপাল কুঞ্চিত, চোখ কাচের মত চকচকে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, পিউপিল প্রসারিত এবং জ্বর প্রায় না থাকার মত অবস্থা দেখা দেয় ; মাথার খুলির ভিতরে, নিচের অংশে অসহ্য বেদনা এবং সেই সঙ্গে পূর্বে কোন পচন ঘটা বা নেক্রোসিসের কথা জানা যেতে পারে।

রৌদ্রের তাপে ঘুরে বেড়াবায় ফলে প্রচণ্ড বেদনাসহ মাথাধরা দেখা দেয়। সারাদিন মধ্যেই বেদনা বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় বেদনা আরও বেড়ে যায় বলে রোগী উঠে বসে থাকতে বাধ্য হয় ; যে কোন ধরনের নড়া-চড়ায় বা ঝাঁকুনি লাগায় বেদনা বৃদ্ধি পায় ; চোখ নিবদ্ধ দৃষ্টি এবং কাচের মত চকচকে হয়ে পড়ে, মুখমণ্ডল রক্তোচ্ছ্বাস দেখায় কিন্তু পরে সেখানে ফেকাশেভাব দেখা দেয়, ঘরের একটি কোণের দিকে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হয়ে থাকে, চোখ একেবারে স্থিরভাবে থাকতে দেখা যায় ; ডিলিরিয়ামে রোগী অদ্ভুত সব কথাবর্তা বলে। অক্ষিপুট অংশে বেদনা দেখা দেয়।

ভয়াবহ ধরনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে রোগীকে শেষ অবস্থার দিকে টেনে নিয়ে যায়। পুঁজ সৃষ্টি হয়, অ্যাবসেস দেখা দেয় এবং তাতে ভয়ংকর বেদনা থাকে (**হিপার,**

মার্কিউরিয়াস, সাইলিসিয়া, সালফার)। তীব্র ধরনের শ্লেষ্মাজনিত প্রদাহ, দুষ্ট প্রকৃতির রক্তদুষণ প্রভৃতি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। ক্রনিক অ্যাবসেস, কার্বাঙ্কল, ফোড়া, জয়েন্টে অ্যাবসেস, বাম দিকের হিপ্ জয়েন্ট ঐরূপ অ্যাবসেস সৃষ্টি হবার উপযোগী স্থান বলে দেখা যায়। হিপ্ অংশে ঐরূপ অ্যাবসেস শুরুতেই বোধ করা যায়, এমনকি সেখানে পুঁজ হলে অথবা ফিশ্চুলা সৃষ্টি হলেও এই ওষুধ খুব ফলপ্রদ হয়। কার্টিলেজ বা কোমলাস্থিতে পূর্ণতাবোধ, পেকে ওঠা ও বেদনাবোধ থাকে।

ভয়াবহ অবস্থাযুক্ত মানসিক লক্ষণের ক্ষেত্রে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধগুলির মধ্যে স্ট্র্যামোনিয়ামই সর্বপ্রধান।

স্ট্র্যামোনিয়াম চোখের গোলযোগ এবং অত্যধিক পড়াশোনার ফলে মস্তিষ্কের উপদাহ বা ইরিটেশনের জন্য সৃষ্টি উপসর্গ সারানো যায়; যে সব ছাত্র সারারাত জেগে থেকে দিনের বেলায় লেকচার সম্বন্ধে বেশী বেশী পড়াশোনা করতে বাধ্য হয় তাদের চোখ ও মস্তিষ্কের গোলযোগ এই ওষুধে সারানো যাবে। রোগীর নিজেকে প্রায় অন্ধের মত মনে হয়; স্বল্প আলোয় পড়াশোনা করলে চোখে বেদনা দেখা দেয়, তীব্র আলোতে সেই বেদনা কমে যায়। এই ওষুধের মানসিক লক্ষণ, কাশি, মাথা-ধরা প্রভৃতি আলোতে খুববেশী বৃদ্ধি পায়।

"গলা ও মুখগহ্বর খুব শুকনো থাকে, পানীয় গ্রহণেও কোন লাভ হয় না। কিছু গিলতে গেলে গলায় হুল বেঁধানোর মত ব্যথা ও কষ্টবোধ হয় সেই সঙ্গে সাবম্যাক্সিলারী গ্রন্থিতে বেদনা সহ কনভালসন দেখা দেয়; বিশেষভাবে তরলপানীয় গিলতে গেলে গলার ভিতরে সংকুচিত ভাব সৃষ্টি হয়।" জল গিলতে গেলে চোকিং বা গলা যেন বন্ধ হয়ে যায়। হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্কেও ওষুধটি কিছুটা ফলপ্রদ হয় (**হায়োসায়ামাস, বেলেডোনা, ক্যান্থারিস, হাইড্রোফোবিনাম**)।

ফুসফুসের পুরানো পেকে পঠা বা পুঁজ সৃষ্টি হওয়া অবস্থায় যে সব ক্ষেত্রে আলোর দিকে তাকালেই কাশি খুব বেড়ে যায় সে সব ক্ষেত্রে স্ট্র্যামোনিয়াম প্যালিয়েটিভ হিসাবে খুব ভাল ফল দেয় এবং উপসর্গ আর বাড়তে দেয় না।

প্রস্রাব আটকে থাকা বা রিটেনশন হলে, খুব জোরে বেগ অথবা চেষ্টা না করলে প্রস্রাব বেরোয় না; যেসব বৃদ্ধ মূত্রথলীর উপরে তাদের কার্যকারী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, প্রস্রাব খুব ধীরে ও দুর্বল ধারায় বেরোয়, যারা দ্রুত প্রস্রাব করতে পারে না, তাদের পক্ষে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়।

হার্টের 'উপসর্গের সঙ্গে বুকে খুবেশী সংকোচনবোধ, মানসিক উত্তেজনা, নিজের পরিচিতির বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা, অন্ধকারে ঘুমোতে না পারা, অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ট্রেনে ভ্রমণের সময় খুববেশী উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়া, নাড়ীর গতি অনিয়মিত হওয়া এবং হার্টের স্পন্দন ক্ষীণ হয়ে পড়া, সেই সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে।

ঘুমের মধ্যে নানা ধরনের স্বপ্ন দেখা ও গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

সালফার
(Sulphur)

সালফার সর্বদিক থেকেই এত বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত যে কোথা থেকে এটির কথা বলা শুরু করা যায় সেটা বলাই কঠিন। মানুষের দেহে যত রকমের অসুস্থতা সৃষ্টি হতে পারে তার সবগুলির সঙ্গে এই ওষুধের লক্ষণে এতটাই সাদৃশ্য থাকে যে একজন শিক্ষার্থী যে সবে শিক্ষা শুরু করেছে সে এই ওষুধের প্রুভিংয়ে প্রাপ্ত লক্ষণগুলি পাঠ করলে স্বাভাবিক ভাবেই তার মনে হবে যে তার আর কোন ওষুধের বিষয়ে জানার প্রয়োজন নেই, কারণ সব ধরনের অসুস্থতার লক্ষণই এই ওষুধটির মধ্যে রয়েছে। তবে একথা ও সত্য যে মানুষের দেহে যত সব অসুস্থতা সৃষ্টি হয় তার সবই এই ওষুধে সারানো যায় না, এটিকে যত্রতত্র ব্যবহার করাও ভাল নয়। যেসব চিকিৎসক মেটেরিয়া মেডিকার বিষয়ে খুব কম জানেন, তাঁরা ত বেশী সালফার ব্যবহার করে থাকেন বলে মনে হয়, তবে ভাল চিকিৎসকগণও প্রায়ই এই ওষুধটি ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করে থাকেন ; কাজেই কে কত বেশী এই ওষুধটি ব্যবহার করেন তা দিয়ে চিকিৎসকের অজ্ঞতা বা জ্ঞানের বিষয়ে ধারণা করা যায় না।

সালফারের রোগী রোগা পাতলা ও লম্বা, লিকলিকে চেহারাযুক্ত, সর্বদাই ক্ষুধায় কাতর ও অজীর্ণতায় আক্রান্ত থাকে, তাকে কাধ ঝোকানো অর্থাৎ কিছুটা কুঁজো থাকতে দেখা যায় ; তবে মোটাসোটা, গোলমাল, ভাল স্বাস্থ্যের লোকেদের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ই এই ওষুধটি প্রয়োগ করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে কুঁজো, পাতলা, লম্বাটে চেহারার লোকেরাই এই ওষুধের পক্ষে আদর্শ চেহারাযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, বিশেষত যদি সেইসব লোক দীর্ঘদিন ধরে অজীর্ণ, পরিপোষণও পুষ্টির অভাবে ঐরূপ অবস্থায় পেঁছায় তা হলে ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হবে। দীর্ঘদিন ধরে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে অল্প একটু করে খাদ্য গ্রহণের ফলে সালফারের উপযুক্ত অবস্থাযুক্ত চেহারা কখনো কখনো সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। যে সব লোক একা একা থেকে, নিজের ঘরে আবদ্ধ থেকে পড়াশোনা, পুজা-অর্চনা, দার্শনিক চিন্তা-ভাবনায় দিন কাটায়, কোন শারীরিক ব্যায়াম যারা করে না, কিছুদিন পরেই দেখা যাবে যে খুব সহজপাচ্য খাদ্য, যা তাদের দেহের পরিপোষণে যথেষ্ট নয় সেইরূপ খাদ্য ছাড়া আর কিছুই খেতে পারে না ফলে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের দার্শনিক সুলভ ম্যানিয়া বা বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আর এক ধরনের লোকের মধ্যে সালফারের উপযোগী চেহারাযুক্ত মুখমণ্ডল ; মলিন, কোঁচকানো ও লালচে মুখমণ্ডল দেখতে পাওয়া যায়। তাদের দেহের ত্বক যেন আবহাওয়ার স্পর্শে সহজেই আক্রান্ত হয়ে পড়বে বলে মনে হতে থাকে। তার মুখমণ্ডল হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে বা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরলেই লাল হয়ে পড়ে, খুব ঠাণ্ডা এবং স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ঐরূপ হতে দেখা যায়। তার ত্বক খুব নরম, কোমল ও পাতলা থাকে, সামান্য কারণেই যেন ত্বকে লজ্জারুণ ভাব দেখা দেয়,

সর্বদাই ত্বক লালচে ও মলিন দেখায়, যতবারই, যত ভালভাবে সে তার দেহ ধোয়া-মোছা করুক না কেন ত্বকে মালিন্য ও লালচে ভাব থেকেই যায়। শিশু রোগীর ক্ষেত্রে তার মা প্রায়ই হয়ত তার মুখমণ্ডল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ধুয়ে মুছে দেন, কিন্তু তবুও ঐ শিশুর মুখমণ্ডল দেখে মনে হয় যেমন তেমন করে যেন অযত্নে সেটা পরিষ্কার করা হয়েছে।

ডাঃ হেরিঙ সালফার রোগীকে "দি র‍্যাগ্‌ড ফিলসফার" অর্থাৎ 'ছেঁড়া ফাটা কম্বল জড়ানো দার্শনিক' বলে বর্ণনা করেছেন। সালফারের উপযোগী বিদ্বান, আবিষ্কারক দিন-রাত কাজ করেন, ছেঁড়া ফাটা, সেলাই পোশাক এবং ভাঙ্গা, তোবড়ানো টুপি পরে থাকেন ; তাঁর মাথায় লম্বা, অনেক দিন চুল না কাটানোর ফলে ঝুলে থাকা চুল ও মুখমণ্ডল নোংরা বা মলিন থাকতে দেখা যায় ; তার পড়াশোনা করবার ঘরটাও অপরিচ্ছন্ন, অগোছালো অবস্থায় থাকে, বইপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বা একজায়গায় 'ডাঁই করে রাখা থাকে, সেখানে কোন শৃঙ্খলা বা সৌন্দর্যই দেখা যায় না। এসব দেখে মনে হয় যে সালফারই এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে, এইরূপ বিশৃঙ্খলা, অগোছালোভাব, অপরিচ্ছন্ন অবস্থা, 'যেটা যেভাবে ইচ্ছা চলুক তাতে কিছু যায় আসে না গোছের মনোভাব, একটা স্বার্থপরের মত মনোভাব যেন চোখে পড়ে। সে একজন ভুয়া দার্শনিকে পরিণত হয়, এবং এরূপ অবস্থা যত বেশী দিন চলে, ঐ ব্যক্তি ততই হতাশ হয়ে পড়তে থাকে, কেন না সে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি সে কথা বিশ্ববাসী বিবেচনাই করছে না। দীর্ঘদিন ধরে তারা কোন আবিষ্কারের কাজে নিযুক্ত থেকে কাজ করেই চলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এই ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে যে সব উপসর্গ, এমন কি তরুণ বা এবিউট ধরনের উপসর্গ দেখা দেয় তাতে সালফার উপযোগী। এই ধরনের রোগীকে হয়ত দীর্ঘদিন ধরে ছেঁড়া, সেলাই করা বা তালি দেওয়া জামা-কাপড় পরে থাকতে দেখা যাবে এবং তার স্ত্রী যদি না থাকে তবে সেই পোশাক ছিঁড়ে দেহ থেকে খসে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ রোগী ঐ পোশাক হয়ত খুলবেই না।

সালফারের রোগীর কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা যেন কোন ব্যাপারই নয়, সে ওটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। সে স্বভাবেও নোংরা ধরনের, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কলার, কাফ ও জামা পরার যেন তার কোন প্রয়োজন নেই, সে বিষয়ে সে চিন্তাও করে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বভাবের লোকেদের পক্ষে সালফার খুব কমই উপযোগী হবে, বরঞ্চ যে সব লোক অপরিচ্ছন্ন থাকতে হলে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, তাদের পক্ষেই ওষুধটি উপযোগী হয়ে থাকে। সালফারের রোগীকে ওষুধটি প্রয়োগের পরে বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত বা অন্য প্রয়োজনে বেরোলে তার পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার দিকে তার নজর পড়তে দেখা গেছে। একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে সালফারের রোগী, বিশেষত শিশু কত তাড়াতাড়ি তার কাপড়-জামা নোংরা করে ফেলে। সাধারণভাবে শিশুদের মধ্যে কাপড়জামা নোংরা করার একটা প্রবণতা থাকে, কিন্তু সে যদি সালফারের উপযোগী

হয় তবে ঐ শিশুটির মাই হয়ত বলে দেবে যে কিভাবে সে তার কাপড়-জামা নোংরা করে বা কোন্ ধরনের নোংরা কাজ করে থাকে। ঐ শিশু সহজেই নাকের শ্লেষ্মাজনিত সর্দিতে ভোগে, তার চোখ এবং অন্যান্য অংশেও শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ দেখা দেয়, প্রয়ই ঐ শিশুকে তার নাক থেকে ঠোঁটের দিকে বেয়ে পড়া সর্দি চেটে চেটে খেতে দেখা যাবে। ঐ ধরনের লক্ষণ খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ, কেননা সালফারের রোগী সাধারণভাবে দুর্গন্ধ স্রাবকে ঘৃণা করে। সে নিজে নোংরা থাকলেও নোংরা গন্ধ সহ্য করতে পারে না; কিন্তু নোংরা জিনিষ সে সহজেই খেয়ে ফেলে। তার নিজের গায়ের শ্বাসের গন্ধেও অনেক সময় তার গা বমি ভাব দেখা দেয়। তার মলে এত দুর্গন্ধ থাকে যে সেই দুর্গন্ধটা তার গায়ে সারাদিনই যেন লেগে থাকে। রোগীর মনে হয় যেন সেই দুর্গন্ধ সে ঘ্রাণে পাচ্ছে। গন্ধের প্রতি রোগী খুব বেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকায় সে অন্য সব কিছুর চেয়ে নিজের মল ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার দিকে বেশী সচেতন থাকে। এরূপ অবস্থা রোগীর ঘ্রাণের অনুভূতির খুব বেশী বর্ধিত রূপ বলে ধরা চলে। সে সব সময়ই যেন দুর্গন্ধ খুঁজে বেড়ায় এবং কল্পনায় দুর্গন্ধ অনুভব করে।

সালফারের রোগীর স্বভাবে সবত্রই নোংবামি চোখে পড়ে। সে নিজেও নোংরা গন্ধের শিকার হয়ে পড়ে। তার শ্বাসে দুর্গন্ধ, মলে অসহ্য পচাটে দুর্গন্ধ; তার যৌনাঙ্গেও বিশেষ একটা দুর্গন্ধ থাকে, কাপড়-জামা পরা অবস্থাতেও সে ঘরে ঢুকলেও ঐ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়. নিজেও সে ঐ দুর্গন্ধটা অনুভব করে। ঐ রোগীর সব ধরনের স্রাবেই কম-বেশী পচাটে ঝাঁঝালো, দুর্গন্ধ থাকে। বার বার ধুয়ে পরিষ্কার করলেও তার বগল থেকে, কোন কোন সময় রোগীর সারা গা থেকেই ঝাঁঝালো, কটু গন্ধ পাওয়া যায়।

সালফারের উপযোগী দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে নিঃসৃত স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত ছাড়া হাজাকরও হয়ে থাকে। এই ওষুধের রোগীর মিউকাস মে বনে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা ও সেই স্থান থেকে হাজাকর স্রাব নিঃসৃত হয়ে রোগীর দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে। প্রায়ই কোরাইজা বা নাকের সর্দিতে রোগীর নাক ও ঠোঁট হেজে যায়, সর্দিটা নাকে থেকে গেলে কখনো কখনো নাকের ভিতরে আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালাবোধ দেখা দেয় এবং সর্দিটা শিশুরোগীর ঠোঁটের সংস্পর্শে এলে ঠোঁটে পুড়ে যাবার মত জ্বালা করতে থাকে; ঐ সর্দিস্রাব এত বেশী হাজাকর থাকে যে **সালফিউরিক অ্যাসিডের** মতই ঐ স্রাব যেখানে লাগে সেখানটাই লাল হয়ে ওঠে। প্রচুর লিউকোরিয়ার স্রাবে যৌনাঙ্গ হেজে যায়। মল যখন পাতলা জলের মত হয় তখন সেটা মলদ্বার ও তার আশপাশে লেগে ঐ স্থানে হাজা সৃষ্টি করে। মহিলাদের ক্ষেত্রে একফোঁটা প্রস্রাবও যদি যৌনাঙ্গের কোথাও লেগে যায় তাহলে সেই জায়গাটাতে জ্বালা করতে থাকে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ঐ জায়গাটা শুধু মুছে নিলে জ্বালা কমে না, সেখানটা ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলার প্রয়োজন হয়। শিশুদের মলদ্বার ও তার দুই পাশে নিতম্বে হেজে যাওয়া অবস্থা দেখা যায়; মলদ্বারের মুখের সবটাতেই

মল লেগে লাল, দগদগে ও প্রদাহে আক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই ওষুধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে "সব ধরনের তরলই যে সব স্থানের উপর দিয়ে যায় সেখানটা যেন পুড়িয়ে দিয়ে যায়" একথা দিয়ে বোঝা যায় যে সব তরল স্রাবই হাজাকর এবং তারা তীক্ষ্ম বেদনা সৃষ্টিকারী প্রকৃতির হয়। সালফারের ক্ষেত্রে একথাটা সর্বত্রই সত্য হতে দেখা যায়।

সালফারে রোগীর দেহে সব ধরনের উদ্ভেদই সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জলপূর্ণ ও পুঁজযুক্ত ফোস্কা, ফারাঙ্কল বা বিষরণ, মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ প্রভৃতি সব উদ্ভেদের সঙ্গেই খুব বেশী চুলকানিবোধ এবং কিছু কিছু উদ্ভেদে স্রাব নির্গম ও পেকে যাওয়া অবস্থা সৃষ্টি হয়। ত্বকে কোন উদ্ভেদ না থাকলেও খুব চুলকানিবোধ থাকে, বিছানার উষ্ণতায় এবং পশমী বা গরম কাপড়-জামা পরলে ত্বকে চুলকানিবোধ দেখা দেয়। সালফারের রোগী সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে সুতি বা রেশমি কাপড়-জামা ছাড়া অন্য কিছু পরতে পারে না। উষ্ণ ঘরে থাকলে দেহে চুলকানিবোধ দেখা দেয় এবং চুলকাতে না পারলে রোগী একেবারে হতাশ ও পাগলের মত হয়ে পড়ে। আক্রান্ত স্থানটা চুলকাতে পারলে সেখানে জ্বালা করে বটে কিন্তু চুলকানিবোধটা চলে যায়। চুলকানোর পরে অথবা বিছানার গরমে ত্বকে বড় এবং সাদা সাদা উঁচু হয়ে ওঠা ফুস্কুড়ির মত বেরোয় এবং সেগুলিতে খুব বেশী চুলকানিবোধ থাকে, রোগী সেগুলি খুব চুলকাতে থাকায় সেখানটা দগ্‌দগে হয়ে পড়ে বা জ্বালা করতে থাকে এবং তারপরেই চুলকানিবোধটা কমতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থা একনাগাড়ে চলতে থাকে; রাত্রিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় ভয়ানক বা ভীতিপ্রদ চুলকানিবোধ দেখা দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠলে রোগী ঐ স্থান আবার খুব করে চুলকায় ফলে সেখানে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে তা থেকে রস গড়াতে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে ফোড়া বা ছোট ছোট ফোড়ার মত উদ্ভেদ বেরোতে পারে, সেই জন্য ওষুধটি ইম্পেটিগো নামের বিশেষ ধরনের চর্মরোগেও কার্যকরী হয়।

ওষুধটি পেকে ওঠা বা পুঁজ হওয়া অবস্থাতেও কার্যকরী হয়ে থাকে। ওষুধটি সব ধরনের পুঁজযুক্ত গর্ত, ছোট বা বড় অ্যাবসেস ত্বকে, সেলুলার টিসুতে অথবা দেহাভ্যন্তরস্থ গভীর অংশে বা যন্ত্রাদিতে অ্যাবসেস সৃষ্টি করতে পারে। পেকে ওঠা বা পুঁজ সৃষ্টি হবার প্রবণতা সালফারে খুব স্পষ্টভাবে থাকতে দেখা যায়। গ্ল্যান্ডগুলিতে প্রথমে প্রদাহ ও পরে পুঁজ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

যেখানেই সালফারের উপযোগী উপসর্গ দেখা দেয় সেখানেই জ্বালাবোধ থাকে। সব স্থানেই জ্বালা করে; যেখানে রক্তাধিক্য ঘটে সেখানে জালাবোধ হয়; ত্বকে জ্বালাবোধ অথবা একটা উত্তাপবোধ হয়; দেহের এখানে-সেখানে, কোন কোন নির্দিষ্ট অংশে জ্বালা; গ্ল্যান্ডে, পাকস্থলীতে, ফুসফুসে, অন্ত্রে, রেক্টাম, প্রভৃতি সর্বত্রই জ্বালাবোধের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে বেদনাবোধও দেখা দেয়; অর্শের থলিতে তীক্ষ্ম বেদনা ও জ্বালাবোধ; প্রস্রাব করার সময় জ্বালা অথবা মূত্রথলীতে একটা উত্তাপবোধ হতে দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন অংশে উত্তাপবোধ থাকে এবং

অনেক ক্ষেত্রে রোগী উপযুক্ত সালফারের রোগীর মতই "পায়ের তলায়, হাতের তালুতে এবং মাথায় চাঁদিতে জ্বালাবোধ" বলে সেটাকে বর্ণনা করে। রোগীর দেহ বিছানার গরমে উষ্ণ হয়ে উঠলে পায়ের তলায় প্রায়ই জ্বালাবোধ হতে দেখা যায়। রাত্রিতে বিছানায় থাকা অবস্থায় সালফারের রোগীর পায়ের তলায় এত বেশী উত্তাপ ও জ্বালাবোধ দেখা দেয় যে পায়ের ঢাকা সরিয়ে দিয়ে তবে ঘুমাতে পারে। ঐ রোগীর হাতের তালু ও পায়ের তলাটা পরীক্ষা করলে সেখানকার ত্বক পুরু হয়ে থাকতে দেখা যায় এবং সেই জন্যই রাত্রিতে বিছানার গরমে উষ্ণ হয়ে ওঠার ফলে ঐ স্থানগুলিতে জ্বালা করে।

বিছানার উত্তাপে দেহ উষ্ণ হয়ে ওঠার ফলে সালফারের রোগীর অনেক ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। এই ওষুধের রোগী গরম এবং ঠাণ্ডা কোনটাও সহ্য করতে পারে না, যদিও খোলা হাওয়ার জন্য রোগীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে। রোগী নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা পছন্দ করে; আবহাওয়ার খুববেশী পরিবর্তন হলে সে খুব বিরক্তি বা কষ্টবোধ করে। রোগীর যখন শ্বাসক্রিয়ায় কষ্টবোধ বেশী হয় তখন সে ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিতে বলে। দেহে অবশ্য সে ঢাকা দিয়েই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাখতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার ফলে তার দেহ উষ্ণ হয়ে উঠলে তার ত্বকে চুলকানি ও জ্বালাবোধে সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

উপসর্গ বৃদ্ধির সময় নির্দেশ করতে গেলে দেখা যায় যে রাত্রিকালীন বৃদ্ধি এই ওষুধের একটি বৈশিষ্ট্য। মাথাধরা সন্ধ্যার সময় খাদ্যগ্রহণের পরে আরম্ভ হয় এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায়; মাথার যন্ত্রণায় রোগী রাত্রে ঘুমাতে পারে না। রাত্রিতে কামড়ানি ব্যথা ও রাত্রিকালীন পিপাসা; রাত্রিতে কষ্টবোধ ও রাত্রিতে বিছানার উত্তাপে চুলকানিবোধ প্রভৃতি দেখা যায়। "নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বিরামসহ নিউর‍্যালজিয়া, প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর খুববেশী বৃদ্ধি পায়, সাধারণত দুপুর ১২টা বা রাত ১২টায় বৃদ্ধি পায়," সালফারের উপসর্গের দ্বিপ্রহরে বা মধ্যাহ্ন কালে বৃদ্ধি আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই ওষুধে দুপুরে শীতভাব, জ্বর, দুপুরে বৃদ্ধি পাওয়া, মানসিক লক্ষণ দুপুরে বৃদ্ধি পাওয়া এবং মাথাধরা দুপুরে খুববেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। উপসর্গ সপ্তাহে একবার দেখা দেওয়া, সাতদিন অন্তর বৃদ্ধি পাওয়া সালফারের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

বহুদিন ধরে "সালফার ডায়রিয়া" নামে পরিচিত বিশেষ এক ধরনের উদরাময় সালফারে দেখা যায়, যদিও আরও কয়েকটি ওষুধে ঐ ধরনের উদরাময় হতে দেখা যায়। ঐ বিশেষ লক্ষণটি হচ্ছে ভোর বেলায় দেখা দেওয়া উদরাময়। শেষরাত থেকে সকালের মধ্যে এই ডায়রিয়া দেখা দেয়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে উঠে পড়ার সময় হলেই এই উদরাময় আসে এবং রোগী দ্রুত বিছানা ছেড়ে ওঠে মলত্যাগের জন্য ছুটতে বাধ্য হয়। সাধারণত পাতলা, জলের মত মল বেরোয়; মল খুব একটা তোড়ে বেরোয় না, এবং পরিমাণও খুববেশী থাকে না, কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প একটুখানি, হলদেটে মলত্যাগ করতে দেখা যায়। সকালের

দিকে এইরূপ মলত্যাগের পরে, পরেরদিন সকালের পূর্ব পর্যন্ত আর বিশেষ কোন গোলযোগ দেখা দেয় না। এমন অনেক লোক আছে যারা বছরের পর বছর ধরে এই ধরনের পাতলা মলত্যাগের জন্য ভোর বেলা বিছানা ছেড়ে উঠতে বাধ্য হয়। রোগীর পেটে ব্যথা, মোচড়ানো, অস্বস্তিবোধ ও অন্ত্রের ভিতরে জ্বালাসহ টনটনে ধরা বেদনা থাকতে দেখা যায়। মল বেরিয়ে আসার সময় জ্বালাবোধ থাকে এবং এই মল যে সব জায়গায় লেগে যায় সেই সব স্থানে ক্ষতের মত টনটনে ব্যথা ও দগদগেভাব সৃষ্টি হয় এবং ঐ সব স্থানের ত্বকে ছাল ওঠা ভাব দেখা দের।

সালফারের রোগী খুব পিপাসার্ত থাকে। সে সব সময়ই জল পান করে, প্রচুর জল চায়।

রোগী ক্ষুধাবোধের কথাও বলে, খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা হয়, কিন্তু খেতে বসলেই খাদ্যের প্রতি তার বিরূপতা বা ঘৃণা দেখা দেয়, ফলে সে না খেয়েই উঠে পড়ে। সে প্রায় কিছুই খায় না, খুব সহজ পাচ্য অল্প একটু খাদ্যই সে খায়। উত্তেজক দ্রব্যের প্রতি, মদ জাতীয় পানীয়ের প্রতি সে আকাঙ্ক্ষাবোধ করে ; দুধ এবং মাংসের প্রতি বিরূপতা থাকে ; দুধ ও মাংস খেলে রোগী অসুস্থবোধ করে বলে সেগুলির প্রতি তার বিরূপতা বা ঘৃণা দেখা দেয়। এই সব লক্ষণ দেখে একজন বৃদ্ধ চিকিৎসক সালফারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের কথায় বলেছেন, "রোগী বেশী পান করে কিন্তু খায় খুব কম।" সালফারের বিষয়ে একথাটি সত্য হলেও আরও কয়েকটি ওষুধে একই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। মনে রাখা দরকার যে 'কীনোট' হিসাবে কোন ওষুধের একটি বা দুটি লক্ষণের উপর নির্ভর না করে সামগ্রিকভাবে সব লক্ষণগুলি বিচার-বিবেচনা করার পরেও ঐ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি-দুটি লক্ষণও যদি একটি নির্দিষ্ট ওষুধের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তা হলে সেই নির্দিষ্ট ওষুধটি রোগীর পক্ষে উপযোগী হয়ে।

প্রতিদিন বেলা ১১টা নাগাদ একটা শূন্যতাবোধ দেখা দেয়। যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রোগী কখনো ক্ষুধাবোধ করে তবে সেটা ঐ বেলা ১১টা নাগাদ। তখন মনে হয় যেন রোগী মধ্যাহ্নের আহারের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারছে না। আবার খাদ্য গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়েও রোগীকে ক্ষুধাবোধ করতে দেখা যেতে পারে এবং কোন কারণে সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেতে না পেরে বিলম্ব হলে রোগী দুর্বল ও গা-বমিভাব বোধ করতে থাকে। যারা দুপুরে প্রতিদিন ১২টা নাগাদ খেতে অভ্যস্ত তারা ১১টা নাগাদ পেটে শূন্যতাবোধ সহ ক্ষুধাবোধ করতে থাকে, যারা ১টা বা ১-৩০ টায় খেতে অভ্যস্ত তারা বেলা ১২টা নাগাদ শূন্যতাবোধ সহ ক্ষুধাবোধ করে। অনেক লোকের মধ্যেই খাবার নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা আগে সব কিছু যেন শূন্য বা খালি হয়ে গেছে এরূপ অনুভূতি হতে দেখা যায়।

সালফারের প্রবল লক্ষণগুলিকে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়ঃ পেটে একটা প্রবল শূন্যতাবোধ সহ ক্ষুধাবোধ বেলা ১২টা নাগাদ দেখা দেওয়া, পায়ের

তলায় জ্বালাবোধ এবং মাথার তালুতে উত্তাপবোধ হতে দেখা যায়। এই তিনটি লক্ষণকে সালফারের 'সাইন কোয়ানন' বা অপরিহার্য লক্ষণ বলা যায় তবে সালফারের রোগীর উপসর্গের সূত্রপাতের সময় ঐগুলি কদাচিৎ থাকতে দেখা যাবে।

ত্বকে একটা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, সালফারের উপযোগী উদ্ভেদ ছাড়াও দেখা যেতে পারে। ত্বকে কোন উদ্ভেদ বা কাটা-ছেঁড়া হলে সেটা সারতে চায় না। খুব ছোট কোন ক্ষতও পেকে যায়, ত্বকের নিচে অ্যাবসেস সৃষ্টি হলে সেখানে অল্প একটু স্রাব সহ গর্ত ও ফিশ্চুলার মত মুখ সৃষ্টি হয় এবং সেই দ্বারপথে রক্তস্রাব দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে।

প্রদাহে আক্রান্ত অংশে সালফার ইনফিলট্রেসন বা নতুন টিসু ও রস সৃষ্টি করে ফলে ঐ আক্রান্ত স্থানে ইনডিউরেশন বা শক্তভাব সৃষ্টি হয় এবং সেটা বছরের পর বছর ধরে থেকে যায়। প্রদাহটা যদি কোন প্রধান ও খুব প্রয়োজনীয় অঙ্গে বা যন্ত্রাদিতে ঘটে তা হলে সেখানে সব সময় টিসুবৃদ্ধি বা রসক্ষরণ সম্ভব হয় না, নিউমোনিয়া হলে যে ইনফিলট্রেসন হয় তাকে হেপাটাইজেসন বলে। সালফারের প্রদাহে আক্রান্ত স্থানে ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে বা সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়; কাজেই নিউমোনিয়ার হেপাটাইজেসন অবস্থা অর্থাৎ ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে আক্রান্ত অংশটা লিভারের মত শক্ত হয়ে পড়া অবস্থায় সালফার খুব ফলপ্রদ হয়।

দেহে যখন সোরা বিষজনিত অবস্থার জন্য দীর্ঘদিন কোন রোগে ভোগার পরে দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না যা ওষুধে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না সেই ক্ষেত্রে সালফার খুব কার্যকরী হয়। রোগী কোন তরুণ বা অ্যাকিউট রোগের শেষ প্রান্তে পৌঁছালে খুব দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রদাহজনিত অবস্থার পরে আক্রান্ত স্থান পেকে ওঠে ও শক্ত হয়ে পড়ে; রোগী খুববেশী অবসন্ন বা ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়, দেহে রাত্রিকালীন ঘাম হতে দেখা যায়। টাইফয়েড জ্বর অথবা কোন অ্যাকিউট রোগ থেকে সে কনভালেসেন্স অবস্থা বা সম্পূর্ণ সেরে ওঠার দিকে এগোয় না। তার দেহের ক্ষয়পূরণ খুব ধীরগতিতে হয়. রোগীর দেহ মনে ক্লান্তি, ধীরতা বা শিথিলতা দেখা দেয়, অ্যাকিউট রোগের পর সে সম্পূর্ণভাবে, সুশৃংখল ভাবে সেরে ওঠে না। ঐরূপ অবস্থায় সালফার প্রায়ই ফলপ্রদ হয়। দীর্ঘদিন ধরে যারা মদ পান করে আসছে তারা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে তবুও তাদের মদজাতীয় পানীয়ের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে; আবার শুধুমাত্র মদে তাদের চলে না, সঙ্গে উগ্র বা ঝাঁঝালো কিছুও তারা চায়। কোন খাদ্য খেতে চায় না, শুধু জল ও মদ পান করতে চায়। তারা মদ পান করতে খুববেশী ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং তার পরেই তাদের নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সালফার রোগীর মদজাতীয় পানীয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অল্প সময়ের জন্য কমিয়ে দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলবে।

দেহের টিসু বা তন্তুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে বলে মনে হয়, সেইজন্য কোথাও সামান্য একটু চাপ পড়লেই সেখানে ক্ষতের মত টনটনে ব্যথা, এমনকি কোন কোন

ক্ষেত্রে প্রদাহ ও পেকে যেতে দেখা যায়। রক্তচলাচল দুর্বল থাকার জন্য সালফারের রোগীর দেহে 'বেড সোর' খুব অল্পেতেই সৃষ্টি হয়। চাপ লাগার ফলে সেই স্থানে ইনডিউরেশন বা শক্তভাব সৃষ্টি হওয়াও এই ওষুধের একটি বৈশিষ্ট্য। চাপ লাগার ফলে কড়া, 'ক্যালোসাইট' প্রভৃতিও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জুতাপরার জন্য পায়ের ত্বকে চাপ লাগার ফলে কড়া বা 'বুনিয়ন' সৃষ্টি হয়। জিহ্বা ও মুখের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যেখানে দাঁতের সংস্পর্শ ঘটে সেখানে ছোট ছোট নডিউল সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি পরে ক্ষততে পরিণত হয়। খুব ধীরে ধীরে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং ঐ সব ক্ষত থেকে ক্যান্সারের জ্বালা ও হুল বেঁধানোর মত ব্যথা দেখা দেয়। ঐ সব ক্ষত থেকে ক্যান্সারের মত উপসর্গও সৃষ্টি হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতগুলি একইভাবে থাকার পরে সেখানে ম্যালিগন্যাণ্ট অর্থাৎ ক্যান্সারের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। সালফার এইরূপ অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা রোধ করতে সক্ষম যদি অবশ্য অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকে।

সালফারে শিরাতে গোলযোগ সৃষ্টি করার মত সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাই। এটি শিরার উপরে কার্যকরী ওষুধ, এতে শিরার নানারূপ গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শিরাগুলি শিথিল হয়ে পড়ে বলে মনে হয় এবং সেইজন্য রক্তচলাচলেও শৈথিল্য ঘটে। মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে রক্তোচ্ছ্বাস; অতি সামান্য উত্তেজনা, আবহাওয়া অথবা কাপড়ের সামান্য সংস্পর্শেও রক্তোচ্ছ্বাস ঘটে, মুখমণ্ডল ফুলে কিছুটা শক্তভাব নেয়। সালফারে, ভেরিকোজ ভেইন দেখা দেয়, এদের মধ্যে 'হিমারয়ডাল শিরা' অর্থাৎ রেক্টামের কাছের শিরায় স্ফীতি বিশেষভাবে চোখে পড়ে এবং সেখানে জ্বালা ও হুল বেঁধানোর মত ব্যথাও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হাত, বিশেষত পায়ের দিকের শিরায় স্ফীতি বা ভেরিকোজ অবস্থা সৃষ্টি হয়। শিরায় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে ফেটে গিয়ে রক্তপাত ঘটতেও দেখা যায়। শীতল আবহাওয়া থাকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়াযুক্ত কোন স্থানে গেলে সালফারের রোগী শিরার স্ফীতি, হাত ও পায়ের পাতায় ফোলাভাব প্রভৃতিতে কষ্ট পায়, দেহের সর্বত্রই একটা পূর্ণতা বা ভার ভার বোধ হতে থাকে।

সালফারের রোগী শীর্ণ হতে থাকে, এই শীর্ণতার বৈশিষ্ট্য এই যে রোগীর হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীর্ণ হয়ে পড়ে কিন্তু পেটটি বড় হয়ে ফুলে শক্ত হয়ে থাকে, পেটে গড়্ গড়্ শব্দ হয়, জ্বালা ও টনটনে ব্যথা দেখা দেয়, সেই সঙ্গে হাত-পা প্রভৃতি অংশ শীর্ণ হয়ে পড়ে। গলা বা ঘাড়, পিঠ, বুক, হাত-পা প্রভৃতি অংশের মাংসপেশী শুকিয়ে যায়, পেটের মাংসপেশীও শীর্ণ হয় কিন্তু পেটটি ফুলে বড় হয়ে যায়। ম্যারাসম্যুসে এইধরনের অবস্থা বিশেষভাবে দেখা যায়। **ক্যালকেরিয়াতেও** এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে সব মহিলার ক্ষেত্রে **ক্যালকেরিয়া** প্রয়োজন তাদের পেটটি খুব বড় হয়ে ফুলে উঠতে ও শক্ত হয়ে পড়তে এবং দেহের অন্যান্য সব অংশ শীর্ণ হয়ে পড়তে দেখা যাবে।

সালফারের রোগীর মুখমণ্ডলে ও মাথায় ঋতুবন্ধ হবার বয়সে মহিলাদের যেমন

হয় তেমনি মাঝে মাঝেই উত্তাপের ঝলকানিবোধ হতে দেখা যায় ; সালফারের এই উত্তাপের ঝলকানি হার্টের কাছাকাছি কোন একটা অংশে, বুকে শুরু হয়, এবং রোগীর মনে হয় যেন দেহের ভিতরে উত্তাপের একটা শিখা বা আভা যেন ক্রমশ উপরের দিকে উঠে মুখমণ্ডলে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। মুখমণ্ডল লাল, গরম ও রক্তোচ্ছ্বাসে আকীর্ণ থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ঘাম হয়ে উত্তাপের বোধটা কমে যায়। কখনো কখনো রোগীর মনে হয় যেন উত্তপ্ত বাষ্প তার দেহের মধ্যে রয়েছে এবং ক্রমশ সেটা উপরের দিকে উঠছে, তারপরেই ঘাম দেখা দেয়। কখনো কখনো কোন কোন মহিলাকে উত্তাপের ঝলকানি দেখা দেবার পূর্বে অল্প অল্প কাঁপতে এবং মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে লালচে দাগ ফুটে উঠতে দেখা যায় এবং তার পরেই সে খুব জোরে জোরে পাখার বাতাস নিতে থাকে, দরজা-জানালা সব খুলে দিতে বলে। এইরূপ লক্ষণ সালফার, **ল্যাকেসিস** এবং আরও অনেক ওষুধে পাওয়া যায়। উত্তাপের ঝলকটা যখন বুকে হার্টের কাছাকাছি বোধ হতে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে সালফার এবং উত্তাপের ঝলকটা পিঠ অথবা পাকস্থলীতে বোধ হলে সেক্ষেত্রে **ফসফরাস** অধিকতর উপযোগী হবে।

উপসর্গ বৃদ্ধির অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে সালফারের রোগীর উপসর্গ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লে রোগীর সব উপসর্গই বৃদ্ধি পায়। সালফারের রোগীর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ বলে মনে হয়, দাঁড়িয়ে থাকতে হলে তার মানসিক বিভ্রম বা কনফিউসন বাড়ে ; মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমিভাব, পাকস্থলী ও পেটের বিভিন্ন উপসর্গ, শিরায় স্ফীতি ও পূর্ণতার অনুভূতি, মহিলাদের পেলভিস বা বস্তি-কোটরের ভিতরে নিচের দিকে টেনে ধরার মত বোধ প্রভৃতি সব লক্ষণই দাঁড়িয়ে থাকতে হলে বেড়ে যায়। রোগীকে হয় বসতে না হয়ত চলা-ফেরা করে বেড়াতে হয়। রোগী বা রোগিণী ভালভাবেই হেঁটে-চলে বেড়াতে পারে, কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা তার সহ্য হয় না, উপসর্গ খুববেশী বেড়ে যায়।

সালফারের অনেক উপসর্গ নিদ্রার পরে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, বিশেষত মন ও অনুভূতি সংক্রান্ত উপসর্গকে নিদ্রার পরে বেড়ে যেতে দেখা যায়। সালফারের বেশীর ভাগ উপসর্গ খাদ্য গ্রহণের পরেও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

স্নান করলেও সালফারের উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। রোগী স্নান করতে ভয় পায়। সে নিজে স্নান করে না, তার এইরূপ স্বভাবের জন্য তাকে ''খুববেশী অপরিচ্ছন্ন'' স্বভাবের বলা যায়। স্নান করলেই এই রোগীর 'ঠাণ্ডা' লেগে যায়।

শিশুদের উপসর্গের বিষয়ে দেখা যায় যে নোংরা বা মলিন মুখমণ্ডলযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন ত্বকের ছোট ছোট শিশু, যাদের রাত্রিতে প্রায়ই ডিলিরিয়াম হবার প্রবণতা থাকে, যারা মাথায় প্রায়ই খুব বেদনাবোধ করে, যাদের মস্তিষ্কের কোন গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, যাদের হাইড্রোকেফেলাস হবার প্রবণতা আছে এবং যাদের পূর্বে মেনিনজাইটিস হয়েছে, সেই সব শিশুদের ক্ষেত্রে সালফার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

অগভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধে ভাল ফল যখন পাওয়া যায় না, সালফার ঐ শিশু রোগীর ধাতুগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে যাতে সুনির্বাচিত ওষুধ তখন ফলপ্রদ হয়। শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি, অস্থিতে গঠন ঠিক মত যদি না হতে থাকে, যদি তার মাথার খুলির জোড় বা ফন্টানেলী জুড়তে খুব বিলম্ব হয় তা হলে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** উপযুক্ত ওষুধ হতে পারে, এবং গুরুত্বের দিক থেকে ঐরূপ অবস্থার ক্ষেত্রে সালফারের স্থান ঠিক **ক্যালকেরিয়া** পরেই হতে দেখা যাবে।

সালফারের রোগীকে যতটা নার্ভাস মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ততটা নার্ভাস সে নয় তবে সে খুব উত্তেজনাপূর্ণ থাকে ; গোলমালের শব্দে সে চমকে ওঠে, ঘুমের মধ্যে সে চমকে ওঠে, ঘুমের মধ্যে সে যেন কামানের গোলার শব্দ শোনে অথবা যেন সে ভুত দেখেছে এরূপ ভাবে চমকে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে। সালফারের রোগী নিদ্রার মধ্যে নানারূপ গোলযোগপূর্ণ অবস্থার শিকার হয়ে পড়ে। রাত্রির প্রথমভাগে সে খুব নিদ্রালু থাকে, কখনো কখনো রাত ৩টা পর্যন্ত সে ঘুমোয়, কিন্তু তারপর থেকেই তার নিদ্রা অস্থিরতাযুক্ত হয় অথবা আর ঘুমই হয় না। দিনের আলো কে সে ভয় করে, আবার সে ঘুমোতে চায়। এবং একবার যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে তা হলে আর সহজে তাকে ঘুম থেকে তোলা খুব কঠিন, রোগী সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে চায়। ঐ সময়টাই তার পক্ষে বিশ্রামের সবচেয়ে ভাল সময়, তার ঘুমও ঐ সময় খুব গাঢ় হয়। ঘুমের মধ্যে ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন দেখার জন্য তার ঘুমে খুব ব্যাঘাত ঘটে।

উপযুক্ত লক্ষণ-সাদৃশ্য থাকলে ইরিসিপেলাস নিরাময়ের পক্ষে সালফার খুবই ফলপ্রদ। ইরিসিপেলাস এই নামের জন্য আমাদের কোন নির্দিষ্ট ওষুধ নেই, তবে ইরিসিপেলাস হলে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তা যদি সালফারের উপযোগী হয় তা হলেই সালফারের সাহায্যে সেই ইরিসিপেলাস সারানো যাবে। এই পার্থক্যটা মনে রাখলে হোমিওপ্যাথি বলতে কি বোঝায় সেটা সহজেই জানা হয়ে যাবে ; রোগটি বা অসুস্থতাটি যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, হোমিওপ্যাথিতে সামগ্রিকভাবে রোগীর চিকিৎসা, অর্থাৎ রোগীর দেহ ও মনে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তার চিকিৎসা করা হয়।

সালফারের রোগীর দেহের যেখানে-সেখানে, দেহের সর্বত্রই রক্তপ্রবাহ চলার মত অনুভূতিবোধ করে বিভক্ত হয়—মাথায় রক্তের প্রবাহ বোধ করে যেটাকে আমরা পূর্বে উত্তাপের ঝলক বলে বর্ণনা করেছি। এই ওষুধে জ্বরের সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকতে দেখা যায় এবং যে কোন অ্যাকিউট উপসর্গে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। **অ্যাকোনাইটের** স্বাভাবিক পরিপূরক ওষুধ হিসাবে সালফার কার্যকরী হয় এবং যে সব অ্যাকিউট ধরনের হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়া উপসর্গে **অ্যাকোনাইট** উপযোগী, সেই সব ক্ষেত্রে রোগীর ধাতুগত অবস্থা হিসাবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সালফারও উপযোগী হয়।

যে সব ব্যক্তি ধাতুগত ভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য ও ত্রুটিপূর্ণ পরিশোষণ ক্রিয়ায় ভোগে তাদের খুব গোলযোগপূর্ণ 'স্ফুকুলাজনিত' উপসর্গে সালফার উপযোগী। এই ওষুধে পায়ের দিকে গভীর মূল, দুষ্টক্ষত, সহজে সারে না এমন ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হতে দেখা যায় যেগুলিতে নতুন টিসু বা গ্রানুলেসন হতে চায় না। ঐ ক্ষততে খুব জ্বালা থাকে, ক্ষত থেকে যে রস গড়ায় সেটা যেখানে লাগে সেখানেও জ্বালা-বোধ হতে দেখা যাবে। যেসব ভেরিকোজ ক্ষত থেকে একটুতেই রক্তপাত হয় ও খুব জ্বালা করে, সেই সব ক্ষত সারানোর পক্ষে সালফার উপযোগী।

পুরানো গেঁটেবাতে সালফার উপযোগী হয়ে থাকে। এটি খুবই গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এটি গেঁটেবাতের উপসর্গকে হাত-পায়ের দিকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, কারণ এর প্রবণতাই হচ্ছে কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে যাওয়া। **লাইকোপোডিয়াম** এবং **ক্যালকেরিয়ার** মতই, পুরানো গেঁটেবাতের উপসর্গে যে সব ক্ষেত্রে আঙ্গিক বা যান্ত্রিক পরিবর্তন বিশেষ ঘটেনি, সেই সব ক্ষেত্রে সালফারও রোগীর বাতের উপসর্গকে অস্থি-সন্ধি এবং হাত-পায়ের দিকেই সীমিত করে রাখে, হার্ট বা অন্য কোথাও বিস্তার লাভ করতে দেয় না।

দেহের কোন প্রধান অংশে, বিশেষত ফুসফুসে কোনরূপ আঙ্গিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে **সাইলিসিয়ার** মতই সালফার প্রয়োগ করাও খুব মারাত্মক ও ক্ষতিকর। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে সালফার প্রায়ই পুরানো ফিশ্চুলার ক্ষত সারাতে এবং পুরানো অ্যাবসেসকে তার স্বাভাবিক পথে নিয়ে আসতে পারে। যে সব অ্যাবসেস খুব ধীরে ধীরে গঠিত হয়ে প্রায় নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে সেই সব অ্যাবসেসকে এই ওষুধে ফাটিয়ে শুকিয়ে আনা যায়, যে সব গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ হয়ে শক্তভাব সৃষ্টি হয়ে পেকে যাবার মত হয়ে উঠেছে তাদেরও ছোট করে কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু যক্ষ্মারোগের পরিণত অবস্থায় এই ওষুধটি প্রয়োগ করা খুব বিপজ্জনক, ওষুধটি প্রয়োগ করতে হলে তখন এর ৩০শ বা ২০০তম শক্তির বেশী শক্তির প্রয়োগ করা কখনো উচিত হবে না। মনে রাখা দরকার যে যক্ষ্মারোগের সঙ্গে প্রাতঃকালীন ডায়রিয়া অথবা রাত্রিকালীন ঘাম দেখা দিলে সেগুলি সালফার প্রয়োগে বন্ধ করার চেষ্টা করলে ভুল করা হবে, কেন না তাতে রোগীর অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়বে।

পুরানো সিফিলিসে যদি সোরাজনিত অবস্থাটাই প্রবল হয় সেক্ষেত্রে সালফারের প্রয়োজন হতে পারে। সিফিলিসের বিষ বা মায়াজমজনিত লক্ষণই যেখানে প্রধানত সেখানে সালফার কদাচিৎ উপযোগী হয়; তবে মার্কারী প্রয়োগের ফলে যদি সিফিলিসের উপসর্গ চাপা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সালফার মার্কারীর অ্যাণ্টিডোট বা বিষনাশক রূপে কাজ করবে এবং চাপা পড়া লক্ষণগুলিকে ফিরিয়ে আগের অবস্থায় নিয়ে আসবে। সালফার চাপা-পড়া সব উপসর্গকে বাইরে এনে দেয়, যাতে সেগুলি সহজেই চোখে পড়ে। এই ওষুধটি সাধারণভাবে একটি বড় মাপের ও

ব্যাপকভাবে কার্যকরী অ্যাণ্টিডোট। ঠাণ্ডা লাগার ফলে, অন্যান্য ওষুধে, এমন কি ক্রুড সালফার বা বন্ধকের প্রয়োগে যে সব উদ্ভেদ চাপা পড়ে যায়, সে সব ক্ষেত্রেও প্রায়ই সালফার প্রয়োগের প্রয়োজন হতে দেখা যায়। অ্যাকিউট ধরনের কোন উদ্ভেদ দমিত বা চাপা পড়ে বা বাদ গেলে সেক্ষেত্রেও সালফার খুব ফলপ্রদ হয়। গনোরিয়া দমিত হয়ে থাকলে সালফার প্রয়োগে গনোরিয়ার স্রাব ফিরিয়ে এনে যে সব লক্ষণ চাপা পড়ে গিয়েছিল সেগুলিকে ফিরিয়ে আনা যায়। চাপা পড়ে যাওয়া লক্ষণগুলি ফিরিয়ে না আনতে পারলে কোন রোগই সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব নয়।

হ্যানিম্যানের সময় থেকে, যখন এই ওষুধটি প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই, হ্যানিম্যানের নির্দেশ মত, যেসব ক্ষেত্রে ওষুধ নির্বাচন করার উপযোগী লক্ষণের অভাব দেখা দেয়, সোরাজনিত অবস্থার জন্য লক্ষণগুলি যখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় সালফারই নির্দিষ্ট ওষুধ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। যখন আপাতভাবে দেখা যায় যে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী সুনির্বাচিত ওষুধ ঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সালফার প্রয়োগে দেহের গভীরে সুপ্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং গভীরভাবে ক্রিয়াশীল এই ওষুধটির প্রভাবে ধাতুগত পরিবর্তন সাধিত হবার ফলে তখন প্রয়োজনীয় ওষুধ স্বাভাবিক ভাবেই কার্যকরী হয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এর অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। হ্যানিম্যানের সময় থেকেই তাঁর এবং অন্যান্য প্রাচীন চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনায় এটা দেখা গেছে। সাধারণত সোরা, সিফিলিস অথবা সাইকোসিসের জন্যই লক্ষণগুলি এভাবে অনেক ক্ষেত্রে সুপ্তভাবে থাকে। সিফিলিস বা সাইকোসিসের মায়াজম্-এর জন্য ঐরূপে হচ্ছে সেটা জানা গেলে সেই অনুযায়ী ওষুধ নির্বাচন করতে হবে। সোরাজনিত অবস্থায় ঐরূপ হলে সালফারই সর্বপ্রধান উপযুক্ত ওষুধ। সোরার ক্ষেত্রে যেমন সালফার, সিফিলিসের ক্ষেত্রে **মার্কিউরিয়াস** এবং সাইকোসিসের ক্ষেত্রে **থুজাও** তেমনি প্রধান ওষুধ।

আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া অঞ্চলের কয়লাখনিতে যারা কাজ করে এবং কয়লাখনির কাছাকাছি যারা বসবাস করে তাদের বিভিন্ন উপসর্গে প্রায়ই সালফার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যে সব লোক সর্বদা কেওলিন গুঁড়ো করার কাজে লিপ্ত এবং চীনামাটি দিয়ে নানা ধরনের সামগ্রী যারা তৈরি করে, পাথরের নানা কাজে যারা লিপ্ত তাদের জন্য **ক্যালকেরিয়া** এবং **সাইলিসিয়া** প্রয়োজন হয়, কিন্তু যারা কয়লাখনিতে কাজ করে তাদের জন্য প্রায়ই সালফার প্রয়োজনীয় হতে দেখা যায়; তাদের উপসর্গে অন্য কোন ওষুধের সাদৃশ্য দেখা গেলেও সালফার প্রয়োগ না করা পর্যন্ত সেই সব উপযোগী ওষুধে কোন ফল হয় না। অনেকে বিশ্বাস করেন যে কয়লাতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক আছে বলেই ঐরূপ হয়, কিন্তু আমরা এমন অভ্যাসের বশবর্তী হতে চাই না যাতে নিম্নশক্তির ওষুধজনিত উপসর্গের অ্যাণ্টিডোট হিসাবে সেই ওষুধেরই উচ্চতর শক্তি ব্যবহার করতে হয়। যখন উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচনের উপযোগী লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনই কেবল আমরা ঐ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

চালাতে পারি ; তবে সর্বদাই প্রাপ্ত লক্ষণের উপরে নির্ভর করে ওষুধ নির্বাচন করা সর্বশ্রেষ্ঠ পন্হা।

প্রদাহ অবস্থায় প্রদাহে আক্রান্ত স্থানে 'বেগুনী রঙের চেহারা ফুটে ওঠে, সালফারে ঐরূপ শিরার স্ফীতিজনিত অবস্থা ঘটে। হামজ্বরে উদ্ভেদগুলি বেগুনীরঙ নিয়ে দেখা দিলে প্রায়ই সালফারে ভাল ফল পাওয়া যায়। সালফার হামজ্বরের খুব ভাল ওষুধ। রুটিন মাফিক যারা চিকিৎসা করেন তাঁরা **পালসেটিলা** এবং সালফার প্রয়োগে বেশীর ভাগ হামজ্বরে ভাল ফল পান ; কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা অনুযায়ী **অ্যাকোনাইট** এবং **ইউফ্রেসিয়াও** কাজে লাগে। যেসব ক্ষেত্রে ত্বক মলিন থাকতে দেখা যায় এবং হামজ্বরের উদ্ভেদ ভালভাবে বেরোয় না সেইসব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সালফার ফলপ্রদ হয়। আক্রান্ত স্থান বেগুনী হয়ে পড়া অবস্থা দেহের যে কোন স্থানে, যে কোন উপসর্গে, ইরিসিপেলাস, 'সোরথ্রোট' প্রভৃতিতে, মুখমণ্ডল, পা এবং বাহুর নিচের অংশ অর্থাৎ 'ফোর আর্ম' অংশে দেখা যেতে পারে।

'ভ্যাক্সিনেসন' বা টিকা নেবার ফলে মারাত্মক কুফল দেখা দিলে প্রায়ই সালফারে সেটা সারানো যায়। ঐরূপ উপসর্গে এই ওষুধটি **থুজা** এবং **ম্যালান্ড্রিনামের** সঙ্গে পাল্লা দেয়।

মানসিক অবস্থা, যাতে মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে চেনা যায়, তার প্রকৃত আভ্যন্তরীণ স্বরূপটা প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রে সালফারে আমরা দেখি যে রোগীর প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার একটা বিকৃতিরূপ সৃষ্টি হয়, রোগী সুষ্ঠুভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, সে এত বেশী স্বার্থপর হয়ে পড়ে যে অপরের ইচ্ছা, অনিচ্ছার দিকে নজর না দিয়ে সে শুধু নিজের কথাই ভাবে, নিজের ভাল যাতে হবে বলে তার মনে হয়, সে শুধু সেই কাজই করে চলে। সব উপসর্গের সঙ্গেই সালফারের রোগীর এইরূপ স্বার্থপরতার লক্ষণ দেখা যায়। কোনরূপ কৃতজ্ঞতাবোধ তার মধ্যে দেখা যায় না।

দার্শনিকের মত বাতিকগ্রস্ত অবস্থা বা দার্শনিক ম্যানিয়া সালফারের একটি বিশেষ লক্ষণ। অদ্ভুত সব বিষয় নিয়ে ; নীরস, ব্যাখ্যার অতীত, জ্ঞানের অতীত বিষয় নিয়ে পড়াশোনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করায় একটা একমুখী ঝোঁক বা মনোম্যানিয়া ঐ রোগীর মধ্যে থাকতে দেখা যায়। অদ্ভুত, অবাস্তব সব বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে খোঁজ বা অনুসন্ধান, পর্যালোচনায় ব্যস্ত থাকা অবস্থা সালফারে সারানো গেছে। কোনটা কে সৃষ্টি করেছে এভাবে চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত 'ঈশ্বর কে সৃষ্টি করেছে' এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় হয়ত রোগিণী ঘরের এককোণে বসে আলপিন গুণতে শুরু করে, কোন হাতের কাজ বা তৈরি জিনিস কে বানিয়েছে সেটা না জেনে সে জিনিস ব্যবহার করতেও চায় না ; কে জিনিসটি বানিয়েছে সেটা জানার পরেই সে হয়ত জানতে চাইবে ঐ লোকটির পিতা কে, সে কোথাকার লোক, সে কি কাজ করে, এইভাবে একটার পরে আর একটা প্রশ্ন নিয়ে সে সবসময়ই যেন ভেবে চলে। সালফারের রোগীর মধ্যে এইরূপ মনোভাব দেখা যায়,

যাতে প্রকৃত সত্যটি জানার কোন আশা বা সম্ভাবনা নেই। সালফারের রোগীর মধ্যে কোন জিনিস সুশৃংখলভাবে, নিয়ম-নীতি মেনে কোন কাজ করা বা ভাবার প্রতি বিরূপতা থাকে। এই রোগীকে উদ্ভাবনশক্তিসম্পন্ন একটি প্রতিভার মত মনে হয়। তার মনে বিশেষ কোন একটা ভাব বা চিন্তার উদয় হলে সেটা চিন্তা না করে সে কিছুতেই থাকতে পারে না। অনেকসময় সে হয়ত ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ থাকে তবুও নিজেকে সে একজন বিরাট ব্যক্তি বলে কল্পনা করে; শিক্ষা এবং শিক্ষিত লোকদের প্রতি তার একটা বিরূপতা থাকে এবং সে ভেবেই পায় না যে লোকে তাকে সাধারণ শিক্ষাদীক্ষার উপরে স্থান দেয় না কেন।

আবার, এই রোগীর মধ্যে ধর্ম বিষয়ে মানসিক বিষাদগ্রস্ত অবস্থাও দেখা যায়, ধর্মবিষয়ে তার চিন্তা-ভাবনা কোন যুক্তিসম্মত পথ ধরে চলে না, বরং নিজের সম্বন্ধে মূর্খের মত কিছু ধারণা নিয়েই সে ভেবে চলে। সে অবিরাম, একনাগাড়ে প্রার্থনা করে চলে, নিজের ঘরে বসে হতাশায় মনে মনে গুমরে চলে।

যে সব রোগীর পক্ষে সালফার উপযোগী তাদের অনেকের মধ্যেই একটা মানসিক জড়ভাব ও বিভ্রম থাকে, তারা নিজেদের ভাবনা-চিন্তাকে একত্রে গুছিয়ে নিতে বা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, কোন বিষয়ে মনকে স্থির বা একাগ্র করতে পারে না, সে চেষ্টাও করে না। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই তার মনে জড়তা এবং মাথায় পূর্ণতা বা ভারবোধ হতে থাকে, মাথাঘোরে। খোলা হাওয়ায় মাথাঘোরে। খোলা হাওয়ায় তার সর্দি বা কোরাইজা দেখা দেয়, মাথায় পূর্ণতাবোধ ও জড়তার জন্য তার মানসিক ভ্রম দেখা দেয়।

অনেক পাঠ্য বইয়ে এই ধরনের রোগী সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তারা "নির্বোধের মত সুখ ও গর্ববোধ করে: নিজের অধিকারে সুন্দর সব জিনিস আছে বলে মনে করে, ছেঁড়া কম্বলও তাদের কাছে সুন্দর মনে হয়।" এই ধরনের লক্ষণ বিকৃত মস্তিষ্ক, উন্মাদের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু যাদের মধ্যে ঐ ধরনের মানসিক অবস্থা ছাড়া উন্মাদের মত আর কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তাদের ক্ষেত্রে সালফার উপযোগী হবে।

সালফারের রোগী বিষয়কর্মের প্রতি বিরূপ থাকে। কোন কাজই করতে চায় না। তার স্ত্রী হয়ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঘরে-বাইরে সব কাজ সামলায়, কিন্তু ঐ রোগীর মনে হয় যে তার স্ত্রী ঐ সব কাজের জন্যই রয়েছে। সালফারের রোগীর মধ্য থেকে সব ধরনের সুরুচি, ভদ্রতা, কোমলতা যেন চলে গেছে বলে মনে হবে, সে সুরুচির পরিচায়ক সব কিছুরই যেন বিরোধী। **আর্সেনিকামের** রোগীর মধ্যে সুরুচির পরিচয় বিশেষভাবে থাকতে দেখা যায় এবং সালফার ও **আর্সেনিক** এইদিক থেকে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। **আর্সেনিকামের** রোগী তার পোশাক-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। তার আশপাশে সব কিছু যেন সাজানো-গোছানো থাকে তাই চায়, ছবিটা যেন দেয়ালে সুন্দর ভাবে ঝোলানো থাকে, সব কিছুই যেন সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয় তাই সে চায় এবং সেই জন্য

আর্সেনিকের রোগীকে "মাথাটি সোনা দিয়ে বাঁধানো এমন বেতের ছড়ি হাতে রোগী" বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই রোগী খুব সৌখীন, সে পরিপাটি করে, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর করে সব কিছু সাজানো-গোছানো অবস্থায় দেখতে চায়। সালফারে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা থাকতে দেখা যাবে।

"কাজকর্ম, আনন্দ উপভোগ, কথা বলা; অথবা চলা-ফেরা, নড়া-চড়া করা সবেতেই সালফারের রোগীর মধ্যে একটা অনিচ্ছা, আলস্য বোধ, দেহ ও মনে একটা আলস্যের ভাব থাকে।" রোগী "এতই অলস প্রকৃতির হয় যে নিজে উঠে দাঁড়াতেও চায় না, এত অসুখী যে বেঁচে থাকতে চায় না।" শিশুর স্নান করতে বা গা-হাত-পা ধোয়ামোছা করিয়ে দিতে গেলে ভয় পায়। জোর করে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাতে চেষ্টা করলে তারা কাঁদতে শুরু করে। সালফারের রোগী জলকে ভয় করে এবং স্নান করলে তাদের ঠাণ্ডা লেগে যায়।

অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে সালফারের সম্পর্কের বিষয়ে বলতে হয় যে এই ওষুধটি **লাইকোপোডিয়ামের** ঠিক পূর্বে ব্যবহার করা ঠিক নয়, প্রথমে সালফার, তারপরে **ক্যালকেরিয়া**, তারপর **লাইকোপোডিয়াম** এবং তারপর আবার সালফার এইভাবে প্রয়োগ করতে হয়, কেননা **লাইকোপোডিয়ামের** পরে সালফার ভাল কাজ করে। সালফার এবং **আর্সেনিকামের** মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক আছে। অনেকক্ষেত্রেই প্রয়োজন অনুযায়ী প্রথমে সালফার প্রয়োগ করে তারপরে **আর্সেনিকাম** এবং তারপর আবার সালফার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়; অ্যাকিউট ধরনের স্বল্প সময়ের জন্য ক্রিয়াশীল ওষুধের পরে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সালফার ভাল কাজ দেয়।

মাথায় অনেক ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সালফারের রোগীর মধ্যে মাথাধরা ও সেইসঙ্গে গা-বমিভাব অর্থাৎ 'সিক্ হেডেক' হবার প্রবণতা থাকে। মাথায় খুববেশী রক্তাধিক্যের অনুভূতির সঙ্গে হতচেতন ভাব, গা-বমিভাব ও বমি হবার লক্ষণ এই ওষুধে দেখা যায়। 'সিক্ হেডেক' প্রতি সপ্তাহে একবার অথবা প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর দেখা দিতে পারে, প্রতি সাতদিন অন্তর মাথাধরা ও গা-বমিভাব দেখা দেওয়া এই ওষুধের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। যারা খুব পরিশ্রমের কাজ করে, তাদের প্রতি রবিবারে মাথাধরা দেখা দিলে সালফারে সেটা সারানো যায়। রবিবারটা বিশ্রামের দিন, তাই শনিবারে রাত্রিতে ঘুমিয়ে রবিবার সকালে অনেক দেরিতে যখন সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন তার মাথার সবটাতেই প্রচণ্ড বেদনা ও সেই সঙ্গে মাথায় জড়ভাব ও রক্তাধিক্য দেখা দেয়। সপ্তাহের অন্য দিন-গুলিতে খুববেশী কাজের চাপের ফলে মাথাধরা বোধটা থাকে না। আবার কারো কারো প্রতি সাত বা দশ দিন অন্তর প্রবল মাথাধরা, গা বমিভাব এবং পিত্তবমি হতে দেখা যায়। কারো কারো আবার রক্তাধিক্য দেখা দেয় এবং সেটা দু'-তিন দিন ধরে চলতে থাকে; ঐ মাথাধরা ও গা-বমিভাবের সঙ্গে বমি না হতে অথবা পিত্তবমি হতে দেখা যেতে পারে। নিচের দিকে ঝুঁকলে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, সাধারণত উষ্ণতায় বা উষ্ণ সেক্ লাগালে মাথাধরা কমে যায়; আলোতে মাথাধরা বেড়ে যায়

সেইজন্য রোগী চোখ বন্ধ করে কোন অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকে ; ঝাঁকুনিতে এবং খাবার পরেও মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যেতে দেখা যায়। মাথার সবটাতেই খুব-বেশী সংবেদনশীলতা বা অনুভূতিপ্রবণতা দেখা দেয় ; চোখ লাল হয়ে পড়ে এবং তার সঙ্গে প্রায়ই চোখ থেকে জল পড়া, গা-বমিভাব ও বমি হতে দেখা যায়। যাদের মাথার ভারটেক্স অংশ বেশী উত্তপ্ত থাকে তাদের মাথাধরা প্রায়ই দেখা দেয়, মাথার চাঁদি খুব গরম হয়ে ওঠে, জ্বালা করে, তখন রোগী মাথায় জলে কাপড় ভিজিয়ে মাথার তালুতে রেখে দিতে চায়। মাথাধরার সঙ্গে মাথায় খুব উত্তাপবোধ মাথায় ঠাণ্ডা লাগলে কমে যায় কিন্তু রোগীর মাথার অন্যান্য উপসর্গ উষ্ণতায়, উষ্ণ ঘরে থাকলে কম থাকতে দেখা যায় ; সামান্য নড়া-চড়ায়, পানীয় বা খাদ্য গ্রহণের পরে মাথা-ধরার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণে যন্ত্রণা খুববেশী বেড়ে যায়, উষ্ণ পানীয় গ্রহণে কম থাকে। মাথাধরা অবস্থায় মুখমণ্ডল রক্তাধিক্যে থমথমে হয়ে যায়, চক্‌চকে দেখায়। যেসব লোকের সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা, মাথাঘোরা ও গা-বমিভাব ও মুখমণ্ডল লাল হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে সালফার উপযোগী। মাথাধরার আগে চোখের সামনে ছোট ছোট যেন কিছু ভেসে বেড়ানোর মত বোধ হয়, নানা রঙের জিনিস যেন ভেসে বেড়ায়। চোখের সামনে তারার ঝিকিমিকি, করাতের দাঁতের মত আঁকাবাঁকা আলোর রেখা প্রভৃতি দেখার লক্ষণ মাথাধরারই পূর্বাভাস। অনেক সময় সকালে খাবার পরে অথবা দুপুরে খাবার পরে আগে চোখের সামনে ঐ ধরনের আলোর ঝিকিমিকি বক্ররেখা প্রভৃতি দেখার পরে মাথা ধরতে দেখা যায়। মাথায় থুবিং বা দপ্‌দপ্‌ করা লক্ষণও থাকতে দেখা যায়। সকালে এবং দুপুরে খাবার পরে যেমন মাথাধরা দেখা দেয়, তেমনি সন্ধ্যায় খাবার পরে মাথাধরা দেখা দিয়ে রাত্রিতে সেটা খুব বৃদ্ধি পাবার ফলে নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটতেও দেখা যেতে পারে।

মাথার বাইরের অংশে অবর্ণনীয় চুলকানিবোধ দেখা দেয়, সব সময়ই, বিছানায় উষ্ণতায় চুলকানিবোধ হতে থাকে। বিছানার উষ্ণতায় ঐ চুলকানিবোধ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনই ঠাণ্ডায়ও বৃদ্ধি পায়। চুলকানিবোধযুক্ত উদ্ভেদ ; মামড়ীযুক্ত, ভেজা ভেজা অথবা শুকনো উদ্ভেদ ; জলপূর্ণ অথবা পুঁজযুক্ত ফোস্কা, ফোড়া ; মাথার ত্বকে যে কোন ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে পারে। মাথার চুলে খুববেশী খুস্কি হয়, চুল উঠে যায়। মাথার খুলির জোড় বা ফণ্টানেলী জুড়তে বিলম্ব হয়।" আর্দ্র, দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভেদ স্ক্যাল্প অংশে সৃষ্টি হয়ে পুঁজ ভর্তি হয়ে থাকে এবং সেগুলি শুকিয়ে উঠলে মধু রঙের মামড়ী পড়ে। 'টিনিয়া ক্যাপিটিস' অর্থাৎ মাথায় দাদের মত একপ্রকার উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে। দুর্গন্ধ, ঘন পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ, হলদেটে চেহারার মামড়ী পড়া, জ্বালা করা ও রক্তপাত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। চুল শুকনো খড়খড়ে হয়, চুল ওঠে যায়।

পূর্বে যাকে স্ক্রফুলাজনিত উপসর্গ বলা হ'ত এবং এখন যাকে সোরাজনিত উপসর্গ বলা হল সেই ধরনের বহু লক্ষণ এই ওষুধে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রতিবার

ঠাণ্ডা লাগালেই সেটা রোগীর চোখে গিয়ে আশ্রয় নেয় ; চোখ থেকে শ্লেষ্মা ও পুঁজ স্রাব হয়, চোখের পাতায় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে পুরু হয়ে পড়তে দেখা যেতে দেখা যায় ; চোখের পাতা বাইরের দিকে অথবা ভিতরের দিকে উল্টে যায়, 'আইল্যাস্' বা চোখের পক্ষগুলি ঝরে যায় ; চোখ লাল হয়ে পড়ে। চোখের উপসর্গের সঙ্গে মুখমণ্ডল ও স্ক্যাল্পে উদ্ভেদ, ত্বকে খুব চুলকানি, বিশেষত বিছানার উষ্ণতায় বেশী চুলকানিবোধ ; চোখের শ্লেষ্মাজমিত অবস্থা ধোয়া-মোছা করে পরিষ্কার করতে গেলে বৃদ্ধি পায়। শুধু চোখের উপসর্গ নয়, স্নান করায় রোগী নিজের উপসর্গ বৃদ্ধিতে কষ্ট পায়, সেই জন্য সে স্নান করতে ভয় পায়, শয্যার উষ্ণতায় তার দেহে চুলকানি-বোধ খুব বৃদ্ধি পায় ; রোগীর প্রায়ই মাথাধরার সঙ্গে গা-বমিভাব সৃষ্টি হবার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়, সেইসঙ্গে মাথার তালুতে খুব উত্তাপবোধও থাকে। এই ধরনের লক্ষণসহ চোখের উপসর্গ, ছানি, আইরিসের প্রদাহ, চোখের যে কোন অংশের প্রদাহ ও দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, মাথাধরার সঙ্গে দেখা দেওয়া দৃষ্টি বিভ্রম, দৃষ্টির সামনে কালচে দাগ, ছোট ছোট পোকা বা মাছির মত যেন কিছু উড়ে বেড়ায় এরূপ বোধ, গ্যাস অথবা ল্যাম্পের আলোয় চারপাশে বৃত্তের মত দেখা, চোখে জ্বালাসহ উত্তাপ-বোধ, বেদনা প্রভৃতির সঙ্গে সালফারের উপযোগী ধাতুগত অবস্থা দেখা গেলে এই ওষুধটি অবশ্যই কার্যকরী হবে।

কানে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা সৃষ্টি হয়। দেহের সর্বত্র মিউকাস মেমব্রেন শ্লেষ্মা-জনিত অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সালফারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; সেদিক থেকে কখনও তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন মিউকাস মেমব্রেনের মতই কান থেকেও শ্লেষ্মাস্রাব, কখনো ঘন, পুঁজের মত্ আবার কখানো পাতলা রক্তমেশানো স্রাব পড়ে। কানের উপসর্গের জন্য কানের মিউকাস মেমব্রেন ও পর্দা মোটা হয়ে যায়, ফলে শেষ পর্যন্ত বধিরতাও দেখা দিতে পারে। মধ্যকর্ণ আক্রান্ত হয়ে যদি কানের ভিতরে খুববেশী আঙ্গিক পরিবর্তন না হয়ে থাকে তা হলে বধিরতা সারানো সম্ভব। তবে সব ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে যে রোগীর উপসর্গ যাই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে রোগীর দেহ ও মনে প্রকাশিত লক্ষণের উপর নির্ভর করে তবেই উপযোগী ওষুধটি প্রয়োগে রোগীকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব, তবে যে সব ক্ষেত্রে খুববেশী আঙ্গিক পরিবর্তন বা ধ্বংস সাধিত হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয় ; রোগীর মনেও এই অবস্থাটা ভালভাবে ধরিয়ে দিতে হবে যে বার বার নতুন নতুন স্পেশালিস্ট চিকিৎসকের কাছে গিয়ে ঐ সব ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ফল হবে না, ঐ সব ক্ষেত্রে রোগীকে যতটা সম্ভব সুস্থ করে তোলা হোমিও-প্যাথিক ওষুধেই সম্ভব। খাবার সময় বা নাক ঝাড়ার সময় হঠাৎ কানে তালা লাগা অবস্থা সালফারের আছে ; কানে নানা ধরনের শব্দ শোনা, প্রদাহ সৃষ্টি ও কান থেকে পুঁজস্রাব হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। তবে রোগীর কানের অথবা যে কোন একটি বা দুটি স্থানীয় উপসর্গ ওষুধটিতে সারানো গেলেও ওষুধটি নির্বাচনের সময় সামগ্রিকভাবে রোগীর ধাতুগত অবস্থার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়।

রোগীর ধাতুগত অবস্থাটিকে আয়ত্তে আনতে পারলে কত সহজেই যে অন্যান্য উপসর্গ কমিয়ে বা সারিয়ে তোলা যায় সেটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী হয়ত এসে তার কোন একটা বেদনার কথা বলবে; তখন শুধু সেই বেদনাটার জন্য ওষুধ খোঁজার চেষ্টা না করে সামগ্রিকভাবে রোগীর চিকিৎসা করার জন্য একটি উপযোগী ওষুধ নির্বাচন করতে হবে, তাতে ঐ রোগীর বেদনাটার মত বেদনা ঐ ওষুধে থাক বা না থাক তাতে কিছু যাবে আসবে না। অনেক ক্ষেত্রে রোগী হয়ত তার বেদনাটাই সারাবার জন্য বার বার অনুরোধ করে কিন্তু সেই বেদনাটা যদি খুববেশী দিনের পুরানো হয় তা হলে সেটা হয়ত অন্যান্য সব উপসর্গ সেরে যাবার পরে, সব শেষে সারবে। রোগী যদিও তার বেদনাটাই যাতে দ্রুত এবং আগে সারে তাই চাইবে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে রোগীকে বোঝাতে হবে যে বেদনাটা যেহেতু অনেক দিনের পুরানো তাই সেটা আগে সারাতে গেলে রোগীর অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক উপসর্গ খুব বেড়ে যাবার সম্ভাবনা, কাজেই বেদনাটাকে সবার আগে সারাবার চেষ্টা করা ঠিক হবে না, সময় মতই সেটাও সেরে যাবে।

সালফারের রোগীর নাকের সর্দিজনিত অবস্থাটাও খুব গোলযোগপূর্ণ হয়ে থাকে। নিজের নাকের সর্দিতে পুরানো শ্লেষ্মার গন্ধ পায় এবং কষ্টবোধ করে। তার মনে হয় যে সে যেমন নিজের সর্দিটার গন্ধ পাচ্ছে, অপরেও হয়ত সেইরূপ গন্ধ পায়। ঐরূপ পুরানো শ্লেষ্মার গন্ধ বা পচাটে গন্ধে তার গা-বমিভাব দেখা দেয়। রোগীর কোরাইজা, অনবরত, হাঁচি হওয়া, নাক থেকে কাঁচা জলের মত সর্দি ঝরা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতির সঙ্গে সর্দিস্রাব হাজাকর ও জ্বালাকর হতে দেখা যায়।

সালফারের রোগীর ঠাণ্ডা লেগে গেলেই কোরাইজা বা সর্দি দেখা দেয়। সে স্নান করতে পারে না, সে দেহ খুববেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়া সহ্য করতে পারে না, সে কোন শীতল স্থানে যেতে পারে না এবং খুববেশী পরিশ্রমও করতে পারে না; ঐসবেতে রোগীর ঠাণ্ডা লেগে নাকে সর্দি দেখা দেয়। আবহাওয়ার পরিবর্তনে প্রতিবার তার নতুন করে সর্দির আক্রমণ ঘটে। এমন অনেক বৃদ্ধকেই দেখা যায় যাঁরা ফোড়া প্রভৃতি উপসর্গ ও বসন্ত কালের উপসর্গ রোধে বেশী পরিমাণে সালফার বসন্তকালে গ্রহণ করে থাকেন, তার ফলে সারা বছর ধরেই তাঁরা সর্দি এবং সালফারের উপযোগী অন্যান্য নানা ধরনের উপসর্গে কষ্ট পান। যারা এই ধরনের সালফার সেবী তাদের খুঁজে পেলে তাদের দেহে প্রাপ্ত লক্ষণে সালফারের একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে যেটা যেকোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক হবে। সালফারের রোগীর নাক থেকে রক্ত পড়া, নাকে শুকনো ক্ষত ও তাতে মামড়ী পড়া প্রভৃতির একটা প্রবণতাও দেখা যায়।

পূর্বেই সালফারের উপযোগী মুখমণ্ডলের বিষয়ে সাধারণ লক্ষণগুলির কথা বর্ণনা হয়েছে, তবে শিরার রক্ত জমে থাকা অবস্থা বা 'ভেনাস স্টেসিস,' মুখ-মণ্ডলের চেহারায় একটা মলিন, নোংরা ছাপ, লালচে দাগ, রুগ্ণতা, কৃত্রিম রক্তাধিক্য

বা ফলস্ প্লেথোরার লক্ষণ বিশেষভাবে থাকতে দেখা যাবে। মুখমণ্ডল ফেকাশে থেকে লালচে হয়ে পড়ে ফেকাশে মুখমণ্ডল উত্তেজনায় রক্তাভ হয়; উষ্ণ ঘরে থাকলে সামান্য উত্তেজক কোন পানীয় গ্রহণে, বিশেষভাবে সকালের দিকে মুখমণ্ডল লালাভ হয়ে পড়তে দেখা যায়; মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ দেখা দেয়।

একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মুখমণ্ডলের ডান পাশে তীব্র ধরনের স্নায়বিক বেদনা বা নিউর্যালজিয়া দীর্ঘস্থায়ী ও খুব কষ্টকর হতে দেখা যায়। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে একনাগাড়ে হয়ে চলা নিউর্যালজিয়ায় **বেলেডোনা, নাক্সভমিকার** মত স্বল্প সময়ের জন্য ক্রিয়াশীল ওষুধে সাময়িকভাবে বেদনা কিছুদিনের জন্য কম থেকে আবার দেখা দিলে সালফার ফলপ্রদ হবে; ধাতুগত লক্ষণ ও অন্যান্য লক্ষণে সামগ্রিকভাবে সালফারের সাদৃশ্য থাকলে সেই নিউর্যালজিয়া এই ওষুধে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা যাবে।

মুখমণ্ডলের ইরিসিপেলাসের মত প্রদাহ সালফার সারাতে পারে। এই ওষুধে ইরিসিপেলাস মুখমণ্ডলের ডানদিকে, ডান কানের কাছে হয়, ডান কানে অনেকটা স্ফীতি হয়ে সেটা ক্রমশ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, এই ছড়িয়ে পড়ার ধরনে খুব শৈথিল্য বা ধীরতা থাকে, এবং আক্রান্ত অংশটি বেগুনী রঙের হয়ে ওঠে। এই রোগী সর্বার্থেই নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধযুক্ত হয়, দেহের ত্বক পরিষ্কার করে ধুয়ে-মুছে নেবার পরেও শুকনো, কুঞ্চিত, শুকনো গরু মাংসের মত দেখায়। যে সব ইরিসিপেলাস খুব দ্রুত ও তীব্র হয়ে দেখা দেয় সেই সব ক্ষেত্রে সালফার উপযোগী নয়, এর সঙ্গে বড় বড় ফোস্কাও হতে দেখা যাবে না। যে সব ক্ষেত্রে প্রথমে মুখমণ্ডলে কিছু দূরে দূরে ছিট্ ছিট্ লালচে দাগ দেখা যায় এবং হয়ত তার সাতদিন পরে ঐসব স্থানে ইরিসিপেলাস সৃষ্টি হয়। সেখানকার শিরাগুলি যেন ফুলে ওঠে এবং রোগী যেন ক্রমশ অচেতন হয়ে পড়ার মত হতে থাকে সেই সব ক্ষেত্রে সালফার যে কত ভাল দেখাতে পারে সেটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। **আর্সেনিকাম, এপিস** এবং **রাসটক্সের** ক্ষেত্রে ইরিসিপেলাস শিথিলতার বদলে খুববেশী দ্রুত সৃষ্টি হয় এবং বৃদ্ধি পায়। **আর্সেনিকাম** এবং **এপিসে** আগুনে পুড়ে যাবার মত জ্বালাবোধ থাকে এবং **রাসটক্সে** ইরিসিপেলাসের উদ্ভেদের উপরেই বড় বড় ফোস্কা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

সালফারে অনেক ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে প্রায়ই ভেজা ভেজা ধরনের, মামড়ীযুক্ত ও খুব চুলকানিবোধযুক্ত উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায় যেগুলি অনেকটা একজিমার মত দেখায়, স্ক্যাল্প ও কানের কাছে ক্রাস্টা ল্যাকটিয়া, সাদাটে বা হলদেটে মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদে ভর্তি হয়ে থাকে, সেগুলিতে খুববেশী চুলকানিবোধ থাকে এবং বিছানার উষ্ণতায় সেটা খুববেশী বৃদ্ধি পায়। শিশু গায়ে ঢাকা রাখতে চায় না, দেহের ঢাকা অংশে চুলকানিবোধ বেশী দেখা দেয় কারণ ঢাকা অংশ গরম হয়ে পড়লে চুলকানি-বোধও বেড়ে যায়। এইসব উদ্ভেদের সঙ্গে চোখের উপসর্গ, চোখের ও নাকের শ্লেষ্মা-জনিত উপসর্গও থাকতে দেখা যায়।

সালফারের রোগীর ঠোঁটে মামড়ীপড়া, ছাল ওঠা, ঠোঁট ও মুখের কোণে ফাটা ফাটা হয়। মুখ থেকে লালা গড়িয়ে নামায় লালচে দাগ হয়ে যায়। মুখমণ্ডলের নিচের অংশে উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়ে সেখানে খুব চুলকানি ও জ্বালাবোধ হতে থাকে। মুখের আশপাশে হারপিসের মত উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঐসব উদ্ভেদে খুব জ্বালাবোধ থাকে এবং ওগুলি থেকে যে স্রাব বা রস পড়ে সেগুলি যেখানে লাগে সেখানটা হেজে যায়। নিচের চোয়াল ঘিরে গ্ল্যাণ্ডগুলি স্ফীত হয়। সব ম্যাক্সিলারী গ্ল্যাণ্ডে স্ফীতি ও পেকে ওঠা অবস্থা, প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড বড় ও স্ফীত হতে এবং সারভাইক্যাল গ্ল্যাণ্ড বড় হতে দেখা যায়।

সালফার ধাতুর রোগীর দাঁত আলগা হয়ে পড়ে; মাঢ়ী দাঁত থেকে সরে যায়, জ্বালা করে এবং রক্তস্রাবী হয়। দাঁতের ক্ষয় দেখা দেয়। মুখ ও জিহ্বার একটা সাধারণ অস্বাস্থ্যকর চেহারা দেখা যায়। জিহ্বায় ময়লা প্রলেপসহ মুখের স্বাদ নষ্ট বা বিকৃত হয়ে পড়ে। মুখের ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং সেগুলিতে জ্বালা করে; অ্যাপথিতে জ্বালা ও হুল বেঁধার মত ব্যথা থাকে। অপরিচ্ছন্ন দাঁত জিহ্বা ও মুখের ভিতরে যেখানে লাগে সেখানে অদ্ভুত ধরনের ছোট ছোট নডিউল বা গাঁটের সৃষ্টি হয়। জিহ্বার ধারের দিকে ঐ ধরনের নডিউল হলে সেগুলিতে খুববেশী বেদনা দেখা দেয় ফলে রোগী কথা বলতে বা কিছু গিলতে পারে না। কখনো কখনো ঐ ধরনের নডিউল জিহ্বার প্রায় সর্বত্র সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি বিনাইন বা সাধারণ টিউমারের মত অবস্থাতে থাকলেও ক্যান্সারের উপসর্গ বলে অনেক ক্ষেত্রে ধরা হয়।

লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে ক্রনিক সোরথ্রোট-এ সালফার খুবই মূল্যবান ওষুধ। সালফারের পুরানো রোগী একটা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় ভোগে এবং তার গলার উপসর্গটাও সেই ধরনেরই হয়। গলার শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় গলার ভিতরে ক্ষতও সৃষ্টি হতে পারে। টনসিল দুটি বড় হয়ে ওঠে, সেগুলি বেগুনী হয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ধরে থেকে যায়, গলায় বেদনার অনুভূতি থাকে। অ্যাকিউট অবস্থায় সোরথ্রোটও দেখা দিতে পারে। টনসিলে প্রদাহ হয়ে পেকে ওঠা, টনসিল ও গলার ভিতরে বেগুনী রঙ সৃষ্টি প্রভৃতিতে সালফার ফলপ্রদ হয়। প্রায়ই গলায় প্রদাহসহ সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, দগদগে ভাব, তীক্ষ্ম বেদনা, জ্বালাবোধ ও স্ফীতি দেখা যায়। এই ওষুধে ডিপথিরিয়া সারানো গেছে।

এই ওষুধের সাধারণ লক্ষণ বর্ণনায় রোগীর খিদেবোধ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি বিস্তারিতভাবেই বলা হয়েছে। সালফারের রোগী সাধারণত অজীর্ণের রোগী, প্রায় কিছুই তাদের হজম হয় না। সাধারণভাবে যে সব খাদ্য আমরা সচরাচর খাই তার কিছুই এই রোগীর সহ্য হয় না, সামান্য একটু স্বাচ্ছন্দ্য পেতে হলেও রোগীকে কেবলমাত্র সহজ পাচ্য খাদ্য খেতে হয়। খাবার সময় হবার আগে পেটে শূন্যতাবোধ সহ খিদেবোধ হতে থাকে, পাকস্থলীতে স্পর্শকাতরতা ও শূন্যতাবোধ দেখা দেয়। সালফারের রোগী কিছু না খেয়ে বেশী সময় থাকতে পারে না, খালিপেটে বেশীক্ষণ

থাকলে সে মূর্চ্ছাভাব ও দুর্বলবোধ করতে থাকে। সালফারের রোগী অল্প একটু খাবার পরেই তার পেটে খুববেশী ভারবোধ হতে থাকে ; মাংস অথবা অন্য যে সব খাদ্য হজম করার জন্য সুস্থ পাকস্থলী থাকা দরকার সেই সব খাদ্য গ্রহণে ভারবোধ খুববেশী হয়, পরে সে বেদনায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রোগী তার পাকস্থলীর ঐ বেদনাকে জ্বালা করা ও খুব টন্‌টনে ক্ষতের মত ব্যথা বলে বর্ণনা করে থাকে ; তার পাস্থলীতে দগ্‌দগে ও তীব্র বেদনাবোধ থাকে এবং রোগী তার পাকস্থলীর এই অবস্থাটাকে খাবার পরে বেদনা ও ভারবোধ বলে বর্ণনা করে থাকে। সালফারের পাকস্থলী দুর্বল ও পরিপাক ক্রিয়াতেও বিলম্ব হয়, অম্ল ও পিত্তবমি হতে দেখা যায়। পাকস্থলী থেকে উঠে আসা অম্ল থেকে রোগী মুখে টক স্বাদ পায়।

রোগীর যকৃত বা লিভারটিও খুব গোলযোগপূর্ণ একটি যন্ত্র। সেটিতে বড় হয়ে শক্তভাব সৃষ্টি হয়. সেই সঙ্গে খুব বেদনা, চাপবোধ ও অস্বাস্তিবোধ থাকে। লিভারের রক্তাধিক্যের জন্য পাকস্থলীতেও অনুরূপ অবস্থা দেখা দেয় বা বৃদ্ধি পায়। লিভারে পূর্ণতাবোধ, নিরেট ধরনের একটা কন্‌কন্‌ করা ব্যথারসঙ্গে জণ্ডিসের লক্ষণ দেখা দেয়। কিছুক্ষণ অন্তর পিত্তনালীর কাছে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা সহ পিত্ত-পাথরী হবার প্রবণতা দেখা দেয় সেই সঙ্গে রোগীর চেহারার বিবর্ণতা বা ফেককাশেভাবও বেড়ে যায়। সালফারের উপযোগী লিভারের রোগীর চেহারার বিবর্ণ বা ফেকাশেভাব একবার বেড়ে যায়, তারপর কমে, আবার বৃদ্ধি পায়। এই রোগীর ঠাণ্ডা লেগে গেলে সেটা তার লিভারে গিয়ে বসে যায়, ফলে স্নানের ফলে, আবহাওয়ার প্রতিটি পরিবর্তনে তার লিভারের উপসর্গ বেড়ে যায়, তার পিত্ত-বমি, পিত্তজনিত মাথাধরা হয় বলে রোগীর মল কখনো আলকাতরার মত কালো, কখনো কখনো ঘন ও সবুজ, আবার কখনো সাদাটে হতে পারে। লিভারের রক্তাধিক্যজনিত অবস্থায় রোগীর মনে ঐরূপ বিভিন্ন রঙ পর্যায়ক্রমে থাকতে দেখা যায় এবং শেষে পিত্ত-পাথরী দেখা দেয়।

সালফারের রোগী পেট ফাঁপা ও ফুলে ওঠায় খুব কষ্ট পায়, পেটের ভিতরে যেন পাকাতে থাকে ও ক্ষতের মত টন্‌ টন্‌ করে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দাঁড়ালেই তার মনে হয় যেন পেট থেকে অন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রাদি যেন নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে বা পড়ে যাচ্ছে। পেটে দগ্‌দগে অনুভূতি. টন্‌টনে ব্যথা, ফোলা ভাব ও জ্বালাবোধ থাকে, সেই সঙ্গে উদরাময়, দীর্ঘস্থায়ী পেট খারাপ অবস্থা দেখা দেয়। তারপর মেজেণ্ট্রিক গ্ল্যাণ্ডগুলিতে যক্ষ্মাজনিত গুটি বা টিউবারকল সৃষ্টি হতে পারে। পেটের উপরে উদ্ভেদ সৃষ্টি ও রাত্রিতে বিছানার গরমে সেগুলিতে খুববেশী চুলকানিবোধ হতে থাকে। পেটের দুইধারে হার্পিস জস্টার বা সিঙ্গল্‌স্‌ সৃষ্টি হয়ে ক্রমশ দেহটিকে যেন ঘিরে ধরে।

এই ওষুধের রোগীর পেটে খুব গ্যাস জমা বা ফ্লাটুলেন্সও দেখা দেয়, পেট খুব ফুলে যাওয়া, গড়্‌ গড়্‌ করা, খুব বায়ু নিঃসরণ ও উদ্গার উঠতে দেখা যায়। কখনো কখনো পেটে বায়ু আটকে থেকে কলিক বেদনাও দেখা দেয়। পেটে খুব

বেদনা ও জ্বালাবোধসহ সমগ্র অন্ত্রেই টনটনে ব্যথা ও শ্লেষ্মাজিত অবস্থা দেখা দেয়। পাতলা মল নির্গমনের সময় মলদ্বার হেজে যায় ও দগদগে হয়ে পড়ে ; নরম ও ভেজা ভেজা বায়ু নিঃসরণেও মলদ্বারে খুববেশী জ্বালাবোধ হয়, নিঃসরণের সঙ্গে অল্প একটু যে তরল মল বা শ্লেষ্মার মত রস বেরোয় তাতে মলদ্বারের কাছটা যেন আগুনে ঝলসে যাবার মত জ্বালা করে।

মল পাতলা জলের মত, সবুজ, শ্লেষ্মাযুক্ত, হলদে রক্তমেশানো ও হাজাকর হতে দেখা যায়। মলে দুর্গন্ধ থাকে, অনেক সময় সেই দুর্গন্ধ যেন সারা ঘরেও ছড়িয়ে থাকে এবং রোগীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে বলে মনে হয় যেন রোগী নিজেই নিজেকে নোংরা করে ফেলেছে।

এই ডায়রিয়া সাধারণত সকালের দিকে বেশী হয় এবং দুপুরে আগে পর্যন্ত চলে। সকালের দিকে রোগী বিছানা ছেড়ে পায়খানায় ছুটতে বাধ্য হয়, দ্রুত ছুটে যেতে না পারলে মল বেরিয়ে পড়ে ; তার পক্ষে মলের বেগ হলে সেটা কিছু সময়ের জন্যও ধরে রাখা সম্ভব হয় না। প্রধানত ভোরে বা সকালে পায়খানায় ছোটাটা এই ওষুধের বৈশিষ্ট্য হলেও মধ্য রাত্রির পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময়ই ডায়রিয়া দেখা দিতে ও দেখা যেতে পারে। দু'একটি ক্ষেত্রে বিকেলের দিকে সালফারের উপযোগী লক্ষণ সহ ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে, তবে সেটাকে ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে। সালফারের সাহায্যে নিরাময় করার উপযোগী ডায়রিয়া প্রধানত ভোরে বা সকালের দিকে হয়।

সালফার কলেরা এবং কলেরা সৃষ্টি হবার উপযোগী সময়ে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের ডায়ারিয়াতে খুবই ভাল ফল দিতে পারে, বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে ডায়রিয়া সকালের দিকে হয়। আমাশাতেও ওষুধটি খুব ভাল কাজ দিতে পারে ; রক্ত-মেশানো মল সহ খুব বেশী কোঁথানিভাব থাকতে পারে। **মার্কিউরিয়াসের** মতই রোগীকে অনেকক্ষণ মলত্যাগের জন্য বসে থাকতে হয়, কারণ তার মনে হয় যেন মল সবটা বেরোয়নি। অনেকক্ষণ ধরে কোঁথানির সঙ্গে মলত্যাগের পরেও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়নি, কিছুটা মল রয়ে গেছে, **মার্কিউরিয়াসের** এরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণ সালফারেও আছে এবং যে সব ক্ষেত্রে **মার্কিউরিয়াস** বিফল হয় সেইসব ক্ষেত্রে সালফার বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে। **মার্কিউরিয়াসের** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে সালফার এই ধরনের অবস্থায় খুব কার্যকরী হয়। মলত্যাগের জন্য খুববেশী বেগ ও কোঁথানি সহ মলে টাটকা লাল রক্ত পড়তে দেখা গেলে **মার্ক কর** সর্বাপেক্ষা দ্রুত রোগীকে আরাম দেবে। টেনেসমাস বা কোঁথানি অপেক্ষাকৃত কম এবং মূত্রবেগ কম থাকে সেই সব ক্ষেত্রে **মার্ক সল** বেশী ফলপ্রদ হয়। ডিসেণ্ট্রিতে এই ওষুধ অবশ্যই ব্যবহার্য।

এই ওষুধের রোগীর অর্শ সৃষ্টি হতে পারে। অভ্যন্তরস্থ অবস্থা বহিঃস্থ অর্শের বলী সহ বড় বড় থলো দেখা দেয়, খুব টনটনে ব্যথা, দগদগে ভাব, জ্বালা ও স্পর্শ-কাতরতা প্রভৃতির সঙ্গে পাতলা মল নির্গমনের সময় রক্তস্রাব ও তীব্র বেদনা হতে দেখা যায়।

প্রস্রাব সংক্রান্ত সব লক্ষণ, মূত্রথলী ও পুরুষদের যৌনযন্ত্রাদির বিষয়ে সালফারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মূত্রথলীর শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় মূত্রত্যাগে খুববেশী কোঁথানিভাব এবং প্রস্রাব করার সময় খুব জ্বালা ও বেদনা দেখা দেয়। জ্বালা ও বেদনা এত তীব্র হয় যে সেটা প্রস্রাব হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে। ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধ, আবিষ্কারক, দার্শনিক প্রভৃতি যাঁরা একা একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটান, যাঁদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে থাকে, প্রস্রাব করার সময় ও পরে যাঁদের ইউরেথ্রাতে জ্বালা সহ শ্লেষ্মাজনিত স্রাব অনেকটা গনোরিয়া স্রাবের মত দেখায় সেইসব ক্ষেত্রে সালফার উপযোগী। প্রস্রাবে শ্লেষ্মা, কখনো কখনো পুঁজ থাকে। গনোরিয়ার স্রাব বা গ্লীটে যখন সুনির্বাচিত ওষুধেও সামান্য একটু সাময়িক ফল দিয়ে আর কোন কাজে আসে না, ভগ্ন স্বাস্থ্য বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে সেই সব ক্ষেত্রে সালফারের উপযোগী ধাতুগত ও অন্যান্য লক্ষণ থাকলে ওষুধটি কার্যকরী হবে।

ডায়াবেটিসের প্রাথমিক অবস্থায় প্রস্রাবের 'সুগার' অবস্থা, সালফারে সারানো যায়। ঘুমের মধ্যে অসাড়ে প্রস্রাব বেরিয়ে পড়ে। 'ঠাণ্ডা' লাগার ফলে প্রস্রাবের উপসর্গ সৃষ্টি ; কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে ঠাণ্ডাটা মূত্রথলীতে গিয়ে আশ্রয় নিতে দেখা যায় এবং সেইজন্য প্রস্রাবে গোলযোগ সৃষ্টি হলে সালফারে সেটা সারানো যায়। এই লক্ষণটি **ডালকামারার** মত হলেও যে সব ক্ষেত্রে **ডালকামারায়** কাজ দেয় না অথবা প্রাথমিক অবস্থায় ঐ ওষুধে কিছুটা ভাল ফল দিলেও পরবর্তী ওষুধ হিসাবে সালফার ঐ অবস্থাটা সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করতে পারে। প্রস্রাবের সময় একনাগাড়ে বেদনা, জ্বালাবোধ প্রভৃতি প্রস্রাবের পরেও অনেকক্ষণ ধরে থাকলে সালফার বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

যৌন যন্ত্রাদিতে নানা ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হয়। খুববেশী চুলকানিবোধ থাকে এবং বিছানার উষ্ণতায় চুলকানিবোধ খুববেশী বেড়ে যায় ; যৌনাঙ্গে খুব ঘাম হয়, শীতলবোধ হতে দেখা যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতা অবস্থা দেখা দেয় ; যৌন ইচ্ছা বা কামশক্তি খুববেশী থাকে কিন্তু সঠিকভাবে লিঙ্গোদ্গম হয় না, অথবা যৌন সঙ্গম সম্পূর্ণ হবার আগেই বীর্যপাত হয়ে যায়। পেনিসের 'গ্ল্যানস্' ও 'ফোরস্কিন' অংশে প্রদাহ, চুলকানিবোধ ও জ্বালা দেখা দেয়। যৌনাঙ্গে উদ্ভেদ ও চুলকানিবোধে রোগী খুব বিরক্তিবোধ করে। 'প্রিপিউস' পুরু হয়ে যায় এবং সেটা 'গ্ল্যানস্' থেকে সারানো যায় না ; প্রদাহযুক্ত ফাইমোসিস সৃষ্টি হয় ; প্রিপিউস পুরু হয়ে যায়, গ্ল্যানস্-এর উপর থেকে সেটার সরে যাবার ক্ষমতা কমে যায়। যেসব গোলযোগে ফাইমোসিস সৃষ্টি হয় সেইসব গোলযোগ সেরে যাবার মত অবস্থায় থাকলে, প্রদাহজনিত ফাইমোসিস ওষুধে সারানো যেতে পারে। ওষুধের সাহায্যে জন্মগত ফাইমোসিস সারানো যাবে না। সালফারের রোগীর যৌনাঙ্গে দুর্গন্ধ থাকে এবং রোগী নিজেও সেই দুর্গন্ধ পায়, রোগীকে অপরিচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়, সে ভালভাবে স্নান করে না, ফলে তার যৌনাঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই ক্লেদ জমে, দুর্গন্ধ হয়। মলত্যাগ করবার সময় প্রস্টেট-রসক্ষরণ হতে দেখা যায়।

মহিলাদের যৌন যন্ত্রাদির উপসর্গের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব একটি। মাসিক ঋতুস্রাবে অনিয়মে সামান্য কোন গোলযোগেই ঋতুস্রাব দমিত হয়ে পড়ে। ঋতুস্রাবের সঙ্গে রক্তস্রাব, জরায়ু থেকে দীর্ঘদিন স্থায়ী রক্তস্রাব হতে দেখা যায়।

অ্যাবরসন বা গর্ভস্রাবের ক্ষেত্রে হয়ত **বেলেডোনা** নির্বাচন করা হল, যেটা অ্যাবরসন হবার সময় রোগিণীর পক্ষে উপযোগী ছিল এবং তাতে বর্তমান অবস্থাটা হয়ত সাময়িকভাবে দূর করা সম্ভব হয়েছে অথবা হয়ত **এপিস** বা **স্যাবাইনা** অ্যাবরসনের প্রাথমিক অবস্থায় উপযোগী ছিল এবং ঐ ওষুধ প্রয়োগে সেই সময় হয়ত রক্তস্রাব সাময়িকভাবে বন্ধ করা গেছে, অথবা ভ্রূণটা হয়ত ঐ ওষুধ প্রয়োগের পরে দ্রুত বেরিয়ে গেছে; কিন্তু তার পরে আবার রক্তস্রাব আরম্ভ হয়ে যায় ও তার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী নানা গোলযোগ দেখা দেয়। ঐ সব ক্ষেত্রে সালফার প্রয়োগ না করলে কিছুই আর করা যায় না। লক্ষণগুলি যদি ঠিকভাবে প্রকাশিত না হয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকে তা হলে সেক্ষেত্রে সালফারের মূল্যটা বিশেষভাবে বোঝা যাবে। উপযুক্ত লক্ষণে **বেলেডোনা** প্রয়োগের পরে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পরে সালফার দিতে হয়। খুববেশী তোড়ে ভয়াবহ রক্তস্রাবে **স্যাবাইনা** প্রয়োগের পরেও সালফার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যখন কোন দীর্ঘস্থায়ী ও পুরানো রক্তস্রাব পুনঃ পুনঃ দেখা দেয়, সেই ক্রনিক অবস্থার প্রাথমিক ও খুববেশী প্রবল অবস্থায় বা খুব তোড়ে যখন রক্তস্রাব হতে থাকে সেই সময়ের অবস্থাটা বাদ দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও পুরানো রক্তস্রাব যখন বার বার ফিরে ফিরে আসতে দেখা যায় সেই অবস্থায় যে দুটি ওষুধ সবচেয়ে উপযোগী তারা হচ্ছে সালফার ও **সোরিনাম**। সাধারণ সব উপযোগী ওষুধ প্রয়োগ সত্ত্বেও রক্তস্রাব চলতেই থাকে। এইরূপ রক্তস্রাব হওয়া ধাতুগত বিষজনিত কারণেই ঘটে; হামজ্বর, স্কারলেটজ্বর বা বসন্তরোগের ক্ষেত্রে যেমন অ্যাকিউট অবস্থাটাই প্রধান ও প্রবলভাবে দেখা দেয় এবং ঐসব রোগের প্রাবল্য শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক উপসর্গ দেখা দেয় না, রক্তস্রাবের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না; কারণ হামজ্বর, বসন্ত ইত্যাদি কোন ধাতুবিষজনিত কারণে হয় না কিন্তু রক্তস্রাবের মূল কারণটা ধাতুবিষ বা মায়াজম, সেইজন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সব লক্ষণ একই সঙ্গে দেখা না দিয়ে ধাপে ধাপে, একটু একটু করে বেরোয়। কাজেই রক্তপাতের প্রাথমিক ও প্রবল অবস্থায় ক্ষণস্থায়ীভাবে কার্যকরী **বেলেডোনা, অ্যাকোনাইট** প্রভৃতিতেই ভাল ফল দেয়, কিন্তু তার পরবর্তী অবস্থার জন্য কোন একটি উপযোগী ধাতুগত ওষুধের খোঁজ করতে হবে যেটি **অ্যাকোনাইট** অথবা **বেলেডোনা** প্রভৃতির মত অ্যাকিউট ওষুধের পরবর্তী হিসাবে ভাল ফল দিতে পারে, এবং সাধারণত সালফারই ঐ ধরনের অবস্থায় বেশী উপযোগী হতে দেখা যায়।

সালফারের উপযোগী মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুবন্ধ বা ক্লিমেকটারিক হবার কালে যেমন হতে দেখা যায় সেইরূপ লক্ষণে এই ওষুধের সঙ্গে **ল্যাকেসিস** ও **সিপিয়া** তুলনীয়। অল্পবয়সী যুবতীদের তীব্র ধরনের ডিসমেনোরিয়াতে, এমনকি বেশী বয়সের মহিলাদের খুববেশী কষ্টদায়ক ঋতুস্রাব হতে দেখা গেলে সালফার ও

সিপিয়া উপযোগী হয়ে থাকে। ঋতুস্রাবে খুববেশী বেদনা ও কষ্টদায়ক অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে, ঋতুস্রাব দেখা দেবার সময় থেকেই ঐরূপ কষ্ট যে সব মহিলার থাকে তাদের জন্য সালফার প্রয়োজন। কেবলমাত্র বেদনার ধরন বা প্রকৃতি, জরায়ুর অনুভূতিপ্রবণতা, রক্তস্রাবের চেহারা অর্থাৎ 'পেলভিস' লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করে ওষুধ নির্বাচন করলে ভুল হবে। সামগ্রিকভাবে রোগিণীর সব লক্ষণ বিচার করে, এমনকি সাধারণ লক্ষণ 'পেলভিক' লক্ষণের বিরোধী হলেও সেই ওষুধ নির্বাচন করতে হয়; সাধারণত ধাতুগত লক্ষণে সালফার উপযোগী হলে, পেলভিক লক্ষণে সাদৃশ্য না থাকলেও সালফার ডিসমেনোরিয়া সারাতে পারবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলি প্রধানরূপে দেখা দেয় এবং আধিপত্য বিস্তার করে থাকে।

সালফারের রোগিণীর ভ্যাজাইনাতে ভয়াবহ জ্বালাবোধ থাকতে পারে। ভালভায় খুব কষ্টদায়ক চুলকানিবোধ থাকে। যৌনাঙ্গ থেকে খুববেশী দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। যৌনাঙ্গ থেকে প্রচুর পচাটে গন্ধযুক্ত ঘাম গড়িয়ে ঊরু বেয়ে নামে, উপরে পেট পর্যন্তও ঐরূপ ঘাম হতে দেখা যায়। রোগিণীর নিজের দেহের নিজে দুর্গন্ধ পায় ও সেটাতে রোগিণী নিজেই গা-বমিভাব বোধ করে। এই দুর্গন্ধ থাকার কথাটা সত্য, রোগিণীর কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ, জ্বালাকর লিউকোরিয়া দেখা দেয়; সেই স্রাব হলদেটে বা সাদাটে হতে পারে কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত ও হাজাকর থাকে; ঐ স্রাব যেখানে লেগে যায় সেখানেই চুলকানিবোধ সহ হেজে যেতে দেখা যায়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অথবা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার কেবলমাত্র প্রথম দিকে খুববেশী গা-বমিভাব থাকতে দেখা যায়। সালফারের উপযোগী মহিলাদের ঐ গা-বমিভাব সালফ্যরে দূর করা যায় এবং ঐ সব মহিলা স্বাভাবিকভাবে, কম বেদনাযুক্ত জরায়ুর সংকোচন দ্বারা সন্তান প্রসবে সমর্থ হবে। শিশুর মাথার চাপে যে বেদনা হবে, কেবলমাত্র ততটুকু বেদনাই তাকে সহ্য করতে হয়। আমরা জানি যে প্রসবকালে রোগিণীকে তীব্র বেদনা সহ্য করতে হয় কিন্তু পূর্বাহ্নে উপযুক্ত ওষুধটি প্রয়োগ করতে পারলে সেই মারাত্মক কষ্টকর বেদনা অনেকটাই লাঘব করা যায়। দীর্ঘস্থায়ী কষ্টসহ প্রসব, ভয়াবহ বেদনার ভয়, প্রসবান্তিক কষ্ট বা গোলযোগ পূর্ণ 'আফটার পেইন', স্তন গ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ প্রভৃতি অবস্থায় সালফার উপযোগী।

সালফারে রক্তদূষণজনিত অবস্থা, পুঁজের মত ঘন লোচিয়া স্রাব হওয়া অথবা ঐ স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ বা দমিত হতে দেখা যেতে পারে। একজন রোগিণীকে দেখতে গিয়ে হয়ত দেখা গেল যে প্রসবের পরে তৃতীয় দিনে রোগিণীর শীতভাব বা কম্প দেখা দিয়েছে, তার লোচিয়া স্রাব বন্ধ বা দমিত হয়ে গেছে, মহিলার খুববেশী জ্বর দেখা দিয়েছে এবং তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বত্র ঘাম হচ্ছে। রোগিণীর দেহের ঢাকা চাদরটার তলায় হাত ঢুকিয়ে তার দেহের উত্তাপ কতটা বেশী সেটা দেখতে গেলে চিকিৎসকের মনে হবে যেন খুব গরম বাষ্প দেহ থেকে বেরোচ্ছে; দেহ এত বেশী উত্তপ্ত থাকে যে চিকিৎসক হাত সরিয়ে নিতে চান। রোগিণী হয়ত হতচেতন ভাবে

পড়ে থাকে এবং তার পেটে খুববেশী স্পর্শকাতরতা থাকতে দেখা যায়। এই রোগিণীকে দেখে বোঝা যাবে যে তার লোচিয়া স্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে পিওরপেরাল ফিভার বা প্রসবান্তিক রক্তদূষণজনিত জ্বর দেখা দিয়েছে। ঐরূপ অবস্থায় **অ্যাকোনাইট, ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা, ওপিয়াম** প্রভৃতি ওষুধের খোঁজে না থেকে সালফার বিশেষভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। ঐরূপ অবস্থায় সালফারের বদলে অন্য ওষুধ প্রয়োগ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হতে হয়, কিন্তু সালফারে ঐ ধরনের অবস্থার পিওরপেরাল ফিভার অনেকক্ষেত্রেই সারানো গেছে। স্তনগ্রন্থির প্রদাহ বা দুধ-জ্বর অবস্থার মত অ্যাকিউট উপসর্গে **অ্যাকোনাইট** বা অনুরূপ ক্ষণস্থায়ীভাবে কার্যকরী ওষুধে খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে কিন্তু রক্তদূষণজনিত অবস্থায় শীতভাব, খুববেশী জ্বর, প্রচুর ঘাম হওরা প্রভৃতি লক্ষণে সালফার খুব ফলপ্রদ হয়ে থাকে; দেহের গভীরে উপসর্গটির মর্মমূলে গিয়ে ওষুধটি কার্যকরী হয়ে সেটিকে দূর করতে সমর্থ হয়। যখন পায়ের পাতায় খুব জ্বালাবোধ থাকে, পাকস্থলীতে খুব খিদেবোধ; রাত্রি-কালীন উপসর্গ বৃদ্ধির লক্ষণ, তলিয়ে যাবার মত ও অবসন্ন হয়ে পড়ার মত অবস্থা সহ সারা দেহ থেকে যেন একটা গরম ভাপ বেরোচ্ছে এরূপ অনুভূতি ও একের পর এক ঝলকানিবোধ হতে থাকে তখন সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সালফার প্রয়োগ করতে হবে। আবার, অপর পক্ষে, ঐরূপ অবস্থায় যদি গরম ঘাম ও তার সঙ্গে একের পর এক ভাবে কম্প হয়ে চলে, সাধারণ অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে ঐ কম্প এমনভাবে যদি চলতে থাকে যে মনে হয় তার আর শেষ হবে না সেক্ষেত্রে **লাইকোপোডিয়াম** না প্রয়োগ করলে চলবে না। **লাইকোপোডিয়ামও** সালফারের মতই গভীরভাবে কার্যকরী হয়। যেসব ক্ষেত্রে একনাগাড়ে অল্প অল্প শীতভাব ও অল্প অল্প কাঁপুনি সারা দেহেই অনুভূত হতে থাকে, সেই সঙ্গে নাড়ীর গতি ও দেহের উত্তাপের পারস্পরিক সম্পর্কে বিভিন্নতা দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে **পাইরোজেন** প্রয়োগ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। যদি সারা দেহ বেগুনী বর্ণের মত হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে সারা দেহে শীতল ঘাম, রেমিটেন্ট বা ইন্টারমিটেন্ট জ্বর সহ শীতভাব, শীতাবস্থায় পিপাসাবোধ, কিন্তু অন্য কোন সময় পিপাসা না থাকে, শীতাবস্থায় মুখমণ্ডল যদি লালচে, রক্তোচ্ছ্বাসের মত অবস্থা দেখা দেয় তা হলে সেক্ষেত্রে **ফেরামই** উপযোগী ওষুধ হবে। যে সব ক্ষেত্রে দেহের একটা পাশ গরম এবং অন্য পাশটা শীতল থাকে এবং রোগিণী ক্রন্দনশীলা প্রকৃতির হয়, ভয়ের সঙ্গে কাঁপুনি, স্নায়বিক উত্তেজনা ও অস্থিরতা থাকতে দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে **পালসেটিলা** প্রয়োগ করতে হবে, কেন না ঐ ওষুধটিরও রক্তদূষণজনিত অবস্থা সৃষ্টি ও দূর করার ক্ষমতা আছে।

কোন অপারেশন, বা সার্জারীর পরে জ্বর হয়ে এই ধরনের উত্তাপের ঝলকানি ও উত্তপ্ত বাষ্পের মত ঘাম হতে দেখা গেলে সালফার উপযোগী হবে।

এইরূপ গভীর মূল রক্তদূষণ বা সেপটিক অবস্থায়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই হয়ত সালফার প্রয়োজনীয় হতে দেখা যাবে। ঐরূপ রক্তদূষণের প্রাথমিক অবস্থায় **ব্রায়োনিয়ার** মত কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যেতে পারে, কিন্তু **ব্রায়োনিয়া** ঐরূপ অবস্থায়

বিশেষ কার্যকরী হয় না। মনে রাখা দরকার যে ঐরূপ রক্তদূষণজনিত অবস্থা বেশী সময় চলতে দিতে পারা যায় না, **ব্রায়োনিয়া** প্রয়োগে সাময়িকভাবে একটু ফল পাওয়া গেলেও বেশী বিলম্ব হয়ে যাওয়ায় সালফারে ভাল পাবার সময় আর থাকে না। **ব্রায়োনিয়ার** বদলে ঐরূপ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই সালফার প্রয়োগ করতে হবে। আর একটা কথা, সালফারে প্রয়োগে বিলম্ব বা ভুল হলেও ঐরূপ অবস্থাটাকে সালফার সহজ করে আনে, কখনো নষ্ট করে দেয় না, বরং নতুন করে ওষুধ প্রয়োগের সুযোগ এনে দেয়। এই ওষুধটি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উপসর্গটিকে সহজতর করে আনে এবং মানসিক ও স্নায়বিক কিছু কিছু উপসর্গ থেকে গেলেও রক্তদূষণের অবস্থাটা আয়ত্তে এসে যায়। অন্য কোন ওষুধ প্রয়োগের মত লক্ষণ পাওয়া না গেলে অনেক ক্ষেত্রে প্রথমেই সালফার প্রয়োগে পরবর্তী ওষুধ প্রয়োগের পথ সহজতর হয়ে ওঠে।

এই ওষুধটিতে শ্বাসক্রিয়ার নানা ধরনের কষ্ট, অল্প পরিশ্রমেই হাঁপ ধরা, প্রচুর ঘাম হতে দেখা যায় ; রোগী খুববেশী ক্লান্তি বোধ করে ; হাঁপানির মত শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে বুকে খুব ঘড়্ঘড়্ শব্দ শোনা যায়। যখনই রোগীর 'ঠাণ্ডা' লাগে তখনই সেটা তার বুক বা নাকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঐরূপ অবস্থায় শ্লেষ্মাজনিত উপসর্গ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, মনে হয় যেন কোনদিন আর ঐ শ্লেষ্মাজনিত অবস্থাটার শেষ হয়ে না। প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগলেই হাঁপানির টান আরম্ভ হয়ে গেলে **ডালকামারা** উপযোগী, তবে প্রায়ই ঐ হাঁপানির কষ্টের রেশ একটুখানি থেকে যেতে দেখা যায় এবং সেক্ষেত্রে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল কোন ওষুধের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। **ডালকামারার** কার্যকারিতা শেষ হলে তার পরিপূরক ওষুধ হিসাবে সালফার ফলপ্রদ হয়। **ডালকামারার** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে **ক্যালকেরিয়া কার্বেরও** অনুরূপ কার্যকারিতা দেখা যাবে।

নাক, বুকের ভিতরের অংশ ও ফুসফুসে স্থানীয়ভাবে নানা ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রোগীর নিউমোনিয়া হয়ে যাবার পরে, **ব্রায়োনিয়া** প্রয়োগে উপসর্গের ভয়াবহ অবস্থাটা সামাল দেবার পরে রোগীর ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠার কথা কিন্তু যদি দেখা যায় যে রোগীর সেভাবে উন্নতি হচ্ছে না, তার সারা দেহে খুব ঘাম হয়, সে যদি খবে ক্লান্তিবোধ করে এবং রোগীর বুকের ভিতরে ভারবোধের মত অদ্ভুত একটা অনুভূতি সৃষ্টি হয়, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে যদি উত্তাপের ঝলকানি বোধ থাকে কিন্তু জ্বর যদি বেশী না থাকে এবং কখনো কখনো উত্তাপের ঝলকানি ও শীতলতাবোধ পর্যায়ক্রমে দেখা দেয় সেক্ষেত্রেও সালফার উপযোগী হবে। ঐরূপ অবস্থায় রোগী তার বুকের ভিতরে সবসময়ই একটা ভারীবোধ করতে থাকে, কিছুতেই যেন সেই অনুভূতিটা যেতে চায় না। হেপাটাইজেসনের এই অবস্থায় **ফসফরাস, লাইকোপোডিয়াম** এবং সালফারের মত ওষুধের প্রয়োজন হয় এবং ঐ ওষুধগুলির মধ্যে সালফারই অগ্রগণ্য। প্রাথমিক লক্ষণগুলির জন্য **ব্রায়োনিয়া** অথবা **অ্যাকোনাইট** যেখানে ভাল ফল দিয়েছে কিন্তু হেপাটাইজেসন অবস্থার জন্য ঐ ওষুধগুলি যথেষ্ট

নয় ; ছোট একটু জায়গায় যদি ঐ হেপাটাইজেসন সীমিত থাকে ও দীর্ঘস্থায়ী হয় তা হলে সালফার সেটা দূর করতে সক্ষম হবে। যদি দুটি ফুসফুসই আক্রান্ত হয় অথবা হেপাটাইজেসন অবস্থা ফুসফুসের অনেকটা অংশে যদি ছড়িয়ে যায় এবং যে ওষুধ ঐ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটা ঐ অবস্থাকে যদি আয়ত্তে আনার পক্ষে যথেষ্ট না হয়ে থাকে তা হলে ঐ অবস্থাটা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠতে থাকবে এবং হঠাৎই হয়ত রাত ১টা, ২টা বা ৩টার সময় রোগীর নিমজ্জমান অবস্থা দেখা দেবে, তার নাক একেবারে কুঁচকে যাবে, তার ঠোঁট কুঁকড়ে যেন ভিতরে ঢুকে যাবে, তার চেহারায় একটা মৃতের মত কুৎসিত ভাব ফুটে উঠবে, দেহ ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে যেতে থাকবে, সে এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়বে যে একটুও নড়া-চড়া করতে পারবে না, কেবল মাত্র তার মাথাটা অস্থিরভাবে নড়াতে থাকবে। ঐরূপ অবস্থার একডোজ **আর্সেনিকাম** প্রয়োগ না করলে ঐ রোগী মারা যাবে। **আর্সেনিকাম** ঐ অবস্থায় ভাল ফল দিলেও প্রদাহের পরবর্তী অবস্থাটা আয়ত্তে আনার ক্ষমতা **আর্সেনিকামের** নেই তবে হেপাটাইটজেসন অবস্থাটা সারাতে না পারলেও ঐ ওষুধটি উত্তেজকের কাজ করে রোগীর জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে এবং রোগীর মনে সে যে ক্রমশ ভাল হয়ে উঠছে এই বোধটা এনে দেয় ; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ঐ অবস্থায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ওষুধটি দিতে না পারলে পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রোগী মারা যাবে। কাজেই ঐ অবস্থায় আর একটুও দেরী না করে **আর্সেনিকের** স্বাভাবিক পরিপূরক ওষুধ হিসাবে রোগীকে সালফার প্রয়োগ করতে হবে। এমন কিছু কিছু সময় দেখা দিতে পারে যখন **আর্সেনিকামের** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে **ফসফরাস** প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। যে সব ক্ষেত্রে **আর্সেনিকামে** মারাত্মক অবস্থাটা সামাল দেবার পরে জ্বর দেখা দেয়, জ্বরের খুব উত্তাপের সঙ্গে তীব্র পিপাসা দেখা দেয় এবং রোগীর মনে হয় যে জলটা বরফের মত ততটা শীতল নয় সেক্ষেত্রে **আর্সেনিকামের** পরবর্তী ওষুধ হিসাবে **ফসফরাস** অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে **ফসফরাস** অন্যক্ষেত্রে সালফার যেমন কার্যকরী হয় ততটাই ফলপ্রদ হবে। রোগী নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার পর থেকেই একটা ক্রনিক ধরনের কাশি চলতে থাকলে তারপরে একটা শীতভাব দেখা দিতে পারে যেটা হেপাটাইজেসনেরই ফলশ্রুতি, কারণ, হেপাটাইজেসনের অবশিষ্টাংশটা প্রকৃতি সারাতে পারেনি এবং তার ফলে ফুসফুসে কিছুটা রসক্ষরণ বা ইনফিলট্রেশন হয়। যদি ঐ অবস্থাটা চলতে দেওয়া হয় তাহলে শ্লেষ্মাজনিত যক্ষ্মা দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের হাঁপানির মত অবস্থাও দেখা দিতে পারে। ঐসব ধরনের উপসর্গে প্রায় ক্ষেত্রেই সালফার উপযোগী হয় ; ঐ ওষুধটি ফুসফুসকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও সুস্থ করে তুলতে পারে, যেটা প্রকৃত উপসর্গটি দেখা দেবার সময় করা হয়নি।

সালফারে ব্রঙ্কাইটিস সারে। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে এই ওষুধে হাঁপানির মত লক্ষণসহ ব্রঙ্কাইটিস সারানো যায়। সালফারে তীব্র ধরনের কাশিতে রোগীর মনে হয় যেন তার মাথাটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাবে, কাশিতে রোগীর মাথায় প্রচণ্ড

ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ হয়। গয়েরের সঙ্গে রক্ত ওঠে, ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠে এবং এই সব অবস্থায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, এবং যখন পর্যন্ত খুব বেশী যক্ষ্মাজনিত ক্ষরণ ফুসফুসে জমে না, কেবলমাত্র তার সূত্রপাত ঘটে সেই অবস্থায় সালফার কার্যকরী হতে পারে; যে সব দুর্বল, শীর্ণ চেহারার লোকের বংশগত ভাবে যক্ষ্মা রোগ সৃষ্টি হয় এবং তার সঙ্গে পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধের সঙ্গে খুব খিদেবোধ থাকে, মাথার তালুতে উত্তাপবোধ থাকে এবং বিছানার উষ্ণতায় অস্বস্তি-বোধ হতে থাকে তাদের দেহে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভেদ দেখা দিলে তারা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের ত্বকে কোন উদ্ভেদ থাকে না কাজেই তারা কোন আরামও বোধ করে না। এ সবই তার দেহের গভীরে গিয়ে তাকে আরও রুগ্ণ করে তোলে। এই সব ক্ষেত্রে সালফার রোগীর প্রাণশক্তি জাগিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলতে পারে। সালফারে টিসুতে পুঁজ সৃষ্টি করা, ছোট আকারে নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে যেখানে যক্ষ্মার গুটি বা টিউবারকল্ আছে সেগুলিকে পাকিয়ে, পুঁজ সৃষ্টি করে বার করে দেয়। যে সব কোষ বা টিসু তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া চালিয়ে যেতে অসমর্থ হয়ে পড়ে সালফার সেগুলি পুঁজে পরিণত করে দেহ থেকে দূর করে দিতে পারে।

পিঠে সালফারে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, বসা অবস্থা থেকে উঠতে গেলে পিটে বেদনা দেখা দেয়, এবং তার ফলে রোগী হাঁটার সময় বেঁকে, কুঁজো হয়ে চলতে বাধ্য হয় এবং কিছুক্ষণ নড়াচড়া, চলা-ফেরা করার পরে তবেই সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারে। লাম্বো-সেক্রাল অংশেই প্রধানত বেদনাটা দেখা দেয়।

হাত-পা প্রভৃতি অংশ উদ্ভেদে ভরে থাকে। হাতের পিছনে ও আঙ্গুলের ফাঁকে, কোন কোন ক্ষেত্রে হাতের তালুতেও উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; ফোস্কা ও মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদে খুব চুলকায়; পুঁজযুক্ত ফোস্কা, ফোড়া ও ছোট ছোট অ্যাবসেস, অসমান চেহারার ইরিসিপেলাসের মত উদ্ভেদ হাত-পায়ের ে. নে-সেখানে দেখা যেতে পারে; ত্বকে একটা অপরিচ্ছন্ন, নোংরাভাব থাকে। বিছানার উষ্ণতায় ত্বকে চুলকানি-বোধ দেখা দেয়। অস্থি-সন্ধি বড় হয়ে ফুলে থাকে। বাতের উপসর্গে জয়েন্টে শক্ত বা আড়ষ্টভাব, হাঁটুর পিছনের খাঁজে টান্‌টান্ বোধ, টেন্ডনে টান্‌বোধের সঙ্গে বাত বা গেঁটেবাতের লক্ষণ থাকে। পা ও পায়ের তলায় খিঁচ্ ধরা, বিছানায় শোয়া অবস্থায় পায়ের তলায় জ্বালাবোধ সেদুটি ঠাণ্ডা রাখার জন্য বিছানার বাইরে রাখা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেত পারে। পায়ের তলায় জ্বালা, চুলকানিবোধ, খিঁচ্‌ধরা ব্যথা দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ের তলা একবার শীতল, তার পরে জ্বালা করা এরূপ পর্যায়ক্রমে দেখা দিতে পারে। পায়ে শীতলতাবোধে কষ্ট দেখা দেয় কিন্তু বিছানায় যাবার পরে সেগুলিতে এত বেশী জ্বালাবোধ হতে থাকে যে রোগী পাদুটি বিছানার বাইরে রাখতে বাধ্য হয়।

সালফারের রোগীর ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং একটুতেই পেকে যায়; সামান্য

একটা চোঁচ বা কাঠির টুকরোতে ত্বকে খোঁচা লাগলেও সেখানটা পেকে ওঠে ও ক্ষত সৃষ্টি হয়, সারাতে বিলম্ব হতে দেখা যায়। **হিপারের** মতই সামান্য একটু কাঁটা ফুটলেই সেখানটা পেকে ওঠে।

সালফারের উদ্ভেদ এত বেশী বিভিন্ন ধরনের হয় যে তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। সব ধরনের উদ্ভেদই হতে পারে, তবে তাতে একটা বৈশিষ্ট্য আছে :— সব উদ্ভেদেই জ্বালা, হুল বেঁধার মত ব্যথা, চুলকানিবোধ ও বিছানার উষ্ণতায় বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। ত্বক অমসৃণ কর্কশ ও অস্বাস্থ্যকর থাকে। মুখমণ্ডলে প্রচুর কালো কালো মাথাযুক্ত উঁচু হয়ে থাকা ব্রণ, বয়ঃব্রণ, ফুস্কুড়ি, পুঁজযুক্ত ফোস্কা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। সালফারে দেহের সর্বত্রই ফোড়া, অ্যাবসেস, ছাল ওঠার মত উদ্ভেদ, জলপূর্ণ ফোস্কার মত উদ্ভেদ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং সেসব উদ্ভেদেই জ্বালা ও হুল বেঁধার মত ব্যথা থাকে।

সালফিউরিক অ্যাসিড
(Sulphuric Acid)

দেহের সর্বত্র এবং হাত-পায়ে এক ধরনের মৃদু কম্পন বা শিহরণের অনুভূতি হলেও কোনওরূপ কাঁপুনি চোখে না পড়া সালফিউরিক অ্যাসিডের-এর একটি খুব বড় লক্ষণ, বিশেষত যদি এর সঙ্গে দীর্ঘদিন স্থায়ী দুর্বলতা থাকে। অবসন্নতা, উত্তেজনাপ্রবতা এবং ব্যস্ততার অনুভূতি সব সময়ই থাকতে দেখা যায়। অনেক উপসর্গের সঙ্গেই রক্তপাত ঘটার প্রবণতা থাকে। দেহের বিভিন্ন নির্গমন মুখ থেকে কালচে তরল রক্ত বেরোতে দেখা যায়। ছোট ছোট লালচে দাগ দ্রুত বড় হয়ে উঠে পারপিউরা হেমারেজিকার চেহারা নেয়। সামান্য আঘাতেই ত্বকে নীলচে কালো দাগ সৃষ্টি হয়। আঘাত লাগার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্বকে ট্রাউট মাছের মত রক্ত রাঙা দাগ ফুটে উঠতেও দেখা যায়। সেখান থেকে অল্পেতেই ছাল উঠে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ফোড়া, বেডসোর প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বৃদ্ধদের নানা ধরনের উপসর্গের লক্ষণ এই ওষুধে দেখা যায়। সকালের দিকে উপসর্গ বৃদ্ধিও এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ। রোগী ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল থাকে এবং শীর্ণ হয়ে পড়ে। বেদনায় থেঁতলে যাওয়া, জ্বালা করা, ছিঁড়ে যাওয়া, সুচ বেঁধানো ঝিলিক দেওয়া এবং ঝাকুনি লাগার মত বোধ থাকে। বেদনা ধীরে ধীরে আসে কিন্তু খুব দ্রুত চলে যায়। স্রাব কালচে, পাতলা রক্ত অথবা রক্তের ছিঁটে যুক্ত থাকে; অথবা পাতলা, হলদে এবং রক্তমেশানো হতে দেখা যায়; স্রাব হাজাকর হয়ে থাকে। খাবার পরে ঘাম হয়। লক্ষণগুলি দেহের ডানদিকেই বেশী সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অনেক সময় **হিপারের** মত দেহে টকগন্ধযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে ওষুধটি উপযোগী হয় এবং **হিপারের** মতই শিশুটি শীতকাতর ও স্পর্শকাতর থাকে। যদি শীতকাতরভাবটা সেরে যায় তা হলে অনেক সময় ঐ শিশুর অন্যান্য উপসর্গ খুব বৃদ্ধি পায় তখন

এই ওষুধের অ্যান্টিডোট ও পরিপূরক ওষুধ হিসাবে **পালসেটিলা** প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়।

দেহ ও মনের অবসাদ ও সেই সঙ্গে নিদারুণ বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় রোগী প্রায় সব সময় কান্নাকাটি করে কিছুতেই তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। সামান্য কারণেই সে রেগে যায়, খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে। সে বেশী তাড়াতাড়ি খেতে বা কাজ করতে পারে না। কোন কাজ করতে পারে না। কোন কাজ করতে গেলে অথবা কোথাও যাবার জন্য তৈরী হ'তে হলে সে এত ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পড়ে যে কারও কাজকর্মই তার পছন্দ হয় না। সে চায় যে সবই সঙ্গে সঙ্গে যেন করে ফেলা হয়। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় অনিচ্ছা থাকে; অস্থিরচিত্ততা দেখা যায়।

বন্ধ ঘরে থাকলে মাথা ঘোরে; খোলা হাওয়ায় হাঁটা-চলা করলে রোগী ভালবোধ করে, শুয়ে থাকলে এই রোগী ভালবোধ করে বলে অনেক সময় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

কপালে টান্‌ টান্‌ বোধের সঙ্গে কোরাইজা বা সর্দি হতে দেখা যায়।

মস্তিষ্ক যেন আলগা হয়ে গেছে এবং রোগী যে পাশ ফিরে শুয়ে আছে সেই দিকে যেন মস্তিষ্ক ঝুলে পড়েছে বলে মনে হতে থাকে, উঠে চুপচাপ, শান্তভাবে বসে থাকলে সেটা কমে যায়; হাঁটা-চলা করলে বৃদ্ধি পায়। রক্ত যেন প্রবল বেগে মাথার দিকে বয়ে চলে, সেই সঙ্গে পায়ের দিকটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। কপাল ও মাথার দুইপাশে টেম্পল অংশে বৈদ্যুতিক শক্‌ লাগার মত বোধ দুপুরের পূর্বে এবং সন্ধ্য দিকে বিশেষভাবে হতে দেখা যায়। খুব জোরে আঘাত করে মাথার খুলির ধ্য যেন একটা প্লাগ বা গোঁজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। মাথার যা ধীরে ধীরে আরম্ভ হয় কিন্তু হঠাৎ সেটা মিলিয়ে যায়। দুর্বল প্রকৃতির লোকের ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা বা মাথাধরা দেখা দেয়। সিফিলিসে যেমন হতে দে যায় তেমনি ধরনের অত্যানুভূতি পেরিঅস্টিয়ামে বোধ হয়ে থাকে। চুল উঠে যায় থবা তাড়াতাড়ি পেকে যায়। স্ক্যাল্পে ক্ষত সৃষ্টি হয় ও খুববেশী অনু তিপ্রবণ ভেদ সৃষ্টি হয়। পড়াশোনা করতে গেলে চোখ থেকে জল পড়ে। চোখে ক্রনিক নের প্রদাহের সঙ্গে শিরা ফুলে থাকে ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। চোখে ক্ষতের মত টন্‌টে ব্যথার সঙ্গে কোরাইজা হতে দেখা যায়।

কানে ভীষণ বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় কিন্তু হঠাৎ চলে যেতে দেখা যায়। ক্রমশ একটু একটু করে শ্রবণশক্তি লোপ পায়, কান থে রক্ত মেশানো স্রাব বা পুঁজ পড়ে; কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ যেন রোগী শুনতে পায়।

নাক থেকে কালচে পাতলা রক্ত সন্ধ্যার দিকে এ একটু করে গড়াতে দেখা যায়। লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে দুর্বল রোগীদের নাক থেকে হাজাকর রক্তমেশানো সর্দি ঝরা এই ওষুধে সারানো যায়। শুকনো বা তরল রে "সঙ্গে ঘ্রাণশক্তি ও মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে দেখা যায়।

সালফিউরিক অ্যাসিডের রোগীর মুখম খুব রুগ্‌ণ দেখায়, ফেকাশে, রুগণ্‌

এবং কখনো কখনো জন্ডিসের লক্ষণ থাকে। দীর্ঘদিন রোগভোগের ছাপ মুখমণ্ডলে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। বেদনার গভীর চিহ্ন, রক্তপাত ও শীর্ণতার ছাপ দেখা দেয়। মুখমণ্ডলে টান্‌টান্‌ বোধ অথবা ডিমের সাদা অংশ যেন সেখানে শুকিয়ে আছে এরূপ বোধ হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডলে ধীরে ধীরে ভীষণ নিউর‍্যালজিয়া বা স্নায়ুশূল দেখা দেয় এবং হঠাৎ চলে যায়, উষ্ণতার এবং বেদনাক্রান্ত পাশে চেপে শুয়ে থাকলে ঐ বেদনা কম হয়। ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা ছোট ছোট লালচে দাগ বা রেখা মুখমণ্ডলে ভেসে ওঠে ; সাবম্যাক্সিল্যারী গ্ল্যাণ্ডে প্রদাহ হতে দেখা যায়।

দাঁতে তাড়াতাড়ি ক্ষয় দেখা দেয়। দাঁতে ভয়ানক শূলবেদনা বা নিউর‍্যালজিয়া ধীরে ধীরে দেখা দিতে এবং দ্রুত চলে যেতে দেখা যায়। ঐ বেদনা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পায় এবং উত্তাপে কম হয় ; সন্ধ্যাকালে, বিছানায় থাকা অবস্থায় ঐ বেদনা খুব বেশী বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ক্ষয় হবার জন্য দাঁতে টাটানি ব্যথা দেখা দেয়। সর্দি হলে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। ছোট ছোট ঘা বা 'সোর মাউথ' হওয়া এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ। দুগ্ধসেবী ছোট শিশুদের সোরমাউথ-এ ওষুধটি প্রায়ই প্রয়োজন হয়। শিশু অথবা মায়েদের মুখে অ্যাপথাস ক্ষততে সাদাটে বা হলদেটে চেহারা থাকে। মুখ থেকে রক্তমেশানো লালা ঝরে, মুখের মধ্যে জলপূর্ণ ফোস্কা হয়। শ্বাসে খুব দুর্গন্ধ থাকে। মুখের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেন ও মাঢ়ী থেকে রক্তপাত পারপিউরা হেমারেজিকার সঙ্গে অথবা না থাকা অবস্থাতেও দেখা যেতে পারে। মুখের ক্ষত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

গলার ভিতরে অ্যাপথাস অথবা ছোট ছোট গুটি বা দানার মত অবস্থা সহ প্রদাহ হতে এবং মিউকাস মেমব্রেন শুকিয়ে যেতে বা ক্ষয়িত হতে দেখা যায়। গলার ভিতরে ডিপথেরিয়াজনিত সাদাটে বা হলদেটে রসক্ষরণ ও পর্দার মত আবরণ জমে থাকে এবং তার উপরে অ্যাপথাস ঘা দেখা দেয় ; সেই সঙ্গে নাক, মাঢ়ী এবং অন্যান্য অংশ থেকে রক্তপাত হয়। ডিপথেরিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী অবসন্নভাব ও পচাটে গন্ধযুক্ত অবস্থা থাকতে দেখা যায়। ইভিউলা বা আল্‌জিভ্‌ ফুলে থাকে। গলায় ছড়িয়ে পড়া প্রকৃতির ক্ষততে ভরে থাকে। বেদনায় সোরথ্রোটের সঙ্গে কিছু গিলতে গেলে খুব কষ্ট ও বেদনাবোধ হতে দেখা যায়। গলার উপসর্গের সময় তরল পানীয় গিলতে গেলে সেটা নাক দিয়ে উঠে আসে। খুব লালাঝরা, গলার গ্ল্যাণ্ডগুলি স্ফীত হয়, টনসিল খুববেশী বড় হয়ে ফুলে উঠতে দেখা যায় ; মুখের তালুর নরম অংশ এবং সাধারণভাবে গলার ভিতরে প্রায় সবটাই ফুলে থাকতে দেখা যায়। গলা ও মুখ থেকে কালচে, তরল রক্ত পড়তে দেখা যায়।

রোগী ব্র্যাণ্ডি জাতীয় মদ এবং ফল খেতে চায়। খিদেবোধ লোপ পাওয়া এবং ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া এই ওষুধের বড় লক্ষণ। কফির ঘ্রাণেও রোগী বিরক্তি বা বিরূপতা বোধ করে। সে শীতল জল পান করতে পারে না, কারণ সেটা তার পাকস্থলীতে গেলে সে খুববেশী শীতবোধ করে। ভয়াবহ ধরনের, আক্ষেপযুক্ত হিক্কা, মদোমাতালদের মত যেমন হয় তেমন হিক্কা উঠতে দেখা যায়। দীর্ঘস্থায়ী

বা ক্রনিক গলা-বুকে জ্বালাকরা, টক ঢেকুর ওঠা, টক বমি হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। টক ঢেকুরের সঙ্গে সর্বদাই দাঁত টকে যায় এবং কন্ কন্ করে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় টক বমি হয়। মদ্যপায়ীদের সকালের দিকে বমি হতে দেখা যায় (**আর্সেনিকাম** তুলনীয়); বমি খুব টক ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। গা-বমিভাব ও কম্প দেখা দেয়। কাশি ও ঢেকুরে টক স্বাদের তরল বস্তু উঠে আসে। পাকস্থলী যেন শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে বলে বোধ হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডাজল পান করার পরে বমি হয়। পাকস্থলীতে ভয়াবহ, আক্ষেপ যুক্ত বেদনা দেখা দেয় এবং ঐ বেদনা ধীরে ধীরে দেখা দেয় কিন্তু খুব দ্রুত মিলিয়ে যায়। টক বমির লক্ষণটি অনেকটাই **বোবিনিয়া-র** মত হয়ে থাকে।

বমিতে ভুক্ত দ্রব্য ওঠে না, তবে রোগিণী পাকস্থলীর বেদনা দেখা দেবার ভয়ে খেতে পারে না, সেইজন্য শুধু শ্লেষ্মা বমি করে উঠিয়ে দেয়।

কিছুদিন ধরে সবিরাম জ্বর চলার পরে প্লীহা বড় হয়ে ওঠে, কাশতে গেলে এবং স্পর্শ করলে প্লীহাতে বেদনাবোধ হয়। লিভার ও স্প্লীনে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা দেখা দেয়। সীসাজনিত বিষক্রিয়া ও কলিকে এই ওষুধটি প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল ফল দেয়। মলত্যাগের পরে পেটে তলিয়ে যাওয়া, দুর্বল হয়ে যাবার মত বোধ দেখা দেয়। পেটে দুর্বলতাবোধে মনে হয় যেন ঋতুস্রাব দেখা দেবে। পেটে প্রসব বেদনার মত ব্যথা হয়ে হিপ্ ও পিঠের দিকে ছড়িয়ে যায়।

ডায়রিয়া অর্থাৎ পেটখারাপ ও সেই সঙ্গে খুববেশী দুর্বলতা এবং কাঁপুনিবোধ হতে থাকে মলত্যাগের পরে পেটে একটা দুর্বল, তলিয়ে যাবার মত অনুভূতি দেখা দেয়। ক্রনিক ধরনের পেটখারাপের সঙ্গে খুব কষ্টবোধ হয়। মল হাজাকর থাকে, মলত্যাগের সময় রেক্টামে জ্বালা করে। সামান্য কারণেই পেট খারাপ হয়; খাদ্য সামান্য এদিক-ওদিক হ'লে, ফল খেলে, বিশেষত কাঁচা ফল খেলে, শুক্তি খেলে পেট খারাপ হতে দেখা যায়, মল জলের মত, গাঢ় বা কমলা হলুদ, দাঁড় দাঁড়, আম ও রক্ত-মেশানো; সবুজ, কালচে, অজীর্ণ এবং পচা ডিমের মত গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়। অর্শে খুববেশী টন্‌টনে ব্যথা, চুলকানিবোধ, মলত্যাগের সময় খুব বেদনাদায়ক হয়, মদ্যসেবীদের অর্শে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতায় ছোট ছোট শক্ত বলের মত মল বেরোয়।

প্রস্রাবের বেগ হ'লে কোন কারণে চেপে রাখলে মূত্রথলীতে বেদনা হয়। এই ওষুধে ডায়াবেটিস সারানো যায়। প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কম হয়। প্রস্রাবে কিউটিকল বা চামড়ার টুকরোর মত থাকতে দেখা যায়।

ঋতুস্রাব বেশী পরিমাণে, অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এবং কালচে পাতলা রক্তস্রাব হয়। ঋতুস্রাবের পূর্বে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়, দুঃস্বপ্ন দেখে; ঋতুস্রাবের শেষ দিকেও দুঃস্বপ্ন দেখে। ভ্যাজাইনা ঝুলে পড়তে ও গ্যাংগ্রীনের মত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। লিউকোরিয়া রক্তমেশানো, হাজাকর, দুধের মত অথবা অ্যালবুমিনের মত হলদেটে হয়। ঋতুবন্ধের বয়সে বা ক্লিম্যাকটারিকের সময়

সালফিউরিক অ্যাসিডে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। উত্তাপের ঝলকানিবোধ, দুর্বলতা, কাঁপুনিবোধ, স্নায়বিক ব্যস্ততা রোগিণীর সব কাজকর্মের মধ্যেই ফুটে ওঠে, জরায়ু এবং অন্যান্য অংশ থেকে রক্তস্রাব হয় এবং সেই রক্ত জমাট বাঁধতে চায় না, কোষ্ঠবদ্ধতায় ছোট ছোট বড়ি বড়ি, ভেড়া-ছাগলের নাদির মত মল বেরোয়। এই ওষুধে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রায়ই বমি হয়; কাশি হবার পরে বমি হয়ে থাকে।

বার বার বেশী পরিমাণে ঋতুস্রাবের জন্য বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছে বলে মনে হলে সেই বন্ধ্যাত্ব এই ওষুধে সারানো যায়। ভালভাতে খুব বেশী চুলকানিবোধ থাকে।

ল্যারিংক্সে বেদনা ও ক্ষতের মত টনটনে ব্যথা দেখা দেয়; ঢোক গিলতে গেলে ল্যারিংক্সে বেদনাবোধ হয়। ল্যারিংক্সে শুকনো ও খসখসে অনুভূতিসহ স্বরভঙ্গ দেখা দেয়।

বুকের ভিতরে দুর্বলতাবোধ ও খুববেশী শ্বাসকষ্ট হয়। **লাইকোপোডিয়ামের** মত নাকের পাটা দুটি খুববেশী দ্রুত নড়া-চড়া করে। শ্বাসকষ্টে ল্যারিংক্স দ্রুত উঁচু-নীচু হয়ে নড়তে দেখা যায়; হাঁপ্ ধরে।

সকালে ছাড়া অন্য সময় কাশি শুকনো থক্‌থকে ধরনের হয়। খোলা হাওয়ায় ঘুরলে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে কাশি দেখা দেয়, ঠাণ্ডা লল খেলে অথবা কফির গন্ধে কাশি খুববেশী বৃদ্ধি পায়। কাশির পরে গলার ভিতরে চুলকানিবোধসহ বমি হতে দেখা যায়। বুকের ভিতরে সুড়সুড় করে। সকালের দিকে কালচে, পাতলা রক্ত অথবা পাতলা, হলদে ছিট ছিট রক্তমেশানো শ্লেষ্মা ও টক স্বাদের গয়ের ওঠে।

বুকে দুর্বলতাবোধসহ জ্বালা ও সূচ বেঁধার মত ব্যথা বোধ হয়। বুকের বাম দিকে চাপবোধ থাকে। ফুসফুস থেকে প্রচুর পরিমাণে কালচে তরল রক্ত পড়ে, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার পরে এবং ক্লিম্যাকটারিকে ঐরূপ রক্ত ওঠে। ফুসফুসে ক্ষত (**কেলি কার্ব** তুলনীয়)। পা ঝুলিয়ে না বসা পর্যন্ত বুকে চাপবোধসহ দমআট্‌কা বোধ। প্রচুর ঘাম ও খুববেশী দুর্বলতাসহ যক্ষ্মারোগের প্রাথমিক অবস্থায় এই ওষুধটি প্রায়ই খুববেশী কার্যকরী হয় কিন্তু যক্ষ্মারোগের পরিণত অবস্থায় এই ওষুধ প্রয়োগে ফুসফুসে প্রদাহ বৃদ্ধি ও প্রচুর রক্ত উঠতে দেখা যাবে। হার্টে সূচ বেঁধার মত ব্যথা, প্যালপিটেশন দেখা দেয়। প্লুরায় রসক্ষরণের ওষুধটি কার্যকরী হয়ে থাকে।

উঠে দাঁড়ালে এবং বসা অবস্থায় মেরুদণ্ডে খুববেশী দুর্বলতা বোধ দেখা দেয়। লাম্বার অংশে বেদনা, দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে টনটনে ব্যথা, বিশেষত কাশতে গেলে অনুভূত হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠলে পিঠে আড়ষ্টতা বা শক্তভাব দেখা দেয়। ঘাড়ের ডানদিকে বড় আকারের অ্যাবসেস সৃষ্টি হয়।

হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কালো এবং নীল দাগ দেখা দেয়, বাহু উঁচু করলে

কাঁধে সূচ বেঁধার মত ব্যথা, আঙ্গুলের জয়েণ্টেও ঐরূপ বেদনা দেখা দেয়। হাঁটু ও পায়ের গাঁটে খুব দুর্বলতা দেখা দেয়। পায়ের পাতার শিরা ফুলে থাকে। তুষার-ক্ষততে আক্রান্ত অংশে চিলব্রেন অর্থাৎ শীতলতাজনিত প্রদাহ দেখা দেয়। ঘুমের মধ্যে হাতের আঙ্গুলে মৃদু সংকোচন বা কম্পন দেখা দেয়।

ঘুমোতে অনেক বিলম্ব কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙ্গে যায়; ঋতুস্রাবের পূর্বে দুঃস্বপ্ন দেখে।

এই ওষুধে শীতকাতরতা, উত্তাপের ঝলকানি ও ঘুম হতে দেখা যায়। প্রচুর ঘাম, প্রধানত দেহের ঊর্ধ্বাংশে নড়া-চড়ায়, টক, ঠাণ্ডা অথবা উষ্ণ দ্রব্য খাবার পরে ঘাম হয়। প্রাতঃকালীন ঘাম, রাত্রিকালীন ঘাম হতে দেখা যায়। টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে খুববেশী অবসাদ থাকে। ক্যাপিলারী থেকে রক্তপাত হয়। রক্ত কালচে ও পাতলা হতে দেখা যায়।

অন্ত্র থেকে কালচে, পাতলা রক্ত পড়ে। পচনশীল প্রকৃতির বিরামহীন জ্বর দেখা দেয়। মুখমণ্ডলে মৃতের মত চেহারা ফুটে ওঠে।

অ্যাকিমোসিস বা কালশিরা পড়া, পারপিউরা হেমারেজিকা হতে পারে। পুরানো শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থান লাল ও বেদনাযুক্ত হয়ে ওঠে। উদ্ভেদের সঙ্গে চুলকানি ও কাটা ফোঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করা ব্যথা হয়। ফুস্কুড়ি দেখা দেয়। ত্বকে লাল, চুলকানিযুক্ত ফোলা ফোলা দাগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সাদাটে দাগ, আঘাতের চিহ্ন, বেড্‌সোর, ফোড়া, অ্যাবসেস, নডিউলার ধরনের আমবাত প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। যে সব পুরানো ক্ষত সহজে সারতে চায় না, এবং সেই ক্ষত থেকে সামান্য কারণেই কালচে রক্তপাত ঘটতে দেখা যায় সেই ধরনের ক্ষত এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা ছড়িয়ে পড়া ধরনের ক্ষত, ক্ষততে হুলবেঁধানো ও জ্বালা করা ব্যথা প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়। পায়ে পচাটে ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হলে সেটা এই ওষুধে সারানো যায়। মদ্যসেবীদের ক্ষত দুষ্ট প্রকৃতির জ্বরের সঙ্গে পচনশীল ধরনের ক্ষত ও সেই ক্ষত থেকে পাতলা, হলদে অ া রঙের মত স্রাব বা পুঁজ পড়তে দেখা গেলে এই ওষুধটি কার্যকরী হবে।

সিফিলিনাম
(Syphilinum)

সিফিলিসের রোগীর স্বকীয় লক্ষণগুলি যখন চাপা পড়ে যায় বা দমিত থাকে, রোগীর দেহের উপর দিয়ে ঐ রোগের যে ঝড় হয়ে গেছে তার কিছু কিছু চিহ্ন এবং দুর্বলতা ছাড়া আর কোন লক্ষণই যখন রোগীর দেহে দেখা যায় না, তখন এই নোসোড বা রোগজ-বিষ থেকে সৃষ্ট ওষুধটি রোগীর দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, তার দেহের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে, কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকটা আরোগ্যেরও কাজ করবে এবং রোগীর উপসর্গজনিত প্রকৃত লক্ষণগুলি প্রকাশিত করে স্বাস্থ্য

ফিরিয়ে আনার পথ সুগম করে তুলবে। কোন সিফিলিসের রোগী যখন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন তার কনভালেসেন্স বা আরোগ্যে বিলম্ব ঘটতে দেখা যায় ; কিন্তু উচ্চ শক্তি সিফিলিনামের একটি মাত্র মাত্রাতেই তার খিদেবোধ বেড়ে যাবে, সে দেহে বল পাবে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ফিরে পাবে অর্থাৎ দ্রুত আরোগ্যলাভ করবে। **মার্কিউরিয়াস ও আইয়োডাইড** ধরনের কড়া ওষুধে খুববেশী দুর্বল ও প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ে, রোগীর সিফিলিসের উপসর্গও ঐ ধরনের ওষুধে সারে না, সেরে গেলে, যেসব লক্ষণ চলে গেছে সেগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হত না। সিফিলিনামে প্রায়ই গলার ভিতরে ক্ষত এবং দেহে উদ্ভেদ ফিরে দেখা দেয়। মাথার ভয়াবহ স্নায়বিক শূল বেদনা, মাথার পাশের অংশ ও চোখের উপরের অংশে নিউর‍্যালজিয়া, মাথা ও পায়ের হাড়ে খুববেশী টন্‌টন্ করা ব্যথা এবং স্নায়ুর সিফিলিসের অবর্ণনীয় ধরনের অসংখ্য লক্ষণ দেখা দিলে এই ওষুধে রোগীর ঘুম, শক্তি ও খিদেবোধ বেড়ে যাবে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষত ও উদ্ভেদ পুনরায় দেখা দেবে এবং তাতে রোগীর উপকারই হবে। এই ওষুধটি কেবলমাত্র যারা সিফিলিসে আক্রান্ত হয়েছিল তাদের মধ্যেই কার্যকরী হয় তা নয়। প্রুভিংয়ে প্রাপ্ত লক্ষণ অনুযায়ী যে কোন ওষুধের মতই ব্যবহার করা যায়, অথবা লক্ষণ সাদৃশ্যযুক্ত উপসর্গে কিংবা যেসব লক্ষণ রোগীদের মধ্যে প্রাপ্ত লক্ষণের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেই ধরনের সব লক্ষণে এই ওষুধটি প্রয়োগ করা যায়। এই ওষুধটির অনেক লক্ষণই রাত্রিতে, বিছানার উষ্ণতায় বৃদ্ধি পায়, অনেক লক্ষণ সন্ধ্যাবেলায় দেখা দেয় এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত চলে। এই ওষুধের অনেকগুলি ভয়াবহ উপসর্গ ও বেদনা সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আসতে বা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কিছু কিছু লক্ষণ উত্তাপে কম থাকে, কিছু লক্ষণ ঠাণ্ডা হাওয়ায় ও ঠাণ্ডা সেঁক্ বা ঠাণ্ডা প্রলেপে কম থাকতে দেখা যায়। সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলে খুববেশী অবসাদ দেখা দেয়। এই ওষুধে মৃগীরোগ, ঋতুস্রাবের পরে মৃগীরোগের সঙ্গে আক্ষেপ বা কনভালসন দেখা দিলে সেই অবস্থা সারানো যায়। কখনো সারারাত, আবার কখনো রাত্রির অর্ধেকটা রোগী নিদ্রাহীনভাবে কাটায়। রাত্রিতে ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত বয়ে যাবার সময় সেটা উত্তপ্তবোধ হতে থাকে। দেহের সর্বত্রই এখানে ঘুরে বেড়ানো ব্যথা সৃষ্টি হয়। পেরিঅস্টিয়াম, স্নায়ু এবং অস্থি-সন্ধিতে বেদনা হতে দেখা যায়। শীতকালের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এবং গ্রীষ্মের উত্তাপে অনেক উপসর্গ খুববেশী বেড়ে যেতে দেখা যায়। খুববেশী শীর্ণতা, অ্যাবসেস সৃষ্টি হওয়া, হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গে পক্ষাঘাত, হাড়ের ক্ষয় বা কেরিজ, গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়া, দেহ থেকে দুর্গন্ধ বেরোনো, মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া, গামাক্ষত, শিশুদের বামনাকৃতি হওয়া ; দেহের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত হাড়ে স্পর্শকাতর বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ ও অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে একটি ওষুধ হয়ত মাত্র কয়েক দিনের জন্য

ফলপ্রদ হয়, তার পরে আর তাতে কাজ হতে দেখা যায় না, সুতরাং বারবার ওষুধ পরিবর্তন করতে হয়। এইরূপ অবস্থায় এই নোসোড্ বা রোগজ বিষ থেকে সৃষ্ট ওষুধটি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। যখন খুববেশী দুর্বলতাসহ অল্প দু-একটি মাত্র লক্ষণ দেখা দেয় তখন ওষুটি ভাল ফল দেয়। পায়ে, গলায়, মুখে অথবা অন্য কোন অংশে ক্ষত হয়ে সেগুলি সেরে ওঠার কোন লক্ষণ দেখা যায় না সেই ক্ষেত্রে ওষুধটি কার্যকরী হতে পারে। ফিশ্চুলার ক্ষতমুখ সৃষ্টি, অস্থিবৃদ্ধি বা এক্সঅস্টোসিস্ ফিশার, টিউবারকুল্, আঁচিল প্রভৃতি এই ওষুধে দ্রুত সারতে দেখা গেছে। সিফিলিসের পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ বা সুস্পষ্ট লক্ষণের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি খুব একটা ফলপ্রদ হয় না, যে সব ক্ষেত্রে রোগটি দমিত হবার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনই ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়ে চাপাপড়া লক্ষণগুলিকে ফিরিয়ে এনে দেহকে একটা সুশৃংখল অবস্থায় নিয়ে আসে। গলার ভিতরে ও মলদ্বারের গামাক্ষত **সালফার** প্রয়োগের পরে অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে দেখা যায় এবং সেক্ষেত্রে সিফিলিনাম ঐ ধ্বংসাত্মক অবস্থাকে কমিয়ে আরোগ্যের পথে নিয়ে আসে। **সালফার** প্রয়োগে সিফিলিসের পরিণত অবস্থায় টিসুতে পরিবর্তন সৃষ্টি করে গামাজাতীয় ক্ষততে দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধির সৃষ্টি করে এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রায় সিফিলিনাম ভাল ফল দেয়। যে সব ক্ষেত্রে মোটেই আশা করা যায় না সেই সব ক্ষেত্রেও সিফিলিস সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। ঐসব ক্ষেত্রে এবং অন্য ক্ষেত্রেও এই ওষুধটির উঁচু শক্তি ব্যবহার করা উচিত।

এই ওষুধের রোগী ভুলোমনা, দুর্বল মনের হয়। অকারণেই সে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, সে পরিচিত লোকের মুখ, তার নাম প্রভৃতি অথবা বিশেষ কোন ঘটনার তারিখ, ঘটনার বিষয়বস্তু, কোন একটা বইয়ের কথা অথবা কোন একটা স্থানের কথা স্মরণ করতে বা মনে রাখতে পারে না, কোন কিছু হিসাব করতেও পারে না। আরোগ্যের ব্যাপারে হতাশা দেখা দেয়, বিষণ্নমনা হয়ে পড়ে, যেন সে পাগল হয়ে যাবে সেই ভয়ে ভীত হয়। মানসিক জড়তা দেখা দেয়; বন্ধু-বান্ধবের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে, কোন কিছুতেই কোন আনন্দ পায় না। রাত্রিতে ও সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলে তার উপসর্গ ও কষ্ট খুব বৃদ্ধি পায় বলে সে রাত্রি ও সকালের দিকে বেশী ভীত হয়ে পড়ে। সে যেন নিজেকেই চিনতে পারে না, নিজেকে অপর কেউ বলে তার মনে হয়। খুববেশী মাথা ঘোরে, কথা বলার ক্ষমতা লোপ পায়। এই ধরনের অবস্থায় মস্তিষ্কের সিফিলিসের ক্ষেত্রে **সালফার** অথবা **কস্টিকাম** প্রয়োগে যখন উপসর্গ ও কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায় ও খুব দুর্বলতা দেখা দেয় সেই সব ক্ষেত্রে সিফিলিনাম রোগীর অবস্থাকে আরোগ্যের পথে নিয়ে আসতে পারে।

সিফিলিসের রোগীরা প্রায়ই তীব্র ধরনের স্নায়বিক মাথাধরায় আক্রান্ত হয়। তাদের মাথার দুই পাশে কপালে ও টেম্পল অংশে ভয়ানক বেদনা দেখা দেয়। এক কান থেকে অন্য কান, একধারের টেম্পল থেকে অন্য ধারের টেম্পল্ পর্যন্ত, এক

দিকের চোখ থেকে পিছনে অক্সিপাট পর্যন্ত, চোখের উপরের অংশে তীব্র বেদনা সৃষ্টি হয়। ঐ বেদনা কোন কোন ক্ষেত্রে উষ্ণতায় কম হতে দেখা যায়। মাথায় পূর্ণতা-বোধ সহ যেন মাথা কেটে যাবে এইরূপ বেদনা হয়। সারারাত ধরে পাগল করে দেবার মত তীব্র যন্ত্রণায় রোগী নিদ্রাহীন হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। মাথাধরার সঙ্গে ডিলিরিয়াম দেখা দেয়। বিকেল ৪টা নাগাদ মাথায় নিউর্যালজিয়ার বেদনা দেখা দিয়ে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ক্রমশ বেড়ে যেতে এবং তারপরে ক্রমশ কমতে কমতে দিনের আলো দেখা দিলে সম্পূর্ণ চলে যেতে দেখা যায়। পেরিক্রেনিয়াম বা মাথার খুলির বাইরের অংশে খুববেশী টনটনে ব্যথা বা সোরনেস থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বেদনা একটা সোজা সরল রেখায় দেখা দেয় এবং তাকে 'লাইনার হেডেক' বা 'রেখার আকারে মাথাধরা' বলা হয়। অক্সিপাট অংশে পিষে ফেলা ; কেটে ফেলার মত বেদনা কপাল অথবা অক্সিপাট অংশে হতচেতন করে ফেলার মত বেদনা সহ মাথাধরা, টেম্পল অংশের ভিতর দিয়ে এবং পরে লম্বভাবে অর্থাৎ ইংরেজী 'T' অক্ষরের উল্টো আকারের নিচের দিক থেকে উপরের দিকে মাথার যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যেতে পারে। তালু সহ মাথার সবটাতেই তীব্র বেদনায় মনে হয় যেন মাথাটা থেঁতলে বা পিষে দেওয়া হচ্ছে, সেই সঙ্গে মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠে, মুখমণ্ডলের শিরাগুলি ফুলে যায়, অস্থিরতা ও রাত্রিতে নিদ্রাহীন অবস্থা দেখা দেয়। রাত্রিতে বেদনা ও অন্য সব উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। মাথার উপরের ত্বকের সর্বত্র টিউবারকল্ বা ছোট ছোট গুটির মত সৃষ্টি হয়, ক্রেনিয়ামের অর্থাৎ মাথার খুলির উপরে অংশের বৃদ্ধি বা এক্সঅস্টোসিস হয়ে খুব বেদনা ও ক্ষতের মত টন্ টন্ করতে দেখা যায়। মাথার চুল পড়ে যেতে থাকে।

চোখের মাংসপেশীর পক্ষাঘাত প্রায়ই ঘটে। স্ট্র্যাবিসমাস বা দৃষ্টিতে ট্যারা ভাব দেখা দেয়। ডিপ্লোপিয়া বা বস্তুকে দুটি করে দেখা ; 'আমরোসিস' অর্থাৎ যথেষ্ট কারণ ছাড়াই অন্ধত্ব সৃষ্টি, চোখের স্নায়ু বা অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। রেটিনা ফেকাশে ধূসর ও ছিট্ ছিট দাগযুক্ত হয়ে পড়ে। মায়োপিয়া বা দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বা নিকট দৃষ্টি, আইরিসের প্রদাহ, টোসিস বা চোখের পাতা ঝুলে থাকা, সুপিরিয়র অবলিক মাংসপেশীর পক্ষাঘাত, কর্নিয়াতে বার বার দেখা দেওয়া পুরানো প্রদাহ, কনজাংক্টিভাইটিসের সঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি, কর্নিয়াতে ক্ষত, কর্নিয়াতে প্রদাহ বা ইন্টারস্টেসিয়াল কেরাটাইটিস, কর্নিয়াতে দাগ পড়া, বাম দিকের চোখে ফাঙ্গাসের মত সৃষ্টি হয়ে খুব বেদনা, রাত্রিতে সেই বেদনা আরও বৃদ্ধি পাওয়া, যে সব পিতা-মাতার সিফিলিস আছে তাঁদের নবজাত সন্তানের অ্যাকিউট ধরনের অপথ্যালমিয়া সৃষ্টি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। চোখ থেকে প্রচুর ঘন, পুঁজের মত স্রাব পড়ে। চোখের পাতা খুববেশী ফুলে যায় এবং স্ফীতির জন্য চোখ খোলা সম্ভব হয় না। আইরাইটিসে রাত্রিতে ভীষণ বেদনা ও ফটোফোবিয়া দেখা দেয়। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত চোখে বেদনা থাকে। চোখ থেকে ঝলসে দেবার মত উত্তপ্ত জল পড়ে।

কানে তীব্র বেদনা, কান থেকে জলের মত পাতলা পুঁজস্রাব হওয়া, ম্যাসটয়েড অংশের কেরিজ, অডিটারী নার্ভের পক্ষাঘাত, টিম্প্যানাম বা কানের ভিতরের পর্দায় চুনের মত বা ক্যালকেরিয়াস পদার্থ জমে থাকা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

যেসব পিতা-মাতার সিফিলিস আছে তাদের ছোট ছোট সন্তানদের নাক থেকে দুর্গন্ধ, সবুজ অথবা হলদে সর্দিস্রাব অনেকক্ষেত্রেই এই ওষুধে সেরে যেতে দেখা গেছে। নাকের ভিতরে শুষ্কতা, রাত্রিতে নাক বন্ধ হতে থাকা, প্রায়ই সর্দি বা কোরাইজা দেখা দেওয়া, প্রায়ই ঠান্ডা লেগে সেটা নাকে এসে আশ্রয় নেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। সিফিলিসজনিত ওজিনা, নাকের হাড়ে কেরিজ হয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া, নাকের ক্ষত থেকে রক্তপাত, নাকের ভিতরে শক্ত গোঁজ বা প্লাগের মত আট্‌কে থাকা বোধ প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মুখমণ্ডলে স্নায়বিক বেদনা, মুখমণ্ডলের এক ধারের পক্ষাঘাত, ছোট ছোট গুটির মত টিউবারকল্‌ ও তামা রঙের উদ্ভেদ প্রভৃতি দেখা যায়। মুখমণ্ডলের ক্যান্সারজনিত ক্ষত এই ওষুধে সাময়িকভাবে কমিয়ে রাখা যায়। মুখমণ্ডলে মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ, গালে 'রুপিয়া' উদ্ভেদ, সামান্য উঁচু হয়ে ওঠা উদ্ভেদ বা পাস্টিউল, পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ বা পাস্টিউল প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো গেছে। ঠোঁটে ফাটা অবস্থা ও ক্ষত থাকে। থুতনি, ঠোঁট ও নাকের পাটায় ক্ষত, গভীর ধরনের টিস্যু বিনষ্টকারী ক্ষত, মুখমণ্ডলে 'লুপাস' ধরনের ক্ষত প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যেতে পারে।

দাঁতের গঠনের বিকৃতি, আঁকা-বাঁকা ভাব, দাগ পড়া; দাঁত দ্রুত ক্ষয় পাওয়া, শিশুদের দাঁত ডগায় ক্ষয়ে গিয়ে কাপের মত হয়ে পড়া, দাঁতে ভয়াবহ বেদনা, দাঁতের গোড়ায় ছোট ছোট পোকা হাঁটার মত সুড়সুড় করা অনুভূতি প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মুখ ও জিহ্বায় ক্ষত, শ্বাসে দুর্গন্ধ, জিহ্বা নরম ও স্পঞ্জের মত কোমল ও যারা দীর্ঘদিন ধরে মার্কারী গ্রহণ করছে তাদের জিহ্বায় সামান্য কারণেই দাঁতের ছাপ পড়া; জিহ্বার একধারের পক্ষাঘাত, জিহ্বা লাল, ছেজে যাওয়া ফাটা ফাটা ও টন্‌টনে বেদনাযুক্ত হয়; জিহ্বায় লালচে দাগ পড়ে, মুখের ভিতরে তালুর নরম অংশের ক্ষত অংশে কেরিজ হওয়া, ক্ষত থেকে রক্তপাত প্রভৃতি দেখা যায়।

গলার ভিতরটা ক্ষতে ভরে থাকে। গলার ভিতরে ও টনসিলে প্রদাহ, মুখের তালুর নরম অংশে স্ফীতি ও গিঁট্‌গিঁট ভাব সৃষ্টি, নাকের পিছনে গভীর অংশে শ্লেষ্মা জমে থাকা ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, মামড়ী শুকিয়ে থেকে নাকের ভিতরে গভীর অংশে প্লাগ বা গোঁজের মত নাসারন্ধ্র বন্ধ করে দেওয়া প্রভৃতি অবস্থা দেখা যেতে পারে।

খাদ্যের প্রতি রুচি বিকৃতি হয়ে পড়ে। কড়া ধরনের পানীয়ের প্রতি আসক্তি দেখা দেয়; পিপাসা থাকে। খাদ্য ও মাংসের প্রতি অনীহা, খাবার জন্য কোন স্পৃহাই

থাকে না। পেটে গ্যাস জমে থাকা, গলা-বুক জ্বালা করা, গা-বমিভাব ও বমি হওয়া, পাকস্থলীতে ক্ষত প্রভৃতি থাকে।

রেক্টাম অংশে নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হয়। ক্ষত, ফাটা ফাটা অবস্থা বা ফিশার, অর্শ, নডিউল, গামা ক্ষত প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে; ক্ষত স্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ, কেটে যাওয়া ও জ্বালা করা ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয়। কন্ডাইলোমা, কোষ্ঠবদ্ধতা, রেক্টামের পক্ষাঘাত, মলদ্বারের প্রল্যাপ্স্, রেক্টাম শিথিল হয়ে ঝুলে পড়া প্রভৃতি দেখা যায়।

এই ওষুধে অণ্ডকোষে পিঁটপিঁট ভাব, স্পার্মেটিক কর্ড এবং স্ক্রোটামেও অনুরূপ অবস্থা, স্ক্রোটাম এবং প্রিপিউস অংশে হার্পিসের মত উদ্ভেদ টেস্টিস ও স্পারমেটিক কর্ডের ইন্ডিউরেশন বা শক্তভাব সারানো যেতে পারে।

ভ্যাজাইনা ও লেবিয়া অংশে নডিউল বা ছোট ছোট পিণ্ডের মত সৃষ্টি হয়। জরায়ুতে ক্ষত, সারভিক্স অংশে শক্তভাব সৃষ্টি হয়। প্রচুর হলদেটে-সবুজ লিউকোরিয়া দেখা দেয়। যে সব ছোট ছোট মেয়েদের মাতা-পিতার সিফিলিসের ইতিহাস আছে, সেই সব মেয়েদের লিউকোরিয়ায় হাজাকর স্রাব, রাত্রিতে বিছানার উষ্ণতায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। রাত্রে ওভারীতে বেদনা, ভালভায় চুলকানিবোধ, জরায়ুতে তীব্র বেদনা হয়। ওভারীতে সিস্ট, টিউমার প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গমকালে উত্তেজনার চরম মুহূর্তে ওভারীতে কেটে ফেলার মত বেদনাবোধ হতে দেখা যায়। সুস্পষ্ট ইতিহাস আছে এমন মহিলাদের জরায়ু ও ওভারীতে বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গে এই ওষুধটি কার্যকরী হয়।

ল্যারিংক্সে ক্ষত ও স্বরলোপ, ঋতুস্রাবের পূর্বে স্বরলোপ পাওয়া, প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত ল্যারিংক্সে তীক্ষ্ন বেদনায় রোগিণীর সারারাত মেঝেতে হাঁটা-চলা করা বেড়াতে বাধ্য হওয়া লক্ষণের জন্য একটি মাত্র উঁচু ডোজের সিফিলিনাম সারিয়ে তুলতে পারে।

উষ্ণ কিন্তু স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় রাত্রিতে হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কিয়াল ধরনের হাঁপানির আক্ষেপ রাত্রিতে বিছানায় শোয়া অবস্থায় অথবা ঝড়-বিদ্যুতের আগমনের সময় আরম্ভ হয়ে সারারাত ধরে চলতে থাকে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, রাত্রির পর রাত্রি রোগী ঘুমোতে পারে না, শেষ রাতে ১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত শ্বাসকষ্ট চলতে থাকে। এইরূপ হাঁপানির এক রোগী গত পঁচিশ বছর ধরে চলতে থাকা হাঁপানি এই ওষুধে সারানো গেছে।

রাত্রিতে শুকনো, কর্কশ শব্দযুক্ত কাশি, বুকের ভিতরে দগদগে অনুভূতি, ঘন, পুঁজের মত গয়ের ওঠা, ডানদিকে চেপে শুয়ে থাকলে শুকনো কাশি শুরু হওয়া, গয়েরে শ্লেষ্মা ও পুঁজের মত মেশানো ধূসর, সবুজ অথবা হলদেটে সবুজ রঙ থাকা, গয়ের স্বাদহীন হওয়া, পরিষ্কার বা সাদাটে শ্লেষ্মা ওঠা, বুকে খুব ঘড়্ঘড়্ শব্দ হওয়া, স্টারনামের পিছনে বেদনা ও চাপবোধ, বুকের বিভিন্ন অংশে উদ্ভেদ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যেতে পারে।

পিঠে বাতজনিত আড়ষ্টতা ও নড়া-চড়ায় কষ্টবোধ হয়। মেরুদণ্ডের সবটাতেই কামড়ানি ব্যথা, কিডনী অঞ্চলে বেদনা, স্রাব করার পরে বেড়ে যাওয়া, সেক্রাম অংশে বেদনা বসা অবস্থায় বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি দেখা যায়। সারভাইক্যাল ও ডরসাল ভার্টিব্রাগুলিতে ক্ষয় বা কেরিজ, গলা ও ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় হয়ে ওঠা, সারভাইক্যাল গ্ল্যান্ড বড় ও শক্ত হয়ে ওঠা প্রভৃতি এই ওষুধে সারানো যায়। রাত্রিকালে পিঠ, হিপ্ ও উরু প্রভৃতিতে বেদনা দেখা দেয়। এই ওষুধে হজকিনস ডিজিজ প্রভৃতি সারানো সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন জয়েণ্টে প্রদাহ, বাতের উপসর্গে মাংসপেশীগুলি শক্ত গিঁট্‌গিঁট্ বা পিণ্ডের মত হয়ে পড়া, হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গের বেদনা উত্তাপ লাগলে কম থাকা, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বেদনার বৃদ্ধি, সব অস্থি-সন্ধিতেই আড়ষ্টতা বা শক্তভাব দেখা দেওয়া, ডেলটয়েড মাংসপেশীর বাতে বাহু উঁচু করতে গেলে বেদনাবোধ, বাহু নাড়া-চাড়া করতে গেলে বেদনাবোধ, হাতের তালুর পিছনে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, পায়ে রাত্রিকালীন বেদনা ও স্ফীতি, পায়ের দিকের বেদনায় রাত্রিতে ঘুমোতে না পারা, ঐ বেদনা উত্তাপ লাগালে বেড়ে যাওয়া কিন্তু ঠাণ্ডাজল পায়ে ঢাললে বেদনা কমে যাওয়া, রাত্রিতে পায়ের হাড়ে কামড়ানি ব্যথা, হাঁটু ও হিপ্ অংশে দুর্বলতাবোধ, পায়ের পাতা ও পায়ের আঙ্গুলে রাত্রিতে, বিছানার উষ্ণতায় বেদনা বৃদ্ধি পাওয়া, হিপ্ বা নিতম্ব ও উরুতে রাত্রিকালে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনাবোধ কিন্তু দিনের শুরুতেই সেই বেদনা কমে যাওয়া, হাঁটা-চলা করলেও বেদনা কম থাকা, ঐ বেদনায় আবহাওয়ার পরিবর্তনে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি না হওয়া (সিফিলিনামে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়) প্রভৃতি লক্ষণ বা অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে। পায়ে ক্ষত সৃষ্টি ও বড় বড় মামড়ী পড়তে দেখা যায়। পায়ের দিকে ছোট ছোট গুটি বা টিউবারকল্ সৃষ্টি হয়। পা ও পায়ের তলার টেণ্ডনগুলিতে টেনসন্ বা টানবোধ হতে দেখা যায়। এই ধরনের পুরানো রোগীদের উপসর্গ খুববেশী ঠাণ্ডা অথবা খুববেশী গরমে প্রায়ই সৃষ্টি হতে দেখা যায়। হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গে নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা একটু একটু ক্রমশ বেড়ে যেতে এবং রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। টিবিয়াতে খুববেশী সংবেদনশীলতা দেখা দেয়।

এই ওষুধে জ্বর, শীতকাতরতা প্রভৃতি থাকে তবে জ্বরের সঙ্গে রাত্রিকালীন ঘাম হওয়া ও খুববেশী দুর্বলতা দেখা দেওয়াই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই ওষুধে নানা ধরনের উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, তবে সিফিলিস সংক্রান্ত প্রচুর পরিমাণে লক্ষণ সমৃদ্ধ যে সব কাজ বা লেখা বই আছে সেগুলি পাঠ করা ও পর্যালোচনা করা হলে এবিষয়ে অনেক বেশী জানা যাবে, কারণ, এখানে আমরা সিফিলিস রোগটির বিষয়ে আলোচনা করছি না, এই নোসোডটির বিষয়টাই আমাদের আলোচ্য।

ট্যারেণ্টুলা হিস্প্যানিকা
(Tarentula Hispanica)

এই ভয়ানক বিষটি এণ্টেনুয়েসন বা শক্তিকৃত না করে কখনো ব্যবহার করা উচিত নয়। এই ওষুধটির স্নায়বিক উপসর্গগুলি এত ব্যাপক ও অসংখ্য যে তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা এই শব্দ দুটি এই ওষুধের সব উপসর্গ ও অবস্থাতেই থাকে, এবং সেদিকে থেকে এর লক্ষণের সঙ্গে **আর্সেনিকামের** অনেক সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা কখনো রোগীর মনে, আবার রোগী তার সারা দেহেই সেটা বোধ করে, কখনো কখনো রোগী তার হাত-পা পাকস্থলীতে উদ্বেগবোধ করে থাকে। হার্টে উৎকণ্ঠাবোধ এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ। বিভিন্ন রঙের প্রতি ; সবুজ, লাল এবং কালো রঙের প্রতি রোগী বিশেষ ভাবে বিরূপতা বোধ করে। এই ওষুধের সব প্রুভিংয়েই কল্পনার বিচ্যুতি বা নীতি ভ্রষ্ট অবস্থা, লজ্জাহীনতা, দৌড়ে বেড়ানো, নাচানাচি, লাফালাফি করা, খুববেশী আতিশয্যযুক্ত বা খেয়ালী ধরনের নাচানাচি করা প্রভৃতি লক্ষ্য করা গেছে। কখনো কখনো গান-বাজনায় লক্ষণগুলি কম থাকতে আবার কখনো তাতে উপসর্গ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। গান-বাজনার শব্দে রোগী ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

রোগীর দেহে শীর্ণতা এত বেশী সুস্পষ্ট ভাবে দেখা দেয় যে কখনো কখনো মনে হয় যেন তার দেহ থেকে মাংস মেদ যেন খসে পড়ে গেছে। দেহের সর্বত্রই ত্বকে সুড়সুড় করে, ছোট ছোট পোকা হেঁটে যাবার মত অনুভূতি দেখা দেয়। দেহের যেকোন অঙ্গের পক্ষাঘাত অথবা হাত-পা সব জায়গাতেই পক্ষাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। কাঁপুনি এবং ঝাঁকুনি সহ কনভালসন দেখা দেয়। এই রোগীর চেহারা-আকৃতিতে অনেকটা 'সেণ্টভিটাসের নৃত্যরত চেহারার' মত দেখায়, সেইজন্য যে সব ক্ষেত্রে গান-বাজনা শুনলে কোরিয়া বৃদ্ধি পায় সেটাও এই ওষুধে সারানো যেতে পারে। হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গে **আর্সেনিকের** মত অস্থিরতার প্রাবল্য থাকতে দেখা যায় এবং ওষুধটি **আর্সেনিকের** মতই গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ ; অনেকক্ষেত্রে যেখানে **আর্সেনিকাম** ব্যর্থ হয় সেই ক্ষেত্রে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়ে থাকে। উদ্বেগ, অস্থিরতা ; হাত-পা, দেহ, মাথা সব অংশই একনাগাড়ে নড়া-চড়া করতে থাকা, সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে বিছানায় ঘুমোতে যাবার আগে **আর্সেনিকাম** এবং **লাইকোপোডিয়ামের** মত হাত-পায়ে অস্থিরতা প্রভৃতি দেখা যায়। এই ওষুধে হাত-পা সর্বত্র, হাড়ে, অস্থি-সন্ধিতে ও বাহুতে বেদনা দেখা দেয়। নির্দিষ্ট ব্যবধানে উপসর্গ দেখা দেওয়া বা পিরিয়ডিসিটি এত সুস্পষ্ট ভাবে সৃষ্টি হয় যে সবিরাম জ্বরের সঙ্গে হাত-পায়ে অস্থিরতা, হাড়ে কামড়ানি ব্যথা, সুচ ফোটানোর মত ব্যথা ও উৎকণ্ঠা প্রভৃতি বিশেষভাবে সন্ধ্যা-কালে দেখা দিলে এবং জ্বর সারারাত ধরে চলতে দেখা গেলে সেই সবিরাম জ্বরের নিরাময় ক্ষমতা এই ওষুধের আছে। সন্ধ্যাকালে শীতাবস্থা দেখা দেওয়া এবং তার

পরে জ্বরে উত্তাপ আসে কিন্তু ঘাম না হওয়া এই ওষুধের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

রোগী নিজে ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না, ঠাণ্ডায় খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ থাকে সেই জন্য তার হাত-পায়ের বেদনা ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং দেহ ঠাণ্ডা হয়ে পড়লে বৃদ্ধি পায়। তার সব উপসর্গই ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। তবে ঠাণ্ডা নয় এমন খোলা হাওয়ায় এবং ঘুরে বেড়ালে রোগীর বেশীরভাগ উপসর্গ কম থাকতে দেখা যায় ; খোলা হাওয়ায় এবং আক্রান্তস্থানে হাত ঘষলে আরাম পেতে দেখা যায়। হাত-পায়ে দুর্বলতাবোধ থাকে। অন্ত্র ও মূত্রথলীতে ভয়ঙ্কর বেদনা দেখা দেয়। দেহের অনেক অংশে জ্বালাবোধ এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণ, তবে রেক্টামে, হাত ও পায়ের তলায় এবং জরায়ুতে ঐ জ্বালাবোধ বিশেষভাবে থাকতে দেখা যায়। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাদের পক্ষে উপযোগী ওষুধগুলির মধ্যে এই ওষুধটি অন্যতম। রোগীর মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটা-চলা করার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। খুববেশী হাইপারস্থেসিয়া বা অনুভূতির আধিক্য থাকে, শোক ও উত্তেজনায় সব উপসর্গ খুব বৃদ্ধি পায়। কোরিয়ার লক্ষণ যখন থাকে তখন রোগী হাঁটার চেয়ে বেশী ভালভাবে দৌড়াতে পারে।

স্মৃতিশক্তি কমে যায়। খুববেশী খিট্‌খিটে ভাব অথবা উত্তেজনা দেখা দেয়। হিস্টিরিয়ার লক্ষণ যখন দেখা দেয় তখন গান-বাজনায় রোগিণীর উপসর্গ কম হতে দেখা যাবে। রোগিণীর নড়া-চড়া, চলা-ফেরার ধরনটা হাস্যকর, তার হাবভাবে অনেক সময় কামুকতা বা লাম্পট্যের লক্ষণও থাকতে দেখা যেতে পারে। গান-বাজনা শুনলে খুববেশী উত্তেজনা দেখা দেয় ; রোগিণী অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত একনাগাড়ে গেয়ে চলে। রোগিণীর মধ্যে শিয়ালের মত চতুরতা ও ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি থাকতে দেখা যায়। অপরকে ভয় দেখানো কথাবার্তা ও পায়ে অস্থিরতার সঙ্গে মাঝে মাঝে উন্মত্তভাব দেখা দেয়। প্রশ্ন করলে রোগিণী উত্তর দিতে চায় না, প্রায়ই সে মনে করে যে তাকে অপমান করা হয়েছে। খুববেশী বিষাদ-গ্রস্ত অবস্থার সঙ্গে ডিমেনসিয়া বা চিত্তবিক্ষেপ অর্থাৎ মানসিক দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তি লোপ প্রভৃতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। উত্তেজিত অবস্থায় রোগিণী কখনো গান করে, কখনো নাচে আবার কখনো কাঁদতে শুরু করে, সে যেন চোখের সামনে ভূত-প্রেত, দৈত্য, জন্তু-জানোয়ার, অপরিচিত মুখ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি দেখতে পায়, ঘরের মধ্যে যেন অপরিচিত কেউ এসে প্রবেশ করেছে বলে তার মনে হতে থাকে। ট্যারেণ্টুলার রোগিণী নানারূপ অসুখের, বিশেষভাবে মূর্চ্ছা যাবার ভান করে। তারা যে শুধু নিজেকে অসুস্থ বলে কল্পনা করে তা নয়, অসুস্থতার ভানও করে। লাল, সবুজ, কালো এবং অন্যান্য গাঢ় বা উজ্জ্বল রঙের প্রতি তার বিরূপতা থাকে। সে নিজের মাথার চুল ধরে টানে এবং মাথাটা জোরে চেপে ধরে থাকে। সব সময়ই সে নানা ধরনের অভাব-অভিযোগের কথা বলে, অপরকে ভয় দেখায়, নিজের দেহে, নিজের মাথায় হাত দিয়ে আঘাত করে ; তার সেবিকাকে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে, চাকর-

বাকরকে মারধর করে। ভয়াবহতা বা প্রচণ্ডতা এই ওষুধের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রচণ্ড ভাব ও ক্রোধ দেখা দেয়। রেগে গিয়ে সে নিজের জামা-কাপড় ছেঁড়ে; তাকে সান্ত্বনা জানাতে গেলে সে কাঁদতে শুরু করে।

মানসিক লক্ষণগুলি সন্ধ্যাকালে এবং খাবার পরে কমে যায়। দৈহিক অনেক লক্ষণ, বিশেষত জ্বর সন্ধ্যার দিকে খুব বেড়ে যেতে দেখা যায়।

অন্ধকারে শুয়ে থাকার এবং কারো সঙ্গে কথাবার্তা না বলার ইচ্ছা দেখা দেয়। রোগিণীর মধ্যে নানা ধরনের উন্মত্ত ভাবনা-চিন্তার উদয় হয়, তাকে কেউ অপমান বা অপদস্থ করবে কল্পনা করে সে লুকিয়ে থাকতে চায়। কেউ তার কথার প্রতিবাদ করলে সে রেগে ওঠে।

প্রায়ই মাথাঘোরা ও গা-বমিভাব বা ডিজিনেস দেখা দেয়, কখনো কখনো সেটা এত প্রবল হয় যে রোগিণী মাটিতে পড়ে যায়। রাত্রিতে ডিজিনেস দেখা দেয়; সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে গেলেও ঐ অবস্থা দেখা দেয়। মাথায় রক্ত ওঠার সঙ্গে এবং কোন কিছুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হলে মাথা ঘুরতে থাকে।

মাথায় নানা ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি হয়। মাথায় মোচড়ানো ও ঝাঁকুনি লাগার মত বোধ হয়। সব সময়ই কোন কিছুতে মাথা ঘষতে থাকে, শুয়ে থাকলে বালিশে মাথা ঘষতে দেখা যায়। মাথা এপাশ-ওপাশ করতে, জোরে এদিক-ওদিক ঘোরাতে দেখা যায়। রোগিণীর মনে হয় যেন তার মাথায় হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। মাথায় জ্বালাকরা উত্তাপ সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যাকালে, সকালে হাঁটা-চলা করলে মাথা ধরে। রোগিণী তখন চোখ মেলে তাকাতে পারে না। মাথা সামনের দিকে বাঁকালে বা ঝোঁকালে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। মাথায় চাপধরা ব্যথা এবং মাথার এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে চলা বেদনা; এই সঙ্গে অক্সিপুট ও টেম্পল্ অংশে বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

চোখে একভাবে তাকিয়ে থাকার মত দৃষ্টি; আক্ষেপযুক্ত অবস্থার জন্য চোখ বিস্ফারিত হয়ে থাকতে দেখা যায়। চোখের দৃষ্টি, বিশেষত ডান চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়ে; ডান চোখে ভয়ানক বেদনা দেখা দেয়। চোখে বালি বা কাঠির টুকরোর মত কিছু পড়েছে বলে বোধ হতে থাকে; চোখে চুলকানিবোধ হয়, বিশেষভাবে ডান চোখে জ্বালাবোধ হয়। ফটোফোবিয়া বা আলোক-ভীতি খুব বেশী থাকে, ডান চোখটাই বেশী আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অনেক উপসর্গই দেহের ডানদিকে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়।

কান থেকে প্রচুর স্রাব নির্গত হয়। কানে ভীষণ বেদনা, কানের গর্তের মুখে বা মিয়েটাসে হুঁল বেঁধার মত ব্যথা, শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়া, ডান দিকের কানে নিরেট ধরনের ব্যথা ও ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা; কানে ভোঁ ভোঁ, শোঁ শোঁ শব্দ শোনা ও সে সঙ্গে মাথাঘোরা, সকালে ঘুম থেকে উঠলে কানে ঘণ্টা বাজার মত শব্দ শোনা, প্রভৃতি লক্ষণ এবং ডান কানে উপসর্গ বেশী সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মুখমণ্ডল রুগ্ণ দেখায় এবং তাতে ভয় পাবার ছাপ ফুটে ওঠে।

দাঁতে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়। নিচের চোয়ালের কোণে বেদনা দেখা দেয় এবং তাতে মনে হয় যেন দাঁত পড়ে যাবে।

গলার ভিতরে ও টনসিলে প্রদাহ, ডানদিকে খুববেশী হয়। ডানদিকের টনসিলের বেদনা ডানদিকের কান পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। গলায় দ্রুতগতিতে ঝিলিক দিয়ে যাওয়া বেদনা, কিছু গিলতে গেলে গলায় বেদনা ও সংকোচনবোধসহ ডিপথেরিয়া এই ওষুধে সারানো গেছে, গলার বাইরের দিকটাতে খুববেশী স্ফীতি থাকে এবং খুববেশী জ্বর হতে দেখা যায়।

খাদ্যের প্রতি বিরূপতা, মাংসের প্রতি বিরূপতা বিশেষভাবে দেখা যায় কিন্তু কাঁচা অথবা রান্না না করা খাদ্যের প্রতি সে আকাঙ্ক্ষা বোধ করে। ঠাণ্ডা জলের পিপাসা থাকে। গা-বমিভাব ও বমি হতে দেখা যায়; তেতো ঢেকুর ওঠে। পাকস্থলীতে একটা শূন্যতা, একেবারে খালি হয়ে গেছে এরূপ বোধের সঙ্গে উৎকণ্ঠাবোধ থাকে। ভুক্ত সব খাদ্য বমি হয়ে যায়; পাকস্থলীতে জ্বালাকরা ব্যথা হয়।

পেটে জ্বালাকরা অনুভূতি অন্ত্র বরাবর নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে; রেক্টামে জ্বালাবোধ থাকে। প্লীহাতে তীক্ষ্ম বেদনা, লিভারে স্পর্শকাতর বেদনা ও স্ফীতি, পেটের দুই ধারেই বেদনা হয় এবং পেট বায়ুতে ফুলে থাকে। প্রায়ই কলিক বেদনা দেখা দেয়। পেট, মলদ্বার ও ভ্যাজাইনাতে একই সঙ্গে ঝিলিক দেওয়া ব্যথা দেখা দেয়। যে সব মহিলার দেহে ট্যারেণ্টুলা দিয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তাদের পেট ও জরায়ুতে ফিব্রয়েড টিউমার সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। তলপেটে খুববেশী ব্যথা হতে দেখা যায়।

খুব কষ্টকর ও ভীতিজনক কোষ্ঠবদ্ধতায় যখন ডুস দেওয়া বা ইনজেকশনও বিফল হয় তখন এই ওষুধটি কার্যকরী হয়। কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে এই ওষুধের উপযোগী পথ প্রদর্শক লক্ষণগুলি হচ্ছে অনবরত এপাশ-ওপাশ করা, উদ্বেগবোধ, অস্থিরতা, এপাশে ওপাশে বারবার ঘুরে ঘুরে শোয়া এবং সেই সঙ্গে বালিশে ম. ঘষা। মলত্যাগের কোন ইচ্ছাই থাকে না। মলের সঙ্গে প্রচুর রক্ত পড়ে। রেক্টামে তীক্ষ্ম বেদনা ও কোঁথানির সঙ্গে পেটে কলিকের বেদনা থাকে। মলত্যাগে খুববেশী কষ্টবোধ হয়। এই ওষুধে পেট খারাপ বা উদরাময় ও সেই সঙ্গে গা-বমিভাব এবং বমি হতেও দেখা যায়। মাথার চুল ভাল করে জলে ভিজিয়ে পরিষ্কার করার পরে পেট খারাপ হয়ে কালচে, পচাটে গন্ধযুক্ত মলত্যাগ করতে দেখা যায়।

বিষক্রিয়াজনিত নানা ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। প্রস্রাবে সুগার থাকে এবং এই ওষুধে ডায়াবেটিস সারানো গেছে; শোক-দুঃখ, উদ্বেগবোধ, দুর্বলতা এবং দেহের সর্বত্র থেঁতলে যাবার মত ব্যথা সহ ডায়াবেটিস এই ওষুধে সারে। কাশতে থাকলে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়। কিডনীতে নানারূপ বেদনা, প্রস্রাবে খুব কষ্টবোধ প্রভৃতি সহ রেনাল কলিক এই ওষুধে সারানো সম্ভব হয়েছে। রোগজনিত দৈহিক পরিবর্তনে সিস্টাইটিসের মত অবস্থা দেখা দেয় এবং মূত্রথলীর প্রদাহ এই ওষুধে

সারানো যায়। এই ধরনের সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে মূত্রথলীতে আক্ষেপযুক্ত ক্রিয়ায় প্রস্রাব না বেরিয়ে আটকে থাকা, প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাবের সঙ্গে শীর্ণতা ও প্রস্রাবে 'সুগার' নির্গমন প্রভৃতি দেখা যায়। প্রস্রাব করার সময় ইউরেথ্রাতে টান্ধরা ব্যথা, প্রস্রাবে প্রচুর বালির মত গুঁড়ো পদার্থ থাকা এবং প্রস্রাবে পচাটে দুর্গন্ধ প্রভৃতি থাকতে দেখা যেতে পারে।

যৌন-বাসনা বা ইচ্ছার প্রবণতা এতই তীব্র হয় যে রোগী তার মনকে কিছুতেই যৌন আবেগ ও যৌনচ্ছা থেকে সরিয়ে রাখতে বা সংযত রাখতে পারে না; লম্পটের মত উন্মত্ততা দেখা দেয়, প্রবল যৌন উত্তেজনা ও লিঙ্গোদ্গমের সঙ্গে প্রস্টেট-রসক্ষরণ হতে অথবা প্রস্টেটের গোলযোগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বীর্যপাত হওয়া, বীর্যে রক্তমেশানো থাকা, যৌনাঙ্গে বেদনা, অণ্ডকোষে শিথিলতা ও বেদনাবোধ, কুঁচকিতে বেদনা, পেনিস বা পুরুষাঙ্গে স্ফীতি, দুটি অণ্ডকোষেই টিউমার সৃষ্টি হওয়া, স্পারম্যাটিক কর্ডে এবং অণ্ডকোষে বেদনা ও স্ফীতি; স্পারম্যাটিক কর্ডে টেনে ধরার মত ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয়।

মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রবল, অসহ্য যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাব সময়ের অনেক আগে এবং বেশী পরিমাণে হয়। যৌনাঙ্গে খুববেশী চুলকানিবোধ ভ্যাজাইনা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং রাত্রিতে সেটা আরও বৃদ্ধি পায়। জরায়ুতে প্রচণ্ড বেদনা ও খিঁচ্ধরা ব্যথা দেখা দেয়। নিম্ফোম্যানিয়া বা প্রবল যৌন উন্মাদনা এই ওষুধে সারানো যায়। যৌনসঙ্গমে বাসনা আরও তীব্র হয়, তার নিবৃত্তি ঘটে না। যৌনাঙ্গে খুববেশী অনুভূতির প্রাবল্য বা হাইপারস্থেসিয়া সৃষ্টি হয়। ফিব্রয়েড টিউমার সারানো যায়। মাংসপেশীতে খুববেশী শৈথিল্যসহ জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটতে দেখা যায়। পেলভিসে প্রসব বেদনার মত নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়া প্রবল বেদনা, জরায়ুতে জ্বালাবোধ, স্ফীতি ও শক্তভাব বা ইনডিউরেশন সৃষ্টি হয়। জরায়ুতে প্রবল খিঁচ্ধরা ব্যথাসহ গা-বমিভাব ও বমি হয়। চাপ লাগলে জরায়ু খুববেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। জরায়ুতে প্রসব বেদনার মত, গর্ভস্রাব হয়ে যাবার মত বেদনা দেখা দেয়। যৌনাঙ্গে ঝিলিক দেওয়া ব্যথা দেখা দিতে পারে।

শ্বাসপথের বিভিন্ন উপসর্গে ওষুধটি ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। ল্যারিংক্সে ও ট্রেকিয়ায় অনবরত গলা খাঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা তুলে ফেলার চেষ্টা, স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ; কথা বলার সময় স্বরলোপ; ল্যারিংক্স ও ট্রেকিয়াতে শুষ্কতা, গলা থেকে বুক পর্যন্ত জ্বালাকরা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেতে পারে।

এই ওষুধে কাশিসংক্রান্ত নানা লক্ষণ থাকে। বার বার শুকনো কাশি, সন্ধ্যায় কাশি খুববেশী হয়, শুকনো, আক্ষেপযুক্ত কাশি ও ওয়াক্ ওঠা এবং গয়ের তুলতে গেলেই গলা-মুখ বন্ধ হয়ে যাবার মত হয়; কাশির সঙ্গে অসাড়ে প্রস্রাব বেরিয়ে যায়; কাশির সঙ্গে ল্যারিংক্স ও ব্রঙ্কিয়াল টিউবে তীক্ষ্ম বেদনা, রাত্রিকালীন কাশি

হয়। আবার, সকালেও শুকনো কাশি দেখা যেতে পারে। সকালের দিকে আলগা কাশির সঙ্গে ঘন হলদে গয়ের ওঠে।

হার্টের গোলযোগ দেখা দিলে যে ধরনের শ্বাসকষ্ট হয়, এই ওষুধে তেমনি বুকে চাপবোধের সঙ্গে শ্বাসগ্রহণের জন্য হাঁস-ফাঁস করা ও দমআট্কা শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বাহু উঁচু করলে এবং বামদিকে চেপে শুয়ে থাকলে বুকে চাপবোধ হতে থাকে। বাতজনিত বেদনা এবং বুকে ও তার আশপাশে নানা ধরনের বেদনা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এই ওষুধে হার্টসংক্রান্ত নানা ধরনের লক্ষণও সৃষ্টি হয়। প্যালপিটেশনসহ মাইট্রাল ভালব্জনিত মার্মার্ এবং হার্টে কম্পনের অনুভূতি ও সেই সঙ্গে নাড়ীর স্পন্দন অনিয়মিত থাকা ; হার্টে খুববেশী উৎকণ্ঠার অনুভূতি, হার্টের স্পন্দন যেন থর্থর্ করে কেঁপে কেঁপে হয়, ভয় পাবার মত হঠাৎ হঠাৎ হার্টের স্পন্দনে খুব জোরে ধাক্কা মারার মত হয়, কোনরূপ ভয় না পেলেও ঐরূপ হতে দেখা যায়। সবসময়ই শ্বাস নিতে গেলে হাওয়ার অভাববোধসহ মুক্ত, পরিচ্ছন্ন বায়ু পাবার ইচ্ছা এবং যেন হার্টটা উল্টে গেছে এরূপ অনুভূতি দেখা দেয় ; মনে হয় যেন হার্টটা পিষে ফেলা বা নিঙড়ানো হচ্ছে, এই ওষুধে অ্যানজাইনা পেক্টোরিসের মত অনেক লক্ষণ থাকে এবং অ্যানজাইনা পেক্টোরিস এই ওষুধে সারানো যায়।

ফোড়া, অ্যাবসেস, কার্বাঙ্কল প্রভৃতি পিঠে, বিশেষভাবে দুই কাঁধের মাঝামাঝি অংশে এবং ঘাড়ের পিছনে সৃষ্টি হতে দেখা যায়। লাম্বার অঞ্চলে তীব্র বেদনা, স্ক্যাপুলা দুটির নিচেও অনুরূপ ভয়ঙ্কর বেদনা সৃষ্টি হয় এবং নড়া-চড়ায় সেই বেদনা খুববেশী বৃদ্ধি পায়। সারা পিঠেই বাতজনিত বেদনা, স্ক্যাপুলাতে বেদনা দেখা দেয়। ঘাড় শক্ত বা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে এবং নড়া-চড়ায় বেদনাবোধ হতে থাকে। সমগ্র মেরুদণ্ডে ক্ষতের মত টন্টনে ব্যথায় এই ওষুধটি খুবই কার্যকরী হয় ; মেরুদণ্ডে উত্তেজনা বা উপদাহ, চাপ লাগলে বা স্পর্শে মেরুদণ্ডের উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতিতে ওষুধটি ফলপ্রদ হয়।

হাত-পা প্রভৃতিতে এত বেশী লক্ষণ সৃষ্টি হয় যে তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না ; তাদের মধ্যে অল্প দু'একটির কথা বলা যেতে পারে। দুর্বলতা, অসাড়তা এবং অস্থিরতা সর্বদাই থাকতে দেখা যাবে। নানা ধরনের বাতজনিত বেদনা দেখা দেয়। হাত-পা প্রভৃতির বেদনা এত বেশী থাকে যে রোগী দেহে জামা-কাপড়ের ভারও সহ্য করতে পারে না। ঊর্ধ্বাঙ্গে, বাহু, হাত প্রভৃতিতে ভারী বোধ ও অসাড়তাবোধ দেখা দেয়। বাহুতে মোচড়ানো বা নিঙ্ড়ানোর মত ব্যথা বোধ হয় ; হার্টের বেদনা এবং কাঁধে নানারূপ বেদনা দেখা দেয়। জ্বালা করা ব্যথা প্রায়ই দেখা দেয় ; বাতের জন্য ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনাবোধ হয়। রোগী অনবরত তার হাত নাড়া-চাড়া করে এবং আঙ্গুল খোঁটে, স্নায়বিক কারণে এরূপ করতে দেখা যায়। বামদিকের বাহু, হাত প্রভৃতিতে এবং ডানদিকের উরু, পা প্রভৃতি অংশে অসাড়তা, পায়ের দিকে পক্ষাঘাতের সঙ্গে নড়া-চড়ায় পিঠে বেদনা-

বোধ হতে দেখা যায়। অনবরত কাঁদার ইচ্ছা (**আর্স**) সহ উরু, পা প্রভৃতিতে অস্থিরতা বা চঞ্চলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে ক্লান্তিবোধ বা অবসন্নতার সঙ্গে বেদনা দেখা দেয়। নিম্নাঙ্গে অসাড়বোধ পরে মাংসপেশীতে টেনেধরা ব্যথায় রূপান্তরিত হয়। সবিরাম জ্বরের শীতাবস্থায় বা কম্প দেখা দিলে উরু, পা প্রভৃতি অংশে চঞ্চলতার সঙ্গে কামড়ানি ব্যথাও দেখা দেয়। রাত্রিতে নিতম্বে শক্ত হয়ে ওঠার মত ব্যথা হয়। সন্ধ্যাকালে বসে থাকা অবস্থায় পাছা ও কক্সিক্স অংশের বেদনায় রোগীর লাফিয়ে পড়া বা লম্ফঝম্প করার ইচ্ছা দেখা দেয়। সকাল ৬টা নাগাদ নিতম্বের মাঝের খাঁজের কাছে বেদনা শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে; হাঁটা-চলা করার সময় উরুর বেদনায় মনে হয় যেন সেখানে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে; উরুতে ঝিলিক দেওয়া ব্যথা দেখা দেয়। রোগী প্রায় সব সময়ই তার পা-দুটি নাড়তে থাকে; পায়ে ভারীবোধ, থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, ডান দিকের টেণ্ডো-একিলিস্-এ ঝিলিক মেরে ওঠা ব্যথা প্রভৃতির জন্য **আর্সেনিকামের** মতই রোগী ঘরের মেঝেতে সন্ধ্যাবেলায় হাঁটা-চলা করে বেড়াতে বাধ্য হয়। **আর্সেনিকামের** মতই রোগী এক চেয়ার থেকে অন্য চেয়ারে, এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় অস্থিরভাবে যাতায়াত করে, চঞ্চলভাবে মেঝেতে হাঁটা-চলা করে।

মধ্য রাত্রির পূর্বে নিদ্রাহীনতা লক্ষণটি খুব প্রবল থাকতে দেখা যায়।

দেহের সর্বত্রই চুলকানিবোধ, কামড়ানো, পোকা হাঁটার মত সুড়সুড় করা, হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গে চুলকানিবোধ ও জ্বালাকরা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। হাত-পা প্রভৃতি অংশে শুকনো, চুলকানিযুক্ত একজিমাতে **আর্সেনিকাম** এবং **সালফার** ব্যর্থ হবার পরে সেই একজিমা এই ওষুধে সারানো সম্ভব হয়েছে, এই ওষুধটি খুবই গভীরভাবে, দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্রিয়াশীল এবং ত্বকের উপসর্গে খুব কার্যকরী হতে দেখা যায়।

থেরিডিয়ন
(Theridion)

হিস্টিরিয়ার মত অত্যানুভূতি এবং গোলমালের শব্দ, নড়া-চড়া করা ও পরিশ্রমে উপসর্গ বৃদ্ধি পেয়ে প্রবল আকার ধারণ করা লক্ষণে এই ওষুধটিকে অদ্বিতীয় করে তোলে। গোলমালে এবং নড়া-চড়ায় বেদনা খুব বৃদ্ধি পায়, স্নায়ুগুলিতে এমন অধিক অনুভূতিপ্রবণতা সৃষ্টি হয় যে দেহের উপর দিয়ে যেন বেদনার একটা কম্পন ঢেউয়ের মত করে বয়ে যায় এবং তার পরেই গা-বমিভাব দেখা দেয়। গোলমালের শব্দে গা-বমিভাব দেখা দেওয়া লক্ষণটি খুবই অদ্ভুত ও বিচিত্র। এই ওষুধের লক্ষণ সাদৃশ্য থাকলে মেরুদণ্ডের উপদাহ বা ইরিটেশনযুক্ত দুরারোগ্য অবস্থাও ওষুধটিতে নিরাময় করা যাবে। নাকে ক্রনিক ধরনের শ্লেষ্মা স্রাব সৃষ্টি হয়। হাড়ে নেক্রোসিস হতে দেখা যায়। খুব দ্রুত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়া, শীর্ণতা দেখা দেওয়া,

গ্ল্যান্ডগ্‌লি ব্‌দ্ধি পাওয়া, সবসময়ই খিদেবোধ ও পিপাসাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। স্ক্রফুলাজনিত অবস্থায় প্রাচীন, বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে এটিই ছিল একটি প্রধান ওষ্‌ধ। এই ওষ্‌ধে খ্‌ববেশী ক্লান্তি বা অবসাদ, সামান্য পরিশ্রমেই ম্‌র্চ্ছাভাব, শীতকাতরতা, কাঁপ্‌নি এবং উৎকণ্ঠা থাকে। উপসর্গগ্‌লি উষ্ণতায় এবং বিশ্রামে কম থাকতে দেখা যায়। রোগিণী এত বেশী অস্থিরতাবোধ করে যে সে কোন কাজই স্‌ষ্ঠ্‌ভাবে করতে না পারলেও কোন একটা কাজে সে ব্যস্ত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। তার দেহে ও হাড়ে টন্‌ টন্‌ করা ব্যথা থাকে।

বিষাদগ্রস্ত অবস্থা ও মানসিক অবসন্নতা থাকে। কখনো আবার হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত আচার-আচরণ, স্ফ্‌র্তি, হৈ-হল্লা করতেও দেখা যায়। কাজ-কর্ম, ব্যবসায়িক কাজ-কর্মের প্রতি বির্‌পতা দেখা দেয়। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গান-বাজনা করার সঙ্গে মাথাধরা দেখা দেয়।

চোখ বন্ধ করলে, নড়া-চড়া করলে, মাথা নিচের দিকে ঝোঁকালে, জাহাজে চড়লে, প্রতিটি হৈ-হট্টগোলে মাথাঘোরা দেখা দেয়, সেই সঙ্গে গা-বমিভাব বমি এবং ঠাণ্ডা ঘাম হয়। রাত ১১টা নাগাদ মাথাঘোরার জন্য ঘ্‌ম ভেঙ্গে যায়, নাড়ীর গতি ধীর হয়ে পড়ে : মাথা ঘোরার সঙ্গে চোখের দ্‌ষ্টি ক্ষীণ হতে এবং চোখে বেদনা শ্‌র্‌ হতে দেখা যায়। চার্চে বা মন্দিরে উপাসনা করতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে, চোখ বন্ধ করে বসলেই মাথাঘোরা ও গা-বমিভাব শ্‌র্‌ হয়ে যায়। সম্‌দ্র-পীড়ার মত মাথাঘোরা দেখা দেয়।

ভয়ানক যন্ত্রণা সহ মাথাধরা ; নড়া-চড়ায়, কথাবলা, উষ্ণ পানীয় গ্রহণে মাথা-ধরার বেদনা ব্‌দ্ধি পায় সেই সঙ্গে গা-বমিভাব ও বমি হতে থাকে। আলো এবং গোলমালের শব্দে রোগী সংবেদনশীল থাকে। কপালের বেদনা অক্ষিপ্‌ট পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং হৈ-হট্টগোলে, নড়া-চড়ায় ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঐ বেদনা আরও বেড়ে যায়। নড়া-চড়া শ্‌র্‌ করতে গেলেই মাথাধরা দেখা দেয়। রোগিণীর মনে হয় যেন মাথার তাল্‌ বা ভারটেক্সটা তার নিজের নয়, যেন সে ঐ অংশটাকে আলাদা করে তুলে ফেলতে পারে। চোখের গভীর অংশে বেদনা দেখা দেয়। প্রচণ্ড রৌদ্র-তাপজনিত পীড়া বা সান-স্ট্রোক থেকে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে। টেম্পল অংশে চেপে ধরার মত ব্যথা, বাম চোখের উপরে এবং কপালে আড়াআড়ি ভাবে টিপ্‌ টিপ্‌ করা বা পালসেটিং বেদনা দেখা দেয়। মাথাধরার যন্ত্রণায় রোগীর পক্ষে শ্‌য়ে থাকা সম্ভব হয় না। মাথার চামড়া ও ঘাড়ের উপর অংশে চ্‌লকানিবোধ সন্ধ্যাকালে বিশেষ ভাবে শ্‌র্‌ হতে দেখা যায়।

স্নায়বিক কারণে স্‌ষ্টি হওয়া নানাধরনের চোখের উপসর্গ এই ওষ্‌ধে সারানো যায়। চোখ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও যেন চোখের সামনে আলোর শিখার কম্পন চোখে পড়ে ; যেন একটা পর্দা চোখের সামনে থেকে দ্‌ষ্টি আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে বলে বোধ হতে থাকে। সব জিনিস দ্‌টি করে দেখা, আলোতে অত্যান্‌ভ্‌তি, চোখের উপসর্গের সঙ্গে গা-বমিভাব এবং হাত শীতল থাকতে দেখা যায়। চোখের পিছনে

চেপে ধরার মত ব্যথা, চোখ বুজিয়ে রাখলে গা-বমিভাব ও বমি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

শ্রবণশক্তি খুব তীব্র হয়ে ওঠে। সামান্য একটু শব্দও যেন সারা দেহের ভিতরে বিশেষভাবে দাঁতে ঢুকে যায় এবং তার জন্য মাথাঘোরা বেড়ে যায়, গা-বমিভাব দেখা দেয়। কানে জলপ্রপাতের মত জল পড়ার শব্দ, কান ও তার আশ-পাশে চাপবোধ, কানের পিছনের অংশে পূর্ণতাবোধ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

দুরারোগ্য ধরনের নাকের সর্দি, নাক থেকে ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত হলদে অথবা সবুজাভ হলুদ রঙের সর্দি পড়ে। নাকের গোড়ায় চাপধরা ব্যথা, নাকের ভিতরে শুষ্কতা এবং মাঝে ভয়ানক হাঁচির দমক আসতে দেখা যায়।

মুখমণ্ডল ফেকাশে ও রুগ্ণ দেখায়। সকালে ঘুম থেকে উঠলে লক-জ বা চোয়াল আটকে যাওয়া, কাঁপুনি বা শীতভাবের সঙ্গে মুখে ফেনা উঠতে দেখা যায়। দাঁতে ঠাণ্ডা জল লাগলে দাঁত কন্ কন্ করে এবং তীক্ষ্ম চিৎকারের মত শব্দেও দাঁত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। দাঁতের যন্ত্রণায় রোগী কেঁদে ফেলে, দাঁতে জ্বালাবোধও থাকে। মুখে নোনতা স্বাদ অনুভূত হয়; জিহ্বা যেন পুড়ে গেছে বলে মনে হয়, মুখের ভিতরটাতে অসাড়বোধ সহ মুখের স্বাদ বিকৃত হয়ে পড়ে।

মদ এবং টক স্বাদের পানীয়গ্রহণের ইচ্ছা, প্রবল পিপাসা; খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও কোন্ ধরনের খাদ্য সে চায় তা রোগী নিজে জানে না।

অনেক উপসর্গের সঙ্গে এবং নানা কারণেই গা-বমিভাব দেখা দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠলে, গোলমালের শব্দে, চোখ বন্ধ করলে, অনেক দূরের কোন জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকলে, নড়া-চড়ায়, কথা বলা কোন দ্রুতগামী গাড়ীতে চড়লে, মোটর গাড়ী বা জাহাজে চড়লে গা গুলিয়ে ওঠে। মাথাধরার সঙ্গে, মাথাঘোরার সঙ্গে গা-বমিভাব দেখা দেয়; উষ্ণ পানীয় গ্রহণে গা-গুলানো ভাব বেড়ে যায়। স্নায়বিক ধরনের মহিলারা সমুদ্রপীড়ার জন্য জাহাজের দুলুনী থেকে রক্ষা পাবার জন্য চোখ বন্ধ করে থাকলে ভয়ংকরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে; পাকস্থলীতে স্পর্শ-কাতরতা দেখা দেয়।

লিভারের নানা উপসর্গে ওষুধটি কার্যকরী হয়; লিভারে জ্বালা করা বেদনা স্পর্শে, নড়া-চড়ায় এবং গোলমালের শব্দে বেড়ে যায় সেই সঙ্গে পিত্তবমি হতে থাকে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে সঙ্গমের পরে কুঁচকিতে বেদনা, নড়া-চড়া করলে এবং পা গুটিয়ে বসলে বেদনা দেখা দেয়। কোষ্ঠবদ্ধতায় নরম মলত্যাগেও খুব কষ্টবোধ থাকে, মলদ্বারে সংকোচন সৃষ্টি হয়। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বড় হবার সঙ্গে পেরিনিয়াম অংশে একটা পিণ্ড থাকার মত অনুভূতি দেখা দেয়।

রাত্রিতে প্রস্রাব করার জন্য অনেকবারই ঘুম থেকে উঠে পড়তে হয়, রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয়।

দুর্বলভাবে লিঙ্গোদ্গম ও যৌন ইচ্ছা কমে যেতে দেখা যায়, বিকেলের দিকে ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হয়ে যায়।

ওভারী অঞ্চলে টন্ টন্ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পায়, ঋতুস্রাব দমিত বা বন্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়।

সিঁড়ি ভেঙ্গে উঁচুতে উঠতে গেলে হাঁপ ধরে ও শ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হয়।

বুকে বাম কাঁধের নিচের থেকে গলা পর্যন্ত সূচ বেঁধানোর মত বেদনা, দ্রুত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়া, হার্ট অঞ্চলে উদ্বেলতা প্রভৃতি দেখা যেতে পারে।

মেরুদণ্ডে খুববেশী অনুভূতিপ্রবণতা, নড়া-চড়ায়, গোলমালের শব্দে, ঝাঁকুনি লাগলে, পা ফেলায় মেরুদণ্ডের সংবেদনশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। দুটি স্ক্যাপুলার মধ্যবর্তী অংশে বেদনা, পিঠ ও ঘাড়ে চুলকানিবোধ প্রভৃতি থাকে।

উরুতে টেনে ধরা ব্যথার সঙ্গে ঠাণ্ডা অনুভূতি উষ্ণতায় কম হয়। পায়ের গুলফ বা কাফ্ অংশে ভয়ানক চুলকায় ; পায়ের পাতায় ফোলা হাত-পায়ে ভারীবোধ হাড়ের বেদনায় মনে হয় যেন হাড় ভেঙে যাবে। দেহে কাঁপুনির সঙ্গে শীতভাব, সহজেই ঘাম হওয়া, বরফের মত ঠাণ্ডা ঘামের সঙ্গে মূর্চ্ছাভাব, মাথাঘোরা এবং রাত্রিতে বমি হয়। ত্বকে ভয়ানক চুলকানিবোধ হতে দেখা যায়।

থুজা অক্সিডেণ্টালিস
(Thuja Occidentalis)

থুজা রোগীর চেহারার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মুখমণ্ডলে মোমের মত ফেকাশে কিন্তু চক্চকে ভাব, যেন সারামুখে চর্বি মাখানো হয়েছে ; রোগীর চেহারায় একটা রুগণ্ভাব থাকে, যেন ক্যাচেকসিয়া বা শীর্ণতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ার মত দেখায়। সাইকোটিক ধাতুর রোগী এবং ক্যান্সারজনিত শীর্ণতায় আক্রান্ত, দুর্বল, হলদেটে অথবা খুববেশী ফেকাশে চেহারার রোগীদের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ত্বকে নানা ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ঘাম অদ্ভুত ধরনের হয় ; ঘামে মিষ্টি গন্ধ, মধুর মত, কখনো কখনো রসুনের মত উগ্র ও ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত হতে দেখা যায়। রোগীর যৌনাঙ্গ থেকেও ঝাঁঝালো গন্ধ, যৌনাঙ্গের ঘামে মধুর মত মিষ্টি গন্ধ থাকে এবং রোগী নিজেই তার যৌনাঙ্গের গন্ধ শোঁকে। অনেকক্ষেত্রে হিং পোড়া গন্ধ, পাখির পালক পোড়া গন্ধ অথবা স্পঞ্জ পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়। সাধারণত যৌনাঙ্গে থুজার উপযোগী ডুমুরের মত আঁচিল সৃষ্টি হলে যৌনাঙ্গে বিশেষভাবে ঐ ধরনের গন্ধ হয়।

দেহে সর্বত্রই ত্বক অস্বাস্থ্যকর থাকে এবং **আর্সেনিকের** মতই নিদ্রার প্রথমভাগে দেহে প্রচুর ঘাম হয়। **আর্সেনিক** এবং থুজার মত শুধু মোমের মত ফেকাশে ভাব দেখা গেলে হয়ত **আর্সেনিকই** প্রয়োগ করা হবে। অ্যাকিউট অবস্থায় যেখানে

আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়, তার ক্রনিক অবস্থায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে থ্বজা ব্যবহার করতে হয়।

একটা অদ্ভুত ধরনের হাঁপানির মত অবস্থা সাইকোসিসে পাওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে লক্ষণে **আর্সেনিকাম**, উপযোগী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাতে সাময়িক-ভাবে কষ্টটা কমে বটে, উপসর্গটাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনা যায় না; ঐ ওষুধটি অ্যাকিউট অবস্হার উপসর্গে **অ্যাকোনাইটের** মত কাজ করে, অল্প কিছুক্ষণের জন্য কষ্টটাকে কমিয়ে দেয়। হাঁপানি এবং সাইকোসিসের মত অনেক উপসর্গে **আর্সেনিক** ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, কিন্তু ওষুধ সাময়িকভাবে কষ্টটা কমানো বা প্যালিয়েট করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না, **আর্সেনিক** প্রয়োগে ধাতুগত পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়, কেননা ঐ ওষুধে মূল উপসর্গের সাদৃশ্য লক্ষণ থাকে না। সিফিলিস এবং সোরাজনিত উপসর্গকে **আর্সেনিক** অনেকটাই দূর বা নির্মূল করতে পারে, যদি লক্ষণ সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু সাইকোসিসে ঐ ওষুধের ঐরূপ ক্ষমতা নেই। **আর্সেনিক** উপসর্গটির ততটা গভীরে যেতে পারে না কিন্তু থ্বজা এবং **নেট্রাম সালফ** সেক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে উপসর্গটি নিরাময় করতে পারবে। থ্বজা এবং **নেট্রাম সালফ** উপসর্গের প্রাথমিক অথবা যেগুলি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে হয়ত দমিত হয়ে রয়েছে সেগুলি ফিরিয়ে আনবে।

থ্বজার রোগীর মধ্যে আঁচিলের মত উদ্ভেদ, যেগুলি নরম, তুলেতুলে ও খুব অনুভূতিপ্রবণ থাকে, জ্বালা করা, চুলকানিবোধ এবং কাপড়ের ঘষটানিতেও রক্তপাত ঘটায়, সেই ধরনের আঁচিল সৃষ্টি করার প্রবণতা থাকতে দেখা যায়। হাতে শিংয়ের মত উঁচু হয়ে ওঠা উদ্ভেদ ফেটে গিয়ে একটা মূল বা শিকড়ের উপর যেন দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার তলা বা বেস অংশটা ফাটা ফাটা হয়ে পড়ে। জরায়ুর সারভিক্স অংশে মলদ্বারের আশপাশে (**নাইট্রিক অ্যাসিডের** মত), ফুলকপির মত চেহারার অর্বুদ; লেবিয়া মেজোরা এবং মিউকাস মেমব্রেনে সাধারণত ঐ ধরনের অর্বুদ বা উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। শিংয়ের মত উঁচু হয়ে ওঠা উদ্ভেদ সাধারণত ত্বকের উপরে সৃষ্টি হয়। বাদামী রঙের আঁচিল, পেটের উপরে বিশেষভাবে ঐ ধরনের আঁচিল সৃষ্টি হয়, বড় বড় বাদামী রঙের দাগ, লিভার স্পটের মত দাগ প্রভৃতি পেটের উপরে সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

বুকের উপরে জোনা বা হার্পিস জস্টার, দেহের সর্বত্রই এখানে-ওখানে **সিপিয়ার** মত হার্পিস, ঠোঁটে এবং প্রিপিউস্ অংশে হার্পিস সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জোনা বা হার্পিস জস্টারের লক্ষণে **থ্বজা, রাসটক্স, গ্র্যাফাইটিস, কেলি হাইড্রো** এবং **মেজেরিয়াম** তুলনীয় কারণ এতে বড় বড় জলপূর্ণ ফোস্কা প্যাচের আকারে দেখা দেয়, দেহের যে কোন অংশে সিঙ্গল্স নামের এই উদ্ভেদ সৃষ্টি হতে পারে।

এইরূপ অবস্থার সঙ্গে খুব কষ্টবোধ ও নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা থাকতে দেখা যায়। সাইকোসিস রোগীর পক্ষে থ্বজা প্রকৃতই একটি খুব ভাল ওষুধ। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় ক্যালোমেল ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রেই আঁচিল শুকিয়ে কুঁকড়ে গিয়ে পড়ে

যেতে দেখা যায়। কখনো কখনো এমন কিছু কিছু রোগী দেখা যাবে যাদের লক্ষণগুলি সব এলোমেলো হয়ে আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভাবনা-চিন্তা করেও সে সব লক্ষণের মধ্যে বিশেষ কোন সুশৃঙ্খল অবস্থা খুঁজে না পেয়ে বোঝা যাবে যে প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যাচ্ছে না, কোন একটা কিছুর অভাব রয়ে গেছে। কেউ হয়ত **নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্যালোমেল** অথবা অন্য কিছু লাগিয়ে ডুমুরাকৃতি আঁচিল দূর করে দিয়েছে। ঐ ধরনের কণ্ডাইলোমা বা আঁচিল প্রভৃতি ধাতুগত কারণ ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না, সেগুলি থাকায় রোগী খুব একটা অসুস্থবোধ করে না, বরং ভাল থাকে; কিন্তু সেগুলি বসে গেলে আমরা আশ্চর্য জনক ভাবে **নাইট্রিক অ্যাসিড, থুজা, মার্কিউরিয়াস** এবং **স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার** লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখতে পাই।

ডুমুরাকৃতির আঁচিল বসে বা দমিত হলে যে সব লক্ষণ দেখা দেয় তাতে অন্যান্য ওষুধের তুলনায় থুজা বেশী কার্যকরী হয়।

রোগীর দেহে পূর্বে কোন জন্তু-জানোয়ারের বিষক্রিয়া ঘটার কথা জানা গেলে, সাপের কামড়, গুটি বসন্ত ও টিকা নেবার ফলে বিষক্রিয়া ঘটে থাকলে সে সব ক্ষেত্রে থুজা বিশেষভাবে ফলপ্রদ হবে।

প্রস্রাব পথে নানা ধরনের স্রাব নির্গমন হতে পারে কিন্তু সাইকোটিক বা গনোরিয়া বিষ জাত কারণে যে স্রাব পড়ে সেটা কোন কারণে চাপা পড়লে বা দমিত হলে পায়ের পাতার গভীরে, হাঁটু এবং পায়ের গাঁট বা অ্যাঙ্কেলে এক ধরনের টন্‌টনে ব্যথার সৃষ্টি হয়, পিঠ ও নিতম্ব হয়ে সায়াটিক নার্ভে ঐরূপ টন্‌টনে ব্যথা দেখা দেয়। কখনো কখনো বাহু, হাত প্রভৃতি অংশেও ঐরূপ ব্যথা দেখা দিতে পারে। ঐ বেদনা **রাসটক্সের** মত চুপচাপ শান্তভাবে থাকলে খুব বেড়ে যায়, খুববেশী কামড়ানি বা কন্‌কন্ করা ব্যথা চলতে থাকে এবং রোগী বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয় কিন্তু বিছানায় শুয়ে সে অনবরত এপাশ ওপাশ করে, নড়া-চড়া করে। এক্ষেত্রে অ্যাণ্টি-সাইকোটিক একটি ওষুধ নির্বাচন করা দরকার। ঐ ধরনের উপসর্গ সাইকোটিক কারণে না হয়ে থাকলে **রাসটক্সে** সেটা সেরে যাবে। কিন্তু সাইকোটিক কারণে যদি ঐ ধরনের লক্ষণ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে থুজা অথবা **মেডোরিনাম** সেটাকে সারাবে।

উপসর্গটি সৃষ্টি হবার কারণ হিসাবে সাইকোসিস যেখানে অন্তর্নিহিত থাকে সেই সব ক্ষেত্রে থুজা বিশেষভাবে গভীরে প্রবেশ করে ঐ রূপ বিশেষ অবস্থাকে আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারে।

কখনো কখনো স্রাব দমিত হয়ে গিয়ে অর্কাইটিস অর্থাৎ অণ্ডকোষের প্রদাহ দেখা দেয় এবং সে ক্ষেত্রে **পালসেটিলাই** উপযুক্ত ওষুধ, ঐরূপ ক্ষেত্রে থুজা খুব একটা কাজ দেয় না।

থুজাতে বাম দিকের অণ্ডকোষে নিঙড়ানোর মত ব্যথা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঐরূপ উপসর্গে **পালসেটিলা** বেশী উপযোগী হয়ে থাকে।

আমরা থুজার বিষয়ে পঠন-পাঠন বা পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখি যে গ্ল্যাণ্ডের উপরে এই ওষুধের ক্রিয়া খুবই প্রবল। গ্ল্যাণ্ডে সূচ ফোটানো, ছিঁড়ে যাওয়ার মত ব্যথা দেখা দেয়, এই সেই ব্যথায় যেন গ্ল্যাণ্ডগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে বলে বোধ হতে থাকে। ঐরূপ অবস্থা সাধারণভাবে দেহের যে কোন অংশের গ্ল্যাণ্ডেই দেখা যেতে পারে, কিন্তু অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডের তুলনায় ওভারীগ্রন্থি অনেক বেশী আক্রান্ত হয়, বাম ওভারীকে বিশেষভাবে বেশী আক্রান্ত হতে দেখা যায়। ঋতুস্রাবের সময় বাম ওভারীতে তীব্র বেদনা শুরু হয়ে স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে, তলপেটের বামদিকে হুল বেঁধানো, ছিঁড়ে পড়ার মত, কেটে যাবার মত ও জ্বালা করা ব্যথায় মনে হয় যেন ঐ জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে, রোগিণী বেদনার তীব্রতায় চিৎকার করে কাঁদতে বাধ্য হয়, তার মধ্যে হিস্টিরিয়ার মত অবস্থা দেখা দেয়, এইরূপ লক্ষণ থুজা শ্রেণী ওষুধে খুব প্রবল থাকে। ঐ বেদনা **জিঙ্কাম** এবং **ল্যাকেসিসের** বিপরীত, কেননা ঐ ওষুধ দুটিতে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে ওভারীর বেদনাও চলে যায় বা কমে যায়।

অনেক মহিলা ওভারীতে এক ধরনের অস্বস্তিকর বেদনাবোধ করেন, সব সময়ই তাদের ওভারীতে অনুভূতিবোধ থাকে, ঠাণ্ডা লাগলে অথবা আবহাওয়ার পরিবর্তনে ওভারীতে বেদনা দেখা দেয় এবং বাম ওভারীতে বেদনা বৃদ্ধিটাই প্রথমে দেখা দেয়; কখনো কখনো ঐ বেদনা এত তীব্র হয় যে তার জন্য ডান দিকের ওভারীতেও সহানুভূতিজনক বেদনা দেখা দেয় বলে মনে হয়। ওভারীতে বেশ কিছুদিন ধরে বেদনা এবং অন্যান্য কষ্ট চলতে থাকলে মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়; খুববেশী খিট্‌খিটে ভাব, ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়া, ঝগড়াটে ও কুৎসিতভাব সৃষ্টি হয়। রোগিণীর ঐ খিট্‌খিটে ভাবটা বাড়ীর লোকজন, স্বামী, মা প্রভৃতির উপরেই প্রকাশ পায়; অপরিচিত কেউ, চিকিৎসক প্রভৃতির সামনে রোগিণী নিজেকে সংযত করে রাখে বলে তাদের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব হয় না; রোগিণীর মধ্যে অপরকে প্রতারণা করার একটা প্রবণতা থাকে, সে একা থাকতে চায়, মনে অদ্ভুত সব ভাবনা-চিন্তা দেখা দেয়; তার মনে হয় যেন সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে, অথবা তার পেটের ভিতরে কোন একটা জীবন্ত প্রাণী রয়েছে, যেন একটা শিশুর হাত তার পেটের ভিতরে নড়াচড়ায় কেউ তাকে অনুসরণ করছে, যেন কেউ তার পিছনে পিছনে আসছে, যেন তার দেহ ও আত্মা আলাদা হয়ে পড়েছে।

এইসব বদ্ধমূল ধারণা যে ভুল সেটা রোগিণীকে কিছুতেই বোঝানো যায় না। তার মনে হয় যে তার দেহ, হাত-পা কাচ দিয়ে তৈরি এবং একটুতেই ঐ সব অঙ্গ ভেঙ্গে যাবে। এইরূপ মানসিক অবস্থার সঙ্গে ভয়ানক বেদনা, ছিঁড়ে পড়ার মত, মাথার যন্ত্রণা, চোখের উপরে ঐ ধরনের তীব্র বেদনা সৃষ্টি হয় এবং সেই বেদনা

উত্তাপে কমে যায়। চোখের গোলকের বেদনা উত্তাপে এবং অন্যসব জায়গার বেদনা ঠাণ্ডা খোলা হাওয়ায় কম হতে দেখা যাবে।

বেদনা ছোট ছোট অংশে সীমাবদ্ধ থাকে। রোগিণীর মনে হয় যেন (**ইগনেসিয়া** এবং **অ্যানাকার্ডিয়ামের** মত) তার মাথার ভিতরে, মাথার পাশে অথবা কপালে একটা পেরেক বা কাঁটা বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বেদনা বেড়ে গিয়ে ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনার সৃষ্টি হয়, অক্ষি-গোলক আক্রান্ত হয়ে পড়ে, খ্ববেশী স্পর্শকাতরতা দেখা দেয়; উত্তাপে, শ্বয়ে পড়লে এবং উষ্ণ ঘরে থাকলে ঐ বেদনা ও স্পর্শকাতরতা আরও বেড়ে যায়; খোলা হাওয়ায় ঘ্বরলে ঐ উপসর্গ কমে যেতে দেখা যাবে।

বাতজনিত মাথার উপসর্গসম্বহ স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ব্ৃদ্ধি পায়। ঐসব মাথার লক্ষণ টক জিনিস, উত্তেজক খাদ্য বা পানীয় গ্রহণে খ্ববেশী ব্ৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

ক্রুড্ ড্রাগ প্রয়োগে জীবনীশক্তির উপর স্থায়ী কোন ছাপ পড়ে না; যে ব্যক্তি খ্ববেশী এবং প্রকৃতই অন্বভূতিপ্রবণ, সংক্রামক ভাবে অন্বভূতিশীল তাকে দিনে ও রাত্রিতে ওষ্বধ প্রয়োগ করে যদি সেই ওষ্বধটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রুভিং করা হয় তা হলে ঐ ব্যক্তির মধ্যে স্থায়ীভাবেই একটা মায়াজম বা ধাতুদোষ সৃষ্টি করা হবে।

কাউকে কোন ওষ্বধ প্রয়োগ করে লক্ষণ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এবং লক্ষণগ্বলিকে স্বাভাবিক ভাবেই চলতে দিতে হবে। সাইকোসিসেও সাধারণভাবে এইর্প অর্থাৎ লক্ষণ দেহের বাইরের অংশে প্রকাশ পাবার প্রবণতা থাকে।

কোন একটি রোগে যেমন হয়, ওষ্বধ প্রুভিংয়েও তেমনই হতে দেখা যায়। কেউ গনোরিয়ায় সংক্রামিত হলে প্রথমে তার দেহের অভ্যন্তরে বেশ কিছ্বদিন পর্যন্ত ঐ রোগের একটা প্রাথমিক অবস্থা বা প্রোড্রোমাল স্টেজ চলতে থাকে এবং তারপরেই প্রকৃত রোগিণীর লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাকে নিজের মত করে চলতে দিলে প্রাকৃতিক নিয়মে সেটা আপনা আপনি চলে যাবার একটা প্রবণতা থাকে, ফলে রোগীর মধ্যে চিরস্থায়ী কোন উপসর্গ থেকে যায় না।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগটির স্রাবকে সর্বদা দমিত করা হয় এবং আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ সেইর্প করে থাকেন।

কোন গনোরিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে প্বনঃপ্বনঃ ওষ্বধ প্রয়োগে তার গনোরিয়ার ব্ৃদ্ধি ঘটবে না, কারণ ঐ ওষ্বধে তার সংবেদনশীলতা তৃপ্ত থাকে।

কোন ওষ্বধ প্রুভিংয়ের জন্য বেশী পরিমাণে ওষ্বধটি গ্রহণে খ্বব একটা ক্ষতি হবে না, যদি অবশ্য যিনি প্রুভিংটা চালাচ্ছেন তিনি ব্বঝতে পারেন কখন লক্ষণগ্বলি প্রকাশ পেতে শ্বর্ব করেছে, এবং তখন ঐ ওষ্বধ প্রয়োগ করা বন্ধ করে দেন। এখন, লক্ষণগ্বলি প্রকাশিত হবার পরেও যদি ওষ্বধটি প্রয়োগ করে যাওয়া হয় তা হলে ঐ

ব্যক্তির মধ্যে ওষুধের লক্ষণ ও রোগ লক্ষণে মিলেমিশে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা বা বিশৃঙ্খলাযুক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাবে এবং সেগুলি হয়ত সারাজীবন ধরেই ঐ ব্যক্তির মধ্যে চলতে থাকবে।

থুজা প্রুভিংয়ের সময় অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা গেছে তার ফলে আমরা হঠাৎ হঠাৎ থুজার কিছু কিছু অদ্ভুত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখি। প্রকৃত পক্ষে থুজার প্রুভিংয়ের অনেকটাই বিনষ্ট হয়েছে, কারণ, অনেক লক্ষণের মধ্যেই আমরা শৃঙ্খলার অভাব দেখতে পাই, এই ওষুধটির প্রথম দিকে যে সব প্রুভিং হয়েছে তাতে অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চারিত্রিক লক্ষণ পাওয়া গেছে, কিন্তু ভিয়েনাতে পরে যে প্রুভিং হয়েছে তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থুজার প্রকৃত চেহারাটাই যেন অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র রোগী দেখে ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা থুজার সূক্ষ্ম লক্ষণগুলির বৈশিষ্ট্য আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ একটি স্কুলের ছাত্রের মত না করে নতুন করে, ভিন্ন পন্থায় এই ওষুধটির আরও প্রুভিং হওয়া প্রয়োজন।

থুজাতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অন্ত্র সংক্রান্ত লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়; তোড়ে বা বেগে জলের মত পাতলা মল সকালের দিকে বেরোতে অর্থাৎ সকালের দিকে উদরাময় হতে দেখা যায় এবং মনে হয় যেন একটি নলের ছিদ্রপথে বেগে জল বেরিয়ে আসছে।

এই ওষুধে সারা দেহেই একটা সাধারণ শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা; নাকে, কানে এবং বুকে শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বুকের শ্লেষ্মায় তীব্র ধরনের খক্‌খকে কাশি ও সকালের দিকে সবুজ রঙের শ্লেষ্মা, অনেক সময় প্রচুর শ্লেষ্মা বেরোতে দেখা যায়.

পুরানো নিউমোনিয়া, বিশেষত যে সব লোকের গনোরিয়া, ডুমুরাকৃতির আঁচিলযুক্ত গনোরিয়া দমিত হয়েছে, তাদের নিউমোনিয়ায় এই ওষুধটি প্রায়ই ভাল কাজ দেয়।

কিডনী ও প্রস্রাব সংক্রান্ত লক্ষণগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিডনীতে রক্তাধিক্য ও প্রদাহসহ তীক্ষ্ম বেদনা দেখা দেয়; প্রস্রাবে জ্বালাবোধ, মূত্রথলী ও ইউরেথ্রাতে গনোরিয়াজাত নয় এমন প্রদাহ; মূত্রথলী থেকে পুঁজস্রাব, মূত্রথলীর পক্ষাঘাতের জন্য প্রস্রাব করতে গেলে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়, প্রস্রাবে রিটেনসন, অনবরত প্রস্রাব করার ইচ্ছা, ইউরেথ্রার ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা সহ রোগীর মনে হয় যেন সব সময়ই ইউরেথ্রার ভিতর দিয়ে প্রস্রাবের ধারা বয়ে চলেছে (**কেলি বাইক্রম** এবং **পেট্রোসেলিনামের** মত)।

সাইকোটিক লক্ষণসহ ইউরেথ্রায় উপসর্গে সব ওষুধের মধ্যে থুজাই অগ্রগণ্য। সাইকোটিক নয় এমন উপসর্গে **ক্যানাবিস স্যাটাইভা** যথেষ্ট, কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে সাইকোটিক বলে প্রমাণিত সেইসব ক্ষেত্রে **ক্যানাবিস স্যাটাইভা** উপসর্গটি সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারে না; প্রস্রাব করার সময় ও পরে ইউরেথ্রাতে জ্বালাবোধ, ঘন

হলদেটে সবুজ স্রাব অনেকটা কমে গেলেও কিছুটা থেকে যায়, ঐরূপ অবস্থায় অন্য কোন একটি ওষুধের প্রয়োজন হয়। থুজার ক্ষেত্রে কিন্তু সেরূপ হয় না, কেন না, থুজাই উপসর্গটি সম্পূর্ণভাবে নিরাময়ে সক্ষম।

খুব মারাত্মক ধরনের অবস্থায়, রক্তমেশানো প্রস্রাব, খুববেশী কামভাব, খুব জ্বালা করা বেদনা, মূত্রথলী ও ইউরেথ্রা থেকে রক্তমেশানো পুঁজের মত স্রাব যখন দিন-রাতই পড়তে থাকে, তখন **ক্যানাবিস স্যাটাইভা** কয়েকদিনের মধ্যেই রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারে। রোগী খুব স্বাস্থ্যবান হলে ওষুধটি উপযোগী হয়, যদিও সচরাচর সেরূপ হতে দেখা যাবে না। সাধারণত মদ্যপায়ী ও ধূমপানে অভ্যস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ওষুধটি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

যে সব লোক বিলাসী জীবনযাপন করে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হয়ে পড়ে, তাদের জীবন-যাপনের অভ্যস্ত ধারা না পাল্টালে কোন ওষুধেই তার উপসর্গ নিরাময় করা যায় না। ঐ সব লোককে হাল্কা ধরনের খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করা, ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস সম্পূর্ণ বন্ধ করা ও সাধারণভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। পুরুষ বা রমণী উভয়ের ক্ষেত্রেই তার জীবন ধারাকে স্বাভাবিক পথে নিয়ে আসতে মানসিক ভাবে হয়ত অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হবে। কাজেই সাধারণভাবে বলা যায় যে সাইকোটিক ধাতুদোষ নিরাময় করা একটি দুরূহ কাজ, বিশেষত একজন নবীন চিকিৎসকের পক্ষে।

কোন একটি ভুল উপায় দিয়ে সঠিক পন্থাটির পরিবর্তনরূপে কাজে লাগানো যায় না, কারণ, তাতে হয়ত রোগী চিরদিনের জন্য অকর্মণ্য হয়ে পড়বে।

সাধারণত যে ভাবে রোগটি দমিত করা হয়ে থাকে, একজন প্রকৃত সৎ ও খাঁটি হোমিওপ্যাথ সেটা চিন্তাও করতে পারবেন না।

যদি রোগী তার উপসর্গটি হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে দূর করতে চায় তাহলে তাকে অন্য কারো কাছে যাবার উপদেশ সহ পরে কি ধরনের গোলযোগ দেখা দিতে পারে, তার ফলে কত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হতে পারে সে বিষয়ে সাবধান করে দিতে হবে।

টিউবারকুলিনাম বোভিনাম
(Tuberculinum Bovinum)

আমি এবার টিউবারকুলিনামের বিষয়ে আলোচনা করব। বাজারে এই ওষুধের যে প্রস্তুতিটি পাওয়া যায় সেটার চেয়ে আমি যেটা ব্যবহার করি সেটা কিছুটা ভিন্ন। একজন পশু চিকিৎসা বিষয়ের অধ্যাপকের কাছ থেকে আমি এই প্রস্তুতিটি সংগ্রহ করেছিলাম। আমেরিকার পেনসিলভানিয়া অঞ্চলে এমন একটা সময় এসেছিল যখন গরু-মোষ প্রভৃতির মধ্যে যক্ষ্মারোগ দেখা দেবার জন্য সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর বহু গরু-মোষ হত্যা করতে হয়েছিল। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকের মাধ্যমে আমি হত গরু-মোষদের কিছু যক্ষ্মায় আক্রান্ত গ্ল্যাণ্ড সংগ্রহ করে

তাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে আদর্শস্বরূপ একটি আমি বেছে নিয়েছিলাম। সেটিকে বোরিক এবং ট্যাফেলে ৬ষ্ঠতম শক্তি পর্যন্ত পোটেনটাইজ করার পর থেকে স্কিনার মেসিনে ৩০, ২০০, ১০০০ এবং তারও বেশী শক্তি বা পোটেন্সি সৃষ্টি করা হয়ে আসছে। এই প্রস্তুতিটা আমি গত পনের বছর ধরে ব্যবহার করে আসছি; আমার অনেক বন্ধুও আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে এটি ব্যবহার করছেন।

এই প্রস্তুতি বা প্রিপারেশনের ক্রিয়াসমূহ পর্যালোচনা করে আমি সেগুলি হেরিঙের গাইডিং সিম্পটম্স্-এ আমার সংযোজনে লিপিবদ্ধ করে রাখছি এবং সেই লক্ষণগুলিই আমাকে এখন টিউবারকুলিনাম ব্যবহারের পথ দেখায়। এটি কেবল একটি নোসোড বলে অথবা যে রোগের বিষ থেকে এটি তৈরি সেই রোগে এটি কার্যকরী হবে এইরূপ ধারণা থেকে আমি এই ওষুধটি ব্যবহার করি না, যদিও আমার ভয় যে অনেকেই ঐরূপ ধারণা থেকে নোসোডগুলি ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি স্থানে শেখানো হয় যে সিফিলিস রোগের চিকিৎসা **সিফিলিনাম** দিয়ে, গনোরিয়ার সঙ্গে যে উপসর্গের কোনরূপ সম্পর্ক আছে তাকে **মেডোরহীনাম** দিয়ে, সোরাবিষজাত সব উপসর্গকে **সোরিনাম** দিয়ে, এবং যা কিছু যক্ষ্মারোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা যক্ষ্মারোগের মত তাকে টিউবারকুলিনাম দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু এরূপ ধারণা একদিন দূর হবে কারণ ঐরূপ ধারণায় কোন যুক্তি নেই, এটা অনেকটা আইসোপ্যাথির মত, হোমিপ্যাথির ধারণার উপযোগী নয় তবুও এর থেকেই কিছুটা ভাল কাজও হয়েছে।

আশা করা যায় যে এই ওষুধটির আরও প্রুভিং করা হবে এবং তা থেকে প্রাপ্ত লক্ষণ অনুযায়ী, অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে যেমন করা হয়, টিউবারকুলিনামও সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করা হবে। **সাইলিসিয়া** এবং **সালফারের** মতই এই ওষুধটিও খুব গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধ কারণ যক্ষ্মারোগের মত ধাতুগত গভীর পীড়া থেকেই ওষুধটি তৈরি হয়েছে। এটি জীবনের গভীরে প্রবেশ করে কার্যকরী হওয়া একটি অ্যান্টিসোরিক এবং এটি দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্রিয়াশীল হয় এবং অন্য অনেক ওষুধের তুলনায় এটি অনেক গভীরভাবে ধাতুগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে দীর্ঘদিন ধরে দেহে কার্যকরী থাকে এবং সেদিক থেকে এটিকে **সোরিনাম** শ্রেণীর ওষুধ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এই ওষুধের প্রধান ব্যবহারস্থলের মধ্যে সবিরাম জ্বরের ক্ষেত্রটি অগ্রগণ্য। দুরারোগ্য সবিরাম ধরনের জ্বরকে অনেক ক্ষেত্রেই বার বার ফিরে ফিরে আসতে বা রিল্যাপ্স্ ঘটতে দেখা যায়; এমনকি **সাইলিসিয়া** এবং **ক্যালকেরিয়া কার্বের** মত গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ওষুধও প্রয়োগের পরে উপসর্গ কমে গেলেও আবার হয়ত কয়েক সপ্তাহ পরে নতুন করে ঠাণ্ডা লাগার ফলে, ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় বসে থাকার জন্য, দেহ খুব ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়লে, মানসিক পরিশ্রমের ফলে, অতি ভোজনের পরে বা পাকস্থলীর গোলযোগ ঘটার দরুন এগু বা ম্যালেরিয়া জ্বর পুনরায় দেখা দেয়। যেসব ক্ষেত্রে ঐসব উপরোক্ত কারণে এই ধরনের দুরারোগ্য

ধরনের সবিরাম জ্বর পুনরায় দেখা দেয় সেইসব ক্ষেত্রে টিউবারকুলিনাম প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যখন কোন রোগী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার দিকে এগোয় এবং ঠাণ্ডা লাগার ফলে সবিরাম জ্বর দেখা দেয় সেই সব ক্ষেত্রে এই ওষুধটিকে কার্যকরী হতে দেখা যাবে। রোগী ধাতুগতভাবে দুর্বল থাকে এবং উপসর্গগুলির মধ্যে পুনরাক্রমণ বা রিল্যাপ্স্ ঘটার প্রবণতা দেখা যায়; সুনির্বাচিত এবং উপযোগী ওষুধও তাদের মধ্যে বেশীদিন কার্যকরী থাকে না, প্রথমে সেই সব ওষুধে ভাল ফল দেখা গেলেও লক্ষণে পরিবর্তন ঘটায় ওষুধগুলিরও পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

কোন সুনির্বাচিত ওষুধে যে সব ক্ষেত্রে ভাল কাজ হয় না সেইসব ক্ষেত্রেই যে এই ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে এমন কথা বলা চলে না। সুনির্বাচিত কথাটি আপেক্ষিক এবং ঐ শব্দটির বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মত থাকতে দেখা যায়। রোগীর উপসর্গের সঙ্গে সম্পর্কহীন হলেও কোন একটি ওষুধকে সুনির্বাচিত ভাবা যেতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে সুনির্বাচিত ওষুধ কার্যকরী হবার পরেও স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা দেখা দেয় এবং জীবনীশক্তির দুর্বলতা এবং উপসর্গটি গভীরতার জন্য সুনির্বাচিত ওষুধে আর ভাল ফল দিতে পারে না, সেইসব ক্ষেত্রে এই ওষুধটি উপযোগী। এই ধরনের রোগীর মধ্যে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার একটা সম্ভাবনা থাকে, রোগজনিত দৈহিক বা আঙ্গিক পরিবর্তন তখন পর্যন্ত না সৃষ্টি হলেও সেটা সৃষ্টি হবার প্রবণতা ঐ রোগীর মধ্যে থাকতে দেখা যায়।

ডাঃ বার্নেট এবিষয়ে একটি ধারণার কথা বলেছেন যেটা পরে সমর্থিত হয়েছে। যে সব রোগী যক্ষ্মারোগটিকে বংশগতভাবে গ্রহণ করেছে, যে সব লোকের মাতা-পিতা যক্ষ্মা রোগে মারা গেছেন, সেই সব লোক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দুর্বল জীবনীশক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঐ প্রবণতাটি থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারে না। তারা সর্বদাই ক্লান্ত থাকে! সহজেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারা রক্তশূন্য বা অ্যানিমিক, নার্ভাস, মোমের মত বা ফেকাশে হয়ে পড়ে। সূক্ষ্ম লক্ষণে সাদৃশ্য থাকলে এই ধরনের অবস্থা এই ওষুধে প্রায়ই দেখা যায়। বার্নেট অবশ্য ঐ ধরনের ধাতুগত অবস্থায় অনেকটা রুটিন মাফিক এই ওষুধটি প্রয়োগ করতেন এবং ঐরূপ ধাতুগত অবস্থাকে 'কনজাম্পটিভনেস' বা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হবার মত অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। যে সব লোক জন্মগত-ভাবে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয় তারা স্বভাবতই দুর্বল, অবসন্ন ও অ্যানিমিক ধরনের হয়।

এই ওষুধে যে সব ক্ষেত্রে আরোগ্য সাধিত হয়েছে তার বিবরণ থেকে দেখা যায় যে অনেকক্ষেত্রেই লক্ষণের অভাব ছিল; ঐ বিবরণকে যদি বিশ্বাস করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে উত্তরাধিকারসূত্রে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার ফলে রোগীর দেহে অ্যানিমিয়া ও ধাতুগত যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই প্রধানত এই ওষুধটি ব্যবহৃত হয়েছে। ঐরূপ অবস্থা টিউবারকুলিনাম প্রয়োগের

পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী নয়, তবে বংশগতভাবে রোগটিতে আক্রান্ত হবার ঘটনার সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি অবশ্যই উপযোগী বলে বিবেচনা করতে হবে।

টিউবারকুলিনাম বোভিনামের ১০ হাজার, ৫০ হাজার এবং ১ লক্ষ পোটেন্সি বা শক্তির দু'টি মাত্রা দীর্ঘদিনের ব্যবধানে যদি যে সব শিশু ও বয়স্ক লোক যক্ষ্মারোগে জন্মগত ভাবে আক্রান্ত হয়েছে তাদের দেওয়া হয় তা হলে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ঐ রোগ থেকে মুক্তি পাবে এবং স্বাস্থ্যও ফিরে পাবে। এই ওষুধে এডিনয়েড এবং যক্ষ্মারোগজনিত ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধি সারানো যায়।

যে লিপিবদ্ধ বিবরণী আমাকে এই ওষুধটি ব্যবহারের পথ দেখিয়েছে, এবারে আমি সেটা ব্যাখ্যা করব। রোগী যখন চিকিৎসাধীন ছিল তখন যে সব মানসিক লক্ষণ দূর হয়েছে এবং ওষুধটির প্রুভিংয়ের সময় যে সব মানসিক লক্ষণ দেখা গেছে, যক্ষ্মারোগজনিত বিষের বিষ-ক্রিয়ায় যে সব মানসিক লক্ষণ সৃষ্টি হয়েছে সেই সব ধরনের মানসিক লক্ষণ বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে থাকতে দেখা গেলে সেগুলি টিউবার-কুলিনামে সারানো যায়। অনেক উপসর্গের সঙ্গেই হতাশা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কোনরূপ মানসিক কাজ করতে না চাওয়া, সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উদ্বেগবোধ, জ্বরের সঙ্গে উদ্বেগবোধ, জ্বরের সঙ্গে বাচালের মত বক্ বক্ করা, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, কোনরূপ বাছ-বিচার না করে সার্বজনীন ভাবে মেলামেশা করা, মানসিক কষ্টবোধ, সারারাত ধরে ভাবনা-চিন্তা করে চলা, রাত্রিকালে একটার পর একটা ভাবনা এসে মনে ভীড় করা প্রভৃতি মানসিক লক্ষণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যা এই ওষুধ প্রয়োগে দূর হয়। যে সব ব্যক্তি বংশগতভাবে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছে, যারা দৈহিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যাদের মধ্যে সবিরাম জ্বর হয়ে বার বার সেটার পুনরাক্রমণ ঘটতে দেখা গেছে, এবং সেইসঙ্গে উপরোক্ত ধরনের মানসিক লক্ষণ পাওয়া গেছে তাদের জন্য টিউবারকুলিনাম প্রয়োগের কথা ভাবা চলে। যক্ষ্মারোগজনিত বিষের ক্রিয়ায় হেক্টিক্ জ্বর বা সান্ধ্য জ্বর ও তার সঙ্গে বাচালের মত বক্ বক্ করা লক্ষণ প্রায়ই থাকতে দেখা যায়। যে লোকের দেহ ক্রমশ ভেঙ্গে পড়েছে তার পক্ষে উপযোগী সঠিক ওষুধটি কখনো পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা খুব অল্প সময়ের জন্য সাময়িকভাবে অল্প কিছুটা সুফল পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে বার বার পরিবর্তন করার বা পরিবর্তিত হবার, ভ্রমণের, কোথাও যাবার ইচ্ছা, এক I নতুন কিছু করার ইচ্ছা সব সময় দেখা দেয়, মনের একটা সার্বজনীনভাব প্রভৃতি প্রবল হতে দেখা গেলে সেই ব্যক্তির জন্য টিউবারকুলিনাম প্রয়োজন হবে। রোগীর মধ্যে সর্বদা কোথাও না কোথাও যাবার ইচ্ছা লক্ষণটি প্রায়ই **ক্যালকেরিয়া** শ্রেণীর ওষুধে, বিশেষ-ভাবে **ক্যালকেরিয়া-ফস্**-এর মধ্যে থাকতে দেখা যায়। যে সব লোক উন্মাদ হয়ে যেতে বসেছে, যারা কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে তাদের মধ্যে এই ধরনের অবস্থা ও সর্বদাই কোথাও চলে যাবার ইচ্ছা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। একথা সত্য যে যক্ষ্মারোগ এবং উন্মত্তভাব এদের একটি অপরটিতে পরিবর্তিত হয়ে যেতে

পারে। এমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার পরে রোগী যখন সেরে ওঠে, ফুসফুসের যক্ষ্মার উপসর্গ কেবলমাত্র চলে যাবার পরে রোগী উন্মাদ হয়ে গেছে ; আবার কোন উন্মাদ রোগীকে সারিয়ে তোলার পরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে হয়ত রোগীকে মারা যেতে দেখা যাবে যা থেকে ঐরূপ অসুস্থতার গভীরতা বোঝা যায়। অনেকক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিজাত লক্ষণ এবং ফুসফুসের লক্ষণের পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তনীয় অবস্থা দেখা যেতে পারে।

বিশেষভাবে ক্রনিক, তীব্র ধরনের 'পিরিয়ডিক্যাল সিক্ হেডেক' অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সৃষ্টি হওয়া মাথাধরা ও গা-বমিভাবকে টিউবারকুলিনাম সারাতে পারে। ঐ ধরনের মাথাধরা সপ্তাহে একবার দু'সপ্তাহ পর পর, অথবা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট সময় না মেনে অনিয়মিতভাবে আসতে দেখা যায় ; স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় খুববেশী পরিশ্রমের কাজ করার পরে, মানসিক উত্তেজনা ঘটলে, অতিভোজনে, পাকস্থলীর গোলযোগ প্রভৃতি কারণে মাথাধরার আগমনের সময়টা অনিয়মিত হয়ে পড়তে দেখা যায়। টিউবারকুলিনামের লক্ষণ সাদৃশ্যে ঐ ধরনের ক্রনিক পিরিয়ডিক্যাল সিক্ হেডেক দেখা দেবার প্রবণতাটাকে ভেঙ্গে ফেলা বা দূর করা যায়।

যে সব চিকিৎসক ভাল ব্যবস্থাপত্র দেন তাঁদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে যে ক্রনিক ধাতুগত মাথাধরা কমিয়ে দেবার পরে রোগীদের অনেকে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার দেহের মাংস ঝরে যায় ; রোগীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে একটা পরিবর্তিত অবস্থা দেখা দেয় ; একধরনের কাশি আরম্ভ হয়, মাথাধরা কমে গেলেও রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ঐরূপ অবস্থা দেখা গেলে সেই অবস্থায় টিউবারকুলিনাম উপযোগী, বিশেষত যখন নতুন উপসর্গ দেখা দেয়, দেহের নতুন কোন অঙ্গে বা যন্ত্রে আক্রমণ ঘটে।

দেহের সর্বত্রই ক্ষতের মত টন্ টন্ করা ও থেঁতলে যাবার মত অনুভূতি, হাড়ে কন্ কন্ করা ব্যথা ; চোখে টন্‌টনে ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথায় অক্ষি-গোলক স্পর্শে এবং এদিকে-ওদিকে ঘোরালে বিশেষভাবে বেদনাবোধ হয় ; দীর্ঘদিন ধরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত থাকার ফলে অথবা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার মত অবস্থার জন্য দুর্বলতাবোধ করে এবং মাথার ঠাণ্ডা ঘাম হবার প্রবণতা থাকে। এইরূপ লক্ষণ ক্যালকেরিয়ার প্রুভিংয়ে পাওয়া গেছে এবং যারা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার মত অবস্থায় পৌঁছেছে তারা অনেক ক্ষেত্রেই ক্যালকেরিয়ায় সেরে উঠেছে। ক্যালকেরিয়া এবং টিউবারকুলিনামের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। তাদের লক্ষণগুলি পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তনীয়, অর্থাৎ কিছু কালের জন্য একের পরিবর্তে অন্যটির ব্যবহার চলতে পারে। এই দুটি ওষুধই গভীরভাবে ক্রিয়াশীল। সিলিকাও টিউবারকুলিনামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, তাদের ক্রিয়া একইভাবে জীবনের গভীরে গিয়ে ঐ শ্রেণীর সব ওষুধকেই অনুরূপ গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হতে দেখা যাবে।

ডাঃ হেরিঙয়ের 'গাইডিং সিম্পটমস' বইয়ে লিখিত একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে

মাথায় বেদনা যেন মাথার চারপাশে লোহার পাত দিয়ে শক্ত করে ঘিরে রাখা হয়েছে, যেন একটা লোহার ব্যাণ্ড মাথায় বাঁধা আছে বলে রোগীর মনে হয়।

মাথাধরার সঙ্গে মাথায় কেটে নেবার মত তীক্ষ্ম বেদনা দেখা দেয়, মাথাধরা নড়া-চড়ায় বৃদ্ধি পায়। গাইডিং সিম্পটমসের বর্ণনা অনুযায়ী মন মেজাজে একটা ক্রুদ্ধ, রুক্ষ, কথাবার্তা বলতে অনিচ্ছা প্রভৃতি দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে রোগী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, রাত্রিতে খুববেশী অস্হির হয়ে পড়ে। রোগীর বোন যক্ষ্মাজনিত মেনিনজাইটিসে মারা গেছেন। এইসব বর্ণনা ডাঃ বার্নেট দিয়েছেন। এই ওষুধে হাইড্রোকেফেলাস সারানো গেছে।

বহুকাল আগে ডাঃ বীগলার টিউবারকুলিনাম প্রয়োগে যক্ষ্মাজনিত মেনিনজাইটি-সের এক রোগীকে সারিয়ে তুলেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই এই ওষুধে যক্ষ্মা রোগ-জনিত মেনিনজাইটিস ও মস্তিষ্কের যক্ষ্মারোগের উপসর্গের প্রাথমিক অবস্হা সেরে যেতে দেখা যায়।

রোগীর মুখমণ্ডল জ্বরের শীতাবস্হা ও উত্তাপ অবস্হায় লাল, এমন কি বেগুনী রঙ নিতে দেখা যায়। সব ধরনের খাদ্যের প্রতি বিরূপতা থাকে। মাংসের প্রতি রোগী এতই বীতস্পৃহ যে সে মাংস খেতেই পারে না। জ্বরের শীত ও উত্তাপ অবস্হায় ঠাণ্ডা জলের প্রচুর পিপাসা দেখা দেয়। টিউবারকুলার মেনিনজাইটিসের সঙ্গে মাথায় জল জমে মাথাটা খুব বড় হয়ে পড়া অবস্হা এই ওষুধে সারানো গেছে। ঠাণ্ডা দুধ পানের প্রবল ইচ্ছা থাকে। পেটে শূন্যতাবোধের সঙ্গে মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়। পেটে ও পাকস্হলীতে অনেকটা **সালফারের** মত অনুভূতি সহ উদ্বেগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পেটের ভিতরে সব কিছু যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে এরূপ-বোধ সহ খিদের অনুভূতিতে রোগী কিছু না কিছু খাবার জন্য ছুটতে বাধ্য হয় লক্ষণে **সালফার** ব্যর্থ হবার পরে টিউবারকুলিনাম সেটা সারিয়েছে।

যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে দেহ যে কতটা শীর্ণ হয়ে পড়ে সেটা সবারই জানা আছে। যক্ষ্মারোগের লক্ষণ দেখা দেবার আগেই অনেক ক্ষেত্রে শীর্ণতা দেখা দেয়, রোগীর দেহের মাংসপেশী ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। একটা ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা, ক্রমবর্ধমান অবসন্নতা দেখা দেয়। অন্যান্য লক্ষণে সাদৃশ্য থাকা সাপেক্ষে ঐরূপ অবস্হা টিউবারকুলিনামের পক্ষে খুবই উপযোগী ক্ষেত্র। "যদি এবং যখন লক্ষণ সাদৃশ্য থাকে" এই কথাটির দিকে সর্বদাই বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য, 'অল্প কয়েকটি লক্ষণের উপর নির্ভর করেও এই ওষুধে উপসর্গ নিরাময় করা গেছে' একথাটা মেনে নিলেও সাধারণভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঐ কথাটাকে খুববেশী প্রশংসা বা গুরুত্ব দেওয়া চলে না।

মস্তিষ্ক ও মেনিনজেসের যক্ষ্মারোগে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রায়ই থাকতে দেখা যায়। মল বড় ও শক্ত হয় অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা এবং ডায়রিয়া পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যটি আসতে দেখা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতা টিউবারকুলিনামের একটি প্রবল লক্ষণ। "কোষ্ঠ-বদ্ধতার সঙ্গে বড় ও শক্ত মল, তারপরে ডায়রিয়া ; মলদ্বারে চুলকানিবোধ ; সকালে

প্রাতঃরাশের আগে হঠাৎ ডায়রিয়া ও গা-বমিভাব ; ইঙ্গুইনাল গ্ল্যাণ্ডগুলি শক্ত হয়ে উঠে দৃষ্টিগোচর হয় ; ক্রনিক ডায়রিয়ার সঙ্গে খুববেশী ঘাম প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে। ডাঃ বার্নেট এই সব লক্ষণ পেয়েছেন। এগুলি প্রধানত ক্লিনিক্যাল লক্ষণ। এগুলির কথা বলতে গিয়ে বার্নেট বলেছেন, "টেবিস মেজেণ্টেরিকা," "বামদিকের এবং ডানদিকের গ্ল্যাণ্ডগুলিরও বৃদ্ধি ; দৌড়ানোর পরে কুঁচকিতে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা অনুভূত হয় ; দুর্বলতাবোধ করে এবং কথা বলতে চায় না। রোগী নার্ভাস ও খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে ; ঘুমের মধ্যে কথা বলে ; দাঁত কড়্‌মড়্ করে। খাদ্যে রুচি কমে যায়। হাতদুটি নীল হয়। দেহের সর্বত্র গ্ল্যাণ্ডগুলি শক্ত হয়ে পড়ে এবং হাত দিয়ে সেগুলি অনুভব করা যায়। পেটটি ঢাকের মত বড় হয়ে ওঠে। প্লীহা অঞ্চলটি ঠেলে উঁচু হয়ে ওঠে।" বার্নেট একজন রোগীর মধ্যে এইরূপ লক্ষণ দেখেছেন, এবং '**ব্যাসিলিনাম**'-এ সেটা সারানো গেছে। আমি জানতে পেরেছি যে বহু ক্ষেত্রেই তিনি **ব্যাসিলিনাম** ২০০ শক্তি ব্যবহার করতেন।

ডায়রিয়ার জন্য ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে উঠে মলত্যাগের জন্য ছুটতে বাধ্য হওয়া লক্ষণটি **সালফারের** একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যক্ষ্মারোগী এবং যারা যক্ষ্মাক্রান্ত হতে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রেও প্রায়ই ঐরূপ লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। যক্ষ্মারোগের পরিণত অবস্থায় ডায়রিয়ার জন্য বিছানা ছেড়ে ছোটা, অথবা দিন ও রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেবলমাত্র সকালের দিকেই ডায়রিয়া দেখা দেওয়া লক্ষণ যক্ষ্মারোগে দেখা যায়, যেটা টিউবারকুলিনামে সারানো গেছে, এটা ক্লিনিক্যাল অর্থাৎ রোগীদের মধ্যে পাওয়া লক্ষণ না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এটা সমর্থিত হয়েছে।

সাধারণ শিথিলতা ; যৌন-যন্ত্রাদিতে দুর্বলতা ও ঝুলে পড়া ; স্ক্রোটাম শিথিল হয়ে পড়া প্রভৃতি দেখা যায়।

ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের অনেক আগে দেখা দেয়, প্রচুর স্রাব হয় এবং মানসিক স্রাব দীর্ঘদিন ধরে চলতে দেখা যায়। অ্যামেনোরিয়া বা ঋতুস্রাব বন্ধ থাকা, ডিসমেনোরিয়া অর্থাৎ কষ্ট ও বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব দেখা যেতে পারে।

জ্বরের শীতাবস্থার পূর্বে ও সময়ে কাশি হতে দেখা যায়।

দম আটকাবোধ বা সাফোকেসন, উষ্ণ ঘরে থাকলে খুববেশী হয়। ফুসফুসের এপেক্স অর্থাৎ একেবারে উপরের সরা অংশে (বিশেষভাবে বাম দিকে) যক্ষ্মারোগজনিত ডিপোজিট বা ক্ষরণ জমা হতে দেখা যায়।

জরায়ু নিচের দিক ঝুলে যায় এবং ভারী বোধ হয়। ঋতুস্রাবের সময় একটা শৈথিল্যবোধে মনে হয় যেন ভিতরের যন্ত্রাদি সব বেরিয়ে আসবে।

সন্ধ্যার দিকে জ্বরের শীতাবস্থা বা কম্প হবার পূর্বে শুকনো খক্‌খকে কাশি (**রাসটক্স**) হয় এবং সেটা শীতাবস্থায় বেশ কিছু সময় পর্যন্ত চলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বরের উত্তাপ অবস্থা পর্যন্তও থাকতে দেখা যায় ; তবে রোগী তার কাশি থেকেই বুঝতে পারে যে তার 'চিল' বা শীতাবস্থা আসছে। হয়ত এই রোগীর

সবিরাম জ্বরের উপসর্গ পূর্বে অনেকবারই বিভিন্ন ওষুধে সেরেছে, কিন্তু পূর্ববর্ণনা-মত হয়ত সামান্য একটু ঠাণ্ডা লাগান ফলে ঐ জ্বরটা পুনরায় ফিরে দেখা দিয়েছে। রোগী হয়ত তিন, চার বা পাঁচ সপ্তাহ পরে—প্রায়ই দুই বা তিন সপ্তাহ পরে বলবে যে, তার কাশি থেকেই সে বুঝতে পারছে যে তার পুরানো জ্বরের কম্প বা শীত-ভাবটা ফিরে আসছে। পূর্বের ওষুধগুলি সঠিকভাবে কাজ করেনি, তারা প্রয়োজন অনুযায়ী ততটা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে কার্যকরী ছিল না। যখন কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কোন অসুস্থতাকে যথার্থভাবে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে সারিয়ে তোলে, তখন সেই ওষুধটিই ঐ অবস্থায় পক্ষে উপযোগী, যদি সেই উপসর্গ পুনরায় দেখা দেয় তা হলে ঐ ওষুধটিরই পোটেন্সি বা শক্তি পরিবর্তন করে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে একই উপসর্গ ফিরে এলেও নতুন কোন ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় সেই ধরনের অবস্থায় টিউবারকুলিনাম উপযোগী হবে। **ক্যালকেরিয়াতে** প্রথমবার উপসর্গটি চলে যাবার পরে, যখন আবার দেখা দেয় তখন অপর একটি ওষুধের প্রয়োজন দেখা দেয়, এইভাবে এক একবার উপসর্গটি পুনরায় দেখা দেয় এবং প্রতিবারই নতুন কোন ওষুধের প্রয়োজন হয় এভাবেই অবস্থাটা ঘুরে চলে। সম্ভবত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপসর্গের পুনরাবির্ভাবে একই ওষুধের পুনঃ প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সর্বদাই পরিবর্তিত হওয়া, এইরূপ পরিবর্তনশীলতা ও লক্ষণের অস্পষ্টতার চিত্রটি টিউবারকুলিনাম প্রয়োগের উপযোগী একটি প্রকৃষ্ট অবস্থা।

উষ্ণ ঘরের মধ্যে থাকলে দম্‌আটকাভাব দেখা দেয়। ঠাণ্ডা বায়ুর মধ্যে ঘুরে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে তবেই রোগী কিছুটা ভালভাবে শ্বাস নিতে পারে। যক্ষ্মারোগী ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে ঘুরে না বেড়ালে শ্বাসকষ্টবোধ করার লক্ষণটি খুবই বিচিত্র হলেও প্রায়ই চোখে পড়ে। এই লক্ষণটি পরলোকগত 'গ্রেগ অব বাফেলো'র মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লেকের ধারের ঠাণ্ডা হাওয়ার ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। ঐ উপসর্গটি **আর্জেণ্টাম নাইট** এ বেশ কয়েকবার কমানো গেছে, কিন্তু ঐ লক্ষণটি টিউবারকুলিনামের একটি বড় লক্ষণ। ঐ ভদ্রলোক শেষপর্যন্ত যক্ষ্মারোগে মারা গিয়েছিলেন।

গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছা, খোলা হাওয়ার জন্য আকুতি থাকে। রোগী ঘরের দরজা-জানালা সব খোলা রাখতে চায়। সে ঘরের মধ্যে সারা গায়ে ঘামে ভেজা অবস্থায় বসে থাকলেও হাওয়া, পরিচ্ছন্ন হাওয়া চায়। তার দেহ যখন ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে থাকে সেই অবস্থায় তার দেহের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যাক সেটা সে চায় না, কেননা তাতে তার ঠাণ্ডা লেগে যায়; ঠাণ্ডায় সে সংবেদনশীল থাকে তবুও সে খোলা পরিচ্ছন্ন হাওয়া পছন্দ করে, খোলা হাওয়া চায়; যখন যক্ষ্মারোগ-জনিত ক্ষরণ বিশেষভাবে বাম ফুসফুসের এপেক্স অংশে শুরু হয় সেই অবস্থায় উপরোক্ত লক্ষণে এই ওষুধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে, এবং সেটা বহুবারই অনেক অবজারভার বা প্রত্যক্ষদর্শীভংয়ের সঙ্গে যুক্ত নিরীক্ষণকারীরা লক্ষ্য করেছেন।

বোর্ডম্যান লক্ষ্য করেছেন যে রোগীর মধ্যে যক্ষ্মারোগ থাক বা না থাক, "শুকনো, কঠিন, সারাদেহ কাঁপিয়ে দেওয়া কাশি" এই ওষুধে দেখা দেয়। গায়ে ঘন, হলদে, শ্লেষ্মাজনিত অবস্থায় প্রায়ই গয়েরটাকে হলদেটে সবুজ হতে দেখা যায়। অল্পবয়সী যুবতীদের শুকনো, খুক্‌খুকে কাশি, ঋতুস্রাব বন্ধ থেকে অথবা প্রথমবার থেকেই ঋতুস্রাব দমিত হয়ে ঐ ধরনের খুক্‌খুকে শুকনো কাশি দেখা দেয়। হয়ত ঋতুস্রাব একবার, দু'বার বা তিনবার দেখা দেবার পর থেকে বন্ধ হয়ে থাকে এব রোগিণী হলদেটে, ক্লান্ত ও রুগ্ণ বা দুর্বল হয়ে পড়ে, তার বুকের অবস্থা সন্দেহ-জনক হয়ে দাঁড়ায়। যদি যক্ষ্মারোগজনিত ডিপোজিট বা ক্ষরণ খুববেশী দূর পর্যন্ত অগ্রসর না হয়ে থাকে তা হলে টিউবারকুলিনামে সেটাকে আটকে রেখে দেওয়া সম্ভব হয় যাতে সেটার আর বৃদ্ধি না ঘটে। বংশগতভাবে যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ ঘটে থাকলেও রোগীর দেহে ঐ রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত টিউবার-কুলিনামে ঐ রোগীর দেহে যক্ষ্মারোগের প্রতিরোধক অবস্থা বা ইমিউনিটি সৃষ্টি করা যায়।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণের কথা বার্নেট লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি হচ্ছে দাদ। বার্নেটের মতে যাদের দেহে জন্মগতভাবে যক্ষ্মারোগের বিষ আশ্রয় করেছে সাধারণত তাদের মধ্যেই দাদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তাঁর ধারণায় যক্ষ্মারোগের আগমনের পূর্বলক্ষণ হিসাবে দাদ সৃষ্টি হয় এবং যারা জন্মগতভাবে যক্ষ্মারোগের বিষে সংক্রামিত হয়েছে তাদের মধ্যে দাদ সৃষ্টি হতে খুববেশী দেখা যায়; এবং তিনি সেক্ষেত্রে **ব্যাসিলিনাম** ২০০শ তম শক্তি ব্যবহার করতেন। ছোট শিশুদের মধ্যে দাদ দেখা গেলেই তিনি রুটিন হিসাবে ঐ ওষুধটি ব্যবহার করতেন।

যে সব রোগী বিকালের দিকে দুর্বলতাবোধ করে, সন্ধ্যাকালে যাদের নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, যাদের মধ্যে বহু বছর ধরেই সন্ধ্যার দিকে নাড়ীর গতি দ্রুত হতে দেখা গেছে, সন্ধ্যাকালীন আহারের পরে যাদের প্যালপিটেশন দেখা দেয় তাদের পক্ষে টিউবার-কুলিনাম উপযোগী।

ঘুমোতে গেলে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেহের মাংসপেশীতে ঝাঁকুনি দেখা দেয়। ডান কনুইয়ে বাতের ব্যথা, হাড় ও পেরিঅস্টিয়ামে টন্‌টন্‌ করা ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়। বিশ্রামে থাকা অবস্থায় হাত-পায়ে কামড়ানি ব্যথা ও টেনে ধরার মত ব্যথা দেখা দেয় এবং সেটা হাঁটা-চলা করলে কমে যায়। হাঁটা-চলা, নড়া-চড়া করলে বেদনা ও কন্‌কন্‌ করা ব্যথা কম থাকা এই ওষুধের একটি বড় লক্ষণ; অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যথায় **রাসটক্সে** সাময়িক উপকার হতে অথবা সে ওষুধটি যথেষ্ট গভীরভাবে ক্রিয়াশীল না হবার জন্য ব্যর্থ হতে দেখা যায়। যে সব ক্ষেত্রে বাইরে থেকে **রাসটক্স** উপযোগী বলে মনে হয় অথবা যেখানে উপসর্গটির গভীরতা, ধাতুগতভাবে গভীরতা, ধাতুগত ক্লান্তি, উপসর্গটির ক্রনিক অবস্থার জন্য **রাসটক্সের** ক্রিয়া বাধা পায় সেই সব ক্ষেত্রে টিউবারকুলিনাম সেই উপসর্গ নির্মূল করতে বা সারাতে পারে।

যে সব অল্পবয়সী যুবতী বইয়ের দোকানে, সাধারণ দোকানে কাজ করে, যারা ধাতুগতভাবে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার উপযোগী হয়ে পড়ে, স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, বৃষ্টি-বাদলা আবহাওয়ায়, ঝড়ের সময়, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময়, আবহাওয়া যখন ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে তখন যাদের মধ্যে নানা ধরনের কন্‌কনানি ও বেদনা দেখা দেয়, সেই সব ক্ষেত্রে **রাসটক্সের** মত ওষুধ ব্যর্থ হলে সেই সব উপসর্গ টিউবারকুলিনামে সারানো যায়। ঐ সব রোগী বা রোগিণী নড়া-চড়া করলে, হাঁটা-চলা করলে ভালবোধ করে এবং বিশ্রামে থাকলে উপসর্গ খুববেশী বেড়ে যায়। বসে থাকা অবস্থায় বেদনা এত বেশী ভয়ানক হয়ে ওঠে যে রোগী উঠে হেঁটে-চলে বেড়াতে বাধ্য হয়। হাত-পায়ে কন্‌কনে ব্যথা ও টেনে ধরার মত ব্যথা বিশ্রামের সময় দেখা দেয়, হাঁটা-চলা করলে কমে যায়। বাম দিকের পা ও পায়ের পাতা সন্ধ্যাকালে, বিছানায় থাকা অবস্থায় শীতল থাকে; বিশ্রামকালে হাত-পায়ে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা দেখা দেয়। হাত-পা ও জয়েণ্টে ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া বেদনা সৃষ্টি হয়। দেহের সর্বত্রই বেদনা থাকতে পারে, তবে প্রধানত উরু, পা প্রভৃতি অংশে বেদনা বেশী থাকে। হাড়ে, স্নায়ুতে কন্‌কন্‌ করা, টেনেধরা ও ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা বিশ্রামকালে দেখা দেয়; হাঁটা-চলা করলে কমে যায়। পায়ের দিকের হাড়ে বেদনা, প্রথমবার নড়া-চড়া করতে গেলে আড়ষ্টবোধ, অস্থি-সন্ধিতে টন্‌টনে ও থেঁতলে যাবার মত ব্যথা, ব্যথা উত্তাপে কম থাকা, উরুতে টান্‌ধরা ব্যথা, হাত-পায়ে সূচ বেঁধানোর মত ব্যথা, অস্থিরতা, সন্ধ্যার দিকে নিম্নাঙ্গে আড়ষ্টতাবোধ, দৈহিক পরিশ্রমে উপসর্গ বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

দাঁড়িয়ে থাকলে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য রোগী সব সময় নড়া-চড়া, চলা-ফেরা করতে বাধ্য হয়। এইরূপ লক্ষণ **সালফারের** মতই এই ওষুধেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সবিরাম জ্বরে, বিশ্রামে থাকা অবস্থায় হাত-পায়ে টান্‌ধরা ব্যথা, সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ শীতভাব, শীতকাতরতা সন্ধ্যাকালে দেখা দেয়; শয্যায় শুয়ে থাকলে শীতকাতরতা কম থাকে। বিকেল ৫ টায় শীতবোধের সঙ্গে পিপাসা; জ্বরের শীতাবস্থার পূর্বে ও সময়ে কাশি, জ্বরের উত্তাপের মধ্যে বমি হওয়া, জ্বরের সব অবস্থাতেই দেহ ঢেকে রাখতে চাওয়া, দেহে খুববেশী উত্তাপের সঙ্গে শীতবোধ, সবিরাম জ্বরের পুনরাক্রমণ বা রিল্যাপ্স প্রভৃতিতে ওষুধটি কার্যকরী হয়।

সন্ধ্যাকালে জ্বরের শীতভাবের আগে ও শময়ে হাত-পায়ে টান্‌ধরা ব্যথা দেখা দেওয়ায় রোগী অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারে যে তার কম্প বা জ্বর আসছে। রাত ১১টা নাগাদ ও কম্প বা শীতাবস্থা আসতে পারে। জ্বরের শীতাবস্থা, উত্তাপ ও ঘর্মাবস্থায় সর্বদাই রোগী তার দেহ ঢেকে রাখতে চায়; দেহ আঢাকা অবস্থায় থাকলে শীতাবস্থা থেকে উত্তাপে, অথবা উত্তাপ থেকে ঘর্মাবস্থায় চলে যায়।

মাথার হাড়ে কামড়ানি ব্যথার সঙ্গে পেরিঅস্টিয়ামে টন্‌টনে ব্যথা দেখা দেয়

এবং সেগুলি, **রাসটক্সের** মতই, এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ালে কমে যায়। নড়া-চড়া করলে উপসর্গ কমে যায়, চুপচাপ স্থিরভাবে থাকলে বৃদ্ধি পায়।

মানসিক পরিশ্রমে ঘাম দেখা দেয়। ঘামে জামাকাপড়ে হলদে দাগ ধরে। ঘুমের মধ্যে জ্বরের উত্তাপ ও ঘর্মাবস্থা দেখা দেয়। আমরা জানি যে যক্ষ্মারোগে রাত্রিকালীন ঘাম প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যাবে।

ত্বকে কোনরূপ উদ্ভেদ না থাকলেও চুলকানিবোধ বা ফরমিকেশন দেখা দেয়। ত্বকের যক্ষ্মারোগজনিত উদ্ভেদ এই ওষুধে সারানো যায়। লালচে গোলাপী রঙের উদ্ভেদ গুটির মত বা নডিউলার ধরনের হলে তা এই ওষুধে সারানো যাবে; রোগী সব সময় আগুনের পাশে বসে থাকতে চায়—ঠাণ্ডা হাওয়ায় চুলকানিবোধ দেখা দেয়, চুলকালে সেটা আরও বৃদ্ধি পায় কিন্তু আগুনের কাছে গেলে সেটা কমে যায়। রোগী আবহাওয়ার প্রতিটি পরিবর্তনে বিশেষভাবে ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায়, কখনো কখনো উষ্ণ স্যাঁতসেতে ও বৃষ্টির আবহাওয়ায় সংবেদনশীল বা সেনসিটিভ থাকে। কোনভাবে দেহ ঠাণ্ডা হয়ে পড়লে বেদনা, কন্‌কন্ করা, সব কষ্ট ও উপসর্গ দেখা দেয়। 'গাইডিং' সিম্পটম্‌স্' বইটি পড়লে রোগীর বিভিন্ন লক্ষণের খুব বড় একটি তালিকা ও কোন্ ধরনের বিভিন্ন অবস্থায় সেই সব লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যাবে সেই কথা জানা যেতে পারে।

পিরিয়ডিসিটি বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপসর্গ সৃষ্টি এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে সংবেদনশীলতা এই দুটি এই ওষুধের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

মূর্চ্ছা যাওয়া, অল্প একটু হাঁটলেই দুর্বলতাবোধ লক্ষণ দেখা যাবে।

ধাতুগত মাথাধরা, পিরিয়ডিক্যাল মাথাধরা যা পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে চলছিল, এই ধরনের উপসর্গ, এমনকি বৃদ্ধদের মধ্যে দেখা দিলে তাও এই ওষুধে সারানো যায়।

বেদনা কোন কোন ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ায়; সূচবেঁধানো চিমটি-কাটা, খিঁচ্‌ধরা ঘুরে ঘুরে দেখা দেওয়া বেদনা সৃষ্টি হয় এবং বেদনা সর্বদাই ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে।

ভ্যালেরিয়ান
(Valerian)

এই ওষুধটি নানাধরনের স্নায়বিক এবং হিস্টিরিয়াজনিত উপসর্গ, বিশেষত যে সব মহিলা উত্তেজনাপ্রবণ এবং যে শিশু একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে তাদের এবং যারা হাইপোকণ্ড্রিয়াক অর্থাৎ স্নায়বিক কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তাদের বিভিন্ন উপসর্গ সারাতে পারে। খুববেশী স্নায়বিক উত্তেজনা, উৎফুল্লভাব, হিস্টিরিয়াজনিত সংকোচন, কাঁপুনি, বুক ধড়ফড় করা, বিদেহী আত্মা ভেসে বেড়ানোর মত কাল্পনিক অনুভূতি, দমকে দমকে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানো, সূচ ফোটানোর মত বোধ, হাত-পায়ে টান্ টান্ বোধ, হাত-পায়ে ঝাঁকুনি ও মৃদু সংকোচনবোধ, গ্লোবাস হিস্টেরিকাস,

অর্থাৎ গলার মধ্যে বলের মত একটা কিছু যেন আটকে আছে এরূপ বোধ প্রভৃতি এই ওষুধে দেখা যায়। রোগীর মনে হয় যেন উষ্ণ কিছু পাকস্থলী থেকে উঠে আসছে এবং সেইজন্য মাঝে মাঝে দম আটকাবোধ হয়। সব স্নায়ুগুলিই যেন উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সব ধরনের অনুভূতিই খুববেশী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে; খুব বেশী স্নায়বিক অস্থিরতা দেখা দেয়। এই ধরনের সাধারণ সব লক্ষণ বিশ্রামে থাকা অবস্থায় সৃষ্টি হয় এবং নড়া-চড়ায়, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালে কমে যায়। রোগী সহজেই মূর্চ্ছা যায়। সামান্য পরিশ্রমেই উপসর্গ দেখা দেয়। উপসর্গগুলির পরিবর্তন হয় এবং বেদনা দেহের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে দেখা দেয়। স্পাইন্যাল ইরিটেশন থেকে নানাধরনের অবর্ণনীয় স্নায়বিক উপসর্গ সৃষ্টি হলে এবং নড়া-চড়ায় সেগুলি কম এবং অধিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলে এই ওষুধটি খুবই ভাল কাজ করে। পরিশ্রমে মাথাধরা দেখা দেয় এবং বিশ্রামে থাকা অবস্থায় দেহের সর্বত্রই সূচবেঁধানোর মত ব্যথা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণগুলিকে প্রায়ই আনন্দোৎফুল্ল এবং হিস্টিরিয়ার মত হতে দেখা যায়। মানসিক অবস্থা এবং ভাবনা-চিন্তা, ধারণায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। রাত্রিকালে মানসিক লক্ষণগুলি দেখা দেয়, রোগী নানাধরনের কাল্পনিক মূর্তি, মানুষ-জন ও জন্তু জানোয়ার দেখে। মানসিক অবস্থায় খুববেশী সক্রিয়ভাব—মানসিক চাপবোধ বা টনটনু, উত্তেজনা প্রভৃতি থাকে, রোগীর ভাবনা-চিন্তা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়। বিভ্রান্তিমূলক ধারণায় রোগিণীর মনে হয় যেন সে অন্য কেউ, যেন অপর কাউকে জায়গা দেবার জন্য সে বিছানার একধারে সরে গিয়ে শোয়, যেন কোন জন্তু তার পায়ের কাছে শুয়ে আছে এবং সেই জন্তুটা আঘাত দেবে বলে সে ভীত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাকালে, অন্ধকারে রোগী ভয় পায়। অন্ধকারে লক্ষণগুলিকে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। খুববেশী বিষাদগ্রস্ত অবস্থা ও খিট্‌খিটে ভাব দেখা দেয়। মানসিক বিষণ্ণতা ও অল্পেতেই রেগে ওঠা লক্ষণ থাকে। মানসিক লক্ষণগুলি বিশ্রামে থাকা অবস্থায়, বসা ও শোয়া অবস্থায় আসতে এবং এদিক-ওদিক হেঁটে-চলে বেড়ালে দূর হয়ে যেতে দেখা যায়।

মাথা নিচে ঝোঁকালে মাথাঘোরে। নিজেকে হাল্কাভাবে ও যেন শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে বলে মনে হতে দেখা যায়।

স্নায়বিক মাথাধরার তীব্র বেদনা সন্ধ্যাকালে বিশ্রামের সময় দেখা দেয়, নড়া-চড়া, হাঁটাচলা করলে সেটা কম থাকে। মাথায় হতচেতন করে ফেলার মত, সূচ বেঁধানো, ছিঁড়ে পড়ার মত ব্যথা হয়। মাথায় খুববেশী শীতলতাবোধ থাকে। প্রখর সূর্যের তাপ ও আলোতে মাথাধরা দেখা দেয়, খোলা হাওয়া ও ঝড়ো হাওয়ার স্পর্শে মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়; কপাল ও চোখের ভিতরে বেদনা মাথার চামড়ায় টানু টানুবোধ এবং মাথার তালুতে শীতলবোধ হতে দেখা যায়।

চোখের দৃষ্টিতে উগ্র বন্যভাব; অন্ধকার চোখের সামনে আলোর ঝলকানিবোধ

বোধ, সকালের দিকে চোখে চাপবোধ, তীক্ষ্ম বেদনা দেখা দেয় এবং দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে।

শ্রবণশক্তি খুব বেড়ে যায়, কানে ঝাঁকুনি লাগার মত ব্যথাসহ হিস্ হিস্ শব্দ ও ঘণ্টার বাজার মত শব্দ শোনে।

খোলা হাওয়ায় থাকলে মুখমণ্ডল লাল ও গরম হয়ে ওঠে, মুখমণ্ডল ও দাঁতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, মুখমণ্ডলে হঠাৎ ঝাঁকুনি লাগার মত ব্যথা, মুখমণ্ডলের মাংসপেশীতে মৃদু সংকোচন ও টানধরা ব্যথা, নিউর‍্যালজিয়ার বেদনা, বিশ্রামে বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

জিহ্বায় ঘন প্রলেপ, মুখের স্বাদ ঝাঁঝালো হয়, ঘুম থেকে উঠলে মুখে স্বাদহীন বোধ দেখা দেয়।

গলার ভিতরে যেন একটা সুতো ঝুলছে এরূপবোধ সহ লালাঝরা ও বমি হতে দেখা যায়।

রাক্ষুসে খিদেবোধের সঙ্গে গা-বমিভাব দেখা দেয়। পাকস্থলী শূন্য থাকলে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় প্রাতরাশের পরে আরামবোধ হতে দেখা যায়। উপবাসের জন্য উপসর্গ সৃষ্টি, সকালের দিকে পচা ডিমের মত গন্ধযুক্ত উদ্গার, উদ্গারে ঝাঁঝালো স্বাদের জলীয় পদার্থ ওঠা, গা-বমিভাব, মূর্চ্ছা যাওয়া এবং সেই সঙ্গে দেহ বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে পড়তে দেখা যায়। মা রোগে থাকা অবস্থায় শিশু তার স্তন পান করলে সঙ্গে সঙ্গেই বমি করে দেয়; শিশু দইয়েরর মত দলা দলা বমি করে।

পেট ফুলে ওঠে। পেটে ফেটে যাবার মত ব্যথা, কলিক, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাদের পেটে খিঁচ্ধরা ব্যথা, সন্ধ্যাকালে শোয়া অবস্থায় এবং রাত্রিতে খাবার পরে ঐ ধরনের বেদনা হতে দেখা যায়।

শিশুদের পাতলা জলের মত মলসহ ডায়রিয়া ও দইয়ের মত ছানা ছানা মল; শিশুদের পেটে খিঁচ্ধরা ব্যথা ও কোঁথানির সঙ্গে সবুজ থক্থকে মলে রক্তমেশানো থাকতে দেখা যায়। মলের সঙ্গে ক্রিমি বেরোয়, প্রস্রাব করার সময় বেগ দিলে মলদ্বারের প্রল্যাপ্স্ বা হারিস বেরিয়ে পড়ে।

নার্ভাস প্রকৃতির মহিলাদের বার বার বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হয়। প্রস্রাবে লাল এবং সাদাটে তলানী থাকতে দেখা যায়।

মাসিক ঋতুস্রাব বিলম্বে আসে এবং পরিমাণে খুব কম হতে দেখা যায়।

ঘুমিয়ে পড়লে গলা বন্ধ হয়ে পড়ার মত বোধ হয়, দম্আটকাবোধে রোগীর ঘুম ভেঙে যায়। শ্বাস গ্রহণ ক্রমশ দ্রুত ও কম গভীর হতে হতে শেষে থেমে যায় এবং তখন রোগিণীর কয়েকবার ফোঁপানির মত শব্দ হয়ে শ্বাস আটকে যেতে দেখা যায় (**ইগনেসিয়া** এবং **অক্সজালিক অ্যাসিড** তুলনীয়)। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ও খুববেশী নার্ভাস ধরনের মহিলাদের মাঝে মাঝে থেমে থেমে শ্বাসক্রিয়া হতে দেখা যায়। গ্লোবাস হিস্টেরিকা অর্থাৎ গলায় বলের মত একটা কিছু যেন আটকে আছে এরূপ বোধ হতেও দেখা যেতে পারে।

বুকে ঝাঁকুনিসহ সুচ বেঁধানোর মত ব্যথা, গলায় একটা দলা বা পিণ্ড আটকে থাকার মত বোধের সঙ্গে বুকে চাপবোধ ; বুকের ডানধারে এবং লিভারে সুচ বেঁধার মত ব্যথা ; হার্টে সুচ ফোটানোর মত ব্যথার সঙ্গে নাড়ী দ্রুতগতি, ছোট ও দুর্বল হয়ে পড়তে দেখা যায়।

বিশ্রামে থাকা অবস্থায় কোমরে বেদনা, হাঁটা-চলা করলে কমে যায়। স্ক্যাপুলাতে বাতের ব্যথা ; হাত-পা সর্বত্রই বাতজনিত বেদনা পূর্বে কড়া পরিশ্রমের পরে বিশ্রামরত অবস্থায় বৃদ্ধি পায়, হাঁটা-চলায় ঐ বেদনা কম হতে দেখা যায়। বিশ্রামে থাকা অবস্থায় হাত-পায়ে টান্‌ধরা, ঝাঁকুনি লাগা এবং মাংসপেশীতে মৃদু সংকোচনবোধ। হাত-পা ভারীবোধ হবার জন্য সেখানে টান্‌ধরার মত বোধে রোগীর মনে হয় যেন হাত-পা নাড়াতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু সে হাত-পা নাড়াতে পারে না। বাহু ও কাঁধে যেন বর্শার মত তীক্ষ্ম কিছু বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে সেইরূপ বেদনা. মাংসপেশীতে টেনে ধরার মত ব্যথাসহ বাহুতে সুচ বেঁধানোর মত সংকোচন ; হিউমারাস হাড়ের ভিতরে বার বার বিদ্যুতের শক্ লাগার মত তীক্ষ্ম বেদনা ও খিঁচু ধরায় খুব তীব্র বেদনা বোধ হতে দেখা যায়। কিছু লেখার সময় বাহুর বাইসেপ্‌স্ মাংসপেশীতে টান ধরা ব্যথা ; দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সায়াটিকা নার্ভে বরাবর বেদনা, হাঁটা-চলা করায় কমে যায়। ঊরুতে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা উপরের দিকে হিপ্ বা নিতম্ব পর্যন্ত উঠে আসতে দেখা যায়। পা দুটি আড়াআড়ি করে একটির পর অন্যটি রাখলে কাফ বা পায়ের গুলফে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা দেখা দেয়। বিশ্রামে থাকা অবস্থায় ঊরুর মাংসপেশীতে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, পায়ের দিকে সর্বত্রই বিশ্রামরত অবস্থায় ভয়ানক টেনে ধরা, ঝাঁকুনি লাগার মত ব্যথা ; বসে থাকলে ঊরু, পা এবং টেণ্ডো-একিলিসে টানধরা ব্যথা দেখা দেয়, হাঁটা-চলায় সেই বেদনা কমে যায়। পরিশ্রমের পরে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে অ্যাঙ্কল বা পায়ের গাঁটে বেদনাবোধ ও হাঁটা-চলা করায় চলে যেতে দেখা যায়। বসে থাকা অবস্থায় টারসাল জয়েণ্টে টান্‌ধরা ব্যথা, বিশ্রামে থাকা অবস্থায় গোড়ালীতে বেদনা হয়। পায়ের দিকে ভীষণ টান্‌ধরা, ঝাঁকুনি লাগার মত ব্যথা, জঙ্ঘা ও পাছাতেও বোধ হয় এবং দাঁড়ানো অবস্থায় সেই বেদনা বৃদ্ধি পায় ; পায়ের দিকে, পায়ের গুল্‌ফ্ এবং পায়ের পাতায় হিস্টিরিয়ার মত খিঁচু ধরা ব্যথা দেখা দিতে পারে।

মধ্যরাত্রির পূর্বে নিদ্রাহীনতা ; হাত ও পায়ের পাতায় খিঁচ্‌ধরা ব্যথায় নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে ; রোগী বাস্তবের মত স্পষ্ট স্বপ্ন দেখে। হাঁটা-চলায় কোন কোন লক্ষণ বেড়ে যেতেও দেখা যেতে পারে।

ভেরেট্রাম অ্যাল্বাম
(Veratrum Album)

এই ওষুধে অত্যাশ্চর্য শীতলতা দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হবে। শীতলতা নেই এধরনের লক্ষণ বা অবস্থা এই ওষুধে খুব কমই দেখা যাবে। সব ধরনের স্রাবে শীতলতা থাকে। সব উপসর্গের সঙ্গে এত বেশী অবসাদ থাকে যে তাতেও বিস্মিত হতে হয়। সম্পূর্ণ শিথিলতা ও অবসাদ এবং শীতলতা থাকতে দেখা যায়। প্রচুর ঘাম, বমি ও পাতলা মলসহ ডায়রিয়া দেখা যায়।

প্রচুর পরিমাণে জলের মত স্রাব দেখা দেয়। বিশেষ কোন আপাত কারণ ছাড়াই ঐ ধরনের সব লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কলেরা অথবা কলেরা মরবাসে মনে হয় যেন দেহ থেকে সব জলীয় বা তরল পদার্থই বেরিয়ে যাচ্ছে। রোগী শিথিল, অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকে, হাতের আঙুলের ডগা পর্যন্ত শীতল হয়ে পড়া ও সেই অনুপাতে নীল হয়ে যেতে, বেগুনী রঙের মত হয়ে পড়তে দেখা যায়; ঠোঁট ঠাণ্ডা ও নীল, মুখমণ্ডলের চেহারায় চোপসানো, শুকিয়ে যাবার মত ভাব; দেহে খুববেশী শীতলতাবোধে মনে হয় যেন দেহের সব রক্তই বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে; মাথার ত্বকে শীতলতা, কপাল ঠাণ্ডা ঘামে সিক্ত থাকা, মাথাধরা ও অবসন্নতা; দেহের বিভিন্ন ছোট ছোট অংশে শীতলবোধ, হাত-পা প্রভৃতি মৃত দেহের মত শীতল হয়ে পড়ে। হাত-পায়ে খুববেশী খিঁচুধরা ভাব থাকে; রোগীকে দেখে মনে হয় যেন সে মরে যেতে বসেছে। ঋতুস্রাবের সময়, পেটে কলিক বেদনা ও গা-বমিভাব দেখা দিলে, ম্যানিয়া বা উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায়, ভয়াবহ ডিলিরিয়ামের সঙ্গে ভয়াবহ প্রদাহ প্রভৃতি অবস্থায় উপরোক্ত লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে।

হ্যানিম্যান ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ভেরেট্রাম, **ক্যাম্ফর** ও **কুপ্রাম** কলেরা রোগের মহৌষধ হয়ে দাঁড়াবে; তাঁর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে বিস্ময়ের কিছু নেই; তিনি ঐ ওষুধগুলি প্রকৃতিতে কলেরা আরোগ্য করার মত ক্ষমতা দেখতে পেয়েছিলেন; কলেরার সঙ্গে ঐ ওষুধগুলির লক্ষণ সাদৃশ্য দেখেছিলেন।

কলেরার মত উপসর্গে দেহে খিঁচুধরা অবস্থার প্রাবল্য দেখা দিলে সেক্ষেত্রে **কুপ্রাম**-ই তার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠতম সাদৃশ্যযুক্ত ওষুধ। যে সব ক্ষেত্রে শীতলতা, নীল হয়ে পড়া, ঘাম কম হওয়া, বমি ও পায়খানাও কম হয় সেই ক্ষেত্রে **ক্যাম্ফর** উপযোগী ওষুধ। এরূপ অবস্থাকে 'ড্রাই কলেরা' বলে; অবসন্নতা সৃষ্টিকারী খুববেশী বমি বা মলত্যাগ প্রভৃতি ছাড়াই রোগীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে সে মারা যায়। দেহ খুববেশী ঠাণ্ডা হয়ে পড়া, নীল হয়ে যাওয়া এবং স্রাবের স্বল্পতার লক্ষণে **ক্যাম্ফর** উপযোগী বলে নির্দেশিত হয়; স্রাবের পরিমাণ খুববেশী হওয়া এবং সেই সঙ্গে শীতল হয়ে পড়া, দেহ নীল হয়ে যাওয়া প্রভৃতিও অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী হতে দেখা গেলে সেক্ষেত্রে ভেরেট্রামই উপযোগী হবে। **সিকেলিতেও** কলেরার মত কিছু

কিছু লক্ষণ থাকতে দেখা যায়। পডোফাইলামে দেহ অবসন্নকারী প্রচুর মলস্রাব থাকে এবং আর্সেনিকে উদ্বেগসহ অস্থিরতাই প্রধান লক্ষণ।

এই ওষুধের মানসিক লক্ষণে ভয়াবহতা বা প্রচণ্ডতা এবং ধ্বংসাত্মক কাজ করার প্রবণতা থাকে ; রোগী সব কিছু নষ্ট করে ফেলতে, ছিঁড়ে ফেলতে চায় ; সে তার নিজের দেহ থেকে জামা কাপড় ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে। সে সর্বদাই ব্যস্ত ভাবাপন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে, নিজের দৈনন্দিন কাজ করে যেতে চায়। ভেরেট্রামের উপযোগী একজন 'কুপার' অর্থাৎ পিপা প্রভৃতির কারিগরকে উন্মাদ অবস্থায় একটির পর আর একটি চেয়ার পরপর সাজাতে দেখা গিয়েছিল। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে সে কি করছে, তখন সে উত্তর দিয়েছিল যে পিপা তৈরি করার মাল মশলা সে এক জায়গায় জড়ো করে রাখছে। ঐ রোগী যখন এই ধরনের কাজে ব্যস্ত না থাকত, তখন সে বসে কাপড় জামা ছিঁড়ুক অথবা হাঁটু গেড়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খুব জোরে জোরে চিৎকার করে প্রার্থনা করে চলত।

ধর্মীয় উন্মাদনায় রোগী আনন্দে উদ্বেল হয়ে থাকে, যেন অনেক উঁচু স্তরে পেঁছে গেছে বলে মনে করে ; সে মনে করে যেন সে নিজেই সমাধি থেকে উঠে আসা যীশুখ্রীস্ট স্বয়ং। মুখমণ্ডল নীল, মাথা বরফের মত ঠাণ্ডা ঘাম প্রভৃতি দেখা না দেওয়া পর্যন্ত রোগী উঁচু স্বরে চিৎকার করতে থাকে, সবাইকে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করার উপদেশ দেয়। কখনো সে উঁচু স্বরে অপরকে উপদেশ দেয়, অনুতাপ করতে বলে, আবার কখনো অশ্লীল গান করে, উলঙ্গ হয়ে নিজের যৌনাঙ্গ অপরকে দেখায়। সে সহজেই ভীত হয় এবং ভয় পাবার ফলে উপসর্গ সৃষ্টি হয় ; মৃত্যুভয় ও নিন্দিত হবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে ; কল্পনায় সে ধারণা করে যেন সারা পৃথিবীই আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

"ম্যানিয়া বা উন্মত্ততার সঙ্গে সব কিছু কেটে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা, বিশেষভাবে নিজের কাপড়-জামা ছেঁড়া, লাম্পট্যভাবের কথাবার্তা বলা ; প্রসবান্তিক বা পিওর-পেরাল ম্যানিয়া ও কনভালসন হওয়া, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটা ; মুখমণ্ডলে নীলচে ও ফোলা ফোলা ভাব, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা, বন্যপশুর মত চিৎকার করে কামড়ানো বা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করা ; বাচালের মত বক্‌বক্‌ করা, খুব দ্রুত কথা বলা প্রভৃতি দেখা যায়। রোগিণীর মনে যে কাল্পনিক দুর্ভাগ্যের চিন্তা দেখা দেয় সে বিষয়ে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে শান্ত করা যায় না ; ঘরের মধ্যে সে কখনো চিৎকার করতে করতে *দৌড়ঝাঁপ করে, আবার কখনো চুপচাপ বসে নিজের* মনে বিড়্‌বিড় করে, কাঁদে।" পর্যায়ক্রমে কখনো চুপচাপ নিজের মনে বিড়্‌বিড়্‌ করা, আবার কখনো চিৎকার করে কান্নাকাটি করা প্রভৃতি লক্ষণসহ উন্মত্ততায় আমাদের যে কয়েকটি ওষুধ আছে তাদের সাহায্যে, বিশেষভাবে বর্তমানে যে ধরনের উন্মাদ রোগী পাগলা-গারদ গুলিতে থাকে, তাদের সারিয়ে তুলে ঐ পাগলা-গারদ গুলিকে খালি করে দেওয়া যায়। কোন দুরারোগ্য রোগের পরিণতিতে এইরূপ উন্মত্ততা যদি না ঘটে থাকে তবে সেই সব উন্মাদ রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভব।

উন্মাদ হয়ে যাবার পূর্বে হতাশা ও নিরানন্দভাব দেখা দেয়।” “রোগী তার আরোগ্যের বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়ে, আত্মহত্যার চেষ্টা করে।” উন্মাদ রোগীর মধ্যে হতাশা দেখা যায় না, উন্মাদ হয়ে যাবার পূর্বেই হতাশা দেখা দেয়; কিন্তু রোগী উন্মাদ হয়ে গেলে নিজেকে ছাড়া আর সবাইকেই পাগল বলে মনে করে। যে সব লোক শোক-দুঃখে ও হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে পরে হয়ত তারাই উন্মাদ হয়ে যায়। ভেরেট্রাম ঐ ধরনের রোগীদের হতাশা দূর করে তাদের সুস্থ করে তুলতে পারে। “মানসিক বিষণ্ণতায় রোগী মাথা নিচু করে বসে থাকে, নীরবে বসে থেকে আপনমনে বিড়্বিড়্ করে।”

যুবতী মেয়েরা বছরের পর বছর ধরে ঋতুস্রাবে নানা ধরনের কষ্টভোগ করে, প্রতিবার ঋতুস্রাবের প্রাক্কালে একটা হতাশাগ্রস্তভাব দেখা দেয়; সে হাসতে ভুলে যায়, সারা পৃথিবী তার কাছে নীল মনে হয়, সবকিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে বোধ হতে থাকে এবং এ সমস্ত অবস্থাটাই উন্মাদ হয়ে যাবার পূর্বাভাষের লক্ষণ। ভেরেট্রাম অনেককেই, বিশেষত যারা জরায়ুর গোলযোগের কারণে উন্মাদ হয়ে পড়ে তাদের উন্মাদাগারে যাবার প্রয়োজন রদ করতে পারে। অল্পবয়সী মেয়েরা, কেউ কেউ বয়ঃসন্ধিকালে ডিসমেনোরিয়া বা কষ্টকর ঋতুস্রাবে ভোগে, মানসিক অবস্থা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হয়ে পড়ে, ডায়রিয়া এবং বমি দেখা দেয়। ঋতুস্রাবকালে তাদের দেহ ঠাণ্ডা ও নীল হয়ে পড়তে, ঠোঁট নীল হয়ে যেতে, হাত-পা ঠাণ্ডা ও নীল হতে, ভয়াবহ বেদনায় নিমজ্জমান হয়ে পড়ার মত অনুভূতি, সব লোককেই চুমু খাবার মত পাগলামি বা ম্যানিয়া, হিস্টিরিয়ার সঙ্গে ঋতুস্রাব চলাকালীন দেহ শীতল হয়ে পড়া, প্রচুর ঘাম, বমি ও ডায়রিয়া দেখা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

ভেরেট্রামে খুব গোলযোগপূর্ণ মাথাধরা দেখা যায়, নিউর‍্যালজিক ধরনের বেদনাসহ মাথাধরা, খুববেশী তীব্র ধরনের যন্ত্রণা থাকে এবং সেই সঙ্গে পিত্ত বা রক্তবমি হওয়া, খুববেশী অবসন্নতা, প্রচুর ঘাম হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। পাকস্থলী খালি হয়ে যাবার পরেও বমি হতে এবং ওয়াক্ উঠতে দেখা যায়; পাকস্থলীতে আক্ষেপযুক্ত ওয়াক্ ওঠা এবং খিঁচ্ধরা ব্যথা; পাকস্থলী খালি করে দেবার প্রবল চেষ্টা চোখে পড়ে এবং কিছুক্ষণ বাদে বাদেই একমুখ ভর্তি হয়ে পিত্ত উঠে আসে।

মাথায় তীব্র ধরনের রক্তোচ্ছ্বাস, রক্তাধিক্য ঘটে এবং সেই সঙ্গে হাত-পায়ের দিকটা শীতল হয়ে পড়তে দেখা যায়। মাথাটা যেন বরফে ভর্তি যেন মাথার তালু এবং অক্সিপুট অংশে বরফ চাপানো রয়েছে (ক্যালকেরিয়া বলে মনে হয়) মাথায় টান্ টান্ বোধে রোগীর মনে হয় যেন তার মস্তিষ্ককে ঘিরে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে; মাথায় চাপযুক্ত বেদনা থাকে।

একজন চাষী গ্রীষ্মকালে আমার কাছে এসেছিল। যখনই সে জলপান

করত তখনই তার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হ'ত, যেন জলটা ঈসোফেগাস দিয়ে না নেমে গলার বাইরে দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে বলে তার মনে হ'ত। ঐ লক্ষণটি এত প্রবল ছিল যে সে তার বন্ধু-বান্ধবদের লক্ষ্য করতে বলত জলটা সত্যিই তার গলার বাইরে দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে কিনা। ভেরেট্রামের দু'হাজারতম শক্তি তাকে সারিয়ে তোলে। কোন ওষুধেই ঐরূপ লক্ষণের কথা জানা যায় না, তবে আমি সাদৃশ্য বিচার করে ঐ ওষুধটি প্রয়োগ করেছি।

ঠাণ্ডাজল ও বরফের জন্য প্রবল তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে। "যে কোন ফল খেলেই পেট ফুলে যায়।"

"খুববেশী পরিমাণে বমি জোর করে উঠে আসে। গা-বমিভাবের সঙ্গে দুর্বলতা থাকে; রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়; পাকস্থলীতে হিস্টিরিয়াজনিত খিঁচ্‌ধরা; পেটের মাংসপেশীতে খিঁচ্‌ধরার জন্য পেটে কলিকের মত ব্যথা দেখা দেয়। পাকস্থলীর শ্লেষ্মাজনিত অবস্থা, খুববেশী দুর্বলতা, দেহ শীতল হয়ে পড়া এবং হঠাৎ তলিয়ে যাবার মত বোধ দেখা দেয়।"

হাত-পা প্রভৃতি অংশে বাত ও নিউর‍্যালজিক বেদনার প্রাবল্য বিছানার উষ্ণতায় বেদনার বৃদ্ধি ঘটে; রাত্রিতে বেদনায় রোগী বিছানা ছেড়ে উঠে কোন একটা শীতল ঘরে এবং মেঝেতে হেঁটে-চলে বেড়াতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেইজন্য মনে হতে পারে যে উত্তাপ তার পক্ষে আরামদায়ক; পেট ও অন্যান্য অংশ যখন শীতল থাকে তখন সেখানে উত্তাপে রোগী আরামবোধ করবে বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে উত্তাপে তার বেদনা বৃদ্ধি পায় (**মার্কিউরিয়াস**)।

"হাত-পায়ে বেদনাদায়ক, পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা বোধ হয়।" "জ্বরের শীতাবস্থা ও উত্তাপ অবস্থা পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যটি দেখা দেয়, দেহের বিভিন্ন অংশে, কখনো এখানে, কখনো ওখানে, কোন একটা নির্দিষ্ট অংশে শীত ও উত্তাপ-বোধ পর্যায়ক্রমে আসে। মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সর্বত্রই দেহের অভ্যন্তরে শীতলতাবোধ, জলপান করার সময় বিশেষভাবে অনুভব করতে দেখা যায়।" ভেরেট্রামের অনেক উপসর্গই কোন কিছু পান করার সময় বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

দেহে যখন শীতল ঘাম দেখা দেয় তখন জ্বালাবোধ হয়ে থাকে। ক্রনিক ধরনের মানসিক গোলযোগের সঙ্গে দেহের ত্বক মলিন ও শুকনো থাকতে দেখা যায়, একমাত্র কপালের ত্বক ছাড়া। কিন্তু অ্যাকিউট উপসর্গে যেসব ক্ষেত্রে দৈহিক লক্ষণগুলিই প্রধান রূপে দেখা দেয়, যেমন কষ্টকর ঋতুস্রাব বা ডিসমেনোরিয়া, অ্যাকিউট ধরনের উন্মত্ততা প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেহের সর্বত্রই প্রচুর ঘাম হতে দেখা যায়।

গা-বমিভাব এবং বমি হতে থাকলেই প্রবল খিদেবোধ হতে দেখা যায়। মলত্যাগের পরে পেটে সব যেন একেবারে খালি হয়ে পড়েছে বলে মনে হতে থাকে।

জিঙ্কাম মেটালিকাম
(Zincum Metallicum)

জিঙ্কাম খুব ভালভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষিত (প্রুভিং) হয়েছে। দেহের সব অংশের লক্ষণই ভালভাবে প্রুভিং হয়েছে। এটি একটি অ্যান্টিসোরিক ওষুধ এবং ভগ্ন ও দুর্বল ধাতুগ্রস্ত লোকেদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী ; দুর্বল হয়ে পড়া লক্ষণটি প্রুভিংয়ের সবটাতেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে !

জিঙ্কামের রোগী খুব নার্ভাস এবং অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণ প্রকৃতির হয় ; সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, দেহে কাঁপুনি, শিহরণ, মাংসপেশীর মৃদু সংকোচন, স্নায়ুগুলি গতিপথ বরাবর ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা, সুড়সুড় করা প্রভৃতি দেখা দেয় ; তাদের মধ্যে একদিকে অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা এবং অপর দিকে অনুভূতিবোধের অভাব দেখা যায়। এই ধরনের অত্যানুভূতির প্রাবল্য নাক্সের মত হতে দেখা যায়, কিন্তু ঐ ওষুধটি জিঙ্কামের বিরোধী বা প্রতিকূল। খুববেশী পরিশ্রমে ক্লান্তি এবং উত্তেজনাপ্রবণতা নাক্স এবং জিঙ্কাম দুটিতেই দেখা যায়। নাক্সের রোগী উঁচু শক্তির ওষুধে বিশেষভাবে অনুভূতিপ্রবণ থাকে, তা ছাড়া জিঙ্কামে পক্ষাঘাতজনিত দুর্বলতা, শীর্ণতা, অবসাদ প্রভৃতি এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র (স্পাইন্যাল) সম্পর্কিত লক্ষণে ভরপুর থাকে।

দেহের সব অংশের ক্রিয়াতেই ধীরতা থাকে ; উদ্ভেদগুলি ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। রোগীকে সর্বতোভাবে ক্লান্ত ও দুর্বল বলে মনে হয়, সেইজন্য কোন একটি মেয়ে যখন বয়ঃসন্ধিতে পেঁছোয় এবং তার ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার সময় হয় তখন তার সেই স্রাব দেখা দেয় না, তার স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপ হতে থাকে, তার মধ্যে কোরিয়ার মত লক্ষণ, ঝাঁকুনি ও মৃদু সংকোচন, ঘাড়ের পিছনে ক্ষতের মত টনটনে ব্যথা, সম্পূর্ণ মেরুদণ্ডে জ্বালাবোধ, হাত-পায়ে ছোট ছোট পোকা হাঁটার মত সুড়্সুড়, বিড়বিড় করা অনুভূতি, নানা ধরনের হিস্টিরিয়াজনিত লক্ষণ দেখা দেয়। সামান্য গোলমালের শব্দেই সে কাতর হয়, লোকেদের কথা-বার্তার শব্দে, কাগজের ভাঁজ খোলার সময় যে খড়্খড়্ শব্দ হয় সেই ধরনের সামান্য শব্দেই রোগিণী সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। "কথা বলা এবং কারো কথা কানে যাওয়াতে কষ্টবোধ, যে সব লোক তার খুব প্রিয় তাদের বেশী কথাবার্তার শব্দেও তার স্নায়ুগুলিতে যেন আঘাত করে তাকে বিমর্ষ করে তোলে।"

দুর্বল শিশু, দুর্বল মেয়ে যাদের মন দুর্বল এবং স্মৃতিশক্তিও দুর্বল থাকে যাদের মধ্যে বাধ্য বা নম্র হবার একটা প্রবণতা থাকে কিন্তু যারা রেগে গেলে শান্ত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে সেই ধরনের শিশু ও মেয়েদের পক্ষে জিঙ্কাম উপযোগী। শিশু রোগীর যদি স্কারলেটিনা বা হামজ্বর দেখা দেয় তা হলেই সে হতচেতন হয়ে পড়ে। উদ্ভেদগুলি ঠিকমত প্রকাশ পায় না, কনভালসন বা তড়কা সৃষ্টি হবার একটা প্রবণতা দেখা দেয়, হাত-পায়ে টান্ ধরা, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা

অনবরত এদিক-ওদিক চালা, প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে হতচেতন ভাব থেকে শিশুটিকে সম্পূর্ণভাবে অচেতন হয়ে পড়তে দেখা যায়, উদ্ভেদগুলি দেহে ফুটে ওঠার ক্ষমতাই যেন থাকে না।

পাকস্থলীর পরিপাক ক্রিয়ায় ধীরতা দেখা যায়, টক বমি হয়, অন্ত্র শিথিল হয়ে থাকে। রেক্টাম মলে ভরে থাকে, প্রস্রাব ত্যাগে কষ্টবোধ হয়; স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কিত লক্ষণের সঙ্গে মূত্রথলীর পক্ষাঘাতজনিত অবস্থা এবং কষ্টকর কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ থাকতে দেখা যায়; প্রস্রাব শুরু হতে বিলম্ব হয়, কেবলমাত্র বসে বসে রোগী প্রস্রাব করতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বসে পিছনের দিকে হেলে গিয়ে পিঠটা শক্তভাবে কোন কিছুতে ঠেকিয়ে রেখে তবেই প্রস্রাব করতে সমর্থ হতে দেখা যায়। মেরুদণ্ডের ডর্সাল, লাম্বার ও সেক্রাল অংশে কন্‌কন্‌ করা বা কামড়ানি ব্যথা, হাঁটা-চলা করলে কম হয় এবং বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে খুববেশী হতে দেখা যায়। (**রাসটক্সে** কন্‌কনে ব্যথাটা সেক্রাম অংশে বোধ হতে দেখা যায়, এবং সেটা হাঁটা-চলা করার সময় কম থাকে কিন্তু বসে থাকলে খুব বেড়ে যায়। এই লক্ষণটি **ক্যালকেরিয়া, রাসটক্স, ফসফরাস সালফার**, এবং **সিপিয়াতে** খুব প্রবল থাকতে দেখা যায়। জিঙ্কামে **পেট্রোলিয়াম** এবং **লিডামের** তুলনায় বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে বেদনা বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণটি অপেক্ষাকৃত ভাবে কম থাকে।

পায়ের তলায় অসাড়বোধ, সেই সঙ্গে পা ফেলতে গেলেই গোড়ালিতে কেটে যাবার মত এবং ক্ষতের মত টন্‌টনে ব্যথা দেখা দেয়; দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়া বা চিড়িক দিয়ে ওঠা বেদনা, সূচ বেঁধানোর মত, ছোরা মারার মত, ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা বোধ হতে দেখা যায়; টেবিজ ডর্সালিস রোগ হতে দেখা যায়।

হাত-পায়ে পক্ষাঘাতের মত অবশতা, প্রথমে আংশিক ভাবে পক্ষাঘাতের মত অবস্থা এবং পরে যে কোন একদিকে অথবা উভয় দিকেই সম্পূর্ণভাবে পক্ষাঘাত সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে; হাত-পায়ে ঝাঁকুনি, কাঁপুনি ও অবসাদ দেখা দেয়। ঘুমের মধ্যে শক্‌ লাগার মত ঝাঁকুনি হতে দেখা যায়।

ট্রফিক সেণ্টার অর্থাৎ দেহের পুষ্টিবিধানের কার্যকরী কেন্দ্রগুলি রক্তশূন্য হয়ে পড়ে; সারাদেহে শীর্ণতা দেখা দেয়, ত্বক একেবারে শুকিয়ে কুঁকড়ে যাবার মত দেখায়; মুখমণ্ডল ফেকাশে, কুঞ্চিত অস্বাস্থ্যকর ও রুগ্ণ দেখায়। রোগী সর্বদাই শীতবোধ করে; ঠাণ্ডায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। তার দেহের সর্বত্র স্নায়বিক বেদনা, ঠাণ্ডা, ঝড়ো হাওয়ার স্পর্শে তার সারা দেহেই ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা দেখা দেয়; দেহের বিভিন্ন অংশে টান্‌ টান্‌ ও টেনে ধরার মত বেদনাবোধ হতে থাকে। চোখে অদ্ভুত ধরনের টান্‌ ধরায় মনে হয় যেন স্ট্রাবিসমাস বা ট্যারা অবস্থা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে; মাংসপেশীতে টেনে ধরার মত বোধ, ঘাড় পিছনে বেঁকে যাওয়া, দেহের সর্বত্রই টান্‌ টান্‌ ও টেনে ধরার মত বোধ সৃষ্টি হয়। রোগী যখন বিশ্রাম করতে যায় তখন তার হাত-পায়ে যেন টান্‌ ধরে, হিস্টিরিয়ার মত সংকোচন

ঘটে, হাতের আঙ্গুলে টান ধরে বিকৃত বা বাঁকা হয়ে পড়তে দেখা যায়।

মন ধীরে কাজ করে এবং রোগী দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে; স্মৃতিশক্তি কমে যায়; সে ভুলোমনা হয়ে পড়ে। "প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই প্রতিবার প্রশ্নগুলি উচ্চারণ করে নেয়।" কেউ ঐরকম করতে থাকলে বুঝতে হবে যে সে ঐ বিষয়টা বুঝে নিতে চেষ্টা করছে। প্রথমে সে প্রশ্নটার অর্থ বুঝে নিয়ে তার পরে তার উত্তর দেয়। টাইফয়েডে যখন রোগী কনভালেন্সের বা আরোগ্যের পথে যেতে পারে না, শিশুদের যখন মস্তিষ্কের কোন উপসর্গ দেখা দেয় তখন ঐ ধরনের অবস্থা হয়ে থাকে। স্নায়বিক কারণে অবসাদ দেখা দেয়; রোগী একটু সময় ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকার পরে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সে তখন প্রশ্নের জবাব দেয়। জিঙ্কামের রোগীকে দেখে তাকে কোন প্রশ্ন না করলে সে যে কতটা দুর্বল সেটা বোঝা যায় না, কিন্তু তাকে কোন একটা প্রশ্ন করলে প্রথমে কিছুক্ষণ সে হতভম্বের মত ভাব নিয়ে তাকিয়ে থেকে তার পরে সচকিত হয়ে উঠে হয়ত প্রশ্নের উত্তর দেবে।

যে সব রোগী স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বলমনা, যে সব শিশুর মধ্যে জড়ভাব বা ইডিয়সির সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে, তাদের পক্ষে জিঙ্কাম উপযোগী নয়। মনের ঐরূপ অবস্থায় **ব্যারাইটা কার্ব** উপযোগী হয়। জিঙ্কামের রোগী অর্ধনিদ্রার মত অবস্থা থেকে জেগে উঠে যেন এক মুহূর্ত সময়ের জন্য কোন কথা না বলে হতভম্ব ভাবে তাকিয়ে থাকে।

রোগী যখন আচ্ছন্ন বা স্টুপর অবস্থায় থাকে তখন সামান্য একটু গোলমালের শব্দেও সে চমকে ওঠে, তার দেহে মৃদু সংকোচন দেখা দেয়, কিন্তু দ্রুত ঐ অবস্থা কেটে যায় এবং ক্রমশ একটু একটু করে তার উত্তেজনাপ্রবণতা কমতে থাকে এবং শেষে সম্পূর্ণ অচেতনতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন আর তাকে ডেকে জাগিয়ে তোলা যায় না।

এমন কিছু কিছু গভীর মূলমস্তিষ্কের গোলযোগ দেখা যায় যাতে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। কিছু কিছু ঐ ধরনের উপসর্গে রোগী ক্রমশ একটু একটু করে অচেতন হয়ে পড়ে, দিনের পর দিন মাথা এপাশ-ওপাশে চালাতে থাকে, চোখ উজ্জ্বলতা হারায়, দেহ শীর্ণ হয়ে পড়ে, বিছানায় অসাড়ে প্রস্রাব ও মল বেরিয়ে যায়, জিহ্বা শুকনো পুড়ে যাওয়া ও চামড়ার মত দেখায় কুঁকড়ে থাকে, ঠোঁটও ঐরূপ দেখায়; মুখমণ্ডল শুকিয়ে কুঞ্চিত হয়ে পড়ায় প্রতিদিন বুড়োটেভাবে বেড়ে যায়, যে কোন একটি হাত বা একটি পা অথবা দেহের সমুদয় মাংসপেশীতেই যেন পক্ষাঘাত হয়েছে বলে মনে হয়। বেদনায় সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, তবে **এপিসের** মত চিৎকারটা তত তীব্র বা তীক্ষ্ণ হতে দেখা যাবে না। যে কোন ক্ষেত্রে জিঙ্কামের একটি মাত্র মাত্রাই হয়ত রোগীর জীবন ফিরিয়ে আনবে। ওষুধটি প্রয়োগের কয়েকদিন পরেই দেহের যেসব অংশ অসাড় হয়ে পড়েছিল সেখানে ঝাঁকুনি ও মৃদু সংকোচন দেখা দেবে; অথবা প্রচুর ঘাম, ও বমি হতে থাকবে; হঠাৎ

রোগীর জেগে ওঠার মত অবস্থাটাকে মারাত্মক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ওষুধটির ক্রিয়া রোগীর দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করায় ঐরূপ হতে দেখা যেতে পারে। ঐ শিশুটি একটু একটু করে ক্রমশ চেতন অবস্থায় ফিরে আসতে থাকায়, অসাড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সাড় ফিরে আসতে থাকায় ঐ সব স্থানে ভীষণ আকারে চুলকানিবোধ, সুড়সুড় করা, কাটা বেঁধার মত খচ্‌খচ্‌ করা, পোকা হাঁটার মত অনুভূতি হতে থাকে। ঐ শিশুর মা-বাবা, আত্মীয় পরিজন ঐ অবস্থায় কিছু একটা করার জন্য হয়ত অনুরোধ করতে থাকবেন, কিন্তু ঐ অবস্থায় কোন অ্যান্টিডোট প্রয়োগে আবার শিশুটি তার পুরানো অবস্থায় ফিরে যাবে। শিশুটির দেহে ঐ ধরনের অনুভূতি হতে থাকা তার জীবনীশক্তি ফিরে আসারই লক্ষণ। ঐ শিশু ঐরূপ অবস্থার এক বা দু সপ্তাহ থাকার পরে আবার হয়ত পুরানো অবস্থায় ফিরে যাবার মত লক্ষণ দেখা দেবে, সেই সময় আর এক মাত্রা জিঙ্কাম প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। পুনরায় ঐ ওষুধটি প্রয়োগে শিশুর দেহে আবার ঘাম, বমি প্রভৃতি দেখা দেবে। স্পাইন্যাল অর্থাৎ স্পাইন্যাল কর্ডের মেনিনজাইটিসে এরূপ হয়ে থাকে। এর প্রাথমিক অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ঘটায় **বেলেডোনা** সাময়িকভাবে ঐ উপসর্গটিকে দমিয়ে রাখতে পারে কিন্তু উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করলে সেক্ষেত্রে জিঙ্কামই একমাত্র ওষুধ যা রোগীকে সারিয়ে তুলতে পারে। **বেলেডোনার** ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস, মাথা উত্তপ্ত থাকা, মাথা চালা, চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি এবং ক্যারোটিড ধমনীতে দপ্‌দপ্‌ করা লক্ষণ থাকবে। **ব্রায়োনিয়ার** ক্ষেত্রে রোগীকে চুপচাপ স্থির ভাবে থাকতে, মুখমণ্ডলে বোকাটেভাবসহ বেগুনী রঙ নিতে ও নিদ্রালু ভাব থাকতে দেখা যাবে। **হেলিবোরাসের** রোগীর মধ্যে খুব অল্প জ্বর, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়া, মাথা চালা, চোখের তারা প্রসারিত হয়ে পড়া, সম্পূর্ণ অচেনতায় রোগীকে জাগিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব হওয়া, মাথা অনবরত এপাশ-ওপাশ করা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় কিন্তু যখন রোগীর রিফ্লেক্স অর্থাৎ মাংসপেশী ও টেণ্ডনগুলির প্রতিবর্ত-ক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে জিঙ্কামই উপযুক্ত ওষুধ।

জেলসিমিয়াম, **বেলেডোনা** বা **ব্রায়োনিয়াতে** রোগীর উপসর্গ কিছুটা কমে যাবার পরে জিঙ্কাম প্রয়োগ করতে হবে। যে সব শিশুকে সহজে সারিয়ে তোলা যায় না, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে যারা একই রূপ অবস্থায় পড়ে থাকে, শীর্ণ হয়ে পড়ে ও অচেতন ভাবে পড়ে থাকে তাদের পক্ষে জিঙ্কাম বিশেষভাবে উপযোগী।

শিশুটির মাকে আলাদাভাবে একপাশে ডেকে নিয়ে শিশুটির জ্ঞান ফিরে আসার পর কি ধরনের লক্ষণ বা অবস্থা দেখা দিতে পারে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে, সেটা না করলে পরে চিকিৎসককে ঐ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব। বয়ঃক লোকদের পক্ষে যে অবস্থা সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব, ছোট ছোট শিশুরা দীর্ঘ-দিন ধরে মাথায় রক্তাধিক্য ও প্রদাহ যে কি করে সহ্য করে চলে সেটা ভাবলে অবাক হতে হয়। স্কারলেট জ্বর অথবা মেনিনজাইটিস, যক্ষ্মারোগজনিত মেনিনজাইটিস সঠিকভাবে চিকিৎসিত না হলে ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। **ফসফরাস** ওষুধটির

বর্ণনায় এই ধরনের ভয়াবহ ধরনের মস্তিষ্কের গোলযোগের বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছি, ঐ ওষুধটিতেও জিঙ্কামের মত সাদৃশ্যযুক্ত একটা ছবি পাওয়া যায়। যক্ষ্মারোগজনিত মেনিনজাইটিস সেরে গেছে এ ধরনের কোন রেকর্ড কোথাও নেই, কিন্তু একজন হোমিওপ্যাথিক ঐ ধরনের কিছু কিছু অবস্থাকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম হতে পারেন, যদিও তাতে দু'তিন মাস সময় লেগে যেতে এবং তার মধ্যে দু'তিনবার উপসর্গটির রিল্যাপ্স বা পুনরাক্রমণও ঘটতে দেখা যেতে পারে।

চোখের লক্ষণে কনজাঙ্কটাইভাতে একটা অদ্ভুত ধরনের পুরু ও অস্বচ্ছভাব, চামড়ার মত হয়ে পড়া, মাঝে মাঝে হলদেটে দাগযুক্ত হতে এবং কর্নিয়াতে পুরু হয়ে ওঠা ও টেরিজিয়ামের মত অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীর পায়ের মত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ডানহাম টেরিজিয়ামের এক রোগীকে অদ্ভুতভাবে সারিয়ে তুলেছিলেন। 'গাইডিং সিম্পটমস'-এ ঐ রোগীর বিবরণে বলা হয়েছে, "ডান চোখে, ঠিক কর্নিয়ার কাছে টেরিজিয়াম ; বাম চোখের ভিতরের কোণের কাছ থেকে পিউপিল পর্যন্ত বিস্তৃত।"

"চোখের ভিতরের দিকের কোণের কাছে চুলকানি ও হুল বেঁধানোর মত বোধের সঙ্গে চোখের দৃষ্টি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। চোখ ও চোখের পাতায় সকাল ও বিকেলের দিকে খুববেশী জ্বালাবোধ এবং চোখে শুষ্কতা ও চাপবোধ হতে দেখা যায়।"

জিঙ্কামে চোখের পাতার কষ্টদায়ক পুরু হয়ে পড়া, চোখের পাতা বাইরের দিকে অথবা ভিতরের দিকে উল্টে যাওয়া অবস্থা বা একট্রোপিয়ন ও এণ্ট্রোপিয়ন সারানো গেছে। এণ্ট্রোপিয়নের একটি মারাত্মক অবস্থায় চোখের পাতায় রোম বা পক্ষ্মগুলি চোখের গোলকে বার বার ঘষটে যেতে থাকার ফলে চোখ থেকে জল পড়া, চোখে খুববেশী প্রদাহ ও লালভাব সৃষ্টি হওয়া অবস্থায় জিঙ্কাম সম্পূর্ণভাবে ঐ গোলযোগটি দূর করতে পেরেছিল। চোখের গোলযোগে জিঙ্কাম ও **ইউফ্রেসিয়ার** মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকে।

মস্তিষ্কের গোলযোগের পরে স্ট্র্যাবিসমাস হতে দেখা যায়। স্কারলেট জ্বরের পর থেকেই রোগীর দৃষ্টি ট্যারা হয়ে পড়ে। হামের পরে মহিলাদের নানা ধরনের গোলযোগ দেখা দেয় ; ঋতুস্রাবের গোলযোগ ডিসমেনোরিয়া প্রভৃতি ঘটতে পারে। তবে এখানে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ থাকে ; যে কোন ভয়াবহ উপসর্গই থাক না কেন, ওভারীতে, জরায়ুতেও বেদনা, হিস্টিরিয়ার মত উত্তেজনা প্রভৃতি দেখা দিলেও ঋতুস্রাব দেখা দিলে ঐ সব কষ্ট কমে যায়। রক্তস্রাব শুরু হলে ওভারীর ভয়ঙ্কর বেদনা চলে যায়। এখানে **সিমিসিফিউগার** সঙ্গে জিঙ্কামের বৈপরীত্য থাকতে দেখা যাবে ; কারণ ঐ ওষুধে ঋতুস্রাবকালে স্নায়বিক উত্তেজনা এবং হিস্টিরিয়া দেখা দেয় এবং স্রাব যত বেশী হয় বেদনাও ততটা প্রবল হয়ে পড়ে। **ল্যাকেসিস** এবং জিঙ্কামে ঋতুস্রাব শুরু হবার আগে উপসর্গ খুববেশী হয় কিন্তু রক্তস্রাব শুরু হলে সেগুলি সব কমে যেতে দেখা যাবে ; তবে **ল্যাকেসিসের** ক্ষেত্রে স্রাব কমে যেতে শুরু করলে বেদনা আবার ফিরে আসে। **সিমিসিফিউগাতে** কথনো

কখনো ঋতুস্রাব থেকে থেকে কিছু সময় অন্তর হতে দেখা যায় এবং প্রতিবার ঋতুস্রাব বন্ধ থাকার সময়টাতে বেদনাও চলে যায় এবং স্রাব দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও ফিরে আসে।

জিঙ্কামের প্রবল ধরনের স্নায়বিক উপসর্গগুলি পায়ের পাতায় সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কোন কোন শিশু অথবা মহিলার ক্ষেত্রে একটা পা প্রায় সবসময়ই নড়া-চড়া করতে দেখা যায়, তারা কিছুতে পা না নাড়িয়ে চুপচাপ থাকতে পারে না। অনেক ওষুধেই পায়ে স্নায়বিক লক্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং অনেক ওষুধে পা নাড়া-চাড়া করলে রোগী আরামবোধ করে। কিন্তু জিঙ্কামে এই লক্ষণটি খুবই প্রবল থাকে। প্রায় বারো একটি মেয়ের ক্ষেত্রে লক্ষণে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য না পাওয়ায় তার উপযোগী কোন ওষুধই আমি ঠিক করতে পারছিলাম না। ঐ মেয়েটির মা জানালেন যে গির্জায় উপাসনা করতে গিয়ে মেয়েটি অনবরত তার একটা পা নড়া-চড়া করতে থাকায় তিনি খুব মনোকষ্ট পান। মেয়েটিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে ঐরূপ করে কেন, তখন মেয়েটি বলে যে সে যদি তার পা নাড়ানো বা পা নাচানো বন্ধ করে তা হলে তার প্রস্রাব হয়ে যাবে। ঐ রোগীকে জিঙ্কাম সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তুলেছে। পাঠ্য পুস্তকে আমরা বড় বড় করে লেখা দুটি শব্দ "ফিজেটি ফিট" অর্থাৎ পায়ে অস্থিরতা বা চঞ্চলতায় উল্লেখ দেখতে পাই।

জিঙ্কামে উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু হৃৎপিণ্ডজনিত লক্ষণ পাওয়া যায়। বুকের সবটাতেই সংকুচিত হয়ে যাবার মত বোধ, বিশেষভাবে দুর্বল রোগীদের মধ্যে থাকতে দেখা যায়।

———